প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক :
পারিজাত প্রিন্টার্স,
৭, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৬৭

লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী

শেখ সাহাবুদ্দীনকে

সশ্রদ্ধ সৌভ্রাত্রের আন্তরিক উপহার

সূচীপত্র

সফ্‌ট সেন্টার

ক্রিস কোথায় গেল...

ভ্যালেরি বার্নেট মাথাটা নরম কুশনে ডুবিয়ে, চোখ দুটো আরামে বন্ধ করে বাথটবে শুয়ে আছে। দূর থেকে নীচের কথাবার্তার শব্দ আধখোলা জানলা দিয়ে অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে শব্দটা শুনতে ভারি ভাল লাগছিল ভ্যালেরির। স্প্যানিশ বে'র এই হোটেলে উঠতে পেরে সে খুব খুশি হয়েছে কারণ এ পর্যন্ত সে যত জায়গায় থেকেছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে আরামদায়ক।

ভ্যালেরি চোখ খুলে নিজের সুন্দর সুঠাম, তন্বী শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার সুন্দর বুক দুটো আর কোমরে একদম নিতম্ব ঘেঁষে একটা সরু ফালি জায়গা—এই দুটোই কেবল ধবধবে সাদা, শরীরের বাকিটা রৌদ্রস্নানে সোনালি হয়ে গেছে। স্প্যানিশ বে'তে ওরা মাত্র এক সপ্তাহ হল এসেছে, কিন্তু এখানকার সূর্য এত উষ্ণ আর আরামপ্রদ যে ভ্যালেরি খুব তাড়াতাড়ি তার গায়ের চামড়া রোদ্দুর লাগিয়ে সোনালি করে ফেলেছে।

ভিজে হাত দিয়েই ভ্যালেরি সোনায় প্ল্যাটিনামে তৈরী ঘড়িটা তুলে নিল এটা ক্রিস ওকে বিয়েতে দিয়েছিল। এখন বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি, ওর হাতে এখনও বেশ কিছুটা সময় আছে। ধীরেসুস্থে পোশাক পড়ে তারপর নীচে খোলা জায়গাটায় বসে বরফ দেওয়া মার্টিনি খাবে এক গ্লাস। এখন ক্রিস শুধু টোমাটো জ্যুস খায় আর সেই সময়ে ওব নিজের মদ খেতে একটুও ভাল লাগে না। আসলে ক্রিসের অ্যালকোহল খাওয়া বারণ, তাই ওর সামনে বসে মদ খেতে ভ্যালেরির নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন যাতে ও স্বাভাবিকভাবেই চলে কারণ ক্রিসের যদি মনে হয় যে তার জন্য ভ্যালেরি জীবনযাত্রা পাল্টাচ্ছে তাহলে এর ফল খুবই খারাপ হবে।

বাথটবের পাশের টেবিলে ভ্যালেরি ঘড়িটা রাখলো। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাতটা তোয়ালেতে মুছে সে রিসিভার তুললো। অপারেটরের গলা শোনা গেল। সে মিসেস বার্নেট অর্থাৎ ভ্যালেরিকে বলল যে নিউ ইয়র্ক থেকে একটা কল এসেছে। ভ্যালেরি আন্দাজ করল যে একমাত্র ওর বাবাই জানেন যে ওরা স্প্যানিশ বে'তে এসে উঠেছে তাহলে হয়ত তিনিই ফোন করেছেন। অপারেটর আবার জিজ্ঞাসা করল যে ভ্যালেরি ফোনটা ধরবে কিনা। হ্যাঁ বলতে গিয়েও ওর একটু অস্বস্তি হল। বাবাকে তো ও বলেই এসেছিল ওদের একা থাকতে দিতে। অবশ্য এই এক সপ্তাহের মধ্যে উনি কোন খবর নেন নি। এটা ওরই দোষ ও বাবাকে এই কদিনে এক লাইনও লেখেনি, অথচ ও একথা জানে যে উনি কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

টেলিফোনে ওর বাবার গলা ভেসে এল, ভারী, বেশ ছাপ ফেলে যাওয়ার মত কণ্ঠস্বর। বাবার স্বর শুনতে শুনতে অনেকবার ওর মনে হয়েছে যে উনি যদি জবরদস্ত ব্যবসায়ী না হতেন, তাহলে একজন বড় মাপের শেক্সপীরিয়ান অভিনেতা হতে পারতেন।

ভ্যালেরি হঠাৎ চমকে উঠল ওর বাবার ভ্যাল্ ডাকটা শুনে। ও তাই তড়িঘড়ি বলল যে জায়গাটা বেশ সুন্দর। কিন্তু তার বাবা বললেন যে তিনি তাদের খবর পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। ভ্যালেরি বলল যে সে খুবই দুঃখিত তার উচিৎ ছিল খবর দেওয়া। তার বাবা ক্রিসের খবর জানতে চাইলেন। ভ্যালেরি বলল যে ক্রিস বেশ ভাল আছে। এবং কালকেই তারা তাঁর কথা বলছিল। ভ্যালেরির বাবা বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁকে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে। তাই সময় নষ্ট না করে ক্রিস এখন ঠিক কেমন আছে সে কথাই তিনি জানতে চান। ভ্যালেরি জলের মধ্যেই অধীরভাবে পা দুটো নাড়ালো। সে তার বাবাকে আবার বলল যে ক্রিস ভালোই আছে।

সূচীপত্র

সফ্‌ট সেন্টার

ক্রিস কোথায় গেল...

ভ্যালেরি বার্নেট মাথাটা নরম কুশনে ডুবিয়ে, চোখ দুটো আরামে বন্ধ করে বাথটবে শুয়ে আছে।

দূর থেকে নীচের কথাবার্তার শব্দ আধখোলা জানলা দিয়ে অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে শব্দটা শুনতে ভারি ভাল লাগছিল ভ্যালেরির। স্প্যানিশ বে'র এই হোটেলে উঠতে পেরে সে খুব খুশি হয়েছে কারণ এ পর্যন্ত সে যত জায়গায় থেকেছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে আরামদায়ক।

ভ্যালেরি চোখ খুলে নিজের সুন্দর সুঠাম, তন্বী শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার সুন্দর বুক দুটো আর কোমরে একদম নিতম্ব ঘেঁষে একটা সরু ফালি জায়গা—এই দুটোই কেবল ধবধবে সাদা, শরীরের বাকিটা রৌদ্রস্নানে সোনালি হয়ে গেছে। স্প্যানিশ বে'তে ওরা মাত্র এক সপ্তাহ হল এসেছে, কিন্তু এখানকার সূর্য এত উষ্ণ আর আরামপ্রদ যে ভ্যালেরি খুব তাড়াতাড়ি তার গায়ের চামড়া রোদ্দুর লাগিয়ে সোনালি করে ফেলেছে।

ভিজে হাত দিয়েই ভ্যালেরি সোনায় প্লাটিনামে তৈরী ঘড়িটা তুলে নিল এটা ক্রিস ওকে বিয়েতে দিয়েছিল। এখন বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি, ওর হাতে এখনও বেশ কিছুটা সময় আছে। ধীরেসুস্থে পোশাক পড়ে তারপব নীচে খোলা জায়গাটায় বসে বরফ দেওয়া মার্টিনি খাবে এক গ্লাস। এখন ক্রিস শুধু টোমাটো জ্যুস খায় আর সেই সময়ে ওর নিজের মদ খেতে একটুও ভাল লাগে না। আসলে ক্রিসের অ্যালকোহল খাওয়া বারণ, তাই ওর সামনে বসে মদ খেতে ভ্যালেরির নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন যাতে ও স্বাভাবিকভাবেই চলে কারণ ক্রিসের যদি মনে হয় যে তার জন্য ভ্যালেরি জীবনযাত্রা পাল্টাচ্ছে তাহলে এর ফল খুবই খারাপ হবে।

বাথটবের পাশের টেবিলে ভ্যালেরি ঘড়িটা রাখলো। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাতটা তোয়ালেতে মুছে সে রিসিভার তুললো। অপারেটরের গলা শোনা গেল। সে মিসেস বার্নেট অর্থাৎ ভ্যালেরিকে বলল যে নিউ ইয়র্ক থেকে একটা কল এসেছে। ভ্যালেরি আন্দাজ করল যে একমাত্র ওর বাবাই জানেন যে ওরা স্প্যানিশ বে'তে এসে উঠেছে তাহলে হয়ত তিনিই ফোন করেছেন। অপারেটর আবার জিজ্ঞাসা করল যে ভ্যালেরি ফোনটা ধরবে কিনা। হ্যাঁ বলতে গিয়েও ওর একটু অস্বস্তি হল। বাবাকে তো ও বলেই এসেছিল ওদের একা থাকতে দিতে। অবশ্য এই এক সপ্তাহের মধ্যে উনি কোন খবর নেন নি। এটা ওরই দোষ ও বাবাকে এই কদিনে এক লাইনও লেখেনি, অথচ ও একথা জানে যে উনি কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

টেলিফোনে ওর বাবার গলা ভেসে এল, ভারী, বেশ ছাপ ফেলে যাওয়ার মত কণ্ঠস্বর। বাবার স্বর শুনতে শুনতে অনেকবার ওর মনে হয়েছে যে উনি যদি জবরদস্ত ব্যবসায়ী না হতেন, তাহলে একজন বড় মাপের শেক্সপীরিয়ান অভিনেতা হতে পারতেন।

ভ্যালেরি হঠাৎ চমকে উঠল ওর বাবার ভ্যাল্ ডাকটা শুনে। ও তাই তড়িঘড়ি বলল যে জায়গাটা বেশ সুন্দর। কিন্তু তার বাবা বললেন যে তিনি তাদের খবর পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। ভ্যালেরি বলল যে সে খুবই দুঃখিত তার উচিৎ ছিল খবর দেওয়া। তার বাবা ক্রিসের খবর জানতে চাইলেন। ভ্যালেরি বলল যে ক্রিস বেশ ভাল আছে। এবং কালকেই তারা তাঁর কথা বলছিল। ভ্যালেরির বাবা বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁকে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে। তাই সময় নষ্ট না করে ক্রিস এখন ঠিক কেমন আছে সে কথাই তিনি জানতে চান। ভ্যালেরি জলের মধ্যেই অধীরভাবে পা দুটো নাড়ালো। সে তার বাবাকে আবার বলল যে ক্রিস ভালোই আছে।

কিন্তু তার বাবা তাকে বললেন যে তাঁর মনে হয় ক্রিসের সঙ্গে ওর একা চলে যাওয়া ঠিক হয়নি কারণ ক্রিস এখনো অসুস্থ। তিনি জানতে চাইলেন যে ক্রিস এখনও সেই মুখভঙ্গিটা করে কিনা।

ভ্যালেরি চোখ বুজলো, জলটা হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগছে, নাকি ওর শরীরটাই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ও ঠিক বুঝতে পারছে না। তবু সে জোর করে তার বাবাকে বললো যে ক্রিসের ওই ব্যাপারটা অনেকটাই ভাল। তবু তার বাবা জানতে চাইলেন ক্রিস সেই মুখভঙ্গি এখনও করে কিনা। ভ্যালেরি বলল যে হ্যাঁ। তার বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে ক্রিশ এখনও কি ভূতে পাওয়ার মত বসে থাকে। উত্তর দিতে গিয়ে ভ্যাল্ বুঝলো যে ওর চোখ দুটো জলে ভরে আসছে। তবু কষ্ট করে ও বলল যে ক্রিস এখনও ওভাবেই বসে থাকতে চায়, কিছু করার উৎসাহ নেই, তবু সে জানে যে ক্রিস একদিন ভাল হয়ে যাবে, আর ওর আস্তে আস্তে উন্নতিই হচ্ছে।

ভ্যালেরির বাবা জানতে চাইলেন যে ডাঃ গুস্তাভ কি বলছেন। ভ্যাল্ হাত বাড়িয়ে বাথটব খালি করার নবটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল যে ডাক্তার বলেছেন যে ক্রিস সেরে উঠছে তবে সময় লাগবে। একথা শুনে ওর বাবা বললেন যে কত সময় লাগবে। দেড় বছর ধরে ও এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভ্যালেরি বিরক্ত হয়ে বলল যে সে এসব কথা আর শুনতে চায় না। সে বেশ ভালোভাবেই জানে কতদিন ধরে এই ব্যাপারটা চলছে। কিন্তু ভেবে দেখলো এটা বাস্তবিক এতদিন নয়। তার বাবা একথা শুনে বললেন যে এটা অনেকদিন ধরে চলছে। সে একটা পঁচিশ বছরের মেয়ে, তার সুস্থ স্বাভাবিক প্রবণতা থাকতেই পাবে। এভাবে চলা তাব পক্ষে ঠিক নয়। তার জন্য তার বাবা খুব চিন্তিত। সে এভাবে একজনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারে না।

ভ্যালেরি হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকাব করে বলল যে সে ক্রিসকে ভালবাসে এবং সে তার স্ত্রী। তাই এ ধরনের কথাবার্তা সে শুনতে চায় না। এটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ব্যাপার।

একটু চুপ করে থেকে ভ্যালেরির বাবা ধীর গলায় বললেন যে তিনিও ভ্যালেরিকে ভালবাসেন। তাই তিনি তার জন্য দুশ্চিন্তা না কবে পারছেন না। তাই সে যখন চায় না তিনিও আর জোর করছেন না, তবে তিনি সব খবরাখবর ঠিক মতো জানতে চান এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস যে তাঁর মেয়ে তাঁকে সব বলবে। তিনিও সব কিছু করার জন্য তৈরী থাকবেন।

ভ্যালেরি তার বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে সে এটা নিজেই সামলাতে পারবে। তোয়ালেটা গায়ের ওপর টেনে দিয়ে সে তার বাবাকে জানালো যে সে এখন স্নানের ঘরে এবং তার শীত করছে। তার বাবা ক্রিস কি করছে জানতে চাইলেন। ভ্যাল্ বললো যে ক্রিস এখন বাইরে বসে।

ভ্যালেরির বাবা ফোন ছাড়ার আগে আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে সে সব সামলাতে পারবে কিনা। আর কোন দরকার হলেই যেন খবর দেয়। তিনি অফিসে আবার পাঁচটায় ফিরবেন, এর মধ্যে ভ্যাল্ তাঁকে পাবে না কারণ তাঁকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে।

ভ্যালেরি জানাল যে তার এখন তাঁকে আব দরকার হবে না। তার বাবা বিদায় জানিয়ে ফোন ছাড়লেন।

রিসিভার রেখে ভ্যাল্ বাথটব থেকে উঠে এল। তাড়াতাড়ি গা মুছে একটা সাদা আর নীল পোশাক পরে সোজা হেঁটে ওদের শোবার ঘর পেরিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। দূরে সমুদ্রতীর, ছোট ছোট খাঁড়ির মতন হয়ে আছে, মাইলের পর মাইল বালির ওপরে অসংখ্য ছাতা সাজানো। নীচে যেখানে ক্রিস বসেছিল সেখানে তাকিয়ে ভ্যাল্ দেখল যে চেয়ারটা খালি।

হঠাৎ একটা দারুণ ভয় চেপে বসলো ওর বুকের মধ্যে। এদিক-ওদিক ও পাগলের মত তাকিয়ে দেখল যে, এখানে ওখানে অনেক লোক, কেউ খাচ্ছে, কেউ গল্প কবছে, ওয়েটাররা ব্যস্তভাবে বিভিন্ন টেবিলে যাতায়াত করছে, সাদা ইউনিফর্ম পরা ডোরম্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—কিন্তু কোথাও ক্রিসের কোন চিহ্ন নেই।

ফ্লোরিডায় সবচেয়ে দামী হোটেলগুলোর মধ্যে স্প্যানিশ হল একটা। শুধুমাত্র পঞ্চাশজন অতিথি এখানে আপ্যায়িত হতে পারে এবং তার বন্দোবস্তও যথেষ্ট ভাল। সেজন্য খরচও অনেক বেশি যা কেবল ধনীদের পক্ষেই বহন করা সম্ভব।

ভ্যালের বাবা, চার্লস ট্রেভার্সই হোটেলটা পছন্দ করেছিলেন। কারণ ডাক্তাররা বলেছিল ক্রিসের

এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই ট্রেভার্স নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হোটেলের বিল তাঁর কাছেই পাঠানোর কথা হয়েছে। এছাড়া তিনি ভ্যালেরি ও ক্রিসের বেড়ানোর জন্য একটা মার্সিডিজ গাড়িরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ভ্যাল্ কিন্তু একটু কম দামী হোটেলেই যেতে চেয়েছিল কারণ সে জানত যে তার বাবা ক্রিসের ওপর এখন বিরক্ত। যেহেতু ভ্যালেরি একজন ধনকুবেরের মেয়ে হিসাবে ক্রিসকে উপযুক্ত আরামে রাখতে পারে এবং তার বাবা তাদের এখানে আসার জন্য জোর করায় সে বেশ খুশীই হয়েছে।

এই হোটেলে এসে তাদের প্রথম সপ্তাহটি বেশ ভালভাবেই কেটেছে। ক্রিস এখন রৌদ্রে চুপ করে বসে থাকতেই খুশী হয়, ভ্যালের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ওদের শোবার ঘর আলাদা, ক্রিস ওকে স্পর্শ করেনা-এসব ভ্যালেরির বিষণ্ণতার কারণ তবু সে এগুলোকে মেনে নিয়েছে। হোটেলে আসার পর থেকেই ভ্যাল্ ক্রিসের উপর নজর রেখেছে। আর এই নজরদারী সহজ হয়েছে কারণ হোটেল থেকে মাইলের পর মাইল দেখা যায় অনায়াসে। আর গাড়ির চাবিটাও ভ্যাল্ সবসময় ক্রিসের হাতের বাইরে নিজের কাছে রাখত।

কিন্তু যতদিন যেতে লাগল তত দেখা গেল ক্রিস রৌদ্রে বসে বই পড়েই তৃপ্তি পাচ্ছে। তবে ভ্যাল্ এখন বুঝতে পারছে সে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল, ক্রিসকে একা এখানে বসিয়ে রেখে যাওয়া উচিত হয়নি। হঠাৎ তার গাড়ির চাবির কথা মনে হল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কাঁপা কাঁপা হাতে ব্যাগ খুলে দেখল যে তাতে চাবি নেই। পুরো ব্যাগটা টেবিলে উপুড় করে ফেলে সে আবার ভাল করে চাবিটা খুঁজল। ভ্যাল্ বুঝতে পারল যে সে যখন স্নান করছিল সেই সময়ে ক্রিস ঘরে ঢুকে চাবিটা নিয়ে গেছে। সে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখল নীচে সাদা মার্সিডিজটা নেই।

সে নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে ভয়ের কিছুই নেই, ক্রিসের হয়তো একটু গাড়িটা নিয়ে বেরোতে ইচ্ছে হয়েছে, ও এক্ষুণি ফিরে আসবে। ক্রিসকে বলেছিল যে সাড়ে বারোটার নীচে নামবে। আর এখনও বারোটা বাজে নি আর ওর হয়তো বই পড়তে ভাল লাগছিল না তাই একটু ঘুরতে গেছে।

জোর করে নিজেকে এসব বোঝালেও ভ্যাল্ ভাল করেই জানে যে সেই দুর্ঘটনার পর ক্রিস গাড়িতে হাত দেয় না। সে নিজেই সবসময় গাড়ি চালায়। কিন্তু আজকে কেন ক্রিস ভ্যালের স্নানের সময় ঘরে ঢুকে চাবি নিয়ে চুপি চুপি গাড়ি বের করেছে। তাহলে কি কিছু একটা ঘটতে চলেছে? এই আতঙ্কে ভ্যাল্ ঘর থেকে বেরিয়ে লিফ্টের সামনে এসে দাঁড়াল। বোতাম টিপতে লিফ্টের দরজা খুলে গেল। লিফ্টম্যান তাকে লাউঞ্জে যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায়। সে হ্যাঁ বলল।

লাউঞ্জে এসে ভ্যাল্ দেখল যে ক্রিস কোথাও নেই। সে ইতস্ততঃ করে ডোরম্যানকে জিজ্ঞেস করাতে জানতে পারল দশ মিনিট আগে মিঃ বার্নেট মানে ক্রিস গাড়ি নিয়ে মিয়ামির দিকে গেছেন।

ভ্যাল্ হতাশভাবে ক্রিসের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়লো। একজন ওয়েটার এসে নীরবে একটা মার্টিনির গ্লাস ওর সামনে রেখে গেল। সে ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করল ক্রিসের জন্য টমাটো জ্যুস্ দেবে কিনা, ভ্যাল্ জানাল যে ক্রিস একটু বাইরে গেছেন। ওয়েটার চলে গেলে ভ্যাল্ মার্টিনিতে চুমুক দিল। বালির দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সোয়া বারোটা। সাড়ে বারোটার আগে তার কিছু করা উচিৎ নয় কারণ সে ক্রিসকে সাড়ে বারোটার সময় নীচে নামবে বলেছিল। ক্রিস যদি ফিরে এসে দেখে যে ভ্যাল্ খুব ভয় পেয়ে গেছে তাহলে সেটা খুব ক্ষতি হবে। কারণ ডাক্তার বলেছেন ক্রিসকে সবসময় দেখাতে হবে যে তার উপর সবার বিশ্বাস আছে।

ভ্যাল্ চুপ করে বসে প্রত্যেকটা গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সব গাড়ি ফিরে আসছে কিন্তু সাদা মার্সিডিজটার আর দেখা নেই। সে মনে মনে ভাবল আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করে তার পর একটা কিছু করবে। কিন্তু কি করবে তা সে নিজেই জানে না।

ভ্যাল্ ঘড়ির দিকে দেখল। কিন্তু ক্রিসের কোন পাত্তা নেই। সে ভেবে দেখল যে পাঁচটার আগে তার বাবাকেও কোনভাবেই বলা যাবে না তাহলে ডাঃ গুস্তাভকে বলবে কিনা ভাবল। তিনিই বা কি করতে পারেন। আর যদি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা হয়ত ক্রিসকে খুঁজে বার করতে পারবে, কিন্তু একবার যদি ক্রিসের ব্যাপার জানাজানি হয়ে যায় তাহলে পত্রিকার লোকেরা ঝাঁপিয়ে

পড়বে, আর সে সব করার কোন ইচ্ছাই তার নেই।

ভ্যাল্ আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পৌনে একটা বেজেছে। একটা গাড়ির আওয়াজ হতে সে ফিরে তাকাল। একজন স্থূলাঙ্গিনী একটি পিকনিজ কুকুর নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে। ভ্যাল্ ভাবল তার ভয় পেলে চলবে না, একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর একটা কিছু করবে। একটা বাজতে যখন কয়েক মিনিট বাকি তখন হোটেলের ম্যানেজার জিন্ ডুলাককে সে আসতে দেখল। লম্বা, সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক প্রত্যেক টেবিলে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলছেন। একটু পরে তিনি ভ্যালের টেবিলে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ভ্যালের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কোনভাবে তাকে সাহায্য করতে পারেন কিনা। ভ্যাল্ কম্পিত স্বরে তাকে বসার জন্য অনুরোধ করল। ডুলাক একটু হেসে ভ্যাল্কে তার অফিসে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন ভ্যালের দুশ্চিন্তা তারও দুর্ভাবনার কারণ।

ভ্যাল্ একটু অপেক্ষা করল যখন সবাই খাবার ঘরে যেতে লাগল তখন সে উঠে ডুলাকের অফিসের দিকে এগোল। রিসেপশান ডেস্কের পেছনেই অফিস। ডেস্কে যে কেরানীটি কাজ করছিল সে ভ্যাল্কে জানাল যে মিঃ ডুলাক তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভ্যাল্ ঘরে ঢুকে দেখল অফিসটা বেশ বড়, সুন্দর আসবাবে সজ্জিত। ডুলাক তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন। এবং সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করার কথা বললেন। ভ্যাল্ বসল। ওর হঠাৎ ভীষণ জোরে চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলালো।

ডুলাক ভ্যাল্কে সামলে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিতে চাইলেন। তিনি জানলার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর আবার নিজের টেবিলে ফিরে এলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন যে তার জীবনেও অনেক বিপদ এসেছে এবং সামান্য চিন্তা করে তিনি অনেকগুলিরই সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ভ্যাল্কে বললেন যে মিঃ বার্নেট মানে তার স্বামী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আর তার কি হল এই ভেবে সে চিন্তিত কিনা।

একথা শুনে ভ্যাল্ মিঃ ডুলাককে জিজ্ঞাসা করল যে তিনি তার স্বামীর সম্বন্ধে সব কিছু তাহলে জানেন। ডুলাক জানালেন যে তার হোটেলে যাঁরা আছেন তিনি তাদের সবার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। নাহলে তার পক্ষে সবার তদারক করা অসম্ভব হবে। ভ্যাল্ তাঁকে জানাল যে ক্রিস হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায় সে খুব ভীত হয়ে পড়েছে। ডুলাক মাথা নেড়ে জানালেন যে মিঃ বার্নেট অর্থাৎ ক্রিস প্রায় একঘণ্টা আগে বেরিয়েছেন, এবার পুলিশকে খবর দেওয়া উচিৎ।

ভ্যাল্ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ডুলাক তাকে আশ্বস্ত করলেন যে কোনরকম অপ্রয়োজনীয় হাঙ্গামা হবে না। সে যদি অনুমতি দেয় তাহলে তিনি তার বিশেষ বন্ধু পুলিশের বড়কর্তা ক্যাপ্টেন টেরেলকে খবর দেবেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, সুতরাং তিনি সুকৌশলেই সব কিছু করবেন। ভ্যাল্ নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। মিঃ ডুলাক তাকে ভরসা দিলেন যে মিঃ টেরেল যে শুধু ক্রিসকে খুঁজে বার করবেন তাই নয়, এ খবর আর কেউ জানতে পারবে না।

ভ্যাল্ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। সে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে সে সব কিছু মিঃ ডুলাকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছে এবং সে তার কাছে কৃতজ্ঞ।

ডুলাক উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যাল্কে ঘরে যেতে অনুরোধ করে বললেন যে তিনি তার জন্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ভ্যাল্ আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু ডুলাক হেসে বললেন সামান্য কিছু হাল্কা খাবারই তিনি পাঠাবেন। দরজা পর্যন্ত ভ্যাল্কে এগিয়ে দিতে দিতে ডুলাক বললেন যে আধঘণ্টার মধ্যেই ক্যাপ্টেন টেরেলকে তিনি তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক টেরেল একজন বিশালদেহী পুরুষ। তাঁর চুলে রুপোলী আভা চিক্চিক্ করছে। তাঁর ভারী মুখটায় চওড়া চিবুক আর চোখ দুটো ইস্পাতের মত। তাঁর অধীনস্থরা তাঁকে সবাই ভালবাসে। তবে মিয়ামিতে যেসব বদমাইশের আড্ডা আছে তারা আবার তাঁর নামে ভয় পায়।

তিনি ভ্যালের সামনে একটি চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি বললেন মিঃ বার্নেট অর্থাৎ ভ্যালের স্বামীর সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য মিঃ ডুলাক তাঁকে জানিয়েছেন। তিনি সেই মত ক্রিস এবং তার গাড়ির বর্ণনা দিয়ে চারিদিকে খবর পাঠিয়েছেন। তিনি আশা করছেন যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভ্যাল্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে পত্রিকার লোকেরা যদি জানতে পারে তাহলে কি হবে। মিঃ টেরেল তাকে অযথা ভাবতে বারণ করলেন। তিনি বললেন, তিনি সাংবাদিকদের যা বলার বলবেন। তবে মিঃ ক্রিস বার্নেট সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে জানতে চান যদি ভ্যালের জানাতে কোন আপত্তি না থাকে।

ভ্যাল্ বলল যে যদি প্রয়োজন হয় সে সব কথাই জানাতে রাজি। বছর দশেক আগে ক্রিস একটি মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে তার মাথায় খুব চোট লাগে। পাঁচ মাসের উপর সে অজ্ঞান হয়েছিল। এই দুর্ঘটনার আগে ক্রিস খুব কর্মঠ ছিল এবং ভ্যালের বাবার সঙ্গে কাজ করত। কিন্তু দুর্ঘটনার পর যখন ও শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠল তখন দেখা গেল যে সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে। ভ্যাল্ চোখের জল চেপে জানলার বাইরে তাকিয়ে বলল, অনেক মাস ক্রিস স্যানাটোরিয়ামে ছিল। কোন ডাক্তার কিছু করতে পারলেন না। শারীরিকভাবে কোন সমস্যা না থাকলেও সব কিছুতেই ধীরে ধীরে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিল। এমনকি তার সম্বন্ধে ক্রিসের কোন উৎসাহ ছিল না। দেড় বছর স্যানাটোরিয়ামে থেকেও ক্রিসের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

অবশেষে ভ্যাল্ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল যে ক্রিসকে আর ওখানে রাখা যাবে না। সে তার বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রিসকে স্যানাটোরিয়ামের বাইরে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসতে চাইল। হয়ত এতে ওর কিছুটা উপকার হবে এই কথা ভেবে তারা এই হোটেলে এক সপ্তাহ আগে এসেছে এবং সামান্য উন্নতিও দেখা যাচ্ছিল।

টেরেল জানতে চাইলেন যে কি রকম উন্নতি দেখা যাচ্ছিল। ভ্যাল্ আবার বলতে শুরু করল যে এখানে আসার আগে ক্রিস একটা জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিত। এখানে অলিভার ট্যুইস্ট বইটা পেয়ে পড়তে শুরু করেছে। ওর কথায় ভ্যাল্ ডিকেন্সের পুরো সেটটা কিনেছে। এখানকার লোকজন সম্বন্ধেও উৎসাহের সঙ্গে নানা কথা সে ভ্যালের সাথে আলোচনা করেছে। টেরেল জানতে চাইলেন ভ্যাল্ সম্বন্ধে ক্রিস কোন উৎসাহ দেখিয়েছে কিনা। এর উত্তরে ভ্যাল্ হতাশভাবে হাত নাড়ল।

টেরেল আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি শুনেছেন মিঃ বার্নেট ডাঃ গুস্তাভকে দেখিয়েছিলেন। এটা উনি কেন করতে চাইছিলেন। ভ্যাল্ জানাল যে ক্রিস গত দু বছর ধরে ডাক্তারদের হাতে আছে। তাই তার নিজের কোন আত্মবিশ্বাস নেই। একজন ডাক্তার ছাড়া সে নিজেকে সব সময় অসহায় মনে করে।

টেরেল জানতে চাইলেন ডাঃ গুস্তাভ মিঃ বার্নেট সম্বন্ধে কি মনে করছেন। ভ্যাল্ জানাল যে ডাক্তার বলছেন উন্নতি হচ্ছে ঠিকই তবে এটা সময়সাপেক্ষ। এর জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। মিঃ বার্নেট হঠাৎ পালিয়ে যেতে পারেন এরকম ধরনের কোন সাবধান বাণী কি ডাক্তার দিয়েছিলেন একথা ক্যাপ্টেন টেরেল জানতে চাইলে ভ্যাল্ জানাল যে ডাক্তার সেরকম কিছুই বলেন নি। টেরেল জিজ্ঞাসা করলেন দুর্ঘটনার পর ক্রিসের গাড়ি চালাতে ভয় করত কিনা। ভ্যাল্ জানাল যে এই ব্যাপারটাই তাকে চিন্তায় ফেলেছে; দুর্ঘটনার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত গাড়ি ভ্যাল্ই চালাত। এর মধ্যে কখনও ক্রিস গাড়িতে হাত দেয়নি।

টেরেল একটু ভেবে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জানালেন যে মুহূর্তে তিনি মিঃ বার্নেটের খোঁজ পাবেন তখনই তিনি জানাবেন। ভ্যাল্ যেন হেড কোয়ার্টাসে এসে ক্রিসকে নিয়ে যায়। সেটাই ভাল হবে। আর এ ব্যাপারে ডাঃ গুস্তাভকে জানিয়ে রাখা উচিৎ। এবং তিনি জানালেন যে এ কাজটা তিনিই করবেন। ভ্যাল্কে বিশ্রাম করতে বলে টেরেল বেরিয়ে গেলেন। ভ্যাল্ জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে রইল। শুরু হল তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

যে মেয়েটি খুন হলো...

সার্জেন্ট জো বেগলার একজন সিনিয়র সার্জেন্ট। সে ক্যাপ্টেন টেরেলের ডান হাত। তার বয়স আটত্রিশ বছর। সে অবিবাহিত আর কফি ও সিগারেটে তার খুব অনুরাগ। এ হেন বেগলারকে টেরেল খুবই পছন্দ করেন, কারণ বেগলার কাজের ব্যাপারে সিরিয়াস।

অফিসে বসে বেগলার তার ঘন চুলে আঙুল চালাতে চালাতে একটা ছোট চুরির রিপোর্ট

পড়ছিল। মুখে তার একাগ্রতার ছাপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। বেগলার তার প্রশস্ত রোমশ হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে শুনতে পেল কর্তা এসেছেন। তিনি এখন তাঁর অফিসে। কর্তা মানে মিঃ টেরেল, বেগলার তার হাতের ফাইলটা রেখে ভারী পায়ে এগিয়ে গেল মিঃ টেরেলের ঘরের দিকে।

টেরেল ঘরে বসে পেয়ালায় কফি ঢালছিলেন। দরজার কাছে বেগলারকে দেখে তিনি আরেক পেয়ালা কফি ঢেলে তাকে দিয়ে বসতে বললেন। এবার বেগলারকে তিনি মিঃ বার্নেটের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। বেগলার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চেয়ার টেনে বসল। সে জানাল যে এখন মিঃ বার্নেট কোথায় আছেন জানা যায় নি। তবে সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে আসল ব্যাপারটা জানতে চাইল।

টেরেল পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলতে লাগলেন যে এরা সব সম্ভ্রান্ত লোক। মিঃ বার্নেট চার্লস ট্রেভার্সের জামাই। নিউ ইয়র্ক প্যালেস হোটেল, একটা ফেরী ব্রীজ, হাভানায় একটা বাঁধ —এরকম আরো বহু জিনিস ট্রেভার্স বানিয়েছেন।

বেগলার কফিতে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। টেরেল আবার বললেন যে মিঃ ক্রিস বার্নেটকে খুঁজে বের করতেই হবে। তবে এ ব্যাপারে একটু অসুবিধা হবে। কারণ ভদ্রলোক মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ। টেরেল মিসেস বার্নেট ও ডাঃ গুস্তাভের কাছ থেকে খবরটা জেনেছেন। দুর্ঘটনার ফলে মিঃ বার্নেট মাথায় চোট পায়। তারপর থেকে সে দু বছর গাড়িতে হাত দেয়নি। কিন্তু এখন মার্সিডিজ নিয়ে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিঃ বার্নেট তার এই মানসিক অবস্থায় এরকম দ্রুতগামী গাড়ি নিয়ে নিজের বা অন্য কারো ক্ষতি করে ফেলতে পারে যার ওপর তার নিজের কোন হাত থাকবে না।

বেগলার জানতে চাইল এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ। সবাইকে কি আরেকবার খবর পাঠাতে হবে। টেরেল তাই করতে বললেন কারণ মিঃ বার্নেটকে খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। দু ঘন্টা হয়ে গেল এর মধ্যে একটা সাদা মার্সিডিজকে খুঁজে পাওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

বেগলার ঘর থেকে বেরিয়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকলো, মাইক্রোফোন তুলে কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একজন অফিসার তার কাঁধে টোকা দিয়ে জানাল হ্যারি খবর দিচ্ছে সাদা মার্সিডিজটা পাওয়া গেছে। বেগলার তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল, হ্যারি জানাল যে সাদা মার্সিডিজটা পাওয়া গেছে তার লাইসেন্স নাম্বার ৩৩৫৬৭ নিউইয়র্কে রেজিস্ট্রি হয়েছে। গাড়িটাকে ওল্ড ডিক্সির পথে পাওয়া গেছে। একটা টায়ার ফেঁসে গেছে, একটা বাম্পার চুরমার হয়েছে। রাস্তায় স্কিড করার দাগও রয়েছে। গাড়িটি খুব সম্ভব খুব জোরে যাচ্ছিল তাই একটা গাছে ধাক্কা খেয়েছে।

বেগলার উৎকণ্ঠিত হয়ে গাড়ির চালকের খবর জানতে চাইল। কিন্তু হ্যারী বলল যে গাড়িতে কেউ ছিল না। বেগলার লাইনটা ধরে রাখতে বলে জ্যাককে জিজ্ঞাসা করল ওল্ড ডিক্সির পথে তাদের কটা গাড়ি আছে। জ্যাক জানাল দুটো, কুড়ি মাইলের মধ্যে এবং একটা দশমাইলের মধ্যে অর্থাৎ মোট তিনটে গাড়ি আছে। বেগলার সবাইকে হ্যারির কাছে পৌঁছে যেতে নির্দেশ দিল। বেগলার হ্যারিকে ফোনে ডেকে জানাল যে তিনটে গাড়ি যাচ্ছে সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে নিশ্চয়ই বেশী দূরে যেতে পারেনি। হ্যারিকে সে সেখানেই থাকতে নির্দেশ দিল। এবং আরেক জন অফিসারকে বললো চালকের বর্ণনাটা হ্যারিকে দিয়ে দিতে। তারপর দ্রুত পায়ে টেরেলের অফিসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল বেগলার।

বিকেল তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। ভ্যাল্ এখনো জানলায় বসে অপেক্ষা করছে। এছাড়া ওর তো আর করার কিছু নেই। যতক্ষণ না পুলিশ ক্রিসকে খুঁজে বের করছে ততক্ষণ তাকে এভাবেই ধৈর্য ধরতে হবে। যত সময় যাচ্ছে ভ্যাল্ তত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। একা একা থাকার জন্য তার খুব নার্ভাস লাগছিল। যত দুশ্চিন্তা তার মাথায় আসছিল। সে ভাবছিল যদি ক্রিসের আরেকটা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে কি সে এখনও বেঁচে আছে!

টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। তার চিন্তার সুতোগুলো হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। একমুহূর্তের জন্য ভ্যাল্ রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরল। ওপ্রান্ত থেকে সে

মিঃ টেরেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ভ্যাল্‌ উত্তেজিত ভাবে জানতে চাইল ক্রিসকে পাওয়া গেছে কিনা।

টেরেল জানালেন যে গাড়িটা পাওয়া গেছে কিন্তু মিঃ বার্নেটিকে এখনও পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বললেন ওল্ড ডিক্সির রাস্তাটা আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। গাড়িটা গাছে ধাক্কা খেয়েছে এবং একটা টায়ারও ফেঁসেছে। টেরেলের মনে হয় মিঃ বার্নেট গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে কোথাও গেছেন। তিনি সমস্ত তল্লাট খুঁজে দেখার জন্য চারটে গাড়ি পাঠিয়েছেন। ঐ জায়গাটা জলা জমি, জঙ্গল, পোড়ো বাড়ি এসবে ভর্তি। হয়ত মিঃ বার্নেট কোন পোড়ো বাড়িতে ঢুকেছেন। টেরেল ভ্যাল্‌কে বেশি চিন্তা করতে বারণ করলেন।

কিন্তু ভ্যাল্‌ তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারল না, সে জিজ্ঞাসা করল যদি ক্রিস কোনভাবে আহত হয়ে থাকে,

মিঃ টেরেল জানালেন গাড়িটায় সেরকম বিশেষ ধাক্কা লাগেনি। শুধু একধারে একটু বেঁকে গেছে। হয়তো বা মিঃ বার্নেট একটু ঘাবড়ে গেছেন আর অন্য কোথাও বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

ভ্যাল্‌ জিজ্ঞাসা কবল সে কি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে যাবে। কিন্তু মিঃ টেরেল বাধা দিয়ে বললেন ভ্যাল্‌ যাতে হোটেলেই থাকে, তাহলে যে মুহূর্তে মিঃ বার্নেটকে পাওয়া যাবে সেই মুহূর্তেই তিনি তাকে খবর দিতে পারবেন। ভ্যাল্‌ কাঁপা গলায় ধন্যবাদ জানাল। ভ্যালের গলা শুনে টেরেল একটু অপ্রতিভ হলেন। তিনি জানালেন যে তার স্বামীকে খুঁজে বের করতে তাদের দেরী হবে না।

ভ্যাল্‌ জানলার কাছে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। পাঁচটার সময়েও যখন পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে কোন খবর এল না ভ্যাল্‌ তখন মরীয়া হয়ে উঠল। তারপরেও সে ধৈর্য ধরে পাঁচটা কুড়ি পর্যন্ত অপেক্ষা করল। এবার আর সহ্য করতে না পেরে ভ্যাল্‌ নিউ ইয়র্ক অফিসে বাবাকে ফোন করল।

ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে ভ্যালের সম্পর্ক ভাল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার বাবা যে কোন সমস্যারই অনায়াসে সমাধান করতে পারেন। তবে বিশেষ জরুরী ব্যাপার ছাড়া ভ্যাল্‌ কখনই তাব বাবার সাহায্য নেয়নি। কিন্তু যখনই সাহায্য চেয়েছে তখনই তার বাবা সমস্ত কাজ ফেলে তাকে সাহায্য কবেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সে কতটা সাহায্য পেতে পারে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। কারণ তাঁর বাবা ক্রিস সম্পর্কে বেশ অধৈর্য, কেননা তিনি ক্রিসের সমস্যা সমাধান করতে পারেন নি। এসব ভাবতে ভাবতেই মিনিট দশেক কেটে গেল।

এরপর লাইন পাওয়া গেল। সেক্রেটারী জানাল তার বাবা একটা কনফারেন্সে আছেন। ভ্যাল্‌ জানাল সে তার বাবার সাথে জরুরী কথা বলতে চায়। সেক্রেটারী তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে তার বাবার গলা শুনতে পেল। ভ্যাল্‌ জানাল ক্রিস কোথায় চলে গেছে। তার বাবা শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন ক্রিস গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে কিনা? ভ্যাল্‌ তার বাবার শান্ত কণ্ঠ শুনে নিশ্চিন্ত হল। সে ভেবেছিল তিনি শুনে ভীষণ রেগে যাবেন। কিন্তু তাঁর এই শান্ত ব্যবহার তাকে স্বস্তি দিল।

ভ্যাল্‌ জানাল ক্রিসকে পাঁচ ঘণ্টার উপর পাওয়া যাচ্ছে না। মিঃ ট্রেভার্স মানে ভ্যালের বাবা জানতে চাইলেন হোটেল ম্যানেজার ডুলাককে খবর দেওয়া হয়েছে কিনা, ভ্যাল্‌ জানাল যে পুলিশকে জানান হয়েছে। তারা মার্সিডিজকে খুঁজে পেয়েছে কিন্তু ক্রিসকে এখনও পাওয়া যায় নি। মিঃ ট্রেভার্স পুলিশের কাছ থেকে সেই মুহূর্তের খবর জানতে চাইলেন। অপারেটরকে বললেন নিউইয়র্কের লাইন ধরে রাখতে। ভ্যাল্‌ মিঃ টেরেলকে চাইল। টেরেল ফোন ধরলে সে জানতে চাইল ক্রিসের কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা। তিনি উৎকণ্ঠিত গলায় জানালেন এখনও পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায়নি কারণ জায়গাটা খুবই বেয়াড়া। আর আটজনের বেশি লোকও তিনি দিতে পারেননি। সন্ধ্যার আগে মিঃ বার্নেটিকে খুঁজে পেতে গেলে আরো সাহায্য দরকার আর তার মানেই হল ব্যাপারটা প্রচার হয়ে যাবে। সেজন্যই তিনি ভ্যালের মতামত জানতে চান। ভ্যাল্‌ একটু ভাবতে চেষ্টা করল। সে জানাল একটু পরে আবার ফোন করে জানাবে যে কী করতে হবে।

এবার সে নিউ ইয়র্কের লাইনটা নিয়ে বাবাকে জানাল যে ক্রিসকে এখনও পাওয়া যায়নি।

কারণ সে চেয়েছিল যাতে ব্যাপারটা জানাজানি না হয়। কিন্তু অন্ধকার হওয়ার আগে ক্রিসকে পেতে গেলে খবরটা সবদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাতে পত্রিকাগুলি জেনে যাবে। সেজন্য মিঃ টেরেল কি করবেন জানতে চাইছেন।

ট্রেভার্স বললেন মিঃ টেরেল যা ভাল বোঝেন তাই যেন করেন। তিনি যেন হোটেলে পৌঁছেই ভ্যালের সাথে ক্রিসকে দেখতে পান। তিনি এখনই প্লেন ধরার জন্য এয়ারপোর্টে রওনা দেবেন বলে ভ্যাল্‌কে জানালেন। এবং আরো বললেন যে ভ্যাল্ যেন তার ঘরেই থাকে। এবং মিঃ ডুলাকই যেন প্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি হোটেলে পৌঁছেই সব ঠিক করে দেবেন।

ভ্যাল্ মিঃ টেরেলকে ফোন করে জানাল যে তার বাবা আসছেন। তার স্বামীকে খুঁজে পাবার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি যেন তাই নেন। কারণ ক্রিসকে রাতের মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে।

মিঃ টেরেল জানালেন তিনি খুব দুঃখিত কারণ তারা কোন সূত্রই পাচ্ছেন না। তবে রেডিওতে আধ ঘণ্টার মধ্যে খবরটা শোনা যাবে। সমস্ত চাষীরা যাতে তাদের মরাইবাড়িগুলি খুঁজে দেখে সে কথা বলা হবে। এছাড়া সমস্ত হোটেল ও হাসপাতালেও খবর নেওয়া হচ্ছে। পত্রিকার অফিসগুলোতেও ব্যাপারটা জানান হবে।

ভ্যাল্ তাই করা হোক বলে টেলিফোন ছেড়ে দিল। সে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

টেবিলে সোনালি সবুজ ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে। ভ্যাল্ জানলার পাশে সোফায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আকাশে চাঁদ ওঠেনি। তাই চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে আছে।

ভ্যালের বাবা তার পাশে একটি চেয়ারে বসে আছেন। দু আঙুলে পুড়ে শেষ হচ্ছে সিগারেট।

আধঘণ্টা ধরে বাবা-মেয়েতে কোন কথা হয়নি। তবে ভ্যাল্ অপ্রত্যাশিত রকমের সহানুভূতি পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। ক্রিস স্যানাটোরিয়ামে থাকার পর থেকে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কে যে চিড় ধরেছিল তা এখন অনেকটা স্বাভাবিক। ভ্যাল্ তার বাবার উপস্থিতিতে নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়েছে।

হোটেলের নীচের তলায় সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা জড়ো হয়েছে। ওপর থেকে তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে কখনও কখনও ওদের মধ্যে হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে ভ্যাল্ শক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ট্রেভার্স রিসিভার তুলে নিলেন। ভ্যাল্ লাফিয়ে উঠে উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে রইল তার বাবার মুখের দিকে। ট্রেভার্স জানালেন যে টেরেল আসছেন। ক্রিসের খবর তার কাছ থেকেই জানতে পারা যাবে।

ষাট বছর বয়সেও ট্রেভার্স যথেষ্ট সুপুরুষ ও আকর্ষণীয় দেখতে। তার উচ্চতা প্রায় ছ'ফুট তিন ইঞ্চি, চওড়া কাঁধ, শক্তিশালী আর বাজপাখীর মত মুখশ্রী। তার হাঁটাচলা দেখে ভ্যাল্ আরেকবার আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেল।

টেরেল এসে পৌঁছলে ট্রেভার্সই দরজা খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে টেরেল জানালেন যে এখনও পর্যন্ত মিঃ বার্নেটের কোন খবর পাওয়া যায়নি। তিনি ভ্যালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তার মুখ বিবর্ণ হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ।

ট্রেভার্সের স্বরও ভাঙা শোনাল। তিনি জানতে চাইলেন বারো ঘণ্টা হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত পুলিস কি করেছে জানতে পারলে তিনি খুশী হতেন।

টেরেল বললেন তিনি তাদের অবস্থা বুঝতে পারছেন। তবে তারা যা করছেন এর থেকে বেশি কিছু করা অসম্ভব। কারণ ঐ জায়গাটা খুব খারাপ। জলাজমি ঘন বন, বিরাট ঘাসের জমি, চাষীদের মরাইখানা এ সবে ভর্তি। গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে পাঁচমাইল জুড়ে চারদিকটা সম্পূর্ণ খোঁজা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দুটো সম্ভাবনার কথা তার মনে আসছে' মিঃ বার্নেট নিজে ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারেন অথবা তিনি কোন চলতি গাড়িতে উঠে তল্লাটের বাইরে চলে যেতে পারেন। যদি উনি নিজেই লুকিয়ে থাকেন তাহলে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। আর যদি মিঃ বার্নেট দূরে কোথাও চলে গিয়ে থাকেন তাহলে সারা রাজ্য জুড়ে খবর দিতে হবে। এবং সমস্ত মোটরযাত্রীদের অনুরোধ করতে হবে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য।

ট্রেভার্স সব শুনে টেরেলের দিকে সোজাসুজি তাকালেন। তিনি জানতে চাইলেন যে তাদের এলাকা থেকে যদি কোন লোক নিখোঁজ হয় তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়ার মতন সংগঠন পুলিশের নেই।

টেরেল শান্তভাবে বললেন যে কেউ যদি ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকে তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়ার মত সংগঠন কোন রাজ্যেরই নেই। কিন্তু তারা মিঃ বার্নেটকে খুঁজে বের করবেনই শুধু একটু সময় লাগতে পারে।

ট্রেভার্স জানতে চাইলেন যে কোনভাবেই কি ক্রিসকে রাতের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে না? টেরেল জানালেন যে তার পক্ষে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় কারণ তাকে খুঁজে পাওয়া যেতেও পারে আবার নাও পাওয়া যেতে পারে। একথা শুনে ট্রেভার্স বললেন যে তিনি এই আসল কথাটাই এতক্ষণ জানতে চাইছিলেন। তবে তিনি যেন চেষ্টা চালিয়ে যান আর তারাও অপেক্ষা করবেন। মিঃ টেরেলকে তিনি খবর দিতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

ট্রেভার্সের কথায় নিজেকে বাতিল মনে হল টেরেলের। দরজার কাছে গিয়ে তিনি ভ্যালের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন যে মিঃ বার্নেটকে তারা অতি অবশ্যই খুঁজে বের করবেনই। তিনি আশা করেন যে ভ্যাল্ এখনও পর্যন্ত পুলিশের ওপর ভরসা রেখেছে।

ভ্যাল্ কম্পিত গলায় জানাল যে তার এখনও আস্থা আছে। টেরেল চলে গেলে ট্রেভার্স তার মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে, তাকে ঘুমোতে যেতে বললেন। এবং জানালেন যে তিনি জেগে বসে থাকবেন।

ভ্যাল্ তার বাবার কাছ থেকে সরে গেল। সে বলল তার বাবা আসাতে সে যথেষ্ট আস্থা ফিরে পেয়েছে। এজন্য সে তার বাবার কাছে কৃতজ্ঞ। সে তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু তার বাবা যে তাকে ঘুমোতে বলছেন তার কারণ তিনি এখনও জানেন না যে ভ্যাল্ ক্রিসকে কতটা ভালবাসে—ক্রিস তার জীবন। ওর যাই হোক না কেন ক্রিস ছাড়া তার জীবন অর্থহীন। সে তার বাবাকে এসব বলতে বাধ্য হচ্ছে কারণ তার বাবা এখনও পর্যন্ত স্বীকার করছেন না যে ক্রিস তার জীবনে কতটা দরকারী। সে একমাত্র তার স্বামীর জন্যই বেঁচে আছে।

ট্রেভার্স চিন্তিত মুখে তার মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর একটু হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ভ্যাল্ যেন একটু শুয়ে পড়ে, তার ঘুম হবে না ঠিকই তবে একটু বিশ্রাম হতে পারে। পুলিশ ক্রিসকে খুঁজে বের করবেই।

ভ্যাল্ পরম মমতায় তার বাবার হাতে হাত রাখলো। সে বললো সে এটাই চায় যে তার বাবা যেন ক্রিস আর তার মধ্যেকার সম্পর্কটাকে বোঝার চেষ্টা করেন। আর সে একথাও জানাল যে তার বাবা এখানে এসে না পৌঁছলে সে যে কী করত তা সে জানে না। এই বলে সে বিদায় জানিয়ে তার শোবার ঘরে চলে গেল।

ট্রেভার্স জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ তিনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তার আধখাওয়া সিগারেটটা নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

টেরেল রাত তিনটে পর্যন্ত বার্নেটকে খুঁজে বেরিয়েছেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে তার সহকর্মী বেগলারকে দায়িত্ব দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন, তার বেশ খিদে পেয়েছিল। তিনি তাড়াতাড়ি করে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। টেরেল ভাবছিলেন মিঃ বার্নেটকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায় নি, গেলে বেগলার তাকে টেলিফোন করত। হঠাৎ মিসেস বার্নেটের কথা মনে পড়ায় তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি আর কীই বা করতে পারেন।

ঘরের ভেতরে তার স্ত্রী ক্যারোলিন কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন। টেরেল ঘরে এসে বসলে তিনি তাকে কাগজটা দিয়ে জানতে চাইলেন যে মিঃ বার্নেটের কি মাথা খারাপের মত আছে? টেরেল বললেন অনেকটা সেরকমই। তবে এর মধ্যেই কাগজগুলো খবর পেয়ে গেছে এখন তো এরা সবাইকে পাগল করে ছাড়বে। কাগজটা পড়ে একটু বিরক্ত হয়েই তিনি কাগজটা ফেলে দিলেন।

টেরেল নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন যে এতক্ষণ ধরে মিঃ বার্নেট কি করছেন। তার প্রশ্নের উত্তরেই যেন টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেরেল কফির পেয়ালা রেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন।

বেগলারের ফোন। তার স্বরে উত্তেজনা টের পাওয়া গেল। সে জানাল যে ওজাসে একটু ঝামেলা হয়েছে। সেখান থেকে একটা খুনের খবর এসেছে। টেরেল কপালে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারটা কী হয়েছিল। এই এলাকায় গত আট মাসে কোন খুন হয়নি।

বেগলার জানাল যে পার্ক মোটেলের মালিক ফোন করে জানিয়েছে যে তার একটা কামরাতে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে। তাকে বীভৎসভাবে কেটে ফেলা হয়েছে। টেরেল বেগলারকে তার বাড়িতে আসতে বললেন। তিনি মিঃ বার্নেটের কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা জানতে চাইলেন। বেগলার জানাল যে অনুসন্ধান চলছে। সে এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। খুনটা তার কাছে এখন অনেক বেশি জরুরী। সে জানাল যে সে মিনিট দশেকের মধ্যেই টেরেলের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

টেলিফোন ছেড়ে টেরেল কফিটা শেষ করার জন্য পেয়ালায় চুমুক দিলেন। তিনি তার স্ত্রীকে খুনের খবরটা জানালেন। কিন্তু ক্যারোলিন তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। তিনি বার্নেট সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহী।

টেরেল একটু বিরক্তভাবেই জানালেন যে বার্নেটকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তার মনে হয় গাড়িটা যেখানে ধাক্কা খেয়ে পড়েছিল সেখান থেকে বার্নেট অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে।

মিনিট আটেকের মধ্যেই টেরেলের বাংলোর সামনে দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল। টেরেল জামা পরছিলেন সেই সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। তিনি রিসিভার তুলে উইলিয়ামসের গলা পেলেন। সে জানাল যে মিঃ বার্নেটকে খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি নর্থ মিয়ামি বীচের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাকে পুলিশের গাড়িতে এনে তোলা হয়েছে। এরপর তাদের কী করণীয় সে টেরেলের কাছে জানতে চাইল।

বেগলার যে দরজার কাছে অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা টেরেল বুঝতে পারছিলেন। তবু তিনি উইলিয়ামসের কাছে জানতে চাইলেন যে বার্নেট কেমন আছেন। উইলিয়ামস জানাল যে বার্নেটকে দেখে মনে হচ্ছে তার মাথায় লেগেছে। তিনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বা কী করছিলেন তাও তিনি জানেন না।

উইলিয়ামস যেখানে আছে টেরেল তাকে সেখানেই থাকতে বললেন। এবং আরো বললেন যে সময়মত তিনি তাদের ডেকে নেবেন। স্প্যানিশ বে হোটেলে ফোন করলেন টেরেল। তিনি বেগলারকে জানালেন বার্নেটকে পাওয়া গেছে এবং তার ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি যেতে পারবেন। তিনি বেগলারকে পার্ক মোটেলে চলে যেতে বললেন। বেগলার মাথা ঝুঁকিয়ে দ্রুত গাড়ির দিকে চলে গেল।

টেরেল টেলিফোনে ট্রেভার্সকে চাইলেন। তিনি জানালেন যে মিঃ বার্নেটকে পাওয়া গেছে। তিনি একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। নর্থ মিয়ামি বীচে পুলিশের গাড়িতে তিনি রয়েছেন। স্প্যানিশ বে হোটেল থেকে বীচের দূরত্ব পঁয়ত্রিশ মাইল হবে। তাই মিঃ বার্নেটকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আর হোটেলে গেলে তাকে সাংবাদিকদের সামনে পড়তে হবে। তার চেয়ে ডাঃ গুস্তাভের কাছে পুলিশের লোকেরা তাকে পৌঁছে দেবে। আর ট্রেভার্স এবং মিসেস বার্নেটও যেন ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছে যান।

মিঃ ট্রেভার্স টেরেলকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি বললেন যে তারা সেই মুহূর্তেই রওনা হচ্ছেন। টেরেল জানালেন যে তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে অকুস্থলে পৌঁছবেন।

টেলিফোন রেখে তিনি উইলিয়ামসকে ফোন করে তাকে যা যা করতে হবে তার নির্দেশ দিলেন। তারপর গাড়িতে উঠে দ্রুত ওজাসের দিকে চললেন।

ওজাসের চতুর্দিকে প্রচুর শস্য জন্মায় শহরের ঠিক বাইরে প্রধান রাস্তাটার ওপরেই পার্ক মোটেল। চল্লিশটা ছোট নোংরা কাঠের ঘর আছে এখানে। একটা ছোট্ট স্টোর, একটা স্নানের জায়গা, ছেলেদের খেলার জায়গা আর খানিকটা চওড়া জায়গা আছে যেখানে অতিথিরা লাউড স্পীকারের চীৎকারের সঙ্গে নাচতে পারে। এখানকার ব্যবস্থাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এখানে আসেন না। যে রাস্তাটা সরাসরি মিয়ামির দিকে গেছে সেখানেই পার্ক মোটেলের অবস্থান।

পুলিশের দলটি আসার মিনিট পাঁচেক পরেই মিঃ টেরেল এখানে পৌঁছে গেলেন। দলের প্রধান হচ্ছে ফ্রেড হেস্। সেই জানাল যে বেগলার রিসেপশনের মালিকের সঙ্গে কথা বলছে। টেরেল ওকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢুকলেন। দশ বারোজন মেয়ে পুরুষ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টেরেলকে দেখেই ওদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল।

পার্ক মোটেলের অফিসটা ছোট্ট গুমটি, একটা কাউন্টার দিয়ে দুভাগ করা। তার ওপরে একটা রেজিস্টার, টেলিফোন, কয়েকটা পেন আর পোড়া সিগারেটে ভর্তি একটা অ্যাসট্রে রাখা আছে।

কাউন্টারের ওপাশে একটা টেবিল, তিনটে চেয়ার, দেয়ালে এলাকার একটি ম্যাপ টাঙান আছে।

তিনি বেগলারকে দেখতে পেলেন সে একটা চেয়ারে বসে আছে, তার ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে। টেবিলের পিছনের দিকের চেয়ারে বসে আছে মোটেল মালিক। তার চেহারা লম্বা, রোগা বয়স বছর পঞ্চাশেক, সাদা-কালো চুল, গায়ের রং হলদেটে। মুখটা সরু আর নাকটা বেশ লম্বা, গায়ে একটা ঢলঢলে স্যুট, সাদা জামাটা নোংরা আর টাইটা তেলতেলে।

টেরেলকে দেখে বেগলার উঠে দাঁড়াল এবং মোটেল মালিক হেনেকীব সাথে তাঁর আলাপ করিয়ে দিল। সে হেনেকীকে পুরো ঘটনাটা আরেকবার বলতে বলল।

টেরেল বেগলারের পাশের চেয়ারটায় বসলেন। হেনেকী বলতে শুরু করল। যে মেয়েটি মারা গেছে সে সাড়ে সাতটায় তাকে ডেকে দিতে বলেছিল। হেনেকী ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখে এই ব্যাপার। সে তখনই পুলিশকে খবর দেয়।

টেরেল জানতে চাইলেন মেয়েটা কে? হেনেকী জানাল যে মেয়েটি মিয়ামি থেকে এসেছিল। সে তার নাম বলেছিল স্যু পারনেল। গতকাল রাত আটটায় এসে সে বলেছিল যে সে শুধু রাতটুকু থাকবে।

টেরেল জানতে চাইলেন হেনেকী মেয়েটিকে আগে কখনও দেখেছে কিনা। এক মুহূর্তের জন্য হেনেকী একটু ইতস্ততঃ করল তারপর মাথা নাড়াল, জানাল অনেক লোকই এখানে আসে, কিন্তু এই মেয়েটিকে সে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। মেয়েটার কাছে কেউ এসেছিল কি না সে ব্যাপারেও হেনেকী কিছু বলতে পারল না। সে জানাল যে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে একটা পর্যন্ত সে অফিসে থাকে, তারপর অফিস বন্ধ করে শুতে যায়। তখন ঘরের মধ্যে কি হয় সেসব জানার কোন উপায় তার থাকে না।

টেরেল উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখতে চাইলেন। হেনেকী একটা চাবি টেবিলে রেখে জানাল চব্বিশ নম্বর ঘরে মেয়েটি আছে। টেরেল যদি নিজেই যেতে পারেন তাহলে হেনেকী আর সে দৃশ্য দেখতে চায় না।

টেরেল ঠিক আছে বলে বেগলারকে চাবিটা তুলে নিতে বললেন। তারপর তারা দুজনে অফিস থেকে বেরিয়ে ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছু বাসিন্দা তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল, দুজন কনস্টেবল তাদের বাধা দিল। পুলিশ দলের বাকি সবাই টেরেলের পেছনে পেছনে যেতে লাগল।

চব্বিশ নম্বর ঘরে এসে বেগলার দরজা খুলল। টেরেল সবাইকে বাইরে দাঁড়াতে বলে বেগলারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কুড়ি স্কোয়ার ফিটের একটি ঘর। মেঝেতে নোংরা কার্পেট পাতা। ঘরে দুটো চেয়ার, একটা টি.ভি.সেট একটা স্টোর একটা ড্রেসিং টেবিল আর একটা ডাবল বেডের খাট আছে।

মৃতদেহের দুর্গন্ধে দুজনেই নাক কুঁচকালেন। বেগলার বিছানার দিতে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দিল। টেরেল তাঁর মাথার টুপিটা একটু হেলিয়ে বিছানার উলঙ্গ দেহটার দিকে তাকালেন।

স্যু পারনেলের বয়স আঠাশ, উনত্রিশ হবে। তার চেহারা সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। তাকে দেখে মনে হয় যে সে নিজের সম্বন্ধে সচেতন ও যত্নবান। কারণ তার হাতের আর পায়ের আঙুলগুলো সুন্দর করে কাটা এবং সেগুলি রঞ্জিত। তার চুল সুন্দর করে বাঁধা। মেয়েটা নিশ্চয় রৌদ্রস্নান করতো, কারণ তার চামড়া বেশ রোদে পোড়া।

যে মেয়েটিকে খুন করেছে সে প্রায় পাগলের মত মেরেছে। শরীরের ওপর দিকে চারটে ছোরার

দাগ, নীচের দিকটা প্রায় ছিন্ন ভিন্ন। টেরেলের মত কঠিন লোকেরও মেয়েটিকে দেখে গা শিউরে উঠল।

বেগলারের গা গুলিয়ে উঠছিল, সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেরেল চতুর্দিকে দেখতে লাগলেন। একটা চেয়ারের উপর একটা সাদা আর নীল সুটকেশ। বিছানাটা পেরিয়ে স্নানের ঘরের দরজাটা খুললেন তিনি। সেলফের ওপরে একটা পারফিউম রয়েছে, একটা পেস্টের টিউব আর সাবান রয়েছে। আরেকটা সেলফে একটা হলদে স্পঞ্জ, আরেকটা শাওয়ার ক্যাপ রয়েছে।

টেরেল ঘরে ফিরে এলেন। বাইরে বারান্দায় যেখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এসে হেসকে ডাক্তার এসেছেন কিনা জানতে চাইলেন। হেস জানাল তিনি যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন।

বলতে বলতেই গাড়ি এসে দাঁড়ালো। পুলিশের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ লোইস এসে নামলেন। টেরেল তাকে ঘরের ভেতরে যেতে বললেন। লোইস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

এরপর টেরেল সবাইকে বললেন সমস্ত জায়গাটা ভাল করে দেখতে, এক মুঠো ধুলোও যেন বাদ না যায়। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ করতে হবে। কারণ এ ধরনের খুনীকে তাড়াতাড়ি ধরা না গেলে আরও বিপদ দেখা দেবে। সে আবারও এরকম কাজ করতে পারে।

টেরেল আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। বিছানার দিকে না তাকিয়ে লোইসের কাছে জানতে চাইলেন যে সে কী রকম বুঝছে। লোইস জানালেন যে তিনি এর চেয়েও খারাপ দেখেছেন। তিনি মৃদুস্বরে মেয়েটার রূপের তারিফ করলেন। টেরেল বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

খুনীর খোঁজ শুরু :—

ডাঃ ফেলিক্স গুস্তাভের বসবার ঘরটা বেশ সুন্দর। ঘরের পরিবেশকে আরামদায়ক করে তোলার সমস্ত ব্যবস্থাই এখানে আছে। গুস্তাভ ঘরে ঢুকে দেখলেন ভ্যাল্ এবং তার বাবা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ের শব্দ শুনে ভ্যাল্ ও তার বাবা ফিরে তাকালেন।

ডাঃ গুস্তাভ একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মাথাভর্তি টাক, ভরাট গাল এবং উজ্জ্বল, সতর্ক চোখ তার ব্যক্তিত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তার সুন্দর পোশাক তার রুচিশীলতার পরিচায়ক। যাই হোক এই মুহূর্তে তার মুখে কোন ভাবের প্রকাশ দেখা গেল না। কারণ তিনি ডাক্তার, তাই মানুষের মনস্তত্ত্ব তিনি ভালই বোঝেন। এ সময় হাসিমুখে ভ্যালের সামনে দাঁড়ানো যে ঠিক নয় সেটা তিনি বোঝেন।

ভ্যাল্ এবং তার বাবাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ডাঃ গুস্তাভ দুঃখপ্রকাশ করলেন। তিনি জানালেন যে ক্রিস শুয়ে আছে। তার সাথে ওদের দেখা হবার আগে তিনি দু-একটা কথা বলতে চান।

ট্রেভার্স তীক্ষ্ণস্বরে জানতে চাইলেন যে ক্রিস যতক্ষণ নিখোঁজ ছিল ততক্ষণ কী করছিল। গুস্তাভ ভ্যাল্‌কে হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। ট্রেভার্সের আক্রমণাত্মক ভঙ্গীকে উপেক্ষা করে তিনি তাদের বসতে বললেন। ট্রেভার্স ইতস্ততঃ করে ভ্যালের পাশে বসে পড়লেন।

এরপর গুস্তাভ ট্রেভার্সের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে ক্রিস সারাদিন কী করেছে তা সে মনে করতে পারছে না। পরে হয়তো ওর মনে পড়ে যাবে তবে এখন ওর মনের ওপর চাপ সৃষ্টি না করাই ভাল। ক্রিসের এখন যা অবস্থা তাতে মাঝে মাঝে ওর স্মৃতি শক্তির বিলুপ্তি হতেই পারে আসলে সে এখন খুবই অসুখী এবং তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। তবুও এখন অনেক সময়ই ও প্রায় স্বাভাবিক থাকে।

ট্রেভার্স অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলেন এভাবে তো দু বছর হয়ে গেল। ক্রিস কী আর সুস্থ হবে না? মাঝে ওর অবস্থার উন্নতি দেখে উনি একটু আশার আলো দেখেছিলেন, কিন্তু এই ঘটনা তাকে আবার নিরাশ করল।

ভ্যাল্ তার বাবাকে ডাক দিল। ট্রেভার্স বিরক্ত ভঙ্গীতেই বললেন যে ক্রিস যদি সম্পূর্ণ সেরে

না ওঠে তবে—ডাঃ গুস্তাভ ট্রেভার্সকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে জানালেন যে ক্রিস সেরে উঠবে না এমন কথা তিনি বলেন নি। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। সময়ই হল এর সবচেয়ে বড় ওষুধ। তিনি ভ্যালের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি যতক্ষণ তার বাবার সঙ্গে কথা বলছেন ততক্ষণ সে যেন ক্রিসের কাছে থাকে। কারণ ভ্যাল্ নিশ্চয়ই ক্রিসকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

ভ্যাল্ সম্মতি জানালে ডাঃ একজন নার্সের সাথে তাকে ক্রিসের ঘরে পাঠালেন, তিনি জানালেন যে ক্রিসের এখন মমতা দরকার আর সেটা একমাত্র ভ্যাল্ই তাকে দিতে পারে।

ভ্যাল্ উঠে চলে গেল। ট্রেভার্স একটু প্রতিবাদ করলেন কিন্তু ভ্যাল্ সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করল না। একজন বয়স্কা নার্স তাকে ক্রিসের বিছানার কাছে পৌঁছে দিল।

ক্রিস বার্নেট ছত্রিশ বছর বয়সের সুদর্শন পুরুষ। তাঁর চোখ আর চুল কালো। তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ মুখ, দীর্ঘ গঠনাকৃতি তাকে আলাদা বিশেষত্ব প্রদান করেছে। মোটর দুর্ঘটনার আগে পর্যন্ত সবাই তাকে ট্রেভার্সের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে মনে করত।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভ্যালের বুকের মধ্যে অস্বস্তি বেঁধে উঠছিল। সে ক্রিসকে ডাকলো। ক্রিস চোখ তুলে তাকালে ভ্যালের বুকের ভেতর মুচড়ে উঠল। ক্রিসের উদাসীন চোখের দিকে তাকিয়েই ভ্যাল্ বুঝতে পারল তাদের মধ্যেকার ব্যবধানকারী দেওয়ালটা এখনও বর্তমান আছে।

ভ্যাল্‌কে দেখে ক্রিস জানাল যে সে এই গোলমালটার জন্য দুঃখিত। ভ্যাল্ ঘরের দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল যে এর জন্য ক্রিসের দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। সে জানতে চাইল যে ক্রিস কেমন আছে। সে এও জানাল সে খুব ভয় পেয়ে গেছিল।

ক্রিস আবেগহীনভাবে জানাল যে সে এতক্ষণ কি করছিল তা সে নিজেই জানে না। সমস্ত সময়টা তার কাছে ব্ল্যাক আউটের মত অন্ধকার হয়ে গেছিল। সে বলল যে ঐ সময়টায় অনেক কিছুই করে থাকতে পারে, হয়তো বা সে খুনই করেছিল।

ভ্যাল্ ক্রিসকে বাধা দিয়ে বলল এরকম কোন কাজই ক্রিস কবতে পারে না এবং এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করার কোন দরকারই নেই।

ক্রিস জানাল যে ডাক্তারও তাকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সে আর চিন্তা করবে না। ক্রিসের মুখের সেই আশংকার ভঙ্গীটা ভ্যাল্ লক্ষ্য করছিল।

ভ্যাল্ জানতে চাইল ক্রিস হোটেলে ফিরে আসতে চায় কিনা। ক্রিস মাথা নেড়ে জানাল সে ডাক্তার গুস্তাভের বাড়িতেই বেশ ভাল আছে। ডাঃ বেশ ভাল লোক। তার ওঁকে বেশ পছন্দ হয়েছে। এখানে থাকতেই তার বেশি ভাল লাগবে।

ভ্যাল্ তার হতাশা চাপতে চাপতে বলল যে সে ভেবেছিল স্প্যানিশ বের হোটেল হয়ত ক্রিসের খুব ভাল লেগেছে। তারা একসাথে কি আবার সেই হোটেলে থাকতে পারে না।

ক্রিস ভ্যালের কথার উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে তার বাবা অর্থাৎ মিঃ ট্রেভার্সের খবর জানতে চাইল, ক্রিশ বলল তিনি এতক্ষণে বোধহয় সব জেনে গেছেন। ভ্যাল্ একটু ইতস্ততঃ করে বলল যে তার বাবা নীচে ডাঃ গুস্তাভের সঙ্গে কথা বলছেন। ক্রিস ভ্যালের দিকে চোখ তুলে তাকাল। সে বিস্মিত হল একথা জেনে যে মিঃ ট্রেভার্সের মত ব্যস্ত লোক তাঁর সব জরুরী কাজ ফেলে চলে এসেছেন। সে জানতে চাইল যে তার শ্বশুরমশাই নিশ্চয়ই তার ওপর ভীষণ রেগে আছেন।

ভ্যাল্ জানাল যে তার বাবা ক্রিসের ওপর এতটুকু রাগ করেনি। তার এরকম ভাবার কোন কারণ নেই। ক্রিস বলল তাঁর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি ক্রিসকে নিয়ে যতটা বিরক্ত সে নিজেও নিজের ওপর ততটাই বিরক্ত। সে ভ্যাল্‌কে বোঝাতে লাগল যে মিঃ ট্রেভার্স একজন বিশেষ ব্যক্তি। ক্রিসের যেমন দুর্বলতা আছে, যেটা সব সাধারণ মানুষের থাকে সে রকম কোন ব্যাপার তাঁর নেই। কারণ তার ভেতরটা ইস্পাতের মত কঠিন। একটা মানুষের যখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন, যার দ্বারা সে সব প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে পারে, যাকে বলে দৃঢ়তা। জীবনে কিছু করতে গেলে চরিত্রের এই দৃঢ়তা থাকা দরকার। কিন্তু কোন কারণে হঠাৎ যদি সেটা দুর্বল হয়ে যায়—ঠিক এই মুহূর্তে ক্রিসের যেমন হয়েছে তাহলে জীবনের গতি বদলে যাবে।

ভ্যাল্ হাত জোড় করে ক্রিসকে চুপ করতে বলল। কিন্তু ক্রিস তবু বলতে লাগল যদি ভ্যালের বাবার এরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে তিনি তার মতো করতেন না। যাই হোক সে অনেক ভেবে দেখেছে যে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ তাদের যদি ডিভোর্স হয় আর ভ্যাল্ যদি তাকে ভুলে যায় তাহলে সেটা তাদের দুজনের পক্ষেই মঙ্গল হবে। সে জানে যে ভ্যালের বাবা ঠিক এটাই চান।

ভ্যাল্ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। আর ক্রিস তার দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে রইল।

ভ্যাল্ বলল যে তারা কি আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখতে পারে না? সে ক্রিসকে ভালবাসে তাই ক্রিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মনে হয় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চোখের ওপর হাত রগড়াতে রগড়াতে ক্রিস বলল, যে সিগারেট লাইটারটা ভ্যাল্ তাকে দিয়েছিল সেটা হারিয়ে গেছে। হোটেলে ওটা তার নিজের কাছেই তার জ্যাকেটের পকেটে রাখা ছিল। কিন্তু পুলিশ যখন তাকে নিয়ে এল তারা জানাল যে তার পরনে কোন জ্যাকেট ছিল না। লাইটারটার জন্য তার খুব দুঃখ হচ্ছে। সেটা যে সে কোথায় রেখেছে তা কিছুতেই তার মনে পড়ছে না।

ভ্যালের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ক্রিস জানাল যে সে সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দুঃখিত। সুতরাং তার বাবাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রেখে লাভ নেই। সে ভ্যাল্‌কে অনুরোধ জানাল তাঁকে ডাক্তারের বাড়িতে রেখে যাওয়ার জন্য। এখানে সে ভালই থাকবে। আর ভ্যাল্ যেন তার বাবাকে বলে ডিভোর্সের ব্যবস্থাটা করে নেয়। তার আশা যে ট্রেভার্স এই কাজটা করে দেবেন কারণ এমন কিছু কাজই নেই যা তিনি করতে পারেন না।

ভ্যাল্ খুব শান্ত গলায় জানাল যে সে ডিভোর্স চায় না, সে ক্রিসের সঙ্গেই থাকতে ইচ্ছুক। ক্রিস জানাল যে এই ব্যাপারটা তার অদ্ভুত লাগছে। সে ভ্যাল্‌কে চিন্তা করে দেখতে বলল—হয়তো বা তার মত বদলাতেও পারে। ক্রিস আবার লাইটারটা হারানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। সে বলল যে ওটায় অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যে সময় ভ্যাল্ তাকে ওটা উপহার দিয়েছিল সেই সময়টা সত্যিই সুখের ছিল।

ভ্যাল্ জানাল যে সে নিজেকে এখনও সুখী বলেই মনে করে। ক্রিস বলল যে এটা খুবই ভাল কথা যে তাদের মধ্যে একজন অন্ততঃ এখনও সুখী আছে। সে বলল যে তার খুব ঘুম পাচ্ছে। বিছানায় একটু সরে গিয়ে ক্রিস দু চোখ বন্ধ করল।

ভ্যাল্ চুপ করে ওকে দেখছিল। যে পুরুষটি এখন তার সামনে শায়িত আর যাকে সে বিয়ে করেছিল তারা দুজন এক নয়, সম্পূর্ণ পৃথক দুটি মানুষ। ক্রিসকে তার সম্পূর্ণ অজানা বলে মনে হতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্রিস ঘুমিয়ে পড়ল।

ভ্যাল্ নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে পার্ক মোটেলে মেয়েটির হত্যা রহস্যের জট খুলতে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন টেরেল। কি কি জিনিস পাওয়া গেল সেটা দেখার জন্য বেগলারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটা খালি ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর একটা নীল সাদা সুটকেশ দেখতে পেলেন। সুটকেশে কি কি জিনিস আছে তার একটা তালিকা করে রেখেছিল ল্যাটিমার। টেবিলের ওপর সাজানো সব জিনিসগুলি টেরেল এবং বেগলার খুঁটিয়ে দেখছিলেন। জিনিসপত্র খুব বেশি ছিল না। একজোড়া সবুজ নাইলনের পাজামা, মোজা, প্যান্টি, একটা জন্মনিরোধক প্যাকেট আর একটা ঠিকানা লেখা খাতা। টেরেল ঠিকানার খাতাটা নিয়ে বসলেন। বেগলার বাকি জিনিস পত্রগুলি সুটকেশে ভরে বন্ধ করে দিলেন। তারপর বাইরে বাকীরা কি করছে দেখার জন্য বেরিয়ে এল।

মিনিট দশেক বাদে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালো। দুজন লোক গাড়ি থেকেনেমে ঘরের মধ্যে ঢুকল। স্ট্রেচারে চাদর দিয়ে ঢেকে মৃতদেহটা বের করে আনল ওরা। অ্যাম্বুলেন্সে দেহটা তোলার সময় অনেকেই দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। জোরে দরজা বন্ধ করে গাড়িটা রওনা হয়ে গেল।

ডাঃ লোইস টেরেলের কাছে এসে বসলেন। তিনি জানালেন যে খুনটা একটা থেকে তিনটের মধ্যেই হয়েছে। মেয়েটা যখন স্নান করছিল তখন তার মাথায় বেশ চওড়া, ভারী কোন অস্ত্র দিয়ে

আঘাত করা হয়েছিল। তারপর তাকে বাথরুম থেকে টানতে টানতে এনে বিছানায় ফেলা হয়েছে। এরপর হিংস্রভাবে তার শরীরে ছুরি চালান হয়েছে। মারা যাবার পর মেয়েটার তলপেট ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলে ডাঃ মনে করেন।

টেরেল উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্টটা তৈরী করে দিতে বললেন। এই গোলমেলে ব্যাপারটার কিনারা যত শীঘ্র করা যাবে ততই মঙ্গল।

ডাঃ লোইস চলে গেলে বেগলার ঘরের ভেতরে এল। টেরেলের চাউনির জবাবে সে জানাল যে খোঁজাখুঁজি করে এখনও কিছুই পাওয়া যায়নি। ঘরগুলোর অবস্থা দেখে মনে হয় যে সেগুলি মাসে একবার পরিষ্কার হয়। সব জায়গায় ডজন ডজন আঙুলের ছাপ, তবু হেস সব ছাপগুলোই নিয়েছে মিলিয়ে দেখার জন্য। ভাগ্য যদি ভাল হয় তাহলে এখান থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তবে তার এ ব্যাপারে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কোথাও কোন অস্ত্রও পাওয়া যায়নি। খুনী হয়তো অস্ত্রটা নিয়ে গেছে। সে আরেকটা খবর জানাল যে ঐ ঘরটা থেকে একটু দূরে একটা ঘরের লোক বলেছে যে সে একটা নাগাদ একটা গাড়ির আওয়াজ শুনেছে, আবার মিনিট কুড়ি বাদে গাড়িটা চলে গেছে। সেই গাড়িতে করে খুনী এসেছিল এরকমও হতে পারে।

টেরেল এক মনে ঠিকানার বইটা ওল্টাচ্ছিলেন। সেখানে প্রায় দুশো লোকের নাম, টেলিফোন নম্বব আছে। তাঁর মনে হয় মেয়েটা সম্ভবত বেশ্যা ছিল। বইতে আরেকটা নাম রয়েছে—জোয়ান পারনেল। সে মেয়েটির বোন বা মা হতে পারে। ইনি এয়ারপোর্টের কাছে লে জিওন রোডে থাকেন। ঠিকানার খাতাটা ছুঁড়ে দিয়ে টেরেল জানালেন যে তিনি এক্ষুণি জোয়ানের সাথে দেখা করবেন। এছাড়াও এই খাতায় যতজনের নাম আছে তাদের প্রত্যেকের সাথেই দেখা করা দরকার। কারণ এর মধ্যেই যে কোন একজন খুনী হতে পারে।

বেগলার খাতাটা পকেটে ঢুকিয়ে টেরেলের সঙ্গে বেরিয়ে এল। টেরেল হেসকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। পার্ক মোটেলের মালিক হেনেকীর কাছ থেকে আর কিছু জানা যায় কিনা চেষ্টা করতে বললেন। এছাড়া ছুরিটার খোঁজ নিতে বললেন। আশেপাশের সব গ্যাস স্টেশনে খবর নিয়ে দেখতে বললেন একটা থেকে তিনটের মধ্যে কোন গাড়ি গ্যাস নিতে এসেছিল কিনা, এসব করে হয়তো কোন লাভ হবে না, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে কোথা থেকেও যদি কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মোটেলে যতজন লোক আছে সবার সাথে কথা বলা দরকার। সবার নাম, ঠিকানা নিয়ে সকলকে বাজিয়ে দেখতে হবে। এদের মধ্যেও খুনীর হদিশ পাওয়া যেতে পারে, অবশ্য সেটা নাও হতে পারে।

টেরেল জানালেন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তিনি হেড কোয়ার্টাসে ফিরবেন। এর মধ্যে সে খবর যেন তিনি জানতে পারেন। আস্তে আস্তে সব দেখতে হবে তাড়াহুড়ো করে এ কাজ শেষ করা যাবে না।

বেগলার আর টেরেল গাড়িতে উঠলেন। বেগলার গাড়ি স্টার্ট দিল। আড়াইটের পর তারা লে জিওন রোডে পৌঁছলেন। পথে এক জায়গায় তারা এককাপ কফি আর স্যান্ডউইচ খাওয়ার জন্য অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন।

একটা ছিমছাম বাংলোতে জোয়ান পারলেন থাকে। বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট গোলাপ ফুলের বাগান। দবজার কাছে দাঁড়িয়ে বেগলার কলিংবেলে হাত রাখলো। দরজা খুলতে যেটুকু সময় লাগছিল তাতে টেরেলের অস্বস্তি বাড়ছিল। এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর খবরটা দেওয়া তার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধাজনক, তবুও এ দায়িত্ব তিনি কখনও অন্যের ওপর গছিয়ে দেন না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজাটা খুলে গেল। দরজার কাছে যে মেয়েটি সে তন্বী, কৃষ্ণবর্ণা, মাথার চুল ছোট করে কাটা। চেহারায় চরিত্রের একটা শক্তি নজরে পরে যা টেরেল খুব কম মেয়ের দেখেছেন। মেয়েটার পরনে একটা খোলাগলা স্পোর্টস সার্ট আর নীল স্ল্যাক্‌স। ঠোঁটে একটা সিগারেট, একটু জিনের গন্ধ।

টেরেল মেয়েটিকে দেখে আন্দাজ করলেন যে এ-ই জোয়ান পারনেল হবে। তবুও একটু নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েটি মিসেস পারনেল কিনা। মেয়েটি তার ভুল শুধরে দিয়ে জানাল যে সে মিস পারনেল। পুলিশের লোক দেখে জোয়ান কি ব্যাপার জানতে চাইল।

টেরেল তাঁর নিজের ও বেগলারের পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্য অনুমতি চাইল। মেয়েটি ওঁদের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। টেরেল এবং বেগলার তার পিছনে পিছনে ঢুকলেন। ঘরের ভেতরে একটা ছোট সাজানো বসার জায়গা। চারদিকে বই ছড়ানো আছে। টেবিলে এক বোতল গর্ডসের জিন, বরফ দেওয়া জলের একটা কাঁচের কুঁজো আর একটি খালি গ্লাস।

মেয়েটি টেবিলের পাশে গিয়ে গ্লাসে অনেকটা জিন ঢেলে তাতে জল মেশাল, তারপর আবার তীক্ষ্ণস্বরে জানতে চাইল যে তারা এখানে কি ব্যাপারে এসেছেন। টেরেল জোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল স্যু পারনেল বলে কাউকে সে চেনে কিনা।

মেয়েটি ঢক ঢক করে জিনটা খেয়ে নিল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল যে স্যু তার বোন, টেরেলের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল স্যু মারা গেছে কিনা। টেরেল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাঁকে অবাক করে দিয়ে জোয়ান আবার বলল স্যুকে নিশ্চয়ই খুন করা হয়েছে। এবার টেরেল বললেন যে তার অনুমান ঠিক।

জোয়ান পারনেল সিগারেটের টুকরোটা পায়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্য চোখে হাত রাখল সে, তারপর নিজেকে শক্ত করে নিয়ে গ্লাসটা মুখে তুলে সবটুকু জিন গলায় ঢেলে দিল। জোয়ান তাদের বসতে বলে ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে জানতে চাইল।

টেরেল বসতে বসতে বললেন ওজাসেব পার্ক মোটেলে ঘটনাটি ঘটেছে। বেগলার একটু দূরে বসে নোট বইটা খুললো। জোয়ান ঠাণ্ডা গলায় বলল, সে তার বোনকে বারবার সাবধান করেছিল কিন্তু সে তার কোন কথাকেই কখনও গ্রাহ্য করেনি। সে জানতে চাইল যে খুনী কে তার হদিশ কি পুলিশ করতে পারে।

টেরেল জানালেন যে এখনও কাউকে খুনী হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। জোয়ান পারনেলের কাছে তিনি সহযোগিতা প্রত্যাশা করছেন।

জোয়ান বলল যে তার বোনের খুনী যে কেউ হতে পারে কারণ সে যে জীবন কাটাত তার পরিণতি এটা হওয়াই স্বাভাবিক। জোয়ান ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বলল মানুষ নিজেই তার ভাগ্য তৈরী করে। স্যু কারোর কথা শোনেনি বলেই তাকে এভাবে মরতে হল।

টেরেল স্যু পারনেল সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। জোয়ান জানাল যে সে একজন বেশ্যা ছিল। এবং তার এই পরিণতির জন্য তার পেশাই দায়ী। টেরেল জানালেন স্যুর জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ঠিকানার খাতা পাওয়া গেছে এবং তাতে প্রায় দুশো নাম আছে। এরা হয়তো সকলেই স্যুর খরিদ্দার ছিল।

জোয়ান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে সে যেটুকু জানে, তা হল স্যু অনেক পয়সা করেছিল ঠিকই কিন্তু সে সবই উড়িয়ে দিত। আর তাদের দুই বোনের মধ্যে খুব কমই দেখা হত।

টেরেল বললেন যে এমনও হতে পারে যে মেয়েটি তার বোন নয়। সে যদি নিজে গিয়ে দেখে সনাক্ত করে তাহলে ভাল হয়। জোয়ান মুখ বেঁকিয়ে বলল সে মৃত্যু দেখতে পাবে না। তবু তাকে যেতে হবে।

মর্গের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে টেরেল জানতে চাইলেন স্যুর কোন বিশেষ পুরুষ বন্ধু ছিল কিনা। জোয়ান একটু ইতস্ততঃ করে বলল যে কেউ কর্তা হিসাবে তার বোনের রোজগার খেত বলে তার মনে হয় না। তবে কয়েক বছর স্যুর সাথে একজনের সম্পর্ক ছিল। স্যু তাকে পাগলের মত ভালবাসত কিন্তু লোকটা ওকে ছেড়ে চলে যায়, জোয়ান, স্যুকে লোকটা সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু সে কোন কথাই শুনতো না। জোয়ান জানত যে লোকটা তার বোনকে একদিন ফেলে পালাবে।

টেরেল জানতে চাইলেন লোকটা কে। জোয়ান জানাল তার নাম লী হার্ডি। সে একজন জুয়াড়ী। টেরেল আর বেগলার দুজনে পরস্পরের দিকে তাকালেন। কতদিন আগে হার্ডি স্যুকে ফেলে পালিয়েছে একথা টেরেল জানতে চাইলেন। জোয়ান বলল প্রায় তিন মাস আগের ঘটনা এটা, এখন আবার আরেকটা মেয়ের সঙ্গে সে সম্পর্ক পাতিয়েছে। টেরেল জিজ্ঞাসা করলেন কোন

কারণে হার্ডি কি স্যুকে খুন করতে পারে। জোয়ান জানাল যদি তার বোন কোন ঝামেলা করে থাকে তাহলে লোকটা পারে না এমন কোন কাজই নেই।

টেরেল ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। এক সময় তারা মর্গে এসে পৌঁছলেন। দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে টেরেল সাবধানে চাদর টানলেন। স্যু পারনেলের মুখটা বেরিয়ে পড়লো। জোয়ানের মুখটা সাদা হয়ে গেল। সে জানাল এটা তার বোনই। টেরেল বাধা দেবার আগেই জোয়ান চাদরটা টেনে পুরো সরিয়ে দিল। বেরিয়ে পড়ল উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত দেহটা। সেদিকে তাকিয়ে জোয়ান পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। বেগলার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে চাদরটা আবার ঢেকে দিল।

টেরেলের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে জোয়ান বলল যে খুনীকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে, পুলিশ যদি না পারে তাহলে সে নিজেই খুঁজবে। তার বোনকে যে এভাবে শেষ করেছে সে কোনভাবেই রেহাই পাবে না। স্যু হয়তো বাজে মেয়ে ছিল কিন্তু তাহলেও যে ওকে নৃশংসভাবে খুন করেছে সে শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে না। সে অস্থির পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

টেরেল বেগলারকে বললেন যাতে সে জোয়ানকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। পরে তার সাথে আবার কথা বলা যাবে। বেগলার দ্রুত বেরিয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে জোয়ান একটি ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে। চলন্ত গাড়ির মধ্যেও জোয়ানের জ্বলন্ত চোখ দুটি দেখা গেল।

বেগলার টেরেলের কাছে ফিরে এসে জানালেন যে মেয়েটা একটা ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেছে। টেরেল বললেন এবার হেসের কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যাবে কিনা দেখতে হবে। তারপর হার্ডির সঙ্গে কথা বলতে হবে। এবার তারা দুজনেই গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভ্যাল্ ও তার বাবা স্প্যানিশ বে হোটেলে ফিরছিলেন। ভ্যাল্‌কে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সে জানে যে তার বাবা তাকে কি বলবেন এবার।

হোটেলে ফিরে ট্রেভার্স ধীর গলায় তার মেয়েকে বললেন সে যাতে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়। বিকেল পাঁচটার প্লেনে তারা একসাথে নিউ ইয়র্ক যাবেন। প্লেনেই তাদের কথা হবে। ভ্যাল্ বলল যে সে এখানে থাকতেই ইচ্ছুক কারণ ক্রিস যখন এখানে থাকবে তখন সে নিউ ইয়র্কে গিয়ে কি করবে।

ট্রেভার্স জানালেন ডাঃ গুস্তাভের সাথে তার কথা হয়েছে। ডাঃ বলেছেন যে ক্রিস শেষ পর্যন্ত হয়তো সেরে উঠবেন, কিন্তু এর মধ্যে জরুরী ব্যাপার হল যেহেতু ক্রিসের কিছুই মনে পড়ছে না তাই তাকে খুব সংযমে রাখতে হবে। ক্রিস যখন নিজেই রুগী হয়ে থাকতে চাইছে তখন তাকে আর পাগল বলার দরকার নেই। কিন্তু যদি সে স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে যেতে চায় তবে তাকে তাই বলতে হবে।

ভ্যাল্ স্থির গলায় জানাল যে এইজন্যই তার এখানে থাকা আরও বেশি প্রয়োজন। ট্রেভার্স জানালেন যে ডাক্তার তাকে রোজ ক্রিসের সাথে দেখা করতে দেবেন বলে মনে হয় না। ভ্যাল্ বলল ডাঃ তাকে কোনভাবেই আটকাতে পারেন না। ট্রেভার্স ভ্রূ কুঁচকে বললেন তাহলে ভ্যালের সত্যি কথাটা জানা প্রয়োজন। ক্রিস যে কোন সময়ই হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

ভ্যাল্ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুদীর্ঘ নীরবতার পর ট্রেভার্স তাকে আবার বললেন অযথা সময় নষ্ট না করে তৈরী হয়ে নিতে। ভ্যাল্ ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ দেখে ট্রেভার্স ভয় পেলেন। ভ্যাল্ জানতে চাইল ডাঃ গুস্তাভ কি সত্যিই একথা বলেছেন। ট্রেভার্স বললেন ক্রিসের হিংস্র হয়ে ওঠার কথা ডাক্তার বলেছেন। ভ্যাল্ যদি ক্রিসের সঙ্গে জোর করে দেখা করতে চায় তাহলে তাকে একা যেতে দেওয়া হবে না।

ভ্যাল্ বলল তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সে এতদিন ক্রিসের কাছে তো একাই ছিল। এটা তো কোন নতুন ব্যাপার নয়।

মিঃ ট্রেভার্স তার মেয়েকে বোঝালেন যে ক্রিস যেহেতু মাথায় আঘাত পেয়েছে তাই তার স্মৃতি লুপ্তি আবার ঘটতে পারে আর তাহলে সে তার অন্তরঙ্গজনের ওপরেই ক্ষেপে উঠতে পারে, এতে তার খুনের ইচ্ছাও জাগতে পারে। এটা খুবই আশংকার কথা। তাই কোন অবস্থাতেই ভ্যাল্ কোন নার্সের সঙ্গ ছাড়া একা ক্রিসের সাথে দেখা করতে পারে না।

তবুও ভ্যাল্ জানাল যে সে এখানেই থাকবে যেখানে তার ক্রিস রয়েছে। সে জানাল সে ক্রিসকে তার প্রাণের থেকেও বেশি ভালবাসে। আজ যদি তার এরকম হত সেও আশা করত যে ক্রিস যেন তাকে ছেড়ে না যায়। তাই সে এখানে থাকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ট্রেভার্স উঠে দাঁড়ালেন এবং যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কোন প্রয়োজন পড়লে ভ্যাল্ যাতে তাঁকে খবর দেয়, এ ব্যাপারে সে এখানে একা একা কি করবে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। তবে তাঁর আশা যে ভ্যাল্ ঠিক সব চালিয়ে নিতে পারবে। তিনি বললেন যে তিনি সব সময় ভ্যালের সাথে আছেন, সে যেন কোন অবস্থাতেই নিজেকে একা মনে না করে।

ভ্যাল্ জানাল যে সে জানে তার বাবা সবসময় তার পাশে থাকবে। ভ্যালের মুখ দেখে ট্রেভার্স বুঝলেন ক্রিসকে একা ফেলে রেখে ভ্যাল্ কখনই নিউ ইয়র্ক ফিরে যাবে না আর তাঁর পক্ষেও তাকে জোর করা ঠিক হবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

লী হার্ডি—একজন অন্য জুয়াড়ী, পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। তবে আইন বাঁচিয়ে চলার মত ধূর্তবুদ্ধি ওর আছে।

টেরেল ও বেগলার দুজনে হার্ডির অফিসে এসে খবর নিলেন। রিসেপশনে যে মেয়েটি বসে বসে টেলিফোন সামলায়, আগন্তুকদের প্রশ্নের উত্তর দেয় আর হার্ডি রেসের মাঠে গেলে অফিস সামলায় সেই মেয়েটি তাদের জানাল যে হার্ডি একটু আগে বাড়ি গেছে। একথা শুনে ওরা দুজনে গাড়িতে উঠে বে সোর ড্রাইভে হার্ডির বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

হার্ডি নিজেই দরজা খুলে দিল। সে দেখতে লম্বা, শক্তসমর্থ রোদেপোড়া চেহারা, তার রংটা কালো আর চোখটা নীল। চিবুকে একটা টোল পড়ে যা দেখে মেয়েরা পাগল হয়। তার রোমশ খোলা বুকের উপর লাল সোনালি ড্রেসিং গাউন চড়ানো। পায়ে একটা নরম চটি।

টেরেল ও বেগলারের ঠাণ্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। তাদের ভেতরে আসার জন্য অভ্যর্থনা জানাল। তার বসবার ঘরটি বেশ বড়। ঘরের একদিকে কাঁচের পেছনে অনেক রকম অর্কিড লাগানো। ঘরটা সাদা আর হাল্কা হলুদ রঙে রঙিন। হলুদ আর সাদা ডোরাকাটা একটা সোফায় একটি মেয়ে বসে আছে। কুচকুচে কালো চুল তার রোদে পোড়া কাঁধের উপর ছড়ানো। একটা সাদা চাদর তার শরীরে জড়ানো। চাদরটা পায়ের কাছে সরে গেছে আর সেখান দিয়ে উঁকি মারছে তার রোদেপোড়া, নগ্ন উরু।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বেগলারের মনে হল তার বয়স তেইশ কি চব্বিশ হবে. মেয়েটার মুখটা দেখে তার পিকনিজ কুকুরের কথা মনে পড়ল যা কিনা খুবই আকর্ষণীয় কিন্তু বেশ জটিল।

হার্ডি মেয়েটিকে পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটির নাম জিনা ল্যাঙ্গ। হার্ডি জানাল জিনা তার ব্লাড প্রেশার ঠিক রাখে। এই বলে সে উচ্চস্বরে হাসল। এবার মেয়েটিকে সে জানাল যে এরা দুজন পুলিশ হেডকোয়ার্টাস থেকে এসেছেন। এরা হলেন পুলিশ কমিশনার মিঃ টেরেল আর সার্জেন্ট বেগলার।

মেয়েটা তাদের দুজনকে দেখে সোফায় একটু নড়েচড়ে বসে হাতে জিনের গ্লাসটা তুলে নিয়ে অন্য দিকে তাকালো।

এবার হার্ডি অতিথিদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল যে তারা কি খাবেন। টেরেল তার কথার উত্তর না দিয়ে পুলিশি মেজাজে জানতে চাইলেন স্যু পারনেল বলে কাউকে সে চেনে কিনা। এক মুহূর্তের জন্য হার্ডির মুখের হাসিটা মুছে গেল, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। টেরেল আর বেগলার বুঝলেন যে প্রশ্নটা ওকে নাড়া দিয়েছে।

হার্ডি উল্টে তাদের প্রশ্ন করল তারা কি জানতে চাইছেন স্যু পারনেলকে সে চেনে কিনা। এদিকে জিনা হার্ডির দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে চেষ্টা করছে।

টেরেল হার্ডিকে ধমকে বললেন সে যেন চুপ করে না থাকে। তিনি জানেন যে হার্ডি স্যুকে চেনে। তখন হার্ডি আমতা আমতা করে জানাল যে অনেকদিন আগে তাকে চিনত কিন্তু তাদের এমন কিছু আলাপ ছিল না।

হার্ডি কথা ঘোরানোর জন্য আবার জানতে চাইল তারা কি খাবেন। টেরেল এবার কঠিন স্বরে

জানালেন যে স্যুকে গতকাল রাত্রে খুন করা হয়েছে। হার্ডির মুখ থেকে হাসির রেখাটা মুছে গেল। সে বিস্ময়ে স্বগতোক্তি করল যে স্যুকে কে খুন করতে পারে। টেরেল বা বেগলার কেউই হার্ডির এই অভিনয়ে বিচলিত হলেন না। ওরা জানেন যে হার্ডি অভিনয়েও বেশ তুখোড়।

টেরেল হার্ডিকে জিজ্ঞাসা করলেন গতকাল রাত্রে সে কোথায় ছিল। বেগলার তার নোটবই খুলে বসল। হার্ডি জানতে চাইল টেরেল কি মনে করছেন যে খুনটা সে করেছে। টেরেল বললেন সময় নষ্ট না করে হার্ডি যেন তাব প্রশ্নেব সঠিক উত্তর দেয়।

হার্ডি সোফার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিনার পায়ের কাছে বসল। এবার জিনাকে সাক্ষী করে সে বলল যে গতকাল রাতে সে বাড়িতেই ছিল।

জিনা গ্লাসে চুমুক দিল হার্ডির দিকে তাকিয়ে দেখল হার্ডিও ওর দিকেই তাকিয়ে আছে আর তার গলাব শিরাগুলো দপদপ করছে। জিনা খুব আস্তে তার কাছে জানতে চাইল সে কি গতকাল রাত্রে আদৌ বাড়িতে ছিল। সে কোথায় কি করছিল গতকাল রাতে, সে কথা জিনার জানার কথা নয়। তাই তাব পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

হার্ডি তাকে ব্যাকুলভাবে একটু ভাবার জন্য অনুরোধ করল। টেরেল দেখলেন যে কথা বলার সময় হার্ডি রাগ চাপতে চাইছে। সে জিনাকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল যে গতকাল রাতে সিনেমা থেকে রাত আটটা নাগাদ তারা বেরিয়েছিল। সেই সিনেমাটা যেটা সে তৈরী করেছে। তারপরে ঘণ্টাখানেক সে যখন ছবিটার এডিট করছিল তখন জিনা নতুন লং প্লেয়িং রেকর্ডটা শুনছিল। তারপর তারা দুজনে মিলে পেগ জিন খেয়েছিল আর সেই সময় জিনা একবার নেশার ঝোঁকে তাকে মারতেও উঠেছিল। তারপর তারা শুতে গেছিল। এই কথাগুলো বলে হার্ডি জিনাকে গত রাতের কথা মনে করাতে চাইল।

জিনা প্রথমে টেরেলের দিকে তাকাল, তারপর বেগলার এবং সব শেষে হার্ডির দিকে তাকাল। তারপর জিনা জানাল যে তারা যে একসঙ্গে শুতে গেছিল সেই কথাটাই শুধু তার মনে আছে। এর আগে কি হয়েছে সেসব কিছুই সে মনে করতে পারছে না।

হার্ডি হতাশ হয়ে হাত নাড়ল। সে জিনাকে বলল যে এটা মনে করা খুবই জরুরী, আজে বাজে না বকে তার আসল কথাটাই বলা উচিৎ। কারণ গতকাল রাত্রে সে কী করছিল তার একমাত্র সাক্ষী জিনা। তার গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ছিল। সে আরও বলল যে আজ সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সে জিনার সাথে বাড়িতেই ছিল।

এরপর একটা দীর্ঘ নীরবতা। কেউ কোন কথা বলছিল না। একসময় জিনা বলে উঠল যে হার্ডি ঠিকই বলছে। এখন তার পরিষ্কার মনে পড়ছে যে গতকাল হার্ডি তার সাথেই সময় কাটিয়েছে।

হার্ডি আশ্বস্ত হল। সে টেরেলকে বলল, এবার তার বিশ্বাস হয়েছে কিনা। এবার সে উৎসুক হয়ে জানতে চাইল স্যুর কি হয়েছিল। টেরেল হার্ডির দিকে তাকালেন। তিনি জানতে চাইলেন গতকাল তার কোন ফোন এসেছিল কিনা। হার্ডি জানাল তার কোন ফোন আসেনি টেরেল জানতে চাইলেন গতকাল হার্ডি বাইরে কোথাও খেতে গিয়েছিল কিনা। সে জানাল যে জিনা রান্না করেছিল বলে গতকাল রাতে তারা বাড়িতেই খেয়েছিল। টেরেল আরও জানতে চাইলেন হার্ডির কাছে কেউ এসেছিল কিনা। সে একথার উত্তরেও না বলল।

টেরেল বললেন তাহলে তাকে শুধু হার্ডি ও জিনার কথাই বিশ্বাস করতে হবে। হার্ডি জানাল যে সেটাই যথেষ্ট। টেরেল এবার জিনার দিকে তাকিয়ে বললেন যদি ঐ খুনের সঙ্গে হার্ডির কোন সম্পর্ক থাকে আর সে যদি গতকাল রাতের ব্যাপারে মিথ্যে বলে থাকে তাহলে তাকে খুনের সাহায্যকারী বলে ধরে নেওয়া হবে। তিনি জিনাকে তার বক্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে বললেন এবং এ কথাও জানালেন যে ইচ্ছা করলে সে তার বক্তব্য বদলাতে পারে।

জিনা গ্লাসে চুমুক দিয়ে জানাল সে মিথ্যা কথা বলে না। টেরেল তাকে সাবধান করলেন। বেগলারকে ইঙ্গিত করে তারা বেরিয়ে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে হার্ডি জিনাকে সাবাস দিল। জিনা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। হার্ডি গ্লাসে হুইস্কি ঢালল, জিনা জানতে চাইল স্যু পারনেল কে। হার্ডি হেসে বলল সে রকম কেউ না, সে একটা বেশ্যা। জিনা তার দিকে তাকিয়ে ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল

যে সত্যি সত্যি গতকাল রাতে সে কোথায় ছিল। হার্ডি অস্বস্তিতে পড়ল, সে বলল যে সে তার লোকেদের সাথেই ছিল। জিনা বলল সে কথা হার্ডি পুলিশকে বললেই পারত। হার্ডি বলল যে সে কথা পুলিশকে বলা অসম্ভব কারণ তাহলে তারা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আর তার লোকেদের কয়েকজনের কিছু ঝামেলা আছে। তারা টেরেলের সামনে যেতে চায় না।

জিনা বলল যে সে বেশ ভালই বুঝতে পারছে হার্ডির বন্ধুবান্ধব কি রকম। হার্ডি জানাল তারা তার বন্ধু নয়, কাজের ব্যাপারে নানারকম লোকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। জিনা বলল সে জানে গতকাল রাত সাড়ে তিনটের পর হার্ডি বাড়ি ফিরেছিল, ঐ মেয়েটাও খুন হয়েছে ঐ সময়ের মধ্যে সুতরাং খুনটা সেই করে থাকতে পারে। হার্ডি জানাল যে সে এরকম কাজ করতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে সে তা করেনি। আর এসব ব্যাপারে সে আর কোন কথা বলতে চায় না।

জিনা ধীর গলায় বলল সে কখনই চাইবে না হার্ডি স্যু পারনেলের মত তাকেও একদিন বেশ্যা বলে। হার্ডি তাকে আদর করে বলল সে তার পিকির সম্বন্ধে কখনই এরকম কথা বলবে না। জিনাকে হার্ডি পিকি বলে ডাকত।

জিনা জানাল হার্ডি যদি কখনও তার সম্বন্ধে এরকম কোন কথা বলে তাহলে সে পুলিশকে জানিয়ে দেবে হার্ডি যা যা বলেছে সেগুলি বৃহস্পতিবারের কথা শুক্রবারের নয়।

দুজনে দুজনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। জিনার চোখের দিকে তাকিয়ে হার্ডির মনে হল সে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। সে জিনাকে বলল এসব বাজে কথা না বলে বরং কোন সিনেমায় বা কোরাল ক্লাবে গেলে ভাল হয়। জিনা আবার ব্যঙ্গ করে জানতে চাইল হার্ডি স্যু পারনেলকেও এসব জায়গায় নিয়ে যেত নাকি।

হার্ডি উঠে দাঁড়ালো। তার মুখে রক্তের আভা ফুটে উঠল। তাকে ভয়ংকর দেখাতে লাগল। তবুও সে জিনাকে কথা শুনতে বলল। জিনা তাকে পিকি বলে ডাকতে বলল যে নামে হার্ডি তাকে সবসময় ডাকে। সে তাকে পাগলের মত তাকাতে বারণ করল এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে সে কোরাল ক্লাবে যাবে না। বরং হার্ডি তার বন্ধুদের কাছে যাক আর সে একা থাকতে চায়।

সোফা থেকে উঠে জিনা তার নিজের ঘরে চলে গেল। হার্ডি চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সে হাত দুটো কবার খুলল আর বন্ধ করল। তারপর সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিল।

ব্ল্যাকমেল ঃ—

হেয়ার ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সী কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় যে তারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে দেয়। কোম্পানীর কর্ণধার হোমার হেয়ার আর তাকে সাহায্য করে তার মেয়ে লুসিল, আর জামাই স্যাম কার্স। তবে পুলিশ এদের অপছন্দ করে। তাই এরা পুলিশের কাছে 'অপবিত্র ত্রয়ী' নামে পরিচিতি।

হোমার হেয়ারের বয়স পঁয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই। তার চেহারা মোটাসোটা, নাকটা গোল, ছোট ছোট কুঁতকুঁতে চোখ, গোঁফটা ঝুলে পড়েছে বলে তার লোভী মুখটা অনেকটা ঢেকে গেছে।

হেয়ারের মেয়ে লুসিলের বয়স আটাশ বছর, চেহারাটা ছোটখাটো। সারা শরীরে একটা তীক্ষ্ণতা আছে। তার কালো চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। সব মিলিয়ে তাকে খুবই বিপজ্জনক দেখায়।

লুসিলের স্বামী, স্যাম কার্স চেহারাটা লুসিলের মতই। তার মুখ, চুল, গায়ের রং তার স্ত্রীর মতই। তাদের স্বামী-স্ত্রীর থেকে ভাই বোন বলেই বেশি মনে হয়। কারণ একটাই, তাদের চেহারার সাদৃশ্য। সে লুসিলকে কখনই বিয়ে করত না কিন্তু সে তার চাকরীর শর্ত হিসাবে লুসিলকে বিয়ে করেছে। যেহেতু সে হেয়ারের সাথে মোটামুটি ভদ্রগোছের কারবার করতে পারছে সেজন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও লুসিলকে সে বিয়ে করেছে।

পার্ক মোটেলে হত্যাকাণ্ডের দুদিন পরে, জোয়ান পারনেল হোমার হেয়ারের ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সীতে এল। সে হেয়ারকে তার বোন স্যু পারনেলের হত্যাকাণ্ডের কেসটা নিতে বলল।

হেয়ার নরম গলায় জানাল যে এটা একটা খুনের ব্যাপার। আর তার এজেন্সী খুনের ব্যাপার হাতে নেয় না। কারণ পুলিশ এসব ব্যাপারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ সহ্য করে না। তাছাড়া এই ব্যাপারে

যেসব বন্দোবস্ত দরকার, তা একমাত্র পুলিশেরই আছে, তাদের নেই।

জোয়ান একটু অধৈর্য হয়ে উঠল। সে বলল আরো অনেক কোম্পানী আছে। সে কোন ভিক্ষা চাইছে না। সে এক হাজার ডলার দেবে তাদের পক্ষে কি কাজটা সম্ভব হবে?

হেয়ার এক পলকের জন্য ভাবল। তারপর টাকার অঙ্ক শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠল যে তার কোম্পানীই জোয়ানকে সাহায্য করবে। তবে সে কি চায় সেটাই আগে বলতে হবে। জোয়ান জানাল তার বোনের খুনীকে খুঁজে বের করতে হবে। হেয়ার জানতে চাইল যে তার কেন মনে হচ্ছে পুলিশ এ কাজ করতে পারবে না। জোয়ান জানাল যে পুলিশ হয়তো পারবে কিন্তু সে তার বোনের খুনীকে যে করে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে চায়। হেয়ার কাজটা করবে কিনা সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে চাইল।

হেয়াব জানাল কাজটা সে নিশ্চয় করবে। এবার সে একটা প্যাড টেনে নিল আর বলল কাগজে এই খুনের বিষয়ে পড়ে সব কিছুই জেনেছে, কিন্তু তবু জোয়ানের কাছ থেকে আরও কিছু জানতে সে আগ্রহী।

ঘণ্টাখানেক পরে জোয়ান চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে পাঁচশ ডলার রাখল। পরের সপ্তাহে বাকিটা দেবে বলে জোয়ান জানাল কিন্তু এর মধ্যে সে খানিকটা কাজ দেখতে চায়।

হেয়ার মিষ্টি হেসে টাকাটা টেনে নিল। সে মিস পারনেলকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে পরের সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই কাজ কিছুটা এগিয়ে যাবে। পারনেল জানাল হেয়ার যদি না পারে তাহলে বাকী টাকা আর পাবে না।

জোয়ান বেরিয়ে গেলে হেয়ার ঘণ্টা বাজাল। স্যাম কার্স আর লুসিল নোট বই হাতে ঘরে ঢুকলো। হেয়ার টাকাগুলো দেখিয়ে জানাল যে তারা একটা কাজ পেয়েছে যদিও কাজটা স্যু পারনেলের খুনের বিষয়ে।

স্যাম কার্স একথা শুনে অবাক হয়ে জানতে চাইল যে তার শ্বশুরের কি হয়েছে। তিনি হঠাৎ কেন খুনের মামলা নিতে গেলেন। এমনিতেই পুলিশের সাথে তাদের অনেক গোলমাল আর তার মধ্যে এরকম ধরনের একটা ব্যাপারে মাথা ঘামালে তাদের লাইসেন্সটাও বাতিল হয়ে যাবে।

হেয়ার তাকে শান্ত হয়ে বসতে বলে জানাল যে এই ব্যাপারটা তারা নেবে এবং অনায়াসেই এটা হেয়ার সামলাতে পারবে। সে এ ব্যাপারে টেরেলের সাথে কথা বলবে ঠিক করল। আর সে আরও জানাল যে জোয়ান পারনেলের টাকা আছে, সে পাঁচশ ডলার অগ্রিম দিয়ে গেছে, বাকিটা পরের সপ্তাহে দেবে।

কার্স টাকাটার দিকে দেখলো। সে জানাল তার এসব ব্যাপার পছন্দ নয়। টেরেল তাদের গলা কাটার জন্য বসে আছে আর তার মধ্যে তারা এরকম একটা ব্যাপার হাতে নিল। সে জানতে চাইল এ ব্যাপারে তারা পুলিশের চেয়ে বেশি কীই বা করতে পারে।

হেয়ার হেসে উত্তর দিল তারা পুলিশের চেয়ে বেশি কিছুই করতে পারে না, আর তাই তারা কিছু করবেও না। অর্থাৎ তাদের এখন কাজ হল একটা বড় রিপোর্ট তৈরী করে জোয়ান পারনেলকে দেওয়া। আর রিপোর্ট দেখে সে বাকি পাঁচশ ডলার দিয়ে দেবে। তারপর তাদের কাজের গতি দেখে ক্লান্ত হয়ে শেষে অন্য কোথাও চলে যাবে।

কার্স একটু ভাবল। তারপর হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল তার এ ব্যাপারে কি করণীয়। হেয়ার তাকে নির্দেশ দিয়ে বলল সব কাগজে এই খুনের ব্যাপারে যা লেখা হয়েছে সব মন দিয়ে পড়তে হবে। তারপর ওজাসের পার্ক মোটেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তারপর সব মিলিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরী করতে হবে, আর রিপোর্ট পারনেলকে দেখিয়ে টাকাটা পেয়ে গেলে এ বিষয়ে আর কিছুই করার থাকবে না।

কিন্তু কার্স জানাল যে হেয়ার যদি এ ব্যাপারে টেরেলের সাথে কথা বলে তাহলে সে এক্ষেত্রে কিছু করবে না। কারণ টেরেল ভীষণ ভয়ানক। সে কার্সকে পেলে কিছুতেই ছাড়বে না।

হেয়ার টেলিফোনে টেরেলের সাথে কথা বলতে চাইল। সে জানাল জোয়ান পারনেল তার কাছে এসেছিল এবং খুনীটার ব্যাপারে তাকে খোঁজখবর নেবার দায়িত্ব দিয়েছে। টেরেলের তীক্ষ্ণ স্বর কার্সের কানেও এল। হেয়ার আস্তে আস্তে অতি বিনম্রভাবে জানাল যে সে এ ব্যাপারে পুলিশের

সাথে কোন গোলমাল করবে না। শুধু কার্স একজন রিপোর্টারের মত যাবে আর একটু আধটু কথা বলবে যাতে ও একটা রিপোর্ট লিখতে পারে। যদি সেরকম কিছু জানা যায় তাহলে হেয়ার ফোন করে টেরেলকে জানিয়ে দেবে।

টেলিফোনে কথা বলতে বলতে, সে কার্সের দিকে চোখ টিপে বলতে লাগল সে একটু সৎভাবে রোজগার করতে চাইছে। তাই কার্স যদি মোটেলে যায় তাহলে কি তার কোন আপত্তি আছে। সে ওদিকে টেরেলের কথা মন দিয়ে শুনে আবার বলতে লাগল যে সে মেয়েটিকে বলেছিল তার এজেন্সী খুনের মামলা নেয় না। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা, অন্ততঃ একটা রিপোর্ট তার চাই। তাই সে টেরেলের অনুমতি নিয়েই কাজটা করতে চাইছে। সে সীমার মধ্যে থেকেই সব কিছু করবে বলে কথা দিল। ফোন রেখে হেয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর একটা সিগারেট ধরালো। তারপর কার্সকে জানাল যে টেরেল এবার কোনভাবেই আটকাবে না, তবে কোন ভুল করলেও আবার ছাড়বে না।

কার্স ঠাট্টা করে বলল তাহলে ব্যাপারটা বেশ সাংঘাতিক। তাই শুধু কাগজগুলো অফিসে বসে পড়ে একটা রিপোর্ট বানালে কোন ভুলই হবে না আর টেরেলের কোপের সামনেও পড়তে হবে না।

হেয়ার বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। সে বলল যে জোয়ান পারনেল বোকা নয়। যদি টাকাটা পাওয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে কার্স যেন পার্ক মোটেলের মালিক হেনেকীর সাথে এবং স্থানীয় লোকেদের দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে। তারপর তাদের মতামত নিয়ে এমন একটা রিপোর্ট বানাতে হবে যেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে।

অতঃপর কার্স উঠে দাঁড়াল। সে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল কি কুক্ষণেই যে সে তাকে বিয়ে করেছিল। তাই তাকে এমন কাজ করতে হচ্ছে যার জন্য তার জেলও হতে পারে। লুসিল হাসিমুখে জানাল তাতে সে খুবই সুখী হবে বছর দুয়েক সে শান্তিতে থাকতে পারবে। হেয়ার তাদের বাধা দিয়ে কার্সকে কাজে যেতে বললেন। এবং রাত্রে এ বিষয়ে আলোচনা হবে জানালেন। কার্স লুসিলকে ভেঙাল। লুসিলও তাই করল।

কার্স বেরিয়ে গেলে লুসিল বলতে লাগল সে কেন কার্সকে বিয়ে করতে গেছিল। সে একদিন ঠিক কার্সের খাবারে কাঁচের গুঁড়ো মিশিয়ে দেবে। হেয়ার শুনে হাসল। সে বলল যে কার্স খুবই কাজের। সে না থাকলে তারা এত রোজগার করতে পারত না। লুসিল বিরক্ত হয়ে তার বাবাকে বলল তাকে তো কার্সের সাথে থাকতে হয় না। তাই সে একথা বলতে পারছে।

লুসিল টাইপরাইটারেব সামনে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

লী হার্ডিকে নিয়ে কি করবে সেটা ভাবতে ভাবতে হেনেকী আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটিয়ে ফেলল। এত চিন্তার কারণ একটাই, সেটা হল হার্ডির সঙ্গে ব্যবহারে একটু গোলমাল হলেই হেনেকী দারুণ বিপদে পড়ে যাবে।

হার্ডির সাথে সহজে কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তার একটা দল আছে, সে নিজে কারও সাথে গণ্ডগোল করে না কিন্তু কেউ যদি তার সাথে গণ্ডগোল করে তাহলে হার্ডিব এক ইশারায় জ্যাকো স্মিথ তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ছাড়ে।

জ্যাকো স্মিথের চেহারা বিশালাকার, তার রং ফর্সা, তার লালচে রঙের চুল কপালের উপর অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো গোলগাল মুখে একটা হিংস্রভাব আছে। তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে তার কথাবার্তায় বেশ জড়তা আছে। জ্যাকো স্মিথ তার এই চেহারা নিয়ে রেসের মাঠের যে কোন হাঙ্গামা ঠাণ্ডা করে ফেলতে ওস্তাদ। জ্যাকোর অবশ্য একজন সহকারী আছে, নাম তার মো লিংকন। সে জামাইকার লোক, তার চেহারা বেশ সুন্দর। তার ছুরি চালনায় বেশ দক্ষতা আছে। কুড়ি গজ দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে যে কোন মানুষ মেরে ফেলতে তার জুড়ি নেই।

-রেসের মাঠে কোন গোলমাল হলে যদি মো আর জ্যাকো সেখানে হাজির হয় তাহলে কয়েক সেকেন্ডেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন ঝামেলা থামাতে হলে তাদের হাত চালাতে হত কিন্তু এখন শুধু এদের চেহারা দেখলেই লোকে চুপচাপ হাওয়া হয়ে যায়। আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

হেনেকী জানতো যে হার্ডিকে কোনভাবে বিরক্ত করলে তাকে এদের দুজনের মুখোমুখী হতে হবে তবু অনেক ভেবে চিন্তে লাভের সম্ভাবনা বেশি দেখেই সে ঝক্কিটা পোয়াবে ঠিক করল।

এগারোটার পরে অফিসে বসে হেনেকী টেলিফোনে হার্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করল। সে জানালো যে রাত দশটা নাগাদ হার্ডি যদি একবার পার্ক মোটেলে আসে তাহলে ভাল হয়। ওদিক থেকে অনেকক্ষণ হার্ডির কোন শব্দ পাওয়া গেল না দেখে হেনেকী একটু উৎসাহিত হল। কিছুক্ষণ পরে হার্ডির গলা সে শুনতে পেল। হার্ডি কি ব্যাপার জানতে চাইল। হেনেকী জানাল জরুরী ব্যাপার ফোনে বলা উচিৎ নয়। হার্ডি তীক্ষ্ণস্বরে বলল দরকারটা যখন হেনেকীর তখন তারই হার্ডির কাছে আসা উচিৎ।

হেনেকী জানাল যে একটু আগে পুলিশ তার পার্ক মোটেলে এসেছিল এবং প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাই হেনেকী আশা করছে যে হার্ডি তার কাছে আসবে। ফোনটা রেখে হেনেকী মনে মনে একটু আনন্দিত হল এই ভেবে যে সে হার্ডির সাথে এভাবে কথা বলতে পেরেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে কপালের ঘাম মুছলো। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলবার বের করে লোড করা আছে কিনা দেখে নিয়ে সেটা পকেটে রেখে দিল।

ড্রয়ার বন্ধ করে হেনেকী দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে তাকাল। দেখল একজন ছোটখাটো কালো মত লোক ঘরে এসে ঢুকল। তার পরনে একটা নোংরা স্যুট।

হেনেকীর আবছা মনে হতে লাগল যে একটু আগে সে একটা গাড়ির শব্দ শুনেছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল খুনের জায়গাটা দেখার জন্য বোধ হয় লোকটা এসেছে। এরকমও হতে পারে যে লোকটা হয়ত সেই ঘরটাই ভাড়া নেবে। সে হয়তো বন্ধুদের কাছে এই বলে অহংকার করবে যে বিছানায় স্যু পারনেলের খুন হয়েছে সেই বিছানায় সে রাত কাটিয়েছে।

কাগজে এই খুনটার ব্যাপারে এত লেখালেখি হয়েছে যে প্রচুর লোক এখানে আসছে। তবে এরা কেউই ভাল ধরনের লোক নয়। তাই মোটেল এখন ভর্তি। হেনেকী ঠিক করল সে লোকটাকে জায়গা নেই বলে ফিরিয়ে দেবে। লোকটার দিকে ভাল করে না তাকিয়েই সে জানাল যে মোটেলে জায়গা নেই।

আগন্তুক লোকটি হল স্যাম কার্স। কার্স হেনেকীকে দেখে চিনতে পেরে জোয়ি শ' বলে চেঁচিয়ে উঠল। হেনেকী আতঙ্কে জমে গেল কারণ গত তিন বছর এই নামে তাকে কেউ ডাকে নি। তার বিশ্বাস ছিল যে ওজাসের মত জায়গায় তাকে কেউ চিনতে পারবে না। কিন্তু তার পুরনো নাম শুনে সে চমকে গেল।

সে কার্সের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। কার্সের হাসি দেখে হেনেকীর মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। কার্স তাকে জিজ্ঞাসা করল তার নাম কি এখন টম হেনেকী? হেনেকী ইতস্ততঃ করে টেবিলে গিয়ে বসলো। কার্স তার টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলো।

হেনেকী ভাঙা গলায় জানাল যে তার নাম হেনেকী, কার্স তাকে ঘাবড়াতে বারণ করল। সে জানাল যে হেনেকীকে দেখে তার বেশ ভালই লেগেছে। কার্স তাকে মনে করাতে লাগল যে বছর তিনেক আগে তাদের শেষবার দেখা হয়েছিল। সে বলল যে, হেনেকী তখন ওয়েস্টে ছিল। কার্স নিজেই নিজের স্মৃতিশক্তির তারিফ করল। সে আবার বলতে লাগল যে, হেনেকী এক বড়লোকের ছেলেকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল। তাই সে একটা নষ্ট মেয়েকে ছেলেটার বিছানায় কায়দা করে শুইয়ে দিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল যে সে তার বৌকে সব বলে দেবে। তবে ছেলেটা অত বুদ্ধু ছিল না। সে হেয়ারকে সব জানিয়েছিল। আর হেয়ার কার্সকে বলেছিল। তারপর সে হেনেকীকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কার্স জানতে চাইলো হেনেকীর এসব কথা মনে পড়ছে কিনা।

হেনেকী জানাল তার কিছুই মনে নেই। কার্স তাকে জোয়ি নামে ডেকে জিজ্ঞাসা করল যে পুলিশ কি জানে সে কে। হেনেকী বিরক্ত হয়ে তাকে ঐ নামে ডাকতে বারণ করল। কার্স এগিয়ে এসে হেনেকীর সামনে চেয়ারে বসল। এবার সে জানতে চাইল পারনেলের খুনের ব্যাপারে হেনেকী কিছু জানে কিনা। সে এই ব্যাপারটার খোঁজ খবর নিতে এসেছে। এ ব্যাপারে হেনেকী

যদি তাকে কিছু সাহায্য করে তাহলে সে তাকে বিনিময়ে কিছু দেবে।

হেনেকী চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জানাল যে পুলিশ সব জানে। আর কাগজেই তো সব খবর বেরিয়েছে কার্স জানাল কাগজ সে পড়েছে, আসল খবরটাই তারা চায়। যে খবরটা হেনেকী পুলিশকে জানায়নি সেটাই তার লাগবে। হেনেকীর মুখে ঘাম ফুটে উঠল, সে বলল আর কিছুই তার জানা নেই। কার্স তবু তাকে জেরা করল। হেনেকী মরিয়া হয়ে বলল সে কার্সকে স্পষ্টই জানাচ্ছে যে পুলিশে যা জানে, কাগজ যা জানে, কাগজে যা বেরিয়েছে তার বেশী এককণাও সে জানে না। যদি একটা বেশ্যা তার মোটেলে খুন হয় তাহলে তার কি করার থাকতে পারে। সে যদি সত্যি ভেতরের কোন খবর জানত তাহলে অতি অবশ্যই সেই খবর সে কার্সকে বলত।

কার্স অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। সে বলল যে চোর, জোচ্চোর, খুনীকে সে সহ্য করতে পারে কিন্তু কোন ব্ল্যাকমেলারকে সে কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারে না। সে মনে করাল বছর তিনেক আগে হেনেকী একটা বিবৃতিতে সই করেছিল যাতে তার ব্ল্যাকমেল করে রোজগার করার স্টেটমেন্ট ছিল। কার্সরা বলেছিল যে হেনেকী ভাল হয়ে থাকলে কখনই তারা সেটা বের করবে না। কিন্তু এখন সেটা বের করার দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে। এর দ্বারা তাকে অবশ্যই আইনের হাতে তুলে দেওয়া যাবে।

হেনেকী চট্ করে একটু ভেবে নিল। সে জানে যে কার্স যদি পুলিশকে সব জানায় তাহলে হার্ডি এসে পৌঁছবার আগেই টেরেল তার ঘাড় ধরবে। সে ঠিক করল যেভাবেই হোক কার্সকে থামাতে হবে, তারপর হার্ডি এসে পৌঁছলে তার কাছ থেকে পালাবার মত কিছু বাগিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে।

কার্স দরজার দিকে যাচ্ছিল। হেনেকী তাকে দাঁড়াতে বলল। সে ব্যগ্রভাবে কার্সের কাছে কিছুটা সময় চাইল। সে জানাল যে সে যদি সত্যিই কিছু জানত তাহলে অতি অবশ্যই সে কথা কার্সকে বলত। মেয়েটা যে কে সে কথা সে আদৌ জানে না।

কার্স দাঁড়িয়ে পড়ল। সে হেনেকীকে বলল এটাই শেষ সুযোগ। সে যদি বাঁচতে চায় তাহলে যেন কিছু তথ্য জানায়। হেনেকী একটু ভেবে পকেট থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বের করে টেবিলে রাখল। সে বলল এই জিনিষটা মেয়েটার বিছানায় পড়েছিল, সে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল।

এতক্ষণ কার্স শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। সে ভাবেনি যে এতে এভাবে কাজ হবে। এগিয়ে এসে সে জিনিসটা তুলে দেখল, সেটা একটা সিগারেট লাইটার, বেশ দামী জিনিস। লাইটারটা সে ছুঁলো না কিন্তু ভাল করেই দেখল। তারপর হেনেকীর দিকে তাকাল।

হেনেকী জানাল লাইটারটা যখন সে পেয়েছে তখন সে ঘাবড়ে গিয়ে সেটা পকেটে রেখে দিয়েছিল, কিন্তু তারপরে পুলিশকে দিতে ভুলে গেছে। কার্স তার কথা শুনে বলল যে হেনেকী কি তাকে বোকা মনে করেছে। সে যে লোভ সামলাতে না পেরে জিনিসটা চুরি করেছে তা কার্স ভালই জানে। লাইটারটা তুলে নিয়ে কার্স আরো ভাল করে দেখল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল লাইটারের পেছনে একটা খোদাই করা লেখা—'ক্রিসকে—ভালবাসার সঙ্গে—ভ্যাল্'।

লেখাটা পড়ে কার্স হেনেকীকে জিজ্ঞাসা করল ক্রিস বা ভ্যাল্ কারা। হেনেকী মাথা নাড়ল। সে জানাল যে এটা নিশ্চয়ই খুনীটার কাছে ছিল, পারনেলের কাছে এটা হয়ত ছিল না।

কার্স বলল, মেয়েটা লাইটারটা চুরি করেও থাকতে পারে। যদিও কথাটা কার্সের নিজেরই খুব একটা মনঃপূত হল না।

হেনেকী জানাল যে, শুধু এই লাইটারটাই তার কাছে ছিল। আর কিছু সে নেয়নি।

কার্স একটু ভেবে লাইটারটা পকেটে পুরে নিল। এবার সে হেনেকীকে বলল সে চুপ করে থাকবে, হেনেকীও যাতে এ ব্যাপারে মুখ না খোলে। সে দরকার পড়লে আবার আসবে বলে বেরিয়ে গেল। হেনেকী কার্সের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল গম্ভীর মুখে।

কার্স ওজাস পোষ্ট অফিস থেকে হেয়ারকে ফোন করে খবরটা জানাল। তারপরে কি করবে জানতে চাইল। সে জিজ্ঞাসা করল লাইটারটা কি পুলিশকে দিয়ে দেবে।

হেয়ার জানাল তাড়াতাড়ি করে কিছু করা ঠিক হবে না। ক্রিস আর ভ্যাল্ নাম দুটো তার খুব চেনা চেনা লাগছে। সে কার্সকে কোথাও বসে একটু বীয়ার খেতে বলল, দু ঘন্টাখানেক বাদে

আবার ফোন করতে বলল, এই সময়টুকুর মধ্যে সে একটু চিন্তা করে দেখতে চায় এরপর কি করণীয়।

টেলিফোন রেখে দিয়ে হেয়ার কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর লুসিলকে ডেকে গতকালের খবরের কাগজটা চাইল। কাগজটা হাতে নিয়ে লুসিলকে যেতে বলল, এবার কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে যেটা চাইল সেটা পেয়ে গেল। খবরটা ছিল—আমেরিকার দশ নম্বর ধনী ব্যক্তি চার্লস ট্রেভার্স নিউ ইয়র্ক থেকে তার মেয়ে ও জামাইয়ের কাছে এসেছেন। কিছুটা পড়ার পর হেয়ার জানতে পারল ট্রেভার্সের মেয়ের নাম ভ্যালেরি আর জামাইয়ের নাম ক্রিস বার্নেট। তারা স্প্যানিশ বে হোটেলে আছেন।

এরপর হেয়ার সেদিনের কাগজটা আনল। এতে ক্রিসের নিখোঁজ হওয়া এবং তাঁকে খুঁজে পাওয়া এ দুটো খবরই আছে। কিন্তু খবরটা এত সংক্ষিপ্ত যে ক্রিশ বার্নেটের কি হয়েছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। স্প্যানিশ বে হোটেলে ফোন করে হেয়ার হোটেল ডিটেকটিভ হেনরি ট্রাসকে চাইল। হেনরির কাছ থেকে হেয়ার ক্রিস সম্বন্ধে সব কিছু জানল। এরপর ফোন রেখে একটা সিগার ধরিয়ে সে সমস্ত ব্যাপাবটা ভাবতে লাগল। এমন সময়ে কার্সের টেলিফোন বেজে উঠল।

হেয়ার ফোন তুলে কার্সকে জানাল যে লাইটারটা খুব কাজের জিনিস। এটা আসলে চার্লস ট্রেভার্সের জামাই ক্রিস বার্নেটের। সে জানাল হোটেল ডিটেকটিভ ট্রাসের কাছ থেকে খবর পেয়েছে ক্রিস মানসিকভাবে অসুস্থ। কদিন আগে সে হোটেল থেকে পালিয়ে গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মত নিখোঁজ ছিল। পুলিশ শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে বের করেছে। কিন্তু ক্রিস জানাতে পারেনি এতক্ষণ সে কোথায় ছিল। এখন সে ডাঃ গুস্তাভের হেফাজতে আছে। হেয়ার কার্সকে জানাল ব্যাপাবটা ঠিকমতো খেলিয়ে তুলতে পারলে তাদের যথেষ্ট লাভ হবে।

এবার হেয়ার কার্সকে নির্দেশ দিল সে কী করবে। প্রথমে গাড়ি নিয়ে পার্ক মোটেল থেকে নর্থ মিয়ামি বীচের রাস্তায় সে কার্সকে যেতে বলল, চোখ-কান খোলা রেখে আস্তে আস্তে যেতে যেতে আশেপাশের কাঁচা রাস্তাগুলোর দিকেও লক্ষ্য রাখতে বলল। হোটেল থেকে বেরোবাব সময় ক্রিসের গায়ে স্পোর্টস জ্যাকেট ছিল, কিন্তু পুলিশ যখন তাকে খুঁজে পায় তখন তার গায়ে কোন জ্যাকেট ছিল না। তাই কার্সের কাজ হল যেভাবেই হোক জ্যাকেটটা খুঁজে বের করা। সেটা পাওয়া গেলে তাদের খুবই সুবিধা হবে। কার্স যেন তার বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

টেলিফোনে কথাগুলো শুনতে শুনতে কার্স ঘেমে উঠছিল। সে জানতে চাইল তাহলে লাইটারটার কি হবে। সেটা টেরেলকে ফেরত দেওয়া হবে না! হেয়ার জানাল লাইটার ফেরত দেওয়ার থেকে তার হৃৎপিণ্ডটা যেন কার্স কেটে ভাসিয়ে দেয়। কার্স বিরক্ত হয়ে ফোন ছেড়ে দিল। সে গাড়িতে উঠে সিগারেট ধরিয়ে টুপিটা চোখের উপর নামিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর কার্স টুপিটা সোজা করে নিয়ে পার্ক মোটেলের সামনে এল। সেখান থেকে ঘুরে নর্থ মিয়ামি বীচের রাস্তা ধরল। ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে কার্স গাড়ি ছোটাল। সে তার চোখ দিয়ে রাডারের মত সব কিছু দেখে নিচ্ছিল।

বার্নেটকে যেখানে পাওয়া গেছিল তার তিনমাইলের মধ্যে কার্স যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার সে সতর্ক হয়ে গেল, ডানদিকে একটা কাঁচা রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে; কার্স সে রাস্তায় ঢুকে পড়ল। গাড়িটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলল। কার্স শিস দিতে লাগল, তার হঠাৎ মনে হতে লাগল সে যা খুঁজছে তা এবার নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে।

কিছুটা এসে একটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। কার্স দেখল সেখানে একটা সাদা নীল লিঙ্কন ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কার্স গাড়ি থামিয়ে লিঙ্কনটার কাছে এগিয়ে গেল। কার্স পকেট থেকে দস্তানা বের করে পরে নিল। গাড়িটা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্য সে ড্রাইভারের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। স্টিয়ারিং থেকে গাড়ির লাইসেন্স কার্ডটা ঝুলছিল। সেটা থেকে জানা গেল গাড়িটার মালিক মিয়ামি ইউ-ড্রাই কার হায়ার সার্ভিস। পেছনের সীটের দিকে কার্স তাকিয়ে দেখল সেখানে পরিপাটি করে সাজান অবস্থায় একটা স্পোর্টস জ্যাকেট পড়ে আছে। কার্স জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে নিজের কাছে রাখল। জ্যাকেটের পকেটে একটা দামী ওয়ালেট দেখতে

গেল সে। তার মধ্যে দুটো পঞ্চাশ ডলারের আর তিনটে একশ ডলারের নোট, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। লাইসেন্সে নাম লেখা রয়েছে নিউ ইয়র্কের ক্রিস বার্নেট। এছাড়া একটা সুন্দরী মেয়ের ছবিও রয়েছে যার পরনে সাঁতারের পোশাক রয়েছে। ছবিটার পেছনে পেন্সিলে লেখা : ভ্যাল্।

জ্যাকেটটা খুলে ধরতেই কার্স চমকে উঠল। সেটা শুকনো রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। কিছুক্ষণ সে জ্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল, তার কপালে ঘাম ফুটে উঠল। তারপরে জ্যাকেটটা মুড়ে তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। জ্যাকেটটা নিজের গাড়িতে রেখে এসে সে আবার লিঙ্কনটার কাছে ফিরে এসে কুড়ি মিনিট ধরে সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করল। কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেল না। ততক্ষণে চারদিকে আরও অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়িতে ফিরে কার্স সিগারেট ধরিয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে বড় রাস্তা ধরে ছুটলো। রাত সাড়ে আটটার পরে সে মিয়ামি পৌঁছল।

হেয়ারকে জানানোর আগে কার্স ঠিক করল কার হায়ার সার্ভিসে সে কথা বলবে, কারণ পুরো খবর না নিয়ে গেলে হেয়ার কখনই খুশী হবে না। সার্ভিসের ম্যানেজারকে কার্স তার কার্ডটা দিয়ে চেয়ার টেনে বসল। সে জানাল তাদের সার্ভিসের একটা গাড়িকে সে রাস্তায় দেখেছে। মনে হয় সেটা কেউ ফেলে গেছে। গাড়িটার লাইসেন্স নম্বর ৪৪৭৯১—

ম্যানেজার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। অবাক হয়ে জানতে চাইলেন গাড়ি রাস্তায় কেউ ফেলে গেছে সেটা কি করে হতে পারে। কার্স জানাল নর্থ মিয়ামি বীচের রাস্তার ধারে একটা কাঁচা সড়কে গাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। গাড়িটার কোন ড্রাইভার নেই। তাই এই ব্যাপারটা কার সার্ভিসকে জানান দরকার মনে করে সে খবর দিতে এসেছে।

ম্যানেজারের নাম মর্ফি। সে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় এসে ভ্রূ কুঁচকাল। মর্ফি জানাল গাড়িটা মিস অ্যান লুকাসকে পাঁচ দিনের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। হয়ত তিনি জঙ্গলে ঢুকেছিলেন।

কার্স জানতে চাইল এলাকার কোন ম্যাপ আছে কিনা। মর্ফি ম্যাপ বের করে তার হাতে দিল। কার্স ম্যাপটা দেখে একটা জায়গায় দাগ দিয়ে দেখাল গাড়িটা সেখানে পড়ে আছে। গাড়িটা যদি নির্দিষ্ট দিনে কেউ ফেরত দিয়ে না যায় তাহলে সেটা এই জায়গাতে পাওয়া যাবে। মর্ফি চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কার্স এবার জানতে চাইল অ্যান লুকাস কে? মর্ফি খাতা দেখে বলল অ্যান লুকাস ২৩৭, কোরাল অ্যাভিন্যুতে থাকে। তাকে অবশ্য আগে কখনও মর্ফি দেখেনি। তবে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। অ্যান ঠিকমতো টাকা পয়সা জমা রেখে গেছে। টেলিফোনটাও মর্ফি দেখে রেখেছে।

কার্স জানতে চাইল অ্যান লুকাস দেখতে কি রকম? মর্ফি জানাল অ্যান যথেষ্ট সুন্দরী, ভাল পোশাক পরণে ছিল। এছাড়া মাথায় স্কার্ফ ও চোখে গগ্‌লস ছিল। বয়স বছর পঁচিশেক হবে।

কার্স জানতে চাইল মর্ফি যদি আবার দেখে তাহলে চিনতে পারবে কি যদি স্কার্ফ আর গগ্‌লস পরা না থাকে তাহলে। মর্ফি প্রথমে হ্যাঁ বললেও পরে জানাল যে সে অত ভাল করে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এসব কেন কার্স জিজ্ঞাসা করছে সেকথা মর্ফি জানতে চাইল।

কার্স উঠে দাঁড়ালো। সে হাল্কাভাবে জানাল তার অভ্যেস বেশী কথা বলা, এবার সে মর্ফিকে গাড়িটা ঠিক কোন জায়গায় পড়ে আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

গাড়ি চালিয়ে একটা টেলিফোন বুথের কাছে এসে ডিরেক্টরী খুলে কার্স অ্যান লুকাসের নাম্বার বের করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে নটা বেজেছে, তারপর লুকাসের নাম্বার ডায়াল করল। ওদিক থেকে একটা মেয়েলি গলা ভেসে এল। কার্স মিস লুকাসকে চাইল। লুকাসই ফোনে কথা বলছিল। সে কি ব্যাপার জানতে চাইল, কার্স লুকাসকে তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের নাম্বার ৪৪৭৯১ কিনা জিজ্ঞাসা করল।

লুকাস জানাল তার লাইসেন্স নাম্বার মনে নেই। তার ব্যাগের মধ্যে লাইসেন্সটা ছিল আর

সেই ব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে। কার্স জিজ্ঞাসা করল এ ব্যাপারে পুলিশকে জানান হয়েছে কিনা। লুকাস হ্যাঁ বলল। কার্স জানতে চাইল কদিন আগে সে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়েছিল কিনা। লুকাস জানাল যে সে কোন গাড়ি নেয়নি। তার গলায় উৎকণ্ঠা দেখা দিল। সে কার্সকে জিজ্ঞাসা করল সে পুলিশের লোক কিনা? কার্স হতে পারে বলে ফোন রেখে দিল, দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সে অফিসে পৌঁছল।

হেয়ার তখন বড় বড় স্যান্ডউইচ নিয়ে বসেছে। কার্স ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে দুটো স্যান্ডউইচ তুলে খেতে লাগল। হেয়ার লুসিলকে আরো কিছু স্যান্ডউইচ আর কফি দিতে বলল। কার্সের এত ক্ষিদে পেয়েছিল যে সে গোগ্রাসে খেতে লাগল। কফির ট্রে-টা এসে পৌঁছনোর সাথে সাথে কার্স হাত বাড়াল। কিন্তু হেয়ার তার আগেই সেটা টেনে নিল। কার্স বিরক্ত হয়ে বলল সে খেটে মরছে আর হেয়ার বসে বসে খেয়ে যাচ্ছে।

লুসিল আরো স্যান্ডউইচ নিয়ে এল। কার্স আরো একটা মুখে দিয়ে জানতে চাইল ক্রিসের সত্যিই মাথার কোন গোলমাল আছে কিনা। হেয়ার জানাল ক্রিস বছর দুয়েক আগে একটা মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছিল আর সেই থেকেই তার মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। কার্স কফি খেতে খেতে সারাদিনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। ওর কথা শুনতে শুনতে হেয়ারের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। সে অধীর আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলো শুনছিল, তার দুচোখ জ্বলে উঠছিল।

কার্স বলল তার মনে হচ্ছে ক্রিসই স্যু পারনেলকে খুন করেছে। কারণ পারনেলের বিছানায় ক্রিসের লাইটার পাওয়া গেছে আর ক্রিসের জ্যাকেটে রক্তের দাগ রয়েছে। কিন্তু হেয়ার বলল, গাড়ির ব্যাপারটাই সমস্যাটাকে আরও জটিল করে দিয়েছে। গাড়িটা যে ভাড়া করেছিল সে কখনই অ্যান লুকাস নয়।

কার্স বলল, সে নিশ্চয়ই অন্য কোন মেয়ে লুকাসের ব্যাগ চুরি করে ঐ লাইসেন্স দেখিয়ে গাড়ি ভাড়া করেছিল। কিন্তু এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে। আর ক্রিসের জ্যাকেটটাই বা কি করে ঐ গাড়িতে এল। এই সমস্যাগুলো দেখা দেওয়া সত্ত্বেও কার্স বলল, যে খবরগুলো সে যোগাড় করেছে তাতে জোয়ান পারনেলের কাছ থেকে হাজার ডলারের বেশীই পাওয়া যাবে।

লুসিল বলল এভাবে দেরী করা ঠিক নয়। যে খবরাখবর জানা গেছে কার্সের উচিৎ ছিল সেগুলো টেরেলকে জানানো, না হলে টেরেল রেগে যাবে।

কার্স বলল সে তাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু হেয়ার তাকে ফোনে বারণ করায় সে টেরেলের কাছে যায়নি। হেয়ারের দিকে তাকিয়ে কার্স জিজ্ঞাসা করল সে কি নিজে টেরেলের কাছে যেতে চায়।

হেয়ার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জানাল যে এ ব্যাপারে অন্য একটা পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছে। কার্স জানতে চাইল পারনেলের কাছে সে আরও বেশী টাকা চাইবে কিনা। হেয়ার সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল।

হেয়ার জানাল যে তার নিজের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। যে সব প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে তাতে ক্রিসকে শাস্তির হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আর পুলিশ কখনই ভাববে না যে ক্রিস এই খুনটা করতে পারে। কিন্তু তারা যদি এই প্রমাণগুলো দেখায় তাহলে ক্রীসের সারাজীবন জেল হবে। সেজন্য চার্লস ট্রেভার্স পাঁচ লাখ কেন তারও বেশী দিতে রাজী হয়ে যাবে। হেয়ার জানাল কার্সের যা করার সে করেছে। এখন আর তার কিছুই করার নেই। যা করার এখন হেয়ারই করবে এবং টাকাটা তারা দুজনে ভাগ করে নেবে।

টাকার কথা শুনে লুসিলের লোভী চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে জানতে চাইল টাকাটার থেকে সে কোন ভাগ পাবে কিনা।

কার্স লুসিলের দিকে তাকিয়ে বলল সে তো তার স্ত্রী। সুতরাং তার আলাদা ভাগের কোন প্রশ্নই উঠে না।

লুসিল দাবি করল মোট টাকাটাকে তিনভাগ করতে হবে আর তার একভাগ তাকে দিতে হবে। নাহলে সে টাকাটার কোন ভাগ হতেই দেবে না।

হেয়ার ও কার্স দুজনেই লুসিলের দিকে তাকাল। হেয়ার তার মেয়েকে ভালই চিনতেন। তাই

অগত্যা নিঃশ্বাস ফেলে তিন ভাগে টাকাটা বাটোয়ারা করতে তিনি রাজী হলেন।

আবার একটা খুন ঃ—

পার্ক মোটেলের কাছাকাছি এসে হার্ডি তার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। কাছাকাছি একটা গলিতে ঢুকে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। গাড়ি থেকে নেমে সে জ্যাকো স্মিথ আর মো লিন্‌কনকেও নামতে বলল। হার্ডি তাদের সেখানেই থাকতে বলল এবং জানাল প্রয়োজন পড়লে সে তাদের ডাকবে। তারা যেন একটু আড়ালে থাকে।

জ্যাকো স্মিথ বড় করে একটা ঢেঁকুর তুলল। মো লিন্‌কন জ্যাকোর দেওয়া একটা সুগন্ধীর শিশি শুঁকতে শুঁকতে গাড়ি থেকে বেরোল। হার্ডি তাদের সেখানেই আরাম করে বসতে বলল এবং তাদের সতর্ক করে দিল সে না ডাকা পর্যন্ত তারা যেন কিছু না করে। জ্যাকো বলল তারা সেখানেই বসে থাকবে। হার্ডি যেন দরকার হলে তাদের আওয়াজ দেয়।

হার্ডি গাড়িতে স্টার্ট দিল। তারপর পার্ক মোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। হেনেকী ওকে দেখতে পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হার্ডিকে ভেতরে আসতে বলে সে জানাল তাকে দেখে সে খুব খুশী হয়েছে। হার্ডি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

হার্ডি জানতে চাইল হেনেকী কী ব্যাপারে তাকে ডেকেছে। সে বলেছিল জরুরী ব্যাপার। তার স্বর কর্কশ শোনাল। হার্ডির গলা শুনে হেনেকীর বুকের ভেতরে জোরে জোরে ঘা পড়তে লাগল, কপালে মৃদু ঘাম দেখা ছিল। সে তার চেয়ারে বসে পড়ল।

হেনেকী একটু ধাতস্থ হয়ে বলল যে ব্যাপারে সে কথা বলতে চায় তা টেলিফোনে বলা যাবে না বলেই সে হার্ডিকে তার অফিসে আসতে বলেছিল। হার্ডি উৎসুক হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইল। হেনেকী পেছনের জানলা আর দরজার দিকে তাকাল। তারপর স্যু পারনেলেব কথা বলল। সে পেছনে হাতটা দিয়ে রিভলবারের বাঁটটা ছুঁয়ে রইল।

হার্ডি বলল স্যু পারনেল তার কেউ নয়। হেনেকী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল, তাবপরে জোর করে হাসার চেষ্টা করল। সে জানাল যে স্যু তাহলে তাকে যা বলেছে সব মিথ্যে, সে মিছিমিছিই হার্ডিকে আসার জন্য কষ্ট দিল। তাহলে সে গিয়ে এখন টেরেলের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

হার্ডি ও হেনেকী পরস্পর পরস্পরের দিকে খানিকটা চেয়ে রইল। তারপর তার পরিষ্কার করে কামানো চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে থমথমে গলায় বলল, হেনেকী তুমি যদি পুলিশের কাছে যাও তাহলে বিপদে পড়বে।

হেনেকী জানাল সে কখনই বিপদে পড়বে না। তার গলায় যথেষ্ট আস্থা দেখা দিল। সে বলল নিজের সম্বন্ধে সাবধান হবার মত বয়েস তার হয়েছে। সে মনে করেছিল স্যু পারনেলের সঙ্গে হার্ডির কোন ব্যাপার ছিল। তাই সে পুলিশকে কিছুই বলেনি। সে ভেবেছিল হার্ডির সঙ্গে সে একটা বন্দোবস্ত করে নেবে। কিন্তু এখন যখন সে জানতে পারল স্যু পারনেলের সাথে হার্ডির কিছু ছিল না তখন সে টেরেলের সাথে কথা বলতে পারে।

হার্ডি জানতে চাইল হেনেকী কী বলতে চাইছে। হেনেকী বলতে লাগল সে গত দু বছর ধরে স্যুকে চেনে। সে পেশায় ছিল বেশ্যা। যে খদ্দেরকে সে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইত না তাকে পার্ক মোটেলে নিয়ে আসত। একথা যদি হেনেকী পুলিশকে জানায় তাহলে অসৎ রোজগারের দায়ে তার কিছু ঝামেলা হতে পারে, কিন্তু হার্ডির সম্বন্ধে সব কিছু শুনলে টেরেল তার কথা ভুলে যাবে।

হার্ডি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সে জানতে চাইল হেনেকী টেরেলকে কী বলতে চায়। হেনেকী জানাল স্যু তাকে যা যা বলেছিল সেকথাই সে টেরেলকে জানাবে। সে কথা বললেও দরজার দিকে চোখ রাখছিল। কারণ তার মনে ভয় ছিল যে কোন মুহূর্তেই জ্যাকো আর মো এসে যেতে পারে। সে রিভলবারের বাঁটটা খুব জোরে চেপে ধরল।

হার্ডি জানতে চাইল স্যু হেনেকীকে কি বলেছিল। হেনেকী বলল স্যু বলেছিল সে নাকি হার্ডিকে ব্ল্যাকমেল করছিল। হয়ত ও মিথ্যা কথা বলেছিল। কিন্তু তার কাছে এমন জিনিস আছে যা দিয়ে হার্ডির দশ বছর জেল হতে পারে। যে রাত্রে স্যু মারা যায় সেই রাত্রে স্যু হেনেকীকে তার ঘরের দিকে নজর রাখতে বলেছিল। কারণ হার্ডিকে নিয়ে সে ভয় পাচ্ছিল। হেনেকী বলতে

লাগল যদি সেই রাত্রে সে বেশী মদ খেয়ে না থাকে বা স্বপ্ন না দেখে থাকে তাহলে তার দৃঢ় বিশ্বাস হার্ডি রাত একটায় পার্ক মোটেলে এসেছিল এবং দেড়টা নাগাদ চলে গেছিল। এর সবটাই তার কল্পনা হতে পারে, কিন্তু তার স্পষ্ট মনে পড়ছে এগুলিই ঘটেছিল।

হার্ডি চীৎকার করে বলল হেনেকীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার চোখ রাগে ফেটে পড়তে লাগল। সে বলল সে সেদিন রাতে পার্ক মোটেলের দিকেই আসে নি।

হেনেকী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল তাহলে সে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছে আর স্যুও তাকে মিথ্যা কথা বলেছে।

হার্ডি উঠে দাঁড়ালো সে হেনেকীকে সাবধান করল যদি সে পুলিশকে কিছু বলে তাহলে হার্ডির হাত থেকে সে রেহাই পাবে না। স্যু যখন খুন হয় তখন হার্ডি বাড়িতে ছিল এ প্রমাণ সে দিতে পারে। হার্ডি হেনেকীকে শাসাল যে সে যদি চুপ করে না থাকে তাহলে তাকে মরতে হবে।

হেনেকী সব শুনে বলল স্যু মারা যাওয়ার আগে তাকে বিশ্বাস করে হার্ডির কাছ থেকে চুরি করে আনা একটা খাম দিয়েছিল। হেনেকী সেটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে। পুলিশ যদি এই খুনের জন্য হার্ডিকে ধরতে নাও পারে তাহলেও এ খামটা দেখলে কয়েক বছরের জন্য তার অনায়াসেই জেল হতে পারে।

হার্ডি অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার বসে পড়লো। সে হেনেকীকে জিজ্ঞাসা করল খামটা তার কাছে আছে কিনা। হেনেকী জানাল খামটা সে ব্যাঙ্কে রেখেছে এবং ব্যাঙ্কে নির্দেশ দেওয়া আছে তার ভাল মন্দ কিছু হয়ে গেলে সেটা যেন পুলিশকে দিয়ে দেওয়া হয়।

হার্ডি বলল সে স্যুকে পাঁচ হাজার ডলার দিয়েছিল। সেগুলো কোথায় সে জানতে চাইল। হেনেকী মাথা নেড়ে জানাল সে জানে না। সেগুলো হয়ত পুলিশ নিয়েছে।

হার্ডি বলল তার মনে হয় সে চলে যাবার পর হেনেকী স্যুর ঘরে ঢুকে তাকে খুন করে টাকাটা সরিয়েছে। টেরেল যদি ব্যাপারটা এভাবে দেখে তাহলে হেনেকী কী করবে।

হেনেকী হেসে বলল তাহলে সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট ঝামেলার সৃষ্টি করবে। কিন্তু ব্যাপারটা হার্ডির পক্ষে আরও বেশী ঝামেলার হয়ে যাবে। হেনেকী নিজে এই ঝুঁকি নিতে রাজী, সে জানতে চাইল হার্ডি রাজী আছে কিনা।

হার্ডি একটু ভেবে তার চিবুকটা হাত দিয়ে ঘষল। তারপর জানতে চাইল হেনেকী কত টাকা চাইছে। হেনেকী রিভলবারের বাঁট থেকে হাত সরালো। সে হার্ডিকে বলল সেও গোলমালে আছে। লোকজন খালি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তাই সে এমন জায়গায় পালাতে চায় যাতে কেউ তাকে খুঁজে না পায়।

হার্ডি রাগে গরগর করে জানতে চাইল হেনেকীর কত টাকা দরকার। হেনেকী জানাল পাঁচ হাজার ডলার পেলেই সে খামটা হার্ডিকে দিয়ে এখান থেকে পালাবে। তাকে কেউ আর কোনদিন এখানে দেখতে পাবে না।

হার্ডি একটা সিগারেট বের করে সেটা জ্বালাল। তারপর বলল পরদিন যাতে হেনেকী খামটা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসে সে টাকা দিয়ে খামটা নিয়ে যাবে। হেনেকী তাকে একা আসতে বলল। এবং এই অফিস ঘরেই তাদের দেখা হবে ঠিক হল। হেনেকী আবার মনে করাল যে, তার কিছু হয়ে গেলে ব্যাঙ্ক তার নির্দেশমতো খামটা পুলিশের হাতে তুলে দেবে।

হার্ডি বলল এক কথা বার বার সে শুনতে চায় না। সে জানে তাকে কখন কোথায় টাকা ঢালতে হবে, সে হেনেকীকে কথা দিতে বলল যে টাকা পেলেই সে চলে যাবে। সে টাকা দেবার পর হেনেকীকে যদি জ্যাকো ধরে ফেলে তাহলে তার কিছুই করনীয় থাকবে না।

হেনেকী তার রিভলবারটা টেবিলে রাখল। সে বলল, জ্যাকোর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে সেও দায়ী থাকবে না। হার্ডি তার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে হাজার ডলার নিয়ে অফিসে আসবে। হেনেকী যাতে এর বেশী কিছু দাবী না করে।

হেনেকী জানাল পালাবার মত টাকা পেলেই সে চলে যাবে। তার আর বেশী দরকার নেই। হার্ডি আসার পর থেকে এই প্রথম সে একটু আরামের ভঙ্গি করে চেয়ারে বসল।

হার্ডি বেরিয়ে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসল। হেনেকী রিভলবারটা হাতে রেখেই হার্ডির চলে যাওয়া দেখতে লাগল। হার্ডি পাশের গলিতে গিয়ে ঢুকলো যেখানে জ্যাকো আর মোকে সে অপেক্ষা করতে বলেছিল। গাড়ি থেকে নেমে সে ওদের পাশে ঘাসের উপরে বসল। হার্ডি মুখ থেকে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল ঝামেলা হয়েছে। হেনেকী যা যোগাড় করেছে সেজন্য তার দশ বছর শ্রীঘর যাত্রা হতে পারে। হেনেকী বলেছে সে সব ব্যাঙ্কে রেখেছে। এটা নির্ঘাৎ মিথ্যা কথা। তাই জ্যাকো আর মোকে যে ভাবেই হোক হেনেকীর কাছ থেকে খামটা হাতিয়ে আনতে হবে কারণ এটা খুব জরুরী। এজন্য হার্ডি তাদের এক হাজার ডলার দেবে। মো হাত ছড়িয়ে হাসলো, অনেকদিন পর হাতে কাজ পাওয়ায় সে খুশী।

জ্যাকো জানাল কাজটা তারা করে দেবে। কিন্তু মাল পেয়ে গেলে তারা হেনেকীকে নিয়ে কী করবে জানতে চাইল। হার্ডি বলল তাকে সরিয়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। জ্যাকো বলল মো একটা গাড়ি চাইছে। হার্ডি যদি দু' হাজার ডলার দেয় তাহলে ভাল হয়। তারা কাজটা ভালভাবেই সারবে।

হার্ডি ইতস্ততঃ না করে দু হাজার দিতেই সম্মত হল। আর একথাও জানিয়ে দিল হেনেকীর কাছে রিভলবার আছে তারা যেন সাবধান থাকে।

মো নিজে উঠে দাঁড়ালো আর জ্যাকোর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। হার্ডি বলল সব কিছু বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। তারপর হেনেকী কোথায় শোয় সেটা জানতে হবে। সেখানেই যেন তারা হেনেকীর জন্য অপেক্ষা করে। হার্ডি এই জায়গাতেই তাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

জ্যাকো আর মো হাঁটতে শুরু করলে হার্ডি জানাল হেনেকী স্যু পারনেলের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার সরিয়েছে। সেটাও তার চাই।

রাত একটার পর হেনেকী আলো নিভিয়ে দিল। প্রায় সব ঘরই অন্ধকার হয়ে গেছে। অফিসে তালা দিয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। রিভলবারটা হাতে নিয়েই সে নিজের ঘরে যাবার রাস্তাটার দিকে হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলোয় সমস্ত জায়গাটা আলোকিত হয়ে আছে। কিছু লোক তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। তাদের দেখে হেনেকী খানিকটা সাহস পেল।

হেনেকী আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল, দুয়েক জনের সাথে দুটো একটা কথাও বলল। বেশ গরম পড়েছে। হেনেকীর তখনই ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল না। তাই সে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। সে ভাবতে লাগল পরদিন এই সময় তার হাতে দশ হাজার ডলার থাকবে। স্যু পারনেলের পাঁচ হাজার সে আগেই সরিয়েছে আর হার্ডির কাছ থেকে পাঁচ হাজার পাবে। এই টাকাতে সে নিউ ইয়র্ক চলে গিয়ে ভীড়ে মিশে যেতে পারবে। সে বুঝলো মিয়ামি থেকে তার সরে পড়ার সময় হয়েছে। নিউ ইয়র্কে গিয়ে কি করবে এই নিয়ে আধঘণ্টা ভাবল। কিছুই যখন ঠিক করতে পারল না তখন ভাবল সেসব নিউইয়র্কে গিয়েই ঠিক করবে।

ঘড়িতে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল। হেনেকীর হাই উঠলো। চারদিকে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার সে চেয়ার ছেড়ে উঠে তার ঘরের দিকে এগোতে লাগল। সে ভাবল হার্ডি এতক্ষণে নিশ্চয়ই মিয়ামিতে ফিরে গেছে। তার সম্বন্ধে আর চিন্তার কিছু নেই। হেনেকী আড়মোড়া ভাঙল। তারপর শোবার জন্য ঘরে দরজা ঠেলে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল।

আলো জ্বালাবার জন্য যেই সে সুইচে হাত বাড়াল তখনই একটা শক্ত হাত তার নাক মুখ চেপে ধরলো আর ঘোড়ার ক্ষুরের মত শক্ত কি যেন একটা সজোরে তার পেটে এসে লাগল।

এবার মো বাথরুমের আলগা টালিটা সরিয়ে ফেলল। সেখানে হাত ঢুকিয়ে সীলকরা খামটা বের করে আনলো। আবার সে হাত ঢোকালো। এবার একগাদা ডলার নোট বেরিয়ে এল। টাল্লিটা জায়গায় বসিয়ে মো ঘরে ফিরে এল।

জ্যাকো চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। হেনেকীকে তারা হাত পা বেধে একটা সোফায় শুইয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে তার অল্প অল্প গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মোকে দেখে জ্যাকো জিজ্ঞাসা করল জিনিসগুলো পাওয়া গেছে কিনা। মো তার হাতের খাম আর টাকাগুলো জ্যাকোকে দিল। তারপর তারা দুজনেই একবার হেনেকীর দিকে তাকাল।

জ্যাকো জিনিসগুলো হার্ডিকে দেখিয়ে আনার জন্য আবার মোর হাতে দিল। তাকে জেনে আসতে বলল জিনিসগুলো হার্ডির কিনা। জ্যাকো পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে মুখে দিল।

মো অন্ধকারে মিশে গেল। হার্ডি যেখানে তার গাড়ীতে বসেছিল মো সেখানে এক দৌড়ে হাজির হল। হার্ডি জিজ্ঞাসা করল তারা এতক্ষণ ধরে সেখানে কি করছিল। ঘড়িতে তো চারটে বাজতে চলল।

মো সুন্দর করে হাসল কিন্তু তার হাসিটা ভয়ঙ্কর দেখাল। সে জিনিসগুলো হার্ডিকে দেখিয়ে জানতে চাইল সেগুলো তার কিনা। এই জিনিসগুলোই সে চাইছিল কিনা। হার্ডি টাকা আর খামটা নিয়ে সীল ভেঙে তাড়াতাড়ি করে কাগজগুলোর দিকে চোখ বোলাতে লাগল। তারপর নিশ্চিত হয়ে বলল এগুলোই তার কাজের জিনিস। এবার সে গাড়ি থেকে নেমে লাইটার জ্বেলে কাগজগুলো পুড়িয়ে দিল। তারপর হেনেকীর কথা জানতে চাইল।

মো জানাল হেনেকী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে ফিরে গিয়ে তাকে সুস্থ করে দেবে।

হার্ডির গলায় হঠাৎ একটা দলা পাকিয়ে গেল। এর আগে কখনও জ্যাকো আর মোকে সে খুন করতে বলে নি। তবে এরা হল শিক্ষিত জানোয়ারের মত। যা করতে বলা হবে তাই করবে। সে একটু ভেবে দেখল যে হেনেকী বেঁচে থাকলে সে কখনই নিশ্চিন্ত হয়ে নিরাপদে থাকতে পারবে না।

হার্ডি গর্জন করে মোকে বলল সে জ্যাকোর কাছে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছে। মো দ্রুত অদৃশ্য হল। সে হেনেকীর ঘরে এসে জ্যাকোকে জানাল হার্ডি তার প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে গেছে।

জ্যাকো চকোলেট চুষতে চুষতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে বলল এবার হেনেকীকে তার কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে হবে। তারপর মো ও জ্যাকো হেনেকীর দুপাশে গিয়ে দাঁড়াল। মো হেনেকীর গালে টোকা দিয়ে তার সাহসের জন্য সাবাসি দিল। তারপর তাকে শান্তিতে ঘুমোতে বলে বিদায় জানাল।

হেনেকী ফ্যাকাসে দৃষ্টিতে তাকালো। যন্ত্রণায় এত কাৎিল যে মৃত্যু এসে গেলে সে বেঁচে যায়। মো তাড়াতাড়ি একটা কুশন তুলে নিয়ে হেনেকীর মুখের উপর ফেলে দিয়ে জ্যাকোর দিকে তাকালো। জ্যাকোকে সে বলল যে জ্যাকো তার বিশাল ভারী চেহারাটা নিয়ে এবার কুশনের উপর বসতে পারে।

জ্যাকো এগিয়ে এল। তার মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল। তারপর সে তার প্যান্টটা একটু টেনে তুলে ধপ্ করে কুশনটার উপরে বসে পড়ল।

পরের দিন ভোরবেলা হোমার হেয়ার, স্প্যানিশ বে হোটেলে টেলিফোন করে হোটেলের ডিটেক্‌টিভ ট্রাসকে চাইল। ট্রাস ফোন ধরলে হেয়ার জানাল সে মিসেস বার্নেটের সাথে গোপনে কথা বলতে চায়। সে যদি তার কার্ড পাঠায় তাহলে মিসেস বার্নেট কি দেখা করবে।

ট্রাস একটু ভেবে বলল মিসেস বার্নেট রোজ সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত সমুদ্রের পাড়ে বসে থাকে। ঐ সময়ে যদি হেয়ার আসে তাহলে ট্রাস দেখিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ট্রাস ব্যাপারটি কি জানতে চাইল। হেয়ার জানাল সে দশটার মধ্যেই হোটেলে পৌঁছবে। এই বলে সে ফোন ছেড়ে দিল।

হেয়ার সিন্দুক থেকে ক্রিস বার্নেটের লাইটার আর জ্যাকেটটা বের করল। লাইটারটা পকেটে রেখে সে লুসিলকে ডেকে জ্যাকেটটাকে ভাল করে প্যাকেটে মুড়ে দিতে বলল। লুসিল জ্যাকেটের দিকে তাকিয়ে তার বাবাকে বলল সে কি বুঝতে পারছে যে, সে কী করতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তার কাছে সুবিধা জনক হবে বলে মনে হচ্ছে না। সে কাগজ পড়ে বুঝেছে যে ট্রেভার্স খুব দুঁদে লোক। ব্যাপারটা তিনি ছেড়ে দেবেন না।

হেয়ার হেসে মেয়েকে বললো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। আসলে সে এই জিনিসগুলো নিয়ে ট্রেভার্সের মেয়ে অর্থাৎ ক্রিসের স্ত্রীর কাছে যাবে। ট্রেভার্সকে টাকা দিতে রাজী করানোটা তার

মেয়েই করবে। লুসিল তবুও তাকে আরেকবার সাবধান করে জ্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হেয়ার চুরুট ধরিয়ে বসল। সে ভাবল ব্যাপারটায় খুব ঝুঁকি আছে। কিন্তু পাঁচ লক্ষ ডলারের লোভও সে সামলাতে পারছে না। সে ঠিক করল মিসেস বার্নেটের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান থাকবে। কোন রকম বিপদের গন্ধ পেলে সেখান থেকে সরে যাবে।

মিনিট দশেক পর মাথায় হলুদ টুপি চাপিয়ে ব্রাউন কাগজের পার্সেলটা নিয়ে হেয়ার বাড়ী থেকে বেরোল। স্প্যানিশ বে হোটেলের দিকে দ্রুত গাড়ী ছোটাল সে। হোটেলে এসে দেখল ট্রাস তার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা দুজনে বালির দিকে এগিয়ে গেল। ট্রাস বলল যদি কেউ জানতে পারে যে সে মিসেস বার্নেটকে চিনিয়ে দিয়েছে তাহলে তার চাকরী চলে যাবে। সে হেয়ারের মতলবটা জানতে চাইল।

হেয়ার জানাল সে মিসেস বার্নেটের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে ট্রাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছিল না তাই সে ট্রাসকে আস্তে আস্তে চলতে বলল। ট্রাস আবার জানতে চাইল হেয়ার কি ব্যাপারে মিসেস বার্নেটের সঙ্গে কথা বলতে চায়। হেয়ার জানাল ব্যাপারটা গোপনীয়, ট্রাসের শুনে কাজ নেই।

ট্রাস হেয়ারের দিকে তাকালো। সমুদ্রের সামনে এসে দুজনে থামলো। তখনও বেশী লোক আসেনি। ট্রাস হাত তুলে একটা ছাতার নীচে বসে থাকা মিসেস বার্নেটকে দেখিয়ে দিল। এবং সে একথাও বলল যে, মিসেস বার্নেট যদি হেয়ারকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার কিছু করণীয় থাকবে না। আর যদি তিনি চীৎকার করেন তাহলে হেয়ারকে তাড়ানোর কাজটা ট্রাসকেই করতে হতে পারে।

হেয়ার আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল মিসেস বার্নেট চেঁচাবেন না। ট্রাসকে কুড়িটা ডলার দিয়ে হেয়ার পার্সেলটা বগলে চেপে ভ্যাল্ যেখানে বসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করল।

ভ্যালের খুবই মন খারাপ। ডাঃ গুস্তাভের সাথে সে ফোনে কথা বলেছে। উনি জানিয়েছেন ক্রিস বিশেষ ভাল নেই। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন চিন্তার কিছু নেই। খারাপ সময় তো মানুষের জীবনে আসেই। ক্রিসের মনের মধ্যে কিছু একটা ঘুরছে। ভ্যাল্ যদি বিকেলে ক্রিসের সাথে দেখা করতে আসে তাহলে ভাল হবে বলে তিনি জানালেন। ক্রিস হয়ত ভ্যালের সাথে কথা বলতে পারে। ভ্যাল্ জানিয়েছে সে অবশ্যই যাবে।

গুস্তাভ ভ্যাল্‌কে স্বাভাবিক থাকতে বলেছেন, কোন প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন। তিনি আশা করছেন হয়ত ক্রিস তার মনের কথা ভ্যাল্‌কে বলতে পারে।

ফোন রেখে এসে ভ্যাল্ চুপচাপ আপনমনে সমুদ্রের ধারে বসে রয়েছে। চারদিকে তাকাতে গিয়ে একজন মোটাসোটা বৃদ্ধ লোককে সে তার নিজের দিকে আসতে দেখল। সে লোকটাকে চিনতে পারল না। কিন্তু লোকটাকে তার দিকে আসতে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। একটা সিগারেট বের করে মুখে দিল।

লোকটা ততক্ষণে ভ্যালের কাছে এসে পড়েছে। তার গলা শুনতে পেল ভ্যাল্। লোকটা তার সিগারেটটা ধরিয়ে দেবার জন্য একটা লাইটার জ্বালিয়ে তার মুখের সামনে ধরলো। ভ্যাল্ তাকিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বলল তার দরকার হবেনা। চোখ সরাতে গিয়ে হঠাৎ তার নজর পড়ল লাইটারটার উপর। দেখেই ভ্যালের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল, তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

হেয়ার বলল সে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। এখন এসব ভদ্রতা কেউ করে না। তবে সে বয়স্ক মানুষ, তাই করেছে। লাইটারটা নেভাতে নেভাতে সে ভ্যালের মুখের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। ভ্যাল্ ইতস্ততঃ করছে দেখে ইচ্ছে করেই সে লাইটারটাকে পকেটে ঢুকিয়ে দিল। টুপিটা ঠিক করে আস্তে আস্তে চলে যাবার জন্য হাঁটা দিল।

ভ্যাল্ উঠে দাঁড়িয়ে হেয়ারকে দাঁড়াতে বলল। ছাতার বাইরে এসে দাঁড়াতে হেয়ার লক্ষ্য করল ভ্যাল্ বেশ সুন্দরী। হেয়ার দাঁড়ালে ভ্যাল্ বলল লাইটারটা সে আগে কোথাও দেখেছে। তার গলাটা কাঁপতে লাগল। সে লাইটারটা একবার দেখতে চাইল।

হেয়ার জানাল নিশ্চয় সে লাইটারটা দেখতে পারে। পকেট থেকে ওটা বার করে হেয়ার

এমনভাবে তুলে ধরল যাতে লেখাটা পড়া যায়। ভ্যাল্ লাইটারটা দেখে হেয়ারের চোখে চোখ রাখল। সে বলল, লাইটারটা তার স্বামীর। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না সেটা হেয়ারের কাছে গেল কি করে।

হেয়ার লাইটারটা এমনভাবে দেখতে লাগল যেন সেটা এর আগে কখনও দেখেনি। তারপর আরাম করে ছাতার ছায়ায় গিয়ে বসল সে, আর বলতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে সে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছে। এখানে খুবই আরাম লাগে। আমার স্ত্রীও সমুদ্রের ধারে বেড়াতে খুবই ভালবাসতেন, অবশ্য বছর কয়েক আগে তিনি মারা গেছেন।

ভ্যালের বুকের মধ্যে তোলপাড় চলছিল। হেয়ারের দিকে তাকিয়ে তার আতঙ্ক হল। অনেক চেষ্টা করে সে আবার জানতে চাইল হেয়ার লাইটারটা কোথা থেকে পেয়েছে। হেয়ার মাথা নাড়িয়ে বলল সে ওটা পেয়েছে। ভ্যাল্ উত্তেজিত হয়ে কোথা থেকে পেয়েছে জিজ্ঞাসা করল।

হেয়ার এবার ভ্যাল্‌কে বলল লাইটারটা তাহলে তার স্বামীর। সে তার মুখে একটা ভাবনা ফুটিয়ে তুলে ক্রিস কেমন আছে জানতে চাইল। ভ্যাল্ তাকে অনুরোধ করল লাইটারটা কোথা থেকে পাওয়া গেছে জানার জন্য।

হেয়ার তাকে ব্যস্ত হতে বারণ করলো। সে জানাল ভ্যাল্ বসলে সেও বসতে পারে কারণ সে একজন বয়স্ক লোক। তার পক্ষে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। ভ্যাল্ হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। সে বুঝতে পারল একটা কিছু ঘটতে চলেছে। লোকটার ধূর্ত চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে কোন কিছুই তাড়াতাড়ি করে খোলসা করবে না।

অকেক্ষণ চুপ করে থেকে হেয়ার তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে মিসেস ক্রিস্টোফার বার্নেট কিনা। ভ্যাল্ জানাল সেটাই তার পরিচয়। হেয়ার আবার বলল, সে শুনেছে মিঃ বার্নেট স্যানাটো রিয়ামে আছে। ভ্যালের হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে গেল। কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে জানাল, সে খবর সত্যি।

হেয়ার বলে যেতে লাগল কিছুদিন আগে মিঃ বার্নেট হোটেল থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছিলেন। সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ তাকে খুঁজে পায়। ভ্যাল্ স্থির হয়ে বলে এ সব খবরই কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু এর সঙ্গে হেয়ারের কি সম্পর্ক তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

হেয়ার একমুঠো বালি তুলে নিল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালিগুলি ঝরে পড়তে লাগল। সে নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে লাগল ইচ্ছাকৃতভাবেই। ভ্যাল্ সে কথাগুলোর কোন উত্তর দিল না। তার আতঙ্ক ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ পর হেয়ার আবার আগের কথার খেই ধরে বলতে লাগল, মিঃ বার্নেটের বোধ হয় কিছুতেই মনে নেই যে, সে গত আটাশ তারিখে রাত্রে কোথায় ছিল, কি করেছিল।

ভ্যালের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল, রোদ্দুরটাও তার ঠাণ্ডা লাগছিল। হেয়ার ধূর্তের মত হাসতে হাসতে বলল, এ ব্যাপারে ভ্যাল্ নিশ্চয় খুব উদ্বিগ্ন। তবে এটাই হওয়া স্বাভাবিক, কারণ স্বামীরা যখন সুস্থ, স্বাভাবিক থাকেন তখন তারা কোথায় কি করছেন জানতে না পারলে স্ত্রীরা উদ্বিগ্ন হন আর এক্ষেত্রে মিঃ বার্নেট যখন অসুস্থ, অস্বাভাবিক তখন তো ভ্যালের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভ্যাল্ অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল হেয়ার কি চায়। তার কথা শোনার মত সময় বা ধৈর্য কোনটাই ভ্যালের নেই। তবে লাইটারটা সে কোথায় পেল এ ব্যাপারটা অবশ্যই ভ্যাল্ জানতে চায়।

হেয়ার একটা কাগজের কাটিং বের করে ভ্যালের দিকে এগিয়ে দিয়ে একটু দেখতে বলল, ভ্যাল্ সন্দিগ্ধ হয়ে কাটিংটা নিল, দেখল তাতে পার্ক মোটেলের স্যু পারনেলের খুনের ব্যাপারটা রয়েছে। টেরেল একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন খুনী একজন সেক্স ম্যানিয়াক। ভ্যালের হাত থেকে কাটিংটা পড়ে গেল। সে বলল যে সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

হেয়ার প্যাকেট থেকে লাইটারটা বের করে বলল, এই লাইটারটা মেয়েটার লাশের পাশে পাওয়া গেছিল। মেয়েটাকে একজন পাগল নিষ্ঠুর ভাবে খুন করেছিল।

ভ্যালের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তার মুখে কোন ভাবান্তর না দেখে হেয়ার অবাক হয়ে গেল।

ভ্যাল্ স্বাভাবিক ভাবে বলল তার স্বামী লাইটারটা হারিয়েছিল আর খুনীটা সেটা পেয়েছিল।

হেয়ার বলল মিঃ বার্নেটের মত অসুস্থ লোকের উপর এ ধরনের বিশ্বাস রাখতে পারা খুবই ভাল কিন্তু পুলিশ ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখছে। তার গলায় কঠোর ভাব ফুটে উঠল।

ভ্যাল্ উঠে দাঁড়িয়ে হেয়ারকে তার সাথে আসতে বলল। সে চাইল আসল ব্যাপারটা পুলিশের কাছ থেকে জানতে। তাই সে হেয়ারকে বলল ক্যাপ্টেন টেরেলের সঙ্গে দেখা করে সে যাতে তার ইঙ্গিতটা টেরেলকে বলে।

হেয়ার তার জায়গা থেকে একটুও নড়ল না। সে বলল তাড়াহুড়ো করার কিছুই নেই। লাইটারটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে সেটাকে সে পকেটে পুরলো। সে আবার বলতে লাগল মিঃ বার্নেট সেদিন হোটেল থেকে যখন বেরিয়েছিলেন তখন তার পরণে একটা স্পোর্টস জ্যাকেট ছিল। কিন্তু পুলিশ যখন তাকে পায় তখন তার কাছে জ্যাকেটটা ছিল না। হেয়ার বলল ভ্যালের ভাগ্য ভাল জ্যাকেটটা সে খুঁজে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে সে প্যাকেটটা খুলে জ্যাকেটটা বের করল, বালির ওপর সেটাকে ছড়িয়ে রক্তের দাগগুলো দেখাল আর জানাল সেই রক্ত স্যু পারনেলের।

ভ্যাল্ স্ট্যাচুর মত জমে গেল। জ্যাকেটটাকে দেখেই সে চিনতে পারল সেটা ক্রিসের। নিখোঁজ হওয়ার আগে এটা ক্রিসের পরণে ছিল। রক্তের দাগগুলোর দিকে সে তাকিয়ে রইল। তার হাঁটু দুটো ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকল আর সে বালির ওপর অসহায়ের মত বসে পড়লো।

হেয়ার শ্মশানযাত্রীর মত মুখ করে তাকিয়ে রইল। বিষণ্ণকণ্ঠে সে দুঃখপ্রকাশ করল। সে বলতে লাগল হয়ত মিঃ বার্নেট মেয়েটির কাছে গিয়ে পড়েছিলেন তারপর পাগলামির ঝোঁকে খুন করে ফেলেছেন।

ভ্যাল্ চীৎকার করে তাকে গালাগাল দিয়ে চলে যেতে বলল। সে বলল কোন কথাই সে আর শুনতে চায় না। চীৎকার শুনে হেয়ার চমকে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কাছাকাছি কেউ নেই যে ভ্যালের চীৎকার শুনতে পাবে।

হেয়ার খুব শান্তভাবে বলল ভ্যাল্ যদি না চায় তাহলে সে জোর করে সেখানে বসে থাকতে চায় না। সে আবার জিজ্ঞাসা করল ভ্যাল্ তাকে পুলিশের কাছে এসব তথ্য দাখিল করতে বলছে কিনা, একথা শুনে ভ্যালের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। তার চোখ দুটো রাগে জ্বলতে লাগল। সে জানতে চাইল এছাড়া হেয়ার আর কি বলতে চায়।

ভ্যাল্ বসে রইল, তার হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করা, মুখটা ফ্যাকাশে। একটু চুপ করে থেকে হেয়ারের দিকে না তাকিয়েই শান্ত গলায় সে জানতে চাইল কত দিতে হবে। হেয়ার একটা নিঃশ্বাস টানল। এই সময়টা যদিও অস্বস্তিকর তবু সে তার সদ্ব্যবহারই করল। ধীরভাবে সে জানাল পাঁচলক্ষ ডলার তার চাই, টাকার অঙ্কটা অযৌক্তিক নয়। সে ভ্যাল্‌কে ভেবে দেখতে বলল এর বিনিময়ে সে কি পাবে, সে তুলনায় টাকাটা অল্পই। নিজের কার্ড বের করে সে ভ্যালের সামনে রেখে বলল সন্ধ্যে ছটায় জিনিসগুলো সে পুলিশকে দিয়ে দেবে। অবশ্য ভ্যাল্ যদি ফোন করে তাকে কিছু না জানায় তবেই।

প্যাকেটটা মুড়ে নিয়ে হেয়ার উঠে দাঁড়াল। টুপিটা তুলে ভ্যালের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বালির ওপর বড় বড় পায়ের দাগ ফেলে সে চলে যেতে থাকল।

একটি ছোট্ট মেয়ে :—

বেগ্‌লারকে ঘরে ঢুকতে দেখে টেরেল কাগজপত্র থেকে চোখ তুললেন। বেগলার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। কফির পেয়ালাটা টেনে নিতে নিতে সে জানাল কিছুই পাওয়া যায়নি। স্যু পারনেলের যত পুরুষ বন্ধু ছিল প্রায় সবারই খোঁজ নেওয়া হয়েছে।

টেরেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন প্রত্যেকেই নির্দোষ হতে পারে। তবুও কাউকে বাদ দেওয়া উচিৎ নয়। তবে তার ধারণা কোন যৌনোন্মাদ এই কাণ্ডটা করেছে। যদি সেরকম কেউ করে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই তাকে খুঁজে বের করতে হবে। সার্ভিস স্টেশনগুলো থেকে কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা টেরেল জানতে চাইলেন।

বেগ্‌লার জানাল কোন খবর পাওয়া যায় নি। সে কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল হার্ডির সম্বন্ধে টেরেলের কি মনে হয়। তার ধারণা ল্যাঙ্গ মেয়েটা হয়ত মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু হার্ডিই বা স্যাকে মারবে কেন—নিজের মনেই সে প্রশ্ন করল।

টেরেল চিন্তিতমুখে বললেন এখনও পর্যন্ত হার্ডি কোন ঝামেলায় না জড়িয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হয় না হার্ডি এইভাবে খুন করবে।

বেগ্‌লার বলল মেয়েটার সঙ্গে হার্ডির কোন ঝগড়া হয়ে থাকতে পারে, তারপরে তলপেটটা ফাঁসিয়েছে যাতে পুলিশের ধারণা হয় খুনটা যৌনতা থেকে করা। টেরেল বললেন সেটা হতে পারে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। টেরেল কথা থামিয়ে রিসিভার তুললেন। বেগ্‌লার দেখল তাঁর মুখ শক্ত হয়ে গেছে। উনি ফোনে বললেন কোন কিছুতে হাত না দিতে। তারা এক্ষুনি রওনা দিচ্ছেন। ফোন রেখে টেরেল উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন হেনেকী মারা গেছে। কেউ খুন করেছে বলেই মনে হয়।

বেগ্‌লার সিগারেটটা পা দিয়ে মাড়িয়ে বেরিয়ে এল। পুলিশের স্কোয়াডকে ডেকে পাঠাল সে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ডঃ লোইস হেনেকীর ঘর থেকে বেরিয়ে টেরেল আর বেগ্‌লারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। লোইস জানালেন হেনেকীকে প্রথমে যন্ত্রণা দিয়ে পরে খুন করা হয়েছে। তার সারা গায়ে সিগারেট পোড়ার দাগ। শেষে মুখে কুশন চাপা দিয়ে তার উপর কোন মোটাসোটা লোক বসেছিল। লোকটার বেশ ওজন কারণ হেনেকীর নাক ভেঙে গেছে।

টেরেল আর বেগ্‌লার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। টেরেল ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন ডাক্তারের কাজ হয়ে গিয়ে থাকলে তারা লাশ নিয়ে যাবেন। হেনেকীর লাশটা যখন গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হল টেরেল আর বেগ্‌লার হেনেকীর ঘরে ঢুকলেন, হেস্‌ এগিয়ে গেল। সে জানাল কোন রকম ছাপ পাওয়া যায়নি। তবে একটা মজার ব্যাপার আছে। সে তাদের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে একটা আলগা টালি তুলে ফেলল, সে বলল সেই গর্তে নিশ্চয়ই কিছু লুকোন ছিল, কিন্তু এখন কিছুই নেই।

টেরেল গর্তটা দেখলেন। তিনি বললেন এমন কিছু লুকোনো ছিল যার জন্য তাকে যন্ত্রণা দিয়ে মারা হয়েছে। এরপর তিনি অফিসের সিন্দুকটা দেখতে চাইলেন। সিন্দুকে কিছুই পাওয়া গেল না। তারা আবার হেনেকীর ঘরে ফিরে এলেন। হেস্‌ জানাল খুনটা খুব নিপুণভাবে করা হয়েছে। হেনেকী রাত দুটো নাগাদ তার ঘরে শুতে গিয়েছিল। খুনী নিশ্চয়ই আগে থেকে ঘরে লুকিয়ে বসেছিল কারণ ঘরের তালাটা ভাঙা। যতদূর সম্ভব খুনীর হাতে দস্তানা ছিল কারণ সারা ঘরে হেনেকী ছাড়া আর কারও আঙুলের ছাপ নেই।

টেরেল সব ঘরগুলো দেখতে বসলেন। কেউ চিৎকার শুনতে পেয়েছিল কিনা চিৎকার তাও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে বললেন। হেনেকীর ছাপটাও মিলিয়ে দেখতে বললেন। হেস্‌ বেরিয়ে গেল, বেগ্‌লার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। টেরেল একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

বেগ্‌লার জিজ্ঞাসা করল টেরেলের কি মনে হয় এই খুনের সাথে স্যা পারনেলের খুনের কোন সংযোগ আছে। টেরেল পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন হতে পারে। হেনেকী হয়ত মিথ্যা কথা বলেছিল যে, স্যাকে সে চেনে না। হয়ত ও কিছু চেপে রেখেছিল, এমন সময়ে পারনেলের খুনী ফিরে এসে তার উপর অত্যাচার করে শেষ পর্যন্ত তাকে মেরে ফেলেছে।

মেঝেতে একটা ছায়া পড়তে দুজনেই চমকে দরজার দিকে তাকালেন। দরজায় একটা বছর আষ্টেকের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা বেশ সুন্দর দেখতে, ছোটখাটো চেহারা, চোখ দুটো ভাসা ভাসা, পা-টা খালি, পরণে একটা লাল-নীল জামা। মেয়েটি তাদের জিজ্ঞাসা করল তারা পুলিশ কিনা। বেগ্‌লার বাচ্চাদের ভীষণ অপছন্দ করে। সে মেয়েটির দিকে তেড়ে গেল এবং তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলল।

মেয়েটা টেরেলের দিকে তাকিয়ে বেগ্‌লারের দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইল সে কে? বেগলার চীৎকার করে তাকে মুখে শিস দিতে লাগল। তারপরে মেয়েটা বেগ্‌লারকে খেঁকিয়ে চুপ করতে বলল। টেরেল ব্যাপারটাতে খুব মজা পাচ্ছিলেন। বেগ্‌লারের মুখটা দেখবার মত

হয়ে উঠেছিল। বেগ্‌লার রেগে মেয়েটাকে বলল সে যদি তার মেয়ে হত তাহলে তাকে ধরে চাবকাতো।

বাচ্চা মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল বেগ্‌লার যদি তার বাবা হত তাহলে সে তার বাবার মাথা পরীক্ষা করাত। টেরেল হাসির দমকটাকে কাশিতে পরিণত করে নিলেন। বেগ্‌লার জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মেয়েটার দিকে এগোল। মেয়েটা একটুও ভয় না পেয়ে এমনভাবে তাকালো যে বেগ্‌লার থমকে গেল।

মেয়েটা বলল বেগ্‌লার যদি তার গায়ে হাত দেয় তাহলে তার নামে পাশবিক অত্যাচারের নালিশ করবে। বেগ্‌লার তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে টেরেলের দিকে হতাশভাবে তাকালো। সে টেরেলের দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটা এত বিচ্ছু আর তিনি বসে বসে হাসছেন। সে তো এই বাচ্চা মেয়েটার মধ্যে মজার কোন ব্যাপার দেখতে পাচ্ছে না।

টেরেল নিজের পরিচয় দিয়ে বাচ্চা মেয়েটির কাছে তার নাম জানতে চাইলেন। মেয়েটা টেরেলকে ভাল করে দেখতে লাগল। তারপর সে তার নাম জানাল এঞ্জেল প্রেসকট। বেগ্‌লারের দিকে তাকিয়ে সে কে জানতে চাইল। টেরেল জানালেন যেগ্‌লার তাঁর সহকারী। এঞ্জেল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল বেগ্‌লার তাকে সাহায্য করে কিনা। সে এও জানাল তার সেকথা বিশ্বাস হয় না। টেরেল জানালেন বেগ্‌লার খুব চালাক।

মেয়েটা খুব ভাল করে বেগ্‌লারকে দেখতে লাগল। তারপর বলল বেগ্‌লারকে দেখতে তাব মামার মত, তার মামা ভারী বিশ্রী, তাকে খাইয়ে দিতে হয়। বেগ্‌লার ক্ষেপে গিয়ে মেয়েটাকে চলে যেতে বলল। এঞ্জেল বিরক্ত হয়ে টেরেলকে বলল তার সহকর্মী বড় বেশী চেঁচামেচি করে। সে এবার আসল কথাটা বলল যে সে টেরেলকে সাহায্য করতে এসেছিল। টেরেল উৎসাহিত হয়ে বললেন সেটা খুবই ভাল কথা। তার সবার সাহায্যই দরকার। টেরেল মেয়েটিকে ঘরে এসে বসতে বললো।

বেগ্‌লার রাগে গরগর করতে করতে বাথরুমে ঢুকে গেল। করার কিছু না পেয়ে সে তক্ষুণি আবার ঘরে ফিরে এল। মেয়েটা অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল এত তাড়াতাড়ি তার কাজ হয়ে গেল। বেগ্‌লার চেঁচিয়ে বলল তাড়াতাড়ি কথাটার মানে কি বোঝাতে চাইছে মেয়েটা। মেয়েটা বলল বেগ্‌লার যাতে মনে না করে সে এসব বিষয়ে কথা বলবে। সে ভাল শিক্ষাই পেয়েছে। বেগ্‌লার চারদিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে কোন ডাণ্ডা-টাণ্ডা খুঁজছে।

মেয়েটা টেরেলকে কোন সাহায্য করতে পারবে না বলে বেরিয়ে গেল। বেগ্‌লার রাগে ফেটে পড়ে বলল মেয়েটা যদি তার হত, তাহলে সে মেরে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিত। টেরেল তাকে আস্তে কথা বলতে বললেন। তিনি ধীর গলায় জানালেন মেয়েটা হেনেকীর ঘরের ঠিক উল্টোদিকে থাকে, সে নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে। তিনি বললেন তিনি মেয়েটার ঘরে গিয়ে কথা বলবেন। বেগ্‌লার হেস্ কি করছে দেখাব জন্য বেরিয়ে গেল।

টেরেল উল্টোদিকের ঘরে গেলেন দরজায় টোকা দিতে অল্পবয়সী একজন মহিলা দরজা খুলে দিলেন। তার পরণের পোশাক এলোমেলো দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টেরেল নিজের পরিচয় দিলে জানালেন তিনি এঞ্জেলের সাথে একটু আগে কথা বলেছিলেন। ভদ্রমহিলার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আরেকটু কথা বলতে চান। ভদ্রমহিলাকে আরও বিভ্রান্ত দেখাল। তিনি জানতে চাইলেন টেরেল এঞ্জেলের সঙ্গে কেন কথা বলতে চান। টেরেল জানাল তাঁর মনে হয় মেয়েটি তাকে সাহায্য করতে পারে।

এঞ্জেল তার মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। সে তার মাকে মিথ্যা কথা বলতে বারণ করল। সে জানাল সে সব জানে। সে গতকাল রাতে লোক দুটিকে দেখেছে। মিসেস প্রেসকট হতাশভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন এঞ্জেল কোন কিছুই দেখতে পায়নি বা জানে না, সে যেন ভদ্রলোকের সময় নষ্ট না করে তার ছবি আঁকতে যায়।

এঞ্জেল টেরেলের দিকে তাকিয়ে জানাল তার মা তাকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলে। তার কোন কথাই বিশ্বাস করতে চায় না। সে লোকদুটোকে গতকাল রাতে দেখেছে একথা সত্যি। মিসেস প্রেসকট খানিকটা রেগে উঠে মেয়েকে ধমক দিলেন।

মেয়েটা হাত দুটো ঝাঁকালো। সে বলল তার মা ভাবে সে বড় আর্টিস্ট হবে তাই তাকে সবসময় আঁকতে বলে, কিন্তু সে কিছুই আঁকতে পারে না। তার বুদ্ধিও খুব কম। মিসেস প্রেসকট বাধা দিতে চাইলেন। টেরেল তাকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি কি এঞ্জেলের সাথে কথা বলতে পারবে। মিসেস প্রেসকট কপাল থেকে চুল সরালেন। তাকে যথেষ্ট বিরক্ত দেখাল।

এঞ্জেল তার মাকে বাধা দিতে বারণ করল। তার মাকে একটু ধাক্কা দিয়ে সে টেরেলের দিকে তাকিয়ে হাসল। সে টেরেলকে নিয়ে বসার ঘরে গেল। মিসেস প্রেসকট অগত্যা নিরুপায় হয়ে বললেন তিনি নিশ্চিত যে তার মেয়ের কিছুই বলার নেই।

এঞ্জেল তার মাকে যেতে বলল। তার বক্তব্য তার মা চারপাশে ঘোরাঘুরি করলে তার কথা বলতে অসুবিধা হবে। মিসেস প্রেসকট বেরিয়ে যেতে যেতে আবার বললেন তার মেয়ে সত্যিই কিছু জানে না।

ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে টেরেল পাইপ ভরতে লাগলেন। তারপর তিনি জানতে চাইলেন এঞ্জেল গতকাল রাতে কি দেখেছে। মেয়েটা টেরেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল টেরেল কি জানে সে সবচেয়ে বেশী কোন জিনিসটা চায়। টেরেল বললেন এটা তার প্রশ্নের উত্তর নয়। হেনেকীকে কে খুন করেছে এই মুহূর্তে সেটা জানা খুব দরকার। এঞ্জেল এ বিষয়ে যদি সাহায্য করতে পারে তাহলে তার সেটা করা উচিৎ।

এঞ্জেল পা চুলকোলো। সে বলল সে একটা তার মত বড় ভাল্লুক চায় যেটা চেঁচাতে পারে। টেরেল পাইপে আগুন ধরালেন, বললেন ভাল্লুকের কথা যেন সে তার মাকে বলে, তিনিই তাকে কিনে দেবেন। তারপর তিনি আসল কথাটি জানতে চাইলেন।

এঞ্জেল আবার সেই অপ্রাসঙ্গিক কথাটি বলতে লাগল। তার মা তাকে কিছুই দেয় না কারণ তার পয়সা নেই। তাই সে জানে অতবড় ভাল্লুক সে কোনদিনই পাবে না। টেরেল দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ভাল্লুক-টাল্লুকের কথা না বলে এঞ্জেল যেন গতকাল রাতে হেনেকীর ঘরে কাউকে ঢুকতে দেখেছে কিনা সে কথা বলে।

এঞ্জেল পা চুলকোতে চুলকোতে জানাল সে দুজন লোককে দেখেছিল। টেরেল জানতে চাইলেন কটার সময় লোক দুটো ঘরে ঢুকেছিল। এঞ্জেল বলল তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছিল। তার বিছানায় একটা ঘড়ি থাকে। সে টর্চ জ্বালিয়ে দেখেছিল ঘড়িতে তখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি ছিল। টেরেল তারপর কি হয়েছিল জানতে চাইলেন। মেয়েটি হেসে বলল তার আর কিছু মনে পড়ছে না। টেরেল আস্তে আস্তে বললেন সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল তারপর দেখল দুটো লোক হেনেকীর ঘরে ঢুকছে। ঘটনাটা এরকম ঘটেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করায় এঞ্জেল জানাল তার কিছুই মনে নেই।

টেরেল পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন এঞ্জেল কেন বলেছিল যে সে সাহায্য করতে পারে। মেয়েটি জানাল সত্যিই সে পারে। তারপর সে উঠে রেডিওটা চালিয়ে দিয়ে আবার এককথা বলতে লাগল। সে সবচেয়ে বেশী যেটা চাই সেটা হল একটা ভাল্লুক। টেরেল ওকে থামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন সে কথা সে এই পর্যন্ত অনেকবার বলেছে কিন্তু এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। সে যেন তার মাকে বলে। রেডিওতে বাজনা বাজছিল। তার তালে তালে এঞ্জেল নাচতে শুরু করল।

টেরেল কড়া গলায় তাকে রেডিও বন্ধ করে লোক দুটোর কথা বলতে বললেন। তাঁকে অবাক করে দিয়ে বাধ্য মেয়ের মত সে সঙ্গে সঙ্গে রেডিও বন্ধ করে দিল। তারপর চেয়ারে বসে চুল ঠিক করতে লাগল। টেরেলের হতাশ চোখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। টেরেল জানতে চাইলেন এঞ্জেল কোন ঘরে শোয়। সে বলল পাশের ঘরে। ঘরটি টেরেলকে সে দেখে আসতে বলল। টেরেল উঠে বাইরে গেলেন। মিসেস প্রেসকট ভীতু ভীতু চোখে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঞ্জেলের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে টেরেল মিসেস প্রেসকটের কাছে ঘরের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লে টেরেল ঘরে ঢুকে গেলেন। সেখান থেকে সরাসরি হেনেকীর ঘর দেখা যায়। মেয়েটার বিছানাটা জানলার ধারেই। এই জায়গা থেকে হেনেকীর ঘরে কেউ ঢুকলে পরিষ্কার দেখা যাবে।

মিসেস প্রেসকট দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি টেরেলকে এঞ্জেলের কথায় গুরুত্ব দিতে বারণ করলেন, কারণ সে ছোট্ট কিন্তু বয়সের তুলনায় বেশী পাকা। তাকে চিন্তা করতে বারণ করে টেরেল ঘরে ফিরে গেলেন। এঞ্জেল তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। এবার টেরেল তাকে বললেন তিনি যদি তাকে ভাল্লুকটা কিনে দেন তাহলে সে কি বলতে পারবে হেনেকীর ঘরে কাকে ঢুকতে দেখেছিল। সে জানাল নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাল্লুকটা তার মত বড় হওয়া চাই এবং সেটা যেন চীৎকারও করে। টেরেল আবার জিজ্ঞাসা করলেন ভাল্লুকটা পাওয়ার জন্য এঞ্জেল মিথ্যা গল্প বলবে না তো। সে মাথা নাড়লো। জানাল এরকম কোন কাজ সে করবে না। সে সব কথা বলে দেবে।

টেরেল তাকে ভাল্লুক দেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং জানালেন সেও যাতে সত্যি কথা বলে সেকথাও নিশ্চিত করলেন। মেয়েটি হেসে জানাল নিশ্চয় সে সত্যি কথা বলবে। টেরেল ঘর থেকে বেরিয়ে বেগ্‌লারকে মিয়ামি যেতে বললেন একটা সাড়ে তিন ফুট খেলনা ভাল্লুক কেনার জন্য।

বেগ্‌লার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। টেরেল তাকে দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি ভাল্লুক কিনতে যেতে বললেন। আর মনে করিয়ে দিলেন ভাল্লুক যেন সাড়ে তিন ফুট লম্বা হয় আর সেটা যেন চীৎকার করতে পারে। বেগ্‌লার হাঁ করে চেয়ে রইল। সে জানতে চাইল দাম কোত্থেকে পাবে সে।

টেরেল একটা পঞ্চাশ ডলারের নোট বের করে বেগ্‌লার দিলেন। তিনি জানালেন মেয়েটা কাজের আছে। তাঁর স্থির বিশ্বাস মেয়েটা কিছু জানে। এখন ভাল্লুক না পেলে সে মুখ খুলবে না। তাই বেগ্‌লার যেন তাড়াতাড়ি যায়। বেগ্‌লার বেরিয়ে গেল।

ভ্যাল্ ডাঃ গুস্তাভের বাড়ির সাজানো বাগানটার মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল। বাগানের মধ্যে তার স্বামী ক্রিস একটা গাছের ছায়ায় চুপচাপ বসে ছিল। ক্রিসের পিছনে প্রায় বিশ গজ দূরে একটি নার্স বসে বসে বুনে যাচ্ছিল। ভ্যাল্‌কে দেখে সে উৎসাহের হাসি হাসল।

ক্রিসের কাছে একটা খালি চেয়ার ছিল। ভ্যাল্‌কে কাছে আসতে দেখে ক্রিস হেসে চেয়ারটা আরো কাছে টেনে নিল। সে ভ্যাল্‌কে বসতে বলে জানাল যে সে ভাবছিল ভ্যাল্ আসবে। ভ্যাল্ বলল সে সারা সকাল অপেক্ষা করেছে বিকেলে আসবে বলে। সে জানতে চাইল ক্রিস কেমন আছ। ক্রিস জানাল সে ভাল আছে। সে জানতে চাইল ভ্যাল্ একা একা কি করে সময় কাটাচ্ছে। ক্রিস ভ্যালের দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিল, তার দৃষ্টিতে শূন্যতা দেখে ভ্যালের বুকটা মুচড়ে উঠল।

ক্রিস ভ্যাল্‌কে বলল তার গায়ের রংটা তামাটে হয়ে গেছে। সে নিশ্চয়ই খুব সাঁতার কাটছে। ভ্যাল্ জানাল জলটা খুব আরামদায়ক। সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পারল না। সকালবেলার হেয়ারের কথাগুলো তার মনকে অসাড় করে দিয়েছে।

ক্রিস হঠাৎ জানতে চাইল ডিভোর্স সম্বন্ধে ভ্যাল্ কিছু ভেবেছে কিনা। তার বাবার সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা হয়েছে কিনা। ভ্যাল্ জানাল সে ডিভোর্স চায় না।

ভ্যাল্ বিশ্বাসের সুরে বলল ক্রিস নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে। সে বুঝতে পারছে ক্রিসের এখন কি রকম মনে হচ্ছে। যা ঘটেছে সেটা একটা দুর্ঘটনা। তার স্থির বিশ্বাস তার যদি এরকম হত তাহলে ক্রিস তাকে কিছুতেই ছাড়ত না। ক্রিস কিছু শুনছে বলে মনে হল না। চুপ করে সে দূরে তাকিয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ক্রিস বলল ভ্যাল্ যদি ডিভোর্স করতে না চায় তাহলে সে ভবিষ্যতে এর জন্য নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষী করতে পারবে না। ভ্যাল্ বলল সে জানে, এসব কথা বলার কোন দরকার নেই।

একটা সুদীর্ঘ নীরবতার পর ভ্যাল্ ক্রিসের কাছে জানতে চাইল যে রাত্রে সে চলে গিয়েছিল সেই রাতের কথা কি কিছু মনে পড়েছে তার। ক্রিস কথাটা উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন মনে করল না। নার্সের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল নার্স এখনো সেই জায়গায় বসে আছে কিনা।

ভ্যাল্ উত্তরে হ্যাঁ বলল। ভ্যাল্ সেই মেয়েটা কে জানতে চাইল। ক্রিস বলতে শুরু করল সেই রাতে একটা মেয়ের সাথে তার দেখা হয়েছিল। তার গাড়ি যখন গাছে ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় তখন সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কোন গাড়ি যদি তাকে হোটেলে পৌঁছে দেয়। সে সময় তার খুব ঘুম পাচ্ছিল। যাই হোক সে এসব নিয়ে ভ্যাল্‌কে চিন্তা করতে বারণ করল।

ক্রিস ভ্যালের কাছে তার বাবার খবর জানতে চাইল। তিনি নিউ ইয়র্ক ফিরে গেছেন কিনা সে খবরও জিজ্ঞাসা করল। ভ্যাল্ জানাল তার বাবা ফিরে গেছেন। সে ক্রিসের কাছে জানতে চাইল গাড়িতে ধাক্কা লাগার পর কী হয়েছিল। ক্রিস আবার বলতে শুরু করল সে রাস্তায় অনেক কটা গাড়িকে থামাবার জন্য হাত দেখিয়েছিল কিন্তু কেউ দাঁড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল। হঠাৎ একটা গাড়ি দেখে সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চারদিক তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তার শরীর এত খারাপ লাগছিল যে সে চাইছিল গাড়িটা তাকে চাপা দিয়ে চলে যাক। কিন্তু গড়িটা সে রকম কিছুই করল না। এই গাড়িতেই সেই মেয়েটা ছিল।

ভ্যাল্ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। কিন্তু তার মনে হল ক্রিস যেন হঠাৎই ভুলে গেল সে কি বলছিল। ভ্যাল্ জানতে চাইল তারপর কি হয়েছিল। ক্রিস উল্টে তাকে জিজ্ঞাসা করল কিসের কি হয়েছিল! ভ্যাল্ তাকে মনে করিয়ে দিল সেই যে মেয়েটা গাড়ি থামাল। ক্রিস বলল গাড়ি থামানোর পর আর কিছুই হয় নি।

ভ্যালের হঠাৎ মনে হল যেন ক্রিস তার কাছে কিছু লুকোচ্ছে। এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যেটা তার কাছে খুবই আতঙ্কের। ভ্যাল্ তাকে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটা তাকে কিছু বলেছিল কিনা। ক্রিস একটু নড়েচড়ে বসে বলল, খানিকটা গাড়ি চালাবার পর মেয়েটা কথা বলেছিল। কিন্তু কি কথা বলেছিল তা তার মনে নেই। ভ্যাল্ মেয়েটা কি রকম দেখতে জানতে চাইল। ক্রিস বলল সে জানে না, সে হঠাৎ বলল মেয়েটার কথা মনে পড়লে তার হাতির কথা মনে পড়ে যায়। কথাটা শুনে ভ্যাল্ চমকে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটার চেহারা কি খুবই বিরাট। ক্রিস বলল যে সেরকম কিছু নয়, তবে সত্যি কথা বলতে হাতি ছাড়া মেয়েটার সম্বন্ধে আর কোন কথাই মনে হয় না।

ক্রিস নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, নার্সটা ভাবে যে সে হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। কথাটা শুনে ভ্যালের জিভ শুকিয়ে আসে। সে বলে কেন ক্রিস ভয়ঙ্কর হবে। ক্রিস বলল তার মত অবস্থায় লোকেদের তাই হয়। ভ্যাল্ আর এসব কথা শুনতে চাইছিল না। সে ক্রিসকে বলল তার কিছু টাকার দরকার। তার নিজের অ্যাকাউন্টে বেশী টাকা নেই। তাই সে ক্রিসের চেক্ বইটা এনেছে। ক্রিস একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক্ সই করবে কিনা ভ্যাল্ জিজ্ঞাসা করল।

ক্রিস এমন অনড়ভাবে বসে রইল যে ভ্যাল্ বুঝতে পারল না তার কথাগুলো আদৌ ক্রিসের কানে গেছে কিনা। ক্রিস হঠাৎ ধীরে ধীরে একটু পরে তার দিকে তাকালো। ক্রিসের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখে ভ্যালের শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ক্রিস জিজ্ঞাসা করল কত টাকা দরকার ভ্যালের।

ভ্যাল্ খুব সাধারণভাবে কথা বলার চেষ্টা করছিল। সে বলল তার কয়েক হাজার ডলার প্রয়োজন কারণ তাদের অনেকগুলো খরচ আছে। সে জানাল তাঁর বাবাকে আর হোটেলের জন্য টাকা দিতে দেবে না। ক্রিস বলল সে মিথ্যে কথা শুনতে চায় না। ভ্যালের ঠিক কত টাকা দরকার সে যেন বলে।

ভ্যাল্ চুপ করে রইল। সে ভাবল সব কিছু তার বাবাকেই সে জানাবে। তার বাবাকে মিথ্যা কথা বলা যায় কিন্তু সে কোনদিন ক্রিসের কাছে মিথ্যা বলে পার পেল না। তাই সে ক্রিসকে জানাল সে ব্যবস্থা করে নেবে। ক্রিস হঠাৎ এমনভাবে সামনে ঝুঁকলো নার্সটা বোনা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াবে বলে তৈরী হল। ক্রিস জানতে চাইল কেউ তাকে নিয়ে ভ্যাল্‌কে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে কিনা।

ভ্যাল্ ইতস্ততঃ করল, তারপর বুঝলো ক্রিসকে সব বলা উচিৎ। সে ক্রিসকে হ্যাঁ বলল। ক্রিস জানতে চাইল ব্ল্যাকমেলার কত টাকা চাইছে। ভ্যাল্ জানাল কুড়ি হাজার ডলার। ক্রিস বলল, এই টাকাটা যথেষ্ট বেশী। পুলিশকে ব্যাপারটা জানান দরকার। ব্ল্যাকমেলের পয়সা কখনই দেওয়া

উচিৎ নয়। ক্রিস বলল যে সে যা করেছে তা স্বীকার করবে। ব্ল্যাকমেলারকে একবার টাকা দিলে সে বারবার বিভিন্ন অজুহাতে টাকা চাইবে।

ভ্যাল্ শক্ত হয়ে গেল। জানতে চাইল ক্রিস কি স্বীকার করবে। ক্রিস লোকটা যা বলে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে সে সেই করেছে বলবে। সে বলতে লাগল যে ভ্যাল্‌কে তো আগেই সে বলেছে যে কোন কাজই সে করে থাকতে পারে এমন কি খুন পর্যন্ত। ক্রিসের লম্বা, সরু আঙুলগুলো তার উরুর উপর ওঠানামা করছিল। সে বলল গতকাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে একটা মেয়েকে সে খুন করেছে। তার মনে হয় সে সত্যিই হয়ত কোন মেয়েকে খুন করেছে। লোকটা এরকম কোন কথা ভ্যাল্‌কে বলেছে কিনা সে জানতে চাইল।

ভ্যাল্ চেঁচিয়ে তাকে থামতে বলল। সে ক্রিসকে বলল সে কি বলছে তা সে নিজেই জানেনা। ক্রিস কখনও কাউকে খুন করতে পারে না। ক্রিস আবার জিজ্ঞাসা করল লোকটা কি বলছিল, সে খুন করেছে। একথা বলতে এসেছিল কিনা। তারপরে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে টাকা দিয়ে কি হবে বলে চেক্ বইটা চাইল। ভ্যাল্ চেক্ বই আর কলম এগিয়ে দিল। তিনটে খালি চেকের পাতায় ক্রিস সই করে দিল। সে বলল টাকাটা ভ্যালের দরকার হতে পারে, সে যেন সব টাকা তুলে নিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে রেখে দেয়।

ভ্যালের হাত কাঁপছিল। ক্রিস তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কি কোন মেয়েকে খুন করেছে। ভ্যাল্ তাকে বলল ক্রিস কিছুই করেনি। ক্রিস তখন বলল ব্ল্যাকমেলের টাকাটা দিয়ে দেওয়াই ভাল কারণ তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখলে ভ্যালের বাবা তাকে ঘেন্না করবেন।

ভ্যাল্ জানাল তাকে খুনের আসামী হতে হবে না কারণ তার স্থির বিশ্বাস ক্রিস খুন করতে পারে না। তার পক্ষে এরকম কোন কাজ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। ক্রিস এবার জানতে চাইল লোকটা কে যে তাদের ব্ল্যাকমেল করছে। ভ্যাল্ বলল সে একটা বাজে লোক। তার জন্য ক্রিস যেন কোন দুশ্চিন্তা না করে।

ক্রিস বলল লোকটা যদি কোন প্রমাণ দিতে না পারে এ ব্যাপারে, তাহলে ভ্যাল্ নিশ্চয়ই তাকে টাকা দেবে না। ভ্যাল্ তাকে এসব নিয়ে কথা বলতে বারণ করল। সে সেদিনকার মত বিদায় জানাল আর পরদিন আবার আসবে বলে চলে গেল।

ক্রিস বলল ভ্যাল্ না আসলেও চলবে, সে একা একাই বসে থাকতে পারবে। এ কথা বলে ক্রিস চোখ বন্ধ করল।

নিরাশ হয়ে বেরিয়ে গেল ভ্যাল্।

জাল ছড়িয়ে পড়ছে...

হেয়ার বেশ ভালোরকম লাঞ্চ সেরে অফিসে ফিরে এল। স্যাম কার্স তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। কার্স তাকে আসতে দেখে কি ব্যাপার জানতে চাইল। সে বলল সে ভাবছিল এতক্ষণে হেয়ার জেলে চলে গেছে। হেয়ার কার্সকে বললো সে যেন তাকে বিশ্বাস করতে শেখে। হেয়ার যেমন পরিকল্পনা করেছিল ঠিক সেই মতোই কাজ হয়েছে। সে যা বলে এসেছে সে কথা না শুনলে মিসেস বার্নেট তার স্বামীকে হারাবে। কার্স বলল সে যতদূর জানে তাতে তো ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে ইতিমধ্যে হারিয়েই ফেলেছেন।

হেয়ার হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে জানাল ভ্যাল্ তার স্বামীকে ভালবাসে। সে আরও বলল তার অভিজ্ঞতা বলে যে মেয়ে বোকার মত প্রেমে পড়ে তাকে অতি সহজেই দোহন করা যায়। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল মিসেস বার্নেটকে মনঃস্থির করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে, এবার তার সাথে কথা বলা দরকার।

কার্স বলল হেয়ারের মতলব তার খুব একটা জুতসই মনে হচ্ছে না। তারা কখনই এতটা ঝুঁকিতে পড়েনি। যদি ভদ্রমহিলা পুলিশে খবর দেয় তাহলে কি হবে এই নিয়ে সে চিন্তায় পড়ল। হেয়ার জানাল মহিলা কখনই পুলিশকে জানাবে না। সে এবার এই ঝুঁকি নিচ্ছে তার আর কখনও পাঁচ লাখ ডলারের সুযোগও আসেনি। টেলিফোন তুলে সে স্প্যানিশ বে হোটেল চাইল।

ভ্যাল্ সবেমাত্র স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরে জানলার ধারে বসেছে। এমন সময়ে টেলিফোনটা

বেজে উঠল। ফোনটা তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে সে তার নাম শুনতে পেল। ভ্যাল্‌ সঙ্গে সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল, রিসিভারটা আছড়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হল তার। সে তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে জানাল সেই কথা বলছে।

সকালবেলার সেই লোকটার গলা শোনা গেল। সে তার উত্তেজনা চাপার চেষ্টা করছিল। লোকটা তাকে মনে করিয়ে দিল সকালে সে তার সাথে কথা বলে গেছে। এখন তাই তার মত জানার জন্য সে ফোন করেছে। ভ্যাল্‌ জানাল লোকটা তাকে যা বলেছে সে তাই দেবে। কিন্তু তার একটু সময় দরকার। সে কম্পিত গলায় জানাল আগামীকাল কুড়ি হাজার ডলার সে দেবে। বাকিটার জন্য তার দু' সপ্তাহ সময় প্রয়োজন। হেয়ার জানাল সময় সে দেবে কিন্তু পুরো টাকাটায় ক্যাশে দিতে হবে। তারপর সে টাকা নিয়ে ভ্যাল্‌কে তার অফিসে আসতে বলল। অফিসের ঠিকানা সে সকালেই ভ্যাল্‌কে দিয়ে এসেছিল। ভ্যাল্‌ অফিসে এলেই বাকি টাকাটা সে কিভাবে দেবে তা জানিয়ে দেবে বলল।

ভ্যাল্‌ সম্মতি জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল। ঘরের দেয়ালে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফ্লোরিডা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজারকে ফোন করল। ম্যানেজারের নাম হেনরি ফ্রেসবি। তাকে সেক্রেটারী সতর্ক করে দিল যে চার্লস ট্রেভার্সের মেয়ে তার সাথে ফোনে কথা বলতে চাইছে। হেনরি ভ্যাল্‌কে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে তার জন্য কি করতে পারে জানতে চাইল।

ভ্যাল্‌ জানাল তার কুড়ি হাজার ডলার দরকার। সে জানাল আগামীকাল সকালে সে তার স্বামীর ক্রিস বার্নেটের চেক্‌ নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবে। হেনরি জানাল সে টাকাটার ব্যবস্থা করে রাখবে। ভ্যাল্‌ বলল সে টাকাটা একশ ডলারের নোটে চায়। সে আরও বলল নোটগুলোর নম্বর লিখে নিয়ে যাতে হেনরি টাকাগুলো তাকে দেয়। আর টাকাগুলো পার্সেলের মত প্যাকেট করে ব্যাঙ্কের মোহর লাগিয়ে হেনরি দিতে পারবে কিনা ভ্যাল্‌ প্রশ্ন করল।

হেনরি ফ্রেসবি অনেকদিন ধরে ব্যাঙ্কে কাজ করছে। যখন চমকাবার মত ব্যাপার ঘটে তখনো স্বাভাবিক সুরে কথা বলে যেতে পারে সে। হেনরি জানাল ভ্যাল্‌ এসে পার্সেল তৈরী পাবে। তবে সে জানতে চাইল মোহর লাগাবার আগে টাকাটা ভ্যাল্‌ গুণে নিতে চায় কিনা। ভ্যাল্‌ জানাল তার কোন দরকার নেই। সে পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ব্যাঙ্কে পৌঁছবে বলে জানাল। হেনরি জানাল সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে যাতে মিসেস বার্নেটের কোন অসুবিধা না হয়। ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্যাল্‌ ফোন ছেড়ে দিল।

সিগারেট ধরিয়ে হেনরি ব্যাপারটা ভাল করে ভাবল। হঠাৎ তার পুলিশ কমিশনার টেরেলের কথা মনে পড়ল। টেরেল তার ছেলেবেলার বন্ধু। একসাথে তারা স্কুলে গেছে, ছুটির দিনে একসঙ্গে মাছ ধরেছে। টেরেলের বিবেচনার উপর তার যথেষ্ট আস্থা আছে। যদিও সে তার নিজের কর্তব্যের বাইরে যাচ্ছে বলে অস্বস্তিবোধ করছিল তবু বেশী ইতস্ততঃ না করে সে ফোন তুলে পুলিশ হেড কোয়ার্টাস চাইল।

সার্জেন্ট টেমস্‌ জানালো যে টেরেল বাইরে গেছেন, তিনি কখন ফিরবেন বলা যাচ্ছে না। হেনরি জানাল ব্যাপারটা খুব জরুরী, টেরেল ফিরে এলে সন্ধ্যা ছটার পর যেন তার বাড়িতে টেলিফোন করেন। টেমস জানাল সে টেরেলকে জানিয়ে দেবে।

এদিকে ভাল্লুকটা কিনতে বেগ্‌লারের পঁচাত্তর ডলার লাগল। সে মনে মনে ভাবল টেরেলের ভাগ্যটাই খারাপ না হলে শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ হবে কেন। টেরেল তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বেগ্‌লারকে আরো পঁচিশ ডলার দিতে হবে শুনে তার মুখটা অসহায় দেখাল। টাকাটা তিনি আগামীকাল বেগ্‌লারকে দিয়ে দেবেন বলে মিসেস প্রেসকটের ঘরের দিকে গেলেন।

বেগ্‌লার কাফেটেরিয়াতে বীয়ার নিয়ে বসল। একটা খেয়ে আরেকটা অর্ডার দিতে গিয়ে বেগ্‌লারের হঠাৎ চোখ পড়ল টেরেল বাইরে এসে তাকেই খুঁজছেন। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাইরে এল। টেরেল জানালেন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তিনি লোক দুটোকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বেগ্‌লার একবার মেয়েটার কথা শোনে। তারপর দেখা যাবে তাদের দুজনের ধারণা মেলে কিনা।

বেগ্‌লার টেরেলের সঙ্গে মিসেস প্রেসকটের ঘরে গেল। এঞ্জেল ভাল্লুকটা নিয়ে বসে আছে,

মিসেস প্রেসকট খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। টেরেল এঞ্জেলকে বললেন পুরো ঘটনাটা আরেকবার বলতে। মেয়েটা হেসে বেগ্‌লারকে বলল ভাল্লুকটা বেশ সুন্দর। সে আরো বলল বেগ্‌লারকে দেখতে যে রকম লাগে সে তার চেয়ে অনেক চালাক। বেগ্‌লার রাগতভাবে তাকিয়ে টেবিলে বসে নোটবুক খুললো।

টেরেল বসতে বসতে এঞ্জেলকে কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে বললেন সেই রাতে একটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি তখন তার ঘুম ভাঙে। ঘুম থেকে উঠে টর্চ জ্বেলে সে ঘড়ি দেখে। তারপর কি হয়েছিল তিনি জানতে চাইলেন। এঞ্জেল বলল সে তারপর জানলার বাইরে তাকায়। টেরেল জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন জানলার বাইরে তাকাতে গেল। এঞ্জেল জানাল চাঁদ উঠেছে কিনা তার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। টেরেল প্রশ্ন করলেন সে রাতে চাঁদ উঠেছিল কিনা। মেয়েটা জানাল মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। সে তখন দেখতে পায় দুটো লোক দুধারের ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে চাঁদের আলোয় তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল।

প্রশ্ন করলেন সে আবার তাদের দেখলে চিনতে পারবে কিনা। এঞ্জেল জানাল মোটা লোকটাকে দেখলে সে চিনতে পারবে কিন্তু নিগ্রোটাকে চিনবে না। মিসেস প্রেসকট তার মেয়েকে ধমক দিলেন নিগ্রো বলার জন্য তিনি বললেন সে কালো লোকটা বলতে পারত। এঞ্জেল বিরক্ত হয়ে তার মার দিকে তাকিয়ে বলল সব নিগ্রোকেই তার একরকম লাগে, তবে সে মোটা লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবে।

টেরেল জিজ্ঞাসা করলেন মোটা লোকটা কি রকম দেখতে ছিল। সে জানাল ভীষণ মোটা, এত মোটা লোক সে কোনদিন দেখেনি। টেরেল তাকে মনে করিয়ে দিলেন সে বলেছিল লোকটা বেগ্‌লারের বয়সী হবে। একটা নীল শার্ট, কালো প্যান্ট পরেছিল। এঞ্জেল জানাল সে কথা ঠিক, আর তার সঙ্গীটি ছিল কালো। তার পরণে একটা সাদা আর হলদে শার্ট এবং নীল রঙের চাপা প্যান্ট ছিল।

টেরেল জানতে চাইলেন মোটা লোকটার কোন বিশেষত্ব ছিল কিনা। এঞ্জেল মুখ ঢেকে খিল খিল করে হেসে উঠল। সে বলল লোকটা ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে। সে তার বন্ধু ডোরিসের কাছে এরকম লোকেদের সম্বন্ধে শুনেছে। ডোরিসেব ভাইও সেরকম। সে মোটা লোকটার হাঁটা দেখেই বুঝেছিল।

মিসেস প্রেসকট তার মেয়ের নাম ধরে চীৎকার করে উঠল। টেরেল তাকে চুপ করতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন ব্যাপারটা খুবই জরুরী। তারপর এঞ্জেলের দিকে তাকিয়ে তিনি লোকটা কি রকম করে হাঁটছিল দেখাতে বললেন। এঞ্জেল হাঁটা নকল করে দেখাল। তার হাঁটার মধ্যেই সমকামী লোকটাকে এমনভাবে চেনা যাচ্ছিল যে বেগ্‌লার পর্যন্ত হেসে ফেললো।

টেরেল এঞ্জেলকে বললেন তাকে আরেকটু দরকার হতে পারে। এঞ্জেল বলল সে যখন ভাল্লুক পেয়ে গেছে তখন টেরেল যা বলবে সে তাই করবে। টেরেল হেসে বেরিয়ে আসার সময় বেগ্‌লারকে ইশারা করলেন। তিনি বেগ্‌লারের মতামত শুনতে চাইলেন। বেগ্‌লার একটুও না ভেবে জ্যাকো স্মিথ আর মো লিংকনের নাম বলল। টেরেল বললেন এরা হার্ডির লোক। তার ধারণাগুলি মিলে যাচ্ছে, তবে তাদের নিশ্চিত হতে হবে। মেয়েটা জ্যাকোকে চিনতে পারে কিনা সেটা দেখা খুবই দরকার বলে তিনি মনে করেন।

বেগ্‌লার জিজ্ঞাসা করল সে জ্যাকোকে ধরে আনার ব্যবস্থা করবে কিনা। টেরেল মাথা নাড়লেন। তিনি ঘড়িতে দেখলেন পাঁচটা কুড়ি। তিনি বললেন মেয়েটাকে কোরাল বারে নিয়ে যাবেন। জ্যাকো সাধারণতঃ সাড়ে ছটা নাগাদ সেখানে আসে। তিনি গাড়িটা দূরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। জ্যাকো যখন বারে যাবে তখন তিনি মেয়েটাকে দেখাবেন। যদি মেয়েটা সনাক্ত করতে পারে তাহলেই তাকে ধরা হবে বলে তিনি জানালেন। তারা আবার ঘরে ফিরে এলেন। টেরেল মিসেস প্রেসকটকে বললেন তিনি লোকটাকে সনাক্ত করার জন্য এঞ্জেলকে নিয়ে যেতে চান। তাকেও মেয়ের সাথে আসতে বললেন। এঞ্জেল দৃঢ়স্বরে বলল তার মা গেলে সে যাবে না, আর কিছু বলবেও না।

মিসেস প্রেসকট হতাশ হয়ে মেয়েকে দুষ্টুমি করতে বারণ করলেন এবং বললেন, সে একা

একা যেতে পারে না। এঞ্জেল জানাল তাহলে সে যাবেই না। টেরেল মিসেস প্রেসকটকে বললেন এঞ্জেল তার কাছে ঠিক থাকবে। আর তিনি ঠিকমতো তাকে ফেরত দিয়ে যাবেন।

মিসেস প্রেসকট কিছু বলার আগেই এঞ্জেল তার মাকে বিদায় জানিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বেগ্‌লার এই সুযোগে আবার বলতে শুরু করল এঞ্জেল তার মেয়ে হলে সে কি করত। মিসেস প্রেসকট তাকে বাধা দিয়ে বললেন তিনি কখনই চান না কোন তৃতীয় ব্যক্তি তার মেয়েকে কিছু বলে। বেগ্‌লার চুপ করে গিয়ে নোটবইটা বন্ধ করল।

মো লিঙ্কন সেলুনের চেয়ারে আরাম করে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল। ক্ষুর চালাচ্ছিল টোয়ি মার্স। অনেক দিন ধরে সে মোকে বলছে জ্যাকোর সঙ্গ ছেড়ে তার কাছে এসে থাকতে।

টোয়ি দেখতে মোটাসোটা, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চুল ধূসর রঙের, মুখটা গোলগাল। তার বাবা মা'র একজন চীনা, একজন পোলিশ। সে এই অঞ্চলের একজন নামকরা নাপিত। মো রোজই শহরে বেরোবার আগে তার কাছে সন্ধ্যেবেলা দাড়ি কামাতে আসে।

চোখ না খুলেই মো জানতে চাইল কটা বেজেছে। ঘড়ি দেখে টোয়ি বলল প্রায় সাড়ে ছ'টা। তারপর সে জানতে চাইল সেদিন মোর কোথায় যাওয়ার আছে। সে মোকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাল। সে বলল বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছে, চাইনীজ খাবার খাওয়ানো হবে। অবশ্য আরেকটা ছেলেও আসবে। মো বলল তার কাজ আছে জ্যাকোর সঙ্গে। আর টোয়ির সঙ্গে তার বাড়ি যাওয়া মানে বাজে সময় নষ্ট। মো জানে একথা বললে টোয়ি কষ্ট পায়।

টোয়ি নিঃশ্বাস ফেললো। তোয়ালে দিয়ে মো'র মুখটা মুছতে মুছতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। টোয়ি হঠাৎ স্বগতোক্তি করে বলল ওখানে ওরা কি করছে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মো প্রশ্ন কবল টোয়ি কাদের কথা বলছে। টোয়ি জানাল সে পুলিশের কথা বলছে, তাদের সাথে আবার একটা বাচ্চা মেয়ে আছে।

কথাটা শুনে মো ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সে জানলায় উঁকি মারলো। সে দেখলো কোরাল বার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। টোয়ি কি ব্যাপার জানতে চাইল। মো তাকে চুপ করতে বলল। সে একটা তোয়ালে চাইল। পুলিশের গাড়ির ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিল। তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে দেখলো জ্যাকো স্মিথ আসছে।

জ্যাকো তার ক্যাডিলাক গাড়িটা বরাবরই দূরে দাঁড় করাতো। রুমালটা হাতে নিয়ে সে হেঁটে আসছিল। তার পরণে একটা হাল্কা নীল রঙের শার্ট আরেকটা ঢিলা প্যান্ট। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে সে মুখ মুছছিল।

টেরেল তীক্ষ্ণকণ্ঠে এঞ্জেলকে তাকিয়ে দেখতে বললেন, এঞ্জেল একমনে সদ্য পাওয়া ভাল্লুকটা নিয়ে খেলা করছিল। টেরেলের ডাকে মুখ তুলে সে জ্যাকোকে দেখতে পেল। সে উত্তেজিত হয়ে আঙুল তুলে বলল এই লোকটাই তার দেখা সেই মোটা লোকটা। টেরেল মেয়েটাকে প্রশ্ন করল সে ঠিক দেখছে কিনা। এঞ্জেল জানাল যে এটাই সেই লোকটা।

জ্যাকোর দিকে আঙুল তোলা দেখে মো দাঁতে দাঁত ঘষলো। সে আন্দাজ করল মেয়েটি হয়ত বা সে রাতে তাদের হেনেকীর ঘরে ঢুকতে দেখেছিল। টোয়ি পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে জানতে চাইল ব্যাপারটা কি, মেয়েটা হঠাৎ জ্যাকোকে দেখাচ্ছে কেন, মো হিংস্রভাবে ঘুরে দাঁড়ালো। সে টোয়িকে চুপ করতে বলে বলল টোয়ি যেন এ ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলে অবশ্য যদি সে বাঁচতে চায়। মোর চোখে খুনের ছায়া দেখে টোয়ি ভয় পেয়ে গেল। সে বলল সে কিছুই দেখে নি।

মো তাকিয়ে দেখলো বেগ্‌লার গাড়ি চালিয়ে হেডকোয়ার্টার্সের দিকে চলে গেল। মো আবার টোয়ির দিকে ফিরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে আবার টোয়িকে শাসাল সে যদি কিছু দেখে থাকে, তাহলে টোয়ির গলা সে দু'টুকরো করে দেবে। এই বলে সে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে কোরাল বারের দিকে হাঁটতে লাগল।

জ্যাকো সবেমাত্র হুইস্কির অর্ডার দিতে যাচ্ছে, এমন সময় মো এসে ঢুকলো। সে জ্যাকোকে

বলল খুব তাড়াতাড়ি তাদের পালাতে হবে। মোর দুচোখ দেখে জ্যাকো বুঝতে পারল যে কিছু হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বারম্যান এদের চলে যেতে দেখে আবার গ্লাস ধুতে লাগল।

আটটার পরে টেরেল বাড়ি ফিরলেন। তার খুবই ক্লান্তি লাগছিল। এঞ্জেলকে পার্ক মোটেলে ফেরত দিয়ে আসার জন্য তাকে একটানা অনেকক্ষণ গাড়ি চালাতে হয়েছিল। তিনি এখন ভাল করে স্নান করে খাওয়া দাওয়া করার দরকার মনে করলেন।

টেরেল তার স্ত্রী ক্যারোলিনের কাছে জানতে চাইলেন কি খাবার আছে। ক্যারোলিন জানালো মুরগীর মাংস আছে, তিনি গরম করে তক্ষুণি দিচ্ছেন। খাওয়ার আগে তিনি তার স্বামীকে হেনরীর কাছে একটা ফোন করতে বললেন। টাই খুলতে খুলতে টেরেল জিজ্ঞাসা করলেন হেনরী আবার কি চায়। তার স্ত্রী জানালেন, ব্যাপারটা খুব জরুরী তিনি শুধু এটুকুই জানেন। তিনি তার স্বামীকে ফোন করে দেখতে বললেন।

টেরেল একটু ইতস্তত: করে টেলিফোন তুললেন। নাম্বার ডায়েল করতে করতেই তার স্ত্রী তার হাতে সোডা মিশিয়ে এক গ্লাস বরফ দেওয়া হুইস্কি ধরিয়ে দিলেন। ফোনের ওপাশে তিনি হেনরির গলা শুনতে পেলেন। হেনরি তাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলল তার ব্যাপারটা ঘোরাল মনে হচ্ছে বলে সে টেবেলের কাছে পরামর্শ চাইছে।

হেনরীর গলার স্বরে টেরেল সতর্ক হলেন। তিনি ব্যাপারটা জানতে চাইলেন, হেনরি সংক্ষেপে ভ্যাল্ বার্নেটের টেলিফোনের বিবরণ দিয়ে বলল তার মনে হচ্ছে মিসেস বার্নেট হয়ত কোন বিপদে পড়েছেন। তাই যা করার একটু সাবধান হয়েই করতে হবে। যদি এ ব্যাপারে কোন গোলমাল দেখা দেয় তাহলে ট্রেভার্স তাকে দেখে নেবেন। তখন তার চাকরী নিয়ে টানাটানি দেখা দেবে।

টেরেলের মুখ দেখে ক্যারোলিন কোন প্রশ্ন না করে রান্নাঘরে চলে গেলেন। টেরেল হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে বেগ্‌লারকে জিজ্ঞাসা করলেন জ্যাকো স্মিথকে পাওয়া গেছে কিনা। সে জানাল সব জায়গাতেই লোক পাঠান হয়েছে। যে কোন মুহূর্তেই জ্যাকো ধরা পড়বে। টেরেল জানেন বেগ্‌লার এসব ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ তবু তিনি জ্যাকোর বাড়ির সামনে লোক রাখা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। বেগ্‌লার জানাল ওয়াকার আর লুকাসকে জ্যাকোর বাড়ির সামনে পাহারায় রাখা হয়েছে। তবে সে আশা করছে মাঝরাতের আগেই তাকে পাওয়া যাবে, সে হয়ত কোথাও বসে জুয়া খেলছে। জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলেই জ্যাকো একেবারে হাতের মুঠোয় এসে যাবে। টেরেল বললেন আরেকটা ব্যাপার আছে তাই বেগ্‌লার যেন জ্যাকবকে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। জ্যাকব ডিউটিতে আছে কিনা তিনি জানতে চাইলেন। বেগ্‌লার জানাল হ্যাঁ। টেরেল বললেন জ্যাকবকে বলতে সে তাড়াতাড়ি এলে মুরগীর ঝোল খেতে পারবে। বেগ্‌লার হেসে বলল খাবার কথা শুনলে জ্যাকব দৌড়ে পৌঁছে যাবে।

টেরেল টেবিলে বসে ছুরি, কাঁটা নিতে নিতেই কলিং বেল বাজলো। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন জ্যাকব এসেছে, তার জন্য খাবার দিতে। ম্যাক্স জ্যাকব ঘরে ঢুকে মুরগীর প্লেটের দিকে তাকালো। টেরেল তাকে খেতে বসতে বললেন। খাবার পরে টেরেল পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জ্যাকবকে ভ্যাল্ বার্নেটের ব্যাপারে জানালেন।

টেরেল বললেন তার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ব্ল্যাকমেল। তার মিসেস বার্নেট না ডাকা পর্যন্ত যাওয়া ঠিক হবে না, আর তাদের তৈরী থাকতে হবে। তিনি জ্যাকবকে পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ ব্যাঙ্কের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। মিসেস বার্নেট টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলে জ্যাকব যেন তার পিছু নেয়। কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে মিসেস বার্নেট যেন কোনমতেই কিছু বুঝতে না পারে। তিনি জ্যাকবকে নির্দেশ দিলেন মিসেস বার্নেট যদি হোটেলে ফিরে যান তাহলে জ্যাকব যেন হোটেল ম্যানেজার ডুলাককে বলে সে টেরেলের কাছ থেকে আসছে। মিসেস বার্নেটের ঘরে কেউ গেলে ডুলাক যেন সেটা জ্যাকবকে জানায়। যদি কেউ যায় তাহলে জ্যাকবকে তার পিছু নিতে হবে। তবে হোটেল ডিটেকটিভকে সে যেন কিছু না বলে কারণ টেরেল লোকটাকে বিশ্বাস করেন না। সমস্ত ব্যাপারটা জ্যাকব বুঝতে পেরেছে কিনা জানতে চাইলে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

জ্যাকব জানাল সে পরদিন সকাল ন'টায় ঠিক হাজির হয়ে যাবে। জ্যাকব চলে গেলে টেরেল হেড কোয়ার্টাসে ফোন করে জ্যাকো স্মিথের খবর জানতে চাইলেন। বেগ্‌লার জানাল এখনও

পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। সব জায়গায় লোক রয়েছে। তবে সচরাচর সে যেসব জায়গায় থাকে সেসব জায়গায় তাকে পাওয়া যায় নি।

টেরেল স্টেট অ্যালার্ম পাতে বললেন এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছচ্ছেন জানালেন। বেগ্‌লার তাকে আসতে বারণ করল। সে সামলাতে পারবে বলাতে টেরেল বললেন বেগ্‌লারের উপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা আছে। তবুও তিনি হেড কোয়ার্টাসে যেতে চান।

সমুদ্রের ধারে বো-বো ক্লাবটার মালিক স্পাইক ক্যালডার । সে একজন নিগ্রো। তার চেহারা লম্বা, রোগা, চোখ দুটো সাপের মত। তার মুখে সবসময়ই হাসি লেগে আছে আর সেজন্য তার বড় বড় ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো চোখে পড়ে। তার ক্লাব রমরমিয়ে চলছে কারণ মিয়ামির ডক অঞ্চলের সব জুয়াড়ীই এখানে আসে।

আসল বার আর রেস্তোরাঁর নীচে একটা গোপন ঘর আছে, সেটা এমন ভাবে লুকোনো যে পুলিশ এখনও তার খোঁজ পায়নি। এই ঘরেই জ্যাকো স্মিথ আর মো লিঙ্কন বসে আছে, সামনের টেবিলে হুইস্কি আর বীয়ারের বোতল। মো যা যা দেখেছে সবই জ্যাকোকে বলল, কথাগুলো শুনে জ্যাকো চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ চিন্তাব পর জ্যাকো বলল কোন রকম ঝুঁকি নিলে চলবে না। বাচ্চাটা সত্যিই কিছু দেখেছে কিনা জানা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। মেয়েটা হয়ত মোটেলেই থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

মো মাথাটা নাড়ল। কথাটা তার মনমতো হয়েছে, সে জ্যাকোকে সেখানেই বসে থাকতে বলল এবং জানাল হপিকে মোটেল সব দেখেশুনে আসার জন্য পাঠাবে। জ্যাকো মোর হাতে চাপড় দিয়ে সাবধানে যেতে বলল। মো তাকে চিন্তা করতে বারণ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেল, তারপর কোথাও কেউ নেই দেখে বেরিয়ে পড়ল।

হপি হল মো'র ভাই, সে যখন বসে বসে জুয়ায় হারছে তখন মো তার কাছে এল। মোকে দেখে হপি উঠে এল। মো তাকে যা যা করতে হবে সব বুঝিয়ে দিল মো তার নিজের গাড়িটা হপিকে নিতে বলল আর কাজটা তাড়াতাড়ি করে ফিরে এসে তাকে জানাতে বলল। হপি প্রথমে একটু না-না করছিল, মো তার হাতে দুটো পাঁচ ডলারের নোট গুঁজে দিতেই সে দাঁত বের করল। এবং জানাল সে এখনই রওনা দেবে। দুজনে জুয়ার আড্ডা থেকে বেরিয়ে এল। হপি চট করে রাস্তা পেরিয়ে মো'র গাড়িতে উঠল। মো বড় রাস্তায় না গিয়ে অলিগলি দিয়ে হেঁটে বো-বো ক্লাবের কাছাকাছি এসে একটু আড়ালে দাঁড়াল। সে হঠাৎ দুজন পুলিশ অফিসারকে ক্লাবের দিকে এগোতে দেখল। মো তাদের চিনতে পারল। মো ছায়ার মত নিশ্চল হয়ে তাদের ক্লাবে ঢুকতে দেখল।

মার্শাল আর লেপস্কি বারের ভীড় ঠেলে স্পাইক যেখানে নানারকম ড্রিংক মেশাচ্ছে সেখানে এগিয়ে গেল। ওদের দেখেই বারের সব স্ত্রী পুরুষ হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। তিন চারজন দরজার দিকে সরে গেল। বাকিরা সবাই পুলিশ অফিসারদের দিকে তাকিয়ে রইল, তাদের চোখ জ্বলছে, মুখে রাগের উত্তেজনা। স্পাইক পুলিশ অফিসারদের দিকে সাবধানে তাকালো, এখনও পর্যন্ত পুলিশের সাথে তার কোন ঝামেলাই হয়নি। সে পুলিশ থেকে সরে থাকতেই চায়।

স্পাইক পুলিশ অফিসারদের শুভসন্ধ্যা জানিয়ে তাদের কি চায় জিজ্ঞাসা করল। মার্শাল তাকে প্রশ্ন করল সে জ্যাকো স্মিথকে দেখেছে কিনা। জ্যাকো স্মিথের চেহারা ছোটখাটো ভারী ধরনের, তার হাত বক্সারের মত। স্পাইক মিথ্যা কথা বলল। সে জানাল জ্যাকো এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে। লেপস্কি বার কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

এবার লেপস্কি স্পাইককে খুব নরমভাবে বলল যে তারা জ্যাকোকে একটা খুনের ব্যাপারে খুঁজছে। স্পাইক জানলে যেন বলে দেয়, না হলে পুলিশ যদি জানতে পারে জ্যাকো এই ক্লাবে আছে তাহলে তাকে জেলে যেতে হবে। তখন সে মিথ্যা কথা বলার শাস্তি টের পাবে। কথাগুলো শুনে স্পাইকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে পুলিশকে তার ক্লাবের চারদিক খুঁজে দেখতে বলল। সে জানাল গতকাল রাত থেকে সে জ্যাকোকে দেখেনি।

এবার স্পাইক জ্যাকো যেখানে লুকিয়ে ছিল সেখানে উপস্থিত হয়ে জ্যাকোকে চলে যেতে লল, কেননা জ্যাকোকে পুলিশ খুঁজছে। মো তার চোয়াল শক্ত করে বলল জ্যাকো কোথাও াবে না, যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। চওড়া ছুরিটা বের করে মো স্পাইককে চুপ করতে লল, না হলে তাকে কেটে ফেলার হুমকি দিল। কথাটা শুনে স্পাইক হেসে বলল তাকে কাটতে লে মোকে আরো জোয়ান, শক্তিশালী হতে হবে। সে তাকে চেষ্টা করে দেখতে বলল। আর ার হাতে একটা লম্বা ছোরা লাফিয়ে উঠল।

মো গর গর করতে করতে স্পাইকের সামনে এগোতে লাগল। জ্যাকো তাকে থামতে বলে পাইককে জিজ্ঞাসা করল তার কি অসুবিধা হচ্ছে। পুলিশ কি এমন বলে গেছে যার জন্য স এরকম করছে। স্পাইক জানাল পুলিশ একটা খুনের কথা বলছিল যার সাথে জ্যাকোর যোগ াছে। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল এসব ব্যাপার তার পক্ষে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সে কান ঝামেলায় যেতে চায় না, তাই সে জ্যাকোকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বলল।

জ্যাকো আর মো চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। জ্যাকোর মুখে ঘাম দেখা দিল। কিছুক্ষণ চুপ রে থাকার পর মো বলল তারা চলে যাচ্ছে কিন্তু অফিসাররা মিথ্যা কথা বলেছে, জ্যাকো কাউকে ন করেনি।

জ্যাকো উঠে দাঁড়াল, স্পাইক মোর দিকে নজর রাখছিল। এটাই তার সবচেয়ে বোকামি হল ারণ তার কাছেই জ্যাকো ছিল। জ্যাকো তাড়াতাড়ি একটা হুইস্কির বোতল তুলে প্রচণ্ড জোরে পাইকের মুখে বসিয়ে দিল। স্পাইক গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল, ছুরিটাও তার হাত থেকে খসে ড়ল। মো বেড়ালের মত ক্ষিপ্র ভাবে স্পাইকের ওপর লাফিয়ে ছুরিটা দিয়ে তার বুকের মধ্যে সয়ে দিল। তারপর মো উঠে দাঁড়াল। মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে সে ছুরিটা তুলে স্পাইকের সার্টে রটা মুছে নিল। তারপর জ্যাকোর দিকে তাকিয়ে মো বলল স্পাইক ভয়ে মরছিল। তাকে উপরে ঠিয়ে দিয়েই তারা ঠিক কাজ করেছে।

জ্যাকো উঠে দাঁড়িয়ে মোকে টৌয়ির ভবলীলা সাঙ্গ করতে বলল। সে তারপর তাকে হার্ডির ছে পৌঁছে দিয়ে মোকে প্রথমে টৌয়ির ব্যবস্থা করে, পরে মোটেলে গিয়ে বাচ্চাটার ব্যবস্থা রতে বলল। মো সব দায়িত্ব নিজে নিল। তারপর দুজনে ক্লাব থেকে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে ন্ধকারে মিশে গেল।

জ্যাকো, হার্ডি, মো—

জিনা ল্যাঙ্গ বিছানায় বসে পায়ে নেলপালিশ লাগাচ্ছিল। প্লেয়ারে বাজছিল ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার টা এল. পি.। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে, তাদের সিনেমায় যাওয়ার কথা। হার্ডি বলেছিল ারোটার মধ্যে ফিরবে। রাত বারোটার সিনেমা শো দেখতে যাওয়ার আগে ওরা কোরাল ক্লাবে য়ে একটু ড্রিংক করবে।

হাতের কাজ শেষ করে জিনা উঠে দাঁড়াল। তার পরনে একটা ব্রেসিয়ার আর একটা কালো ান্টি। বড়ো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের প্রতিবিম্বটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তার ; তেইশ বছরের জীবনে সে প্রথম কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসে চোদ্দ বছর বয়সে। অবশ্য পুরুষ তার কাছে এখন বিস্মৃতি। তারপর থেকে গত ন বছর ধরে সে একজনের পর একজন ষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। এই যৌন যাত্রায় তার যোগাড় হয়েছে দুটো ফার কোট, একটা রের হার, কয়েকরকম গয়না আর ব্যাঙ্কে পনের হাজার ডলার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জিনা খছিল তার বিগত জীবনের চিহ্ন দেখা যায় কিনা। সে নিজেকে দেখে খুশী হল এই কারণে তার আকর্ষণের ওপর এখনো কোন দাগ পড়েনি। নিজের মুখ দেখে ওর মজা লাগে, কারণ জানে এতে পুরুষের নেশা ধরে। কিন্তু নিজের চোখ দুটো সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হতে পারছিল চোখের ভঙ্গিটা সে কোমল করতে চাইল কিন্তু পারল না। শেষ পর্যন্ত সে ভাবল তার চোখ য় সে লীকে সতর্ক করে দিতে পারবে যাতে লী অন্য মেয়ের পেছনে না ঘোরে।

লী হার্ডির সঙ্গে জিনা তিন মাস ধরে আছে। তাদের খুব সাধারণভাবে আলাপ হয়েছিল। না যখন দেখল যে হার্ডির টাকা আছে, এছাড়া একটা ক্যাডিলাক গাড়ি আর একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট

আছে তখন সে হার্ডির সঙ্গে থাকবে বলে চলে এল। হার্ডি প্রথমে তাকে একটা সুন্দর, আরামপ্রদ বাড়িতে এনে তুলল।

এই বাড়িতে এসে এমন অভাবিত ব্যাপার ঘটল যা জিনার জীবনে আগে কখনও ঘটেনি। জিনা দেখল হার্ডি যে শুধু একজন প্রেমিক তাই নয়, দৈনন্দিন বিছানার খেলাটা সে সাংঘাতিক করে তুলতে পারে। তার ভিত নড়ে গেল। তাই সে ফ্ল্যাটে যেতে চাইল। হার্ডি ক্ষণেকের জন্য ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। আসলে সেও বারবার মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে পাতাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জিনাকে তার মোহময়ী লাগলো। সে যৌন ক্রিয়ায় যথেষ্ট উত্তেজক এবং ভাল রাঁধুনীও বটে।

মাস দুয়েক এভাবেই চলল কিন্তু হার্ডি আবার তার অভ্যাসমত নতুনের খোঁজে বেরোল। সে দেখল ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক হয়ে যাচ্ছে কারণ জিনার হিংস্র স্বভাব তাকে চমকে দিল। নাইটক্লাবে কোন মেয়ের দিকে তাকিয়ে হার্ডি যদি হাসতো তাহলে জিনা এমন চীৎকার জুড়ে দিত যে সবাই শুনতে পেত। হার্ডি কিছুতেই জিনার সাথে এঁটে উঠতে পারত না। একবার সে ভেবেছিল জিনাকে চলে যেতে বলবে কিন্তু পারেনি। কারণ সে জানতো যে জিনার মত মোহময়ী মেয়ে পাওয়া যাবে না, এদিকে তার হিংস্রতায় ভয়ও পেতো সে।

জিনা বুঝতে পেরেছিল যে হার্ডিকে সে তার বাঁধনে আটকে ফেলেছে। এবার সে ভাবতে শুরু করল কি করে হার্ডিকে বিয়ে করাতে রাজী করা যায়। বার বার নতুন নতুন শাঁসালো খদ্দের ধরতে ধরতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে বুঝেছিল হার্ডির টাকা রাখার ক্ষমতা আছে সুতরাং তাকে বিয়ে করা সুবিধাজনক। সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময়টাকে সে এ ব্যাপারে কাজে লাগাবে ঠিক করল।

জিনা বেশ সময় নিয়ে নিজেকে সাজাল। সাজের ব্যাপারে সে নিপুণ শিল্পী। সোনালী পোশাকটা তাব গায়ে এঁটে বসেছিল। সে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল, এমন সময়ে কলিং বেল বাজলো।

জিনা ঘড়ি দেখল, প্রায় এগারোটা। সে ভাবল লী নিশ্চয় চাবি ফেলে গেছে তাই সে বেল বাজাচ্ছে। জিনা খুশি হল হার্ডি ঠিক সময়ে এসেছে বলে। দৌড়ে গিয়ে সে দরজা খুলে দিল। কিন্তু দরজায় জ্যাকো স্মিথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিনা চমকে গেল। জ্যাকোর মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে।

জিনা জানত জ্যাকো হার্ডির হাতের লোক। রেসের মাঠে মাঝে মাঝে ও লোকটাকে দেখেছে কিন্তু কখনও কথা বলেনি। একে দেখলেই ওর ঘেন্নায় গা রি রি করতে থাকে। জ্যাকো যে সমকামী এই কথাটা মনে পড়ার সাথে সাথে তার ঘেন্নাটা ভয়ংকর বিরক্তিতে পরিণত হল।

জ্যাকো, হার্ডি কোথায় জানতে চাইল। জিনা ওর দিকে যতটা ঘৃণায় দেখছিল, ততটা ঘৃণার চোখে সেও জিনার দিকে তাকিয়েছিল কারণ সে কোন মেয়েকেই হিসাবের মধ্যে আনতো না। হার্ডি বাইরে গেছে একথা বলে জিনা দরজা বন্ধ করে দিতে গেল। সে অবাক হয়ে দেখল জ্যাকো প্রায় জোর করে ভেতরে ঢুকে গেল। জিনাকে ঠেলে সরিয়ে জ্যাকো দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জিনা চীৎকার করে জ্যাকোকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল, সে জিজ্ঞাসা করল কোন্ সাহসে জোর করে ঘরে ঢুকেছে। জ্যাকো তাকে চুপ করতে বলে জানাল কাজের কথা আছে। হার্ডি বিপদে পড়েছে সে নিজেও অবশ্য ঝামেলাতে জড়িয়ে গেছে তাই সে জানতে চাইল হার্ডি কোথায়?

জিনা ভাল করে জ্যাকোর দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো যেরকম অস্থির ভাবে ঘুরছে, তার মুখটা যেভাবে শক্ত হয়ে উঠছে তা দেখে জিনা ভয় পেল। সে জানতে চাইল কি ব্যাপার ঘটেছে। জ্যাকো তার পাশ দিয়ে গিয়ে ককটেল টেবিলের পাশে দাঁড়াল। একটা স্কচ ঢেলে তাতে অল্প জল মিশিয়ে সে ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেললো সেটা। জিনা দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল। সে জানতে চাইল তারা কোন পুলিশী ঝামেলায় জড়িয়েছে কিনা। জ্যাকো জানাল ব্যাপারটা তাই।

জ্যাকো আবার জানতে চাইল হার্ডি কোথায়। জিনা জানাল এগারোটার মধ্যে তার ফেরার কথা ছিল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইল। জ্যাকো বলল হার্ডি যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে জিনা জানতে পারবে। সে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতে চাইল। জিনা বলল সে জ্যাকোকে

কোনমতেই ঘরে থাকতে দেবে না। জ্যাকো তার বিস্ফারিত চোখে জিনার দিকে তাকিয়ে বলল সে কি চায় জ্যাকো তার নাকটা মাথার পেছনে ঠেলে বের করে দেয়। জিনা ঘুরে তার শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। জিনা হাত মুঠো করে হার্ডির ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

টৌয়ি মার্স পার্টি দিয়েছে। চাইনিজ খাবারটা সে বেশ ভাল তৈরী করে। খাওয়া দাওয়ার পরে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে রাত তিনটে পর্যন্ত হৈ হৈ করে ছেলেগুলো একসঙ্গে নাচছে। ব্যাপারটা খুব জমেছে। সবাই তাকে দেখে হাসছে, তার প্রশংসা করছে। কেবল মো লিংকন আসে নি বলে তার খারাপ লাগছিল। মো'কে ওর দারুণ লাগতো। তার ধারণা ছিল যে একদিন না একদিন মো জ্যাকোকে ছেড়ে ওর কাছেই আসবে।

পার্টিতে একটা অল্পবয়সী নিগ্রো ছেলে এসেছিল, তার নাম ফ্রেডা। সে টৌয়িকে জানাল তার ফোন এসেছে। যে ফোন করেছে সে তার নাম বলতে চাইছে না। টৌয়ি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল। ওপাশে মো'র গলা শুনেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মো টৌয়িকে বলল সে রাস্তার ওপারে ড্রাগ স্টোরে তার জন্য অপেক্ষা করছে, টৌয়ি যেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যায়।

টৌয়ি মো'কে পার্টিতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল, সে জানাল আসর খুব জমেছে। সে এলে খুব মজা হবে। মো বলল যে পার্টিতে নিশ্চয়ই ফ্রেডা আছে। কিন্তু সে টৌয়ির সাথে একা কথা বলতে চায়। ফ্রেডা আশেপাশে থাকুক সেটা মো চাইছে না। টৌয়ি জানতে চাইল কি এমন জরুরী কথা আছে, মো জানাল জ্যাকোর সাথে তার ঝগড়া হয়েছে টৌয়ি যেন কাউকে একথা না বলে, টৌয়ি খবরটা শুনে বেশ খুশী হল। সে ভাবল এতদিন পর তার মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছে, সে ঠিক করে নিল সামনের বড় ঘরটাতে সে মো'কে থাকতে দেবে, শুধু এখন একটা ভাল বিছানার দরকার।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফ্রেডা তার চিন্তায় বাধা দিল। সে জানতে চাইল কে ফোন করেছিল। টৌয়ি ভ্রূ কুঁচকোলো। ফ্রেডার ওপর তার রাগ হচ্ছিল। সে বলল যে ফোন করেছিল ফ্রেডা তাকে চিনবে না। সে তাকে পার্টিতে যেতে বলল এবং এও বলল যে সে চায় না তার পেছনে কেউ নজর রাখুক।

ফ্রেডা তার কথায় আহত হল। কিন্তু যেই টের পেলো যে টৌয়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছে সে নিঃশব্দে সিঁড়ির রেলিং-এর পাশে এসে উঁকি দিল। সে দেখলো টৌয়ি সদর দরজা খোলার প্রায় সাথে সাথেই তার মুখ দিয়ে ভয়ের একটা আওয়াজ বেরোল। হামাগুড়ি দেবার মত করে সে পড়ে গেল। অন্ধকারের ভেতর থেকে মো মুহূর্তের জন্য বেরিয়ে এল। টৌয়ির পিঠে আরো দুবার ছুরি বসিয়ে ভূতের মত সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফ্রেডা একটা গাড়ির চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনল। সে চীৎকার করে ঘরের মধ্যে ছুটে চলে গেল।

টৌয়ি মার্সের খুনের খবর পুলিশ হেড কোয়ার্টাসে যখন এসে পৌঁছল তখন টেরেল অফিসে ঢুকছেন। দুজন সাদা পোশাকের অফিসার ফ্রেডাকে নিয়ে এল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে টেরেলকে তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দিল। টেরেল ফ্রেডাকে লকাপে রাখার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন হেস্‌কে পাঠিয়ে টৌয়ির পার্টিতে যত জন আছে সবাইকে নিয়ে আসতে। আর মো লিঙ্কনের জন্য স্টেট অ্যালার্ম পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

বেগ্‌লার জানাল তার কোন খবর পাওয়া যায়নি, সে হয়ত শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বেগ্‌লার টহলদার গাড়িকে, খবর দিয়ে এসে টেরেলকে জানাল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটা গাড়ি মোটেলে পৌঁছে যাবে এবং সেখান থেকে মিসেস প্রেসকট ও তার মেয়েকে টেরেলের বাড়িতে নিয়ে যাবে।

মো পার্ক মোটেলে পৌঁছে দেখল হপি অপেক্ষা করছে। হপি খবর দিল মিনিট কুড়ি আগে পুলিশ এসে বাচ্চা মেয়েটা আর তার মাকে নিয়ে গেছে। মো বুঝলো বাচ্চাটা জ্যাকোকে দেখেছে। হপিকে চলে যেতে বলে মো কাছাকাছি একটা ড্রাগ স্টোর থেকে হার্ডির ফ্ল্যাটে ফোন করল।

হার্ডি যখন তার ফ্ল্যাটে ঢুকলো তখন সে টেলিফোন বাজার শব্দ শুনলো। ঘরে ঢুকে সে অবাক হয়ে দেখলো জ্যাকো একটা চেয়ারে আরাম করে বসে ফোনে কথা বলছে। সে শুনতে পেল জ্যাকো মোকে সাবধানে এখানে আসতে বলছে। সে আরও বলছে মো যেন গাড়ি ছেড়ে বাসে করে আসে কারণ তার গাড়িটা পুলিশ চেনে, একথা বলে সে ফোন ছেড়ে দিল।

হার্ডি জ্যাকোকে দেখে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল সে এখানে কি করছে। জ্যাকো তার দিকে তাকিয়ে বলল ঝামেলা হয়েছে, পুলিশ হার্ডি, মো এবং তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হার্ডির আওয়াজ শুনে জিনা দরজায় এসে দাঁড়ালো। জিনা চেঁচিয়ে হার্ডিকে বলল সে যেন জ্যাকোকে বেরিয়ে যেতে বলে। জ্যাকো তাকে ধমক দিল। তারপরে সে হার্ডির দিকে তাকিয়ে হেনেকীর নাম বলল। হার্ডিকে সে ঘরে চলে যেতে বলল। জিনা জানাল সে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পক্ষে জ্যাকোর সাথে এক জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। সে হার্ডিকে জ্যাকোর সাথে কথা বলতে বলল। সিনেমায় যাচ্ছে বলে জিনা যেই বেরোতে গেল জ্যাকো চেঁচিয়ে তাকে দাঁড়াতে বলল।

জিনা দাঁড়িয়ে এক প্রস্থ গালাগাল করতে যাচ্ছিল হঠাৎ তার চোখে পড়ল জ্যাকোর হাতের পয়েন্ট থ্রি এইট অটোমেটিকটা ওর দিকেই উঁচিয়ে আছে। জীবনে জিনা অনেক রকম ঝামেলায় পড়েছে কিন্তু কেউ কখনও খুনীর দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে পিস্তল তুলে ধরেনি। সে স্থির হয়ে রিভলবারের দিকে তাকিয়ে রইল।

হার্ডি জ্যাকোকে পিস্তলটা সরাতে বলল। কিন্তু তার গলা দিয়ে জোরে আওয়াজই বেরোল না। তাকে রীতিমত অসুস্থ দেখাচ্ছিল। জ্যাকো বলল জিনা ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। হার্ডি ইতস্ততঃ করে জিনাকে ভেতরে যেতে বলল। জিনা তীক্ষ্নস্বরে হার্ডিকে জিজ্ঞাসা করল তার কি হয়েছে, সে কি জ্যাকোর কথা শুনে চলবে, জ্যাকো চেয়ার ছেড়ে উঠে জিনাকে যেতে বলল। হার্ডিকে স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিনা ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

হার্ডি এগিয়ে গিয়ে একটা স্কচ ঢাললো। সে জ্যাকোকে জিজ্ঞাসা করল তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিজের স্বরটা স্বাভাবিক করতে করতে হার্ডি জ্যাকোকে পিস্তলটা সরাতে বলল। জ্যাকো চেয়ারে বসে হার্ডির দিকে চেয়ে রইল। সে জানাল পুলিশ টের পেয়ে গেছে যে তারা হেনেকীকে মেরেছে এমনকি তারা একটা সাক্ষীও পেয়েছে।

হার্ডির মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, সে জ্যাকোকে গালাগাল দিয়ে বলল তারা কেন সাবধান হয়ে কাজ করেনি। সে জানতে চাইল সাক্ষীটা কে? জ্যাকো বলল, একটা বাচ্চা মেয়ে। মো সেটাকে মোটেল থেকে সরাতে গেছিল কিন্তু তার আগেই পুলিশ তাকে নিয়ে গেছে। মেয়েটা যখন তার দিকে আঙুল তুলে পুলিশকে দেখিয়ে দিচ্ছিল সেটা টোয়ি দেখতে পেয়েছিল। তাই মো টোয়িকে শেষ করে দিয়েছে। বিপদ এখন তাদের গলায় ঝুলছে।

হার্ডি মুখ থেকে ঘাম মুছলো। সে খানিকটা সহজ হতে চেষ্টা করল। তারপর সে জ্যাকোকে সেখান থেকে সবে যেতে বলল। সে মো আর জ্যাকোকে নিজেদের রাস্তা দেখে নিতে বলল। হার্ডি তাকে তাদের মধ্যে টানতে বারণ করল।

জ্যাকো তার নোংরা রুমালটা নেড়ে হাওয়া খেল। সে বলল পুলিশ যদি তাদের ধরে তাহলে হার্ডিও বাঁচবে না, তার চেয়ে মো আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল। হার্ডির মনে পড়ল ডেস্কে একটা রিভলবার আছে। তাই দিয়ে যদি সে জ্যাকোকে খুন করে তাহলে পুলিশকে বলতে পারবে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ঘটনাটা ঘটে গেছে। এ ব্যাপারে তার বিশ্বাস জিনা তাকে সাহায্য করবে। পুলিশ তাহলে তাকে জ্যাকোর সাথে জড়াতে পারবে না। আর মো'কে সে হিসাবের বাইরে রাখল।

হার্ডি আস্তে আস্তে ডেস্কের দিকে এগোতে এগোতে জ্যাকোকে বলল সে যদি তাই মনে করে তাহলে মো'র জন্য তারা অপেক্ষা করবে। ডেস্কের ড্রয়ারটা টানতে যেতেই জ্যাকো তাকে জিজ্ঞাসা করল সে মরতে চায় কিনা। সে জানাল আরেকটা খুন করতে তার কিছু এসে যাবে না। সে হার্ডিকে ডেস্ক থেকে সরে দাঁড়াতে বলল। পয়েন্ট থ্রি এইটটার দিকে তাকিয়ে হার্ডি ডেস্ক থেকে সরে এসে বসল।

এদিকে মো মিয়ামিতে বাস থেকে নামল। তাকে যথেষ্ট চিন্তিত দেখাল। সে ভাবতে লাগল বাচ্চাটার ব্যবস্থা করতে না পারলে তাকে আর জ্যাকোকে গ্যাস চেম্বারে যেতে হবে। কিন্তু সে ভেবে পেল না পুলিশ মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে।

ভীড় ঠেলে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগোল মো। প্রথম ট্যাক্সিটার ড্রাইভার একজন জামাইকান, মোর দিকে তাকিয়ে সে দরজা খুলে দিল। মো তাকে বে ড্রাইভের কাছে নামিয়ে দিতে বলল। গাড়ি চলতে শুরু করলে মো সিগারেট ধরিয়ে একটু আরাম করতে চাইল। এই রাস্তাটা যেতে মিনিট দশেক লাগবে তাই এই সময়টুকুর মধ্যে সে তার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা ভাবতে লাগল।

ড্রাইভার রেডিওটা চালিয়ে দিল। তাতে একটা বাজনা বাজছিল। বে ড্রাইভের কাছাকাছি আসতে বাজনাটা থেমে গেল। ঘোষকের গলায় শোনা গেল একটা জরুরী ঘোষণা আছে—পুলিশ মো লিঙ্কন নামে একটা লোককে খুঁজছে। আধঘণ্টা আগে একটা অজানা টেলিফোন পাবার পরে টৌয়ি মার্স খুন হয়েছে, সেই ব্যাপারে লিঙ্কনকে খোঁজা হচ্ছে। সে জাতিতে জামাইকান। তার বয়স তেইশ বছর। সে লম্বা, রোগা, তার ডান কান থেকে চিবুক পর্যন্ত কাটা দাগ আছে। শেষ যখন তাকে দেখা গেছে, তার পরনে সাদা নীল সার্ট আর ঘন নীল রঙের চাপা প্যান্ট ছিল। ঘোষণায় আরও বলা হল কেউ এর সন্ধান পেলে যেন পুলিশকে জানায়। লিঙ্কন মারাত্মক লোক কেউ যেন তাকে ধরার চেষ্টা না করে। ঘোষণাটা শেষ হবার সাথে সাথেই ড্রাইভার রেডিও বন্ধ করে দিল।

মো খাপ থেকে ছুরি বের করল, তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। সে ভাবতে লাগল পুলিশ কি করে এত তাড়াতাড়ি সব কিছু জেনে গেল, কেউ কি তবে তাকে দেখতে পেয়েছিল। ড্রাইভারের মাথার পেছনটা সে মন দিয়ে দেখতে লাগল। খবরটা শুনে যে লোকটা শক্ত হয়ে গেছে সেটা সে লক্ষ্য করেছে। নিশ্চয় রেডিও শুনে ড্রাইভারটা তাকে চিনতে পেরেছে। এবাব সে কি করবে ভাবতে লাগল।

ড্রাইভার হঠাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল টৌয়ি মার্সকে যে লোকটা মেরেছে সে খুব ভালই করেছে। গত মাসে টৌয়ির সঙ্গে তার ঝগ্লাট হয়েছিল। মো একটু শিথিল হল। সে বলল সেও টৌয়ি নামে লোকটাকে চেনে। এবার ড্রাইভার তাকে জিজ্ঞাসা করল সে যেখানে যাবে বলেছিল সেখানেই যাবে নাকি অন্য কোথাও যাবে। ড্রাইভার তাকে শহরের বাইরের কী ওয়েস্টে যাওয়ার কথা বলল। সে আরও জানাল সেখানে খুব ভাল লঞ্চ পাওয়া যায়।

মো ছুরিটা সরিয়ে রাখল। সে ড্রাইভারকে বে ড্রাইভেই গাড়ি থামাতে বলল। ড্রাইভার রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা ভাল করে দেখে নিয়ে মো ট্যাক্সির বাইরে এল দশ ডলারের একটা নোট ড্রাইভারের হাতে তুলে দিয়ে মো কাছাকাছি একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাল। কিছুটা দূরেই সে একজন টহলদারী অফিসারকে দেখতে পেয়ে জানাল মো'কে সে কোথায় ছেড়ে দিয়েছে। অফিসার জানতে চাইল লোকটা যে লিঙ্কন সে ব্যাপারে ড্রাইভার নিশ্চিত কিনা।

ড্রাইভারের চোখ দুটো জ্বলছিল, সে বলল লিঙ্কন তার বাবাকে একবার ছুরি চালিয়েছিল তাই তাকে চিনতে তার কোনদিনই ভুল হবে না। সে এও জানাল যে সে ভেবেছিল মো তাকে মারবে কিন্তু সে কায়দা করে বেঁচে গেছে। অফিসার ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে টেলিফোন আছে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে বলল।

পাঁচ মিনিট পরে ট্যাক্সি থেকে নেমে মো যেখানে একটা গলিতে ঢুকে গেছিল সেখানে দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল। বন্দুকধারী কয়েকজন পুলিশ নামল কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সমস্ত তল্লাটে তল্লাশি চালিয়ে মোর খবর পাওয়া গেল না।

লী হার্ডির সদর দরজাতে আলতো টোকার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারা গেল মো এসে গেছে। জ্যাকো হার্ডিকে ইশারা করল মো'কে আসতে দেওয়ার জন্য। হার্ডি দরজার দিকে হাঁটতে লাগল, জ্যাকো সেদিকে পিস্তল উঁচিয়ে রাখল। হার্ডি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র জ্যাকো ডেস্ক থেকে হার্ডির রিভলবারটা সরিয়ে ফেলল। সেটাকে পেছনের পকেটে চালান করে সে আবার চেয়ারে এসে বসল। মো'র পেছন পেছন হার্ডি এসে ঘরে ঢুকলো।

মো জানাল রেডিওতে খবরটা প্রচার করা হয়েছে যে টোয়ি মার্সকে খুন সে করেছে। কথাটা শুনে হার্ডি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে তাদের তার বাড়ি থেকে চলে যেতে বলল কারণ পুলিশ এখানেই প্রথম খুঁজতে আসবে। জ্যাকো ক্ষেপে গিয়ে হার্ডিকে চুপ করে থাকতে বলল। সে মো'র দিকে তাকিয়ে কি করা যায় জানতে চাইল। মো বলল কী ওয়েস্ট গেলে লঞ্চ পাওয়া যাবে কিন্তু তার জন্য টাকার দরকার।

জ্যাকো হার্ডির দিকে হাত তুলে বলল সেই তাদের টাকা দিতে পারে। হার্ডি জানাল তার কাছে দেড়শ ডলার আছে, সে সেটা দিতে পারে। মো বলল তাদের পাঁচ হাজার ডলারের কমে কিছুতেই হবে না।

হার্ডি জানাল তার কাছে আর নেই, মো তাকে হুমকি দিল যদি বাঁচতে চায় টাকার জোগাড় তাকে করতেই হবে। হার্ডি ইতস্ততঃ করে বলল পরদিন ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসবে। জ্যাকো আর মো পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালো। জ্যাকো বলল হার্ডির বাড়িতে তারা সেই রাতের মত থাকতে পারে। মো বলল এতে ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। জ্যাকো বলল কোন উপায় নেই। ঝুঁকি তাদের নিতেই হবে। হার্ডিকে সে বলল পরদিনের মধ্যে টাকার ব্যবস্থা করে ফেলতে। যতক্ষণ সে টাকা নিয়ে না ফিরবে ততক্ষণ জিনা তাদের হেপাজতে থাকবে। হার্ডি কোন ঝামেলা কবার চেষ্টা করলে মো জিনাকে খতম করে দেবে।

দরজায় কান পেতে জিনা সব শুনলো, সে খুব আস্তে আস্তে তালাটায় চাবি ঘুরোলো।

ভ্যাল্ বিছানায় শুয়েছিল জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘর ভরে গেছে। তিনঘণ্টা ধরে স্বামীর চিন্তা নিয়ে ভ্যাল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। বিকেলবেলা ক্রিস ওকে যা বলেছিল সে কথাগুলো মনে পড়লে তার গা এখনও শিউরে উঠছে। ক্রিস যে ওই মৃত্যুর জন্য দায়ী এটা তার কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আর ব্যাপারটা সে কোনভাবেই বিশ্বাস করতেও চাইছিল না। স্যু পাবনেলেব খুনের ব্যাপারে যে কাগজে যা বেরিয়েছে সব তার বিছানার উপর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। সে সব ঘটনা খুঁটিয়ে পড়েছে। খুনের ব্যাপারে যতগুলো নাম কাগজে বেরিয়েছে সব ভ্যাল্ একটা রাইটিং প্যাডে লিখে টেবিলের ওপর রেখেছে।

ক্রিসের রক্তমাখা জ্যাকেট আর লাইটার—এই দুটো জিনিসই জ্বলন্ত প্রমাণ, ক্রিসের একটা কথা ভ্যালের মনে পড়ল। কথাটা বড় ভয়ঙ্কর। ক্রিস বলেছিল কারও ব্ল্যাকমেলের টাকা দেওয়া উচিৎ নয়। সে এমনকি একথাও বলেছিল যে সে পুলিশকে বলবে খুনটা সে করেছে। তারপর সে তার গতরাত্রের স্বপ্নের কথাও ভ্যাল্‌কে শুনিয়েছে। সে বলেছে সে স্বপ্ন দেখেছে একটা মেয়েকে সে খুন করেছে।

ভ্যাল্ আর অন্ধকার সহ্য করতে পারছিল না। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল—সে কোনক্রমে উঠে ঘরের আলো জ্বালাল। ভ্যাল্ ভাবতে লাগল তার স্বামী কখনও খুনের মত সাংঘাতিক কাজ করতে পারে না। যতই তার ব্রেনের গোলমাল থাকুক না কেন। ভ্যালের বিশ্বাস হল এই যে ক্রিস যখন রাস্তায় ঘুরছিল তখন হয়ত সে খুনটার কথা শুনেছে। আর সেই থেকেই তার মাথায় একথাটা ঢুকে গেছে যে মেয়েটাকে সে নিজে মেরেছে। কিন্তু ভ্যাল্ নিশ্চিত ক্রিস এ কাজ করেনি, যেভাবে মেয়েটাকে ছুরি মারা হয়েছে, সেভাবে ক্রিসের পক্ষে কাউকে ছুরি মারা সম্ভব নয়।

ভ্যাল্ সেই রক্তমাখা জ্যাকেটটার কথা ভাবতে লাগল, সেটা কি সত্যিই রক্তের দাগ ছিল না অন্য কিছু, সেই শয়তান লোকটা চালাকি করে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিতে চাইছে কিনা সেকথা ভ্যাল্ বুঝে উঠতে পারছিল না। তাছাড়া ভ্যাল্ কি করেই বা জানবে জ্যাকেটের গায়ের রক্তটা আদৌ কোন স্ত্রীলোকের রক্ত কিনা। সে দিশেহারা হয়ে পড়ল, কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। পুলিশের কাছে যাওয়ার মত সাহসও সে পাচ্ছে না। ভ্যাল্ নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল।

ভ্যাল্ তার বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। সে একবার ভাবতে লাগল ক্রিস যখন এ কাজ করেনি তাহলে সে অতি অবশ্যই টেরেলের কাছে গিয়ে হেয়ারের ব্যাপারটা খুলে বলবে। তারপর

তিনি যা করার করবেন। কিন্তু তবু ভ্যালের মনে একটা অস্বস্তি খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। সে ভাবল যদি পাগলামির মুহূর্তে ক্রিস মেয়েটাকে খুন করে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার কখনই উচিৎ হবে না পুলিশকে কিছু জানান। কারণ তাহলে ক্রিস পুলিশের কাছে ধরা পড়তে পারে আর তাকে দিয়েই পুলিশ প্রমাণ করে ফেলতে পারে যে ক্রিস এ কাজ করেছে। এর ফলে হয়ত ক্রিসকে সারা জীবনের মত কোন বেয়ারা অ্যাসাইলামে তারা পাঠিয়ে দেবে।

এই বিবেকের টানাপোড়েনে ভ্যাল্ অস্থির হয়ে উঠল। তবু সে নিশ্চিত তার স্বামী এ কাজ করে নি। তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে এল। সে ভাবল কেউ হয়ত তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য এভাবে জাল বিছিয়েছে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা সে কিভাবে প্রমাণ করবে। যন্ত্রণায় ভ্যাল তার হাত দুটো ঠুকতে লাগল। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হল এই ভেবে যে তাকে কিছু একটা অবশ্যই করতে হবে।

চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বিছানা থেকে উঠে ভ্যাল্ অস্থির ভাবে সারা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। সে নামেই চার্লস ট্রেভার্সের মেয়ে নয়। সে তার বাবার মত দৃঢ় এবং লড়াকু। ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে সে শান্ত হয়ে উঠল। সে ভাবল ক্রিসকে বাঁচাতে গেলে ব্যাপারটা তাকে একাই সামলাতে হবে। সে ঠিক করল পরদিন হেয়ারকে টাকা দিয়ে দেবে। তাহলে দু সপ্তাহের মত হেয়ারের মুখ বন্ধ রাখা যাবে। আর এই সময়ের মধ্যেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে স্মৃতি লুপ্ত হওয়ার সময়টুকুতে ক্রিস কি করছিল। ভ্যাল্ একটা কথা ভাবল যাকে দেখলে ক্রিসের হাতির কথা মনে পড়ে সেই মেয়েটার সাথে যদি সে দেখা করতে পারে তাহলে ওই মেয়েটাই হয়ত প্রমাণ করতে পারবে স্যু পারনেলের মৃত্যুর সময় ক্রিস পার্ক মোটেলের কাছে কোথাও ছিল কিনা। এটা যদি সে করতে পারে তাহলে ক্রিস নিরাপদ হবে। কিন্তু ভ্যাল্ ভাবতে লাগল মেয়েটার দেখা সে কি করে পাবে।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে তার মন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয়ে উঠল আর এদিকে আকাশের চাঁদ মলিন হয়ে সূর্য ওঠার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

মেরি শেরেক...

ভ্যাল্ যখন ফ্লোরিডা ব্যাঙ্কে ঢুকলো, ম্যাক্স জ্যাকব তখন বাইরে একটা গাড়িতে বসে তার ওপর নজর রাখছিল। ঘড়িতে দশটা বেজে দশ। ম্যাক্স ন'টা থেকে গাড়িতে বসে আছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়ে দশটা নাগাদ ভ্যাল্ একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর সে রাস্তার এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ভ্যাল্ সেটাতে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সি খানিকটা এগিয়ে যেতেই ম্যাক্স তার গাড়ি নিয়ে সেটার পিছু নিল। মিনিট পাঁচেক পরে, ট্যাক্সিটা একটা পুরনো বাড়ির সামনে এসে পৌঁছতে ভ্যাল্ নেমে পড়ল। ড্রাইভারকে টাকা মিটিয়ে সে বাড়িটায় ঢুকে পড়ল। ম্যাক্স তার গাড়িটাকে খুব তাড়াতাড়ি সেখানে দাঁড় করালো। ম্যাক্স বাড়িটার ভিতর ঢুকতে ঢুকতে ভ্যাল্ লিফ্‌টে উঠে পড়েছে। লিফ্‌ট ধীরে ধীরে উপরে উঠছে, ম্যাক্স সেদিকে লক্ষ্য রেখে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। লিফ্‌টটা চারতলায় এসে থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে ম্যাক্স চারতলায় এসে দেখলো করিডরটা খালি। সে বুঝলো ভ্যাল্ সেখানকারই কোন একটা অফিসে ঢুকেছে। সিঁড়ির রেলিঙে হেলান দিয়ে ম্যাক্স অপেক্ষা করতে লাগল।

ভ্যাল্ হেয়ারের ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সীর অফিসে ঢুকে দেখল টাইপ রাইটারে বসে একটা মেয়ে টাইপ করছে। ভ্যাল্ তার কাছে গিয়ে জানাল সে মিস্টার হেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। লুসিল তাকে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল। লুসিল তাকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে হেয়ারের ঘরে ঢুকে গেল। হেয়ার চেয়ারে বসে ছিল আর স্যাম কার্স জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনকেই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। লুসিল তাদের ভ্যাল্ আসার খবরটা জানাল। কথাটা শুনে কার্স ঘুরে দাঁড়িয়ে হেয়ারের কাছে জানতে চাইল সে কি সত্যি সত্যি টাকা নিচ্ছে মেয়েটার কাছ থেকে। সে বলল একবার টাকা নিলে তারা আর ফিরতে পারবে না।

হেয়ার লুসিলকে বলল ভ্যালকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসতে। আর কার্সকে সেখান থেকে

সরে যেতে বলল। কার্স ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, লুসিল তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল সে কি করছে সে জানে কিনা। এই ব্যাপারটা যে লুসিলের একেবারেই অপছন্দ সে কথা সে তার বাবাকে জানিয়ে দিল। হেয়ার হেসে লুসিলকে আবার বলল মিসেস বার্নেটকে ঘরে নিয়ে আসতে।

কার্স বেরিয়ে এসে একটু দাঁড়াল, তারপর অফিসের বাইরের ঘরে ঢুকে গেল। কার্সকে বাইরে আসতে দেখে ম্যাক্স নিজেকে থামের আড়ালে সরিয়ে নিল। এদিকে ভ্যাল্‌ও হেয়ারের ঘরে ঢুকল। ম্যাক্স অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। পনের মিনিট পরে ভ্যাল্‌ হেয়ারের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে লিফ্‌টে উঠল। ম্যাক্স লক্ষ্য করল ভ্যালের হাতের প্যাকেটটা নেই। ভ্যাল্‌ নিচে নেমে যাওয়া পর্যন্ত ম্যাক্স আড়ালেই থাকল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নীচে নেমে দেখল ভ্যাল্‌ ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে। ম্যাক্স একটু অপেক্ষা করে কাছের একটা টেলিফোন বুথে ঢুকলো। সে টেরেলকে ফোনে জানাল যে মিসেস বার্নেট টাকাটা নিয়ে হোমার হেয়ারের অফিসে গেছিলেন, বেরিয়ে আসার সময় তার হাতে টাকার প্যাকেটটা ছিল না। এইমাত্র সে চলে গেল।

টেরেল খবরটায় চমকে উঠলেন। তিনি নিশ্চিত হতে চাইলেন যে টাকাটা মিসেস বার্নেট কি সত্যি সত্যি হেয়ারকে দিয়েছে। ম্যাক্স জানাল সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এবার টেরেল ম্যাক্সকে তার কাজের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে অফিসটার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন আর হেয়ার বা কার্স বা লুসিল এই তিনজনের মধ্যে কাউকে টাকার প্যাকেট নিয়ে বেরোতে দেখা গেলে সে যেন অতি অবশ্যই তাদের আটকায়। টেরেল ম্যাক্সকে বললেন সে যেন তাদের ধরলে বলে টেরেল তাদের সাথে কথা বলতে চান। তিনি তাকে সতর্ক করলেন টাকা নিয়ে যেন তারা বেরিয়ে যেতে না পারে। ম্যাক্স ঠিক আছে বলে ফোন রেখে দিল।

কার্স আর লুসিল হেয়ারের ঘরে এসে দেখল হেয়ার টাকার প্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলে হাসছে, ডলারের নোটগুলো দেখে কার্সও উল্লসিত হল। সে হেয়ারকে বাহবা দিল। হেয়ার নোটের তাডাব মধ্যে হাত দিয়ে কয়েকটা তুলে টেবিলে ছড়িয়ে দিল। সে বলতে লাগল তারা এখন বড়লোক আর দু সপ্তাহের মধ্যে তারা পাঁচ লাখ ডলারের মালিক হয়ে যাবে, লুসিল তাকে হ্যাংলামো করতে বারণ করে জিজ্ঞাসা করল টাকাগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে কি করা হবে। হেয়ার তীক্ষ্ণ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সে নার্ভাস হচ্ছে কিনা। লুসিল বলল নার্ভাস না হয়ে সে কোন উপায় দেখছে না কারণ যদি পুলিশ আসে তাহলে হেয়ার টাকাটা সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ দেবে।

হেয়ার কার্সের দিকে তাকিয়ে একটা কুটিল হাসি হাসল। তারপর সে একটা পুরনো ব্রিফকেস বের করে টাকাটা তার মধ্যে ভর্তি করে ব্রিফকেসটা কার্সের দিকে ঠেলে দিল। হেয়ার কার্সকে মিয়ামি সেফ ডিপোজিটে একটা লকার ভাড়া করে বেনামে টাকাটা সেখানে রাখতে বলল। কার্স সরে দাঁড়াল। সে বলল তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয় কারণ পুলিশ তাকে ধরে ফেললে সে কি করবে। হেয়ারের স্বর কঠিন শোনাল। সে কার্সকে বলল যদি সে তার ভাগ চায় তাহলে কাজটা তাকে করতেই হবে।

কার্স ব্রিফকেসটা দেখল। তারপর তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখল সে তার দিকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে। লুসিলের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে ব্রিফকেসটা হাতে তুলে নিল। বেরোবার সময় বলে গেল পুলিশ তাকে ধরলে সে সব খবর ফাঁস করে দেবে। হেয়ার তাকে বললো এরকম করলে কার্স নিজেই এর মজাটা টের পাবে।

কার্স হঠাৎ হেসে বলল পাঁচ লাখের তিনভাগের এক ভাগ পাওয়ার জন্য সে তার স্ত্রীর গলাও কেটে ফেলতে পারে আর সে তুলনায় এই কাজটা নেহাৎই সামান্য। লুসিল স্থির গলায় বলল সে জানে যে কার্স অনায়াসেই তার কোন ক্ষতি করতে পারে। কার্স হেসে বলল সে তো একটা কথার কথা বলছিল। তারপর চোখের উপর টুপি নামিয়ে সে ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে গেল।

ম্যাক্স দেখলো কার্স লিফ্‌ট থেকে বেরোচ্ছে। কার্সের হাতে ব্রিফকেস দেখে সে কার্সের পিছু নিল। কার্স গাড়িতে উঠে চাবিটা বের করল। কিন্তু চাবি লাগাবার আগেই ম্যাক্স পাশের দরজা ঠেলে গাড়িতে উঠে বসল। কার্স তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ম্যাক্স তাকে হেডকোয়ার্টারে যেতে বলল। কারণ হিসাবে সে বলল টেরেল কার্সের সাথে কথা বলতে চান। কার্স ব্রিফকেসটার

থেকে বেরিয়ে আসছে হতবুদ্ধি হয়ে, কিন্তু তার মুখে সুখের আলো জ্বলজ্বল করছে।

ভ্যাল্ ড্রাইভারকে হোটেলে যেতে বলল। গাড়িতে বসে বসে সে ভাল করে প্রেসকার্ডটা দেখতে লাগল। সে ঠিক করল তার যে পাসপোর্ট ফটোটা আছে সেটা মেরির ফটোটা তুলে সেই জায়গায় লাগিয়ে নেবে। এই অধিকারটুকুর সাহায্যে স্যু পারনেলের খুন সম্বন্ধে জানতে পারার কিছু সুযোগ তার এসেছে।

হোমার হেয়ার, টেরেলের ফোন পেয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টাসের অফিসে এসে ঢুকলো। তার চেহারায় বদলা নেবার ভঙ্গী স্পষ্ট। সে টেরেল আর বেগ্‌লারের কড়া চোখের দিকে আরো কড়া করে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল তার জামাই কোথায়। টেরেলের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হেয়ার বলতে লাগল কার্সের গায়ে হাত তোলা হয়ে থাকলে সে উকিলের কাছে যাবে।

টেরেল তার কথা অগ্রাহ্য করে জানতে চাইলেন সে এত টাকা কোথা থেকে পেয়েছে। হেয়ার বলল সে যতক্ষণ তার প্রশ্নের উত্তর পাবে না ততক্ষণ সে কোন কথারও উত্তব দেবে না। সে কার্সকে সেই মুহূর্তেই দেখতে চাইল। টেরেল বেগ্‌লারকে ইঙ্গিত করতে সে বেরিয়ে গেল।

টেরেল বলতে লাগলেন যে তিনি মনে করেন না হেয়ার এতটা বোকা। সে ত্রিশ বছর ধরে তার কারবার চালাচ্ছে, পুরোটা সংভাবে না হলেও সে মোটামুটি একটা সীমাব মধ্যে ছিল। টেরেল বললেন ব্ল্যাকমেল করা অত সহজ নয়, তিনি আশা করেন এই লোভটা দমন করার মত বুদ্ধি হেয়ারের আছে। হেয়ার জ্বলন্ত চোখে বলল টেরেলের কথা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ব্ল্যাকমেল করার মত কাজ সে করে নি।

দরজা খুলে বেগ্‌লার কার্সকে ঠেলে ঘরে আনলো। কার্সের সারা শরীবে ঘাম, সে থরথর করে কাঁপছে, তার চোখে কালশিটের দাগ। টেরেল যেন অবাক হয়েছেন এভাবে প্রশ্ন করলেন কার্সের এরকম কি করে হল। বেগ্‌লার খুব দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে জানাল কার্সের হাঁটাচলা ঠিক নয় তাই সিঁড়ি থেকে সে পড়ে গেছে আর তার ফলস্বরূপ তার এই অবস্থা হয়েছে।

কার্স দূরে সরে গেল। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সে গোঙাতে লাগল। টেরেল বললেন কার্সেব এখন বিশ্রাম দরকার, তাই তার বসার ব্যবস্থা করা উচিৎ। বেগ্‌লার একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে কার্স ধপ্ করে সেটাতে বসে পড়ল। হেয়ার কার্সকে জিজ্ঞাসা করল সে ঠিক আছে কিনা। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কার্স উল্টে প্রশ্ন করল তাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?

এদিকে টেবেল আবার ধমকে হেয়ারকে টাকাটার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হেয়ার চেয়ারে আরাম করে বসে জানাল টাকাটা হল একটা কনসাল্টিং এর টাকা। একজন নামকরা মক্কেল তাকে দিয়েছে। টেরেল বললেন তিনি হেয়ারের মক্কেলের নাম জানতে পেরেছেন কিন্তু কুড়ি হাজার ডলার কি কি হিসাবে তাকে দেওয়া হয়েছে সেই কথাটা তিনি জানতে চাইলেন।

টেরেল হেয়ারকে সাবধান করে বললেন এবার সে ফসকে গেলেও বেশীদিন সে এভাবে থাকতে পারবে না। পুলিশের হাতে তাকে ধরা পড়তেই হবে, হেয়ার চোখ নাচিয়ে টেরেলকে চেষ্টা করতে বলল। সে দাবী করল টেরেলের পক্ষে তার বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয় কারণ সে খুবই সৎ। টেরেল তাকে বললেন নোটগুলোর নম্বর তার কাছে আছে, এর থেকে একটাও খরচ করলে সে মুশকিলে পড়বে। হেয়ার কথাটা তার মক্কেলকে বলতে বলে কার্সকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

টেরেল আর বেগ্‌লার পরস্পরের দিকে তাকালেন। টেরেল বললেন তিনি ভেবেছিলেন হেয়ার তার জেরার মুখে ভেঙে পড়বে, কিন্তু কিছুই হল না। বেগ্‌লার বলল হেযার ভেঙে পড়বে এত সহজে সেটা হবার নয়।

টেরেল টেলিফোন তুলে স্প্যানিশ বে হোটেল চাইলেন। তিনি মিসেস বার্নেটের সঙ্গে কথা বলতে চান সেকথা জানালেন। কয়েক মিনিট পরে অপারেটর জানাল মিসেস বার্নেট বাইরে গেছে। রিসিভার রেখে টেরেল কাঁধ ঝাঁকালেন। তিনি বেগ্‌লারকে বললেন এই দায়িত্বটা যেন সে নেয়। মিসেস বার্নেট হোটেলে ফিরলে তিনি কথা বলতে চান। কিন্তু এ ব্যাপারে হিসেব করে এগোতে হবে।

বেগ্‌লার বলল হেয়ার মিসেস বার্নেটের মত মহিলাকে কি করতে পারে, সে কি এমন করেছিল যার জন্য হেয়ার তাব কাছে টাকা চাইতে পারল। টেরেল বললেন সেটাই বের কবতে হবে. হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেবেল ফোনে একটা উত্তেজিত স্বর শুনতে লাগলেন। তাব মুখ ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যেতে লাগল। তিনি কোন কিছুতেই হাত দিতে বারণ করলেন এবং তক্ষুণি যাচ্ছেন জানালেন।

ফোন রেখে দিযে তিনি বেগ্‌লারকে বললেন স্পাইক ক্যালডারকে তার ক্লাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বেগ্‌লার অস্থিরভাবে বলল শহরে একেব পর এক এসব কি হচ্ছে। টেরেল বললেন খুনটা মো লিঙ্কন করে থাকতে পারে। কারণ মোর সাথে ক্যালডারের জানাশোনা ছিল। ক্যালডারকে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে। টেরেল বললেন তার মনে হয় জ্যাকো এবং মো হয়ত ক্যালডারের ক্লাবে লুকিয়েছিল।

বেগ্‌লাব অফিস থেকে বেরিযে ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করল।

জোয়ান পারনেল চেয়াবে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। তার হাতে এক গ্লাস জিন, তার কোলে একটা কালো বিড়াল। ভ্যাল্ তার সামনের চেয়ারে হাতে একটা নোটবই আর ফাউন্টেন পেন নিয়ে বসে আছে।

ভ্যাল্ খুব চিন্তা করে একটা অতিসাধাবণ পোশাক পরেছে। পায়ে একটা মোজা নেই, নখের রং তোলা। একটু ভেবেচিন্তে চুলটা ও এলোমেলো করে নিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ঠিক মিয়ামি সান-এর কোন রিপোর্টাবের মত দেখাচ্ছে না।

ভ্যাল্ অবশ্য দেখে আশ্বস্ত হল যে জোয়ান এত বেশী মদ খেয়েছে যে কোনরকম না সাজলেও চলত। জোয়ান দেখতে সুন্দর, মুখটা ফর্সা, চোখ দুটো চেষ্টা কবে খুলে রাখতে চাইছে তাব হাতেব গ্লাসটা স্থিব হয়ে থাকছে না, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ভ্যাল্‌কে বিচলিত করল।

জোয়ান বলল মিয়ামি সান একটা বাজে কাগজ। সেই কাগজের তরফ থেকে ভ্যাল্ কি জানতে চায় জোয়ান জিজ্ঞাসা করল। ভ্যাল্ আস্তে আস্তে বলতে লাগল সে স্যু পারনেলের ব্যাপারে কথা বলতে চায়। মিয়ামি সানের সম্পাদক মনে করেন, পুলিশের কাছ থেকে জোয়ান যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছে না। তিনি এই বিষয়ে আগ্রহী। তাই তার বক্তব্য জোয়ান যদি কিছু বলে সে সম্বন্ধে কাগজে বেশী করে লেখা হবে আর পুলিশকে আরো কাজে লাগান যাবে।

জোয়ান বলল মিয়ামি সান এর মত বাজে কাগজের সাহায্য তার লাগবে না। তবু সে কিছু বলবে কারণ সে এ ব্যাপাবে নিশ্চিত তার বোন যেহেতু বেশ্যা ছিল, তাই পুলিশ কিছুই করবে না। জোয়ান জানাল সে শহরের সবচেযে ভাল ডিটেকটিভ এজেন্সীকে মোটা টাকা দিয়েছে, তার বোনের খুনীকে খুঁজে বের করার জন্য। সে ভ্যাল্‌কে বলল খবরটা সম্পাদককে জানাতে।

ভ্যাল্ জানতে চাইল সেই এজেন্সীর নাম হেয়ার ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সী কিনা। জোয়ান বলল সে ঠিকই বলেছে। ওরা যখন খুনীকে বের করবে তখন টেরেল এতটুকু হয়ে যাবে।

ভ্যাল্ নোট বইতে কিছু লেখবার ভান করলো। সে জিজ্ঞাসা করল স্যু পারনেলকে কে খুন করতে পারে এ বিষয়ে জোয়ানের কাউকে সন্দেহ হয় কিনা। অবশ্য এ ব্যাপারটা গোপনীয় থাকবে। জোয়ান বেড়ালটাকে কোল থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল লী হার্ডি বলে একটা লোকের সঙ্গে তার বোনের সম্পর্ক ছিল। সে তার বোনকে ছেড়ে দিয়ে এখন জিনা ল্যাঙ্গ নামে একটা মেয়ের সাথে আছে। জোয়ান বলল সে এ ব্যাপারে বাজী লড়তে পারে যে তার বোনের সাথে হার্ডির কোন ঝামেলা হয়েছিল আর তাই হার্ডি ওকে খুন করেছে। ভ্যাল্‌কে সে হার্ডির সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে বলল এবং আরও বলল সে যেন গিয়ে বলে সে জোয়ানের কাছ থেকে গেছে। তারপর ভ্যাল্‌কে বিদায় জানাল।

নামটা লিখে নিতে নিতে ভ্যাল হার্ডির ঠিকানা জানতে চাইল। জোয়ান অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ফোন গাইডে ঠিকানা পাওয়া যাবে। সে আবার মিয়ামি সানের সম্পাদককে বলতে বলল ঐ কাজে কাগজের সাহায্য ছাড়াই সে তার বোনের খুনীকে খুঁজে বের করতে পারবে।

ভ্যাল্ একটা ট্যাক্সিতে উঠে কাছাকাছি কোন ড্রাগ স্টোরে যেতে বলল। লী হার্ডি তখন অফিসে

বসে টাকা গুনছে। জ্যাকো আর মোব পালাবাব জন্য ও এই টাকাটা জোগাড় করেছে। পাঁচ হাজার ডলাব পেতে তার খুবই অসুবিধে হয়েছিল। ব্যাঙ্কে ওভার ড্রাফট্ নেওয়া হয়ে গেছে বলে ম্যানেজাব আর দিতে বাজী হয়নি। তাই কয়েকজন জুয়াড়ী বন্ধুব কাছ থেকে টাকাটা আগাম হিসেবে সে নিয়েছে।

টাকাটা একটা ব্রীফকেসে ভরে সে অফিস থেকে বেরোল। দুপুরের পর হার্ডি বাড়ি পৌঁছল। জিনাকে ঐ দুজনের কাছে রেখে গিয়ে তাব খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। টাকা দিয়েও তাদের বিশ্বাস করা যায় না তাই এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ অটোমেটিক ধার করে পকেটে নিয়ে এসেছে সে। এটা কাছে থাকাতে সে অনেকটা জোর পাচ্ছে।

জ্যাকো আর মো যদি শহর ছেড়ে যেতে পারে, তাহলে ওরা এই ঝঞ্ঝাট এড়াতে পারবে। কিন্তু পুরোপুরি বিপন্মুক্ত হওয়া অত সহজ নয়। পুলিশ সতর্ক হলে আর জ্যাকোব যা চেহারা তাতে সে সহজেই ধরা পড়ে যাবে।

হার্ডি বুঝল সে ঘোর বিপদে পড়েছে। পুলিশ যদি ওদের দুজনকে ধরে ফেলে তাহলে তারা সব বলে দেবে, আর তাহলে সে নিজে জড়িয়ে যাবে। তাই এই ঝামেলা থেকে নিস্তার পেতে গেলে জ্যাকো আর মোকে চুপ করিয়ে দিতে হবে। লিফটে উঠতে উঠতে হার্ডি ঠিক করল যে মুহূর্তে জ্যাকো আর মো বেরিয়ে যাবে, সে পুলিশকে খবর দেবে। কাজটা জিনাকে দিয়ে করাবে। সে ভাবল রাস্তায় বেরোবার আগেই দুজনকে খুন করে ফেলবে। তারপর জ্যাকোর বন্দুকটা দিয়ে তার সদর দরজায় দু তিনটে গুলি চালিয়ে রাখবে। তাতে পুলিশকে সে বলতে পারবে জ্যাকো আর মোই এখানে গুলি চালিয়েছিল। টেবেল অন্য কিছুই ভাবতে পারবে না। জিনাই পুলিশকে ডেকে পাঠাবে বলে ওরা সহজেই ঝামেলা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে।

লিফ্ট থেকে নেমে হার্ডি দেখল তার ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে একজন লম্বা, হালকা চেহারার মেয়ে ঢুকছে, দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে জিনা।

হার্ডি করিডর দিয়ে হেঁটে চলে এল। আসতে আসতে সে শুনলো মেয়েটা তার নাম বলছে মেরি শেরেক। সে মিয়ামি সানের রিপোর্টার, হার্ডির সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জিনা গম্ভীর মুখে হার্ডিকে দেখিয়ে দিল। মেয়েটি দরজার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে হার্ডিকে দেখল। হার্ডিও মেয়েটিকে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তার চোখ দুটো দেখে অস্বস্তি হল, মনে হল চোখ দুটো কি যেন খুঁজছে।

হার্ডি নরম গলায় বলল, মিয়ামি সান কাগজটা সে রোজ পড়ে। সে মেরি নামধারী ভ্যাল্‌কে ঘরে আসতে অনুরোধ জানাল এবং তারা কি চায় জানতে চাইল। ভিতরে গিয়ে জিনার দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো হার্ডি। জিনা মাথা নেড়ে বোঝাল যে, জ্যাকো আর মো, হার্ডির শোবার ঘরেই আছে। এও দেখাল যে দরজাটা একটু ফাঁক করা আছে।

ভ্যাল্ চারদিকে তাকাল। আবহাওয়াটা খুব থমথমে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। সে লক্ষ্য করল হার্ডি আর জিনা দুজনেই যেন কেমন হয়ে রয়েছে। হার্ডি একটা চেয়ার দেখিয়ে ভ্যাল্‌কে বসতে বলে তার বক্তব্য জানতে চাইল। সে আবার তার নাম জানতে চাইল। ভ্যাল্ বসতে বসতে বলল তার নাম মেরি শেরেক। নোটবইটা চেপে ধরে বুকের ধুকধুকুনি চাপতে চেষ্টা করতে থাকল সে।

হার্ডি বলল সে খুব ব্যস্ত, কি ব্যাপারে ভ্যাল্ তার সাথে কথা বলতে চায় জানতে চাইল। হার্ডি পাঁচ হাজার ডলার ভর্তি ব্রীফকেসটা সোফাতে রেখে ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করল সে কিছু খাবে কি না। ভ্যাল্ ধন্যবাদ জানিয়ে না বলল।

হার্ডি জিনাকে বলল তার খুব তেষ্টা পেয়েছে তাই সে যেন তার খাওয়ার জন্য কিছু দেয়। তারপর ভ্যালের দিকে তাকিয়ে তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করল।

ভ্যাল্ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে কী করবে। সে বুঝতে পারছিল ফ্ল্যাটটার মধ্যে এমন কিছু ঘটছে যা এরা দুজন তাকে জানতে দিতে চায় না। জিনা যে ইশারা করে হার্ডিকে কিছু বোঝাচ্ছিল সেটা ভ্যাল্ দেখতে পেয়েছিল। ভ্যাল্ অনেক কষ্টে কথা বলা শুরু করল সে বলল স্যা পারনেলের খুনটা নিয়ে সে লিখছে। সে জানাল যে সে খবর পেয়েছে হার্ডি স্যুর বন্ধু ছিল।

এ ব্যাপারে যদি সে কিছু বলে মানে স্যাকে কে খুন করতে পারে সে বিষয়ে হার্ডির যদি কোন ধারণা থাকে । এই পর্যন্ত বলে ভ্যাল্ থেমে গেল।

হার্ডি বসল। তার মুখটা গ্রানাইটের মত কঠিন আর চোখ দুটো বীভৎস হয়ে উঠল। সে বলল স্যার সম্বন্ধে সে কিছুই বলবে না। আর কে তাকে মেরেছে বা কেন তাকে মারা হয়েছে সেই বিষয়ে সে কিছু জানে না।

জিনা এগিয়ে এসে হার্ডির বরফ দেওয়া হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে ঘৃণাভরে বলে উঠল স্যা একটা বেশ্যা ছিল। জিনা কি বলছে ভ্যাল প্রায় কিছুই শুনছিল না, সে মনোযোগের সাথে জিনার কব্জিতে বাঁধা সোনার ব্রেসলেটটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ব্রেসলেটটা থেকে পাঁচটা ক্ষুদে ক্ষুদে সোনার হাতীর একটা মালা দুলছে। ভ্যালের শিরদাঁড়াটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

ক্লান্ত টেরেল ঃ—

জ্যাকো আর মোকে খোঁজার জন্য পুলিশ শহরের সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে। যত অফিসারকে এ ব্যাপারে কাজে লাগান যায় টেরেল সবাইকে লাগিয়েছেন। দিনের শেষে গাড়িগুলো রাস্তার মোড়ে আটকে দেবার জন্য পাহারা বসল।

টম লেপস্কি আর বিল উইলিয়ামসকে বলা হল লী হার্ডির ফ্ল্যাটে যেতে। তবে বেগ্‌লার বলেছিল ঐ দুজনকে হার্ডির ফ্ল্যাটে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে মেয়েটা ফ্ল্যাটে থাকে তাকে কড়া করে ধমক দিতে বলল, সে হয়ত কিছু জানলেও জানতে পারে। হার্ডির দেখা পেলে তাকেও চাপ দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করতে হবে। জ্যাকো আর মোর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য হার্ডি তাদের টাকা পয়সা দিয়ে থাকতে পারে বলে তার ধারণা। হার্ডির ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখতে বলল দু'একদিনের মধ্যে কোন টাকা সে তুলেছে কিনা।

গাড়িতে উঠতে উঠতে লেপস্কি উইলিয়ামসকে আগে ব্যাঙ্কের দিকে যেতে বলল। কারণ সেখান থেকে হার্ডির গলা চেপে ধরার মত কিছু খবর পাওয়া যাবে বলে সে আশা করছে।

উইলিয়ামসের বয়স কম। বেশীরভাগ সময়টাই সে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিপার্টমেন্টে কাটিয়েছে। সেই কাজ ছেড়ে লেপস্কির মত পাগলাটে লোকের সঙ্গে কাজে বেরোতে হওয়ায় সে খুবই বিরক্ত হয়েছে। তার ধারণা লেপস্কি তাকে নিশ্চিত বিপদের মধ্যে নিয়ে যাবে। জ্যাকো আর মোর মত দুটো সাংঘাতিক লোকের মুখোমুখি হতে হবে বলে সে বেশ ভয় পেয়ে গেছে। লেপস্কির এ ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা আছে বলে ব্যাপারটা তার পক্ষে ভালই আছে। সে অবিবাহিত, আর তার স্বভাবটা ভীষণ বেপরোয়া। উইলিয়ামস এতদিন পর্যন্ত মারদাঙ্গাকে এড়িয়ে চলেছে। এছাড়া তার স্ত্রী তৃতীয়বারের জন্য সন্তানসম্ভবা হয়েছে। তাই সে যদি মরে যায় তাহলে তার স্ত্রীর কি হবে সে চিন্তায় উইলিয়ামস ব্যাকুল হয়ে উঠল।

লেপস্কি রোগা কিন্তু তার মজবুত চেহারা, রোদেপোড়া মুখ। চোখ দুটো সতর্ক। সে ভিড়ের ভেতর নিপুণভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে উইলিয়ামসকে লক্ষ্য করল এবং তার কি হয়েছে জানতে চাইল। উইলিয়ামস অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল। সে সংক্ষেপে বলল তার কিছুই হয়নি। সে যে ভয়ে আধমরা হয়ে পড়েছে সেই কথাটা সে স্বীকার করতে পারল না কারণ তাহলে কথাটা টেরেলের কাছে চলে যেতে পারে।

লেপস্কি গাড়িটাকে কমার্শিয়াল অ্যান্ড সাউথ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের দিকে চালাতে লাগল। একটা ড্রাইভার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। লেপস্কি গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বের করে গালাগাল দিয়ে উঠল। ঐ ড্রাইভারটাও চেঁচাতে যাচ্ছিল, কিন্তু গাড়ির গায়ে সাদা কালো স্ট্রাইপ আর 'পুলিশ' কথাটা লেখা দেখে চেঁচানিটা গিলে ফেললো।

লেপস্কি আবার উইলিয়ামসের দিকে তাকিয়ে তাকে আরাম করে বসতে বলল। সে জানাল ক্যানসারের বদলে সে পেটে গুলি খেয়ে মরাই বেশী পছন্দ করবে। উইলিয়ামস ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। ঘাম-ভেজা হাতটা বাড়িয়ে সে কোটের ভেতর পয়েন্ট থ্রি এইটের বাঁটটা চেপে ধরল, কিন্তু তবু কোন স্বস্তি পেল না।

গাড়ি ব্যাঙ্কের সামনে পৌঁছল দুজনে গাড়ি থেকে নেমে ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকলো। একটু পরেই

তাদের ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

নাম ওয়েনার। তার টাকমাথা। মিয়ামিতে পয়েন্ট টু টু রাইফেল চালানোয় ওস্তাদের একজন তিনি। রাইফেল ক্লাবে লেপস্কির মত কয়েকজনই তার জুড়ি হতে পারে। ভদ্রলোক করমর্দন করতে করতে হাসলেন। তিনি লেপস্কিকে বললেন রাত্রে ক্লাবে যাওয়ার কথা আছে তার। একজন বন্ধু দেখা করতে আসবে যে কিনা তার মতই গুলি চালাতে পারে। লেপস্কিকেও আমন্ত্রণ জানালেন তিনি।

লেপস্কি দুঃখিত ভাবে জানাল সে যেতে পারবে না। সে বলল তার ওপর একটা খুনের তদন্তের দায়িত্ব পড়েছে তাই তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। ম্যানেজার কোন খুনের তদন্ত জানতে চাইলেন।

লেপস্কি এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইল। সে বলল ব্যাঙ্কের গোপনীয়তা না রাখতে সে ওয়েনারকে বাধ্য করবে না, কিন্তু এই ব্যাপারটা জানা খুবই জরুরী যে দু একদিনের মধ্যে লী হার্ডি কোন টাকা তুলেছে কিনা।

ওয়েনার বললেন এই প্রশ্নটা লেপস্কির করা উচিৎ নয়। লেপস্কি বলল সে এটা জানতে চাইছে তার যথেষ্ট কারণ আছে। তার ধারণা হার্ডি, জ্যাকো আর মোকে পালাবার জন্য টাকা দিয়ে থাকতে পারে। কারণ এই বদমাশ দুটো হার্ডিরই লোক, এই পর্যন্ত তারা তিনজন সাধারণ লোককে খুন করেছে। তাড়াতাড়ি যদি এদের ধরা না যায় তাহলে এবার তারা বিশেষ কাড়কে খুন করতে পারে।

ওয়েনার কথাটা শুনে থমকে গেলেন। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বললেন যে তার পক্ষে শুধু এটুকুই বলা সম্ভব যে সেদিন একটা লোক পাঁচ হাজার ডলার চেয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কে তার কোন টাকা ছিল না। তাই তিনি তাকে টাকা ধার দেননি। লোকটা দশটা নাগাদ এসেছিল বলে জানালেন।

লেপস্কি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল রাত্রে সে ক্লাবে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

গাড়িতে বসে লেপস্কি হার্ডির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা বলল, উইলিয়ামস নিরাশ হবে জেনেও বলল টেরেলের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে ভাল হত, হয়ত তিনিই হার্ডির সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। লেপস্কি গাড়ি স্টার্ট করতে করতে বলল তারাই হার্ডির সাথে দেখা করতে যাবে। গাড়ি চালাতে চালাতে সে উইলিয়ামসকে জিজ্ঞাসা করল সে কিরকম বন্দুক চালাতে পারে।

উইলিয়ামসের মুখে ঘাম দেখা দিল। সে আমতা আমতা করে বলল খুব একটা ভাল বন্দুক চালাতে সে পারে না কারণ অনেকদিন সে চালায়নি। সে বলল লোক দুটোর সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে সে চিন্তিত। লেপস্কি তাকে অভয় দিয়ে বলল চিন্তা করার কোন কারণ নেই, হয় ওরা এক কথায় তাদের সঙ্গে আসতে রাজী হবে নয়ত মরবে। লেপস্কি উইলিয়ামসকে বলল সে ভাল গুলি চালাতে না পারলেও নিঃসন্দেহে তা জ্যাকোর মত মোটা লোকের গায়ে লাগবেই। সে বলল ঠিক পেটে মারলে জ্যাকো নিশ্চয়ই মরবে।

উইলিয়ামস বলল এরা দুজনেই খুব ভাল বন্দুক চালায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে করুণভাবে বলল তার বউয়ের বাচ্চা হবে। লেপস্কি গাড়িটা দাঁড় করাতে করাতে বলল যতক্ষণ না বাচ্চা হচ্ছে ততক্ষণ তো চিন্তার কারণ নেই। দুজনে গাড়ি থেকে বেরিয়ে হার্ডির সঙ্গে দেখা করার জন্য এগোতে লাগল। হার্ডির ফ্ল্যাটের কাছাকাছি আসতেই লেপস্কি একজন টহলদার অফিসারকে দেখতে পেল। সে তাকে ডাকামাত্রই অফিসারটি দৌড়ে এল।

অফিসারটির নাম জেমি। লেপস্কি তাকে বলল সে হার্ডির কাছে যাচ্ছে, হয়ত কোন গোলমাল হবে না, কিন্তু যদি কিছু হয়, যদি গুলির আওয়াজ শুনতে পায় তাহলে সে যেন লোক নিয়ে সেখানে যায়। লোকজন ছাড়া একা একা গিয়ে বীরত্ব দেখাতে বারণ করল। লেপস্কি নির্দেশ দিল তাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে—জ্যাকো আর মো যদি বেরোয় তাহলে তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নাম দুটো অফিসারের কাছে বোধগম্য মনে হল। উইলিয়ামস রীতিমত অসুস্থ বোধ করছিল। সে অফিসারটিকে ঈর্ষা করতে লাগলো।

অফিসারটি বলল কাছেই একটি টেলিফোন বুথ আছে। গুলি চললে সে স্পুটনিকের চেয়েও জোরে ওখানে পৌঁছে যাবে।

লেপস্কি উইলিয়ামসকে ইশারা করে ভেতরে ঢুকে গেল। একটা লোক সন্দেহের চোখে

তাদের দেখতে লাগল সে বোধহয় পুলিশ বলে তাদের চিনতে পেরেছে। লেপস্কি লোকটার কাছে জানতে চাইল হার্ডি উপরে গেছে কিনা। লোকটা বলল, মিনিট পাঁচেক আগে উপরে গেছে, লেপস্কি যদি বলে তাহলে সে হার্ডিকে ডেকে দিতে পারে। লেপস্কি তাকে বলল, কোন দরকার নেই। সে তাকে শাসাল টেলিফোনে হাত দিলে তার বাকি জীবনটা মরুভূমি হয়ে যাবে।

উইলিয়ামসকে ডেকে নিয়ে সে লিফ্‌টের ভেতর ঢুকে গেল। লিফ্‌ট উঠতে উঠতে উইলিয়ামস পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানতে চাইল। লেপস্কি বলল কোন ঝামেলা হবে বলে তার মনে হয় না, হার্ডি ঐ বদমাশ দুটোকে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখার মত বোকামি নিশ্চয়ই করবে না। লেপস্কি উইলিয়ামসকে আড়ালে থাকতে বলল, আর যদি কোন ঝামেলা হয় তাহলে সে যেন এসে গুলি চালায়। তবে গুলিটা যেন সে লেপস্কিকে না মারে, এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিল।

লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে লেপস্কি আর উইলিয়ামস করিডরে এল। উইলিয়ামস কোথায় দাঁড়াবে লেপস্কি দেখিয়ে দিল। সে তাকে ইশারা করে ভয় পেতে বারণ করল এবং বলল ব্যাপারটা সহজেই মিটে যাবে।

উইলিয়ামস দেখলো লেপস্কি গিয়ে হার্ডির দরজায় ঘন্টা বাজাল। লেপস্কির ধীর সাহসকে সে মনে মনে প্রশংসা করল। দরজা খুলে দাঁড়াল জিনা। লেপস্কি দেখল ঘরের ভেতর হার্ডি আর একটা লম্বা, রোগা মেয়ে বসে আছে। সে কোনরকম ইতস্ততঃ না করে জিনাকে সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

জিনা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল সে কি ব্যাপার জানতে চাইল। লেপস্কি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে। হার্ডির মুখোমুখি দাঁড়াতেই হার্ডির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কারণ হার্ডি তাকে চিনত। তবু সে গম্ভীরভাবে জানাল সে ব্যস্ত আছে। লেপস্কি কি কারণে এভাবে ভেতরে ঢুকে এল জানতে চাইল।

লেপস্কি ভ্যালের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার মনে হল মেয়েটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে। সে হার্ডিকে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বলল। হার্ডি তার সাথে আলাপ না করিয়ে দিয়ে বলল তার যখন লেপস্কিকে দরকার হবে তখন সে তাকে নিমন্ত্রণ করে আনবে। লেপস্কি গম্ভীরভাবে তাকে আবার পরিচয় করিয়ে দিতে বলল। জিনা সামনে এসে বলল, মেয়েটির নাম মেরি শেরেক, সে মিয়ামি সান পত্রিকার সাংবাদিক।

লেপস্কি মেরি শেরেককে ভালভাবে চিনত কারণ মেয়েটি প্রায় তাকে খবরের জন্য বিরক্ত করত। ভ্যালের দিকে সে সোজাসুজি তাকালে ভ্যাল্‌ শক্ত হয়ে গেল।

লেপস্কি এবার নিজের পরিচয় দিল। সে বলল তার নাম টম লেপস্কি। সে ডিটেকটিভ অফিসার। সে জানাল কাগজের লোকেদের সঙ্গে আলাপ করতে তার ভাল লাগে। জিনা বলল যে মিস শেরেক এখনই চলে যাচ্ছে। লেপস্কি এমনভাবে সরে দাঁড়াল যাতে সে তিনজনকেই নজরে রাখতে পারে। সে বলল প্রেসের জন্য ভাল খবর সে দিতে পারে। তাই মিস শেরেককে একটু অপেক্ষা করে নোটবই খুলতে বলল। কারণ এখানে দাঁড়ালেই কাগজের জন্য সে ভাল গল্প পেয়ে যাবে।

হার্ডি অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল লেপস্কি এখানে কি দরকারে এসেছে। লেপস্কি জানতে চাইল জ্যাকো আর মো কোথায়। হার্ডি বলল তাকে জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই কারণ সে কিছুই জানে না।

সোফায় ব্রীফকেসটার দিকে লেপস্কির নজর পড়ল। সে হার্ডিকে বলল জ্যাকো আর মোকে তিনটে খুনের জন্য খোঁজা হচ্ছে। মুখ না খুললে সেও ফেঁসে যাবে বলে লেপস্কি তাকে ভয় দেখাল।

হার্ডি চুপ করে রইল। সে জানে জ্যাকো আর মো শোবার ঘর থেকে সব শুনছে। সে বলল বেশ কিছুদিন ধরে ওদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। লেপস্কি তাকে খুব খারাপ হবে বলে ধমকালো। হঠাৎ লেপস্কি ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে তালাটা খুলে ফেলল। সোফাতে টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল। হার্ডি গালাগাল দিয়ে উঠল আর তা শুনে লেপস্কি দাঁত বার করে হাসল।

লেপস্কি হার্ডিকে ধমকে জিজ্ঞাসা করল ব্রীফকেসের টাকাটা কিসের। হার্ডি বলল সেটা জুয়ার

টাকা। সে লেপস্কিকে চলে যেতে বলল। লেপস্কি বলল সে সমস্ত ঘর না দেখে যাবে না। হার্ডি তখন মরিয়া হয়ে বলল সে ওয়ারেন্ট ছাড়া তার ঘর সার্চ করতে দেবে না। লেপস্কি বলল ওয়ারেন্ট সে আনতে পারে কিন্তু ঘরটা সে এক্ষুণিই দেখতে চাইল। হার্ডি তাকে তার চাকরি চলে যাওয়ার ভয় দেখাল।

লেপস্কি জানত ওয়ারেন্ট ছাড়া ঘর সার্চ করলে তাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। হার্ডির যথেষ্ট চেনাজানা আছে যারা তাকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। লেপস্কি তখন বাধ্য হয়ে বলল সে ওয়ারেন্ট নিয়েই আসবে, তবে তার লোক বাইরে আছে। সে আরও বলল হার্ডির যদি সত্যিই কিছু লুকোবার না থাকে তাহলে সে মিছে কেন সময় নষ্ট করছে। হার্ডি তাকে চীৎকার করে বেরিয়ে যেতে বলল।

লেপস্কি কাঁধ ঝাঁকালো। দরজার দিকে তাকিয়ে সে হার্ডিকে সতর্ক করার জন্য বলল বাইরে তার দুজন লোক আছে। সে না ফেরা পর্যন্ত হার্ডি যেন ফ্ল্যাট থেকে না বেরোয়। ভ্যালের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ভ্যালের হাত চেপে ধরল। তাকে বলল তার জন্য একটা ভাল গল্প আছে।

হার্ডি আর জিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল লেপস্কি ভ্যালকে নিয়ে যাচ্ছে। দরজাটা যাওয়ার সময় সে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

ভ্যালের দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। সে শক্ত হয়ে লেপস্কির দিকে তাকাল। তারপর সে তার নিজের আসল পরিচয় জানাল। সে বলল চার্লস ট্রেভার্স তার বাবা, তার নাম মিসেস ভ্যালেরি বার্নেট। সে লেপস্কির সাথে হেড কোয়ার্টারে যেতে অস্বীকার করল।

লেপস্কি চিনতে পারল। সে মুহূর্তের জন্য ভেবে নিল চার্লস ট্রেভার্সের মেয়ের সাথে ঝামেলা করলে টেরেলের কাছে ভাল রকম জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ভ্যাল্‌কে চিনতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল।

ভ্যাল্ জোর করে হাসল। তারপর সে ঠিক আছে বলে লিফট থেকে বেরিয়ে গেল। লেপস্কি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে দেখল ভ্যাল্ একটা ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল।

টহলদার অফিসারটি তাকে দেখে কাছে আসলে লেপস্কি তাকে বলল ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে ওয়ারেন্ট আনতে যাচ্ছে। উপরে উইলিয়ামস আছে আর সে যাতে ভাল করে চারদিকে নজর রাখে এ কথা বলে লেপস্কি গাড়িতে উঠে জোরে গাড়ি ছোটাল।

জ্যাকো হার্ডির শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার সারা শরীর ঘামে ভেজা, চোখ দুটো বীভৎসভাবে জ্বলছে। সে হার্ডিকে টাকা দিতে বলল যাতে তারা চলে যেতে পারে। হার্ডি তাদের ঘর থেকে বেরোতে বারণ করল, সে বলল বাইরে পুলিশ পাহারায় রয়েছে। মো ঘরে চলে এল। সে বলল পুলিশ তাদের কোনমতেই ঠেকাতে পারবে না।

কাঁপা গলায় হার্ডি বলল তারা যদি গুলি চালায় তাহলে পুলিশ জেনে যাবে যে সে তাদের লুকিয়ে রেখেছে। তাই ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে কি করা যায়। জ্যাকো ক্ষেপে উঠল। সে সোফার কাছে গিয়ে টাকাগুলো ব্রীফকেসে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল। তারপর পকেট থেকে হার্ডির পিস্তল বের করে মোকে দিল। হার্ডি তাদের দাঁড়াতে বলল।

জ্যাকো জিনার দিকে মাথা ঝোঁকাল হার্ডি বলল জিনাকে ছেড়ে দিতে। সে কথাটা বলতে না বলতেই মো পিস্তলের বাঁটটা দিয়ে তাকে মারল। হার্ডি মাটিতে পড়ে গেল।

জিনা চেঁচিয়ে ওঠার আগেই জ্যাকো তার পেটে একটা ঘুঁষি মারল। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। জ্যাকো তাকে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিল। জ্যাকোর গায়ের ঘামের গন্ধে জিনার গা গুলিয়ে উঠল। জ্যাকো তাকে চীৎকার করতে বারণ করে বাইরে পুলিশের সঙ্গে তাকে কথা চালাতে বলল। আর যদি কোন রকম বেচাল করে তাহলে জ্যাকো যে তাকে ছাড়বে না সে ব্যাপারে হুমকি দিল।

জিনাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সে দরজার দিকে ঠেলে দিল। জিনা প্রথমে একটু বেসামাল হয়ে গেলেও পরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। জ্যাকোর বন্দুকের খোঁচা খেয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পেছনে জ্যাকো আর মোও বেরোল। জিনা দরজা খুলে করিডরে পা দিল। বন্দুক হাতে উইলিয়ামস তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার কপালে

ঘাম জমে উঠল, তার মুখের ভেতর শুকিয়ে যেতে লাগল। জিনা উইলিয়ামসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উইলিয়ামস তাকে ভেতরে যেতে বলল।

হঠাৎ মো দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে পিস্তল চালাতে শুরু করল। উইলিয়ামস তাকে দেখতে পায়নি। সে তার বুকের মাঝখানে একটা সাংঘাতিক ধাক্কা খেল, হাত থেকে বন্দুক খসে গেল আর তারপর ছটফট করতে করতে জিনার পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে একসময় সে স্থির হয়ে গেল। জিনা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মোর কাছ থেকে পেছনে হটে গেল।

মো তখন করিডরের মাঝখানে চলে এল, তার চোখ দুটো রাগে জ্বলছে, মুখটা বীভৎস হয়ে উঠেছে। সে দাঁড়িয়ে দেখল যে করিডরে আর কোন পুলিশ নেই, তারপর সে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেল। জ্যাকো ব্রীফকেস হাতে বেরিয়ে এল। সেও হাঁপাতে লাগলো, তার মুখটা ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। সে লাফিয়ে লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকে গেল, মো বোতাম টিপে দিল।

হার্ডি গড়িয়ে এসে খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে লিফ্‌টের লোহার জালের মধ্যে দিয়ে জ্যাকোর বিরাট শরীরটা দেখতে পেল। যন্ত্রচালিতের মত সে পকেট থেকে ধার করে আনা পিস্তলটা বের করল। লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হতে হতে তার হাতের পিস্তলটা গর্জে উঠল।

হাঁটু গেড়ে বসে জিনা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। মো পিস্তলের আওয়াজ শুনতে লাগল, আর চোখের সামনে জ্যাকোর বিশাল হাতির মত শরীরটাকে ধ্বসে পড়তে দেখল। জ্যাকোর বাঁ হাতের পকেটের কাছটা রক্তে লাল হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তার গায়ে হাত না দিয়েই মো বুঝল হার্ডি তাকে খুন করল। সে চমকে উঠে, দাঁতে দাঁত চেপে ব্রীফকেসটা হাতে তুলে নিল।

লিফ্‌টের দরজা খোলার সাথে সাথেই মো লক্ষ্য করল, জেমি বন্দুক হাতে প্রাণপণে ছুটে আসছে। দুজনে দুদিক থেকে একসঙ্গে গুলি চালাল। জেমির গুলি মো'র বাঁ কান ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। তবে মো'র গুলি জেমির দু'চোখের ঠিক মাঝখানে লাগল। জেমি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

গুলির আওয়াজ শুনে রাস্তায় লোকজন বেরিয়ে এলো, দু'তিনজন মহিলা আর বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করল। মো হাঁপাতে হাঁপাতে করিডর দিয়ে বেসমেন্টের সিঁড়ির দিকে ছুটতে লাগল। বাড়ির কেয়ারটেকার তার ঘর থেকে উঁকি মেরে ওকে দেখেই চীৎকার করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। মো তার পাশ দিয়ে সিঁড়িতে নামল।

গালাগাল করতে করতে মো ভুল করে একটা আলো-আঁধারি করিডরে ঢুকে পড়ল। পুলিশের সাইরেনের শব্দে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সে দৌড়তে দৌড়তে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, সে হতচকিত হয়ে পেছনে তাকাল, ভাবতে লাগল কি করবে। তারপর আর দেরী না করে দরজাটার দুটো বল্টু খুলে বাইরে বেরিয়ে এল, দেখল একটা সরু গলি সমুদ্রের ধারে চলে গেছে। গলিটা দিয়ে মো দৌড়তে লাগল। গলিটার মাথায় গিয়ে সে পেছনে ফিরে তাকাল একবার। তারপর পিস্তলটা প্যান্টের পকেটে গুঁজে সমুদ্রের পাড় দিয়ে জোরে হেঁটে চলল মো। পঞ্চাশ গজের মধ্যেই আছে ফ্রিস-ফ্রিস এর বার। ফ্রিস-ফ্রিস একসময় তার প্রেমিক ছিল। লোকটা জামাইকান, বেশ মোটাসোটা চেহারা। তার মারিজুয়ানার নেশা আছে। মিয়ামির বকে যাওয়া বড়লোকের ছেলেদের জন্য অল্পবয়সী ছোঁড়া যোগাড় করে দিয়ে বেশ ভালই ব্যবসা করছিল সে।

মো অন্ধকার বারে ঢুকে পড়ল, দেখল ফ্রিস-ফ্রিস কাউন্টারের পেছনে বসে ঢুলছে, তার সামনে এক কাপ কফি আর কোথাও কেউ নেই। মো ফ্রিসের হাত চেপে ধরে তাকে লুকোবার জায়গা দিতে বলল। এও জানাল যে তার পেছনে পুলিশ লেগেছে।

ফ্রিসফ্রিস লাফিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে এল। তারপর সে মোর হাত চেপে ধরে বারের পেছনে একটা ঘরে ঢুকে একটা পর্দা সরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকে পড়ল। নীচে মেঝেতে কে একজন শুয়েছিল, তার পাশ দিয়ে মোকে একটা করিডরে ঠেলে দিল সে। ফ্রিসফ্রিসের একটা লুকোবার জায়গা ছিল, যেটাকে দেখতে শুধু একটা কাঠের দেওয়াল বলে মনে হয় সেটাকে সরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় সে মোকে বসিয়ে দিল। তারপর দেয়ালটা সে বন্ধ করে দিল।

ফ্রিসফ্রিস বারে ফিরে এসে আরাম করে চোখ বন্ধ করে বসে রইল। মিনিটখানেক পরেই দুজন

অফিসার ঘরে এসে ঢুকলো। একজন সোজা এসে ফ্রিসফ্রিসের গালে একটা চড় মেরে মো'র খবর জানতে চাইল। ফ্রিসফ্রিস চোখ খুলে বলল সে মোকে কয়েক সপ্তাহ দেখেনি। বন্দুক নিয়ে অফিসার দুজন বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখলো, কিন্তু মোকে কোথাও পেল না।

মোর খোঁজ যখন চলছে তখন উইলিয়ামস আর জেমির মৃত্যুর খবর পুলিশ হেডকোয়ার্টাসে পৌঁছে গেল। টেরেল আর বেগ্‌লার দ্রুত হার্ডির ফ্লাটে ছুটে গেলেন। লেপস্কি তখন সেখানেই ছিল। সে হিংস্রভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। হার্ডি সোফাতে শুয়ে আছে। মো'র পিস্তলের চোটে তার ফর্সা মুখে কাল্‌সিটে পড়ে গেছে, জিনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে, তার চোখ দুটো ভয়ে কাল হয়ে গেছে। সে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে।

টেরেল আর বেগ্‌লার যখন এসে পৌঁছল তখন চারজনে মিলে স্ট্রেচারে করে জ্যাকোর দেহটা বের করে আনছে। টেরেল সেদিকে তাকালেন তারপর বেগ্‌লারকে নিয়ে লিফ্‌টের দিকে এগোলেন। টেরেল আর বেগ্‌লারকে দেখে লেপস্কি বলল হার্ডিই মো আর জ্যাকোকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। টেরেল সব শুনে লেপস্কিকে মো'কে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিলেন।

লেপস্কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হার্ডি উঠে বসে টেরেলের দিকে তাকিয়ে তাঁর ঠাণ্ডা চোখ দেখে বুঝলো সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। সে বুঝলো ঠিকমতো না চললে তাকে গ্যাস চেম্বারে যেতে হতে পারে।

হার্ডি বলতে শুরু করল যে মো আর জ্যাকো তার ফ্ল্যাটে গতকাল রাতে এসেছিল। সে তখন বাড়িতে ছিল না। তারা জিনাকে ভয় দেখিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। সে আসার পর জ্যাকো তাকে বলে হেনেকী তাদের সাথে জোচ্চুরী করেছে বলে তারা হেনেকীকে খুন করেছে। তারপর তারা দুজন পালিয়ে যাবার জন্য হার্ডির কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল। সে দিতে রাজী না হওয়ায় তারা এই বলে ভয় দেখিয়েছে যে তারা জিনাকে ক্রুশে ঝোলাবে। হার্ডি বলল জ্যাকো যখন কিছু করবে বলে হুমকি দেয় তখন সে সেটা করেই ছাড়ে। তাই সে বাধ্য হয়ে টাকার জোগাড় করেছিল। তারপর যখন লেপস্কি আসে তখন জ্যাকো আর মো তার শোবার ঘরে লুকিয়েছিল। লেপস্কি যাওয়ার আগে বলে গেছিল বাইরে পুলিশ পাহারায় আছে, এই কথাটা তারা শুনেছিল। লেপস্কি চলে গেলে ওরা দুজন জিনাকে জোর করে বাইরে পাঠায় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে। তারপর মো বাইরে বেরিয়ে অফিসারকে খুন করে।

হার্ডি নাটকীয়ভাবে তার পয়েন্ট ফোর ফাইভ অটোমেটিকটা টেবিলে ফেলে দিয়ে স্বীকার করে যে সে জ্যাকোকে মেরেছে। গুলির আওয়াজ শুনে সে বাইরে বেরিয়ে এই পিস্তলটা দিয়ে জ্যাকোকে লিফ্‌টের মধ্যে গুলি করেছে বলে জানায়।

টেরেল সব শুনে হার্ডিকে পুরো ঘটনাটা আবার বলতে বললেন আর বেগ্‌লারের দিকে তাকিয়ে তাকে নোট করতে বললেন।

কিছুক্ষণ পরে লেপস্কির সাথে দেখা হলে টেরেল তার কাছ থেকে শুনলেন হার্ডির ফ্ল্যাটে সে ভ্যাল্ বার্নেটকে মিয়ামি সান এর প্রতিনিধি হিসেবে বসে থাকতে দেখেছে।

টেরেল ঘটনার জট পাকানোতে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তিনি ক্লান্তি বোধ করতে লাগলেন। এদিকে মো লিঙ্কন আবার পুলিশী জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। জ্যাকোকে হত্যা করার অপরাধে তিনি লী হার্ডিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, কিন্তু হার্ডির উকিল তাকে জামিনে খালাস করে নিয়ে গেছে হার্ডি বলেছে যে জ্যাকো জিনাকে গুলি করতে গেছিল তাই সে জ্যাকোকে মারতে বাধ্য হয়েছে। জিনাও এই বিবৃতি সমর্থন করেছে বলে তাকে জামিন না দিয়ে কোন উপায় ছিল না।

টেরেল প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি যে ভ্যাল্ বার্নেট প্রেস রিপোর্টারের ছদ্মবেশ নিতে পারে। কিন্তু লেপস্কি যখন বার বার করে বলল তখন তিনি সোজা স্প্যানিশ বে হোটেলে চলে গেলেন।

ভ্যাল্ তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে এল। টেরেল তাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে গুলি চলবার কয়েক মিনিট আগে হার্ডির ফ্ল্যাটে ছিল কিনা। তিনি এই খবরটা একজন অফিসারের কাছে পেয়েছেন বলে জানালেন।

এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে ভ্যাল্ তা জানত, আর সেজন্যেই সে আগে থেকে একটা গল্প তৈরী করে রেখেছিল। সে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হলেও যথেষ্ট শান্তভাবে টেরেলের সাথে কথা বলতে লাগল। সে কৈফিয়তের সুরে বলল তার এটা করা ভীষণ বোকামি হয়েছে। সে সত্যিই রিপোর্টারের বেশে হার্ডির ফ্ল্যাটে গেছিল।

টেরেল বললেন তিনি শুনেছেন ভ্যাল্ নিজেকে হার্ডির কাছে মেরি শেরেক বলে পরিচয় দিয়েছে। কথাটা সত্যি কিনা তিনি জানতে চাইলেন। ভ্যাল্ টেরেলের মুখোমুখি বসল। সে বলতে লাগল ব্যাপারটা এই রকম হয়েছিল। মিস শেরেক তার বাড়ি নিউ ইয়র্কে যেতে চাইছিল কিন্তু তার কোন টাকা ছিল না। তাই ভ্যাল্ তাকে সাহায্য করার জন্য তার প্রেস কার্ড কিনে নেয়। সে এও বলল যে তার এরকম করা উচিৎ হয়নি শুধু মেরিকে সাহায্য করার জন্য সে একটা ছুতো খুঁজছিল আর সেই সঙ্গে তার একটু মজা করতেও ইচ্ছে হয়েছিল।

টেরেল তীব্রস্বরে বললেন মেরি শেরেকের কার্ড বিক্রি করার কোন অধিকার নেই। তিনি জানতে চাইলেন ভ্যাল্ কেন কার্ডটা কিনেছে। ভ্যাল্ তার হাত দুটো এলোমেলোভাবে নাড়তে নাড়তে বলল এটা তার একটা খেয়াল। সে বলতে লাগল টেরেলের পক্ষে তার অবস্থাটা বোঝা সম্ভব নয়। আসলে সে যথেষ্ট বড় লোক, তার করার মতও কিছু নেই। সে অপরাধ তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতে ভালবাসে। এই বলে সে একটু জোর করে হাসল।

তারপর সে বলতে লাগল কাগজে স্যু পারনেলের খুনের ঘটনাটা সে পড়েছে, ঘটনাটা তাকে খুব টানছিল। মেরি শেরেকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মনে হয়েছিল এ ব্যাপারে জড়িত কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করলে বেশ খোরাক পাওয়া যাবে। যদি একটা প্রেস কার্ড তার থাকতো তাহলে সে এই ব্যাপারটা করতে পারত। এই লোভে সে কার্ডটা কিনে নেয়, তারপর মিঃ হার্ডির কাছে সে রিপোর্টারের বেশে দেখা করতে যায়। ভ্যাল্ বলল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই টেরেলের কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু তাদের মত যাদের অনেক টাকা আছে অথচ করার কিছু নেই, তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্য এরকম কাজ করে থাকে।

টেরেল তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এই কথাগুলোর এক বর্ণও বিশ্বাস করেননি। তিনি বুঝলেন তাকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। তিনি ভ্যাল্‌কে বললেন কাজটা সে ভীষণ বোকার মত করেছে। ভ্যাল্ এই গোলমাল পাকিয়ে ফেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। সে টেরেলকে অনুরোধ করল এই ব্যাপারটাকে একটা বড়লোক মেয়ের খেয়াল বলে যেন তিনি উড়িয়ে দেন।

টেরেল এই ধরনের নম্রতায় ভুললেন না। তিনি ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন সে যখন হার্ডির ফ্ল্যাটে গেছিল তখন খুনে দুটো কোথায় ছিল সে ব্যাপারে সে কি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিল। ভ্যাল্ জানাল সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

টেরেল মেরি শেরেকের কার্ডটা দেখতে চাইলে ভ্যাল্ শক্ত হয়ে গেল। সে সোজা হয়ে বসে বলল মেয়েটিকে নিয়ে যেন কোন ঝামেলা না হয়। কারণ দোষটা সম্পূর্ণ তার, সে হার্ডির ফ্ল্যাট থেকে ফিরে এসে কার্ডটা নষ্ট করেছে বলে জানাল।

টেরেল প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করলেন ভ্যাল্ হোমার হেয়ারকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছে কিনা। তিনি জেনেছেন হোমার হেয়ার বলেছে সেটা ফীয়ের টাকা। তিনি ভ্যাল্‌কে তার কর্তব্য মনে করে জানিয়ে দিলেন যে হেয়ার একজন অসৎ ও চালবাজ লোক। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে টেরেল বললেন তাঁর মনে হচ্ছে হেয়ার ভ্যাল্‌কে ব্ল্যাকমেল করছে। হেয়ারকে চোদ্দ বছর ঘানিতে ঘোরাতে পারলে তিনি খুব সুখী হবেন। তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ যদি ভ্যাল্ দিতে চায় তাহলে তা গোপন থাকবে বলে টেরেল তাকে আশ্বস্ত করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে টেরেল ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন সে কিছু বলবে কিনা।

ভ্যাল্ কথাগুলো শুনে চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ টেরেলের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল কিছু গোপনীয় কাজের জন্য টাকাটা সে হেয়ারকে দিয়েছিল। এখানে ব্ল্যাকমেলের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভ্যাল্ উঠে দাঁড়িয়ে টেরেলকে সাহায্য করতে চাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাল আর নিজের বোকামির জন্য ক্ষমা চাইল।

টেরেল অগত্যা উঠে পড়লেন। তিনি বললেন ভ্যাল্ যদি মত বদলায় তাহলে যেন তাঁর সাথে

যোগাযোগ করে। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে তিনি আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার নয়, কারণ হার্ডি খুনের দায়ে ধরা পড়েছে, সে ভ্যাল্‌কে সাক্ষী মানতে পারে জানালেন। টেরেল আরও বললেন ভ্যালের কথা তিনি সত্যি বলে মানতে পারছেন না। তাই ভ্যাল্ যেন ভেবে দেখে। টেরেল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হোমার হেয়ার, স্যাম কার্স আর লুসিল আলোচনায় বসেছে। ঘড়িতে সওয়া সাতটা। চোট লাগার জন্য হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে কার্স সবেমাত্র ফিরেছে। পুলিশের মার খেয়ে সে খুবই কাহিল হয়ে গেছে। এখনও চোখে বরফ দিলে সে গুঙিয়ে উঠছে। হেয়ার বসে বসে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে। সে বা লুসিল কেউই তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিল না।

লুসিল তার বাবাকে বলতে লাগল গোড়া থেকেই সে এই কাজের বিপক্ষে এখন এসব ঝামেলা কে সামলাবে। হেয়ার বলল টেবেল বাজে কথা বলছে, ওঁর পক্ষে কখনই প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যে টাকাটা ফীয়ের টাকা নয়। ভ্যাল্ বার্নেট কখনই কিছু বলে দেবে না এ বিশ্বাস তার আছে। সুতরাং চিন্তা করার কিছু নেই।

কার্স ঘ্যানঘ্যান করে উঠল। সে বলতে লাগল শুধু শুধু তাকে ভুগতে হচ্ছে পুলিশের মার খেয়ে। এমনকি পুলিশ বলেছে যতবার কার্সকে তারা গাড়ি চালাতে দেখবে ততবার তারা ট্রাফিক আইনে তাকে ধরবে।

লুসিল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কার্সের কথা ভাবার সময় তাদের নেই। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। তিনজনে তিনজনের দিকে তাকাল। লুসিল উঠে গিয়ে দরজা খুলল। দরজায় ভ্যাল্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেয়ার পর্যন্ত চমকে গেল। তবু সে হেসে ভ্যাল্‌কে ভেতরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

ভ্যাল্ সবাইকে দেখতে লাগল। কার্স তাড়াতাড়ি বরফটা লুকিয়ে ফেলল। হেয়ার মসৃণ গলায় লুসিল আর কার্সকে বাইরে যেতে বলল ভ্যাল্ দৃঢ়ভাবে সবাইকে ঘরের মধ্যে থাকতে বলল। তারপর সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ভ্যালের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে লাগল কিন্তু সে চোখে মুখে একটা কাঠিন্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। ভ্যাল্ বলল সে নিশ্চিত যে হেয়ারের দুই সহকর্মী এ ব্যাপারে অবগত যে হেয়ার তাকে ব্ল্যাকমেল করছে।

কার্স চমকে পিছিয়ে বসল, লুসিলও শক্ত হয়ে গেল। হেয়ার কর্কশ গলায় ভ্যাল্‌কে বলল এ ধরনের কথা বলা উচিৎ নয়। ভ্যাল্ হেয়ারের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসে বলল পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সে কথা বলেছে। টেরেল হেয়ারকে চোদ্দ বছরের জন্য জেলে পাঠাতে চান, এবং তিনি এ ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট। হেয়ার বলল টেবেল কি করতে চান আর কী করতে পারেন এ দুটো ব্যাপারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

ভ্যাল্ তার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল টেবেল এই কাজটা করতে পারবেন যদি আমি বলে দিই যে হেয়ার আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে। তাহলেই চোদ্দ বছরের জন্য হেয়ারের জেল হয়ে যাবে। কার্স তাড়াতাড়ি বলে উঠল তাকে এ সব ব্যাপারের মধ্যে যেন টানা না হয়। হেয়ার কড়া চোখে তার দিকে তাকাল। তারপর ভ্যাল্‌কে বলতে লাগল সে যদি এ সব কথা টেরেলকে বলে তাহলে তার স্বামীর পরিণতি কী হবে সেটা কি সে ভেবে দেখেছে। হেয়ার বলল ব্ল্যাকমেলিং এর ব্যাপারটা পুলিশ জানলে তাদের অনেক ঝামেলা হবে ঠিকই কিন্তু এটাও প্রমাণ হয়ে যাবে যে মিঃ বার্নেট খুনী। হেয়ার বলল সে ভেবেছিল ভ্যাল্ ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য তাকে টাকাটা দিয়েছে।

ভ্যাল্ মাথা নেড়ে জানাল সে টাকাটা দিয়েছিল একথা প্রমাণ করার জন্য যে হেয়ার তাকে ব্ল্যাকমেল করছে। পুলিশ আর ব্যাঙ্কের কাছে ঐ কুড়ি হাজার ডলারের নম্বর আছে। পুলিশ জানে যে ভ্যাল্ টাকাটা তাকে দিয়েছে। এবার হেয়ার যে তাকে ব্ল্যাকমেল করছে এটা প্রমাণ করতে পুলিশের কোন অসুবিধা হবে না।

হেয়ারের অস্বস্তি হতে লাগল। সে তবু বলতে লাগল এরকম করলে মিঃ বার্নেটকে বাকি জীবন ক্রিমিনাল অ্যাসাইলামে থাকতে হবে। ভ্যাল্ বলল সে রকম ঘটনা ঘটতেই পারে। তবে তার

স্বামী যাতে তাড়াতাড়ি ছাড়া পায় সেজন্য সে ভাল উকিলের ব্যবস্থা করবে। সে বলল বাজে কথা সে বলে না। যদি হেয়ারের এতে বিশ্বাস না হয় তাহলে সে টেরেলের সঙ্গে তার সামনে কথা বলবে। এই বলে সে টেলিফোনটা তুলল।

কার্স চীৎকাব করে তাকে থামিয়ে দিল। ভ্যাল্ রিসিভার রেখে কার্সের দিকে তাকাল। কার্স হেয়াবের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল তাব বোকামিব জন্যই তারা এই বিপদে পড়েছে। হেয়ারকে চুপ করে থাকতে বলে সে জানাল ব্যাপারটা সেই মিটমাট করবে। হেয়াব কিছু বলতে চাইলে লুসিল তাকে বাধা দিয়ে বলল ব্যাপারটা কার্সকেই সামলাতে দিতে।

হেয়াব ইতস্ততঃ কবে চেয়ার ঘুরিয়ে পিছন ফিরে বসল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে তাব স্ট্রোক হয়ে যেতে পাবে।

কার্স ভ্যাল্‌কে বলতে লাগল সে বা লুসিল কেউ যদি টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে ভ্যাল্ ব্যাপাবটা ভুলে যাবে কিনা কার্স জানতে চাইল। সে আরও বলল পুলিশের ঝামেলা তারা চায় না এবং সে আশা করছে যে ভ্যাল্‌ও নিশ্চয়ই তার স্বামীব কোন ক্ষতি চায় না।

এসব কথা শুনে হেযাব চীৎকার করে উঠল। সে বলতে লাগল কার্স সব বাজে কথা বলছে।

ভ্যাল্ কার্সেব দিকে তাকিয়ে জ্যাকেট, লাইটার আর কুড়ি হাজাব ডলার ফেবত চাইল। তার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি ক্রমশই বাড়ছিল, কিন্তু সে নিজেকে সামনে রেখে সোজা কার্সেব দিকে তাকিযে রইল। সে নিজে অবশ্য কার্সের চেযেও ভেতবে ভেতরে অনেক বেশি ভয পেয়ে গিযেছিল, কিন্তু বাইবে সেটা প্রকাশ কবছিল না। তাহলে তাব সমস্ত পরিকল্পনাটাই ভণ্ডুল হযে যাবে।

ভ্যাল্ বলল সে যে কোনদিন হেযাবের ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সীতে এসেছিল সে কথা সে ভুলে যাবে যদি সে তাব জিনিসগুলো ফেরত পায়।

কার্স তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুললো। তাবপর সেখান থেকে সোনালী সিগারেট লাইটাব জ্যাকেটের পার্সেল আব কুড়ি হাজাব ডলাব ভর্তি ব্রীফকেসটা বের করে এনে সেগুলো ভ্যালেব হাতে তুলে দিল।

ভ্যাল্ বেরিয়ে গেল। আব হেয়ার তার চলে যাওযাব পথের দিকে তাকিয়ে বাকি স্যান্ডউইচগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল, বলল ভ্যাল্ তাদের বোকা বানিযে এত কষ্ট করে সংগ্রহ কবা জিনিসগুলো নিযে চলে গেল। সে কার্স আব লুসিলেব দিকে তাকিযে বলল তারা এত সহজে পাঁচ লাখ ডলারকে বেরিয়ে যেতে দিল কি করে।

কার্স চোখে ববফ লাগাতে লাগাতে বলল তারা যখন গরীবই হয়ে যাচ্ছে তাহলে আব খাবার নষ্ট কবে কোন লাভ নেই, বরং স্যান্ডউইচগুলো ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় কবে বেখে দেওয়া উচিৎ।

তোমাকে খুন করবো...

ফ্রিসফ্রিসেব বাবেব ভেতর মো'নটা পর্যন্ত লুকিয়েছিল। ফ্রিসফ্রিস তাব দলের সবাইকে সমুদ্রেব পাড়ে পুলিশেব গতিবিধি লক্ষ্য কবাব নির্দেশ দিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে সে টেলিফোনে খবব পেল পুলিশ এ আইওল থেকে চলে গেছে অর্থাৎ এলাকাটা পুলিশেব হামলাব ভয় থেকে এখন মুক্ত।

ফ্রিসফ্রিস তাড়াতাড়ি মো'কে লুকোনো জাযগাটা থেকে বাইরে বেব করে আনলো। মো'কে পেছনের ঘবে নিয়ে এসে সে বলল পুলিশ এই জাযগাটা ছেড়ে চলে গেছে। এবাব মো, কি কবতে চায় সেটা ফ্রিসফ্রিস জানতে চাইল।

মো যতক্ষণ অন্ধকাবে লুকিয়েছিল ততক্ষণ জ্যাকোব জন্য শুধু কেঁদেছে। সে জ্যাকোকে সত্যিই ভালবাসত। জ্যাকোব মৃত্যুতে সে দিশেহাবা হয়ে পড়েছিল। জ্যাকোকে ছাড়া সে তাব অস্তিত্বই কল্পনা কবতে পাবে না। এবাব তার কি করণীয় সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। জ্যাকোব মৃত্যু তাব ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত অন্ধকাবের দিকে ঠেলে দিল। হার্ডিব ফ্ল্যাট থেকে যে পাঁচ হাজার ডলাব সে এনেছে সেগুলো তাব কাছে মূল্যহীন মনে হল, জ্যাকো ছাড়া এই টাকা নিযে সে কি করবে।

ফ্রিসফ্রিস মো'ব দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়েছিল। মো'কে এভাবে ভেঙে পড়তে সে কখনই

দেখেনি। মো'র অর্থহীন দৃষ্টি দেখে ফ্রিসফ্রিস সভয়ে তাকে নিজের কথা ভাবতে বলল। সে বলল রাত্রেই একটা জাহাজ জামাইকা যাচ্ছে। সেই জাহাজে সে মো'কে উঠিয়ে দিতে পারবে। মো'র কাছে টাকা আছে কিনা ফ্রিসফ্রিস জিজ্ঞাসা করল। পাঁচ হাজার ডলার ভর্তি ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রেখে মো চেয়ারে বসেছিল। সে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন ফ্রিসফ্রিসের কোন কথাই তার কানে যায়নি।

ফ্রিসফ্রিস তাকে আবার বলতে লাগল পুলিশ তার আর মো'র মধ্যে যে চেনাজানা আছে সেকথা জানে। তাই যেকোন মুহূর্তেই তারা আবার ফিরে আসতে পারে। তাই বুদ্ধি করে কিছু একটা মতলব করতে হবে। মো হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তার শরীর টানটান হয়ে উঠল, চোখের শূন্যদৃষ্টিতে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। মো বলল সে জানে এবার তাকে কি করতে হবে জ্যাকোকে যে মেরেছে সে এবার তাকেই খুন করবে বলে জানাল।

কথাটা শুনে ফ্রিসফ্রিস চমকে উঠল। সে মো'কে হার্ডির কথা ভুলে নিজের কথা ভাবতে বলল তাকে পালিয়ে যাবার জন্য জোর করতে লাগল। মো বলল সে হার্ডিকে খুন করবেই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কাজটা করতে পারছে ততক্ষণ সে নিজের কথা ভাববে না। ফ্রিসফ্রিস তার হাত দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে বলল সে হার্ডির ব্যবস্থা করবে। তার দলের ছেলেদের সে হার্ডির পেছনে লেলিয়ে দেবে। সে আবার মো'কে হার্ডির কথা না ভেবে জাহাজ ধরতে বলল। কারণ পুলিশ যে কোন মুহূর্তে তাকে ধরে ফেলতে পারে। হার্ডিকে খুন করার কাজ সে তার ছেলেদের দিয়ে করাবে বলে মো'কে কথা দিল।

টেবিলে ঘুঁষি মেরে মো চীৎকার করে বলল সে নিজে ছাড়া হার্ডির গায়ে অন্য কেউ হাত দিলে তার সঙ্গে মো'র ঝামেলা হয়ে যাবে। ফ্রিসফ্রিস বলল চারদিকের পরিস্থিতি এত গরম, সব জায়গায় এমন পুলিশী টহলের ব্যবস্থা হয়েছে যে হার্ডিকে পাওয়া মো'র পক্ষে সম্ভব হবে না। মো তাকে চুপ করতে বলে একপ্রস্থ জামা কাপড় চাইল।

ফ্রিসফ্রিসের মাথায় হঠাৎ একটা মতলব খেলে গেল। মো যাতে পালাতে পারে সে জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মো তার কাছে জামাকাপড় চাইতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বলল তার কাছে একটা মেয়েদের পোশাক আছে যেটা মোর গায়ের মাপেই হবে। সে আরও বলল তার কাছে একটা পরচুলাও আছে। পোশাক আর চুল দিয়ে সাজলে মো'কে কেউ চিনতে পারবে না বলে ফ্রিসফ্রিস দাবী করল।

মো মাথা নেড়ে বলল যে ফ্রিসফ্রিস এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছে। ঘণ্টাখানেক বাদে একটা তন্বী জামাইকান মেয়ে ফ্রিসফ্রিসের বার থেকে বেরিয়ে এল। তার কালো চুল হেলমেটের মত তোলা, নীল হলুদ পোশাকটা কোমরে আঁট হয়ে বসে আছে, পায়ে হলুদ চটি। তার হাতে রয়েছে একটা বড় নীল হাতব্যাগ, তার মধ্যে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট অটোমেটিক লুকোন রয়েছে।

জিনা আর হার্ডি বড় বিছানাটায় শুয়েছিল। হার্ডি একটু বেসামাল হয়েছে মদ খেয়ে। এইমাত্র তাদের একটা সাংঘাতিক প্রেমের খেলা হয়ে গেছে, হার্ডি এবার ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু জিনা বেশ অস্থির। সে হার্ডির সাথে গল্প করতে চাইল। জিনা বলল সে খুব চিন্তিত কারণ জ্যাকোকে খুন করার জন্য মো হয়তো প্রতিশোধ নিতে পারে। হার্ডি বলল সে রকম কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। এই ব্যাপারগুলো খুবই গতানুগতিক, এই নিয়ে হার্ডি জিনাকে চিন্তা করতে বারণ করল। সে বলল ব্যাপারটা আত্মরক্ষার জন্য তাকে করতে হয়েছে। তারপর সে জিনাকে ঘুমোতে বলল।

ঘড়িতে তখনও দশটা বাজে নি। জিনা তাই না ঘুমিয়ে কোরাল ক্লাবে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। হার্ডি চোখ খুলে বলল যতক্ষণ পর্যন্ত মো ধরা পড়ছে না ততক্ষণ সে বাড়ির বাইরে যাবে না। কথাটা শুনে জিনার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। সে জানতে চাইল মো তাহলে হার্ডির কোন ক্ষতি করতে পারে। হার্ডি বলল না হলে শুধু শুধু তাদের দরজায় পুলিশ পাহারা দেবে কেন, এছাড়াও নীচের সিঁড়িতে দুজন পুলিশ রয়েছে। হার্ডি আরও বলল জ্যাকো আর মো স্বামী স্ত্রীর মত ছিল। তাই মো যে কোন সময় তাকে মারার জন্য আসতে পারে। হার্ডি উঠে বসে গম্ভীর মুখে বলল

জ্যাকোকে না মারলেই সে পারত, হঠাৎ তখন যে তার কি হয়েছিল সেকথাই সে ভাবতে লাগল।

জিনাও বিছানায় উঠে বসে প্রশ্ন করল মো যতক্ষণ পর্যন্ত ধরা পড়বে না ততক্ষণ কি তাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। হার্ডি জানাল মো ধরা না পড়া পর্যন্ত তাদের ঘরে থাকতেই হবে। শহরেব সব পুলিশ মো'র খোঁজে লেগেছে, সে ধরা পড়লে তবেই হার্ডি বাড়ির বাইরে পা দেবে বলে জানাল।

জিনা বিছানা থেকে নেমে মেঝে থেকে চাদরটা তুলতে গেল। যখন সে নীচু হয়ে চাদরটা তুলছে তখন হার্ডি তার নগ্নতাকে লক্ষ্য কবতে লাগল। সে ভাবতে লাগল অনেক মেয়ের সাথে তার আলাপ হয়েছে কিন্তু কেউ তাকে জিনার মত উত্তেজিত করে নি। সে বালিশে হেলান দিয়ে জিনাকে হুইস্কি আনতে বলল। রান্নাঘরে গিয়ে জিনা দু-গ্লাস হুইস্কিতে বরফ দিয়ে নিয়ে এল। একটি হার্ডিকে দিয়ে নিজে একগ্লাস হুইস্কি নিয়ে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল জিনা। সে হার্ডিকে বিয়ে করার কথা বলল, সে জানাল তার আর এভাবে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না, সে বাচ্চা চায়।

হার্ডি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল বাচ্চা দিয়ে কি হবে। জিনা শান্তভাবে বলল সে বাচ্চা চায়। হার্ডি জিনাব কথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। জিনা লক্ষ্য করল হার্ডি তার কথাটা ভাবছে। তাই সে বলল এখনই সে বাচ্চা চায় না তবে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে চায়। হার্ডি হঠাৎ আত্মরক্ষা করার জন্য বলে উঠল বিয়ে করার কি দরকার। জিনাকে সে যেমন আছে সেবকমভাবেই থাকতে বলল।

জিনা বলতে লাগল এর মধ্যেই সে হার্ডির জন্য একটা মিথ্যা কথা বলেছে যার জন্য তার বিপদ হতে পাবে। এখন আবার হার্ডি তাকে বলতে বলছে জ্যাকো তাকে মারতে গেছিল বলেই হার্ডি জ্যাকোকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছে। জিনা বলল এই কথাটা বলা মানে সে আরেকটা বিপদে জড়িয়ে যাবে। সে জানাল ঝামেলা তার পছন্দ নয় তাই অকাবণে সে হার্ডির জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনতে বাজি নয়। একটু থেমে জিনা বলল সে শুধুমাত্র তার স্বামীর জন্যই এরকম ধরনের সমস্যা মাথা পেতে নেবে।

হার্ডি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। তারপর বলল সে অবশ্যই বিয়ে কববে আব দুটো বাচ্চা হলে সে খুশীই হবে। সে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে লাগল। হার্ডি তারপর বলল যে ঝামেলাটা চুকে গেলেই তারা বিয়ে করবে।

জিনা খিলখিল করে হেসে উঠে হার্ডিকে অত উৎসাহ দেখাতে বারণ করল। সে মনে মনে ভাবল এই সুন্দর মুহূর্তটার জন্য সে গত তিন সপ্তাহ ধরে নানান পরিকল্পনা করছিল, জিনা আনন্দের আতিশয্যে হার্ডির বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর গ্লাসটা হার্ডিব হাত থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

এই সময়েই হার্ডির ফ্ল্যাটেব পেছনের গলি দিয়ে একটা তন্বী জামাইকান মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি অথচ নিঃশব্দে হেঁটে আসছিল। বাড়ির দরজাটা সে আস্তে ঠেলে খুলে ফেলল। তারপর মেয়েটা করিডরে উঠে এল, দরজা বন্ধ করে কিছু শোনা যায় কিনা দেখার জন্য একবার থামল। কেয়ার টেকারের অফিস অন্ধকার। দূরে একটা দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর ক্ষীণ রেখা এসে পড়েছে। একটা কালো ভূতেব মত সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সে দোতলায় উঠে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কেউ দেখতে পায় নি। কিন্তু দোতলায় এসে সে একটু থামল, দেখলো টেবিলের পেছনে একজন বসে খেলার পাতা পড়ছে। সকলের চোখ এড়িয়ে সে তিনতলায় উঠে এল।

মেয়েটা লিফ্‌টের বোতাম টিপলো। লিফ্‌ট উঠে আসতে সে ঢুকে পড়ে ন'তলার বোতাম টিপল। হার্ডির ফ্ল্যাটটা দশ তলায়। লিফ্‌টের মধ্যেই সে ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা ছুরি বের করল। সেটা টিপতেই একটা লম্বা, ঝকঝকে ফলা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। লিফ্‌ট ন'তলায় পৌঁছে দরজা খুলে গেল। ছুরিটা আড়াল করে সে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে যখন কোথাও কাউকে দেখতে পেল না তখন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু কবল। সিঁড়ির উপরে পৌঁছে দেখল একটা পুলিশ নীচে নেমে আসছে।

একটা মেয়ে দেখে পুলিশটা একটু অসতর্কভাবে তাকে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করল।

মেয়েটার ছুরিটা হঠাৎ ঝলসে উঠে পুলিশটার গলায় বিঁধে গেল। পুলিশটা ছটফট করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলে। মেয়েটা তার মাথায় হাতব্যাগ দিয়ে বাড়ি মারল। তারপর সে ছুরিটা পুলিশটার কোটে নীচু হয়ে মুছে নিয়ে হাতব্যাগে ভরে নিল। পিস্তলটা বের করে লোকটার পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে সে হার্ডির দরজায় গিয়ে হাজির হল, তারপর কলিং বেলটা বাজাল।

ঘরের ভেতর হার্ডি জিনাকে প্রশ্ন করছিল সে তার গ্লাসে কি দিয়েছে। এমন সময় বেলটা বেজে উঠল। জিনা ভয়ে শক্ত হয়ে হার্ডির দিকে তাকাল। হার্ডি উঠে বসে কোন রকমে গাউনটা পরে নিল। জিনা চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করল কে হতে পারে। হার্ডি বিরক্ত হয়ে বলল সেই পুলিশটা নিশ্চয়ই মদ খেতে এসেছে, সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জিনা হার্ডিকে বারণ করে নিজে যেতে চাইল। হার্ডি তাকে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে বলল। চারদিকে পুলিশ পাহারার মধ্যে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না বলে সে জিনাকে নিশ্চিত করতে চাইল। ইতিমধ্যে বেলটা আবার বেজে উঠল। হার্ডি দরজা খুলতে গেলে জিনা চীৎকার করে উঠল।

সারা ফ্ল্যাটে পরপর তিনটে গুলির শব্দ হল। এক মুহূর্ত নীরবতার পরেই হার্ডির দেহটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হল। জিনা চীৎকার করে চোখ বন্ধ করল, তারপর বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে গেল সে। মো যখন লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এল, নীচে তখন দুজন পুলিশ অফিসার তার জন্য অপেক্ষা করছিল। মোকে দেখেই তারা গুলি চালাল। মোট পাঁচটা গুলি খরচ হল—আর মো হাসতে হাসতে মরলো। তার পরচুলোটা মাথার পেছনে সরে গেছে আর পোশাকটাও তার পায়ে জড়িয়ে গেছে।

পরের দিন সকাল আটটা বাজার আগেই ভ্যাল্ তার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পরনে স্ল্যাকস, হাতে বীচে যাওয়ার ব্যাগ। স্প্যানিশ বে হোটেলের একজন কর্মী তাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল, তারপর সে তাড়াতাড়ি ভ্যালের কাছে এগিয়ে এল। ভ্যাল্ তাকে দেখে একটু জোর করে হাসল।

ভ্যাল্ কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল সে একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে সাঁতার কাটবে বলে বেরিয়েছে, সকাল সকাল গেলে পুরো বীচটাকে নিজের মত করে পাওয়া যায়। লোকটা এতদিন হোটেলে কাজ করতে করতে বড়লোকের অদ্ভুত খেয়ালের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে উত্তরে কিছু বলল না। ভ্যাল্ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর সে আবার তার কাজে ফিরে গেল।

ভ্যাল্ জনশূন্য বীচের রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে হোটেল থেকে অনেক দূরে চলে গেল। গাড়ি থেকে নেমে ব্যাগ হাতে সে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সে একটা নির্জন জায়গায় এসে দাঁড়াল, চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ভ্যাল্ ব্যাগটা নীচে নামিয়ে রেখে চারদিক থেকে শুকনো কাঠ যোগাড় করে এক জায়গায় জড়ো করল। একটা বড় কাঠের স্তূপ বানিয়ে ফেলল সে। তারপর ব্যাগ থেকে একটা জ্বালানীর বোতল আর একটা খবরের কাগজ বের করে কাগজটা জ্বালানীতে ভিজিয়ে নিয়ে কাঠের তলায় গুঁজে দিল ভ্যাল্। তারপর ব্যাগ থেকে বের করল ক্রিসের রক্তমাখা জ্যাকেটটা। সেটাকে এবার জ্বালানীতে ভিজিয়ে কাঠের স্তূপের ওপর রেখে একটা দেশলাই জ্বালাল। তারপর সেটাকে জ্যাকেটের উপর ছুঁড়ে দিল।

সমস্ত জিনিসটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার সাথে সাথে ভ্যাল্ সরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্যাকেটটা ছাই হয়ে গেল। হাওয়ায় সেই ছাই চারদিকে উড়তে লাগল।

জ্যাকেটের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই দেখে ভ্যাল্ তার স্ল্যাকস্ খুলে ফেলে সমুদ্রে গিয়ে নামল। দশ মিনিট সাঁতার কেটে সে পাড়ে উঠে এসে জ্যাকেটটার অন্ত্যেষ্টির দিকে দেখলো আবার। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই দেখে স্নানের জামা খুলে তোয়ালেতে গা মুছে নিল সে। স্ল্যাক্স আর একটা পাতলা সোয়েটার পরে মিনিট পনের পরে সে হোটেলে ফিরে এল।

ভ্যাল্ এগারোটা পর্যন্ত চুপচাপ ঘরে বসে রইল, তারপর একটা সাদা পোশাক পরে স্যানাটোরিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হল। ডাঃ গুস্তাভের সঙ্গে তার অফিসেই দেখা হয়ে গেল। ডাঃ

ভ্যাল্‌কে জানালেন তার জন্য একটা খবর আছে। ডাঃ জিমারম্যান, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্রেন স্পেশালিস্ট বিকেলের ফ্লাইটে এসে পৌঁছবেন বলে ডাঃ গুস্তাভ বললেন। তিনি ডাঃ জিমারম্যানের সাথে এতদিন ধরে মিঃ বার্নেটের সম্বন্ধে চিঠি লেখালেখি করেছেন। তিনি মনে করছেন যে এ ব্যাপারে আরো কিছু করা যেতে পারে। ডাঃ গুস্তাভ ভ্যাল্‌কে বললেন তার স্বামী আগের থেকে এখন অনেক ভাল আছেন। জিমারম্যান মনে করেন যে ব্রেনে একটা ছোট অপারেশন করালে মিঃ বার্নেট সহজেই সুস্থ হয়ে যাবেন। তিনি এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। তবে ডাঃ গুস্তাভ ভ্যাল্‌কে বেশি আশা করতে বারণ করলেন কারণ এ ধরনের কেসে কি হয় আগে থেকে কিছুই বলা যায়না। আর জিমারম্যানের হাতে মিঃ বার্নেটের কোন ক্ষতি হবে না বলে ডাঃ গুস্তাভ ভ্যাল্‌কে নিশ্চিন্ত করলেন।

ভ্যাল্ কথাগুলো শুনে এ ব্যাপারে তাকে মত দিতে হবে কিনা জানতে চাইল। ডাঃ গুস্তাভ হেসে বললেন ক্রিসের সাথে তার এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। তার ইচ্ছে অপারেশনটা হোক। মিঃ বার্নেট যখন একান্তভাবেই চাইছেন তখন সেক্ষেত্রে ভ্যালের মতামতের দায়িত্ব থাকছে না। ভ্যাল্ এর দায়িত্ব নিতে সে ভয় পায় না, তবে অপারেশন সফল না হলে কি হবে সেটা সে জানতে চাইল।

ডাঃ গুস্তাভ বললেন জিমারম্যানের মতে এই অপারেশনের ফলে হয় সেরে যাবেন নতুবা মারা যাবেন এরকম কোন চূড়ান্ত পরিণতি ঘটবে না। এর দ্বারা মিঃ বার্নেট পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবেন নয়ত যেরকম আছেন সেরকমই থাকবেন। ভ্যাল্ বলল তাহলে অপারেশনটা করাই ভাল। এ ব্যাপারে ডাঃ গুস্তাভ আশাবাদী কিনা সে জানতে চাইল। ডাঃ বললেন জিমারম্যান অনেক বারই এই অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করেছেন, তাই এতে ভয় পাবার কিছু নেই। তবে তিনি ভ্যাল্‌কে খুব আশাবাদী হতে বারণ করলেন। অপারেশন করে হবে ভ্যাল্ জানতে চাইলে ডাঃ গুস্তাভ বললেন জিমারম্যান আজই বিকালে আসবেন, তারপর তিনি যেদিন বলবেন সেদিন সকালেই হবে।

ভ্যাল্ উঠে দাঁড়িয়ে বলল সে ক্রিসের সাথে দেখা করতে চায়। ক্রিস বাগানে আছে কিনা সে জানতে চাইল। ডাঃ গুস্তাভ মাথা নাড়লেন। ভ্যাল্ উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল ক্রিসকে এখনও পাহারা দিতে হচ্ছে কিনা। ডাঃ গুস্তাভ তার পেশাসুলভ হাসি হাসলেন। তিনি বললেন, পাহারা কথাটা ঠিক নয়, আসলে মিঃ বার্নেটকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। ভ্যাল্ জিজ্ঞাসা করল অপারেশন ঠিক মত হলে নিশ্চয়ই ক্রিসকে আর লক্ষ্য করার দরকার হবে না। ডাঃ বললেন যে সে প্রয়োজন আর পড়বে না। ভ্যাল্ আবার প্রশ্ন করল ডাঃ কিভাবে বুঝতে পারবেন অপারেশনটা ঠিক হয়েছে। গুস্তাভ বললেন সে ঠিক বোঝা যাবে। তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না। তিনি একটু চুপ থেকে বললেন সেরে যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে। তবে সেরে গেলে বেশ বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যাবে।

আরো কয়েক মিনিট কথা বলার পর ভ্যাল্ বাগানে গেল। ক্রিস একটা বড় গাছের নীচে বসে বই পড়ছিল। নার্সটা কিছু দূরে বসে বুনছিল। ভ্যাল্‌কে আসতে দেখে সে মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল। ক্রিস তার স্ত্রীকে দেখে বইয়ের যেখানে পড়ছিল সেখানে একটা চিহ্ন দিয়ে বইটা বন্ধ করে পাশে রাখল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল কিন্তু এগিয়ে এল না। তবে তার হাসিটা আগের দিনের চেয়ে আরও অন্তরঙ্গ দেখাল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ক্রিস ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করল সে জিমারম্যানের বিষয়টা শুনেছে কিনা, ভ্যাল্ জানাল সে শুনেছে। ক্রিসকে তার খুব ছুঁতে ইচ্ছে করছিল। সে এ ব্যাপারে কি ভাবছে ভ্যাল্ জানতে চাইল। ক্রিস বলল সে খুবই উত্তেজিত। সে আবার কাজে ফিরে যেতে চায়। এভাবে বসে থাকতে থাকতে তার নিজের উপর বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। নার্সটা যে বসে বসে তাকে লক্ষ্য করে এটা তার কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার।

ভ্যাল্ তাকে উৎসাহ দেখিয়ে বলল ডাক্তার খুব আশ্বান্বিত। আর হঠাৎ কোন যাদুর প্রত্যাশা তাদের করা উচিৎ নয়। ক্রিস বলল তা সে জানে, ডাক্তার তাকে সব বলেছেন। রাস্তার দিকে তাকাল ক্রিস, তারপর ভ্যালের বাবা কেমন আছেন জানতে চাইল। ভ্যাল্ জানাল তিনি ভালই আছেন, সব সময়ে যেমন ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন সেরকমই আছেন। তিনি রাত্রে ফোন করবেন একথা ভ্যাল্

তাকে জানাল। ক্রিস তাঁকে জিমারম্যানের কথা বলতে বারণ করল কারণ হিসাবে সে বলল এই অপারেশনের ফলে শেষ পর্যন্ত যদি কোন লাভ না হয় তাহলে তিনি যেরকম লোক তাতে হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন। ভ্যাল্ বলল তার বাবা কখনই অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না, তবে ক্রিস যখন চাইছে না তখন সে বলবে না।

ক্রিস এবার জিজ্ঞাসা করল তাদের টাকাকড়ি কি রকম আছে, তার থেকে অপারেশনের ফীস দেওয়া যাবে কিনা, কারণ ডাঃ জিমারম্যান অনেক টাকা ফী নেন। ভ্যাল্ তাকে টাকাপয়সার জন্য চিন্তা করতে বারণ করল। ক্রিস ইতস্ততঃ করে ব্ল্যাকমেলারের কথা জানতে চাইল। ভ্যাল্ তার স্বামীর উত্তেজনা বুঝতে পেরে সত্যি কথাই বলবে স্থির করল। সে জানাল টাকা সে আর দিচ্ছে না। ক্রিস কথাটা শুনে শক্ত হয়ে গেল, তার মুখের ভঙ্গীটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, সে তার হাত দুটো মুঠো করল। তারপর বলতে লাগল ব্ল্যাকমেলারকে টাকা না দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা , ভ্যাল্ তো তাকে বলে গেছিল যে সে টাকা দেবে, কিন্তু এখন সে দিচ্ছে না কেন ক্রিস জানতে চাইল।

ভ্যাল্ বলল সে আগে সেকথা বলে থাকলেও এখন মত বদলেছে। ব্ল্যাকমেলারটার সঙ্গে কথা বলে তার মনে হয়েছে সে বাজে কথা বলছে। ক্রিস নড়েচড়ে বসল। সে বলল এতে ভবিষ্যতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এই অপারেশনের ফলে সে সেরে যেতে পারে। তার নতুন জীবন শুরু করার সময় সে গ্রেপ্তার হতে চায় না বলে ক্রিস জানাল। ভ্যাল্ তাকে জিজ্ঞাসা করল সে গ্রেপ্তার হতে পারে এরকম কেন তার মনে হচ্ছে।

ক্রিস আবার ইতস্ততঃ করে বলল ব্ল্যাকমেলারটা টাকা না পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। তাই তাকে টাকা দিয়ে দেওয়া উচিৎ বলে তার মনে হয়। ভ্যাল্ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ক্রিস যখন কিছুই করে নি তখন লোকটা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সুতরাং এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। মুখ হাত দিয়ে ঢেকে ক্রিস বলল সেই রাতের কথা তার কিছুই মনে পড়ছে না। একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল তার অস্পষ্ট ভাবে মনে হচ্ছে যে সে রাতে সে একটা কিছু করেছে।

ভ্যাল্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার গলাটাকে সহজ করতে একটু সময় লাগল, একটু পরে সে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল তার সেই মেয়েটা আর হাতীগুলোর কথা কিছু মনে পড়ছে কিনা। ভ্যাল্ একথাটা কেন জানতে চাইছে ক্রিস জিজ্ঞাসা করল। ভ্যাল্ জানাল সে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। তার মনে হয় সেই মেয়েটা হয়ত এমন কোন ব্রেসলেট পড়েছিল যাতে ছোট ছোট হাতী লাগান ছিল। সেই কারণেই হয়ত ক্রিস মেয়েটার সাথে হাতীকে জড়িয়ে ফেলেছে।

ক্রিস চমকে উঠে হাঁটুতে চাপড় মারলো। ঘটনাটা মনে পড়িয়ে দেবার জন্য সে ভ্যাল্‌কে সাবাসি দিল। সে বলল যে মেয়েটা একটা হাতী লাগাল ব্রেসলেট পরেছিল। ভ্যাল্ তাকে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটার মুখটা বুলডগের মত কিনা। ক্রিস তার স্ত্রীর দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল, সে জানতে চাইল ঐ মেয়েটা ব্ল্যাকমেল করছে কিনা। ভ্যাল্ বলল সে রকম কোন ব্যাপার নয়। একদিন সে হোটেলে একটা মেয়েকে দেখেছিল যার হাতে একটা হাতী লাগান ব্রেসলেট ছিল। মেয়েটার মুখটা গোলগাল সুন্দর একটা কুকুরীর মত দেখতে।

ক্রিস হাত দিয়ে তার মুখটা একটু ঘষে নিল। তারপর একটু চিন্তা করে বলল যে সেই মেয়েটার মুখটা তার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। ভ্যাল্ তাকে বলল সে বলেছিল মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হচ্ছিল, একথা কেন ক্রিস বলেছিল সে কথা ভ্যাল্ জানতে চাইল। ক্রিস এরকম কোন কথা সে বলেছে বলে তার মনে পড়ছে না। তার মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলতে লাগল অনেক রকম কথাই সে বলে থাকতে পারে সেগুলির আসলে কোন মানে নেই।

ভ্যাল্ বুঝলো ক্রিসের কাছ থেকে আর কোন কথা জানতে চাইলে কেবল সময়ই নষ্ট হবে। তাই হঠাৎ সে তার সাঁতার কাটার কথা বলতে শুরু করল। ক্রিস চুপচাপ শুনে যেতে লাগল, কিন্তু ভ্যাল্ বুঝল এসব কথা শুনতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হচ্ছে না। কয়েক মিনিট আবোল তাবোল কথা বলার পর ভ্যাল্ চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। সে ক্রিসকে পরদিন আবার আসবে জানাল।

ক্রিস তাকে হঠাৎ বলে উঠল ব্ল্যাকমেলারকে টাকা দিয়ে দিলেই ভাল হত। ভ্যাল্ তাকে

জিজ্ঞাসা করল সে কোন লোকটার কথা বলছে। ক্রিস অধীর হয়ে বলল সে ব্ল্যাকমেলারটার কথা বলছে। ভ্যাল্ বলল লোকটাকে টাকা দেওয়ার কোন দরকার আছে বলে সে মনে করে না। ক্রিস বলল না দিলে তারা হয়ত কোন ঝামেলায় পড়বে। ভ্যাল্ বলল সে মনে করে ব্ল্যাকমেলারকে টাকা দেওয়া অন্যায় এবং বোকামি হবে। ক্রিস জানতে চাইল ব্ল্যাকমেলারটা আসলে কে। ভ্যাল্ তাকে জানাল সে একজন প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ।

ক্রিস থমকে গেল। সে বলল এরকম ধরনের লোকেরা খুবই বিপজ্জনক হয়। তাই তার চাহিদা মিটিয়ে দেওয়া উচিৎ। ভ্যাল্ তাকে জিজ্ঞাসা করল লোকটা তাদের কেন ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে একথা সে জানতে চায় না। ক্রিসের মুখটা কালো হয়ে গেল সে বলল তার অসুস্থতার জন্য সে কিছু নিয়ে বিব্রত হতে চায় না।

ভ্যাল্ বুঝতে পারল যে ক্রিস একটা অবাস্তবতার পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। হঠাৎ কি মনে হতে ভ্যাল্ তার হাতব্যাগটা খুলে লাইটারটা বের করে ক্রিসের হাতে দিয়ে বলল সে এটা খুঁজে পেয়েছে। ক্রিস লাইটারটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। তার সারা শরীর কেঁপে উঠল, সে লাইটারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ক্রিস ভ্যালের দিকে তাকাল। তার মুখ দেখে ভ্যাল্ ভয় পেয়ে গেল। সে যেন তার চেনা ক্রিসকে চিনতে পারল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্রিস এগিয়ে আসতে লাগল আর ভ্যাল্ ক্রমশঃ ক্রিসের কাছ থেকে পিছোতে লাগল। ক্রিসের নিঃশ্বাসটা সাপের মত হিস্‌হিস্ করে উঠল। আঙুলগুলো বড়শির মত করে সে হাতদুটো তুলে এগিয়ে এল। ভ্যাল্ আতঙ্কিত গলায় ক্রিসের নাম ধরে ডাকল।

ক্রিস ধীর গলায় বলল যেমন করে সে সেই মেয়েটিকে মেরেছে সেইভাবে ভ্যাল্‌কে ও মারবে। নার্সটা পেছনেই ছিল। সে ক্রিসের কব্জি দুটো চেপে ধরল, খুব জোর দিয়ে হাত দুটোকে ক্রিসের পিছনে নিয়ে এসে জুডোর প্যাঁচে আটকে দিল। তার হাত অবশ হয়ে গেলেও ক্রিস ভ্যালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে [illegible]ল, আর মুখ দিয়ে চীৎকার করতে লাগল। ভ্যাল্ লক্ষ্য করল ক্রিসের মুখের ওপর সাপের জিভের মত সেই ভঙ্গীটা খেলে যাচ্ছে।

নার্সটা ভ্যাল্‌কে তাড়াতাড়ি ডাঃ গুস্তাভকে ডেকে নিয়ে আসতে বলল। সে বলল ততক্ষণ সে ক্রিসকে সামলে রাখবে। ভ্যাল্ অন্ধের মত বাড়ির দিকে দৌড়তে লাগল। হঠাৎ সে একজন পুরুষ কর্মচারীকে দেখতে পেয়ে সমস্ত ঘটনাটা হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে বলল। লোকটা নার্সকে সাহায্য করার জন্য ছুটল। ভ্যাল্ হাঁটু ভেঙে ঘাসের উপর বসে পড়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো।

জিনার কথা.....

ভ্যাল্ যখন তার স্বামীর জ্যাকেটটা পোড়াচ্ছে তখন টেরেল তাঁর বাড়িতে বসে ডিম আর হ্যাম দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারছিলেন। মিনিট কয়েক আগে মিসেস প্রেসকট আর এঞ্জেলকে নিয়ে ম্যাক্স পার্ক মোটেলে দিতে গেছে। ওরা চলে যাওয়াতে টেরেল আর তার স্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কারণ বাচ্চা মেয়েটাকে টেরেল আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

খেতে খেতে টেরেল আগের দিনের কথা ভাবছিলেন। জ্যাকো আর মো শেষ হয়ে গেছে। যে অফিসারকে মো খুন করেছে মানে উইলিয়ামসের জন্য টেরেলের খুব দুঃখ হচ্ছিল। লী হার্ডিও মারা গেছে। কিন্তু তার জন্য টেরেলের কোন দুঃখ নেই। মো আর জ্যাকো মারা যাওয়ার ফলে হেনেকীর হত্যাকাণ্ডের উপর যবনিকা পড়ে গেছে। স্যু পারনেলের হত্যা রহস্যটা সমাধান করতে হবে। এখনও পর্যন্ত খুনী সম্পর্কে কোন সূত্র পাওয়া যায়নি বলে টেরেল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এছাড়া ভ্যাল্ বার্নেট হোমার হেয়ারকে কুড়ি হাজার ডলার দিয়েছে, সেখানেও একটা ঝামেলা পাকিয়েছে। টেরেল নিশ্চিত যে হোমার হেয়ার ভ্যাল্‌কে ব্ল্যাকমেল করছে। তবে ভ্যাল্ যতক্ষণ না তাকে কোন সহযোগিতা করছে ততক্ষণ তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

টেরেল যখন কফিতে চুমুক দিচ্ছেন তখন বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেলেন। তিনি জানলা দিয়ে দেখলেন বেগ্‌লার আর হেস বাড়িতে ঢুকছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন ওরা এসেছে যখন তখন নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। দরজা খুলে ওদের ভেতরে নিয়ে এলেন তিনি।

হেস বলল তারা মর্গ থেকে হার্ডির আঙুলের ছাপ নিয়ে এসেছে। স্যু পারনেল যে ঘরে খুন হয়েছে সে ঘরে হার্ডির ছাপ পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই কোন সময় হার্ডি ঐ ঘরে গিয়েছিল। হেস জানাল সে হেনেকীর অফিসেও দেখেছে, সেখানে টেবিলে হার্ডির ছাপ রয়েছে।

টেরেল পাইপ ধরাতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন ল্যাঙ্গ মেয়েটা যে অ্যালিবাই দিয়েছিল সেটা প্রথম থেকেই তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। তাঁর মনে হচ্ছে যে খুনটা হয়ত হার্ডিই করেছে। তিনি জিনার সঙ্গে দেখা করার কথা বললেন। বেগ্‌লার বলল টেরেল যে একথা বলবেন সেটা সে জানত তাই সে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে। জায়গাটা তল্লাশী করলে খুনের কোন সূত্র পাওয়া যাবে বলে বেগলারের ধারণা।

টেরেল, বেগ্‌লার আর হেস তিনজনে যখন লী হার্ডির ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন তখন ঘড়িতে ন'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। বেগ্‌লার বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ পরে সে আবার বেল বাজাল। জিনা দরজাটা শব্দ করে খুলল। তাদের দেখে জিনার মুখটা পাথরের মত স্থির হয়ে গেলো, তার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। তার গায়ে একটা ফুলকাটা চাদর জড়ানো, পা দুটো খালি। মনে হচ্ছে যেন সে এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে, যেভাবে সে চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল টেরেল তাতে বুঝলেন যে সে মদ খেয়েছে।

টেরেল জিনার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে চান। জিনা তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বড় চেয়ারে আরাম করে বসল, চোখ দুটো রগড়ে একটা হাই তুলল, তারপর টেরেলের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। টেরেল বেগলারকে একটু কফি বানাতে বললেন। বেগলার রান্নাঘরের দিকে এগোল। হেস একটা চেয়ারে বসে নোটবইটা উল্টোতে লাগল। টেরেল পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন।

জিনা বলে উঠল তারা যদি শুধু তাকে দেখার জন্য এসে থাকে তাহলে যেন সেই মুহূর্তেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। টেরেল তাকে মনে করাবার চেষ্টা করলেন যে জিনা বলেছিল সেই রাতে হার্ডি তার সাথে ছিল যে রাতে স্যু পারনেল খুন হয়। টেরেল জিনাকে জিজ্ঞাসা করলেন সেদিন সে সত্যি কথা বলেছিল না মিথ্যা বলেছিল। জিনা বলল তার লী খুন করেনি।

টেরেল বললেন তিনি একথা জানতে চাননি। তিনি জানতে চান জিনা মিথ্যা অ্যালিবাই দিয়েছিল কিনা, যদি দিয়ে থাকে তাহলে সেটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার হবে। টেরেল জানালেন, যে রাত্রে স্যু খুন হয়েছে সে সময় হার্ডি তার ঘরে ছিল একথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জিনা সিগারেট ধরিয়ে বলল এখন এসব কথা বলে কোন লাভ নেই তার কারণ হার্ডি তো মারাই গেছে। টেরেল কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন সে মিথ্যা কথা বলেছিল কিনা। জিনা বলল এখন এসব ব্যাপারে কথা বলার ইচ্ছে তার নেই। হার্ডি যখন বেঁচে ছিল তখন সে তার কথাই ভাবত। এখন সে আর কিছু ভাবে না। জিনা উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির পায়ে দরজার দিকে যেতে লাগল। এদিকে বেগ্‌লার এক হাতে কফির জাগ আর এক হাতে কাপ নিয়ে এসে ঢুকলো। জিনা বেগলারকে বেরোতে বলে এমন এক ধাক্কা দিল যে কফির জাগটা ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লাগলো। জিনা বেগ্‌লারের পাশ দিয়ে দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এরপর তিনজনে, জিনার ঘরটা বাদ দিয়ে পুরো ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখতে লাগলেন। উদ্দেশ্য যদি খুনের কোন প্রমাণপত্র পাওয়া যায়। অবশেষে ঘণ্টা দুয়েক পরে ওরা যা চাইছিলেন, হার্ডির ঘরে সেটা পাওয়া গেল। ঘরের দেওয়ালে পিকাসোর একটা ছবির পেছনে একটা চামড়া বাঁধান ডায়েরী ও জিনাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি এবং দুটো পাঁচ হাজার ডলারের বেয়ারার চেক। সবগুলো একটা বড় খামে রাখা ছিল, টেরেল বিছানায় বসে চিঠিটা পড়তে লাগলেন। চিঠির সারবস্তু এরকম। 'ডিয়ার জিনা'—যদি হঠাৎ করে আমার কিছু হয়ে যায়, তাহলে এই খামের মধ্যেকার জিনিসগুলো তুমি পুলিশকে দিয়ে দিও। আমি মারিজুয়ানার জালিয়াতিতে জড়িয়েছি, স্যু সেটা টের পেয়েছে, তাই স্যুকে ত্যাগ করার পর থেকে সে আমার কাছে টাকা দাবি করছে। যেসব কাগজের ডুপ্লিকেট ও যোগাড় করে রেখেছে তার দ্বারা আমার দশ বছরের জেল হতে পারে। এইভাবে দিনের পর দিন স্যু আমাকে শুষে নেবার মতলব করেছে। আমি যদি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে অথবা অন্য কোনভাবে মারা গেলে, তুমি অবশ্যই এই ডায়েরী এবং চেক দুটো টেরেলের হাতে দেবে। টেরেলই

স্যাকে উচিত শাস্তি দিতে পারে—হার্ডি।

টেরেল কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ডায়েরীটা পড়লেন। বেগ্‌লার বসে বসে কফি খাচ্ছিল, তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন ডায়েরীতে খুনের কারণটা রয়েছে। হার্ডি টাকা দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই খুন করেছে। স্যার তলপেটটা ঐ ভাবে ফাঁসানো হয়েছে যাতে মনে হয় কেউ যৌনবোধে তাড়িত হয়ে খুনটা করেছে। টেরেল বললেন জিনার সঙ্গে তিনি এবার কথা বলতে চান। টেরেল উঠে জিনার ঘরের দিকে গেলেন।

জিনা পোশাক বদলে বিছানায় বসে আছে, তার হাতের গ্লাসটা কানায় কানায় হুইস্কি ভর্তি। টেরেল ডায়েরী আর চিঠিটা দেখিয়ে বললেন এর থেকে তারা প্রমাণ পেয়েছেন স্যু পারনেল হার্ডিকে ব্ল্যাকমেল করছিল। এবার তিনি জিনাকে জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েটা মারা যাওয়ার রাতে হার্ডি ফ্ল্যাটেই ছিল এই মিথ্যা কথাটা সে কেন বলেছে।

জিনা বলে উঠল সে মিথ্যা কথা বলেছে তো কি হয়েছে। হার্ডি খুন করেনি এই কথাটা বিশ্বাস করানোর জন্যই সে মিথ্যা বলেছিল। সে বলল হার্ডি মারা যাওয়ার পর নিশ্চয় পুলিশ তার উপর খুনের দায় চাপাবে না।

টেরেল বসলেন এবং ইশারা করে বেগ্‌লারকে নোটবুক খুলতে বললেন। টেরেল জিনাকে প্রশ্ন করলেন খুনটা যে হার্ডি করেনি এ ব্যাপারে সে এতটা নিশ্চিত হচ্ছে কি করে, তাহলে খুনটা কেই বা করেছে। জিনা জানাল খুনটা একটা পাগলাটে ধরনের লোক করেছে। প্রথমে সে বোঝেনি, কিন্তু পরে কথা বলে জিনা বুঝেছে লোকটার মাথা খারাপ।

টেরেল সামনে ঝুঁকে জানতে চাইলেন জিনা কার কথা বলছে, তার সম্বন্ধে জিনা আর কি জানে। জিনা বলল লোকটার সাথে তার হঠাৎ দেখা হয়েছিল। টেরেল ঘটনাটা গোড়া থেকে শুনতে চাইলেন, জিনা কিভাবে এর ভেতরে জড়াল টেরেল জানতে চাইলেন। জিনা তার গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল টেরেল যেভাবে ডায়েরী আর চিঠির খোঁজ পেয়েছেন ঠিক সেভাবে সেও একদিন সেগুলো পেয়েছিল। সে জানাল সে বুঝতে পেরেছিল হার্ডির সাথে স্যুর ঝামেলা চলছিল, কিন্তু এই জিনিস দুটো পাওয়ার আগে সে বোঝেনি স্যু হার্ডিকে পুরো শুষে ফেলেছে।

জিনা বলে চলল সে হার্ডিকে ভালবাসত, তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তাই সে ঠিক করল মেয়েটাকে সরিয়ে দেবে। একদিন হার্ডি জিনা ঘরে নেই দেখে স্যুকে ফোন করেছিল, কিন্তু জিনা এক্সটেনশন টেপে তাদের কথোপকথন শুনছিল। স্যু আর হার্ডি ঠিক করেছিল তারা পার্ক মোটেলে দেখা করবে, আর সেদিন হার্ডি তাকে পাঁচ হাজার ডলার দেবে। এদিকে জিনা ঠিক করেছিল মেয়েটার কাছ থেকে সব কাগজপত্রগুলো সে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে আসবে। কথা বলতে বলতে জিনা উঠে দাঁড়াল, অস্থির ভঙ্গীতে হেঁটে গিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা চওড়া ফলা-ওয়ালা শিকারের ছুরি বের করল, ফিরে এসে সে টেরেলের দিকে ছুরির বাঁটটা এগিয়ে দিল, বলল এটাকে সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সে ভেবে রেখেছিল প্রথমে স্যুকে বেঁধে ফেলে ছুরি দিয়ে মুখটা কাটবে বলে ভয় দেখাবে। আর তখন স্যু ভয়ে তাকে সব দিয়ে দেবে।

টেরেল দেখলেন ছুরিটার উপর কাল দাগ ধরে আছে। ছুরিটা টেবিলে রেখে তারপরের ঘটনা তিনি জানতে চাইলেন। জিনা জানাল তার খুন করার কোন ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মেয়েটা যদি রাজী না হয় তাহলে উল্টোপাল্টা কিছু হয়ে যেতে পারে। তাই যাতে কেউ তাকে ধরতে না পারে সেজন্যে সে নিজের গাড়ি না নিয়ে ইউ ড্রাইভ থেকে গাড়ি যোগাড় করে।

বেগ্‌লারকে লিখতে দেখে জিনা জিজ্ঞাসা করল তার বলাটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিনা। বেগ্‌লার তাকে ঠাট্টা করে বলল সে বেশ ভালই বলছে।

টেরেল জিনাকে প্রশ্ন করলেন সে ঐ গাড়ি যে নিল তার জন্য তো তাকে লাইসেন্স দেখাতে হত। জিনা বলল সেই ব্যবস্থা সে আগেই করে রেখেছিল। একটা মেয়ের হ্যান্ডব্যাগ সরিয়ে সে তার লাইসেন্সটা ব্যবহার করেছে। এমনকি সে বলল সে একটা পরচুলাও কিনেছিল।

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে জিনা জানাল হার্ডি বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টা পরে সে বাড়ি থেকে বেরোয়। তারপর সে খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে থাকে, না হলে স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতে পারে। পার্ক মোটেল থেকে দশ মাইলের মধ্যে যখন সে পৌঁছয় তখন হঠাৎ একটা লোক

তার সামনে এসে পড়ে। জিনা জানাল সে ব্রেক কবেছিল, তবু লোকটার গায়ে ধাক্কা লেগে গেছিল। টেরেলের দিকে তাকিয়ে সে বলল অবশ্যই তিনি এই কথাগুলো অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু তাহলে তাব কিছুই করণীয় থাকবে না। কাবণ এইগুলির কোন প্রমাণ সে দিতে পারবে না।

টেবেল তাকে বলে যেতে বললেন। জিনা আবাব বলতে শুরু করল। লোকটা তার কাছে লিফ্‌ট চেয়েছিল, তখন জিনা বলে যে সে ওজাসে যাচ্ছে। লোকটা জানাল তার তাতে সুবিধাই হবে, একথা বলে সে গাড়িতে উঠে পড়ল। জিনা বলল লোকটাকে দেখে তাব মনে হয়েছিল সে কোন ঝামেলা করবে না। তারপর জিনা আত্মবিশ্বাসীর সুরে বলল খুব কম লোকই তার সাথে ঝামেলা করতে পেরেছে কাবণ সে জানে লোককে কী করে সামলাতে হয়।

জিনা বলতে লাগল লোকটাকে তার একটু অদ্ভুত লেগেছিল। সে শুধু হাঁ করে তাকিয়েছিল, তাকে দেখতে একটা পুতুলেব মত লাগছিল। হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে সে বলল লোকটার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল, তাব মনে হয়েছিল তাকে সব কথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। সেদিন জিনা খুব বেশীমাত্রায় মদ খেয়েছিল আব তাই লোকটাকে সে বেশী কথা বলেছিল। জিনা বলল লোকটাকে সে হার্ডি আর পারনেল দুজনের কথাই বলেছিল। একথাও সে বলেছে পারনেল মেয়েটার কাছ থেকে কাগজপত্রগুলো আদায় করতে না পারলে সে তাকে খুন করবে।

পার্ক মোটেলের কাছে এসে জিনা যখন গাড়ি দাঁড় কবাল তখন লোকটা কথা বলতে শুরু করে। সে বলে জিনাকে তার ভাল লেগেছে, তার কথা শুনে সে দুঃখ পেয়েছে। তাই সেই সব ব্যবস্থা কবে দেবে। জিনা বলল লোকটার কথা শুনে তাব উপব যথেষ্ট আস্থা হয়েছিল, তার মনে হয়েছিল লোকটা দায়িত্ব নিতে পারবে। লোকটা বলেছিল স্যু পারনেলের মত মেয়েদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তাই সে-ই তার ব্যবস্থা করবে।

জিনা বলল গাড়ির পেছনের সীটে একটা টায়ার লিভার আর ছুরিটা সে রেখেছিল। লোকটা সেই দুটো তুলে নিল। গাড়ি থেকে যখন লোকটা বেরোচ্ছে তখন জিনা বলল তার খুব ভয় করছিল, সে চায় না তার জন্য কেউ কিছু করুক। লোকটা হেসে তাকে বলেছিল তার যা অবস্থা, এ অবস্থাতে সে ঘুড়িও ওড়াতে পারবে না। জিনা বলল সেদিন তার নেশার মাত্রা খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল গাড়ি থেকে বেরিয়ে সে দাঁড়াতেও পারবে না, তাই সে লোকটাকে যেতে দিয়ে নিজে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে লোকটা ফিরে এসে গাড়িতে উঠে তাকে জানায় যে সে স্যুকে শেষ করে এসেছে। জিনা বলল সেইকথা শুনে সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারল লোকটা তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি চালাতে শুরু কবেছিল, জিনা বলল ইতিমধ্যে সে অজ্ঞান হয়েই গেছিল। যখন তার জ্ঞান হল তখন সে নিজেকে বড় রাস্তার ধারে ঘাসের উপর শায়িত অবস্থায় পেল। লোকটা ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জিনা মুখের ওপর হাত বোলাল, তারপর বলল ব্যাপারটা এই ঘটেছিল—স্যু পারনেলকে হার্ডি খুন করেনি, করেছিল ঐ লোকটা। টেরেল তাকে জিজ্ঞাসা কবল সে কি করে নিশ্চিত হচ্ছে যে খুনটা লোকটা করেছে। এরকমও তো হতে পারে যে হার্ডি আগে থেকে মেয়েটাকে খুন করেছে আর লোকটা গিয়ে দেখেছে স্যু খুন হয়ে পড়ে আছে।

জিনা তাঁকে বলল তাঁর একথা মনে হচ্ছে কেন। সে তার ভাবনাটা বলল, লোকটা যখন ভেতরে গেছিল তখন তাব গায়ে স্পোর্টস জ্যাকেট ছিল, কিন্তু সে যখন ফিরে আসে তখন সে জ্যাকেটটা উল্টো করে ধরেছিল। আর ছুরিটা সে তাকে ফেরৎ দিয়েছিল, সেটা মেয়েটার জামায় জড়ানো ছিল, লোকটা ফিরে এসে তাকে বলেছিল সে যেন আর চিন্তা না করে।

পরের দিন সকালে জিনার যখন নেশা কেটে যায় তখন সে জামা আর ছুরিটা তার ব্যাগে দেখতে পায়। ব্যাগটাতে রক্ত লেগেছিল, তাই সে তাড়াতাড়ি করে ব্যাগটা আর জামাটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

টেরেল বললেন তিনি ব্যাপারটা আরেকটা দিক দিয়ে ভাবছেন। হয়ত পাগলা লোকটা একটা কল্পনা মাত্র, জিনা স্যু পারনেলকে রাজী করাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে মেরে ফেলেছে। এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করা আরো সহজ।

জিনা তার হুইস্কিটা শেষ করল, বলল পুলিশের চিন্তাধারা এরকমই, আসলে তারা এত বেশী মিথ্যা কথা শোনে যে সত্যি কথা তারা বিশ্বাস করতে পারে না। টেরেল বললেন তাঁর এরকম ভাবাব কারণ হল জিনা হয়ত খুনেব দায় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই মিথ্যে গল্পটা বানিয়েছে। জিনা বলল টেরেল ঠিকই বলেছেন, তার ওপর সমস্ত দায়টা চাপিয়ে দিলে আর কোন খোঁজ খবর কবতে হয না আর ঐ লোকটাকেও খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। তাবা সহজেই একটা সমাধানে পৌঁছে যাবে। টেরেল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে লোকটাকে আবার চিনতে পারবে কিনা। জিনা বলল লোকটাকে সে যেখানে দেখবে সেখানেই চিনতে পারবে। লোকটার চেহাবাটা এমন যে তাকে না চিনে থাকা যায় না। টেরেল লোকটার একটা বর্ণনা দিতে বলল তাকে। জিনা বলল লোকটা দেখতে লম্বা, সুদর্শন। লোকটা মানুষেব দুঃখ সহজেই বোঝে, তাকে নিজের সব কথা অনায়াসেই বলা যায়।

টেবেল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন জিনা লোকটাকে পাগল কেন বলেছিল। জিনা বলল, পাগলা না হলে কেউ কখনও অন্যেব জন্য খুন কবে না। সে তো শুধু খুন করার পরিকল্পনাটা জানিয়েছিল। সে একথাও বলল তাব ভাগ্য ভাল বলে লোকটা তাকে খুন করে নি।

টেরেল বেগ্‌লাবেব দিকে তাকালেন। তাদেব দুজনেরই জিনাব গল্প অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল। টেরেল তাই আবাব বললেন তিনি মনে করেন খুনটা হার্ডিই করেছে আর জিনা নেশার ঝোঁকে গল্পটা বানিয়েছে। যাইহোক তিনি জিনাকে হেড কোয়াটার্সে যাবার জন্য বললেন, সেখানে গিয়ে পুবো বিবৃতিটা তারা লিখে নেবেন।

জিনা বলল হার্ডি মাবা যাবার সাথে সাথে তাব সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। সে জীবনে যা চেয়েছে সব পেয়েছে, এখন তাব আর কোন চাহিদা নেই। শুধু সে চায় টেরেল যেন তার কথাটা বিশ্বাস কবেন, খুনটা হার্ডি করেনি, করেছে ঐ পাগলা লোকটা। টেরেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন পুরো ঘটনাটা তিনি আরেকবাব হেড কোয়ার্টাসে বসে শুনবেন।

জিনা কাঁধ ঝাঁকালো তারপর সে তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে অস্থির পায়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। টেবেল বেগ্‌লারের কাছে তাব মতামত জানতে চাইল। বেগ্‌লার বলল সে বাজী বেখে বলতে পাবে যে জিনা মিথ্যা কথা বলছে।

বাথরুমে পিস্তলের প্রচণ্ড আওয়াজ হল। দুজনেই চমকে উঠলেন। তাঁরা বাথরুমের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। বেগ্‌লাব তার চওড়া কাঁধ দিয়ে দরজাটা ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলল। তারা দেখলেন জিনা মেঝেব উপর উপুড হয়ে পড়ে আছে, তাব হাতের পিস্তলটা দিয়ে তখনও ধোঁয়া বেবোচ্ছে। জিনার মাথা ফেটে সমস্ত মেঝে বক্তে ভরে গেছে।

টেরেল লাঞ্চ সেবে ফিরে আসতে আসতে দেখলেন বেগ্‌লাব বেশ উত্তেজিত হয়ে গাড়ি থেকে নামছে। অফিসের দিকে যেতে যেতে টেরেল তাকে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। অফিসে ঢুকে বেগ্‌লার চেযার টেনে বসে বলল কিছু খবর সে পেয়েছে। টেবেল তাঁর চেয়াবে গিয়ে বসলেন, ফ্লাস্ক খুলে কফি ঢালতে ঢালতে তিনি ব্যাপারটা জানতে চাইলেন।

বেগ্‌লার বলতে শুরু করল, অ্যান লুকাস নামে এক মহিলা তার হাতব্যাগ চুরি হয়েছিল বলে পুলিশে জানিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল স্যু পাবনেলেব খুনেব আগের দিন। যেদিন মহিলার ব্যাগ চুবি যায় সেদিন বিকালে অ্যান লুকাস, এই পরিচয় দিয়ে একজন মহিলা ইউ-ড্রাইভ ডিপো থেকে পাঁচ দিনের জন্য একটা গাডি ভাড়া করেছিল। ডিপোর লোকটা জানিয়েছে মেয়েটাব চোখে গগ্‌লস আর মাথায় একটা স্কার্ফ জড়ান ছিল। ও দুটো না থাকলে সে মেয়েটাকে চিনতে পারবে না। সুতরাং এই মেয়েটা জিনা ল্যাঙ্গ ছিল বলে বেগ্‌লার মনে কবে।

টেরেল বললেন যে তাহলে জিনা মিথ্যা কথা বলেনি। বেগ্‌লার বলল আবো একটা খবর আছে। খুনেব দুদিন পরে স্যাম কার্স ইউ ড্রাইভ অফিসে এসেছিল একটা খবর দেবার জন্য, সে বলেছে একটা গাড়িকে সে নর্থ মিয়ামি বীচের উপর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে যে গাড়িটা অ্যান লুকাস বা জিনা ল্যাঙ্গ ভাড়া নিয়েছিল। কার্স, ম্যানেজার মর্ফিকে বলেছে তার মনে হয় গাড়িটা কেউ ফেলে গেছে। তাছাড়া কার্স মর্ফির কাছ থেকে যে মেয়েটা গাডি নিয়েছে তার বর্ণনা জেনে

নিয়েছে। বেগ্‌লার বলল সে অ্যান লুকাসের কাছেও গিয়েছিল। তার কথা শুনে বেগ্‌লার বুঝেছে, যে রাত্রে কার্স মর্ফির কাছে গিয়েছিল সে রাত্রেই কেউ লুকাসকে ফোন করে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স খোয়া যাওয়ার কথা জানতে চেয়েছে। লুকাস যখন জানিয়েছে তার লাইসেন্স সত্যিই হারিয়েছে তখন লোকটা ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। বেগ্‌লার নিশ্চিত যে এই লোকটা স্যাম কার্স।

টেরেল বললেন তাহলে শুধু শুধু দেরী না করে কার্সকে ডেকে পাঠান উচিৎ। বেগ্‌লার হেসে জানাল ম্যাক্স তাকে আনতে গেছে। তার মনে হয় কার্সকে ম্যাক্স ভালবাসে। বেগ্‌লারকে টেরেল সাবাসি দিলেন কাজগুলো করার জন্য, তিনি বললেন ব্যাপারটা নিয়ে তিনি ভেবে দেখতে চান। কার্স এলে বেগ্‌লারদের ব্যাপারটা সামলাতে বললেন আর ঘণ্টাখানেক তিনি কারো সাথে কথা বলবেন না বলে জানালেন।

বেগ্‌লার চলে যাবার পর টেরেল বসে বসে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ইন্টার-কমের সুইচ টিপলেন। তিনি ক্রিস বার্নেটের নিখোঁজ হওয়ার ফাইলটা চাইলেন। একজন অফিসার ফাইলটা দিয়ে গেলে তিনি সেটা ভাল করে পড়লেন। তারপর ড্রয়ার থেকে ঐ অঞ্চলের একটা ম্যাপ বের করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

ইন্টার-কম চালু হল, বেগ্‌লার বলল কার্সকে আনা হয়েছে। টেরেল জানালেন তিনি এখনও তৈরী নন। তিনি কার্সকে বসিয়ে রাখতে বললেন। তারপর আরো আধঘণ্টা ধরে ফাইলটা দেখে তিনি কিছু কিছু বিষয় নোট করলেন, আবার ম্যাপটা দেখলেন। তারপর বেগ্‌লারকে ডেকে পাঠালেন, বেগ্‌লার এসে চেয়ারে বসে টেবেলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

টেরেল বললেন তাঁর পরিষ্কার মনে হচ্ছে যে ক্রিস বার্নেটই স্যু পারনেলকে খুন করেছে। বেগ্‌লার সিগারেট টানছিল, কথাটা শুনে তার গলায় সিগারেটের ধোঁয়া আটকে গেল। টেরেল বললেন জিনা ল্যাঙ্গ যে লোকটাকে গাড়িতে তুলেছিল তার সম্বন্ধে সে বলেছে লোকটা পাগলাটে ধরনের এবং তার চেহারা লম্বা ও সুন্দর। তাহলে পুরো ব্যাপারটা ক্রিস বার্নেটের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে যে সময়ে ক্রিস নিখোঁজ হয়েছিল সেই সময়টার সাথে জিনার লোকটাকে গাড়িতে তুলেনেওয়ার সময়টাও খাপ খেয়ে যায়। ইউ-ড্রাইভের গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছিল তার মাইল খানেকের মধ্যে ক্রিসকে পুলিশ খুঁজে পায়। এছাড়া তিনি বললেন কার্স গাড়িটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল।

টেরেল আরও কতকগুলো সূত্র দিলেন। তিনি বললেন ক্রিস যখন হোটেল থেকে বেরিয়েছিল তখন তার পরনে একটা জ্যাকেট ছিল, কিন্তু যখন তাকে পাওয়া যায় তখন জ্যাকেটটা তার কাছে ছিল না। টেরেল বললেন তিনি বাজি ধরতে পারেন এ ব্যাপারে যে, কার্স ইউ-ড্রাইভের গাড়িতে জ্যাকেটটা রক্তমাখা অবস্থায় পেয়েছিল। পারনেলকে যেভাবে মারা হয়েছে, মাথার গোলমাল না থাকলে কেউ সেভাবে মারতে পারে না। তিনি বললেন তাঁর মনে হচ্ছে কার্স জ্যাকেটটা হেয়ারের কাছে নিয়ে গেছিল। হেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস বার্নেটকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে মিসেস বার্নেট কেন হেয়ারকে কুড়ি হাজার ডলার দিয়েছেন। এছাড়া টাকা দেওয়ার আর কোন কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

বেগ্‌লার জিজ্ঞাসা করল তারা এসব কিভাবে প্রমাণ করবে। টেরেল বললেন তাদের পক্ষে এখনই কিছু করা সম্ভব হবে না। তবে কার্সকে ভুগিয়ে দেখতে হবে সে কিছু বলে কিনা। বেগ্‌লার বলল যদি কার্স কিছু না বলে তাহলে কি হবে। টেরেল কিছু বলার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। ওপাশ থেকে ফ্লোরিডা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজারের গলা শোনা গেল। থ্রেসবি জানাল সেদিন সকালে মিসেস বার্নেট সেই কুড়ি হাজার ডলার নিজের নামে আবার জমা করে গেছেন, যে টাকাটাকে তারা ব্ল্যাকমেলের টাকা বলে ভেবেছিল। খবরটা পুলিশের কাজে লাগতে পারে বলে সে ফোন করে জানাল।

টেরেল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নোট গুলোর নম্বর লিখে রাখা নম্বরের সাথে মিলে যাচ্ছে কিনা। থ্রেসবি বলল যে নোট তারা ব্যাঙ্ক থেকে দিয়েছিল এগুলো সেই নোটই। টেরেল বললেন, তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, তবে মনে হয় তাদের কোথাও ভুল হয়েছিল। থ্রেসবি বলল তারও তাই মত। ব্যাপারটা নিয়ে জল ঘোলা করলে শেষ পর্যন্ত ট্রেভার্সের পাল্লায় পড়তে

হবে। টেবেল তাই হবে বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

বেগলার কি হয়েছে জানতে চাইল। টেরেল বললেন মিসেস বার্নেট ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা তুলেছিল সেটা পুরোটাই ব্যাঙ্কে ফেরত দিয়েছে। তিনি বললেন তাহলে হেয়াবকে ধবাব আর কোন রাস্তাই থাকছে না। কিন্তু মিসেস বার্নেট টাকাটা কেন দিয়েছিলেন আবার হেয়ারেব কাছ থেকে সেটা ফিরিয়েই বা আনলেন কি করে সেটাই টেবেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

বেগলাব তাঁকে জিজ্ঞাসা কবল কার্সেব সঙ্গে কথা বলবে কিনা। টেবেল বললেন তাবা এখন হেয়ারেব নামে আব কোন অভিযোগ আনতে পারবেন না। আবাব এদিকে বার্নেটেব ব্যাপারে কিছু করতে গেলে ট্রেভার্সেব ভয় আছে। তাই তাড়াহুড়ো করে কিছু করলে চলবে না।

এবাব টেবেল বেগলাবকে ইউ-ড্রাইভেব গাড়িটাব ছাপগুলো দেখেছে কিনা জানতে চাইল। বেগলাব জানাল সে পবিষ্কাব দেখেছে কোন ছাপ নেই। টেবেল বললেন মোটেলের ঘবে বার্নেটেব ছাপ পাওয়া গেলে একটা কিছু কবা যেত। ছবিটা দেখেছে কিনা তিনি বেগলাবকে জিজ্ঞাসা কবলেন। সে জানাল ছবিতে কেবল জিনা আব টেবেলেব ছাপ আছে।

টেবেল ম্যাক্সকে ডাঃ গুস্তাভেব স্যানাটোবিয়ামে পাঠিয়ে বার্নেটের ব্যবহৃত কোন জিনিস আনার ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপব হেসকে বললেন মোটেলেব ছাপগুলোর সাথে সেটা মিলিয়ে দেখতে, বেগলাব বেরিয়ে গেল। টেবেল চুপচাপ বসে বইলেন। কিছুক্ষণ পর ফিবে এসে বেগলাব জানাল সে ম্যাক্সকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবাব কার্সকে নিয়ে কি কবা হবে জানতে চাইল।

টেবেল কার্সকে নিয়ে আসতে বললেন। কার্স এসে ঢুকলে টেবেল তাকে ইউ-ড্রাইভেব গাড়িব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কার্স রাগত স্বরে বলল পুলিশ যেভাবে তাব পেছনে লেগেছে তাতে তার মনে হচ্ছে সে পাগল হয়ে যাবে। সে জানাল সেদিন সে ঐ অঞ্চল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবাব সময় গাড়িটাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। কেউ ফেলে গেছে মনে করে সে ইউ-ড্রাইভে খবর দিয়ে এসেছিল। সে বলতে লাগল কাবও উপকাব করলেও যে পুলিশ পেছনে লাগতে পারে একথাটা তাব জানা ছিল না।

টেবেল তাকে জিজ্ঞাসা কবলেন গাড়িটা সে কিভাবে দেখতে পেল। কার্স বলল সে তো আগেই বলেছে যে ঐ রাস্তা দিয়ে সে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। তারপর কৌতূহলবশতঃ সে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে সেটা ইউ-ড্রাইভেব গাড়ি। তখন সে নম্বরটা নোট করে নেয়। আর সে ঐ অফিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল বলে খবরটা দিয়ে দেয়। টেবেল গাড়িতে কি ছিল কার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল কিছুই ছিল না। টেবেল তাব কাছে আবাব জানতে চাইলেন সে একটা রক্তমাখা জ্যাকেট পেয়েছিল কিনা।

কার্স খুবই চালাক। কথাগুলো শুনে সে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও অবাক হবাব ভান করল, বলল রক্তমাখা জ্যাকেট সে দেখেনি। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে সে বলল টেবেলেব কথাগুলো সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আব সে যদি কোন কিছু পেত তাহলে তো সে টেরেলকেই সেসব জিনিস দিয়ে যেত।

এবাব টেবেল জিজ্ঞাসা কবল গাড়িটা যে ভাড়া নিয়েছিল তাকে কার্স ফোন করেছিল কিনা। কার্স চোখ বড় করে ফেলল কথাটা শুনে। সে বলল কৌতূহলবশতঃ সে মর্ফিকে, কে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু সে তাকে কখনই ফোন করে নি। টেবেল আবাব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে মেয়েটাকে ফোন করে তাব লাইসেন্স হারানোর কথা জানতে চেয়েছিল কিনা। কার্স বলল সে এ কাজ করেনি; নিশ্চয়ই মিঃ টেবেল অন্য কারো সাথে তাকে গুলিয়ে ফেলছেন।

এক ঘণ্টা ধরে টেবেল আর বেগলাব কার্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন কথাই বের করতে পারলেন না। শেষকালে টেবেল নিবস্ত হলেন কারণ তাব কাছে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন কার্স মিথ্যা কথা বলছে কিন্তু তিনি এটাও বুঝলেন যে এভাবে শুধু সময়ই নষ্ট হচ্ছে।

টেবেল কার্সকে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর তিনি জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরে হেস এসে জানাল যে কিছুই পাওয়া যায়নি। ম্যাক্সেব কাছ থেকে সে মিঃ বার্নেটের হাতের ছাপ নিয়ে দেখেছে কিন্তু ঐ ঘরের কোথাও মিলছে না।

টেরেল হেসকে যেতে বললেন। তারপর বেগলারের দিকে তাকিয়ে বললেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস খুনটা মিঃ বার্নেটই করেছে। কিন্তু তাদের এই মুহূর্তে কিছুই করাব নেই। বেগলার স্যু পারনেলের ফাইলটা হাতে নিয়ে সেটা চালু রাখবে কিনা জানতে চাইল। টেরেল চালু রাখতে বললেন, তাঁর মতে হয়ত চাকা কোনদিন ঘুরেও যেতে পাবে। যতদিন ক্রিস স্যানাটোরিয়ামে থাকবে ততদিন সে নিবাপদেই থাকবে। তারপর কি কবা যায় টেরেল দেখবেন। তিনি আবও বললেন যে এই ধরনের লোকেরা আবার এবকম কোন কাজ করার চেষ্টাতেই থাকে।

ডাঃ অ্যাডলফ জিমাবম্যান এসে পৌঁছেছেন। তাঁর চেহাবাটা অত্যাধিক মোটাসোটা, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। তার স্বভাবটা চার্চের পাদ্রীর মত নরম।

ভ্যাল্ ঘণ্টা দুয়েক ধরে অপেক্ষা করছিল। এক সময় জিমারম্যান তার কাছে এলেন। উনি আসাব আগেই দবজার বাইবে ভ্যাল্ ডাঃ গুস্তাভ আব জিমারম্যানের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। গুস্তাভ জিমাবম্যানকে বলছিলো তিনি যাতে নিজে গিয়ে কথা বলেন। এসব শুনে ভ্যাল্ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তার মনে হচ্ছিল অপারেশনটা হয়ত ঠিক মত হয়নি। কিন্তু জিমারম্যান এসে ভ্যালের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের ভঙ্গীতে হাসলেন।

জিমারম্যান জানালেন যে অপারেশন ঠিক মতই হয়েছে। আসলে অনেক দেরী হয়ে গেছে বলে সাবধানে অপারেশনটা করতে হয়েছে। তিনি ভ্যাল্কে চিন্তা করতে বারণ করলেন, বললেন মিঃ বার্নেট কয়েক সপ্তাহেব মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। তাব ব্রেনে একটা জায়গায় প্রেশাব ছিল, সেটা তিনি ঠিক কবে দিয়েছেন। তবে ব্যাপারটা আগে কবা হলে ভ্যাল্কে এত দুশ্চিন্তাব মধ্যে দিন কাটাতে হত না। তিনি বললেন তাঁকে আরো আগে খবর দেওয়া হলে তিনি সব ব্যবস্থা আগেই কবে দিতেন।

ভ্যাল্ জিমারম্যানেব কথাগুলো রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল। সে বলে উঠল তাঁর স্বামী তাহলে ঠিক সুস্থ হয়ে যাবে। জিমারম্যান জানালেন দু' সপ্তাহ পরেই মিঃ বার্নেট এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন। তিনি ভ্যাল্কে পরামর্শ দিলেন যাতে তারপর তারা দুজনে মিলে সমুদ্রেব ধারে বেড়াতে যায়। তিনি বেড়ানোর জায়গা হিসাবে দক্ষিণ ফ্রান্সের নাম করলেন। এছাড়াও তিনি তাদেব আরাম কবে থাকতে বললেন, এবং দুজনেব মধ্যে যাতে সুস্থ বোঝাপড়া গড়ে উঠে সেকথা বললেন। জিমাবম্যান ভ্যাল্কে পুরনো সব ঘটনা ভুলে নতুন জীবন শুরু কবতে বললেন এবং তাঁর শুভকামনা জানালেন।

ভ্যাল্ তবুও নিশ্চিত হতে পাবছিল না। সে জিজ্ঞাসা কবল ক্রিস আবার হিংস্র হয়ে উঠবে না তো। জিমারম্যান হাসলেন। তার চোখে মুখে নিশ্চিন্ততাব আশ্বাস। তিনি ভ্যাল্কে বললেন তাব কথা তিনি বুঝতে পারছেন। এতদিনের ঘটনাগুলো ভ্যালেব কাছে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক। তবে যে প্রেশাবটাব জন্য এটা হয়েছিল সেটা এখন আব নেই। জিম্যাবম্যান ভ্যাল্কে নিশ্চিন্ত হতে বললেন।

ভ্যালেব সেই রক্তমাখা জ্যাকেটটার কথা মনে পড়ে গেল যেটা সে পুড়িয়ে ফেলেছে। সে ভাবল সত্যিই এখন আর তার চিন্তার কিছু নেই। ক্রিসের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস সত্ত্বেও সে একথা জেনে গেছে যে ক্রিসই ঐ খুনটা করেছে। ক্রিস স্বাভাবিক হয়ে যাবে শুনে তাই সে নিশ্চিন্ত বা খুশী কোনটাই হতে পারল না। কারণ পুলিশ যদি কোনদিন জানতে পারে ক্রিস স্যু পারনেলকে খুন করেছে তাহলে কি হবে এই চিন্তায় ভ্যাল্ সুস্থির হতে পারল না।

জিমারম্যান বললেন তিনি এখনই প্লেন ধববার জন্য এয়ারপোর্ট যাচ্ছেন। তাকে এরকম এসেই চলে যেতে হয়। যাইহোক, ভ্যাল্কে তিনি ধৈর্য ধরতে বললেন, জানালেন দু' সপ্তাহের মধ্যেই তার এতদিনকাব চিন্তার অবসান ঘটবে। জিমারম্যান মজার সুরে বললেন তাঁর খুব ঈর্ষা হচ্ছে ভ্যাল্কে দেখে কাবণ নতুন জীবন শুরু কবার একটা রোমাঞ্চ আছে।

জিমাবম্যান চলে যাবার পর ডাঃ গুস্তাভ এসে ঢুকলেন। তিনি বললেন ভ্যাল্ কয়েকদিন বাদেই তাব স্বামীর সঙ্গে দেখা কবতে পাববে। ডাঃ জিমারম্যান এরকমই আশা দিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর কথা বলাব মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে ভ্যালের সন্দেহ হল।

জিমাবম্যান তাকে যা বলে গেছিল ভ্যাল্ ডাঃ গুস্তাভকে সেই কথাগুলো বলল। গুস্তাভ

বললেন, জিমারম্যান এসব ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। কিন্তু তিনি নিজে অতটা নন। কারণ তাঁর মতে এসব অপারেশনের পরে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। তিনটে কেসের মধ্যে হয়ত একটার ফল ভাল হয়। আর এক্ষেত্রে যদি ফল ভাল হয় তাহলে সেটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে বলে জানালেন। গুস্তাভ আরো বললেন যে দু' সপ্তাহ পরে ক্রিসের অবস্থা বোঝা যাবে, তবে তখনও অবশ্য একেবারে নিশ্চিত করা যাবে না কারণ রুগীর ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে।

ভ্যাল্ ডাঃ গুস্তাভকে জিজ্ঞাসা করল তাহলে তিনি কি মনে করেন না যে ক্রিস সত্যিই ভাল হয়ে যাবে। ডাঃ বললেন তার বক্তব্য ঠিক সেটা নয়। তবে অপেক্ষা করতে হবে, তিনি কোন ভুল ধারণা দিতে চান না। তবে তিনি আশা করছেন শীঘ্র তিনি আবো কিছু আশা করতে পারবেন।

গাড়ির দিকে যেতে যেতে ভ্যালের একটা অদ্ভুত ভয় হতে লাগল—হয়ত তার স্বামীর সঙ্গে নতুন করে দেখা হবার ভয়।

নতুন জীবন.....

ভ্যাল্ একমাসের উপর ডায়েরী লেখেনি কারণ লেখার মত কিছুই আর ঘটেনি।

যাইহোক, তেসরা সেপ্টেম্বর ভ্যাল্ আবার ডায়েরী লিখতে বসল। সে লিখতে লাগল, ক্রিস স্যানাটোরিয়াম থেকে মাসখানেক হল ছাড়া পেয়েছে। ডাঃ জিমারম্যান ভ্যাল্‌কে বলেছিলেন নতুন জীবন শুরু কবাব মধ্যে রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু কী সেই রোমাঞ্চ ভ্যাল্ বুঝে উঠতে পারছিল না। ডাঃ বলেছিলেন ক্রিস স্বাভাবিক হয়ে যাবে, সে হয়তো হয়েছে। কিন্তু ভ্যাল্ যাকে বিয়ে করেছিল সেই ক্রিসের সাথে এই ক্রিসের কোন মিল সে খুঁজে পাচ্ছিল না। ভ্যাল্ সহজ হবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। মাঝে মাঝেই তার সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা যে বীভৎস ভাবে মবেছে সে কথা মনে পড়লে ভ্যাল্ আর ক্রিসকে ভালবাসতে পারছে না। ক্রিসের সরু, সুন্দর আঙুলের দিকে তাকালে ভ্যালেব মনে পড়ে যায় সেই ছুরিটা কিভাবে মেয়েটার গায়ে বসে গিয়েছিল।

ক্রিস দক্ষিণ ফ্রান্সে যেতে চায়নি, এতে ভ্যাল্ বেঁচে গেছে কারণ সে নিশ্চিত যে একা একা ক্রিসের সাথে কোথাও যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তাই ক্রিস যখন তাকে স্প্যানিশ বে হোটেলেই দু' সপ্তাহ বিশ্রাম করার কথা বলল তখন ভ্যাল্ মনে মনে খুশীই হল।

হোটেলে তারা দশদিন একসাথে রয়েছে। তারা রোজ একসঙ্গে সমুদ্রে স্নান করে, রদ্দুরে বসে বই পড়ে। ক্রিস আবার ডিকেন্স পড়তে শুরু কবেছে। ভ্যাল্ এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ক্রিস জানে যে সে খুন করেছে সেটা ভ্যাল্ বুঝতে পেরেছে।

ভ্যাল্ আর ক্রিস দুজন এখন আর তেমনভাবে একসাথে থাকে না, তারা দু'জনে এখন শুধু ভদ্রতা করে, একে অপরেব দিকে তাকিয়ে অল্প পরিচিতেব মত হাসে, দুজনেই এই ব্যাপারটা লক্ষ্য কবে যাতে তাদের মধ্যে মতেব অমিল না হয়। ভ্যাল্ বুঝতে পেরেছে ঐ বীভৎস ঘটনার পর তারা কেউই আর স্বাভাবিক হতে পারবে না। ক্রিস নিউইয়র্ক ফিরে যেতে চায়। তবে ডাঃ গুস্তাভ আরেক সপ্তাহ থাকতে বলেছেন। ক্রিস যখন ডাঃ এর সঙ্গে কথা বলে তখন তিনি অবাক হয়ে তাকে দেখতে থাকেন। তিনি হয়ত অপারেশন সম্বন্ধে নিশ্চিত হননি, তবে কিছু বলছেন না। ভ্যাল্ গতকাল তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে গাড়ি পর্যন্ত গেছিল। ক্রিস টেরেস থেকে তাঁদের লক্ষ্য করছিল। গুস্তাভ যাওযাব আগে ভ্যাল্‌কে আবার খুব বেশী আশা করতে বারণ কবে গেছেন। ভ্যাল্ এই ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ডাঃ জিমারম্যান তাকে নতুন জীবন শুরু করাব রোমাঞ্চকর অনুভূতিব কথা বলছেন একদিকে, আর একদিকে ডাঃ গুস্তাভ তাকে বেশী আশা করতে বারণ করছেন। এই দুটো কথায় ভ্যাল্ দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে।

ভ্যাল্ গতরাত্রের কথাও ডায়েরীতে লিখছিল। গতকাল রাত্রে তারা দুজনে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জল রুপোর মত চিক্‌চিক্ করছিল। ক্রিস কিছুক্ষণ পবে ভ্যালের বিছানায় এসে বসল। তারপর সে ভ্যালের সাথে শুতে চাইল। ভ্যাল্ লক্ষ্য করল দুবছর পর সে এভাবে তার জন্য উতলা হয়েছে। গত দুবছর ধরে ভ্যাল্ একা বিছানায় শুয়ে সর্বক্ষণ এটাই চেয়েছে যে ক্রিস কখন তাকে কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় ক্রিসকে দেখে ভ্যাল্ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ তার সেই

মেয়েটার কথা সেই ছুরিটা আর ক্রিসের হাতের কথা মনে পড়ে গেল। ক্রিস বিছানায় বসে ভ্যালের হাত ধরেছিল, সেই স্পর্শে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। ভ্যালের মুখ দেখে হয়ত ক্রিস বুঝতে পেরেছিল যে আর এগোনো ঠিক হবে না তখন সে তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, ভ্যাল্ যখন এতদিন ধৈর্য ধরেছে তখন সেও ধৈর্য ধরতে পারবে।

ভ্যাল্ কিন্তু বুঝতে পারল ক্রিস হতাশ হয়েছে, বোধহয় কিছুটা বিরক্তও হয়েছে। ক্রিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ভ্যালের গলা দিয়ে কান্না বেরিয়ে এল। সে বুঝল ক্রিস তার গায়ে হাত দিতে চাইলে সে আর সহ্য করতে পারবে না। হঠাৎ তার ডাঃ জিমারম্যানের কথা মনে পড়ল। সে ভাবল উনি কি তাহলে একেই নতুন জীবনের রোমাঞ্চ বলতে চেয়েছেন।

ভ্যাল্ ৬ই সেপ্টেম্বর আবার ডায়েরী লিখতে বসল। সে লিখতে লাগল তারা দুজনে টেরেসের ওপর বসেছিল। হঠাৎ একটা সুন্দর মেয়েকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখল। মেয়েটার বয়স কম তার চুলগুলো বেশ সুন্দর, গায়ের রংটা রদ্দুরে সোনালী দেখাচ্ছে, তার পরনে একটা বিকিনি। তার হাঁটার ভঙ্গী দেখে ভ্যাল্ মনে মনে ভাবল সে কখনও এভাবে হাঁটতে পারে না। মেয়েটার শরীরের অনেকটা অংশই প্রায় উন্মুক্ত। তার নিতম্ব আর বক্ষযুগল দেখে ভ্যালের মনে ঈর্ষা শুরু হল। মেয়েটা কিছুদূরে গিয়ে একটা গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। সে নিজের সম্বন্ধে খুবই সচেতন এবং সে বুঝতে পারছিল নীচের সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্রিস হঠাৎ ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করল সে মেয়েটাকে দেখেছে কিনা। মেয়েটা কে হতে পারে? ভ্যাল্ হঠাৎ বোকার মত বলল ক্রিস কার কথা বলছে, সে কোন মেয়েকে দেখেনি। ভ্যাল্ নিজের মনেই আবার ভাবল যে ক্রিস নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে সে মিথ্যা কথা বলছে। ক্রিস বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল। তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভ্যাল্ বুঝল যে সে কিছুই পড়ছে না শুধু বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। রদ্দুরে বসে থাকলেও ভ্যালের হঠাৎ শীত করতে লাগল।

ঘরে ফিরে এসে ভ্যাল্ তাদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিতে লাগল। পরদিন তারা স্প্যানিশ বে হোটেল ছেড়ে নিউ ইয়র্কে রওনা হবে। ক্রিস টেরেসে বসে বই পড়ছিল। ভ্যালের গোছানো যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন টেলিফোনটা বেজে উঠল। চার্লস ট্রেভার্স ফোন করেছেন। তিনি তাঁর মেয়েকে সব কিছু ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। ভ্যাল্ জানাল সব ঠিক আছে। তারা দশটার প্লেনে রওনা দেবে। মিঃ ট্রেভার্স জানালেন তিনি এয়ারপোর্টে থাকবেন। ক্রিস কেমন আছে তিনি জানতে চাইলেন। ভ্যাল্ জানাল ক্রিস একদম ঠিক হয়ে গেছে, সে অফিসে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভ্যালের বাবা তবুও নিশ্চিত হলেন না। তিনি বললেন ঐ ডাক্তারের কথায় ভোলার পাত্র তিনি নন। ক্রিস সত্যিই ভাল হয়ে গেছে কিনা তিনি ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন।

ভ্যাল্ তাঁর বাবা কেন এরকম বলছে জানতে চাইল। সে বলল সত্যি ক্রিস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। মিঃ ট্রেভার্স বললেন ভ্যালের কথা শুনে তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। তবে তিনি ডাঃ জিমারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছেন, ভদ্রলোককে তাঁর একদম পছন্দ হয়নি। কারণ তাঁর মতে ডাঃ জিমারম্যান নিজের উপর বেশী আস্থাবান, যতটা তিনি আদৌ নন। এরকম ধরনের লোককে তাঁর পছন্দ হয় না।

ভ্যাল্ চোখ বন্ধ করে ফেললো। সে জানে তার বাবা কখনও ভুল বলেন না। সে তার বাবাকে চিন্তা করতে বারণ করল, বলল তারা কাল নিউইয়র্ক পৌঁছে যাবে তখন তিনি নিজের চোখেই দেখে নেবেন ক্রিস কেমন আছে। এবার মিঃ ট্রেভার্স তাঁর মেয়ে কেমন আছে জানতে চাইলেন।

কান্নায় ভ্যালের গলা বুজে এল। সে কথা বলতে পারছিল না, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। মিঃ ট্রেভার্স আবার ভ্যাল্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেমন আছে। ভ্যাল্ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে ভাল আছে আর খুব তাড়াতাড়িই তো আবার তাদের দেখা হবে। রিসিভার রেখে ভ্যাল্ কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারপর রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। হঠাৎ তার মনে পড়ল ক্রিস একদিন তাকে বলেছিল, তার বাবা মানে মিঃ ট্রেভার্স একজন দারুণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ক্রিসের মধ্যে যে কোমলতাটুকু আছে সেটা তাঁর নেই। কোমলতা বলতে ক্রিস দুর্বলতাকে বুঝিয়েছিল, যেটা কিনা শুধু সাধারণ মানুষের থাকে। সে ভ্যাল্‌কে আরো বুঝিয়েছিল যে একটা

মানুষ যখন হয়ত বিরাট সাফল্য পেতে যাচ্ছে, সে হয়ত ভাবছে তার সমস্ত রকম বিশ্বাস, আস্থা, আশা সব রয়েছে, তখন হঠাৎ যে কঠোরতা থাকলে মানুষ বড় হয় সেটাই দুর্বল হয়ে গেল। আর তাহলে সাফল্যও তাকে আর ধরা দেবে না, তার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই হয়েছে বলে ক্রিসের ধারণা।

ভ্যাল্‌ ভাবতে লাগল ক্রিস তাকে ডিভোর্স নিতে বলেছিল। এখন তার মনে হল সেটা করার সময় এসে গেছে। কারণ ক্রিস সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে গেলেও তাদের সম্পর্কটা আর আগের মত হতে পারবে না। কারণ তাদের দু'জনের মাঝে সেই মৃত, বিধ্বস্ত মেয়েটা চিরকালের জন্য দেওয়াল হয়ে থাকবে। ভ্যাল্‌ ভাবল সে তার বাবার কাছে ফিরে গেলে তিনি খুবই খুশী হবেন। কিন্তু ক্রিসের কী হবে এই চিন্তা তাকে পেয়ে বসল।

কিছুক্ষণ পরে ভ্যাল্‌ জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। সে দেখতে পেল সেই বিকিনি পরা সুন্দর মেয়েটা ক্রিসের পাশে বসে আছে। রৌদ্রে মেয়েটার চুল ঝিক্‌মিক্‌ করছে। মেয়েটা খুব হাসছে, ক্রিসও হাসছে, হয়ত তাদের মধ্যে সেরকম কোন কথাবার্তা চলছে। সেই দুর্ঘটনার পর ভ্যাল্‌ ক্রিসকে কোনদিন এত সুখী, আনন্দিত হতে দেখেনি।

ক্রিস হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। মেয়েটাও তার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দুজনে একসাথে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। ভ্যালের মনে হল ক্রিস তার নতুন জীবন শুরু করার রোমাঞ্চ পেতে চলেছে। ডাক্তারের কথা অন্ততঃ একজনের ক্ষেত্রে সত্যি হল।

ভ্যাল্‌ স্যুটকেসের কাছে ফিরে গেল। নতুন করে সে আবার গোছাতে শুরু করল। তার নিজের জামাকাপড় একটা স্যুটকেসে আর ক্রিসের জামাগুলো আরেকটা স্যুটকেসে ভ্যাল্‌ ধীরে ধীরে ভরতে লাগল।

নিস্তব্ধ ছিল। এরপর বৃদ্ধ লোকটি খুব কষ্ট করে ছেলেটির দিকে তাকাল এবং বলল— আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই যা তোমার দেশের স্বার্থে খুবই জরুরী।

স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গী ছেলেটি তার চেষ্টা ভুলে গিয়ে বৃদ্ধের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠল, এবং মাফিয়া গোষ্ঠী যে তথ্য জানবার জন্যে উৎসাহী ছিল সেও তাই জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল। তাই সে বৃদ্ধ লোকটিকে কথা বলতে উৎসাহ দিল।

এই সময় আমার নিজেকে ছোট্ট সরাইখানার একজন বলে মনে হচ্ছিল। সেখানকার কাঠের দেওয়াল, কড়িকাঠের ছাদ এবং বাতাসে বীয়ারের গন্ধ আমি অনুভব করছিলাম। আমি বৃদ্ধ জার্মান লোকটির মুমূর্ষু অবস্থা যেন নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম।

বৃদ্ধ লোকটি 'আমেরিকান ডলার' এবং স্কোয়ার্জ দুর্গে লুকনো সেই সমস্ত পাতের কথা আস্তে আস্তে বলেছিলো। যদিও সেগুলো ঠিক কোথায় আছে তা জানত না।

সেই সময় সেখানে সামান্য নীরবতা এবং মৃত্যুর আগে নেওয়া বৃদ্ধের নিঃশ্বাসের ঘন ঘন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তার গলার আওয়াজ ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছিল কারণ তার শরীরের মধ্যের বুলেট তাকে ক্রমশ মৃত্যুর কাছে নিয়ে আসছিল।

বৃদ্ধের কথায়, যখন তৃতীয় জার্মান রাষ্ট্রপুঞ্জ পরাজিত হয়েছিল এবং যখন রাশিয়ান ও আমেরিকানরা বার্লিনের চারদিক থেকে তাদের বেষ্টনী ছোট করে আনছিল সেই সময় একটি মালবাহী গাড়ি শহর ছেড়ে দক্ষিণ দিকে 'বেভারিয়া' অঞ্চলের দিকে রওনা হয়েছিল। সেই গাড়িতে কিছু অধস্তন সৈন্যবাহিনী একজন উচ্চপদস্থ সেনাপতির তত্ত্বাবধানে ছিল। সেই সময় বৃদ্ধের কর্মস্থান ছিল ঐ স্কোয়ার্জ দুর্গে।

মালবাহী গাড়িটি অনেক ভোরে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সেনাপতির নির্দেশে একমাত্র বৃদ্ধটি ছাড়া দুর্গের অন্যান্য কর্মচারীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভোরের আলো ফুটলে বৃদ্ধ তাদের মধ্যে একজনের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছিল যে তারা পরাজিত জার্মানী পরিত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ লোকটি সৈনিকদের নানা রকম প্রশ্ন করায় তারা যে সমস্ত সাংকেতিক উত্তর দিয়েছিল তা থেকে সে, নকল আমেরিকান ডলার তৈরী করার পাতগুলো স্কোয়ার্জ দুর্গের কোথাও লুকোন আছে তা বুঝতে পেরেছিল।

সেনাপ্রধান ফিরে এসেছিল এবং বৃদ্ধ লোকটিকে যদিও সেইসময় সে অতটা বৃদ্ধ ছিল না, তাকে সেখানে থাকতে এবং আমেরিকানরা যাতে সেখানে ঢুকতে না পারে, সেইরকম হুকুম দিয়েছিল।

এই দুর্গের মালিক হামবার্গ ধ্বংসের সময় নিহত হয়েছিল। বৃদ্ধ লোকটির কর্মস্থল যেহেতু এই দুর্গেই ছিল তাই সে ফিরে যেতে পারেনি। এই দুর্গটিকেই সে বাড়ি ভেবে এবং এর যথাসম্ভব মেরামত করে সে এখানেই সেই সেনা প্রধানের ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুণছিল। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

এখন বৃদ্ধ লোকটি প্রায় মৃত অবস্থায়। তার এই অবস্থার একমাত্র সাক্ষী সেই ছেলেটিকে সে সব বলে দিতে পারত। কিন্তু বক্তা যখন বলল যে বৃদ্ধ লোকটি কিছু বলার আগেই মারা গেছিল, তখন আমি রাগের সাথেই তার দিকে তাকালাম এই ভেবে যে দুর্গে খোঁজার কাজটা এখন আমাদেরই করতে হবে।

মার্ক একটু দম্ভ প্রকাশ করে আভেরীকে বলল যে তারাই এই দুর্গে ঢুকে প্লেটগুলো খোঁজার কাজটা করবে এবং এটা এমন একটা কঠিন কাজ নয়।

আভেরী কিং একটু উত্তেজিত ভাবে বলল যে মার্ক কাজটা যতটা সোজা মনে করছে কাজটা তত সোজা নয়। কারণ মাফিয়া গোষ্ঠী এই কাজে বিশেষ ভাবে আগ্রহী এবং সেই কারণে তারা বৃদ্ধকে হরণ করে তার কাছ থেকে গোপন তথ্য জানার চেষ্টা করেছিল।

এমনও হতে পারে যে তারা তাদের খোঁজার কাজ দুর্গের ভিতর চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দেরী না করে আমরা যদি তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছতে পারি তবে এই কাজ থেকে আমরা তাদের থামাতে পারব।

আভেরী কিং টিকিট এবং সেই প্লাস্টিক মোড়া কার্ড যা নাকি দুটি দেশের পুলিশ বাহিনীর

কাছে অনুমতিপত্র আমাদের দিয়ে দিলেন। আমি সেগুলিকে তাড়াতাড়ি ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম।

এরপর তিনি আরও বললেন যে বিমান বাহিনীর একটি জেট্ বিমান আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে এবং এটা বার্লিনে নিয়ে যাবে। সেখানকার রক্ষীরা আমাদের অপেক্ষমান একটি গাড়িতে তুলে দেবে। সেখান থেকে আমাদের জায়গায় পৌঁছে যাব।

যখন আমরা ফিরে আসছিলাম তখন আভেরী কিং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাদের যে লোকটি বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাত করেছিল সে বৃদ্ধের কথায় বুঝতে পেরেছিল যে পাতগুলো সম্ভবতঃ দুর্গের ভূ-গর্ভস্থ কারাকক্ষের কোথাও লুকনো আছে।

এখন আমরা সেই 'ব্ল্যাক ক্যাসেল'-এর দিকে এগিয়ে চলেছি। নীচে মাঠের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে চলেছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। বড় জোর যেখানে আমরা পা ফেলছি সেটুকু পথই আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। শৈলশিখরে স্কোয়ার্জ দুর্গে যাবার পথে গাছপালা একটা বনের সৃষ্টি করেছে।

মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন ভয়ের সিনেমার দিকে হেঁটে চলেছি। আমার শরীরে ঘাম ঝরে পড়ছিল। চারিদিকের আবহাওয়া যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত বহন করছিল।

পাথরের স্তূপ আর ঘন কুয়াশার মধ্যে দুর্গটা আমাদের কাছে খানিকটা দৃশ্যমান হচ্ছিল। জানলা এবং কোন ফাঁকা দিয়েই কোন আলো দেখা যাচ্ছিল না। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এটা যেন ভয়ের বস্তু। আমার সমস্ত কল্পনা আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের করে আনল। যদিও এটা আমার সঙ্গী মার্ক-এর কানে পৌঁছল। সে আমাকে আমার চেয়েও বেশী জানত।

এরপর একটা কাঠের সেতু পার হবার সময় আমাদের পায়ের শব্দে সেখানে একটা মৃদু আওয়াজ হচ্ছিল। সেখানটা ছিল 'ব্ল্যাক ক্যাসেলের' সামনের দরজা। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নিচের দিকে তাকাতে একটা গভীর গর্ত দেখতে পেলাম। মনে হল আগে এটা জলে ভর্তি কোন পরিখা ছিল। সেখানে বড় বড় পাথরও চোখে পড়ছিল।

মার্ক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরজার স্যাঁতসেতে কাঠ স্পর্শ করতেই দরজা খুলে গেল। মরচে ধরা কব্জা এবং একরাশ ভ্যাপ্সা হাওয়া ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ভেতরের সমস্ত কলুষতাকে প্রকাশ করার জন্য যেন দরজাটা খুলে গেল।

মার্কের হাতের জোরাল আলো খানিকটা স্বস্তি ফিরিয়ে দিল। আমরা ভেতরে একটা বড় ঘরের দিকে তাকালাম. ক্ষীণ আলোয় আমি এক পলক একটা তৈলচিত্র আঁকা কাঠের দেওয়াল, একটা বড় টেবিল যার ওপর কারুকার্য করা একটা কাপড় পাতা আছে দেখতে পেলাম এবং একটা চূড়ান্ত শূন্যতা অনুভব করলাম। একটা পুরনো কার্পেটের ওপর দিয়ে আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

আমি মন্তব্য করলাম যে যদি বৃদ্ধ লোকটি এখানে থাকত তাহলে মোমবাতি, কেরোসিন বাতি বা বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি কোন একটির সাহায্যে সে এখানে আলো জ্বালাত।

মার্ক একটা আলোর সুইচ দেখে সেটাকে ওপর নিচ করল কিন্তু কোন আলো জ্বলল না। আমি আমার খোঁজার কাজ আরম্ভ করলাম। একটা পুরনো আমলের আলমারীর ড্রয়ার খুলে আমি বারোটা মোমবাতি বের করে তার মধ্যে থেকে দুটো জ্বাললাম। মোমদানীতে মোমবাতিগুলো রেখে আমরা একতলাটা খুঁজে দেখছিলাম। এটা একটা বিরাট বড়ো জায়গা। এই ঘরের পাশেই একটা বিরাট রান্নাঘর এবং তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড উনান। এই ঘরের পাশে একটি উপাসনাকক্ষ। তার পাশে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের একটা বাথরুম চোখে পড়ল।

আমরা দোতলায় উঠে যাবার একটা ঘোরালো সিঁড়ি দেখতে পেলাম কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে যাবার কোন দরজা আমাদের চোখে পড়ল না। আমরা পেছনে গিয়ে দুর্গের সদর দরজা থেকে ভেতরের ঘরের সমস্ত মেঝে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য।

আমি মার্কের দিকে তাকিয়ে বললাম যে, এই জায়গায় যদি কোন গোপন কক্ষ থাকে তবে তা ওই ফলক বা পাতগুলোর মতই কোথাও লুকনো আছে। মার্ক আমাকে এরপর যুক্তি দিয়ে অনেক কথা বোঝাল এবং শেষে বলল যে, আমরা যে মানসিকতা নিয়ে ভূ-গর্ভে যাবার দরজা খুঁজছি এটা আসলে সেইরকম দরজা হতে পারে না। এটাকে একটা চোরা বা গুপ্ত দরজা বলা

যেতে পারে।

মার্ক এরপর নানারকম মজা করতে লাগল। আমি মার্ককে কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম যে, যদি আমরা ফলকগুলো খুঁজে পাই তাহলে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটে যাবে।

আমরা এরপর অনেকক্ষণ ধরে দুর্গের মেঝেতে অনুসন্ধান চালালাম। মাকড়সার জাল, ইঁদুরের বাসা, একটা মরচে ধরা তলোয়ার এবং একটা তামার মুদ্রা এরকম অনেক জিনিস দেখার পর অবশেষে আমরা ধাতুর তৈরি একটা গোলাকার বস্তুর সামনে এলাম। এর ওপর একটা গালিচা বিছানো ছিল। গালিচাটা সরাতেই ঐ গুপ্ত দরজার একটা আবছা সীমারেখা দেখতে পেলাম এবং দরজাটা বাইরে থেকে খোলার জন্য একটা হুড়কো বা খিল নজরে এল। মার্ক সেটাকে ধরে চাপ দিতেই দরজাটা সহজেই খুলে গেল। আমি এবং মার্ক অবাক হয়ে গেলাম। এর কব্‌জাগুলোতে সম্ভবত কিছুদিন আগেই তেল দেওয়া হয়েছে, সেই বৃদ্ধই এই কাজটা করেছিল।

ভেতরের অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে মনে হল একটা পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে।

মার্ক প্রথমে ওই জীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। আমার সেই সব কর্মচারীদের কথা মনে হচ্ছিল যারা এই দুর্গ নির্মাণেব সময় এই ধাপগুলো দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছিল। সরাইখানায় থাকার সময় জানতে পেবেছিলাম যে সেই সময় একজন ব্যারণ কর্তৃক এই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল। সেই সময় এটা যেমন একটা দূরবর্তী এলাকা ছিল এখনও তেমনি সুন্দর একটা স্থানই রয়ে গেছে।

ব্যারণ পরিবারের শেষ উত্তরাধিকার যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন এই দুর্গের মালিক তারাই ছিল। মার্ককে অনুসরণ কবতে কবতে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে হয়তো ব্যারন পরিবারের কোন আত্মা এখানে আমাদের লক্ষ্য করছে যেখানে তারা তাদের শত্রুকে অত্যাচার করতো।

এখন এটা কারোর অধিকারে নেই। আমরা পাথরের খোয়ার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ কক্ষটি অনেকগুলি ঘরে বিভক্ত, এবং মোমবাতির আলোয় লক্ষ্য করলাম যে দরজাগুলো পাথর কেটে তৈরি হয়েছে।

মার্ক বলল, আমাদের অনেকটা এরিয়া খুঁজতে হবে। চলো যাওয়া যাক।

এরপর মোমবাতির আলোয় আমরা প্রত্যেকটা ঘর খুঁজতে লাগলাম, আমাদের স্বপ্ন যদি সফল না হত, তবে সেই রাতেই আমাদের ফিরে আসতে হত। যদিও সেই বৃদ্ধের মৃত্যুকালীন কিছু তথ্য আমাদের খোঁজার পথকে অনেক সহজ করেছিল।

আমরা দুজনে পৃথকভাবে সেই কক্ষের ভিতরে এবং আশেপাশে কাজ করার এবং পুনরায় ভূ-গর্ভের সিঁড়িতে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এরপর মার্ক তার পথ অনুসরণ করল এবং আমি দুদিকে পাথরের দেওয়ালের মধ্যিখানে লম্বা বারান্দা দিয়ে অগ্রসর হলাম। চলার পথে বড় বড় ইঁদুর তাড়িয়ে এবং মাকড়সার জাল সরিয়ে আমাকে এগোতে হচ্ছিল। তবুও আমি সব পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে চললাম। সমস্ত ঘরগুলোই আমি অন্ধকার, শূন্য অথবা পচা জিনিসের ছড়াছড়ি দেখছিলাম যেগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়না।

ঠোঁটে একটু মৃদু হাসি নিয়ে আমি সেই ছটা ধাতুর ফলকের কথা চিন্তা করলাম, যেগুলো খুঁজতে আমরা এখানে এসেছি এবং যা দিয়ে হুবহু আমেরিকান মুদ্রা তৈরি করা যাবে। ভাবলাম সেগুলো কোন মখমলের কাগজে মোড়া অবস্থায় এই জীর্ণ জিনিসগুলোর সাথে মিশে থাকতে পারে। কিন্তু যদিও কিছু কিনারা করতে পারছিলাম না তবুও নিশ্চিন্ত ছিলাম যে সেগুলো এখানেই কোথাও আছে।

আমি চারিদিক ঘুরে দেখছিলাম। আমার পায়ের শব্দ একটা প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছিল, কিন্তু মার্ক কনডন আমার পাঁচ মাইলের মধ্যে কোথাও যে আছে এমন কোন ইঙ্গিত আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমি এমন একটা জায়গায় এলাম যাকে বহুদিন আগে মদ রাখার ভাঁড়ার ঘর বলা হত। সেখানে একটা কাঠের তাক এবং এক ডজন ধুলোয় আবৃত বোতল এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

একটা মদের বোতল আমি তুলে নিলাম কিন্তু বোতলের গায়ে লেখা অক্ষরগুলো এতই আবছা হয়ে গেছে যে আমি পড়তে পারলাম না। মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আমি এর লেবেল পড়ার চেষ্টা করলাম। এমন সময় একটা বুলেট মোমবাতিটাকে বিদ্ধ করল।

।। দুই ।।

জলন্ত মোমবাতির তাপ আমার হাতে লাগছিল। আমি সেই সময় চলন্ত রাস্তার মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দ্বিতীয় বুলেটের ঝলকানি হতেই আমি লাফিয়ে উঠলাম, এবং আমি যদি এটা না করতাম তাহলে বুলেটটি আমার হৃদয় বিদ্ধ করতো। কক্ষের চারিদিকে বুলেটের প্রতিধ্বনি হল।

আমি আমার স্বয়ংক্রিয় বন্দুকটি নিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চললাম। অন্ধকারে আমি চোখ টান করে রেখেছিলাম। আমি অবাক হচ্ছিলাম মার্ক নিশ্চয়ই বুলেটের আওয়াজ শুনেছে। আমি চীৎকার করতে গিয়েও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম। কারণ এই শব্দ আমার অচেনা প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দিতে পারে।

আমি বন্দুকটাকে শক্ত করে ধরে নিজের শরীরকে যতটা সম্ভব মেঝের সাথে মিশিয়ে দিলাম প্রতিপক্ষের উপস্থিতি টের পাবার আশায়। কিন্তু সে একজন দক্ষ কারিগর। সে তার অবস্থান কোন ভাবেই বুঝতে দিচ্ছিল না। আমার অস্বস্তিও আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছিল। আমিও সুযোগের অপেক্ষায় নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করছিলাম।

মনে হল অন্ধকারে সে নড়ে চড়ে উঠল। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এবং পোষাকের খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেলাম। আমি আমার বন্দুক শক্ত করে ধরলাম। কিন্তু আমি আমার নিশানা কোন ভাবেই ব্যর্থ হতে দেব না। তাই আমি আমার প্রথম বুলেট ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হব।

এরপর লোকটি সেইমাত্র দেশলাই জ্বালাল, আমি তার কৃশ এবং কঠিন মুখমণ্ডল লক্ষ্য করলাম। তাকে একজন জার্মানী বলেই মনে হল। আমি আমার বন্দুকের কল একটু চাপতেই গোটা ঘরে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। লক্ষ্য করলাম বন্দুকের গুলি তার বুকে বিদ্ধ করতেই তার মুখ বিকৃত এবং চোখ স্ফীত হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় বুলেট ছুঁড়তেই আমি তার ধরাশায়ী হবার শব্দ পেলাম। বুঝলাম আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। মোমবাতির আলোয় আমি নিথর মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দেখলাম। রহস্য সমাধানের জন্য আমি এক মুহূর্ত তার পাশে বসলাম। তার দেহে তল্লাসি চালিয়ে আমি তার পকেট থেকে কিছু টাকা এবং একটা চিঠি উদ্ধার করে নিজের ব্যাগে রেখে দিলাম।

দেহটাকে দেওয়ালের একপাশে ঠেলে দিয়ে আমি আরও সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চললাম। কারণ আরও এরকম কিছু অসাধু জার্মান এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। এরপরে আমি একটা বড় ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের ভেতর বয়ে যাওয়া টাটকা হাওয়া মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। আমি আর্তনাদ করে পিছিয়ে এলাম। আমি ভেতরে কঙ্কাল সমেত কিছু মরচে পড়া শিকল এবং হাতকড়ি দেখতে পেলাম। ঘরটির চারিদিকের নিদর্শন জানিয়ে দিচ্ছিল যে শত্রুকে এখানে কিভাবে চরম শাস্তি দেওয়া হতো। ভাবলাম আমাদের লক্ষ্য বস্তু এখানে কোথাও লুকনো থাকতে পারে। শাস্তির নিদর্শনগুলো অনায়াসে ছয়টি সমতল ধাতুর পাতকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ভাগ্য আমার সহায় হল না।

পুনরায় দ্বিতীয়বার আমি আরও ভালভাবে সমস্ত কিছু পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ একটা লোহার বাক্স দেখতে পেলাম। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এটা খুললাম। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে আমাকে নিরাশ হতে হল। কারণ সেখানেও কিছুই ছিল না। এইভাবে ঘরটির কোথাও যখন কোন গুপ্ত স্থান নজরে আসছিল না তখন হঠাৎই দেওয়ালের একটা আলগা পাথর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাথরটা দৃঢ়ভাবে সেই জায়গায় স্থাপন করা। এটা একটা গুপ্ত স্থান বলেই মনে হল। রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় আমি পেছনে সিলিং থেকে ঝোলা শিকলের দিকে নজর করলাম। সেখানে আরও একটা শিকল সিলিংয়ের অন্ধকার ছায়া থেকে দূরবর্তী আর একটি দেয়ালের দিকে গেছে।

আমি সেই দেয়ালের কাছে গিয়ে সেটাকে ধরে টানতেই মনে হল সিলিংয়ের অন্ধকার ছায়ার কাছে একটা ধাতুর ঝন্ ঝন্ আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু আমি সেটা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। সেখানে সব কিছু ভাল করে পরীক্ষা করতেই আমার নজর উপরের দিকে পড়ল, আমি দেখলাম আমার থেকে প্রায় বারো ফুট উপরে কিছু একটা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে। সেটা খুব একটা বড় না হলেও গঠন আয়তাকার। আমি তক্ষুণি শিকল ধরে উপরে উঠতেই সমতল এবং অয়েল ক্লথে মোড়া একটা জিনিস আমার নজরে এল এবং সেটা শিকলের সাথে বাধা। আমি আমার কম্পিত আঙুল দিয়ে সেটাকে টেনে ছিঁড়ে নিলাম এবং শিকল বেয়ে আমার পা মেঝে স্পর্শ করল। আমি এর ওপরের আবরণ খুলতেই আমেরিকান ডলার তৈরি করার ছটা সুন্দর ফলক স্বচ্ছন্দে আমার হাতে চলে এল।

আমি আনন্দে নেচে উঠলাম এবং চীৎকার করে মার্ককে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর শুধু প্রতিধ্বনি হয়েই ফিরে এল। আমি তাড়াতাড়ি সেই মূল্যবান জিনিসগুলো তৈলাক্ত আবরণের মধ্যে মুড়িয়ে আমার কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। এবং যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই দৌড়ে চলে গেলাম।

মার্ক আমার আশেপাশেই কোথাও থাকতে পারে। কিন্তু আমি তাকে চীৎকার করে ডাকতে পারলাম না, কারণ শত্রুপক্ষের কেউ এখনও এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। আমার গলার স্বর তাদের সতর্ক করে দিতে পাবে।

আমি খুব আস্তে মার্ককে ডাকলাম, সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটা আলোর বিন্দুকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মার্কের উপস্থিতিই কল্পনা করলাম। কিন্তু সেইমাত্র আলোটা নিভে গেল এবং আমি বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে মেঝের একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। তক্ষুণি গুলি নিক্ষেপ করতেই একটা চীৎকার এবং একটা দেহ ভূপতিত হবার শব্দ পেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটু এগিয়ে যেতেই লোকটির মৃতদেহ স্পর্শ করলাম। ছিটকে পড়া মোমবাতিটা হাতড়িয়ে, সেটাকে জ্বেলে তার মুখটি পর্যবেক্ষণ করলাম। একটা কর্কশ, মাংসল মাফিয়া মুখ আমার নজরে এল। এরকম মাফিয়া এখানে আরও থাকতে পারে।

একটা হাত আমার বাহু স্পর্শ করল। আমি চমকে উঠলাম। মার্কের মুখ আমি দেখতে পেলাম। মার্ক গুপ্ত কক্ষের খবর জানতে চাইলে আমি সমস্ত ঘটনার বিবরণ তাকে জানালাম। এবং বললাম যে আমার কাছে সেই মূল্যবান বস্তু আছে, সুতরাং এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়া উচিত।

আমরা আমাদের আগের পথ ধরেই বাইরে আসতে পারতাম কিন্তু হঠাৎ সামনের দিকে কিছু লোকের পায়ের শব্দ এবং আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম। তক্ষুণি আমরা মোমবাতি নিভিয়ে খুবই নিঃশব্দে পাথরের দেওয়ালের দিকে ফিরে গেলাম। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আমাদের দেখতে পেলে মেরে ফেলতে পারে।

এখানে অন্য কোন দরজা থাকারও সম্ভাবনা নেই কারণ এইরকম দুর্গে একটাই মাত্র পিছনের দরজা থাকে এবং সেটা দুর্গের দেওয়ালেই আছে। এইভাবে যখন দরজা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম তখন হঠাৎই মার্ক আমার হাত স্পর্শ করল এবং একটা পাথরের চৌকাঠের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। মার্ক সেটা টানতেই একটা সরু পথ বেরিয়ে পড়ল। বাইরে থেকে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছিল। আমাদের উপস্থিতি প্রতিপক্ষ টের পেয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আমি এবং মার্ক একসাথে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আমি এবং মার্ক সেই সরু গুপ্ত পথ দিয়ে ভেতরে গলে গেলাম। মার্ক আস্তে [illegible] দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমরা খুব সাবধানে এগোতে লাগলাম।

এটাকে দুর্গের একটা গোপন সুড়ঙ্গ মনে হল। মার্ক এগিয়ে চলল। আমি মার্কের কাঁধে হাত দিয়ে তার পেছনে পেছনে চললাম। চারিদিক দেখে শুনে মনে হল আগে এটা কোন জলপূর্ণ পরিখা ছিল। এটাকে সীমাহীন মনে হল এবং আমি অবাক হচ্ছিলাম এর নির্মাতার কথা ভেবে।

হঠাৎ মার্ক থেমে গেল আর আমাকে সামনের দিকে তাকাতে বলল। মনে হল কেউ একজন আমাদের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ধরবার জন্য আমরা খুব সাবধানে এগোতে

লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সমস্ত উত্তেজনা দূর করে দিয়ে দুজনে হেসে উঠলাম। কারণ কাছে গিয়ে দেখলাম একটা গাছ হুবহু মানুষের আকৃতির মতো শাখা প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা যখন বাইবে বেরিয়ে এলাম তখন রাত্রিটা নক্ষত্রের আলোয় উজ্জ্বল ছিল। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র বিরাজ করছিল। বাতাসে মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসছিল। পিছনে ফেলে আসা কালো দুর্গের চূড়াগুলো যেন আকাশ স্পর্শ করছিল। সেগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে দুর্গের ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের মানুষগুলো যা খুঁজছে সেগুলো এখন আমার কাঁধেব ব্যাগে ঢোকান আছে।

আমাদের আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ আমাদের উপস্থিতি কোনভাবেই প্রতিপক্ষকে জানানো উচিত নয। তারা যখনই মৃতদেহ দুটি দেখবে তখনই তাদের মনে আমাদের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে।

এটা ছিল ঠাণ্ডার বাত্রি। ঘন কুয়াশা চারিদিক আবছা করে তুলেছিল। দুদিকে গাছ এবং তার মধ্যের সরু পথ দিয়ে আমাদের দ্রুত হাঁটতে হচ্ছিল। বেভাবিয়ার এই অঞ্চলটি সম্পূর্ণ নির্জন এবং শহব এখান থেকে অনেকটা দূরে।

এই ছোট জঙ্গলটা পেরিয়ে আসতে আমাদের একটু বেশী সময়ই লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে সবুজ ঘাসে পা দিলাম তখন আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

যখন আমরা প্রায় অর্ধেক রাস্তা পেরিয়েছি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বন্দুক হাতে কিছু লোক দুর্গের ফটক থেকে বেরিয়ে এদিকে ছুটে আসছে। মার্ক নিজেকে প্রস্তুত করল। মার্ক ধাবণা করল যে লোকগুলো নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের দরজা খোলার আওয়াজ এবং ঠাণ্ডা বাতাস অনুভব করার সাথে সাথে আমাদেব খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে।

তাবা আমাদেব দেখতে পেল এবং তাদের একজন চীৎকার করল এবং গুলি চালাল। গুলিটা আমাদের স্পর্শ করল না। আমিও একই দিকে গুলি নিক্ষেপ করতেই তা একটি লোকের পেটে গিয়ে লাগল এবং লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মাফিয়া দল তখনও আমাদের দিকে ছুটে আসছিল। আমাদের গুলি বর্ষণে তাদের তিনজন যখন ভূ-পতিত হল তখন প্রতিপক্ষ আমাদের একটু শক্তিশালী ভেবেই পিছু হটে গেল। মার্ক এবং আমি একটু স্বস্তি বোধ করে মাথা নিচু করে দৌড়তে লাগলাম কিন্তু আমবা অনবরত গুলি বর্ষণ কবছিলাম।

প্রতিপক্ষের কযেকজন নিজেদের মাটির সাথে মিশিয়ে গুলি বর্ষণ করছিল। তারা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকায় আমাদের গুলি চালাতে একটু অসুবিধাই হচ্ছিল। উপরন্তু তারা দলে অনেক ভারী থাকায় তাদের কব্জা করতে আমাদের নাজেহাল হতে হচ্ছিল। তাই একসময় আমরা আত্মসমর্পনের কথা ভাবলাম। এরপর আমি আমার দৃষ্টি ওই চন্দ্রালোকিত ভূ-খণ্ডের ওপর ফেলতেই নজর করলাম আমরা একটা পাহাড়ের ঢালে চলে এসেছি যেখান থেকে একটা ঘাসের রাস্তা নিচের দিকে চলে গেছে। কিন্তু সেই রাস্তা অবলম্বন করা অপমৃত্যুরই সমান, যদিও আমরা একটু দূরে গাছের গুড়িগুলোর কাছে যেতে পারি তাহলে হয়তো কোন সুযোগ পেতে পারি। মার্ককে এই কথা বলতেই সে রাজি হয়ে সাপের মতো সেই দিকে গড়িয়ে চললো।

পুরো মাফিয়া দল আমাদের পিছনে আসছিল। আমরা রাস্তার পাশে কোণাকুনি ভাবে অবস্থান করে তাদেব গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম।

আমি একটা বিরাট পাথরের কিনারা দিয়ে উঁকি মারতেই লক্ষ্য করলাম একজন সৈনিক মাথা উঁচু করে আমাদের লক্ষ্য করছে এবং আমার বন্দুক গর্জে উঠতেই সে লাফিয়ে উঠল। এরপর বেশ অনেকক্ষণ কেউই মাথা তুলল না।

আমরা খুব দ্রুতপায়ে হেঁটে দুপক্ষের ব্যবধান অনেকটা বাড়িয়ে তুললাম। প্রতিপক্ষ দলটিও আমাদের সাথে একই গতিতে এগোচ্ছিল।

এরকম নানা কৌশল অবলম্বন করে এবং কোন রকম ঘটনা ছাড়াই আমরা এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ একটা বাঁক ঘোরার সময় আমরা শত্রুপক্ষের একজনের মুখোমুখি হলাম এবং মার্কের গুলি তার কপাল বিদ্ধ করতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এবার চাঁদের আলোয় আমরা 'মার্সিডিজ বেন্‌জ' গাড়িটিকে ছোট পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এর পাশে আরও তিনটি গাড়ি ছিল, যাতে করে মাফিয়া দল এখানে পৌঁছেছে।

মার্ক গাড়িতে উঠে বসল। আমি অন্য গাড়িগুলোর টায়ারে বুলেট বিদ্ধ করলাম এবং গ্যাস ট্যাঙ্ক ফুটো করে দিলাম, আমাদের শত্রুপক্ষ গাছের আড়ালে আমাদের না পেয়ে এবং আমাদের গাড়িটিকে উধাও হতে দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পিছনে তাড়া করবে। কিন্তু এখনও তারা আমাদের অনুসরণ করছে না, এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি চালাতে শুরু করলাম।

মার্ক বেশ স্বস্তি বোধ করছিল। সে একসময় আমাকে ফলকগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি ব্যাগ থেকে বের করে তাকে দেখালাম। মার্ক আমাকে প্রথমে অভিনন্দন জানাতে চাইলে আমি তার দৃষ্টির ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। মার্ক তার আসনে এলিয়ে থেকে হেসে বলল, আমরা এখানে শুধুমাত্র পর্যটক এবং স্বামী-স্ত্রী।

আমরা প্রায় নটা নাগাদ সরাইখানায় এসে পৌঁছলাম। সেখানকার বাতাসে খাবারের গন্ধে নিজেদের ভীষণ ক্ষুধার্ত মনে হল। সরাইখানার নাম ছিল 'হ্যারেনহ্‌জ'। এটা ছিল পুরনো আমলের। ঘরগুলো খুব একটা পরিষ্কার ছিল না এবং প্রায় ফাঁকাই ছিল। সেখানে দুজন সোনালী চুলের খাদ্য পরিবেশিকা ছিল। তাদের একজনের কাছে খাবার চাইতে সে দু বাটি স্যুপ এনে আমাদের দিল। এটা খুব সুস্বাদু ছিল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর এই খাবার খেয়ে আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। হঠাৎ ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে কুড়িয়ে পাওয়া ময়লা মদের বোতলটার কথা মনে পড়তেই আমি সেটা বের করে মার্ককে দেখালাম। মার্ক আবছা হয়ে যাওয়া লেবেল পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অসমর্থ হল।

এরপর একজন পরিবেশিকা আমাদের দুধ ছাড়া কালো কফি পরিবেশন করল। আমরা সেটা নিমেষে পান করলাম, খাবার খাওয়ার পর আমরা অনেকটা স্বস্তি বোধ করছিলাম। এরপর আমরা যখন খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বড় আরাম কক্ষে প্রবেশ করলাম তখন নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবে একটু উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু খাবার ঘর ছাড়ার সময় আমরা সেই সরাইখানার কাউন্টারে মাফিয়া চক্রের লোকের মত দুজনকে কেরানীর সাথে কথা বলতে দেখলাম। মার্কের হাত আমার কনুই শক্ত করে ধরল এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করল।

।। তিন ।।

'বেভারিয়া' সফরে আমরা দুজন স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিলাম। ওই দুষ্ট লোকদুজন আমাদের দিকে ভাল করে না তাকানোর জন্য হয়তো আমাদের নাও চিনতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তারা আমাদের গাড়িটাকে চিনতে পারে কারণ সেটা দুর্গের সামনে দাঁড় করানো ছিল।

মার্ককে এই কথা বলতেই মার্ক বলল যে এই ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা খাবার ঘরে একটু বেশী সময়ই ব্যয় করেছি এছাড়া তারা খুব তাড়াতাড়িই আমাদের পিছু নিয়েছে।

তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই মার্ক আমার কাছে সেই মূল্যবান বস্তুগুলো চাইল। মার্ক আমার উপরওয়ালা এবং আমার গোপন কাজের সঙ্গী। আমি সেগুলো ব্যাগ থেকে বের করে মার্কের হাতে দিয়ে দিলাম।

ভাবতে মজা লাগে যে কতগুলো ছোট্ট জিনিস একটা বড় দেশের কাছে কত মূল্যবান হতে পারে।

এরপর আমি আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকালাম, নিজেকে ভীষণ অপরিষ্কার মনে হল। মার্ক আমাকে এতক্ষণ এইভাবেই খাবার টেবিলে দেখেছে। মার্কেরও আমার মতো একই অবস্থা ছিল। এরপর পোষাক পরিবর্তন করে আমি আর মার্ক একসাথে হলাম। সেই সন্ধ্যায় আমরা দুজন খুব ঘনিষ্ঠ হলাম এবং পুরো সময়টা একসাথে উপভোগ করলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর আমরা আবার বাস্তবে ফিরে এলাম।

'আবার আগামীকাল দেখা হবে' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্ক পাশের ঘরে চলে গেল। মার্কের ধারণা পরের দিন এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে যা আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে মোকাবিলা করতে হবে এবং তার জন্য এখন গভীর ঘুমের প্রয়োজন।

আমিও ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। জানলা দিয়ে আসা সূর্যের রোদের স্পর্শে আমার ঘুম ভাঙল, ঘড়িতে তখন প্রায় ন'টা।

আমি মাঝে মাঝে দেরীতে উঠলেও মার্ক খুব ভোরে ওঠার লোক। কিন্তু পাশের ঘর থেকে কোনবকম শব্দ না পেয়ে আমি চিন্তিত হলাম। ভাবলাম মার্ক হয়তো বাইরে কোথাও থাকতে পারে। ভোরে উঠলে সে এতক্ষণ একবার নিশ্চয়ই আমাকে জাগাবার চেষ্টা করতো।

এইবার আমি মার্কের ঘরে উঁকি মারতেই দেখলাম তার সমস্ত বিছানা লণ্ডভণ্ড করা এবং চাদরের অর্ধেক মাটিতে। আমি এবার মার্ককে চীৎকার করে ডাকলাম কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে চারিদিক তাকালাম। মনে হল মার্ককে কেউ টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে।

এবার আমি সত্যিই চিন্তিত হলাম। কারণ সেই মূল্যবান বস্তুগুলো মার্কের কাছেই ছিল এবং মার্ক কখনই সেইগুলো ঘরে রেখে বাইরে যাবে না। আমি মার্কের বিছানা দেরাজ, মালপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পেলাম না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা কথা চিন্তা করতে লাগলাম। মার্কের আক্রমণকারী জিনিসগুলোব সাথে মার্ককেও হয়তো জীবিত বা মৃত অবস্থায় নিয়ে গেছে। আবার ভাবলাম মার্ক হয়তো এখন খাবার টেবিলে বসে আগের দিন দেখা লোকদুটোর গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে আমি রাতের পোষাক পাল্টে বাইরে বেরোতে প্রস্তুত হলাম।

আগের দিন দেখা সেই কেরানীকে আমি আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করতে সেখানে দাঁড়ানো একজন গোঁফওয়ালা লম্বা বৃদ্ধ লোক খবরেব কাগজ পড়তে পড়তে আমার দিকে তাকালো। এবং একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে নিজের কাজে মন দিল।

কেবানী আমাকে জানালো যে সে ছটায় কাজে যোগ দেবার পর মার্ককে সেখান দিয়ে যেতে দেখেনি। তার কথায় আমি আদৌ চিন্তিত নয়—এমন একটা ভাব করে আমি সেই লম্বা লোকটির পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলাম। সোনালী চুলের পরিবেশিকা জানাল মার্ক খাবার ঘরেও নেই।

মার্ক এবং সেই মূল্যবান ফলকগুলো ফিরে পেতে আমার হয়তো কারোর সাথে যুঝতে হতে পারে এই ভেবে খিদে না থাকা সত্ত্বেও আমি কিছু খেয়ে নিলাম।

গত রাতে মার্ক খুবই পরিশ্রান্ত ছিল। আর সেটাই শত্রুপক্ষকে এই ঘটনা ঘটাতে সাহায্য করেছে। মার্ক এখন জীবিত না মৃত তা একমাত্র ভগবানই জানেন। সমস্ত ঘটনা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল।

এটা ছিল বেশ ঠাণ্ডা, আরামদায়ক একটা সকাল। চারিদিকের দৃশ্য ছিল বেশ মনোরম। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমাদের গাড়িটা যথাস্থানেই ছিল।

আমি কি কোনভাবে সাহায্য করতে পারি—এই কথাগুলো ভেসে আসতেই পিছনে তাকিয়ে দেখলাম সরাইখানার সেই লম্বা আমেরিকান লোকটি। আমি রাগের সাথে তার দিকে তাকাতেই সে মৃদু হাসল। সে আমার কাছে মার্কের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছিল এবং মার্ক কি ভাবে আমাকে এরকম একটা জায়গায় একা ফেলে যেতে পারে—এই ভেবে অবাক হচ্ছিল। এরপর সে আমাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল যে তার নাম চার্লস ফার্লে। সে তার ব্যবসার কাজ শেষ করে এই বেভারিয়া অঞ্চল ঘুরে নিজের দেশে পৌঁছবে। বর্তমানে সে আমাকে সাহায্য করতে চায়।

কিন্তু আমি তাকে মাফিয়া সংক্রান্ত কোন কথা বলতে চাইলাম না কারণ এমনও হতে পারে যে, সে তাদেরই নিযুক্ত করা কোন লোক।

সে আমাকে পুলিশে খবর দেবার পরামর্শ দিল। আমি অনর্গল জার্মান ভাষা বলতে পারি। পুলিশের কাছে আমার সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমি ফোন করলাম। মার্ক বাইরে কোথাও থাকতে পারে—এরকম ধারণা সার্জেন্ট আমার কাছে করলে আমি বললাম যে আমি আমার স্বামীকে ভালভাবেই জানি।

এরপর আমি বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই সুন্দর চেহারার এবং জার্মান পুলিশের

পোষাক পরিহিত দুজন পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি তাদের সেই প্লাস্টিক-কভারের কার্ড দেখাতেই তারা বেশ তৎপর হয়ে উঠল এবং আমার জন্য যথাসম্ভব করবার প্রতিশ্রুতি দিল।

চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে আমি তাদের কাছে গতরাতের দুর্গের সামনের ঘটনার বর্ণনা দিলাম অর্থাৎ যে তিনটি ফিয়েট গাড়ির চাকা এবং গ্যাস ট্যাঙ্ক আমি ফুটো করে দিয়েছিলাম সেই কথা। আমার এই কথায় তারা বেশ উত্তেজিত হয়েই পরস্পরের দিকে তাকাল এবং সেই গাড়িগুলোর নম্বর জানি কিনা জিজ্ঞাসা করল। আমি না বলতে তারা জানাল যে আজ ভোরেই একটা ফিয়েট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে। গাড়িতে দুজন আরোহী ছিল এবং তাদের মধ্যে একজন বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত ছিল। আরও জানাল যে গতরাতে প্রায় এগারটা নাগাদ নিকটবর্তী একটা গ্যারেজে তিনটে ফিয়েট গাড়ি মেরামত করা হয়। গাড়ির আরোহীরা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে গ্যারেজের মালিকের কাছ থেকে কাজ আদায় করে পালিয়ে যায়। কিন্তু সেই মালিক গাড়ির নম্বরগুলো লিখে নেয়। তাদের মধ্যে একটি গাড়িই দুর্ঘটনায় পড়ে এবং অপর দুটি উধাও হয়ে যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়িই তাদের হদিশ করতে পারব। গতরাতে মার্ক যখন আমার ঘর ত্যাগ করেছিল সেই সময়টার কথা চিন্তা করে আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে মার্কের উধাও হওয়ার ঘটনাটা রাত এগারটার পরই ঘটে থাকবে।

এরপর তারা চলে গেলে নিজেকে ভীষণ একা এবং অসহায় মনে হচ্ছিল। সরাইখানার ভেতরে সেই বৃদ্ধ লোকটির সাথে দেখা হতে সে আমাকে জার্মান পুলিশের দক্ষতার কথা জানিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে বলল।

কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা আমাকে বেশীক্ষণ এক জায়গায় স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। আমি বাইরে এসে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধ মাইল হাঁটার পর হঠাৎ সেই পুলিশের গাড়ি আমার পাশে এসে থামল এবং তার মধ্যে থেকে একজন পুলিশ আমাকে জানাল যে তারা সেই গাড়ি দুটিকে 'মানিশ' এর দিকে যেতে দেখেছে এবং সেগুলো শীঘ্রই ধরা পড়বে।

আমি তক্ষুণি সেখানে যাবার জন্য কোন একটা নির্দেশক তাদের কাছে চাইলে তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাদের চোখের সামনে আমার পরিচয়-পত্র দেখিয়ে জানিয়ে দিলাম যে এরকম অনেক ঘটনার সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমার আছে।

এরপর আমি আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। চার্লস ফার্লে নামের লম্বা লোকটি কিছু জানতে চাইলে তাকে সমস্ত জানিয়ে আমি আমার বর্তমান গন্তব্য স্থানের নাম তাকে বলতেই সে আমার সঙ্গী হতে চাইল। কিন্তু শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়লে আমার অবস্থা যে করুণ হতে পারে—এই কথা ভেবে আমি তাকে বারণ করলাম। কিন্তু সে নানারকম যুক্তি দেখিয়ে নাছোড়বান্দা করতে এবং আমিও আমার কথা বলার একজন ভাল সঙ্গী ভেবে তাকে শেষ পর্যন্ত আমার গাড়িতে বসিয়ে নিলাম।

'মার্সিডিজ বেনজ্' প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে লাগল। দুদিকের মনোরম প্রাকৃতিক শোভার ভিতর দিয়ে আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলাম। আমার সঙ্গী নিজেকে অনেকটাই সহজ করে নিয়েছিল এবং তার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে নিউ-ইয়র্কে তার নিজস্ব ব্যবসা আছে এবং এই ব্যবসার খাতিরে তাকে অনেকবারই মাফিয়া চক্রের সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার কাছে রাখা রিভলবার আমাকে এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত করেছিল।

দীর্ঘক্ষণ আলাপের পর আমার এবং ফার্লের সম্পর্কটা বেশ সহজ এবং গাঢ় হয়ে উঠেছিল। আমি তার কাছে গলা ভেজাবার তাগিদে বীয়ার পান করতে চাইলাম। সে এতে খুব উৎফুল্ল হয়ে আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। প্রায় দুপুর দুটো নাগাদ আমরা সেই সঠিক জায়গায় উপস্থিত হলাম। মনে হচ্ছিল সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছোট্ট একটা কুটিরে আমরা পৌঁছেছি। গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকের মনোরম পরিবেশ এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই ছোট্ট হোটেলে প্রবেশ করলাম। সেখানে সুস্বাদু খাবার এবং বীয়ার পান করতে করতে আমার বার বার বেচারা মার্কের কথা মনে পড়ছিল। হয়তো জার্মান পুলিশ এতক্ষণে তার হদিশ করতে পেরেছে।

বাইরে এসে গাড়িতে উঠে আমি হোটেলে বায় করা সময় পূরণ করাব জন্য প্রচণ্ড জোরে আমার মার্সিডিজ চালিয়ে সামনে এগিয়ে চললাম। মাথার মধ্যে নানা দুশ্চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অবশেষে সামনেব বাধা আমাব গাড়িটাকে থামাতে বাধ্য করল।

।। চার ।।

চারটে পুলিশেব গাড়ি এবং কিছু পুলিশ রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ বাহিনী আমাদের দিকে এগিয়ে এল এমনকি তাদের একজন বন্দুক বার করল। খুব তাড়াতাড়ি আমি তাদের ব্যাখ্যা করলাম যে আমি মার্ক কনডনের অপহৃবণকারীদের ধরতে যাচ্ছি। তারা আমার পরিচয়পত্র এবং গাড়ি চালাবার ছাড়পত্র ভালভাবে পরীক্ষা করল। তারা একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে নিজেদের মধ্যে জার্মান ভাষায় কিছু বলাবলি কবল এবং আমাকে জানাল যে তারা শত্রুপক্ষকে 'মানিশ' থেকে তাড়িয়ে এনেছে এবং এখন তারা এইটুকুর মধ্যেই ধারে কাছে কোথাও আছে।

এরপব তাবা আমাব গাড়িকে যাবার মত রাস্তা করে দিলে আমি বিপক্ষের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে এগিয়ে চললাম। ফার্লে আমার প্রকৃত সহযোগী হিসেবেই ছিল।

বিপক্ষকে বাগে আনা খুব একটা কঠিন কাজ হবে বলে মনে হচ্ছিল না। কাবণ এখানে দু তিনটে রাস্তাই শত্রুদের পালাবাব জন্য বরাদ্দ ছিল। এই রাস্তাটা ছাড়া অন্যরাস্তাগুলো পুলিশ বন্ধ করে রেখেছিল।

আমি সামনেব দিকে চোখ রেখে, মানচিত্র অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে আমাদের গাড়ি চলছিল। হঠাৎ সামনে দুটো গাড়ি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। গাড়িগুলোকে আমার চেনা মনে হচ্ছিল। সেগুলো সামনে এগিয়ে আসতেই আমার বন্দুক সক্রিয় হযে উঠল। আমার গাড়ি ডানদিক, বাঁদিক করে পাগলের মত ছুটে চলেছিল।

অন্য গাড়ি দুটো এলোপাথাড়ি গুলি কবতে করতে একটা ডানদিকে এবং অন্যটা বাঁদিকে বেঁকে গেল। কিন্তু দুদিকের এবড়ো-খেবড়ো বাস্তা তাদের গাড়ির গতি মন্থর করে দিচ্ছিল।

আমি ঠিক গাড়ি দুটোব মধ্যিখানে এসে বাঁদিকের গাড়িটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। গাড়ির ভিতরে একজনকে ছিটকে পড়তে দেখলাম অর্থাৎ আমার লক্ষ্য নির্ভুল ছিল।

এরপর আমি লম্বা ঘাসের ওপর লাফ দিয়ে পড়ে গাড়িগুলোর দিকে নজর রাখছিলাম। পিছনে বাস্তা বন্ধ করে রাখা জার্মান পুলিশ বাহিনী নিশ্চয়ই গুলির আওয়াজ শুনে থাকবে।

যদি তারা না শুনেও থাকে তবুও আমি আমার কাজ চালিয়ে যাব। মার্ক কনডনের খোঁজে আমি গাড়িগুলো ভাল করে নজর করলাম। কিন্তু নিবাশ হতে হলো।

ঘাসের মধ্যে নিজেকে যথাসম্ভব মিশিয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে দেখলাম মাফিয়া দলের লোকগুলো হয়রান হয়ে আমাদের খুঁজে যাচ্ছে। এই সুযোগে আমি তাদের দিকে তিনটে গুলি ছুঁড়ে দিলাম। একটা বুলেট একজনকে মেরে ফেলতে পারলেও দ্বিতীয় বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল এবং তৃতীয় বুলেট আর একজনের পায়ে বিদ্ধ হলে সে চীৎকাব করে মাটিতে পড়ে গেল।

সঙ্গী ফার্লের হাতে বন্দুক থাকলেও সে আমার মত গুলি চালনায় অত দক্ষ নয়। তাই আমি লক্ষ্য করলাম সে একটু আতঙ্কিত হয়ে নিজেকে গাড়ির পেছনে আড়াল করে রেখেছে। সে আমাকে পুলিশ আসার আশ্বাস দিয়ে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছিল।

এরপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। আমি লক্ষ্য করলাম কিছু দূরে মাফিয়া দল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় কুড়ি গজ দূরে। ওটুকু জায়গা অতিক্রম করতে আমি খুব ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। আমি যখন কাছাকাছি পৌঁছেছি হঠাৎ একটা কালো মুখ আমার সামনে দেখেই আমি তৎপরতার সাথে বন্দুক চালালাম। লোকটি নিহত হল কিন্তু আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার দুপাশের গর্ত থেকে দুটো স্থূল আকৃতির লোক আমাকে তাড়া করে এগিয়ে এলো। বুঝতে পারলাম তারাও আমার মত একই ধারণা নিয়ে আমাকে ধরবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন কবেছে। আমি এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগলাম। এইভাবে দু পক্ষের গুলি বিনিময় বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হল। আমার স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের জোরে বিপক্ষের প্রায় সবাই ধরাশায়ী হয়ে

পড়ল।

পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজে আমি একটু সচকিত হয়ে উঠলাম। আমি আশা করছিলাম যে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে তারা হয়তো আসবে কিন্তু আমি তাদের উপর ভরসা করিনি।

আমি তখনও ঘাসের উপর শুয়ে ভাবছিলাম যে আমার সামনে পড়ে থাকা শত্রুপক্ষের যে কেউ প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাকে গুলি করতে পারে।

পুলিশ বাহিনী গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে ছুটে এল। তখনই আমার সতর্ক দৃষ্টি পুলিশের পিছনে একজন মাফিয়ার ওপর আবদ্ধ হল। কিন্তু আমি তার মনের ইচ্ছা কিছুতেই সফল হতে দেবনা। তার আক্রমণের অভিসন্ধি বুঝতে পারার সাথে সাথে আমি গুলি চালালাম। সাথে সাথে লোকটি মাটিতে পড়ে গেল।

পুলিশ বাহিনী সচকিত হয়ে ঘটনার কারণ জানতে চাইলে আমি তাদের দিকে ফিরেও তাকালাম না। একটা ফিয়েট গাড়ির পিছনে একটা মোচড়ান শরীরের দিকে নজর পড়তেই আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। মার্কের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম।

মিস! তুমি ঠিক আছ তো?

মার্কের গলা শুনে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম মার্ককে উদ্ধার করার জন্য। মার্কের কাছে গচ্ছিত থাকা মূল্যবান ফলকগুলোর কথা আমি সেই মুহূর্তে ভুলেই গেলাম। সেইগুলো মাফিয়াচক্রের হেফাজতে পৌঁছে গেছে কিনা, তা আমার একবারও মনে হল না।

একটা গাড়ির পিছনের সীটে মার্ক স্থির হয়ে পড়ে ছিল। প্রথমে মার্ককে মৃত ভেবে তার দিকে ভালভাবে নজর করতেই দেখলাম সে গুরুতর আহত এবং শত্রুপক্ষ শুধুমাত্র তার প্রাণটা কোনভাবে বাঁচিয়ে রেখে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে বেঁধে রেখেছে।

'মার্ককে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন'—এই কথা পুলিশকে জানাতেই তারা সব রকম ব্যবস্থা করতে উদ্যত হল, আমি মার্কের কাছে গিয়ে তাকে সমস্ত রকম অভয় দিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলাম। মার্ক নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে—এই কথা ভেবে আনন্দে উত্তেজনায় আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

একজন জার্মান পুলিশ আমার পিছনে এসে জানাল যে, এক্ষুণি অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছবে এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ডাক্তারকেও খবর দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের একটা গাড়ি তাকে আনতে যাবে। এই পরিস্থিতিতে এটাই সবথেকে ভাল ব্যবস্থা হবে বলে আমার মনে হল।

ফিয়েটের পেছনে গিয়ে ধরে আনা মাফিয়া গোষ্ঠীর দুজনকে আমি লক্ষ্য করলাম। তাদের হাত পেছন দিকে বাধা যদিও তাদের মুখে গম্ভীর অথচ বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠছিল। তারা বুঝতে পারছিল তাদের জন্য কি রকম শাস্তি অপেক্ষা করে আছে।

'পাতগুলো কোথায়?' আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমার দিকে শান্তভাবে তাকাল। আমি বললাম যে ওই মূল্যবান বস্তুগুলো মার্কের কাছে ছিল এবং তোমরা যখন মার্ককে তুলে নিয়ে গেছ তখন ওগুলো নিশ্চয়ই এখন তোমাদের কাছে আছে?

এরপর সে বিশ্রী দাঁতগুলো বের করে উত্তর দিল যে ওই মূল্যবান বস্তুগুলো এখন তাদের কাছে নেই। মার্ক ওগুলো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছিল। এরপর মার্ক কিছুক্ষণ তাদের দৃষ্টির বাইরে পালিয়ে যায় এবং তারপরে যখন তারা মার্ককে তাড়া করে এবং গুলি করে তখন দেখতে পায় ওগুলো মার্কের কাছে ছিল না।'

আমি তার কথার জোরাল প্রতিবাদ জানালাম। সে তখন কঠোরভাবে তাকিয়ে বলল আমিও বুঝতে পারিনি সে কি ভাবে কাজটা করেছিল। কিছুক্ষণের জন্য সে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল এবং সে রাতের অন্ধকারেই ছুটছিল। সে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে।

তার মানে একমাত্র মার্কই সেগুলোর হদিশ দিতে পারে—আমি বললাম।

আমি ফার্লের কাছে সমস্ত কথা জানাতে সে লোকদুটোর সাথে কথা বলতে চাইল। কিন্তু আমার থেকে বেশী কিছুই জানতে পারল না। তারা তখনও একই কথা বলে যাচ্ছিল।

কিন্তু এরপর লোকদুটো একটা অদ্ভুত কথা বলল। তারা বলল যে একটা গাড়ির আওয়াজ তাদের কানে এসেছিল, মনে হচ্ছিল কেউ তাদের অনুসরণ করছিল এবং তারা গাড়িটাকে মার্কের পেছনে চলে যেতে দেখেছিল, তারা মূল্যবান ফলকগুলোর সম্বন্ধে কিছুই জানেনা।

মনে হচ্ছে রূপকথার গল্প—আমি ব্যঙ্গ করে বললাম।

ঠিক এই সময়ে একটা পুরনো আমলের গাড়ি রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। একজন বৃদ্ধ একটা কালো ডাক্তারের ব্যাগ হাতে এদিকে এগিয়ে এল। সে নিজের পরিচয় দিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল এবং চিকিৎসার সুবিধার জন্য মার্ককে বাইরে বের করতে বলল। মার্ক যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছিল। ডাক্তার প্রথমেই মার্কের শক্ত করে বাঁধা ব্যান্ডেজ খুলে দিল। এটা শক্ত করে বেঁধে মাফিয়ারা তার রক্তপাত বন্ধ করতে চেয়েছিল।

ডাক্তারের কাছে মার্কের অবস্থা খুব একটা গুরুতর বলে মনে হচ্ছিল না। বুলেট খুব একটা গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। ডাক্তার প্রথমেই মার্কের শরীরে বিদ্ধ বুলেটটা বের করতেই মার্ক যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। মার্কের এই চীৎকার ডাক্তারবাবু এবং আমার কাছে একটা ভাল লক্ষণ বলেই মনে হল।

মার্ক আমার নাম ধরে ডাকতেই আমি সাড়া দিলাম। মার্কের নজর আমার দিকে পড়ল। ডাক্তার আমাকে মার্কের সাথে সামান্য সময় কথা বলতে অনুমতি দিলেন।

আমি মার্ককে মূল্যবান পাতগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করতেই মার্কের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি যখন দৌড়চ্ছিলাম তখন একজন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মনে হল লোকটা আগে থেকেই আমাদের অনুসরণ করছিল। আমার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে সেগুলো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। তুমি ওগুলো আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলে। সত্যি বলছি চেরী, ওগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বাদে যখন আমি উঠে দাঁড়াই তখনই মাফিয়ারা আমাকে গুলি করে।

ডাক্তার হাত তুলে থামতে অনুরোধ করল। আমি পিছন দিকে সরে গিয়ে মাথা নিচু করে এদিক ওদিক হাঁটতে লাগলাম। মার্কের কথাগুলো আমার কাছে প্রলাপ বকার মতো মনে হচ্ছিল না। হতে পারে মাফিয়া গোষ্ঠী ছাড়াও এমন কেউ আছে যে নাকি ওই মূল্যবান বস্তুগুলো সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আগ্রহী।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের সেই লোকটির কথাই মনে হল যাকে আমি প্রথম গুলিবিদ্ধ করেছিলাম এবং যাকে আমার জার্মান বলেই মনে হয়েছিল। সেই লোকটির সাথে কোন মাফিয়া চক্রের যোগ ছিল না। সেই লোকটিকেই আমার এই ব্যাপারে জড়িত বলে মনে হচ্ছিল।

আমাকে যে চিন্তিত দেখাচ্ছিল তা আমি ফার্লের মন্তব্য থেকেই বুঝতে পারলাম। আমি তার কাছে মার্কের বলা সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করলাম। ফার্লেকে বেশ চিন্তিত বলেই মনে হল।

এরপর ফার্লে অন্য কোন মাফিয়া চক্রের এ ব্যাপারে জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথা আমার কাছে বলতেই আমি তার সাথে খানিকটা একমত পোষণ করলাম। এরপর হঠাৎ আমার মনে হল মার্ক যদি সেই গাড়িটাকে ভালভাবে নজর করে থাকে তাহলে হয়তো আমরা একটা ক্ষীণ সুযোগ পেতেও পারি।

ডাক্তার সবেমাত্র তার চিকিৎসা শেষ করেছেন এবং মার্কের সাথে কথা বলা পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করে তার সাথে কথা বলাটা আমার অত্যন্ত জরুরী। আমি হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে মার্কের কানের কছে আমার মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম মার্ক সেই গাড়িটাকে ভালভাবে নজর করেছে কি না।

মার্ক তার যন্ত্রণাকাতর চোখ খুলে, খুব আস্তে আস্তে আমাকে জানাল যে সেই গাড়িটা ছিল একটা সাদা 'সিটরন' গাড়ি এবং যে মানুষটি তাকে আঘাত করেছিল তার ডান গালে একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল। আমি মার্কের কথা তক্ষুণি নিকটবর্তী পুলিশকে জানালাম এবং হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম যে গাড়িটাকে এক্ষুণি থামান উচিত। সেটা হয়ত বিমান বন্দরের দিকেই ছুটে চলেছে।

'বার্লিন' বা 'মানিশ' এর কোথাও সে যেতে পারে—এই কথা বলে পুলিশবাহিনী তাদের গাড়ি নিয়ে ছুটে চলল।

আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই। কিছুক্ষণ পরে অ্যাম্বুলেন্স এল। আমি মার্কের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাকে আমার চোখের বাইরে যেতে দিতে মন চাইছিল না। একটা পুলিশের গাড়ি সেই দুজন মাফিয়া বন্দীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

অ্যাম্বুলেন্সের কর্মচারীরা মার্ককে স্ট্রেচারে করে ভিতরে তুলে নিল। ডাক্তার এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল এবং আশ্বাস দিল মার্কের শরীর, স্বাস্থ্য ভাল থাকায় সে এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে। অ্যাম্বুলেন্সের চালক মার্ককে নিয়ে সিটি হাসপাতালের দিকে চলে গেল। পুলিশ বাহিনী তাদের অনুসরণ করল।

আমি ফার্লের কাছে এগিয়ে এসে বললাম এই মুহূর্তে আমার কাছে একটা ভাল খবর আরেকটা খারাপ খবর আছে। মার্ক যে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে এটা আমার কাছে ভাল খবর কিন্তু ডলারের প্রতিলিপিগুলো যে আমার হাতছাড়া হয়ে গেল এটা আমার কাছে খারাপ খবর। আমি এবার নতুন রহস্যের সন্ধানে রওনা হলাম। কিন্তু আমরা অনেকটা সময় অপব্যয় করে ফেলেছি। তবুও জার্মান পুলিশ যে কতটা দক্ষ এবং সতর্ক এটা জেনে আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হচ্ছিলাম।

আমাদের গাড়ি চলাকালীন আমি প্রথমে হাসপাতালে যেতে চাইলাম কারণ পুলিশের সাথে আমার এরকম কথাই হয়েছিল। মার্ক ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি নিকটবর্তী কোন হোটেলে থাকতে চাই—এটা জেনে ফার্লে সেরকম ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে হোটেলে চলে গেল।

এরপর হাসপাতালে পৌঁছে আমি মার্কের জন্য বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। মার্ককে যখন তার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হল তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। সেখানকার ডাক্তার জানাল যে কিছুদিনের মধ্যেই মার্ক সুস্থ হয়ে উঠবে কিন্তু এখন তাকে কোনভাবে বিরক্ত করা চলবে না, এবং আমরা যেন আগামীকাল বিকেলে দেখা করতে আসি। ডাক্তার চলে যেতেই একজন নার্স দৌড়ে এসে আমাকে জানাল যে পুলিশ থেকে আমার একটা ফোন এসেছে।

এটা ছিল গোয়েন্দা প্রধানের ফোন। সে জানাল যে সাদা 'সিট্রন্' গাড়িটা 'মানিশ' বিমানবন্দরে দাঁড় করান আছে এবং গাড়ির আরোহীর ডান গালে ক্ষতচিহ্ন, সে একটা প্যারিসের টিকিট কেটেছে।

'প্যারিস'—আমি চীৎকার করে উঠলাম। তার প্যারিসে যাবার কি প্রয়োজন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি ঠিক জানিনা মিস। আমি শুধুমাত্র এইটুকু খবরই জোগাড় করেছি। গোয়েন্দা প্রধান উত্তর দিল।

আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—আমি আধঘণ্টা বা তার থেকেও আগে ফার্লে হোটেল থেকে ফিরে আসা মাত্রই বিমান বন্দরে পৌঁছে যাব।

মার্ক কনডনের চিন্তায় আমার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। আর ডলার প্রতিলিপিগুলোর চিন্তাও আমার আর একটা যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠছিল। ওগুলো হয়তো হাতছাড়া হয়ে এখন শূন্যপথে পাড়ি দিয়েছে।

বিচলিত মনে আমি ভাবছিলাম যে ক্ষতচিহ্নিত লোকটাকে হয়তো ধরতে পারব না তবুও তাকে ধরার জন্য আমার অন্তত চেষ্টা করা উচিত। এরপর আমি নিচে নেমে বাইরের দিকে আসতেই ফার্লেকে ভেতরে আসতে দেখলাম। ফার্লেকে সমস্ত ঘটনা জানালাম এবং একটুও সময় অপব্যয় না করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। ফার্লে নিজে গাড়ি চালাবার জন্য অনুরোধ করল কারণ সে জানাল 'মানিশ' তার পরিচিত জায়গা এবং বিমানবন্দরে পৌঁছবার সোজা রাস্তাও তার জানা।

ফার্লে ব্যঙ্গ করে বলল যে 'অর্লি ফিল্ড'-এ পৌঁছলেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। ফার্লে যে একজন অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী তা তার বিভিন্ন কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। প্যারিসে পৌঁছবার রাস্তা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাই আমি খানিকটা তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের প্যারিসে পৌঁছনো দরকার।

এরপর আমরা মাঝরাতে 'লুফথানসা' বিমানে উঠে বসলাম। গত দুদিনের ঘটনায় আমি প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত ছিলাম। তাই বিমান চলাকালীন সমস্ত রাস্তা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। বিমান যথাস্থানে

পৌঁছলে ফার্লের কনুইয়ের ধাক্কায় আমি সজাগ হলাম। এবার আমাদের আর একটা বিমান ধরতে হবে। সেই বিমানই আমাদের 'অর্লিফিল্ড'-এ পৌঁছে দেবে।

সেই বিমানেব গোটা পথও আমার ঘুমের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। এরপর বিমান যখন মাটি স্পর্শ করল তখন খুব ভোর। নিজেকে বেশ সতেজ মনে হচ্ছিল। ফার্লের কথায় জানতে পারলাম যে গত রাতে আমি আহার না কবেই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। যদিও এটা আমার পুরনো অভ্যাস।

এরপর আমরা ট্যাক্সি ধরে ফার্লের পরিচিত হোটেল 'ক্রীলন'-এ পৌঁছলাম। হোটেলের বেশীরভাগ জায়গাই আমেরিকানদের দখলে। এখানে বারগুলোতে আমাদের সাংবাদিক ও কূটনীতিবিদদেব ভীড়। এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক না থাকায় আমি বারান্দা দিয়ে সোজা আমার ঘরে চলে গেলাম। আমার সাথে সামান্য মালপত্র ছিল। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছিল। আমি স্নানঘরে গিয়ে নিজেকে একটু তাজা করে নিলাম।

এই সুন্দর শহরে নিজেকে সাজাবার মত পোষাক আমার ছিল না। আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে একটা 'আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ড' দিয়েছিল। তাই আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকলেও আমি জানতাম যে প্রয়োজনীয় জিনিস আমি সহজেই ক্রয় করতে পারব।

আমি ফার্লেকে জানালাম যে প্যারিস পুলিশেব কাছে গিয়ে আমি নিজের পরিচয়পত্র দেখাবো, যা দেখিয়ে আমি জার্মান পুলিশকে চমকে দিয়েছিলাম এবং তারা সাথে সাথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখানে আমি একটা মেয়ে হয়ে চুরি যাওয়া জিনিসগুলো একা কিভাবেই বা ফিরে পেতে পাবি। পুলিশেব সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। ফার্লে হেসে জানাল যে প্যারিসে ব্যবসার খাতিরে তার অনেক ভাল বন্ধু আছে। তারা তার কাছে ঋণী থাকায় সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত এমনকি এখানকার অপরাধ জগতেব লোকেদের সাথেও তার ওঠা বসা আছে। এরা এই কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পাবে।

এই ব্যাপাবে ফার্লের উৎসাহ দেখে আমি একটু অবাকই হচ্ছিলাম। আমি আর ফার্লে রেস্তোরাঁ ছেড়ে ট্যাক্সি নিযে ফার্লের সাহায্যকারী বন্ধুদের সাথে দেখা করলাম। এরপর সারা বিকেল ধরে আমি কিছু কেনাকাটা করলাম। সাবা সময়টা আমি বেশ উপভোগ করলাম। পুলিশ প্রধানের সাথে দেখা কবার আগে আমি আমার চুলের কায়দা সম্পূর্ণ পাল্টে ফেললাম। এদিক ওদিক ঘুরে আমি শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা দফতর লেখা একটা বড় বাড়িতে প্রবেশ করলাম। আমার পরিচয়পত্র অর্থাৎ সেই প্লাস্টিকমোড়া কার্ডটি বের করে পুলিশকর্তার ঘরে প্রবেশ করলাম। তাকে আমার ব্যবসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত কবলাম।

আমাব প্রতিটি কথা সে খুব ধৈর্য ধরে শুনলো কিন্তু তার চোখে-মুখে একটা অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠল। আমরা আপনার ব্যাপারটা মনে রাখবো—এই ছিল তার সংক্ষেপ উত্তর। তার বিনযের সাথে এড়িয়ে যাওয়ার উত্তরে আমি প্রচণ্ড রেগে গেলাম এবং জানিয়ে দিলাম আমি কোন্ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। আমি যে এর আগে তাদের লোকেদের সাথে কাজ কবেছি তাও জানালাম। আমার নাম চেরী ডেলাইট। এব পবেও যদি তুমি আমায় বিশ্বাস না কর তাহলে 'মারসেলিস'-এ ফোন কর এবং আমাকে দারোগা 'রেন স্যাবলেটে'র সাথে কথা বলতে দাও।

আমার মুখে দাবোগার নাম এবং চেহাবার বর্ণনা শুনে এবং আমার পরিচয়পত্র দেখে তার চোখ দিযে প্রায জল বেরিয়ে এল এবং সে মাথা নত করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে তার ব্যবহার ভুলে যেতে বলল।

স্বাভাবিক ভাবেই আমি বেশ গম্ভীর হয়েই ক্ষমা করে দিলাম। এরপর আস্তে আস্তে তার সাথে সহজ হওয়ার ভঙ্গীতে জানালাম যে আমি মনে কবি চুবি যাওয়া ডলার-প্লেটগুলো প্যারিসেই আছে। আমি তো সেগুলোব সন্ধান করবই তবুও তুমি তোমার পুলিশ বাহিনী দিয়ে আমাকে যতটা সম্ভব সাহায্য করবে।

সে আমাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করাব প্রতিশ্রুতি দিল এবং প্যারিসের গুপ্ত আস্তানার সন্ধানে যে সব চর নিয়োগ করা হয় তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে আশ্বাস দিল। সে আরও জানাল যে তার পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাকে সে এ ব্যাপারে সচল রাখবে।

এখন আমার নিজেকে বেশ মুক্ত মনে হচ্ছিল। আমি ধীর পায়ে ট্যাক্সি ধরার জন্য এগিয়ে

গেলাম। সেদিন সন্ধ্যায় ফার্লের সাথে রেস্তোরাঁয় দেখা হতেই ফার্লে আমার মনের খুশী খুশী ভাব অনুভব করল। সে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাকে আনন্দ উপভোগ করতে উপদেশ দিল। এবং সেও যে নিজের জন্য এটাই চায় তাও জানাল।

আমরা দুজনে এরপরে একটা নৈশ ক্লাবে গিয়ে কিছু সুরা-পান করলাম। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে বেশ সতেজ করে তুললাম। আমি আমার কাজের গুরুত্ব ভুলেই গেলাম। বেশ স্বতঃস্ফূর্ত মনেই আমরা সেখান থেকে হোটেলের দিকে রওনা হলাম। হোটেলের দরজায় ফার্লেকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলাম। পরের দিন কিছু ভাল খবর দিয়ে ফার্লে আমার কাছে আরও প্রিয় হয়ে উঠল।

।। পাঁচ ।।

পরের দিন প্রাতঃরাশের টেবিলে আমার এবং ফার্লের সাক্ষাৎ হল। আগের দিন রাতেই আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম যে অনুসন্ধানের কাজে আমরা বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে এগোবো। ফার্লে তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের সাথে এবং আমি পুলিশের সাথে সাক্ষাৎ করব। কোন সূত্র খুঁজে পেলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুজনে দেখা করব।

আমরা যখন প্রাতঃরাশ করছি একজন পরিচারক আমাদের সামনে এসে ফার্লেকে জানাল যে তার একটা টেলিফোন এসেছে। ফার্লে তখনই উঠে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ভাল খবর হিসাবে সে জানাল যে একজন বন্ধুর দৌলতে আমরা বোধ হয় সোনার সন্ধান পেয়ে গেছি। আমি খুব উৎসাহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

ফার্লে ধীরে ধীরে যা ব্যক্ত করল তা থেকে বুঝতে পারলাম যে আমাদের এক্ষুণি ট্যাক্সি ধরে 'মন্টমার্টে' নামক স্থানে পৌঁছতে হবে। ফার্লে তার বন্দুক নিয়ে নিল এবং আমিও যথারীতি আমার ব্যাগ এবং স্বয়ংক্রিয় বন্দুক নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

সরু রাস্তার মধ্যে দিয়ে ট্যাক্সি এগিয়ে চলল। আমি চারিদিক তাকিয়ে দেখছিলাম, দেখার মতো কোন দৃশ্যই চোখে পড়ছিল না। আসামী লুকিয়ে থাকার পক্ষে এরকম জায়গাই উপযুক্ত।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা একটা সরু, পুরনো কাঠের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। অনেকগুলো কামরা বিশিষ্ট এটা একটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি। প্যারিসের মতো সুন্দর শহরে বাড়িটা যেন পুরনো ঐতিহ্য বহন করে রেখেছে। এটা আমার আরও বেশি মনে হল যখন দেখলাম গোমড়া মুখো একজন দ্বাররক্ষিণীকে। মনে হল আমাদের উপস্থিতি তার খুব একটা পছন্দ নয়।

আমরা এখানে একজন বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছি—ফার্লে মৃদু হেসে বলল।

কোন্ বন্ধু? সে সন্দেহজনক ভাবে প্রশ্ন করল। আমার সঙ্গী তখন একটা পাঁচশত টাকা মূল্যের ইউরোপীয় মুদ্রা তার সামনে ধরতেই সে সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারল এবং সেটা ছিনিয়ে নিয়েই তার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমরা ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি বেয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেলাম। কিন্তু জীর্ণ কাঠের মেঝেতে পা দিতেই কর্কশ শব্দ হচ্ছিল। আবছা ভাবে 2/A নম্বর লেখা একটা ঘর আমাদের সামনে দেখতে পেলাম।

আমার ডান হাতটা ব্যাগের মধ্যে রাখা স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের ওপর রাখলাম এবং বাঁ হাতটা দিয়ে দরজায় টোকা দিলাম, দরজায় আওয়াজ করার আগে আমি ঘরের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

আপনি কে? নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল।

আমরা বন্ধু,—আমি উত্তর দিলাম।

কোন একজন বান্ধবীর গলা ভেবে বাদামী চুলের একজন রোগা যুবক দরজা খুলে দিল এবং তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি দরজায় হাত রেখে দরজাটা খুলতেই সে অবাক হয়ে গেল আমার কর্মতৎপরতা দেখে। সে ভাবল আমি বোধহয় পথ ভুল করে ঢুকে পড়েছি, সে গালিগালাজ করতে করতে আমার মুখের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করল। তার মুখের মধ্যে কঠিন রাগ ফুটে উঠল। সে কর্কশ গলায় চেঁচাতে লাগল। ঘরের ভেতরে চলাফেরার শব্দ

শুনতে পেলাম। হঠাৎ একজন লোক দরজায় এসে আমাকে এত জোর ধাক্কা দিল যে আমি প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ঘুরে গেলাম।

আমি সাথে সাথে বন্দুক বের করে তাদের সতর্ক করতে জীর্ণ কাঠের ওপর গুলি চালালাম। ঘরের মধ্যে থেকে চেঁচামেচি এবং দৌড়ে পালাবার পায়ের শব্দ আর তার সাথে একটা জানলা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম।

শত্রুরা পালাচ্ছে বুঝতে পেরে আমি এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললাম। ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলাম যে সেই রোগা যুবক যে আমাদের প্রথম সাড়া দিয়েছিল, জানলা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি তাব পেছনে গুলি করতে পারতাম কিন্তু তা না করে আমি শত্রুদের পালাবার রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। নিচে সরু গলি দিয়ে দুজন লোক এবং সেই রোগা যুবক তিনজনকে পালাতে দেখলাম, আমি তাদের পিছনে দৌড়ে গেলাম। ফার্লে আমার পিছনে। প্রথম লোকটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই সে একটু সরে গেল, পিছন ফিরে তাকাল। মুখটা বীভৎস মনে হল কিন্তু সে থামল না।

আমি খুব তাড়াতাড়ি নিচে নামতে লাগলাম। রোগা লোকটিকে তাড়াতাড়ি পালাতে দেখে আমি রেলিং টপকে নিচে পাথর দেওয়া মেঝেতে লাফ দিতেই লোকটি আমার পায়ের তলায় শুয়ে পড়ে কর্কশ চীৎকাব করে উঠল, তার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছিল। মনে হল শক্ত মেঝেতে পড়ে তার মাথা ফেটে গেছে। প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ায় আমাকে শাসাবার কোন সুযোগ তার ছিল না।

ফার্লে ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে দেখছিল। আমি ফার্লেকে নির্দেশ দিলাম লোকটাকে ভাল করে তল্লাশি করবার জন্য যদিও আমি জানতাম মূল্যবান বস্তুগুলো অপর দুজন বয়স্ক লোকের কোন একজনের কাছে আছে। প্রথম লোকটি যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল আমি তার ডান গালে একটা চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হয় এটাই মার্কের বলা সেই ক্ষতচিহ্ন। যেভাবেই হোক আমার তাদের ধরতেই হবে। এখনও তারা বেশি দূর যেতে পারেনি, আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পুরনো বাড়িটার কোণ দিয়ে ঘুরে যেতেই লোকগুলোকে দেখতে পেলাম মনে হল তারা ম্যানহোলের ঢাকনার মত কোন একটা জিনিস নিচু হয়ে টেনে তুলছে।

আমি চীৎকার না করে গুলি চালালাম। দুজনের মধ্যে একজন অল্প চীৎকার করে ম্যানহোলের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি তাদের ধরবার আশায় পূর্ণ গতিতে পা চালালাম। কিন্তু ঠিক সেই স্থানে এসে আমি শুধু অন্ধকার গোলাকার একটা গর্ত দেখতে পেলাম এবং ভেতর থেকে জল বয়ে যাওয়ার একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। অন্ধকারের মধ্যে ছোট লোহার সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে বলে মনে হল। লোক দুটো যদি নিচে নেমে যেতে পারে আমিও নিশ্চয়ই পারব। আমি শক্ত সিঁড়িতে পা রাখলাম। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে আমি বুলেট বিদ্ধ হতে পারি।

কাউকেই নজরে পড়ছিল না। পচা আবর্জনার গন্ধ নাকে আসছিল। সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতেই ডান দিকে কালো জল চোখে পড়ল। বুঝতে পারলাম প্যারিসে পয়ঃপ্রণালীর পাশ দিয়ে আমি হাঁটছি।

কোন এক সময়ে আমি পড়েছিলাম যে এই পয়ঃপ্রণালী বারশো মাইল পর্যন্ত গেছে। এই বারশো মাইলের মধ্যে কিভাবে যে ঐ দুজন লোককে খুঁজে পাব বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমি কোন কাজ ছেড়ে দিতে রাজি নই।

আমি ক্রমশ সামনের দিকে দৌড়তে লাগলাম। হঠাৎ আমার সামনে একটা শব্দ শুনলাম। আমি সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারলাম শব্দটা ঐ দুজনের কোন একজনের দ্বারা করা হয়েছে। কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম যে প্যারিসের কোন অধিবাসী সুস্থ মনে দিনের বেলাতেও এরকম একটা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

নিঃশব্দে এবং আরও তাড়াতাড়ি হাঁটার জন্য আমি আমার জুতো খুলে ফেলে মোজা পড়ে হাঁটতে লাগলাম। আমার চলার রাস্তাটা বরাবর সোজাই ছিল, কোথাও ভাগ হয়ে যায়নি, আমার তাড়া করা লোকদুটো যদি সাঁতার না কাটা পছন্দ করে তবে তারা এই রাস্তায় থাকতেই বাধ্য।

ভিতরের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। আমার পা ভিজে যাচ্ছিল এবং শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। জলের মধ্যে দিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই বাঁদিকে আর একটা সরু রাস্তা চোখে পড়ল। শত্রুদের গতিপথের কোন সূত্রই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কোন পায়ের ছাপ দেখতে

পাই কি না। এই ভেবে আমি ব্যাগ থেকে লাইটার বার করে জ্বেলে মেঝেতে লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু পায়ের ছাপের বদলে আমি রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। নিশ্চিত হবার জন্য ভাল করে পরীক্ষা করলাম। আমার ধারণা ঠিকই আছে বুঝতে পারলাম। কারণ এখানে ঢোকার আগে আমি যখন গুলি চালিয়েছিলাম তখন একজনকে আমি লাফিয়ে উঠতে দেখেছিলাম, এটা সেই আহত ব্যক্তিরই রক্ত। এই রক্ত বরাবর পাঁচ মিনিট হাঁটতেই আমি সেই লোকদুটোকে দেখতে পেলাম। দুজনেই একটা ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে এবং উঁচুতে দাঁড়িয়ে একজন ধাতুর তৈরী ড্রেনের ঢাকনা খুলতে ব্যস্ত। সে প্রায় একটা দিক খুলেই ফেলেছিল। তারা যে পালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম। বাইরের আলোয় আমি লোকটির ডানগালের ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এই যে মার্কের আক্রমণকারী এবং মূল্যবান ফলকগুলোর হরণকারী সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম।

লোকগুলো নিরস্ত্র ছিল এবং আমাকে কোন ভাবেই গুলিবিদ্ধ করতে পারবে না। এদের সাথে আমি হাত দিয়েই মোকাবিলা করতে পারব, নিজের সম্বন্ধে এই বিশ্বাস থেকেই আমি বন্দুক রেখে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। উপরের লোকটি পালিয়ে গেল। আমি নিচের লোকটির পা ধরে টানলাম। তার জুতোটা ভেজা এবং পিছল থাকায় সে দ্রুত পালাতে পারছিল না। সে ওপরেব রিংটাকে শক্ত করে ধরে ছিল। প্রথম লোকটি ওপর থেকে তাকে চেঁচিয়ে বলে গেল—একজন মাত্র স্ত্রীলোক, নিচে নেমে তাকে চুপ করিয়ে দাও।

লোকটি তার হাত ছেড়ে দিয়ে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। আমি হাত দিয়ে সজোরে তাব গলায় আঘাত করতে গেলাম কিন্তু পারলাম না।

সে ঘুঁষি পাকিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং তীব্র জোরে সবেগে আমাকে আঘাত করল। আমি এটা এড়াতে পারলাম না। আমি সজোরে পিছনের দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম। মেঝে পিছল থাকার জন্যই ঘটনাটা ঘটল।

আমার প্রতিপক্ষ জয়ের আনন্দে জোরে জোরে হাসছিল। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু আমি প্রতিশোধের স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। সে কাছে আসতেই আমি সজোরে আমার পা চালালাম। এক ফুট দূরে সে ছিটকে পড়ল। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। মেঝে পিছল থাকায় সে চট্‌ করে উঠে দাঁড়াতে পারল না। আমি হাত দিয়ে তার গোড়ালিতে আঘাত করলাম। সে পা দুটো উপরে তুলে দিতেই ভারসাম্য হারিয়ে উপুড় হয়ে আমার সামনে পড়ল। এবার আমি তার পিঠের উপর দুটো হাঁটু চেপে ধরার সুযোগ পেলাম। তার নিঃশ্বাস প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মুখ থেকে নতুন কিছু জানার আশায় আমি তাকে মারলাম না।

তবে আমি নিশ্চিত হলাম যে লোকটা নিজে সরাসরি কোন কুকাজ না করলেও সে এসব কাজের একজন অংশীদার। সে ওই প্রথম ব্যক্তির একজন সাহায্যকারী। মার্ক কনডনের অপহরণের ব্যাপারে এর সরাসরি কোন হাত নেই।

আমি তার ঘাড়ে আঘাত করলাম। তার শরীর তখনও বেশ গরম ছিল। সে একটু চেষ্টা করতেই সোজা ভাবে ঘুরে গেল। কাঁধের ওপর দিয়ে আমি তাকে শক্ত করে ধরে ছিলাম। তার চোখে ব্যথার অনুভূতি লক্ষ্য করলাম কিন্তু আমার আঘাত তাকে তখনও পরাস্ত করতে পারেনি। কারণ তার লোমশ হাত আমার দিকে এগিয়ে এল। তার হাসি একটা বিশ্রী ইঙ্গিত বহন করছিল। তার দুঃসাহস আমাকে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দিল। আমি তার মুখের দিকে হাত বাড়ালাম। আমার লম্বা নখ নিমেষে তার চোখে বিদ্ধ করলাম। তার চোখটা গর্ত হয়ে গেল সে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। আত্মরক্ষা করার কোন শক্তিই সে পেলনা। তার হাত ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। সে কিছুক্ষণের জন্য কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলল।

সে যখন খুব কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আমি তার ওপর তল্লাশী চালালাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। আমার প্রথম অনুমানই সঠিক ছিল, ওপরে পালিয়ে যাওয়া লোকটির কাছেই ডলার প্লেটগুলো আছে। কিন্তু এই লোকটির অবস্থা এতই গুরুতর যে এর কাছ থেকে কিছুই জানা যাবে না। কিন্তু তবুও একে এইভাবে ফেলে রেখে আমি চলে যেতে পারিনা কারণ যে কোন সময়ই এ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তাই আমি একে তুলে পাশে ড্রেনের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। খানিকটা জল ছিটকে এল এবং সে ডুবে গেল।

এবার আমি লোহার ধাপের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওপরে পালিয়ে যাওয়া প্রথম লোকটি খোলা মুখের ঢাকনাটা না লাগানোর জন্য আমি নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। লোহার আংটা ধরে ঝুলে আমি বাইরে দিনের আলোয় বেরিয়ে এলাম। প্রথম লোকটা নিশ্চয়ই এখন অনেক দূর চলে গেছে। কারণ আমি বুঝতে পারলাম যে তার সঙ্গীকে ফেলে রেখে সে ভাল করে সতর্ক হবার সময় পেয়েছে, এই ভেবে আফশোষ হচ্ছিল যে যদি আমি দেখামাত্র ওই দুজনকে গুলি করতাম তাহলে এতক্ষণে তারা মারা যেত এবং আমিও মূল্যবান প্রতিলিপিগুলো হাতে পেয়ে যেতাম, তবুও এটা পেতে আমার খুব একটা সমস্যা হবে না।

এখন আমি একটা কানা গলিতে দাঁড়িয়ে দুদিকের জীর্ণ বাড়িগুলো লক্ষ্য করছিলাম। গলিটা দুদিকে চলে গেছে। যেইমাত্র আমি গলিটার ডান ও বাঁ দিকে লক্ষ্য করলাম আমি বুঝতে পারলাম আমার পালাবার কোন পথ নেই কারণ দুদিকে প্রায় ছজন কঠিন মুখের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো সকলেই মাফিয়া গোষ্ঠীর।

।। ছয় ।।

তাদের হাত থেকে পালাবার আর কোন পথ ছিল না। তাদের চোখের দৃষ্টি এবং গম্ভীর মুখ বলে দিচ্ছিল আমিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

তারা প্রায় নিঃশব্দে ধীর গতিতে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি পেছনে দেওয়ালের দিকে সরে গেলাম। কমপক্ষে আমার বন্দুকটা আমাকে বাঁচাতে পারে।—এই ভেবে যেই ব্যাগের ভিতর রাখা বন্দুকটার বাঁটে হাত দিয়েছি মনে হল যেন লোকগুলো আমার বন্দুকটার কথা জানে। তারা সাথে সাথে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি পেছনের দেওয়ালের দিকে ঘুরে গেলাম। আমার কাঁধের বন্দুকটা টেনে বার করতে গেলাম কিন্তু তাদের দলবদ্ধ আক্রমণের কাছে পরাস্ত হলাম। তারা আমাকে শক্ত দেওয়ালে নিক্ষেপ করল, ব্যথায় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। তারা এবার কুমতলবে আমাকে স্পর্শ করতে চাইল। আমি চীৎকার করে তাদের গালমন্দ করতে লাগলাম। বন্দুকটা বার করে আনার সুযোগ না পেয়ে ব্যাগের ভেতর থেকেই গুলি চালালাম। একজন গুলিবিদ্ধ হল। দ্বিতীয়বার গুলি চালাতেই সেটা আর একজনকে নিস্তেজ করে দিল।

এই সুযোগে মাফিয়া গোষ্ঠী বুঝতে পারল যে আমাকে দমন করতে হলে তাদের বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অভিসম্পাত দিতে দিতে মুষ্টিবদ্ধ করে তারা আমার দিকে এগিয়ে এল এবং প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল, বৃষ্টির মতো তারা আমার সারা দেহে ঘুঁষি চালাতে লাগল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি প্রায় অচেতন হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম তারা হয়তো আমাকে বন্দী করে রাখতে চায় তা না হলে আমাকে দেখামাত্র তারা গুলি করতে পারত! তারা প্রত্যেকে সশস্ত্র এবং সব সময় যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

এরপরে আমি বুঝতে পারলাম যে তারা আমাকে বেশ রূঢ়ভাবে একটা বড় কালো মোটর গাড়ির পেছনের সীটে তুলে দিল। তাদের কঠোরতায় আমার জ্ঞান ফিরে আসছিল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। লোকগুলোর কিছু কিছু কথা আমার কানে আসছিল। মসৃণভাবে প্যারিসের রাস্তা ধরে গাড়িটা এগিয়ে চলেছিল। আমার মাথাটা জানলার দিকে থাকায় আমি উঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে জানার চেষ্টা করছিলাম যে আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যতটা জানতে পারলাম তা থেকে আমার মনে হল যে এই বড় শহরের কোণে, কোন এক অজানা অঞ্চলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমার কিছুই করার ছিল না। শুয়ে শুয়ে আমি শুধু শক্তি সঞ্চয় করছিলাম, পরে কাজে লাগতে পারে—এই ভেবে। আমি অনুমান করলাম প্রায় আধঘণ্টা বাদে গাড়িটা থামল। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করল। তারপর আমার নিস্তেজ শরীরটা বয়ে নিয়ে চলল। আমি চোখদুটো আধবোজা রেখে লক্ষ্য করছিলাম যে একটা পরিচ্ছন্ন বাড়ির পাথরের ধাপ বেয়ে তারা আমাকে ঠাণ্ডা, অন্ধকার ঘরের ভেতর নিয়ে এল। একটা চেয়ারের ওপর আমাকে বসিয়ে দিল এবং কোন একজন আমার মুখের ওপর সজোরে একটা আঘাত করল। আমার মাথাটা পেছনে ধাক্কা খেল এবং আমি চোখ খুললাম।

আমি কোথায়?—আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম। একজন কঠিন মুখের লোক ইটালিয়ান

ভাষায় আমাকে বলল—মজার অভিনয় কর না। আমরা জানি তুমি কে এবং কেনই বা প্যারিসে এসেছ। আরও জানি যে পশ্চিম জার্মানীতে তুমি আমাদের অনেক লোককে মেরেছ।

আমি ভান করে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমরা কোন ভুল করছ! যাকে তোমরা আমি বলে ভাবছ সে আমি নই।

লোকটির চোখে কোন ভাবাবেগ লক্ষ্য করলাম না। তাকে কোন ভাবেই বশ করতে পারলাম না। মাফিয়া গোষ্ঠীর অন্য সৈনিকেরা আমাব দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল মনে হচ্ছিল এর পবে আমার কি ঘটবে তা তারা জানে। এরপরে আমাকে একটা বড় ঘরে চালান করে দেওয়া হল। আগের সেই বিকট লোমশ চেহারাব লোকটাই আমাকে এখানে নিয়ে এল। ঘরটার চাবিদিকে তাকিয়ে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এটা একটা পুরনো আমলের অসহায় বন্দীদের শাস্তি দেবার ঘর। আমি অবাক হচ্ছিলাম, এখানে কি শাস্তি তারা আমাকে দিতে পারে এই ভেবে।

লোকগুলো আমাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরল। তাদের চোখে ক্ষুধার্ত সাপের দৃষ্টি ফুটে উঠছিল। তারা আমাকে তাদের খেলার পুতুল করে নিল। আমার অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পৈশাচিক নির্যাতন চালাল। নিজেকে রক্ষা করার জন্য জুডো, ক্যারাটে জানা থাকা সত্ত্বেও বিপক্ষের দলবদ্ধ শক্তিব কাছে কিছুই প্রয়োগ করতে পারলাম না। আমাব ওপর এই জঘন্য, ঘৃণ্য অত্যাচার প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে চলল। আমি প্রায়-মৃত অবস্থায় পড়ে রইলাম। যন্ত্রণায় আমি কাতরাচ্ছিলাম।

শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ওকে কিছু সময় দেওয়া হোক,—কার্লো নামেব সেই লোমশ লোকটা বলল।

তোমরা কি জানতে চাও?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কার্লো গর্জন করে উঠল—ওই পাতগুলো কোথায়?

ওই গুলোইতো আমি খোঁজার চেষ্টা কবছি। ওগুলো আমাব কাছে নেই।

সে বিকৃত হেসে আমাকে বলল, তুমি ভূ-গর্ভের ভেতর ঢুকে একাই বেরিয়ে এসেছ। ওগুলো নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে।

আমি তখন সমস্ত সত্যি ঘটনা তাব কাছে ব্যক্ত কবলাম এবং বললাম যে ওই পালিয়ে যাওয়া লোকটির সাথে নিশ্চয়ই তোমাদের দেখা হয়েছে।

সে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে জানাল যে, কোন লোককেই তারা গলিপথে পালাতে দেখেনি।

আমি মনে মনে ভাবলাম প্রথম পলাতক ব্যক্তি হয়তো খুব দ্রুত দৌড়তে পারে নয়তো কোন গুপ্ত পথ তার জন্য খোলা ছিল।

মাফিয়া দল বার বার আমাকে সত্যি কথা বলার জন্য চাপ দিতে লাগল। আমাব কাছে যে ওগুলো ছিল না সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল কারণ আমার সমস্ত জিনিস তখনও তাদের হস্তগত ছিল।

কার্লোর নিষ্ঠুর শরীরে আমি একটা সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার ছাপ দেখতে পেলাম। সে বুঝতে পারছিল না এখন তার কি করা উচিত। তাদের দলের টনি নামে একজনকে ডেকে আমাকে কিছু খাবার দিতে এবং মুক্ত করে দিতে বলল।

টনি সিলিং-এর হুক থেকে আমার বন্ধন খুলে দিল এবং একটা কাঠের টেবিলেব একপাশে আমার কব্জি এবং গোড়ালি শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখল। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে একা ফেলে সকলে চলে গেল। আমি শারীরিক ভাবে বিশ্রাম পেলেও, এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার মাথা অনবরত কাজ কবে যাচ্ছিল। অতীতে এরকম অনেক শক্ত বন্ধন থেকে আমি বুদ্ধি খাটিয়ে বের হয়ে এসেছি।

এরকম নানা চিন্তা করতে করতে প্রায় এক ঘণ্টা বাদে আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। টনি একটা ট্রে-তে কিছু খাবার, একটা ছোট্ট মদের বোতল এবং একটা গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমার মনে হয় আমাকেই খাইয়ে দিতে হবে, টুনি মনে মনে বলল। আমার একটা হাত কেন খুলে দিচ্ছ না—আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমার কথায় সায় দিয়ে আমার ডান কব্জির বাঁধন খুলে দিল। আমি একটু হেসে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। এটা আরও ভাল হবে যদি তুমি আমাব দুটো হাতই

বাঁধন-মুক্ত কর। তাহলে আমি সোজা হয়ে বসে, ট্রে-টা আমার কোলের ওপর রাখতে পারব।

আমার কথা মেনে নিয়ে সে সেইমতোই কাজ করল, আমি খুবই ক্ষুধার্ত থাকায় আমার কাছে খাবার খুবই সুস্বাদু লাগল এবং আমি এর জন্য টনি-কে প্রশংসা করতেই সে জানাল যে এই খাবার এড্ডির স্ত্রী মারিয়া তৈরী করেছে।

এডি প্রসঙ্গে সে জানাল যে এটা এডিরই বাড়ি এবং সে এখানে তার স্ত্রী মারিয়া-কে নিয়ে থাকে।

অন্য লোকগুলো এখানে থাকে না? কার্লো এবং বাকিরা?

সে জানাল যে সকলে যে যার বাড়িতে বিশ্রাম নিতে গেছে এবং তাকে রেখে গেছে আমাকে পাহারা দেবার জন্য।

আমি আমার খাবার শেষ করে খালি মদের বোতলটার গলা শক্ত করে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। টনি ট্রে-টা নেবার জন্য আমার কাছে এগিয়ে আসতেই শূন্য বোতলটা তার মাথা বিদীর্ণ করে ঢুকিয়ে দিলাম, সে মেঝের জঞ্জালের মধ্যে পড়ে গেল।

।। সাত ।।

আমি মাথা নিচু করে মুখ দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম। হাঁটার জন্য তখনও আমার পায়ে যথেষ্ট শক্তি অবশিষ্ট ছিল। আমি হেঁটে মেঝের এক পাশে পড়ে থাকা হাতব্যাগটা তুলে নিলাম। ব্যাগটা খুলে তার মধ্যে আমার স্বয়ংক্রিয় বন্দুকটা দেখে আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। বন্দুকটা দিয়ে আমি টনিকে গুলি করতে পারতাম কিন্তু শব্দ হওয়ার ভয়ে আমি বন্দুকের নল দিয়ে টনিকে পুনরায় আঘাত করে চিরতরে চুপ করিয়ে দিলাম।

আমার পোষাকের অধিকাংশ অংশই ছিঁড়ে গেছিল। সেই অবস্থাতেই খালি পায়ে আমি সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। বাড়িটা নিস্তব্ধ ছিল। তবুও এডি এবং মারিয়া যদি আমায় দেখে ফেলে তাদের গুলি করে মেরে ফেলব।

আমি সাবধানে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজার বাইরে বেশ অন্ধকার। আমি দ্রুত বারান্দা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালান দরকার—এই ভেবে আমি রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলাম।

এমন সময় একটা চকচকে খয়েরী রঙের 'পোরকি' গাড়ি প্রায় আমাকে চাপা দেবার মতো করে আমার পাশ দিয়ে চলে যেতেই আমি লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেলাম। গাড়িটা গতি কমিয়ে পেছন দিক করে আমার দিকে এগিয়ে এল।

একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা গাড়িটা চালাচ্ছিল। তার মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল। সে বলল, আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি তোমায় দেখতে পাইনি। তোমার কি হয়েছে?

আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বললাম, একদল বাজে লোক আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধ ভাবে আমার ওপর নির্যাতন করেছে।

মহিলা দুঃখপ্রকাশ করে আমাকে গাড়িতে উঠবার জন্য অনুরোধ করতেই আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। সে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করলো এবং কথা প্রসঙ্গে আমি জানালাম আমি ক্রিলনে যেতে চাই। কিন্তু সেখান থেকে ক্রিলনে যাবার কোন রাস্তা না থাকায় সে আমাকে তার সাথে তার কামরায় রাত কাটাবার জন্য অনুরোধ করল। সেই সময় এরকম ভালবাসা পাবার আমার খুবই প্রয়োজন ছিল। প্যারিসের এক সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে, একটা সাজান ফ্ল্যাটে আমি ভদ্রমহিলার সাথে এলাম। সেখানে এসে নিজেকে বেশ সুস্থ করে তুললাম এবং মহিলার সাথে সারারাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে তারই দেওয়া একটা পোষাক পরে আমি ক্রিলন হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

কোন ট্যাক্সি না পাওয়ায় আমি প্যারিসের সাবওয়ে-তে গিয়ে মেট্রো ধরতে বাধ্য হলাম। ক্রিলন হোটেলে প্রবেশ করা মাত্র আমি ইজিচেয়ারে বসা ফার্লেকে দেখতে পেলাম। তার মুখটা খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। আমাকে দেখামাত্র সে লাফ দিয়ে উঠে আমার কাছে দৌড়ে এল। সে আমার নিঁখোজ হওয়া নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল। সে খুবই উদ্বিগ্ন ভাবে আমার কথা শুনল। আমি সমস্ত ঘটনা এমনকি কিভাবে শেষ পর্যন্ত ঐ মহিলা আমাকে উদ্ধার করে গত রাতে আশ্রয় দিয়েছিল

সবই ব্যক্ত করলাম। ফার্লে আমার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল। সে সমস্ত ঘটনাকে অবিশ্বাস্য বলে আখ্যা দিল।

সরু গলিতে গুলিবিদ্ধ লোকটার কাছে ফার্লেকে রেখে আসার পরের ঘটনা আমি জানতে চাইলাম।

ফার্লে জানাল যে, কিছুক্ষণ সে সেই লোকটার কাছে ছিল। তারপর প্রতিরক্ষা বিভাগের পুলিশ এসে অচেতন লোকটিকে তুলে নিয়ে যায় এবং ফার্লেকে, ফার্লের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে যায়। সে আরও জানাল যে গতরাত্রে তারা ফার্লেকে ডেকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। এবং আমার যে তখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি ফার্লে সেটাই তাদের জানিয়েছিল।

আমার পাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আমি খুব আনন্দিত তোমার ফিরে আসা দেখে।

আমি ফিরে তাকাতেই সেই প্রতিরক্ষা বিভাগের পুলিশটাকে খুশীর আনন্দে আমাদেব দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

।। আট ।।

পুলিশ প্রধান আমাকে অভিনন্দন জানাল। ফার্লেব সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি তাব নামটা মনে করার চেষ্টা করলাম। তার নাম 'পিয়ারী বেলক্'। সে জানাল, খুব জরুরী ব্যাপাব বলে আমি নিজেই এসেছি। তুমি কোথায় থাকতে পার, গতরাতে তোমার কি ঘটেছে, কখন তুমি নিখোঁজ হয়েছিলে এই সব জানতেই আমি এখানে এসেছি।

আমি যতটা সম্ভব তাকে মাফিয়াদলের বাড়িটার অবস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা দিলাম যদিও কোন স্পষ্ট ধারণা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আমার অনুমান সঠিক নাও হতে পারে।

এখন পুলিশের কাজ সেই লোকগুলোকে ধরা এবং আমেরিকান ডলারের প্রতিলিপিগুলো খুঁজে বের করা।

এরপব বেলক্ জানাল, যে লোকটাকে অচেতন অবস্থায় পুলিশ ধরে এনেছে, জায়গাটা চিনিয়ে দেওয়া তার পক্ষেই সম্ভব হবে। তাদের পুরো দলটাকেই ধরে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। এবং লোকটি একটা আন্তর্জাতিক জালচক্রের সাথে জড়িত। বেলক্ আরও জানতে পাবে যে ক্ষতচিহ্নিত লোকটি কোন নির্বাসিত জার্মান ব্যক্তির কাছ থেকে নকল আমেরিকান ডলাব সম্বন্ধে জানতে পারে, ঐ জার্মান ব্যক্তি আবার একজন জেনারেলের সঙ্গী হিসাবে জানতে পারে যে ঐগুলো 'ব্ল্যাক ক্যাসেলে'-এ লুকনো আছে। তারপর তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুইজারল্যান্ডে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

ক্ষতচিহ্নিত লোকটি মার্কের কাছ থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে প্যারিসে আসে। এখানে কিছু বন্ধুদের সাথে সেগুলো ছাপিয়ে আমেরিকায় চোরাচালান করাই তার উদ্দেশ্য।

কিন্তু কিভাবে এই ক্ষতচিহ্নিত লোকটিকে তাব কার্যসিদ্ধির আগে ধরা যাবে—আমি জানতে চাইলাম। এ ব্যাপারে বেলক্ জানাল যে জালচক্রেব সাথে জড়িত লোকটিব কাছ থেকে তারা জানতে পারে যে মন্টমেয়ারে যেখানে আমি ও ফার্লে গিয়েছিলাম, সেখানে ভূগর্ভে জালচক্রকারীদের একটা ছাপাখানা আছে। সেখানকার ঠিকানা তাদের জানা এবং যে কোন সময়েই তারা সেখানে যেতে পারে।

আমি বেলকের প্রশংসা করে তক্ষুণি সেখানে যাবার জন্য তৈরী হলাম।

বেলক্ আতঙ্কিত হয়ে উঠল, সে জানাল এখন সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করবে। তাদের একজন প্রতিনিধি আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

সেখানে কি এমন কাজ আছে? কিছু পুলিশ নিয়ে আকস্মিক আক্রমণ চালালেই তো হবে—আমি প্রশ্ন করলাম।

সে হেসে উত্তর দিল যে ফরাসী পুলিশ আগে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় তারপর সাবধানে ধীরে সুস্থে পদক্ষেপ নেয়।

বেলক্ নকল প্রতিলিপিগুলো হাতে পাবার ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত ছিল। এটা আমার কাছে বেশ আনন্দের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। এরপর আমার নিজেকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। যেইমাত্র আমি

পোষাক পাল্টাবার জন্য পা বাড়িয়েছি তখনই একজন পুলিশ অফিসার বেলকের কাছে এগিয়ে এসে বলল—আমরা প্রস্তুত।

বেলক্ উঠে দাঁড়াল এবং তার সাথে আমি আর ফার্লেও উঠে দাঁড়ালাম। এই কাজের জন্য আমার নিজের দেশের প্রতিনিধি হিসাবে যদিও তাদের সাথে আমায় যাবার অনুমতি দিল কিন্তু ফার্লেকে তারা নিতে চাইল না। কিন্তু একজন আমেবিকান ব্যবসায়ী হিসাবে নিজের দেশের স্বার্থে ফার্লেব এ ব্যাপাবে প্রথম থেকেই খুব উৎসাহ ছিল। তাকে নিরাশ হতে দেখে আমি কথা দিলাম যে আগামী সমস্ত খবর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তাকে জানাব।

আমি এবং পিয়ারী বেলক্ পুলিশেব গাড়িতে মন্টমেয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। প্রচণ্ড গতিবেগে সাইরেন বাজিয়ে গাড়ি ছুটছিল। ভয়ে আমাব নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে গেলাম।

গাড়ি থামতেই বেলক্ বলল, আমরা ছাপাখানা থেকে অনেক দূবেই গাড়ি থামিয়েছি। যাতে জালচক্রকারীরা সতর্ক না হতে পারে।

আমি গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকে তাকালাম, এটা একটা নিম্নবিত্ত মানুষের এলাকা। সেখানকাব স্ত্রী-পুরুষেরা সবাই আমাদের দিকে বিদ্বেষের চোখে তাকিয়ে দেখছিল। তারা যে আমাদের কোন উপকারে আসবে না বুঝতে পেরে আমরা সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। তারপর কিছু লোককে রাস্তাব ধাব দিয়ে আমাদেব সাথে একই দিকে হাঁটতে দেখলাম। লোকগুলোর পরনে নোংবা পোষাক, তাদের মুখগুলো নোংরা, কালিমাখা। কিন্তু তাদের চোখগুলো তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক।

আমি হঠাৎ জানতে পারলাম লোকগুলো ছদ্মবেশধারী পুলিশের লোক। মিঃ বেলক্ একটা দবজায় টোকা দিল। দরজাটা বাস্তার সমতল থেকে তিনটে পাথবের সিঁড়ির নীচে একটা ছোট্ট এরিয়ায়, বেলক্ দুবাব টোকা দিয়েও যখন ভেতর থেকে কোন সাড়া পেলনা তখন পাশে দাঁড়ান দুজন বলবান পুলিশের লোককে দরজা ভাঙার নির্দেশ দিল। তারা দুবার চেষ্টা করতেই দরজা ভিতর দিকে ভেঙে পড়ল। আমার কাছে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক থাকলেও পুলিশের লোকগুলো অস্ত্র নিয়ে ঢোকার প্রয়োজন মনে করেনি। তারা লম্বা বারান্দার ওপর দিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে গেল। আমি ও বেলক্ তাদের পেছনে দৌড়তে লাগলাম।

এই পুরনো বাড়িটার পেছনের অংশে একটা ছাপাখানা ছিল। ছাপাখানাটা ছোট্ট এবং পরিষ্কার। ঠিক এই মুহূর্তে সেখানে আমেরিকান পাঁচ ডলারের বিল তৈরী হচ্ছিল। অধিকাংশ বিলই জাহাজের মাধ্যমে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এবং কাঠামোর ভেতর চকচকে মূল্যবান ফলকগুলো রাখা ছিল যা দিয়ে এই টাকা তৈরী করা হয়েছে।

আমি আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম। আমার চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে ছাপাখানার ঘরের ভেতবে পাঁচজন নড়েচড়ে উঠল। তাদের মধ্যে ক্ষতচিহ্নিত মুখের একজনকে আমি দেখতে পেলাম। তার হাতের বন্দুকটা বেলকেব দিকে লক্ষ্য করা ছিল।

আমি সাথে সাথে বন্দুক চালালাম। যেহেতু আমি একাই সশস্ত্র ছিলাম তাই আমি এটা না করলে বেলক্ হয়তো মারা যেত।

বেলক্ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, ওই লোকটা বলেছিল তারা কখনও বন্দুক ব্যবহার করে না।

হয়তো সে মিথ্যা বলেছিল অথবা সেই সময় তাদের হাতের বন্দুক লুকনো ছিল—আমি তীব্রস্বরে জবাব দিলাম। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে পুলিশের অন্য লোকগুলোর কাছে বন্দুক আছে। তারা সেখানে ভান করে দাঁড়িয়েছিল।

আমি বন্দুক চালালাম। দ্বিতীয় গুলি নিক্ষেপ করতেই অপরপক্ষ আমার আশেপাশে গুলি চালাতে লাগল। আমার দ্বিতীয় গুলিটা এলোপাথাড়ি থাকায় আমি তৃতীয় গুলিটা চালিয়ে যোগ্য জবাব দিলাম। গুলিটা শত্রুপক্ষের একজনের কপালের মধ্যিখানে বিদ্ধ হয়ে মাথা দুটুকরো করে দিল।

এবার তাদের মধ্যে একজন আমার কাঁধে আঘাত করতেই আমি পিছন দিকে লাফ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, এবং সহজাত ভঙ্গিতে বন্দুকের নল দিয়ে তাকে আঘাত করে তার পেটে বন্দুকটা ঠেকিয়ে ট্রিগার চেপে ধরলাম।

আমি খুব দ্রুত কাজ করতে পারছিলাম না, কারণ আমার বাঁ হাতে গুলি লাগায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা

করছিল। তবুও আমি সব ভুলে গিয়ে আমার কাজ চালিয়ে গেলাম। আমার বন্দুক আরও দুবার তৎপর হয়ে উঠল এবং আরও দুজনকে ধরাশায়ী করল।

বেলক এবং তার লোকেরা আমার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল কারণ আমার গোল্ড কাপ স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের জন্যই তারা প্রাণে বেঁচে গেছে। তা না হলে এতক্ষণ হয়তো তাদের মৃতদেহ পড়ে থাকতো।

বিপক্ষের ক্ষতচিহ্নিত মুখের লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, তার কাঁধের ওপর হাতটা চাপা দেওয়া ছিল। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছিল।

ওকে গ্রেফতার কর-—আমি চেঁচিয়ে বললাম, দুজন পুলিশের লোক আমার আদেশ পালন করল।

বেলক্ তখনও আমার প্রশংসা করে যাচ্ছিল। সে তখনও সমস্ত ঘটনাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমার জন্যই সে প্রাণে বেঁচে গেছে। তখনও আমার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। আমি ছাপাখানার দিকে এগিয়ে গেলাম কাঠামোর মধ্যে মূল্যবান ফলকগুলোকে স্পর্শ করলাম—।

আমি এগুলো চাই, যদি তুমি কিছু মনে না কর।

কিন্তু এগুলো তোমার। দয়া করে তুমি এগুলো নাও। তোমার প্রতিষ্ঠান তার প্রতিনিধিকে হাতে কলমে ভালই শিক্ষা দিয়েছে, বেলক্ প্রশংসা করে বলল। আমি তোমার আজকের কাজের দক্ষতার উচ্চ প্রশংসা করে তোমার প্রতিষ্ঠানকে চিঠি লিখব।

তুমি তাই কোরো। হতেও পারে তারা হয়তো আমাকে কিছুদিনের ছুটি দেবে।

আমি ফলকগুলোকে জড়ো করে তৈলাক্ত কাগজে মুড়ে আমার কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর আমি ঘরের মধ্যে ক্ষতচিহ্নিত মুখের লোকটির দিকে তাকালাম, দুজন পুলিশের লোক তাকে ধরেছিল। তারা তাকে সেখান থেকে পুলিশের ডাক্তার এবং তারপরে জেলে নিয়ে যাবার জন্য রওনা হল।

বেলক্ আর আমি বাইরে আলো ঝলমলে দিনের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। প্রচুর লোক আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য জড়ো হয়েছিল। আমি আর বেলক্ অপেক্ষমান পুলিশের গাড়িতে উঠে বসলাম। মনের মধ্যে খুশীর আনন্দ অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার এতদিনের চেষ্টা সফল হয়েছে। মূল্যবান ফলকগুলো এখন আমার কাছে সুরক্ষিত ভাবে আছে। আমাদের গাড়ি ক্রিলনের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। বেলক্ সারা রাস্তাই আমার কাজের প্রশংসা করে চলল।

ক্রিলনে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে আমার পা আনন্দে নেচে উঠল। এরকম অনুভূতি যেন আমার কোনদিনই হয়নি। বৈঠকখানায় আমার যার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হল সে হল মার্ক কনডন। মার্ককে শারীরিকভাবে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। আমার হাসিমুখের দিকে মার্ক অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, কারণ সে ভেবেছিল তার মতোই হয়তো আমিও গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়াব।

ব্যাগের ভেতর থেকে আমি তৈলাক্ত কাগজে মোড়া ফলকগুলো বের করে আনলাম। ভাবলাম মার্ক বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। মার্ক সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি যা ভাবছি এগুলো কি সত্যিই তাই?—মার্ক গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

আমি তোমাকে নিশ্চয়ই সব বলব যদি তুমি আমাকে পানীয়র জন্য আমন্ত্রণ জানাও।

হঠাৎ আমার ছেঁড়া, রক্তমাখা জামার হাতার দিকে মার্কের নজর পড়তেই সে আঁৎকে উঠল। ফলকগুলো ফিরে পাবার আনন্দে, উত্তেজনায় আমি এতক্ষণ ব্যথার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

মার্ক আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমার ক্ষতের চিকিৎসা করল বটে কিন্তু যেহেতু এটা বুলেটের ক্ষত তাই সে পুলিশকে জানাতে চাইল। আমি তাকে প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান 'পিয়ারী বেলককে' খবর দিতে বললাম, কারণ সেই এর উপযুক্ত সাক্ষী। বেলক্ ডাক্তারকে আশ্বস্ত করলে ডাক্তার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল এবং আমাকে ক্ষতের ব্যাপারে সাবধানী হতে পরামর্শ দিল।

এবার আমি মার্ককে আবার পানীয়র কথা মনে করিয়ে দিতে মার্ক আমাকে নিয়ে একটা হোটেলে ঢুকল। সেখানে আমি মার্ককে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললাম। মার্ক খুবই উৎসাহ নিয়ে

আমার সমস্ত কথা শুনছিল। আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা যে খুব একটা সুখদায়ক ছিলনা মার্ক সেটা উল্লেখ করল।

আমি বললাম—আমরা যে শেষ পর্যন্ত ফলকগুলো ফিরে পেয়েছি সেটাই সব থেকে আনন্দেব।

মার্ক সোজা হয়ে বসল। সে ওগুলো তার নিজের কাছে রাখতে চাইল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। মার্ক আমার দিকে তাকাল, 'চেরী। সেরকমই আদেশ আছে। আমি তোমার ওপরওয়ালা, তুমি কি ভুলে গেছ? আমার মুখটা মার্কের দিকে এগিযে নিয়ে গিয়ে বললাম যে, আগের বার ওগুলো তোমার কাছ থেকেই ছিনতাই হয়েছিল। তার ফলে আমাকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে।

তবুও মার্ক বলল যে ওগুলো তার কাছে রাখলেই বেশী ভাল হবে। সে ওগুলো তার হোটেলের ঘরে পাহারা দিয়ে রাখবে যতক্ষণ না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেব বিমানবাহিনী সশস্ত্র রক্ষী দিয়ে ওগুলো মিলিটারী বিমানে তুলে না দেয়।

আমিও ঠিক এই কাজটা করতে পারি মার্ক, তাছাড়া তুমি সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছ।

মার্ক আরও কিছুক্ষণ তর্ক করে গম্ভীর হয়ে গেল। সে আমার কাছ থেকে শোনা আমেরিকান ব্যবসায়ী ফার্লে সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করল। কারণ তার ধারণা ফার্লে আমার সাথে থাকায় হয়তো কোন গোপন তথ্য জানতে পেরে গেছে। কিন্তু আমি মার্ককে ফার্লের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে বললাম।

মার্ক হাসল এবং আমার কথাই রাখল। সে জানাল আজ রাতে ফোন করলে আগামীকাল ভোরে 'অর্লি ফিল্ডে' জেট বিমান এসে নামবে এবং সশস্ত্র রক্ষী ডলারের প্রতিলিপিগুলো তুলে দিলেই বিমান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেব দিকে রওনা হয়ে যাবে। যত তাডাতাড়ি আমরা এগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি ততই ভাল।

এরপর আমরা হোটেলে খাওয়া শেষ করে ক্রিলনে ফিরে যাওয়া মনস্থির করলাম, যেখানে মার্ক একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে।

যেইমাত্র আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম ফার্লেকে দেখতে পেলাম।

।। নয় ।।

ফার্লে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাকে খুব কৌতূহলী দেখাচ্ছিল। আমি মার্কের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। মার্ককে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় ফার্লের সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল। মার্কের শারীরিক অবস্থা জানবার থেকেও ফার্লের বেশি উৎসাহ ছিল আমি ডলারের প্রতিলিপিগুলো খুঁজে পেয়েছি কি না।

ওগুলো আমার কাঁধের ব্যাগের ভেতর আছে জেনে ফার্লে আমার কাছে সমস্ত ঘটনা জানতে চাইল। ঘটনাটা পরে জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ফার্লে হাসিমুখে তা মেনে নিল।

আমার সফলতাকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে ফার্লে সেদিনের রাতের খাবার খাওয়ানোর ভার নিজেই নিল।

মার্ক ফার্লেকে বলল, তোমার আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন নিজেই সেগুলো উদ্ধার করেছ।

একজন আমেরিকান নাগরিক হওয়ায় আমি সেটাই অনুভব করছি। ফার্লের আমন্ত্রণ আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করলাম। কারণ আমি মার্কের সাথে আগেই কিছু সুরা পান করেছিলাম এবং আমার দায়িত্ব তখনও শেষ হয়নি বলে। তবুও আমি ফার্লের আনন্দকে নিরাশ করতে চাইলাম না। আমরা তিনজন ক্রিলন বার থেকে গান করতে করতে হাত ধরাধরি করে আবার এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে যার ঘরের দিকে চলে গেলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আমি বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম, আমার পরনে সেই মধ্যবয়স্কা মহিলা যার নাম 'ইভটা রিমেলস'-এর পোশাক। পোশাকের একটা হাতায় বুলেটের ফুটো, পোশাক পরিবর্তন করে আমি নিচের বৈঠকখানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

ফার্লে এবং মার্ক পাশাপাশি বসেছিল। মার্ককে খুব একটা সুস্থ মনে হচ্ছিল না। আমরা তিনজন খাবার টেবিলে বসলাম। মুখরোচক সুস্বাদু খাবারের মধ্যে দিয়ে দিনটা ভালভাবেই উদ্‌যাপিত

টেবিলের নীচে আটকানো কালো বোতামটা তার দৃষ্টি এড়ায় না।

অ্যালিস বুড়ি হলে কি হবে, এখনও টেলিভিসনে স্পাই থ্রিলার ছবি রোজ দেখা চাই। কালো বোতামটা যে একটা মাইক্রোফোন তা বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনা।

এক্সকিউজ মী, স্যার। আপনার টেবিলের নীচে মাইক্রোফোন লাগানো আছে, আপনি কি জানেন?

মাইক্রোফোন? অবাক হয় মারভিন ওয়ারেন। আর একটু হলে হাত থেকে কফির পটটা পড়ে যেতো--

ঠিক সেই মুহূর্তেই--

ওয়ারেন আর অ্যালিসের যে কথাবার্তা হল তা ওপরতলার ঘরে বসে শুনতে পায় লিন্ডসে। সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডার নিয়ে হোটেলের সার্ভিস এলিভেটর বেয়ে নীচে নেমে যায়।

হোটেলের প্রতিটি ঘর সার্চ করতে পারে সিয়া, কিন্তু লিন্ডসের ঘরে ওরা কোন ক্লু পাবে না, এটাই যা নিশ্চিত।

সিয়া এজেন্ট হ্যামিলটন ফোন তোলে--

ঘরটা পাল্টাতে হবে, আমাদের এক্সপার্টরা নতুন করে চেক করে নেবে। ওরা দেখবে, কোথাও কোন মাইক ফিট করা আছে কিনা। আর যাই হোক না কেন, ফরেস্টারকে কেউ ফ্লোরিডার বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা প্রতিটি প্লেন, মোটর বোট এবং গাড়ি চেক করছি।

মারভিন ওয়ারেন ভাবতে বসে---কার চক্রান্তে এসব ঘটছে? কম্যুনিস্ট চীন না সোভিয়েত রাশিয়া?

কাল লিন্ডসের কাছে টেলেক্স মেসেজ এসেছে, পাঠিয়েছে র‍্যাডনিজ---পনেরোই নভেম্বর আমি ফিরছি। সাফল্য আশা করি---র‍্যাডনিজ।

অর্থাৎ লিন্ডসের কোন ওজরআপত্তি শুনতে চায় না আন্তর্জাতিক স্পাই র‍্যাডনিজ।

লিন্ডসে ভীতি বোধ করে।

মরুভূমিতে ঘেরা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের নীচে গুহার মধ্যে একটি ঘর। সেখানে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার কুনজ আর্মচেয়ারে বসে মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছে।

ওয়েল ডক্টর, যে অপারেশন শিখতে গিয়ে তুমি ইহুদি কয়েদীদের খুন করেছিলে। সেই বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপ্রচারে কাজ হবে তো?

ফরেস্টারের ম্যাস্কি ডিপ্রেসিভ সাইকোলিসিস হয় নি। তাই আমি অপারেশন করলে ব্যাপারটা আরও ঘনিয়ে যাবে, লোকসান ছাড়া লাভ কিছু হবে না। ডাক্তার মাথা নেড়ে জানায়।

গলার মধ্যে রঙীন ক্যান্ডিটা লিন্ডসের দাঁতের চাপে গুঁড়িয়ে যায়, গলা শুকিয়ে আসে।

তুমি কি বলতে চাও? ফরেস্টার পাগল নয়? পাগল সেজে বসে আছে?

না, তুমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না।

ডাক্তার লিন্ডসেকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

ওর মনটা একটা ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করতে পার। অনেক লোকেরই মনের ঘড়ির ভারসাম্য একদিকে ঝুলে পড়ে, ফরেস্টারের মনের ঘড়ির ব্যালেন্স স্প্রিংটা ঠিক নেই। এই ধরনের একটা ঘড়ি সামান্য ধাক্কা খেলে আবার চলতে শুরু করে।

..বেশী মানসিক পরিশ্রম ও স্ত্রীর ব্যাভিচারের ফলেই ওর এই অবস্থা। ওকে ওর স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। গত ছাব্বিশ মাসে কেউ ওর মনে সেই সামান্য ধাক্কা দিতে পারেনি। তাই ঘড়িটা অচল---

হঠাৎ র‍্যাডনিজের কথা মনে পড়ে যায় লিন্ডসের।

র‍্যাডনিজ বলেছিল, মোনা জেসীর কথা। সে এককালে ফরেস্টারের ল্যাবরেটরী অ্যাসিসট্যান্ট ছিল। ওকে খুব পছন্দ করে পল। এই অপারেশনে ওর গুরুত্ব অনেক।

তার মানে?

এই বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের ধারণার সঙ্গে র‍্যাডনিজের ভবিষ্যৎবাণী এক। অনেক আগেই র‍্যাডনিজ তা আন্দাজ করেছে।

ডাক্তার, শুনে রাখ, যদি আমরা একাজে সফল না হই, অর্থাৎ ফরেস্টার যদি সুস্থ হয়ে না ওঠে, তাহলে মনে রেখো ঐ কাঁচের চোখওলা পেশাদার খুনী লু সিঙ্কের হাত থেকে নিস্তার নেই।

নোনা জেসী ভয় পেয়েছে। কাল চেট কীগ্যানের হুমকি শুনে নোনা ঘাবড়ে গেছে। কীগ্যান তার হাত দুটো বেঁধে বিছানায় চেপে ধরবে বলেছে, যদি নোনা ফরেস্টারের কাছ থেকে ফরমুলার কোড আদায় না করতে পারে তাহলে.

প্রথমে হেরোইন ইনজেকশন, তারপর ধর্ষণ, আবার ইনজেকসন আবার ধর্ষণ—

পরে চেট কীগ্যানের রক্ষিতা শীলা ওকে সাহস জুগিয়েছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তুমি যদি ওদের কথামত কাজ করো, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না তোমার। মিস জেসী, এসবের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

সহানুভূতি ভরা নীল দুটি চোখে তাকিয়ে আছে জোনাথন লিন্ডসে।

ডাক্তার বলছে, আপনি যদি আগের মত স্বাভাবিক ভাবে পল ফরেস্টারের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে সম্ভবতঃ উনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আমি তখন ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে ফরমূলার কোডটা জেনে নিতে পারব।

তবে তোমার কথাবার্তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। ও যে স্যানাটোরিয়ামে ছিল, হয়তো ওর সেটা খেয়ালই নেই। আমরা মাইক্রোফোনে সব শুনবো।

ডাক্তার কুনজ ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখে পিট পিট করে বলে চলে, কিন্তু ও যদি হঠাৎ তোমাকে খুন করতে আসে, তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সাহায্য করতে পারবো না।—

ফরেস্টার অপারেশনটা গোপন রাখার জন্যে যে নিরাপত্তার দেওয়াল গেঁথেছে জোনাথন লিন্ডসে, সেই দেয়ালে প্রথম ফাটল ধরিয়েছে।

গুড ইভিনিং, চীফ।

শেন ও ব্রায়েন, গো গো ক্লাবের মালিক বলছে যে রাতে তার ক্লাবের ওয়েট্রেস ড্রিনা ফ্রেঞ্চ খুন হয়, তার আগের দিন রাত্রে চেট কীগ্যান নামে একজন লোক ওর সাথে দেখা করতে এসেছিল। ওর সাগরেদ আর একটা পেশাদার খুনী হল লু সিঙ্ক। এখানকার মস্তানদের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই।

তবে লোক মুখে শুনেছি, ওরা নাকি ডিনামাইটের মত ভয়ঙ্কর। চীফ, আমি ড্রিনাকে পছন্দ করতাম বলেই আপনাকে বললাম। দয়া করে আমার নাম আবার ফাঁস করে দেবেন না।

বাড়ি ফিরে যায় চীফ পুলিশ টেরেল। সার্জেন জো বেইগালারকে ফোন করে।

সার্জেন্টের ডেস্ক, সিটি পুলিশ। হ্যালো জো, আমি এইমাত্র দুটো গুণ্ডার কথা জানতে পারলাম, তুমি এখুনি তাদের খোঁজ নাও—চেট কীগ্যান আর লু-সিঙ্ক। ওদের নামগুলোই জানি, আর কিছু জানি না।

সার্জেন্ট জো বেইগলার কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মনে পড়ে যায়, কার হেগারের কথা। লোকটা সার্জেন্টের চামচা, গুণ্ডা-বদমাস মহলে ঘোরাফেরা করে। হেগারই তাকে এই দুটো গুণ্ডার সম্বন্ধে খোঁজ খবর এনে দিতে পারবে।

অন্য ডেস্কে বসে আছে গোয়েন্দা লেনস্কি। তার চোখ দুটো অরণ্যদেবের গাঁজাখুরী কমিকসের পাতায়, কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ির দিকে। আর মাত্র দশ মিনিট পরেই ওর ডিউটি শেষ।

মাত্র দু'মাস হল, ক্যারলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। তাই বউয়ের কাছে যাবার জন্য মন আনচান করছে ছোকরার।

হঠাৎ কার গলার শব্দ পেয়ে লেনস্কি চমকে ওঠে।—টম, আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি আমার ডেস্কে বসে ডিউটি দাও।

দিল বেচারার সব পরিকল্পনা মাটি করে। লেনস্কির বউয়ের কাছে যাওয়ার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে জো বেইগলার পুলিশের গাড়িতে উঠে বসে।

হেগারকে দেখলে মনে হয়, এক্ষুণি কোন মেয়ের কাছ থেকে উঠে এসেছে। বেঁটে মোটা মাংসল

আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছলাম এবং দেখলাম পুলিশবাহিনী আগেই তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

আমি তাদের কাজে বাধা দিয়ে পরামর্শ দিলাম কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করতে যে জুলফি ও গোঁফওয়ালা পরিপাটি কোন লোক এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে কোন টিকিট কিনেছে কি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভাল খবর আমরা যোগাড় করতে পারলাম। কাউন্টারের একজন মনে করে বলল যে একটা ছোট ব্যাগ হাতে একজন লম্বা লোক জেনেভা, সুইজারল্যান্ডের একটা টিকিট কিনেছে। তার ভাবভঙ্গি বেশ সহজই ছিল, কোথাও ভীত বলে মনে হচ্ছিল না।

আমি মার্কের দিকে তাকালাম। এতটুকু কথার ভিত্তিতে আমাদের কোন ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে? নাকি আরও কোন খবর সংগ্রহের আশায় আমরা আরও একটু তৎপর হব?

মার্ককে খুব অসহায় দেখাচ্ছিল। আমি সেই কর্মচারীর দিকে ফিরে জানতে চাইলাম, জেনেভা বিমান কখন ছাড়বে।

ভোর পাঁচটায় একটা বিশেষ বিমান জেনেভা হয়ে রোমের দিকে যাবে।

পিয়ারী বেলক্ তার আধ ডজন পুলিশ বাহিনীর সাথে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সে আবার আমার কাছে এসে বেশ আনন্দিত বোধ করছিল। সে সবরকম ভাবে আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল।

একটা কফির দোকানে বসে আমি বেলক্‌কে বললাম কিভাবে ফার্লে আমাকে বোকা বানিয়ে কাজ হাসিল করেছে। বেলক্ মন দিয়ে শুনল এবং স্বীকার করল সে তাকেও বোকা বানিয়েছে।

আমার মনে হয় ফার্লে তার এবং আমাদের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। সেটা বিমানের সাহায্যেই সম্ভব।

বেলক্ জানাল যে সে মনে করে বেলজিয়াম এবং স্পেনের সীমানার পুলিশ তাকে পথে আটকাতে পারবে। কারণ তাদের কাছে ফার্লের চেহারার বিবরণ আগেই পাঠানো হয়েছে। যদি সে জুলফি এবং গোঁফ কামিয়েও ফেলে তবুও আমরা তাকে ধরতে পারব—বেলক্ বিষণ্ণ ভাবে তার কথা শেষ করল।

সময় ক্রমশ এগিয়ে যেতে লাগল, আমরা নানারকম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সময় কাটাতে লাগলাম। ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখলাম সাড়ে তিনটে, রাত প্রায় শেষ, ফার্লে নিশ্চয়ই এইসময় কোথাও থেকে থাকবে।

মার্ক গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তাকাল। সে নিশ্চয়ই ভাবছিল আভেরী কিং-কে কি জবাব দেবে। কারণ আমরা দুজনে কেউই বর্তমান রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। আমাদের ব্যর্থতার জন্য নিজেদেরই দোষী বলে মনে হচ্ছিল। আমার নিজেকে ভীষণ বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি পরাজিত, সম্পূর্ণভাবে পরাজিত।

।। দশ ।।

সাদা রঙের দামী পোষাক পরা সুন্দর চেহারার এক মহিলা বিমান বন্দরের মেঝে দিয়ে হেঁটে আসছিল। একটা লোমশ কুকুরের বাচ্চা তার হাতে শক্ত করে ধরা ছিল।

ইভটা রিমেলস—আমি মনে মনে বললাম, আমার বিষণ্ণতা দূর করে ভেতরের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো সজাগ হয়ে উঠল। ভোর সাড়ে তিনটের সময় এরকম জায়গায় সে কি জন্য আসতে পারে?

মার্ক আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে ব্যাপারটা জানতে চাইল। আমি হাতের ইশারায় তাকে চুপ করতে বললাম, খুব তাড়াতাড়ি মার্ক আমাকে বুঝে নিল। সে বসে পড়ে সাধারণ আচরণ করতে লাগল এবং পাশে বসা বেলক্‌কে চুপি চুপি সাবধান করে দিল। ইভটা রিমেলস আমাকে দেখতে পায়নি। আমি লক্ষ্য করলাম সে সুইস কাউন্টার থেকে একটা টিকিট কিনে ব্যাগে রাখল। তারপর একটা চেয়ারে বসে ব্যাগের ভেতরের জিনিস নাড়াচাড়া করছিল।

আমি মার্ককে আড়াল করে এমনভাবে বসলাম যাতে মহিলা দেখতে না পায়। আমি মার্কের কানে কানে বললাম ভদ্রমহিলা একই কাউন্টার থেকে টিকিট কিনেছে অর্থাৎ যেখান

থেকে জুলফিওলা লম্বা লোকটা টিকিট কিনেছিল। আমার মনে হয় এটা নিশ্চয়ই জেনেভার টিকিট।

মার্ক দুটো জেনেভার টিকিট কাটতে চাইলে আমি তাকে ধৈর্য্য ধরতে বললাম। কারণ আমি তখন চিন্তা করছি যে মহিলা আমাকে মাফিয়া চক্রের স্থান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল তার সাথে ফার্লের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তবে আমি যখন মহিলার আশ্রয়ে গিয়ে স্নানঘরে ঢুকেছিলাম তখন মহিলাকে আমি ফোন করতে শুনেছিলাম যেটা আমার কাছে একটু সন্দেহজনক মনে হয়েছিল।

মার্ক এবং বেলকের দেহের আড়ালে থেকে আমি মহিলাকে লক্ষ্য করছিলাম। আমি বেলক্‌কে বললাম যে, এই বিমানে আমি যেতে পারতাম কিন্তু ম্যাডাম আমাকে দেখে ফেলে এটা আমি চাই না।

বেলক্ উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল—আমার আইন সম্মত কিছু অধিকার আছে। টিকিটের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাদের দুটো টিকিট চাইতো, কোন ব্যাপার না?

দুটো পর্যটকের টিকিট—আমি বেলক্‌কে বললাম। কারণ ইভটা রিমেলস বিমানের প্রথম শ্রেণীতে যাবে, আর সে কখনই পেছন ফিরে আমাদেব লক্ষ্য করবে না।

আধঘণ্টার মধ্যে বেলক্ আমাদের জন্য দুটো টিকিটেব ব্যবস্থা করে ফেলল। পাঁচ নম্বর গেটে জেনেভা যাওয়ার বিশেষ বিমান ছাড়বে—এই কথা ঘোষিত হতেই আমি এবং মার্ক বেলক্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে টিকিট এবং মালপত্র সমেত বিমানে ওঠার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। ইভটা রিমেলস আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল এবং আমরা তার থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম।

এমনও হতে পাবে যে ফার্লের আমাদের কাছ থেকে ডলার প্রতিলিপিগুলো হাতিয়ে নেবার সাথে রিমেলসেব জেনেভা যাবার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই—এরকম একটা ভাবনা আমাকে এবং মার্ককে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল।

যথাসময়ে বিমান ছাড়ল, কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম। বিমান মাটি স্পর্শ করতেই আমি এবং মার্ক ইভটা বিমেলসকে অনুসবণ কবতে লাগলাম। কাস্টমস্ তাদের কাজ সারতে আদৌ সময় নিলনা।

টারমিনাল থেকে বেরিয়ে ইভটা রিমেলস একটা ট্যাক্সি ধরতেই আমরা তার পিছনে ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করতে লাগলাম। মার্ক ট্যাক্সি চালককে বেশি ভাড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সামনের ট্যাক্সির গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে বলল।

ট্যাক্সি গ্রামাঞ্চলের ভেতব দিয়ে একটা হ্রদের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা আমার এবং মার্কেব ছিলনা। শুধুমাত্র ইভটার মাধ্যমে ফার্লেকে খুঁজে পাওয়াই আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য।

গাড়ির গতিবেগ খুব একটা বেশি ছিল না। ইভটা রিমেলস নিশ্চিত ছিল যে তাকে কেউ অনুসরণ কবছে না।

সকাল শেষ হয়ে প্রায় দুপুব হয়ে এসেছে। আমরা লক্ষ্য কবলাম সামনের গাড়িটা একটা সুন্দব বাসগৃহের গাড়িবারান্দায় এসে থামল।

মার্ক ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি নিচের বাস্তায় অপেক্ষা করবে জানিয়ে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

আমি আর মার্ক বনের মধ্যে দিয়ে ঐ বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম। ইভটা রিমেলসকে নামিয়ে দিয়ে তার ট্যাক্সি বেশ জোরে বড় রাস্তার দিকে ফিরে গেল।

ইভটা রিমেলস সুন্দর মনোরম বাড়িটার দিকে তাকাল। বাড়িটার চারিদিকে ঘিরে একটা ছোট বাবান্দা। বারান্দার সামনে একটা লোক বেরিয়ে এল।

লোকটা ছিল চার্লস ফার্লে!

আমি মার্ককে চেপে ধরলাম। আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল, হৃদস্পন্দন খুব ঘন ঘন হচ্ছিল। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

তোমার কি আদৌ কোন অনুভূতি হচ্ছে না? আমি মার্ককে মৃদু তিরস্কার করে বললাম। আমরা এতক্ষণ যে লম্বা ঝুঁকি নিয়েছিলাম তা এতক্ষণে সফল হতে চলেছে।

ফার্লে ভিতরে গিয়ে একতলার দরজার দিকে এগিয়ে এল। সে তার হাত প্রসারিত করে ইভটা রিমেলসের দিকে এগিয়ে গেল এবং দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। এরপর তারা ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল।

যেহেতু আমি আর মার্ক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম তাই তাদের আলোচনা আমাদের কানে আসছিল—ফার্লে বেশ উল্লসিত ভাবে বলছিল, ফলকগুলো এখানে, কেউ জানে না আমরা কোথায়। আমরা এখানে এক মাস থাকব যতক্ষণ না ফলকগুলো খোঁজার কাজ শিথিল হয়ে আসে। তারপর আমরা নিউ ইয়র্কের দিকে রওনা হব। আমরা এখন মহা ধনবান, ইভটা। আমরা এখন এগুলো নিয়ে যা চাই তাই করতে পারি।

তারা আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। মার্ক বলল, আমাদের এখন অন্ধকাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আমি মার্কের কথার প্রতিবাদ করলাম। কারণ পর্বতের ওপর জায়গাটা খুবই নির্জন। তারা আমাদের কোন ভাবে আশা করে না। আমবা অনায়াসে বাড়ির পিছনেব দরজা দিয়ে ঢুকে গুলি চালাতে পারি।

কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেই গুলি চালিয়ে ফার্লেকে সজাগ করাব বদলে তার মুখোমুখি হবার পর গুলি চালালেই মনে হয় ভাল হবে—মার্ক বলল।

মার্কের কথা মেনে নিয়ে আমরা গাছপালা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে ঘুরনো পথ ধবে এগিয়ে চললাম, একটা বড় গাছের আড়াল থেকে রং করা পেছনেব দরজা দেখতে পেলাম। একটা খোলা উঠোন পেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে দরজাটা।

মার্ক মনে হয় ঝুঁকি নিতে একটু ভয়ই পাচ্ছিল। তাই সে আমাকে ফিরে গিয়ে সুইস পুলিশকে খবর দিতে বলল।

আমি বিরক্ত হয়ে মার্কের দিকে তাকালাম এবং উন্মত্তের মতো লাল দবজার দিকে ছুটে গেলাম। মার্ক আমার পেছনেই ছিল।

অতটা খোলা উঠোন পেরোবার সময় কোন শব্দই আমার কানে এল না। তবুও আমার মনে হচ্ছিল ওপরের জানলা থেকে যে কেউ আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে পারে।

দরজার কাছে পৌঁছে নব ধরে ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। কোন ঘটনা ঘটল না। দবজা খুলতেই রান্নাঘরের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাব চোখে মুখে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। হয়তো সে আমাকে রিমেলসের সঙ্গী বলে ভেবেছিল।

আমি তার দিকে এগিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, আমবা পুলিশের লোক, যদি তুমি জেলে যেতে না চাও তবে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে।

এবার তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। কজন আন্তর্জাতিক জালিয়াত এখানে আছে?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

জানতে পারলাম ফার্লেকে নিয়ে পাঁচজন, রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট্ট ঘরে যেখানে মহিলা থাকে সেখানে একটা কাঠের চেয়ারে আমরা তাকে না বেঁধে বসিয়ে রাখলাম যখন সে আমাদের সাথে সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতি দিল। এরপব সেখান থেকে আমরা যখন একটা জলঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন বাঁদিক থেকে গলার স্বর শুনতে পেলাম। চেনা স্বব কিনা জানবার জন্য আমি এবং মার্ক কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। দুজন লোকের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। ফার্লে এবং ইভটা রিমেলস্ উপরের তলায় ছিল।

মার্ক এবং আমি নিমেষের মধ্যে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লাম। মার্কের হাতে বন্দুক ছিল। সেটা দিয়ে মার্ক একজনের মাথায় বেশ জোরে আঘাত করল। লোকটা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে মার্কের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে চেয়ার থেকে পড়ে গেল। আরেকজনের হাতে রিভলবার ছিল। সে একটু দূরে থাকায় আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এবং রিভলবার চালানোর আগেই আমি তাকে এমনভাবে আঘাত করলাম যে তার বেশ জোরে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছিল। এরপর তাদের মুখে রুমাল

ঢুকিয়ে একজনকে ভারী চেয়ারের সাথে এবং আর একজনকে সোফার সাথে বেঁধে ফেললাম যাতে পরস্পর পরস্পরকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে না পারে।

আমরা প্রায় নিঃশব্দেই কাজ সেরে ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম, ওপরের লোক যে আমাদের উপস্থিতি টের পায়নি সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম তবুও এবারে আমাদের কাজটা একটু বেশি ঝুঁকির।

ওপবের ঘর থেকে গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। মার্ক আমার পেছনে ছিল। ব্যাগের ভিতর রাখা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক আমি ডান হাত দিয়ে ধরেছিলাম যাতে প্রয়োজনে ভেতর থেকেই গুলি চালাতে পারি। সবথেকে ওপরের সিঁড়িতে পৌঁছনো মাত্রই একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমি বন্দুকটা তার পেছনে চেপে ধরলাম। মার্ক সাথে সাথে তার বন্দুকের নল দিয়ে মাথায় আঘাত করতেই লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। মাটিতে পড়ে যেতেই মার্ক তাকে চেপে ধরতে এগিয়ে গেল।

পাশের যে ঘর থেকে লোকটা বেরিয়ে এসেছিল সেই ঘরে উঁকি দিয়ে আমরা কাউকেই দেখতে পেলাম না। লোকটাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে নিচ থেকে আনা কিছু অতিরিক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললাম।

এতক্ষণ আমরা বেশ সাফল্যের সাথেই কাজ করছিলাম কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। ফার্লে ছাড়াও আরো একজন মাফিয়া সেখানে ছিল। একটা গলার স্বর আমাদের সজাগ করে দিল। বেঁধে রাখা লোকটার নাম ধরে কেউ একজন চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে আসছিল। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। অবশ্য ঘরের মধ্যে তার ছোঁড়া একটা গুলিতে আমার লাল চুল ঝলসে গেছিল। সে তার 'বস'-কে চীৎকার করে জানাচ্ছিল যে এখানে একজন মহিলার প্রবেশ ঘটেছে। এটা শুনে যখন তার ওপরওলা তাকে ধমকে উঠল আমি পরিষ্কার ফার্লেব গলা চিনতে পারলাম।

এরপর যখন ফার্লে শুনল যে প্রবেশকারী মহিলা খুব সুন্দর এবং তার মাথায় লাল চুল, ফার্লে হাঁফাতে লাগল এবং ইভটা চীৎকাব করে উঠল।

ফার্লে বলল—সে কখনই চেরী ডেলাইট হতে পারে না, কারণ সে এখন প্যারিসে। ইভটাও নিশ্চিত হয়ে বলল যে চেরী ডেলাইট কখনই তাকে অনুসরণ করতে পারে না।

ফার্লে গর্জন কবে উঠল, চেরী? যদি তুমিই হও বাইরে বেরিয়ে এস।

অন্য মাফিয়া লোকটির ধারণা তার ছোঁড়া গুলি আমার গায়ে লেগেছে। সেটা দেখতে যেইমাত্র সে ঘবেব মধ্যে উঁকি মারল আমাব বন্দুক গর্জে উঠল সোজা তার কপাল ফুটো হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কারণ আমি এটাই চেয়েছিলাম। তার শরীরটাকে টেনে ভেতরে নিয়ে এলাম যাতে ফার্লে এবং ইভটা এগিয়ে আসে।

আমি সোজা ভাবে উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম! ফার্লের পা প্রায় আমার কাছে এগিয়ে এল। ফার্লের মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল। মাফিয়া লোকটার মৃতদেহ তাকে আতঙ্কিত করে তুলল। ইভটা তার পিছনে ছিল। তার চোখে মুখেও একই আতঙ্কের ছাপ। মৃতদেহেব ওপর থেকে তাদের চোখ আমার ওপর পড়ল। গোটা ঘটনা ফার্লেকে এতটাই বিমূঢ় করেছিল যে ফার্লে বন্দুক নেওয়ার কথাও ভাবেনি।—এটা আমার কাছে একটু অবাস্তব মনে হচ্ছিল।

আমরা দুজনে দুজনের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। আমি অবিশ্বাস্য ভাবে কি করে এখানে এলাম ফার্লে জিজ্ঞাসা করল।

বিমান বন্দর থেকে পাওয়া সামান্য সূত্র ধরে আমি কিভাবে এখানে এলাম ফার্লেকে জানালাম।

ফার্লে বলল—আমাদের মধ্যে কি কোন ব্যবসায়িক লেনদেন হতে পরে না? ওই ফলকগুলো আমাদের প্রত্যেককেই ধনবান করে দিতে পারে।

আমি ফার্লেকে এরকম ভাবনা ছেড়ে দিতে বললাম এবং আমার প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে আমাকে ঘুষের প্রলোভন দেখাতে বারণ করলাম।

এক্ষুণি প্রতিলিপিগুলো বের করে দিতে বললাম। ফার্লে একটু ইতস্ততঃ করে বলল যে, তুমি কি করে ভাবলে ওগুলো আমি সঙ্গে এনেছি। এগুলো আমি প্যারিসে রেখে এসেছি। এবং এর

সন্ধান আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দেব যদি তুমি আমাদের দুজনকে ছেড়ে দাও।

ফার্লেকে লোভী বাজপাখীর মতো দেখাচ্ছিল। এবার সে তার মোহিনী হাসি হেসে ধূমপান করার অনুমতি চাইল। ফার্লের রিভলবার রাখার জায়গা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবগত ছিলাম।

তার বন্দুক ঝলসে উঠতেই আমার আঙুল ট্রিগারে চাপ দিল। গুলি সোজা গিয়ে তার বুকের মধ্যিখানে বিদ্ধ করল। ফার্লে পিছন দিকে সরে গেল, তার মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল। সে টলতে টলতে সশব্দে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ইভটা রিমেলস ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আতঙ্ক এবং কষ্টের ছাপ তার মুখে ফুটে উঠল। সে আমাকে ফার্লের খুনী বলে চেঁচাতে লাগল।

আমার তার ওপর একটু সহানুভূতিই হচ্ছিল কারণ ফার্লে আমার শত্রু হলেও তার ভালবাসার লোক। তবে ফার্লে তার স্বামী হলেও এখানে আমার কিছুই করার নেই। এরকম ক্ষেত্রে আমি তাকে অনায়াসে সুইস পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি। যদিও সে নিজেকে এ ব্যাপারে নির্দোষ এবং অজ্ঞ বলে জাহির করছিল।

মার্ক আমাকে বলল যে এই মহিলাকে ধরে রাখার কোন কারণই সে খুঁজে পাচ্ছে না। মার্কের সাথে কিছুটা একমত হলেও আমার সহজাত প্রবৃত্তি কিছু গণ্ডগোল অনুভব করছিল। ইভটা ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে নিচে নেমে গেল। গাড়িগুলোর মধ্যে একটা গাড়ি তার চাই বলে সে জানাল, মার্কও তার সাথে গেল। আমি তাদের অনুসরণ করলাম।

ডলার প্রতিলিপিগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমার মনে একটা অশান্তি অনুভব করছিলাম।

তারা সামনের দরজা পেরিয়ে বাড়ির সামনে রাখা দুটো গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আমি রিমেলসকে ভালভাবে লক্ষ্য করছিলাম। একটা সন্দেহ আমার মনে জেগে উঠছিল। অর্লি ফিল্ডের বিমান বন্দর থেকে আমি তার ওপর কড়া নজর রাখছিলাম। তার সুগঠিত পা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আমি চীৎকার করে তাদের গতি রোধ করতে চাইলাম। পাগলের মতো ছুটতে লাগলাম ইভটার কাছে পৌঁছবার জন্য। মার্ক আমাকে না বুঝতে পারলেও ইভটা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ছুটতে লাগল, আমি আরও জোরে দৌড়ে ইভটার পায়ের কাছে পৌঁছে গেলাম।

ইভটা শক্ত পাথরের ওপর বসে পড়ল। আমি তাকে ধরে তার হাতের ব্যাগটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কারণ তার মধ্যে বন্দুক থাকতে পারে। আমার এরকম আচরণে অবাক হলে আমি মার্ককে তার পায়ে পরানো খাপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করালাম।

ইভটার হাতে ধরা ফোলা নকল কুকুরটা দেখে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, মার্ক খাপটা ছিঁড়ে ফেলতেই ইভটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পরমুহূর্তেই চকচকে ধাতুর ঝলক চোখে এসে লাগল। মার্ক সেগুলো দুপুরের সূর্যের আলোর মধ্যে বের করে আনল। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'অতিরিক্ত চালাক'—আমি ইভটাকে বললাম, আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ইভটা ভালভাবেই জানত। আমি তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম এবং জানালাম যে এক্ষুনি আমাদের সাথে তাকে পুলিশের কাছে যেতে হবে।

মার্ক ভেতরে ঢুকে পুলিশে খবর দিল। কম করে এক ঘণ্টা রিমেলস এবং তার তিনজন মাফিয়া সঙ্গী জেনেভা জেলে অপেক্ষা করেছিল বিদেশী সরকারের কাজে পাঠানো পর্যন্ত।

আমি এবং মার্ক সোজা আমেরিকার বাণিজ্য দফতরে পৌঁছলাম। বিস্ময়ে অভিভূত আমাদের সরকারের একজন প্রতিনিধিকে মূল্যবান ফলকগুলো হস্তান্তরিত করলাম।

ওগুলো ধ্বংস করো বা ওগুলোর ওপরে অন্তত দাগ কেটে দাও যতক্ষণ না মিলিটারী বিমান আগামীকাল ওগুলো তুলে নিয়ে যায়—মার্ক পরামর্শ দিল। দফতরে আমাদের লোকটা মাথা নাড়ল।

আমরা সেখান থেকে সুইজারল্যান্ডের সন্ধ্যার আলোয় বেরিয়ে এলাম। চারিদিকে সুন্দর দীপ্তি ফুটে উঠেছিল এবং এই মুহূর্তে আমার ভেতরেও ভাবাবেগ ফুটে উঠছিল। মার্কের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমরা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চললাম।

নেভার সে গুডবাই

হারম্যান ব্যাডনিজ।

মোটাসোটা গোলগাল চেহারার পুরুষ। অনেকটা চৌকো ধরনের।

চোখ দুটি অর্ধ-নিমীলিত। নাকটা ঠিক হুকের মত বাঁকা, পুরু ও ভোঁতা।

লোকটা কোটিপতি ও জটিল ষড়যন্ত্রকারী নামে আন্তর্জাতিক মহলে খুব পরিচিত। সারা পৃথিবীতে অকোটোপাসের মত মারাত্মক ষড়যন্ত্রের শুঁড় ছড়িয়ে দিয়েছে।

প্রত্যেকটি বিদেশী দূতাবাসে ওর দারুণ আধিপত্য। জুরিখ এবং ন্যুইয়র্ক এবং লন্ডন স্টক মার্কেটে লোকটা ভীষণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিরাট এক মাকড়শার জালের মত ছড়িয়ে দিয়েছে তার ব্যবসা, আর সেই জালের মধ্যে বসে আছে সে। যদি কোন প্রকারে অসাবধানবশতঃ কোন মাছি তার জালে ধরা পড়ে, তাহলে হারম্যান র‍্যাডনিজ তার কুতকুতে চোখে, বিষাক্ত দাঁড়া বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।

লোকটি মাথায় কালো ব্রড্‌টেল্ ক্যাপ পরেছে। দামী সিল্ক-এর লাইনিং লাগানো কালো ওভারকোট তার গায়ে। গলার কালো সিল্কের ক্র্যাভট্‌টা মস্ত বড় হীরের পিন দিয়ে আঁটা। ঐ যে উজ্জ্বল হীরেটা, ওটা দেখলে কোন ভারতীয় বাজাও ওকে হিংসে না করে পারবে না।

ওর চেহারা থেকে জ্যোতির মত ফুটে বেরোচ্ছে শক্তি, অর্থ এবং ভোগবহুল জীবন।

শুধু যদি কেউ ঢুলুঢুলু চোখের পাতার আড়ালে ওর দু'চোখের শ্লেট ধূসর তারা দুটো দেখে, ওর স্বভাবের ঠাণ্ডা নিরুত্তেজ নিষ্ঠুরতা দেখে সে চমকে উঠবে।

কালো ও রূপালীতে মেশানো রোলস-রয়েস গাড়ি র‍্যাডনিজের জাপানী ড্রাইভার কো-ইউ গাড়ি ড্রাইভ করছে।

গাড়ির ভেতরে কি আছে? যা চাইবে, তাই পাবে—ককটেল ক্যাবিনেট, মট ওয়েভ রিসিভিং ও ট্রানসমিটিং সেট, সনি টেলিভিশন সেট, টেলিফোন ছোট্ট রেফ্রিজারেটার এবং বিদ্যুতে গরম করা হয় এমন একটা বাক্স, যার ভেতরে খাবার গরম থাকে। গাড়িটা বার্লিনের অ্যামেরিকান সেক্টর পার হয়ে কমিউনিস্ট অধিকৃত পূর্ব বার্লিনে ঢোকে। সশস্ত্র কমিউনিস্ট প্রহরী গাড়ির সীটগুলো খুলে ভেতরটা তন্নতন্ন করে দেখে—ইঞ্জিন, গাড়ির পেছনে মাল রাখার জায়গা, শক্তিশালী টর্চের আলোয় সবকিছু নিরীক্ষণ করে। তারপর চাকার ওপরে খাড়া করা সমতল তিন ফুট চওড়া আয়নাটা গাড়ীর নিচে রেখে টর্চের আলো ফেলে লক্ষ্য করেছে, গাড়ির নীচে কেউ আত্মগোপন করে আছে কিনা। বিরাট ফাঁকা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড ব্র্যানডেনবার্গ গেট, আলোয় ঝলমল করছে।

ব্যাডনিজ বলে, থামো। একটা বোতামে চাপ দিতেই তার ও ড্রাইভারের মাঝখানের কাঁচের পার্টিশনটা সরে যায়।

গাড়ি দাঁড়াতেই ছায়া থেকে এগিয়ে আসে একটা লোক। বেশ মোটাসোটা চেহারার, অবিন্যস্ত পোষাক, নাম তার ইজর ড্রজেনসকি।

গাড়িতে ওঠার জন্য র‍্যাডনিজ গাড়ির দরজা খুলে দেয়। তারপর ড্রাইভার কো-ইউকে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে আদেশ দেয়। ড্রজেনস্‌কি তার নোংরা হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করে বসে আছে। বাইরে ঠাণ্ডা, ভেতরের মৃদু উত্তাপ—খুব আরামদায়ক।

র‍্যাডনিজ-এর দামী সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ এবং আফটার শেভ লোসনের গন্ধ কমিউনিস্ট গুপ্তচরকে তার নিজের দারিদ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। ড্রজেনস্‌কি এবং তার সরকারের অজানা নেই, এই ধনী, পুঁজিবাদী লোকটা এক নম্বরের বদমায়েস।—আমাদের কথা কেউ শুনছে না তো?

না।

তোমার ড্রাইভারকে বিশ্বাস করতে পারি?

হ্যাঁ।

তুমি আমাদের কাছে যা বেচতে চাও, আমার সবকারের ধারণা, তা অসম্ভব।

আমারও সন্দেহ ছিল প্রথমে। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত যে মার্কিন সরকারের ফরমূলা নম্বর জেড সি এক্স আমি তোমার সরকারের হাতে তুলে দিতে পারি।

তা পারো, ডুজেনস্‌কির কণ্ঠে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। ফরমূলা জেড্ সি এক্স চুরি কবতে আমাদের তোমার সাহায্য না হলেও চলবে। কিন্তু ফরমূলাটা যে কারণে মার্কিন সরকারের কাজে আসেনি, সেই কারণেই আমাদের গভর্ণমেন্টেরও কোন কাজে লাগবে না।..তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ফরমূলা জেড্ সি এক্স সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা এবং গত দু'বছব ধরে অনেক চেষ্টা করেও মার্কিন সরকারের সাইফার কোড্ জানা না থাকায় ফরমূলাটা বুঝতে পাবিনি। এখন ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে।

টাকা এবং বুদ্ধি থাকলে সব কিছুই সম্ভব। র‍্যাডনিজ ধীর স্থির ভাবে বলে। আর টাকা ও বুদ্ধি আমার দুই-ই আছে। আমি সাইফার কোড জেনে সাঙ্কেতিক ফরমূলাব মানে খুঁজে বাব করবো। এখন কথা হলো, তোমরা কত টাকা দেবে?

গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে র‍্যাডনিজ। কালমার্কস অ্যালের উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। দু'সারিতে দোকানপাটে আলো জ্বলছে, পূর্ব জার্মানীর সেরা দোকানগুলি পরপর সারিবদ্ধ, কিন্তু পশ্চিমের মানদণ্ডে আদৌ চমকপ্রদ নয়।

তুমি সত্যি বলছো? কমিউনিস্ট গুপ্তচর ডুজেনস্‌কির গলার স্বর শুনেই বোঝা যায় লোকটা অবাক হয়ে গেছে। যে কোড্ মার্কিন সবকারের বিশেষজ্ঞরা ভাঙতে পারেনি, তুমি সেটা ভাঙতে পারবে?

না হলে কেন এখানে এসে সময় অপচয় করবো? র‍্যাড নিজের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটিয়ে বলে। দেখলেই তো বর্ডার পেবোনের কত ঝক্কি। আমি কি তোমার সঙ্গে এই সব ঝক্কি-ঝামেলা মিটিয়ে ফয়সালা করতে এসেছি, নাকি বিচ্ছিরি দোকানগুলো দর্শন করতে এসেছি? মালকড়ি কেমন দেবে, তাই আগে বলো?—

ডুজেনস্‌কি দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, আমার সরকাব জানিয়েছে দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার তুমি পাবে। খানিকক্ষণ থেমে লোকটা একটু উঁচু স্ববে বললো, কত টাকা? লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগার। সেদিকে তাকিয়ে আছে র‍্যাডনিজ। সে জানে রাশিযানরা এক নম্বরেব কিপটে, তারা প্রথমেই এরকমই অফার দেয়। তবু অগোছালো চেহারার এই নোংরা স্পাইটাব সঙ্গে দরাদবি করতে হবে ভেবে মনে মনে দারুণ চটে যায়।

সত্যি?

হ্যাঁ, তবে তুমি নকল না আসল ফরমূলা দিযেছো সেটা একবার বাজিযে নিতে হবে আমাদের।

বেশ, ফরমূলাটা তোমাদের কাছে দু'দিনের জন্যে থাকবে। দু'দিন পরে যদি তোমরা টাকা না দাও, তাহলে ঐ একই ফরমূলার কপি আমি অন্য দেশের সরকারেব কাছে বিক্রী করবো।

টাকা পাওয়ার পরেও, তুমি যে অন্য দেশের কাছে ফরমূলা বিক্রী করবে না, তার কোন প্রমাণ আছে?

যেহেতু আমি আন্তর্জাতিক স্পাই, আমি কোন দেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি করলে কথা রাখি।

একথা ডুজেনসকি এই প্রথম শুনছে না, সেও জানে। সে মাথা নাড়ে।

তাহলে মত আছে?

মত? আমি কি তাই বলেছি? তোমরা বলছো, তোমরা মাত্র আড়াই লাখ ডলার দেবে। প্রত্যেকেই দর কষাকষি করে, তা বলে এমন ধরনের কথা বলে কেউ হাসির খোরাক জোটায় না। বন্ধু, তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি। আমার একজন এজেন্ট সামান্য একটু আভাস দিয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। কমিউনিষ্ট চীনের সরকারকে ইঙ্গিতে জানিয়েছে, খুব সম্ভব আমরা অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন সরকারের ফরমূলা জেড সি এক্স্ কোড ভেঙে বিক্রী করতে পারি। কমিউনিস্ট চীনের সরকারের এই ফরমূলার দর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। শুনে নাও তাদের দামটা। তারা ত্রিশ লাখ ডলার দিতে চেয়েছে।

ত্রিশ লাখ ডলার! সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই ডুজেনস্‌কি সোজা হয়ে বসে বলে, তা হতে পারে না, অসম্ভব।

তোমার ধারণা তাই। র‍্যাডনিজের কণ্ঠস্বর ধীর অথচ ঘৃণা জড়িত। সে সিগার টানতে টানতে বলে, কমিউনিষ্ট সরকার তা মনে করে না। বেশ, আজকের মত দর কষাকষি এখানেই শেষ। তারপর মাইক্রোফোনে র‍্যাডনিজ কথা বলে, কো-ইউ, গাড়ি রাশিয়ান দূতাবাসের দিকে নিয়ে চলো।

রাশিয়ান স্পাই ডুজেনস্‌কি পকেট থেকে একটা ময়লা রুমাল বের করে। ঘামে ভেজা হাত দুটো মোছে।

আমার সরকার কখনই অত টাকা দিতে রাজি হবেন না। রূপোর অ্যাসট্রেতে সিগারের ছাই ফেলে র‍্যাডনিজ বলে, না? ওরা এতই গরীব? খুবই দুঃখের বিষয়। ছাড় ওসব কথা, আমি সোভিয়েত সরকারের নীচু তলার একজন কর্মচারী—নিজেকে কি বলে জানি না—তোমার মতামতে আমি খুব একটা গ্রাহ্য করছি না।

আমি চীনেদের থেকে রাশিয়ানদের বেশি পছন্দ করি। তাই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি তোমরা যদি পঁয়ত্রিশ লাখ ডলার দাও তাহলে তিন মাসের মধ্যে ফরমুলা তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছাবে। আর যদি কোড্ ভেঙে ফরমূলা না দিতে পারি, তাহলে টাকা ফেরত—

ডুজেনস্‌কি ঢোক গিলে বলে, আমার মতামতে কিছু যায় আসে না—

তার বলা শেষ না হতেই র‍্যাডনিজ ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।

আমি তা জানি। কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তোমাকে এখন তোমাদের দূতাবাসের সামনে নামিয়ে দিচ্ছি। যা করবার করো। আমি ব্রিস্টল হোটেলে থাকছি, যদি আমার দামের সঙ্গে তোমার সরকারের পোষায় তাহলে টেলিগ্রাম করে জানিও।

আজ রাতটা তোমাকে এখানকার কোন হোটেলে থাকতেই হবে, বিজ্ঞের সুরে আবার রাশিয়ান স্পাই বলে, সেক্টরের ব্রিস্টল হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমাদের সেক্টরের এইসব নোংরা বিশ্রী হোটেলে রাত কাটানো আমার পোষায় না। এই বলে র‍্যাডনিজ গাড়ির দরজা খোলে।

ডুজেনস্‌কির নোংরা হ্যাটের নীচে লুকানো চোখ দুটোয় তখন ঘেন্না আর রাগ ফুটে উঠেছে। সে গাড়ি থেকে নেমে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর র‍্যাডনিজ ড্রাইভারকে আদেশ দেয়, কো-ইউ, মার্কিন সেক্টরের দিকে চলো।

পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ি বর্ডারের চেকপোস্ট গলিতে এসে হাজির হয়। কিন্তু পাঁচ মিনিট ডুজেনসকির কাছে চেকপোস্টে ফোন করার পক্ষে যথেষ্ট সময়। দুজন গার্ড বর্ডারে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে র‍্যাডনিজের পাসপোর্টটা পরীক্ষা করে। যেন কাজের কোন তাড়া নেই ওদের। র‍্যাডনিজের সঙ্গে আরও অনেক ট্যুরিস্ট, ওরা পূর্ব বার্লিনের কোমিনো অপেরার প্রথম রাতের প্রোগ্রাম শুনে এখন পশ্চিম বার্লিনে ফিরছে। ওরা চলে যাওয়ার পরেও র‍্যাডনিজ দাঁড়িয়ে আছে।

এইভাবে কুড়ি মিনিট কেটে গেল। তারপর স্ট্যাম্প মেরে পাসপোর্টটা ফেরত দিল অফিসার। তার ঠোঁটের কোণে বিশ্রী হাসি। দু'জন গার্ড রোলসরয়েস গাড়িটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সার্চ করছে, তাদের মাথায় ফারের টুপি। গাড়ির বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পায়চারী করে শরীরটা গরম রাখার চেষ্টা করছে র‍্যাডনিজ।

এক্সকিউজ মী স্যার, জাপানী ড্রাইভার কো-ইউ-র ছোট হলুদ মুখে কোন উত্তেজনার উদ্রেক হয় না। ওরা হীটারটার ব্যাপারে কিছু জানতে চায়।

গাড়ির ড্যাশ বোর্ডের নীচে যেখানে বড় হীটারটা ছিল তার ওপর একজন প্রহরী জানতে চায়।

হীটার।

আমরা দেখবো।

ওটা খুলতে বলো।

খুলতে বলবো? যেন খুবই অবাক হয়েছে এমনই ভাব। অর্ধ-নিমীলিত দুটি চোখের আড়ালে

র‍্যাডনিজের চোখের তারা দুটি স্থির, শান্ত। তার মানে? সাধারণ কথা ওটা হীটার। ওর ভেতরে কিছুই নেই।

গার্ডের মুখ পাথরের মত নিশ্চল, আমরা দেখবো, খোল।

র‍্যাডনিজ ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলে, কো-ইউ, তুমি এটা খুলতে পারবে?

পারবো ঠিকই, তবে সময় একটু বেশি লাগবে।

পার যদি খোল, র‍্যাডনিজ বলে গাড়িতে উঠে বসে। ধূমপান করতে করতে নিজের রাগকে আয়ত্ত করে। কিছু করার নেই। পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীর স্বাধীন মুক্ত দুনিয়া ও কমিউনিষ্ট দেশের এই বর্ডার—নো ম্যানস্ ল্যান্ড। আর এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ ফারের টুপি পরা গার্ড দুটো হুকুমের চাকরমাত্র। বললো, তার গায়ের ঘামের উগ্র গন্ধে র‍্যাডনিজের নাকে এসে পৌঁছোচ্ছে। গন্ধ এড়ানোর জন্য র‍্যাডনিজ জোরে জোরে সিগার টানতে থাকে।

একটা জরুরী ব্যাপারে তোমাকে আটকাতে হলো। আমরা তোমার কথায় রাজি। কোডভাঙা ফরমূলার বদলে আমরা তোমাকে সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার দেবো। রাশিয়ান স্পাই জানায়। র‍্যাডনিজ তখন নিজের কাগজপত্র দেখতে, নোট করতে ব্যস্ত। দু'মিনিট পরে হাতের কাগজপত্র নামিয়ে সে ডুজেনস্কির দিকে তাকায়। র‍্যাডনিজের শ্লেট ধূসর চোখ দুটো এখন রাগে জ্বলছে। আমাকে এই ঠাণ্ডায় এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আমার সময়ের দাম আছে। কোন কমিউনিস্ট সরকারের বেয়াদবী আমি সহ্য করি না। এখন আমার দর বেড়ে চল্লিশ লাখ ডলার হয়েছে।

ওদের টেলিফোন করে জানিয়ে দাও, তাদের পার্টির একটা বোকা মেম্বার আমাকে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখায় আমি দাম বাড়িয়েছি। চল্লিশ লাখ ডলার। বুঝতে পেরেছো?

র‍্যাডনিজের দিকে মুখ তুলে তাকায় ডুজেনস্কি। তার চোখের তারা দুটো রাগে জ্বলজ্বল করছে। ডুজেনস্কি ভয় পেয়ে নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে একটা কাঠের ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। চিন্তা মুক্ত মনে গাড়িতে বসে র‍্যাডনিজ কাগজ পড়ছে। শেষ পর্যন্ত কো-ইউ হীটারটা লাগাতে পারে।

মিনিট পনেরো পরে আবার ডুজেনস্কি এসে জানলা দিয়ে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়ায়। তার মেদবহুল হলদেটে সাদা রঙের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে চিক চিক করছে—হ্যাঁ, তাই হবে। ওর গলার স্বরে প্রকাশ পায় নিরাশা। চল্লিশ লাখ ডলারেই রাজি।

কো-ইউ বিস্ট্রল হোটেলে চলো। বিস্ট্রল হোটেলের টেলিফোনে অ্যান্ড টেলেকস্ ব্যুরোয় নিখুঁত সাজানো অক্ষরে টেলিগ্রাম ফর্ম লিখছে র‍্যাডনিজ।

জেনাথন লিন্ডসে।

জর্জ ফাইভ হোটেল, প্যারী এইট। সি ফর চার্লির সঙ্গে ১৬ তারিখে দুপুর ১-টায় হোটেলে দেখা করানোর ব্যবস্থা করো।

আসলে যদিও 'সি' ফর চার্লি নয়, 'সি' ফর ক্রেগ।

অ্যালান ক্রেগ।

ক্রেগ খুব সাবধানে নিজের ঘরের দরজা খুলে উঁকি মারে। লক্ষ্য করে, সব ফাঁকা। আবার ঘরের ভেতর ঢুকে যায়।

যে উলঙ্গ ছেলেটা ওর বিছানায় শুয়ে ছিল, সে উঠে টাইট জীনস আর কালো চীটার পরছে। ছেলেটার নাম জেরী স্মিথ, অল্প বয়স, রোগা। মাথায় সোনালী চুল। সে হল হোমো-সেক্সুয়্যাল অ্যালান ক্রেগের সমকামী বয়ফ্রেন্ড। ক্রেগ ওকে রোজ পায়ু-মৈথুন করে।

জেরী, তাড়াতাড়ি পালাও। বিদ্রূপ মেশানো হাসি হেসে বখাটে ছেলেটা করিডোরে বেরিয়ে যায়।

ক্রেগ সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসার ঘরে চলে আসে। কাজটা ভুল হয়েছে, সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

যাক, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। কাল প্যারী থেকে প্যান অ্যামের বিমানে করে ন্যুইয়র্ক চলে যাবে। ব্যস, ঝামেলার নিষ্পত্তি ঘটবে।

জেরী স্মিথকে সে প্রথম দেখেছিল ওষুধের দোকানের ঝুল-বারান্দায়, কিছুটা মেয়েলী চেহারা গোছের, দারুণ বখাটে ছোকরাকে সোডোমীর কথা বলতেই এক পায়ে খাড়া। তারপর থেকে এক হপ্তা ধরে রোজ ছেলেটি ক্রেগের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছে।

কিন্তু আজ রাত্রিতে ওর মেজাজটা কেমন কেমন ঠেকছে। ছোকবাব মুখে ঘুরে ফিরে বিদ্রূপের বাঁকা হাসিটা উঁকি দিচ্ছে। তবে কি জেরী মনে মনে অ্যালান ক্রেগকে ঘেন্না করে?

জীবনে ওর সঙ্গে ক্রেগের আর দেখা হবে না। যাক্ যে চলে গেছে তার কথা ভেবে কোন লাভ নেই। ওর মত সমকামী বয়ফ্রেন্ডের অভাব নেই।

সোনার তৈরী ওমেগা হাতঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে। ক্রেগ তার জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবে। সে ওয়ার্ডরোবের ওপর থেকে স্যুটকেসটা তুলে নেয়।

তেত্রিশ বছরের যুবক অ্যালান ক্রেগ। লম্বা শ্যামল রং, অনুভূতির সূক্ষ্ম বেখা ফুটে উঠেছে সুন্দর মুখে। চোখ দুটি ঝকঝকে।

ছোকরা যে ইটনের ছাত্র তা দেখলেই বোঝা যায়। গত পাঁচ বছব ধবে ও মার্কিন সরকাবের রকেট রিসার্চ বিভাগের প্রধান মারবিন ওযাবেন-এব পারসোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট! অ্যালান ক্রেগ যেদিন থেকে ইংল্যান্ড ছেড়ে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে বসবাস শুরু করেছে, সেদিন থেকে ওর জীবনের সাফল্য আরম্ভ হয়।

ব্রিটিশ সরকারের রকেট রিসার্চ গ্রুপেব একজন জুনিয়ার অফিসার হিসেবে রকেট সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় আলোচনার জন্যে আমেরিকায় আছে ক্রেগ। ও মার্কিন সবকাবের রকেট বিভাগের কর্তা মারভিন ওয়ারেনের চোখে পড়ে যায়। তিনি প্রতিভাবান পুরুষদের নিজের ডিপার্টমেন্টে সুযোগ দিতে চান।

ক্রেগের ব্যাপারে তিনি কোন ভুল করেন নি। ক্রেগ এত বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী যে এমন পারসোন্যাল অ্যাসিস্টান্ট এর আগে কখনও মারভিন ওয়ারেন দেখেন নি।

ওযাবেন এখন প্যারীতে এসেছেন। উদ্দেশ্য ফরাসী রকেট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় মতামত জানবেন। আজ আলোচনা শেষ হল। কাল তিনি ও ক্রেগ ওয়াশিংটনে ফিরে যাবেন। এমন সময় টেলিফোন সশব্দে বেজে ওঠে।

হ্যালো অ্যালান, ফোনের ও প্রান্ত থেকে নরম কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কিছুটা মার্কিনী টান বয়েছে তার উচ্চারণে।

হ্যালো জন্—

এক ঘণ্টার মধ্যে আমার হোটেলে চলে এসো। বিশেষ দরকার আছে।

বিশেষ দরকার? ক্রেগ ফোন বেখে ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করে। তার মানে কি? কোটিপতি জোনাথন লিন্ডসে তাকে নিজেব পারসোন্যাল অ্যাসিস্টেন্টের চাকরী দিতে চাইছে?

প্যারীর মার্কিন দূতাবাসের একটা পার্টিতে অ্যালান ক্রেগের সঙ্গে জোনাথন লিন্ডসের প্রথম আলাপ হয়।

লম্বা চেহারা, মাথায় সাদা চুল, টকটকে লাল রং, নীল দুটি চোখের তারা শান্ত, স্থির। লোকটার বয়স ষাটের ওপর হবে। লোকটা যে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী তার চেহারাতেই ধরা পড়ে। সম্ভবতঃ টেক্সাসে তেলের খনির মালিক। ক্রেগ অনুমান করে নিয়েছে, বেশ মালদার পার্টি।

এরকম মালদার লোককে ক্রেগ পছন্দ করে। দু'জনেব আলাপ জমেছে, লা ত্যুর দ্য অঁর্জেৎ-এর নামজাদা ফরাসী রেস্তোরাঁয় লিন্ডসের খবচায় লাঞ্চ খেয়েছে ক্রেগ।

ওরা দু'জনে এখন পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে। তারপর ফোনে এই জরুরী তলব—

নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র স্যুটকেসে গুছিয়ে নিয়ে ক্রেগ নিজে তৈরী হয়ে নেয়। পরনে তার ধূসর রঙের স্যুট, পায়ে পরেছে চকচকে পালিশ করা কালো ক্যাজুয়াল জুতো। বিরাট আয়নায় নিজের আপাদমস্তক দেখে নেয় অ্যালান ক্রেগ।

লক্ষ্য করে মুখটা সাদাটে হয়ে গেছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে। জেরীর সঙ্গে সপ্তাহ

খানেক ধরে রোজ রোজ সোডোমির পরিণতি। নাঃ, ভীষণ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। প্যারী শহরে লোভেব থেকে ভালো। নিজের অজান্তেই গাল দুটো টিপে ধরে ক্রেগ, সঙ্গে সঙ্গে গাল দুটি রক্তিম আকার ধারণ করে। কিছু পান করা যাক। এক পেগ ভদ্‌কার সঙ্গে লাইমজ্যুস মিশিয়ে ক্রেগ আলতোভাবে চুমুক দেয়। ভাবতে থাকে লিন্ডসের কথা।

ক্রেগের আশা, জীবনে অনেক ওপরে উঠবে। ওয়ারেনের এই চাকরীতে সারাজীবন কাটানোর কোন মানে হয়? লিন্ডসে কি নিজের পারসোন্যাল অ্যাসিস্টান্টের চাকরীটাই দিতে চাইছে? হতেও পারে। কেননা প্রথম যেদিন পরিচয় হয় তারপরেই লিন্ডসে বলেছিল, ওয়ারেন বলছে, তোমার মত চালাক পি. এ খুব কম দেখা যায়। ওয়ারেনের কথার মূল্য আছে—কথাটা শুনে ক্রেগ মনে মনে খুব আনন্দিত হয়েছিল। তবে মুখে তা প্রকাশ না করে বলেছিল, না না, ওসব কিছু নয়। আসলে সরকারীতে কি-ই বা করার আছে? আমি যদি সত্যিকারের ভালো চাকরী পাই তাহলে এর থেকে ভালো কাজ দেখাতে পারি।

মাত্র কটা কথাতেই কাজ। শুধু মাটিতে বীজ ছড়ানোর অপেক্ষায়। বীজ পোঁতা শেষ হয়েছে। এখন বীজ থেকে চারাগাছ বেরোনোর সময়।

জর্জ ফাইভ হোটেলের পাঁচতলায় ৪৫৭ নং স্যুইটের কলিংবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছে ক্রেগ।

সাদা কোট আর কালো সিল্কের ট্রাউজার পরা বেঁটেখাটো জাপানী চাকর দরজা খুলে দেয়। তারপর বাউ করে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

ছোট্ট লবিতে উটের লোমের দামী কোট খোলে ক্রেগ, জাপানী চাকরটি সেটি হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখে।

ভেতরে বেশ পরিপাটি করে সাজানো মস্ত বড় সালো।

ক্রেগ লক্ষ্য করে, ফায়ারপ্লেসের ওপরে ১৯৫৯ সালে পাবলো পিকাসোর আঁকা বিখ্যাত পেন্টিং টাঙানো আছে। ওবাব ম্যান্টেলে সবুজ ও হলুদ বঙের মূল্যবান জেড পাথরে তৈরী কয়েকটা খোদাই করা ছোট ছোট স্ট্যাচু। কতকগুলো টেবিলে সোনার সিগারেট বাক্স, সোনার লাইটার ও অ্যাশট্রে রয়েছে।

ক্রেগের মুখোমুখি বিপরীত দিকে দেওয়ালে মতিসের দামী পেন্টিং, কাঁচের ক্যাবিনেটের মধ্যে মিউজিয়ামে রাখার মত দামী মিং যুগের চীনে পোর্সেলিনের কয়েকটা বাসন। কোটিপতি ও আন্তর্জাতিক স্পাই হারম্যান র‍্যাডনিজ দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। তার ঢুলঢুল চোখের অন্তরালে স্লেট-ধূসর তারা দুটি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ক্রেগকে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করছে।

তুমি অ্যালান ক্রেগ? শান্ত গম্ভীর গলার আওয়াজে ঘরটি গমগম করে উঠলো।

হ্যাঁ।

তুমি এই বিশ্রী কদর্য জিনিষগুলো দেখতে পারো। র‍্যাডনিজ বড় একটা খাম ক্রেগের হাতে তুলে দেয়।

ক্রেগ বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এসব কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। মিষ্টার লিন্ডসে কোথায়?

বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করো না। ওগুলো দেখো। বলেই দামী চুরুট ধরিয়ে র‍্যাডনিজ জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

অ্যালান ক্রেগ অতি সন্তর্পণে খামটা খোলে।

'সি' ফর চার্লি, আসলে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বলি 'সি' ফর ক্রেগ। খামের ভেতর চকচকে আধ ডজন ফটোগ্রাফের প্রিন্ট।

আধ ডজন ফটো?

ফটোতে রয়েছে, হোমো অ্যালান ক্রেগ তার সমকামী বয়ফ্রেন্ড জেরী স্মিথের সঙ্গে পায়ু মৈথুনে উন্মত্ত। মুহূর্তের জন্য ক্রেগের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে স্পন্দন শুরু হয়। রক্তের ঠাণ্ডা শিহরণ শিরদাড়া বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

সব আশা ব্যর্থ। অ্যালান ক্রেগ যে হোমো-সেকসুয়্যাল তা সবাই জেনে যাবে। আত্মহত্যা ছাড়া অন্য দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

ক্রেগ লক্ষ্য করে খামের পেছনে কয়েকটা নাম ঠিকানা টাইপ করা আছে।

জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হারম্যান র‍্যাডনিজ বলে, ওদের প্রত্যেকের কাছে এই ফটোগুলোর কপি পাঠানো হবে। নাম ঠিকানাগুলো পড়ে দেখ।

ক্রেগ আবার ধীরে ধীরে খামটা তুলে নেয়। যারা ক্রেগকে ভালোবাসে তাদের প্রত্যেকের নাম রয়েছে। তারা কেউ জানে না, ক্রেগ হোমো-সেক্সুয়্যাল।

তার মা, বোন, ঠাকুরমা, ধর্মযাজক ব্রায়াম সেলবী যে তাকে ফার্স্ট কম্যুনিয়নের দীক্ষা দিয়েছে, অক্সফোর্ডে তার শিক্ষক ডন ব্রাসী, যে বলেছিল, ক্রেগ জীবনে অনেক বড় হবে, এমন কি ইটনে র‍্যাকেটস চ্যাম্পিয়ানশিপে ডাবলস্ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সময়ে যে বন্ধু তার পার্টনার ছিল সেই হ্যারী ম্যাথুজও তালিকা থেকে বাদ যায়নি। সর্বশেষে মার্কিন রকেট রিসার্চ বিভাগের হর্তা-কর্তা মারভিন ওয়ারেন।

ফরমূলা জেড সি এক্স-এর ফটোগ্রাফ আমার যে কোন প্রকারে চাই। বলতে বলতে র‍্যাডনিজ ড্রয়ার টেনে নরম চামড়ার কেসে রাখা একটি ছোট ক্যামেরা বার করে। অটোমেটিক ক্যামেরা। ফরমূলাটা সমতল কিছুর ওপরে রেখে তুমি দশটা ফটো নেবে। আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ পরে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে ক্যামেরা ও ফিল্মগুলো তুমি মিস্টার লিন্ডসের হাতে তুলে দেবে। উনি যদি সন্তুষ্ট হন যে সব ঠিক আছে, উনি তোমার ও তোমার বয়ফ্রেন্ডের ফটোগুলোর সব কপি ও নেগেটিভগুলো তোমাকে দেবেন। যদি তুমি ফরমূলা জেড সি এক্স-এর ফটো আমাদের না দিতে পারো তোমার ও তোমার বয়ফ্রেন্ডের ফটোগুলো এইসব ঠিকানায় পোস্টে পাঠানো হবে।

আমার ফটোগুলো তোমরা কোথায় পেলে? ভারী গলায় নীচু স্বরে অ্যালান ক্রেগ জানতে চায়।

তোমার বন্ধু জেরী স্মিথ আমার একজন এজেন্ট। গত দশ বছর ধরে জোনাথন লিন্ডসে আন্তর্জাতিক স্পাই র‍্যাডনিজের 'চীফ অফ অপারেশনস্।

লিন্ডসে বছরে এক লাখ টাকা মাইনে পায় এবং এই টাকা আয় করার ক্ষমতাও তার আছে। ষাট বছর বয়স হলে কি হবে, চেহারাটা বেশ ছিমছাম রেখেছে। লম্বা রোগা লোকটা মদ খায় না, সিগারেট ছোঁয় না। তার বুদ্ধি ক্ষিপ্র ও তীক্ষ্ণ। তার মন আছে অথচ আত্মা নেই। চতুর মসৃণ বুদ্ধি, অভিজাত ও বিনয়ী ব্যবহার।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের দূতাবাসে সে ইচ্ছেমত যাওয়া আসা করতে পারে। এমন কি ইউরোপের অনেক দেশের রাজাদের সঙ্গে লিন্ডসের ব্যক্তিগত আলাপও আছে। লিন্ডসে হল আন্তর্জাতিক স্পাই চক্রের প্রথম সারির লোক। এ হিসেবে তার গুরুত্ব অনেক। কারণ, র‍্যাডনিজ আড়াল থেকে লিন্ডসেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন অপারেশনের হুকুম দেয়। লিন্ডসে ব্যর্থতা কাকে বলে জানে না, হুকুম তামিল করে।

জোনাথন লিন্ডসের জীবনের প্রায় সবটাই হোটেলেই কাটে। সে দামী হোটেলে থাকতে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে তাকে সপ্তাহে তিনবার প্লেনে করে আতলান্তিক মহাসমুদ্র পার হতে হয়। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের গোপন কাজে তাকে আজ য়ুরোপ, কাল আমেরিকা প্রভৃতি শহরে যেতে হয়। সর্বদা সেরা হোটেলে থাকে। চমৎকার সার্ভিসও পায়।

২৬শে অক্টোবর বিকেলে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে জোনাথন লিন্ডসের ঘরে ঢুকে ফরমূলা জেড সি এক্স-এর দশটা নেগেটিভ ফটোসমেত জাপানী ক্যামেরাটা লিন্ডসের হাতে তুলে দেয় অ্যালান ক্রেগ।

বসো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আসছি। কিছু পান করবে। এই কদিনের মধ্যে অ্যালান ক্রেগের চোখ আরও কোটরাগত হয়েছে, মুখ গম্ভীর।

সে মাথা নাড়ে।

লিন্ডসে বাথরুমে ঢোকে। বাথরুমের মধ্যে ডেভেলপিং ট্যাঙ্ক, ফটো ডেভেলপ করার কেমিক্যাল এবং লাল আলোর ব্যবস্থা রয়েছে।

লিন্ডসে অভিজ্ঞ হাতে ফিল্ম ডেভেলপ ও ওয়াশ করে। তারপর মাথার ওপরের আলোটা

জ্বালিয়ে দেয়। আতস কাচের নীচে ফটোগুলো রেখে সেই আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মনে মনে জাপানী ক্যামেরাটার তারিফ না করে পারে না। ফরমূলা জেড সি এক্স-এর ফটো ত্রুটিহীন হয়েছে।

পরিষ্কার নিখুঁত কাজ। ড্রয়ারের চাবি খুলে পুরু একটা খাম ক্রেগের হাত তুলে দেয় লিন্ডসে। বললো, কথানুযায়ী তুমি তোমার কাজ করেছো, আমরাও আমাদের কথা রাখলাম।

ক্রেগ খামটা খুলে লক্ষ্য করে নেগেটিভ ও প্রিন্টগুলো। ফটোয় হোমো-সেক্সুয়্যাল অ্যালান ক্রেগ তার সমকামী বন্ধু জেরী স্মিথের সঙ্গে পায়ু-মৈথুনে ব্যস্ত।

কিন্তু ফরমূলাটা তোমাদের কোন কাজে আসবে না ভেবেই আমি ফটোগুলো তোমাদের দিয়েছি। ফরমূলা জেড সি এক্স সাংকেতিক লিপিতে লেখা। এই সাইফার কোড কেউ ভাঙতে পারবে না বুঝেছো? এটা কোন কাজেই লাগবে না।

আই অ্যাম সরি, মৃদু স্বরে লিন্ডসে বলে। নেভার মাইন্ড আমার বসের আদেশানুযায়ী ফরমূলাটা নেওয়া হয়েছে। ওটা নিয়ে সে কি করবে, তা ভেবে আমাদের মাথা খারাপ করার দরকার কি। ফরমূলাটা আমরা পেয়েছি আর তুমিও তোমার দরকারী জিনিস পেয়ে গেছ। ব্যস, এখানেই ব্যাপারটার ইতি। থ্যাঙ্ক ইউ। অ্যালান ক্রেগ কিছুক্ষণ লিন্ডসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে খামটা তুলে নিয়ে পরিত্যাগ করলো।

লিন্ডসে ফোন তোলে।

মিস্টার সিঙ্ক আছেন? ও অপারেটরের কাছে জানতে চায়।

আছেন। একটু অপেক্ষা করুন স্যার।

এক সেকেন্ড পরেই অন্য গলার স্বর, সিঙ্ক।

সিঙ্ক ও নীচে যাচ্ছে।

ও কে।

ক্রেগ হোটেলের বাইরে চলে এলো। ট্যাক্সির জন্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো। ট্যাক্সি পেয়ে উঠে বসে ড্রাইভারকে নিজের ফ্ল্যাটের ঠিকানা বলে।

দুশ্চিন্তা এসে ওকে গ্রাস করে। ক্রেগ লক্ষ্য করে না যে ফিটফাট পোষাক পরা দু'জন লোক ফোর্ড থান ডারবার্ড গাড়িতে চড়ে ট্যাক্সিটা অনুসরণ করছে।

থানডারবার্ড গাড়ির ড্রাইভারের বছর প্রায় ছাব্বিশ বয়স। নাম তার চেট কীগান। বাচ্চাদের মত নরম সুন্দর মুখ, মাথায় সোনালী চুলে হিপি ছাঁট। ছোট হাঁ, পাতলা ঠোঁট এবং চোখের তারা দুটি ঘন সবুজ।

ওর পাশে যে বসে আছে তার নাম লু সিঙ্ক। চেট কীগানের থেকে পনেরো বছরের বড়। কোদালের মত চ্যাপ্টা মুখ, একটা চোখ কাঁচের, বা গালের পাশ জুড়ে লম্বা সাদাটে দাগটা পুরানো ক্ষতের চিহ্ন।

কীগান এবং সিঙ্ক।

ওরা এমন ধরনের পেশাদার খুনী, যে ওরা টাকার বিনিময়ে যে কোন জঘন্য বিপদপূর্ণ ঝামেলা নিতে রাজি এবং মানুষকে খুন করতে পারে। ওরা হল হিংস্র, বিপজ্জনক ও প্রতারক। ওরা হৃদয়হীন রোবট, কলের পুতুলের মত ওরা লিন্ডসের যে কোন হুকুম বিনা জিজ্ঞাসায় সম্পূর্ণ করে।

কারণ ওরা স্থির বিশ্বাসী যে মানুষ খুন করতে লিন্ডসে যে পরিমাণ টাকা দেয় তার থেকে বেশি অন্য কেউ দেবে না।

ক্রেগ খেয়াল করেনি যে তাকে ফলো করছে। ট্যাক্সিতে বসে ফটোগুলোর ওপর চোখ রাখে, সর্বাঙ্গ শরীর কেঁপে ওঠে মুহূর্তের জন্য।

যদি সে আত্মহত্যা করতো, জেরীকে পায়ু-মৈথুন করার মুহূর্তে তোলা অ্যালান ক্রেগের এইসব ফটো দেখলে তার আত্মীয় বন্ধুরা কি ভীষণ আঘাত পেতো, সে ভেবেও কুল পায় না।

আর নয়, আর কখনো সে অচেনা অজানা ছেলের সঙ্গে শোবে না। দরকারও নেই। যদি বা দরকার হয় তাহলে ঐ শ্রেণীর চেনাজানা বিশ্বাসী ছেলের অভাব তার নেই। ফরমূলা জেড সি এক্স-এর ফটো তুলতে কোন ঝক্কি পোহাতে হয় নি। মারভিন ওয়ারেনের ওর উপর সম্পূর্ণ আস্থা

আছে। মারভিন অফিস থেকে চলে যাওয়ার পর ৮ টা সিকিউরিটি সিন্দুকে চাবি দেওয়ার কাজ ক্রেগের। সিন্দুক থেকে ফরমূলা বার করে ফটো তুলে আবার সিন্দুকে রেখে দিতে ক্রেগের মাত্র কয়েক মিনিট সময় লেগেছে। সাংকেতিক লিপিতে লেখা ফরমূলা জেড সি এক্স-এর কোড কেউ ভাঙতে পারবে না। নিজেকে সে বোঝানোর চেষ্টা করে। তবে কি কারণে লোকটা ফরমূলার ফটো আদায় করার জন্য তাকে ব্ল্যাকমেল করলো?

ক্রেগ জানে যদি ঐ ফরমূলার সাংকেতিক লিপি বোঝা যায় এবং ফরমূলায় যে মিশ্র ধাতুর কথা বলা হয়েছে, সেই ধাতু সত্যিই তৈরী করা যায় —তার ফলে রকেট প্রয়োগ বিদ্যায় পরিবর্তন আসবে। কিন্তু রাশিয়ানরা যদি ফরমূলার কোড ভাঙতে পারে।

ঘামে ভেজা মুখটা অ্যালান ক্রেগ রুমাল দিয়ে মুছে নেয়। না, তা সম্ভব নয়, কেউ কোড ভাঙতে পারবে না, কখনোই না।

একসময়ে ট্যাক্সিটা চার ফ্ল্যাটের সামনে এসে হাজির হয়। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে কালো থান্ডারবার্ড গাড়িটাও থেমেছে। পরিপাটিভাবে পোশাক পরা দু'জন লোক যে গাড়ি থেকে নামলো ক্রেগের সেদিকে খেয়ালই নেই। ক্রেগ লিফটে করে ছ'তলায় হাজির হয়, নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। তারপর রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা খালি বিস্কুটের টিন খুঁজে বের করে।

ফটোগুলো একসঙ্গে পোড়ালে ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে। তাই একটা একটা করে পোড়ানোই ভাল।

এমন সময় সামনের দরজার কলিং বেল বাজে।

দ্রুত হাতে টিনটা রান্নাঘরে লুকিয়ে রেখে ফটো সমেত খামটা একটা চেয়ারের কুসনের তলায় লুকিয়ে রাখে। আবার কলিং বেল বাজার শব্দ কানে আসে ক্রেগের। অগত্যা অ্যালান ক্রেগ দরজা খোলে।

লু সিঙ্কের হাতে সাইলেন্সার পিস্তল। পিস্তলের নলটা ক্রেগের বুকে ঠেকিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে দেয়।

কোন রকম ঝামেলা করার চেষ্টা কর না, আশ্চর্য ধবনের নরম গলায় সিঙ্ক বলে। এই পিস্তলে গুলি করলে আওয়াজ হয় না, অথচ তোমার বুকটা ফেটে দু' আধখানা হয়ে যাবে।

আততায়ীর ক্ষত-চিহ্ন আঁকা কুৎসিত মুখের দিকে ক্রেগ তাকিয়ে থাকে। ওটার তুলনায় কাঁচের চোখটা বেশি মানসিক। ক্রেগের সর্বাঙ্গ ভয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আর একটা লোক ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তা সে কিছুটা অনুমান করতে পারে।

কি? কি চাও তোমরা?

সেই ফটোগুলো কোথায়?

কিন্তু লিন্ডসে বলেছিল. .

ক্রেগ কথা সম্পূর্ণ করার আগেই সিঙ্কের চোখের উপর তার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। চাপা রাগে জ্বল জ্বল করছে সিঙ্কের চোখ। ক্রেগ ভয় পেয়ে চেয়ারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায়।

কুশন তুলে খাম বের করে কীগান। তাড়াতাড়ি ফটোগুলো দেখে সিঙ্কের দিকে তাকিয়ে সে মাথা নাড়ে। সিঙ্ক কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে কীগানের দিকে তাকায়। তার ক্ষত চিহ্ন আঁকা মুখে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি।

বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে কীগান পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বার করে। তারপর ক্রেগের পেছনে দাঁড়িয়ে ফাঁসটা ক্রেগের মাথার ওপর দিয়ে ঘাড়ের চারপাশে গলিয়ে দেয়। দড়িতে টান মেরে জুডোর প্যাঁচে সে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এক লহমার মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। সিঙ্ক সাইলেন্সার ও পিস্তলের আর দরকার নেই ভেবে সাইলেন্সার খুলে পকেটে রাখে আর পিস্তলটা কাঁধের নীচে চামড়ার হলস্টারে রেখে দেয়।

অ্যালান ক্রেগ মারা গেছে। সিঙ্ক খাম থেকে পায়ু-মৈথুনে রত অ্যালান ক্রেগের একটা ফটো বের করে টেবিলের ওপরে রাখে। আর বাকি ফটোগুলো ওভার কোটের পকেটে রেখে দেয়। এই সময়ে কীগান বাথরুম থেকে ফিরে আসে। —বাথরুমের মধ্যে একটা হুক আছে, কীগ্যান বলে। দেরী না করে দুজনে ধরাধরি করে অ্যালান ক্রেগের মৃতদেহটা বাথরুমে নিয়ে যায়। ক্রেগের গলায়

বাঁধা দড়িটা হুকের সঙ্গে আটকে দেয়। পালিশ করা জুতো জোড়া মেঝের থেকে একটু উপরে ঝুলছে।

প্রত্যেকে মনে করবে, অ্যালেন ক্রেগ আত্মহত্যা করছে। দু'জনে এসে থান্ডারবার্ড গাড়িতে এসে ওঠে। এক সময়ে গাড়িটা ওয়াশিংটনের হোটেলে ফিরে যায়।

র‍্যাডনিজের প্যারীর এজেন্ট জাঁ রোর্দি বেঁটে খাটো মাঝবয়সী মোটা মানুষ, মাথা জোড়া টাক। তার ঠোঁটের ফাঁকে সব সময় হাসি লেগেই আছে। অথচ সেই হাসি তার কাঁচের মত অনড় চোখ দু'টোকে কখনও ছুঁতে পারে না। চাতুর্য্য এবং দক্ষতার সঙ্গে ফ্রান্সে র‍্যাডনিজের কাজকর্ম দেখে রোর্দি। বেশির ভাগ কাজই আইন বিরুদ্ধ।

জাঁ রোর্দি খুবই সাবধানী লোক। সহজে তার ভুল হয় না। র‍্যাডনিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টদের মধ্যে সে একজন। র‍্যাডনিজ তাকে প্রচুর টাকা দেয়। যেদিন ক্রেগ খুন হলো, সেদিন বিকেলে রোর্দি ওয়াশিংটন থেকে একটা কেবল পায়।

অল্প কয়েকটা কথা, তাতে কাজের কথা লেখা আছে।

রোর্দি,

হোটেল মরিস, প্যারী স্মিথ। কমপ্লিট অপারেশন।

রোর্দি সোজা মাথায় টুপি ও গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে সিগারেট ধরায় এবং সিমকা গাড়িতে উঠে বসে। কুই দ্য গ্রাঁদ অ্যাক্তিঁ-তে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নোংরা একটা উঠোন পেরিয়ে ভাঙাচোরা ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢোকে রোর্দি। মাঝে মাঝে থেমে হাঁফ নিতে নিতে সে সিঁড়ি বেয়ে সাত তলায় ওঠে।

জাঁ রোর্দি দিনে চল্লিশটা সিগারেট খায়।

কোন রকম শারীরিক পরিশ্রমই সে সহ্য করতে পারে না। এমন কি সিঁড়িতে উঠতেও তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। কোন প্রকারে সাত তলায় পৌঁছে একটা দরজায় আঘাত করে।

জেরী স্মিথ দরজা খুলে দেয়—হ্যালো, মিস্টার রোর্দি, স্মিথের পরনে নোংরা গেঞ্জি, চামড়ায় সেঁটে থাকা টাইট জীনস। এই ছোকরার সঙ্গেই অ্যালান ক্রেগ পায়ু-মৈথুন করতো।

আমার আর কোন কাজ আছে বুঝি?

ঘেন্না জড়ানো চোখে রোর্দি ছোকরাকে লক্ষ্য করছে। এই জানোয়ার গুলোকেও কাজে লাগাতে হয়, কিন্তু এদের কাছে এলে রোর্দির মনে হয়, তার গায়ে যেন নোংরা লেগেছে। রোর্দি ইংরেজীতে বলে, খুব সম্ভব তোমার নতুন কোন কাজ যোগাড় করে দিতে পারবো। রোর্দির কথায় একটু ফরাসী টান। রোর্দি ছোট বিশ্রী নোংরা ঘরটায় এসে প্রবেশ করে।

কাজটা বেশ জাঁকিয়ে করেছিলাম তাই না মিস্টার রোর্দি? দাঁত বের করে হাসতে হাসতে জেরী স্মিথ বলে। কাজ অনুযায়ী আমাকে আরো বেশি টাকা দেওয়া উচিত ছিল।

রোর্দি মনে মনে ভাবে, এই ধরনের ছোকরারা পরে বেশি টাকা চায়। সুযোগ মত ওরা কখনো না কখনো সব কথা ফাঁস করে দেয়।

হ্যাঁ, হবে হয়তো।

যেন আরও কিছু টাকা দেবে বলে পকেটে হাত রাখে জাঁ রোর্দি। চোখের অন্তরালে মোটা মোটা আঙুলের নীচে পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পিস্তলের হাতল। রোর্দি জানে এখন ওকে খুন করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ সাত তলায় জেরী স্মিথ একা থাকে।

তার নীচের তলায় যে থাকে সে একজন বুড়ি, তার ওপর কালা, কিছু শুনতে পায় না। বাইরের রাস্তায় ট্রাফিকের গর্জন। জেরী স্মিথের লোভ টাকার ওপরে। সে টাকা নেবে বলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জাঁ রোর্দি পিস্তল তুলে জেরীর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে গুলি করে।

ছোট পিস্তলের হাল্কা আওয়াজ—ট্র্যাফিকের গর্জন ছাপিয়ে বেশি দূর যেতে পারে না। তারপর পিস্তলটা হলস্টারে রেখে দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে ওঠে রোর্দি।

হোটেলে ফিরে যায়। লিন্ডসের কাছে একটি কেবল পাঠায়—

লিন্ডসে,

হিল্টন হোটেল।

ওয়াশিংটন।

অপারেশন শেষ।

র‍্যাডনিজ সাবধান করে দিয়েছে লিন্ডসেকে, কেউ যেন কোন সূত্র খুঁজে না পায়। যেখানে চল্লিশ লাখ ডলার লাভেব ব্যাপার সেখানে দুটো মানুষের জীবনের দাম খুবই সামান্য।

বেল্‌ভে হোটেল, ফ্লোবিডা।

যে উপসাগর আধা চাঁদের মত প্যাবাডাইস সিটিকে ঘিরে আছে। তারই সৈকতে এই এলাকার সব চেয়ে দামী হোটেল।

এখানে টেকসাসের তেলেব খনির মালিক, হলিউডের ফিল্ম স্টার বিশ্রাম নিতে আসে এবং তাদের প্রত্যেকেব আয় বছরে পাঁচ লাখ ডলারের বেশি।

সবচেয়ে ওপর তলায় স্যুইটটা সারা বছর ভাড়া নিয়ে রাখে আন্তর্জাতিক স্পাই এবং কোটিপতি ব্যাডনিজ।

বালিয়াড়ি ও সমুদ্রেব পনেবো তলাব ওপরে ওর স্যুইটে তিনটে বাথরুম, ঝকঝকে আধুনিক মডেলের বান্নাঘব, দুটো রিসেপশন রুম। ছোটটায় র‍্যাডনিজের নিজের সেক্রেটাবী থাকে এবং ঘরের বাইবে সুইমিং পুল, ককটেল বার, লাউঞ্জিং চেয়ার ও ঝুলবারান্দায় নানা রঙের ফুল।

বড কোন অপাবেশনের উদ্দেশ্যে র‍্যাডনিজ এখানে আসে। ফ্লোরিডার ঝকঝকে রোদে গা এলিয়ে দিযে সে প্ল্যানের কথা ভাবতে খুব ভালবাসে।

এখন র‍্যাডনিজ টেরাসের বোদে বসে আছে। তার পরণে সাদা তোয়ালে, সার্টের নীচে নীল লিনেন স্ল্যাক্স, মুখে সিগাব, পাশে ককটেলের গ্লাস।

লাল সাদা চৌখুপির মেঝেব ওপর পা রেখে লিন্ডসে ভেতরে আসে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

পাওযা গেছে, ব্যাডনিজ প্রশ্ন করে।

লিন্ডসে কোন কথা না বলে উত্তরে ফরমূলার ফটো সমেত খামটা তার হাতে তুলে দিল। অবাক হওয়ার মত, তাই না? এই ফবমূলাব দাম চল্লিশ লাখ ডলার? কিন্তু কোড না ভাঙলে কোন মূল্যই নেই।

লিন্ডসে কোন উত্তর দেয় না। ব্যাডনিজের সামনে বেশি কথা বলতে লিন্ডসের সাহস হয় না। কোথায় কি বকম বুদ্ধি খাটিয়ে বেশি টাকা পাওয়া যেতে পারে সে দিকে র‍্যাডনিজের জুড়ি নেই। সহজাত কিছু অনুভূতির জোবে সে কোটিপতি হয়েছে। লিন্ডসে তাকে অসম্মান করে না।

শুনলাম অ্যালান ক্রেগ নাকি আত্মহত্যা করেছে। র‍্যাডনিজের আধ বোঝা চোখ দুটির দৃষ্টি সী বীচের বিকিনিপরা মেয়ের দিকে।

সত্যি দুঃখের কথা।

হ্যাঁ, জানলাম পুলিশ ওব ফ্ল্যাট থেকে একটা খারাপ ফটো পেয়ে ধবে নিয়েছে অ্যালান ক্রেগ আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ যাতে এ ব্যাপারটা ফাঁস না করে তার জন্য ওয়ারেন কড়া হুকুম দিয়েছে।

ককটেলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে র‍্যাডনিজ বলে, ভালোই হয়েছে। এবার আমাদের অপারেশন শুরু হবে। এ ব্যাপারটাব পুরো দায়িত্ব তোমার। আমার প্ল্যান আমি কাগজে লিখে দিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে তুমি পাল্টে নিও।

আমি আগে যাবো প্রাগে। ওখানে একটা ভালো কনট্র্যাক্ট পেতে পারি। এরপর যাবো হংকং-এ, ওখানে পানীয় জলেব অভাব। ওখানে একটা রিজাবভার তৈরী হবে। আমি কনট্র্যাক্ট পেতে পাবি কিন্তু সেখানেও জলের অভাব। তাই হংকং থেকে পিকিং-এ যাবো।

সেখানে কম্যুনিস্ট চীন গভর্ণমেন্টকে বলে কয়ে জলের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। দশ সপ্তাহ পরে আমি ফিরবো। র‍্যাডনিজের স্লেট ধূসর ঠাণ্ডা চোখ দুটো লিন্ডসের দিকে তাকিয়ে আছে।

ততোদিনে তুমি নিশ্চয়ই ফরমূলার কোডটা ভাঙতে পারবে।

লিন্ডসে এক পায়ের উপর আর এক পা চাপিয়ে নিজের চকচকে পালিশ করা জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে কিছু বলে না।

র‍্যাডনিজও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর ধীরে ধীরে বললো, কেবল একজন এই কোড ভাঙতে পারে। তার নাম পল্ ফরেস্টার, যে এই ফরমূলাটা লিখেছে। কোডটাও তার নিজস্ব। সে একটা নতুন খুব হাল্কা রকমের মিশ্রধাতু তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

আমি জানি, এই ধাতু ইস্পাতের মাত্র দশ ভাগ এবং ইস্পাতের চেয়ে তিনগুণ শক্ত। ঘষলেও এই ধাতুর কিছু ক্ষতি হয় না। বিজ্ঞানীদের মতে এই ধাতু স্পেস রকেট তৈরীর পক্ষে উপযোগী এবং অর্ধেক খরচে চাঁদে মহাকাশযান পাঠানো যেতে পারে।

এই ধাতুর আবিষ্কারক অর্থাৎ সেই রকেট বিজ্ঞানী পল ফরেস্টার এখন হ্যারিসন ওয়েল্ট ওয়ারণ অ্যাসাইলাসে রয়েছে। সে মানসিক রোগে ভুগছে। মার্কিন সরকার তাকে ঐ প্রাইভেট স্যানাটোরিয়ামে রেখেছে। তারা ধরে নিয়েছে পল ফরেস্টার সুস্থ হয়ে উঠবে এবং তার কাছ থেকে মার্কিন সরকার নতুন মিশ্র ধাতুর ফরমূলা জেনে নেবে।

ফরেস্টার ঐ স্যানাটোরিয়ামে ছাব্বিশ মাস আছে। সে তার চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে না, কোন রকম সাহায্য তাকে করে না, কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছাব্বিশ মাস ধরে চিকিৎসা করলে কি হবে, কিন্তু কোন উন্নতি হয় নি।

তোমার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, কেন লোকটা পাগল হল? হ্যাঁ, সে প্রশ্নের জবাবও তুমি পাবে। ছোটবেলায় ওর মা ওকে ফেলে রেখে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়, বাবা আত্মহত্যা করে। ফলে অবিবাহিতা এক মাসীর আশ্রয়ে সে মানুষ হতে থাকে। খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে ওর ছোটবেলাটা কেটেছে।

ফরেস্টার ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, আবার মাসিও তাকে কোনদিন ভালোবাসে নি, শুধু কর্তব্যই পালন করেছে। স্কুলে ও হাভর্ডে পড়াশুনা করে। ওর অসামান্য কৃতিত্বের কথা না বললেও তুমিও নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছো। যখন প্যারাডাইস সিটি রকেট রিসার্চ স্টেশনে চীফ সায়েন্টিস্টের চাকরী পায় তখন তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর।

পলের নিজস্ব ল্যাবরোটরী ছিল। ওর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, সে রুটিন কাজগুলো করতো। সে কি নিয়ে রিসার্চ করতো তা ছিল সবার অজানা। অনেকের ধারণা এই রিসার্চ করাকালীন সে 'ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস' নামের মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের লক্ষণগুলো সবই দেখা দিয়েছিল—একটুতেই রেগে যাওয়া, ঘুমুতে না পারা, সবসময় কেমন চঞ্চল ভাব, এবং সন্দেহবাতিক।

চাকরী নেওয়ার কিছুদিন আগে পল্ বিয়ে করে। সাধারণ প্রতিভাবান লোকেদের মত সেও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত একটি মেয়েকে বিয়ে করে। সেই মেয়েটিই—যাক্। তোমাকে এখন সবিস্তারে বলে কোন লাভ নেই। ওর বর্তমান মানসিক রোগের মূলে ঐ মেয়েটি।

ওর ল্যাবোরেটরীতে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি ছিল তার কাজ হল, ল্যাবরেটরী পরিষ্কার করে রাখা, টেলিফোনে কোন ভিজিটরদের দূরে রাখা, পলের লাঞ্চ আনা—এইসব। মেয়েটির নাম হল নোনা জেসি।

রিসার্চ স্টেশনের মেডিক্যাল অফিসার পলের ওপর আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের মতে ফরেস্টারের বর্তমান মানসিক অবস্থা যে রকম তা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে গিয়ে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। সে ওয়াশিংটনে ওদের চীফ ওয়ারেনকে ডেকে পাঠায়।

ফরেস্টার যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে রিসার্চ করছে তা ওয়ারেন জানে, কিন্তু কি নিয়ে রিসার্চ করছে তা ছিল তার অজানা। ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং ওয়াশিংটনে পলকে হাজির হতে বললো।

এদেশের একজন প্রসিদ্ধ সাইকিয়াট্রিস্টও ঐ মিটিং-এ হাজির ছিল। ফরেস্টারের মুখ থেকে কিছুতেই বেরোলো না, সে কি নিয়ে রিসার্চ করছে। পরের দিন আবার মিটিং বসবে, এরকম কথা রইলো। ফরেস্টার হোটেলে ফিরে গেল। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাকে পরীক্ষা করে নিয়ে পরিষ্কার বলে দিলেন—পল যে ধরনের কথাবার্তা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে লোকটা খুব তাড়াতাড়ি উন্মাদ হয়ে যাবে।

চীফ ওয়ারেন কি যে করবে ভেবে উঠতে পারলো না। এর কিছুদিন পর, একদিন পল কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজের মালপত্র নিয়ে লুকিয়ে তার রিসার্চ স্টেশনে ফিরে এল।

বাড়িতে ফিরেই যে দৃশ্য সে দেখলো তা দেখে পলের চক্ষু চড়ক গাছ। তার বউ তারই রিসার্চ স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে শুয়ে আছে।

কিছু চিন্তা ভাবনা না করে পল লোকটাকে খুন করলো। বউটাও ওর হাত থেকে মুক্তি পেত না, যদি না সে বাথরুমে ঢুকে পড়ে দরজার ভেতর থেকে তালা না দিত। পল রাগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে দুমদাম করে দরজায় ঘুঁষি লাথি মারতে থাকে।

আশেপাশেব লোকজন ছুটে আসে। খুন, ওর স্ত্রীর ব্যাভিচার, ফরেস্টারের পাগল হয়ে যাওয়ার খবর-সব টপ সিক্রেট হিসেবে চাপা দিয়ে ওয়ারেন তাকে মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করে দেয়। এখনও পল ঐখানেই কাটাচ্ছে জীবন। ঠিক শেম্বির মতো...

লিন্ডসে এবাব পা দুটো যথাস্থানে নিয়ে আসে, ধীরে ধীরে বলে পল যে কোড ভাঙতে রাজি হবে, এটা আপনি কেনই বা ভেবেছেন?

তুমি একবার আমার পরিকল্পনাটা পড়ে দেখ, র‍্যাডনিজ বলে। আমি কয়েকজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞেব সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা বলছেন, আশা আছে। আপাতদৃষ্টিতে কোডটা সরল। ফরেস্টার ফবমূলার আসল শব্দ ও সংখ্যার বদলে অন্য শব্দ ও সংখ্যা ব্যবহার করেছে। অনেকে মনে কবে, পল এই ফরমূলাটা কোন বই থেকে নিয়েছে।

কিন্তু ওর বাড়ির এবং ল্যাবোবেটরীর সমস্ত বই তন্ন তন্ন করে দেখা হয়েছে, কোথাও দাগ নেই। সবাই বলেছে ফরেস্টারের স্মৃতি ফটোগ্রাফের মত। ওর স্মরণশক্তি এত প্রখর যে এক পৃষ্ঠা বই পড়ে-না দেখে গড়গড় কবে নির্ভুলভাবে সব বলে যাবে। অতএব বুঝতে পারছো সাংকেতিক লিপিতে লেখা ফরমূলার কোর্ডের চাবিকাঠি ওব নিজের মস্তিষ্কেব মধ্যেই সযত্নে তোলা আছে।

সী বীচের ওপর দিয়ে বিকিনি পরা যে মেয়েটি ছুটছে, লিন্ডসের দৃষ্টি সেই দিকে। ওর উরুগুলো বেজায় মোটা হলেও দেখতে খাবাপ নয়। তবুও ওর বিকিনি পবা উচিত হয়নি।

খানিক বাদে র‍্যাডনিজ লিন্ডসের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলে, সেই মেয়েটা পলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেই মিশ্র ধাতু সম্বন্ধে তার রিসার্চের কথা ওয়ারেনকে প্রথমে বলে দেয়। এটাই আমাদের কাছে খুব উল্লেখযোগ্য।

নোনা জেসীকে এর আগে ওপর তলায় বিজ্ঞানীরা সি, আই, এ ও রকেট রিসার্চের চীফ ওয়ারেন সওয়াল করেছে। তখন থেকেই জানা যায়, পল ফবেস্টার এই নতুন ধাতু আবিষ্কার করেছে। যখন পল ফরমূলাটা আবিষ্কার করে তখন নোনা তার সামনেই ছিল এবং এও শোনে যে এই আবিষ্কাবেব কথা কাউকে জানাবে না পল। কেননা মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র এখনও এ ধরনের আবিষ্কারের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

অনেকে ধারণা করেছিল, এসকল সবই ভাঁওতা, ফরেস্টার নেহাৎই ছেলেমানুষি করছে। সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বার করেনি। কিন্তু নোনা জেসীর কথা অনুযায়ী এই ধাতু সত্যিই তৈরী করেছিল ফরেস্টার এবং সেই ধাতু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা সব নোনার চোখের সামনেই হয়েছে।

কিন্তু প্রচুর খুঁজেও ধাতুর নমুনা মিললো না। হয় পল ফরেস্টার লুকিয়ে রেখেছে নয়তো নষ্ট করে দিয়েছে। এবার নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো, এই অপারেশনে নোনা জেসীর গুরুত্ব কতখানি?

নোনা জেসী!

সুন্দরী না হলেও মন্দ বলা চলে না। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তার লম্বা চুলগুলো হেজেল রঙের, স্লিম চেহারা, সমুদ্রের মত নীল দুটি চোখের তারা।

দু'বছর আগে নোনা পল ফরেস্টারের ল্যাবোরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কাজ করেছে। বর্তমানে ঐ রিসার্চ স্টেশনে অন্য একজন বিজ্ঞানীর অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরী করে সে। সবচেয়ে বড় কথা—নোনা জেসী প্রেমে পড়েছে।

তিন মাস আগে নোনা এক ককটেল পার্টিতে গিয়েছিল, সেখানেই অ্যালেক শেরম্যানের সঙ্গে আলাপ হয়। গ্রেগরী পেক-মার্কা দীঘল চেহারা। সে এই শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় খবরের কাগজ

'প্যারাডাইস হেরাল্ডের' সেরা রিপোর্টার। চোখাচোখি হতেই দু'জনের মনে সোরগোল শুরু হয়ে যায়। ওরা বুঝতে পারে, ওরা একে অন্যের জন্যে এবং দু'জনে ভালোবাসার জন্যে তৈরী।

নোনা অ্যালেককে নিজের ফ্ল্যাটে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছে। কারণ আজ অ্যালকের জন্মদিন। নোনা নিজের হাতে ওকে রান্না করে খাওয়াবে।

আগেই বলি, নিজের রকার ব্যাপারে নোনার একটু গর্ব আছে।

সাড়ে সাতটায় অ্যালেক শেরম্যান ডিনার খেতে আসবে। রিসার্চ স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে শহরে যাবে নোনা। সেখান থেকে প্যারাডাইস সেলফ-সার্ভিস স্টোরে রান্নার জিনিষপত্র কিনে ফিরে ফ্ল্যাটে গিয়ে জামাকাপড় বদলে রান্নায় মন দেবে নোনা।

হাইওয়ে দিয়ে নোনা ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। ওর পেছনে একটি থান্ডারবার্ড গাড়ি কীগান আর সিল্ক দুই খ্যাত পেশাদারী খুনী গাড়িতে বসে আছে।

একসময়ে নোনার গাড়ি সেলফ-সার্ভিস স্টোবের সামনে দাঁড়ায়, সে ভেতরে ঢোকে।

আজ সন্ধ্যের স্পেশ্যাল মেনুতে রয়েছে—বেকনে জড়ানো ভাঁজা ঝিনুক এবং মাংসের একটা হাংগারিয়ান রান্না—ভেড়ার মাংস, লঙ্কা, আলু, টমাটো, মদ, পেঁয়াজ, নুন, মরিচ এইসব দিয়ে রাঁধতে হয়।

নোনার মতে এই পদটাই হল স্বাদপূর্ণ ও লোভনীয় বেশি।

মাংসের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নোনা ভেড়ার মাংস কিনছে। হঠাৎ একটা লোক তার ঘাড়ে এসে পড়ে। লোকটার গায়ের রঙ ফর্সা, পাতলা দুটি ঠোঁট, আর চোখের তারা দুটি সবুজ।

এক্সকিউজ মী, দয়া করে কিছু মনে করবেন না, বলেই লোকটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

স্টোরের বিপরীত দিকে স্টোর-ডিটেকটিভ টম ফ্রেন্ডলি প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে ঢুলছে। হঠাৎ কাঁধে স্পর্শ পেয়ে বড় বড় চোখে তাকালো। লক্ষ্য করলো, সামনে একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার একটা চোখ কাঁচের, মুখের এক পাশে পুরানো ক্ষতের টাটকা দাগ।

তুমি ডিটেকটিভ?

হ্যাঁ।

লাল চুল, নীল ড্রেসের উপরে সাদা ডাস্টকোর্ট পরা একটি মেয়ে কস্টিউম জুয়েলারীর কাউন্টার থেকে অনেকগুলো গয়না চুরি করে পকেট ভরেছে। এখন সে মাংসের কাউন্টারে।

তুমি চলো, ওকে দেখিয়ে দেবে। সাক্ষী হিসেবে তুমি থাকবে। তুমি তাকে চুরি করতে দেখেছো?

লোকটা উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসে। ও যখন চুরি করছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে?

না আমি দেখিনি। তার চেয়ে তুমি বলো, তুমি নিজেই ওকে চুরি করতে দেখেছো। লোকটা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে দ্রুত পয়ে এগিয়ে যায় ভিড়ের দিকে এবং মিলিয়ে যায়। ফ্রেন্ডলি চুপ করে বসে না থেকে দ্রুত বেকন কাউন্টারের দিকে চলে যায়।

নোনা কাউন্টার থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়ির কাছে চলে আসে। গাড়ির সীটে কাগজের বড় থলি দুটো রাখতে গিয়েই আচমকা বাধা পেল। ফ্রেন্ডলির ঘামে ভেজা হাতটা নোনার হাতটা চেপে ধরলো।

ছাড়ো বলছি।

মিস, আমি স্টোরের ডিটেকটিভ। ভাল চাও তো স্টোরের ভেতরে ঢোকো নয়তো পুলিশ ডাকবো।

পুলিশ পেট্রোলম্যান টম ও' ব্রায়েন, জাতে সে আইরিশ, বয়স হয়েছে, মোটাসোটা চেহারা, রোদও সহ্য করতে পারে না, অল্পতেই তেষ্টা পায়। আজকের ডিউটিতে ও পনের বোতল কোকাকোলা খাবে। এর মধ্যে ন'বোতল কোকাকোলা খাওয়া হয়েছে। এখন দশমটির জন্যে পার্কিং লটের অটো-মেটিক কোক্ মেশিনের দিকে আসছে।

কি হয়েছে? একটা মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করছে টমের বন্ধু 'স্টোর-ডিটেকটিভ' ফ্রেন্ডলি।

ব্যাপার কি? পুলিশী মেজাজে জানতে চায় পুলিশ পেট্রলম্যান টম ও' ব্রায়েন।

নোনা মনে মনে বেশ ভয় পেয়েছে, কিন্তু ওপরে তা প্রকাশ করে-না। রেগে গিয়ে বলে, এই

লোকটাকে আমার হাত ছেড়ে দিতে বলুন।

টম সেই পুরানো ব্যাপার, ফ্রেন্ডলি বলে, এই মেয়েটা দোকানের মালপত্র সরিয়েছে।

চলো বাছা, ভেতরে চলো, ও'ব্রায়েন বলে।

আমার দরকার আছে, ঢোক গিলে নোনা বলে।

ভেতরে চলো, চড়া গলায় ধমক দিয়ে ওঠে ও'ব্রায়েন।

নোনা আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে যায়। স্টোরের ম্যানেজার সব শুনে বলে, আচ্ছা মিস তোমার পকেট উল্টে দেখাও তো। নোনা ডাস্ট কোটের পকেট ওল্টাতেই পাঁচটা সস্তা ব্রেসলেট, তিনটে আংটিতে কাটগ্লাস লাগানো—যাতে হীরের মত দেখায় এবং পাথরের নকল পুঁথির নেকলেস।

এগুলো আমি নিই নি। কে আমার পকেটে পুরে দিয়েছে, নোনা তোতলায়।

চলো বাছা, থানায় চলো, ও'ব্রায়েন হুকুম করে।

সন্ধ্যে সওয়া সাতটা নাগাদ কালো থান্ডারবার্ড গাড়িটা নোনার ফ্ল্যাটবাড়ির উল্টোদিকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়ায়। গাড়ির ভেতরে দুই পেশাদার খুনী বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে সিঙ্ক আর কীগ্যান।

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বেজে আঠাশ মিনিট। নোনার ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে ইস্পাত ধূসর রঙের পন্টিয়্যাক লো খাঁজ স্পোর্টকারটা এসে থামলো।

লম্বা পুরুষালী চেহারার যুবক অ্যালেক শেরম্যান সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। তার পকেটে প্রেমিকা নোনার জন্য হীরে বসানো এনগেজমেন্ট রিং। সে মনে মনে স্থির করেছে আজই নোনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে।

অ্যালেক নোনার দরজার কাছে এসে বার কয়েক কলিং বেল বাজায়। কিন্তু কোন সাড়া নেই। হঠাৎ হুঁশ হল ভেতরে কেউ নেই। বাড়িউলি মিসেস ওয়াটসন, রোগা, বয়স হয়েছে, মেজাজ সব সময় সপ্তমে উঠে আছে, অ্যালেক তাকে নোনার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে গ্রাহ্যই করলো না। সে কি করে জানবে ভাড়াটে কেন এখনও বাড়ি ফেরেনি? উপায় না দেখে অ্যালেক স্থির করে, এবার রিসার্চ স্টেশনে ফোন করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে পন্টিয়্যাকের ড্রাইভিং হুইলের সামনে বসে গাড়ি স্টার্ট করতে যাবে এমন সময়—

কীগ্যান উঠে দাঁড়ায়। সে গাড়ির পেছনের সিটের নীচে...

কয়েক মিনিট পর ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসে কী গ্যান। মাঝে মাঝে থেমে ও ঘাসে বুটের রক্ত মোছে।

অ্যালেক ভালোই আছে। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করতে করতে কীগ্যান বলে। আপাততঃ দু সপ্তাহ ও কোন রকম ঝামেলা করতে পারবে না। অপারেশন শুরু করার আগেই লিন্ডসে সতর্ক করে দিয়েছে, অ্যালেক শেরম্যান ঝামেলা বাঁধাতে পারে। খবরের কাগজের লোক মানেই মারাত্মক। এছাড়া মেয়েটার সঙ্গে ওর ভালোবাসা। আমাদের সব কাজেই ও ঝঞ্ঝাট করতে পারে। কম করেও দু'সপ্তাহ ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলে পরে আর ঝামেলা করতে পারবে না। সিঙ্কের অজানা নয়, এসব ব্যাপারে কীগ্যান অভ্যস্ত। লোকটা লাথি মেরে মেরে একটা মানুষকে আধ মরা করে দেয়। তবু মানুষটা বেঁচে যাবে, অথচ মার খাওয়ার সময় হা-হু কিছুই করবে না।

এখন সিটি কোর্টে চলো। নটার সময় ম্যাজিস্ট্রেট আসবে। আমাকে ওখানে রেখে তুমি চলে যাবে। আমি ট্যাক্সিতে ফিরে যাবো। ঠিক দশটার সময় বেলভেডর হোটেলে লিন্ডসের কামরায় ঢুকলো সিঙ্ক। লিন্ডসে তখন সবচেয়ে উঁচু তলার ঘরের সামনে টেরাসে দাঁড়িয়ে অনেক নীচের সমুদ্র সৈকতে চাঁদের মেঝেয় শুয়েছিল। হাতে তার বালি ভর্তি স্যান্ড ব্যাগ।

কীগ্যান স্যান্ড জোরে অ্যালেকের ডান কানের পেছনে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। টাল সামলাতে না পেরে অ্যালেক অজ্ঞান হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

কীগ্যান পেশাদার ও অভ্যস্ত খুনী। কত জোরে আঘাত করলে মৃত্যু ঘটবে আর কত জোরে

লাগলে অজ্ঞান হবে সে তার ভালো করেই জানা।

শেরম্যানের নিস্পন্দ নিথর দেহটা টেনে নিয়ে পিছনের সীটে রাখে। আর কীগ্যান নিজে ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দেয়।

নানা পথ অতিক্রম করে অবশেষে গাড়িটি ঘাস ও ঝোপে ঢাকা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামে। সিল্ক বলে, দেখো, মেরে ফেলো না যেন। কাগজের লোক মারা গেলে অনেক ফ্যাচাং বাঁধবে। এমনভাবে ধোলাই লাগাবে যে সপ্তা দুয়েক হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে হয়।

শূয়ারের বাচ্চা—আমি জানি, কীগ্যান বলে। থান্ডারবার্ডে সিল্ক উঠে পড়ে। কীগ্যান তার শক্ত বুটের পা তুলে অচেতন অ্যালেক শেরম্যানের মুখের ওপর লাথি মারে।

সিল্ক হাত ঘড়ি দেখে, আটটা বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। টুপীটা নাকের কাছে টেনে এনে একমাত্র চোখটা বন্ধ করে ঢুলতে থাকে। আলোয় যুবক-যুবতীদের সমুদ্রস্নানের দৃশ্য দেখছিল।

কি ব্যাপার? লিন্ডসে জানতে চায়।

আপনার কথামত কাজ করেছি। কোন রকম ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়নি। নোনার শাস্তি হিসেবে একসপ্তাহ জেল আর পঁচিশ ডলার ফাইন হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটরা মোটা, বুড়ো, হোমো—তার কাছে মেয়েরা দু'চোখের বিষ। নোনাকে দেখা মাত্রই রেগে বোম।

আর অ্যালেক শেরম্যানের খবর কি?

ওকে কে ধোলাই দিয়েছে তা দেখতে হবে তো। ও জানবে না, এখন ও স্টেট হাসপাতালের বেডে। চোয়ালে ফ্যাকচার, বুকের চারটে পাঁজরা ভেঙ্গেছে, মাথায় লাথির চোট লাগায় অজ্ঞান। বাঁচবে ঠিকই তবে সেরে উঠতে সময় লাগবে। সব কিছু শুনে লিন্ডসে মুখ বিকৃত করে। সে মারধর পছন্দ করে না। তবে র‍্যাডনিজের সঙ্গে কাজ করতে হলে এসব করতেই হবে।

ঐ মেয়েটা যেদিন জেল থেকে ছাড়া পাবে সেদিন নোনাকে কিডন্যাপ করবে। ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে ভাড়াপত্র চুকিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে আসার জন্য কাউকে বলো। কোন ছেলেকে না পাঠিয়ে একটা মেয়েকেই পাঠিও।

একটা পঞ্চাশ ডলার নোটের তাড়া সিল্কের হাতে তুলে দেয় লিন্ডসে।

মেয়েটা কীগ্যানের হুকুমের দাস। গত বছর শীলা 'মিস ফ্লোরিডা বিউটি' কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিল। ওর চ্যাম্পিান হওয়ারই কথা, কিন্তু বিউটি কম্পিটিশনে ফার্স্ট হতে গেলে বিচারকদের মধ্যে অন্ততঃ দু-তিন জনের সঙ্গে শুতে হয়। সে শুতে রাজি হয় নি। তাই সে রানার্স আপ পেয়েছিল। সে কারোর সঙ্গে এক বিছানায় কাটাতে ভীষণ ভয় পায়।

চেট কীগ্যান। খাই খাই চেহারার ছুঁড়ীদের ভীষণ পছন্দ করে। মেয়েদের ফাঁদে ফেলার উপযুক্ত জায়গা হল বিউটি কম্পিটিশন। শীলার বুক, পাছা ও কোমর সবই কীগ্যানের চোখে সুন্দর।

লম্বা ছিমছাম চেহারা, একটা ঔজ্জ্বল্য আছে শরীরে, ভরাট লাল ঠোঁট, নীল দুটি চোখ বড়ো বড়ো। শীলা যে এর আগে কোন পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শোয় নি সেটা চেট কীগ্যান জানে না।

ছোট্ট বার। শীলা কোকাকোলা খাচ্ছে। বারে একমাত্র বার টেন্ডার ছাড়া কেউ নেই।

কোকাকোলায় চুমুক দিতে দিতে শীলা ভাবে, যে মেয়েটা ফার্স্ট হয়েছে তার স্বভাব চরিত্র যদি হাফ গেরস্ত ধরনের না হতো তাহলে কম্পিটিশনে শীলারই চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কথা।

কীগ্যান বারে প্রবেশ করে। মেয়েদের কীভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে পটানো যায় সে বিষয়ে কীগ্যান ওস্তাদ। দেখতে ভালোই, চটপটে, ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসের ভাব আছে।

অতি সহজেই শীলার সঙ্গে কীগ্যানের আলাপ জমে যায়। শীলার মন গলানোর জন্য কীগ্যান বলে, বিউটি প্যারেডের মেয়েদের মধ্যে শীলাই সবচেয়ে সেরা, তখন তার খুব ভাল লাগে। দশ মিনিট দু'জনে প্রেমালাপ করার পর আর কীগ্যানের তর সয় না, ঐ দশ মিনিটই যথেষ্ট সময়। কীগ্যানের মতে, ধর হাতুড়ী মার পেরেক। মেয়েদের বিছানায় তোলার আগে পটাতে হয় সেটা সে বিশ্বাস করে না। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মালকড়ি খরচ করে, ধীরে ধীরে বরফ গলানো কীগ্যানের পোষায় না। মেয়ে মানুষের ইচ্ছে হয়, সে জোয়ার সঙ্গে শোবে। ব্যস ব্যাপার মিটে গেল। শীলা

একটা সাদা ব্রা আর সূতীর লাল টাইট ফিটিং স্ল্যাক্স পরেছে। বারের ওপর ঝুঁকে একটা জলপাই তুলতে গেল শীলা।

কীগ্যান আর নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারলো না। সে শীলার প্যান্টের কোমরের ইলাস্টিক ধরে টান দিল। প্যান্টে বোতাম নেই, ইল্যাস্টিক ধরে টানলেই প্যান্টের মধ্যে হাত ঢোকানো যায়। কীগ্যানের আঙ্গুল এখন শীলার প্যান্টের তলায়, নরম থলথলে পাছা দুটো টিপছে।

শীলা এক লহমার জন্য হতভম্ব হয়ে গেল। কি রে বাবা! অপরিচিত একটা লোক তার প্যান্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে পাছা টিপছে! ব্যাপারটা বুঝতে শীলার একটু সময় লেগে গেল। ভয়ে তার বুকের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়।

আচমকা ঘুরে দাঁড়ায়, সজোরে কীগ্যানের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়, তারপর ভ্যানিটি ভ্যাগটা তুলে কীগ্যানের মুখে মারে। ব্যাগের ধাতব ক্ল্যাম্প ওর নাকে লেগে গলগল করে রক্ত বেরোয়। লোকটা টাল সামলাতে না পেয়ে দুপা পিছিয়ে যায়। এই অবসরে শীলা সেখান থেকে চম্পট দেয়। বার টেন্ডর ব্যাপারটা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিল। সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। এগিয়ে এসে কীগ্যানের হাতে একটা তোয়ালে তুলে দেয়।

বাস্টার, তোমার ক্ষমতা আছে। কেমন বুঝছো?

কীগ্যান তোয়ালে দিয়ে রক্ত মুছে নিয়ে বার টেন্ডারকে ফেরত দেয়। সবুজ চোখ দুটো প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি।

কীগ্যান কাউন্টারে তিনটে এক ডলার-এর নোট রেখে বলে, থ্যাঙ্কস, জো, মেয়েদের মেজাজ কখন কেমন থাকে তা বলা যায় কিছু?

বিষাক্ত কালকেউটের পেছনে খোঁচা মারলে যেমন বিপজ্জনক তেমনি পেশাদার খুনী কীগ্যানকে উসকানো একই ব্যাপার। শীলা ল্যাটিমার এখনও অজ্ঞ, সে কি করেছে। শীলা তার বাড়িতে পৌঁছে যায়। প্রথমে বাথরুমে ঢুকে সযত্নে পাছা দুটো সাবান দিয়ে বারবার ঘসে, যেন ঐ কুৎসিত পুরুষের আঙ্গুলগুলোর ছোঁয়া লেগে আছে। স্নান সেরে শীলা শোবার ঘরে আসে, এখন নিজেকে কেমন যেন নিঃস্ব, অসহায় বোধ করছে। বাচ্চা ছেলের মত ঐ ফর্সা, সোনালী চুলওয়ালা সুন্দর লোকটা ওরকম করবে, কে জানতো? শীলা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সে একা। তার জন্ম মিড ওয়েষ্টের চাষী পরিবারে। রক্ষণশীল বাবা-মার সঙ্গে ওর বনে না। তাই মিয়ামিতে পালিয়ে এসেছে। এখানেই হোটেলে এক রিসেপশন গার্লের চাকরী নিয়েছে। মাতাল হুজুকে ট্যুরিস্টদেরকে তার পছন্দ নয়। এর চেয়ে ভাল কোন চাকরী পাওয়ার আশায় সে ফ্লোরিডার বিউটি কম্পিটিশনে নাম লিখিয়েছিল।

এই শহরে তার পরিচিত কেউ নেই। মোটাসোটা বদমেজাজী যে এজেন্ট ভদ্রলোক এত দিন তার দেখাশোনা করেছে, শীলা কম্পিটিসনে রানার্স আপ হতেই সে চলে গেছে। এখন আবার তাকে মিয়ামিতে ফিরে যেতে হবে। হোটেলের চাকরীটাই নিতে হবে ফের, অবশ্য পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

সারারাত শীলার ঘুম হয় না, কেবল বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। বারবার স্বপ্ন দেখে, ঐ লোকটা তার পাছা টিপে ধরেছে। সকাল সাতটা, হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজে শীলার ঘুম ভেঙে যায়। মনে ভাবে, হয়তো কোন টেলিগ্রাম এসেছে। তার এজেন্ট নিশ্চয়ই কোন ভালো অফার পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি কোন রকমে নাইটিটা গায়ে জড়িয়ে শীলা দরজা খুলতে এগিয়ে যায়। দরজা খুলেই সে অবাক, সেই ফর্সা সোনালী চুলওয়ালা লোকটা। পেশাদার খুনী চেট কীগ্যান এক মুহূর্তও সময় নেয় না, শীলাকে ধাক্কা মেরে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

শীলা কিছু বলার আগেই কীগ্যানের মুঠো করা হাতের জোরালো ঘুঁষি তার চোয়ালে লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই শীলা অচেতন হয়ে কীগ্যানের পায়ের কাছে পড়ে যায়।

শীলাকে নিয়ে আসে তার শোবার ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে নাইটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শীলার অচেতন নগ্ন দেহটা বিছানার ওপর সজোরে ফেলে দেয়।

চেট কীগ্যান তার ব্রীফ কেসটা আনতে ভুল করে নি। ব্রীফ কেস থেকে চারটে ছোট ছোট

নাইলনের দড়ি বের করে শীলার দুটো পায়ের গোছ ও হাতের মণিবন্ধ দুটো খাটের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে। তারপর কীগ্যান একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ আর রবারের ছিপি আঁটা ওষুধের ভায়াল বার করে। ভায়ালের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী নেশার ওষুধ হেরোইন।

পাঁচ দিন, পাচ রাত—

দুঃস্বপ্নের দিন, দুঃস্বপ্নের রাত।

প্রথমে ইনজেকশন, তারপরে শীলার কুমারী সম্পদ নিয়ে দলে মুচড়ে ভোগ করা—

প্রথমে ধর্ষণ, তারপরে ইনজেকশন —পাঁচ দিন পাঁচ রাত কেটে যাওয়ার পর হেরোইনের নেশা পুরো মাত্রায় লেগে গেছে শীলা ল্যাটিমারের। সে এখন চেট কীগ্যানের হুকুমের চাকর। এবার কীগ্যান কেবল নিজের ফোন নাম্বারটা রেখে ওকে ছেড়ে চলে যায়।

দুদিন পরে ফোনে শীলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে কীগ্যানের কানে কীগ্যান, তুমি এসো, আমাকে বাঁচাও। সাহায্য করো। হেরোইন ইনজেকশন দাও। শীলা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে, ঠিক যেন হিস্টিরিয়া রোগী।

কীগ্যান শীলার কথা মত হেরোইন ইনজেকশন নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে যায়। শীলা যেন কলের পুতুল। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ওকে উলঙ্গ করে ওর নগ্ন শরীরটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ইচ্ছামত অত্যাচার করে। তারপর ইনজেকশন দেয়। যখন যা করতে বলে শীলা তাই করে। কীগ্যান শীলাকে যে ভাবে শুতে বলে, যেভাবে বসতে বলে, যা করতে বলে তাতেই শীলা সায় দেয়। কোন মন্তব্য করে না। কেবল তার ইনজেকশন চাই। নেশার জিনিষ ছাড়া সে কিছুতেই বাঁচ'তে পারবে না।

এখন শীলা কীগ্যানের হাতের পুতুল।

তাই দোকান থেকে গহনা চুরির সাজানো কেসে বিজ্ঞানী পল ফরেস্টারের প্রাক্তন ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট নোনা জেসীকে জেলে যাওয়ার ঠিক দু'দিন পর শীলা নোনার ফ্ল্যাটে আসে, সে ফ্ল্যাটের বুড়ি বাড়িউলি মিসেস ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করে।

নোনার ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে কীগ্যান শীলাকে পাখি পড়ানোর মত সব পড়িয়ে দিয়েছে। শীলা সেই সব শেখানো বুলি আওড়াতে থাকে—আমার নাম শীলা ম্যাসন, নোনা জেসীর মামাতো বোন। আপনি তো জানেন নোনার এখন কি রকম বিপদ। ও আর এখানে আসবে না। তাই আমি ওর ভাড়াপত্র মিটিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাবো।

ছিঃ ছিঃ, লজ্জার কথা। নোনা চোর। বুড়ি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বেশ হয়েছে, যেমন কাজ করেছে তেমনি শাস্তি ভোগ করতে হবে না? জেলেতেই পচে মরুক। ভাড়া না মিটালে আমি ওর জিনিষপত্র ছাড়বো না। একমাসের ভাড়া মানে একশো ডলার দিতে হবে। ব্যাগ খোলে শীলা। কীগ্যান যে টাকা দিয়েছিল তার থেকে পঞ্চাশ ডলারের দুটো বিল বুড়ির হাতে তুলে দেয়।

নোনার মুখে কখনও শুনিনি তো, ওর কোন মামাতো বোন আছে বলে—

আমি বাস করি টেক্সাসে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নোনা আমার কাছেই থাকবে।

ও এলেও আমি ঢুকতে দেব না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বুড়ি বাড়িউলি বলে, তুমি ওর জিনিষপত্র ঘর থেকে নিয়ে যাও। আমি অন্য ভাড়াটাদের ঘর ভাড়া দেবো। চেট কীগ্যান নিশ্চয়ই খুশী হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একথা ভেবে শীলাও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। চেট যদি খুশী হয় তাহলে হয়তো আজ রাতে তাকে ল্যাংটো হতে বলবে না। হয়তো চেট বেশী ডোজের ইনজেকশন দিতে রাজী হবে। বিশেষ করে আজ রাতের জন্য।

সোনার ফাউন্টেনপেনটা দু'হাতের আঙুলে নাচাতে নাচাতে ডাক্তার অ্যালেকস কুনজ প্রশ্ন করেন, আপনি মিস্টার র‍্যাডনিজের কাছ থেকে আসছেন?

বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অ্যালেকস কুনজ। বেশ রাশভারী চেহারা, পুরু কালো ভুরু, নাকটা হুকের মত বাঁকা।

হ্যাঁ, আমিই মিস্টার র‍্যাডনিজের কাছ থেকে আসছি, লিন্ডসে বলে। ডাক্তার, তোমাকে একবার তোমার চেম্বার বন্ধ করে তিন-চার হপ্তার জন্যে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার একজন

ভি. আই. পি পেশেন্ট আছে। এ রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। ঠিক দু'দিন বাদে তিন তারিখে তোমাকে যেতে হবে। তোমার ফী যা, সেই দশ হাজার ডলারই পাবে।

অসম্ভব, এখন আমি খুব ব্যস্ত। চেম্বার বন্ধ করে অতোদিনের জন্য কোথাও যেতে আমি পারবো না। ওকে চেম্বারে নিয়ে এসো, চিকিৎসা করবো।

তোমাকে যেতেই হবে, ডাক্তার।

কোন উপায় নেই।

লিন্ডসে মুচকি হাসে—তোমাকে একটা ছোট গল্প শোনাব ডাক্তার।

১৯৪৩ সাল।

হিটলারের শাসন।

নাজী জার্মানীর বার্লিন শহরে তখন প্র্যাকটিশ করতেন বিখ্যাত এক ব্রেন স্পেশালিস্ট। তার নাম ডাক্তার হ্যানস্ ওলজ।

তাকে কেউ কিছুই বলে নি, ডাক্তার স্ব-ইচ্ছায় নাজী গভর্নমেন্টকে বললেন, আমি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে চাকরী করবো। কারণ আমি ব্রেন অপারেশনের ব্যাপারে ইহুদী কয়েদীদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো।

রেকর্ডে জানা যায়, ডাক্তার কোন একটা বিশেষ ধরনের ব্রেন অপারেশনের কায়দা আয়ত্ত করেন। দু' হাজার বাইশজন ইহুদী কয়েদীর ব্রেন অপারেশন করেন এবং তারা প্রত্যেকে মারা যায়।

'ম্যানিক ডিপ্রেসন' নামের মানসিক রোগের রোগীদের ক্ষেত্রে এই অপারেশন উপযুক্ত। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটি অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে আছে।

রেকর্ডে আরও জানা যায়, ঐ জার্মানি ডাক্তার অন্য একটা কম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পাঁচশো ইহুদী মারা যায়।

মিস্টার র‍্যাডনিজ সেই ডাক্তারের ছবি, অপারেশনের ছবি এবং নকল কাগজপত্র আমাকে দিয়েছেন। কারণ উনিও সেই সময় নাজী জার্মানীতেই উপস্থিত ছিলেন। থাক, ওসব কথা। কথায় আসা যাক। আমাদের ঐ ভি. আই. পি পেশেন্টকে তুমিই ট্রিটমেন্ট করবে, ফী বাবদ দশ হাজার ডলার। লোকে জানে ডাক্তার হ্যানস ওলজ মারা গেছেন। লিন্ডসে এবার গম্ভীর গলায় বললো, আর তুমি যদি আমাদের কথা শোন তাহলে লোকে ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করবে।

একই কায়দায় সোনার ফাউন্টেন পেনটা ঘোরাতে ঘোরাতে বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অ্যালেকস ক্যনজ লিন্ডসের দিকে তাকায়। তার দুটি চোখ নিথর, নিস্পন্দ মনে হয়।

ধীরে ধীরে ডাক্তার বললেন, দারুণ ইন্টারেস্টিং তো! তিন তারিখে যেতে হবে, তাই না? বেশ আমি রাজী। তিন সপ্তাহের জন্য চেম্বার বন্ধ রেখে আপনার সঙ্গে যাবো। আচ্ছা, রোগীর নাম কি?

সেটা তিন তারিখেই জানতে পারবে।

দশ হাজার ডলার ফী?

ঠিকমত কাজ হলে ফী পাবে।

গো-গো—ক্লাব।

গাড়ি থেকে নামে পেশাদার চেট কীগ্যান। এখানে জাহাজী কাপ্তানদের বেশী আসা-যাওয়া। যুদ্ধ জাহাজের যা যা প্রয়োজন সবই গো-গো ক্লাবে পাওয়া যায়। কড়া মদ খেতে শুরু করে খুপসুরৎ খানকী, চড়া গান-বাজনা সব কিছুরই আয়োজন আছে এখানে।

গুণ্ডা-মস্তানরা বেশি এখানে আসে না। ক্লাবে যে ছ'জন 'দাদা' আছে তারা প্রত্যেকেই এক একজন বক্সার। মারদাঙ্গা শুরু হওয়ার আগেই ওরা থামিয়ে দেয়।

ঝাড়পিট, মাথায় স্যান্ড ব্যাগ ঝেড়ে অজ্ঞান করা বা মুঠোয় পেতলের টুকরো রেখে ঘুঁষি মারার ব্যাপারে 'দাদারা' অভ্যস্ত। এত রকম পদ্ধতি গুণ্ডাদেরও জানা নেই। মাঝে মধ্যে কিছু জাহাজী কাপ্তেন হুইস্কি খেয়ে নেশায় মাতাল হয়ে দাঙ্গা শুরু করে। তার আগেই দাদাদের হাতে মার খেয়ে সমুদ্রের ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে হয়। তারপর সকালে যখন জ্ঞান ফেরে তখন খোঁড়াতে

খোঁড়াতে জাহাজে ফিরে যায়। ভুলেও আর কখনও ওরা গো-গো ক্লাবে ঢুকে ঝাড়পিট করবে না।

যে সব মেয়েদের বয়স চব্বিশের নীচে আর দেখতে খুব সুন্দর, এমন ধরনের মেয়েকে ক্লাবে রাখা হয়েছে। তাদের কেউ বেশ্যা, কেউ হাফগেরস্ত—যারা এখানে আছে উত্তেজনার লোভে। ওদের পেছনে যে পুরুষ লাগতে যাবে তাকে অতি সহজেই ওরা শায়েস্তা করতে পারে।

ওদের পোষাক—

বুকে এক টুকরো ব্রেসিয়ার ঢাকা অথচ মেয়েলি বুক যতটা দেখানো যায় এমনই ধরনের ব্রেসিয়ার। হাফ-প্যান্টের চেয়েও ছোট সিল্কের প্যান্টি, নাভির নীচে পরে। পায়ে সোনালী রঙের হাই হিল জুতো, সার্জিকেল টেপ দিয়ে আঁটা ফুল নাভিদেশ আর ওদের প্রত্যেকের প্যান্টের পাছায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা শ্লোগান।

শ্লোগানগুলো হল—

'এটা আমার জিনিষ। এখানে গাড়ি রেখো না। —ঢুকলে বেরোনো যায় না। —হাত রাখার জায়গা নয়। —প্রবেশ নিষেধ।' গো-গো ক্লাবে সর্বমোট খুবসুরতের সংখ্যা হল বিশ। ড্রিনা ফ্রেনচ হল ক্লাবের সেরা। বয়স বাইশ, দাঁড়কাকের মত কালো চুল, একেবারে খানদানি চেহারা। এটিকে প্যারাডাইস সিটিতে আঠারো মাস আগে সাপ্লাই করা হয়েছে।

মেনি বিড়াল যেমন যে কোন হুলোর সঙ্গে শুতে রাজী, ড্রিনাও ঠিক তাই। কোন বাছ-বিচার ওর নেই। মেয়েদের বুকের অন্তরালে যেখানে হৃদয় থাকে, মনে হয় ড্রিনার সেই জায়গায় হৃদয়ের পরিবর্তে রয়েছে শক্ত পাথর।

হি শেন, ক্লাবের মালিক। ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, ভাঙা নাক, মাথায় লাল চুলের বোঝা।

শেন ও'ব্রায়েন, জাতে আইরিশ। কীগ্যান এখন শেনের সঙ্গে কথা বলছে। কীগ্যানকে সে পছন্দ করে না। কারণ, শেনের অজানা নয়, কীগ্যান বিপজ্জনক পেশাদার খুনী। নিজের তাগড়াই চেহারা ক্লাবের ছ'জন পেশাদার 'দাদা'দের শক্তি কীগ্যানের কাছে পাত্তা পায় না।

হি শেন, ড্রিনার সঙ্গে আমার দরকার আছে ওকে একবার ডেকে দাও।

লুক ফ্রেন্ড, ড্রিনা এখানে ভালোই আছে। ওকে আমার চাই। তুমি ওর সঙ্গে ঝামেলা—

তাড়াতাড়ি ডেকে দাও। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে কীগ্যান। নয়তো সিল্ককে নিয়ে এসে তোমার ক্লাবে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিয়ে যাবো।

উপায় নেই। বাধ্য হয়ে ও'ব্রায়েন ড্রিনাকে ডেকে দেয়।

মেয়েটি আসতেই কীগ্যান মানিব্যাগ থেকে তিনটে একশো ডলারের নোট বের করে। ড্রিনারের ব্রেসিয়ারে সেটি গুঁজে দিয়ে তাকে বাইরে আসতে ইশারা করে। পনেরো মিনিট পরে কীগ্যানের গাড়িতে চড়ে সীবীচের ধারে একটা নির্জন জায়গায় পৌঁছে গেছে ড্রিনা। তার পরনে এখন নাইলনের পোষাক আর ফ্ল্যাই-হিল জুতো।

ড্রিনা, তোমার বয়ফ্রেন্ড ফ্রেড লুই-এ সঙ্গে কেমন মেলামেশা চলছে?

লোকটা একেবারে হাঁদা। আমাকে বিয়ে করতে চায় অথচ ওর টাকা পয়সা নেই—

তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছো?

শুনে তোমার কি হবে?

ব্রেক দ্য ইয়াক, বেবী। বল, তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছো?

ওর মত বোকা লোকের কাছে কে ঠ্যাং ফাঁক করে না বল? আমি কি অতই উজবুক?

বুঝেছি। বেশ, এদিকে তাকাও, বলে কীগ্যান ব্রিফকেস খোলে। ড্রিনা লক্ষ্য করে ৫০ ডলারের বিলগুলো থাক থাক করে সাজানো।

কীগ্যান বলে, এতে মোট দশ হাজার ডলার আছে, সব তুমি পাবে। যদি—

ফ্রেড লুই ড্রিনাকে ভালোবাসে। সে হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়মের মেল নার্স।

যে সব পুরুষের সঙ্গে ড্রিনার পরিচয় হয়, তারা সকলেই তার পাছায় থাপ্পড়, নয়তো ব্রেসিয়ারের মধ্যে হাত ঢুকাতে চায়। ফ্রেড লুই তার সঙ্গে শুতে চায় না। সে এমনভাবে গায়ে স্পর্শ করে যেন ঠুনকো কাঁচের পুতুল। জোরে আঘাত করলে ভেঙ্গে যাবে। এমন কি তার হাতে চুমু খায়।

সে ড্রিনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু তার টাকা পয়সা কম দেখে ড্রিনা বলেছে—এখন নয়, পরে ভাবা যাবে।

সেদিন রাতে ফ্রেড স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরলে ড্রিনা এসে ঘরে ঢোকে।

ফ্রেডি, আমরা সামনের সপ্তাহেই বিয়ে করবো। তুমি মত পাল্টাওনি তো?

সে কি, মত পাল্টাবো কেন? তুমি ঠিক বলছো কিনা তাই বল? সত্যি সত্যি সামনের সপ্তাহে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

হ্যাঁ, তবে একটা শর্তে। ওয়াটসনের উল্টোদিকে একটা রেস্তোরাঁ আছে। রেস্তোরাঁব মালিক হল জেফ হকিল, আমার বন্ধু।

...ওর দজ্জাল বউ ওকে সুন্দরী ওয়েট্রেস বাখতে দেয় না। তাই রেস্তোরাঁটা অচল হয়ে পড়েছে। জেফ বিক্রী করে দেবে। আমরা সেটা কিনবো। যে রাঁধুনীটা আছে খুব ভালো। ও থাকবে। ক্লাবের তিনটি মেয়েকে ওয়েট্রেসের চাকরী দেবো।

...তুমি রেস্তোরাঁ দেখাশুনা করবে, আমি ক্যাশ কাউন্টারে থাকব। মারদাঙ্গা সামলাবার জন্য ক্লাবের সেরা দাদা লো লিনস্কিকে নিয়ে যাবো।

ফ্রেড চোখ বড় বড় করে ড্রিনার কথা শুনছে।

..রেস্তোরাঁর ওপরে বেডরুম, বসার ঘর আছে। তবে একটু ধুয়েপুছে রং করে নিতে হবে। খুব সামান্য খরচাতেই হয়ে যাবে।

ফ্রেড অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, অত টাকা কোথা থেকে পাবে? তোমার বন্ধু কত টাকা দাম দিয়েছে?

মাত্র সাত হাজার ডলার নেবে। অনেক বলে কয়ে দাম কমিয়েছে। কি বল?

সাত হাজার ডলার? ফ্রেড যেন আকাশ থেকে পড়লো। আমতা আমতা করে বলল, কোথা থেকে অত টাকা পাব?

বাঃ, চিন্তার কি আছে? মুচকি হেসে ড্রিনা বলে, তুমি আয় করবে। আমার কথা শোন, একজন লোক তোমাকে দশ হাজার ডলার দেবে। তবে তার পরিবর্তে তোমায় একটা কাজ কবতে হবে। একজন পেশেন্টকে পাগলা গারদের বাইরে আনতে হবে।

কি বললে? লাফিয়ে ওঠে স্যানাটোরিয়ামের মেল নার্স। পেশেন্টকে পাগলা গারদ থেকে ফুঁসলে নিয়ে আসবো? তুমি ঠিকই বলছো তো?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তুমি যদি রাজী না হও, তাহলে বুঝতেই পারছো ব্যাপারটা কি হবে?

তাহলে আমরা রেস্তোরাঁ কিনতে পারবো না আর বিয়েও হবে না। পরের দিন আমি ক্লাবে কাজ করবো। পুরুষেরা আমাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করবে, তারপর বয়স হলে...ফ্রেডি ডার্লিং, তুমি যদি অমত কর তাহলে আমার সঙ্গে সম্পর্ক এইখানেই শেষ।

মুহূর্তখানেক লুই চুপ করে থাকে। তারপর মৃদু স্বরে বলে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমাকে কি করতে হবে বল।

এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। ড্রিনা মনে মনে ভাবে। সে ধরে নিয়েছিল। ফ্রেড একটু ঝামেলা করবে, সহজে রাজী হবে না। তবে সে নিঃসন্দেহে জানতো, সফল হবে।

স্টেট হাইওয়ে থেকে গ্রেটার মিয়ামি যাওয়ার পথে যে নির্ভুলে জায়গাটা এক পাশে চলে গেছে তারই পাশে প্যারাডাইস সিটির 'উইমেনস হাউস অফ করেকশন'—মেয়েদের স্বভাব পাল্টাবার জন্য এই জেলখানা।

সকালের সূর্যের ঝলমলে সকাল। আটটা বাজে। গেট খুলে বেরিয়ে এল পাঁচটা মেয়ে।

পাঁচজনের মধ্যে একজন হল নোনা জেসী।

আর বাকী চারজনের বয়স নোনারই মতন। তবে নোনা ওদের কাছে বাচ্চা মেয়ে। ওরা অনেকদিন মেয়েদের জেল খেটেছে।

ওরা হল পাকা মেয়ে আসামী। ওদের মতে নোনার ভাগ্য খারাপ, তাই নোনা সস্তা নকল গয়না হাতাবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। জেলে থাকাকালীন এই নিয়ে নোনাকে অনেক

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হজম করতে হয়েছে। উপদেশ যে দেয়নি, তাও নয়। সতর্কবানী শুনিয়েছে, এবার যখন দোকান থেকে মালপত্র চুরি করবে, তখন একটু নজর রেখো, যাতে স্টোর-ডিটেকটিভ দেখতে না পায়।

এক একজনের কথা শুনে নোনা থতমত খেয়ে যায়। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, তার জীবনে ঐ সব ঘটনা সত্যি সত্যিই ঘটেছে না ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে নোনা জেসী।

বেচারী নোনা।

সে চুপ করে অন্যান্য কয়েদীদের কথা শোনে। সে যদি বলে সে চুরি করে নি। কেউ ষড়যন্ত্র করে তার পকেটে চোরাই মাল রেখে গেছে তাহলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। বরঞ্চ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলবে, নোনা বাতেলা দিচ্ছে।

ধুলোভর্তি একটা ভাঙাচোরা বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন মেয়ে কয়েদী ছাড়া পেলে তারা ঐ বাসে করে শহরে যাবে। বাসটির সামনে একটা বুইক গাড়ি। মেয়েদের বাসের দিকে এগোতে দেখেই বুইক গাড়ি থেকে দু'জন লোক নেমে আসে, দু'জনে ওদের দিকেই এগিয়ে যায়।

মেয়ে কয়েদীদের মধ্যে সোনালী চুলওয়ালা মেয়েটার নাম লু-লু ডজ। ও বেশ্যাগিরিতে ওস্তাদ। যে লোকটা ওর খদ্দের যোগাড় করে দিত তার সঙ্গে ঝগড়া করে তার পেটে ছুরি মেরেছিল লু-লু। তাই ও তিন বছর জেল খেটেছে।

ও বাবাঃ, পুলিশ। লু-লু ডজ বলে।

কেন? কে ঝামেলায় পড়লো?

নোনা জেসী?

পাথরের মত নিটোল গড়ন পেটানো চেহারার একটি লোক নোনার পথ আটকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, আমার নাম নোনা জেসী। এই অবসরে অন্যান্য মেয়েরা বাসে উঠে পড়েছে। কিন্তু লু—লু ওঠে নি। সে নোনার পাশে দাঁড়িয়ে বড় চোখে লোক দু'টোকে লক্ষ্য করছে।

লোকটা পকেট থেকে একটা ব্যাজ বার করে বলে, পুলিশ। তোমাকে এক্ষুণি হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে। গাড়িতে ওঠো।

হুঁ। ঝানু বেশ্যা লুলু নোনাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। পুলিশ! এখান থেকে ভালয় ভালয় ভেগে পড়ো তো চাঁদ আমার। লু-লু নোনার হাত ধরে।

শোন মেয়ে, তুমি আমার সঙ্গে চল। আগে ওরা শহরে চলুক তারপর যা হবার হবে।

এতক্ষণে দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে আসে—এবড়ো থেবড়ো কাটা ছেঁড়া লাল মুখ। লোকটা কাছে এসে লু-লুকে জোরে ধাক্কা মারে। লু-লু পেছনে পড়ে যায়।

ভাগ, আগে বাসে ওঠ। কথা না শুনলে আবার জেলে পুরে দেবো। অন্য লোকটা নোনাকে বুইক গাড়িতে তোলে।

বেচারী নোনা ভয় পেয়ে বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমতা আমতা করে আবার বলে, আমি কি করেছি?

না বেবী, তুমি কিছুই কর নি। আমাদের নিয়ে যেতে বলেছে তাই নিয়ে যাচ্ছি।

নোনা সামনের সীটে বসেছে। একজন লোক বসেছে ড্রাইভারের সীটে, অন্য লোকটি পেছনের সীটে। লু-লু হাত নাড়ছে। ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা দ্রুত বেগে এগিয়ে যায়। পেছনে পড়ে থাকে জেলখানার বাসটা।

তারপর হল কি?...

পেছনের লোকটা ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। নোনা জেসী তার গলায় ঘামে ভেজা দুটি প্রকাণ্ড লোমশ হাতের স্পর্শ পায়। ক্রমশঃ টিপে ধরেছে সাঁড়াশীর মত। নোনার শ্বাসনালীতে শক্ত আঙুলগুলো চাপ দেয়। নোনা নিজেকে মুক্ত করার জন্য পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু পারে না, কয়েক সেকেন্ড পা ছোঁড়ে নোনা। নোনার পায়ের লাথি খেয়ে সামনের ড্রাইভার মুখ খিস্তি করে। অবশেষে নোনা আর পারে না। অজ্ঞান হয়ে যায়।

তারপর পেছনের লোকটা নোনার দু' বগলে হাত ঢুকিয়ে সামনের সীট থেকে টেনে পিছনের সিটে নিয়ে আসে। একটা লম্বা নির্জন রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছে সামনের লোকটা।

পেছনের লোকটা নোনাকে নিয়ে ব্যস্ত। অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে বেশ করে নোনার হাত পা বাঁধে। তারপর মুখের মধ্যে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে তার উপর একটা টেপ আটকে দেয়। যাতে মুখ থেকে রুমালটা বেরিয়ে না আসে।

নোনার অচেতন দেহটাকে গাড়ির মেঝের উপর শুইয়ে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়।

আগে থেকেই কালো থাণ্ডার বার্ড গাড়িটা হাইওয়ের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। বুইক গাড়িটা সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খুলে দু'জন লোক নোনার নিথর দেহটা টেনে বার করে থান্ডার বার্ডের পেছনের সিটে তুলে দেয়।

থান্ডার বার্ড গাড়িতে সামনে ড্রাইভারের সিটে যে লোকটি বসে আছে, সে হল কুখ্যাত পেশাদার খুনী সিল্ক। রোদের আলো এসে ওর কাচের চোখে পড়ে জ্বল জ্বল করে ওঠে।

থান্ডার বার্ডে পেছনের সিটে নোনার পাশে বসে আর এক পেশাদার খুনী, চেট কীগ্যান।

ঝামেলা-টামেলা হয়েছিল নাকি? গম্ভীর গলায় সিল্ক জানতে চায়।

না।

তাহলে সরে পড়।

বিদ্যুৎ গতিতে হাইওয়ে দিয়ে থান্ডার বার্ড ছুটে চলে।

নোনার অজ্ঞান দেহের দিকে তাকায় কীগ্যান। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। নোনার বুকের ওপর নজর স্থির হয়ে যায়। জিভ দিয়ে ঠোঁটের চারপাশটায় একবার বুলিয়ে নেয় কীগ্যান- বিছানায় তুললে মন্দ হবে না—

এমন একটা মেয়ে দেখাতে পারিস, যাকে বিছানায় তুললে তোর খারাপ লাগবে? বিরক্তি ও ঘেন্না জড়ানো কণ্ঠে বললো সিল্ক।

এবার সিট অদল বদল হল। সামনে ড্রাইভারের সিটে বসেছে কীগ্যান আর নোনার পাশে পেছনের সিটে সিল্ক বসেছে। কীগ্যান গাড়ি চালায়, সিল্ক আমেজ করে বসে সিগারেটে টান দেয়।

মেয়ে-মানুষ—মেয়েমানুষদের লু সিল্ক এখন আর তোয়াক্কা করে না। তার যখন সতের বছর বয়স তখন এক হাফ গেরস্ত বেশ্যার পাল্লায় পরেছিল, তার থেকে বয়সে বড়। প্রায় একুশ বছর হবে। সিল্ক তাকে বিয়ে করেছিল।

কিন্তু যখন ওর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলো, তখন দেখল, ওর সঙ্গে সিল্কের খাপ খায় না। তাই দু সপ্তাহ পরে বিয়েটা বানচাল হয়ে গেল।

সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে, সিল্কেরও তাই হল। তার মন মেজাজ বিগড়ে গেল, বেশ্যাবাড়ি যেতে শুরু করলো। ওখানে ও খুব মজা লুঠতে পারতো, কিন্তু মেয়েগুলোর টাকার খাই বেশী।

একদিন রেগে গিয়ে একটা খানকীর গলা টিপে ধরে সে। বেশ্যাটা মারা যায়। সেদিন থেকে লু সিল্ক স্পষ্ট অনুভব করলো, মেয়েমানুষের সঙ্গে শুয়ে তারপর শোয়ার মেয়েমানুষকে খুন করে বেশি আনন্দ ভোগ করা যায়।

এরপর সে যতগুলো মেয়েমানুষের সঙ্গে শুয়েছে, তাদের প্রথমে সঙ্গম করেছে, তারপর করেছে খুন। লিন্ডসে একজন পেশাদার খুনী খুঁজছিল। খবর পেয়ে লু সিল্ক তার সঙ্গে দেখা করে। মালকড়ির কথা হল, তারপর দাম দস্তুর করে সিল্ক রাজি হয়ে গেল।

প্রথমেই লিন্ডসে সিল্কের উপর ভার দিল, সি, আই, এ-র একজনকে খুন করতে হবে।

পথের কাঁটাটাকে না সরাতে পারলে সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। সিল্ক তাকে খুন করবে।

আন্তর্জাতিক স্পাই কোটিপতি র‍্যাডনিজের কাজ কারবারের ব্যাপারে শূয়ারটা অনেক মাল মশলা সংগ্রহ করেছে। সেগুলো যদি একবার জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে র‍্যাডনিজকে সারা জীবন জেলেতে পচে মরতে হবে।

কিন্তু লোকটা রাম বোকা। সব কৃতিত্ব নিজেই অর্জন করতে চায়। তাই এখনও ওপর মহলে ব্যাপারটা ফাঁস হয়নি। এ খবরটা লিন্ডসের কানে আসতেই, ঠিক করেছে, লোকটার মুখ যে কোন প্রকারে বন্ধ করতে হবে। তার মানে ওকে খুন করতে হবে।

সিল্ক নিজেকে বড্ড বেশি বিশ্বাস করে। মনে করেছিল, অতি সহজেই কাজটা চুকে যাবে।

প্রথমে সিয়ার এজেন্টের ফ্ল্যাটে গিয়ে কলিং বেল বাজাবে। তারপর দরজা খুলে লোকটা যেমনি বেরিয়ে আসবে, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের গুলিতে ওকে খতম করবে সিঙ্ক।

কিন্তু সিঙ্ক যা ভেবে এসেছিল, ঘটে গেল অন্য রকম। কলিং বেল টিপতেই দরজা খুললো সিয়ার সেই এজেন্টের বউ। সিঙ্ক ঘরে ঢুকতেই দরজার আড়াল থেকে এজেন্টের উদ্যত পিস্তলের নলটা তার পিঠে এসে ঠেকে।

প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সিঙ্ক হাত থেকে পিস্তল ফেলে দেয়। বসবার ঘরে ঢুকিয়ে পিস্তল দেখিয়ে সিঙ্ককে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে বলে এজেন্ট। তারপর বউকে হুকুম দেয়, পুলিশে খবর দিতে।

সামনে সিয়া এজেন্টের উদ্যত পিস্তল তবু সে দুর্দম সাহস পরবর্তীকালে পেশাদার খুনী হিসাবে সিঙ্ককে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গেছে। তার নজির দেখিয়ে সিঙ্ক ছোরা হাতে এজেন্টের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

যে মুহূর্তে ছোরাটা সে এজেন্টের বুকে বিঁধে দেয়, ঠিক সেই সময় এজেন্টের পিস্তল গর্জে ওঠে। বুলেটটা তার গালের হাড়ে এসে লাগে, বাঁ চোখটা ঠিকরে বেরিয়ে আসে। গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, ভাল দেখতে পাচ্ছে না। সেই অবস্থায় এজেন্টের বউকে ছুরি মেরে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে কিভাবে যে গাড়িতে উঠেছিল সিঙ্ক সেটা কাউকে জানায়নি। সেদিনের কথা সে মনে রাখতে চায় না।

পরে যখন সুস্থ হয়ে উঠলো, তখন থেকে লু সিঙ্ক হল লিন্ডসের পেশাদার খুনীদের প্রধান।

সেই থেকে সিঙ্কের একটা চোখ কাঁচের। সিঙ্কের একজন ভাল সহযোগী দরকার, তাই চেট কীগ্যানকে সেই খুঁজে বার করে। ছেলেটির নামে পুলিশের খাতায় কোন রেকর্ড নেই।

ন্যু-ইয়র্কের একটা ক্লাবে চেট কীগ্যানের সঙ্গে লিন্ডসের প্রথম আলাপ হয়। তখন কীগ্যান ছিল বেশ্যার দালাল। গার্লদের কাছ থেকে রুজিরোজগারের পারসেন্টেজ হিসাবে খদ্দের যোগাড় করে দেয়।

হিংস্র স্বভাবের মানুষেরা কেমন প্রকৃতির হয় সে বিষয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা আছে লিন্ডসের। চেট কীগ্যানকে এক নজরে দেখেই বুঝতে পারে, এই ছোকরা টাকা পেলে সব কাজই করতে রাজি হবে।

সিঙ্কের সঙ্গে কীগ্যানের বোঝাপড়া লিন্ডসেই করিয়ে দেয়।

ইয়া, সিঙ্কের মতে, ছেলেটা কাজের আছে। ভাল ট্রেনিং দিলে পাকা হয়ে যাবে। সিঙ্ক এবং কীগ্যান একাত্মা। ওরা দু'জনে এক রকম পোশাক পরে। সমাজের যে কোন স্তরে ওরা অতি সহজেই জমে যেতে পারে। ওদের হৃদয়টা পাথর দিয়ে গড়া, দয়া মায়ার লেশ নেই। ওরা টাকাকে খুব ভালবাসে। যে কোন কাজ টাকার পরিবর্তে ওদের দিয়ে করান যায় নিঃসন্দেহে।

তবে দু'জনের মধ্যে একটা জিনিষের ফারাক লক্ষ্য করা যায়। সেক্স সম্বন্ধে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে আলাদা। এখন সিঙ্ক মেয়েদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীন। কীগ্যান মেয়েদের জন্যেই বেঁচে আছে। বিরক্তিকর হলেও এটা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে সিঙ্ক। কাজের সময় ছাড়া অন্য সময় কীগ্যান কি করে, তাই নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

কাজের সময় মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা সিঙ্কের একদম পছন্দ নয়, সে কীগ্যানকে এটা পরিষ্কার বলে দিয়েছে। হিংস্র প্রকৃতির মানুষ হলেও কীগ্যান বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে। কারণ সে জানে সিঙ্ক তার বস, মানুষ খুন করে আনন্দ পায় সিঙ্ক এবং সিঙ্ককে ঘাঁটানো শতকরা একশো ভাগ বিপদপূর্ণ।

আরও আধঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর থান্ডার বার্ড গাড়িটা চার পাশের মরুভূমির মাঝখানে একটা পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

পাহাড়ের নীচে রয়েছে সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের শেষে অনেকগুলো গুহা। এই জায়গাটা আত্মগোপন করার পক্ষে উপযুক্ত। লিন্ডসে এটা বেছে নিয়েছে।

গুহার মুখে তিনজন লোক এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের গায়ে জীনস ও সার্ট।

শোন জিম, সিঙ্ক ওদের মধ্যে একজনকে ডাকে, এই মেয়েটাকে ওর ঘরে নিয়ে যাও।

শক্ত ভারিক্কী মুখের একটা লম্বাটে লোক এগিয়ে আসে।

না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, কীগ্যান বলে, মালটা খুব রসাল।

সিঙ্ক কীগ্যানের কথা কানেও নেয় না। আবার জিমকে লক্ষ্য করে বলে এই মেয়েটার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে তোমায় আমি জ্যান্ত রাখবো না, মনে থাকে যেন।

ও,কে, মিস্টার সিঙ্ক, জিম বলে, এখন থেকে ওকে আমি মায়ের নজরে দেখবো।

অতি সাবধানে নোনার অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে গুহার মধ্যে চলে যায় জিম।

কীগ্যান চুপ করে সব লক্ষ্য করে। তারপর বিদ্রূপের সুরে বলে, সিঙ্ক তোমাকে হরমোন ইনজেকসন দেওয়া দরকার। মেয়েদের সাথে একটু ফূর্তি না করলে পুরুষ হয়ে কি লাভ?

সিঙ্কের একটা চোখ মুহূর্তের মধ্যে জ্বলজ্বল করে ওঠে, দৃষ্টি কীগ্যানের দিকে। খানা-কন্দর মুখখানা আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে।

লিটল বয়, ধীরে ধীরে সিঙ্ক বলে, জিভ সংযত করে কথা না বললে একদিন তুমি বিপদে পড়বে।

বন্দরের তৈলাক্ত জলের মুখোমুখি যে রেস্তোরাঁটি, তার নাম দ্য ক্র্যাব অ্যান্ড লবস্টার।

রাত দশটা। লিন্ডসে রেস্তোরাঁর একটি প্রাইভেট ঘরে ঢোকে—লবস্টার স্যান্ডউইচ, লাইম জ্যুস ও সোডার অর্ডার দেয়।

তারপর লিন্ডসে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। দৃষ্টি চারিদিকে নিবদ্ধ। স্পঞ্জধরা একটা ট্রলার বন্দরে ঢুকছে, জেলেরা গল্প করছে, বিকিনি পরা বেশ্যারা শিকার খুঁজছে।

ব্যালকনির বাস্কেট চেয়ারে এসে সিঙ্ক ও কীগ্যান বসে।

কি খবর? লিন্ডসে জানতে চায়।

কথামত নোনাকে আনা হয়েছে, কোন ঝামেলা হয়নি, সিঙ্ক বলে, হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়ামের মেল নার্স ফ্রেড লুই একটু পরে এখানে আসবে। চেট কীগ্যান কাল সকালে সাইকিয়াট্রিষ্ট ডাক্তার অ্যালেক্স কুনজকে গুহায় নিয়ে আসবে।

সিঙ্ক, নোনার গায়ে কেউ যেন হাত না দেয় লক্ষ্য রেখো। লিন্ডসে বলে, ওর ওপরেই আমাদের কাজটা নির্ভর করছে। ওর পূর্ণ সহযোগিতা আমাদের চাই।

ইয়া-ইয়া, অস্থির হয়ে সিঙ্ক বলে।

হঠাৎ দরজায় আঙুলের টোকা পড়ে। সিঙ্ক জ্যাকেটের ভিতরে হাত চালান করে দেয়। হাতের মুঠিতে ধরা পয়েন্ট থার্টি এইট অটোমেটিক পিস্তলের হাতল। সিঙ্ক দরজা খোলার জন্য এগিয়ে যায়।

কীগ্যানও প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। সে পিস্তল হাতে দরজার আড়ালে টেরাসে লুকিয়েছে।

প্রায় অন্ধকার ঘর। ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ফ্রেড লুই, যে লোকটি হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়ামের মেল নার্স এবং গো-গো ক্লাবের ওয়েট্রেস ড্রিনা ফ্রেঞ্চের প্রেমিক।

লোকটা একটু থতমত খেয়ে গেছে, ভয়ও যে একেবারে পায়নি তাও নয়।—লুই, তোমাকে তোমাদের স্যানাটোরিয়ামের একজন রোগীকে সরাতে হবে, তার নাম হল, পল ফরেস্টার। এই কাজের পরিবর্তে তুমি দশ হাজার ডলার পাবে।

কীভাবে কাজটা হবে তা নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চারজনের মধ্যে আলোচনা হয়। তারপর সমস্ত আটঘাট জেনে নিয়ে ফ্রেড লুই সেখান থেকে চলে যায়।

এই অপারেশনের যেন কোন সূত্র না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে লিন্ডসে বলে।

রকেট বিজ্ঞানী ফরেস্টার পাগলা গারদ থেকে উধাও, যখন এই খবর জানাজানি হয়ে যাবে তখন পুলিশ তদন্ত শুরু করবে। ঐ ছোকরা চাপের ঠেলায় সব বলে ফেলতে পারে। অর্থাৎ ওকে সরাতে হবে, বুঝেছো?

সিওর, সিঙ্ক বলে, কিন্তু ওর গার্ল ফ্রেন্ড ড্রিনার পরিনাম কি হবে?

আর একটা ক্ল্যু। যদি ড্রিনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, ওকে আমরা যে দশ হাজার ডলার দিচ্ছি, সেই টাকাটার কি হলো, তাই নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে রাজি নই। আমার মনে হয়, ড্রিনা যদি দাবী

না করে, তাহলে টাকাটা অন্য কাজে আসতে পারে।

লিভসে কি বলতে চাইছে, তা বুঝতে পেরে দুই পেশাদার খুনী পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করে, সিক্ক আর কীগ্যান।

ধীরে ধীরে চোখ খোলে নোনা জেসী। অন্ধকার ছায়া ছায়া একটি গুহা। নোনা লক্ষ্য করে গুহার মধ্যে একটি ক্যাম্পখাটে সে শুয়ে আছে। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতে যেতেই নোনা বাধা পায়।

অন্ধকার ভেদ করে সামনে এগিয়ে আসে একটি সুন্দরী মেয়ে, শীলা ল্যাটিমার।

শোন হানি, তুমি ভয় পেও না। তোমাকে সত্যি কথাই বলবো, শীলা বলে। তোমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। যারা তোমাকে এখানে ধরে এনেছে তারা হল চৌখস গুণ্ডা। আমি তোমার দেখাশুনা করবো, এই রকমই কথা আছে।

ওদের একজনের সঙ্গে আমি কিছুদিন ধরে মেলামেশা করছি। লোকটা সাক্ষাৎ যম। কি একটা কাজ ওরা তোমাকে দিয়ে করাতে চায়। অনেক টাকাও পাবে। তুমি যদি ওদের কথায় রাজি হও, তাহলে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। আর যদি রাজি না হও, তাহলে শীলা ল্যাটিমার স্কার্ট তুলে নিজের উরুতে আঙুল দিয়ে দেখায়। নোনা হেরোইন ইনজেকশনের সূচের দাগগুলো লক্ষ্য করে।

...তাহলে আমার মত তোমাকে হেরোইন ইনজেকসন দিয়ে নেশা করানো হবে। আমি জ্যাকি হেরোইনের নেশা করি। রোজ ইনজেকশন না দিলে আমি বাঁচতে পারবো না। ওদের একটা গুন্ডার সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়ার এই পরিণাম।

তোমাকেও ওরা ছেড়ে দেবে না, জোর করে বেঁধে হেরোইন ইনজেকশন দেবে। এইভাবে নেশা ধরিয়ে দেবে। একবার নেশা ধরে গেলে কিছুতেই তুমি নিজেকে সামলাতে পারবে না। তখন নেশার বিনিময়ে ওদের কথামত কাজ করবে। আমি চাই না, আমার মত তোমারও এই দুর্দশা হোক।

কাল ওরা রকেট বিজ্ঞানী পল ফরেস্টারকে ভাঁওতা দিয়ে পাগলাগারদ থেকে এখানে নিয়ে আসবে। তুমি নাকি ওনার প্রিয় পাত্র ছিলে। তাই তোমার উপর ভার হল, যে কোন প্রকারে ওঁকে বুঝিয়ে কোন একটা ফরমূলার কোড জেনে নেওয়া। যদি তুমি এ কাজে সফল হও, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ব্যস্, আমি তোমাকে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলাম। তাই বলছি মিথ্যে ভয় পেয়ে লাভ নেই। এক কাপ কফি খাবে?

নিস্তব্ধ নির্জনতা ভেদ করে স্যানাটোরিয়ামের দেওয়াল ঘড়িতে টিকটিক আওয়াজ হয়ে চলেছে।

এখন রাত দুটো বেজে বিশ মিনিট। হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়াম অন্ধকার।

বিছানার হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে দারোয়ান নাক ডাকছে।

স্যানাটোরিয়ামের গেট থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে উঁচু দেয়ালের ধারে একটি থানডারবার্ড গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নামে দুটি লোক সিক্ক ও কীগ্যান, পেশাদার খুনী।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে গেটের কাছে। বিরাট এক তালা ঝুলছে।

নাও, এবার তোমার খেল দেখাও, সিক্ক কীগ্যানকে উদ্দেশ্য করে বলে।

কীগ্যান তালাটার উপর টর্চের আলো ফেলে।

বাচ্চা ছেলের কাছে যেমন অতি সহজে পয়সা চুরি করে নেওয়া যায় তেমনি ভঙ্গীতে কীগ্যান একটা ইস্পাতের বাঁকা টুকরো বের করে তালার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দেয়। তালা খোলে, গেটও খুলে যায়।

দেখলে তো, হাত লাগাতে না লাগাতেই তালা খুলে গেল। দু'জনে ভেতরে ঢোকে।

সামনে আর একটা প্রকাণ্ড তালা।

এটা যেকোন বাচ্চা ছেলে খুলে দিতে পারে, কীগ্যান তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

তালা খুলে ওরা আলো আঁধারি লবিতে এসে ঢোকে। ওখান থেকে সোজা সিঁড়ি বেয়ে

দোতলায় উঠে যায়।

মেল নার্স ফ্রেড লুই নির্দেশ মত সেখানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মুখ বিবর্ণ, চোখ দুটো চঞ্চল, ঘেমে চান, যেন একটা অস্থিরভাব।

হি, ফিসফিস করে সিঙ্ক বলে, ও কে। ফরেস্টারকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছো?

হ্যাঁ, ও বেহুঁশ হয়ে আছে।

ফ্রেড লুই দরজার চাবি খুলে দেয়। ভেতরে প্রবেশ করে তিনজনে।

বিছানা, তাক, অ্যাটাচড বাথ, টয়লেট নিয়ে কেবিন। একটা লোক বিছানার ওপর অঘোরে ঘুমিয়ে আছে।

এই কি পল ফরেস্টার?

হ্যাঁ।

ওর জামাকাপড় কোথায়?

ওখানে।

সিঙ্ক দ্রুতপায় এগিয়ে যায়। হ্যাঙ্গার থেকে নীল ট্রপিক্যাল স্যুট নামিয়ে সার্ট, আন্ডার ওয়্যার, জুতো-মোজা সমেত একটা বাণ্ডিল করে নেয় সিঙ্ক।

কাজ ওদের শেষ।

ও, কে। সিঙ্কের দৃষ্টি লুই-এর দিকে, আমরা এবার যেতে পারি। লুইয়ের ঠিক পেছনে কীগ্যান।

কীগ্যানের একটা হাত দ্রুত চলে যায় হিপ পকেটে। হাতে উঠে আসে একটি চামড়া ঢাকা ধাতুর 'কোশ'। সিঙ্কের কথা শেষ হতেই 'কোশ'টা মেল নার্স ফ্রেড লুই-এর মাথার ওপর ফেটে পরে। প্রচণ্ড জোরে মেরেছে কীগ্যান। লুই-এর মাথার খুলি ফেটে যায়। রক্ত ও ঘিলু ছিটকে দেয়ালে লাগে। লাশটা উপুড় হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

মরেছে তো? সিঙ্ক জানতে চায়। একেবারে সিওর?

লুই-এর সাদা অ্যাপ্রনে 'কোশ' টা মুছতে মুছতে কীগ্যান বলে ওকেই জিজ্ঞাসা করে জানতে পারো।

কীগ্যান একটা চেয়ার তুলে নেয়, জোরে চাপ দিয়ে চেয়ারের একটা পা ভেঙ্গে ফেলে। তারপর লুই-এর ফাটা মাথার রক্ত আর ঘিলু মাখিয়ে সেটা পাশে ফেলে রাখে।

কীগ্যান ও সিঙ্ক ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে, থান্ডারবার্ড গাড়ির পেছনের সীটে তাকে শুইয়ে দেয়।

তারপর অসংখ্য তারা জ্বলা রাতের অন্ধকারে ওরা হারিয়ে যায়।

গো-গো ক্লাব ভোর চারটের সময় বন্ধ হয়েছে। এক একজন জাহাজ-নাবিকের খদ্দেরের সঙ্গে মেয়েরা যে যার বাড়ি গেছে।

ফ্রেড লুই-এর গার্ল ফ্রেন্ড আজ একটু বেশি মদ খেয়েছে, বারের সামনে একটা টুলে ড্রিনা বসে আছে। মনে মনে ভাবছে এই ক্লাবে আসা আজই শেষ।

বারম্যান টিন-টিন ওয়াশিংটন গ্লাস মুছছে। ও থাকে জামাইকায়। মোটসোটা হাসিখুশী মুখ। ড্রিনার সঙ্গে তার খুব ভাব।

ওয়েল, বাডি-বয়, আমি আর কাল থেকে এখানে আসছি না, একটা রেস্তোরাঁ কিনেছি, ড্রিনা বলে।

ইয়া, বারম্যানের হাসির দমকে সাদা দাঁতগুলি ঝকঝক করে ওঠে। আমিও ঠিক করেছি হোয়াইট হাউস কিনবো।

মদের নেশায় ড্রিনার পা এখনও টলমল করছে। বারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, হাই বয়, তুমি যদি জানতে? তুমি সামনের সপ্তায় যে কোন দিন এখান থেকে ছুটি নিয়ে আমার রেস্তোরাঁয় এসো, তোমার নেমন্তন্ন রইল। দ্য সীগ্যাল! তুমি নিশ্চয়ই চেনো? তোমার জন্য মদ, খাবার সব কিছু ফ্রী।

ইয়া, ইয়া। টিন-টিনের দাঁতগুলো এখনও বেরিয়ে আছে।

ওঃ, আমি বোধহয় মিথ্যা বলছি, তাই না? বিশ্বাস না হয়, হকিন্সকে জিজ্ঞাসা করো। আমি

আমার বয়ফ্রেন্ড রেস্তোরাঁটা চালাবো। সব কিছুরই ব্যবস্থা থাকবে—মেয়ে ওয়েট্রেস, রাঁধুনি, মারদাঙ্গা সামলাবার জন্য দাদা, সব। তোমাদের এই নোংরা পচা জায়গাটার খেল খতম করে দেবো। তুমি যে কোনদিন যাও না কেন মদ-খাবার খেতে তোমার খরচ করতে হবে না।

ড্রিনা আর দাঁড়ায় না, টিনটিনকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়, পোশাক পাল্টাবার জন্য নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

যে তিনটে মাতাল কাপ্তেন এখনও ওঠে নি, তাদের মধ্যে থেকে একজন ড্রিনাকে কোলে বসাবার জন্য টেনে নেয়। ক্লাবের 'দাদা' কে কিছু করতে হয় না। তার আগেই ড্রিনা টেবিল থেকে খালি একটা বীয়ারের বোতল তুলে নিয়ে মাথা লক্ষ্য করে মারে।

চীৎকার করে ড্রিনা বলে, কি বিচ্ছিরি জায়গারে বাবা, এরকম হতচ্ছাড়া জায়গা দেখিনি।

দশ মিনিট কেটে গেল। ড্রিনা ক্লাব থেকে বেরোয়, এখনও মদের নেশার জের চলছে তার মগজে, হাতে হ্যান্ডব্যাগ ঝুলছে। মনের আনন্দে গানের কলি গুন গুন করতে করতে সমুদ্রের ধার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাল সে দশ হাজার ডলারের মালিক হবে। ভাবতেই ড্রিনা অবাক হয়ে যায়। সত্যি, বিশ্বাস করা শক্ত।

পেশাদার খুনী লু সিঙ্ক ছায়ার মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রিনাকে সে লক্ষ্য করছে। কীগ্যান গুহায় বেইশ নোনাকে নিয়ে গেছে। এখন সিঙ্ক একা।

অন্ধকারের রেশ কাটেনি। সমুদ্র সৈকতের বুকের ওপর থেকে, জন-মানব শূন্য।

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ড্রিনা ঘুরে দাঁড়ায়। মনে করলো, নিশ্চয়ই কোন মাতাল জাহাজী কাপ্তান বার থেকে তাকে ফলো করেছে।

ড্রিনা এতটুকু ভীত হয় না। সে জানে, মাতাল জাহাজীদের কি ভাবে শিক্ষা দিতে হয়। ড্রিনা লক্ষ্য করে, অন্ধকার থেকে একটা লম্বা রোগা লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপরে যা ঘটেছে সব তার অলক্ষ্যে।

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। ড্রিনা নিজেকে বাঁচাবার কোন অবকাশ পেল না।

পেশাদার খুনী লু সিঙ্ক। লোকটা হঠাৎ ঝুঁকে নিচু হয়। ড্রিনা বুঝতে পারে লোকটা ওর পায়ের পাজাদুটো ধরেছে।

ড্রিনার গলা থেকে অবরুদ্ধ চীৎকারটাও বেরিয়ে আসার সময় পায় না, রকেটের মত শূন্যে ভেসে যায় ড্রিনা। তড়িৎ গতিতে একটা ডিঙির গায়ে তার মাথাটা ধাক্কা লাগে, তারপর বন্দরের তেলতেলে জলে ড্রিনার সুন্দর দেহটা ডুবে যায়।

এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সিঙ্ক লক্ষ্য করে ড্রিনা আবার ভেসে ওঠে কিনা।

তারপর সে দ্রুত পায়ে সৈকতের অন্ধকার থেকে শহরের আলোগুলোর দিকে হেঁটে যায়।

দেওয়াল ঘড়িতে রাত চারটে বেজে কুড়ি মিনিট। সিটি পুলিশের সার্জেন্ট জো বেইগলারের নাইট ডিউটি।

বেইগলার ডেস্কে বসে আছে। হাতের কাছে কফির কার্টন, ঠোটে জ্বলন্ত সিগারেট।

ইয়া দসাসই লম্বা চওড়া চেহারা, পুরুষালী ভাব সুস্পষ্ট। কঠিন মাংসল মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। গায়ে তার হাফ হাতা শার্ট, কলারের গলার বোতাম খোলা, কালো টাইয়ের ফাঁস আলগা করে নীচে নামানো। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

সারি সারি খালি ডেস্ক। তার একটাতে থার্ড গ্রেড ডিটেকটিভ ম্যাকস জ্যাকবী বসে আছে।

জ্যাকবী ছেলেমানুষ। লম্বা চেহারা, শ্যামলা রং। ছোকরা খুব উৎসাহী। এখন একরাশ রিপোর্ট পড়তে পড়তে মেজাজে গুনগুন করে গান গাইছে।

তোমার গুনগুন থামাবে? বেইগলার বলে, তুমি নিজেকে যাই ভাবো না কেন, তা বলে দ্বিতীয় ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা হতে পারবে না।

জ্যাকবী চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁত বার করে হাসে।

ও বুঝেছি তোমার হিংসে হচ্ছে। আমি যখন গলা ছেড়ে গান গাই তখন শুনলে বুঝতে—

কাজগুলো শেষ করো, একটু জোরে বলে সার্জেন্ট, রিপোর্টগুলো শেষ হলো?

না, কিছু বাকী আছে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাই তুলে জ্যাকবী বলে—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

হঠাৎ টেলিফোন ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে ওঠে। বেইগলার প্রকান্ড লোমশ হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়।

আমি জানি, লোকটা কে। এবার মন দিয়ে কাজ কর। আবার সার্জেন্ট বেইগলার ফোন তুলে নেয়।

চার্লি, হেসকে পাঠিয়েছো? চমৎকার। একবার চীফকে কানেকশন দাও। চীফ অফ পুলিশ ফ্যাঙ্ক টেরেল বিছানায় উঠে বসে। ওর বউ তখনও ঘুমচ্ছে।

ইয়া জো? কি হয়েছে?

লম্বা চওড়া চেহারা টেরেলের, বালির মত মাথার চুলের রং, শক্ত চোয়ালটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে সামনের দিকে উঁচিয়ে থাকে।

হ্যাঁ রিসন ওয়েষ্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়াম থেকে পেশেন্ট পল ফরেস্টার তার মেল নার্সকে খুন করে পালিয়েছে—

পল ফরেস্টার? চেঁচিয়ে ওঠে টেরেল। ইয়া, হেসকে পাঠিয়েছি, রাস্তায় রোডব্লক দিয়ে ব্যারিকেড করেছি আমি। আর কি করা যায়?

ঠিক আছে। আমি এখুনি যাচ্ছি গাড়ি পাঠিয়ে দাও। টেরেল ড্রেস পরে তৈরী হতে থাকে।

মোটাসোটা, হাসিখুশী মেয়ে মানুষ ক্যারী ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে গেছে। একেবারে, কফি তৈরী করে নিয়ে এসে টেরেলের সামনে দাঁড়ায়।

থ্যাঙ্কস জনি, তাড়াতাড়ি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে টেরেল বলে।

সিরিয়াস কিছু?

ফোনে ওপার থেকে কার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। বেইগলারের মুখের ভাব পাল্টে যায়। মুখ গম্ভীর, চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপার।

ঠিক আছে, কিছু ছুঁয়ো না। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের লোক যাচ্ছে। ও কে।

এবার হাত বাড়িয়ে বেইগলার অপারেশন রুমের ফোনটা তুলে নেয়।

হ্যালো জাক, হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়ামে চারজন লোক এক্ষুণি পাঠাও। এমার্জেন্সি কেস। কিছু ছোঁবে না, কেবল ওরা পাহারা দেবে।

রিসিভার রেখে দিয়ে বেইগলার তৃতীয় ফোনটি করার জন্য প্রস্তুত হয়, হ্যালো চার্লি, হেসকে এক্ষুণি হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়ামে পাঠাও। আর হোমিসাইড স্কোয়াডকে খবর পাঠাও।

এইবার ডিটেকটিভ জ্যাকবীর উদ্দেশে বলে, পাগলা গারদ থেকে একটা পাগল উধাও হয়েছে। পালাবার সময় মেল নার্সকে খুন করে গেছে। তুমি রাস্তায় রাস্তায় রোড ব্লক দিয়ে ব্যারিকেড করতে বলো।

লোকটা কেমন দেখতে? ফোন তুলে জানতে চায় জ্যাকবী।

জানি না। তবে নাম হল ফরেস্টার।

ফরেস্টার, জ্যাকবী প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, জুডাস। তার মানে—

হ্যাঁ আজ রাতে আমি ফিরবো না, পারি তো ফোন করবো।

কিছুক্ষণের মধ্যে টেরল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যায়।

সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করে, পল ফরেস্টার ঠিক বলছ তো?

ডক্টর জার্জ বলেছে, সুতরাং, ও. কে., তুমি যেতে পার, আমি আসছি। টেরেল ফোন তুলে নেয়।

হ্যালো চার্লি, রোজার উইলিয়ামসকে কানেকশন দাও।

একটু পরে ওপ্রান্ত থেকে গ্রেটার মিয়ার্নির এফ. বি. আই এজেন্ট রোজার উইলিয়ামসের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

উইলিয়ামস বলছি। আবার কি ঘটলো?

উইলিয়ামসের বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় এইমাত্র সে ঘুম থেকে উঠেছে।

আমি ক্যাপ্টেন টেরেল, পল ফরেস্টার পাগলা গারদ থেকে পালিয়েছে, টেরেল যে হাঁপাচ্ছে।

তুমি কি অ্যাকশন নিয়েছো?

আমার লোকেদের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিয়েছি। রোড ব্লক। পুলিশ একা এর তাল সামলাতে পারবে না। সি. আই. কে খবর দিতে হবে। ওয়াশিংটনেও আমি জানাচ্ছি। ও যদি গাড়ি যোগাড় করতে না পারে তাহলে বেশি দূর যেতে পারবে না।

ওর চেহারা সম্বন্ধে কোন ধারণা আমাদের নেই। ফোন করে যোগাড় করো। আমি পাগলা গারদে যাচ্ছি। প্রয়োজন হয় তো ওখানে যেন ফোন করো। ও. কে!

ম্যাক্স জ্যাকবীকে অর্ডার দেয় টেরেল—ম্যাক্স, তুমি এখানে থাকবে। জরুরী কোন খবর এলে আমায় জানাবে।

ইয়েস স্যার।

আপনা-আপনিই ম্যাক্স জ্যাকবীর দুটি চোখ চলে যায় দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে। পৌনে পাঁচটা বাজছে। বিছানার সঙ্গে তার দূরত্ব এখন অনেক। অথচ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

একটা হাই তোলে ম্যাক্স জ্যাকবী।

হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ স্যানাটোরিয়াম। ডাক্তারের কাছ থেকে জানা যায় প্রত্যেক তলায় দু'জন মেল নার্স ডিউটিতে থাকে।

ডাক্তার ম্যাক্স হারজ।

সাইকিয়াট্রিস্ট, ঠোঁটে সিগারেট, হাতের কাপে কালো কফি। মাথার পাতলা চুলগুলো উসকো খুসকো। নীল সাদা ডোরাকাটা পাজামা পরেছে, ওপরে আকাশী রঙের ড্রেসিংগাউন।

ঐ স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম হলো, একজন মেল নার্স ঘুমুবে, অন্যজন সিঁড়ির কাছে ডেস্কে বসে থাকবে। ঐ ডেস্কের কাছ থেকে প্রত্যেক রুগীর ঘরের দরজা দেখা যায়। যখন কোন রুগী ঘণ্টা বাজাবে তখন ডেস্কে বসে থাকা নার্সটি ঘুমন্ত মেল নার্সটিকে জাগিয়ে তবে রোগীর ঘরে যাবে। কারণ সব রুগীতো সমান নয়, হিংস্র প্রকৃতিরও থাকে, মেল নার্সকে আক্রমণ করতে পারে।

লুই এই নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। সে একাই ফরেস্টারের ঘরে ঢোকে, ঘুমন্ত সঙ্গীকে জাগায় না। তবে ফরেস্টার যে এমন ধরনের হত্যা করতে পারে এরকম কোন প্রমাণ আমরা খুঁজে পাইনি। হয়তো তাই লুই ম্যাসনকে ঘুম থেকে ডাকেনি।

তবে আসল কথা হল, লুই ঘরে ঢুকতেই তাকে খুন করে ফরেস্টার। তারপর লুই-এর মাস্টার কী দিয়ে সামনের দরজা ও বাইরের গেটের তালা খুলে পালায়।

জোনিসাইড স্কোয়াডের মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর লাও -এর মতামতকে বেশী গুরুত্ব দেয় টেরেল। বেঁটেখাটো, মোটা-সোটা মানুষ দু'জনে একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করছে। মুখ খিঁচিয়ে সার্জেন্ট বেইগলার বলে, ডক শারলক হোমস্ হতে চাইনে।

কি খবর ডক্?

টেরেল জানতে চায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে রক্ত'ও ঘিলু মাখানো চেয়ারের ভাঙা পায়া দিয়ে মেল নার্স ফ্রেড লুইকে খুন করেছে পল ফরেস্টার। কিন্তু তা অসম্ভব। লক্ষ্য করেছ, ফ্রেডের মাথার খুলি ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ। এই কাঠের পায়া দিয়ে অতো জোরে মারল কাঠ ভেঙে টুকরো হয়ে যেত। সম্ভবতঃ 'কোশ' বা ইস্পাতের তৈরী বার দিয়ে মারার ফলে এরকম ঘটেছে।

তোমার কি মতামত, হেস? হোমিসাইডে হেসও আর এক অভিজ্ঞ। শক্ত সমর্থ চেহারা গোল

মুখ। চোখ দুটো গ্র্যানাইটের মত শক্ত।

ডাক্তারের কথাই ঠিক। চেয়ারের ভাঙা পায়াটায় কারো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। যে ওটা ভেঙেছে, তার হাতে গ্লাভস ছিল।

ফরেস্টারের সঙ্গে গ্লাভস ছিল?

না।

হয়তো চেয়ারের পায়াটা থেকে আঙুলের ছাপ মুছে ফেলেছে।

তা কি করে হয়? তাহলে রক্ত আর ঘিলু লেগে আছে কেন?

সার্জেন্ট বেইগলার এবার মন্তব্য করেন—স্যার, দারোয়ান ঘুমুচ্ছিল। ও বলছিল,ঘুমের ঘোরে একটা গাড়ির শব্দ নাকি শুনতে পেয়েছে।

গাড়ি? সে কি? এতো রাতে এই কানা গলিতে কে আবার গাড়ি নিয়ে আসবে?

ডকের মতে মেল নার্স নাকি রাত দুটো নাগাদ খুন হয়েছে। তার মানে দু'ঘণ্টা আগে ফরেস্টার পালিয়েছে। গাড়িতে যদি পালায় তাহলে আর রোড ব্লক করা না করা দুই-ই সমান।

বাইরে থেকে কেউ ওকে ফুঁসলে দিয়েছে। যে অস্ত্র দিয়ে লুইকে ফরেস্টার মেরেছে, সেটা বাইরে থেকে এসেছে। ও আমাদের কেনই বা বিশ্বাস করাতে চাইছে, চেয়ারের ভাঙা পায়া দিয়ে লুইকে খুন করা হয়েছে?

মাথার ওপরে হেলিকপ্টার—ফরেস্টারকে খুঁজছে। উইলিয়ামস খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেছে। আমি হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছি। কোন খবর থাকলে জানিও।

চীফ অফ পুলিশ টেরেল যখন অফিসে এসে ঢোকে তখন সকাল ছটা। কফির অর্ডার দিয়েই সে ডিটেকটিভ ম্যাক্স জ্যাকবীকে ডেকে পাঠায়।

কোন খবর আছে? জানতে চায় টেরেল।

রুটিন ব্যাপার স্যার। একটা মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। সে গো-গো ক্লাবের ওয়েট্রেস। নেশা করে বার থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় জলে পড়ে যায়।

ঠিক আছে কেসটা তুমি লেনস্কিকে দিয়ে দাও। আমার ঐ দিকে চোখ দেওয়ার মত সময় নেই। ফরেস্টারের ব্যাপারে কিছু খবর থাকে তো বল।

না স্যার।

টেলিফোন বেজে উঠতেই টেরেল জ্যাকবীকে চলে যেতে ইশারা করে। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়।

ওয়াশিংটন থেকে কথা বলছি। আমার নাম মার্ভিন ওয়ারেন। দুপুরে আমি যাচ্ছি। তার আগেই সি. আই. এ-র জেসী হ্যামিলটন ওখানে পৌঁছবে। কোন খবর আছে?

ওয়ারেনের নাম টেরেল প্রথম শুনছে না। মার্ভিন ওয়ারেন মার্কিন সরকারের রকেট সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগের সর্বে সর্বা এবং ওপর মহলের ভি. আই. পি।

খুনের অস্ত্র সংক্রান্ত ডাক্তার লাওইর মতামত জানায়। দারোয়ান রাত্রে যে গাড়ির শব্দ শুনেছে সে কথাও বলে।

ফরেস্টারের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, ওয়ারেন চিন্তিত সুরে বলে, টপ প্রায়রিটি।

আচ্ছা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কি জানানো হবে। আমার মতে ফরেস্টারের ছবি প্রত্যেকটা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় যেন থাকে। সিয়ার এজেন্ট হ্যামিল্টন ফরেস্টারের ফটোগুলি নিয়ে গেছে। খুব সম্ভব রকেট বিজ্ঞানী ফরেস্টারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমার সেই রকমই সন্দেহ। সোভিয়েত রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট চীন সরকার ওকে নিজেদের হাতের মুঠোয় পেতে চাইবে।

সুতরাং, এখন কাজ হল, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পল ফরেস্টারকে খুঁজে বার করা। তোমার লোকজন যেন খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছে সব বলে না দেয়, তা সাবধান করে দিও। কিন্তু আমাদের প্রেসের সাহায্য না নিলেই নয়। সিয়ার এজেন্ট হ্যামিলটন বুঝে সুঝে যা বলবার বলবে। প্রত্যেকটা খবর সেন্সর কর হবে। বিমান বন্দেরে গাড়ি থাকে যেন, আমি দুপুরের

ফ্লাইটে যাচ্ছি। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে পুলিশ চীফ টেরেল প্যাড টেনে নেয়, নোট নিতে থাকে।

হাড়ে মাংসে পাকানো লম্বা, শক্ত সমর্থ চেহারা, রোদ ঝলসানো বাদামী মুখে অনেক দাগ, চোখ দুটো নীলাভ বরফের মত নিথর, টম লেনস্কি জীবনের অনেক বড় হওয়ার আশা রাখে।

সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভ টম লেনস্কি। ও কোন নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না। তবে লোকটার কাজকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। যে কোন কেস ওর হাতে পড়লে খেল দেখিয়ে দেয়।

আজ ওর ছুটির দিন। নতুন বিয়ে করেছে। ঠিক করেছে নতুন বউকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে রোদ পোহাতে যাবে।

হঠাৎ সকাল ছ'টার একটু পরে এমার্জেন্সী কল পেয়ে লেনস্কির মেজাজ বিগড়ে গেছে। ছুটে গেছে হেডকোয়ার্টারে। ওকে এখন অফ ডিউটির দিনে ডিউটি দিতে দেখে বউও রেগে ফায়ার।

ওকে যদি ফরেস্টারের কেসটা দেওয়া হত, তাহলে ও রেগে যেত না। টম লেনস্কি ভাল করেই জানে, ঐ কেসে যেসব ডিটেকটিভ কাজ করেছে দু'একদিনের মধ্যেই তাদের ফটো খবরের কাগজে ছাপা হবে।

স্থানীয় খবরের কাগজে সোয়ামীর সিরসিরে রোগা মুখের ছবি দেখলেই গোয়েন্দার বউ একেবারে পীরিতে উথলে উথলে উঠবে।

পাড়া প্রতিবেশীরা ওকে সম্মান দেবে, তখন কত ইজ্জত বাড়বে। এছাড়া লেনস্কি নিজেও পাবলিসিটির ভক্ত।

থার্ড গ্রেড ডিটেকটিভ ম্যাক্স জ্যাকবীর সারারাত জেগে এখন ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি। সে টমকে গো-গো ক্লাবের ওয়েট্রেস ড্রিনা ফ্রেঞ্চের লাশ পাওয়ার রিপোর্টটা দেয়।

জ্যাক বলে, চীফের অর্ডার, কেসটা লেনস্কিকে দেখতে হবে। কথাটা শুনে বোমের মত ফেটে পড়ে টম লেনস্কি।

কোন হতচ্ছাড়ী শয়তানী পটল তুলেছে বলে তুমি সাতসকালে আমার ঘুমটা ভাঙালে। লেনস্কি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে।

মনে মনে জ্যাকবী লেনস্কিকে পছন্দ করে।

দ্যাখো টম, আমার ওপর রাগ দেখানোর কোন মানে হয় না। দরকার হয়তো তুমি চীফকে বলতে পার। আমি কেবল হুকুম তামিল করছি—

ইয়া, বুঝলাম। আর এদিকে পুলিশ ফোর্সের সবকটা মাথামোটা গবেটগুলো ফরেস্টারকে খুঁজছে তাই না?

রাইট। আর আমাদের সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভ টম লেনস্কিকে সেরা কাজ দেওয়া হল। কনগ্রাচুলেশানস।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের চীফের অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে। অন্ততঃ ওর মাথাটা ঠিক আছে কিনা, কোন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

হঠাৎ মুখের ভঙ্গী পাল্টে বলে, হাসির কি হলো অ্যাঁ? রেগেমেগে টম লেনস্কি ডিটেকটিভদের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সমুদ্রের ধারে ওয়েট্রেস ড্রিনার লাশটা পড়ে আছে। একটা রবারের চাদর দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দিয়ে দু'জন পুলিশ পেট্রলম্যান পাহারা দিচ্ছে।

একজন জাতে আইরিশ, বিশাল দেহ, নাম মাইক ওমেন, বন্দরের এই এলাকার খুঁটিনাটি ব্যাপার সব ওর মুখস্থ।

অন্যজন ডিক লা'সন। কম বয়স, অভিজ্ঞতাও কম। মাত্র ছ'মাস ধরে ওমেনের সঙ্গে রোদে

বেরুচ্ছে। লেনস্কি মৃতদেহের মুখের ওপর থেকে রবার শীটটা তুলে ধরে। এক পলকেই ওর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে যায়, জলে ডোবার আগেই মাগী মারা গেছে। মুখের এবড়ো খেবড়ো ক্ষতটা মারাত্মক।

লেনস্কিও লাসনকে বলে, ওয়াগন আনিয়ে ওকে লাশকাটা ঘরে পাঠাও।

মাইক, তোমার কি মনে হয়? কেউ ওকে ধোলাই দিয়েছে?

না মনে হয়। ঐ দ্যাখো, ওমেন ওকে বন্দরের কাছে একটা ডিঙির দিকে আঙুল তুলে দেখায়—যখন মেয়েটা জলে পড়ে তখন ডিঙিতে ওর মাথাটা ঠুকে গিয়ে ফেটে যায়।

দেখতে পাচ্ছ ডিঙির গায়ে রক্তের দাগ সুস্পষ্টই।

ইয়া, চল, গাড়িতে বসি গিয়ে। সিগারেটও খাওয়া যাবে। ডিক্, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করুক।

ডিন্ চলে গেল। লেনস্কি হাফ পাঁইটের একটা হুইস্কির বোতল গাড়ির গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে বার করে। ওমেনের হাতে দিতেই, সে অনেকটা র'মদ ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দেয়। শার্টের হাত দিয়ে বোতলের মুখ মুছে সেটি লেনস্কিকে ফেরৎ দেয়। খুশী হয়ে ওমেন বলে, দারুণ হুইস্কি।

লেনস্কি এখন মদ খায় না। তাই ওরা দু'জনে সিগারেটে টান দেয়।

মাইক এই শয়তানীটা কে?

ড্রিনা ফ্রেঞ্চ। ১৮৭ নম্বর অ্যানকার স্ট্রীটে ঘর ভাড়া করে থাকতো। গো-গো ক্লাবে গত দেড় বছর ধরে ওয়েট্রেসের চাকরী করছে। বড্ড বেশী মদ খেতো মেয়েটা। খুব সম্ভব নেশার ঘোরে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেল।

মেয়েটির কোন নাগর টাগর ছিল না।

ইয়া, ছেলেটি রোজ আসতো।

শুনেছি সে নাকি হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থ নার্সিংহোমের মেল নার্স।

কথাটা শুনে লেনস্কির সমস্ত শরীর মুহূর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে ওঠে। হাঁ করে ওমেনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তুমি ঠিক বলছো? হ্যারিসন ওয়েস্টওয়ার্থের মেল নার্স?

সেই রকমই শুনেছি।

তুমি তার নাম বলতে পার, লুই?

খুব সম্ভব, ও'মেন মনে করার চেষ্টা করে। তারপর বলে হ্যাঁ মনে পড়েছে—লুই।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতর ফোনের রিসিভার তুলে নেয়। সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভ টম লেনস্কি।

হ্যালো ম্যাক্স পাগলাগারদে যে মেল নার্সকে খুন করেছে ফরেস্টার, সেই লোকটার নাম বলতে পারো?

তোমার অতসব জেনে কাজ কি? তুমি তো বন্দরে ডুবে মরা মাগীর কেস দেখছো...

চোপ! একদম কথা বলবে না। শীগগির নাম বলো।

ফ্রেড লুই। টম হাত থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখে। চুপ চাপ বসে থাকে গোয়েন্দা লেনস্কি।

মাইক, মাগীর আর কোন ইয়ার দোস্তের নাম জান? টম বলে।

এসব মেয়েদের সত্যিকারের কোন ইয়ার থাকে না। তবে ক্লাবের বারম্যান টিনটিন ওয়াশিংটনের সঙ্গে ড্রিনা খুব মেলামেশা করতো। জাতে জামাইক্যান, লোকটা ভালো—

টিনটিন কোথায় থাকে?

ঐ বাড়িটার ওপর তলায় থাকে।

দুটো কাপে কালো কফি ঢালতে ঢালতে টিনটিন বলে, তুমি না লেনস্কি? চার পাঁচ বছর আগে এই এলাকায় রোদে বেরোতে? তা ব্যাপার কি বল?

ইয়া, লেনস্কি মুচকি হাসে। আমি জীবনে উন্নতি করেছি, এখন আমি সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভ। পুলিশ চীফ হতে আর পাঁচ বছর সময় লাগবে। আচ্ছা, তুমি ড্রিনা ফ্রেঞ্চ নামে কাউকে চেনো নাকি?

কাল রাত্রে ও কি মাতাল হয়ে গিয়েছিল?

মাতাল? টিনটিন একটু অবাক হয়ে বলে, নাতো। একটু নেশা করছিল ঠিকই, তবে মাতাল বলা যায় না। কেন? ওর কি কিছু হয়েছে?

হ্যাঁ। বন্দরের জল থেকে ওকে তোলা হয়েছে, মাথা ফেটে গেছে।

তার মানে? ও টেঁসে গেছে?

ইয়া।

জামাইক্যান বারম্যানের বড়ো বড়ো কালো চোখে দুঃখের ছায়া নামে। মেঝের দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, পৃথিবীর কি নিয়ম, আজ আছে কাল নেই। যীশুর কাছে প্রার্থনা করি, ওর আত্মার শান্তি হোক।

ঠিকই, তুমি ওর বয়ফ্রেন্ড, ফ্রেড লুইকে চিনতে?

দেখেছি ও ক্লাবে আসতো। তবে মদ খেতো না। ড্রিনাকে ও মনপ্রাণে ভালবাসতো। লেনস্কি খালি কাপটা টিনটিনের দিকে এগিয়ে দেয়।

ড্যাম, ফাইন কফি। আর একটু দাও হে। টিনটিন আনন্দিত মনে আরও কফি কাপে ঢেলে দিল।

কি রকম আশ্চর্য ধরনের পীড়িত, তাই না? একজন মেল নার্সের সঙ্গে বেশ্যার ভালবাসা?

আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? মেয়ে পুরুষে দেখা হয়, কথা হয় আবার জোড়ও বাঁধে এই চোখেই কত দেখলাম—আচ্ছা, ড্রিনা মদ খেয়ে মাতাল—

কি জানি, মনের দুঃখেও আত্মহত্যা করতে যেতে পারে।

মনের দুঃখে? কি রকম?

টিনটিনের সাদা দাঁতগুলো ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি দেয়।

না, না মদ খেলেও ও মাতাল হয়নি, হাসি খুশী ছিল। আমায় বলছিল, ও একটা রেস্তোরাঁ কিনবে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ও আত্মহত্যা করতে যায়নি।

তোমার কাছে বলছিলো, রেস্তোরাঁ কেনার কথা?

আরে তুমি জানোই, মেয়েরা নেশার ঘোরে কতরকম বাতেলা ঝাড়ে। বলছিলো, ও আর ওর বয়ফ্রেন্ড ইস্টার্ণ পয়েন্টের ঐ যে রেস্তোরাঁটা একদম চলে না, নাম 'সী গার্ল' ওটাই কিনবে নাকি। নেশার ঘোরেই বলছিল বোধ হয়। আর সেই মেয়েটা চলে গেল—

আচ্ছা, আজ চলি টিনটিন। তোমার ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করো না। কফির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। সত্যি দারুণ কফি। অনেককাল খাইনি। ও. কে.।

জেফ হকিনস্‌ 'সী গার্ল' রেস্তোরাঁর মালিক। বুড়ো, পরনে ময়লা বাথ-রোব, পায়ে চপ্পল, সবে ঘুম থেকে উঠেছে।

জেফ, তুমি নাকি রেস্তোরাঁ বিক্রী করবে? জেফ চোখ পিটপিট করে সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভ টম লেনস্কির দিকে তাকাল।

ইয়া, ক্যাপ্টেন। গো-গো ক্লাবের ঐ মেয়েটা কিনবে বলেছে। ড্রিনা ফ্রেঞ্চ আমায় সাত হাজার ডলার দেবে বলেছে। ...আমি ভাবছিলাম, মেয়েটা অতো টাকা কোথায়, পাবে? তবে ও নিজের মায়ের নামে দিব্যি গেলে বলেছে, আজ টাকা দিয়ে ও কাগজপত্র সই করবে—

না, জেফ তোমার কপাল খারাপ। সে আর কিনবে না। আজ বন্দরের জল থেকে মেয়েটাকে আমরা তুলেছি।

হকিনসের ঘামে ভেজা গোলগাল মুখটা হঠাৎ কুঁকড়ে যায়।

টেঁশে গেছে?

ইয়া।

জেফ তার বিরাট দশাসই চেহারাটা নিয়ে টুলের ওপর বসে থাকে চুপ করে। শক্ত মাংসল হাতদুটো গালের ওপর রেখে ভাবতে বসে।

নসিব খারাপ। আমি নিঃসন্দেহে ভেবেছিলাম, আমাকে এখানে আর গলে পচে মরতে হবে

না।

গোয়েন্দা লেনস্কি নোট নেওয়ার জন্য খাতা বের করে। তৈরী হয়ে বলে, জেফ, তোমাকে ওয়েট্রেস ড্রিনা ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ কেনার ব্যাপারে কি কি বলেছিল, তা একটা কথাও বাদ না দিয়ে সব বলে যাও।

ভাগ্যের ফের নইলে ওয়াশিংটন থেকে একজন সেক্রেটারী যখন ফোন করে মার্কিন সরকারের রকেট রিসার্চ বিভাগের সর্বেসর্বা মারভিন ওয়ারেনের জন্যে বেলভেডর হোটেলে ঘরের রিজার্ভেশন চাইছে, ঠিক তখনই হোটেলের লবিতে বসে ন্যুইয়র্ক টাইমস-এ স্টক এক্সচেঞ্জের খবর পড়তে যাবে কেন আন্তর্জাতিক স্পাই হারম্যান র‍্যাড নিজের চীফ অফ অপারেশনস জোনাথন লিন্ডসে।

রিসেপশনিস্ট টেলিফোন ধরেছে। মিস্টার মারভিন ওয়ারেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পুরো স্যুইট চাই? উনি আমাদের হোটেলে এসে থাকলে আমরা আনন্দিত হবো। ...দুপুরে? বেশ, তাই হবে। ওনার জন্য সবরকম আয়োজন করা থাকবে। থ্যাঙ্ক ইউ।

লিন্ডসে ঘড়ির দিকে চোখ রাখে, দশটা বেজে দশ মিনিট। কিছুক্ষণ পরে ও রিসেপশন ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

স্যার আপনার চোখের তারার আকাশী রঙের সঙ্গে ড্রেসের রং দারুণ ম্যাচ করেছে। মানিয়েছে ভাল। একটু আগে আপনি যার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন, সে আমার পুরানো দিনের বন্ধু। সব শুনে ফেলেছি বলে কিছু মনে করলেন না তো? মিস্টার মারভিন ওয়ারেন্‌কে কোন খবরটা দিলেন?

স্যুইট নম্বর ৮৭৫। এই হোটেলের সেরা দুটি ঘরের মধ্যে একটি মিস্টার র‍্যাডনিজের...অন্যটি,

থাক, আমি জানি। আর বলতে হবে না। একটু হেসে ওখান থেকে ধীরে ধীরে কেটে পড়ে লিন্ডসে।

নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে লিফটে করে সবচেয়ে ওপর তলায় যায়। ঘরে ঢুকে একটা ডেস্ক টেনে বার করে। একটি চারকোণা বাক্স তার হাতে। বাক্সের মধ্যে থেকে একটি প্লাস্টিকের কালো বোতামের কি চট করে হাতে তুলে নিয়ে পকেটে পুরে দেয়?

তারপর আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঠিক নীচের তলার সার্ভিস রুমে এসে ঢোকে জোনাথন লিন্ডসে।

গুড মর্নিং জোস। পরের মাসে ৮৭৫ নম্বর স্যুইটে আমার এক বন্ধু আসছেন। আমার ইচ্ছা উনি যেন আরামে থাকেন। কোন অসুবিধা না হয়। তাই ভাবছিলাম, ঘরগুলো একবার স্বচোখে দেখে আসি। কোন বোর্ডার আছে নাকি?

না স্যার। হ্যাঁ আমিও শুনেছি, দুপুরে এক ভদ্রলোক আসছেন। চলুন, দেখে আসবেন।

চাবি খুলে স্যুইটের ভেতরে ঢোকে জোস ও লিন্ডসে। জোস লিন্ডসের দিকে পেছন করে বন্ধ জানালাগুলো খুলে দেওয়ার জন্য এগিয়ে যায়।

এই সুযোগে...

সেই প্লাস্টিকের কালো বোতাম সমেত লিন্ডসের হাত বড়ো টেবিলের তলায় চালান হয়ে যায়।

বোতাম নয়, শক্তিশালী মাইক্রোফোন। টেবিলের নীচে এঁটে থাকার জন্য বোতামের তলায় অ্যাডহেসিভ লাগানো। ওটা টেবিলের তলায় সেঁটে দিয়ে লেনস্কি বলে, বাঃ, সুন্দর তো ঘরটা। একটা পাঁচ ডলারের বিল জোসের হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে নিজের স্যুইটে ফিরে যায়।

বন্ধ ক্লোজেটের ভেতর রেভক্স টেপ রেকর্ডারে নতুন এক রীল টেপ লাগায় লিন্ডসে।

তারপর রোদের আলোজ্বালা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে জোনাথন লিন্ডসে।

লক্ষ্য করছে ইউ, এস, আর্মির হেলিকপ্টারগুলোর ওপর, ওরা ফালতুই রকেট বিজ্ঞানী পল ফরেস্টারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পল ফরেস্টারকে তারা এখন কি করে খুঁজে পাবে, কারণ সে এখন মরুভূমিতে ঘেরা পাহাড়ী

সুড়ঙ্গের শেষে গোপন গুহায় বন্দী।

সেখানেই আটকে আছে মিসেস নোনা জেসী, যে এককালে পল ফরেস্টারের ল্যাবোরেটরীর এসিস্‌ট্যান্ট ছিল।

দুই বন্দীকে পাহারা দিচ্ছে দুই পেশাদার খুনী—সিঙ্ক ও কীগ্যান। সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার অ্যালেকস্ কুনজ আজ ওখানে পৌঁছলেন। লিভসে প্রাগের আক্রণ হোটেলে র‍্যাডনিজের কাছে সাংকেতিক টেলেক্সে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে—কাজ প্ল্যান মাফিক এগোচ্ছে।

মার্কিন সরকারের রকেট রিসার্চ বিভাগের প্রধান মারভিন ওয়ারেন। লম্বা, বিরাট চেহারা, মাথাভর্তি সাদা চুল, হাসলে গালে টোল পড়ে, কালো চোখে অন্তর্ভেদী চাউনি।

বেনভেডর হোটেলে ওয়ারেন যখন পৌঁছেছে তখন ঘড়িতে দুপুর বারোটা বেজে বিশ মিনিট। এর পনেরো মিনিট পরেই তার ঘরে মিটিং বসেছে।

ওয়ারেনের বাঁদিকে চীফ অফ পুলিশ টেরেল, সি. আই. এ-র এজেন্ট জেসী হ্যামিলটন ডানদিকে। টেবিলের অন্যদিকে এফ. বি. আই. এজেন্ট রোজার উইলিয়ামস এবং একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে ওয়ারেনের সেক্রেটারী অ্যালেক হর্ণ। সে নোট নিতে ব্যস্ত।

ক্যাপ্টেন টেরেলের রিপোর্ট শুনলো। ওয়ারেন বলছে। হ্যামিলটন, তুমি তোমার মতামত বলো। হ্যামিলটনের মাথায় টাক, রোগা, দুটি চোখে ধূর্ততার পরিচয়, মুখে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠুরতার ছাপ। সি. আই. এ. এজেন্ট নির্দ্বিধায় বলে ওঠে—

সমস্ত ব্যাপারটা একটা ষড়যন্ত্র। বাইরের সাহায্য নিয়েই পল ফরেস্টার পালিয়েছে তা অনেকগুলো ব্যাপার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা আঙুল তুলে হ্যামিলটন বলে, প্রথম ক্লু—চেয়ারের পায়ার আঘাতে মেল নার্স লুই মারা যায়নি।

দ্বিতীয় ক্লু—চেয়ারের ভাঙ্গা পায়ায় কারো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ যে খুন করেছে সে গ্লাভ্‌স ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ফরেস্টারের কাছে গ্লাভস ছিল না।

তৃতীয় ক্লু—পাগলাগারদের মেল নার্স ফ্রেড লুইয়ের সঙ্গে গো-গো ক্লাবের ওয়েট্রেস ড্রিনা ফ্রেঞ্চের মেলামেশা ছিল। সে ও তার বয়ফ্রেন্ড একটা রেস্তোরাঁ কিনবে, তা ড্রিনা ক্লাবের বারম্যানকে বলে।

চতুর্থ ক্লু—সেই রেস্তোরাঁর মালিকের কাছ থেকে জানা যায়, ড্রিনা সাত হাজার ডলার দিয়ে রেস্তোরাঁ কিনতে চেয়েছিল। এখন কথা হল, এত টাকা ড্রিনা কোথা থেকে পেতো? ফ্রেড লুইয়ের কাছ থেকে। ফ্রেড লুই কি টাকাটা সুদ হিসাবে পাবে ভেবেছিল?

ষষ্ঠ ক্লু—ফ্রেড লুই ও ড্রিনা ফ্রেঞ্চও মারা গেছে। ফ্রেড লুইকে কেউ খুন করেছে, অস্ত্রটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর ড্রিনা ফ্রেঞ্চও পা ফসকে যদি জলে পড়ে থাকে তাহলে ডাক্তার লোওইর মতে তার মাথায় এমন মারাত্মকভাবে আঘাত লাগার কথা নয়। ডাক্তারের ধারণা, কেউ মেয়েটিকে সজোরে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

এই সূত্র প্রমাণ বিচার করে এবং লুই ফরেস্টার আমেরিকার সেরা রকেট বিজ্ঞানী কথাটা মনে রেখে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ফরেস্টারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

এইবার রোজার উইলিয়ামের বক্তব্য শোনার জন্য ওয়ারেন তার দিকে তাকায়।

বেঁটে, রোগা চেহারা, মাথায় পাতলা সোনালী চুল, রোদে পুড়ে মুখের রঙ তামাটে হয়ে গেছে? তোমার কি ধারণা?

হ্যামিলটনের মতই আমার মত। সম্ভবত, ফরেস্টারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মারভিন ওয়ারেনের দৃষ্টি টেরেলের দিকে, তুমি কি বলো?

একগাল দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে টেরেল বলে, কিডন্যাপিং কিনা বলতে পারবো না। তবে বাইরের কেউ ওকে মদত দিয়েছে।

সেক্রেটারীকে অর্ডার দেয় মার্ভিন সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার জর্জকে ডাকো।

ডাক্তার পল ফরেস্টার ছাড়া পেয়ে কি করবে বলে তুমি মনে কর?

তার কেস হিস্ট্রী থেকে আমার যতদূর মনে হয়, তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে তার স্ত্রীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই প্রথমে সে তার বউকে খুঁজে বের করবে। আর কারো সঙ্গে মিশবে না। কেবল চুপ করে নিজের মনে বসে থাকবে।

আমি জানি, যে কোন মুহূর্তে সে হয়ে উঠবে হিংস্র, হত্যা করার জন্য উতলা হয়ে উঠবে। হ্যান্ড গ্রেনেডের দিন যদি খারাপ থাকে, সামান্য নাড়াচাড়ায় গ্রেনেড ফাটতে পারে। আমার মতে, পল ফরেস্টার যদি তার বউকে খুঁজে পায় গ্রেনেড ফেটে পড়বে।

ডক্টর তুমি এখন যেতে পার। থ্যাঙ্ক ইউ।

টেরেল, তুমি জান, ফরেস্টারের বউ এখন কোথায়?

জানি, পলের বউ সি ভিউ এভিনিউয়ের একটা বাংলোয় থাকে।

বেশ বাংলোয় কড়া পাহারার ব্যবস্থা করো।

ওপরতলার ঘরে টেপরেকর্ডারের সামনে আন্তর্জাতিক স্পাই র‍্যাডনিজের চর জোনাথন লিন্ডসে বসে আছে। ওদের প্রত্যেকটি কথা শুনতে পাচ্ছে। মনে করেছিল অপারেশন খুব ভালভাবেই হয়ে যাবে, কিন্তু যতটা ভেবেছিল ততটা নিখুঁত ভাবে হল না। ঝামেলা, ভীষণ ঝামেলা।

লিন্ডসে মদ খায় না ঠিকই কিন্তু বাচ্চাদের মত যখন তখন লজেন্স চোষা তার একটা নেশা। একটা রঙচঙা লজেন্স গালে ফেলে দিয়ে আবার কান পেতে শোনে। এবার মারভিন ওয়ারেন কথা বলছে।

কোন প্রকারেই খবরের কাগজের রিপোর্টারদের জানানো হবে না, ফরেস্টার কিডন্যাপ হয়েছে। প্রেস জানবে ফরেস্টার নিজেই পালিয়েছে। যারা কিডন্যাপ করেছে, তারা ভাববে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি।

ধীরে ধীরে পুলিশ চীফ টেরেল মন্তব্য প্রকাশ করে—কিন্তু আমরা যদি রিপোর্টারদের না জানাই, তাহলে প্রেস ধরে নেবে ফরেস্টার মেল নার্স ফ্রেড লুইকে খুন করে পালিয়েছে। এটাই হোক, আপনি কি তাই চান?

আপাততঃ তাই প্রচার হোক। আমরা তো জানি, পল মেল নার্সকে খুন করে নি।

টেরেলের কথাটা আপনি বুঝলেন না—সি. আই. এ এজেন্ট উইলিয়ামস্ বলে। ধরুন ফরেস্টারকে কেউ কিডন্যাপ করেনি, সে বাইরের কারো সাহায্য নিয়ে পালিয়েছে। এখন সে কাগজে পড়লো, লুইয়ের খুনের জন্যে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে—সে তখন কি করবে?

ওয়ারেন ভুরু কোঁচকায়।

পাবলিককে জানানো চলবে না। সম্ভবতঃ এটা বড় ধরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।

লিন্ডসে এবার উঠে দাঁড়ায়। সে তার ভাগ্যকে প্রশংসা না করে পারে না। সে ঠিক সময় মারভিন ওয়ারেনের ঘরে মাইক্রোফোনটা লুকিয়ে রেখে এসেছে।

অপারেশনটা ক্রমশঃ প্যাঁচালো হয়ে উঠেছে।

গুহার এই গোপন আশ্রয় আত্মরক্ষার পক্ষে নিরাপদ কে বলতে পারে? লিন্ডসে ডেস্কের কাছে এগিয়ে যায়। র‍্যাডনিজের কাছে সাংকেতিক লিপিতে টেলেক্স মেসেজ পাঠানোর জন্য লিখতে বসে।

এখন ডিটেকটিভ রুমের ইনচার্জ সার্জেন্ট জো বেইগলার। পুলিশের পরিবর্তে ফরেস্টারের খোঁজের ভার এখন এফ. বি. আই-এর উপর।

জ্যাকবী দুজন পুলিশ গার্ড নিয়ে মিসেস ফরেস্টারের বাংলোয়। ফোন বেজে ওঠে।

ও. কে। ফোনের ও প্রান্ত থেকে সার্জেন্ট বেইগলারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—এখুনি কাউকে পাঠাচ্ছি...

কথাটা শুনে টম লেনস্কি লাফিয়ে ওঠে—আমি না। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমার হতচ্ছাড়ী বউ বাঁচিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বেইগলের চোখ একবার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত শূন্য ঘরের ডেস্কগুলির ওপর দিয়ে ফিরে আসে।

চোখে তো পড়ছে না। স্টেট হসপিট্যাল থেকে ডিটেকটিভ ওলসেন ফোন করেছে। 'দ্য হেরাল্ডে'র রিপোর্টার অ্যালেন শারম্যানের জ্ঞান ফিরেছে। ও স্টেটমেন্ট দিতে পারবে।

...তুমি তো ওলসেনকে চেনো, ওকে দিয়ে এসব কাজ হবে না। শারম্যান মার খেয়েছে বলে 'দ হেরাল্ড' রেগে গেছে ভীষণ। শারম্যানকে কে বা কারা মেরেছিল সে খবরটা সংগ্রহ করতে পারলে, ওরা সামনের পাতায় তোমার ফটোটা ছাপবে।

টম খুশীতে চেঁচিয়ে ওঠে—ইয়া, রাইট জো।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে গাড়িতে উঠে বসে লেনস্কি। সাইরেন বাজাতে বাজাতে গাড়ি ঝড়ের গতিতে হাসপাতালে এসে হাজির হয়।

থার্ড মেড ডিটেকটিভ গুস্তাভ ওলসন। মোটাসোটা চেহারা, হাসিখুশী, লাল মুখ। লোকটা যে কোনদিন ভাল গোয়েন্দা হবে না তা নোট করে রাখা যায়। তবে কাউকে মারতে বা আড়ং ধোলাই দিতে ওস্তাদ, দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এখন হাসপাতালের খাই খাই চেহারার নার্সের সঙ্গে গুস্তাভের খুব মেলামেশা। প্যারাডাইস হেরাল্ডের সেরা রিপোর্টার অ্যালেক শারম্যানকে কে বা কারা ঠেঙিয়ে হাড়টাড় ভেঙে ফ্ল্যাট করে দিল। পুলিশ আসামীকে ধরতে পারলো না—এই নিয়ে প্যারাডাইস হেরাল্ড এমন হল্লোড় বাঁধিয়ে দিল যে, শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে অজ্ঞান লোকটার বিছানার পাশে টেরেল ওলসেনকে বসিয়ে রেখেছে। শারম্যান যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে স্টেটমেন্ট দেবে, তখন পুলিশও এক হাত লড়ে যাবে—এইরকমই খবরের কাগজওয়ালাদের বোঝানো হয়েছে।

গোয়েন্দা লেনস্কি লম্বা লম্বা পা ফেলে লবি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওলসেনের মনে কতই না দুঃখ, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সরে পড়ো, বেবি— ও নার্সকে বোঝায়।

ঝামেলা আসছে, তুমি আর আমি এক জায়গায় গিয়ে একটা কিছু করার সময় হয়েছে।

লেনস্কি আসতেই খুবসুরৎ নার্স তাকালো তার দিকে। ঠোঁটে লেগে আছে সেক্‌সি হাসি। লেনস্কি তাকে গ্রাহ্যই করলো না। তার মনের পর্দায় ভেসে বেড়াচ্ছে নিজের দু'কলম জোড়া ছবি যেটি কয়েকদিনের মধ্যেই হেরাল্ডের সামনে পাতায় ছাপা হবে।

শারম্যান কথা বলছে? লেনস্কি প্রথম বলে ওলসেনকে।

হ্যাঁ, জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার বলছে, মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বলা চলবে। আমি তোমার সুযোগটা নষ্ট করতে রাজী নই।

রাইট, লেনস্কি ওর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে, আমি শারম্যানের সঙ্গে কথা বলছি। তুমি যাও, নার্সের সঙ্গে প্রেমালাপ করো।

শহরের সব খবরের কাগজের রিপোর্টারদের সঙ্গে অ্যালেন শারম্যানের বেশ মেলামেশা আছে। লেনস্কিও তাকে চেনে।

ধীরে ধীরে ছোট্ট ঘরটার দিকে এগোয় লেনস্কি, যেখানে ব্যান্ডেজ বাঁধা ভাঙাচোরা লোকটা দুমড়ে পড়ে আছে। অ্যালেক শারম্যানকে প্রথম নজরেই দেখে লেনস্কি চমকে ওঠে। মুখের বেশীর ভাগ ব্যান্ডেজে ঢাকা, একটা চোখ কেবল দেখা যাচ্ছে। এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখে টমের মেজাজ বিগড়ে যায়।

তোমাকে এভাবে কে মেরেছে, অ্যালেক? ভাঙা চোয়াল তার দিয়ে আটা, ভাল করে কথা বলতে পারছে না। অস্ফুটে অ্যালেক বলে, আমি গাড়িতে উঠলাম। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে আমার মাথায় আঘাত করলো।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, টম, আমার ফিয়াসে নোনার কাছ থেকে কোন টেলিফোন আসেনি এর মধ্যে? নোনা জেসী। ১৮৯০ নম্বর লেক্সিংটন রোডে ও থাকে, চাকরী করে রকেট রিসার্চ স্টেশনে? রীতিমত ঘাবড়ে যায় গোয়েন্দা লেনস্কি। হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে নোনা রকেট বিজ্ঞানী পল ফরেস্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। টম, ওর খবর কিছু জান?

১৮৯০ লেক্সিংটন রোড—রাইট? থেমে থেমে টম বলে।

হ্যাঁ।

টেক ইট ইজি। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি খোঁজ নিয়ে তোমাকে জানাবো। অ্যালেনের ঘর থেকে টম সোজা এলিভেটর দিয়ে নিচের তলায় হাজির হয়, সেখানে থেকে ছুটে করিডর পার হয়ে যায়।

ওলসেন তখনও নার্সের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে।

ছুটন্ত লেনস্কিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ওলসেন মুচকি হেসে বলে, এই হারামির সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি।

খিলখিল করে হেসে উঠে নার্স।

আমার কিন্তু বিরাট এলেন—আমার ডিউটি আটটায় শেষ। ওলসেন বলে।

ভালই হল, তুমি আর আমি তারপর বেড়াতে বেরোব।

মৃদু হেসে নার্স করিডর ধরে এগিয়ে যায়।

নোনা জেসী? বাড়িউলি মিসেস ওয়াটসন মুখ খিঁচিয়ে বলে। চোর কোথাকার, নচ্ছাড় মেয়েমানুষ।দোকান থেকে চুরি করেছিল—

চোর? অবাক হয়ে জানতে চায় গোয়েন্দা টম লেনস্কি।

পুলিশগিবি করছ অথচ জান না কে চোর আর কে সাধু? তুমি এখবরও রাখো না?

ম্যাডাম, শহরের সব চোরেদেব নাড়ি-নক্ষত্র জানতে গেলে আমাকে আর রোজগার করতে হবে না।

মিসেস ওয়াটসন আর কথা বাড়ায় না। নোনা জেসী কিভাবে সেল্‌ভ সার্ভিস থেকে স্টোরের মাল সাফাই কবেছে তা বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললো।

এই তো, চারদিন আগে ওর এক মামাতো বোন এসে ভাড়াপত্র চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে গেছে, ঝামেলা গেছে!

সেই বোনের নাম জান?

শীলা ম্যাসন।

ঠিকানা?

অতশত জেনে আমার কি লাভ?

কেমন দেখতে?

মেয়েটি মিনিস্কার্ট পরেছিল। কোন মেয়ে মিনিস্কার্ট পরলে মনে হয় এক লাথি মেরে হাটিয়ে দিই। সোনালী চুল আর নীল দুটি চোখ। যে সব মেয়েরা মিনিস্কার্ট ব্যবহার করে তাদের আবার টম্ লেনস্কি পছন্দ করে। তাই কিছু না বলে কেবল হুঁ বলে।

মেয়েটির বয়স কত?

তা প্রায় তেইশ চব্বিশ হবে। ওখান থেকে লেনস্কি ড্রাগস্টোরে আসে। ডিটেকটিভ ওলসেনকে ফোন করে জানায়—

শোন হে গণ্ডমূর্খ, শারম্যানকে জিজ্ঞেস করো ওর ফিয়াঁসে নোনা জেসীর কোন মামাতো বা মাসতুতো বোন আছে নাকি? মেয়েটির নাম শীলা ম্যাসন। টেরাসে থাকে। শুনতে পাচ্ছ?

এতক্ষণ পরে ওলসেনের নিঃশ্বাসে চাপা শব্দ ভেসে আসে।

তোমার দুর্ভাগা। নাও, ওঠো। জিজ্ঞাসা করে এসো, বললাম তো নোনা জেসীর বোন...নাম...

তিনবার নামটা বলার পর ওলসেনের কানে গিয়ে পৌঁছায়।

লেনস্কি ফোন ধরে ওলসেনের অপেক্ষায় বসে থাকে। পরপর তিনটে সিগারেট শেষ করার পরে ওলসেন এসে জানায়, শারম্যান বলছে, নোনার কোন আত্মীয় নেই।

ভেবে দেখল, কোর্টে গিয়ে নোনা জেসীর অ্যারেস্ট, বিচার ও শাস্তির কাগজপত্র বের করতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগবে।

তাই হেডকোয়ার্টারে ফোন করে টম—শোন জো, আমার ফিরতে দেরী হবে, বিরাট একটি সূত্রের সন্ধান পেয়েছি।

এখানে দ্বিতীয় কেউ নেই। তুমি দেরী না করে চলে এসো, তোমার অনেক কাজ

বাকী—চেঁচিও না, আমার কানের পর্দা ফেটে যাবে, লেনস্কি মেজাজে ফোন রেখে দেয়।

'উয়োমেন্‌স হাউস অফ কনেকশন'—মেয়েদের জেলের দারোয়ানের সঙ্গে লেনস্কি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে সব কিছু জেনে নেয়। এককালে লেনস্কির সঙ্গে ও রোদে বেরোত। যে বাসটা মেয়ে কয়েদীদের শহরে নিয়ে যায়, সেই বাস ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করে লেনস্কি তার কাছে ছুটে যায়। ড্রাইভার ঝানু বেশ্যা লু-লু ডজের সন্ধান দিয়ে বললো, খানকীটা বারে বসে আছে খদ্দেরের আশায়।

ও জানালো, হ্যাঁ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দুটো লোক নোনাকে জোর করে গাড়িতে তোলে। সম্ভবত ওরা পুলিশের লোক বলেই মনে হচ্ছিল।

এই যথেষ্ট নয়, যে গাড়িতে নোনাকে ওরা তুলে নিয়ে যায়, সেই গাড়ির নম্বরটা পর্যন্ত একটা পুরানো বিলের পেছনে লু-লু লিখে রেখেছে।

চারটে বেজে গেছে। লেনস্কি হেড কোয়ার্টারে ঢুকেই লক্ষ্য করে বেইগলার তিনটে সদ্য নতুন পেট্রলম্যানকে বোঁদ থেকে ডেকে এনে কাজ সামলাচ্ছে।

লেনস্কিকে দেখেই ও জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। প্রকাণ্ড হাত দুটো মুঠো করে বলে, আমি তোমার নামে রিপোর্ট করেছি। তোমার চাকরী আর থাকবে না, তোমাকে আগেই মনে করিয়ে দিলাম।

বলো না, চুপ কর। পরে অনুতাপ করবে। চীফ কোথায়? চীফের অফিসে, যাও না, এমন ধাতানি দেবে—লেনস্কি হাসতে হাসতে চীফ অফ পুলিশ টেরেলের ঘরে ঢোকে।

ফরেস্টারের বউ থিয়া ফরেস্টারের বাংলো সমুদ্রের ধারে পাম গাছের ছায়ার তলায়। প্যারাডাইস সিটার বাঁদিকে কতকগুলো মধুকুঞ্জ আছে। ওখানে বসে মেয়ে-পুরুষে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ছায়ার আড়ালে বসে তাদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর কথা কেউ জানতে পারে না।

পর পুরুষের সঙ্গে বউ থিয়াকে একসঙ্গে থাকতে দেখে রাগে উন্মত্ত হয়ে ওর স্বামী পল ফরেস্টার খুন করতে যায়। পলকে পাগলা গারদে আটকে রাখার পর থেকেই থিয়া এখানে এই বাংলোয় থাকে।

মাসোহারা বাবদ মার্কিন সরকারের কাছ থেকে কিছু পায়। থিয়া লোভে পড়ে বিজ্ঞানীকে বিয়ে করেছিল। ভেবেছিল, একদিন পল ফরেস্টারের অনেক নাম ডাক ও খ্যাতি হবে। হারামীটা টাকার লোভে সবই করতে রাজী।

থিয়ার ধারণা, তার দেহের উপর পুরুষদের ভীষণ লোভ, তার রূপের জন্য পাগল। তাই শরীরটাকে সর্বদা পরিপাটি করে রেখে দেয় থিয়া। শরীরের যত্ন নিতেই ওর দিনের বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়। রোজ থিয়া সাহেবের সেরা হেয়ার ড্রেসারের কাছে যায়। সান বাথ নেয়। সাঁতার কাটে, ব্যায়াম করে, রোদ পোহায়। চেহারাটা এত নিখুঁত যে মনে হয় পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে।

ওর বয়সী মেয়েদের তুলনায় থিয়া একটু বেশী লম্বা, মিনিস্কার্ট সে ব্যবহার করে না।

সবুজ দুটো চোখের তারায় সর্বদা কামনা বাসনা জ্বলজ্বল করছে। ওর চোখের নাচন দেখেই পুরুষেরা ভুলে যায়। এতেই চোখ টেরিয়ে দেয় পুরুষের। আর মিনিস্কার্ট পরে খোলা হাঁটু আর উরু দেখিয়ে পুরুষের মন আকর্ষণ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না থিয়ার।

থার্ড গ্রেড ডিটেকটিভ ম্যাক্স জ্যাকবী যখন থিয়ার বাংলোয় হাজির হল, তখন সওয়া এগারোটা বাজে। সঙ্গে সাদা পোষাকের দুই ডিটেকটিভ এসেছে—ফিল বেটন আর ডিক হার্ণার।

তোমাদের ডিউটি সাত ঘণ্টা। চারপাশে লক্ষ্য রাখো। খুব সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে, তোমরা এখানে আছো। যদি পল ফরেস্টার আসে, তবে তাকে আটকাবে। কিন্তু গায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে। ফরেস্টার হল ভি, আই, পি। ওর সঙ্গে অস্ত্র থাকতে পারে। মনে রাখবে লোকটা পাগল—

ফিল আর ডিক বালি পার হয়ে গাছের ছায়ার দিকে হাঁটে। জ্যাকবী দরজার সামনে গিয়ে কলিং বেল বাজায়। পাতলা লাল নাইটি জড়িয়ে থিয়া দরজা খুলে দেয়। জ্যাকবীর নিটোল শক্ত সমর্থ চেহারা দেখে মনে আনন্দের জোয়ার ওঠে। চকচকে সাদা দাঁত বের করে খিলখিল করে হেসে

ওঠে।

জ্যাকবী গোয়েন্দাগিরিতে ওস্তাদ। তাড়াতাড়ি নিজের ব্যাজ দেখিয়ে বলে, এক্সকিউজ মি, আমি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে আসছি। আপনার বাংলোর ওপর নজর রাখার ভার আমার।

মুহূর্তের মধ্যে থিয়ার ঠোঁটের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। পুলিশ? পাহারা? প্রথম আমতা আমতা করে থিয়া—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ, খবরটা এখনও চাউর হয়নি বলেই আপনি জানেন না।

আপনার স্বামী পল ফরেস্টার পাগলা গারদ থেকে পালিয়েছে—

থিয়ার মুখের সামনে নেমে আসে বিপদের কালো ছায়া। মুহূর্ত খানেক আগে যে চোখ কামনায় জ্বলজ্বল করছিল সে চোখ দুটিতে জ্যাকবী এখন লক্ষ্য করে স্থিরতা। নিমেষের মধ্যে রোদ লাগা বাদামী মুখের উপর থেকে সব রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে

পল? থিয়ার গলাটা কেমন ভারী শোনাল। পালিয়েছে?

হ্যাঁ, তাকেই আমরা খুঁজছি। দু'জন গোয়েন্দা দিনরাত এই বাড়িটা পাহারা দেবে। ও যদি আসে ওকে আটকানো হবে। আপনার বাংলোর ভেতরটা একবার দেখাবেন কি?

না, এখন হবে না, পরে। এখন তুমি যাও।

উলঙ্গ, খাটো ব্রুস অ্যাডকিন এখন ড্রেসিং গাউন পরেছে। কিছুক্ষণ আগে বেডরুমের ডবল সাইজ বেডের উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ব্রুসের সরু মুখটায় একটা জান্তব আকর্ষণ আছে। রোদ-ঝলসানো সুন্দর মুখ, খাড়া নাক, গোঁফটা যেন পেনসিলে আঁকা।

লোকটা দিনে ফরেস্টারের হাফ গেরস্ত বউয়ের সঙ্গমের সঙ্গী হয়, আর রাতে প্যারাডাইস সিটির ক্যাসিনোর জুয়ার আড্ডায় ক্রুনিয়ারের চাকরি করে। একমাত্র ব্রুসের কাছেই থিয়ার মন ভরে, অন্যান্য যারা রাতে থিয়ার বিছানা গরম করতে আসে তারা কেউ ঠিকমত তৃপ্তি দিতে পারে না।

ব্রুস অ্যাডকিনকে বাহবা দিতে হয়, লোকটা বেশ কায়দা জানে। অন্য পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি আনন্দ দেয় বলে থিয়া ওকে বেশি পছন্দ করে।

কে এসেছিল? ড্রেসিং গাউনের দড়ির ফাঁস বাঁধতে বাঁধতে ব্রুস জানতে চায়। নিজের মাথার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে। মনে পড়ে গেল কাল রাতের কথা। একটু বেশি নেশা করার ফলে একই সঙ্গে দুটো মেয়েকে বিছানায় তুলেছিল সে।

পুলিশ! হতচ্ছাড়া পল পাগলা গারদ থেকে কাল রাতে পালিয়েছে। ঐ উজবুকটাকে ওরা আটকে রাখতে পারলে না।

অ্যাডকিন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখদুটো বড় বড় করে বলে, তোমার স্বামী? সেই পাগলাটা? পালিয়েছে?

হ্যাঁ আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। মনে হচ্ছে, গন্ডমূর্খগুলোকে ধরে খুন করে ফেলি।

কি বলছো তুমি? তার মানে পাগলাটা এখানে আসতে পারে? অ্যাডকিনের মুখটা রক্তশূন্য হয়ে যায়।

তা আমি জানবো কি করে? তাছাড়া আমার ঠিকানা কি করে জানবে?

তাহলে পুলিশ কি করে জানলো? থাক, মূর্খের মত কথা বলো না। একটা ককটেল আনো।

এই খবরটা শুনে আমি কতটা যে আঘাত পেয়েছি, তুমি বুঝবে কি করে?

ও, আমার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে? চেঁচিয়ে বলে অ্যাডকিন—এখান থেকে ভালো ছেলের মত সরে পড়া ভাল। আমি ঐ পাগলাটার হাতে ছুরি খেয়ে মরি, তাই কি তুমি চাও? আমি জানি, তোমার আগের নাগরের কি দুর্দশা হয়েছিল। পেট কেটে কেউ আমার নাড়িভুঁড়ি বের করে দেবে, তা আমি চাই না। বেবী, তুমি এখন আমার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করো।

থিয়া ভাবতে পারেনি অ্যাডকিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। বোকার মত প্রশ্ন করে, আমাকে একা রেখে তুমি চলে যাবে? হাঁ করে চেয়ে থাকে থিয়া।

আর ভাবনা কিসে পুলিশের হেপাজতে ভালই থাকবে। প্যান্টের চেন আঁটতে আঁটতে বলে অ্যাডকিন।

অ্যাডকিন চলে যায়। থিয়া হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়। তারপর সিগারেট টানতে টানতে ভাবে, যে সব বিবাহিত পুরুষ তার কাছে আসে, তারা যদি টের পায় পুলিশ বাংলোয় পাহারারত, তাহলে তাদের আসা বিপদ।

থিয়া চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে, যে সব নাগরদের সঙ্গে তার এ সপ্তাহে শোওয়ার কথা তাদের কাছ থেকে কম করেও ছ'শ ডলার আয় হওয়ার কথা। অনেক ধারও তার জমে গেছে।

কিন্তু না, ওদের আসতে বলা চলবে না। ওদের আবোলতাবোল কিছু একটা বোঝাতে হবে। কিন্তু তাতে তার লাভ কি? আজ তাদের বোঝাবো কিন্তু কাল যখন খবরের কাগজে বেরোবে, পল ফরেস্টার পাগলা গারদ থেকে বেরিয়েছে। তখন তার পুরুষ বন্ধুরা চুল্লীতে পোড়া গরম টকটকে লাল ইটের মত তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইবে।

থিয়া ফরেস্টার ফোনের রিসিভার তুলে নেয়। একের পর এক প্রত্যেকের এনগেজমেন্ট ক্যানসেল করতে থাকে।

দুপুর একটার রেডিও নিউজ বুলেটিনে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। রকেট সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী ডকটর পল ফরেস্টার, যিনি মানসিক রোগের দরুণ গত দু'বছর স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন, তিনি পালিয়েছেন। টি, ভি-র প্রোগ্রাম থামিয়ে টেলিপর্দায় ডক্টর ফরেস্টারের ছবি দেখানো হলো। দুপুর আড়াইটের প্যারাডাইস হেরাল্ডের বিশেষ সংস্করণ বের হলো। পাবলিককে অনুরোধ করা হচ্ছে, ফরেস্টারের খোঁজ পেলেই যেন পুলিশে জানায়। লোকটাকে ধরবার চেষ্টা করবেন না। রেডিও ঘোষক বলছিল। লোকটা সম্ভবতঃ হিংস্র। দেখতে পেলেই পুলিশে খবর দিন। ফোন নম্বর প্যারাডাইস সিটি ০৭৭৭।

সিয়ার জেসী হ্যামিল্টন প্রেস ম্যানেজ করছে। লেনস্কিকে টেরেল ওয়ারেনের কাছে নিয়ে গেছে। ওয়ারেনের টেবিলের নীচে লুকানো মাইক্রোফোন। হোটেলের সবচেয়ে ওপব তলায় র‍্যাড—নিজের ভাড়া করা ঘরে বসে জোনাথন লিন্ডসেও খবর শোনে।

নোনা জেসীকে সেলফ সারভিস স্টোরের যে ডিটেকটিভ স্টোর থেকে গয়না চুরি করার চার্জে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, তার সঙ্গে দেখা করা দরকার—

মার্ভিন ওয়ারেন বলছে, যদি বোঝা যায়, চার্জটা মিথ্যে বা সাজানো, তাহলে ধরে নিতে হবে পল ফরেস্টারকে যারা কিডন্যাপ করেছে তারাই নোনাকে...লেনস্কি, তুমি সেলফ সারভিস স্টোরে গিয়ে ওদের ডিটেকটিভকে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে এসো।

পুলিশ চীফ টেরেল বলছে। সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের সবচেয়ে ওপর তলার ঘরে টেলিফোন তোলে জোনাথান লিন্ডসে, হ্যালো সিক্স, এমার্জেন্সী। পুলিশ সেলফ সারভিস স্টোরের ডিটেকটিভকে সওয়াল করবে। লোকটা তোমার চেহারার বর্ণনা দিতে পারে। ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। কুইক!

নীচের ঘরে মার্ভিন ওয়ারেন তখন বলছে, নোনা জেসী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে দুটো লোক পুলিশ অফিসার সেজে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে টেরেল বলে, আমরা সন্ধান পেয়েছি।

ওদেরকে লু-লু ডর্জ দেখেছে। লু-লু জানায় ওরা পুলিশ অফিসার, আসলে তা নয়। এমনও হতে পারে হয়তো এককালে পুলিশে চাকরী করতো, এখন কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সীতে আছে।

লু-লু কে আমরা খুঁজছি। ওকে থানায় নিয়ে এলে, ওকে প্রাক্তন পুলিশ অফিসারদের ফটোর ফাইলটা দেখাবো—

ওপর তলার ঘরে আন্তর্জাতিক স্পাই জোনাথন লিন্ডসে ঘেমে ওঠে। ফোন তোলে।

হ্যালো, চেট কীগ্যান পুলিশ লু-লু ডর্জ নামের একটা মেয়েকে খুঁজছে। প্রাইভেট এজেন্সীর দুই গোয়েন্দা হোয়াইট আর ফক্স যখন নোনাকে গাড়িতে তোলে তখন লু-লু দেখেছে। তাড়াতাড়ি ওর মুখ বন্ধ কর।

এরপর লিন্ডসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সীতে ফোন করে জানায়।

তোমাদের দুই গোয়েন্দা হোয়াইট আর ফক্সকে মেক্সিকোয় পাঠাও। ফালতু সওয়াল করো না। কথামত কাজ কর।

প্যারাডাইস সেলসারভিস স্টোরে খদ্দেরদের আসা-যাওয়া কেনাবেচা খুব জমে উঠেছে।

এমন সময় ভিড় ঠেলে লেনস্কি এগিয়ে যায় একজন সেলস্ গার্লের কাছে।

তোমাদের ডিটেকটিভ ফ্রেন্ডলি কোথায়?

মনে হয় ঘুমোচ্ছে তারপর মেয়েটি প্রাইভেট লেখা একটা দরজার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে—ঐ দরজাটার ভেতরে দেখতে পারো। আবার ভিড় ঠেলে লেনস্কি এগোয়। হঠাৎ একটা লম্বা রোগা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খায় গোয়েন্দা টম লেনস্কি। লোকটার একটা চোখ কাচের, মুখটা এবড়ো খেবড়ো।

চোখ দুটো কি অন্ধ নাকি? গোয়েন্দা খিঁচিয়ে ওঠে।

পারডন মী। লম্বা লোকটা পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

লেনস্কি, প্রাইভেট লেখা ঘরের দবজাটা খোলে।

কাঠের বাক্সের উপর টম ফ্রেন্ডলি বসে আছে, দেয়ালে হেলান দেওয়া চোখ দুটো বন্ধ। ভারি, লম্বা, চওড়া শরীর। কপালের ঠিক মাঝখানে একটা কালো গর্ত।

লেনস্কি তাকে একটু ধাক্কা দিতে না দিতেই টম ফ্রেন্ডলির বিরাট দেহটা মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল।

লু-লু ডজের মক্কেল বুড়ো। তারা দু'জনই নাইট অ্যান্ড ডে বারে বসে আছে। লুলুর মক্কেল ভাবছে ওর সঙ্গে যাবে কি না, দর দাম কতো লাগবে, মনস্থির করতে পারছে না।

থার্ড গ্রেড টিটেকটিভ সিমস্ বোঁদের পুলিশের কাছে এগিয়ে আসে।

লু-লুকে কোথায় পাওয়া যাবে, প্রশ্ন করে সিমস।

লু-লু? হয়তো নাইট অ্যান্ড ডে বারে বসে কোন মক্কেলের জন্য ফাঁদ পেতেছে।

শক্ত নিটোল লম্বা চওড়া চেহারা সিমসের বারে ঢোকে সে।

সিমসকে লক্ষ্য করে লুলু তার ভাবী নাগরকে জানাল—

নাগর এখন কেটে পড়ো পুলিশ।

তোমাকে আমাদের খুব দরকার, বেবী। গোয়েন্দা সিমস বলে।

এই এক হতচ্ছাড়া শহর। সব শালাদেরই আমাকে দরকার হয়। তা বলে যার তার সঙ্গে তো আমি বিছানায় যেতে পারি না। ব্যাপাবটা কি বলেই ফেল।

আচ্ছা জেল থেকে যখন নোনা বেরোচ্ছিল তখন যে দুটো লোক নোনাকে পুলিশ অফিসার সেজে পাকড়াও করলো, সেই দুটো লোককে ফটো দেখে তুমি চিনতে পারবে?

কেন পারবো না, আলবাৎ পারবো। গ্লাসের বাকি মদটা গলায় ঢেলে টুল থেকে উঠে দাঁড়ায়।

নোনা মেয়েটা খুব ভালো। আধঘণ্টা পরে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে লুলু এসে হাজির হয়। পুলিশের গাড়ি থেকে সে নামে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বিপরীত দিকে থানডারবার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বসে আছে পেশাদার খুনী চেট কীগ্যান।

লুলু পাথরের চওড়া সিঁড়িগুলো বেয়ে ওপরে উঠছে। কীগ্যান ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে নেয়। সাইলেন্সার সমেত পয়েন্ট থার্টি এইট পিস্তলটা তোলে।

হঠাৎ গুলি এসে লুলুর মাথার পেছনে বেঁধে। দারুণ পেশাদারী খুন।

বেলক্সের হোটেলের সব ঘর সাফ করে রাখার দায়িত্ব হল চেম্বার মেড অ্যালিসের। ধুলো ময়লা তার একদম অপছন্দ।

লম্বা রোগা চেহারা অ্যালিসের, তিয়াত্তর বছরের বুড়ি, সে এখন হামাগুড়ি দিয়ে বসে মারভিন ওয়ারেনের ঘরে বড় টেবিলের নীচটা পরিষ্কার করছে।

টেবিলের নীচে আটকানো কালো বোতামটা তার দৃষ্টি এড়ায় না।

অ্যালিস বুড়ি হলে কি হবে, এখনও টেলিভিসনে স্পাই থ্রিলার ছবি রোজ দেখা চাই। কালো বোতামটা যে একটা মাইক্রোফোন তা বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনা।

এক্সকিউজ মী, স্যার। আপনার টেবিলের নীচে মাইক্রোফোন লাগানো আছে, আপনি কি জানেন?

মাইক্রোফোন? অবাক হয় মারভিন ওয়ারেন। আর একটু হলে হাত থেকে কফির পটটা পড়ে যেতো।

ঠিক সেই মুহূর্তেই—

ওয়ারেন আর অ্যালিসের যে কথাবার্তা হল তা ওপরতলার ঘরে বসে শুনতে পায় লিন্ডসে। সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডার নিয়ে হোটেলের সার্ভিস এলিভেটর বেয়ে নীচে নেমে যায়।

হোটেলের প্রতিটি ঘর সার্চ করতে পারে সিয়া, কিন্তু লিন্ডসের ঘরে ওরা কোন ক্লু পাবে না, এটাই যা নিশ্চিত।

সিয়া এজেন্ট হ্যামিলটন ফোন তোলে—

ঘরটা পাল্টাতে হবে, আমাদের এক্সপার্টরা নতুন করে চেক করে নেবে। ওরা দেখবে, কোথাও কোন মাইক ফিট করা আছে কিনা। আর যাই হোক না কেন, ফরেস্টারকে কেউ ফ্লোরিডার বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা প্রতিটি প্লেন, মোটর বোট এবং গাড়ি চেক করছি।

মারভিন ওয়ারেন ভাবতে বসে—কার চক্রান্তে এসব ঘটছে? কম্যুনিস্ট চীন না সোভিয়েত রাশিয়া?

কাল লিন্ডসের কাছে টেলেক্স মেসেজ এসেছে, পাঠিয়েছে র‍্যাডনিজ—পনেরোই নভেম্বর আমি ফিরছি। সাফল্য আশা করি—র‍্যাডনিজ।

অর্থাৎ লিন্ডসের কোন ওজরআপত্তি শুনতে চায় না আন্তর্জাতিক স্পাই র‍্যাডনিজ।

লিন্ডসে ভীতি বোধ করে।

মরুভূমিতে ঘেরা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের নীচে গুহার মধ্যে একটি ঘর। সেখানে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার কুনজ আর্মচেয়ারে বসে মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছে।

ওয়েল ডক্টর, যে অপারেশন শিখতে গিয়ে তুমি ইহুদি কয়েদীদের খুন করেছিলে। সেই বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপ্রচারে কাজ হবে তো?

ফরেস্টারের ম্যাস্কি ডিপ্রেসিভ সাইকোলিসিস হয় নি। তাই আমি অপারেশন করলে ব্যাপারটা আরও ঘনিয়ে যাবে, লোকসান ছাড়া লাভ কিছু হবে না। ডাক্তার মাথা নেড়ে জানায়।

গলার মধ্যে রঙীন ক্যান্ডিটা লিন্ডসের দাঁতের চাপে গুঁড়িয়ে যায়, গলা শুকিয়ে আসে।

তুমি কি বলতে চাও? ফরেস্টার পাগল নয়? পাগল সেজে বসে আছে?

না, তুমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না।

ডাক্তার লিন্ডসেকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

ওর মনটা একটা ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করতে পার। অনেক লোকেরই মনের ঘড়ির ভারসাম্য একদিকে ঝুলে পড়ে, ফরেস্টারের মনের ঘড়ির ব্যালেন্স স্প্রিংটা ঠিক নেই। এই ধরনের একটা ঘড়ি সামান্য ধাক্কা খেলে আবার চলতে শুরু করে।

বেশী মানসিক পরিশ্রম ও স্ত্রীর ব্যাভিচারের ফলেই ওর এই অবস্থা। ওকে ওর স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। গত ছাব্বিশ মাসে কেউ ওর মনে সেই সামান্য ধাক্কা দিতে পারেনি। তাই ঘড়িটা অচল—

হঠাৎ র‍্যাডনিজের কথা মনে পড়ে যায় লিন্ডসের।

র‍্যাডনিজ বলেছিল, নোনা জেসীর কথা। সে এককালে ফরেস্টারের ল্যাবরেটরী অ্যাসিসট্যান্ট ছিল। ওকে খুব পছন্দ করে ও। এই অপারেশনে ওর গুরুত্ব অনেক।

তার মানে?

এই বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের ধারণার সঙ্গে র‍্যাডনিজের ভবিষ্যৎবাণী এক। অনেক আগেই র‍্যাডনিজ তা আন্দাজ করেছে।

ডাক্তার, শুনে রাখ, যদি আমরা একাজে সফল না হই, অর্থাৎ ফরেস্টার যদি সুস্থ হয়ে না ওঠে, তাহলে মনে রেখো ঐ কাঁচের চোখওলা পেশাদার খুনী লু সিঙ্কের হাত থেকে নিস্তার নেই।

নোনা জেসী ভয় পেয়েছে। কাল চেট কীগ্যানের হুমকি শুনে নোনা ঘাবড়ে গেছে। কীগ্যান তার হাত দুটো বেঁধে বিছানায় চেপে ধরে বলেছে, যদি নোনা ফরেস্টারের কাছ থেকে ফরমুলার কোড আদায় না করতে পারে তাহলে ...

প্রথমে হেরোইন ইনজেকশন, তারপর ধর্ষণ, আবার ইনজেকসন আবার ধর্ষণ—

পরে চেট কীগ্যানের রক্ষিতা শীলা ওকে সাহস জুগিয়েছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তুমি যদি ওদের কথামত কাজ করো, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না তোমার। মিস জেসী, এসবের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

সহানুভূতি ভরা নীল দুটি চোখে তাকিয়ে আছে জোনাথন লিন্ডসে।

ডাক্তার বলছে, আপনি যদি আগের মত স্বাভাবিক ভাবে পল ফরেস্টারের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে সম্ভবতঃ উনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আমি তখন ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে ফরমুলার কোডটা জেনে নিতে পারব।

তবে তোমার কথাবার্তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। ও যে স্যানাটোরিয়ামে ছিল, হয়তো ওর সেটা খেয়ালই নেই। আমরা মাইক্রোফোনে সব শুনবো।

ডাক্তার কুনজ ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখে পিট পিট করে বলে চলে, কিন্তু ও যদি হঠাৎ তোমাকে খুন করতে আসে, তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সাহায্য করতে পারবো না।—

ফরেস্টার অপারেশনটা গোপন রাখার জন্যে যে নিরাপত্তার দেওয়াল গেঁথেছে জোনাথন লিন্ডসে সেই দেয়ালে প্রথম ফাটল ধরিয়েছে।

গুড ইভিনিং, চীফ।

শেন ও ব্রায়েন, গো গো ক্লাবের মালিক বলছে যে রাতে তার ক্লাবের ওয়েট্রেস ড্রিনা ফ্রেঞ্চ খুন হয়, তার আগের দিন রাত্রে চেট কীগ্যান নামে একজন লোক ওর সাথে দেখা করতে এসেছিল। ওর সাগরেদ আর একটা পেশাদার খুনী হল লু সিঙ্ক। এখানকার মস্তানদের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই।

তবে লোক মুখে শুনেছি, ওরা নাকি ডিনামাইটের মত ভয়ঙ্কর। চীফ, আমি ড্রিনাকে পছন্দ করতাম বলেই আপনাকে বললাম। দয়া করে আমার নাম আবার ফাঁস করে দেবেন না।

বাড়ি ফিরে যায় চীফ পুলিশ টেরেল। সার্জেন জো বেইগালারকে ফোন করে।

সার্জেন্টের ডেস্ক, সিটি পুলিশ। হ্যালো জো, আমি এইমাত্র দুটো গুণ্ডার কথা জানতে পারলাম, তুমি এখুনি তাদের খোঁজ নাও—চেট কীগ্যান আর লু-সিঙ্ক। ওদের নামগুলোই জানি, আর কিছু জানি না।

সার্জেন্ট জো বেইগলার কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মনে পড়ে যায়, কার হেগারের কথা। লোকটা সার্জেন্টের চামচা, গুণ্ডা-বদমাস মহলে ঘোরাফেরা করে। হেগারই তাকে এই দুটো গুণ্ডার সম্বন্ধে খোঁজ খবর এনে দিতে পারবে।

অন্য ডেস্কে বসে আছে গোয়েন্দা লেনস্কি। তার চোখ দুটো অরণ্যদেবের গাঁজাখুরী কমিকসের পাতায়, কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ির দিকে। আর মাত্র দশ মিনিট পরেই ওর ডিউটি শেষ।

মাত্র দু'মাস হল, ক্যারলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। তাই বউয়ের কাছে যাবার জন্য মন আনচান করছে ছোকরার।

হঠাৎ কার গলার শব্দ পেয়ে লেনস্কি চমকে ওঠে।—টম, আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি আমার ডেস্কে বসে ডিউটি দাও।

দিল বেচারার সব পরিকল্পনা মাটি করে। লেনস্কির বউয়ের কাছে যাওয়ার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে জো বেইগলার পুলিশের গাড়িতে উঠে বসে।

হেগারকে দেখলে মনে হয়, এক্ষুণি কোন মেয়ের কাছ থেকে উঠে এসেছে। বেঁটে মোটা মাংসল

মুখ, চোখের কোণে কালি, মাথার চুল উসকো খুসকো, শুধু একটা বটলগ্রীন রঙের পাজামা পরেছে।

তুমি একা আছ তো? সার্জেন্ট জানতে চায়।

না, আমি আর একটা বেড়াল আছে।

বেড়ালটা কি চার পেয়ে না দু' পেয়ে?

দু' পেয়ে।

এইভাবে দশ মিনিট কেটে গেল। সার্জেন্ট হেগারকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

বলতে পার, লু সিঙ্ক আর চেট কীগ্যান কে?

বিষ! মুখ খুললে আমার রক্ষে নেই।

এর বিনিময়ে কুড়ি ডলার পাবে।

দরকার নেই। আমায় গাড়ি থেকে নামিয়ে দাও।

বাস্টার, আমি তোমায় থানায় নিয়ে গিয়ে থার্ড গ্রেড ডিটেকটিভ ওলসেনের হাতে তুলে দেবো। রামধোলাই খাওয়ার ইচ্ছে না থাকে তো বলো।

সার্জেন্ট বেইগলার মানিব্যাগ থেকে দুটো দশ ডলারের নোট বার করে। হেগার টাকা হাতে পেয়েই মুখ খোলে।

কীগ্যান এক সময় নষ্ট মেয়েদের খদ্দের জুটিয়ে দিত। সিঙ্কটা রাম শয়তান। দু'জনেই পেশাদার খুনী। ওদের বস হল জোনাথন লিন্ডসে। লোকটার নাকি অনেক মালকড়ি আছে। ১৯৭ নম্বর বেলিভিউ এভিনিউ এর ওপর তলায় থাকে।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে হেগার গাড়ি থেকে নামে। সার্জেন্ট বলে, দেখো, বেড়ালে যেন আবার আঁচড় না দেয়।

দু'পেয়ে বেড়াল আঁচড়ে দিলে ক্ষতি নেই। আমি এটা পছন্দ করি। দাঁত বের করে হেসে হেসে বলে পুলিশের চামচা কার হেগার।

রকেট বিজ্ঞানী পল ফরেস্টার এখন গুহার মধ্যে একটা ঘরে বসে আছে, উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে।

একটা পায়ের উপর আড়াআড়ি ভাবে আর একটা পা, কোলের ওপরে দুটি হাত, কালো চুলে দু'একটা জায়গায় পাক ধরেছে, মুখটা একটু রোগা হয়েছে। তার আগের চেহারার সঙ্গে এইটুকুই যা পার্থক্য, নয়তো আগের মতোই দেখাচ্ছে লোকটাকে।

ডক্টর ফরেস্টার, আমি নোনা।

হঠাৎ স্থির চোখ দুটিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে।

নোনা —সত্যি—তুমি?

হ্যাঁ।

তুমি এখানে? একগাল হেসে ফরেস্টার উঠে দাঁড়ায়, সত্যি এতদিন পরে একটা চেনা মুখ দেখে স্বস্তি হল। বলতে পার, আমি এই গুহায় কি করে এলাম?

মনে পড়ে, আপনার হঠাৎ স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল? তাই, মিস্টার ওয়ারেন আপনাকে এনেছেন। ওয়ারেন চান, আপনি ফরমুলা ডেকে সি এক্স নিয়ে কাজ করুন। ওরা কোডটা ভাঙতে পারছে না।

থিয়া এখন কোথায় থাকে জানো! ঠিক সেই সময়ে ওদের কথার মধ্যে ঘরে এসে প্রবেশ করল ডাক্তার কুনজ। সঙ্গে সঙ্গে ফরেস্টারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যেন ঐ মুখে অনুভূতির লেশ নেই। মনে হচ্ছে চোখের মণিদুটোর পেছনে দুটো জানালার শার্টার বন্ধ হয়ে গেছে।

লু আর কীগ্যান দুই পেশাদার খুনী—সার্জেন্ট জো বেইগলার রিপোর্ট দিচ্ছে। জোনাথন লিন্ডসে হল ওদের বস। সে বেলভেডের হোটেলের সবচেয়ে দামী স্যুইটে থাকে। হারম্যান র‍্যাডনিজ সারা বছরের জন্য ভাড়া নিয়ে রেখে দিয়েছে।

র‍্যাডনিজ কে? চীফ অফ পুলিশ ক্যাপ্টেন টেরেল প্রশ্ন করে।

তার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলেছি সিনিয়র এজেন্ট হ্যামিলটন-কে। বেইগলার আর লেনস্কি চলে

যায়। কুড়ি মিনিট পরে সিয়ার এজেন্ট ও এফ বি. আইর এজেন্ট উইলিয়ামস ভেতরে ঢোকে।

ফটোটা এবার ফোকাসে আসছে, হ্যামিলটন বলে—

লিন্ডসের ভাড়া করা দুই পেশাদার খুনী কীগ্যান ও সিল্ক। লিন্ডসের বস র‍্যাডনিজ কোটিপতি। খুব সম্ভব কোডে লেখা ফরমূলাটা র‍্যাডনিজ সংগ্রহ করেছে। ব্যাপারটা খুলেই বলি—

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। আমাদের রকেট রিসার্চ চীফ ওয়ারেন বার্লিনে ছিল। অ্যালান ক্রেগ হল তার পারসোন্যাল সেক্রেটারী, সে সেখানে মারা যায়। সবাই ধরে নিয়েছে, অ্যালান আত্মহত্যা করেছে। এই রকম ধারণা করার কারণ হল, ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটা ফটো পাওয়া যায়। এক হোমোসেকসুয়াল ছোকরার পায়ু মৈথুনে ব্যস্ত অ্যালান।

ব্ল্যাকমেলও হতে পারে, এই ভেবে সিয়ার এজেন্ট খোঁজ খবর নেয়। সেই সময় জানা যায় ঐ সমকামী ছেলেটাও কার গুলি খেয়ে মারা গেছে। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, যেহেতু ফরেস্টারের ঐ ফরমূলার কপি সংগ্রহ করা ক্রেগের পক্ষে সহজ, তাই সমকামী ছোকরাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে। তারপর ক্রেগকে ফাঁদে ফেলে ব্ল্যাকমেল করে ফরমূলার কপি যোগাড় করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্রেগ ও তার সমকামী বন্ধু দু'জনেরই ওদের হাতে প্রাণ যায়।

তবে আমি যে কথাগুলো বললাম, সবই আন্দাজ করা হয়েছে, কোন প্রমাণ নেই। যদি লিন্ডসে বা সিল্ক অথবা কীগ্যানকে ধরে আচ্ছা করে ধোলাই লাগানো যায় তাহলে সব প্রমাণ আপসে যোগাড় করা হয়ে যাবে।

উইলিয়ামস বলে, সিল্ক আর কীগ্যানের ফ্ল্যাটের বাইরে আমার দু'জন লোক গার্ড দিচ্ছে। ওদের গ্রেপ্তার করলে হয় না?

না টেবেল মাথা নাড়ে। তাহলে ওরা খুব সতর্ক হয়ে যাবে। এখন কোন প্রকারে ওদের অনুসরণ করে ফরেস্টারের খোঁজ নিতে হবে।

সিয়ার এজেন্ট হ্যামিলটন পাইপ ধরিয়ে বলে, আমি ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। র‍্যাডনিজের ওপর মহলে খুব নামডাক। ওকে ধরা যাবে না। তবে লিন্ডসের কথা আলাদা—

ধীর স্থির ভাবে চীফ অফ পুলিশ টেবেল বলে, আমি কারো নামডাকের ধার ধারি না। প্রমাণ পেলে প্রেসিডেন্টকেও অ্যারেস্ট করতে দ্বিধা বোধ করি না। তবে অপরাধের প্রমাণ থাকা চাই।

ফরেস্টারকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। রাত্রে ভালোই ঘুমিয়েছে সে।

হ্যালো নোনা, বসো। তোমার হাতে ওটা কি?

খবরের কাগজ, পড়ে দেখুন।

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে হেডলাইনের ওপর দৃষ্টি আটকে যায় ফরেস্টারের।

বিজ্ঞানী ডক্টর ফরেস্টার পলাতক। বিজ্ঞানীর হাতে পাগলা গারদের মেল নার্স খুন।

কাঁপা কাঁপা হাতে পল ফরেস্টার পড়ছে। কাগজে খসখস শব্দ ওঠে।

ফটোগুলো দেখে ফরেস্টার। হেলিকপ্টার তার খোঁজে ঘুরছে।

গাড়ি থেকে ফৌজী জোয়ানেরা নেমে বাড়ি বাড়ি সার্চ করছে।

এরপর চোখ রাখে কর্তৃপক্ষের সাবধান বাণীর ওপর—

সম্ভবতঃ ডক্টর ফরেস্টার হিংস্র ও জিঘাংসু। তাকে দেখলে, কেউ সামনে যাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করবেন। ফোন নম্বর প্যারাডাইস সিটি ৫৭৭৭।

এবার কাগজের ওপর থেকে চোখ তোলে পল।

তুমি এসব বিশ্বাস করো?

ওদের তাই ধারণা।

তারপর নোনা নিঃশব্দে হাতের আঙুল নাড়িয়ে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে—

না, আমি বিশ্বাস করিনা। তবে এখানে মাইক্রোফোন আছে। ওরা সব শুনতে পাবে। ফরেস্টারের

দুটি চোখে সাবধানী দৃষ্টি। একটু হেসে মাথা নেড়ে সে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করে—

এসব আমার ফরমূলার জন্যে?

হ্যাঁ।

রাশিয়ানদের ষড়যন্ত্র?

হ্যাঁ, তোমাকে ওরা মস্কোয় পাঠাবে। মস্কোয় তুমি ভাল ব্যবহার করবে। এখানে থাকলে তোমাকে পাগলাগারদে কাটাতে হবে।

তাহলে কোডে লেখা ফরমূলাটা ওদেব কাছে আছে?

নিশ্চয়ই আছে।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি মেল নার্সকে খুন কবিনি, বিশ্বাস করো—

তুমি যে খুন করোনি তা আমি নিঃসন্দেহে জানি।

তুমি তো বলেছিলে ওয়ারেন আমাকে এখানে এনেছে। চেঁচিয়ে বলে ফরেস্টার অথচ খববেব কাগজে ছাপা হয়েছে, আমি নাকি মেল নার্সকে খুন করে পালিয়েছি। আমার কিছু মনে নেই।

তারপর সাংকেতিক ভাষায়—

এই ব্যাপারটার আসল যে ষড়যন্ত্রকারী তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

জোরে চেঁচিয়ে বলে নোনা, হ্যাঁ, একজন আছে, সে ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

তাকে এখানে ডাকো, তুমিও সামনে থাকবে।

লিন্ডসে ভেতরে এসে প্রবেশ করে। লিন্ডসে মনে মনে মেয়েটির বুদ্ধিব প্রশংসা করছে। ভাবতে ওর বিবেকে বাঁধছে যে র‍্যাডনিজের হুকুম মাফিক কোন ক্লু বাখা চলবে না। অপারেশন শেষে নোনাকে সিঙ্ক খুন করবে।

আমি সোভিয়েত রাশিয়ার এজেন্ট, লিন্ডসে বলছি।

আপনি আপনার মানসিক ভারসাম্য হাবিয়ে ফেলায় স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন। ঠিক এই বকম মনের অবস্থা যখন তখন আপনি মেল নার্সকে খুন করে পালিয়ে যান।

ল্যাবোরেটরীতে থাকাব সময় আপনি আপনার এ্যাসিস্ট্যান্টকেও খুন কবেছিলেন। মেল নার্সকে খুন করে যখন আপনি রাস্তায় রাস্তায় পালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন আমার এক সহকারী আপনাকে লক্ষ্য করে। সে এখানে আপনাকে নিয়ে আসে।

আপনি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। সোভিয়েত রাশিয়া আপনার ফরমূলাটা চায়। একমাত্র আপনিই সাংকেতিক লিপিতে লেখা ফরমূলার কোড ভাঙতে পাববেন। আপনি আমাদের কোড ভাঙতে ফরমূলা দিলে তার পরিবর্তে আমরা আপনাকে রাশিয়া নিয়ে যাবো। সেখানে মস্কোতে আপনি সুখে ও আরামে দিন কাটাবেন।

যদি আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজী না হন তাহলে আপনাকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সারা জীবন বন্দীত্বের মধ্যে কাটাতে হবে। ফরমূলার ফটো কপি আমার কাছে আছে, আপনাকে দেখাচ্ছি—

লিন্ডসে ব্রিফকেস থেকে কপি বার করে ডক্টর ফরেস্টারের দিকে এগিয়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ ধবে চোখ রাখে কপিটার উপর; তারপর ধীরে ধীরে মুখ তোলে পল।

আমি পারি, কিন্তু করবো না।

মনে রাখবেন আপনি ফরমূলার কোড না ভাঙলে আবার পাগলা গারদে পুরে দেওয়া হবে। আপনি কি ঐ বন্দীদশাই চান?

না চাওয়ার তো কোন কারণ নেই। ফরেস্টার হাসে, আমি অনেকদিন ওখানে কাটিয়েছি, সবাই আমায় যত্ন করতো। আপনাদের ধারণা ভুল, আমি স্বাধীনতা চাই না। না, না।

ওসবের ওপর আমার আর নজর নেই। ফটো কপির দিকে আঙুল তুলে ফরেস্টার বলে, আমি এসবের কোন গুরুত্ব দিই না। আমাকে ভয় দেখানো নিরর্থক। জীবনের উপর আমার কোন মায়া মমতা নেই। বাঁচা-মরা দুই-ই আমার কাছে সমান, হয়তো মরে যাওয়াই শ্রেয়।

ডক্টর ফরেস্টার, আপনি জানেন না, আমার দুই সাগরেদ আছে যাদের নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নেই। আপনার উপর ওরা যদি অত্যাচার করে—

আমাকে মিছামিছি ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। যার বাঁচার ইচ্ছে নেই—

ওরা আপনার চোখের সামনে নোনার উপর অত্যাচার করবে।

নোনা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। ফরেস্টার হেসে ওঠে, নোনার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনার দৃষ্টিতে তাকায়।

ইচ্ছে করলে ফরমূলা ভাঙতে আমার কুড়ি মিনিটও সময় লাগবে না। নতুন কিছু আবিষ্কার করা, আমার মত মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ। কিন্তু নতুন জিনিষটা আবিষ্কারের শেষে মানুষের হাতে তুলে দেবার আগে চিন্তা করে দেখতে হয়, এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের কোন বিপদ ঘটবে কিনা।

..আমার মতে এই অসুখী, অস্থির পৃথিবীতে আরও অশান্তি নেমে আসবে। হয়তো এটা পাগলামো। ওয়াশিংটন, রাশিয়ান ও চীনা এজেন্টরা আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে, তারা এই ফরমূলার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ ডলার দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু ওদের প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি।

অনেকে ভয় দেখায়, তবুও আমি সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। এখনও আমার এক কথা। আমার বাঁচা-মরার মধ্যে কিছু আসে যায় না। তাই ঠিক করেছি, এখনই মিস জোসীকে নিয়ে এই গুহা থেকে চলে যাব।

লিন্ডসে গম্ভীর হয়ে যায়। তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকে, সিঙ্ক!

হুকুম পাওয়া মাত্রই কাঁচের চোখ লাগানো সিঙ্ক এসে দাঁড়ায়, অন্য চোখটা ধকধক করে জ্বলছে।

আমি মিস জোসীকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। আগাগোড়া আমি বলে আসছি, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। ওয়াশিংটনে সোভিয়েত ও চীনা এজেন্টরা কথা আদায়ের জন্য অত্যাচার করে, ভয় দেখায় তখন আমার গালের মধ্যে সায়ানোজেন ক্যাপসুল, একটু দাঁতে পিষে দিলেই আমি মারা যাবো।

এখন আমার দাম পঞ্চাশ লাখ ডলার, মরে গেলে—তুমি যদি আমাকে আর নোনাকে আটকাবার চেষ্টা করো তাহলে আমি সায়ানোজেন ক্যাপসুলে দাঁত বসাবো। দেখি, তুমি পাঁচ মিলিয়ান ডলার-এর লোভ ছাড়তে পারো কিনা।

বন্দুক উঁচিয়ে ধরে পেশাদার খুনী লু-সিঙ্ক।

কেউ এক পা এগোলে আমি নোনাকে গুলি করবো। উদ্যত পিস্তল হাতে সিঙ্ক। লিন্ডসের মুখের ওপর থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ফরেস্টার নিজের বিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে শান্ত হাসি হেসে ওঠে। ফরেস্টার নোনার হাতে হাত রাখে, বালি ঢাকা মেঝের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায় দু'জনে।

বাধা দিও না, যেতে দাও। ফিসফিস করে বলে লিন্ডসে। সিঙ্ক বন্দুক নামায়, একটা চোখ রাগে আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে।

তিনজন পাহারাদার মস্তান সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বসে তাস খেলছিল, তারা এই দৃশ্য দেখে লাফিয়ে ওঠে।

লিন্ডসের চাপা কণ্ঠস্বর 'ওদের যেতে দাও' ভেসে আসে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার কুনজের কানে। বোকার মত দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে ডাক্তার।

সুড়ঙ্গের মুখে থানডারবার্ড গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফরেস্টার প্রশ্ন করে, তুমি গাড়ি চালাতে পারবে? ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে থানডারবার্ড গাড়িটা দিনের নির্মল আলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তুমি কি করলে? রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে সিঙ্ক

কিছু করবার নেই। ওর মাথার ঠিক নেই। ওকে আটকাতে গেলে আত্মহত্যা করতো। নিঃসন্দেহে—রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে লিন্ডসে বলে।

বন্দুকটা হলস্টারে ভরে নেয় সিঙ্ক—ইয়া, ওরা ধরা পড়ে যাবে ঘন্টা খানেকের মধ্যে, পুলিশকে সব জানাবে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে—আমি এখান থেকে কেটে পড়ি।

লিভসে বাধা দেওয়ার আগেই সিঙ্ক ব্যুইক গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েছে। অন্যান্য গুণ্ডাদের উদ্দেশে বলে, আর বসে থেকো না, সব ফাঁস হয়ে গেছে। ফুটে পড় সব।

সব গুণ্ডারা এদিক ওদিক ছুটছে, গাড়িতে উঠছে লাফিয়ে লাফিয়ে, গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। লিভসে ধীরে ধীরে ক্যাডিলাকে উঠে বসে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর কুনজ ওর পাশে বসে আছে।

চিন্তার জাল ছড়িয়ে দেয় লিভসে—সব শেষ। অত সহজে র‍্যাডনিজ তাকে ছাড়বে না। নোনা পুলিশে স্টেটমেন্ট দেবে, লিভসের সন্ধানে পুলিশ বেরিয়ে পড়বে। তবে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। র‍্যাডনিজের কাছ থেকে পাওয়া টাকাটার অর্ধেক অনেক বছর ধরেই মেক্সিকো সিটির একটা ব্যাঙ্কে জমিয়ে রেখেছে।

মনে মনে স্থির করে নেয়—প্রথমে হোটেলে যাবে। সেখান থেকে মোটর বোটে পৌঁছোবে হাভানা। সেখান থেকে এয়ার ট্যাক্সীতে মেক্সিকো সিটি।

গেট আউট, হাইওয়ের মোড়ে গাড়ি থামিয়ে লিভসে ডাক্তারকে বলে।

আমার ফী দাও? তুমি যে বলেছিলে—মুহূর্তের মধ্যে একটা হাতের পেছনের ঝাপটা এসে পড়ে ডাক্তারের মুখে। গেট আউট।

চোখে জল আর নাকে রক্ত নিয়ে ডাক্তার ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

হোটেলের হল পোর্টারকে লিভসে আগেই ফোন করে দিয়েছিল।

সে তার জন্য মোটরবোট ভাড়া করে রেখেছে। লাগেজও বাঁধা। দ্রুত হাতে সিন্দুক খুলে একশো ডলারের নোটের একটা মোটা প্যাকেট হিপপকেটে পুরে নেয়।

এক্সপ্রেস এলিভেটর ধরে নামতে থাকে লিভসে, হঠাৎ মনে পড়ে যায় র‍্যাডনিজের কথা। নিশ্চয়ই কোন খবর না পেয়ে র‍্যাডনিজ হংকং-এ বসে ভাবছে। যাকগে অত চিন্তা করে আমার কাজ নেই। এখন নিজের জান বাঁচাতে হবে।

হলুদ কর্ডুরয়ের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে পেশাদার খুনী চেট কীগ্যান। মেঝেতে রক্তের মত লাল কার্পেট আর পর্দাতেও তাই। ককটেল বার—ঘরেব প্রতিটি দেয়ালে আয়না। আজ কীগ্যানের চুটিয়ে আমোদ করার দিন। হাতে তার হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। শীলাকে তিন ঘণ্টা আগে ইনজেকশন দেওয়ার কথা। ইচ্ছে করে ইনজেকশন দেয়নি, রসিয়ে রসিয়ে শীলার কষ্ট দেখছে।

এখন শীলা শুধু একটা স্বচ্ছ কালো খাটোঝুল নাইটি পরেছে। নাইটির তলায় কোমরের নীচে শুধু একচিলতে সোনালী ঝালরওলা প্যান্ট। তিনঘণ্টা ধরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে সে। হেরোইন না পেয়ে সর্বাঙ্গ বার বার কেঁপে উঠেছে। চোখে জল, নাকে সিকনি বেরুচ্ছে।

গো অন, বেবী বীচ, ব্যাঙের হাসি হেসে কীগ্যান বলে, ভিক্ষে করা ছাড়া তোর গতি নেই। হাঁটু গেড়ে বোস, হামাগুড়ি দিয়ে ভিক্ষে কর—

টপটপ করে গাল বেয়ে জল ঝরছে মেয়েটার। হাঁটু গেড়ে বসে কাতরাতে থাকে শীলা। বলে, আমি মরে যাচ্ছি, চেট, প্লীজ, আমাকে হেরোইন দাও। দোহাই তোমার—তুমি যা বলবে তাই শুনবো। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো চেট, সিঙ্কের গলা। সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে। ফরেস্টার আর ঐ নোনা পালিয়েছে। আমি মোটর বোট থেকে তোমায় ফোন করছি। শীগগির কেটে পড়। লাইন কেটে যায়।

শীলা মাথা ঠুকতে ঠুকতে সিরিঞ্জের দিকে হাত বাড়িয়েছিল।

এমন সময় কীগ্যানের বুট সমেত পায়ের লাথি এসে সজোরে লাগে তার বুকের পাঁজরে। পড়ে যায় শীলা।

তাড়াতাড়ি হাতের সিরিঞ্জটা টেরসে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই ছোটখাটো বোমার মত আওয়াজ করে হেরোইন ভর্তি সিরিঞ্জ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চেট ছুটে বেডরুমে গিয়ে ঢোকে। টাকার প্যাকেট, পাশপোর্ট সব পকেটে নিয়ে স্যুটকেসটা গুছিয়ে নেয়। পিস্তলের কথা মনে পড়তেই ছুটে সে বসবার ঘরে আসে।

একি ককটেল বারের উপর পিস্তলটা ছিল, গেল কোথায়?

কোথায় যাচ্ছো? লাউঞ্জ চেম্বারে বসে জানতেচায় শীলা।

ড্রপ ডেড, আমার পিস্তল কোথায়?

আমার কাছে।

কীগ্যান চমকে ওঠে। শীলার হাতে উদ্যত পিস্তল--জীবনের এ পর্যন্ত অনেক লোককে গুলি করে মেরেছো পেশাদার গুণ্ডা চেট কীগ্যান। এবার নিজে পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে মজা ভোগ করো।

আমার কাছে পিস্তলটা দাও। পিস্তল নামাও যে কোন মুহূর্ত গুলি বেরিয়ে আসতে পারে।

আমাকে আগে হেরোইন দাও, চেট।

কীগ্যানের ধারণা হয়, যদি স্যুটকেসটা নিয়ে লবির দিকে যেতে পারি, তাহলে মেয়েটা ভাববে আমি আর একটা হেরোইন ভর্তি সিরিঞ্জ আনতে যাচ্ছি। সেই মুহূর্তে এক লাথিতে সামনের বন্ধ দরজা ভেঙ্গে পালাবে।

স্যুটকেশ রাখো, চেট।

বেবী, তোমার জন্য হেরোইন আনতে যাচ্ছি।

আমাকে তুমি একা রেখে চলে যাচ্ছ, পিস্তল ধরা হাতটা সাংঘাতিক ভাবে নড়ছে। চেট ঘাবড়ে যায়। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ—ব্যাং। গুলি গিয়ে দরজায় বেঁধে। কাঠের টুকরো এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে। ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে কীগ্যান—বেবী। পিস্তল নামাও। পিস্তলের ট্রিগার থেকে আঙুল সরাও। লোকটা ভয় পেয়েছে। ওই শুয়োরটা দিনের পর দিন তার ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে। এখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে গুণ্ডা-মাস্তান-বদমাস চেট কীগ্যান।

হেরোইনের নেশা কেটে যায় শীলার। তার মন এখন হিংস্র হয়ে ওঠে প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়। তাকে যে এত নীচে নামিয়েছে সেই শয়তানকে সে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। তার এই নোংরা জঘন্য জীবনের জন্য ঐ গুন্ডাটাই দায়ী। শীলার হাত কাঁপছে, সোজা রাখার চেষ্টা করে ট্রিগার টেপে। দ্রুত গুলিটা কীগ্যানের গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। গাল বেয়ে রক্ত ঝরে হাতে পড়ছে। যতদূর পারে দরজার দিকে ড্রাইভ দেয় কীগ্যান।

আবার শীলার পিস্তল হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। এবার কীগ্যানের শরীরে বেঁধে। কোন রকমে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দরজা খুলে মাতালের মত এলোমেলো পা ফেলে বেরিয়ে যায় শয়তানটা।

তৃতীয় বারের জন্য তৈরী হয় শীলা। এবার কীগ্যান হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়েছে। মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

শীলার সর্বাঙ্গ কাঁপছে রোবটের মত, দম দেওয়া পুতুলের মত কীগ্যানের পেছন পেছন ধাওয়া করে।

কীগ্যান তার দেহ ঠিক রাখতে পারে না। রক্তে মুখ বন্ধ হয়ে আসছে, কার্পেটের উপর রক্ত ছড়িয়ে গেছে।

শীলা তার কাছে এগিয়ে আসে, কানের কাছে মুখ এনে বাজে কথা শোনায়, যে সব বাজে কথা কীগ্যান এতদিন শীলাকে শুনিয়েছে। এক সময়ে কীগ্যান তার দেহের ভার সামলাতে পারে না। মুখ গুঁজে পড়ে যায় রক্তের মধ্যে। শীলা তার পিস্তলের নলটা ওর মাথার পেছনে লাগিয়ে গুলি করে।

ব্যাং ব্যাং ব্যাং।

পরপর গুলির শব্দে অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায় গাড়িতে যারা বসে পাহারা দিচ্ছিল, সেই দুই তরুণ এফ, বি, আই, এজেন্ট ছুটে আসে ওয়ালকা ও হ্যামন্ড।

ওরা লক্ষ্য করে শীলা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। মুঠো করা দুটো হাত দিয়ে মেঝেয় ঘুঁষি মারছে আর কাঁদছে। আমার হেরোইন চাই, আমি নেশা করি—প্লীজ—আমাকে বাঁচাও।

আমি নোনা জোসী।

চীফ অফ পুলিশ টেরেল ঘুরে তাকায় নোনার দিকে। আচমকা নোনা ঘরে ঢুকেছিল।

—১৪৫ নম্বর লেনকস এভিনিউয়ের একটা ফ্ল্যাটে ডক্টর পল ফরেস্টার আছেন। ওটা তার এক বন্ধুর ফ্ল্যাট। বন্ধু এখন ইউরোপে, বাড়ি খালি। উনি বলেছেন একমাত্র মারভিন ওয়ারেন তার সঙ্গে দেখা করবে। প্লীজ, ওর মুখে সায়ানোজেন আছে, উনি যে কোন মুহূর্তে আত্মহত্যা করতে পারেন।

ফরেস্টারের কথা রেখেছে মার্কিন রকেট রিসার্চ চীফ মারভিন ওয়ারেনভ, একাই এসেছেন।

প্রেসিডেন্ট তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

থ্যাঙ্ক ইউ, আমি একটা শর্তের বিনিময়ে তোমাকে আমার ফরমূলার কোড জানাতে পারি।

বল কি শর্ত? রুদ্ধশ্বাসে বলে ওয়ারেন।

কাল ঠিক এগারোটার সময় আমার স্ত্রী থিয়াকে এখানে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর এখানে দ্বিতীয় আর কেউ থাকবে না।

ফরেস্টারের শর্ত শুনে আঁৎকে ওঠে ওয়ারেন। এ ধরণের শর্তের জন্য তৈরী ছিল না সে।

পল, আমরা অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। আমি জানি থিয়ার কাছ থেকে তুমি একদিনের জন্য সুখ পাওনি। তার সঙ্গে দেখা করে কি হবে?

আমি যে কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে ভালবাসি। তিক্ত কণ্ঠে বলে ফরেস্টার।

মেরুদণ্ডে শীতল স্পর্শ অনুভব করে ওয়ারেন। আবার ফরেস্টার বলে কাজটা শেষ না হলে আমি শান্তি পাবো না।

থিয়া একটা বাজে মেয়েমানুষ। ওকে ভুলে যাওয়াই তো ভালো তাই না? তুমি তোমার পুরোনো চাকরীতে আবার সম্মান, সুযোগ সব কিছু পাবে।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর মারভিন বলে, বেশ, অন্তত বিকেল তিনটে পর্যন্ত সময় দাও।

ঠিক আছে, তাই। তিনটের মধ্যে ওকে এখানে হাজির থাকতে হবে।

কিন্তু তুমি ওর কোন ক্ষতি করবে না তো?

তোমাকে সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে না। হাতটা নাড়িয়ে ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসাবার ভঙ্গি করে ফরেস্টার চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি তো প্রথমেই বললে, ও একটা বাজে মেয়েমানুষ। তবে মনে রেখো, ফরমূলার কোড জানার পরিবর্তে কাল বিকেল তিনটের মধ্যে থিয়াকে একা এখানে পাঠিয়ে দিও।

ওয়ারেন ভীতসন্ত্রস্ত মনে হোটেলে ফিরে যায়। মুখ কুঁচকে শঙ্কা জড়ানো কণ্ঠে বলে, ফরেস্টার কোড ভাঙতে রাজি। কিন্তু ওর শর্ত—

ওয়ারেনের কথা শেষ হবার আগেই সিয়া এজেন্ট হ্যামিলটন বলে, জানি আমরা যদি ওর বউকে খুন করতে দিই তাহলে ও আমাদের ফরমূলা দেবে, কি ঠিক বলিনি?

ঠিকই তো বলেছ। কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

আমি ফরেস্টারের ডায়েরী পড়ে জানতে পেরেছি।

সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর হারজ বলেছেন বউ খুন করতে গিয়ে কাজটা শেষ করতে পারেনি। ফলে লোকটা দিন দিন গুম হয়ে বসে থাকতো। আমাদের ফরমূলা পাওয়া নিয়ে কথা, ও ওর বউকে যা পারে করুক—

সে কি? আমরা কি তাই পারি?

থিয়া ফরেস্টার হাফ গেরস্থ। ও মরে গেলে কারো কিছু ক্ষতি হবে না।

জোসী তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমরা জানোয়ারের প্রাণ নিয়ে খেলা করছি না, মানুষের জীবন নিয়ে কথা!

স্যার, ওটা মতামতের প্রশ্ন। থিয়াকে জানোয়ার বললে জানোয়ারদের অপমান করা হয়। আপনার বোধহয় মনে নেই। ফরমূলার কোড ভাঙার জন্যে প্রেসিডেন্ট নিজে আপনাকে যা খুশী তা করবার ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ফরমূলার কোড ভাঙলে ফরেস্টারের আবিষ্কৃত মিশ্রধাতুর খোঁজ

পেলে রকেট রিসার্চে রাশিয়া আমাদের পেছনে পড়ে যাবে। একটা দেশের নিরাপত্তার কাছে একটা বেশ্যার জীবন কি বড় হতে পারে?

থিয়া পলের কাছে যেতে রাজি হবে না। তুমি বরং ফরেস্টারকে জানিয়ে দাও, সে নিজেই তার বউয়ের বাংলোয় যাক।

প্রেস কি বলবে? বলবে না, পুলিশী কর্ডন ভেঙ্গে পল কি করে এখানে ঢুকলো?

ওদের জানানো হবে, পল ফোন গাইডে বউয়ের ফোন নম্বর দেখে ঠিকানা বার করে আমার লোকদের নজর এড়িয়ে ভেতরে ঢোকে এবং বউকে খুন করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চুরি করা একটা গাড়িতে চেপে পালিয়ে যায়।

ও খুন করে ফিরে এলে আমরা ওর কাছে ফরমূলা নিয়ে যাবো, কোড বলে দেবে।

তারপর? আগ্রহ ভরে জানতে চায় জোসী, তারপর কি হবে?

তারপর আমি পল ফরেস্টারকে খুন করবো।

পুলিশ। চীফ টেরেলের মেজাজ আজ বিগড়ে আছে।

টমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—খবর কি, টম?

চীফ, লিন্ডসে আর সিঙ্ক দু'জনেই প্রাণ নিয়ে হাভানায় পালিয়েছে। মনে হয় ওরা মেক্সিকোয় যাবে। মেক্সিকো সিটির পুলিশকে আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

চেট কীগ্যানকে যে মেয়েটি খুন করেছে সে এখন আধ পাগল। হেরোইনের নেশা করতো। তবে যদি কোনদিন সুস্থ হয়ে ওঠে তাহলে লিন্ডসে আর সিঙ্কের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

ও কে টম, তোমার ছুটি।

সার্জেন্ট জো বেইগলার জানায়, সিয়াব হুকুমে মিসেস ফরেস্টারের বাংলো থেকে পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে।

আমার মনে হয়, কোথাও একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে জো, না হলে পাগলাটাকে ধরা হচ্ছে না কেন? মিসেস ফরেস্টারের ওখান থেকেই বা পাহারা তুলে দেওয়া হলো কেন? আস্তে আস্তে টেরেল বলে, যেন খুব পরিশ্রান্ত।

হ্যামিলটন, পলকে ফোন করেছি, মারভিন ওয়ারেন জানায়। এক ঘণ্টা পরে ওর সঙ্গে আমি দেখা করবো। নোনা জোসী এখন কোথায়, বলতে পার?

ওর প্রেমিক শারম্যানের সঙ্গে জামাইকায় প্লেনে করে বেড়াতে গেছে। ওরা জানে না, ওদের পেছনে আমাদের এজেন্ট ফলো করছে। ওদের বলা হয়েছে, সব কাজ শেষ হলে তারপর ওরা ফিরবে, তার আগে নয়, আর প্রেসের কাছেও কিছু বলা চলবে না।

থিয়া ফরেস্টারের বাংলোয় আর পাহারা নেই। খবরের কাগজ, রেডিও টি.ভিতে তার পাগল স্বামীকে নিয়ে যা কাণ্ড, এখন আর তার কাছে কোন পুরুষ আসবে না।

ন্যুইয়র্কে থিয়ার অনেক পুরুষ বন্ধু আছে। তাই ঠিক করেছে, ন্যুইয়র্কেই চলে যাবে।

পুলিশ ডিটেকটিভ ম্যাক্স জ্যাকবী জানিয়ে গেছে, বাংলো থেকে পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে। থিয়া এখন ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু ন্যুইয়র্ক যাওয়ার আগে কিছু মালকড়ি না হলে চলবে না। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ওয়ালেশ মারশ্যাল, ওর সঙ্গে কয়েকটা রাত শুলেই দশ হাজার ডলার জোগাড় হয়ে যাবে। তবে ওর বউটা একটা—

সিয়ার এজেন্ট মার্ক ডজ গাছের ছায়ায় বসে আছে। হাতে ওয়াকিটকি সেট নিয়ে ঘামছে।

থিয়া হেলতে দুলতে গ্যারেজের দিকে যাচ্ছে, মার্ক তা লক্ষ্য করে আর মুচকি হাসে। থিয়া জানে না, ওর গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটর হেডটা মার্ক অনেকক্ষণ আগেই খুলে নিয়েছে। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না দেখে থিয়া চটে যায়, বাড়ি ফিরে স্থানীয় গ্যারেজে ফোন করতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সিয়ার টেম্পোরারী হেডকোয়ার্টারের একজন এজেন্ট লাইনটা জ্যাম করে দেয়। ট্যাক্সি হায়ার সার্ভিসে ফোন করে থিয়া, আবার লাইন জ্যাম করে দেয় সিয়ার এজেন্ট।

এবার থিয়া টেলিফোন হেডকোয়ার্টারে ফোন করে। লাইন ডেড, গাড়ি খারাপ, ফোন খারাপ পুলিশ পাহারা নেই।

হেঁটেই যাবো?

মনে করতেই নির্জন সী বীচের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে ওঠে থিয়া। কেবলই তার সামনে ভেসে ওঠে, বাথরুমের বন্ধ দরজায় লাথি মারছে পল, হাতে তার মাংস কাটা ছুরি। মনকে শান্ত করার জন্য তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালে থিয়া।

পল, থিয়া জানে তুমি কোথায় আছ। ও তোমার এখানে আসবে না, আস্তে আস্তে বলে মারভিন ওয়ারেন। বরং আমি রাত নটায় এসে তোমাকে আমার গাড়িতে করে থিয়ার ওখানে পৌঁছে দেবো।

ওয়েল। তবে আসার সময় একটা মাংস কাটা ছুরি নিয়ে আসতে ভুলো না যেন। ইস্পাতের তৈরী চার ইঞ্চি লম্বা ব্লেড, হ্যান্ডেলে পেতলের মাথাওয়ালা পেরেক লাগানো। ঠিক এমনি একটি ছুরি আমার বউ আমাকে উপহার দিয়েছিল। মেন স্ট্রিটের ড্রু অ্যান্ড স্ট্যাটন-এর দোকানে বিক্রী হয়।

সেক্রেটারী ফ্রিজকার্টের টেলেক্স মেসেজ, হংকং-এর পেয়িনস্যুলা হোটেলে চারম্যান র‍্যাডনিজের কাছে এসে পৌঁছেছে। সাংকেতিক ভাষায় লেখা—ফরেস্টার সিয়ার হাতে, মেক্সিকোয় লিন্ডসে পালিয়েছে। সিঙ্ক হাভানায়, আর কীগ্যান খুন হয়েছে।

র‍্যাডনিজ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। চল্লিশ লাখ ডলারের যে স্বপ্ন এতদিন ধরে সে দেখছিল, সব ভেঙে গেল।

এর জন্য দায়ী কে? জোনাথন লিন্ডসে? ও কি ভেবেছে? র‍্যাডনিজের টাকায় মেক্সিকোয় মহাসুখে জীবনটা কাটিয়ে দেবে?

ঢুলুঢুলু চোখ দুটি স্লেটধূসর বরফের মতো—র‍্যাডনিজ ছোট একটা টেলেক্স মেসেজ ড্রাফট করে।

মারভিন ওয়ারেন এসে ঢোকে ড্রু অ্যান্ড স্ট্যাটনের দোকানে।

আমার একটা মাংস কাটা ছুরি চাই, মার্ভিন বলে, চার ইঞ্চি লম্বা ব্লেড, হাতলে পেতলের পেরেক মারা—মারভিন ওয়ারেন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

সাবধানে ধরবেন স্যার। সেলস গার্ল বলে, এক টুকরো কালো মখমলের ওপরে ধারালো ইস্পাতের ছুরি রাখে মেয়েটি। ফলাটায় খুরের মত ধার।

পুলিশের ডর্মিটারীতে থার্ড গ্রেড ডিটেকটিভ ফ্র্যাঙ্ক ব্রুকের ঘুম আসছে না। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, একটা মেয়ের তরতাজা মুখ, সুন্দর নিটোল চেহারা।

পল ফরেস্টারের বউ থিয়া ফরেস্টার দুষ্টুমি করে পুলিশ গার্ডদের সঙ্গে ঢং-ঢাং করছিল। ফ্রাঙ্ক ব্রুকের সঙ্গী ডিটেকটিভ শীল্ডস ওকে কাঁধে তুলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েমানুষটার টাইট পাছার ওপর ফ্র্যাঙ্ক ব্রুকের দৃষ্টি আটকে যায়।

এখন তার পুলিশের ভয় নেই, কারণ থিয়ার বাংলো থেকে গার্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। কোনরকমে ওকে বিছানায় তুলতে পারলে—ব্রুক অনেক আশা নিয়ে থিয়ার বাংলোয় এসেছে। ফ্ল্যাস্কের ঠাণ্ডা বীয়ার, বীফ স্যান্ডউইচ আপেলের পিঠে রসিয়ে রসিয়ে খেতে খেতে কখন যে ব্রুক ভেতরে ঢুকেছে তা সিয়া এজেন্ট ডজ লক্ষ্য করেনি।

ফ্র্যাঙ্কি, আমার গাড়িটা সারিয়ে দাও তো, থিয়া বলে।

ব্রুকের মুখে কথা ফোটে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে থিয়ার মুখের দিকে।

তুমি যদি আমার সঙ্গে—

থিয়া রুক্ষ ভাবে বলে, বাচ্চাছেলেদের আমি পছন্দ করি না, গেট আউট। ব্রুক এক টান মারে থিয়াকে। সে এ পর্যন্ত যতগুলো মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে তাদেরই একজন ভেবেছে থিয়াকে। কিন্তু তার পুরোনো কায়দা কাজে লাগলো না।

থিয়া প্রথমে ব্রুকের মুখটা হাতের নখ দিয়ে আঁচড়ে দেয়। তারপর সজোরে লাথি মারে। চেঁচিয়ে ওঠে—গেট আউট।

থিয়ার মুখে যেন শরীরের সব রক্ত এসে জমা হয়েছে। ব্রুক ওর চোয়ালে ঘুঁষি ঝাড়লো। থিয়ার

শরীর খানিকটা দূরে গিয়ে পড়ে, টেবিলটা ধাক্কা খেয়ে তার ঘাড়ের ওপরেই পড়ে। রুমাল দিয়ে নিজের মুখের রক্ত মুছতে মুছতে ব্রুক লাফিয়ে ওঠে—সর্বনাশ!

মনে হয় থিয়ার চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ক্যাপ্টেন টেরেল কি বলবে? নিশ্চয়ই ধর্ষণের চেষ্টা ও মারাত্মক আঘাতের অপরাধে তাকে জেলে পুরবে? নিজের ক্ষতস্থানে রুমালটা চেপে ধরে থিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। না, ব্রুকের ধারণা ভুল, থিয়ার হৃৎস্পন্দন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

পল, তোমার স্ত্রী থিয়া এক ঘণ্টা আগে মারা গেছে। যে পুলিশ অফিসারটি তার কাছে যায় তাকে থিয়া পছন্দ করতো না। ফলে ওরা মারামারি করে, এবং থিয়ার ঘাড় ভেঙে যায়। ও মারা গেছে। ওর লাশটা দেখবে তো মর্গে চলো।

ফরেস্টারের হাত চকচকে ছুরি, সে সেটা নাড়াচাড়া করে।—কি বলছো? তোমরাই থিয়াকে খুন করেছ? তোমবা ভেবেছিলে, আমি ওকে খুন করবো। কেচ্ছা রটে যাবে, তোমরা একদম বোকা। তোমরা জানো এই সামান্য কাজে তার আর চেট কীগ্যানকে না হলেও চলবে।

আমি থিয়াকে ভালবাসি? আমি তোমাদের কাছে মিথ্যে বলেছিলাম। ওকে আমি আমার কাছে আবার নিয়ে আসার চেষ্টা করতাম, চেয়েছিলামও তাই। যদি রাজি না হয় তাই এই ছুরির আশ্রয় নিয়েছিলাম। তোমরাই ওকে খুন করলে?

তাচ্ছিল্যভরে ছুরিটা দূরে ফেলে দেয় পল ফরেস্টার।

পল, চুপ কর।

না না, আমি কিছুতেই চুপ করবো না। আমার সঙ্গে আমার ফরমূলার মৃত্যু ঘটবে। একদিন না একদিন এই ধাতু কেউ আবিষ্কার করবে ঠিকই, তবে অন্ততঃ দশ বা বিশ বছর পরে আমেরিকা আর রাশিয়া দুটো দেশেরই বয়স হয়ে যাবে, নির্দোষ মানুষগুলোর ওপরে তোমরা কেরামতি খাটিয়ে তাদের সম্বন্ধে তোমাদের দায়িত্ব শিখবে। তখন আমার ফরমূলা ধ্বংসের পরিবর্তে শান্তির কাজে লাগবে।

তারপর সবার নজর এড়িয়ে হঠাৎ বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় পল ফরেস্টার।

কুইক! দেরী করো না, ওয়ারেন চীৎকার করে বলে, দরজা ভেঙ্গে ফেলো।

হ্যামিলটনের চারজন এজেন্টের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, তারপর তৃতীয় বারে দরজা ভাঙে। কিন্তু ততক্ষণে কাজ শেষ। পল ফরেস্টার আত্মহত্যা করেছে।

কিউবার সেরা হোটেল ন্যাশনাল 'দ্য কিউবর'। টেরাসে বসে রোদে গা এলিয়ে দিয়েছে, পেশাদার খুনী লু সিল্ক। টেবিলের ওপর রামের গ্লাস বসানো, লাইম-জুসের ককটেল, বরফ ভাসছে। একটা কেবল এসে পৌঁছয়। কেবলটা পড়ার জন্য সিল্ক এয়ার কন্ডিশন বেডরুমে ঢোকে। সিল্ক, জরুরী—লিন্ডসে, দেল প্যাদো, মেক্সিকো সিটি। অপারেশন সফল, তোমার নামে ব্যাঙ্ক ন্যাশনাল দ্য মেক্সিকোয় দশ হাজার ডলার জমা হবে। র‍্যাডনিজ।

বিকেল তিনটের মেক্সিকোর প্লেনের রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে সিল্ক তৈরী হয়ে নেয়। পয়েন্ট থার্টি এইট পিস্তল কাঁধের হলস্টারে রাখে। জোনাথন লিন্ডসেকে সে খুন করবে, তার পরিবর্তে দশ হাজার ডলার। নিজের প্রতিবিম্ব আয়নায় একবার দেখে এলিভেটর দিয়ে নামতে থাকে সিল্ক। মনে পড়ে চেট কীগ্যানের কথা, ও থাকলে সাহায্য করতে পারতো, তারপর খানাখোন্দর আঁকা মুখটি ঔদাসিন্যের জঘন্য হাসিতে হেসে ওঠে। এই সামান্য কাজে তার আর চেট কীগ্যানকে না হলেও চলবে।

উই উইল শেয়ার ডাবল ফিউনারেল

।। এক ।।

শেরিফ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে টি.ভি. সেটের সামনের আরাম কেদারায় বসে মেরির রান্নার প্রশংসা করলেন, যার উত্তরে স্ত্রী মেরী বললেন যে তাঁর মাও একজন ভাল রাঁধিয়ে ছিলেন।

প্রায় ৫০ বছরের মুখটা ছিল রোদে পোড়া অথচ হাসিখুশী। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি মেরীকে বিবাহ করেছিলেন আর তাঁর মতো স্ত্রী পেয়ে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন।

রসের জীবনটা ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। তিনি মিলিটারি হওয়ার জন্য স্কুল ছেড়ে ছিলেন, তারপর হাইওয়ে পেট্রোল অফিসার হলেন, আর তারপর রকভিলের শেরিফ হয়ে গেলেন। এখানকার টাকাটা ছিল প্রচুর, বাংলোটি ছিল আরামদায়ক ও অফিসের সাথে লাগোয়া।

ফ্লোরিডার উত্তরে ছিল রকভিলে। এই জায়গাটি ছিল ছোটখাট্টো আর জনবসতি ছিল প্রায় আটশোর মতো। এখানের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল চাষী যারা অপরাধের ধারে কাছে যেতো না। শুধুমাত্র অল্পবয়স্ক কিছু ছোকরা এইসব কাজে মাঝে মাঝে লিপ্ত হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস, গ্যারেজ, স্কুল, সেল্‌ফ সার্ভিস স্টোর ও কয়েকটি কাঠের বাংলো নিয়ে গঠিত এই জায়গাটিতে অপরাধের হার ছিল প্রায় শূন্য। রকভিলের মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রধান হাইওয়ে ক্রসিংটোর মধ্য দিয়ে শুধু মাঝে মাঝে কিছু হিপি ও কিছু অবাঞ্ছিত লোক আনাগোনা করত। এ সমস্তকে ম্যানেজ করা রসের খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। মাঝে মাঝে সে মনে করত তাকে অকারণেই আঠাশ বছরের একজন তরুণ ডেপুটি, টম ম্যাসনকে তার সাথে কাজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

রস খাওয়া দাওয়ার পর মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ অনুভব করার জন্য মেরীকে বলল যে তার রান্নাঘরে ডিস ধোওয়ার কাজে সে তাকে সাহায্য করবে কিনা। কিন্তু মেরী না বলল।

পাইপে টান দিয়ে আরাম করতে করতে রস ঠিক করছিল যে আগামীকাল সে রকভিল থেকে পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত জাড লসের গোলাবাড়িতে যাবে। লসের মেয়ে লিলির স্কুল শিক্ষিকা মিস হ্যামার বলছিলেন যে লিলি স্কুলে ভাল ছাত্রী হলেও কিছু খারাপ সঙ্গী করেছে। ক্যাসিনোভায় যাচ্ছে ইত্যাদি। রস এতে মনে মনে এই ভেবে হাসল যে যৌবনের ধর্মকে কেউ আটকাতে পারে না। তবে সে ঠিক করেছিল যে বন্ধু জাডের বাড়ি যাবে যাতে তাকে লিলির জন্য কিছু বলতে পারে।

বাইরে এখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এরই মধ্যে হাইওয়ে পেট্রোলের প্রধান, কার্ল হেনারের ফোন এল। তিনি জানালেন যে অ্যাবেভিলে লক আপ থেকে চেট লোগান নামের এক ভয়ঙ্কর লোক তার সঙ্গের দুজন পুলিশ অফিসারকে মেরে পালিয়ে গেছে। তিনি অন্য সমস্ত স্থানীয় শেরিফদের এই ঘটনা জানিয়েছেন। তিনি আরো জেফ রসকে বললেন যে, যেন তিনি তার জেলার সমস্ত গোলাবাড়িগুলোকে সাবধানে থাকতে বলে দেন। এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল রসের বাড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে লসভিল জংশনে।

সমস্ত টি. ভি. ও রেডিও সংবাদে চেট লোগানের যাবতীয় খুটিনাটি বিবরণ জানানো হল। রস মেরীকে এক কাপ কফি দিতে বলে নিজের জুতোর ফিতে বেঁধে বেরিয়ে গেল। মেরী গিয়ে তাড়াতাড়ি সামনের এবং পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রস অফিসে গিয়ে যত চাষী আছে তাদের নাম ও ফোন নাম্বারের একটা লিস্ট বানাল। প্রথমেই সে ডেপুটি টম ম্যাসনকে ফোন করল। ঠিক সেই সময় টম তার স্ত্রী ক্যারি স্পিংজ-এর সাথে দৈহিক আনন্দ উপভোগ করছিল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফোন তুলে ম্যাসন চমকে গেল। তারপর সব শুনে ক্যারির অনিচ্ছা সত্ত্বেও টম নিজেকে প্রস্তুত করে স্লিকার ও স্টেটসন টুপি পরে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। তিন মিনিটের গাড়ি চালানোর রাস্তা পার করে সে শেরিফের অফিসে

চলে এল। সেই পুরনো ফ্যাশনের ঘরে ঢুকে টম দেখল শেরিফ কাউকে ফোন করছে। রস টমকে জানাল যে সে একটি নামের লিস্ট বানিয়েছে যাদের ফোন করতে হবে। চেট লোগানকে ধরতে হলে খুব সতর্ক হতে হবে কারণ সে খুবই বিপজ্জনক।

এটা ডেপুটি হওয়ার পর থেকে টমের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। সে ক্যারি স্পিংজকে ভুলে গেল।

কিন্তু চাষীদেরকে এই সতর্ক করে দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ হল না। কারণ তারা এটাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে নিলই না। ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝে হাসাহাসি করতে লাগল আর আরো বেশি তথ্য চাইতে লাগল। তাদের যতই সশস্ত্র ও সাবধান থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল ততই তারা হালকাভাবে এটাকে নিচ্ছিল।

যাইহোক, টম তার লিস্টের সমস্ত চাষীকে সাবধান করার কাজ শেষ করল। এবার রস, জাড লসের নাম্বার ডায়াল করতে শুরু করল। কিন্তু বারে বারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটা ঘর ঘর আওয়াজ আসতে লাগল। টেলিফোনে কোন উত্তর এল না। রস আরো একবার বৃথা চেষ্টা করল। তারা ভাবতে লাগল যে হয়তো জাড লস পুরো স্পিডে টিভি চালিয়ে দিয়েছে বা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে বা এরকম কিছু। টম অধৈর্য হয়ে বলল যে তার এখন এখানে বিশেষ কিছু করার নেই। সে একবার নিজে গিয়ে দেখে আসতে চায়। টম তাকে সম্ভাব্য বিপদের কথা জানিয়ে সাবধান করে দিল।

টম তার স্লিকার নিয়ে ৩৮ রিভলভারটা চেক করে গাড়ি ও টর্চ নিয়ে সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। সে বলে গেল আমি আপনার সাথে রেডিওতে যোগাযোগ রাখব।

জাড লসের বাংলোটা ছিল আরামদায়ক। কয়েকটি গোলাবাড়ি নিয়ে তৈরী এই বাংলোর সাথে ষাট একর কমলালেবুর ক্ষেত ছিল। সেগুলো দেখাশুনার জন্য জাড সম্পূর্ণ সময়ের জন্য তিন জন ও অস্থায়ী ভাবে কুড়ি জন কালো চামড়ার লোককে রাখত। টম কাদা ভর্তি রাস্তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে ঐ কালো লোকগুলির কথা ভাবতে লাগল, বিশেষ করে ঐ তিনজনের কথা যারা গত দশ বছর ধরে জাডের সঙ্গে রয়েছে। তার গাড়ি বারে বারে কাদায় আটকে যেতে লাগল। যখন বাংলো থেকে সে আর অল্প কিছু দূরে, তখন রসের সঙ্গে রেডিওতে টম যোগাযোগ শুরু করল। প্রথাগতভাবে শেরিফকে সম্বোধন করে টম জানাল যে সে বাংলোর কাছে এসে গেছে। উত্তরে রস তাকে আরো সাবধান হতে বলল, কারণ সে তখনো পর্যন্ত জাডের সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে যাচ্ছিল যার কোন উত্তরই সে পাচ্ছিল না।

রেডিও বন্ধ করে ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে টম অগ্রসর হতে লাগল। দূর থেকে বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছিল।

এ বাড়ির সমস্ত কিছুই ছিল টমের জানা, যেহেতু বহুবার সে এর আগে এখানে এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে সে এবার খুব আস্তে আস্তে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল। এইবার সে একটু নার্ভাস বোধ করতে লাগল। তার সংক্ষিপ্ত ডেপুটি জীবনে মনে হল এরকম সমস্যার মুখে সে আগে পড়েনি। সেখানে ছোটখাটো অপরাধীরা তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন তার পরনে উর্দি ও কোমরে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সে কেমন একা একা মনে করতে লাগল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দূরের সেই আলোকিত জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর ক্ষীণভাবে বেজে যাওয়া টেলিফোন রিসিভারের শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ একটা ভয় এসে তাকে চেপে ধরল—সে প্রচণ্ড ঘামতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। আগে কখনো এরকম ভাবে ভয় না পাওয়া টম ঠিক করতে পারল না যে কি করা উচিত। এবার সে ভাবল রস তাকে বলেছে জেনারের দু'জন লোক তার সাহায্যের জন্য এখানে আসবে। তাহলে কি তার এখানে গাড়ির দরজার তালা বন্ধ করে, জানালার কাঁচ তুলে চুপচাপ আলো নিভিয়ে বসে থাকা উচিত? কিন্তু তারপরই সে নিজেকে ডেপুটি শেরিফ হিসাবে মনে করে নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করল—সে বাংলোর দিকে এগোতে লাগল। বাংলোর সেই আলোকিত দরজা ও টেলিফোনের শব্দ তাকে মন্ত্র মুগ্ধের মতো যেন ডাকতে লাগল।

উই উইল শেয়ার ডাবল ফিউনারেল

।। এক ।।

শেরিফ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে টি.ভি. সেটের সামনের আরাম কেদারায় বসে মেরির রান্নার প্রশংসা করলেন, যার উত্তরে স্ত্রী মেরী বললেন যে তাঁর মাও একজন ভাল রাঁধিয়ে ছিলেন।

প্রায় ৫৩ বছরের মুখটা ছিল রোদে পোড়া অথচ হাসিখুশী। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি মেরীকে বিবাহ করেছিলেন আর তাঁর মতো স্ত্রী পেয়ে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন।

রসের জীবনটা ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। তিনি মিলিটারি হওয়ার জন্য স্কুল ছেড়ে ছিলেন, তারপর হাইওয়ে পেট্রোল অফিসার হলেন, আর তারপর রকভিলের শেরিফ হয়ে গেলেন। এখানকার টাকাটা ছিল প্রচুর, বাংলোটি ছিল আরামদায়ক ও অফিসের সাথে লাগোয়া।

ফ্লোরিডার উত্তরে ছিল রকভিলে। এই জায়গাটি ছিল ছোটখাট্টো আর জনবসতি ছিল প্রায় আটশোর মতো। এখানের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল চাষী যারা অপরাধের ধারে কাছে যেতো না। শুধুমাত্র অল্পবয়স্ক কিছু ছোকরা এইসব কাজে মাঝে মাঝে লিপ্ত হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস, গ্যারেজ, স্কুল, সেল্ফ সার্ভিস স্টোর ও কয়েকটি কাঠের বাংলো নিয়ে গঠিত এই জায়গাটিতে অপরাধের হার ছিল প্রায় শূন্য। রকভিলের মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রধান হাইওয়ে ক্রসিংটার মধ্য দিয়ে শুধু মাঝে মাঝে কিছু হিপি ও কিছু অবাঞ্ছিত লোক আনাগোনা করত। এ সমস্তকে ম্যানেজ করা রসের খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। মাঝে মাঝে সে মনে করত তাকে অকারণেই আঠাশ বছরের একজন তরুণ ডেপুটি, টম ম্যাসনকে তার সাথে কাজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

রস খাওয়া দাওয়ার পর মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ অনুভব করার জন্য মেরীকে বলল যে তার রান্নাঘরে ডিস ধোওয়ার কাজে সে তাকে সাহায্য করবে কিনা। কিন্তু মেরী না বলল।

পাইপে টান দিয়ে আরাম করতে করতে রস ঠিক করছিল যে আগামীকাল সে রকভিল থেকে পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত জাড লসের গোলাবাড়িতে যাবে। লসের মেয়ে লিলির স্কুল শিক্ষিকা মিস হ্যামার বলছিলেন যে লিলি স্কুলে ভাল ছাত্রী হলেও কিছু খারাপ সঙ্গী করেছে। ক্যাসিনোভায় যাচ্ছে ইত্যাদি। রস এতে মনে মনে এই ভেবে হাসল যে যৌবনের ধর্মকে কেউ আটকাতে পারে না। তবে সে ঠিক করেছিল যে বন্ধু জাডের বাড়ি যাবে যাতে তাকে লিলির জন্য কিছু বলতে পারে।

বাইরে এখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এরই মধ্যে হাইওয়ে পেট্রোলের প্রধান, কার্ল হেনারের ফোন এল। তিনি জানালেন যে অ্যাবেভিলে লক আপ থেকে চেট লোগান নামের এক ভয়ঙ্কর লোক তার সঙ্গের দুজন পুলিশ অফিসারকে মেরে পালিয়ে গেছে। তিনি অন্য সমস্ত স্থানীয় শেরিফদের এই ঘটনা জানিয়েছেন। তিনি আরো জেফ রসকে বললেন যে, যেন তিনি তার জেলার সমস্ত গোলাবাড়িগুলোকে সাবধানে থাকতে বলে দেন। এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল রসের বাড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে লসভিল জংশনে।

সমস্ত টি. ভি. ও রেডিও সংবাদে চেট লোগানের যাবতীয় খুটিনাটি বিবরণ জানানো হল। রস মেরীকে এক কাপ কফি দিতে বলে নিজের জুতোর ফিতে বেঁধে বেরিয়ে গেল। মেরী গিয়ে তাড়াতাড়ি সামনের এবং পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রস অফিসে গিয়ে যত চাষী আছে তাদের নাম ও ফোন নাম্বারের একটা লিস্ট বানাল। প্রথমেই সে ডেপুটি টম ম্যাসনকে ফোন করল। ঠিক সেই সময় টম তার স্ত্রী ক্যারি স্পিংজ-এর সাথে দৈহিক আনন্দ উপভোগ করছিল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফোন তুলে ম্যাসন চমকে গেল। তারপর সব শুনে ক্যারির অনিচ্ছা সত্ত্বেও টম নিজেকে প্রস্তুত করে স্লিকার ও স্টেটসন টুপি পরে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। তিন মিনিটের গাড়ি চালানোর রাস্তা পার করে সে শেরিফের অফিসে

চলে এল। সেই পুরনো ফ্যাশনের ঘরে ঢুকে টম দেখল শেরিফ কাউকে ফোন করছে। রস টমকে জানাল যে সে একটি নামের লিস্ট বানিয়েছে যাদের ফোন করতে হবে। চেট লোগানকে ধরতে হলে খুব সতর্ক হতে হবে কারণ সে খুবই বিপজ্জনক।

এটা ডেপুটি হওয়ার পর থেকে টমের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। সে ক্যারি স্পিংজকে ভুলে গেল।

কিন্তু চাষীদেরকে এই সতর্ক করে দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ হল না। কারণ তারা এটাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে নিলই না। ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝে হাসাহাসি করতে লাগল আর আরো বেশি তথ্য চাইতে লাগল। তাদের যতই সশস্ত্র ও সাবধান থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল ততই তারা হালকাভাবে এটাকে নিচ্ছিল।

যাইহোক, টম তার লিস্টের সমস্ত চাষীকে সাবধান করার কাজ শেষ করল। এবার রস, জাড লসের নাম্বার ডায়াল করতে শুরু করল। কিন্তু বারে বারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটা ঘর ঘর আওয়াজ আসতে লাগল। টেলিফোনে কোন উত্তর এল না। রস আরো একবার বৃথা চেষ্টা করল। তারা ভাবতে লাগল যে হয়তো জাড লস পুরো স্পিডে টিভি চালিয়ে দিয়েছে বা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে বা এরকম কিছু। টম অধৈর্য হয়ে বলল যে তার এখন এখানে বিশেষ কিছু করার নেই। সে একবার নিজে গিয়ে দেখে আসতে চায়। টম তাকে সম্ভাব্য বিপদের কথা জানিয়ে সাবধান করে দিল।

টম তার স্লিকার নিয়ে ৩৮ রিভলভারটা চেক করে গাড়ি ও টর্চ নিয়ে সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। সে বলে গেল আমি আপনার সাথে রেডিওতে যোগাযোগ রাখব।

জাড লসের বাংলোটা ছিল আরামদায়ক। কয়েকটি গোলাবাড়ি নিয়ে তৈরী এই বাংলোর সাথে ষাট একর কমলালেবুর ক্ষেত ছিল। সেগুলো দেখাশুনার জন্য জাড সম্পূর্ণ সময়ের জন্য তিন জন ও অস্থায়ী ভাবে কুড়ি জন কালো চামড়ার লোককে রাখত। টম কাদা ভর্তি রাস্তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে ঐ কালো লোকগুলির কথা ভাবতে লাগল, বিশেষ করে ঐ তিনজনের কথা যারা গত দশ বছর ধরে জাডের সঙ্গে রয়েছে। তার গাড়ি বারে বারে কাদায় আটকে যেতে লাগল। যখন বাংলো থেকে সে আর অল্প কিছু দূরে, তখন রসের সঙ্গে রেডিওতে টম যোগাযোগ শুরু করল। প্রথাগতভাবে শেরিফকে সম্বোধন করে টম জানাল যে সে বাংলোর কাছে এসে গেছে। উত্তরে রস তাকে আরো সাবধান হতে বলল, কারণ সে তখনো পর্যন্ত জাডের সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে যাচ্ছিল যার কোন উত্তরই সে পাচ্ছিল না।

রেডিও বন্ধ করে ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে টম অগ্রসর হতে লাগল। দূর থেকে বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছিল।

এ বাড়ির সমস্ত কিছুই ছিল টমের জানা, যেহেতু বহুবার সে এর আগে এখানে এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে সে এবার খুব আস্তে আস্তে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল। এইবার সে একটু নার্ভাস বোধ করতে লাগল। তার সংক্ষিপ্ত ডেপুটি জীবনে মনে হল এরকম সমস্যার মুখে সে আগে পড়েনি। সেখানে ছোটখাটো অপরাধীরা তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন তার পরনে উর্দি ও কোমরে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সে কেমন একা একা মনে করতে লাগল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দূরের সেই আলোকিত জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর ক্ষীণভাবে বেজে যাওয়া টেলিফোন রিসিভারের শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ একটা ভয় এসে তাকে চেপে ধরল—সে প্রচণ্ড ঘামতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। আগে কখনো এরকম ভাবে ভয় না পাওয়া টম ঠিক করতে পারল না যে কি করা উচিত। এবার সে ভাবল রস তাকে বলেছে জেনারেরে দু'জন লোক তার সাহায্যের জন্য এখানে আসবে। তাহলে কি তার এখানে গাড়ির দরজার তালা বন্ধ করে, জানালার কাঁচ তুলে চুপচাপ আলো নিভিয়ে বসে থাকা উচিত? কিন্তু তারপরই সে নিজেকে ডেপুটি শেরিফ হিসাবে মনে করে নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করল—সে বাংলোর দিকে এগোতে লাগল। বাংলোর সেই আলোকিত দরজা ও টেলিফোনের শব্দ তাকে মন্ত্র মুগ্ধের মতো যেন ডাকতে লাগল।

যেতে যেতে চিন্তা করতে করতে টম যখন থামছিল আর এগোচ্ছিল তখন সে দেখতেই পেল না যে তার পাশে একটা ঝোপ রয়েছে আর সেই ঝোপের মধ্যে মনুষ্যাকৃতির একটা ছায়া রয়েছে। যেটা তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে সমানে।

ধীরে ধীরে বাংলোর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে টম খালি চিন্তা করছিল যে ভিতরে যদি সব কিছু ঠিকঠাকই থাকে তবে দরজাটা এতো রাত্রে বর্ষার মধ্যে আধখোলা অবস্থায় কেন? টেলিফোন রিসিভারের শব্দটা সে আর সহ্য করতে পারছিল না। খুব সাবধানে ঘরে ঢুকে সে চারিদিকে উঁকি মারতে লাগল—কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। তবে অত্যন্ত পরিচিত এই ঘরটাতে ঢুকে সে জড়িত গলায় জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কেউ আছ কি? এদিক ওদিক দেখতে দেখতে লিভিং রুমের মধ্যে গিয়ে টম ডরিস লসের বড় দেহটাকে দেখতে পেল শোওয়া অবস্থায় আর মাথাটা রক্তে ভিজে গেছে। বুকে হাতুড়ি মারার মতো শব্দ নিয়ে যেতে যেতে সে একটু দূরে একই রকম আঘাত পাওয়া অবস্থায় জাডের মৃত দেহটাকে দেখতে পেল। তার মাথাটা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

জোরালো টর্চ নিয়ে চারিদিক দেখতে দেখতে যখন সে যাচ্ছিল তার হাতের বন্দুকটা থরথর করে কাঁপছিল। আগে কখনো এতো ভয়ঙ্কর মৃত্যু এতো কাছ থেকে না দেখা ডেপুটি শেরিফ টমের অবস্থা প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো হয়ে পড়েছিল। তবে অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে আঘাত পাওয়া ও রক্তের কাছে মাছির ভনভনানি দেখে সে এটুকু নিশ্চিত হয়েছিল যে জাড ও ডরিসের মৃত্যু হয়েছে।

টম এবার তাদের মেয়ে লিলির কথা ভাবল। সে ভাবল যে লিলি কি এতোই ভাগ্যবান যে ঘাতকের হাত থেকে সে পালাতে পেরেছে। কিন্তু কিভাবেই বা এই বৃষ্টিতে সে পালাতে পারবে তা সে চিন্তা করতে পারল না। পাশে খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে সে লিলির ঘরের দিকে গিয়ে তাকে ডাকল। তার মতে রকভিলের সবচেয়ে সুন্দরী এই মেয়েটির কোনরকম সাড়া না পেয়ে আবার সে ডাকল ও ঘরের ভেতরে গেল। দেখল মাথায় তার পিতামাতার মতোই মারাত্মক আঘাত নিয়ে লিলির মৃত দেহটা রক্তে জড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

কোনমতে নিজের দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে টম নিচের টেলিফোনের টেবিলে এল। কিন্তু নিজের অজান্তে কখন সে সিঁড়িতে টর্চ লাইটটা আর রিসিভার কানে তোলার সময় টেবিলে বন্দুকটা রেখে দিল—নিজেও টের পেল না। ওপাশ থেকে রসের কথা শোনা গেল। কিন্তু শুধুমাত্র তোতলানোর আওয়াজ ছাড়া, প্রথমে টম কিছুই বলতে পারল না। তারপর অতিকষ্টে যখন বলল, আমি টম, তারপরই তার প্রচণ্ড বমির ভাব এল। আর সে মেঝেতে পড়ে গেল। চোখ বন্ধ অবস্থায় রিসিভার কানে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যখন সে আবার কথা বলার চেষ্টা করল তখনই একটা আওয়াজে ভীত হয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল আর একটা প্রচণ্ড আঘাত তাকে অচেতন করে দিল আর তার মাথা থেকে স্টেটসন্ হ্যাটটা খুলে পড়ে গেল।

গাড়িতে পেট্রোল অফিসার জেরি ডেভিস আর সার্জেন্ট হ্যাঙ্ক হোলিস বসে ছিল। তারা জাড লসের গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল আর হোলিস গাড়িটা চালাচ্ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল যে টম ম্যাসন তো ওখানে আছে, এই ডেপুটি শেরিফরা কি তাদের সাহায্য ছাড়া এক পাও চলতে পারে না? তারা সেই ভয়ঙ্কর কাদাভর্তি রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে এগোতে লাগল। তারা যখন রেডিওতে যোগাযোগ করল, শুনল যে রস বলছে, জাড লসের বাংলোতে মারাত্মক কিছু হয়েছে। কারণ ফোনে তাদের কোন উত্তর তো পাওয়া যাচ্ছেই না—এখন টমের ওখানে পৌঁছানোর ব্যাপারটা সে শুধু জানতে পেরেছে। কিন্তু ফোনে শুধু সে এটুকু বুঝতে পেরেছে যে টম যেন অতিকষ্টে কথা বলছে। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই।

ডেভিস তার স্লিবার খুলে বন্দুকটা আলগা করে নিল। হোলিস গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। তারা বাংলোর কাছাকাছি এসে টমের ফোর্ডের পাশে নিজেদের গাড়ি দাঁড় করাল। টমের গাড়িতে টম নেই দেখে রেডিওতে সেই খবরটা জানিয়ে দিল। দুজনে ঠিক করল যে হোলিসই প্রথম বাংলোতে যাবে। দু'মিনিট পর ডেভিস তাকে অনুসরণ করবে।

সার্জেন্টের পদে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত হোলিস অনেক রকম বিপজ্জনক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল। সে ছিল একেবারে যেন স্নায়ুছাড়া মানুষ। সে ছিল খুবই সতর্ক মনের ও সাবধানী

প্রকৃতির মানুষ।

খুব সাবধানে বাংলোয় ঢুকতে ঢুকতে হোলিস চারিদিকে লক্ষ্য করল। তারপর ভিতরে ঢুকেই সে টম ম্যাসনের দেহটা দেখতে পেল। ভিতরে লোগান থাকতে পারে এই ভেবে খুব সন্তর্পণে হোলিস ভিতরের ঘরটায় গেল—আর দেখল জাড ও ডোরিসের দেহ দুটো পড়ে রয়েছে। তারপর একে একে রান্নাঘর, বাথরুম করিডোর সবই সে ভাল করে দেখল। কোথাও লোগানের উপস্থিতি না দেখতে পেয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গেল ও আলোকিত বারান্দা পেরিয়ে ঘরে গিয়ে দেখল যে লিলির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে এল। যখন প্রথমেই সে টমের দেহ দেখতে পেয়েছিল, তার সাবধানী মনের ভিতর কতকগুলি অবাঞ্ছিত সত্য লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে টমের পরনে তার অফিসের স্লিবারে মাথার স্টেটসন টুপি আর তার ৩৮ রিভলবার ও কার্তুজের বেল্ট নেই। তখনই হোলিস বুঝেছিল যে লোগান এখন এসব সাজে সজ্জিত আর যেকোন মুহূর্তে তাকে আক্রমণ করতে পারে। আর কালবিলম্ব না করে হোলিস ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সেখানে ডেভিস বাংলোর অপরপ্রান্ত থেকে তার কাছে ছুটে এল।

হোলিস তাকে নিয়ে এবার লিভিং রুমে ঢুকে দেহগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। তারা দেখল যে টমের দেহে তখনো প্রাণ আছে কিন্তু আরো তিনজন যারা ছিল তারা মারা গেছে। যখন তারা ফোনে এই খবরটা জানাতে গেল দেখল যে তারটা আলগা হয়ে পড়ে আছে। এরপর তারা একটা ইঞ্জিনের শব্দে চমকে গিয়ে বাইরে তাদের গাড়ির কাছে আসতেই দেখল যে টমের গাড়ি সেখানে নেই। লোগানের সমস্ত কাজে তারা বিস্মিত হয়ে যখন গাড়ির মধ্যে রাখা রেডিওটা ব্যবহার করতে গেল দেখল যে বোতাম টেপার পরেও আলো জ্বলল না। তারা ঠিক করল লোগানকে গাড়িতে করে ধাওয়া করবে—নিশ্চয়ই লসের গাড়ি আছে। যাওয়ার আগে তারা একটা ফোন করবে। তাদের সিদ্ধান্ত মতো ডেভিস লসের গোলাবাড়িগুলোর দিকে তার গাড়ি খুঁজতে গেল। হোলিস টমের তত্ত্বাবধানে রইল, টমের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। হোলিস একটা বালিশ টেনে তার মাথায় দিতে গিয়ে দেখল সে বিড়বিড় করছে। তাদের কাছে খবর ছিল যে দুটো ট্রাক ওদিকে আসছে যারা তাদের কাছে সাহায্যের জন্য আসছে। ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে গেলেই একজন লোগানকে ধাওয়া করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ডেভিস ফিরে জানাল যে লসের গাড়ি এখন কাজ করছে না। তারা ট্রাক দুটির আসার অপেক্ষায় বসে রইল। জানতে পারল না যে দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি ট্রাকের চাকা কাদায় পুরো ডুবে গেছে আর সেটির অবস্থা দেখে দ্বিতীয় ট্রাকটি আর সাহস করে এগোয়নি। তার ড্রাইভার সেটিকে ওখানেই ছেড়ে এসে লসের গোলাবাড়ির দিকে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এক ঘণ্টার ওপর দেরীর মধ্যে লোগান সুস্থভাবে টমের স্লিবার পরে তার বন্দুক নিয়ে তারই গাড়িতে করে হাইওয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

।। দুই ।।

প্রায় পরিত্যক্ত হাইওয়ে দিয়ে পেরী ওয়েসটন গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে রেডিওতে কোন মহিলার বাজনা শুনছিল। বাইরের প্রচণ্ড বৃষ্টি দেখে সে ভাবছিল যে আগামীকাল হয়তো সূর্যালোক ও নীল আকাশ দেখা যাবে। যখন সে ঘড়ি দেখল তখন ১১.০৫ বাজে। জানত না যে ঠিক এই সময়টাতেই শেরিফ রস আর ডেপুটি টম ফোনে চাষীদের সাবধান করে দিচ্ছিল কোন এক পালিয়ে যাওয়া খুনী সম্বন্ধে। মদাপ পেরী আরো স্কচ খেতে খেতে ভাবছিল যে সে আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্বাভাস পাওয়ার পর আর না বেরিয়ে জ্যারাসন ভিলেতেই থাকলে পারত। সে রেডিওর সুইচ বন্ধ করে সিগারেট জ্বালিয়ে আরাম করে ভাবতে লাগল যে যখন হোক রাত্রে তার লজে পৌঁছলে কোন ক্ষতি নেই।

সে গতকালের ঘটনাগুলোর কথা মনে করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে প্রথমে তার ফিসিং লজটার কথা চিন্তা করতে লাগল যেটা সে অল্প কয়েক বছর আগে কিনেছিল। এটা একটা নির্জন জায়গায়—ফুলগাছ ও লতাগুল্ম দিয়ে ঘেরা—সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে। এটাকে সে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিল, যেটাতে সে নির্জনতা উপভোগ করতে প্রায়ই চলে যেত, যে নির্জনতা নিউ ইয়র্কে সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু পেরী জীবনে সবথেকে বড় ভুলটা করেছিল

তার থেকে পনেরো বছরের ছোট এক মেয়েকে বিবাহ করে। এই বিয়েটা ছিল এক দুর্ভাগ্যের বিয়ে। শিলা তাকে এরকম ঐ নির্জনতা উপভোগ করার আনন্দ নেওয়া দেখতে বিরক্ত বোধ করত—সে নিজেও তার এই বিয়েতে তৃপ্ত ছিল না। দুজনে ধীরে ধীরে দুজনের কাছে থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

আর বিশেষ করে গতকালের ঘটনাটা, সকালবেলায় টেলিফোন বাজছিল। আর শিলা পেরীর কোন একটা মূল্যবান চাইনিজ ফুলদানী তার দিকে ছুঁড়ে মারল। ফুলদানিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পেরী রেগে বলে উঠল, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

শিলা বলল, তুমি একজন মাতাল, বদমাশ। একথা বলেই সে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল ওঘর থেকে। ফোনটা তখনো বাজছিল। পেরী গিয়ে ফোন ধরে দেখল এটা প্রেসের গলা। ওপার থেকে প্রেস ঠিক যেন রেড হার্ট মুভি করপোরেশনের প্রেসিডেন্টের মতো বলল, মিঃ হার্ট তিন ঘণ্টার মধ্যে লস এঞ্জেলস চলে যাচ্ছেন। তিনি যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। অনুগ্রহ করে সময়মতো আসবেন।

পেরী বলল, আমি যাব।

পেরী হার্টকে লেখা স্ক্রিপ্ট দিত। এর আগে সে যতগুলো স্ক্রিপ্ট হার্টকে দিয়েছিল সবগুলোরই ফিল্ম হিট করেছিল আর হার্টকে টাকা এনে দিয়েছিল। পেরী হার্ট সম্বন্ধে অনেক কঠোরতা ও নির্দয়তার গল্প শুনেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে সে লক্ষ্য করত যে তার সাথে হার্ট অত্যন্ত ভাল ও পিতার ন্যায় স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করত। হতে পারে যে তার লেখা স্ক্রিপ্টগুলো হার্টকে টাকা এনে দিয়েছিল বলেই। তার এবারের স্ক্রিপ্ট যদি ফ্লপ হয় তবে সে কিরকম ব্যবহার পাবে? দু'মাস আগে হার্ট পেরীকে নিয়ে সিনেমা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল। তখনই সে বলেছিল যে পেরী যেন এবারে কিছু অপরাধ অ্যাকশন যৌনতা ইত্যাদি নিয়ে স্ক্রিপ্টের কথা ভাবে, কারণ হার্ট এবারে এরকমই কিছু বানাতে চায়—যা 'হরর ফিল্ম' হবে না। কিন্তু যেন একজন ট্রাক ড্রাইভার কোন বাচ্চাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এরকম ধরণের কিছু থাকে যাতে সাধারণ লোক এরকম আতঙ্কগুলোকে বুঝতে পারে এবং গ্রহণ করে। দু'মাসের মধ্যে হার্ট এরকম একটা গল্পের আউট লাইন চেয়েছিল।

পেরী হার্টকে যখন বলেছিল যে সে কি সন্তুষ্টজনকভাবে তাকে কাজ দিতে পারছে না—উত্তরে হার্ট বলেছিল তুমি আমার ফিল্মের থেকে পঞ্চাশ হাজার আর লাভ থেকে পাঁচ পার্সেন্ট পাচ্ছ—যার ফলে তুমি আমি দুজনেই লাভবান হব (ভাল স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য)।

গত দু'মাস ধরে পেরী চেষ্টা করে যাচ্ছিল একটা মৌলিক প্লট বার করবে। কিন্তু শিলা তাকে কিছুতেই একলা থাকতে দিচ্ছিল না। চিন্তা করার জন্য সে একদম নির্জনতা পাচ্ছিল না। আর এই সময়ের মধ্যেই একটা দু'সপ্তাহের জন্য সিনেমার আনন্দোৎসব শুরু হয়ে গেল। এই সময়টায় শিলা নিজেকেএকজন শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্ট লেখকের স্ত্রী বলে প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। উৎসব শেষ হল ভোর তিনটেয়। মদ্যপ অবস্থায় পেরী আর গাড়ি চালাতে পারছিল না। শিলা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল। যখন পেরীর একটু যত্নের প্রয়োজন ছিল—পরের দিন সকালে বিকেলে শিলা টেনিস খেলতে ব্যস্ত হয়ে রইল। পেরী মদ্যপ অবস্থায় কোনরকমে একটু আউট লাইন লিখে টাইপ করে সাইলাস এস হার্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে টয়োটায় বসে বসে স্ত্রী শিলার কথা ভাবছিল। বিয়ের পর পর প্রথম প্রথম তার তাকে খুবই ভাল লাগত। আর প্রথম তিন মাস বিছানায় সে তাকে নিয়ে খুবই উত্তেজিত হত। কিন্তু আস্তে আস্তে সে দেখতে থাকল যে শিলার দাবী দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পেরীর নিজেরও কাজ ছিল। কিন্তু শিলা—সে শুধু টেনিস গল্প আর সাঁতার নিয়ে থাকত। কত গল্পই সে করতে পারত। আর যখন পেরী কোন প্লট নিয়ে হিমসিম খেত তখন শিলা তার সামনের ডেস্কে এসে বসত—তার দিকে তাকাত আর বান্ধবীদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু বলে যেত। আর যখন পেরী বলত যে সে কাজ করছে—শিলা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসত আর চলে যেত। রাত্রে সে দ্বিতীয় বেডরুমটায় যেত আর পেরী এলে বলত তোমার কাজ দরকার আর আমার দরকার ঘুম। পেরী নিজেকে তখন মদের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিত।

যখন পেরী এই অবস্থার পরে হার্টের কাছে গেল হার্ট সেই আউট লাইনটা একজন তৃতীয়

শ্রেণীর স্ক্রিপ্ট লেখকের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরে পেরী ভেবেছিল যে ঐরকম শিলার সাথে ঝগড়া করে আর মদ খেয়ে লেখাটা কোনরকমে লিখে পাঠানোর থেকে বসের কাছে একটু সময় চেয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত। সে টয়োটায় বসে বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

সেদিন হার্ট কিন্তু অন্য ব্যবহার করেছিল ও তার সাথে আন্তরিকই ছিল। সে পেরীকে চেয়ার অফার করে মদ খেতে বলেছিল। গ্রেস অ্যাডামস, হার্টের প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্কা রোগা লম্বা সেক্রেটারী এসে স্কচ নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

হার্ট বলেছিল তুমি একজন সত্যিকারের প্রতিভা। আমি তোমাকে পছন্দ করি। আর যাদের গুণ সত্যিকারের আছেও তাদের সবাইকে কিন্তু আমি পছন্দ করি না। তুমি জান যে আমি কিন্তু তোমাকে সেই দুর্লভদের মতো একজন ধরে নিয়ে পছন্দ করি। আর তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে যে তোমার ৩৮ বছরের সঙ্গে ২৩ বছরের তোমার স্ত্রীর বিয়ে হয়েছে। যেখানে ২৩ বছরের স্ত্রীরা তাদের সম্পত্তি বলে স্বামীর সঙ্গে তাদের প্রতিভার মর্যাদা দিতে পারে না। তারা শুধু টাকাটাই দেখে কিন্তু কাজে বাধাদান করে। সুতরাং তোমাকে মদ ধরতে হয়েছে।

পেরী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, আমি কারো সঙ্গে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। হার্ট বলল, আমি কিন্তু অন্য কেউ-এর মধ্যে পড়ছি না। আমি তোমার ভালোর জন্যই তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। তুমি তোমার মধ্যেকার যে গুণ আছে তা নষ্ট করে দিচ্ছ। শিলা তোমাকে ভীষণভাবে বাধা দিচ্ছে।

পেরী ঘরের একদিক থেকে অন্যদিকে গেল আর তারপর বসের সামনে এসে বলল, তাহলে আপনি আমাকে ছেড়ে দিন আর সেই সময়টায় আমি শিলাকে হ্যান্ডেল করি।

হার্ট বলল, ব্যাপারটার সমাধান অত সোজা নয়। কারণ শিলা তোমাকে ছাড়বে না। তার পশ্চাদপট ও এখন সে কি করছে, সবই আমি জানি। তার দুজন পুরুষবন্ধু আছে। সে আসলে রোজ বিকেলে টেনিস না খেলতে গিয়ে তাদের সাথে সময় কাটায়। তাদের কিন্তু তোমার মতো পয়সা নেই। তা থাকলে শিলাই তোমাকে ছেড়ে দিত। আর ও তোমার কাছে যতক্ষণ পুরো পয়সা বার না করে নিতে পারবে ততক্ষণ তোমাকে ছাড়বে না।

পেরী যখন বলল যে সে এর একটা কথাও বিশ্বাস করে না, হার্ট বলল যে যদিও এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু হার্টের কাছে এ ব্যাপারে পুরো প্রমাণ আছে। আর তার কাছে একটা টেপও আছে। হার্ট আরও বলল, তোমার আমাকে আর আমার তোমাকে দরকার। সুতরাং তুমি শিলাকে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হও। আর ওকে ছাড়লেই তুমি আবার তোমার নিজস্ব লিখনশৈলীতে ফিরে আসবে।

পেরী এবারে শুধুই মাথা নাড়ল। হার্ট জিজ্ঞাসা করল, ফ্লোরিডার কাছে তো তার একটা ফিসিং লজ আছে। পেরী চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে তিনি এটা জানলেন কি করে! হার্ট আর কথা না বাড়িয়ে পেরীকে বলল যে সে যেন ঐ লজে চলে যায়, আর ঐ নির্জনতায় বসে নিজের লেখার কাজ চালিয়ে যায়। সে যেন শিলা আর মদকে মন থেকে মুছে ফেলে। আর শিলাকে যেন বলে যে তার বসের কথা অনুযায়ী কাজে সে সেখানে যাচ্ছে। হঠাৎ করে পেরীও যেন মনে করল যে সে'ও ঠিক এরকমই নির্জনতা চাইছিল যেখানে তার স্ত্রী তাকে বিরক্ত করবে না।

পেরী ঘরে এসে শিলাকে বলল যে সে দু'মাসের জন্য ওখানে যাচ্ছে। সে ভেবেছিল শিলা নাটক করবে। কিন্তু তার চায়না নীল চোখে শুধু উত্তেজনা দেখা গেল আর সে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। হঠাৎ করে একটা ঠাণ্ডা অপছন্দের ভাব পেরীর মধ্যে শিলার জন্যে এল।

শিলা তার কাছে টাকা দাবী করল। পেরী একটা চেকে সাত হাজার ডলার লিখে দিল। শিলা বলল, দু'মাসের জন্য এটা কি যথেষ্ট? পেরী জবাবে বলল, যে এটা যথেষ্টরও বেশি—বলে সে ওপরে গিয়ে জিনিস গোছাতে লাগল। ওপর থেকে সে শুনতে পেল যে শিলার গাড়িটা বেরিয়ে গেল। পেরীর তার বসের কথা মনে পড়ল, স্ত্রীকে ছেড়ে দাও নিজের লেখার ক্ষমতা ফিরে পাবে।

এখন নিজের টয়োটায় বসে পেরী ঐসব কথাই ভাবতে লাগল।

শেরিফ রস জেনারকে ফোন করল, কারণ ওপাশের ফার্ম থেকে কোন খবর এল কিনা। উত্তরে জেনার জানাল ফোনটা ডেড হয়ে গেছে। হোলিস আর ডেভিস-এর কোন উত্তর নেই। সে এখান থেকে দুটো ট্রাককে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কাদারাস্তায় বুঝতে না পেরে একটা ট্রাক জলায় পড়ে গেছে— তার ড্রাইভারের হাত ভেঙ্গেছে আর দ্বিতীয় ট্রাকটা ঐ দেখে আর সাহস করে এগোয়নি। সে ফার্মের রাস্তা চেনে না—এই দুর্যোগের রাত্রে তারা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

রস বলল সে এক্ষুণি যাবে ওখানে। নিজে গিয়ে সব দেখে আসবে। জেনার তাকে যেতে বারণ করে অপেক্ষা করতে বলল। কিন্তু রস আর অপেক্ষা করতে রাজি হল না। মেরী তাকে স্ত্রিবার বন্দুক সব এনে দিল। তাকে চিন্তা করতে বারণ করে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে রস বেরিয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে জলাভূমি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রস যখন পাহাড়ের কাছটায় এল তখন হোলিসের গাড়ি দেখতে পেল আর দেখল দু'জন বাংলো থেকে হাত নাড়ছে। সে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে লাগল। ওরা ছিল ডেভিস ও হোলিস। কেন তারা কোনরকম যোগাযোগ রাখেনি জিজ্ঞাসা করায়, হোলিস বলল রেডিওর লাইন ঠিক ছিল কিনা। রস 'হ্যাঁ' বলায় সব কথা বলে হোলিস জেনারকে এইসব খবর জানাতে গেল আর সব বলে জানাল যে লোগান টমের টুপি, স্ত্রিবার বন্দুক ও গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। জেনার শক্তভাবে তার কথা শুনে বলল যে বদমাশটা একই রাত্রে পাঁচটা খুন করেছে। সে এক্ষুণি লোক আর অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছে। হোলিস ফিরে এসে দেখল রস টমের কাছে বসে আছে। হোলিস জানাল যে এক্ষুণি অ্যাম্বুলেন্স আসছে। কিন্তু রস বলল তার আর দরকার নেই কারণ টম শুধুমাত্র তাকে চিনতে পেরেছিল আর তারপরই তার মৃত্যু হয়েছে।

শিলা ওয়েসটন, ওপরে পেরী চলে যাওয়ার পরেই, গাড়ি চালিয়ে টেনিস ক্লাবে চলে গেল। সেখানে খেলতে খেলতে সে লক্ষ্য করল একজন সুদর্শন পুরুষ তার খেলা লক্ষ্য করছে। শিলা সবসময়ই জিততে ভালবাসে আর পুরুষদের বিরুদ্ধে তো বটেই। খেলা শেষ হতে পুরুষটি নিজে এসে তার সাথে আলাপ করল। বলল, তুমি তো দারুণ খেল।

কিন্তু শিলা ভাল করে দেখে মনে মনে ভাবল যে এর আগে তো এখানে তাকে কখনো দেখেনি। তার (পুরুষটির) সুদর্শন সুগঠিত চেহারা তাকে আকৃষ্ট করে তুলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার সম্বন্ধে আরো কিছু জানতেও চাইল। শিলার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে তার নাম জুলিয়ান লুসান। সে এই ক্লাবে এই প্রথমবারের জন্য এসেছে। সে শহরে একজন ফোটোগ্রাফারের মডেল হিসাবে কাজ করে। আর এখন মরশুমের সময় সে কাজে খুবই ব্যস্ত। শিলা ঠিক করল তাকেই সে তার বর্তমান শয্যাসঙ্গিনী বানাবে। সে এটা নিশ্চিত ছিল যে যেরকম ভাবে পুরুষটি তার দিকে তাকাচ্ছিল তাতে সে না করবে না। আর এর আগে কোন পুরুষই তাকে না করেনি। আর এখন সে পেরীর কাছে থাকলেও বোর ফিল করে। যাই হোক, সে জুলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, সপ্তাহের ছুটিতে তুমি কি ব্যস্ত আছ?

জুলিয়ান বলল, তোমার কাছে থেকে কোন ভাল অফার পেলে যে কোন সময়েই আমি সময় করে নেব।

শিলা বলল, আমার স্বামী দু'মাসের জন্য কাজে বাইরে যাচ্ছেন, তুমি কি আজ রাতটা আর আগামীকাল আমার সঙ্গে কাটাবে? যদিও শিলা বরাবরই সোজাসুজি প্রস্তাব দিতে ভালবাসত, তবুও এবার কিছু জিজ্ঞাসার পরেই একথা বলল।

পুরুষটির সুন্দর রোদেপোড়া মুখে হাসি প্রসারিত হল। সে বলল, এর থেকে আর ভাল কিছু হয় না মিসেস ওয়েসটন।

শিলা নিজের ব্যাগ থেকে একটি কার্ড বার করে টেবিলে রাখল। সে পড়ার পর তাকে বলল যেন সে তাকে শিলা বলেই ডাকে আর আজ রাতে সে তার জন্য অপেক্ষা করবে। সে যেন আটটাতে চলে আসে। তারা একসাথে রাতের খাওয়া খাবে। শিলা চলে গেল।

লুসান তার বীয়ার শেষ করে আবার ওয়েটারকে ডাকল ওটা ভর্তি করে দেবার জন্য। শিলা একটু দূরে বসেছিল। সে তিনজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল। তারা কেউই লক্ষ্য করল না যে

একজন তৃতীয় ব্যক্তি তাদের দুজনকে সমানে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি হল টেড ফ্লিচম্যান, যাকে লক্ষ্য না করার মতোই চেহারা। সে দি অ্যাকমে ইনভেস্টিগেশনের প্রাইভেট গোয়েন্দা, যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে মিসেস ওয়েসটনের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজকর্ম জেনে নেওয়ার জন্য। সে ব্যাড হার্ট মুভি কর্পোরেশনের গ্রেস অ্যাডামসের কাছে, এ বিষয়ে প্রাত্যহিক রিপোর্ট পাঠায়। সে শিলাকে তার কার্ড দেওয়া থেকে ভাল করে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। মাঝে একবার উঠে সে অ্যাকমে ইনভেস্টিগেশনের অফিসে একটা ফোন করে এল।

আধঘণ্টা বাদে অ্যাকমে ইনভেস্টিগেশন থেকে ফ্রেড স্মল একটি হালকা নীল স্যুট পরে এসে তার পাশে বসল। তাকেও কেউ লক্ষ্য করল না।

লুসান স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল—সে আবার বয়কে ডেকে বিয়ারের বোতলটা ভর্তি করে দিতে বলল।

ফ্রেড স্মল ফ্লিচম্যানের পাশে এসে বসল। তারা দুজনে মিলে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর যখন জুলিয়ান মদ শেষ করে বেয়ারাকে দাম দিয়ে চলে গেল, স্মল তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করল। ফ্লিচম্যান দেখতে থাকল শিলা কি করে। শিলা তার অপর তিনজন সঙ্গিনীর সঙ্গে কথা শেষ করে টেলিফোন বুথের দিকে গেল। সে তার সাহায্যকারী কাম পাচিকা লিজার সঙ্গে কথা বলল—জানাল যে সে যেন আর রান্না না করে, এখানে সে মিসেস বোসেনগারের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে নিয়েছে। এই বলে সে চেঞ্জিং রুমে গিয়ে বিকিনি পরে রোদে সুইমিং পুলের পাশে গিয়ে বসল। সে জানতেও পারল না যে অল্প দূরে আরেকটি ছাতায় গিয়ে ফ্লিচম্যান বসে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

শিলা তার বড় রোদ চশমার তলায় চোখ বন্ধ করে জুলিয়ানের মতো প্রেমিকদের কথা চিন্তা করতে লাগল যে আর পাঁচজন পুরুষের মতোই আর যে সমস্ত প্রেমিকাদেরই প্রেমিক হতে পারে নির্দ্বিধায়।

তার বন্ধ চোখ খুলে গেল একটা কণ্ঠস্বরে। এটা ছিল তার বান্ধবী মেভিস বেনসিংটনের। সে তাকে বলল যে ছেলেটি সত্যিই খুব ভাল দেখতে। শিলা আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, সেটা আজ রাতেই জানতে পারা যাবে। আমি তাকে রাতে আমার বাড়ি আসতে বলেছি। পেরী বাড়ি থাকবে না।

একথা শুনে মেভিস চমকে উঠল। সে নিজেও শিলার মতো। সে তার থেকে কুড়ি বছরের বড় টাকমাথার একজন ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে, যার বিছানা ঘামে ভিজিয়ে দেওয়ার একটা বিরক্তিকর অভ্যাস রয়েছে। কিন্তু তবুও মেভিস তা মেনে নিয়েছে স্বামীর টাকার জন্যই। সে শিলাকে বলল, তুমি ওকে বাড়িতে ডেকেছ কেন? তোমার প্রতিবেশীরা যদি ওকে দেখে নেয়। তুমি কি পেরীর সাথে এখুনি ডিভোর্স চাও? আমি তো এরকম ক্ষেত্রে হোটেলে পুরুষ বন্ধুদের ডাকি আর স্বামীর সাথে মাসে খুব বেশি হলে তিন বা চারদিন কাটাই।

শিলা বলল যে সে ডিভোর্সের জন্য তৈরী, কারণ প্রায় রোজই পেরীর সাথে তার ঝগড়া হয়। সে তার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেবে।

মেভিস বলল, কিন্তু পেরীর টাকা আছে, অন্যদের তা নেই! সুতরাং একেবারে পেরীকে ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে?

শিলা বিরক্ত হল। মেভিস আর কথা বাড়াল না। শিলা সাড়টায় বাড়ি ফিরে শুনল লিজা রাতের জন্য গলদা চিংড়ি দিয়ে ভালো রান্না করে রেখেছে। শিলা তাকে তার কাজে শেষ হলে চলে যেতে বলল। সে নিজে স্নান করতে গেল।

এক ঘণ্টার মধ্যে সে নিজেকে সাজিয়ে তৈরী করে ফেলল যেটাতে সে খুবই দক্ষ ছিল। সে শুনতে পেল যে লিজা তার গাড়ি নিয়ে চলে গেল। একা ঘরের মধ্যে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত বোধ করতে লাগল।

ঠিক আটটার সময় গাড়ি নিয়ে জুলিয়ান চলে এল। শিলা তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাকে গ্যারেজ দেখিয়ে দিল। সেই শনিবারের রাতটা ছিল শিলার কাছে খুবই উত্তেজক। সে জুলিয়ানের মতো পুরুষদের খুব কমই পেয়েছিল যে তাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে। তার সমস্ত

পদ্ধতিই তার ভালো লেগেছিল। এরপর কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। সকালে যখন সে তার ছোট কিন্তু বিলাসবহুল বাড়ির ভিতরে গেল, দেখল জুলিয়ান ড্রেস করছে। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করায় জুলিয়ান বলল যে এটা রবিবার হলেও তার কাজের মাঝে কোন রবিবার নেই। তাকে যেতেই হবে। তার সুগঠিত পিঠের দিকে তাকিয়ে শিলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। সে তাকে কফি খেয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। জুলিয়ানের সম্মতি পেয়ে রান্নাঘরে কফি বানাতে গেল। গতরাত্রের আনন্দানুভূতির কথা শিলা ভাবতে লাগল। সে ভাবতে লাগল যে এরকম প্রেমিককে ছাড়া যাবে না। জুলিয়ান সোমবার সকাল পর্যন্ত না থাকায় সে এমনিতেই খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল। তবে তার তেইশ বছর বয়সের মধ্যেই সে বুঝেছিল পুরুষদের চাপ দেওয়ার অর্থই হল সবকিছু নষ্ট করে দেওয়া। সে ঠিক করেছিল তাকে শুধু অনুরোধ করবে।

যখন শিলা কফি নিয়ে এসে ঢুকল দেখল তার স্বামীর সংগ্রহের অ্যান্টিকগুলোর দিকে সে চেয়ে আছে যেগুলোর শিলার কাছে কোন দামই ছিল না, যার জন্যই সে দামী চায়না ফুলদানীটা পেরীকে মারতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছিল। কফি দেখে জুলিয়ান প্রশংসা করল। কিন্তু শিলার শত অনুরোধেও সে আর থাকতে রাজি হল না। যখন শিলা বলল যে আবার তারা কখন মিলিত হবে, তাতেও জুলিয়ান কোন আগ্রহ দেখাল না।

বলল সে এদিকে খুব একটা আসে না। তাছাড়া কাজ নিয়ে সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকে।

শিলা লক্ষ্য করল তার যৌন আবেদনপূর্ণ ধূসর চোখগুলো কেমন শক্ত হয়ে গেছে।

সে বলল, আর যাওয়ার আগে আমাকে আমার থাকার চার্জটা দিয়ে দেবে।

শিলা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল। জুলিয়ান বলল, কেন? পুরো একটা রাত তুমি আমার কাছে থেকে নিয়েছ। তুমি আমাকে উপভোগ করেছ। আর তার দাম দেবে না? আমি সাধারণতঃ এক হাজার পুরো নিয়ে থাকি ; তবে তোমার মতো মহিলার জন্য আমি পাঁচশো ডলারই স্থির করেছি।

শিলা হতভম্ব হয়ে গেল। সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঐ অবস্থা কাটিয়ে উঠে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল, বেরিয়ে যাও—ব্ল্যাকমেলার। আমি এক্ষুণি পুলিশ ডাকব।

জুলিয়ান বলল, এরকম দৃশ্য তার জীবনে বহুবার দেখেছে।

সে বলল, যাও গিয়ে পুলিশকে ডাক। এটাই কালকের খবরের কাগজের হেডলাইন হবে যে তোমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তুমি আমাকে ডেকেছিলে আর তোমার বন্ধুরা এটা পড়বে। যাও ডাক।

শিলা ভবিষ্যতের ছবিটা দেখে আঁতকে উঠল। তার বান্ধবীদেরও কয়েকজনের সঙ্গে তাদের স্বামীদের দূরত্ব আছে। কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। সুতরাং শিলাকে নিয়ে গুঞ্জন উঠবে। তাতে ক্লাবে তার মুখ দেখানোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। সে নিজের মূর্খামিকে দোষ দিতে লাগল।

শিলাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে জুলিয়ান বলল, এবারের মতো আমি কিন্তু তোমাকে কিছু বলছি না। তাছাড়া রাতের ডিনারটাও খুব ভাল হয়েছিল। ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি। আমার জন্য অধীর আকাঙ্খায় এখন আরো একজন বসে আছে। তারা পরস্পরের দিকে চাইল। শিলা দেখল জুলিয়ান হাসছে।

জুলিয়ান ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বলে গেল, আবার যখন তুমি এরকমভাবে পিপাসার্ত হয়ে যাবে আমাকে ডাকবে। শিলা ভাবতে লাগল যে তার বান্ধবীরা যেখানে বিছানায় চেঞ্জ আনার জন্য তাদের স্বামীর বন্ধুদের বেছে নেয় সেখানে সে কি করে মূর্খামি করে একজন অপরিচিতকে ডাকল। সে তার স্বামীর জন্য পরোয়া করে না, কিন্তু যদি তার বন্ধুরা এসব শোনে! রাগে দুঃখে অভিমানে শিলার চোখ ফেটে জল এল।

জুলিয়ান দরজার কাছে আসা মাত্র মিসেস ওয়েসটনের বাড়ির উল্টোদিকে রাখা গাড়িতে বসা ফ্লিচম্যান চটপট তিনটে শট নিয়ে নিল নিজের ক্যামেরায়। তারপর ক্যামেরাটা গাড়িতে রেখে জুলিয়ানের দিকে এগিয়ে গেল। সে জুলিয়ানের পিঠে টোকা মারতেই সে পিছন ফিরে তাকাল। তাকে লাকি লুসান বলে সম্ভাষণ করে সে তার কাছে যা আছে তা চাইল। সে কে জিজ্ঞাসা করায়

ফ্লিচম্যান নিজের গাড়ি ও ব্যাজ দেখিয়ে নিজের পরিচয় দিল। এইসব সিকিউরিটির লোকেদের সাথে লুসানের কিছু অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে বলল, আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

ফ্লিচম্যান কঠোর ভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমার পদ্ধতি জানি। তুমি ওর কাছ থেকে কোন টাকা পাওনি। তাই পেরীর অ্যান্টিকের সোনার বাক্সটা নিয়েছ। ওটা দিয়ে দাও।

ইতস্ততঃ করে জুলিয়ান ওটা বার করল। ফ্লিচম্যান একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বার করে তাতে ওটা দিতে বলল। বলল, এটা থেকে একটা সুন্দর আঙুলের ছাপ নিতে পারব। তুমি যদি এর মধ্যে কোন গড়বড় কর, তাহলে তোমার অবস্থা খাবাপ করে দেব। যাও এখানে আর কোথাও মুখ দেখিও না। জুলিয়ান লুসান গাড়ি গ্যারেজ থেকে বার করে চলে গেল।

পেরী হঠাৎ চমকে উঠল। দীর্ঘ এক মুহূর্ত ধরে সে যেন কোথায় চলে গিয়েছিল। সম্বিৎ ফিরে আসতে দেখল সে তখনো তার টয়োটায় বসে আছে আর বাইরে তখনো তীব্রভাবে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সে ড্যাশ-বোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ১০.৩৫ বাজে। সে মদের বোতল নিয়ে বেশ কিছুটা মদ খেল। দেখল যে তাকে এখনো দশ মাইল রাস্তা যেতে হবে। গাড়ির কাঁচ দিয়ে সে দেখল অন্যসময়কার ব্যস্ত এই রাস্তাটা এখন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায়, যেন বৃষ্টির সাথে নেচে যাচ্ছে। আবো দশ মাইল যেতে হবে ভেবে সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। সে অনুভব করল যে তার খিদে পেয়েছে। যদিও সে ফিসিং লজটায় বহুদিন পরে যাচ্ছিল। কিন্তু ওখানে তার কোন অসুবিধে হবে না, কারণ মেরী রস শেরিফের স্ত্রী ওটার তত্ত্বাবধান করে। আর ওখানে সে প্রচুর খাবারও পেয়ে যাবে। সে আর শেরিফেব পরিবার ভাল বন্ধু পরস্পরের। পেরী বৃষ্টিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে সাবধানে যেতে যেতে ভাবতে লাগল তার স্ত্রী শিলার কথা। আর বস সাইলাস, এস হার্টের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সে যাই হোক পেরী ভাবছিল হয়তো এত (বয়সে) ছোট স্ত্রী বলেই তার সাথে বনিবনা হচ্ছে না। সে আরো ভাবছিল যে হয়তো বা এত দীর্ঘ দিনের ছাড়াছাড়ির পর শিলার স্বভাবে পরিবর্তন আসবে, হয়তো আবার তাদের সম্পর্ক জুড়ে যাবে।

এই সময়েই গাড়ি চালাতে চালাতে পেরী অপর প্রান্ত থেকে আসা একটা আলো দেখতে পেল। সেই লাল তীব্র আলোটা তার দিকে হাত নাড়াচ্ছিল। এমনিতেই প্রচুর স্কচ খাওয়া অবস্থায় পেরী আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। এখন সে গাড়ির গতিটা আরো কমিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু লাল আলো ও একটা ভেজাভাব ছাড়া কিছু বুঝতে পারল না। তাহলে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে?

পেরীর দিকে লাল আলোটা এগিয়ে এল। সে ভাল করে লক্ষ্য করল খালি একটা জলে ভেজা স্টেটসন টুপি, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া একটা স্লিবার আর হাতের টর্চটা দেখতে পেল। লোকটিকে কোন সমস্যা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে তার একটা ফোন করার দরকার আছে। এখানে কোন বুথ নেই। সে যদি তাকে গাড়িতে করে নিয়ে যায়। পেরী বলল, আমি রকভিলেতে যাচ্ছি ; আপনি আমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারেন। হলুদ স্লিবার পরা লোকটি পিছনের দরজা খুলে ঢুকল তারপর শক্ত গলায় বলল চলুন, আমরা যাই।

।। তিন ।।

হোলিস শেরিফের গাড়িতে তার পাশে বসে জেনারের সাথে রেডিওতে যোগাযোগ করল। জানাল টম ম্যাসন এইমাত্র মারা গেছে। জেনার প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে সে নিশ্চিত হল। বলল তাহলে সেই বদমাশটা একই রাত্রে দুজনকে খুন করল।

হোলিস জানাল যে শয়তানটা কুঠার দিয়ে মাথায় ভারী আঘাত করেছে। যার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে। ম্যাসন শুধু টুপিটার জন্য কিছুক্ষণ লড়াই করতে পেরেছিল। জেনার জানাল যে তাদের রাস্তাতেই লুইস আর জনসনের সঙ্গে তাদের দেখা হবে। তারা যেন ওদেরকে ফিরে গিয়ে মিয়ামিতে প্রথমে যেতে বলে। পুলিশরা সমস্ত রাস্তা ব্লক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই বৃষ্টিতে কাজটা খুব শক্ত হয়ে পড়েছে। সবসময়েই খেয়াল রাখতে হবে যে বদমাশটা এখন

হাইওয়ে পেট্রল অফিসারের ছদ্মবেশে আছে (হলুদ স্লিবার ও টুপি), আর সে ম্যাসনের অস্ত্রে সজ্জিত, ম্যাসনের গাড়ির নাম্বারটাও সে বলে দিল।

রাস্তায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রাইভার লিউসের সাথে হোলিসদের দেখা হল। কিছু কথার পর হোলিস রসকে ওখানে থাকতে বলল। রসকে এখন ভগ্ন মানুষ মনে হচ্ছিল। সে বলল, আমি ভাবতে পারছি না যে আমার পুত্রসম টম মারা গেছে। টম ও লস পরিবার-এর সবাই আমার খুবই পরিচিত ছিল। আমার যখন এখানে কিছুই করার নেই, আমি অফিস ফিরে যেতে চাই।

হোলিস বলল, আপনি অন্ততঃ অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত এখানে থাকুন। ঐ দুজন এসে রসের সাথে যোগ দিল, তারা ঠিক করল পরের দিন ন্যাশনাল গার্ড নিয়ে আসা হবে। সেই ঘরের কোন কিছু জিনিস নাড়া হচ্ছিল না, পাছে অপরাধীর হাতের ছাপ মুছে যায়। বাইবে সমানে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

টয়োটায় পেরী ওয়েসটন স্টার্ট দিল। পেছনে সেই লোকটি বসে ছিল। রাস্তা খুবই খারাপ। পেরী খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল। যেতে যেতে সে বলল যে একটা মোড়ে একটু বাঁক নিলে সে শেরিফের অফিসের ফোনটাও ব্যবহার করতে পারে।

লোকটি বলল, তার দরকার নেই। সে তার ফোন ব্যবহার করবে। রাস্তাব দূরত্ব বুঝে পেরী বলল যে সে ইচ্ছে করলে তার বাড়িতেও একটা রাত কাটাতে পারে অসুবিধে হবে না। লোকটি রাজি হল। পেরী আলাপ জমাবার জন্য আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে লাগল। লোকটি উত্তর দিতে খুব একটা ইচ্ছুক ছিল না। তবুও পেরীর প্রশ্নেব জবাবে থেমে থেমে সে জানাল, তার নাম জিম ব্রাউন। আরো কিছু জানতে গেলে ব্রাউন নামের লোকটি ধমক দিয়ে তাকে গাড়ি চালাতে বলল। অস্বস্তিতে পড়ে পেরী মন দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। কিন্তু সে একটি বাঁকের মুখে বৃষ্টির জল-কাদায় পূর্ণ একটি পুল দেখতে পেল না। আব ব্রাউন চীৎকার করে ওঠার আগেই গাড়িটি ওখানে গিয়ে আটকে গেল। প্রথমের চাকাটা পেরিয়ে গেলেও পেছনেরটা পুরো গেঁথে গেল। আর তুলতে পারবে না জেনে পেরী ভীষণ মুষড়ে পড়ল। কিন্তু ব্রাউন তাকে সীটে যেতে বলল—আর বলল যে সে পিছনের চাকাটা তুলবে। আর তখনই যেন সে (পেরী) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল যে সেও সাহায্য করবে। কিন্তু দুজনে কি আর ওঠাতে পারে! লোকটি গর্জে ওঠে জানল. সে যেন সীটে যায় কারণ সে একাই চাকা তুলতে পারবে। পেরী আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল, একটা মানুষ গাড়ির চাকা তুলবে? তাও পিছনের চাকা আব মালভর্তি গাড়ি! সে কি বলবে ভেবে পেল না। শুধু ব্রাউনের ধমকানিতে যন্ত্রচালিতের মত সীটে গিয়ে বসল ; আর অল্প কিছুক্ষণ পরে যেন অন্য জগতে থেকে আবিষ্কার করল যে গাড়িটা উঠেছে আর চলতে শুরু কবেছে। পেরী মনে মনে ভাবতে লাগল এও কি সম্ভব, এটা সে কিভাবে বিশ্বাস করবে ; আর সে এটা না জেনেই ভাবতে লাগল যে তার গায়ে কি ষাঁড়ের শক্তি আছে, যখন জেনার হোলিসকে সেই বর্বর খুনের ঘটনাটার কথা বলতে গিয়ে সেই একই কথাটা ব্যবহার করেছিল।

সীটে ব্রাউন যখন ফিরে আসছিল সে পেরীকে বলল, আপনি গাড়ি চালাতে পারছেন না আমাকে ড্রাইভারের সীটে বসতে দিন। পেরী বলল, আপনি হয়তো এদিকেব রাস্তাঘাট ভাল চেনেন না। ব্রাউন গর্জে উঠে বলল যে সে ভালোই জানে। তারপর প্রায় একরকম ধাক্কা দিয়েই তাকে প্যাসেঞ্জারের সীটে সরিয়ে নিজে ড্রাইভারের সীটে বসে পড়ল। এর জন্য পেরী কিন্তু নিজেকে গাড়ি চালাতে হবে না ভেবে মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞই হল। আগে সে অনেক চেষ্টা করেও ব্রাউনের মুখটা দেখতে পায় নি। আর তার আশ্চর্যরকম নীরবতাও পেরীকে তার সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী করে তুলেছিল। এখন প্যাসেঞ্জারের সীটে বসে সে ভাল করে তাকে স্বচ্ছন্দে লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু স্টিয়ারিংয়ে দুটি বড় বাদামী হাত আর স্টেটসন টুপির অবয়ব ছাড়া তার মুখটা কিছুতেই দেখতে পেল না। ,

পেরী নিজে মদ খাওয়ার সময় তাকে অফার করল। সে বলল সে মদ খায় না। পেরী সিগারেট ধরাবার সময় তাকে নিতে বলল। তাতেও সে না করল। পেরী এবার বিস্মিত হয়ে নিজের কথা বলতে শুরু করল। বলল, আমি পেরী ওয়েসটন আমি সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখি। আপনি কি সিনেমায় যান? সে এতেও না বলল। পেরী এবার যারপরনাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আপনি পুলিশের কাজ করা ছাড়া অবসর সময়ে আর কি করেন?

ব্রাউন বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, এই বাজে রাস্তায় কি আবার দুর্ঘটনায় পড়তে চান? দেখতে পাচ্ছেন না আমি ড্রাইভ করছি? পেরী দুঃখ প্রকাশ করে আর কথা বাড়াল না।

দেখতে দেখতে তারা লজের কাছাকাছি এসে পড়ল। এর মধ্যে পেরী ব্রাউনকে প্রশ্ন করে জেনেছিল যে সে বিয়ে করেনি। সে (পেরী) তাকে উপদেশও দিয়েছিল যে অবসর সময়ে সে ভারোত্তলক হিসাবে নিজেকে চর্চা করতে পারে। লোকটি কোন উত্তর দেয়নি। যাইহোক শেষ কুড়ি মিনিট তারা কোন কথা না বলেই বাড়ি পর্যন্ত এল। ব্রাউন গাড়িটাকে গ্যারেজে দিয়ে আসার সময় পেরী ভাবছিল যে সত্যিই সে না থাকলে তাকে আজ কতবার যে কাদায় পড়তে হত, তার ঠিক নেই—আর এই সময়ের মধ্যে এত আরামদায়ক ভাবে সে পৌঁছতেও পাবত না। ব্রাউন আসার পর তার ড্রাইভিংয়ের সে খুব প্রশংসাও করল। তারা লবির দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে জলে ভেজা কাপড়জামা ছাড়ার সময় লোকটিও যখন তার স্টেটসন টুপি আর হলুদ স্লিবারটা ছাড়ল, পেরী তাকে ভাল করে এবার দেখতে পেল। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে পেরী ওয়েসটন লোকটির পাথরের মত শক্ত দৃঢ় শরীরটা দেখতে লাগল ; আর তার বরফের মতো সাদা মুখ ভয়জাগানো চোখের দৃষ্টি ও ভোঁতা নাক আর ছোট্ট পুরু ঠোঁটটা নিশ্চিতভাবে যেকোন লোককে নার্ভাস করে দেবে, কিন্তু পেরী বুঝতে পারল না যে এই পেট্রল অফিসারটি কেন এরকম ঘামে ভেজা নোংরা সাদা জামা আর কালো জিনস পরে আছে।

পেরী ব্রাউনকে বলল, চলুন, একটু আরাম করা যাক। তারা এগোবার সময় পেরী ভাবতে লাগল যে সত্যিই এরকম একটা চরিত্রই যেন তার এখনকার গল্পের পক্ষে একেবারে যথার্থ। সে লক্ষ্য করল যখন সে তার লিভিং রুমটা খুলল তখন লোকটি যেন অবাক বিস্ময়ে সেই আরামদায়ক ঘরটির দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর কিছুক্ষণ পরে লোকটি বলল, আপনি কি সুন্দরভাবে থাকেন! ধন্যবাদ দিয়ে পেরী বলল যে সে এখন স্নান করতে যাবে। তার আগে ব্রাউনকে তার ঘর দেখিয়ে দিয়ে যাবে। তার জন্য কিছু পোষাকের ব্যবস্থা করবে আর তারপর স্নান সেরে খাবারের ব্যবস্থা। ব্রাউন তখনো বিস্মিত হয়ে বিস্ফোরিত চোখে সুন্দর সুন্দর ঘরগুলো দেখে যাচ্ছিল।

আধঘণ্টার মধ্যে আসবে বলে পেরী স্নানঘরে ঢুকল। এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় বিরক্ত হয়ে আবহাওয়া খবর শোনার জন্য সে স্নান করতে করতে রেডিওটা চালিয়ে দিল। তার স্নান শেষ হওয়ার মধ্যে এই আবহাওয়া খবর চলাকালীন বাধা দিয়ে একটি পুলিশ ম্যাসেজ পাঠানো হল যে মিয়ামি আর জ্যাকসনভিলের মধ্যে সমস্ত মোটোরিস্টদের পুলিশ সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু এই সতর্কবার্তার মাঝখানেই পেরী বিরক্ত হয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিল এই ভেবে যে সে তো এখন আর মোটোরিস্ট নয়, তাছাড়া সে এখন বাড়িতে, শুকনো অবস্থায় আর ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত। তাই তার পুলিশের সেই ম্যাসেজটা শোনা হল না যে পেট্রল অফিসারের ছদ্মবেশে তাদের কাছে এখন 'এক্স কিলার' (কুঠার নিয়ে সে খুন করেছে) হিসাবে পরিচিত লোকটি এই জ্যাকসনভিলে থেকে মিয়ামির মাঝেই রয়েছে।

স্নানের সময় পেরী নিজের ঘড়ি দেখে চিন্তা করছিল যে এখন শিলা ঠিক কি করছে যখন প্রায় মধ্যরাত্রি হয়ে গেছে। সে অনেক চেষ্টা করেছিল শিলাকে ফিসিং লজে নিয়ে আসতে। কিন্তু সে সফল হয়নি।

স্নান সেরে শুকনো জামাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে আসতেই পেরী দেখতে পেল যে লোকটি নীচের ঘরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার চেহারা এবং পেশীবহুল গঠন দেখে পেরী মনে মনে ভাবছিল—এ নিশ্চয়ই একটা বিশেষ রকমের চরিত্র। সে গিয়ে বলল যে সে খুবই ক্ষুধার্ত আর স্টেক খেতে চায়। এটা কি ব্রাউনের চলবে, ব্রাউন তাকে 'বাস্টার' সম্বোধন করে বলল যে তার ঘুম পাচ্ছে। একটা হঠাৎ অপছন্দের ভাব পেরীর মধ্যে ব্রাউনের জন্য এল। সে ভাবছিল যে তাকে বাড়ি নিয়ে এসে খেতে, ঘুমোতে, থাকতে দেওয়াটাই তার অন্যায় হয়ে গেছে। এখন সে চাইছিল তার থেকে মুক্তি পেতে। তাই যদি ফোন করে সে গাড়ির ব্যবস্থা করে নেয় তাই তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ফোনের কথা বলল। আর বলল যে সে যেন তাকে 'বাস্টার' বলে সম্বোধন না করে। তার নাম পেরী ওয়েসটন। ব্রাউন তার বরফঠাণ্ডা চোখ নিয়ে দীর্ঘ এক মুহূর্ত ধরে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আচ্ছা বলে পেরীর দিকে

সে সরে এসে বলল যে সে তার শক্তি না বুঝেই ফোনটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে ফেলেছে আর ফোনটা 'আউট অফ অর্ডার' হয়ে গেছে—এই কথা বলে সে নির্দয়ভাবে হাসতে লাগল। পেরীর মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

স্নান করার পর ব্রাউনের খড়ের মতো চুলগুলো তার চ্যাপ্টা কপালে লেপ্টে গিয়ে আরো যেন কিরকম লাগছিল। ব্রাউনকে পেরী জিজ্ঞাসা করল, টেলিফোনটায় কি হয়েছিল? ব্রাউন বলল, 'বাস্ট, ওটা নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনি আপনার স্টেক খান। আমি ঘুমোতে চললাম। বলেই সে খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। নীচ থেকে পেরী খালি দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেরী চিন্তা করতে লাগল তার কোথাও কিছু ভুল হয়েছে। এই লোকটাকে তার গাড়িতে ওঠানো কোনমতে উচিত হয়নি। তাছাড়া তার মনে পড়ল যে লোকটির বেমানান জামাকাপড়গুলি কিন্তু পুলিশের লোকের হয় না। তাছাড়া অত লম্বা চুল পুলিশের হয় না। এবার পেরী খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে ভাবল এ কাকে সে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ সে বাইরের ফোন ও খবরও পায়নি। এর আগে লোকটি ওপরে চলে যাওয়ার পরই সে টেলিফোনটা দেখতে গিয়েছিল। দেখেছিল যে তারটা আলগা হয়ে পড়ে রয়েছে। এখন সে খবর শোনার জন্য টেলিভিশনটা চালু করতে গেল। গিয়ে দেখল টিভির তারটা কানেকশন ছিন্ন আর তার প্লাগটাও নেই। পেরীর মনে পড়ল সে যখন বাথরুমে স্নান করছিল তখন রেডিওয় আবহাওয়ার খবর শুনছিল আর মাঝে একবার পুলিশের সতর্কবাণী শুরু হওয়া মাত্রই সে বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। তার মনে হল, তাহলে কি সেই সতর্কবাণী এই লোকটিকে কেন্দ্র করেই? যদি আবার তার সম্বন্ধে কোন খবর রিপিট করে এই ভেবে সে বাথরুমের দিকে ছুটল। অত্যন্ত সন্তর্পণে বেডরুম পার হয়ে যখন বাথরুমে সে গেল, গিয়ে দেখল সেখানে রেডিওটা নেই। দিশেহারা হয়ে সে নীচে নেমে এল। আবার তার মনে পড়ল যে নীচের গ্যারেজে টয়োটায় তার আর একটা রেডিও আছে। সে লিভিং রুম পার হয়ে দরজার কাছে আসতেই দেখল যে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ আর চাবিটাও নেই।

বর্হিজগত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় ভাবতে ভাবতে পেরীর খেয়াল হল যে সে প্লেন থেকে নামার পরে থেকে কিছুই খায়নি। এর মধ্যে দশ ঘণ্টা কেটে গেছে। সে শুধু স্কচ খেয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার সমস্ত খিদে সরে গেল। সে আবার স্কচ বার করে গ্লাসে ঢালল।

নিজের মধ্যে বেড়ে ওঠা আতঙ্কটাকে সামাল দিয়ে পেরী ভাবতে লাগল এইরকম প্লটই কি তার বস সাইলাস এস হার্ট তার কাছে চেয়েছিল—রক্ত-মারামারি-যৌনতা? কিন্তু তার অবস্থা এমন যে এটা তো কেউ বিশ্বাসও করবে না। সে এখন কাউকে তার খবর জানাতে পারবে না, পারবে না বাইরের কোন খবর জানতে, না পারবে লোকটির সঙ্গে মোকাবিলা করতে। লোকটি একেই প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর শক্তির অধিকারী, তার ওপর তার সঙ্গে বন্দুকটা রয়েছে। পেরী এখন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

শেরিফ রস অ্যাম্বুলেন্সে করে ফিরে এসেছে। অ্যাম্বুলেন্সে আরো চারটি মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। রস তার অফিসের ডেস্কে একটি ভগ্ন মানুষের মতো বসেছিল। সে কিছুতেই টমকে ভুলতে পারছিল না। সে চিন্তা করছিল মাকে কিভাবে খবরটা দেবে। স্ত্রী মেরী সব শুনে বলল, সেই বেচারা স্ত্রীলোকটিকে আজকের রাতের মতো ঘুমোতে দাও। কালকে আমিই খবর দেব। তুমি এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। কিন্তু রস রাজি হল না। বলল জেনারের সাথে কথা বলবে। অ্যাম্বুলেন্সের মেডিকেল ডাক্তার বলছিলেন যে তিনি এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড আগে কখনো দেখেননি।

জেনারের সাথে রস রেডিওয় ওখানকার খবর জানতে চাইল। জেনার জানাল তার এখন বিস্তারিত ভাবে বলার সময় নেই। তবে সংক্ষেপে সে বলে চলল, ওখানের কোন জিনিসের গায়ে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি যা দিয়ে অপরাধীকে সনাক্ত করা যেতে পারে, ঘাতক দস্তানা পরা অবস্থায় একাজ করেছে। বাংলো থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে একটি জলায় ম্যাসনের গাড়ি

পড়ে থাকতে দেখা গেছে। অপরাধী উধাও ; রেডিওতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে হাইওয়ে পেট্রল অফিসারের ছদ্মবেশে কারোর সাথে দেখা হলে সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠায়। খবর পাঠানোর সময় একটি পেট্রল কার লক্ষ্য করে যে, একজন একটি পুলিশের গাড়িকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এটা দেখে ওখানের কর্তব্যরত পুলিশ সার্জেন্ট হার্স্ট ও ট্রুপার ব্রাউনলো ছুটে যায়। লোকটি হার্স্টকে ভীষণভাবে আঘাত করে—প্রচণ্ড ভাবে তার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায় কিন্তু ব্রাউনলোর কাছে লোকটি পরাস্ত হয়। ব্রাউনলো তাকে মেরে অজ্ঞান করে দেয়। কিন্তু আমার মনে হয় ব্রাউনলোর মাথা তখন কাজ করছিল না। সে লোকটিকে হাতকড়া পরাতে ভুলে যায়। আহত হার্স্টকে শুশ্রূষা করতে সে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লোকটির পকেট হাতড়ে চেট লোগান নামের একটি ড্রাইভারের লাইসেন্স বার করে। তারপর গাড়ির পিছনে তাকে ছুঁড়ে দিয়ে পাশে হার্স্টকে বসিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে সে রেডিওতে আমার সাথে কথা বলতে থাকে। আমি চেট লোগানের বর্ণনা শুনছিলাম যে তার বাঁ বাহুতে একটা গোল গর্তমতো দাগ আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমি রেডিওটা ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পাই আর আমি মনে করছি যে ঘটনাস্থলে হার্স্ট আর ব্রাউনলো দুজনেই মারা গেছে। লোগান উধাও হয়ে গেছে। ক্যাপটেন জ্যাকলিনকে এখন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জেফ, এখানে আপনার বা আমার শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। জেনার বলেছে লোকটি মিয়ামির দিকে যাবে।

রস বলল, আমার জায়গায় এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল আর আমি চুপ করে বসে থাকব? জ্যাকলিন কি করে জানল যে লোকটা মিয়ামির দিকে যাবে? যখনই বৃষ্টি থামবে তখনই আমি খুঁজতে বেরোব। নদীর ধারে অনেকগুলো ফিসিং লজ আছে। তার বেশিরভাগই বন্ধ ও মনে হয় সেগুলোরই কোনটাতে আশ্রয় নিয়ে থাকবে। আমার মতো করে জ্যাকলিন এই জায়গাটাকে জানবে না ; আর তাছাড়া যদি এটা আমার শেষ কাজও হয়, তবুও আমি এটা করেই ছাড়ব, শুধু টম আর আমার বন্ধুদের জন্য।

জেনার তার বেড়ে ওঠা অধৈর্য চেপে রেখে বলল, এরকম হিরোর মতো কাজ একদম করতে যাবে না। মনে রাখবে সে খুব বিপজ্জনক আর সশস্ত্র লোক। যেকোন সময় বুলেট মেরে তোমার মাথা ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। আবহাওয়ার খবরে বলা হয়েছে যে আগামীকালও বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। যদি তাই হয় মনে রাখবে, কালকের দিনটি খুবই কঠিন হবে আমাদের পক্ষে। কারণ ন্যাশনাল গার্ডের সহায়তায় আমাদের তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে। এখন তুমি ঘুমোতে যাও।

রস যদিও বলল যে এতক্ষণে যদি অপরাধী পালিয়ে যায়, কিন্তু জেনার আর উৎসাহ না দেখিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল।

লুসান চলে যাওয়ার পর টেড ফ্লিচম্যান তার টেপ রেকর্ডারটা ঘব থেকে নিয়ে নিল। তারপর মিসেস ওয়েসটনের সুন্দর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের কথা ভাবতে লাগল। ফ্লিচম্যান একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। সেও ভাল মাইনে পায়, কিন্তু পেরী ওয়েসটনের তুলনায় তা কিছুই নয়। সে এখন শহরে নেই—স্ত্রীকেই শুধু দশ হাজার ডলার দিয়ে গেছে। এত টাকা তার কাছে বিশাল ব্যাপার। ফ্লিচম্যান চিন্তা করতে লাগল যদি কৌশলে শিলা ওয়েসটনের কাছ থেকে সে টাকা আদায় করতে পারে।

ফ্লিচম্যান তার স্ত্রীকে ভালবাসে। সে সবসময়ই ডাক্তারের বিশেষ করে দাঁতের ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকে। তার পিছনেই অনেক খরচ হয়ে যায়। তার স্ত্রী তার থেকে দশ বছরের বড়। এসব সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন অসুবিধে নেই। ফ্লিচম্যান দরজার কাছে আসতে লাগল।

বাইরের দরজায় বেলের আওয়াজ শুনে শিলা চমকিত হল। ইতিমধ্যে সে তার ক্রন্দনরত অবস্থা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিল। এখন সে বর্তমান অবস্থা ভাবছিল, আজ রবিবার, আর সে সম্পূর্ণ একা। গত রাতের অভিজ্ঞতাটা তার মনে পড়ে গেল। সে মনে মনে ভাবল আর নয়, অপরিচিতদের সে কোনমতেই 'অ্যালাউ' করবে না। তবে লুসান তার কাছে টাকা আদায় করতে না পারায় সে মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করছিল। আর ভাবছিল রাত্রে তাকে যে যৌন আনন্দ দিয়েছে তাতে তার বদলে টাকা নেওয়াটা হয়তো এমন কিছু ছিল না ; সে তাকে পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পেরেছে। দরজার বেলের আওয়াজে সচকিত হয়ে শিলা অনুভব করল যে সে শুধুমাত্র

তার উলঙ্গ দেহের ওপর একটা চাদর চাপিয়ে এতক্ষণ আছে।

একটু পরেই সে দরজা খুলে দেখতে পেল নীল রঙের স্যুট পরা, সাদা জামা পরা, সাদা নাইলনের টুপি পরা একটি লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শিলা বিস্মিত হতেই সে নিজের পরিচয় দিয়ে ওয়ালেট থেকে তার সিলভার ব্যাজ বার করল। শিলা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে দরজা বন্ধ করতে যেতেই লোকটি পা দিয়ে দরজার কাছটা চেপে দিল। সে বলল, লুসানের সম্বন্ধে সে বলতে এসেছে যে সে এখানে রাত্রি কাটিয়েছিল। শিলা তাকে চলে যেতে বলতেই ফ্লিচম্যান বলল যে চলে যেতে প্রস্তুত , তবে কিনা গিয়ে সে শিলার এই ব্যাপারগুলি তার সংস্থাকে জানিয়ে দেবে, যে তাকে একাজে নিযুক্ত করেছে।

শিলা ভিতরে ভিতরে অস্থির হতে হতে জিজ্ঞাসা করল যে তার স্বামী কি তাকে একাজে লাগিয়েছে?

ফ্লিচম্যান বলল, না। তবে আমার ক্লায়েন্টের নাম আমি বলতে পারব না।

শিলা বলল, তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তার কাছে তো কোন প্রমাণ নেই। ফ্লিচম্যান তার হাতে ধরা টেপটা তুলে ধরল। তাছাড়া বলল যে ফোটোগ্রাফ ও লুসানের চুরি করা অ্যান্টিকটাও তার কাছে আছে। শিলার হৃৎকম্প শুরু হল। সে ছুটে তার স্বামীর অ্যান্টিকের সাজানো আলমারিটার দিকে গেল। গিয়ে দেখল গর্জ-এর সোনার স্ন্যাফ বক্সটা নেই। সে আবার ছুটে ওখানে আসতেই ফ্লিচম্যান বলল যে লাকি লুসান সবসময়ই তার কাজের দাম নিয়ে থাকে---সে ক্যাশেই হোক বা উপহারেই হোক। সে শিলার কাছে থেকে ক্যাশ পাবে না জেনেই এটা চুরি করেছিল। শিলা ওটা দাবী করতেই ফ্লিচম্যান বলল যে এতে যে আঙুলের ছাপটা পাওয়া যাবে তা লুসানকে ধরার পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। আর এইসব প্রমাণ পেশ করতে পারলে তার অন্তত পক্ষে পাঁচবছর হাজতবাস হবে।

শিলা পা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। ইতিমধ্যে ফ্লিচম্যানও বসে পড়েছিল। শিলা ঠিক করেছিল যে আজ রবিবারে সে টেনিস খেলতে ক্লাবে যাবে। কিন্তু তা আর বোধহয় হয়ে উঠল না। ফ্লিচম্যান তাকে বলতে থাকল যে এবার তাহলে সে কি করবে যদি এসমস্ত পুলিশের হাতে চলে যায় তাহলে লুসানকে ধরতে সুবিধা হবে, কিন্তু তাতে শিলার কি হবে।

শিলা বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল, যদি তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, যদি তার ভেতরের কথা সবাই জেনে ফেলে, তাহলে তার বান্ধবী, বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে যাবে তাকে নিয়ে। তার সামাজিক জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে সে এত ভালবাসে সেই ক্লাবে সে মুখ দেখাতে পারবে না। তার শকিং অবস্থা বুঝে ফ্লিচম্যান নিজেই তার কাবার্ড থেকে মদ বার করে গ্লাসে করে তাকে দিল। শিলা কম্পিত হাতে গ্লাসটা নিল।

ফ্লিচম্যান বলল, ম্যাডাম, আপনি আর আমি দুজনেই খুব অসুবিধেয় পড়ে গেছি।

শিলা বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে বলল, আপনি কি অসুবিধায় পড়েছেন?

ফ্লিচম্যান বলল, আমি বেতনভুক্ত গোয়েন্দা। আমি আপনার ওপর গত দু'মাস ধরে লক্ষ্য রেখেছি। দেখেছি আপনি কিভাবে বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে ঘোরেন, তাদের নিয়ে হোটেলে যান আর এইবারে দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন পেশাদারের হাতে পড়ে গেছেন। এতে লোক জানাজানি হয়ে যাবে।

শিলা জিজ্ঞাসা করল যে এতে তার কি অসুবিধা হবে?

ফ্লিচম্যান বলল আমেরিকান পুলিশ, লুসানের বিরুদ্ধে যে সবচেয়ে বেশি প্রমাণ নিয়ে আসবে তাকেই পুরস্কৃত করবে। কিন্তু তা দশহাজার ডলার নয়। আমার কিন্তু টাকার দরকার। আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রমাণ দিয়ে দেব যদি আপনি আমাকে ঐ পরিমাণ টাকা দেন। আমার অসুস্থ স্ত্রীর পিছনে আমার অনেক টাকা চলে যায়। কিন্তু একজন বিখ্যাত স্ক্রিপ্ট লেখিয়ের স্ত্রী হিসাবে আপনার কাছে ঐ টাকা কিছুই নয়।

একই সকালে দু'জন ব্ল্যাকমেলারের দেখা পেয়ে শিলা প্রচণ্ডভাবে আহত হয়ে পড়ল। সে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, এর কোন বিকল্প হবে কি?

ফ্লিচম্যান আবার একই কথা বলায় শিলা বলল, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ওপরে

দেখি পেরীর সেফভল্টে টাকা আছে কিনা। এত সহজে টাকা পাবে এটা ফ্লিচম্যান ভাবেনি। সেও নিঃশব্দে ওপরে যেখানে শিলা গেল সেখানে গেল আর উঁকি মেরে ভেতরটা দেখতে লাগল।

ফ্লিচম্যান দেখল শিলা একটা ওয়াল পেন্টিং সরিয়ে একটা সেফভল্ট বার করল। সেটাকে ঘোরানো মাত্র টেলিফোনেব আওয়াজ এল। ফ্লিচম্যান তাড়াতাড়ি গিয়ে শিলার হাতটা ধরে ফেলল। তবুও শিলা জোর গলায় বলতে লাগল, আমি শিলা, আপনি কে?

আমি মেভিস, মেভিস তারই (শিলা) রাতের বন্ধুটির সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছিল। সে নিজের সম্বন্ধেও জানাচ্ছিল যে এবারের মতো সেও খুব জোর তার স্বামীর কাছ থেকে বেঁচে গেছে যখন সে তার নিজস্ব পুরুষ বন্ধুর সাথে সময় কাটাচ্ছিল। ফ্লিচম্যান বলল এবাব ফোন এলে যেন সে ফোনে উত্তর না দেয় আর এবার যেন টাকার খোঁজ করে।

মনে মনে ফ্লিচম্যান এরকম একটা সহজ টাকার উৎস পেয়ে খুবই আনন্দিত হচ্ছিল আর শিলার নির্বুদ্ধিতার তারিফ করছিল। সে দেওয়ালের দিকে চেয়ে ভাবছিল যে কত টাকা পেরী ওব মধ্যে পুবে রেখেছে।

হঠাৎই শিলা যখন ঘুবল তখন অতীব সাহসী ফ্লিচম্যানের শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল , শিলাব হাতে একটা ৩৮ রিভলভার। শিলা বলে উঠল, সমস্ত জিনিস টেবিলের ওপর বেখে চলে যান।

অস্বস্তির হাসি হেসে ফ্লিচম্যান বলল, ঐ রিভলভারটাতে কোন টোটাই নেই। শিলা তার কানেব পাশ দিয়ে একটা গরম টোটা পাঠিয়ে দিল। বলল যদি কথা না শোনেন, আপনাকে একেবারে থেঁতলে দেব, নোংবা ব্ল্যাকমেলার। চাবি, টেপ গোল্ড বক্স সমস্ত টেবিলের ওপর রেখে এক্ষুণি চলে যান। ফ্লিচম্যান জীবনে এরকম পবিস্থিতিতে পড়েনি। সে তাড়াতাড়ি ও.কে ও.কে করতে করতে সমস্ত জিনিসপত্র টেবিলে নামিয়ে অস্বস্তিকর পায়ে নামতে লাগল। গাড়িতে না বসা পর্যন্ত শিলা তাকে ফলো করতে লাগল। সে চলে যাবার পর শিলা দবজা বন্ধ করে মেঝের ওপব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

।। চার ।।

সকাল ১০ ১৫-য় জ্যাকলিন রসের অফিসে এসে দেখল, রস ও তার বর্তমানের হওয়া ডেপুটি হাঙ্ক হোলিস একটা ম্যাপ দেখছে। সে এসে তাদের সাথে কথা বলল। রস বলল যে এটা তার এলাকার ম্যাপ। সে এবার জ্যাকলিনের কাছে খবর জানতে চাইল।

জ্যাকলিন বলল, খবর বলতে চেটকে এখনো ধরা যায়নি। সে হয়তো মিয়ামির দিকে চলে গেছে। বৃষ্টি কমলে তারা ন্যাশনাল গার্ড নিয়ে কাজে নামবে, যারা এখন ট্রাকে বসে আছে।

রস জানাল যে তার মনে হয়না চেট মিয়ামির দিকে গেছে। যেহেতু সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে এখনো পর্যন্ত তার এলাকাতেই আছে আর তার মতে চেট তার এলাকায় অবস্থিত নদীটাব তীরে তৈরী ফিসিং লজগুলোরই কোন একটাতে আছে, যেগুলো বছরের বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে আব মাঝে মাঝে তাদের মালিকরা নির্জনতা উপভোগ করতে মিয়ামি থেকে সেখানে এসে যায়। তাদের অবশ্যই বৃষ্টি কমে গেলে সেই লজগুলো চেক করা দরকার।

রসের একগুয়েমিতে অধৈর্য হয়ে জ্যাকলিন বলল, হিরোব মতো কাজ করতে যেও না। যাই কর মনে রাখবে সে একজন খুব বিপজ্জনক ব্যক্তি আর এখন সে টমের অস্ত্রে আরো বেশি শক্তিমান। তুমি যাবার সময় ন্যাশনাল গার্ডদের নিয়ে যাবে। নাহলে যেকোন সময় তোমার মাথা ও ঝাঁঝরা করে দেবে। কারণ এর মধ্যেই সে ছ'জনকে মেরে ফেলেছে।

বাইরের বৃষ্টি আজ কালকের থেকেও বেড়েছে। সুদেহী, দৃঢ় চরিত্রের পদের উপযোগী ব্যক্তিত্বের এই পুলিশ অফিসার জ্যাকলিন রসকে তার গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে ন্যাশানাল গার্ড নিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু বৃষ্টির থামার জন্য রস আর অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না। সে হাঙ্ককে বলল যে সে তার সাথে এখুনি বার হবে কিনা। হাঙ্ক রাজি ছিল। যদিও রস টমের জন্য ভীষণভাবে দুঃখিত ছিল, তবুও হাঙ্কের মতো দক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ববান মানুষকে ডেপুটি হিসাবে পেয়ে জেফ রস মনে মনে খুব কৃতজ্ঞ ছিল তার প্রতি। সে বলল যে তার আইডিয়া মতো অপরাধী নদীর তীরে তৈরী হওয়া ফিসিং লজগুলোর

কোন একটায় আছে যেখানে কারো বেশ কয়েকদিন থাকার পক্ষে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়—কারণ বাড়িগুলি আরামদায়ক আর লোক প্রায়ই থাকলেও ফ্রিজারে প্রচুর খাবার ভর্তি থাকে। রস হাঙ্ককে বন্দুকে টোটা ভরতে বলে নিজে রান্নাঘর থেকে প্লাস্টিকের থলিতে চারটি পুরু স্যান্ডউইচ নিয়ে এল। হাঙ্ক টুপি, স্লিবার পরে ও বন্দুক তৈরী করে অপেক্ষা করছিল। রস টমের মার জন্য একটি নোট লিখে রাখল। স্ত্রী মেরীই টমের মাকে দুঃখজনক খবরটা দিয়ে দেবে। এবার রস জেনারকে ফোন করে জানিয়ে দিল যে তারা অফিস বন্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। জেনার তাকে বারণ করলেও সে শুনল না ও তারা গিয়ে গাড়িতে উঠল।

পেরী ওয়েসটন যখন ঘুম থেকে উঠল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। নিজেকে তার খুব অবসন্ন মনে হচ্ছিল। আগেকার কথা কিছু মনে পড়ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তার একটা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তে লাগল। বা-হাতে সাপের কাটা মতো দাগওলা একটা লোকের আবছা অবয়ব মনে পড়তে লাগল। সে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বিছানায় বসে পড়ল। তারপর চারদিক দেখে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাড়ি কামাল, ঠান্ডা শাওয়ারে চান করল ও শুকনো পোশাক পরল। সমস্ত সময়টাই সে ব্রাউনের কথা আর তার সাপ আঁকা উলকিটার কথা ভাবতে লাগল। এটাও ভাবতে লাগল যে সে এখনো আছে না গেছে। তার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না ; তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে যে সে যেই হোক লোকটা খুবই বিপজ্জনক। এবার সে বেডরুম থেকে বেরিয়ে ওপরে যেতে লাগল। লবির কাছে রান্নাঘরের পাশে এসে সে কফি আর স্টেকের গন্ধ পেল। ব্রাউন ওখানেই দাঁড়িয়েছিল। দুজনে পরস্পরের দিকে বিস্ফোরিত চোখে চাইল।

তারপর ব্রাউন বলল যে তার ফ্রিজারে অনেক ভাল ভাল জিনিস আছে। সে সব রান্না করছে। সে পেরীকে অপেক্ষা করতে বলে বললে যে রান্না করতে তার পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। সে জিজ্ঞাসা করল কাল রাতের স্টেকটা কেমন ছিল।

পেরী বলল, আমি যে শেষ কখন খেয়েছি, তাই আমার মনে নেই। ব্রাউন তাকে বসতে বলল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রে ভর্তি কাপ, ডিশ ও পট চলে এল। ডিশগুলোতে স্টেক, মটর ও আলুভাজায় ভর্তি ছিল। পটে কফি ভর্তি ছিল। সে নিজে নিয়ে পেরীকে সার্ভ করে দিল। তারা নিঃশব্দে খেতে লাগল। অর্ধেক খাওয়ার পর ব্রাউন বলল, আমি যা করেছি তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। পেরী শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কিসের জন্য দুঃখপ্রকাশ করছ ব্রাউন? ব্রাউন বলল, আপনার টেলিফোন লাইন টিভির লাইন সব কেটে যাওয়ার জন্য বাস্টার, তবে আমি ওগুলো আবার ঠিক করে দিয়ে যাব। আসলে আমার ঘুমের দরকার ছিল। গত দু'দিন ধরে আমি ঘুমাইনি আর তাছাড়া আমি চাইনি কোন পুলিশের সাথে কোন কথাবার্তায় আমার ঘুমের ব্যাঘাত হোক।

পেরীর স্টেকগুলো খেতে খুব ভালো লাগছিল। সে মনে মনে ব্রাউনের রান্নার প্রশংসা করছিল, আর ভাবছিল যে এরকম একটা চরিত্র কিভাবে এতো ভালো রান্না করতে পারে। কিন্তু এক্ষুণি ব্রাউনের কথা শুনে পেরীর খিদে মরে গেল। সে ডিশটাকে একদিকে সরিয়ে রেখে বলল, আমাকে আপনি 'বাস্টার' বলে ডাকবেন না, আমার নাম পেরী। আর আপনি পুলিশের কি অসুবিধের কথা বলছিলেন—বলতে বলতে পেরী টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল।

ব্রাউন বলেছিল তার সমস্যা অনেক বড়। কি সমস্যা এটা জিজ্ঞেস করে পেরী তার দিকে ঘুরতেই দেখল যে ব্রাউন তার .৩৮ রিভলভারটা একেবারে তার দিকে তাক করে আছে। ব্রাউন বলল, এটা একটা খুব ভাল প্রশ্ন। পেরীর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। ব্রাউন বলল, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। পেরী যখন বলল সে চেষ্টা করবে তখন ব্রাউন বলল, না, চেষ্টা নয় পুরো সাহায্যই তাকে করতে হবে। পেরী সম্মত হতে ব্রাউন তার রিভলভার খাপে পুরে রাখল।

ব্রাউন কফিও বানিয়েছিল খুব সুন্দর। সে পেরীকে কফি অফার করে নিজের কথা বলতে শুরু করল। সে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কত কি রয়েছে, কত আরামদায়ক জীবন—আমার কিন্তু এসব কিছুই ছিল না, কিছুই না। আপনি জানেন কি কিছুই না কথাটার অর্থ?

আপনার পক্ষে জানাটা সম্ভব নয়।

পেরী তার সিগারেটে টান দিয়ে বলল, আমার মনে হয় তোমার খুব বেশি হলেও চব্বিশের বেশি বয়স নয়। আর আমি তাহলে তোমার থেকে চোদ্দ বছরের বড়। আমি যখন তোমার বয়সী ছিলাম, তখন কিন্তু আমারও ঐ 'কিছুই না' অবস্থাই ছিল। আমার পিতামাতা সবসময়েই চাইতেন যে আমি কিছু কাজ করি, কিন্তু আমি চাইতাম টেবিলে বসে কাজ আর তাই শুধু পড়তাম। এরপর এক প্লেন দুর্ঘটনায় যখন ওরা দুজনেই মারা গেলেন তখন আমি দেখলাম যে খাবার মতো কোন টাকাই নেই। আমি দেখলাম কোন কিছু কাজ না করলে আমাকে উপোস করতে হবে। আমি তখন বাঁচবার জন্য কাপ ডিশ ধুতে গেলাম। বয় হিসাবে কাজ করলাম। নোংরা ফেলার ট্রাকে কাজ করলাম। কিন্তু আমি সময় পেলেই লিখে যেতাম। এইভাবেই আমি একটা বই শেষ করলাম। কিন্তু তখনো আমার কিছুই না অবস্থাই ছিল, যতক্ষণ একজন প্রকাশক আমার এই বইটা না প্রকাশ করল। তারপর বইটা বেস্টসেলার হল। এরপর একজন আমাকে স্ক্রিপ্ট রাইটার (হিসাবে) ডাকল। তারপর আমার এই অবস্থা।

সিগারেটের ছাইটা ঝাড়তে গিয়ে পেরী হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কঠিন ও কঠোর লোকটি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে।

সে তাকে বলল, নোংরা ফেলার ট্রাকেও কাজ করেছ? পেরী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার ফাঁকে সে রান্নাঘরে ঢুকে কাপ ডিশগুলো দিয়ে এল ও সিঙ্কে ধুতে থাকল। পেরী ভাবতে লাগল একি রকম পরিস্থিতিতে সে পড়েছে। ঠিক যেন ঘরে বাঘ ঢুকেছে। একটু এদিক ওদিক পদক্ষেপ হলেই বাঘটা টুঁটি টিপে ধরবে।

পেরী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, কিন্তু তোমার পুলিশের সাথে অসুবিধাটা কোথায়? তোমার জীবনে সমস্যা কোথায়? পেরী যতদূর সম্ভব নিজেকে শান্ত ও উদ্বেগ শূন্য হিসাবে রাখতে চাইল। সে জানত সে ভয় পেয়েছে একথা ব্রাউন জানতে পারলেই বিপদ।

ব্রাউন বলতে থাকল, আমার বুড়ো বাবা ছিল। আমার মা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। তার পুরোটাই আমাকে দেখতে হত। আমি একটা দলে নাম লিখিয়ে ছিলাম। তার নাম ছিল গোখরোর দল। আমরা নিজেদের হাতে গোখরো সাপের উল্কি এঁকেছিলাম। ব্রাউন এর মধ্যে রান্নাঘর থেকে সমস্ত বাসনপত্র ধুয়ে এসেছিল। এসে তার রান্নাঘরের খুব প্রশংসা করছিল। সে বলল, একটা গর্তের মধ্যে আমি আমার আর আমার বাবার জন্য রান্না করেছি।

পেরী বলল, তোমার মতো বয়সে আমার রান্নাঘর বলে কিছুই ছিল না। প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে আমি খেয়েছি।

ব্রাউন বলল, এখন তোমার দরকারের থেকে অনেক বেশি জিনিস হয়ে গেছে। পেরী প্রসঙ্গটাকে একটু হালকা করার জন্য বলল, আমি মাছ ধরার সময় কাউকে পছন্দ করি না। কিন্তু যখন মাছ না ধরি, তখন সঙ্গী পছন্দ করি। তোমার মাছধরা ব্যাপারটা কেমন লাগে, জিম?

জিম ওকথার উত্তর না দিয়ে তাকাল আর বলল, এখন খবরের সময় হয়েছে। সে গিয়ে পেরীর ট্রানজিস্টারটা নিয়ে এল।

যখন রেডিও খোলা হল তখন হেডলাইনগুলো হয়ে গেছে। একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের যুদ্ধ হচ্ছে, কোথাও রায়ট হচ্ছে, একজন সেন্ট দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল।

ব্রাউন বলল চারিদিকেই মারামারি হচ্ছে। এরপরেই আবার পুলিশ মেসেজ শুরু হল। চেট লোগান নামের এক অপরাধী পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে গেছে যার বাঁহাতে গোখরো সাপের উলকি আঁকা আছে। সে একাই গত রাত্রে ছটি খুন করে পেট্রল পুলিশের ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার পরনে স্টেটসন টুপি, হলুদ স্লিবার আছে আর তার কাছে .৩৮ রিভলভার ও টোটা আছে। সমস্ত মোটোরিস্টদের তার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। যদিও কেউই তার সম্বন্ধে কোন খোঁজ দেয়নি। তবুও খোঁজ পেলেই হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। সে খুবই বিপজ্জনক ব্যক্তি। এরপর চেট লোগানের শারীরিক বর্ণনা দেওয়া হল। সেই বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়া লোকটির সামনে বসে থাকা পেরী ওয়েসটনের সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠল। তবুও সে যথেষ্ট স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল, তুমিই চেট লোগান?

ব্রাউন কুৎসিতভাবে হেসে বলল, আর কে হতে পারে?

রেডিওটা সে বন্ধ করে দিল। পেরীর কানে ঐ কথাগুলো বাজতে লাগল, গত রাতে ছ'জনকে খুন করা এই লোকটির দিকে যেন কেউ এগোনোর চেষ্টা না করে, কারণ সে সশস্ত্র আর ভীষণভাবেই বিপজ্জনক।

পেরীর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চেট বলে চলল, আমাকে আমার বুড়ো বাবাকে বাঁচাবার জন্য অনেক কিছুই করতে হত। আমি একটি দলে গিয়ে যোগ দিলাম যারা সবরকমেব খারাপ কাজ করত। আমরা দলে ছিলাম পাঁচজন আর নিজেদের গোখরো সাপের দল বলে পরিচয় দিতাম। তারপর নির্বোধের মতো নিজেদের হাতে গোখরো সাপের উল্কি এঁকে নিলাম। এই বোকামির কাজটার জন্য আজও ভুগে চলেছি। আমাদের দলেব আর সবাইকে পুলিশ যখন ধরে নিয়ে গেল, তখন আমিই শুধু পালাতে পেরেছিলাম। কারণ আমি ঐ কাজটাতে খুবই দক্ষ ছিলাম। আমাদের দলের কেউই আমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার হাতের উল্কিটাকে সবাই জেনে ফেলেছিল। আমি যখন লুকিয়ে ফিরে এলাম, দেখলাম যে আমার বুড়ো বাবা মরে গেছে। আমি পালিয়ে গেলাম। আমাকে পুলিশ ধরতে পারল না। আর আমার যদি খুবই কপাল খারাপ হয় তবে আমাকে ওরা মেরে ফেলবে। কিন্তু জেলের ওপারে নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ পালাতে আমার মতো ওস্তাদ খুব কমই আছে।

পেরী কিছু পানীয়ের তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন বোধ কবল। সে লিকার ক্যাবিনেটে গিয়ে মদ নিয়ে এক চুমুকে পান করে ফেলল।

চেট বলল, আমাকে কেউ বাধা দিলে আমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠি।

একটু হালকা হওয়ার জন্য পেরী বলল, আমি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে পড়িনা তো?

চেট বিশ্রী হেসে বলল, আমার লিস্টে তাহলে তুমি সপ্তম হওয়ার অপেক্ষা কোরো না। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে তার মানে জিজ্ঞাসা করাতে চেট বলল, পুলিশের লোক তো এই বৃষ্টিতে খুঁজতে বেরোবে না, কারণ তারা ভিজতে ভয় পায়। যখন বৃষ্টি থামার পর তারা আসবে ওদের তুমি বলে দেবে যে বাড়িতে আর কেউ নেই আর আমি পরে পালিয়ে যাব। আব আমি তাহলে তোমাকে একটা প্রমিস করতে পারি।

কাঁপতে থাকা হার্ট নিয়ে পেবী, কি প্রমিস জিজ্ঞাসা কবায় লোগান বলল, আমরা একটি দ্বিগুণ শোকযাত্রা ভাগাভাগি করে নেব।

রস আর হোলিস হাঙ্ক দুজনে মিলে নদীর পাশের ফুটপাথ ধরে এগোতে লাগল। কাদা ও জলে ভর্তি রাস্তা ধরে আসতে আসতে রস বলল, যে তারা এবার কাছাকাছি এসে পড়েছে আর এবার গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে থাকবে। দুজনে গাড়ি থেকে নামার পর রস জেনারকে রেডিও থেকে জানাল তাদের অবস্থান। জেনার আবার একবার রসকে বৃথা অনুরোধ করে ওখানে থাকার জন্য যখন জানাল সে আধঘণ্টার মধ্যে চারজন সশস্ত্র গার্ডকে পাঠিয়ে দেবে। রস তার দরকার নেই বলে রেডিও বন্ধ করে দিল। স্লিবারের পকেটে স্যাণ্ডউইচের প্লাস্টিকটা ঢুকিয়ে রস আগে আগে চলল।

হাঙ্ক মনে মনে রসের সাহসিকতার প্রশংসা করছিল যে সে একজন সত্যিকারের সাহসী ও মহান শেরিফকে পেয়েছে। রসের কথাগুলো তার কানে বাজছিল, এটা আমার এলাকা এখানে আমাকে কেউ আদশ করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে হাঁটার পর তারা একবার একটি ঘন গাছের তলায় আশ্রয় নিল, যেটার থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে যাচ্ছিল সমানে। এরকম বৃষ্টিতে হাঙ্কের খুবই অভিজ্ঞতা ছিল ভিয়েতনামে থাকাকালীন, যার জন্য সে এত অভ্যস্ত ছিল।

একটি ফিসিং লজের কাছাকাছি এসে যখন রস তাকে বলল আমি আগে যাব তুমি আমার পিছনে পিছনে এস।

হাঙ্ক বলল, এব্যাপারে আপনি আমার কথা না করবেন না। আমি আগে যাব আপনি পিছনে থাকবেন, কারণ আমার এ সম্পর্কে জঙ্গল ট্রেনিং আছে—এটা আমিই ভালো পারব। রস ইতস্ততঃ

করে মাথা নাড়ল। সে তার পকেট থেকে চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট লকটির চাবিটা বেছে নিয়ে বলল, আমার কাছে দিয়ে যায়—এই লজটা হল মিঃ গ্রিনস্টেনের। উনি বছরে একবার এখানে আসেন। হাঙ্ক, এগিয়ে গেল। সে গাছের সাথে মিশে, দেওয়ালের সাথে মিশে দ্রুতলয়ে এমনভাবে চলতে লাগল যে ছায়ার মতো তাকে মনে হতে লাগল আর তাকে যেন ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। রস অবাক বিস্ময়ে তাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার হঠাৎ করে টমের কথা মনে পড়ল। তার তখন হাঙ্কের জন্য খারাপ লাগতে শুরু হল যে যদি এরকম ভাবে যাওয়ার জন্য টমের যেরকম মৃত্যু হয়েছিল—হাঙ্কেরও যদি তাই অবস্থা হয়। কিন্তু সে আবার ভাবল টম যেরকম একলা চলে যেতে পেরেছিল লসের বাংলোয়, তা তো আর সে পারেনি। তার কানে হাঙ্কের কথাগুলো বাজতে লাগল, এখানে একটা পদক্ষেপও ভুল হলে দুজনেই মারা যাব। সুতরাং ভীষণ সাবধান হতে হবে। হাঙ্কের সাপের মতো চলার গতি দেখে মনে মনে তার তারিফ করতে করতে রস পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হাঙ্ক কেবিনের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল।

দীর্ঘ দশ মিনিট বাদে হাঙ্ক ফিরে এসে জানাল যে ভেতরে কেউ আসার চিহ্নই নেই। সমস্ত দরজা জানলা ভাল করে বন্ধ এবং কেউ এসেছিল বলে মনে হয় না। এবার রসও হাঙ্কের সাথে গিয়ে কেবিনটা চেক করতে গেল। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হতে লাগল, লুকানো কোন অস্ত্র তাদেরকে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। প্রচণ্ড স্নায়ুর চাপ নিয়ে তারা অনুসন্ধান শেষ করল।

কোথাও কেউ নেই দেখে তারা দ্বিতীয় কেবিনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আবার একটি প্রচণ্ড স্নায়ুর পরীক্ষা দিতে তারা এবার দুজনে দু'প্রান্তে গিয়ে কেবিনটিকে পরীক্ষা করতে শুরু করল। এটা ছিল মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিনের কেবিন, যিনি বছরে দু'বার ওখানে যান। চিরুণী তল্লাশী চালিয়েও কাউকে পাওয়া গেল না।

একে একে চারটি কেবিন পরপর খুঁজে খুঁজে—প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়ে থাকতে থাকতে তারা পঞ্চম কেবিনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেটি ছিল মিঃ পেরী ওয়েসটনের। তারা যখন চতুর্থ কেবিন সার্চ শেষ করল তখন বাজে ৩.৪৫। এবার তারা পঞ্চমটায় যাওয়ার আগে খেয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ক্ষুধার্ত দুটি মানুষ স্যান্ডউইচ খাওয়ার জন্য চতুর্থ কেবিনটার বিশাল লাউঞ্জে স্নিবার খুলে রেখে মুখ মুছে খেতে বসল। রস বলল, যদি এই লজগুলোতে অপরাধী না থাকে, তাহলে সে সম্ভবতঃ আর কোথাও লুকোবে না। কারণ সে বনের মধ্যে গিয়ে লুকোবে না।

রস হাঙ্ককে ওয়েসটন সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে জানাল যে সে একজন খুব ভালো লোক। সিনেমার গল্প লিখিয়ে , প্রচুর টাকার মালিক। বাড়িটাও সুন্দর ; ফ্রিজারে প্রচুর খাবার আছে। যদি অপরাধী সেখানে গিয়ে ওঠে তবে এটা তার পক্ষে দারুণ গিফ্‌ট হবে। পেরী ওয়েসটন তার থেকে চোদ্দ বছরের ছোট একজনকে বিয়ে করেছে যে এই লজে আসা পছন্দ করে না। তারা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। কাদা রাস্তা ধরে তারা যখন পৌঁছল, তখন ৪.০৫ বাজে। হাঙ্ক ভাবছিল অন্ধকার হয়ে আসছে আর যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা, কিন্তু রসের ইচ্ছেতেই তাকে যেতে হল।

চেট লোগান টি.ভি সেটটা ঠিক করে, টিভিতে হওয়া একটা পুলিশ সম্পর্কে মুভি ফিল্ম দেখছিল। পেরী দূরে বসে একমনে ভেবে যাচ্ছিল, টিভি থেকে আসা গুলির শব্দ, মানুষের আওয়াজ—কিছুই তার কানে আসছিল না, শুধু চেটের বলা কথাগুলো তার মাথায় ঘুরতে লাগল। যদি আমাকে কেউ চাপ দেয়—আমি তাকে মেরে ফেলি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—যদি তা না কর, উইল শেয়ার এ ডাবল্ ফিউনারেল।

মুভিটা শেষ হওয়ার পর চেট টিভি বন্ধ করে জানলার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। বলল, বৃষ্টি কমে এসেছে, পুলিশ এরপরে আসবে। তোমাকে কি বলতে হবে মনে আছে তো? এরকম বললেই তুমি বাঁচবে?

পেরী বলল, কথাটা তো বলেছ, আবার রিপিট কর কি করতে? চেট বলল, খুব বেশী স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা কোরো না। তারপর জিজ্ঞাসা করল টিভিতে দেখানো এরকম ধরনের সিনেমার গল্প কি সে লেখে? পেরী বলল সে সিনেমা হলের জন্য লেখে। চেট তাকে জিজ্ঞাসা করল এরকম ভাবে সে কত টাকা করেছে পেরী ঠিক কথা না বলে বলল, বাট হাজার। সেটা এখানে আছে কিনা জানতে চাওয়ায় পেরী বলল এখানে পাঁচশ ডলার আছে—বাকিটা রকভিলে ব্যাঙ্কে আছে।

চেট বলল, সে সবথেকে বেশী পকেটমারী যেটা করেছিল তাতে দু'শো ডলার আর একটা সোনার ঘড়ি মনে করে ঘড়ি নিয়েছিল, যেটা আসলে সোনার ছিল না।

আবার পুলিশের প্রসঙ্গ আসতে পেরী বলল, সে যেন তার স্টেটসন টুপি আর স্লিবারটা ঘরে রেখে দেয় নাহলে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

বিশ্রী হেসে চেট জানাল তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। সে ওগুলো ঘরে সরিয়ে রেখেছে। এবার পেরী যেন তার নিজের জন্য চিন্তা করে।

পেরী বলল, গাড়ির মধ্যে তার টাইপরাইটার, ব্যবসার কাগজ, জামাকাপড় সব রয়ে গেছে, সে কি আনতে পারে? দীর্ঘ এক মুহূর্ত চিন্তা করে চেট মাথা নাড়ল। তাকে দরজার চাবি দিয়ে জানাল সে যেন কোন কৌশল না খাটায় ; তাহলে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। পেরী না বলে চাবি নিয়ে দরজা খুলে গাড়ি খালি করতে লাগল।

রস আর হাঙ্ক এগোতে এগোতে কেবিনের কুড়ি গজ দূরত্বের মধ্যে এসে গেল। রস পেরীকে গাড়ি খালি করতে দেখে হোলিসকে তার সম্বন্ধে পরিচয় দিতে লাগল। পেরী ফিরে যাওয়ার পর চেট পুলিশের সামনে তাকে যা করতে হবে আবার মনে করিয়ে দিল, কারণ পুলিশ এসে গেছে, পেরী অবাক বিস্ময়ে চেটের দিকে তাকিয়ে রইল। চেট তাকে অতি কৌশলী হতে বারণ করে সিঁড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

।। পাঁচ ।।

টেড ফ্লিচম্যান ঘরের বাইরে এসে ঘামতে লাগল। শিলা ওয়েসটন যে এত সাংঘাতিক ধরনের স্ত্রীলোক সে কল্পনাও করতে পারেনি। সে নিজেকে তিরস্কার করতে লাগল এইজন্য যে কত বোকা নির্বোধ সে তাকে বরাবর ভেবে এসেছে। টেড খালি তার কানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বুলেটটার কথা ভাবছিল—যেটার একটু এদিক ওদিক হলেই তার মৃত্যু হত। টেড ভাল করে স্টিয়ারিংটাও ধরতে পারছিল না—এত হাত কাঁপছিল। তার নিজের অসুস্থ স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। আজ রবিবার মনে পড়ে যাওয়ায় তার মনে হল যে কত রবিবার তারা একসাথে কাটায়নি। সে আবার ভয় পাচ্ছিল শিলা পাছে পুলিশ ডাকে। কিন্তু তাতে সে নিজেও ঝামেলায় পড়তে পারে আর এই জন্য হয়ত ডাকবে না এই আশায় সে একটু আশ্বস্ত হল। সে এখন বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করল।

শিলা তার জানলার পর্দার ভিতর থেকে সব লক্ষ্য করছিল। টেড চলে যাওয়ার পর একটু অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরেই সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। এখন টেড গাড়ি নিয়ে ওখান থেকে যাওয়ার পর সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একটি বড় চেয়ারে বসে সে সমস্ত ঘটনাগুলো ভাবতে শুরু করল। নিজের মূর্খামিতে তার নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। তার পেরীর কথা মনে পড়ল। হঠাৎ করে তার প্রতি একটা প্রচণ্ড টান সে অনুভব করল।

শিলা এই নোংরা ব্ল্যাকমেলারের কথা চিন্তা করতে কবতে ভাবছিল যে কে তাকে নিয়োগ করতে পারে। ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎই সাইলাস এস হার্টের কথা মনে হল যে পেরীর বস। সে ভাবতে লাগল যে সিনেমা লাইনের এই সমস্ত লোকেরা কারো বিয়ে ভাঙতে পারে? সে একবারই তাকে দেখেছিল আর দেখে তার প্রতি তার ঘৃণা হয়েছিল। এখন তার মনে হল তাদের দুজনকে পৃথক করার জন্যই সাইলাস এস হার্ট নিজেই এই নোংরা কাজ করেছে, যা সে সম্ভব করত এই ব্ল্যাকমেলারের প্রমাণগুলো পেরীকে দেখিয়ে।

শিলা তার বিগত প্রেমিকাদের আর বিশেষ করে জুলিয়ান লুসানের কথা মনে করে পেরীর কাছে এক্ষুণি পৌঁছনোর একটা আদম্য ইচ্ছা অনুভব কবল। সে পেরীর কাছে ফিসিং লজের কথা শুনেছিল। যদিও পেরী তাকে ঠিকমতো বলে যায়নি, তবুও পরে মেভিস যখন বলেছিল তার স্বামী তাকে হ্যাকসনভিলের এয়ারপোর্টে দেখেছে—সেই কথা মতো আর নিজের অনুমান মতো সে নিশ্চিত হল যে পেরী রকভিলের ফিসিং লজেই গেছে।

শিলা নিজের সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টে ফোন করে জানল যে এখনো দু'ঘণ্টা দেরী আছে। হাতে প্রচুর সময় পেয়ে সে প্লেনের টিকিট বুক করে নিজের ঘর দেখাশোনার জন্য একটা নোট লিখে নিজেকে প্রস্তুত করে বেরোনোর সময় দরজার কাছে যেখানে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সেখানে বন্দুকটা পড়ে থাকতে দেখল। মুহূর্তের জন্য তার মধ্যে জয়ী হওয়ার একটা

আনন্দ জেগে উঠল। তারপরই সে যে একটা খুন করে ফেলছিল—সেটা ভাবতেই আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর কি মনে করে ব্যাগের মধ্যে বন্দুকটাকে পুরে ফেলল। সে ঠিক করল যে পেরীকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দেবে। আর সে ভাবছিল যে পেরী নিশ্চয়ই খুবই সমঝদার—আর তারা আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে। মনে মনে ভাবছিল যে সে এত মূর্খ যে বুঝতে পারেনি অন্য প্রেমিকরা তার দেহটাকে ভালবেসেছিল যেখানে পেরী তাকেই সত্যিকারের ভালবেসেছিল।

জ্যাকসনভিলের এয়ারপোর্ট থেকে যখন প্লেন ছাড়ল, শিলা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শেরিফ রস আর হাঙ্ক অনেক কষ্ট করে কাদা ঠেলতে ঠেলতে পঞ্চম কেবিনটায় গিয়ে পৌঁছল। তারা পেরীকে গ্যারেজে দেখে লুকিয়ে গেল। আর রস তার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল সে একটা টাইপরাইটার তুলছে। রস গিয়ে তাকে হ্যালো করল। পেরী পুলিশ এসেছে চেটের মুখ থেকে শুনলেও শেরিফ নিজে আসবে ভাবতে পারেনি। সে জোর করে মুখে হাসি এনে তাকে হ্যালো করল। রসের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে এখানে সব ঠিকঠাক আছে। তখন সঙ্কেত দেওয়ার পর হাঙ্ক বার হয়ে আসল। তার সাথে পরিচয় হওয়ার পর পেরী ওদের দুজনকে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে পেরী তাদেরকে ওখানে রাইফেল নিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করল। রস বলতে লাগল গতরাতে এক আততায়ী কুঠার নিয়ে একে একে লসের পরিবারের সবাইকে মেরেছে। এই লস ছিল পেরীর বিশেষ বন্ধু। পেরী তাকে ও তার মেয়েকে চিনত। সে প্রচণ্ড শক পেল। কিন্তু মনে মনে ভাবল যে তার হাতে যে তাসগুলো আছে সেগুলো ঠিকমতো না খেলতে পারলে সমূলে ধ্বংস হবে আর ঠিকমতো খেললে চেটের মতো ভয়ঙ্কর লোক তার কন্ট্রোলে থাকবে। রস বলে চলল যে ঐ আততায়ী তার ডেপুটি টম ম্যাসনকেও মেরেছে। এবার পেরী ভাবল যে সে বলেই ফেলবে যে এখানেই চেট লুকিয়ে আছে। কিন্তু সে জানত যে আততায়ী এখানে কাছেই বন্দুক নিয়ে তাদের প্রতিটি কথা শুনছে। চেটের কথাগুলো পেরীর মনে পড়ে গেল 'উই'ল শেয়ার এ ডাবল ফিউনারেল'। সে নিজেকে সংযত করল।

পেরী ভাবছিল যে এ কিরকম পরিস্থিতিতে সে পড়ল। সে ভাবছিল সাইলাস এস. হার্ট কি তাকে এরকমই একটা প্লট বাছতে বলেছিল—সে মনে মনে স্ক্রিপটা লিখে চলেছিল। কফি খেয়ে রস ও হাঙ্ক উঠে পড়ল। তাদের এগিয়ে দিতে পেরী গ্যারেজ পর্যন্ত এল।

রস বলেছিল যে সে প্রায় নিশ্চিত যে এই ফিসিং লজগুলোর কোনটায় চেট লোগান থাকবে। কিন্তু তাকে না পাওয়ায় সে খুব হতাশ হয়ে আবার সেই কাদা ভরা রাস্তা দিয়ে হাঙ্কের সাথে যেতে লাগল।

রস নিজের দুঃখের কথা যখন বলছিল, বেশ কিছুটা রাস্তা চলে আসার পর হাঙ্ক রসকে বলল, একটা কথা বলার আছে, আমার মনে হয় চেট লোগান ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে। রস তার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

হাঙ্ক জানাল যে সে দেখেছে দেওয়ালে টেলিফোনের তারটা আলগা হয়ে ঝুলছে। ওয়েসটন নিজে কেন এভাবে নিজের টেলিফোন নষ্ট করবে? শেরিফ রস এবারে নিজেকে সত্যিই বুড়ো মনে করল যেহেতু সে এসব লক্ষ্য করেনি। বলল, আমরা তাহলে এক্ষুণি ওয়েসটনের বাড়ি ফিরে যাই।

হাঙ্ক বলল যে ওটা খুবই মারাত্মক হবে। কারণ যদি লোগান ওখানে থেকে থাকে তাহলে ওয়েসটন ওখানে লোগানের বন্দুকের তলায় রয়েছে। আর যারজন্যই সে মিথ্যা কথা বলে গেছে আর ওখানে ফিরে যাওয়ার অর্থই হল ওয়েসটনকে মৃতের তালিকায় নাম লেখানো, যেটা কোনমতেই কাম্য নয়। আর তাছাড়া সেখানে ফিরে গেলে তাদের দুজনেরও জীবন বিপন্ন হতে পারে। রস নিজেকে খুব অসহায় বোধ করে জানাল যে তাহলে সিকিউরিটি গার্ডকে সতর্ক করে দেবে বা জেনারকে সব কথা বলবে। কিন্তু হাঙ্ক কোনটাতেই রাজী হল না। সে রসের কাছে অনুমতি চাইল তার প্ল্যানমাফিক কাজ করার জন্য। রস অসহায় ভাবে সম্মতি দেওয়ার পর হাঙ্ক বলল যে সে আবার কাল এখানে ফিরে আসবে। কিন্তু একজন সাধারণ অতিথি হিসেবে, পুলিশ হিসাবে

নয়, এভাবেই। সে লোগানের মনে একটা 'রিলাক্সেশন' আনতে চায় যাতে সে কোন চাপের মধ্যে না থাকে। আর এভাবেই তাকে ধরা আর ওয়েসটনকে বাঁচানো দুটোই সম্ভব হবে। আর এর মধ্যে অনেক কিছু দেখে নেওয়াও যাবে। সে বলল যে ভিয়েতনামে জঙ্গলে থাকার সময় সে এ বিষয়ে ট্রেনিং পেয়েছে—আর সে এটার ওপর স্পেশালিস্ট হয়ে গেছে যে 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ'। আর এই ব্যাপারটা হ্যান্ডল করা এখন স্পেশালিস্টের কাজ যার দ্বারাই একমাত্র পেরী ওয়েসটনের প্রাণ বাঁচানো যায়। রসের টমের পরিণতির কথা মনে হওয়া সত্ত্বেও সে হাঙ্কের কথায় সায় দিল।

ওরা জাড লস, তার স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করেছে'—কথাগুলো পেরীর কানে গুণগুণ করতে লাগল। জাড লস তার এক বিশিষ্ট বন্ধু ছিল যার সাথে অনেকবার বিয়ার খেয়েছে। এখন তাদের মুখগুলো তার মনে পড়তে লাগল। তার মনে হচ্ছিল এই দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে রসকে সব জানিয়ে দেয়।

তখনই লোগানের শক্ত হিমেল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তুমি খুব ভালভাবে হ্যান্ডেল করেছ, পেরী। ভেতরে এস। যন্ত্রচালিতের মতো পেরী ভেতরে ঢুকল। আবার বরফ কঠিন কণ্ঠে লোগান তার প্রশংসা করে জানাল যে এর জন্য সে তাকে সুন্দর একটি রাতের খাওয়া খাওয়াবে। পেরী যখন বলল তার খিদে নেই, লোগান বলল, নিশ্চয়ই আছে। আর এখন দরকার তার পানীয়ের। লোগান গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে তাকে দিল আর বসে লক্ষ্য করতে লাগল। মদটা এক ঢোকে খেয়ে পেরী বলল, তুমি আমার বন্ধুকে মেরে খুবই নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছ। লোগান জানাল, তাকে চিনতাম না, আর চিনলেও কিছু যায় আসে না। কারণ তারা আমাকে প্রেসার দিয়েছিল যেটা আমি একদমই পছন্দ করি না।

প্রচণ্ড ভিজে যাওয়া ও দু'দিন না খাওয়া অবস্থায় আমি তাদের কাছে কিছু খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু নিজেরা গরম খাবারের সামনে বসে আমার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি তাই পাগল হয়ে তাদের সবাইকে খুন করেছিলাম। আর টেলিফোনের বেলটা বাজতে থাকায় ভেবেছিলাম পুলিশরা এখান থেকে সাড়া না পেয়ে চেক করতে আসবে। তাই লুকিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু একজনকে আসতে দেখে কুঠার দিয়ে তাকে মেরে তার টুপি, স্লিবার সব নিয়েছিলাম—আমি ওখানকার খাবার খেয়েছিলাম। তুমি যদি আমাকে প্রেসার দাও, তোমারও ওরকম অবস্থা হবে। মুখে তার মারাত্মক খুনে ভাব ফুটে ওঠায় পেরীর শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

লোগান রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় লিভিং রুমের টেলিফোনটার দিকে তার নজর পড়ল। এর লাইনটা ঠিক না করে রাখার জন্য আফশোষ করে লোগান বলল, আমার ওটা ঠিক করে রাখা উচিত ছিল। ঐ মেঠো লোকটাকে নিয়ে আমি ভাবি না, কিন্তু ছোকরাটা চারদিকে তাকাচ্ছিল। দেখি, তারা যদি আবার ফিরে আসে। পেরীকে চালাকি করতে বারণ করে স্লিবারটা চাপিয়ে বৃষ্টির মধ্যে লোগান বেরিয়ে গেল। পেরী আরো স্কচ খাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল।

জীবনে এই প্রথম পেরী অনুভব করল যে জীবনটা তার কাছে কতো গুরুত্বপূর্ণ। একটা গুলি থেকে বাঁচবার জন্যে সে সব কিছুই করতে রাজী আছে। স্কচ খেতে খেতে তার খালি মনে হচ্ছিল লসদের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে—তার কানে বাজছিল : উই'ল শেয়ার এ ডাবল ফিউনারেল। সুতরাং ব্রাউন মরলে সেও মরবে। সে জানে যে সে এখন কিছুই করতে পারবে না। আর এই লোকটি এখানে কতদিন থাকবে তাও সে জানে না।

তিনবার স্কচ খেয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে চেয়ারে বসে থাকা পেরী ব্রাউনের দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকে উঠল। চেট তার খিদে পেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় পেরী হ্যাঁ বলল। চেট বলল, পুলিশগুলো খুবই মূর্খ ওরা টেলিফোনের কাটা তারটা লক্ষ্য করেনি। আমি ওদের গাড়ি করে চলে যাওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করলাম। পেরীও ভাবছিল, ওরা কি ওই তারটা দেখেনি? ওরা কি আবার ফিরে আসবে? এখন চেটের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হল। চেট রান্নাঘরে চিকেন বানাতে চলে গেল তখন ৭.১০ বাজে—অন্ধকার।

শিলা পেরীর লজটা ঠিকমতো চিনত না। যদিও পেরী অনেকবার বলতে চেয়েছিল, শিলা ওখানে যেতে বা ওসব শুনতে প্রচণ্ড অনীহা প্রকাশ করত। তবে সে এটুকু জানত যে রকভিলের কাছে নদীর ঠিক ধারে কোথাও এই ফিসিং লজটা হবে। আর এটা হলেও যে পেরী

ওখানে গাড়ি ভাড়া করে যায়—সুতরাং যারা ভাড়া দেয় তারাও এ সম্বন্ধে বলতে পারবে। তখন ৭.১৫ বাজে।

যখন ট্রলি নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে শিলা এয়ারপোর্টের বাইরে এল, দেখল কাউন্টারে মহিলা ক্লার্কটির সঙ্গে চওড়া পিঠের, ল্যাভেন্ডার রঙা স্যুট পরা ঘন মাথার একজন পুরুষ কথা বলছে। মেয়েটি তাকে 'মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন' বলে সম্বোধন করছে। সে গিয়ে দাঁড়ানোর পর ভদ্রলোক শিলার সাথেই আগে কথা সেরে নিতে বলল। শিলা জিজ্ঞাসা করল যে পেরী ওয়েসটন নামের কেউ এখান থেকে গাড়ি নিয়ে গেছে কিনা। নিজেকে মিসেস ওয়েসটন বলে পরিচয় দেওয়ার পর দেখল সেই সুন্দর দেখতে পুরুষটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লার্কটি 'হ্যাঁ' বলাতে সে জিজ্ঞাসা করল যে রকভিলে জায়গাটা ঠিক কোথায় হবে। মহিলা ক্লার্কটি চারিদিক চাইতে লাগল।

পুরুষটি শিলার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিল। সে বলল, আমি মিঃ ওয়েসটনের প্রতিবেশী,

ওখানেই যাব। তবে আজ রাতে এখান থেকে যেতে বারণ করা হচ্ছে কারণ এই বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যদি কাল যান আমি আপনাকে গাড়িতে লিফট দেব তবে আমার লজটা আরো এক মাইল আগে পড়বে। শিলাকে সে বলল যে ফোন করে ওয়েসটনকে তার এখানে আজ আসার কথা সে জানিয়ে দিতে পারে। ডেস্কের মহিলা ক্লার্কটি তাদের কথা শুনছে দেখে শিলা ডেস্ক থেকে এগিয়ে আসতে আসতে ফ্র্যাঙ্কলিনকে বলল যে তা সে চায় না—এটা তার 'সারপ্রাইস ভিজিট'। সে এর মধ্যে একটা মিথ্যে কথা জুড়ে দিল—আপনার কথা পেরীর মুখে শুনেছি মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন।

এখন এখানে থাকতে হবে দেখে শিলা ফ্র্যাঙ্কলিনকে কোন হোটেলের বন্দোবস্ত হবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। দুজনে দুজনার দিকে তাকিয়ে হাসল। শিলা সুন্দর এই পুরুষটির প্রতি তৎক্ষণাৎ শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। ফ্র্যাঙ্কলিন তাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেল।

বেঞ্চে বসে বসে শিলা তার অতীত জীবনের কথা ভাবতে লাগল। তার জুলিয়ান লুসানের কথা মনে হল। তৎক্ষণাৎ সে উঠে গিয়ে ডেস্কে মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিনের পরিচয় জানতে চাইল। সেখানে মহিলাটি বললেন উনি হলেন 'ফ্র্যাঙ্কলিন এন্ড বার্নস্টেইনের' সিনিয়র পার্টনার। তবে যাই হোক না কেন, ওনাকে একজন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে অবশ্যই ভাবা যেতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন শিলার কাছে ফিরে এল। এসেই সে দেরী হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। বলল, হোটেলে ঘর পাওয়ার ব্যাপারে সমস্যা হচ্ছিল কারণ এই রাতটা সবাই হোটেলে কাটাতে চায়। তবে আমি সব ঠিকঠাক করেই এসেছি।

হোটেলের লবিতেই শিলা বুঝতে পারল যে ফ্র্যাঙ্কলিন কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সকলেই তাকে সেলাম করতে, হাই বলতে আর দরজা খুলতে ব্যস্ত। ফ্র্যাঙ্কলিন তার সাথে আবার ৮.৩১-এ ডিনারে মিলিত হবে বলে চলে গেল। শিলা সেই সুন্দর করে সাজানো দামী ঘরটিতে ঢুকে দেখল তার সমস্ত জিনিস গোছগাছ করে ইতিমধ্যেই রাখা আছে। সে দরজা বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে স্নান করল। এবার দুটি ঘরের মাঝখানের সংযোগ স্থাপনের দরজাটি দেখে হাসল। এই মুহূর্তে তার মন থেকে পেরী বা লোগান বা নোংরা ব্ল্যাকমেলার ফ্লিচম্যানের কথা মুছে গেল। সে শুধু মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা চিন্তা করতে-লাগল আর মনে মনে নিজেকে খুব হালকা বোধ করতে লাগল।

ডিনারে শিলাকে গাইড করে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়া হল। মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন আলগা করে শিলার কোমরটা ধরলেন। শিলার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে গেল সেই উষ্ণ স্পর্শে। চারিদিকে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার উপকরণ ও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন শিলার পছন্দমতো খাবারের অর্ডার দিলেন। তবে শিলা হানি বিস্কিট না খেতে চাওয়ায় যখন তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, শিলা বলল যে তাকে তার ওজনটা চেক করাতে হবে। মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন তার দিকে তাকিয়ে বললেন—না, আপনাকে অন্য কিছুর ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। শিলা অস্বস্তিতে পড়ে কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করল। মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন খালি বললেন আমি যা বলেছি, তা আপনিও বুঝেছেন। উনি আর কথা

বাড়ালেন না।

খেতে খেতে ফ্র্যাঙ্কলিন জানাল যে ওদিকের রাস্তা খুব খারাপ আর অনবরত বৃষ্টিও হচ্ছে ; সুতরাং বৃষ্টির জামাকাপড় ওখানে চাই। শিলা ওসব আনেনি বলাতে মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন যে এখানে রাস্তার ধারেতেই একটা ভালো দোকান পড়বে, ওখানেই সব কিনতে পাওয়া যাবে।

শিলা জিজ্ঞাসা করল যে ফ্র্যাঙ্কলিন এখানে এসেছেন কেন?

ফ্র্যাঙ্কলিন বলল, সিনেমার লোক মিঃ সাইলাস এস. হার্টের সঙ্গে ল' অ্যাডভোকেট হিসাবে সে কাজ করে যেখানে পেরী আর হার্ট সিনেমার ঘটনাটিগুলো সামলায়, সে সেখানে আইনের দিকগুলো হ্যান্ডল করে।

এখানেও হার্ট! শিলার মনে পড়ে গেল তার সকালের ব্ল্যাকমেলারের কথা। সে ভিতরে ভিতরে শক্ত হয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার যে ইচ্ছাটা সে পোষণ করে আসছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা উবে গেল। আপনার অন্য কিছুর জন্য মনোযোগ দেওয়া উচিত— ফ্র্যাঙ্কলিনের এই কথাটা তার মাথার মধ্যে হুমকির মতো বইতে লাগল। এ কথাতে অন্য আর কি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

একেবারে প্রথম থেকেই শিলার মধ্যে এমন একটা গোয়ার্তুমি আর শক্তমতো ভাব ছিল যা তার পিতামাতাকে আতঙ্কিত করেছিল। তবু তাঁরা তাদের সাধ্যমতো তাকে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিলার মধ্যেকার এই ভাব তাকে সবসময় কিছু—ব্যস্ততা ও উত্তেজনার মধ্যে রাখতে চাইত যার জন্য সে পেরীর সাথে ঝগড়া করে খুব আনন্দ পেত আর এরকম ধরনের জিনিষই ছিল তার জীবনটা উপভোগের মশলা।

পেরী ওই ফিসিং লজে গিয়েছে কিছু সৃষ্টিকারী কাজের জন্য যেখানে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে পারে আর মিঃ হার্ট তার ওপর বিশ্বাস রাখে। এবার ফ্র্যাঙ্কলিনের এ কথার উত্তরে শিলা দু'রকম মানে এরকম ভাবে বলল, যে সমস্ত লোকেদের প্রচুর পয়সা আছে তারা অনেক কিছুকেই যাদু করে নিতে চায়, বলে হেসে ওরকমই চোখে তার দিকে তকাল। ওয়েটার এসে ডিশ পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। আরো নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে খেতে খেতে ফ্র্যাঙ্কলিন জানিয়ে দিল যে হার্ট প্রচুর টাকার ওপর এই কাজটা করেছে। এখানে নির্জনতাই কেবলমাত্র পেরীকে মনঃস্থির করতে সুবিধা করতে পারে—সুতরাং অন্য কেউ সেখানে এলে তার ব্যাঘাত হতে পারে—আর তাতে তার সৃষ্টিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফ্র্যাঙ্কলিন আরো জানাল যে শিলার কোন ধারণাই নেই যে পেরীর মধ্যে কতো ট্যালেন্ট লুকিয়ে আছে আর সেটা হার্ট জানে আর তাই প্রচুর টাকা ঢেলেছে।

শিলা খাবারের প্রশংসা করতে লাগল। তার কথার উত্তর না দেওয়ায় ফ্র্যাঙ্কলিন সে সম্বন্ধে সরাসরি জিজ্ঞাসা করায় শিলা জানাল যে উনি পেরী আর ওর মাঝে হস্তক্ষেপ না করলেই ভালো হয়।

ফ্র্যাঙ্কলিন বলল যে এটা হস্তক্ষেপের ব্যাপার নয়, এটা টাকার ব্যাপার।

শিলা বলল যে তার স্বামী তাকে ভালোবাসে আর এ ব্যাপারে কোন তর্ক থাকলে সে যেন ফোনে তাকে এখানে ডেকে এনে এটার সমাধান করে নেয়।

ফ্র্যাঙ্কলিন বলল যে সে চেষ্টাও সে করেছে। কিন্তু, পেরীর ফোন আউট অফ অর্ডার হয়ে গেছে।

শিলার চোখের ভাষা শক্ত হল। সে বলল, তাহলে এই বিষয়টাকে এখন পাল্টানো উচিত। এই প্রথমবারের জন্য সে লক্ষ্য করল যে ফ্র্যাঙ্কলিনের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে।

সে বলল, তাহলে কোন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব?

শিলা যখন বলল যে যেকোন বিষয়।

ফ্র্যাঙ্কলিন বলল, তাহলে আপনার বিষয় নিয়েই কথা বলা যাক।

শিলা বলল, এটা এমন কিছু ইন্টারেস্টিং নয়।

ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, আমারও তাই মনে হয়, তবে আপনার মতো মহিলাকে ডিভোর্স করার জন্য পেরীর অনেক কারণ ও তথ্য প্রমাণ আছে। শিলার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

সে আবার বলল, আমরা ডিভোর্স করব কিনা সেটা আমাদের ব্যাপার।

ফ্র্যাঙ্কলিন বলল, আপনার ভালোর জন্যই বলছি। কাল সকালে আমি আপনাকে এয়ারপোর্ট

ছেড়ে আসব, ওখান থেকে আপনি বাড়ি চলে যাবেন।

শিলা উঠে পড়ল। ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি এখন ঘুমোতে যাচ্ছি। কাল সকালে আপনি আমাকে রকভিলেতে পৌঁছে দেবেন। আর যদি না দেন আমি অন্য কোন উপায়ে ওখানে পৌঁছে যাব। ভাল ডিনারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ; যদিও আপনি সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিলেন, তবুও আপনি একজন জঘন্য মোসাহেব। আপনি সাইলাস এস. হার্টের অর্ডার মতো চলছেন বলে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছেন। আপনি ওকে ভয় করেন—আমি না। আপনাকে কাল অপেক্ষাও করতে হবে না। আমি একাই কাল সকালে চলে যাব। শিলা রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

।। ছয় ।।

হান্ক হোলিস, রসের বেডরুমে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে দাড়ি কামিয়ে চান করে, ব্রেকফাস্ট খেতে বসল। মেরী তার জন্য ভাল করে প্রাতঃরাশ বানিয়েছিল। তাই দিতে দিতে মেরী জানাল যে রস তাকে সবই বলেছে। এই কাজটা খুবই বিপজ্জনক। রসও কি সঙ্গে যাবে?

হোলিস তার দরকার নেই জানিয়ে বলল যে এটা রসের পক্ষে শক্ত হবে, কারণ সে তার মতো অল্পবয়স্ক নয়। আর তাছাড়া এব্যাপারে হোলিসের বিশেষ প্রশিক্ষণ আছে।

মেরী বলল যে রস মনে করছে সে সঙ্গে থাকলে হয়তো টমের এই পরিণতি হতো না।

তাকে আশ্বস্ত করে হোলিস রসের কাছে গেল। রস বলল, এখনো পর্যন্ত লোগানের কোন খবর আসেনি। হয়তো রাস্তা ব্লক করার আগেই লোগান পালিয়েছে শহরের বাইরে।

হোলিস বলল, ওয়েসটনের বাড়ি ভালো করে চেক করে তবেই একথাটা বলা যায়। রস হোলিসের সাথে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হোলিস জানাল যে তার দরকার নেই আর সে তার নিজস্ব প্ল্যানমাফিক আগে ওয়েসটনের বাড়ির কাছের একটা গাছে উঠে সব লক্ষ্য করতে চায়।

বস তাকে রাইফেল, খাবার, রেডিও—এই সমস্ত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আর কি চাও?

হোলিস বলল, আমি চাই লোগানাকে গুলি করে দিতে, আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

রস বলল যে এটা বেআইনি হয়ে যাবে।

হোলিস বলল যে কে আগে গুলি ছুঁড়েছে তার তো কোন প্রমাণ থাকবে না। লস পরিবারের আর টমের খুনের কথা ভেবে, ইতস্ততঃ করে রস বলল যে তুমি যা যা করবে তাতেই আমি তোমাকে সাপোর্ট করব।

হোলিস রসকে রাস্তার টার্ন অফ্ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে বলল। রস হোলিসের কাঁধে হাত রেখে বলল, ঈশ্বরের দোহাই তুমি কোন ঝুঁকি নেবে না। আমি চাই না টম যে পথে গেছে, তুমিও সেদিকে যাও। তাকে আশ্বস্ত করে দুজনে তৈরী হয়ে নিল। মেরী খাবারের ব্যাগ নিয়ে এল। তার উৎকণ্ঠাভরা চোখের সামনে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেল।

শিলা ৯.০০ টার সময় তৈরী হয়ে, ড্রেস করে স্যুটকেশ গুছিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার ধারের দোকানটায় গিয়ে সে নিজের পছন্দমতো জামাকাপড় কেনার জন্য ঢুকল। ঐ দোকানের দোকানী মিঃ ক্যাব ক্যালহাউনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে পেরীর লজটা ঠিক কোথায় হবে জিজ্ঞাসা করল। দোকানী তাকে বলল যে, যে জায়গায় পেরীর লজটা, সেখানের রাস্তাটা এতই খারাপ যে প্রায় ধুয়ে গেছে ; আর অন্ততঃ তিন চার দিন পর কাদা শুকিয়ে গেলেই সেখানে যাওয়া ভাল।

কিন্তু শিলা সেখানে আজই যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাই ক্যালহাউন তাকে তার কথামতো জিপ ভাড়া দিয়ে রকভিলের লজটা ঠিক কোথায়—তা ম্যাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল। শিলা ঐ গুমোট আবহাওয়ায় পরার মতো স্বাচ্ছন্দ্যের পোষাকটা কিনল ঐ দোকান থেকে। তারপর ড্রেস চেঞ্জ করে জিপ ভাড়ার পেপারে সই করে তৈরী হয়ে নিল। জিপ এসে গেল।

ক্যালহাউন বলল যে মি. পেরী একজন খুব ভাল লোক। শিলা যেন তাকে তার ক্যালহাউন সাথে দেখা করার জন্য বলে। আর বলল যে শেষ কয়েক মাইল রাস্তা যেন শিলা জিপ নিয়ে খুব ভাল করে ড্রাইভ করে—না হলে বিপদের আশঙ্কা আছে।

জিপ আসার পর একটি কালো ছেলে ওটার থেকে নেমে গেল। ক্যালহাউন শিলাকে বলল যে সে এই ছেলেটির সাথে যেতে পারে কারণ এ এখানকার সব রাস্তাঘাট চেনে।

শিলা তার দরকার নেই বলে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠল। যাওয়ার সময় বাইরে ফ্র্যাঙ্কলিনের সাথে দেখা হল।

উনি বললেন, আপনি আমার উপদেশ না শুনেই চলে গেলেন।

শিলা কঠিন মুখে বলল, হ্যাঁ আমি এখনো একজন স্বার্থপরের মতোই ব্যবহার করব, মিঃ টোডি। সে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

ইতস্ততঃ করে মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন ট্যাক্সিতে উঠলেন।

পেরী ৮.৩০-এ ঘুম থেকে উঠে বাইরে যাবার জন্য দরজার কাছে এসে দেখল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। লোগান বলেছিল যে সে এটা তার নিরাপত্তার কারণেই বন্ধ করে রাখবে। পেরী এই সময়টায় দাড়ি কামিয়ে চান করে, ড্রেস পরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সে কফি খাবার জন্য ব্যাকুল হল। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো পড়া নদী দেখে সে আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে তাহলে বৃষ্টিটা কমেছে। লোগান না থাকলে সে এই সময়টায় মাছ ধরতে যেত।

বেশ কিছুক্ষণ পর ব্রাউন দরজা খুলে দিল। সে ঘরে ঢুকে চারিদিক তাকিয়ে পেরীর বিছানার পাশে রূপোর ফ্রেমের বাঁধানো শিলার ছবিটা তুলে জিজ্ঞাসা করল এটা পেরীর গার্লফ্রেন্ডের কিনা। পেরী যখন বলল এটা তার স্ত্রীর, ব্রাউন বলল, পেরী সত্যিই ভাগ্যবান লোকদের মধ্যে একজন। তুমি যা চাও, তাই পেয়ে গেছ, আর তোমার প্রচুর টাকাও আছে।

পেরী বলল, তুমিও ইচ্ছে থাকলে সবকিছুই পেতে পার।

ব্রাউন বলল, তার ওরকম একটি স্ত্রী চাই কিন্তু তাকে কেউ বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত নয়।

পেরী বলল, তোমার এখন কফি চাই। বলে সে বেরিয়ে গেল। যখন পেরী কফি ঢালছিল, ব্রাউন তখন রান্নাঘরে গিয়ে প্রাতঃরাশ বানাতে শুরু করল। সে সত্যিই ভাল রান্না করে।

খেতে খেতে পেরী তাকে জিজ্ঞাসা করল যে সে এখানে কতদিন থাকবে। উত্তরে ব্রাউন জানাল যে গরম কমে ঠাণ্ডা পড়লেই সে চলে যাবে আর পুলিশরাও ততক্ষণে এদিকটা আর খুঁজবে না। পেরী জিজ্ঞাসা করল যে সে কোথায় যাবে। ব্রাউন বলল, আমার ব্যাপারে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। যা হবার নিজের জন্য হও। ব্রাউন তার হাতের উলকিটা ঢাকবার জন্য আজ পেরীর একটা শার্ট পরেছিল। পেরী বলল যে ভবিষ্যতে কিভাবে পুলিশের হাত এড়াতে পারবে? তার মুখ তো আর বদলে যাবে না। ব্রাউন বলল যে সে একজন বাজে যাজকের মতো কথা বলছে। পেরী আরো কিছু বলতে যাওয়ার সময় টেলিফোনের আওয়াজে চমকে গেল। ব্রাউন বলল যে সে বলতে ভুলেই গেছে যে সে ওটা ঠিক করেই রেখেছিল। যদি ফোন ঠিক করার জন্য কোন লোক এখানে ফোনের অফিস থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাকে চালাকি করতে আর নিজের দরকারে ফোন ব্যবহার করতে বারণ করে দিয়ে ফোনটা ধরতে বলল। এটা ফোন অফিসেরই ফোন ছিল। তারা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় পেরী বলল যে বর্ষার জন্য হয়তো ফোনটা বিকল হয়েছিল। আর এখন এটা খুব ভালোভাবে কাজ করছে তাই লোক পাঠাবার দরকার নেই।

ব্রাউন বলল সেও এরকম পরিস্থিতি আন্দাজ করেই ফোনটা সারিয়ে রেখেছিল। এখন পেরী তার বিজনেসের কাজ করতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাউন বলল সে তার মতো কাজ করতে পারে ; তবে কোন কৌশল করা চলবে না, সে টিভি দেখতে ব্যস্ত।

চেয়ারে গা এলিয়ে পেরী প্লটের কথা চিন্তা করতে লাগল। চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটা আইডিয়া মাথায় আসতে সে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ল।

লিখতে লিখতে পেরীর হুঁশই ছিল না যে কতক্ষণ সময় চলে গেছে। দুপুর ১.০০ টার সময় যখন দরজা খুলে ব্রাউন তাকে ডাকতে এল তখনই খেয়াল হল। খেতে বসে ব্রাউন তার বাবার কথা বারে বারে বলছিল। কৌতূহলী হয়ে পেরী জিজ্ঞাসা করল যে সে তার বাবাকে বিরাট ভালোবাসত কিনা। উত্তরে ব্রাউন জানাল যে তার তো তার বাবা ছাড়া নিজের লোক বলতে আর কেউ ছিল না। তাই সে তার প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিল। তবে তার মনে হত যে তার বাবা তাকে ঠিক অতোটা ভালোবাসে না। কিন্তু সে এ বিষয়ে খুব একটা চিন্তিত ছিল না ; সে জানত তার

কেউ নেই—তাই সে যা কিছু সবই তার বাবার জন্য করতে রাজী ছিল। আর তাই যখন তার বাবা মারা গেল সে অনুভব করল যে তার জীবন থেকে কিছু একটা চলে গেছে।

এবার পেরী যখন তার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করল, ব্রাউন বলল, তার কথা যেন সে জিজ্ঞাসা না করে—তাকে সে পছন্দ করে না। সে পেরীকে জিজ্ঞাসা করল সে তার স্ত্রীকে পছন্দ করে কিনা। পেরী 'হ্যাঁ' বলাতে সে বলল তা হতে পারে। আর তাকে সুন্দর ও ইয়ং দেখতে।

পেরী বলল, এটা তার ব্যাপার নয় সুতরাং সে যেন এ নিয়ে আর কথা না বলে।

ব্রাউন পেরীর মুভি নিয়ে কথা শুরু করল। কীভাবে সে লেখে জিজ্ঞাসা করাতে পেরী বলল যে সে প্রথমে একটা আইডিয়া ভেবে নেয় আর এটাও ভেবে নেয় যে এটার ওপর জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কি হবে। যদি আন্দাজ করে যে তারা এটা ভালোমতো নেবে, তবেই সে সেটার ওপর গল্প লেখে। এবারের সিনেমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় পেরী বলল সে শুধু এখন ভেবেছে মাত্র—আর কিছু নয়। এর চরিত্রগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় আবার পেরী বলল যে এটা তার বিজনেস নয়। ব্রাউন বলল, সে বেট নামাতে পারে যে সে নিজে এটার একটা চরিত্র হিসাবে আছে।

পেরী বলল, তুমি যদি এরকম ভাব তো ভাব। আমি খুব বেশী খেয়ে ফেলেছি। এখন আমি ওঘরে যাচ্ছি।

শেরিফ রস আর হাঙ্ক হোলিস গাড়িতে করে রাস্তায় টার্ন অফের কাছে এল। হাঙ্ককে সাবধান করে রস গাড়ি নিয়ে চলে গেল। অতি সাবধানে, খুব ধীরে ধীরে বাকি রাস্তাটা হাঙ্ক নদী পর্যন্ত হেঁটে এল। এখান থেকে লজটা পরিষ্কার দেখা যাওয়ায় সে আবার পিছিয়ে বনের দিকে ঢুকে একটি ঘন গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। এখানে এসে হাঙ্ক দেখল যে এই গাছটায় উঠে লুকনোটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায়। সন্তর্পণে সাপের মতো সে গাছটাতে উঠে বসল। দেখল যে কেউ ঘন পাতার আড়ালে তাকে দেখতে পাবে না।

বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এই হাঙ্ক বহুবার প্রচণ্ড বিপদের মুখে পড়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই নিজের কৌশল কাজে লাগিয়ে সে নিরাপদে ফিরে এসেছে আর অপরাধীকে শায়েস্তা করেছে। ভিয়েতনামের জঙ্গলে থাকাকালীন তাকে যে সমস্যা আর আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তার কাছে—এ সঙ্কট কিছুই ছিল না। সুতরাং লোগানের মতো বিপদজনক ব্যক্তি জানতেও পারল না যে তার থেকেও বিপজ্জনক এক ব্যক্তি তার দিকেই এগিয়ে এসেছে।

গাছের জঙ্গলে আরামদায়কভাবে বসে হাঙ্ক রসের সাথে সাবধানে রেডিওতে যোগাযোগ করল। রস জানাল সে তার ডেস্ক থেকে একদম নড়বে না। হাঙ্ক যখন চায় তখনই তার সাহায্য পেতে পারে। হাঙ্ক রেডিওর সুইচ বন্ধ করে মেরীর তৈরী খাবার খেতে শুরু করল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও জানলা থেকে চোখ সরাল না যেখানে সে দেখছিল যে পর্দাটা টানা আছে। তার প্রচণ্ড সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা হলেও নিজেকে সে সংযত করল।

এরকম ভাবে বসে থাকা যথেষ্ট বিরক্তির কাজ হলেও হাঙ্ক তাতে কোনরকম বিরক্ত হল না। যেখানে সে নিজেই জানত না যে সত্যিই লোগান এখানে আছে কিনা, শুধুমাত্র ফোনের তারটা আলগা কেন—এই সূত্রের ওপর ভরসা করে এখানে তার সন্দেহ যে হয়তো লোগান পেরী ওয়েসটনকে বন্দুক দেখিয়ে এখানে রয়েছে। সে সর্বক্ষণের জন্য প্রচণ্ড ধৈর্য নিয়ে ওখানে বসে রইল—আর সেই নিষ্প্রাণ লজটিকে লক্ষ্য করে চলল। এর আগে তাকে একবার এমন পরিস্থিতে পড়তে হয়েছিল যেখানে গাছে বসে থাকাটাও সহজ ছিল না—আর খাবার বলতে কয়েকটি চকোলেট বার আর এক বোতল জল ; সেখানে অপরাধীও ছিল প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর। সে তুলনায় এখানে গাছে বসে থাকাটাও আরামদায়ক। খাবার হিসাবে মেরীর তৈরী মুখরোচক খাবার জল, আর রেডিওতে আছে রসের আন্তরিক গভীর কণ্ঠস্বর।

নিজের কথা ভাবতে ভাবতে হোলিস হঠাৎ একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে চমকে উঠল। ভাল করে উঠে বসে পাতা সরিয়ে দেখল যে এটা একটা জীপ আর গাড়ি থেকে একজন মহিলা সার্ট আর টাইট জিন্স পরে নামল। কি একটা অদ্ভুত গুলিয়ে ফেলা অবস্থায় হাঙ্ক পড়ে গেল। এ মহিলা কে? অপরাধীই বা কোথায়? সে কি এখানে নেই? সঙ্গে সঙ্গে রেডিও অন করে রসকে হোলিস

ব্যাপারটা জানাল। রস তাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানাল যে ঐ মহিলা হলেন পেরী ওয়েসটনের স্ত্রী। সে এটাও জানাল যে মনে হয় চিট লোগান ওখানে নেই, হান্ক যেন তাড়াতাড়ি সময় নষ্ট না করে ফিরে আসে। কিন্তু হান্ক এত তাড়াতাড়ি ফিরতে রাজী হল না। সে জানাল যে হয়তো এটা সময় নষ্টই ; কিন্তু এখনো তো অপরাধীকে ধরা যায়নি, সুতরাং সে যদি এখানে থেকে থাকে তবে মিসেস ওয়েসটন বিপদে পড়তে পারে। রস জানাল যে যতক্ষণ না সে হোলিসের মুখ থেকে শুনছে যে সে ফিরে আসছে ততক্ষণ সে রেডিওর সামনে থেকে নড়বে না।

বসে বসে হোলিস দেখল মহিলাটি দরজায় ধাক্কা দিল, তারপর দরজা খোলার শব্দ হল তারপর অল্প একটু তর্কাতর্কির শব্দ হল। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ হল ; আর তারপর সব চুপচাপ। হোলিস ভাবল হয়তো সে ভুলই করেছে। অপরাধী এখানে আসেনি তবুও সে অসীম ধৈর্য নিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

হাইওয়ে দিয়ে আসার সময়ই শিলা বুঝতে পারছিল যে ক্যালহাউনের কথাটা রাস্তা সম্বন্ধে কতোটা সত্য। যদিও বৃষ্টি কমতে রাস্তা দ্রুত শুকিয়ে আসছিল তবুও যে পরিমাণ কাদা জমেছিল তা শুকোতে প্রচুর সময় লাগবে, এরকমই পরিস্থিতি ছিল। শিলা বহুবার এর মধ্যে কাদায় জলে পড়েছে, কিন্তু কৌশলে বেরিয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যখন সে প্রথম জীপ চালাতে শিখল সে গোয়ারের মতো এদিক ওদিক যেমন করে হোক আনাড়ী হাতে গাড়িটা চালাচ্ছিল, আর শুনছিল যে আশেপাশের লোকেরা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলছে যে সে কতো সাহসী। আর শিলা শুনে মনে মনে গর্বিত হচ্ছিল। তার এই স্বভাবটা রয়ে গেছে, যখন সে কিছু করব ভাবে সেটা সে করেই ছাড়ে তাতে যতোই বাধা আসুক না কেন। এবারও সে তাই করেছে। ঠিক করেছে স্বামীর সাথে এখুনি যেমন করে হোক দেখা করবে আর সব কথা বলবে—তা সে বলেই ছাড়বে কোন বাধাই তার কাছে এখন বাধা নয়।

ফোন করে মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন গ্রেস্ অ্যাডমসকে ধরল। জানল যে সাইলাস এস. হার্ট এখনো ফেরেনি। সে গ্রেসকে জানাল যে এখানে সে পেরীকে দিয়ে কনট্র্যাক্ট সই করাতে এসেছিল, কিন্তু এয়ারপোর্টে শিলার সঙ্গেই দেখা হওয়ায় সে তাকে বশ করার চেষ্টা করে। বৃষ্টি পড়ছিল বলে সে তার জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করে, ডিনারের ব্যবস্থা করে দেয় এবং ভাবে যে শিলা তার বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। শিলাকে হাসিখুশীও লাগছিল। কিন্তু যখন সে তাকে একটা আইডিয়া দিল যে পেরীকে তার ছেড়ে দেওয়া উচিত আর এখনকার মতো ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত, অমনি শিলা কেমন কুৎসিত হয়ে গেল। সে তার সামনে দিয়ে পেরীর কাছে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেল। অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

শিলা এরমধ্যে সেই জলাটার কাছে চলে এল যেখানে পেরীর টয়োটাটা আটকে গিয়েছিল। সামনে বিস্তীর্ণ জলা দেখে শিলা গাড়ি থেকে নেমে গেল। এখানে যদি গাড়ি ডুবে যায়, তবে সে সত্যিকারের অসুবিধায় পড়বে। সে নেমে জলাটার গভীরতা বোঝবার চেষ্টা করল। দেখল যে মাঝখানটা সামলে চললে এর দুপাশে শক্ত জমি রয়েছে। শিলা ইঞ্জিনে ফিরে এসে পিছনের চাকাগুলোকে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করল। দেখল জলাটার শেষ প্রান্তে গিয়ে এর প্রথম চাকাটা আটকে গেল। টেনে তোলা কঠিন হবে না জেনেই সে পিছনের চাকাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে চলেছিল। এখন সে একটা অ্যাকসিলারেটর-এর সাহায্যে এটাকে সামান্য চেপে চাপ দিতেই চাকাটা উঠে এল। শিলা আনন্দের সঙ্গে দেখল যে সামনে আর সেরকম কোন অসুবিধা নেই।

শিলা জিপ নিয়ে চলে গেছে খবর পাওয়ার পর গ্রেস অ্যাডমস খুবই হতাশ বোধ করল। তারা দুজনেই বুঝে নিল যে আর পেরী ওয়েস্টন সিনেমার জন্য লিখতে পারবে না—কারণ শিলা গিয়ে তাকে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। গ্রেস জানাল যে এক্ষুণি এটা সাইলাস এস. হার্টকে জানাবে।

গাড়িটাকে জলার থেকে তুলে নিজের মধ্যে একটা জয়ী ভাব নিয়ে শিলা আবার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল। ছোটবেলার চারিদিকের সেই লোকগুলির প্রশংসার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সে খুশী মনে নদী পর্যন্ত গিয়ে লজের দিকে জিপ নিয়ে গেল। লজের সামনে জিপটা দাঁড় করিয়ে ওটাকে দেখতে লাগল—আর ভাবতে লাগল এরকম একটা বিচ্ছিন্ন নির্জন লজে সে কতদিন থাকতে পারবে? তবে যাই হোক, এখনকার মতো সে এক্ষুণি পেরীর কাছে পৌঁছে যেতে চায়।

তাকে সব কথা খুলে বলতে চায়। বসে বসে শিলা তার বন্ধুদের কথা ভাবতে লাগল যেখানে তার মেয়ে বন্ধুরা তার কথা অর্ধেক শোনে আর নিজেদের কথা বলার জন্য তৈরী হয়ে থাকে। আর তার পুরুষ বন্ধুরা তার কথা শোনেই না—শুধু হাসে, মাথা নাড়ে আর সায় দেয়। কিন্তু পেরী হল অন্যরকম ; সে তার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শোনে আর বোঝে।

শিলা জিপ থেকে ঝাঁপ দিয়ে দরজার কাছে গেল আর খুব জোরে ডাকতে লাগল। দেখল এটা ভেতর থেকে তালা দেওয়া আছে, শিলা ভয় পেয়ে গেল যদি এটা পেরীর লজ না হয়, বা যদি সে এখানে না থাকে তবে তার এতো কষ্ট করে আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর ভেতর থেকে তালা খোলার শব্দ হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দরজার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিলা দেখল যে দরজা খুলল আর দরজার পাশে তার আকাঙ্ক্ষার মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার মুখটা ঠিক যেন সিনেমার রোগের চরিত্র। শিলা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই বুঝতে পারল যে পেরীর সারা শরীর কাঁপছে। সে সাদা মুখে শিলাকে জিজ্ঞাসা করল যে সে এখানে কি করছে। শিলা ভিতর দিকে যেতেই দেখতে পেল যে পেরীর পিছনে কুৎসিত ধরনের একটা লোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে কুৎসিতভাবে হাসছে।

।। সাত ।।

পেরী তার পিছনে ইস্পাতেব থাবার মতো কিছু অনুভব করল যা তাকে দেওয়ালে পিষে মেরে ফেলতে চায়। শিলা তখনো তাকে ধরে ছিল। ব্রাউন দরজাটা বন্ধ করে দিল। শিলা কিছু বুঝতে না পেরে চেঁচাতে লাগল। সে পেরীকে বলল, কেন সে লোকটাকে বার করে দিচ্ছে না? পেরী অবস্থাটা সামাল দেওযার জন্য তাড়াতাড়ি বলল চুপ কর, ও সব বিপজ্জনক লোক। ব্রাউন হেসে বলল, কথাটা ঠিকই, এ কথাটা যেন সে তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেয়। কারণ সে কোন চাপ পছন্দ করে না, আর এরকম কাজ যদি সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে পায়, তবে সে অবশ্যই ওদের দুজনেব কাছ থেকে শোকযাত্রা ভাগ করে নেবে।ব্রাউন তাকে তার স্ত্রীকে অন্য ঘরে নিযে যেতে বলল।

লিভিং-রুমে বসে পেরী শিলাকে সব বলল। ছ'টি খুন একই রাত্রে করেছে শুনে শিলা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল আর পেরীর কথামতো চুপচাপ থাকতে সম্মত হল। এরপর পেরী তাকে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিলা বলল যে তার অনেক কথা জমা আছে যা সে একলা বসে পেরীকে বলতে চায়।

এখন পেরী শিলাকে আস্তে আস্তে সব বুঝিয়ে দিল যে কিরকমভাবে পরিস্থিতিটাকে সামলে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্রাউন জানতে চাইল যে সে তার স্ত্রীকে সব কথা বলেছে কিনা। শিলার হঠাৎ এই অপরাধীটির প্রতি একটি যৌন আকর্ষণ জন্মাল। সে এই নৃশংস খুনীর সাথে বিছানায় নিজেকে কল্পনা করতে লাগল। তার সুদৃঢ় পেশীবহুল দেহ, বিশাল চেহারার একটিও মানুষ সে এর আগে দেখেনি।

ব্রাউন বলল, এখন তার দরকার হল দশ হাজার ডলার যেটা পেরীকে রকভিলে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসতে হবে।

পেরী প্রশ্ন করল, তার মানে তোমার সথে আমার স্ত্রীকে একলা ছেড়ে যাওয়া! কখনো নয়, সুতরাং আমি যাচ্ছি না।

ব্রাউন বলল, তুমি যাবেই কারণ না গেলে আমার ওপর চাপ দেওয়া হবে, আর আমি সেটা পছন্দ করিনা, তাকে আঘাত করি। একবার আমার জীবনে এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল যে আমি দশ বাক্স দিয়ে একটি মেয়েকে ভাড়া করেছিলুম ; তারপর আরেকটি লোক উদয় হয়ে বেশী টাকা দিয়ে তাকে ভাড়া করতে চেয়েছিল। তাহলে কি এটা আমার ওপর চাপ দেওয়া হল না? আমি তখন তার ঘাড় ভেঙ্গে দিই আর মেয়েটি চীৎকার করেছিল বলে ওর মাথাটি আমি ভাল করে থেৎলে দিই আর আমি ওটা ভালোই পারি। পেরীর সেদিনের রাতটা মনে পড়ে গেল যেদিন সে একা একটা পুরো গাড়িকে গর্ত থেকে তুলেছিল। সেই অসম্ভব শক্তিকে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ব্রাউন টেবিল থেকে একটা ভারী দামী ছাইদানি তুলে নিয়ে ঠিক টিনের পাতের মতো মুচড়ে একটা বলের মতো দলা পাকিয়ে পেরীর গায়ে ছুঁড়ে দিল। বলল, তোমাকে মেরে ফেলব—আর তোমার শিলার মাথাটা ঠিক কমলালেবুর মতো চটকে ফেলব।

পেরী খুব স্বাভাবিক ভাবে একদল মানুষ যেভাবে তার বন্ধুকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, যেমন করে হোক একটা অস্ত্রের জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চারিদিক তাকাতে লাগল। তারপর কিছু না পেয়ে একটা ফুলদানি তুলে ব্রাউনের দিকে ছুঁড়ে মারল। ব্রাউন ওটা লুফে মাটিতে ফেলে দিল, ফুলদানিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল।

শিলা পেরীকে থামতে বলল। ব্রাউন বলল, শোনো এটা তোমার প্রথম আঘাত, আর আমি এর পরেরটায় শুধু আমার মুষ্টি ব্যবহার করব। যাইহোক তোমার যখন তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এতো চিন্তা, আমি তোমাকে প্রমিস করছি যে ওকে আমি ছোঁবও না। তবে তুমি কোন চালাকি করতে যেও না, যদি তুমি আমার সাথে পরিষ্কার থাক, তাহলে আমিও তাই থাকব—এটা নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।

পেরী অসহায়ভাবে বলল যে এটা তার প্রমিস কিনা।

ব্রাউন বলল যে যতক্ষণ তার স্ত্রী কোন চালাকি করার চেষ্টা করবে না ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত।

পেরী যেতে ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু শিলা বলল যে ভযের কোন কারণ নেই। শিলার মধ্যেকার রিলাক্সেসনের ভাব দেখে পেরী মনে মনে অবাক হচ্ছিল। শিলাব চোখগুলো জ্বলছিল ঠিক এরকম ধরনের এক মহিলাকে সে যেন বিয়ের পর কোথাও পায়নি। শিলা তাকে জীপ থেকে তার ব্যাগ দুটো নিয়ে আসতে বলল, তারপর আনার পর সে সেগুলোকে ওপরে তাদের ঘরে দিয়ে আসতে বলল। এই সময়টায় ব্রাউন বসে শিলাকে লক্ষ্য করছিল, সে অল্প অল্প হাসছিল।

পেরীর ইতস্ততঃ ভাব দেখে শিলা বলল, ডার্লিং আমাকে নিয়ে তোমাব উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই ; আমি ভয় পাই না। কারণ ওতো বলেছে আমাকে ছোঁবে না।

তবুও পেরী প্রচণ্ড ইতস্ততঃ করে ব্রাউনের কথামতো কাজ করবে বলে জীপে গিয়ে উঠল। শিলা দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছিল।

পুরো ব্যাপারটা কাছ থেকে হোলিস লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে রসকে রেডিও মারফত জানাল। রস কোন সন্দেহ প্রকাশ না করলেও হোলিস বলল যে তার কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে যে মিসেস ওয়েসটন একলা বন্দুকের থাবার আড়ালে রয়েছে। রকভিলেতে মিঃ পেরী পৌঁছলে তার কাছ থেকে সব জেনে নেবে বলে রস জানাল।

পেরী চলে যাওয়ার পরেই দরজা বন্ধ করে শিলা ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ব্রাউন খুব মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকাল। তারপরে শিলা অনুমতি নেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমি কি আমার স্যুটকেশ খুলতে ও চান করতে পারি?

ব্রাউন বলল, চালাকি না করে তুমি তা করতে পার। শিলা ওপরে ও ব্রাউন রান্নাঘরে গেল।

শিলা নিজেকে কিছুতেই তার যৌনতাড়না থেকে মুক্ত করতে পারছিল না। সে শুধু ব্রাউনেব তলায় নিজেকে কল্পনা করতে ইচ্ছা করছিল। কি দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার এটা হবে যেটা সে এর আগে কখনো পায়নি। অন্য প্রেমিকদের সাথে একরকম—এমনকি বিরাট যৌন আবেদনপূর্ণ লুসানের কাছে আরেকরকম। কিন্তু একজন নৃশংস অপরাধীর কাছে। সে ভাবতেই রোমাঞ্চিত হচ্ছিল যে একদল জঘন্য অপরাধীকে তার সম্মোহনে বশ করে নেওয়াটা—সে যে কী মাদকতাময় হবে!

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে, শরীর শুকনো করে মুছে, বড় আয়নায় চুলটা ঠিক করে শিলা উলঙ্গ অবস্থায় বেডরুমে গেল। স্যুটকেশ খুলে একটা প্রায় স্বচ্ছ, পরিষ্কার চাদর বার করে তার উলঙ্গ শরীরের ওপর দিয়ে দিল। এবার স্যুটকেশ আবার বন্ধ করে তালা দিয়ে দিল। এবার সে দরজা খুলে ওপর থেকে হাঁক পাড়ল,'জিম, একবার ওপরে এস, আমি স্যুটকেশের তালাটা খুলতে পারছি না। সে নিজে গিয়ে বিছানার পাশে অপেক্ষা করতে লাগল।

ব্রাউন নিচ দিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করল, কথাটা কি ঠিক? তুমি কি সত্যিই তালা খুলতে পারছ না, না এটা একটা কৌশল? দরজার কাছে আসার পর শিলা বলল, ভেতরে এস ব্রাউন, আমি তালাটা বোকার মতো লাগিয়ে ফেলেছি আর খুলছে না। আমার হাতে বেশী সময়

নেই, ভিতরে এস। কিন্তু তবুও ব্রাউন না আসায় শিলা তার অর্ধ উলঙ্গ দেহ নিয়ে প্রচণ্ড অধৈর্য হয়ে এবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব্রাউনকে আসতে বলল।

এবার ব্রাউন বলল, তুমি কি কালা না অন্য কিছু? তুমি কি শোনোনি বেবী যে আমি পেরীকে কথা দিয়েছি যে তুমি চালাকি না করলে আমিও চালাকি করব না ; আর তাছাড়া আমি কথা না দিলেও তুমি যদি চালাকি না কর আমি কখনো তোমাকে স্পর্শও করতাম না। তুমি আমার কাছে ঐ সেদিনের ভাড়া করা মেয়েটির বাইরে অন্য কিছুই নয়, আমার তোমার প্রতি ইন্টারেস্ট নেই; আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। ব্রাউন মাথা ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

পেরী ওয়েসটন গাড়ি চালিয়ে ইস্টওয়ে ধরে রকভিলের ব্যাঙ্কে চলে এল। সেখানের লোকেরা তার সঙ্গে গল্প করতে উদ্যোগী হলেও সে সমানে শিলার কথা চিন্তা করে যাচ্ছিল। এটা কি ঠিক হল যে এরকম একটা লোকের থাবায় শিলাকে ছেড়ে আসা? তাকে অসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। সে সংক্ষেপে তাদের কথার উত্তর দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে তার এক্ষুণি একশ ডলার বিলে দশ হাজার টাকা চাই। তার এখানকার অ্যাকাউন্টের বিষয়ে সন্দেহ থাকলে তারা যেন তার নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে নেয়। ওয়েসটনের এই প্রচণ্ড ব্যস্ততায় তারা সকলে অবাক হয়ে গেল। তারপর তার কথামতো টাকার যোগাড় করতে লাগল। মিঃ ওয়েসটন বলে গেলেন যে তাকে কিছু শপিং-এর জন্য এখন বেরোতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে এসেই যেন সে টাকাটা পেয়ে যায়।

পেরী ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সেল্‌ফ সার্ভিস সেন্টারে যাওয়া মাত্র রস সেই ব্যাঙ্কে গিয়ে উপস্থিত হল। তাদের মিঃ ওয়েসটনের ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে তারা ইতস্ততঃ করে কথাটা বলল। রস বলল, তারা যেন কোনরকম অসুবিধায় না ফেলে পুরো টাকাটা এক্ষুণি পেরীকে দিয়ে দেয়। তাদের অপার বিস্ময়ের মধ্যে রেখে রস ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সেল্‌ফ সার্ভিস সেন্টারের উল্টোদিকের রেলিঙে গিয়ে দাঁড়াল। সে এগিয়ে গিয়ে যখন তার সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে গেল তখন পেরীর হার্টটা লাফাতে লাগল। সে মুখে জোর করে হাসি এনে বলল যে সে এখানে ব্যাঙ্কে একটু কাজে এসেছিল। রস তাকে ওয়েলকাম জানাল। ফেরবার জন্য অধৈর্য হয়ে পেরী জিজ্ঞাসা করল একটুখানির জন্য তারা বসে কি বীয়ার খাবে? রস সানন্দে রাজী হতেই রস টমের বীয়ারের দোকানের দিকে চলে গেল। পেরী ব্যাঙ্কে গেল, গিয়ে দেখল সব তৈরী। সে এতো তাড়াতাড়ি টাকা সার্ভ করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কাগজে সই করে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সে জীপে গিয়ে টাকাটা লক করে টমের বীয়ারের দোকানের দিকে চলে গেল।

দোকানে অল্প কয়েকজন বসেছিল, কিন্তু সবাই ছিল পেরীর চেনা—তারা সবাই তাকে টুপি নেড়ে স্বাগত জানাল। পেরী জোর করে হাসি এনে তাদের দিকে তাকাল। সে দেখল, রস কোণের দিকের টেবিলে বসে আছে। আগে বহুবার আসা এই দোকানটায় এসে পেরী বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিল।

রস জিজ্ঞাসা করল যে তার লজে সব ঠিকঠাক আছে তো?

উত্তরে পেরী হেসে বলল, কোন সমস্যা নেই।

রস ভাবতে লাগল এটা কি ঠিক উত্তর হল! সমস্যা নেই বলতে সে কি বোঝাতে চাইছে।

পেরী বলল যে সে এখানে বেশীক্ষণ বসবে না কারণ ঘরে তার স্ত্রী একা আছে।

রস তা জানে জানিয়ে বলল যে সে কি মেরীকে পাঠিয়ে দেবে তার ঘরদোর পরিষ্কার এবং ঠিকঠাক করে দিতে।

উত্তরে পেরী কেমন শক্ত হয়ে বলে উঠল যে তার তা দরকার নেই।

রস পেরীকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। এবার সে তার সিনেমার গল্প সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল যে লেখা কেমন চলছে।

এবারও পেরী অস্বস্তিজনক ভাবে জানাল যে ঠিক আছে ; সে তার গল্পের একটা আইডিয়া পেয়েছে, কিন্তু কিভাবে সেটা শেষ করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

রস আইডিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় পেরী সম্বন্ধে মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠল যে তার খুব বেশী কথা বলা হয়ে যাচ্ছে নাতো। সে এবার রসের পুলিশের কাজকর্ম কেমন চলছে জিজ্ঞাসা

করল।

রস বলল এক রকম চলছে।

এবার পেরী জিজ্ঞাসা করল যে সেই অপরাধী ধরা পড়েছে কিনা।

রস জানাল পড়েনি ; তবে পুলিশের ধারণা সে মিয়ামির মধ্যেই আছে।

পেরী জিজ্ঞাসা করল যে পুলিশ তাকে কখনো ধরতে পারবে কিনা। খুঁটিয়ে তাকে দেখতে দেখতে রস বলল, আমাদের এখন প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, সে ধরা পড়বেই। রসের দিকে চেয়ে পেরী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গম্ভীর লোকটির দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো হয়তো তাই।

এবার পেরী বলল যে তার মাথায় একটা আইডিয়া তখনই এসেছিল সিনেমা সম্বন্ধে যখন তারা দুজন তার লজে লোগানকে সার্চ করতে এসেছিল। মনে মনে উৎসাহিত হয়ে মুখে বিন্দুমাত্র তা না প্রকাশ করে আইডিয়াটা কি তা রস জানতে চাইল। পেরী বলল যদি সত্যিই অপরাধী তখন সেখানে থাকতো তাহলে আমার গল্পের সেই চরিত্র ; অর্থাৎ ফিসিং লজের মালিক কি ব্যবহার করত। সে জানে যে তাকে বন্দুক দেখিয়ে সহজ দেখানোর ভান করে রাখা হয়েছে। রস জিজ্ঞাসা করল যে সে ঐ চরিত্রটির জন্য কি সমাধান করে রেখেছে। পেরী বলল, মোটামুটি সে সবই মেনে নেবে। আর পরে যদি তার স্ত্রী আসে আর তাব সঙ্গে থাকে তবে তো নিজের আর স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্য তাকে অপরাধীর কথামতোই চলতে হবে, নাহলে সে জানে যে প্রথমে তারাই মরবে। এ গল্পটা লোকের কেমন লাগবে জিজ্ঞাসা করায় রস বলল যে সে তার সব সিনেমাই দেখেছে, তবে এর শেষটা যদি সেরকম হয়, তবে মনে হয় সবথেকে বেশী হিট করবে এই ছবিটাই।

পেরী অন্যমনস্ক ভাবে জানাল যে পুলিশকে বলতে গেলে যদি সে ও তার স্ত্রী খুনই হয়ে যায়, তবে সেই বা ধরা পড়বে কি করে আর গল্পই বা শেষ হবে কিভাবে।

রস বলল, যদিও এটা আমার বিজনেস নয়, তবুও তোমাকে আমি এই ছবির ব্যাপারে একটা সাজেশন দিতে পারি।

পেরী বলল, সাজেশান যে কেউ দিতে পারে।

রস বলল, তুমি ঐ চরিত্রটার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ধরে নাও যে, যে দুজন পুলিশ লজে গিয়েছিল এদের মধ্যে একজন খুবই ধূর্ত আর প্রচণ্ড কৌশলী। সে সাপের মতো লজের কাছের গাছটায় গিয়ে উঠল আর সব লক্ষ্য রাখতে লাগল—এইভাবে গল্পটা এগোবে।

পেরী বুঝতে পারল যে রস নিশ্চিতভাবে জেনেছে যে লোগান তার বাড়িতেই আছে, সে মনে মনে ভাবতে লাগল যে গাছটাতে কেউ আছে কিনা তা তো সে খেয়াল করেনি। তার মনে পড়ল হাঙ্ক নামের রসের ডেপুটিটি সত্যিই খুব টাফ্, দৃঢ়, ধূর্ত আর প্রচণ্ড সতর্ক মনে হচ্ছিল।

এ জায়গাটায় এসে রস থামল, বলল যে এভাবে চললে তার গল্পটা দারুণ জমবে আর লোকেও তা নেবে।

কিন্তু পেরী জিজ্ঞাসা করল যে এরপর কী হবে।

রস জানাল, এখানটাই সব থেকে কঠিন জায়গা, এখানটা ভাল করে লেখককে হ্যান্ডেল করতে হবে।

পেরী জিজ্ঞাসা করল কিভাবে।

রস এবার ইতস্ততঃ করে বলে চলল এই ছ'টি খুন করা লোকটিকে গাছে বসে থাকা পুলিশটি একটু এদিক ওদিক হলেই গুলি করে মেরে ফেলবে। পেরীর এটা বেআইনী বলে মনে হওয়ায় রস জানাল যে উপায় না থাকলে আরো কিছু লোককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার থেকে তাকেই মেরে ফেলা ভাল। বিভিন্ন আশঙ্কার পূর্ব সঙ্কেতে পেরীর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল।

পেরী যখন বলল যে সে বুঝেছে তখনই রস বলল আরেকটা কৌশল তুমি তোমার গল্পের জন্য খাটাতে পার। এমন একটা পরিস্থিতি গল্পটার মধ্যে সৃষ্টি কর যাতে অপরাধী খোলা জায়গায় একলা আসতে পারে, তবেই শুধুমাত্র তাকে একাই মারবার সম্ভাবনা থাকবে, না হলে তাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত মারা সম্ভব হলেও মৃত্যুর আগে সে ও তার স্ত্রীকে মেরে দিয়ে যাবে। একমাত্র তাকে একলা খোলা জায়গায় আনা সম্ভব হলেই নায়ক ও তার স্ত্রীকে ঠিকভাবে বাঁচাতে পারা যাবে।

মনে মনে পেরী চিন্তা করতে লাগল কিভাবে ব্রাউনকে এরকম পরিস্থিতিতে আনা যাবে। তার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে রস বলল যে এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাদের এই কথাবার্তা তার খুব কাজে লাগবে এই কথা জানিয়ে পেরী রসকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে গেল। গাড়িতে ওঠার সময় দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ধরে তারা পরস্পরের দিকে চাইল।

গাছে বসে বসে হোলিসের হঠাৎ একটা হতাশাজনক কথা মনে হল। তার হঠাৎ পনেরো বছর আগে ভিয়েতনামের জঙ্গলে গাছে বসা অবস্থার কথা মনে পড়ল। তখন সে একদম ক্লান্ত হত না—বিরক্ত হত না। আর একদম কোনরকম নড়াচড়া না করেই মশার কামড় খেয়ে কিভাবে বসে থাকতে পারত। তার আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ল যখন একটি সাপ তার গাছের ওপর বসা অবস্থায় তার দিকে এগিয়ে আসছিল কিন্তু সে সামান্যতমও নড়েনি এই বুঝে যে সে যেমন একজন ভয়ঙ্কর খুনীকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে অদৃশ্য হয়ে, ঠিক তেমনি সেই বিপজ্জনক লোকটিও তাকেও অদৃশ্য হয়েই লক্ষ্য করে যাচ্ছে। সে তার গায়ের ওপর দিয়ে সাপটাকে যেতে দিল যেটা পাতার ফাঁক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

কিন্তু এখন হাঙ্ক পাঁচঘণ্টা গাছে বসে থেকে কেমন যেন আর সেই পনেরো বছর আগেকার মানসিক জোর পাচ্ছে না। তার এজন্য মনে মনে ভীষণ খারাপ লাগছিল। যদিও এখনো সে রাইফেল ক্লাবে সপ্তাহে দু'বার যায় আর বেস্ট শ্যুটার সেই হয়। তবুও তার মনে হয় যে পনেরো বছর আগেকার সেই তেজ যেন আর তার নেই। সে ভাবছিল এখনো লোগানের দেখা পাওয়া গেল না। সে সত্যিই সেখানে আছে কিনা এটা নিয়ে তার মনে সন্দেহ দেখা দিল। তবে হাঙ্ক ঠিক করে রেখেছিল যে এখন ৪.০০ বাজে—আর কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে। এর মধ্যে লোগানের দেখা না পেলে সে রাত্রে গাছ থেকে সাবধানে নেমে বনে চলে যাবে। সেখানে রাত কাটিয়ে আবার ভোর হওয়ার আগেই এই গাছে চড়ে বসে থাকবে। সে ঠিক করেছিল যে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত গাছটা ছাড়া চলবে না।

হঠাৎ রেডিওতে বীপ্ বীপ্ আওয়াজ শুনে রেডিও চালিয়ে হোলিস শুনতে পেল শেরিফের গলা। শেরিফ রস জানাল যে সে নিশ্চিত হয়েছে যে ওয়েসটনের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। ওয়েসটন ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার ডলার তুলেছে আর তার সাথে কথা বলেও সে এই ব্যাপারটায় পুরো নিশ্চিত হয়েছে। সংক্ষেপে, তাদের কথাবার্তা যা হয়েছে তা হাঙ্ক-এর কাছে তুলে ধরার পর রস বলল যে সে হয়তো একটা শেষ চেষ্টা করতে পারে যাতে লোগান জানলার দিকে আসে তারপর সবই হোলিসেব হাতে। হোলিস কপাল থেকে ঘাম মুছে রসকে আরো কিছু জানার কথা জিজ্ঞাসা করল।

রস বলল, এটা তোমার বা আমার কাছে একটা বৃথা চেষ্টার মতো মনে হচ্ছে। ওয়েসটন খুব টাইট সিচুয়েশান আছে। তার এখন কিছুই করবাব নেই, তবে সবথেকে ভয়ের কথা হলো যে সে শেষ পর্যন্ত হয়তো শেষরক্ষা করতে পারবে না। টাকাগুলো লোগান পেয়ে গেলেই স্বমূর্তি ধারণ করে তাদের মেরে ফেলবে।

কারণ সে কখনোই চাইবে না যে সে চলে যাওয়ার পরেই এরা পুলিশকে খবর দিয়ে দেবে—আর সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তাই তাদেরকে মেরে ফেলাটাই লোগান বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাববে তাই ওয়েসটনদের বাঁচার খুব একটা আশা নেই।

রস হোলিসকে বলল যে সে তো পাঁচ ঘণ্টার ওপর গাছে আছে। এবার রস গিয়ে কি ওই কাজটা করবে—হোলিস বিশ্রাম নেবে?

হোলিস সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলল, এটা স্পেশালিস্টের কাজ, এটা তুমি পারবে না। রস পেরী ফিরে গেলে তার খবর জানাতে বলে রেডিও বন্ধ করল।

আরো একঘণ্টা এক ভাবে কেটে গেল। জিপের আওয়াজ শুনে হোলিস খুব সতর্ক হয়ে গেল। দেখল পেরী ফিরে এসেছে। সে লক্ষ্য করতে লাগল যে পেরী জীপ থেকে নেমে একটা সব্জির থলি ও আরেকটা ব্যাগ নিয়ে দরজার কাছে গেল দরজাটা খুলে গেল আর পেরী ঢোকার পর বন্ধ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অন্ করে হোলিস রসকে খবরটা জানিয়ে দিল। সেই গরমের সন্ধ্যেয় রস

শুয়ে থাকা কুকুর আর একজন মেয়ের মধ্যে কোন তফাৎ করে দেখিনা।

এরকম অপমানিত শিলা কখনো কোথাও এর আগে হয়নি, চিরকাল সে প্রশংসাই শুনে এসেছে। এখন কথাগুলো তাকে পুড়িয়ে মারতে মারতে অপমানে চোখে জল আনিয়ে দিল। অস্থিরভাবে মনে মনে ভাবতে ভাবতে শিলার ভেতরে একটা ঠাণ্ডা রাগের ভাব এল। সে ঠিক করল ব্রাউনকে মারতে হবে। যেমন করে হোক। সে আর শুয়ে থাকতে না পেরে বাথরুম গিয়ে মুখে ঠাণ্ডা জল দিল, অনুভব করল অনেক রিলাক্সড লাগছে। এখন সে ক্যালহাউনের দেওয়া পোষাকগুলোর থেকে বেছে ফ্রেশ পোষাক পরল, আয়নাতে অনেকক্ষণ নিজেকে দেখল, সমস্ত সময়েই তার মনটা কাজ করে চলল, কিভাবে সে ব্রাউনকে মারবে? ফোনের কথা মনে এল। পুলিশের কথা মনে হল। কিন্তু এসময় ফোন ব্যবহার করা বিপজ্জনক। সে শুধু একটাই কথা মাথায় ঠিক করে রাখল 'আমি তাকে অবশ্যই মারব।'

এই ভাবনাটায় বদ্ধপরিকর হয়ে শিলা ভাবতে লাগল তার যদি একটা বন্দুক থাকত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল যে আসার সময় সে তার হ্যান্ডব্যাগে সেই বন্দুকটা পুরে দিয়েছিল যেটা দিয়ে সে একটা বিশাল কাজ করেছিল। এখন সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে হ্যান্ডব্যাগের খোঁজ করতেই দেখল যে ওটা নেই। তার মনে পড়ল সে জীপের সামনের পকেটে ওটা রেখেছিল যেটা পেরীব নজরে না পড়ায় নিয়ে আসেনি। ঠিক কিভাবে হ্যান্ডব্যাগটাকে আনা যায়, একথা যখন সে ভাবছিল তখনই একটা জীপের শব্দে বারান্দায় গিয়ে দেখল যে পেরী এসেছে। সে শুধু তার সব্জির ব্যাগটা নিয়ে ভেতরে আসায় শিলা খুব মুষড়ে পড়ল। বেডরুমের দরজার কাছে গিয়ে শুনল পেরী বলছে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাই। তারপর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। সে মনে ভাবল, আবার নিশ্চয়ই আসবে।

হোলিস সুইচ অন করে রসকে জানাল যে তার ছদ্মবেশ উড়ে গেছে, একটা কুকুর তাকে দেখে ফেলেছে আর সমানে চীৎকার করছে। লোগান এটা বুঝে ফেলতে পারে, তবে রসের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, সে নিজেই পরিস্থিতিটা সামলে নেবে। রসের উদ্বিগ্ন মনকে সান্ত্বনা দিয়ে সে সুইচ বন্ধ করল।

যে মুহূর্তে কুকুরটা ডাকতে শুরু করল, ব্রাউন বন্দুক হাতে নিয়ে এতো আশ্চর্য ভাবে সাপের মতো দ্রুততায় জানলার কাছে সরে গেল যে পেরী এটা না দেখলে বিশ্বাস করত না। তাকে খুঁটিয়ে গাছটা দেখতে দেখে পেরী মনস্থির করল যে যেমন করে হোক ডেপুটিকে তার সাহায্য করতে হবে। সে বলল যে এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই, এখানে প্রায়ই কুকুরটা এরকম গাছের কাছে এসে চেঁচায় অপোসমের জন্য। ব্রাউন সন্দেহের দৃষ্টিতে পেরীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে অপোসম জিনিসটা কি? পেরী বলল এক ধরণের জানোয়ার যারা গাছে চড়ে বসে থাকে আর কুকুররা তাদের খুব ঘৃণা করে।

প্রথমে তীব্র সন্দেহ মুখে থাকলেও এখন তাকে দেখে পেরীর মনে হল যে সে তার কথা বিশ্বাস করেছে। প্রথমে সে সন্দেহ দেখাচ্ছিল যে পেরী গিয়ে কোন পুলিশকে বা ডেপুটিকে বলে এসেছে, বা সে তাকে বরাবর মিথ্যে কথা বলেছে বা গাছটিতে কোন পুলিশ বসে আছে। কিন্তু পেরী যখন আবার বলল যে সে মাত্র দু'ঘণ্টা আগে ডেপুটিকে কাজ করতে দেখে এসেছে, মনে হল যে ব্রাউন যেন রিলাক্সড় হয়েছে। সে এবার তার বন্দুকটা খাপে পুরে বলল যে সে বৃথাই ভয় পাচ্ছিল আর সে পেরীকে বিশ্বাস করে। হয়তো পেরীর বিশ্বাস হবে না কিন্তু এর আগে সত্যিই ব্রাউন কাউকে তার সম্বন্ধে এতো কিছু বলেনি—এমনকি তার বাবা মাকেও নয়। এবার সে হাসিটা যেভাবে হাসল, তাতে কিন্তু কোন বিশ্রী নোংরাভাব ছিল না—ছিল একটা প্রশস্ত সুন্দর সরলতার ভাব। পেরী তার স্ত্রীর কাছে চলে গেল।

শিলা পেরী আসামাত্রই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু যখন পেরী জিজ্ঞাসা করল যে সে ঠিক আছে কিনা শিলার ব্রাউনের বিরুদ্ধে রাগটা আবার জ্বলে উঠল। তার অপমানকর উক্তিটা তার কানের মধ্যে বেজে চলল। এবারে সে যখন শুনল যে ব্রাউন আজ চলে যাবে, তখন একেবারে অধৈর্য হয়ে সে শুধু পেরীর কাছে হ্যান্ডব্যাগটা চাইতে লাগল। পেরীর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে ওর মধ্যে পেরীর বন্দুকটা আছে যেটা দিয়ে সে ঐ জঘন্য লোকটাকে খুন করবে। যদিও পেরী

জানত যে এমনি বললে ব্রাউন তাকে হ্যান্ডব্যাগ আনতে যেতে দেবে কিন্তু বন্দুকের কথা শুনে সে এবার শিলাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। পেরী জিজ্ঞাসা করল যে তার বন্দুক নিয়ে শিলা কি করছিল। উত্তরে শিলা সংক্ষেপে সাইলাস এস. হার্ট সম্বন্ধে, তার নোংরামি সম্বন্ধে বলল।

পেরীর এবার সাইলাস এস. হার্টের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল যা সে শিলা সম্বন্ধে বলেছিল। এখন সে তার কথা না শোনার উৎসাহ নিয়ে বলল যে পরে এসব কথা শোনার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তারা সব কথাই ফিসফিস করে বলছিল।

ব্রাউন যখন রান্না করে তাদের ডাকতে এল শিলা রাগ করে গেল না। পেরীর খিদে না থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতিটাকে সহজ করার জন্য গিয়ে খেতে বসল আর বলল যে তার স্ত্রীর খুব শক লেগেছে তাই সে বিছানায় শুয়ে আছে। ব্রাউন বলল ঐ জায়গাটাই মেয়েদের আদর্শ স্থান। সে খেতে খেতে পেরীর খাওয়ার প্রতি অনীহা দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করল যে উদ্বিগ্নতা কি গাছের তলায় কুকুরটার অপসোম দেখে ডাকার জন্য? পেরীর শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল। সে স্বাভাবিক মুখে বলল যে তার খিদে আছে তবে তার স্ত্রীকে নিয়ে তার সামান্য উদ্বেগ হচ্ছে সেটা সে সামলে নেবে—আর তার স্ত্রীও কোন গোলমাল করবে না। ব্রাউন জানাল যে তার খিদে আছে বললেও সে ধরে ফেলেছে যে ঠিক কথা বলছে না কারণ খিদে কাকে বলে সেটা সে ভালোই জানে। যখন রেস্টুরেন্টে উঁকি মেরে মোটাসোটা লোকেদের খাওয়া দেখতে আর মোটা পার্স খুলে টাকার গোছা দিতে দেখত—তখন খিদের জ্বালায় সে কোন কিছু করতে না পেরে তাদেরকে আঘাত করে টাকা নিয়ে নিতে হত, আর তারপর থেকে কখনো তাকে খিদেয় থাকতে হয়নি। পেরী যখন বলল যে তার জীবনটা খুবই কঠিন তখন ব্রাউন হেসে জানাল যে আর তা সেরকম হবে না কারণ তার কাছে এখন দশ হাজার ডলার আছে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর যখন ব্রাউন ডিশগুলো ধুতে গেল তখন পেরীর আবার ফোন এল। ব্রাউন পিছনে বন্দুক ধরে তাকে সেটা খুব সাবধানে উত্তর দিতে বলল।

এটা সাইলাস এস. হার্টের ফোন ছিল। সে পেরীর কাছে তার খবরাখবর, শিলার খবর সব নিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের ফোনের কথা বলল। উত্তরে পেরী জানাল যে এখনই কনট্রাক্টে সই করার তার তাড়া নেই—এখন সে ভাবছে এইসময় যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে—সে পরে সই করে নেবে।

ফোনটা পেরীর বসের বুঝে ব্রাউন বলল তাকে যদি কেউ কোনদিন কোন চাপে রেখে কাজ করাতে চাইত, সে তার দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিত।

পেরী হেসে বলল যে তাই কোন এমপ্লয়ারই তাকে কাজ দেয়নি।

ব্রাউন বলল পেরী এখন তার স্ত্রীর কাছে যেতে পারে, তবে সে যখন জ্যাকসনভিলের উদ্দেশ্যে জীপ নিয়ে বেরোবে, তার আগে পেরী আর তার স্ত্রীকে লক করে দেবে; যাবার সময় খুলে দিয়ে যাবে।

পেরীর পিছন পিছন ব্রাউন এল আর সে ভেতরে ঢোকা মাত্র ব্রাউন বাইরে থেকে লক্ করে দিল।

ব্রাউন জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে অপোসম কথাটা ভেবে হাসল। এর মধ্যে হোলিস রেডিও মারফত রসকে জানিয়েছিল যে যদিও সে সন্দেহ করছে যে সে এখানে আছে এই সন্দেহটা লোগান করে থাকতে পারে, তবুও সে এই গাছ থেকে নড়বে না কারণ তার সামনে একটা মাঠের মতো আছে সেটা লোগানকে পেরোতেই হবে—আর সেটাই হোলিসের সুযোগ হবে। ব্রাউন গাছটায় পুলিশ আছে কিনা নিশ্চিত হতে খুব সাবধানে রান্নাঘরের ছোট জানলাটা খুলে, পাইপ বেয়ে নেমে, সাপের মতো পিছন দিয়ে বুকে হেঁটে মাটিতে কান রেখে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে লাগল। সে নিশ্চিত হল যে ওখানে পুলিশ আছে। পূর্ণচাঁদের আলোয় লোগান ওখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

হোলিস লজের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে যখন লোগানের আসার প্রতীক্ষা করছিল, তখন লোগান সরতে সরতে গাছের গায়ে চলে এসেছিল। হোলিস লোগানের উপস্থিতি বিন্দুমাত্র টের পেল না।

লোগান তাদের তালা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর থেকেই শিলা পেরীর সাথে সমানে ঝগড়া করে চলেছিল আর ডিভোর্স চাইছিল। পেরী তাকে ঠাণ্ডা করার এবং এটা ঝগড়ার সময় নয় বলে

বোঝালেও শিলা বলে চলেছিল এইসব ডায়লগ তার সিনেমার কাজে লাগবে। হঠাৎ তারা একটা গুলির শব্দে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পেরী নিশ্চিত হল যে হোলিসকে লোগান মেরে ফেলেছে। তারা ওপর থেকে দেখল লোগান ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল। দ্রুত হৃৎস্পন্দন নিয়ে তারা শুনতে লাগল লোগান শাওয়ার খুলে চান করল। তারপর দরজা খুলে পেরীর কাছে এসে বলল যে পেরীর 'অপোসম' কে সে মেরে ফেলেছে। সে বলল, প্রত্যেকেরই ভুল হয়, তোমারও হয়েছে, কিন্তু আমি ঠিকই ধরেছিলাম যে ওটা পুলিশ ছিল, আমি এখন তোমাদের ছেড়ে জ্যাকসনভিলেতে চলে যাচ্ছি, করমর্দন কর।

পেরী অনিচ্ছাসত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুত হৃৎস্পন্দন নিয়ে তার দিকে হাত বাড়াতেই সে প্রচণ্ড জোরে তার চোয়ালে মেরে অজ্ঞান করে দিল। শিলাকে বলল যেহেতু সে ড্রাইভিং জানে, তাই তাকে তার সঙ্গে তার বর্ম হয়ে যেতে হবে যাতে কোন পুলিশ তাকে স্পর্শ না করতে পারে।

দশ মিনিটের বেশী পার হয়ে যাওয়ায় অধৈর্য হয়ে রস তখনই রেডিওতে হাঙ্ককে কল করল। কোন সাড়া না পেয়ে মেরীর শত আপত্তি সত্ত্বেও গাড়ি নিয়ে একলা রস বেরিয়ে গেল। মেরী সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা জেনারকে ফোনে জানাল।

রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কাদা থাকতে পারে ভেবে রস একটা বাইসাইকেল ভাড়া করে গাড়িতে নিয়ে নিল। শেষ রাস্তাটুকু সাইকেলে গিয়ে প্রচণ্ড মানসিক শকের মধ্যে সে হোলিসের দেহটাকে পড়ে থাকতে দেখল। লজ থেকে মাতালের মতো অবস্থায় পেরী বেরিয়ে এল। দুজনে রসের গাড়িতে করে জ্যাকসনভিলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল কারণ পেরীর গাড়ির টায়ার পাংচার করে দিয়েছিল লোগান।

যেতে যেতে শিলা শুধু একটা চান্স খুঁজছিল যাতে কোন এক মুহূর্তের জন্য লোগানের মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে সে জীপের পকেট থেকে বন্দুকটা নিতে পারে। প্রচণ্ড সাবধানতায় যেতে যেতে শিলা খালি মনে করছিল যে ব্রাউন তো তাকে মারবেই। সেও মরার আগে তাকে মেরে যেতে চায়। তবেই 'ডাবল ফিউনারেল' শেয়ার করা যাবে। শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় প্রচণ্ড গতি বাড়িয়ে সে একটা গাছে ধাক্কা খাইয়ে জীপটাকে দাঁড় করিয়ে দেখল ধাক্কায় ব্রাউন অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবুও কোন চান্স না রাখার জন্যই আর যখন দেখল ব্রাউন নড়ে উঠছে বিদ্যুতের গতিতে সে পকেট থেকে হ্যাণ্ডব্যাগ বার করে ক্লিপ খুলে বন্দুক নিয়ে পরপর তিনবার গুলি করল। কিন্তু ব্রাউন শেষমুহূর্তে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শিলার মাথা ও ঘাড় থেঁৎলে দিল।

পুলিশ জ্যাকসনভিলের দিকে বৃথা খুঁজে, জঙ্গলের দিকে যখন পাঁচঘণ্টা বাদে পৌঁছল, তাদের দু'জনকে মৃত অবস্থায় দেখল। পেরী দেখল, রক্তে মাখামাখি অবস্থায় ব্রাউনকে আরো বীভৎস লাগছে। আর তখনো বন্দুক হাতে নেওয়া অবস্থায় শিলাকে কেমন শান্ত লাগছে।

মিস এ ওয়ার্ল্ড

ম্যানোলোর বারে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সীর পল জুডেন এসে উপস্থিত। আমি ওর চোখের আড়াল হবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আমি যেন ওকে দেখে খুব খুশী, এমন ভাব দেখালাম। ওয়েটারকে ডেকে পল বলল, তোমার জন্য কাজ আছে।

আমি খানিকটা তিক্তভাবেই বললাম—আমার জন্য কাজ আছে? কুকুরকে ও ওই কথা বলে তারপর গরল খাওয়ানো হয়। ওয়েটার আসার সঙ্গে সঙ্গে পল দুটো সাওয়ার (টক) হুইস্কির অর্ডার দেয়। আমি পি. জে কে বোঝালাম আমি শান্তি চাই, কারণ মেকসিকোর মরুভূমিতে শকুনের পাল আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। আমি কোন প্রতিবাদ করছি না। পল আমার কথা না শুনে ওয়ালেট খুলে কেবল একখানা ডলার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—ম্যাডক্স মিলান তোমার জন্য কাজের বন্দোবস্ত করেছে। ওর মনে হল 'গন্ উইথ দ্য উইন্ড' পড়ছি।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে মিলান, পলকে বলল, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

ওকে বলে দাও, আমি সুস্থ নই, আমার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, কেমন? আমাকে একটা সুযোগ দাও, ব্রাদার—

ওয়েটার ড্রিঙ্ক নিয়ে আসার সাথে সাথে আমি সাওয়ার হুইস্কির বড় পেগের তিন ভাগের দুভাগ এক চুমুকে শেষ করে দিলাম।

মেকসিকোর অভিজ্ঞতা আমার এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট, আমার কাজের প্রয়োজন নেই, আমি বিশ্রাম চাই। ম্যাডক্সকে বলো, ও যেন অপর কোন চামচাকে ওখানে পাঠায়।

মিলান, কাজ যখন তোমায় করতেই হবে তখন শুধুশুধু সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। এতদিন মেকসিকোর দস্যুদের সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মুখরোচক ও উত্তেজক খবর আমি খবরের কাগজের জন্য সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া সেই সমস্ত দস্যুদের একজন আমায় গুলি করতে চেয়েছিল। সুতরাং এখন আমার মনে হচ্ছে, পাঠককে এই ধরনের মুখরোচক খবর জোগানোর দায়িত্ব যদি অন্য কোন উজবুক নেয় তাহলে খুব ভালো হয়।

কিন্তু রুজি রোজগারের জন্য চাকরীটা আমার প্রয়োজন। এই নিয়ে ম্যাডক্স-এর সাথে ঝামেলা করে লাভ নেই। ওর প্রকৃতিটাই এমন যে সাপও ওকে দেখে পথ ছেড়ে দেয়।

আমি জানতে চাই গল্পটা কি কিছুদিন আগে হ্যামিশ্ শুমওয়ে নামের একটি লোক ম্যাডক্সের সাথে দেখা করে বলে, তার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে জানায় তার মেয়ে মেকসিকো সিটিতেই ছিল। মেয়েটির বাবার ধারণা, ওর মেয়েকে মেকসিকান দস্যুরা কিডন্যাপ করেছে। তাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব পলের ওপর দেওয়া হয়।

পল কাজটি করতে অস্বীকার করায় তাকে জোর করা হয়।

প্রথম পাতায় মেয়ের ছবি এবং বাবার ছবি ছাপা হল। হেডিং দেওয়া হল—সোনালী চুল রূপসী মেকসিকোর দস্যুদের দ্বারা অপহৃত, তাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে আমরা পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেবো। এবার বুঝতে পেরেছো ? এরপর তুমি মেয়েটাকে খুঁজে বার করবে, ঘটনাটা লিখবে সংবাদপত্রে এবং মেয়েটাকে ন্যুইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ন্যুইয়র্ক রিপোর্টার কৃতিত্বের অংশীদার হবে। সুন্দর আইডিয়া।

মিলানকে বলা হল এই তোমার কাজ। তুমি যত খুশি ইয়ারকি করতে পারো। কিন্তু এক সপ্তাহর মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে না পারলে তোমাকে ম্যাডক্স চাকরী থেকে বরখাস্ত করবে।

ও যদি একথা বলে থাকে তাহলে বলি, ওর চাকরীর তোয়াক্কা আমি করি না। ইচ্ছে করলে

এর থেকে অনেক ভালো চাকরী আমি পেতে পারি।

আমি কোন খবরের কাগজের অফিসের পাশ দিয়ে গেলে প্রকাশকেরা আমার পেছনে ছোটে। ম্যাডক্স আমাকে বরখাস্ত করবে শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। যাইহোক মেয়েটাকে কিভাবে খুঁজতে হবে তা বল।

পল হেসে বলল, কাজটা খুব একটা শক্ত নয়। মেয়েটার ফটো আমার কাছে আছে। ও বিরাট বড় গাঢ় সবুজ রঙের ক্যাডিলাক গাড়ির মালিক। পেশায় ও ম্যাজিসিয়ান, দেখতে বেশ। ওর নাম মাইরা শুমওয়ে এবং ওকে এই শহরেই শেষ দেখা গেছে।

এবার আমি গম্ভীর হয়ে পি. জে কে বললাম ন্যুইয়র্ক শহরে তো অনেক মেয়েই হারিয়ে যায়, তাদের কাউকে খুঁজলে হয় না? আমি ব্রডওয়েতে ফিরে যেতে চাই।

মিল্যান, আমি দুঃখিত। তুমি মনস্থির করো। গল্পটা আজ সকালের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে।

মেয়েটি তার বাবার সাথে ঝগড়া হওয়ার পর থেকে একাই থাকতো এবং নাইটক্লাবে ম্যাজিক শেখাতো, ওর বাবার মুখ থেকে শোনা গেছে ও ভালো ম্যাজিক জানে।

ম্যাডক্স বলল, ওটাই ওর গল্প। যদি দস্যুরা ওকে কব্জা করে না থাকে, তাহলে যাতে ও দস্যুর পাল্লায় পড়ে তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। কিছু টাকা যদি দেওয়া হয় তাহলে কি কোন পোষা গুণ্ডা কাজটা করবে?

আমি অবাক হয়ে পলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটা হয়তো কোথাও ফুর্তি করছে, বাবাকে চিঠি দিতে ভুলে গেছে। একথা তো সংবাদপত্রে তোলা যায় না। কেউ যদি ওকে কিডন্যাপ না করে তাহলে প্রথমে ওকে কিডন্যাপ করাতে হবে তারপর ওকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তোমায় কি সবই বলে দিতে হবে?

এবার আমি সত্যি ঘাবড়ে গিয়ে পি. জে. কে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সিরিয়াসলি কথা বলছো? পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে শুনে আমি এই প্রথম বিষয়টায় আগ্রহ দেখালাম। তার মানে পুরস্কারটা আমিও পেতে পারি।

পল জুডেনকে আমি ভেবেছিলাম একটা দুমুখো সাপ। এখন দেখছি ওই আমার আসল বন্ধু।

আমি বাড়ি যাচ্ছি। আমার বাচ্চা ছেলে মেয়েদের আজ নাইট-অফ্‌, ওদের নার্সের সাথে আনন্দ করা যাবে।

ও. কে. মাইরা শুমওয়ের সন্ধান করছি আমি। অদ্ভুত নাম। ছবিটা দেখি—

ব্রীফকেস থেকে ফটোর প্রিন্ট বার করে ও আমার টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—এই মেয়েটির বেডরুমে যদি আগুন লাগানো হয় তাহলে সেই আগুন নেভাতে ফায়ারম্যানের পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে এবং বেডরুম থেকে ফায়ারম্যানকে সরাতে পাঁচটা শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন হবে।

প্রিন্টটা আমি তুলে নিলাম। শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আগেই দেখলাম জুডেন সরে পড়েছে।

।। দুই ।।

আর কিছু বলার পূর্বে কিভাবে মাইরা শুমওয়ের সাথে ডক্‌ অ্যানসেল এবং তার সঙ্গী স্যাম বোগল-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল তা আমি আপনাদের জানাতে চাই। গল্পটা আমি যেমন শুনেছি তাই বলছি।

একদিন লরেনসিলোর কাফেতে ডঃ অ্যানসেল এবং তার সঙ্গী বোগল বসেছিল। বিরাট পাথরের প্রাচীরের আড়ালে ছোট্ট কাফে। পাথরের ফোয়ারার চারপাশে লোহার টেবিল ও বেঞ্চ। মাথার ওপরে প্রাচীন সাইপ্রেস ও কলাপাতার ছায়ার জন্য আকাশ দেখা যায় না, বারান্দায় অনেকগুলো কাঠের খাঁচা, খাঁচার রঙীন কাকাতুয়া চেঁচায় শিস দেয়।

ডক্‌ অ্যানসেল ও বোগন একটা টেবিলে বসে বীয়ার খাচ্ছে, বীয়ার খুব একটা ঠাণ্ডা নয়। এমন সময় ওপরদিকে তাকিয়ে বোগল দেখলো, ইন্ডিয়ান ফেরিওয়ালা আড়াল হতে হঠাৎ এক সোনালী

চুলের সুন্দরী যুবতী উদয় হয়েছে। মেয়েটি ওর চোখের সামনেই আবার ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে আলো-অন্ধকারের মধ্যে তাকাতে তাকাতে ওর সঙ্গী বোগল বলল—এ কী মরীচিকা? আমি কি সত্যিই দেখলাম—

বুড়ো ডক্ অ্যানসেল মাথায় একরাশ অবিন্যস্ত সাদা চুল, বেঁটেখাটো চেহারা, বললো—

বোগল নিজের গ্র্যান্ডের ওপরে আস্থা হারিও না। সমস্ত কিছুর জন্য সময় এবং জায়গা আছে।

আমার সময় কোথায়? এক জায়গায় আমি কতটুকু সময় থাকি?

ডক্ অ্যানসেল নরম গলায় ওকে মনে করিয়ে দেয় এখনও তোমার ঘরে ফেরার সময় হয়নি।

বোগল ভুরু কোঁচকায়। অতীতে ও ছিল এক বন্দুকবাজ গুণ্ডা। লিটল গ্রুপে মাস্তানী করতো। এখন মদ্যপান নিষেধের কারবার চলছে পরে শিকাগোয় গিয়ে ও মাস্তানী ও গুণ্ডামী করে রুজিরোজগারের চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিকমত রেখে লাভের ব্যবস্থা করার মত স্মার্ট ও ছিল না। একদিন রাত্রে পুলিশের সাথে গুলি বিনিময় শুরু হল। দুজন পুলিশ অফিসার আহত হল। বোগল মেকসিকোয় পালিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে সে নিজেকে নিরাপদ ভাবলো। গত দুমাস ধরে ও মেকসিকোর মায়া উপজাতির ইন্ডিয়ানদের পেটেন্ট ওষুধ বেচছে।

অ্যানসেল ও বোগল এই দুজনের মধ্যে ব্যবসায় সঙ্গী হিসাবে বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই। ওরা বিভিন্ন জগতের বাসিন্দা। বোগল পছন্দ করে মেয়েমানুষ, ফুর্তি। মেকসিকোর বাজে খাবার, ধুলো, গরম, স্থানীয় মেয়েমানুষ ও পছন্দ করে না।

অপবদিকে অ্যানসেল যে কোন দেশেই সুখে থাকে। যে কোন দেশে সরলবিশ্বাসী মানুষের কাছে পেটেন্ট ওষুধ বিক্রি করতে পারলেই সে সন্তুষ্ট হয়।

বোগল তার পার্টনার হওয়ার পূর্বে মাঝে মাঝেই অ্যানসেলের ঝামেলা হত রুগীদের নিয়ে। মাব খাওয়ার ভয়ে এক শহরে ফেরা তার পক্ষে বিপদজনক ছিল। কারণ ওষুধে কাজ হয়নি।

কিন্তু এখন বোগল তার পার্টনার হওয়ায় প্রাক্তন ক্রুদ্ধ রোগীদের সাথে মোকাবিলা করা বা বিভিন্ন শহরের সবথেকে গরীব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো সহজ হয়েছে। কারণ বোগল ছিল খুব ভাল দেহরক্ষী। তার বিশাল হাত মুষ্টিবদ্ধ ও চোখের শক্ত চাউনি দেখলে অনেকেই ভয় পেয়ে যাবে।

ছয়মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ওরা দুজন বড় বড় ভাষণ দিয়ে লোককে বোকা বানিয়ে রঙীন জল ওষুধ বলে বিক্রি করছে।

দুজনের মধ্যে বুদ্ধিমান হল ডক্ অ্যানসেল আর গায়ের জোর বেশি বোগলের। সে ভীড় জমায় আর ডক্ অ্যানসেল ভাষণ দিয়ে শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলে।

বোগল তার মাংসপেশীগুলো দেখিয়ে বলে, ওই শক্তিবর্ধক ট্যাবলেট খেয়ে তার অত সুন্দর মাসল হয়েছে দাম তিন ডলারে পঞ্চাশটা। তারপর বিশ্রী রোগাপ্যাটকা একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বলে ওই শক্তিবর্ধক ট্যাবলেট খেয়ে মেয়েটার বুক কত আকর্ষণীয় হয়েছে। দাম—আড়াই ডলারে পাঁচশটা ট্যাবলেট।

শহরের হৈ চৈ চেঁচামেচির পর তারা সন্ধ্যেটা শান্তিতে কাটাবার জন্য লরেনসিলোর কাফেই বেশি পছন্দ করে।

গ্লাসেব শেষ দু ইঞ্চি বীয়ার নেড়ে বোগল বলল—শিকাগোর পুলিশ হয়তো এতদিনে তাকে ভুলে গেছে। তাছাড়া সে দুটো পুলিশকে যে মেরেছে তাতে দেশের মঙ্গল হয়েছে বলা চলে।

কাফে থেকে বেরিয়ে বোগল এক সোনালী চুল রূপসী যুবতীকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ডক্ অ্যানসেল তাকে মেয়েটির কাছে যেতে বারণ করলো। কিন্তু, ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে বোগল বললো মেয়েটিকে ডাকতে।

ডক্ অ্যানসেল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছে। মেয়েটির চেহারা ছোট খাট, শক্ত ছোট মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ, বড় বড় চোখ, নাকটা সবচেয়ে সুন্দর। সোনালী রেশমী চুল কাঁধে লুটোচ্ছে। অ্যাসিটিলিন স্কোয়ারের আলোয় বার্নিশ করা তামার মত ঝিলিক দিচ্ছে। যুবতীর পরনে গাঢ় লাল শার্ট ও চমৎকার কাটিং-এর স্যুট। এদিকে বোগল মেয়েটিকে ডাকার জন্য ডক্ অ্যানসেলের কানে অনবরত ফিসফিস করে চলেছে।

বোগলের কথায় বাধ্য হয়ে ডক্ অ্যানসেল মেয়েটার নিকট গেল। মেয়েটা বারান্দার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল। ও কাছে আসতেই মেয়েটা হাসল।

ডক্ অ্যানসেল মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল কারো জন্য অপেক্ষা করছে কিনা, কারণ একা যুবতী মেয়ের পক্ষে জায়গাটা ভালো নয়। তারপর মেয়েটিকে তার পুরুষ-সঙ্গী না আসা পর্যন্ত তাদের টেবিলে বসার জন্য অনুরোধ করল। মেয়েটি একটু হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করল তোমার বয়ফ্রেন্ড কি আমার সাথে আলাপ করতে চায়? নাকি এই লোভী হাসি ওর মুখে সর্বক্ষণ জেগে থাকে?

মেয়েটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বোগলের নিকট যায়। ডক্ ওর পিছু নেয়। মেয়েটি বোগলের নিকট গিয়ে তাকে বলল—দেখে মনে হচ্ছে শিকাগোয় বড় কোন গুণ্ডা সর্দারের দেহরক্ষী ছিলে, তাই না? বোগল চোখ পিট পিট করে অ্যানসেলের দিকে তাকায়।

এরপর মেয়েটি বোগলকে জিজ্ঞাসা করল—তোমার কি হারনিয়া আছে?

বোগলের মুখ লাল, চোখ জ্বলছে। সে বলে—স্মার্ট মেয়ে বুঝি? শিকাগোতেও অনেক স্মার্ট মেয়ে ছিল। কিন্তু অন্ধকারে এক কোণে চেপে ধরলেই প্রাণভয়ে চেঁচাতো।

আমি কার সাথে কোথায় যাব, সে ব্যাপারে আমার বাছ বিচার আছে, রেগে যেও না। তোমার নাম কি?

স্যাম বোগল।

খুব সুন্দর নাম, তোমার মা কি সত্যিই মিসেস বোগল ছিলেন?

একথা শুনে বোগল খুব রেগে যায়।

এরপর অ্যানসেলকে জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি, তুমি কে?

আমি ডক্টর অ্যানসেল।

মেয়েটির নাম মাইরা শুমওয়ে। সে বোগলকে ড্রিঙ্কসের অর্ডার দেওয়ার কথা বলে।

ডক্ জানতে চায় কি খাবে?

স্কচ হলে ভালো হয়।

মাইরাকে দেখে ওয়েটার হাসে। ও চলে যেতেই মাইরা সিগারেট ধরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে—গতকাল পর্যন্ত আমি ছিলাম শিকাগো নিউজের রিপোর্টার। ওরা আমায় ছেঁড়া দস্তানার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি কি দেখতে ছেঁড়া দস্তানার মত?

বোগল বলে সংবাদ রিপোর্টাররা ওইরকমই হয়।

তা হতে পারে। তবে আমার বস্ রেশমবোনা গুটিপোকা পুষতো। রেশম বোনা তুঁতপোকায় আমার অ্যালার্জি আছে একথা যখন আমি বস্‌কে বললাম তখনই আমার ব্যাপারে আমার বসের আগ্রহ চলে গেল। হয়তো সেই কারণেই আমার চাকরী হারাতে হল।

ড্রিঙ্কসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাইরা বলে—তোমাদের রুজিরোজগারের ধান্দাটা কি ধরনের।

গ্লাসটা নাড়তে নাড়তে ডক্ অ্যানসেল বলে, আমি চিকিৎসক, বহু বছর ধরে গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে রিসার্চ করে অনেক চমকপ্রদ ওষুধ আবিষ্কার করেছি। যেমন শক্তিবর্ধক ট্যাবলেট, স্তনবর্ধক ট্যাবলেট।

বোগল ঝুঁকে পড়ে বলে—সিস্টার তোমার এক বাক্স স্তনবর্ধক ট্যাবলেট খাওয়া উচিত। দাম মাত্র দু ডলার।

অ্যানসেল বাধা দিয়ে বলে শুমওয়ের চেহারা তো খুবই সুন্দর। আর ওর স্তনের বর্তমান সাইজে ও নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।

মাইরা দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে এখন পর্যন্ত মনে করতাম, আমার চেহারাটা ভালোই।

বোগল বলে এখনকার দিনে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। গতি, প্রগতির প্রয়োজন। পিরামিড যারা বানিয়েছিল তাদের উচ্চ আশা ছিল বড় দরের প্ল্যান তারা করেছিল। এই পিল এক বাক্স খেলে তোমার স্তন বৃদ্ধি হতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। রেশমবোনা গুটিপোকার অ্যালার্জি আছে বলে চাকরী যাবে না। নিজের ফিগার সম্বন্ধে সচেতন হও এই এক বাক্স ট্যাবলেট নাও, দাম মাত্র দু ডলার। মাইরার নিতে ইচ্ছে না হলে বোগল তাকে বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করে ওষুধগুলো খেতে বলে। তাতে মাইরা রেগে যায়। সে বোগলকে চুপ করার জন্য অ্যানসেলকে

বলে। বারণ করায় সে রেগে গিয়ে বলে—এই ট্যাবলেটগুলো ওর খাওয়া প্রয়োজন। ভেরাক্রুজ-এর সেই মেয়েটির কথা তোমার মনে আছে? সে প্রথম কৃতজ্ঞতা না দেখিয়ে আমার মুখে থুথু ছুঁড়তে চেয়েছিল। কিন্তু একমাস পর যখন দেখা হল তখন বললো—তার স্বামী অন্য মেয়ের সাথে ফস্টিনস্টির ধান্দা ছেড়ে এখন নিজের বউকে নিয়ে খুশী। তুমি তো সব জানো ডক্—

মাইরা দু ডলার দিয়ে ট্যাবলেটের বাক্সটা কিনল। বোগল খুশী হয়ে হাসছে কারণ এই প্রথম সে নিজের চেষ্টায় ভুয়ো ওষুধ বিক্রি করেছে।

মাইরা নীচু হয়ে নিজের গ্লাস তুলতে চায়। তার হাতের ধাক্কায় অ্যানসেলের গ্লাস তার কোলে উল্টে পড়ে, ও নড়বার পূর্বেই বোগল ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যানসেলের কোটের বুকের পকেট থেকে রুমাল বার করে ওর স্যুটে চলকে পড়া মদ মুছতে থাকে। এবং মাইরা খুব লজ্জা পায়। মাইরার হাতে মদের গন্ধ। হাতটা ধোয়ার জন্য সে হাসতে হাসতে কাফেতে ঢুকল।

অ্যানসেল বলল—এমন সুন্দরী যুবতী একা এরকম জায়গায় ঘুরছে আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই সন্দেহ লাগে।

বোগল বলে—এই মেয়েকে আমার ভালো মনে হচ্ছে না, ও আসার পূর্বে আমরা এখান থেকে সরে পড়ি।

ডক্ অ্যানসেল ইশারা করে ওয়েটারকে ডেকে বলল, তোমার উন্নতি হয়েছে খুব। এক সময় তো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে যেত। বোগল বলে হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। অ্যানসেল মানিব্যাগ বার করতে গিয়ে দেখে মানিব্যাগ নেই, তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। অ্যানসেল পকেট হাতড়ে দেখে মাইরার দেওয়া দু ডলার এবং বোগলের জমানো পাঁচ ডলার সব পকেট থেকে উধাও হয়ে গেছে।

অ্যানসেল ও বোগল পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে এবং রাগে কাঁদতে কাঁদতে বলে মেয়েটা আমাদের পকেট মেরেছে।

দুজনে মেয়েটিকে ধরার জন্য উঠে পড়ে, এমন সময় ওয়েটার বিল হাতে এগিয়ে আসে। বোগলের লালচে মুখ দেখে সে ভয় পায় এবং জানতে চায় কী হয়েছে।

ওরা জানায় ওদের পকেট মার হয়েছে, এবং জানতে চায় মেয়েটাকে ও চেনে কিনা। ওয়েটার বলে হ্যাঁ চিনি। মেয়েটি সুন্দরী, পকেট মারতে খুবই পটু, এখানে প্রায়ই আসেন।

ওরা ওখান থেকে বেরোতে চাইলে ওয়েটার বাধা দিয়ে বললো, বিলটা মেটাবে কে? ওরা বলে ওই সোনালী চুল রূপসী এলে তাকে বিলটা মেটাতে বোলো।

ওযেটারের মুখ কালো হয়ে যায়। ওর চাউনি বোগলের পছন্দ হয় না। সে ওয়েটারের গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা জেনে তাকে স্তনবর্ধক ট্যাবলেটের কৌটো দিয়ে বলে এটা তোমায় উপহার দিলাম। এর দাম আড়াই ডলার।

ওষুধের বাক্স দেখে ওয়েটার রেগে যায়। কারণ এই ওষুধ সে আগেও খেয়েছে এবং এর ফল সে জানে।

ওয়েটারকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বোগল অ্যানসেলের সাথে রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

।। তিন ।।

আমার সাথে মিস শুমওয়েব কিভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা বলার পূর্বে তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

মাইরা শুমওয়ে খবরের কাগজের রিপোর্টার নয়, ডাক্তার অ্যানসেলকে সে মিথ্যা কথা বলেছে। গত পাঁচ বছর ধরে সে 'পকেট মারের' কাজ করছে।

তার বাবা ম্যাজিসিয়ান। মেয়ের বয়স যখন পনেরো বছর হল তখন তার বাবার সখ হল মেয়েকে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট করার। মেয়েও এই সব কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠল।

এক সন্ধ্যার ঘটনায় যুবতীর ভবিষ্যৎ জীবনধারা পাল্টে গেল। ম্যাজিক দেখিয়ে থিয়েটার ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার বাবা এক যুবক ট্রাভেলিং সেলসম্যানকে নিয়ে এল, যে মাইরার সাথে পরিচিত হতে চায়। মাইরার রূপ দেখে ছেলেটি মুগ্ধ হল। তার টাকা দিয়ে মাইরার মন ভোলাতে

চাইল।

এই ছেলেটির সঙ্গে মাইরা ডিনারে যাবে এতে তার বাবা হ্যামিশ গুমওয়ে কোন আপত্তি জানায় না। কারণ তার বাবা খুব ভালভাবেই জানত যে কিছু হলে মেয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

সেই যুবক সেলসম্যানের নাম জো। রেস্তোরাঁয় ঢুকে ও মাইরাকে দামী ডিনার খাওয়ালো। ডিনারের সময় জো ক্রোম মারাত্মক একটা ভুল করলো। যুবতীকে সে নিজের ব্যাংকরোলের সাইজ দেখালো। কোমরের বেল্টের সাথে আঁটা দেড় ইঞ্চি মোটা রোল করা নোটের পর নোট। মাইরা জীবনে কখনো এক সঙ্গে এত টাকা দেখেনি। সে শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে মজা করার জন্য নোটের বাণ্ডিলটা হাতিয়ে নিল। জো টেরও পেলনা।

রেস্তোরাঁর বিল মেটানোর সময় টাকা নেই দেখে ছেলেটির স্ট্রোক হবার মত অবস্থা। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার ও দুজন ওয়েটার খুব চিন্তায় পড়ে গেল ডিনারের দাম পাবে না বলে। ম্যানেজার পুলিশ ডাকবে বললে, মাইরা ভয় পায়। কিন্তু সে যে তখন টাকাটা বার করে বলবে যে, এটা স্রেফ ঠাট্টা, সেই সাহস মাইরার নেই। সে ভাবছে ধরণী দ্বিধা হোক, সে পাতাল প্রবেশ করবে।

টাকাগুলো কেউ হাতাতে পারে একথা ক্রোমের মনে আসেনি। নোটের তাড়া চুপচাপ সরানোর পক্ষে ম্যাজিসিয়ানই যে ঠিক লোক একথা ভাববার মত মনের অবস্থা জো-র ছিল না। তাছাড়া মাইরার মত ভালো মেয়ে এমন খারাপ কাজ কখনও করতে পারে?

এক বয়স্ক ভদ্রলোক রেস্তোরাঁর অন্য টেবিল থেকে উঠে এল। রেস্তোরাঁয় ঢোকা থেকেই সে মাইরার ওপর নজর রাখছিল। কারণ যাদের মাথাব চুলে ডিমের কুসুমের রঙ তাদের প্রতি এই বয়স্ক ভদ্রলোকের ভীষণ দুর্বলতা। তাই এমন একটা সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাইল না।

রেস্তোরাঁয় খেতে এসে যেসব ছোকরা বিল মেটাতে পারে না তাদের সম্পর্কে ভদ্রলোক কিছু কড়া মন্তব্য করলো, যুবতীকে এমন বাজে পরিস্থিতির মধ্যে আনা হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করল এবং নোট ভর্তি মানিব্যাগ বার করে বিল মিটিয়ে দিল।

তারপর মাইরাকে নিয়ে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে।

বয়স্ক ভদ্রলোক পরিচয় দিয়ে বলল তার নাম ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার, মাইরার বয়স ষোল হলেও এরই মধ্যে সে দুনিয়া দেখেছে। সুতরাং সে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলল—তার নাম রোজ ক্যারাওয়ে এবং সে থাকে ডেনভিল হোটেলে।

গাড়ি যেদিকে ছুটছে তার বিপরীত দিকে ডেনভিল হোটেল। কিন্তু লোকটি গাড়ির মুখ না ঘুরিয়ে সোজা চলল। মাইরা বুঝতে পারল লোকটির ধান্দা খারাপ।

আত্মরক্ষা করার বিভিন্ন কৌশল মাইরা তার বাবার কাছ থেকে জেনেছে। সুতরাং ওয়েবস্টারের পাশে বসে সে মনে মনে নিশ্চিত ছিল যে, লোকটা বড় বেয়াদব, ওকে সামলানো এমন কিছু শক্ত নয়।

ওয়েবস্টার যে উদ্দেশ্যে সাত ডলার নগদ খরচ করে অন্যের বিল মিটিয়েছে সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সে আর দেরি করল না। ঘাসঢাকা একটা জায়গায় গাড়ি থামালো।

মাইরা একটুও ঘাবড়ালো না। আধবুড়ো ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার যখন মাইরার বুকের দিকে হাত বাড়ালো তখন মাইরা তার তেজী হাতের ক্যারাটে চপ লাগালো ওয়েবস্টারের নাকে। নাক ফেটে রক্ত ঝরলো, চোখে জল এল এবং মগজে অজস্র গরম সূঁচ ফুটলো যেন, হাওয়া-ছাড়া বেলুনের মত চুপসে অজ্ঞান হয়ে গেল ড্যানিয়েল।

মাইরা গাড়ির দরজা খুলে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হাতে তার ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের নোটভর্তি মানিব্যাগ।

ক্রোম ও ওয়েবস্টারের ব্যাংকরোল ও মানিব্যাগ থেকে মোট চারশো সত্তর ডলার পাওয়া গেল। মাইরা সারারাত ঘুমোলনা। জানলা দিয়ে আলো আসার পূর্বেই আগামী জীবনের প্ল্যান সে ভেবে নিল।

সৌভাগ্যবশতঃ এর পরই ও এবং ওর বাবা ম্যাজিক দেখাতে অন্য শহরে যাবে। সুতরাং জো ক্রোম বা ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের সাথে আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পকেট মারার প্রথম অভিজ্ঞতার ফসল সাসপেনডার বেল্টে আটকে রেখে মেয়ে বাপের সঙ্গে স্প্রিং ভিলে

ম্যাজিক দেখাতে গেল।

এরপর ছ'বছর বাবার সঙ্গে ম্যাজিক দেখালো। তারপর একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। বাবার জন্য তার কোন দুঃখও ছিল না।

পরবর্তী ছ'বছরের জন্যে মাইরা বোকা পুরুষের পকেট মারার ধান্দাটাই বেছে নিল।

সমস্ত প্ল্যান সে আগে থেকেই করে রেখেছিল। বোকা পুরুষদের পকেট মারার টাকা দিয়ে সে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড ক্যাডিলাক গাড়ি কিনলো, এরই মধ্যে তার হাতে চোদ্দ'শ ডলার জমেছিল।

কড়া ভাষায় বাবাকে কাজের কথা জানিয়ে মাইরা বলে, অতো কষ্টের জীবন তার পছন্দ নয়। বাবা যেন মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা না করে। তবে মেয়ে জানে বাবা মেয়ের জন্য নয়, নিজের জন্যই দুশ্চিন্তা করবে।

মাইরা এতদিন বিচ্ছিরি সব ছোট্ট শহরে ঘুরেছে। ফ্লোরিডার ছবি সে দেখেছিল এখন চোখে দেখল। পরবর্তী ছ'বছর সে কখনও নাইটক্লাবে ম্যাজিক দেখিয়ে, কখনও ক্যাডিলাক গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বোকা পুরুষের পকেটই তার ব্যাঙ্ক। পয়সা ফুরোলেই সে বোকা পুরুষের পকেট মারে।

এখন বৈচিত্র্যের খোঁজে সে মেক্সিকোয় এসেছে। এখন সে তার অতীত এবং তার বাবাকে ভুলে গেছে। বর্তমানে বিরাট বড় এই সেকেন্ডহ্যান্ড ক্যাডিলাক গাড়িটাই তার বাড়ির মত লাগে।

লরেনসিলোর কাফেতে অ্যানসেল ও বোগলের পকেট মেরে মাইরা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্যাডিলাক গাড়িতে উঠে শহরের কেন্দ্রের দিকে চালালো। কাফে থেকে অনেক দূরে জনহীন পথে গাড়ি থামিয়ে আয়নায় একবার দেখে নিল কেউ তাকে ফলো করছে কিনা, তারপর ব্যাগ থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। ড্যাশবোর্ডের আলোয় ব্যাগ খুলে টাকা গুনে দেখল একশ কুড়ি ডলার। সেগুলোর অর্ধেক মোজার মধ্যে বাকি অর্ধেক পকেটে লুকিয়ে রাখে। ড্যাশবোর্ডের লকার থেকে ম্যাপ বার করে নিজের হাঁটুর ওপর মেলে ধরে।

ঠিক এই অবস্থায় তাকে আমি দেখলাম। জুডেনের ঠিক ধান্দা ছিল পুলিশের থেকে নিরুদ্দেশ মাইরা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া, তাহলে ওর পক্ষে খোঁজা সম্ভব হবে।

জুডেন যাবার পর কয়েক মিনিট পূর্বে আমি ম্যানালোর বার থেকে বেরিয়ে এসে দেখি একটা বাড়িব সামনে গাঢ় সবুজ রঙের ক্যাডিলাক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জুডেনের মুখে শুনেছিলাম নিরুদ্দেশ মেয়েটির ঐ রঙের ক্যাডিলাক গাড়ি আছে। রাস্তা পার হয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে গাড়ির ভেতর বসে থাকা মেয়েটির সোনালী চুল দেখে বুঝলাম মাইরা শুমওয়েকে খোঁজবার আর কোন প্রয়োজন নেই। সে আমার সামনেই বসে আছে।

আমি অ্যামেচার গোয়েন্দার মত ছুটে গিয়ে ওকে না ধরে ববং পিছিয়ে গিয়ে সমস্যার কথা ভেবে দেখি। অনেক রকম সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যার সমাধান একটাই। তা হল এই সোনালী চুল রূপসী যুবতীকে স্রেফ বোকা বানিয়ে আমার কাজ হাসিল করতে হবে।

গাড়ির কাছে গিয়ে দরজায় হাত রেখে বললাম, গাড়ি ও ম্যাপ্ দেখে মনে করলাম তোমার গাড়িতে উঠলে হয়তো আপত্তি করবে না।

মাইরা চোখ তুলে বলে, এটা বাস নয়, আমি প্যাসেঞ্জার নিই না।

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বলি, আমার নাম রস মিলান।

মাইরা আমাকে অপমানজনক কথা বলে, কিন্তু আমি ওর কথায় কান না দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসি।

মাইরা আমাকে গাড়ি থেকে নামতে বলে এবং ঝামেলার ভয় দেখায়।

কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। কিছুতেই গাড়ি থেকে নামবো না।

আমি তখন মাইরাকে বলি, দ্যাখো, মেকসিকোয় আসার পূর্বে আমি পেশাদার পালোয়ান ছিলাম। স্টেজে খেলা দেখাতাম। দাঁতের জোরে এক মেয়েকে বয়ে বেড়াবার খেলা।

মাইরা চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, খেলাটা তুমি ছেড়ে দিলে?

আমি বললাম, আমি খেলা ছাড়িনি, খেলাটা আমায় ছাড়লো। মেয়েটার জন্যই যত ঝামেলা। বদমেজাজী মেয়েটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই একদিন ওকে কামড়াতে

গিয়ে একটু জোরে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিলাম।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে মাইরা বলে, তুমি গাড়ি থেকে না নামলে আমি চীৎকার করব।

তাহলে তো ভালোই হবে, তোমাকে চড় মারার একটা সুযোগ পাবো আমার অনেক দিনের ইচ্ছা সোনালী চুল সুন্দরী রূপসীর পাছায় জব্বর একটা থাপ্পড় মারার। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না।

তোমাকে একদিন জেলে যেতে হবে, বলে মাইরা গাড়ি স্টার্ট দিল। গাড়ি ভেরাক্রুজ-এর দিকে ছুটল।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট, আমি বললাম— ভেরাক্রুজে পৌঁছুবার জন্য কি তুমি সারারাত গাড়ি চালাতে চাও?

ক'মাইল দূরেই চ্যালকো, সেখানে তোমায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আমি কোন হোটেলে উঠব।

তুমি আমি দুজনে ভাগাভাগি করে সারারাত গাড়ি চালালে আমবা ভোরবেলায় ওরিজাবায় পৌঁছে যাব। ওখানে খুব সুন্দর হোটেল আছে, সবরকম সুখসুবিধা আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মেয়েটা বললো—আমি গাড়িতে ঘুমাবো আর তুমি গাড়ি চালাবে— ব্যাপারটা বিপজ্জনক হতে পারে। হঠাৎ যদি তোমার আমার সাথে শোবার ইচ্ছা হয়?

তাহলে আমাকে তুমি ভয় করো।

দুপায়ে হাঁটা প্রাণীকে আমি ভয় করিনা।

একটু ইতস্ততঃ করে মেয়েটা শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। ওকে হাত করতে পারলে পঁচিশ হাজার ডলার আমি পাব। তাছাড়া এমন সুন্দরী মেয়ে এই দেশে দেখা পাওয়া সত্যিই কঠিন।

আমি ড্রাইভিং সীটে বসি। মেয়েটা পিছনের সীটে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড স্পীডে আমি গাড়ি ছোটালাম। ভেবেছিলাম ঘন্টাখানেকের মধ্যে হয়তো মেয়েটার ঘুম ভাঙাব। আমি তখন ঘুমুবো আর ও ড্রাইভ করবে। কিন্তু সারারাতেও মেয়েটার ঘুম ভাঙল না। ওরিজাবার কাছাকাছি যখন গাড়ি পৌঁছাল তখন পাথরের ওপর গাড়ির ঝাঁকুনিতে ওর ঘুম ভাঙল। বললো—আমি কি সারারাত ঘুমিয়েছি?

আমার কানে নাক ডাকার শব্দ এসেছে।

ঘুমুলে আমার নাক ডাকে না। ওরিজাবার হোটেলে দুজনের স্নানের বন্দোবস্ত হল, তারপর প্রাতঃরাশ, ডিম, কফি ও ফল। এখানে প্রচণ্ড গরম, বারান্দায় ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন ইন্ডিয়ান সৈনিক। খানিকটা দূরে ফুলের বাজার। ইন্ডিয়ান মেয়েরা ফুলে জল দিচ্ছে, ফুল বাঁধছে। চারিদিকে ফুলের সৌরভ। স্নান সেরে মাইরা একটা সুন্দর লিনেনের ফ্রক পরেছে। ও বলে—তোমায় ভেরাক্রুজে নেমে যেতে হবে।

সত্যিই কি আমরা ওখানে যেতে চাই। বরং এখানেই থাকা যাক। রোজ রাতে তুমি গল্প বলতে, নাচতে বললে নাচবে।

শুনতে বেশ ভালো লাগছে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে।

তোমার নামটা কি যেন বললে?

মাইরা শুমওয়ে। মেক্সিকান শ্রমিকরা গীটার হাতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। ওদের মধ্যে দুজন খুব কোমল সুরে গীটার বাজাচ্ছে। সেই সুর ভেদ করে ট্রাকের শব্দ কানে এল, তার থেকে নেমে এল দুজন লোক, একজন লম্বা-চওড়া মোটাসোটা, অন্যজন রোগা বেঁটেখাটো। মাইরা প্রথমে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, আবার বসলো।

দুজনেই বারান্দা ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে এবং নিঃশব্দ আক্রোশের ভঙ্গীতে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। মাইরা বলল—তোমাদের কথাই আমি ভাবছিলাম। দাঁতে দাঁত ঘষে মোটা লোকটা বলল—তুমি যে আমাদের কথা ভাবছিলে তা আমি বাজী রেখে বলতে পারি।

মেয়েটা আমাকে দেখিয়ে বললো—ইনি মিস্টার রস মিলান। ইনি ডক্টর অ্যানসেল। আর এই বিশ্রী মুখের ভদ্রলোক মিস্টার স্যামুয়েল বোগল।

মাইরা বোগলকে ডিম খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করল।

বোগল চাইনা বলে ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে মোটা আঙুলগুলো সামনে বাড়ালো।

ড্রিঙ্কস?

তার থেকে বেশী কিছু চাই।

আমি মাইরাকে বললাম—ওর ব্যক্তিত্ব জোরালো।

মাইরা বোঝালো প্রাতঃরাশে গ্রেপনাট খেলে ওরকম হয়।

বোগল জোরে শ্বাস নিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে আর এক পা এগিয়ে এসে বলে, টাকাটা ফেরত দাও।

মাইরা, ডক্ অ্যানসেলের দিকে তাকিয়ে বলে, রোদ লেগে বোধ হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ওসব বলে লাভ নেই। টাকা ফেরত দাও।

আমি বললাম ভদ্রভাবে কথা বলো, নাহলে ফোটো।

বোগল হাত মুঠা করে বলে, আবার কথা বললে প্যাঁদাবো।

অ্যানসেল বাধা দিয়ে বলে—স্যাম উনি হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না।

তার মানে, ইনিও আমাদের মত ফাঁদে পড়েছেন।

আমি মাইরাকে বললাম, এই দুই ভদ্রলোককে তুমি চেনো?

মাইরা বলে কাফেতে পরিচয় হয়েছিল, ড্রিঙ্কস, তারপর বিদায় নিলাম।

বোগল হাঁফাতে হাঁফাতে বলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টাকাও বিদায় নিল।

আমি বেশী কথা শুনতে চাই না, আমি টাকা ফেরত চাই। তারপর এই মেয়েটাকে আমি খণ্ড খণ্ড করে শকুনদের খাওয়াবো।

মাইরার চোখ দুটো বিস্ফারিত হতে দেখে বুঝলাম, সত্যিই মেয়েটা ওদের দুজনের পকেট মেরেছে।

বোগল বলে টাকা ফেরত না দিলে তোমায় আমি খেল দেখাবো। এই উজবুক যদি আমায় থামাতে চায় তাহলে ওকেও—

আমি শক্ত গলায় মাইরাকে বললাম—এই ভদ্রলোকের টাকা ফেরত দিয়ে বলো স্রেফ মজা কবার জন্য তুমি কাজটা করেছিলে। এরাও আমার জন্য কথাটা মেনে নেবে।

একটু ইতস্ততঃ করে মাইবা পায়ের মোজার ভেতর থেকে টাকা বের করে টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—এই নাও তোমাদের টাকায় দেশী মদ গিলবে, মদে বিষ থাকবে।

বোগল রেগে গিয়ে বলে, এবার আমি মেয়েটাকে প্যাঁদাবো।

অ্যানসেল বাধা দেয়। বলে, মেয়েমানুষকে মারা উচিত নয়। বিশেষ করে জনগণের সামনে নয়।

আমি রস মিলান ন্যুইয়র্ক রিপোর্টারের সাংবাদিক। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম পকেট মারা ছাড়াও সে অন্য ম্যাজিক জানে কিনা।

মেয়েটির চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে যায়। সে সঙ্গে সঙ্গে স্যাম বোগলের এক কান থেকে বেশ কয়েক গজ লাল ফিতা বার করার ম্যাজিক দেখালো। এবং অন্য কান থেকে একটা বিলিয়ার্ড বল বার করল। বোগল ভয় পেয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

অ্যানসেল বলে, মাদাম তাহলে এক্সপার্ট ম্যাজিসিয়ান। ডাকিনী বিদ্যায় আপনারা দুজনের কেউ বিশ্বাস করেন। এই দেশে এক সময় এক গোপন সংগঠন ছিল। যার নাম 'নাগুয়ালেস'; 'মায়া' উপজাতির ইন্ডিয়ানদের ওপর এই সোসাইটির সদস্যদের দারুণ প্রভাব ছিল। ওদেরই একজন এখান থেকে দুশো মাইল দুরে একটা গাঁয়ে থাকে।

আমি বললাম ওদের কথা শুনেছি। ওরা নাকি যখন যেমন ইচ্ছে বৃষ্টি ঝরাতে পারে। পশুর রূপ নেয়।

ওরা গাছগাছড়া থেকে তৈরী অনেক ওষুধ জানে। টিওপাটলির-র নাম তোমরা শুনেছ? সর্পদংশনের দারুণ ওষুধ। এই ওষুধ কিভাবে তৈরী হয় তা যদি কোনমতে জানা যায়, তাহলে বাজারে তা চালু করতে পারলে প্রচুর লাভ হবে। কিন্তু ওই লোকটা, ওনার নাম কুইনটাল, যে নাগুয়ালেস সংগঠনের একজন সদস্য, তাকে পনের বছর ধরে বুঝিয়েও এর রহস্য আমরা জানতে

পারলাম না। কুইনটল বলে, তার মৃত্যুর সময় হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে এক কুমারী সূর্যকন্যা তার কাছে আসবে। তার চুলের রং সোনার পাতের মতো, তার চামড়ার রং মেক্সিকোর 'ইকস্‌টাচিউয়াটল' নামের পাহাড়চুড়োর তুষারের মত সাদা। এখন মিস মাইরা যদি কুইনটালকে বোকা বানাতে পারে তাহলে আমরা সাপে কামড়ানোর সেরা ওষুধের ফর্মূলা জানতে পারব।

।। পাঁচ ।।

মাইরা শুমওয়ের খোঁজ পাওয়ার কথা ম্যাডক্সকে ট্রাঙ্ক কল করে জানালাম। এবং সেই সঙ্গে প্ল্যানটাও বললাম। আমার প্ল্যানটা শুনে ও খুশী হল।

প্ল্যানটা হল, এইরকম—

আমি মেয়েটাকে নিয়ে মেক্সিকোর পেপটজ্‌লান নামক স্থানে যাবো। সেখানে মাইরা কুমারী সূর্যকন্যা সেজে কুইনটালকে বোকা বানিয়ে তার থেকে সাপে কামড়ানোর সেরা ওষুধের ফরমুলা জেনে নেবে। তারপর ফেরার পথে শ্রীমতীকে কিডন্যাপ করা হবে। পাহাড়ী অঞ্চলে অপদার্থ এক দস্যু আমার চেনা। তাকে টাকা দিলে সে কাজটি করবে। আমি কয়েকটা ফটো তুলবো এবং ওকে বাঁচানোর অভিনয় করব, সাতদিনের মধ্যে সমস্ত ঝামেলা মিটে যাবে।

ম্যাডক্স নিজে ওই ওষুধের ফরমুলা কিনতে চাইছে। আমি 'না' বলিনি। তবে শেষ পর্যন্ত ওটা আমিই হাতাবো।

পল জুডেনকে ফোন করে সব বললাম এবং টাকা পাঠাতে বললাম। গাড়ি পাহাড়ী এলাকায় যেতে গাড়ি থামিয়ে আমি আর মাইরা বনের ছায়ায় শুয়ে পড়ি। ওর রক্তলাল রঙের শার্টের নীচে স্তনের আদল, সুন্দর মুখ—এইসব হঠাৎ আমার যেন ভাল লাগে।

আমি আমার অতীত খুঁজে দেখি, এমন রূপসী কোন যুবতী আমার জীবনে পূর্বে কখনও আসেনি।

মাইরার সঙ্গে কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা চলে।

এরপর ওর দেহ আমার দেহের কাছে আসে। পোষাকের আড়ালে মেয়েলী স্তন পুরুষেব শক্ত বুক ছুঁয়ে যায়। আমি ওর হাত ধরে কাছে টেনে আনি। ওর চুলের গন্ধ আমার নাকে আসে। ইংলন্ডের পুরোনো বাগানের স্মৃতি আমার মনে আসে। আমি ওকে চুম্বন করি। কিন্তু তারপর আমার মনে হয় এসবের কোন মানেই হয় না। এর থেকে এখন আমার কাছে পঁচিশ হাজার ডলারের মূল্য অনেক বেশি।

দুজনে উঠে গাড়িতে বসি। গাড়ি পাহাড় ঘেরা ছোট্টশহরের দিকে চলেছে। গাড়ি থামিয়ে আমরা একটা দোকানে বসলাম। যে রোগা, মেকসিক্যান পুরুষটি আমাদের অর্ডার দিল, তার চোখে চিন্তাক্লিষ্ট চাউনি।

আমি পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, দোকানের দরজায় একটা লম্বাচওড়া মোটাসোটা ইন্ডিয়ান পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। এতো মোটা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। লোকটার কালো চোখের কামনার্ত দৃষ্টি মাইরার দিকে নিবদ্ধ।

এরপর লোকটি মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারল। জ্বলন্ত সিগারেটটি আমাদের দুজনের মাঝখানে টেবিলে পড়ল। লোকটির ঐ চেহারা দেখে আমি কিছু বললাম না।

লোকটি আবার জ্বলন্ত সিগারেট আমাদের দিকে ছুঁড়লো, সিগারেটটি মাইরার গ্লাসে পড়ল। মাইরা কিছু বলার পূর্বেই আমি আমার গ্লাসটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে এখনই এক ঘুঁষি লাগাই, কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম।

মোটা লোকটা হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে গেল এবং মাইরাকে খুব বিশ্রী কথা বলতে লাগল। এবার মাইরা লোকটাকে ম্যাজিক দেখাতে লাগল। সাপের ম্যাজিক দেখে অহংকারী আত্মবিশ্বাসী এবং শয়তানীতে পূর্ণ মোটা লোকটার অবস্থা এখন চুপসে যাওয়া বেলুনের মত হল। মাইরা বলে—আগেই বলেছি, কেটে পড়ো।

মোটা লোকটা চলে যেতে যেতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের আবার দেখা হবে।

বিশেষ করে সিনরিটির সাথে আমি দেখা করবোই। আর ওর মুখের ভেতর বোলতা পুরে আমরা ঠোঁটদুটো সেলাই করে দেব।

আমরা গাড়িতে ওঠার পূর্বে কয়েক জন অশ্বারোহী ফেডারেল সৈনিক ঘোড়া ছুটিয়ে এল। ওদের অফিসার জিজ্ঞাসা করল—একটা মোটা গুণ্ডাকে আমরা দেখেছি কিনা?

আমি বলতে গেলে একরকম ভয়েই না করলাম।

মাইরাকে বললাম এবার যদি লোকটার সাথে আমার দেখা হয় তাহলে আমি ওকে প্রথমে গুলি করবো, তারপর ক্ষমা চাইবো।

এবার মাইরা একটু ঘাবড়ে গেল।

স্যাম বোগল বারান্দায় বসে মদ খাচ্ছিল। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ডক্ তোমাদের খুঁজছে। মাইরা স্যামুয়েলকে বলে ছায়ায় বসো, আলোয় তোমাকে বিশ্রী দেখায়। বোগল একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়। মাইরা চলে যেতে সে বলে এই মেয়ে একদিন না একদিন বিপদে পড়বে।

ঠিক এই সময় একটি ইন্ডিয়ান বাচ্চা ছেলে, পরনে নোংরা সাদা শার্ট ছেঁড়া ট্রাউজার হাতে ছোট্ট কালির বাক্স, জুতো পালিশ করার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। বোগল পা বাড়িয়ে দিল।

ঠিক এই সময় নোংরা লাল শার্ট পরা আর একটি ইন্ডিয়ান ছেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে লাল শার্ট পরা ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো। বোগল ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

এটা হল কম্পিটিসন। লাল শার্ট পরা এবং সাদা শার্ট পরা দুটি ছেলেই বোগলের জুতো পালিশ কবতে চাইছে।

বোগল চেয়ারে বসতেই দুজনে ওর ডান পা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। তখন ওদের এক একজনকে এক একটা জুতো পালিশ করতে বলা হল।

বোগল আপত্তি জানায়। এর মধ্যে ডক্ অ্যানসেলের সাথে মাইরা এসে উপস্থিত। ছেলেদুটিকে মাইরা আঙুলে দিয়ে বোগলের জুতো জোড়া দেখাতেই ছেলেদুটি বোগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে জ্বালাতন করে। শেষে বোগল ছেলেদের পয়সা দিয়ে বলে, খুশী তো।

এবার বোগল পকেট থেকে রূপোর 'পেসো' বার করে ছেলেদুটিকে দেখায় ও আঙুল বাড়িয়ে মাইরার পায়ের জুতো জোড়ার দিকে দেখায়।

ছেলেরা বিদ্যুৎ ঝলকের মত মাইরার দিকে ছুটে আসে। মাইরা পালাবার সময় পায় না। তার পূর্বেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ছেলেরা একইভাবে মাইরাকেও জ্বালাতন করে।

বোগল খুশী হয়ে বলে—এই জন্যই আমি বাচ্চা ছেলেদের এত ভালবাসি।

।। ছয় ।।

মাইরাকে কুমারী সূর্যকন্যা সাজাতে হবে বলে জুডেন পোশাকের বন্দোবস্ত করেছে। সাদা সিল্কের পোশাকে মাইরাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

এরই মধ্যে আমি, ডক্ অ্যানসেল, স্যাম বোগল ও মাইরাকে কিছু না জানিয়ে 'ব্যাসটিনো' নামের এক মেক্সিকান দস্যুর সাথে যোগাযোগ করলাম। মাইরা পেপোজলানে 'কুইনটাল' নামের ইন্ডিয়ান ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ানের কাছে কুমারী সূর্যকন্যার ভূমিকায় অভিনয় করে সাপের কামড়ের সবচেয়ে ভালো ওষুধ তৈরীর ফরমুলাটা জোগাড় করে যখন ফিরবে তখন মেক্সিকান দস্যু ব্যাসটিনো তাকে কিডন্যাপ করবে এবং সব শেষে ওকে বাঁচিয়ে আমি খবরের কাগজে 'হীরো' হব। এসবের জন্য আমি ব্যাসটিনোকে একশো ডলার অ্যাডভানস্ দিয়েছি এবং কাজ হলে আমি আরও একশো ডলার দেবো।

গাড়িতে উঠবো, এমন সময় পোস্ট অফিসের পিয়ন ছুটে এসে আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিল। পল জুডেনের টেলিগ্রাম—পাহাড়ী অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে। কারণ, সব কিছু নিজের চোখে দেখে এবং ফটো তুলে তবে আমাকে খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। আমি অ্যানসেলকে বুঝিয়ে বললাম মাইরাকে কুইনটালের কাছে নিয়ে যেতে এবং

ওখানকার সরাইখানায় থাকবে। ওখানেই আমার সঙ্গে ওদের দেখা হবে।

আমার প্রত্যাশামাফিক নিষ্কর্মা ফেডারেল সেনাবাহিনী কিছুই করতে পারলো না। যখন ওরা পাহাড়ী অঞ্চলে পৌঁছুল। তখন মেক্সিকান দস্যুদেরও খোঁজ পাওয়া গেল না এবং কবন্ধ ফেডারেল সৈনিকদের লাসগুলোও দেখা গেল না। স্থানটার ফটো ও ব্যর্থ প্রচেষ্টার বিবরণ ছাড়া আমি আর কিছুই সংবাদপত্রে জানাতে পারলাম না।

পাহাড়ী অঞ্চলের ছোট্ট গ্রাম পেপটজ্‌লান-এ মাইরা, স্যাম বোগল ও ডক্ অ্যানসেল বৃহস্পতিবার পৌঁছেছে এবং আমি শনিবার পৌঁছুলাম। সরাইখানায় স্যাম ও ডকের সাথে দেখা হল কিন্তু মাইরা নেই। ডকের কাছে জানতে পারলাম ও কুইনটাল ও অন্য ইন্ডিয়ানদের এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ম্যাজিক দেখিয়েছে যে ওরা ওকে দেবী ভেবে ছাড়তে চাইছে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ওকে ওখানে রেখে এসেছি।

আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললাম আমরা বন্দুক জোগাড় করছি। তারপর আমরা ইন্ডিয়ানদের আড্ডায় গিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনবো।

বোগল যেতে ভয় পাওয়ায় আমি বললাম, মেয়েটাকে যখন আমরা বিপদে ফেলেছি তখন ওকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।

আমি সরাইখানার মালিককে ডেকে বন্দুক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

আমরা তিনটে এক্সপ্রেস রাইফেল্স এবং তিনটে পয়েন্ট থ্রি এইট্ অটোমেটিক পিস্তল পেলাম। তিনটে ঘোড়াও সংগ্রহ হলো।

ছায়াহীন মালভূমি, প্রচণ্ড গরম এবং মাছির উৎপাত। ইন্ডিয়ানদের উপনিবেশটা জঘন্য। ছটা মাটির কুঁড়েঘর, কলাপাতা দিয়ে ছাওয়া, চড়া রোদের মধ্যে জায়গাটা জনহীন।

আমি ডক্ ও বোগল ঘোড়া থামাই। ডক্ অ্যানসেল মাইরাকে এমন জঘন্য জায়গায় এনেছে ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। ডক্ অ্যানসেল ঘোড়া থেকে নেমে কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আমি ও বোগল নিশ্চল। আমাদের হাতে রাইফেল, দৃষ্টি অ্যানসেলের দিকে।

অ্যানসেল বলে, কেউ নেই। বোধ হয় ওরা সবাই শিকারে গেছে।

কুইনটালের বাসা বনের এক ধারে ঝোপঝাড় ও পাহাড়ের মধ্যে ধূসর বর্ণের পাথরে তৈরী ছোট্ট বাড়ি।

আমি বোগলের সাহায্য নিয়ে দরজা খুলি। বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে আসে আমি ভয় পেয়ে বলি, মেয়েটা মরেনিতো।

অ্যানসেল অন্ধকার ঘরের ভেতরটা দেখার বৃথা চেষ্টা করে। বাইরের উজ্জ্বল আলোয় অভ্যস্ত ওর চোখ কিছুই দেখতে পায় না। আমি ওকে সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি ডাকিনীবিদ্যা বিশারদ কুইনটাল মরে পড়ে আছে। দেশলাই কাঠি জ্বেলে দেখি ওর সমস্ত মুখ পচে গেছে। অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে। দেশলাই কাঠি ফেলে মিলান দরজার দিকে পিছিয়ে আসে। এমন জঘন্য দৃশ্য এর আগে সে আর কখনও দেখেনি।

আমি আবার দেশলাই কাঠি জ্বেলে ঘরে ঢুকি। ঘরের এক কোণে কালো দরজাটা চোখে পড়ায় আমি ওদিকে এগিয়ে যাই। পেছনে অ্যানসেল।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজার একপাশে দাঁড়াই। দেশলাইকাঠির আলো নিভে যায়।

অ্যানসেল ফিসফিস করে আমায় জিজ্ঞাসা করে, কিছু শুনতে পাচ্ছো?

আমি নিজের দ্রুত হৃৎস্পন্দনের শব্দ এবং অ্যানসেলের হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পাই। আমি কোনমতে কাঁপা হাতে দেশলাই কাঠি জ্বালতে একটু পরেই তা নিভে যায়। কিন্তু সেই ক্ষণিক আলোয় আমি দেখেছি দীঘল এবং শীর্ণ এক ছায়া যেন নিঃশব্দে ভয় পেয়ে আলো থেকে অন্ধকারে চলে গেল। আমি ভয় পেয়ে বলি—ভেতরে কে যেন রয়েছে।

অ্যানসেল দেশলাই জ্বালায়। লহমার জন্য ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। স্ট্রেচারে শুয়ে আছে সোনালী চুল রূপসী মাইরা।

ওর চোখ দুটো বন্ধ, শরীর নিথর ওর মাথার ওপরে কালো ও অবয়বহীন কিছু একটা নড়ে ওঠে।

লহমার জন্য হঠাৎ মাইরাকে রূপসী কোন গ্রীক দেবীর মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তখন, সেই মুহূর্তে ওই অপরূপ রূপ দেখার মত চোখ আমার ছিল না। আতঙ্ক আমাকে চেপে ধরেছিল।

অ্যানসেল এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। সে মাইরার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, মাইরা ভালো আছো? ও আস্তে মাইরার শরীরে নাড়া দেয়। কিন্তু মাইরা চোখ খোলে না। তারপর সে আরো জোরে ধাক্কা দেয়।

ওকে সরিয়ে দিয়ে যেন জ্বরের ঘোরে আমি মাইরাকে বসাই, ওর হাঁটুর নীচে হাত রেখে ওকে আমি বিছানা থেকে তুলি।

এবং সেই মুহূর্তে এমন কিছু ঘটে যা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি। ঘটনাটা ছিল ভয়ঙ্কর কোন দুঃস্বপ্নের মতই।

মাইরা শুমওয়েকে আমি যখন স্ট্রেচারের বিছানা থেকে টেনে তুললাম আমার মনে হল, যেন অশরীরী এবং অজানা কোন শক্তি আমায় বাধা দিচ্ছে। মাইরার শরীর যেন হঠাৎ দ্রুত ভারী হয়ে উঠেছে যে কিছুতেই তাকে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ওর দীঘল হাত দুটো এমনভাবে আমার দুটো পাকে ধরে রেখেছে যে আমার পক্ষে হাঁটা সম্ভব হচ্ছে না।

তবু আমি কোনমতে টলতে টলতে মাইরাকে নিয়ে বাইরে রোদে আসি।

বোগল ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। ও ব্যাপারটা জানতে চায়।

অ্যানসেল কুঁড়েঘর থেকে ছুটে এসে মেয়েটাকে দেখতে চায়।

আমি মাইরাকে নিয়ে ঘোড়ায় করে ওখান থেকে চলে আসি। অ্যানসেল ও বোগল আমার পেছনে।

ইন্ডিয়ানদের আস্তানা ছাড়িয়ে এসে আমি গাছের ছায়ায় থামি, ঘোড়া থেকে নেমে একটা গাছের নীচে মাইরাকে শুইয়ে দিই।

অ্যানসেল মাইরার মণিবন্ধে ধমনীর স্পন্দন মাপছে, চোখের পাতা তুলে দেখছে।

মেয়েটা যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে, ওর পাল্‌স ভালো, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে বিছানায় শোয়াতে হবে। অ্যানসেল বলে, হিপনোটিজমের প্রভাবে মেয়েটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কয়েক ঘণ্টা পরে ওর ঘুম ভাঙবে।

শেষ পর্যন্ত আমরা যখন সরাইখানায় পৌঁছুলাম, তখনও মাইরার ঘুম ভাঙেনি।

আমি মাইরাকে নিয়ে সরাইখানায় গেলাম। ঘরটা ঠাণ্ডা, ছায়াঢাকা। ওখানে গিয়ে মাইরাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

কা'ল মেক্সিকান ইন্ডিয়ান দস্যু ব্যাসটিনোর সঙ্গে মাইরার কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে আলোচনা করার কথা। কিন্তু মাইরার এখন যা অবস্থা তাতে কিডন্যাপিং-এর অভিনয় অসম্ভব। অপরদিকে ওকে কিডন্যাপ করিয়ে উদ্ধার করার অভিনয় করলে ম্যাডক্সের কাছ থেকে আমি পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার পাব। সেটা আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিকমত ম্যানেজ করতে পারলাম না বলে হয়ত ম্যাডক্স আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবে। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি অ্যানসেল সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

মাইরার কথা জিজ্ঞাসা করায় ও বলল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওর ঘুম ভাঙবে।

আমি ভেতরে গিয়ে দেখলাম, মাইরা বিছানায় শুয়ে আছে। আমি চেয়ার টেনে বসতেই ও চোখ খুলল।

মাইরা বলে—বুড়ো ওই ইন্ডিয়ানকে ম্যাজিক দেখাতে ও খুশী হয়ে আমায় পাথরের তৈরী ছোট্ট বাড়িতে নিয়ে গেল। আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমুলাম। আর কিছু মনে নেই।

এরপর বোগল মেয়েটাকে দেখতে যায়। কিন্তু একটু পরেই ওপরতলা থেকে কাপডিশ ভাঙ্গার শব্দ ও স্যাম বোগলের চীৎকার ভেসে আসে।

কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় স্যাম বলে, মেয়েটা ঘরের মধ্যে হাওয়ায় ভাসছে, ছাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

বোগলের কথা শুনে ডক্ অ্যানসেল ভয় পায়।

।। সাত ।।

বোগল মাইরাকে হাওয়ায় ভাসতে দেখেছে। এই নিয়ে মাইরা বোগলের সাথে রসিকতা করে।

অ্যানসেল বলে—মাইরা, সাপের কামড়ের মোক্ষম দাওয়াইয়ের ফরমুলাটা কি তুমি কুইনটালের নিকট হতে সংগ্রহ করতে পেরেছো?

মাইরা বলে আমি তো বারবার বলছি, কুইনটাল আমাকে একটা কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার আর কিছুই মনে নেই।

অ্যানসেল হতাশ হয়ে বলে কুইনটাল তো মরে গেছে, সুতরাং সাপের কামড়ের সেই ওষুধের ফরমুলা আর জানা হবে না।

এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল, চৌরাস্তায় দুজন মেকসিকান ঘোড়সওয়ার। ওদের একজন খুব লম্বা এবং অসম্ভব মোটা। আমি ডক্ অ্যানসেলকে বললাম, এখুনি ফেডারেল সৈন্যদের ফোন করতে। এরা মেকসিকান দস্যু। আরও ঘোড়সওয়ার আসছে, মোট ষোল জন।

ষোলজনের মধ্যে তিনজন নেমে বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগোল। তিনজনের মধ্যে যে অসম্ভব মোটা এবং লম্বা তার সাথে পাহাড়ী রাস্তার ধারে বীয়ার খাবার আড্ডায় আমাদের মোলাকাৎ হয়েছিল। এখনও বিশ্রী দৃষ্টিতে মাইরার দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটা ভাঁজকরা দোমড়ান একটা খবরের কাগজ বার করে বললো—আমার নাম পাবলো। তোমরা যদি মেক্সিকোয় নতুন না এসে থাকো তাহলে আমার নাম তোমাদের জানা উচিত।

অ্যানসেল আঁৎকে ওঠে।

পাবলো একটা চেয়ার টেনে মাইরার কাছে বসতে মাইরা সরে যায়। মাইরার গ্লাসে মদ ভরে গ্লাসটা ল্যাম্পের আলোয় ধরে অতিকায় মেক্সিকান দস্যু পাবলো হাসতে হাসতে বলে—গ্লাসে তোমার সুন্দর ঠোঁটের ছাপ। তোমার চুমু বিপজ্জনক হতে পারে। পাবলোর মোটা দেহ হাসিতে ফুলে ফেঁপে উঠছে।

মাইরা পাবলোর সঙ্গে ইয়ার্কি করে। পাবলো রেগে যায়। আমি বাধা দিয়ে বলি ওর কথায় রাগ কোরো না। ও ইয়ার্কি মারছে।

পাবলো বলে, রঙ্গরসিকতা ভালো। তবে আমার সঙ্গে কেই এমনভাবে কথা বললে আমি তার জিভ কেটে নিই যাতে সে আর ইয়ার্কি করতে না পারে।

আমি কথাবার্তার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য পাবলোকে সিগারেট অফার করে বলি, সিনর, তুমি কি বিশেষ কোন ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাও।

সিগারেট না নিয়ে পাবলো খবরের কাগজটা মেঝে থেকে তোলে। দ্য রেকর্ডার। অর্থাৎ মেক্সিকান দস্যুরা সোনালী চুল রূপসী মাইরা গুমওয়েকে কিডন্যাপ করেছে এবং কেউ তাকে উদ্ধার করলে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার পাবে বলে যে বিজ্ঞপ্তিটা ম্যাডক্স জানিয়েছে সেটাই।

ব্যাসটিনো নামের মেকসিকান দস্যু আমায় বলল, সিনর আমাকে বলেছে মাইরা গুমওয়েকে কিডন্যাপ করলে তিনশো ডলার আমাকে দেবে। কিন্তু খবরের কাগজে এই যে পুরস্কারের কথা ছাপা হয়েছে, সে বিষয় আমায় কিছু বলেনি। কাগজটা দেখে আমি মনে করলাম এ ব্যাপারে আমার কিছু করা উচিত। তাই আমি এসেছি।

মাইরা, অ্যানসেল আমায় ভুল বোঝে।

আমি ওদের বলি তোমরা ভুল করেছো, আমি বুঝিয়ে বলছি—পাবলো বাধা দিয়ে বলে, এখন থেকে যা বোঝাবার আমিই বোঝাবো।

কিন্তু মাইরা ওকে খিঁচিয়ে উঠে বলে, তুমি এসবের মধ্যে নাক গলিও না। আমি এই দুমুখো সাপটাকে দেখে নেবো।

আমি বলি, পঁচিশ হাজার ডল্যারের মত সামান্য টাকায় আমার কিছু যায় আসে না, আমি চাইছি আমেরিকার মহান জনগণকে একটা এপিক গল্প পরিবেশন করতে।

পাবলো বলে, আমি এখন মাইরাকে কিডন্যাপ করবো। সিনর মিলান সাংবাদিক, খবরটা তিনি খবরের কাগজে জানাবেন। এরপর মেয়েটাকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে আমি মুক্তিপণ দাবী করবো। আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার মুক্তিপণ চাইবো। যদি দিতে দেরী হয় তাহলে শরীরের এক একটি

অংশ তোমাদের কাছে পাঠাবো। পাবলো মাইরাকে নিয়ে যায় জোর করে। একজন আমায় বন্দুক দেখিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে বলে। আর একজন বন্দুক উঁচিয়ে স্যাম বোগন ও ডক্ অ্যানসেলকে নড়তে চড়তে নিষেধ করে। কিন্তু আমি বন্দুকবাজ গুণ্ডার তোয়াক্কা না করে মাইরার ওপর ঝুঁকে পড়ি।

এরপর ওদের মধ্যে মারামারি চলতে থাকে। অ্যানসেল এক কোণে দাঁড়িয়ে মারামারি দেখছে। এরই মধ্যে মাইরা চীৎকার করে ওঠে। অন্য মেক্সিকান গুণ্ডারা চৌরাস্তা থেকে ছুটে আসছে। পাবলো মাইরাকে ধরেছে মাইরা ওকে ছাড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বোগলকে তিন চারজন আক্রমণ করেছে। সেই অবস্থায় মাইরার ওপর পাবলোর অত্যাচার দেখে বোগল ওদের ছাড়িয়ে পাবলোকে আক্রমণ করে। পাবলো মাইরার সাথে জঘন্য ব্যবহার করে।

বোগলের জ্ঞান ফিরছে। মাইরাকে বলি, আমি আর স্যাম বোগল আমরা দুজনে দম নিতে পারলেই আবার ওদের সঙ্গে লড়াইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু করব, তুমি এখান থেকে পালিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে।

মাইরা প্রথমে যেতে রাজী হয় না। কিন্তু আমার কথামত রাজী হয়। কিন্তু নড়তে পারার আগেই পাবলো মাইরার বুক খামচে ধরে টেনে তুলল মাইরাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মাইরা ওর যাদু শুরু করল। হঠাৎ খানিকটা সাদা ধোঁয়া এসে পাবলোকে ঢেকে দিল এবং পরমুহূর্তেই পাবলো অদৃশ্য, উধাও।

একটু পরেই ধোঁয়া সরে গেল। কিন্তু পাবলোকে দেখা গেল না। আমি এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার জীবনে দেখিনি।

মাইরা অস্ফুট চীৎকার করে পালিয়ে এল আমার কাছে।

মেক্সিকান দস্যুদের অবস্থাটা তখন দেখবার মত। ওরা শুধু আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই হুড়মুড় করে পালালো।

আমি ভয়ে মাইরাকে জোরে চেপে ধরেছি।

মাইরার হাওয়ায় ভাসা, পাবলোর অদৃশ্য হওয়া এইসব দেখে বোগল বলে, আমি পাগল হয়ে যাবো।

অ্যানসেল এতোক্ষণে এগিয়ে আসে। সে বলে, আমিও নিজের চোখে সবকিছু দেখেছি। একবার তো তোমরা মেকসিকান নাগুয়ালে ইন্ডিয়ানদের ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস করলে। নাগুয়ালে মেকসিকান ব্ল্যাক ম্যাজিক সোসাইটির সদস্যেরা এককালে তাদের অলৌকিক ডাকিনীবিদ্যার প্রভাবে 'মায়া' উপজাতির ইন্ডিয়ানদের ওপর প্রভুত্ব করতো। ওদেরই একজন ছিল ওই বুড়ো কুইনটাল।

মৃত্যুর পূর্বে সে মাইরা গুমওয়েকে ডাকিনীবিদ্যার রহস্য দিয়ে গেছে যদিও মাইরা তা জানে না। এখন 'নাগুয়ালে'-দের অলৌকিক ক্ষমতা মাইরার আয়ত্ত।

মাইরা ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। পাবলোকে সসেজ বানানো হয়েছে একথা অ্যানসেলের মুখে শুনে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে মাইরা তার পায়ের কাছে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে।

ওকে তুলে নিয়ে আমি ভেতরে গেলাম। ডক্ অ্যানসেলকে ধমক দিয়ে বললাম, ম্যাজিকই হোক আর ব্ল্যাক ম্যাজিকই হোক এখন আমায় সাহায্য করো।

খানিকক্ষণ পর মাইরার জ্ঞান ফিরলো।

আমি বললাম—ঘুমিয়ে পড়ো, আমি তোমার পাশে রয়েছি, ভয়ের কিছু নেই।

ঠিক তখনই ভেতরে এসে স্যাম বোগল বলল—কেমন আছে মাইরা?

আমি বললাম—ভালো আছে। এরপর সসেজটার কথা জিজ্ঞাসা করায় বোগল বলল—সরাই খানার মালিকের পোষা কুকুরকে সে ওটা খেতে দিয়েছে।

সসেজটা যে আসলে সসেজ নয়, পাবলোকে সসেজ বানানো হয়েছে তা শুনে বোগল চোখ বড় বড় করে বলে, তুমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছ।

অ্যানসেল বললো, ও ঠিকই বলেছে। মাইরার ডাকিনীবিদ্যা বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ফলে পাবলে

এখন একটা সসেজের রূপ নিয়েছে। সসেজটা তুমি এক্ষুনি নিয়ে এসো।

ডক্ অ্যানসেল ও আমি কুকুরটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি উলফহাউন্ড কুকুরটা সম্পূর্ণ সসেজটা খেয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে।

মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মাথার টুপি খুলে মাথা নীচু করে হঠাৎ একটা কথা মনে আসতে আমি আতঙ্কিত হয়ে ডক্ অ্যানসেলের হাত চেপে ধরে বলি—মাইরা হয়ত কোনসময় আমাদের তিনজনকে পছন্দ করল না, তখন ও বলল ডক্ অ্যানসেল তুমি শুয়োরের মাংসের পিঠে হয়ে যাও। ব্যস্, তুমি তা হয়ে গেলে এবং ভুল করে লাঞ্চে তোমায় পিঠে ভেবে খেয়ে ফেললাম। তাহলে ব্যাপারটা তোমার কেমন লাগবে ডক্ অ্যানসেল?

কথাটা শুনে ডক্ অ্যানসেল অজ্ঞান হয়ে গেল।

।। আট ।।

পরদিন প্রাতে ঘুম ভেঙে দেখি জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ আসছে। নীচে সকালের জলখাবার তৈরী করতে করতে মেক্সিকান ওয়েটাররা বকবক করছে। আমার হাতঘড়িতে তখন সকাল ছ'টা বেজে চল্লিশ মিনিট।

মনে মনে ভেবে দেখি, গত চব্বিশ ঘণ্টার পরিস্থিতি কেমন অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেছে। মেক্সিকান ইন্ডিয়ান গুণ্ডারা সোনালী চুল রূপসী মাইরাকে কিডন্যাপ করেছে—এই গল্প তো স্রেফ মাঠে মারা গেল। এখন সামনের পাতার হেডলাইনের উপযোগী তাজা খবর—সোনালী চুল রূপসী ডাকিনীবিদ্যা জানে। এই খবরটা আমার ওপরওলা ম্যাডক্সকে হাতে নাতে দেখানোর সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই হয়ত সে আমায় চাকরী থেকে বরখাস্ত করবে। অপরদিকে অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়ে মাইরা যদি ওর ভয় ধরিয়ে দেয় তাহলে চাকরীটা আমি ফিরে পাবো।

তাছাড়া মাইরার কথাটাও চিন্তা করা দরকার। আমরা ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে কিছুই করাতে পারবো না। ওর মন জুগিয়ে আমাদের সবসময় চলতে হবে আর সেটা খুবই শক্ত ব্যাপার। কেননা মাইরা নরম প্রকৃতির মেয়ে নয়। তাছাড়া এখন ওর অলৌকিক এইসব ক্ষমতার দরুণ ও আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

মেকসিকান দস্যু পাবলোর কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, তাছাড়া কোন ম্যাগাজিন বা কোন খবরের কাগজে ঘটনাটা কোনদিনই ছাপা হবে না। সুতরাং পাবলোর শোচনীয় পরিণতির গল্পটা আমাকে ভুলে যেতে হবে।

খবরের কাগজে মাইরার কিডন্যাপ এবং তাকে যে উদ্ধার করতে পারবে তাকে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেবে এই গল্প ছাপানো হল। এখন একই সাথে আমার ওপরওলা ম্যাডক্স এবং ডাকিনীবিদ্যা জানা কুহকিনী মাইরা! দুজনকেই খুশী করা আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব?

এইসব ভাবতে ভাবতে মনে হয়, আমি পাগল হয়ে যাবো। এখন আমার একটা আইডিয়াই ভালো লাগছে। যা হল—সব ছেড়ে ছুঁড়ে মালপত্র নিয়ে চুপচাপ মেক্সিকো সিটি থেকে পালানো।

ঠিক এই সময় দরজায় সামান্য টোকা দিয়ে মাইরা ভেতরে এল। আমরা পরস্পরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকি যেন আমাদের এই-প্রথম দেখা।

এতদিন পঁচিশ হাজার ডলারের জন্য যাকে আমার দরকার ছিল এখন মনে হচ্ছে আমি তার প্রেমে পড়ে যাবো।

মাইরা বলে কাল রাতের ওইসব ঘটনা স্বপ্ন হলে ভালো হত। সেই বুড়ো ইন্ডিয়ান যাদুকর ডাকিনীবিদ্যা বিশারদ কুইনটাল আমার সঙ্গে ছোট্ট কুটীরে বসেছিল। এটুকু আমার মনে আছে, কিন্তু আমরা কেউ যেন কথা না বললেও পরস্পরের মনের কথা টের পাচ্ছিলাম। আমি কিছু না ভাবার চেষ্টা করছিলাম যাতে ও আমার মনের কথা টের না পায়। ও আমায় বিচ্ছিরি মদ খেতে দিল। মনে হল, কুঁড়েঘরের ভেতরে এককোণ থেকে ধোঁয়া উঠছে। যদিও আগুন জ্বলছিল না। ধোঁয়াটা রূপসী এক যুবতীর ছায়ার রূপ নিল। ঘরটা অন্ধকার ছিল বলে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল ছায়া আমার মাথার কাছে ঘুরছে। আমি যখন কা'ল রেগে গিয়ে পাবলোকে সসেজ বনে যেতে বললাম, তখন সেই অশরীরী রমণীর ছায়া পাবলোর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর

আমি যখন রাতে বিছানায় শুলাম তখন দেখলাম সেই অশরীরী রমণীর অলৌকিক সেই ছায়াশরীর আমার বিছানা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছায়া আমার শরীর থেকে বের হল এবং ছায়াটা দেখতে আমারই মত।

মাইরার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। এমন সময় স্যাম বোগল আর সেই উলফহাউন্ড কুকুর, যে সসেজ ওরফে পাবলোকে খেয়েছে তাকে নিয়ে ভেতরে এল। বললো—ওর নাম রেখেছি হুইস্কি।

ওই কুকুরটি পাবলোকে চিবিয়ে খেয়েছে এটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

বোগল একথা বিশ্বাস করে না। বলে, তুমি ও ডক্ দুজনেরই মাথা খারাপ।

হুইস্কি অর্থাৎ কুকুরটি হঠাৎ চিৎ হয়ে মানুষের মত শুলো এবং সামনের পা দুটো মুড়ে বুকের ওপর রাখলো। বোগল কুকুরটিকে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পাশ ফিরে শোয়াবার চেষ্টা করলে কুকুরটি বিরক্ত হয় এবং নাক বাড়িয়ে আচমকা দাঁত বসাবার ভঙ্গী করলো।

হুইস্কিকে মানুষের মত ভারী গলায় কথা বলতে শুনে আমি আতঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকালাম।

মাইরা ভয়ে নিথর।

আমি অন্য জায়গায় পালিয়ে যাবার কথা বললে বোগল বলে, কুকুরটা বলছে আমাদের সঙ্গে যেতে চায়।

কিছুক্ষণ পর ডক্ অ্যানসেল ভেতরে আসে।

আমি বলি—যে কুকুরটা পাবলোকে খেয়েছে, সে এখন মানুষের ভাষায় কথা বলছে।

অ্যানসেল বলে এসবই মাইরার জন্য। ও এখন ইন্ডিয়ানদের নাগুয়ালে সোসাইটি ডাকিনীবিদ্যা সংক্রান্ত শক্তি নিজের মধ্যে পেয়েছে। কিন্তু এই শক্তি যেন কন্ট্রোলে থাকে, সেটাই দেখতে হবে।

কফির কাপ রেখে মাইরা বললো—আমি শান্তি চাই এবং যতশীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে চাই।

অ্যানসেল বলে, তোমার এখন এমন সব ক্ষমতা আছে যা ঠিকমত ব্যবহার করলে তুমি বিশ্বের রানী হতে পারো। তোমার কি কোন উচ্চাশা নেই?

মাইরা বলে, ওসব উচ্চাশা ওর নেই। ও জানতে চায় ডাকিনীবিদ্যার এই যে অলৌকিক ক্ষমতা সে পেয়েছে তা কতোদিন টিকবে বলে আমাদের ধারণা।

অ্যানসেল বলে, এই নাগুয়ালে ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ানরা পূর্ণিমার দিন নানারকম ভৌতিক ক্রিয়া শুরু করতো। ওরা বলে চাঁদের অবস্থান এসব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। খুব সম্ভব চান্দ্রমাসের শেষ অবধি ওর এই অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে। এর মধ্যে ক্ষমতাটা কাজে লাগিয়ে কিছু বাগিয়ে নাও। কুইনটাল যেহেতু মারা গেছে তাই এই ক্ষমতা ফিরে পাওয়া মাইরার পক্ষে আর কোনদিনই সম্ভব নয়।

কিন্তু মাইরা বলে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ যদি বিনা ঝামেলায় কাটিয়ে দিতে পারি তাহলেই আমি খুশী।

ডক্ জানায় তাতে তার কোন লাভ নেই। সাপের কামড়ের ওষুধের ফরমুলাও কুইনটালের কাছ থেকে জানা যায়নি।

আমি বলি পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কারও মাইরা চায় না। ও বলছে সেটা সৎ কাজ হবে না।

বোগলের মুখ লাল হয়ে ওঠে। আমি ভাবছিলাম মাইরার ব্যাপারটা কাগজে ফলাও করে ছাপালে কী দারুণ পাবলিসিটি হত। ঠিক এই সময় ছোট্ট মেক্সিকান মেয়েটি টেলিগ্রাম নিয়ে এসে আমার হাতে দিল।

পল জুডেনের টেলিগ্রাম।

ম্যাডক্স টেলিগ্রাম করেছে, সে মেয়েটাকে পাওয়া গেছে। তুমি তাহলে কার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছো? আজ মেয়েটার বাবাকে পঁচিশ হাজার ডলার বিশেষ অনুষ্ঠানে দিতে বাধ্য হচ্ছে ম্যাডক্স, এজন্যে ম্যাডক্স তোমায় বড়ই ভালোবেসেছে।

টেলিগ্রামটা আমি মাইরার হাতে দিলাম। মাইরা বললো—এসব তোমারই প্ল্যান?

আমি বললাম, না। বোগল বললো মেয়েটা আমাদের ঠকিয়ে একা টাকা মারার ধান্দা করছে।

আমি বললাম না। এটা ওর বাবার প্ল্যান। ওর বাবা অন্য কোন মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে দেখিয়ে টাকা মারার ধান্দা করছে, মেয়েটা দেখতে নিশ্চয়ই মাইরার মত।

বোগলের কথায় রেগে গিয়ে মাইরা আবার হাওয়ায় ভাসতে থাকে। এতে সবচেয়ে অবাক হয় মাইরা নিজেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যে অলৌকিক শক্তি মেয়েটাকে মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করে হাওয়ায় ভাসিয়ে রেখেছিল, সেই শক্তি যেন ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে মাইরা ধপাস করে মাটিতে পড়লো।

এবার আমি বললাম, কাজের কথায় আসা যাক। আমার ধারণা, মাইরার বাবা আজ কোন মেয়েকে নিজের মেয়ে সাজিয়ে ম্যাডক্সের কাছ থেকে পুরস্কারের পঁচিশ হাজার ডলার হাফিস করেছে।

মাইরা বলে, আমার বাবাটা ফেরেববাজ, ধান্দাবাজ, লোক সুবিধের নয়, ওকে আমি দেখে নেব।

আমি বলি তার আগে পল জুডেনের সঙ্গে দেখা করে আমাদের সব বিস্তারিত জানতে হবে। সুতরাং আমাদের আজ রাতেই মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছুতে হবে।

ডক্ অ্যানসেল, স্যাম বোগল এবং উলফহাউন্ড হুইস্কি অর্থাৎ কুকুরটি ওদের সঙ্গে যেতে চায়।

।। নয় ।।

সন্ধ্যাবেলায় মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছে প্লাজা হোটেলের সামনে আমার ও মাইরার তর্ক বেঁধে গেল। আমি বলছি জুডেনের সঙ্গে সরাসরি দেখা করব। মাইরা বলছে আমরা হোটেলে উঠে পোশাক পাল্টে পল জুডেনকে ডেকে পাঠাবো। শেষ পর্যন্ত তর্কে জিৎ হল মাইরার। রিসেপশন ক্লার্ক হুইস্কি নামের সেই উলফহাউন্ড কুকুরকে আশ্রয় দিতে প্রথমে আপত্তি করেছিল। স্যাম বোগল অনেক তর্কাতর্কি করার পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল স্যাম বড় একটা ডবল-বেড-রুম ভাড়া নেবে এবং সেখানেই হুইস্কি থাকবে। এলিভেটরে উঠতে উঠতে আবার আমাদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, পল জুডেনের কাছ থেকে হোটেল বিল মেটানোর মত টাকা আমায় আদায় করতে হবে। অবশেষে তর্কের ঠেলায় ক্লান্ত হয়ে বললাম—আধঘণ্টা পরে জুডেন ডিনারে আসবে, আমি ওকে ফোনে ডাকছি। মাইরা বললো—আধ ঘণ্টা নয়, এক ঘণ্টা।

আমি জুডেনকে বললাম—পি. জে কিছু একটা করা দরকার। ম্যাডক্স যা রেগে আছে—এই মাসের শেষে তোমার খবরের কাগজের রিপোর্টারের চাকরী খতম।

ম্যাডক্স যদি তোমার নাম ব্ল্যাকলিস্টে তোলে, তাহলে অন্য কোন খবরের কাগজের মালিক তোমায় কক্ষনো চাকরী দেবে না।

মাইরা বলে, মেয়েটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

জুডেনকে ফোন করতে মনে হল লোকটা আমার গলা ফোনে শুনে বিশেষ খুশি হল না। ও বললো—তুমি করছোটা কী? ম্যাডক্স ভীমরুলের মতো ক্ষেপে আছে।

ম্যাডক্সের কথা থাক। তুমি প্লাজা হোটেলে এসো। আশ্চর্য ব্যাপার দেখবে।

আধ ঘণ্টা পরে বেজার মুখ করে ঢুকে পল জুডেন কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে করমর্দন করে বললো—তোমার কপালে দুঃখ আছে। তোমার হয়েছে কি? পঁচিশ হাজার ডলার খুইয়ে ম্যাডক্স যে ক্ষেপে গেছে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?

ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো?

সকালে মাইরা নামের ওই মেয়েটাকে নিয়ে ওর বাবা ম্যাডক্স-এর কাছে গিয়ে বললো—ল্যু কেলী নামের এক মাস্তান মেক্সিকান দস্যুদের হাত থেকে তার মেয়েকে উদ্ধার করে প্লেনে ন্যুইয়র্ক নিয়ে এসেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার দিতে হল ম্যাডক্সকে। ও কিন্তু তোমার ওপর দারুণ ক্ষেপে আছে।

ওই ল্যু কেলী নামের লোকটা ঝাড়া মিথ্যে বলেছে। আসল মাইরা শুমওয়ে এখন এই হোটেলের ওপরতলার ঘরে। ও কখনোই ন্যুইয়র্কে যায়নি।

জুডেন মেয়েটার ফটো বার করে। ফটো দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। মাইরার সঙ্গে এর অদ্ভুত ধরনের মিল।

নিশ্চয় কোথায় একটা গোলমাল আছে। ফটো কখন তোলা হয়েছে?

আজ সকাল এগারোটায়।

আজ সকাল এগারোটায় মাইরা আমার সঙ্গে ছিল।

এরপর মাইরা আসায় বললাম, ইনি সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সীর পল জুডেন।

মাইরা বলে, ফটোর এই সোনালী চুল মেয়েটা বুঝি আমার ভূমিকায় অভিনয় করে লোক ঠকিয়ে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার নিয়েছে?

জুডেন বলে দেখতে তো ঠিক তোমারই মত।

কিন্তু মাইরার চাউনিতে, হাবভাবে একটা বৈশিষ্ট্য একধরনের স্বাতন্ত্র্য আছে, যা ফটোর ওই মেয়েটার হাবভাবে নেই। সচরাচর গণিকাদের মুখে যে ধরনের নিষ্ঠুরতা ও কামভাব মেশানো হাবভাব দেখা যায়, ফটোর ওই মেয়েটার মুখেও তেমনি একটা ভাব।

তাহলে ম্যাডক্স যে বোকা বনেছে এটা জানাজানি হলে খবরের কাগজ ম্যাডক্সকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। তাছাড়া ম্যাডক্সও স্বীকার করবে না যে ও বোকা বনেছে।

এরপর ডক্ অ্যানসেল ও স্যাম বোগল বারে ঢুকল। ওদের পরণে টাকসুট। সোনালী চুলের ওই পতিতা যে মাইরার ভূমিকায় অভিনয় করে তার বাবার যোগসাজসে পুরস্কারের টাকা হাতালো তাকে হাতেনাতে ধরার জন্য মাইরা আমার সাহায্য চাইল।

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, আইডিয়াটা ভালো হলেও লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ পর্যন্ত এইসব অ্যাডভেঞ্চার থেকে আমার বা স্যাম বোগলের বা ডক্ অ্যানসেলের লাভটা কী হয়েছে? গোটাকয়েক অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা আর মানুষের ভাষায় কথা বলা এমন এক কুকুর। টাকাপয়সার কী হবে?

এবার ডক্ অ্যানসেল কথা বলে। আমাদের এখন প্রথম কাজ হবে মাইরার বাবা হ্যামিশ শুমওয়ে এবং যে মেয়েটি ন্যুইয়র্কে মাইরা সেজেছে, ওদের খোঁজ নেওয়া। ওকে চিন্তিত মনে হল, নাগুয়ালে ইন্ডিয়ানদের অলৌকিক ক্রিয়া—প্রক্রিয়া, ব্ল্যাক ম্যাজিক এবং ডাকিনীবিদ্যার মধ্যে নানা অশুভ শক্তি হয়তো ছাড়া পেয়েছে পৃথিবীর বুকে।

মাইরা খিঁচিয়ে উঠে বলে, থামো, তুমি সবসময় ভয়েই মরে যাচ্ছো।

কাল সকালে আমরা ন্যুইয়র্ক যাবো।

।। দশ ।।

ন্যুইয়র্কে পৌঁছে প্রথম তিন দিন কেটে গেল ব্রুকলিনে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে তারপর মাইরার বাবা হ্যামিশ শুমওয়েকে খুঁজতে। তা ওর বাবার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করার ধান্দায় আমি প্রেস ক্লাবগুলোতে ঘুরছি। তৃতীয় রাতে বাড়ি ফিরে যে অভিজ্ঞতা আমার হল তাতে আমি বুঝলাম হয়তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ও মেক্সিকান নাগুয়ালে ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে ডক্ অ্যানসেলের আশংকা ও আতঙ্ক মিথ্যে নয়।

সেদিন রাত্রে আমি একটু বেশি মদ খেয়ে হোটেলে ফিরছি অন্ধকার সিঁড়ি। আলোর সুইচ খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন সিঁড়ি বেয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ছুটে আসছে। একটু পরে কে যেন দরজা খুলে ভেতরে এলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাইরা নাকি? আলো জ্বালতে বললাম তাকে।

কিন্তু একটাও কথা না বলে ও ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠে গেল।

ওর ব্যবহারে রেগে গিয়ে আমি কোনমতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওর বেডরুমের দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোন সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললাম।

দেখি বিছানার ওপরে চড়া রঙের পাজামা পরা মাইরা ঘুমিয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। একটু আগে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ওপরে এলো এখন সে নিথর ঘুমে অচেতন।

চোখে আলো পড়তে ওর ঘুম ভেঙে গেল। আমায় দেখে লজ্জা পেল এবং বিরক্ত হয়ে আমাকে কিছু কটু কথা শোনালো।

গত তিনদিন মাইরাকে দেখে মনে হয়েছিল যে, সে পাল্টে গেছে। ভালো হয়েছে। বোগলের সঙ্গে ঝগড়াও করে না। আর এখন মনে হচ্ছে, মেকসিকোয় ওকে যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনই। ওর বাইরে যাবার পোশাক যেখানে জড়ো করা হয়েছে, সেগুলো ছুঁয়ে দেখি, এখনও গরম।

আমি মাইরাকে জিজ্ঞাসা করি, সে এখুনি বাইরে থেকে এল কিনা?

ও বলে না, আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছি। তার ওই পোশাকটা তো ট্রাংকে ছিল এখানে এল কোথা থেকে?

আমি মাইরাকে ঘুমোতে বলে নিজের বেডরুমে ফিরে আসি। আমি ভাবছি সিঁড়ি দিয়ে যে মেয়ে অন্ধকারে ওপরতলায় উঠলো সে নিঃসন্দেহে মাইরা। কিন্তু অতো কম সময়ের মধ্যে ও ঘুমিয়ে পড়লো কি করে? তবে কি ও ঘুমের ভান করছে?

পরদিন সকালে ডক্ অ্যানসেলের কাছে আমি রাতের সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলি।

অ্যানসেল বলে, এখন আমি নিশ্চিত যে, এটা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ব্যাপার। ওর ভেতরে দুটো ব্যক্তিত্ব। অশরীরী অলৌকিক অশুভ শক্তির খেলা এসব। তুমি ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড নামের কোন উপন্যাস পড়েছো?

হ্যাঁ, কিন্তু এর সঙ্গে তার মিল কোথায়?

অ্যানসেল বলে অনেক মিল আছে। মানুষের অস্তিত্বের শুভ ও অশুভ দিক দুটো ভিন্ন হয়ে গেলে কি হয় ওটা তারই গল্প। তুমি কি জানো যে নাগুয়ালে ইন্ডিয়ান ডাকিনীবিদ্যা বিশারদদের মানুষের শুভ ও অশুভ দিকগুলোকে ভিন্ন করার আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমার ধারণা, মৃত্যু পূর্বে নাগুয়ালে ইন্ডিয়ান ডাকিনীবিদ্যা বিশারদ কুইনটাল মাইরা শুমওয়ের অস্তিত্বের ভালো ও খারাপ শুভ ও অশুভ দিক দুটোকে পৃথক করে বাস্তবের স্বতন্ত্র দুটো রূপ দিয়েছে। দুজনেই দেখতে একরকম। একজনের মধ্যে মাইরার সমস্ত ভালো গুণ। অন্যজনের মধ্যে মাইরার সমস্ত খারাপ দোষ।

আমি বিশ্বাস না করায় অ্যানসেল বলে, আমি যদি তোমাকে পাবলোকে সসেজ বানানোর ঘটনা এবং সেই সসেজ খেয়ে কুকুর মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে একথা বলতাম তুমি কি বিশ্বাস করতে? কিন্তু আজ তুমি এসব কথা বিশ্বাস করো।

হ্যাঁ, কিন্তু মাইরা কি ইচ্ছে করলে সত্যিই দুটে রূপ নিতে পারে?

আমার তাই ধারণা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অশুভ শক্তি আছে, কিন্তু অশুভ বা খারাপ দিকটাকে যদি শুভ বা ভালো দিকটা থেকে পৃথক করে অন্য একটা স্বতন্ত্র রূপ দেওয়া যায়, যাকে আমাদের মধ্যের শুভ বা ভালো দিকটা আয়ত্বে আনতে পারবে না, তাহলে কি হবে। মাইরা এমন কিছুর জন্য শাস্তি পাবে যা সে করেনি। যেমন ওই অশুভ রূপটা যা দেখতে মাইরার মত সে হয়তো কোন অন্যায় করল, যেহেতু ওদের দেখতে এক সেহেতু লোকে ভুল বুঝে শাস্তি দেবে মাইরাকে। পরিস্থিতিটা মাইরার পক্ষে কত বিপজ্জনক, তা বুঝেছো?

লিভিং রুমে গিয়ে দেখি, স্যাম বোগল হ্যাম্ অ্যান্ড এগস-এর অর্ডার দিয়েছে। খাবারের ট্রে নিয়ে স্যাম ওর ঘরে ঢুকল। ফিরে এসে শিস দিতে দিতে খুশীমনে বলে হুইস্কি ও মেয়েটা বকবক করছে।

অ্যানসেল জানতে চায় কেলী নামের লোকটার সন্ধান পাওয়া গেল কিনা।

আমি কফি খেতে খেতে বলি—রেকর্ডারের অফিসে খোঁজ নেব।

এরপর মাইরার বেডরুমে ঢুকে দেখি, মাইরা বিছানায় নেই। ছাদের কাছ থেকে ওর গলার স্বর ভেসে এল—'শুভ মর্নিং বস্'। আমি দেখি মাইরা হাওয়ায় ভাসছে। হাতে বই, ঠোঁটে সিগারেট নীচে নেমে এসে আমরা গলা জড়িয়ে ধরে বললো, আজ সকালে আমার নিজেকে দারুণ হাল্কা লাগছে। এ সেই মাইরা, সে ভালো মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে, সততায় বিশ্বাস করে।

আমি মাইরাকে বলি, ঘণ্টা দুই পরে ম্যাস্ট্রোর রেস্তোরাঁয় এসো। লাঞ্চ খাওয়া যাবে, তবে হুইস্কিকে সঙ্গে এনো না।

।। এগার ।।

রেকর্ডার অফিসের দারওয়ান মারফি জানালো, ওদের মালিক ম্যাডক্স আমায় অফিসে ঢুকতে নিষেধ করেছে। জো-র কাফেয় ডাউডি নামের প্রাক্তন সহকর্মীকে পাঠাতে বলে আমি কাফেয় গেলাম। ওখানে টেলিগ্রাম-এর সাংবাদিক ম্যাকক্যুর সঙ্গে দেখা হল। ও বলল, শুনলাম তোমার চাকরী গেছে?

আমি বললাম, রেকর্ডারের চাকরী গেলেও আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

ম্যাকক্যু চলে গেল। ইতিমধ্যে রেকর্ডারের রিপোর্টার ডাউডি এসে উপস্থিত।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম মাইরার বাবা হ্যামিশ শুমওয়ে কোথায়?

ডাউডি বলল, আমি জানি না। এবং বলল, ম্যাডক্স যদি জানতে পারে যে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছি তাহলে ও রেগে যাবে।

আমি বললাম ম্যাডক্সের মত উজবুকেরা জাহান্নামে যাক। কেলী নামের ওই লোকটার সম্বন্ধে তুমি কি জানো?

ও নাকি, কিডন্যাপারদের হাত থেকে মাইরাকে উদ্ধার করেছে। সুতরাং পুরস্কারের পুরো টাকাটা কেলীর পাবার কথা। তবে ও টাকাটা বাবা-মেয়ের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। তার আগে ও ক্রুগারের কাছে ফোন করেছিল।

আমি বললাম, পেপ্‌পি ক্রুগার?

হ্যাঁ, ও এখন ইটসাইড পলিটিক্সের মস্ত বড় লোক। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের ইউনিয়নের হর্তাকর্তা। ট্যাক্সির মালিকরা ওকে টাকা দিতে বাধ্য। তবে পুলিশ ওকে সন্দেহ করছে।

আমি যখন ওকে চিনতাম, ও রামের চোলাইচালানের ব্যবসা করতো। ও.কে, ডাউডি, খবর জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

ও রেকর্ডার অফিসের দিকে গেল। ফোন গাইড খুলে দেখলাম, ইস্ট সেভেনটি এইট স্ট্রীটে ক্রুগাবের বাড়ি, মানে লোকটার এখন প্রচুর টাকাপযসা।

পেপ্‌পিকে মনে আছে কিনা ওয়েটার উইলিকে জিজ্ঞাসা করলাম। পেপ্‌পিকে আমার জরুরী দরকার।

এই পেপ্‌পিকে একসময় আমি ভালোমতনই চিনতাম। তবে শেষবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হল, তখন ও মার্ডার কেসের আসামী হিসেবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সরকারপক্ষের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীর বক্তৃতা শুনছে। সে যাত্রা বিচার চললো দুদিন ধরে। পেপ্‌পির কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, এবং শেষে জুরীর সদস্যেরা সর্বসম্মতিক্রমে বললো পেপ্‌পি নির্দোষ। চারবার মার্ডার কেসের আসামী হয়ে আদালতে সোপর্দ হয়েছে পেপপি এবং চারবারই বেকসুর খালাস হয়েছে। লোকটা দেখতে যেমন ভয়ঙ্কর, স্বভাব আরও ভয়ঙ্কর। কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠে ঠিকানা বলতেই ট্যাক্সিড্রাইভার বললো—ও তোমার বন্ধু বুঝি? এই পেপ্‌পি ক্রুগার লোকটা আমাদের ইউনিয়নে মাথা গলাবার ফলে ব্যবসার পক্ষে খুব খারাপ হচ্ছে।

পেপ্‌পির বাড়িটা বিরাট। ওক কাঠের ভারী দরজা খুলে সাদা চুল, নীল চোখ, মুখের একদিক কোঁচকানো বুড়ো বাটলার আমায় ভেতরের লাউঞ্জে নিয়ে গেল এবং আমি পেপ্‌পি ক্রুগারের সঙ্গে দেখা করবো বলায় লোকটা এমন একটা ভাব দেখালো যেন আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই দেখা করব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া মিস্টার ক্রুগার কারো সঙ্গে দেখা করেন না আপনি ওঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

ওঁকে বলো, আমি ন্যুইয়র্ক রেকর্ডারের সাংবাদিক রস মিলান। জরুরী প্রয়োজনে এখানে এসেছি।

এরপর এল মহিলা সেক্রেটারী। নাম লিডিয়া ব্রান্ড।

আমি ন্যুইয়র্ক রেকর্ডারের সাংবাদিক রস মিলান কিনা জিজ্ঞাসা করল। এবং জানতে চাইল, মিস্টার পেপ্‌পি ক্রুগারের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইছি কেন?

আমি বললাম কথাটা ওকেই বলবো। মেয়েটি বললো, এক মিনিটের মধ্যে আসছেন।

আমি লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করছিলাম। এবং লক্ষ্য করছিলাম অপরাধী সংক্রান্ত বইয়ের এমন সংগ্রহ কমই দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর ক্রাইম থেকে বিংশ শতাব্দীর ক্রাইম পর্যন্ত। বিষ, মার্ডার ব্ল্যাকমেইল, কিডন্যাপিং, শ্লীলতাহানি এবং ফরেন্‌সিক মেডিসিন সংক্রান্ত সমস্ত বই।

একটু পরেই পেপ্‌পি ভেতরে এল। আমি বললাম কেলী কোথায়?

পেপ্‌পি বলে, ও নামের কাউকে আমি চিনি না। তবে তোমার রেকর্ডারের চাকরী গেছে। তোমাকে একটা চাকরী আমি দিতে পারি। মাইনে সপ্তাহে আড়াইশো ডলার। কেলী ও হ্যামিশ শুমওয়ের ধান্দা ছাড়ো! মেয়েটিকেও ছেড়ে দাও। মেয়েমানুষ মানেই ঝামেলা।

কথাটা যেন আমি জানিনা বা বুঝিনি এমন ভাব করে বললাম, আমার লাঞ্চের ডেট আছে। তোমার কথাটা ভেবে দেখবো এবং পরে জানাবো।

কোন্ রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাব পেপ্‌পি জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম—ম্যান্ট্রোর রেস্তোরাঁয়।

।। বার ।।

ম্যান্ট্রোর রেস্তোরাঁয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাইরা এল। কিন্তু মাইরাকে যেন আমার অচেনা লাগল। ওর হাঁটাচলার ভঙ্গী এবং চোখমুখের ভাবভঙ্গী যেন অন্যধরনের লাগল।

আমি ওকে বললাম, পেপ্‌পি আমাকে আনদাসকার ইলেকশন পাবলিসিটি এজেন্টের চাকরী দিতে চাইছে। চাকরীটা আমি নিতে চাই না।

মাইরা বলে, একটা ভালো চাকরী তোমার দরকার। চাকরীটা তুমি নাও।

ডিনারের পর আমরা সেন্ট্রাল পার্কে গেলাম। মায়েরা ও আয়ারা ভিড় করেছে। বাচ্চারা রোলার স্কেট ওয়াগন স্কুটার ও বাইকে ছুটছে। হ্রদের বুকে অনেক নৌকা। আমরা গাছের ছায়ায় বসলাম। আমি ওর হাত ধরতে গেলে হাত সরিয়ে নিয়ে ও বলল লোকের সামনে বাড়াবাড়ি ভালো নয়। আমি বললাম আমরা বিয়ে করবো? মাইরা বলে যার চাকরী নেই তাকে আমি বিয়ে করব না। তুমি লু আনদাসকার সঙ্গে দেখা করে চাকরীটা নাও।

মাইরার কথামত আমি বলি, বেশ আজ সন্ধ্যেবেলাই দেখা করবো।

আমরা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে ডক্ অ্যানসেল বললো, হুইসকি উধাও।

হয়ত কুকুরটা সঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছে।

আমি স্যাম ও ডক্‌কে সমস্ত খুলে বললাম। ডক্ বললো, লু আনদাসকার সুবিধের লোক নয়।

বোগাল বলে, ও জোর দলের গুণ্ডা ছিল। বন্দুকের চোরাইচালান ছিল ওদের কাজ। একসময় ও মালবেরী পার্কের কাছে থাকতো।

আমি ডক্‌কে বললাম মাইরাকে কোথাও যেতে দিও না, আমি স্যামকে নিয়ে যাচ্ছি।

ব্রুকলিন ব্রিজ এর উত্তরে চায়নাটাউনের একশ গজ দূরে মালবেরী পার্কে বাচ্চাদের জন্য সুইমিং পুল সাওয়ার ও দোলনা আছে। কিন্তু আশপাশের এলাকা বিপজ্জনক। ওল্ড ব্রুয়ারী নামের এক পুরোনো বাড়িতে পঁচাত্তর জন করে লোক এক একটা ঘরে থাকে, নিগ্রো ও শ্বেতকায়, খুন এখানে দৈনন্দিন ঘটনা, মাস্তানদের গ্যাংগুলো দুর্ধর্ষ। বারে গিয়ে স্যাম বোগলের পুরোনো বন্ধু গুড টাইম ওয়াকসীর সঙ্গে দেখা করলাম।

ওকে লু আনদাসকার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলল, ও পেপ্‌পি ক্রুগারের সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করে। বড়লোক। ওদের সঙ্গে অন্য কোন মাস্তানের তুলনা হয় না।

আচমকা রাস্তায় ছুটন্ত একটা কুকুর আমার চোখে আসে। হুইসকি! দেওয়ালের ছায়া ধরে হাঁটছে।

আমি ওদের সচকিত করে রাস্তায় ছুটে যাই।

রাস্তায় দেখি সারি সারি রক্তের ফোঁটা। কুকুরটা আহত? ও গলিতে ঢোকে। ওর পা কেটে গেছে। আমি চীৎকার করে উঠি, হুইসকি। টেক ইট ইজি!

কুকুরটি মানুষের ভাষায় খিঁচিয়ে উঠে বলে, আমায় নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। মাইরাকে

ওরা কিডন্যাপ করেছে। রেস্তোরাঁয় যে মেয়েটি তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল সে মাইরা নয়, অন্য মেয়েটি।

আমি হুইসকির চিকিৎসার ভার স্যামের ওপর দিয়ে আবার 'ওমাকসীর ড্রাইভ' নামের বারের দিকে ছুটি। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ট্যাকসি থামাতেই আমি ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে চলি।

ডক্ অ্যানসেল?

কোন জবাব নেই।

।। তের ।।

সোফার নীচে মাইরার সেই আগুন রং সিল্কের ড্রেস দোমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায়। মেঝেতে রক্তের দাগ। এখনও ভিজে। কিন্তু ড্রেসে ছোরা বা গুলির দাগ নেই। মাইরা কি আহত?

আমি ছুটে ডক্ অ্যানসেলের বেডরুমের দিকে যাই।

মেঝেতে শুয়ে আছে অ্যানসেল। মেঝেতে দেওয়ালে রক্ত। ডকের কোটের সামনেটা রক্তমাখা। মুখটা নীলাভ ধূসর হাতটা ঠাণ্ডা।

আমি ওর গলায় স্কচ হুইসকি ঢালতে ও চোখ খোলে।

মৃত্যুপথযাত্রী ডক্ অ্যানসেল কোনমতে অনেক কষ্ট করে কথা বলে—

সে বলে, যে মেয়েটা আমায় আঘাত করেছে সে মাইরা নয়, মাইরার মত দেখতে সেই অশুভ শক্তি, তুমি চলে যাওয়ার পর ও পালাতে যায়। আমি ওকে বাধা দিলে ও আমাকে আঘাত করে কিন্তু পুলিশ ভাববে মাইরাই হয়তো আমাকে খুন করেছে। বিনা অপরাধে ওর প্রাণদণ্ড হবে। ওকে তুমি বাঁচাও, যদি না তুমি সেই মেয়েটাকে ধরতে পারো, সে মাইরা নয় অথচ মাইরার মত দেখতে! এই খুনের সব প্রমাণ নষ্ট করে দাও, মাইরার ভালো অ্যালিবাই তৈরী করো, চান্দ্র মাসের শেষে অশুভ শক্তির প্রতীক সেই দ্বৈত ব্যক্তিত্ব নিশ্চয়ই মাইরার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। তার আগে তাকে ধরতে হবে।

কথা বলতে বলতে ডকের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। স্যাম যখন ভেতরে ঢুকল, ডক্ অ্যানসেল মরে গেছে।

স্যাম ডকের হাত ছুঁয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

আমি সিটিং রুমে ঢুকে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করি কি করবো, মার্ডার হয়েছে। পুলিশ আসবে মাইরার রক্তমাখা পোশাকটা আগে সরাতে হবে কিন্তু তার আগেই সেটা বোগলের হাতে।

বোগল জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটা কোথায়? ওই ডক্‌কে খুন করেছে। আমি ওকে ছাড়বো না।

আমি স্যামকে বলি, মাইরা খুন করেনি। ডক্‌কে ও পছন্দ করতো, ও কেন ডক্‌কে খুন করবে?

স্যাম বোঝে না। ও বলে মাইরা তো ডকের সঙ্গে ছিল। এখন নেই। মাইরার পোশাকে রক্ত—

ওকে পেপ্‌পি ক্রুগারের দলের গুণ্ডারা কিডন্যাপ করেছে। ডক্ বাধা দিতে যেতে ওকে মেরেছে।

স্যাম বলে পেপ্‌পির মত অত বড়লোক মাইবাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

এই মুহূর্তে ম্যানটলপীসে ঘড়ির ওপর কাৎ করে রাখা একটা সাদা খাম আমার নজরে আসে।

আমি ও স্যাম বোগল দুজনেই ওটার দিকে ছুটে যাই। কিন্তু স্যামের ঘুঁষি আমার কানের নীচে লাগতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জ্ঞান ফিরতে স্যাম আমায় ঠাণ্ডা গলায় বলে তোমার প্রেমিকা মাইরা গুমওয়ে তোমাকে এই চিঠিটা লিখেছে। সে লিখেছে ডক্‌কে বেহুঁশ করে সে পালাচ্ছে। পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। চিঠিটা এখন আমার পকেটে রইল।

আমি স্যামকে বললাম, ডক্ বলেছে, মাইরা নয়, যে মেয়েটা মাইরা সেজে পুরস্কারের টাকা নিয়েছিল, সেই ডক্‌কে খুন করেছে।

স্যাম বলল, গল্পটা তুমি পুলিশকে বোলো।

এরপর আমাদের দুজনের মধ্যে মারামারি হতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরে বাথরুমে মুখ ধুতে ধুতে পুলিশের সাইরেনের শব্দ পাই।

এবার অকুস্থানে এসে পৌঁছোলো পুলিশের হোমিসাইড স্কোয়াডের অফিসার ক্ল্যানসি। সে ডকের মৃতদেহ দেখলো, স্যামের স্টেটমেন্ট নিলো, আমায় বলল—রস মিলান! তোমরা মারামারি করছিলে? মাইরা শুমওয়ে সম্বন্ধে কি জানো তুমি? আমি শুধু পেপ্‌পি ক্রুগারের নাম ছাড়া সব বললাম। শুনে ক্ল্যানসি রেগে গিয়ে আমায় বলল, তোমায় হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।

পুলিশ হেডকোয়াটার্সে যে পুলিশ ক্যাপটেন আমায় প্রশ্ন করলো, তার নাম সামার্স। খুশমেজাজে থাকলে লোকটা ভালোই, কিন্তু কখন রেগে যাবে বলা শক্ত, তবে ক্যাপটেন সামার্স আমায় আগেই চিনতো। আমায় দেখে ও বললো—হ্যালো রস মিলান! তুমি এতো স্মার্ট এত চালাক হয়ে শেষ পর্যন্ত মার্ডার কেসে জড়িয়ে গেলে?

আমি বললাম, ডেডবডি আমি প্রথম দেখেছি এই পর্যন্ত।

সামার্স বলে, তাহলে যে মেয়েটা ওকে খুন করলো সে তোমায় চিঠি লিখলো কেন?

আমি বললাম, মাইরা শুমওয়ে আমাকে চিঠি লেখেনি খুনও করেনি, ওসব করেছে ওর ডুপ্লিকেট সেই বদমায়েস মেয়েটা।

সামার্স বলে আমি ক্ল্যানসির মুখে সব শুনেছি। আমাব সঙ্গে যদি ফাজলামি করো তাহলে ফলটা তোমার পক্ষে ভালো নাও হতে পাবে।

আমি বলি ও-কে, মেয়েটাকে প্রশ্ন করে দেখো।

সামার্স বলে আগে অ্যারেস্ট করি তারপর তো প্রশ্ন করবো, স্যাম বোগলের মুখে শুনলাম মেয়েটা নাকি তোমার গার্লফ্রেন্ড?

যেহেতু ওই ডক্ অ্যানসেলের সঙ্গে স্যাম খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, ডক্ খুন হওয়ায় ও রেগে গেছে। ওর ধারণা মাইরা ডক্ অ্যানসেলকে খুন করেছে। মাইরা যাতে শাস্তি পায়, সে জন্যে ও সব কিছু বলতে পারে। আমি তো বলছি মাইরা আদৌ অ্যানসেলকে খুন করেনি।

একথা তুমি একাই বলছো। অথচ মেয়েটা চিঠিতে লিখেছে ও নিজে খুন করেছে। ছোরা মেরেছে। ছোরায় ওর আঙুলের ছাপ এবং ওর মাথায় সোনালী চুলের একটা গুচ্ছ আমরা ডকের কোটে পেলাম।

যে সমস্ত ঘটনা ক্ল্যানসিকে বলেছি, সেগুলোই ক্যাপটেন সামার্সকে বলায় ও কুকুরটির কথা জিজ্ঞাসা করল।

আমি বললাম হস্‌পিটালে, তার মাথায় আঘাত লাগার পর থেকে ও আর মানুষের মত কথা বলছে না। এখন কুকুরের মতই চেঁচাচ্ছে।

সামার্স ক্ল্যানসিকে বলে কুকুরটার খোঁজ নিতে।

ক্ল্যানসি চলে গেছে। হঠাৎ আমার মনে পড়লো পুলিশ ক্যাপটেন সামার্স তার এক মাসের মাইনে তাদের জুয়োয় বাজি রাখে। ওকে লোভ দেখাবার জন্য আমি বললাম, আমায় দু'সপ্তাহ সময় দাও। আমি মেয়ে দুটোকে তোমার সামনে হাজির করবো। খবরের কাগজে যেন কিছু ছাপা না হয় এবং স্যাম বোগলকে দু'সপ্তাহ আটকে রাখলে আমার সুবিধা হয়।

সামার্স বলল, দু সপ্তা নয় এক সপ্তা। তুমি আমার অনুমতি ছাড়া শহর ছেড়ে যাবে না।

ক্ল্যানসি ফিরে এসে আমাকে বলল, ম্যাডক্স তোমায় অফিসে যেতে বলেছে।

পুলিশস্টেশন থেকে বেরিয়ে সামনে ট্যাক্সি দেখে থামিয়ে উঠে পড়ি। তারপর খেয়াল করি ট্যাক্সির ভেতরে একটি মেয়ে বসে আছে। আমি নামতে যাবো ঠিক সেই সময় অটোমেটিক পিস্তল উঁচিয়ে ক্রুগারের সেক্রেটারী মিস লিডিয়া বলে বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। অগত্যা আমায় বসতে হয়। মেয়েটি বলে, মিস্টার ক্রুগার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

আমি বলি, আমি যদি এখন পেপ্‌পি ক্রুগারের সঙ্গে দেখা করতে যাই, পুলিশও সেটা জেনে যাবে, কারণ এই মুহূর্তে পুলিশের কালো গাড়ি এই ট্যাক্সিকে অনুসরণ করছে।

লিডিয়া ব্রাড ঘাড় ফিরিয়ে ট্যাক্সির পেছনে ছোট জানলা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করল এবং

আমি সেই অবসরে অটোমেটিক পিস্তল অনায়াসে ওর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললাম,

ড্রাইভার আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে গাড়ি নিয়ে চলো।

পুলিশের কালো গাড়িতে সত্যিই পেছন পেছন আসছে ক্ল্যানসি,

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ট্যাক্সি থামলে লিডিয়া ব্রান্ডকে বললাম সোজা আমার ঘরে যাও কোন চ্যাঁচামেচি নয়।

রোগাপটকা ছোকরা ড্রাইভারকে আধ ডলার দিয়ে বললাম, যাও পেপ্‌পিকে বলো, আমরা একটু পরে যাচ্ছি।

ঘরে ঢোকবার সময় খেয়াল হল, কালো গাড়িটা বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল এবং পুলিশ অফিসার ক্ল্যানসিকে লহমার জন্যে গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে তাকাতে দেখা গেল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে লিডিয়াকে বললাম অ্যানসেল খুন হয়েছে। তোমাদের যোগসাজসে মাইরা সেজে যে মেয়েটি মাইরার বাবার সাহায্য নিয়ে রেকর্ডার-এর মালিক ম্যাডক্সের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার হাতিয়ে নিয়েছিল সেই ছোরা মেরে ডক্ অ্যানসেলকে খুন করেছে।

লিডিয়ার চোখে মুখে রাগের ছাপ। কিন্তু ও নরম গলায় বলল—

ডক্ অ্যানসেলকে মাইরা শুমওয়েই খুন করেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাইরা কোথায়?

মেয়েটি বলল, মিস্টার ক্রুগারের কাছে।

অন্য মেয়েটি?

তার অস্তিত্ব নেই।

আছে। পেপ্‌পি ক্রুগার মাইরাকে নিয়ে কি করতে চাইছে?

তা বরং ওর মুখেই শুনো।

আনদাসকার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে তাকে সমর্থন করছে পেপ্‌পি। কিন্তু আনদাসকার-এর সঙ্গে এইসব ব্যাপারে যোগাযোগটা কোথায়?

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তার উল্টোদিকে সাদা পোশাক পরা পুলিশ খবরের কাগজ পড়ার ভান করে মুখ ঢেকে আছে। আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখাই ওর কাজ।

যদিও মেয়েদের মারধোর করা আমার আদৌ পছন্দ নয় তবু এক্ষেত্রে কাজটা না করে আমার অন্য কোন উপায় ছিল না।

লিডিয়ার চোয়ালে আমি ডান হাতের ঘুঁষি মারলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো। বাথরুম থেকে অ্যাডহেসিভ টেপের একটা রোল এনে ওর হাত ও গোড়ালিতে আঁটলাম, ওর মুখে আমার সেরা সিল্কের রুমালটা গুঁজে দিয়ে ভাবতে বসলাম ঃ এবার কী করা যায়?

পেপ্‌পি যেমনি জানবে যে, ওর সেক্রেটারী লিডিয়া ব্রান্ডকে আমি আমার ঘরে আটকে রেখেছি তাহলে ও মরিয়া হয়ে এখানে একজন গুণ্ডা পাঠাবে। কিন্তু তার আগে যে লিডিয়া ব্রান্ডকে এখান থেকে সরাবো তারও কোন উপায় নেই। কারণ, সামনের দরজার মুখোমুখি এবং বাড়ির পিছনের গলিতে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তবে এটুকু সান্ত্বনা যে, এই পুলিশ পাহারার মধ্যে এখানে একজন গুণ্ডা পাঠানো কিছুতেই পেপ্‌পি ক্রুগারের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি ওপরের তলায় মাইরার ঘরে ঢুকে দেখলাম এককোণে মাইরার চেহারার আদলে তৈরী ইভনিং ড্রেস পরা ডামী যা দাঁড়াতে বা বসতে পারে, মূর্তিটা বেশি ভারি নয় ম্যাজিক দেখাবার সময় এই মূর্তিটাকে মাইরা কাজে লাগাতো। মূর্তিটা দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল, আমি ডামী-টাকে তুলে এনে লিডিয়ার পাশে শুইয়ে দিলাম।

তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, যে পুলিশটা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে আছে সে আমার অচেনা। তার মানে, পুলিশটাও আমায় আগে কখনো দেখেনি। আমার চেহারার ও পোশাকের বর্ণনাই শুধু ও শুনেছে।

ঘরে ঢুকে পোশাক বদলে হাল্কা রঙের স্যুট পরে মস্ত বড় হ্যাট মাথায় চাপিয়ে চোখ পর্যন্ত নামিয়ে নিলাম। তারপর বিছানা থেকে চাদর দুটো তুলে নীচের তলার ঘরে গিয়ে দেড় ফুট ব্যাস টেবিলটার দুটো গা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে লিডিয়ার পায়ের সঙ্গে টেপ দিয়ে আঁটলাম। অন্য

দুটো পা আঁটলাম ওর অর্ধনগ্ন শরীরের সঙ্গে। জুতোজোড়া লম্বা স্ক্রু দিয়ে টেবিল টপে এঁটে জুতোর ওর পা গলালাম, চাদরটা দিয়ে ওকে জড়িয়ে কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। এবার আর বোঝা যাচ্ছে না কোনটা ডামী, কোনটা লিডিয়া। এভাবে দুজনকে দুকাঁধে নিয়ে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কার্যত দেখা গেল লোকটি গুটিগুটি আমার দিকে আসছে। আমি ট্যাক্সি ডাকলাম। ঠিক সেই সময় আর একটা পুলিশ ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে পাঁচ ডলারের নোট দেখিয়ে বললাম, অফিসার একটু সাহায্য করবেন?

টাকাটা ওকে দিয়ে আমি বললাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বসিকতা করার ধান্দা আছে। এই দুটো মেয়েমানুষ ডামী ওর বিছানায় চাদর ঢেকে রেখে আসবো। ওর বৌ ভীষণ দজ্জাল আর হিংসুটে ; ডামী দুটোকে সত্যিকারের মেয়েমানুষ ভেবে যা একখানা কাণ্ড বাঁধাবে না।

পুলিশটি এমন হাসতে লাগল যে, তার রগের শিরা ছেঁড়ার জোগাড়।

লোকটা তো হাসছে, কিন্তু আমি ভাবছি লিডিয়া যদি এখন জ্ঞান ফিরে নড়াচড়া করে তাহলে আমার হালটা কী হবে।

অফিসার আমায় একটু সাহায্য করুন বলে আমি ডামীটা ঘাড়ে চাপালাম।

আমরা ট্যাক্সির সামনে এগোচ্ছি সেই সময়, সেই যে সাদা পোশাকের পুলিশ যে আমার গতিবিধির দিকে নজর রাখার জন্য বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছে, সে এসে বীটের পুলিশকে বললো—ব্যাপারটা কি?

পেট্রলম্যান পুলিশটি বলে, আরে? ওঃ, হাবা যে? আমার বীট এর সময় তুমি কেন?

সাদা পোশাকের পুলিশটি বলে আমার স্পেশ্যাল ডিউটি।

পেট্রলম্যান পুলিশটি সাদা পোশাকের পুলিশ অর্থাৎ গোয়েন্দা পুলিশটাকে বসিকতা করে বলল, আমি এই ভদ্রলোককে দুজন সুন্দরী যুবতীকে কিডন্যাপ করতে সাহায্য করছি।

গোয়েন্দা পুলিশটা বলে, কিডন্যাপিং একটা ক্রাইম, তুমি কি বলতে চাইছ।

পেট্রলম্যান পুলিশটি হেসে বলে, এ দুটো মেয়েমানুষ নয় ডামী?

গোয়েন্দা পুলিশটি বলে ডামী? তুমি কি করে জানলে, এগুলো ডামী।

এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি বেঁধে যায়, প্রায় মারামারি বাঁধবার উপক্রম।

এরপর আমি এবার ডামীটা হারার দিকে বাড়িয়ে বললাম এই অফিসারকে বললাম, ডামী দুটো ট্যাক্সিতে তুলতে সাহায্য করতে। গোটা পুলিশ ফোর্সকে তো ডাকিনি।

হারা ডামীটা টিপে টিপে দেখে মুখটা উঁকি মেরে দেখে বললো ডামিই বটে। তবে এটা তোমার অদ্ভুত ধরনের রসিকতা।

ঠিক এই সময় মুখবাঁধা লিডিয়া চাদরের আড়াল থেকে বিশ্রী চাপা আওয়াজ করলো।

আমি বললাম শশা খেয়েছিলাম। পেটে গ্যাস হয়েছে তারই গুড়গুড় শব্দ।

হারা অন্য ডামীটা দেখতে চাইলো।

আমি বললাম ইয়ার্কি পেয়েছো? তোমাকে খুশী করার জন্যে এটারও প্যাকিং খুলতে হবে?

কিন্তু হারা নাছোড়বান্দা, ডামীটা না দেখে কিছুতেই ছাড়বে না, নইলে থানায় যাবে।

ঠিক এই মুহূর্তে ওয়েস্ট গেট দিয়ে আর একটা লোক বেরিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। হারা এক লহমা দেখেই সেই লোকটার পেছনে ছোটে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পেট্রলম্যান পুলিশকে আরও পাঁচ ডলার টিপ্‌স দিয়ে আমি বলি,

হারা আসার আগেই আমি বরং পালাই।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম ওয়েস্ট ফরটিফোরে যাব, তাড়াতাড়ি চালাও, ট্যাক্সি জোরে ছুটে চলতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

।। পনের ।।

পেপ্‌পি ক্রুগার এর বাটলার দরজা খুলে আমায় দেখে খুব একটা অবাক হল না।

বললো, মিস্টার ক্রুগার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি লাইব্রেরীতে বসুন, উনি এক্ষুনি আসবেন।

একটু পরে পেপ্‌পি স্বয়ং এসে উপস্থিত।

সে জিজ্ঞাসা করল, লিডিয়া কোথায়? আমি বললাম, মাইরা কোথায়?

মাইরাকে তো তুমি মার্ডার কেসে ফাঁসিয়েছো। আমি মাইরাকে চাই, তুমি চাও লিডিয়াকে। রাজি?

কিন্তু মাইরা পালিয়ে গেছে।

তাহলে লিডিয়াও পালাবে।

পেপ্‌পি আমাকে বলে, পুলিশ মাইরাকে খুঁজছে। ওকে নিয়ে তুমি কি করবে?

আমি বললাম, আগে ওকে দাও। তারপর দেখা যাবে।

সেই মুহূর্তে দরজা খুলে লিডিয়া ব্রান্ড ভেতরে ঢুকল।

আমি হতভম্ব ভাব কাটিয়ে বললাম, এসো, তোমার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল।

পয়েন্টেড জুতো দিয়ে লাথি মারলো লিডিয়া। সূঁচালো জুতোর প্রথম লাথি লাগলো আমার পায়ে দ্বিতীয়বার লাথি মারতে আসতে পা ধরে ওপর দিকে হ্যাঁচকা টান দিলাম ও দড়াম করে মেঝেয় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে ঘুঁষি মারলো চোয়ালে, আমি টেবিল সমতে উল্টে পড়লাম। উঠে দাঁড়াতে পেশীবহুল লম্বাচওড়া চেহারার পুরুষ বললো—'আমার নাম ল্যু'।

লিডিয়া তার বস্ পেপ্‌পি ক্রুগারকে সমস্ত ঘটনা বললো এবং সবশেষে কিভাবে ওকে একটা ফাঁকা গুদামের ওপরতলায় রেখে এসেছিলাম, সেখানে কিছু মাস্তান মাল টানতে টানতে এসে ওকে দেখতে পেয়ে বাঁধন খুলে দেয় বটে, কিন্তু ব্রা-প্যান্টি পরা মেয়েমানুষকে দেখে ওরা ফূর্তি করতে ছাড়েনি একথাও পেপ্‌পিকে বলল।

পেপ্‌পি ওকে যেতে বলল। এখন রসের সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। ল্যু তুমি শুধু ওর ওপর নজর রাখো। বাড়াবাড়ি করলে প্যাঁদাবে।

আমি বসলাম, পেপ্‌পি বললো তোমার গার্লফ্রেন্ড মাইরা শুমওয়ে এবং ওর ডুপ্লিকেট সেই বদমায়েস মেয়েটাকে আমিই আটকে রেখেছি। মাইরা এম, ওয়াই, আর এ ভালো মেয়ে। তার মত দেখতে অথচ তার উল্টো স্বভাবের মেয়ে—নামটা উল্টে দাও—এ, আর, ওয়াই, এম আরিম। অ্যানসেল ঠিকই বলেছিল যে, নাগুয়ালে ইন্ডিয়ান ডাকিনীবিদ্যার প্রভাবে মেয়েটির ভেতরের ভালো ও মন্দ অস্তিত্ব দুটো ভিন্ন ব্যক্তিত্বের রূপ নিলো। কেলী এবং হ্যামিশ শুমওয়ের সাহায্য নিয়ে আরিম ম্যাডক্সের দেওয়া পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার হাতিয়ে নিলো। তারপর পার্টনার কেলীকেও ঠকালো। কেলী আমার সাহায্য চাইল কিন্তু মেয়েটাকে আমার পছন্দ হওয়ায় আমি কেলীকে খতম করলাম। মেয়েটার বাবা হ্যামিশ শুমওয়ে টাকার শেয়ার না পেয়ে চেঁচামেচি করায় সামান্য কিছু টাকা দিলে সেও সরে পড়ল। মেকসিকোর সমস্ত ঘটনা আরিম আমায় বলল। প্রথমে অবিশ্বাস মনে হলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হল। ল্যু আনদাসকার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে। কয়েক মাস আগে বেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ও একটা কেলেংকারী বাঁধিয়েছিল। সেইসময় ঘটনাচক্রে রেকর্ডার-এর একজন ফটোগ্রাফার ল্যু আনদাসকারের কয়েকটা ফটো তোলে-এর ইলেকশনের মাত্র তিন দিন বাকি। ম্যাডক্সকে আমি ওই ছবিগুলোর বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে চেয়েছি কিন্তু ও রাজি হয়নি। ও বলেছে ল্যু ইলেকশনে জিতলে দেশের অনেক ক্ষতি হবে। সুতরাং ইলেকশনের ঠিক আগেরদিন ম্যাডক্স ছবিগুলো তার কাগজে ফলাও করে ছাপাবে। এখন একটাই পথ, লু-র ওই জঘন্য ছবিগুলো ম্যাডক্সের হেফাজৎ থেকে চুরি করা। আর আমার ধারণা একমাত্র তুমিই এ কাজ পারবে। আরিমের পরামর্শ মত তোমাকে ব্ল্যাকমেল করার এটাই ছিল পথ, মাইরাকে কিডন্যাপ করা হবে। এবং তোমায় বলা হবে যে তুমি যদি ওই ফটো চুরির কাজটাতে গররাজী হও তাহলে মাইরাকে খুন করা হবে। তুমি বললে, মাইরার সঙ্গে তুমি ম্যাস্ট্রোর রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাবে। তখন মাইরাকে কিডন্যাপ করার জন্য আমি ল্যুকে পাঠালাম, এবং মাইরার জায়গায় তোমার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় দেখা করল আরিম। কিন্তু আরিম মাইরা সেজে তোমাদের অ্যাপার্টমেন্টে গেল। তুমি ও স্যাম বোগল অ্যাপার্টমেন্টে আরিম ও ডক্ অ্যানসেলকে রেখে আনদাসকার খোঁজে গেলে, তখন আরিম-এর চালচলনে কোন কারণে ডক অ্যানসেলের সন্দেহ

হল যে, মেয়েটা মাইরার মত দেখতে হলেও আসলে ও মাইরা নয়। আমার সাগরেদরা মাইরাকে কিডন্যাপ করতে গেলে বাধা দিতে গিয়ে কুকুরটা আহত হয়, তবু সে মাইরাকে অনুসরণ করে ছোটে। হুইসকি উধাও দেখে ডক্ অ্যানসেলের সন্দেহ আরও বাড়ে। সে আরিম-এর সঙ্গে ঝামেলা বাধাতে গেলে আরিম তাকে খুন করে। কাজটা সে খারাপ করেছে। কিন্তু এতে আমার লাভ হয়েছে এখন ম্যাডক্স আবার তোমায় চাকরী দিতে চাইছে, তুমি চাকরীটা নেবে এবং ম্যাডক্সের হেফাজৎ থেকে আনদাসকারের ফটো চুরি করবে। নাহলে আমি মাইরাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। আর তার ফল কি হতে পারে তা তো তোমার জানা। এবার বলো, এই প্রস্তাবে তুমি রাজি কিনা।

একটা শর্তে। আরিমকেও আমার হাতে তুলে দিতে হবে। নাহলে কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না, যে ডক্ অ্যানসেলকে মাইরা খুন করেনি।

পেপ্‌পি তাতে রাজি হয়। আমি মাইরার সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ায় পেপ্‌পি আপত্তি জানায়। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমি রেকর্ডার-এর অফিসে পৌঁছে গেলাম। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি ওর পার্সোন্যাল সেক্রেটারী হ্যারিয়েট ওকে সামলাচ্ছে। হ্যারিয়েট আমার বান্ধবী। আমাকে দেখে ম্যাডক্স চেয়ার থেকে লাফাতে যেতেই হ্যারিয়েট ওকে চেপে বসিয়ে দিয়ে বলে আপনি চেঁচামেচি করলে মিস্টার রস আপনাকে সাহায্য করবেন কি করে?

ম্যাডক্স বলে ওর জন্য আমার পঁচিশ হাজার ডলার জলে গেছে।

আমি ম্যাডক্সকে বোঝাই, দোষটা আমার নয়। জুডেনকে জিজ্ঞাসা করুন, ওরা আপনাকে বোকা বানিয়েছে।

ম্যাডক্স বলে, ভাসন্ত মেয়েমানুষ, মানুষের ভাষায় কুকুর কথা বলছে, মানুষ সসেজ হয়ে গেল এইসমস্ত গাঁজাখুরী আমি বিশ্বাস করিনা।

কিন্তু আমি আনদাসকার ব্যাপারে কথা বলতে চাই।

ক্রুগার চায়, ফটোগুলো আপনি যেন না ছাপান। আপনি গররাজী হলে মাইরার প্রাণদণ্ড হবে।

ম্যাডক্স রেগে গিয়ে বলে, এদেশের প্রত্যেক পুরুষ, মেয়েমানুষ ও বাচ্চার প্রাণদণ্ড হলেও ফটোগুলো আমার কাগজে ছাপা হবে।

আমি তখন সমস্ত ঘটনা ম্যাডক্সকে খুলে বললাম। হ্যারিয়েট পর্যন্ত আমার কথাগুলো বিশ্বাস করছে বলে মনে হল না।

ম্যাডক্স বললো—এই সপ্তাহ শেষ হবার আগে আমি তোমায় পাগলাগারদে পাঠাবো।

ঠিক তখনই দরজায় ধাক্কা শোনা গেল।

সম্মতি পেয়ে ভেতরে এল রেকর্ডারের অফিসের দারোয়ান মারফি। দারোয়ানের মুখ ফ্যাকাশে, যেন ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

ও বললো, স্যার আমি দুঃখিত, চাকরীটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কুড়ি বছর ধরে আমি চাকরী করছি, চাকরীটা ছেড়ে দিলে আমার বৌ রেগে যাবে আমি জানি কিন্তু এছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। একটু আগে আমি শুনলাম বিরাট বড় একটা কুকুর মানুষের গলায় মানুষের ভাষায় যেন আমায় বললো তুমি রোজ মোজা বদলাও না কেন?

আমি চেঁচিয়ে উঠি ওই কুকুরটাই হুইসকি।

রেকর্ডার অফিসের বাইরে হুইসকিকে পেলাম না।

ট্যাক্সি করে অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে দেখলাম হুইসকিও রাস্তা ধরে হাঁটছে।

ট্যাক্সি থামিয়ে ওকে তুলে নিলাম। ওর মাথায় ঘা এখনও পুরো সারেনি।

আমি হুইসকিকে বললাম—তুমি মানুষের ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ায় আমি আনন্দিত।

হুইসকি বললো ওসব কথা থাক, মাইরা কোথায় আছে আমি জানি।

আমি বললাম—আমিও জানি। পেপ্‌পির কাছে। আমি সব খুলে বললাম হুইসকিকে ।

হুইসকি বললো আনদাসকার কেচ্ছার ফটো নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। ওয়াকসীর জয়েনটের সামনের দিকের ঘরে মাইরাকে আটকে রাখা হয়েছে। ওকে উদ্ধার করে

পেপ্পিকে পুলিশের হাতে তুলে দাও।

আমি ড্রাইভারকে বললাম আমরা মালবেরী পার্কে যাবো।

ড্রাইভার গাড়ির দিক পরিবর্তন করলো। গাড়ি চলেছে, মালবেরী পার্ক-এর দিকে।

উলফহাউন্ড হুইসকি আমাকে বোঝাচ্ছে মাইরাকে কারা কখন কিডন্যাপ করেছে এবং সে কিভাবে আহত হয়েছে।

যাই হোক মাইরাকে ওরা ওপর তলার ঘরে আটকে রেখেছে।

নিচের তলায় কাউন্টারে বসে ঝিমোচ্ছিল এক রোগাপ্যাটকা ছোকরা। আমায় দেখে বললো ওয়াকসী বাইরে গেছে। আমি বললাম, আমি তাহলে দরজার কাছে এই বাক্সটার ওপর বসে অপেক্ষা করি। একটু পরে ছোকরা ঘুমুলে নাক ডাকার শব্দে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। আমার লাথিতে তালাবন্ধ দরজা খুললো। ভেতরে ঢুকে দেখি হাত পা বাঁধা ব্রা ও প্যান্টি ছাড়া সম্পূর্ণ নিরাবরণ মাইরা বিছানায় শুয়ে আছে। আমি ওর বাঁধন খুলে দিলাম।

টেবিলের ওপর অদ্ভুত যন্ত্র। দুটো স্প্রিং হাত একটা কুড়ি লম্বা চেন, চাকা। আমি ওটা ছুঁতেই মাইরা চেঁচিয়ে ওঠে ছুঁয়োনা। ওটা মানুষ ধরার ফাঁদ। ততক্ষণে হাতকড়া আমার হাতে সেঁটে বসেছে।

হঠাৎ দেখি মাইরার মুখভঙ্গী বদলে গেল। ওর চোখে ভেসে উঠল আতংক। ও ফিসফিস করে বললো—আমার কি যেন হচ্ছে। আমি দেখলাম মাইরার শরীর ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং অস্পষ্ট সেই অদ্ভুত শরীর থেকে ছায়ার মত উঠে এল একটা ছায়ামূর্তি। ক্রমশঃ দুটো ছায়াশরীরই আমার বিস্ফারিত দুটো চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এরপর আমাকে নিয়ে মাইরা ও আরিমের মধ্যে তর্কবিতর্ক হতে থাকে।

এরপর আরিম অদৃশ্য হয় এবং পরমুহূর্তেই ভেতরে ছুটে আসে পেশাদার গুণ্ডা ল্যু। মাইরা হঠাৎ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ছাদের দিকে উঠে গেল। আমার আর ল্যুর মধ্যে মারামারি হয়। হঠাৎ ল্যু দেখে যে, ওর মাথার ওপরে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মাইরা ওর চুল ধরে টানছে, ভয়ে ও যন্ত্রণায় ল্যু অজ্ঞান হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে ওর সঙ্গীসাথীরা ছুটে আসছে। ততক্ষণে মাইরা জানলা দিয়ে ভেসে জানলার ঠিক বাইরেই আমার হাত ধরে। অনেকগুলো বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে ভেসে শেষে আমরা সাবধানে প্রায় জনহীন এক গলিতে নামলাম।

গলির শেষে ট্যাক্সি দেখে ট্যাক্সি থামিয়ে আমরা উঠছি, ঠিক সেই সময় ছুটে এসে ট্যাক্সিতে উঠল হুইসকি, ট্যাক্সি চলতে শুরু করে।

।। সতের ।।

ড্রাইভার জানতে চায় কোথায় যাবো?

আমি বলি ট্যাক্সি চালাতে থাকো। পরে বলছি।

মাইরা ও হুইসকি পরস্পরকে আদর করতেই ব্যস্ত।

মাইরা ব্রা ও প্যান্টি কেনার কথা বললে আমি বলি, পুলিশ তোমাকে খুনের আসামী হিসাবে খুঁজছে। কেউ যদি বলে ওরা সোনালী চুল যুবতীকে একটা উলফহাউন্ড কুকুরের সঙ্গে দেখেছে তাহলে ওরা বুঝে যাবে যে, তোমার কথা বলা হচ্ছে। ওরা আমাদেব ফলো করবে।

তোমাকে এমন জায়গায় রাখতে হবে, যেখানে তুমি পুলিশের নজরে আসবে না। তারপর আরিম অর্থাৎ তোমার মত দেখতে সেই অন্য স্বভাবের যুবতীকে ধবে নিয়ে যেতে হবে পুলিশের কাছে।

মাইরাকে কোথায় রাখা যায়, সেকথা ভাবতে ভাবতে প্রথমে আমার মনে পড়ে রেকর্ডারে আমার সহকর্মিনী ও বান্ধবী হ্যারিয়েটের কথা। ওকে ফোন করতে হবে।

ড্রাগস্টোরের বাইরে ট্যাক্সি থামলো। আমি ড্রাগস্টোরে ঢুকে টেলিফোন বুথ থেকে রেকর্ডার অফিসে ফোন করতে ওদের টেলিফোন অপারেটর বললো ঃ হ্যারিয়েটকে ডাকা যাবে না, ও মিস্টার ম্যাডক্সের ঘরে আছে।

আমি বলি খুব জরুরী। হ্যারিয়েটের ফ্ল্যাটবাড়িতে আগুন লেগেছে। ওর বাবা ছাদে আটকে

পড়েছে।

মিস্টার ম্যাডক্সের সঙ্গে হ্যারিয়েটের কথাবার্তা শেষ হলে আমি হ্যারিয়েটকে নিশ্চয়ই এসব জানাবো বলে ফোন ছেড়ে দিল, টেলিফোন অপারেটর মেয়েটা বোধহয় আমার কথা বিশ্বাসই করেনি।

খুচরো পয়সা আনাব জন্য আমায় ফোনবুথ ছেড়ে যেতে হয়েছিল।

ফিরে এসে আবার আমি বুথে ঢুকে ফোন করি এবং টেলিফোন অপারেটরকে বলি তুমি যদি মিস হ্যারিয়েট হ্যালিডেকে লাইনে না দাও কোন অন্ধকার রাতে আমি তোমায় দেখে নেবো।

মেয়েটা বলে, তাহলে একটা ডেট হয়ে যাক। আজকাল রাত যথেষ্ট অন্ধকার হয় না। আজ রাতে যাবো? কাল তো পূর্ণিমা—

কার্ল পূর্ণিমা? তারিখটা কতো?

তোমার জাহাজডুবি হয়েছিল বুঝি? ৩১শে জুলাই—

তারিখটা শুনে আমি আঁৎকে উঠি। ডক্ অ্যানসেল বলেছিল যে, নাগুয়ালে ইন্ডিয়ান ডাকিনীবিদ্যা বিশারদ ও ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান কুইনটাল মাইরার মধ্যে যেসব অলৌকিক পরিবর্তন এনেছিল, পূর্ণিমার দিন তা কেটে যাবে। এখন দেয়াল ঘড়িতে সওয়া পাঁচটা বেজেছে। আব সাত ঘণ্টার মধ্যে আমায় সবরকম ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

রেকর্ডার অফিসের টেলিফোন অপারেটর বলছে—

মিস হ্যালিডে মিস্টার ম্যাডক্সের সঙ্গে কথা সেরে এসেছে। ওকে লাইন দিচ্ছি।

হ্যারিয়েটের বুদ্ধি আছে। আমি শুরু করতেই ব্যাপার বুঝে নিয়ে ওর বাড়ি কোথায় কিভাবে ঢুকতে হবে সব বলে দিল। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বুথ থেকে বেবিয়ে বাইরে এলাম। দেখি ট্যাক্সিতে কুকুর একা মাইরা নেই।

আমি হুইস্কিকে মাইরা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় ও বলল—

রস, সাবধান পুলিশ এসেছে।

মাইরা ওই দোকাকে ব্রা আর প্যান্টি কিনতে গেল। কোন যুক্তি শুনল না, রাস্তার কোণার পুলিশটা ওকে দেখে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে রায়ট স্কোয়াড় ডাকলো। এখন ওই দোকানে ঢুকেছে পুলিশ।

দেখি রাস্তার ওপবে একটা দোকানের শো কেসে ব্রা ও প্যান্টি দেখতে ব্যস্ত দুজন পেট্রলম্যান পুলিশ। ওরা আমাকে দোকানে ঢুকতে বাধা দিলো না ভেতরে ঢুকেই হোমিসাইড স্কোয়াডের ক্ল্যানসির সঙ্গে দেখা। আমি হেসে বললাম—

মিসেসের জন্য ব্রেসিয়ার কিনছিলে? ক্ল্যানসি রেগে ফুটে উঠে আমাকে বলে, মেয়েটা কোথায়?

আমি ক্ল্যানসির সঙ্গে রসিকতা করি।

ক্ল্যানসি রেগে যায়। বলে, মাইরা খুনের আসামী। তাকে আমরা খুঁজছি। সে এই দোকানে ঢুকল। তারপর উধাও হয়ে গেল। সে তার সঙ্গী সাথীদের হুকুম দেয় দোকানটা ওলটপালট করে খোঁজার জন্য।

এবার দোকানের ম্যানেজার ছুটে এসে বাধা দেয়। বলে আমি ড্রেসিংরুমে পুলিশদের ঢুকতে দিতে পারি না। আমার কাস্টমার মহিলারা কিছুতেই এটা সহ্য করবে না।

এই নিয়ে ক্ল্যানসির সঙ্গে তার তর্ক বাধে। ক্ল্যানসি বলে, তোমার মহিলা কর্মচারীদের ওইসব ড্রেসিংরুমে পাঠাও এবং প্রত্যেকটি মহিলা কাস্টমারকে ড্রেসিংরুম থেকে বেরোতে বলো।

অগত্যা ম্যানেজার প্রত্যেকটি ড্রেসিংরুমে মহিলা কর্মচারী পাঠালেন। ফলটা হল অদ্ভুত। দুজন মহিলা উলঙ্গ অর্ধউলঙ্গ, চাদর ঢাকা, র‍্যাপারজড়ানো—'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গীতে ড্রেসিংরুম থেকে বের হয়ে এসে ক্ল্যানসিকে গালাগাল শুরু করলো। মাইরা ওদের মধ্যে নেই। ক্ল্যানসির তো পাগল হবার জোগাড়।

এদিকে মাইরা কালো ব্রা ও কালো প্যান্টি পরে মডেল সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

একজন সেলসগার্ল এগিয়ে এসে শ্রীমতী মাইরার বাহুতে হাত রেখেই চমকে উঠলো। আমি

স্যাম বোগল কাঁদছিল। কারণ সে এটা চায়নি।

।। আঠার ।।

হাসপাতালে অপেক্ষা করছিলাম ক্ল্যানসি, সামার্স, হুইসকি বোগল এবং আমি। কয়েকজন পুলিশ স্যাম বোগলের ওপর নজর রেখেছে। ক্ল্যানসির কাছে সব শুনে পুলিশ ক্যাপটেন সামার্স হেলস আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং বলে আরিমকে যদি তুমি ধরতে চাও তাহলে আমার সম্মতি আছে।

আমি বলি, কিন্তু এখন আমার আরিমকে ধরার উৎসাহ নেই, মাইরার জীবন সংশয়, ওর কাছে থাকতে পারলেই আমি খুশী। এইসময় ডাক্তার বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে মিস্টার্ মিলান কে?

মিলান বলে আমি, মাইরা কেমন আছে?

ভালো নয়। ও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল। আমার ধারণা, ও বাঁচবে না।

আমি ডাক্তারকে অনুরোধ করি ওকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু ডাক্তার বলে আমাদের যতটুকু করবার আমরা করবো। বাঁচার ইচ্ছেই নেই মাইরার।

আমি মাইরার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ডাক্তার বলে এক মিনিটের জন্য। ওকে উত্তেজিত করো না। আমি হুইসকিকে নিয়ে ভেতরে গেলাম। মাইরা চোখ খুলল।

কিন্তু কথা বলতে বলতে আবার ও ঘুমিয়ে পড়ে। আমি বুঝতে পারি যে, আরিম যদি ওকে সাহায্য না করে, মাইরা বাঁচবে না।

সামার্সের অনুমতি নিয়ে আমি বাইরে গেলাম।

বাইরে বেরিয়ে আমি হুইসকিকে বললাম

আরিম কোথায় পেপ্‌পি ক্রুগার জানে।

আনদাসকার ফটোগুলো তোমার হাতে এলে তুমি পেপ্‌পির ওপর চাপ দিতে পারবে।

আমরা ম্যাডক্সের অফিসে ঢুকে ওর সিন্দুক খুলবো।

রেকর্ডারের অফিসে গিয়ে দেখলাম, দারোয়ান নেই, ডেসকের ক্লার্ককে বললাম, নাইট এডিটরের সঙ্গে দরকার আছে। অনায়াসে এলিভেটরে উঠলাম আমি ও হুইসকি।

প্যাসেজের প্রান্তে ম্যাডক্সের ঘর। হুইসকি বলল, ঘরে কে যেন ঢুকেছে।

ডোরলক ঘুরিয়ে দরজা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে দেখি, বাইরের অফিসে কেউ নেই। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখি ভেতরের ঘরে ম্যাডক্সের সিন্দুক খোলায় গলদ ঘর্ম ল্যু ও ওর দুজন সঙ্গী। আর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে পেপ্‌পি।

আমি পিছিয়ে আসি। বাইরের অফিসঘরে একটা ডেস্কের ওপর ফ্ল্যাশগান সমেত প্রেস ক্যামেরা। আমি হুইসকিকে বললাম ওরা সিন্দুক ভাঙছে, আমি ফটো তুলবো। প্লেট নিয়ে তুমি পালাবে। তুমি যাবে মিস্ হ্যালিডের ফ্ল্যাটে। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি ফিরে না যাই তাহলে ফটো সমেত পুলিশ ক্যাপটেন সামার্সের কাছে পৌঁছে দেবে। তুমি এলিভেটরে অপেক্ষা করো।

আমি যখন ভেতরের ঘরের দরজার কাছে আবার গেলাম পেপ্‌পি ল্যুকে বলছে—

কুড়ি মিনিট গেলো, এখনও তুমি সিন্দুক খুলতে পারলে না, এবং আনদাসকার ফটোও পাওয়া গেল না।

ঠিক এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরা উঁচিয়ে বললাম, হোলড ইট্!

স্তম্ভিত তিনজন ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্ল্যাশ্ তারপর আমি ছুটে পালাই এবং ক্যামেরা থেকে প্লেট খুলে হুইসকির মুখে ঢুকিয়ে এলিভেটরে বোতাম টিপে দিই। আমি প্যাসেজে ফিরে আসতেই দেখি, ল্যু ও পেপ্‌পি আমার দিকে ছুটে আসছে। ল্যুর হাতে পিস্তল।

হ্যান্ডস আপ। বলতে আমি দুহাত তুলি, আমার মাথার ওপর থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে ভেতরটা দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পেপ্‌পি বলে—

প্লেটটা কোথায়?

আমি বলি, একঘণ্টার মধ্যে আমি ছাড়া না পেলে ওটা পুলিশের কাছে পৌঁছে যাবে।

পেপ্‌পি বলে অফিসে এসো। অফিসে ঢুকতে পেপ্‌পি জিজ্ঞাসা করে, তোমার ধান্দাটা কি?

আমি বলি, আরিমকে আমায় দাও। ফটোটা তুমি পেয়ে যাবে।

পেপ্‌পি ল্যুকে বললো তুমি সিন্দুক খোলো, রস মিলানের ব্যবস্থা পরে হলেও চলবে।

ইতিমধ্যে অ্যালার্ম-এর বোতাম আমার চোখে পড়েছে। বোতামটায় আমি বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিলাম। সেই মুহূর্তে গুণ্ডাদের একজন আমায় প্রচণ্ড ঘুঁষি মারলো। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি মেঝেতে শুয়ে শুনলাম, প্রচণ্ড জোরে বাড়ির ভেতর কোথাও অ্যালার্ম বাজছে।

পেপ্‌পি বললো, পালাতে হবে, রস মিলানকে সঙ্গে নাও,

ওরা আমায় ম্যাডক্সের প্রাইভেট এলিভেটরে ঢোকালো। তারপর নীচে নামিয়ে বন্ধ গাড়িতে। আমায় ছুঁয়ে আছে ল্যুর পিস্তল। আমরা পেপ্‌পির বাড়িতে ঢুকলাম, পেপ্‌পি বাটলারকে বললো, লিডিয়া ব্রান্ডকে ডাকতে।

আমি বললাম, সময় নষ্ট না করে আরিমকে আমার হাতে তুলে দাও। নাহলে পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে সিন্দুক ভাঙতে ব্যস্ত তোমার ও সঙ্গীদের ফটো পুলিশের কাছে পৌঁছে যাবে। পেপ্‌পি বলে, পঁয়ত্রিশ মিনিটই যথেষ্ট। আরিম কোথায় আমি জানি না। তুমি আমায় ঠকিয়েছো। এখন উচিৎ শিক্ষা পাবে।

দরজা খুলে লিডিয়া ব্রান্ড ভেতরে এলো। মেয়েটা আমার দিকে এমন চোখে তাকালো যেন বাঘিনী তার শিকারের দিকে তাকাচ্ছে।

পেপ্‌পি বলে, এই লোকটাকে তোমার কথা বলানো দরকার।

আমি ঘামতে থাকি। দরজা খুলে দুটো লোক ভেতরে এলো। ল্যু বললো—

ওকে বাঁধো বাধা দিলে মেরে মাথা ফাটিয়ে দাও।

আমি বাধা দিতে ল্যু পিস্তলের হাতল দিয়ে আমার মাথায় মারলো। জ্ঞান ফিরতে আমি দেখি আমায় চেয়ারে বাঁধা হয়েছে। লিডিয়ার হাতে মস্ত বড় একটা ছোরা, পেপ্‌পি বললো-এবার বলো প্লেট কোথায়?

আমি হ্যারিয়েটের ঠিকানা বলতে ওরা বেরিয়ে গেল।

লিডিয়া আমার চুলের মুঠি ধরলো এবং ছোরার ফলা আমার কান ছুঁতে আমি আর্ত চীৎকার করে উঠলাম।

ঠিক তখনই দরজা খুলে ছুটে এল আরিম। মাইরার ডুপ্লিকেট।

আরিম বাঁধা দিতে লিডিয়া তাকে ছোরা তুলে মারতে গেল। ধোঁয়া উড়লো। আরিম হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ফুলভর্তি প্রকাণ্ড একটা ফুলদানি ছুটে এসে লিডিয়ার মাথায় লাগলো। লিডিয়া অজ্ঞান হয়ে গেল।

আরিম আবার দেখা দিল। আরিমকে বাঁধন খুলতে বললাম তাড়াতাড়ি। এখনই পেপ্‌পি ক্রুগার দলবল নিয়ে আসবে।

মাইরাকে বলো, ওকে বিয়ে করার কথা।

আমি বলি, আমি মাইরাকে বিয়ে করতে চাই। ও মৃত্যুপথযাত্রী। তোমাকে ওর প্রয়োজন, ওকে তুমি সাহায্য করো।

আরিম বলে, যদি তুমি মাইরাকে বাঁচাতে চাও তাহলে আমার শর্তে রাজি হতে হবে।

হঠাৎ একটা আইডিয়া আমার মাথায় আসে। আমি বলি—

একটা মাত্র শর্তে আমি রাজি। মেয়েটা সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করে,

শর্তটা কি?

আমি বলি, আরিম তোমাকে তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পৃথক অস্তিত্ব ছেড়ে ফিরে যেতে হবে মাইরার শরীরে। আমি তোমাদের দুজনকেই বিয়ে করব।

আরিম রাজি না হলে, আমি ওকে বোঝাতে চাই—

এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বে তুমি সুখী হবে না। আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া তোমার কোন উপায় নেই। তুমি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো সব গুণ মাইরার। তুমি তার অস্তিত্বের অর্ধেক, তার কাছে ফিরে গেলে তোমরা দুজনেই পূর্ণতা পাবে এবং তুমি আমায় পাবে।

আরিম আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বলে—

আমি তো ওভাবে ভেবে দেখিনি। মাইরা যদি রাজি হয়, আমি ওর শরীরে ফিরে যাবো।

কিন্তু বাড়াবাড়ি করা বন্ধ করতে হবে। চুরি করা, পকেট মারা আর চলবে না। আমি তোমার ওপর নজর রাখবো।

আরিম বলে, আমি তোমার জন্য সব করবো, পৃথিবীর আর কোন পুরুষের জন্যে নয়—

ছোরা দিয়ে আরিম আমার বাঁধন কেটে দেয়।

হঠাৎ হুইসকির কথা মনে আসতেই আমি টেলিফোনের দিকে ছুটে যাই। এতোক্ষণে হয়তো কুকুরটার গলা কাটছে পেপ্পি ক্রগার।

আমি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে পুলিশ ক্যাপটেন সামার্সকে সব খুলে বললাম। হ্যারিয়েটের ঠিকানা দিয়ে বললাম ওখানে এক স্কোয়াড পুলিশ পাঠাও ফটোটা পেলে তুমি হাতে নাতে ধরতে পারবে পেপ্পি ক্রগার ও তার গ্যাং এর গুণ্ডাদের।

এরপর আমরা হাসপাতালে গিয়ে দেখি স্যাম বোগলকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হাসপাতালে মাইরার ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষা করছে পুলিশ অফিসার ক্ল্যানসি এবং অন্য দুজন পুলিশ।

আমি ক্ল্যানসিকে জিজ্ঞাসা করলাম মাইরা কেমন আছে?

ক্ল্যানসি বলে, ভালো নেই, ডাক্তার এখন ওর ঘরে।

আমি অগত্যা চেয়ারে বসলাম অদৃশ্য আরিম আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলে

ওই লোকটি কে?

আমি বলি, ক্ল্যানসি, পুলিশের হোমিসাইড স্কোয়াডে চাকরী করে।

অদৃশ্য আরিম স্রেফ মজা করার জন্য নার্সের পাছা টিপে দিয়েছে এবং পাছায় থাপ্পড় মেরেছে। আর নার্স ভাবে হয়তো ক্ল্যানসি তার পাছায় থাপ্পড় মেরেছে এবং তার পাছা টিপে দিয়েছে তাই সে ক্ল্যানসির ওপর রেগে গিয়ে যা তা বলে চলে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইরার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডাক্তার। আমি ডাক্তারকে বললাম—

আমি ভেতরে যেতে পারি? ডাক্তার বলল আমি দুঃখিত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওর বাঁচার ইচ্ছে ছিল না।

আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম, চাদরে ঢাকা মাইরার নিথর নিঃস্পন্দ লাস। সোনালী চুলে ঘেরা ছোট্ট ফ্যাকাসে মুখে এক চিলতে হাসি জেগে আছে।

আমি বলি ও বাঁচতে চেয়েছিল। আমরা সময়মতো ওকে সাহায্য করতে পারলাম না।

অদৃশ্য আরিম খিঁচিয়ে উঠে বললো—

ও নাটক করছে। মাইরা ভালো চাও তো এক্ষুণি নিজের শরীরে ঢোকো। নাহলে আমি তোমার শরীরে ঢুকে তোমাকে আর ঢুকতে দেবো না।

মাইরার কণ্ঠস্বরে আঁৎকে উঠে পিছন ফিরে দেখি, মাইরার ছায়াশরীর।

এরপর ওরা দুজনে ঝগড়া শুরু করে।

আমি ওদের ঝগড়া থামিয়ে বললাম—

এক মিনিট মাইরা, তুমি তাহলে মরোনি?

এক সেকেন্ড পরে হাসপাতালের খাটে উঠে বসলো মাইরার লাস। আমি চমকে পিছিয়ে আসি। আরিম বললো—মাইরা, আমি তোমার শরীরেই ফিরে যাবো। নাহলে আমাদের বিয়ে করবে না বস।

মাইরা বলে, তোমায় আবার আমার শরীরে ঢুকতে দেবো? তোমার খারাপ প্রভাব এমনিতেই সারা জীবনে কাটবে না, না, তার থেকে আমার মরাই ভালো।

আমি তাড়াতাড়ি মাইরার হাত ধরে বলি—

মাইরা বোকামি কোরো না, আর এক ঘণ্টা পরেই পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, ডক্ অ্যানসেল বলেছিল, নাগুয়ালে মেকসিকান ইন্ডিয়ান ডাকিনীবিদ্যা বিশারদ কুইন্টাল যেহেতু মরে গেছে, তার

প্রভাবে যেসব অলৌকিক ক্ষমতা তুমি পেয়েছো পূর্ণিমার চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ফুরিয়ে যাবে, তখন আর তোমার কিছু করার থাকবে না। এখনই আরিমকে তোমার দেহে ঠাঁই দাও। আমার কথা ভাবো। আমাদের সারা জীবন আরিম তার পৃথক শরীরে থাকলে এবং আমরা তার কথা না শুনলে সে আমাদের কতো ক্ষতি করতে পারে, সেকথা একবার ভেবে দেখো।

মাইবা বলে, আমি সব বুঝেছি, কিন্তু আরিম ডক্ অ্যানসেলকে খুন করেছে। খুনীর সঙ্গে একই শরীরে থাকতে আমি রাজি নই। আরিম বললো—

এই ব্যাপার? বুড়ো অ্যানসেলকে আমি মোটেও খুন করিনি। ওকে অজ্ঞান করে হিপনোটাইজ করে রেখেছি। মাস্ হিপনোটিজম এর প্রভাবে সম্মোহন হয়ে রস ও আর সবাই জেনেছে বুড়ো মরে গেছে। চিঠি আর রক্তমাখা ড্রেস আমি ইচ্ছে করেই রেখেছিলাম। পুলিশকেও হিপনোটাইজ করেছি, কেননা, ডক্‌কে আমি খুন করেছি ও সেই অপরাধে মাইবার প্রাণদণ্ড হবে। এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করতে পারলে তবেই তো তুমি আনদাসকার কেচ্ছার ফটো ম্যাডক্সের সিন্দুক থেকে চুরি করার ব্যাপারে ওস্তাদদার বেপাশি ক্রুশারের প্রস্তাবে রাজী হবে।

তার মানে? ডক্ অ্যানসেল বেঁচে আছে।

হ্যাঁ, কিন্তু ডক্ তা জানে না, ও মর্গে আছে, ওর ধারণা, ও মরে গেছে।

তাহলে আর দেরী করছো কেন? পূর্ণিমার চাঁদ উঠতে আর আধঘণ্টা বাকি।

মাইবার অভয় পেয়ে আরিম ওর শরীরে ফিরে গেল।

এরপর আরিমের কথামত আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল হোমিসাইড স্কোয়াডের পুলিশ অফিসার ক্ল্যানসি। বিছানার ওপর মাইবা, বিছানার ধারে আরিম। এই দৃশ্য দেখে ক্ল্যানসি চোখে হাত দিলো, ওর মুখ থেকে চাপা গরগর আওয়াজ হলো, ওর কপালে দেখা দিল ঘামের ফোঁটা।

এরপর ক্ল্যানসি টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

আরিমের ছায়াশরীর মাইবার শরীরে মিলিয়ে গেল।

আমি ডক্ অ্যানসেলের ডেডবডি দেখতে চাইলে মর্গের অ্যাটেন্ড্যান্ট বলল—আজ হবে না।

এদিকে আর দশ মিনিট বাকি রাত বারোটা বাজতে। রাত বারোটা থেকে পূর্ণিমা। আমি মাইবাকে বললাম এবার তুমি কিছু করো।

মাইবা পোষাক, ব্রা, প্যান্টি জুতো সব খুলে অদৃশ্য হয়ে মর্গে গেল।

খানিক পরে অ্যাটেন্ড্যান্ট পোষাকের স্তূপ দেখে উঠে দাঁড়ালো। বললো মেয়েটা কোথায়? লোকটা নিজের গলা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলে।

এতোক্ষণে মর্গে পৌঁছে গেছে। লোকটা হতভম্ব ধপ করে বসে পড়ে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে মর্গে যেতে গিয়ে দেখি ডক্ অ্যানসেল টলমল করতে করতে আসছে।

মাইবা অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হয় এবং ডক্ অ্যানসেলকে ধরতে বলে।

ইতিমধ্যে মর্গের অ্যাটেন্ড্যান্ট সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে বসে পোশাক পরা মাইবা, ডক্ ও আমাকে দেখে।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেতেই মৃদু আর্তনাদ করে মেঝেয় পড়ে গেল মর্গের অ্যাটেন্ড্যান্ট।

।। উনিশ ।।

আমার মনে হয় যে আমার কাহিনীর এখানেই শেষ হওয়া উচিত। এই পর্যন্ত পড়লেই হয়তো আমার পাঠক পাঠিকার অবস্থা হবে রেকর্ডার-এর মালিক ম্যাডক্সের মত। ম্যাডক্স আজও আমার কথা বিশ্বাস করে না।

তবে নিজের সমর্থনে আমার এইটুকু বলা উচিত যে অনেক সময় অদ্ভুত অবিশ্বাস্য অলৌকিক সব ঘটনা ঘটে। পাঠক পাঠিকাদের আমি একথা বলছি না যে, যা পড়বে যা শুনবে, সবই বিশ্বাস করবে। আমি শুধু বলছি যে, সব কিছুতে সংশয় বা সন্দেহ করলে জীবনের মজার দিকটা উপভোগ করা যায় না।

ডক্ অ্যানসেলকে ফিরে পেয়ে আমরা খুশী। আরিম স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নেই, মাইবা আছে এবং

মাইরা এখন আর হাওয়ায় ভাসবে না অদৃশ্য হবে না এটাও আনন্দের ব্যাপার।

স্যাম বোগলকে জেল থেকে ছাড়াতেও আমাদের কোন ঝামেলা হয়নি। কুখ্যাত গুণ্ডাসর্দার পেপ্‌পি ক্রুগার এবং তার দলবলকে হাতেনাতে অ্যারেস্ট করতে পেরে পুলিশ ক্যাপ্টেন সামার্স এত খুশী যে স্যাম বোগলকে ছেড়ে দেওয়ার মত ছোটখাট ব্যাপারে সে কোনরকম ঝামেলা করলো না।

মানুষের ভাষায় কথা বলা উলফহাউন্ড কুকুর হুইসকিকে উদ্ধার করে পুলিশ নিজের হেফাজতে রেখেছিল। ঠিক মাঝরাতে, মানে রাত বারোটার সময় হুইসকির ঘরে চেঁচামেচি শুনে পুলিশ ভেতরে ঢুকে দেখে প্রকাণ্ড মোটা দশ্যুসই চেহারার এক মেকসিকান গুণ্ডাকে হুইসকি কামড়াচ্ছে।

অর্থাৎ পাবলো ফিরে এসেছে। আমি ক্যাপটেন সামার্সকে পাবলোর সব ঘটনা বলাতে সে পাবলোকে অ্যারেস্ট করে সশস্ত্র প্রহরায় মেকসিকো পাঠালো এবং কর্তৃপক্ষ পাবলোকে ফাঁসি দিলো।

পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কারের মধ্যে চব্বিশ হাজার কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিল আরিম। ওই টাকায় ন্যুইয়র্ক ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আমি ও মাইরা সংসার পাতলাম।

ডক্ অ্যানসেল আবার গাছগাছড়া থেকে ওষুধ বিক্রীর ধান্দা শুরু করেছে এবং এখনও স্যাম বোগল তার সহকারী। ওরা আমাদের বাড়িতে থাকতে চাইলে আমরা রাজী হলাম। যেহেতু আমরা সবাই একই অভিজ্ঞতার অংশীদার, হুইসকি ও তার সঙ্গিনীকেও আমরা আশ্রয় দিলাম।

এরপর আমাদের ছেলে হল। আমাদের সবাই বাচ্চাটাকে নিয়ে পাগল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ডাকিনীবিদ্যা, পুলিশ ও গুণ্ডার ঝামেলা শেষ : আমরা এবার শান্তিতে বুড়ো হবো, কিন্তু কাজে তা হল না। কোন এক রবিবার সকালে ডেস্কে বসে আমি গল্পের প্লট ভাবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ আর্ত চীৎকার শুনে উঠে দাঁড়িয়ে বাগানে ছুটে গিয়ে দেখি আমার ছেলে জুনিয়র রস মিলান হাওয়ায় ভেসে আমার মাথার তিরিশ ফুট ওপরে বসে আছে। আমাদের দেখে হাতের খেলনা মিকি মাউস নাড়িয়ে উত্তেজিত ও খুশী হয়ে চেঁচায় আমার ছেলে, দ্যাখো পপ্ আমি উড়ছি।

ফার্স্ট বাক

।। এক।।

অফিসের দরজা খুলে অনুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত রেস্তোরাঁয় রিকো সতর্ক দৃষ্টি বোলাল। ঘরটার একদিকে চতুষ্কোণ কাঠের মঞ্চ এবং বাদকদের বেদী ফুল দিয়ে সাজানো। গভীর মনোযোগের সাথে কিছু শোনবার চেষ্টা করে অফিসে ফিরে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

আধঘণ্টা আগে কারো দেখা মিলবে না। রিকো বলল, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন?

লাল চামড়ায় মোড়া সুসজ্জিত ডেস্কের সামনে লাউঞ্জিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে বেয়ার্ড। রিকো তার মুখোমুখি হলেই সে ঘাবড়ে যায় আর নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

বেয়ার্ড একটা ময়লা প্যাঁচানো রুমাল বের করে ভেতরের জিনিসটা ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে দিল। রিকো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পান্না আর হীরে খচিত ব্রেসলেটটা দেখল। এমন সুন্দর জিনিস সে আগে কখনো দেখেনি। লোভের আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণা তার অন্তরে প্রবাহিত হল। এই ব্রেসলেটটা তার মত মানুষের জন্য নয়—এটা কাছে রাখার অর্থ বিপদ ডেকে আনা।

রিকো বলে, এরকম একটা জিনিস আমার কাছে রাখতে তোমাকে বলতে পারি না।

ওটা যতক্ষণ গোটা আছে ততক্ষণই এর দাম আছে, ভেঙ্গে ফেললে কানাকড়িও দাম নেই।

বেয়ার্ড মৃদুকণ্ঠে বললো, ভেঙ্গে ফেললেও এর মূল্য হবে কয়েক হাজার।

রিকো মাথা ঝাঁকাল। বলল, এই জিনিসটা বিপজ্জনক, এটা আমার দরকার নেই।

বেয়ার্ড বলে, তবু তোমাকে এটা নিতে হবে। আমি খুব অসুবিধায় পড়ে গেছি, যার কাছ থেকে জিনিসটা নিয়েছি সে বাঁচবে না।

রিকো শিউরে উঠল, কি করেছ? কি বলতে চাইছ?

পুলিশের একটা গাড়ি গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটা চেঁচাবার চেষ্টা করেছিল। তাই এক ঘা বসাতে হল।

রিকো ক্রুদ্ধভাবে দাঁত খিঁচিয়ে বেয়ার্ডকে বলল—তুমি জানো না, পুলিশ প্রথমে এখানেই আসবে। ওরা জানে তুমি সারাক্ষণ এখানেই থাকো। তুমি কি ভেবেছ শুনি?

বেয়ার্ডের শরীরের মাংসপেশী শক্ত হল। রিকোকে তার পছন্দ করার কারণ সে কাপুরুষ। এ শহরে আরো অনেক আস্তানা আছে কিন্তু সে যায়নি, কারণ সঙ্কটময় মুহূর্তে রিকোকে যত সহজে আনা যাবে অন্য কাউকে তত সহজে পারবে না। বেয়ার্ড সিগারেট ধরিয়ে বলল আমাকে পাঁচশো দাও।

রিকো ভয় পেল, যদিও বেয়ার্ডকে সে কথা দিয়েছিল তার কাছে সে যা আনবে তাই রাখবে। তাহলেও এবারের জিনিসটা সে দরাদরি করল না। ডেস্কের ওপর রাখা ব্রেসলেটটা ঠেলে দিয়ে রিকো বলল, এক পয়সাও দেব না।

বেয়ার্ড ব্রেসলেটটা নেওয়ার জন্য রিকোকে জোর করায় রিকো খিঁচিয়ে উঠে বলল, বেরিয়ে যাও, ব্রেসলেটটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলো না। আমাকে দিলে ওটা ছোঁবও না।

হাত বাড়িয়ে বেয়ার্ড রিকোর শার্টের সামনেটা চেপে ধরল। তাকে সবলে চেয়ার থেকে তুলে ডেস্কের দিকে নিয়ে এল। অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমার পাঁচশো চাই। নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে, বলে বেয়ার্ড রিকোকে ছেড়ে দিল।

রিকো ড্রয়ার টেনে খুলে পাঁচটা নোট গুণে কাঁপা হাতে ডেস্কের সামনে ঠেলে দিল।

বেয়ার্ড টাকাগুলো তুলে নিয়ে ব্রেসলেটটা রিকোর কোলের ওপর ছুঁড়ে দিল।

এরপর রিকো তাকে বেরোনোর পথ দেখিয়ে দিতে বেয়ার্ড পেছনে না তাকিয়ে স্বল্পালোকিত

রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে চলে গেল।

এরপর রিকো অফিসে ফিরে এসে ডেস্ক গোছাল। পকেট থেকে ব্রেসলেটটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল, জিনিসটা চমৎকার। অনায়াসেই বেচা যায় হাজার পাঁচ-ছয় দাম হবে।

এরপর দেওয়ালে গুপ্ত সিন্দুকে ব্রেসলেটটা ভরে রাখল। মহিলাটি মারা গেলে অপেক্ষা করে দেখতে হবে। মারা না গেলে খরিদ্দার পাওয়া তেমন কঠিন হবে না। এরপর সে অফিস সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকল।

রিকো টাই ঠিক করে বিরল কেশ আঁচড়ে অফিসে ফিরে এল। দরজা পেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল। ভয়ে হৃৎপিণ্ড প্রায় অচল হয়ে এলো। লাল চামড়ার মোড়া চেয়ারে বসে আছে একজন বেঁটে মোটা লোক।

রিকোর দিকে শীতল চোখ তুলে সে বলল, হ্যালো রিকো।

কষ্টের হাসি হেসে রিকো জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি করে ঢুকলেন, লেফটেন্যান্ট?

হোমিসাইড ব্যুরোর লেফটেন্যান্ট জর্জ ওলীন পায়ের ওপর পা তুলে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, চুপি চুপি ঢুকে পড়েছি। ভাবলাম বে-আইনী কাজ করা অবস্থায় তোমাকে হাতেনাতে ধরব। আমি কি সফল হয়েছি?

রিকো হাসবার চেষ্টা করলো। কোথাও ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বে আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি। কি মনে করে এসেছেন লেফটেন্যান্ট?

ওলীন বলল, আধঘণ্টা আগে কি কোন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

রিকো বলে, আমি কাউকে এখানে আসতে দেখিনি। খুব সতর্ক হয়ে সে বলল, আটটার আগে ক্লাব খোলা হয় না। ডেস্কের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, এখন সময় সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিট। আমি কাজ করছিলাম, কেউ ঢুকলে জানতে নাও পারি—যেমন আপনি ঢুকেছেন।

ওলীন রিকোর সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানে। তার ওপর কয়েক মাস যাবৎ নজর রেখে অপেক্ষা করছে এই আশায় যে একদিন না একদিন সে ভুল করবেই। তুমি সাংঘাতিক খেলা খেলতে নেমেছ নাকি? ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন গ্যাসচেম্বারে গিয়েও তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে।

রিকো হাসতে লাগলো। লেফটেন্যান্টকে মদ অফার করায় লেফটেন্যান্ট বলে—ডিউটিতে থাকলে আমি মদ ছুঁই না। তোমাকে এমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন রিকো?

এমনই কিছু আশঙ্কা করেছিল রিকো। যদিও এর জন্য প্রস্তুত ছিল, তবু নিজের চমকে ওঠা ভাব লুকোতে পারল না, যার ফলে ওলীনের যা জানবার জানা হয়ে গেল।

ওলীন জিজ্ঞাসা করে, এখানে আজ রাতে ও এসেছিল?

রিকো বলে, আমার নজরে পড়েনি।

ওলীন একটা সিগারেট ধরালো। রিকোর দিকে তাকিয়ে সে বলল, কয়েক ঘণ্টা আগে অভিনেত্রী জেন ক্রুস, তুমি হয়তো তাকে চেনো না, বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মার্টিন গ্যালারী-এ একটা পার্টিতে যোগ দিতে। বাড়ি আর গন্তব্যস্থলের মাঝখানে তার গাড়ি থামিয়ে ছিনতাই করা হয়। পান্না আর হীরে খচিত হাজারি পাঁচেক টাকা দামের একটা ব্রেসলেট চুরি হয়েছে। হলফ করে বলতে পারি কাজ বেয়ার্ডের। এ ধরনের কাজে ও সিদ্ধহস্ত, কয়েক মাস হল বেয়ার্ডকে এই ক্লাবের আশেপাশে প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল। তাই ভাবলাম এখানে ঢু মেরে দেখি তুমি আর ও জিনিসটা ভাগাভাগি করছ কিনা।

রিকো বলল, এ ধরনের কাজে ও চৌখস। তবে আপনার শেষের মন্তব্যটা মেনে নিতে পারলাম না। ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না।

পারি না বুঝি? আমাকে বাধা দেবে কে শুনি? বেয়ার্ডকে সনাক্ত করতে না পারার দরুণ ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

রিকোর মুখ থেকে হাসি উবে গেল। সে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, কী করে জানলেন বেয়ার্ড এ কাজ করেছে? কি এমন প্রমাণ পেয়েছেন?

ওলীন বলে, ও একজন খুনী। যেদিন থেকে এই শহরে বেয়ার্ডের আবির্ভাব ঘটেছে আমি ওর

ওপব নজর রেখেছি। ও একদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কাউকে না কাউকে খুন করবে তা আমি জানতাম। বিকো, লোকটা সাংঘাতিক। আমার কথা শোন, ওর কাছ থেকে দূরে থাক। তোমাকে আমার দরকাব নেই, আমাব দবকাব বেয়ার্ডকে।

বিকো জানে ওলীনকে বিশ্বাস করা চলে, কিন্তু যদি সে বেয়ার্ডকে ধরিয়ে দেয় আর ওলীন তাব কাছে পৌঁছবাব পূর্বে বেয়ার্ড যদি কথাটা জানতে পারে, তাব নিজের জীবন বিপন্ন হবে।

তীক্ষ্ণ চোখে বিকোর দিকে তাকিয়ে তার মনের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করছে ওলীন। আমরা তাকে কয়েক দিনের মধ্যে ধরতে পারবো। ইতিমধ্যে যদি তুমি চাও, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। কাজটা বেয়ার্ড করেছে, তাই নয় কি?

বৎসর খানেক হল, এ ধরনের অনেক বদ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছে সে। বেয়ার্ড ছিল তাব বড মক্কেল। গত কয়েক মাস বেয়ার্ডের সঙ্গে লেনদেন করে অনেক টাকা কামিয়েছে। তাছাড়া বেয়ার্ডকে যদি সে ধরিয়ে দেয় তাহলে অন্যান্যরাও তাকে পরিত্যাগ করবে। এই মনস্থির করে সে লেফটেন্যান্টকে বলে, জানতে পারলে আপনাকে জানাব। সে অনুগ্রহ ভাজনের হাসি হেসে বলল, আমি কিছুই জানি না। মিস ক্রস অথবা তার ব্রেসলেট সম্পর্কে আমাব কিছুই জানা নেই, বিন্দুমাত্রও না।

ওলীনেব মুখ আস্তে আস্তে কঠিন আকাব ধাবণ কবল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেয়ার্ডকে ঠিকই হাতের মুঠোয় পাবো। সে একা গ্যাসচেম্বারে যাবে না, যদি জড়িত থেকে থাকো তাহলে তুমিও যাবে। শোন, তোমাকে আব একটা সুযোগ দেব। এই সুযোগ তুমি নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে। ব্রেসলেটটা কি তুমি নিজেব কাছে বেখেছ?

বিকো বলল, আপনাকে বলেছি এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

ওলীন বিকোর কোর্টের সামনেটা চেপে ধরে চেয়ার থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে প্রবলভাবে ঝাঁকি দিল। যদি জানতে পারি তুমি মিথ্যে কথা বলেছ তাহলে জানবে একমাত্র ঈশ্বরই তোমার রক্ষা কবতে পাববেন। বিকোকে জোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলল, আর ভেবো না তোমার সঙ্গে এই আমাব শেষ দেখা, আবার আসব।

এড ডালাস নিজের লম্বা আর কৃশ শরীর নিয়ে ফোন-বুথে ঢুকল। একটা কানেকশন পাওয়ার আশায় অপেক্ষমাণ অবস্থায় বুথের দবজাব কাঁচেব মধ্য দিয়ে ব্যস্ত হোটেলের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

তার কানে একটা মেয়ের গলার আওয়াজ ভেসে এল, ইন্টারন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সী, শুভরাত্রি।

এড কথা বলছি। ডালাস বলল, বৃদ্ধ লোকটিকে কি দেবে হাসি?

মেয়েটি বলল, একটু ধরুন। এজেন্সীর বড-কর্তা হারমন পার্ভিস নীরস গলায় বললেন, কি ব্যাপার ডালাস?

শাইনের কাছে আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে। ডালাস দ্রুত কণ্ঠে বলল, একজন পুরুষ আর একজন নারী। পুরুষটা একজন হৃষ্টপুষ্ট চিড়িয়া, বয়স পঞ্চাশের মত আর দেখে মনে হচ্ছে অর্থবান। নারীর চেহারা ছিপছিপে, যুবতী আর স্বর্ণকেশী। শাইন ওদের অপেক্ষায় ছিল। ওদের ব্যাপারে আমাকে কিছু করতে হবে?

তুমি বরং ওদের পরিচয় কি তা জানবার চেষ্টা কর, পার্ভিস বললেন, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে বাজি নই।

ডালাস বলল, দেখি কি করতে পারি। আপনাকে ফোন করে জানাব। এখন তাহলে ছাড়লাম।

ডালাস বিসিভাব বেখে বুথ থেকে বেরিয়ে এসে হোটেল কসমোপলিটানের লবী পেরিয়ে এলো। এখানে জ্যাক বার্নস রিসেপশনের ওপর নজর রেখে সামনে রেসের কাগজ খুলে বসে আছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ডালাস ঝুঁকে পড়ল।

বার্নস চীৎকার করে উঠে বলল, আমাকে যদি বেশিক্ষণ এই লবীতে বসে থাকতে হয় তাহলে আমি পাগল হয়ে যাবো। সে বিড়বিড় করলো, তবে ওই স্বর্ণকেশীর পিছনে লেগে থাকতে আমার

কোন আপত্তি নেই।

ডালাস সোজাসুজি বলল, কাজটা করতে গিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়ো না। বুড়োর মতে কাজটা খুব জরুরী।

ডালাস লবীর ভেতর দিয়ে পথ করে সদর দরজার কাছে গেল। একটা চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে এমনভাবে বসল যাতে লিফটটা ভালমত দেখা যায়।

ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে যাওয়ার পর রাজার অতিথিদের দেখা মিলল। সামনের মেয়েটি রুচিসম্মত পোশাকে সজ্জিতা। তার অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি ডালাসকে বিহ্বল করে তুলল। তার সঙ্গী একজন লম্বা আর বাদামী রংয়ের পুরুষ। ধোপদুরস্ত পোশাক পরিহিত লোকটির চেহারায় এক উদ্ধতভাব আর আত্মবিশ্বাস বিদ্যমান দেখে ডালাস চমৎকৃত হল, কিন্তু এ ধরনের মানুষ সহজে চমৎকৃত হয় না।

তারা ডালাসের দিকে না তাকিয়ে হোটেল পার হয়ে রাস্তায় নামল। ডালাস এগিয়ে গিয়ে দেখল তারা একটা বড় লা-সালে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়িটা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে ডালাসের বুঝতে অসুবিধে হল না তাদের অনুসরণ করার আশা একেবারে নেই।

গাড়ির নাম্বারটা মনে রেখে একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাত তুলে থামিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স চল।

ট্যাক্সিটা মিনিট তিনেক পরে সিটি পুলিশ অফিসের সামনে দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার সময় ডালাস দেখল, ওলীন একটা পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার প্রধান প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেল।

ওলীনের কাছে পৌঁছে সে বলল, আমাকে অনুগ্রহ করবার মত সময় তোমার হবে নাকি?

ওলীন ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাল। আমি ভীষণ ব্যস্ত। অনিচ্ছা ভরে সে বলল, তবে তোমার জন্য সামান্য সময় আমি খরচ করতে পারি। ভেতরে এসো। তুমি কি শুনেছ জেন মারা গেছে?

ডালাস বিস্ফোরিত চোখে বলল, তবে কি তাকে খুন করা হয়েছে?

ডালাস অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কাজটা কে করল আন্দাজ করা গেছে?

ওলীন মাথা ঝাঁকাল, হ্যাঁ, তোমার কি দরকার বলতো?

এ ০৬৭ নম্বরের কালো লা-সালে গাড়ির সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে, জানতে চাই এর মালিক কে?

পনের বছরের পুরোন একটা ডাকাতি কেস। চিতাবাদের মহারাজা তার পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি পরিব্রাইটের মিউজিয়ামকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। মিউজিয়ামে বিশ্বের বিখ্যাত মণিমুক্তার একটা প্রদর্শনী হয়েছিল। মহারাজা তার সংগ্রহ নিউইয়র্ক থেকে পাঠিয়েছিলেন, তারপর আর সেগুলো পাওয়া যায়নি। বছর খানেক পরে পল হটার এই জহরতের সামান্য কিছু নিয়ে হল্যান্ডের একজন ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রী করবার চেষ্টা করেছিল। হটার একজন চৌখস জুয়েল-থিপ। হটারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু সে এসব কোথা থেকে পেয়েছে তা বলেনি। বিচারে তার কুড়ি বছরের জেল হয়। বছর খানেক পরে ছাড়া পাচ্ছে। বুড়ো পার্ভিস ইন্সুরেন্স কোম্পানীর হয়ে কাজ করছে। এখন আমাদের হটারের মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করতে হবে, তারপর তার পেছনে জোঁকের মত লেগে থাকতে হবে যাতে সে আমাদের জহরতের হদিশ জানায়।

হটার কি একা করেছিল কাজটা? তা কেউ জানে না। তবে আমরা জানি, হটারই হল একমাত্র লোক সে জিনিসগুলোর সন্ধান জানে।

ওলীন বিষণ্ণভাবে বলল, আমাকে একটা খুনের কেস সমাধান করতে হবে। তুমি এই গাড়িটার মালিকের খোঁজ করছ কেন?

কয়েক বছর পূর্বে মহারাজার মৃত্যু হয়েছে। ডালাস বুঝিয়ে বলল, তার পুত্র সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। পৈত্রিক সম্পত্তি সে উড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ সে এখানে এসে হাজির। ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ধারণা, এখানে এসেছে হটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ওদের ধারণা হটার খুশী মনেই যে কোন দামে জিনিসগুলো রাজাকে বিক্রি করে দেবে। ইন্সুরেন্স কোম্পানী আমাদের ভাড়া করেছে রাজার

গতি-বিধির উপর নজর রাখার জন্য এবং তাদের রিপোর্ট দিতে হবে তার সঙ্গে কারা দেখা করছে। এখন পর্যন্ত দুজন দেখা করেছে তার সাথে। একজন পুরুষ আর একজন নারী। ওরা কারা আমি জানতে চাই?

ওলীন ফোনে কথা বলল। তারপর ফোন ছেড়ে দিয়ে বলল, গাড়িটা প্রেস্টন কাইল নামে এক ভদ্রলোকের। রুজভেল্ট বাউনভার্ডে ভদ্রলোকের একটা বাড়ি আছে। এই বাড়ি থেকে সে ভালই আয় করে। এই সংবাদটুকু হলেই তোমার চলবে?

ডালাস বলে, না। তুমি রেকর্ডকে ওর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারো না?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওলীন ফোনে কথা বলে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, কাইল সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই। আমরা ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না।

ডালাস ওলীনকে বলল, আশা করি তুমি খুনীকে খুঁজে বের করতে পারবে।

এরপর ডালাস ট্যাক্সি ধরে হ্যারল্ড পত্রিকার অফিসে পৌঁছল। হ্যারল্ড পত্রিকায় ফ্যাভেল জঞ্জালের পাতা ভরিয়ে থাকে।

ফ্যাভেল শান্ত চোখ তুলে ডালাসকে দেখল। খবর বেচে অর্থ উপার্জন করাই তার কাজ।

ডালাস ফ্যাভেলকে বলল, আমি কিছু খবরের আশায় এখানে এসেছি।

ফ্যাভলের বিরসমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

ডালাস বলল, প্রেস্টন কাইল নামে কারো সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

ফ্যাভেলকে বিস্মিত দেখাল। সে বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। আমার লেখাটা ঠিকঠাক করতে হবে।

ডালাস দুটো দশ ডলারের নোট ডেস্কের ওপর রেখে বলল, তোমার মূল্যবান সময়ের পাঁচটা মিনিটের পক্ষে যথেষ্ট। কাইল সম্পর্কে তুমি কতটা জানো আমায় বল।

ফ্যাভেল টাকাগুলো পকেটে রেখে বলল, বেশি কিছু আমি জানিনা, তবে বলি লালচুল মেয়েটার প্রতি নজর রাখবে। ওর স্বামী মল্লবীর।

ডালাস বলে, কাইল সম্পর্কে বল। ও সানফ্রান্সিসকো থেকে কয়েক মাস হল এসেছে। রুজভেল্ট বাউনভার্ডে একটা মস্ত বড় বাড়ি কিনেছে, যার দাম এখনো দেয়নি আর সম্ভবত দেবেও না। তিন বছর আগে সে একজন সফল রাজার নিয়ন্ত্রক ছিল, চক্রান্ত করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। লোকটা প্রচণ্ড রেস খেলে সময় নষ্ট করেছে। জীবন ধারণের অন্য কোন পথ ছিল না বলে ভাবতো, যা খুইয়েছে তার দ্বিগুণ রেস খেলে জিতে আনবে।

লোকটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তার জীবনের মূলমন্ত্র মদ, মেয়ে আর রুষ্ট স্বামী। বিবাহিত নারীর প্রতি তার আসক্তি বেশি।

সঙ্গে যে স্বর্ণকেশী থাকে, সে কে?

ইভ গিলিস। মাস খানেক আগে মেয়েটাকে কিছু সমাজ বিরোধীর হাত থেকে নিয়ে আসে এবং বক্সবার্গ এভিন্যুয়ের একটা ফ্ল্যাটে রাখে।

ঘণ্টাখানেক আগে চিতাবাদের রাজা ওদের ডেকে পাঠিয়েছিল।

ফ্যাভেল বলল, তুমি জহরৎ চুরির কেস নিয়ে কাজ করছো?

ডালাস বলে, নিশ্চয়ই, এই তো পার্ভিসের আয়ের উৎস।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ফ্যাভেল বলল, নিষিদ্ধ জগতের সঙ্গে কাইলের যোগাযোগ আছে, তবে মনে রাখার কথাটা কানে শোনা। কোন প্রমাণ নেই। আমি অনেক চেষ্টা করেও কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি। ফ্রাউ-ফ্রাউ ক্লাবে যথেষ্ট সময় কাটায়, রালকরিকো নামে একজন ইতালিয়ান ক্লাবটা চালায়।

পুলিশের খাতায় কাইলের কোন রেকর্ড নেই। ডালাস ভ্রূকুটি করল।

জানি, তোমায় বলছি, এক সময় কাইলের যথেষ্ট অর্থ ছিল। লোকটা তার ব্যবসা থেকে বিচ্যুত প্রায় দু'বছর। এখনো তার হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকার কথা নয়, অথচ সে দুহাতে টাকা খরচ করে। তোমার উচিত রিকোর সাথে তার মেলামেশার কারণ অনুসন্ধান করা।

ডালাস বলল, বেশ করব, তবে আমার প্রয়োজনে লাগবে এমন কিছু জানতে পারলে ফোন

কোরো। এই বলে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

মেয়েছেলেটা মরে গেছে জেনে বেয়ার্ড খবরের কাগজটা দুমড়ে ফেলল।

সে ভাবল, এখনই তাকে শহরের বাইরে কেটে পড়তে হবে। ওলীন তাকে নিশ্চয়ই খুঁজবে। এখন বাইরে যাওয়া অত সহজ হবে না। শহরের প্রতিটি পুলিশ তার খোঁজ করবে।

হাত নেড়ে নিগ্রো পরিচারককে ডেকে বলল, আর এক পাত্র বীয়ার।

মহিলাটিকে খুন করার জন্য তার মধ্যে অনুতাপ নেই। কারণ কাউকে খুন করা তার কাছে কোন ঘটনাই নয়। তার কাছে নিজের জীবনেরও মূল্য নেই। সে জানে আজই হোক বা কালই হোক পুলিশ তাকে ফাঁদে ফেলবে আর তখনই তাকে মরতে হবে।

নিগ্রো টেবিলের ওপর পানীয় রাখল। ফিসফিস করে বলল, কজন পুলিশ এদিকে আসছে।

এক চুমুকে বীয়ারের গ্লাস নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, বাইরে যাওয়ার পেছনের দিকে কোন পথ আছে?

নিগ্রো মাথা নেড়ে বলল, প্যাসেজের ওপাশে একটা দরজা আছে।

বেয়ার্ড দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিটা, এর থেকে বের হওয়ার মুখ একটাই আর সেটা বড় রাস্তায়। অপর প্রান্তে আছে আটফুট উঁচু দেওয়াল। বেয়ার্ড ধীরে ধীরে গলিতে পা রাখল। এরপর সে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এল।

আড়াল থেকে ফ্ল্যাট বাড়ির দিকে তাকাল। এখানে তার একটা ফ্ল্যাট আছে। ফ্ল্যাটে তার নিজস্ব একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র আছে। কিন্তু ওগুলো এখন আনতে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ ওলীন যদি তাকে সন্দেহ করে থাকে তাহলে এতক্ষণে বাড়িটা সে ঘিরে ফেলেছে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে আলোকিত রাস্তায় পা রাখতেই উল্টো দিক থেকে অন্ধকারে ডুবে থাকা দরজায় কারো নড়াচড়া ভাব তার নজরে পড়ল।

ওলীন যে তার পেছনে লেগেছে তা বুঝতে পেরে বেয়ার্ড বাড়ির সামনে থেকে সরে এসে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

রাস্তার অপর প্রান্তে একটা ওষুধের দোকান। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল সাদা কোট গায়ে একজন যুবতী ছাড়া দোকানে আর কেউ নেই। একটা বই পড়ছে পেছনে সোডাফাউন্টেন। মেয়েটা স্বাভাবিক দৃষ্টি মেলে বেয়ার্ডকে দেখে আবার বই পড়তে লাগল।

বেয়ার্ড বুথে ঢুকে ওলীন তার বাড়ির ওপর নজর রেখেছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য রিকোকে ফোনে যোগাযোগ করল।

ওলীন কি আমার খোঁজ করেছিল?

হ্যাঁ, রিকো বলল, লাইন কেটে দাও, ওরা শুনে ফেলতে পারে। ওরা তোমাকে খুঁজছে। আমার কাছে এসো না। ওলীন আমার পেছনে লেগেছে।

ঘাবড়িও না, বেয়ার্ড বলল, ওরা কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না? ওদের প্রমাণ করতে হবে তো—

বেয়ার্ড বুঝতে পারল রিকো ফোন কেটে দিয়েছে।

বেয়ার্ড রিসিভার রেখে বাইরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল ওষুধের দোকানের ভেতরে মানুষের নড়াচড়া।

পরমুহূর্তে সংক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মিস, কয়েক মিনিট আগে এখানে কি কেউ এসেছিল?

মেয়েটা বলছে, একজন লম্বা-চওড়া মিনিট তিনেক পূর্বে এসেছিল। নিশ্চয়ই চলে গেছে।

গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করল, বাদামী স্যুট পরনে? বেশ লম্বা-চওড়া কাঁধওয়ালা, ফ্যাকাসে আর কঠিন মুখের একটা লোক?

ঠিক, লোকটা ফোন করেছিল।

গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করে, কোন্ পথে চলে গেল?

মেয়েটি বলল, জানি না। চলে যেতে দেখিনি।

বেয়ার্ড বুঝতে পারল যে, গোয়েন্দা অনুমান করতে পেরেছে সে এখনো বুথের মধ্যেই আছে।

তাই ইতস্ততঃ না করে দরজা খুলল।

দেখল একজন বেঁটে আর মোটা লোক। লোকটার হাত চকিতে পকেটে ঢুকে গেল। মেয়েটা ভয়ে টুল থেকে লাফিয়ে উঠল।

গোয়েন্দা রিভলবার বের করতেই বেয়ার্ডের পিস্তল গর্জে উঠল। গুলিবিদ্ধ হয়ে গোয়েন্দা কাউন্টারের ওপর গিয়ে পড়ল। মেয়েটা আর্তনাদ করে উঠতেই তার দিকে পিস্তল ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিল। কাউন্টারের পেছনে একটা দরজা দেখতে পেয়ে সেখানে দৌড়ে গিয়ে একটানে দরজা খুলে ফেলল। এরপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

সামনের দিকে একটা কাঁচের প্যানেলের দরজা। সেটা খুলতে উদ্যত হতেই সে পুলিশের সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল। বাড়িটার পাশে ফ্লাশলাইট জ্বালা হল।

বেয়ার্ড বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে পিস্তল বের করে আলোর উৎস লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। কাঁচ ভাঙার সাথে সাথে আলো নিভে গেল। বেয়ার্ড যখন আরো ওপরের ছাদে উঠে গেল তখন নীচের ছাদে একজন পুলিশের আবির্ভাব ঘটেছে। চিমনীর আড়ালে গিয়ে সে আত্মগোপন করল।

এরপর আরো উঁচু ছাদে ওঠার জন্য সে মইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। মাঝপথে গিয়ে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল পুলিশের টুপী-পরা মানুষের ছায়ামূর্তি।

বেয়ার্ড হাতে আর জানুতে ভর দিয়ে মইয়ের বাকী ধাপগুলো পেরিয়ে গেল।

সামনের ছাদ থেকে রাইফেল ফায়ার করার শব্দ হল। শব্দ শোনার কয়েক মুহূর্ত আগে বেয়ার্ড নিজের ডানপায়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল। শরীরটা দুলে উঠল।

আবার রাইফেল গর্জন করে উঠল। এবার তার মাথার পাশ দিয়ে গুলিটা চলে গেল।

বেয়ার্ড অনুভব করল ট্রাউজারের ভেতর তার পা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, ছাদের ধারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সে যন্ত্রণা অনুভব করল।

কিনারায় পা ঝুলিয়ে সশব্দে নিচের ছাদে লাফিয়ে পড়ল। সে হাঁফাতে লাগল, এদিকে পুলিশটা তার পেছনে খুব কাছে এসে পড়েছে।

বেয়ার্ড ছাদে স্কাইলাইটের কাছে গেল। ভেতরে আঙুল চালিয়ে ঢাকা খুলে ফেলল। স্বল্পালোকিত যাতায়াতের পথ নজরে পড়ল। সে কষ্ট করে এই পথে নেমে পড়ল।

একটা বন্ধ দরজা খুলে ফেলল। ঢাকা দেওয়া একটা আলো ছাদ থেকে ঝুলছে। সে অনুভব করল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুল খুলে যাচ্ছে।

পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে যেতেই একটা শব্দ হল।

এরপর জ্ঞান হারিয়ে অন্ধকার গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে সে অ ব করল অন্ধকার থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে তার বাহু টেনে ধরল।

গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে প্রেস্টন কাইল লক্ষ্য করল তার হাত কাঁপছে। আজকাল একটু বেশিই পান করছে। এক চুমুকে হুইস্কি পান করে খালি গ্লাস সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করল।

পকেট থেকে একটা সিগার কেস বের করে আবার রেখে দিল। এখানে ধূমপান করবে না। ইভ যতক্ষণ না বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ অপেক্ষা করবে।

কাইল ইভের কথা ভাবতে লাগল। মাস দুয়েক হল তাদের পরিচয়।

কাইল ভেবেছিল মেয়েটা দেহ-সর্বস্ব, মগজশূন্য। তার দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু নেই। তার হঠাৎ একদিন মনে হল, মেয়েটা তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশের পথ খুঁজছে।

একরাতে মেয়েটার শান্ত কণ্ঠের বক্তব্য তাকে চমকে দিয়েছে। প্রেস্টন তোমার কি হয়েছে বলতো? কেন এমনভাবে মুষড়ে পড়েছ? আমার পিছনে না ঘুরে তুমি প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারো। তোমার কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই?

কাইল জানিয়েছিল, পরিশ্রম করবার কোন প্রয়োজন তার নেই। চাহিদা মত অর্থ আমার আছে। আমার কাজকর্মের ব্যাপারে তোমার খোঁজ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এসব কথা ইভকে স্পর্শ করেনি। সে সরাসরি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমার

সাথে ছলনা করবার দরকার নেই। তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

কাইল বিরক্ত হয়ে বলেছিল, কারও সাহায্যের প্রয়োজন আমার নেই।

ইভ তার গায়ে হাত রেখে বলেছিল, তুমি ভেঙ্গে পড়েছ। ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীরা তোমার সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুরু করেছে। তুমি প্রচুর ঋণ করেছ। সব টাকা তুমি খরচ করে ফেলেছ, এ ব্যাপারে কিছু করবার সময় কি আসেনি?

আঘাত এত প্রচণ্ড ছিল যে, সে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি। এরপর কাইল তাকে বলেছিল, আমার শরীর ঠিক নেই। আমি ক্লান্ত আর মোহমুক্ত। আমি বিশ্রাম নিতে চাই।

ইভ বিশ্বাস না করলে সহানুভূতিপূর্ণ হাসি হেসেছিল। মনে হচ্ছে তোমাকে সাহায্য করতে পারব। কিছু কিছু কথা আমি শুনেছি।

ধীরে ধীরে ইভ রাজা ঘটিত ব্যাপার তাকে খুলে বলেছিল। কাইল প্রথমে ভেবেছিল, মেয়েটি তার সাথে রসিকতা করছে। সে বলেছিল, এরকম কিছু আমার জানা নেই। আর এ ব্যাপারে আমার করবারও কিছু নেই। তাছাড়া রাজা চাইবেন না আমরা নাক গলাই।

চাইবেন। ইভ চিন্তিত মুখে বলেছিল, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করব।

কাইল মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করেনি যে, রাজার কাছে সে সত্যিই যাবে। কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন সে জানলো যে রাজা সন্ধ্যার দিকে তার হোটেলের স্যুটে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন, তখন অবাক না হয়ে পারেনি। কাইল যেতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু ইভ তাকে বুঝিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

অন্ততঃ তার বক্তব্য আমরা শুনতে পারি। তেমন বুঝলে বলতে পারব, এ কাজ করা সম্ভব নয়।

ইভ এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তি আগেই তৈরী করে রেখেছিল। রাজা বলেছিলেন যে, জহরতের উদ্ধার কার্যে তাঁকে সাহায্য করলে তিনি যথেষ্ট আনন্দিত হবেন। যদি তাঁরা খুঁজে পেয়ে ফিরিয়ে দেয় তাহলে পাঁচ লক্ষ টাকা আর যাবতীয় খরচপত্র দেবেন। শর্ত হল, কাজটা খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে করতে হবে।

সাক্ষাৎকারের পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইভের একটা হাত ধরে কাইলের দিকে তাকিয়ে রাজা বলেছিলেন, আমি এই ভেবে ভয় পাচ্ছি যে আপনারা একটা কঠিন কাজে নিজেদের জড়াচ্ছেন, খরচ বাবদ পাঁচ হাজার আপনাদের ব্যাঙ্কে কালই জমা দেওয়া হবে।

কাইল কিছু বলার আগেই ইভ তাকে রাজার স্যুট থেকে বের করে এনেছিল। ফেরার পথে নীচে হোটেলের লবীতে কাইল প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু ইভ আবার তাকে আশ্বস্ত করেছিল।

ইভ বলেছিল, আমরা টাকাটা খরচ করব না। কোন উপায় খুঁজে না পেলে টাকাটা ওঁকে ফেরৎ দেব।

ইভের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে কাইল কাজটার অসম্ভবতা ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছিল। জহরৎগুলো পনের বছর যাবৎ নিখোঁজ। সে বলেছিল, ঘটনার উপর যবনিকাপাত ঘটেছে। গোয়েন্দারা সেগুলো আগেও খুঁজছে আর যতদূর জানি, আজও খুঁজছে। আমরা কি কিছু করতে পারব?

ইভ বলল, এ ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমি স্নান করতে যাচ্ছি। গরম জলে শরীর ডুবিয়ে আমি ভালভাবে চিন্তা করতে পারি। তুমিও চুপচাপ বসে চিন্তা কর। কাজটার মূল্য পাঁচ লক্ষ, অঙ্কটা যথেষ্ট বেশি।

দ্বিতীয় গ্লাস হুইস্কি শেষ করে যখন সে তৃতীয় গ্লাস ভর্তি করেছে তখন ইভ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ইভ বলল, আজ রাতে আমরা রিকোর সঙ্গে কথা বলব। সে বলল, প্রেস্টন, এত পান করা উচিত নয়।

কাইল প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ইভকে বলল, আমাকে এ ধরনের কথা বলবে না। এ ব্যাপারে আমার ভূমিকাই মুখ্য, রিকোর সঙ্গে আজ রাতে দেখা করতে যাচ্ছি না।

ইভ তাকে বোঝাল কাজটা করলে পাঁচ লাখ টাকা পাবে। আর এই অর্থ দিয়ে তুমি কি না করতে পারো।

কাইল বলল, এসব কথা বলে কি লাভ? এই জহরৎগুলো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এ সম্পর্কে চিন্তা করাও হাস্যকর।

ইভ বলল, উনি বলেছেন পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তবে অসম্ভবও নয়। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আজ রাতে অবশ্যই রিকোর সঙ্গে দেখা করব। এই বিপজ্জনক কাজটা করবার জন্য একজন লোকের দরকার হবে, যাকে দিয়ে কাজটা করানো যাবে, তেমন লোকের সন্ধান সে দিতে পারে।

যদিও এখন নটা বেজে কুড়ি মিনিট, ইন্টারন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সীর অফিসে এখনো আলো জ্বলছে। এর মানে একটাই, হারমন পার্ভিস বাড়ি চলে যায়নি।

এড ডালাস দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিতে পার্ভিস বলল, ভেতরে এসো। পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, আমি অনুমান করেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরবে তাই অপেক্ষা করছি।

ডালাস বলল, ওদের দুজন সম্পর্কে কিছু খবরাখবর নিয়েছি। লোকটার নাম প্রেস্টন কাইল, নামটা কখনো শুনেছেন।

পার্ভিস বললো, কাইল ও ইভ সম্পর্কে আমি জেনেছি, কাইল সানফ্রান্সিসকোতে রাজার পরিচালক ছিল। বছর দুয়েক আগে একটা বাজে কাজ করে। একজন ক্রয়-বিক্রয়ের দালাল তার সম্পর্কে অপপ্রচার চালাতে থাকে, ফলে তাকে বাজার থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আর ইভ কয়েক বছর আগে একটা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় পাঁচ হাজার ডলারের একটা পুরস্কার পায়। ওর ভাই আছে ওরা যমজ। ভাইটা বছর তিনেক ভারতে ছিল। হয়তো এখন ফিরে এসেছে, ইভ কয়েক মাস আগে তার কাজ ছেড়ে কাইলের রক্ষিতা হয়েছে। আমি ভাবতে পারছি না, কেন ও এ ধরনের কাজ করল।

ডালাস বলল, আপনি যখন এত কিছু জানেন তাহলে আমাকে নিয়োগ করেছেন কেন? এ ব্যাপারে আমি আর মাথা ঘামাব না।

পার্ভিসকে বেশ খুশী খুশী দেখাল। সে বলল, আমি তোমাকেই টাকা দেব বর্তমান জানার জন্য, অতীত জানার জন্য নয়। তিনি বললেন, তাহলে ওরা রাজার সঙ্গে কথা বলেছে?

বলেছে, ঘণ্টা খানেক তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছে। ভাবছি কেন দেখা করল। উনি আগে কিন্তু কোন রকম চেষ্টা করেননি। কি করে জানলেন উনি জহরতের সন্ধান করছেন? ডালাস সংযত কণ্ঠে বলল, ইন্সুরেন্স কোম্পানী সন্দেহ করছে বলেই কি আমাদের সন্দেহ করতে হবে?

পার্ভিস বলল, আমি বলেছি বলেই কোম্পানীর সন্দেহ প্রবল হয়েছে।

আমরা যদি ঠিকমত লেগে থাকতে পারি তাহলে চারলাখ টাকা পাব। ম্যাকআডাম আর আইন্সওয়র্থ রাতে আর বার্নস দিনে রাজার ওপর নজর রাখছে। আমার ইচ্ছা তুমি কাইলের ওপর নজর রাখো, কিন্তু তাকে জানতে দিও না।

ডালাস বলল, কাজটা হাতে নিতে গেলে আমাদের চুপচাপ থেকে হ্টারের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। কেবলমাত্র সেই জহরতের সন্ধান দিতে পারবে।

পার্ভিস বলল, বছর দুয়েকের আগে হ্টার মুক্তি পাবে না। পনেরো বছর যাবৎ ইনসুরেন্স কোম্পানী আমাদের পুষছে। আমরা তার বিনিময়ে কোন মূল্যবান কাজ করতে পারিনি। হ্টার কবে মুক্তি পাবে তার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। এখনই আমাদের কাজে নামতে হবে।

ডালাস বলল, আমি কাইলের ওপর নজর রাখব। হয়তো সে আমাদের জহরতের সন্ধান দিতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একজন লোকই এ ব্যাপারে জানে, সে হ্টার। যতক্ষণ ও জেলে বন্দী থাকবে জহরতের সন্ধান মিলবে না।

পার্ভিস বলল, এ হলো হেরে যাওয়া মনোভাব। আমাদের হাতে মাত্র তিনমাস সময় আছে। কাইলের পেছনে লেগে থাকো। ইভের উপর নজর রাখো। মেয়েটার কিছু জানা থাকতে পারে।

ডালাস দ্রুত পায়ে অফিসের বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

রাত দশটা বেজে ত্রিশ মিনিট, রিকো নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁ পেরিয়ে বারের

কাছে গেল। এরপর বারে ঢুকে একটা ডবল হুইস্কির অর্ডার দিল।

রিকো হুইস্কিতে চুমুক দিলো। আর একবার ঘরের উপস্থিত মানুষগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। মাত্র দুজন ছাড়া প্রত্যেকে সান্ধ্য পোষাক পরে আছে। একজন বারের সামনে বসে, দ্বিতীয়জন এক কোণে পাতা টেবিলের সামনে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। বারের সামনে যে বসে আছে তাকে রিকো চিনতে পারল। একমাসের ওপর হল তাকে প্রায়ই এই ক্লাবে দেখছে। নাম আদম গিলিস। ভাল খরিদ্দার বলা যায় না, তবে সঙ্গে করে যে সব মেয়েদের নিয়ে আসে তারা শ্যাম্পেন কেনে।

এবার রিকো খবরের কাগজ পড়ায় নিমগ্ন লোকটার দিকে মন দিল। আগে কখনো ওকে দেখেনি। সে হুইস্কি শেষ করে প্রবেশ পথের কাছে গিয়ে, ছোট করে চুল ছাঁটা লোকটা কে? জিজ্ঞাসা করতেই দারোয়ান হামিদ এগিয়ে এসে অভিবাদন করল, ওকে এখানে আগে দেখেনি। নাম ডালাস।

ঘাড় নাড়ল রিকো, এই প্রথম এলো তাই না?

হ্যাঁ, স্যার।

রিকো বলল, মিঃ কাইল এলে আমায় খবর দিও। তার সঙ্গে আজ রাতে দেখা করতে চাই।

সে বারে ফিরে এল। সবুজ সান্ধ্য পোশাক পরনে, লাল চুল মাথায়, পরিচারিকার সঙ্গে ডালাস কথা বলছে। মেয়েটার নাম বো নর্টন।

আদম গিলিস আয়নার মধ্য দিয়ে রিকোকে লক্ষ্য করতে লাগল, রিকোর সম্পর্কে সে কৌতূহল হল। রিকো বিদায় নেওয়ার পর গিলিস সময় দেখল। ভ্রূ কুঁচকালো। কি এমন কাজে ইভ আটকে গেল? সে বলেছিল, রাত দশটায় কাইলকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, অথচ এখন এগারোটা বাজতে চলল। সে দারোয়ান হামিদকে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ কাইল এখনো আসেননি, তাই না?

হামিদ মৃদু কণ্ঠে বলল, তিনি এখনো আসেননি, স্যার। এরপর গিলিস পুরুষদের শয়নকক্ষে গেল। হাত ধুয়ে যখন সে নিজের সোনালী চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত তখন ঘরে ঢুকল ডালাস। আয়নার মধ্যে পরস্পরের চোখাচোখি হল। ডালাস বলল—লাল চুল মেয়েটা আমাকে সঙ্গ দিতে চায়।

আপনি ভালো লোক পাকড়াও করেছেন। গিলিস বলল, বো-র চাহিদা কিছু বেশি, তবে নিজের দায়িত্ব কখনো এড়িয়ে যায় না।

বলছেন মেয়েটা কি ততটা ভাল? এখানে এই প্রথম এসেছি। মনে হল আসবার মত জায়গাই বটে এটা।

গিলিস বলল, যদি ফূর্তি করতে চান আর পছন্দ মত নারীসঙ্গ লাভ করতে চান তাহলে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই।

ক্লাব সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর ডালাস বলল, হয়তো আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার নাম এড ডালাস।

আমি আদম গিলিস।

এখন সে নিশ্চিত যে এই লোকটা ইভ গিলিসের ভাই।

বিদায় নেওয়ার পূর্বে আদম গিলিস বলল, যদি সামান্য উপকার করেন। আমি মানিব্যাগটা আনতে ভুলে গেছি। আপনি কি ঘন্টাখানেকের জন্য দশ ডলার ধার দিতে পারেন না?

নিশ্চয়ই পারি। বিস্ময় গোপন করে ডালাস দুটো পাঁচ ডলারের নোট গিলিসকে দিল।

তারা বারে ফিরে এল। ডালাস লক্ষ্য করল কাইলের সঙ্গে ইভ গিলিস বারে দাঁড়িয়ে আছে।

অপেক্ষমাণ বো-র কাছে ফিরে এল ডালাস। বলল, দেরী হল বলে দুঃখিত, ওই সোনালী চুলওয়ালা লোকটার পাল্লায় পড়েছিলাম।

ডালাসের নজর ইভের দিকে। সে বলল, ওই মেয়েটার পরনের পোশাকের ছাঁটটা বেশ।

বো, ইভকে খুঁটিয়ে দেখল। বলল মেয়েটা ভালই। ও গিলিসের বোন। বাজি রেখে বলতে পারি ওরা যমজ?

ওরা যমজ? অবাক হওয়ার ভান করে ডালাস বলল, ওদের হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না।

মেয়েটা হয়তো ভাইয়ের পরিচয় কাইলকে জানাতে চায় না। বো উদাসীন হয়ে বলল, এ

কাইলের রক্ষিতা।

ডালাস রিকোকে বারে ঢুকতে দেখল। কাইল আর ইভের কাছে গিয়ে নীচু গলায় কিছু বলল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ইভকে কিছু বলতেই মেয়েটা ঘাড় নাড়ল। তারপর ইভকে ছেড়ে রিকোর সঙ্গে বারের বাইরে চলে গেল। ডালাস লক্ষ্য করল গিলিস ইভের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারায় দরজা নির্দেশ করল।

কুড়ি ডলারের একটা নোট যো-র কোলে রেখে ডালাস ব্যস্ত হয়ে বলল, আমাকে যেতে হবে। একজনের সঙ্গে একটা জরুরী সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে গেল। বলে সে দ্রুত পায়ে পুরুষদের রিটায়ারিং রুমে এল। কিছুক্ষণ পর ইভ লবীতে এল। ডালাস ফিরে এসে অলস গতিতে তার পেছনে হাঁটতে লাগল। দেখল ইভ গাড়ি রাখার জায়গায় দাঁড় করান লা-সালে গাড়িতে উঠে বসল। নিজেকে আড়ালে রেখে ডালাস পেছনের গাড়িতে উঠে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পর ডালাস দেখল গিলিস দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে আসছে। ডাইনে আর বাঁয়ে দ্রুত তাকাতে তাকাতে লা-সালের কাছে এল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ইভের পাশে বসল।

ডালাস গাড়ি থেকে নিঃশব্দে নেমে লা-সালের দিকে এগোতে লাগল।

এদিকে, রিকো ডেস্কের কাছে এসে একটা হাইকন কাইলের সামনে রাখল। বলল, মিঃ কাইল আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যা আপনাকে দেখাতে চাই। এই মুহূর্তে জিনিসটা নিরাপদ নয়, তবে পরে এর দাম হবে তিন বা চার হাজার, আরও বেশিও হতে পারে।

আমার মনে হয় না আমি খুব আগ্রহী হব। কাইল বলল, তবে আমায় দেখাতে পার।

দেওয়াল সিন্দুক খুলে রিকো ব্রেসলেটটা বের করে ডেস্কের ওপর রাখল।

কাইল হাতে না নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলল, এটা নিরাপদ নয় কেন?

রিকো বলল, ব্রেসলেটটা যে মহিলার তিনি খুন হয়েছেন।

কাইল মুখ বিকৃত করে বলল, জেন ক্রস?

রিকো ঘাড় নাড়ল।

তুমি এটা স্পর্শ করেছো জেনে অবাক হয়েছি। কাইল বলল, এটা পেলে কি করে?

হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল। রিকো অনায়াসে মিথ্যে কথা বলল, আজ রাতে খবরের কাগজ দেখার আগে আমি জানতামই না যে জিনিসটা মিস ক্রসের।

কাইল বলল, জিনিসটা ভালই। দাম কত চাইছ?

রিকো বলল, পঁচিশ শো। এর দাম হাজার ছয়েক তো হবেই।

কাইল বলল, কিন্তু এই মুহূর্তে এর দাম এক পয়সাও নয়। কিছুদিনের জন্য ব্রেসলেটটা আমার কাছে রাখতে হবে, যদিও এটা রাখা বিপজ্জনক। আমি এর দাম এক হাজারের বেশি দেব না।

রিকো তাতেই রাজী হয়।

কাইল বলে, সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে টাকাটা তোমাকে দেব।

রিকো বলে, ঠিক আছে। আপনাকে বিশ্বাস করছি।

কাইল ব্রেসলেটটা পকেটে রেখে বলল, তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই। কাজটা যদি পারো তাহলে পনেরো হাজার পাবে। তুমি কি আগ্রহী?

রিকো রাজী হয়, বলে আমাকে দিয়ে কি কাজ করাতে চান?

এখনো নিজেই জানতে পারিনি। কাইল বলল, জানতে চাই তোমার ওপর আস্থা রাখতে পারি কিনা?

কাজটার সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া দিতে পারেন, যেমন ধরুন, কাজটা বিপজ্জনক কিনা।

কাইল বলল, হতে পারে। আর কাজটা দশ থেকে পনের বছরও লাগতে পারে।

অর্থহীন হাসি হেসে রিকো বলল, সুযোগ কতখানি? সে জিজ্ঞাসা করল। আমি অপ্রয়োজনে কোন ঝুঁকি নিই না।

ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারটা আমি তোমাকে পরে বলব। এই কাজে এমন একজন লোক দরকার যাকে হতে হবে আস্থাবান, বুদ্ধিধর, আর খুনী। আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি যেমন খুন করা অপছন্দ

করো আমিও তেমনি করি। এর অর্থ এই নয় যে তাকে খুন করেছে।

রিকো বলল, আমি এমন একজনকে জানি। তার নাম ভার্নে বেয়ার্ড।

রিকো তাহলে সেই হবে উপযুক্ত লোক। যদি সে সফল না হয় তাহলে আমাদের দুজনকে জেলে যেতে হবে।

রিকো বলল, তাকে কি করতে হবে?

আমি প্রথমে তাকে দেখতে চাই। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব। কাইল বলল, তুমি নিশ্চিত যে লোকটা উপযুক্ত?

রিকো বলে, নিশ্চিত।

কাইল বলে, যত তাড়াতাড়ি বেয়ার্ডের সঙ্গে দেখা হয় ততই ভাল।

রিকো বলল, সে ব্যবস্থা আমি করব। বেয়ার্ড জিজ্ঞাসা করতে পারে কাজটা করে কত ডলার পাবে?

দশ হাজার। তবে অকৃতকার্য হলে পাঁচ হাজার।

দশ হাজার শুনে রিকোর চোখ বিস্ফারিত হল। সে ভাবল, তাহলে তো কাজটা যথেষ্ট বড় ধরনের।

ওদিকে আদম গিলিস লা-সালের ভেতরে ঢুকে সময়মত না আসার জন্য ইভকে কয়েকটি কড়া ভাষায় কথা বলল।

ইভ বলল, কাইল এমন বিশ্রী রকম ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে ওকে এখানে আনতে পারব বলে ভাবতে পারিনি। তাই দেরী হল।

গিলিস বলল, অনেক ভেবে দেখেছি, তুমি ছাড়া আমার কোন গতি নেই। জানি, তোমার পক্ষে কাজটা সহজসাধ্য নয়, কিন্তু কাইলকে এর মধ্যে ধরে রাখতেই হবে। শুধু আমরা দুজনে মিলে কিছুই করতে পারব না।

ইভ আজ রাতে তুমি সবকিছু কাইলকে খুলে বলেছ কি? এখন সে জেনেছে?

ইভ বলল, হ্যাঁ। ওকে বলেছি। ও যথেষ্ট আগ্রহী।

কাইল কি আজ রিকোর সঙ্গে কথা বলবে?

নিশ্চয়ই। আমি ওকে রিকোর সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছি।

বেয়ার্ডকে রিকো ভাল করেই জানে। যদি কেউ কাজটা করতে পারে বেয়ার্ডই পারবে।

কাইল কি রিকোকে সবিস্তারে বলবে?

না। শুধু জানতে চাইবে তার সঙ্গে রিকো যোগ দিতে সম্মত কিনা, বেশি কথা বলবে না।

গিলিস বলল, তোমার পরিকল্পনার জন্য কি কাইল তোমাকে কিছু দেবে?

ইভ বিস্বাদের হাসি হেসে বলল, না দেবে না। ওর মাথায় ঢোকেনি। ভেবেছে ওর সঙ্গে টাকাটা খরচ করব।

গিলিস বলল, এখন ওকে জানাবার দরকার নেই যে আমি এর মধ্যে আছি।

ইভ গাড়ির দরজা খুলে বেরোবে সেই মুহূর্তে গিলিস প্রত্যেকবারের মত এবারও টাকা চাইল। ইভ চারটে দশ ডলারের নোট গিলিসকে দিল।

এরপর পার্কিং প্লেস ছেড়ে গিলিস চলে যাওয়ার পর ডালাস আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

পূর্ব বাউলভার্ডে হারমন পার্ভিসের একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। ডালাস গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

কলিং বেলের সুইচ টিপতেই পার্ভিস দরজা খুললেন।

ডালাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ রাতে ফ্রাউ-ফ্রাউ ক্লাবে গিয়েছিলে?

ডালাস বলল, হ্যাঁ। এরপর ফ্রাউ-ফ্রাউ ক্লাবে সে যা যা দেখেছে এবং শুনেছে তা সবিস্তারে পার্ভিসকে বলল এবং বলল, সমস্ত পরিকল্পনা গিলিসের। কাইলকে শিখণ্ডী হিসাবে রাখা হয়েছে। কিন্তু কাইল কি করে জহরতের পাত্তা করবে? আপনার কি ধারণা, কোথায় আছে সে জানে?

পার্ভিস বললেন, বলতে পারবো না। তবে ওর মাথায় নিশ্চয়ই কোন পরিকল্পনা আছে। নইলে আজ সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেতো না।

ডালাস বলল, এই বেয়ার্ড লোকটা কে? গিলিসই বা ওকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে কেন?

পার্ভিস বলে, লোকটা যদি ভার্নে বেয়ার্ড হয়, তাহলে জেন ক্রসের হত্যাকারী বলে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে ওর নাম প্রথমেই আছে।

ওলীন ওকে খুঁজছে। ওলীনের মতে লোকটা বিপজ্জনক চরিত্রের। ছাদ পার হওয়ার সময় তাকে জখম করা হয়েছিল কিন্তু যে ভাবেই হোক আত্মগোপন করেছে।

যদি লোকটা বেয়ার্ড হয় আর পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে, তাহলে গিলিসের প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

আমার মতে এই কেসে রাজাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। যাদের নিয়ে ভাবতে হয় তারা হল, কাইল, ইভ গিলিস, রিকো, বেয়ার্ড আর আদম গিলিস। এই কেসের আসল নায়ক আদম গিলিস। সব সময় ওর কাছাকাছি থাকবে। চেষ্টা করে দেখো, যাতে লোকটার আস্থা অর্জন করতে পারো।

পার্ভিস বললেন, বার্নস কাইলের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে, বেয়ার্ডের পেছনে থাকবে আইলওয়ার্থ, যদি সে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে। কিন্তু রিকোর পেছনে কাকে লাগাব?

ডালাস বলল, ক্লাবে একটা মেয়ে আছে, যো নর্টন। টাকার প্রলোভন দেখালে মনে হয় মেয়েটা আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি হবে।

পার্ভিস জানালেন, যারা আমার সঙ্গে কাজ করেছে তাদের একশো ভাগের এক ভাগ দেবো। তাব মানে প্রত্যেকের ভাগে পড়বে এক হাজার করে।

ডালাস তার কাজের জন্য দু হাজার চাওয়ায় পাভিস মাথা ঝাঁকিয়ে না করেন। কারণ, অন্যরা এটা ভালভাবে নেবে না। তবে সে ডালাসকে বলে, যে প্রথমে অফিসে ঢুকে আমাকে জানাবে জহবৎ কোথায় আছে, তাকে পাঁচ হাজারের একটা চেক দেবো।

দূর থেকে এগিয়ে আসা পুলিশের সাইরেনের শব্দ বেয়ার্ডের মস্তিষ্কে ধাক্কা মারল।

বেয়ার্ড কষ্ট করে চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। নীচে একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ হল। রাস্তায় লোকজন ছোটাছুটি করছে। সহসা বেয়ার্ড বুঝতে পারল জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে একজন নারী।

নড়াচড়ার শব্দ শুনে মেয়েটি বেয়ার্ডকে আওয়াজ করতে বারণ করল।

অনেকগুলো গাড়ি এসে থামল। সাইরেন আর বাজছে না। গাড়িগুলোর দরজা খুলে আবার বন্ধ হল।

বেয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, কি হচ্ছে?

মেয়েটি বলল, ওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাসি চালাচ্ছে।

বেয়ার্ড মেয়েটিকে ঘরের বাইরে চলে যেতে বলল।

মেয়েটি বলল, ওরা নাও আসতে পারে। যদি আসে বলব তোমাকে দেখিনি। নিশ্চয়ই ভেতরে ঢোকার জন্য জোরাজুরি করবে না।

বেয়ার্ড বলে, নিশ্চয়ই করবে। ওরা তোমার কথা শুনবে না। তাছাড়া প্যাসেজে রক্ত পড়েছে। ওদের ঠিক চোখ পড়বে।

মেয়েটি বলল, রক্ত পরিষ্কার করে ফেলেছি।

কিন্তু কেন? তোমার মতলবটা কি? যদি পুলিশ শেষ পর্যন্ত আমায় খুঁজে পায় তাহলে তুমি ফ্যাসাদে পড়বে।

জানি তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটি ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, ওদের কয়েকজনের হাতে মেশিনগান, মনে হচ্ছে ওরা আসছে।

বেয়ার্ড বলল, আমাকে দরজার পাশে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে দাও।

সদর দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শোনা গেল। কেউ চিৎকার করে বলল, এসো খুলে ফেলো।

মেয়েটি দরজা খুলল, প্যাসেজ থেকে এক ঝলক আলো ভেতরে ঢুকল। বেয়ার্ড তাকে এই প্রথম স্পষ্ট দেখতে পেল। মেয়েটিকে সুন্দরী বলার চেয়ে সুদর্শনা বলাই ভাল।

নীচ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এই তুমি শোন, বাদামী রংয়ের স্যুট পরনে একজন লোককে কি দেখেছ? লোকটা ন্তুন আর আহত। একজন খুনী।

বেয়ার্ড দেখল মেয়েটি রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

টনি টনি। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকতে লাগল। কি ব্যাপার বলত?

একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, একজন খুনী পলাতক। পুলিশের ধারণা যে এই বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছে।

মেয়েটি হেসে বলে, ওকে এখানে রেখেছি। উপরে এসে ওকে দেখবে নাকি, টনি?

টনি উপরে উঠে আসে।

মেয়েটি বলে আমি ঠাট্টা করছিলাম।

টনি মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটা তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, অন্য সময়।

কিন্তু ছেলেটি শুনল না। মেয়েটিকে সে পাঁজা কোলে করে তুলল।

মেয়েটা কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। লোকটাও তার পেছনে দৌড়াতে লাগল। তারপর ঘরে ঢুকে লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে দিল। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে ঝটাপটি করতে লাগল।

বেয়ার্ড সামনের দিকে এগোতে উদ্যত হতেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে পিছিয়ে গেল।

দরজার বাইরে কেউ চিৎকার করল, দরজা খোল। দরজা খুলে গেলে লোকটা ঘরে ঢুকে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল।

ঘরের দৃশ্য দেখে পুলিশ দুজন হাসতে হাসতে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বেয়ার্ড শুনতে পেল তারা নীচে নেমে গেল।

মেয়েটি টনিকে আঘাত করল। টনির মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে নীচু গলায় বলল, আর এসো না।

টনি চলে গেলে বেয়ার্ড মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি বলল, অনিতা জ্যাকসন।

আমি ভার্নে বেয়ার্ড। অপদার্থ পুলিশগুলো মনে করেছে আমি একজন পুলিশকে খুন করেছি। আমায় এক ঘণ্টা সময় দাও, আমি চলে যাব। তোমার কাছে ঋণী রইলাম।

সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকো। এই ক্ষত নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না।

মেয়েটি বেয়ার্ডকে বলল খাটে শুয়ে পড়তে। এবং নিজে একটা চেয়ারে বসে আর একটা চেয়ার টেনে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

।। দুই ।।

হাত থেকে কলম নামিয়ে রেখে রিকো চেয়ারে হেলান দিলো। চোখে মুখে অসন্তোষের ছাপ। ওলীন তার ওপর নজর রাখছে। কাইল পনের হাজারের সেই রহস্যজনক প্রস্তাব দেওয়ার পর তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। এই তিন সপ্তাহ ধরে রিকো বেয়ার্ডকে খুঁজছে।

বেয়ার্ড কোথায় গেল? এই চিন্তা করতে করতে দ্বিতীয় বার হুইস্কি শেষ করে রিকো ঠিক করল একবার রেস্তোরাঁ থেকে ঘুরে আসবে।

এই ভেবে দরজার দিকে ঘুরতেই বেয়ার্ডকে দেখে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। এগিয়ে গিয়ে বলল, এখুনি তোমার কথা ভাবছিলাম। তুমি কোথায় ছিলে?

শহরের বাইরে।

ওলীন তোমাকে এখনো খুঁজছে। এখানে তোমার আসা উচিৎ হয়নি।

বেয়ার্ড বলল, তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। ওলীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি সমস্ত বিকেলটা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ছিলাম। [illegible]

ওলীন সুবিধে করতে পারল না, তাই আমি বেরিয়ে আসতে পারলাম।

রিকো সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, ওরা তোমাকে কিছু করেনি?

বেয়ার্ড বলল, কিছুই করতে পারেনি। আমাকে কেউ দেখেইনি। ওরা চেয়েছিল ক্রস হত্যার দায়ে আমাকে ঝোলাতে, কিন্তু ওদের কোন প্রমাণ নেই। নিউইয়র্কে গিয়ে অ্যালিবাই তৈরী করেছি। ওখানে আমার অনেক বন্ধু আছে। তাদের মধ্যে ছ'জন হলফ করে বলেছে, জেন ক্রস যে রাতে খুন হয়, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম।

রিকো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি আবার মুক্ত ভাবে কাজ করতে পারবে?

নিশ্চয়ই, বেয়ার্ড নির্বিকারভাবে বলল, তুমি কি ব্রেসলেটটা কাউকে গছাতে পেরেছ?

রিকো বলল, হ্যাঁ দাম বেশি পাইনি। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। শুনলাম তুমি নাকি আহত হয়েছিলে?

হয়েছিলাম, কয়েক সপ্তাহ শুয়ে থাকতে হয়েছে। একটা মেয়ের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। সে আমার দেখা শোনা করেছে।

রিকো বলল, বেশ বড় একটা কাজ আছে, করতে পারলে দশ হাজার পাবে। এর পেছনে যে আছে তার নাম প্রেস্টন কাইল। আমি বলেছি এই কাজের যোগ্য ব্যক্তি তুমি যার উপর আস্থা রাখা যায়।

কাজটা কি?

জানি না। কাইল প্রথমে তোমায় দেখতে চায়। বলেছে ব্যাপারটা ফাঁস করবার আগে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

বেয়ার্ড কিছু বলতে উদ্যত হল। সেই সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল যো।

রিকো জিজ্ঞাসা করল কি চাই?

যো বলল, ডালাস নামে এক ভদ্রলোক আমার কাছে জানতে চেয়েছে একটা চেক ভাঙ্গানো যাবে কিনা। যো ডেস্কের কাছে এসে একটা চেক তার সামনে রাখল। মাত্র চারশো ত্রিশ।

রিকো চেকটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ড্রয়ার খুলে ক্যাশ-বাক্স বের করে পাঁচডলারের নোট সামনে রাখল। রিকো নোটগুলো ঠেলে দিতে দিতে বলল, যো এরপর যখন তুমি ভেতরে আসবে দয়া করে আগে দরজায় টোকা দেবে।

যো বলল, অত ভাবিনি। তারপর নোটগুলো নিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

বেয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা কে?

রিকো বলল, মেয়েটা ভালই। আমার পোষা মেয়েগুলোর মধ্যে একজন। যো নর্টন।

রিকো ফোনের রিসিভার তুলে কাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করল, জানতে পারল সে এখন ইভের ফ্ল্যাটে। রিকো তাড়াতাড়ি নতুন নম্বরে ডায়াল করল। তারপর কাইলের গলা শুনতে পেয়ে বলল, আমি রিকো বলছি। যাকে খুঁজছিলাম তার দেখা পেয়েছি।

কাইল বলল, তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে এখানে নিয়ে চলে এসো।

টুপী হাতে নিয়ে রিকো বলল, চল যাই। খুব সাবধানে কাইলের সঙ্গে কথা বলবে। ভদ্রলোক সম্মান চায়।

দরজা খুলে রান্নাঘর আর পেছনের দরজার দিকে যাওয়ার প্যাসেজ ধরে দুজনে এগিয়ে গেল। দুজনের একজনও লক্ষ্য করল না প্যাসেজের শেষ মাথায় সামান্য খোলা দরজার কাঁচ দিয়ে যো তাদের লক্ষ্য করছে। দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া মাত্র সে ডালাসকে ইশারা করল। যো-এর ডেসিং টেবিলে রাখা টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডালাস হারমন পার্ভিসের নম্বর ডায়াল করল।

ইভের ঘরে বসে আছে কাইল। বেয়ার্ড এখানে তার কাছে আসছে এ কথাটা কাইল জানবার পর থেকে দুজনের কেউই কোন কথা বলছে না।

সামনের দরজায় ঘণ্টা বাজল। ফিলিপাইন ছোকরাটি ঘরে এসে জানাল, মিঃ রিকো এসেছেন।

কাইল বলল, ওকে এখানে নিয়ে এসো।

রিকো ভেতরে এলো। তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল বেয়ার্ড। বেয়ার্ডের চকিত এবং মুগ্ধ

দৃষ্টি ঘরের চারিদিক দেখে নিল। ইভকে চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে কাইলের দিকে সোজাসুজি তাকাল।

কাইলও তাকে দেখছে।

রিকো এগিয়ে এসে বলল, এর নাম বেয়ার্ড।

কাইল দুটো আর্ম চেয়ার দেখিয়ে ওদের বসতে বলল।

বেয়ার্ড বলল, তাড়াতাড়ি করুন, আধ ঘণ্টা পরে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কাইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে জানিয়ে রাখা ভাল যে এখনো নির্দিষ্ট ভাবে কিছু স্থির করা হয়নি। বলতে পারো, পায়ের তলাকার মাটি কতটা শক্ত তাই দেখতে চাই। এমনও হতে পারে শেষ পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।

বেয়ার্ড কাইলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, কাজটা কি?

একজন লোক জেলে আছে। এই লোকটাকে জেল থেকে বের করে আনতে চাই। যে কাজটা করতে পারবে তাকে দশ হাজার ডলার দেব। এই আমার প্রস্তাব। লোকটা জেল ছেড়ে আসতে চায় না, ফলে কাজটা দ্বিগুণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেয়ার্ড বলল, আপনি চান জেলখানা থেকে লোকটাকে হরণ করে নিয়ে আসতে?

কাইল গম্ভীর মুখে বলল, তা বলতে পারো। লোকটা বাধা দিতে পারে। যাই ঘটুক তাকে কোন রকম আঘাত করা যাবে না।

বেয়ার্ড বলল, তাকে আপনি চাইছেন কেন?

কাইল বলল, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত, তোমার কাজ লোকটাকে ধরে নিয়ে আসা। আমার উদ্দেশ্য জানবার কথা তোমার নয়। যদি তুমি আমাকে বোঝাতে পারো যে সত্যিই চেষ্টা করেছ তাহলে আমি অর্দ্ধেক টাকা দেব।

কোথায় আছে লোকটা?

বেলমোর স্টেট প্রিজন ফার্মে। রেত লিভার জলপ্রপাত থেকে মাইল তিনেক দূরে।

লোকটা কে? বেয়ার্ড জানাতে চায়।

কাইল বলে, তুমি কাজটা করবে বলে স্থির করলে আর তোমার কাজের পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হলে তবেই নামটা বলব। তোমাকে একটা ম্যাপ, লোকটার একটা ফটো আর তার কয়েদী নম্বর দেব। বর্তমানে সে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে রেত নদীর গর্ভের মাটি তোলার কাজে ব্যস্ত, জায়গাটা জেলখানা থেকে মাইল খানেক দূরে। আসামীরা সকাল আটটার সময় ট্রাকে চেপে নদীতে আসে, সন্ধ্যে ছ'টার সময় জেলখানায় ফিরে যায়। কাজের সময় চারজন কিম্বা পাঁচজন প্রহরী পাহারা দেয়। কুকুরও আছে।

বেয়ার্ড বলল, অঞ্চলটা একবার দেখা দরকার। তবে শুনে মনে হচ্ছে কাজটা করা যাবে।

কাইল বলল, কাজটা না করা পর্যন্ত তোমাকে দশ হাজার দিচ্ছি না। তবে তুমি কি করবে জানতে পারলে ভাল হতো।

কাইলকে ইতস্ততঃ করতে দেখে রিকো নাক গলাল, বেয়ার্ডকে আমি যতটা জানি আপনি ততটা জানেন না। ওর খরচের দিকটা আমি তত্ত্বাবধান করতে পারব। আর যদি যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আপনার সঙ্গে সরাসরি একটা বন্দোবস্ত করবে।

বেয়ার্ড ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে বলল, যদি আমি কাজটা করতে পারি, তাহলে আমাকে দেওয়ার মত টাকা আপনার আছে এ প্রমাণ দিতে হবে।

রিকো সঙ্গে সঙ্গে বলল, মিঃ কাইল আর আমি একসঙ্গে এর আগেও কাজ করেছি। পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না।

যতক্ষণ না হাতে আসছে ভাবতে হবে বৈকি। বেয়ার্ড বলল, তাহলে এক সপ্তাহ পরে দেখা হবে। বলে বেয়ার্ড ঘরের বাইরে চলে গেল।

কাইল রিকোকে বলল, যদি তোমার মনে হয় আরো সাহায্যের দরকার তাহলে সে ব্যবস্থা তোমাকেই করতেই হবে, এমন কি খরচপত্রও।

রিকো মাথা নাড়ল, বেয়ার্ড কাজে নামবার আগে অগ্রিম টাকা চাইবে, ধরুন তিন কিম্বা চার

হাজারের ব্যবস্থা কি করা যাবে?

যাবে, কাইল অধৈর্য হয়ে বলল, তাহলে আসছে সপ্তাহে এই সময়ে দেখা হবে। রিকো চলে যাওয়ার পর কাইল ইভকে বলল, তুমি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ?

ইভ কিছু বলল না। কাইল দেখতে পেল সে সামান্য কেঁপে উঠল।

বেয়ার্ড অনেক ভেবেছে। আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের প্রতি সে আগ্রহী হয়নি। কিন্তু অনিতা যেন আলাদা জাতের। অনিতা তার প্রাণ রক্ষা করেছে, কিন্তু একবারও ব্যাখ্যা করে বলেনি কেন তার প্রাণ রক্ষা করল।

ঘটনাটা বেয়ার্ডকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাকে ঘরে জায়গা দিয়ে জেলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে। চলে যাবে মনস্থ করে তিনশো ডলার যখন তার সামনে টেবিলে রেখেছিল মেয়েটা সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছে। ঠিক করল আজ রাতে তার সঙ্গে দেখা করবেই এবং এই দেখাই হবে শেষ দেখা।

গ্যারেজ থেকে ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে অনিতার ফ্ল্যাট বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল বেয়ার্ড। সিঁড়ি দিয়ে যখন বেয়ার্ড উঠছে, তারা কৌতূহলী চোখে তাকে দেখল, দুজনের একজন হল টনি।

অনিতার ঘরের সামনে এসে বেয়ার্ড দরজায় টোকা দিল।

অনিতা দরজা খুলল। তাকে দেখে অনিতা খুশি হয়নি দেখে বেয়ার্ড হতাশ হল, কিন্তু ফিরে গেল না। বেয়ার্ড বলল, এখুনি নিউইয়র্ক থেকে ফিরেছি। ভাবলাম তোমার খোঁজ নিই। কেমন আছো? সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে উদ্যত হল।

মেয়েটি বলল, আমি চাই না তুমি ভেতরে ঢোকো, অন্তত এই সময়ে নয়।

বেয়ার্ড বলল, আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না।

আমার ইচ্ছা তুমি চলে যাও, আমি মৃতস্পন্দন ছাড়া আর কিছু নই।

বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। তোমাকে ভুলিনি। এখনো আমার কাছে সেই টাকাগুলো আছে। যেগুলো তোমায় ধার দিতে চাই, আমি তোমার কাছে যথেষ্ট ঋণী।

আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না। তোমার ক্ষেত্রে আমি যে উপকার করেছি অন্যের ক্ষেত্রেও তাই করতাম। ভেবোনা তোমার কাছে অর্থ ভিক্ষা করব। তোমার কাছে টাকা নেওয়া সম্ভব নয়। দিতে চেয়েছ এজন্য ধন্যবাদ।

বেয়ার্ড বলল, তোমার কাছে ঋণী রইলাম। আমার ঠিকানা মনে রেখো। আমাকে তোমার প্রয়োজন হতে পারে। বলে বেয়ার্ড দ্রুতপায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে নেমে গেল।

অলসভাবে ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জ্যাক বার্নস খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বেয়ার্ডের চলে যাওয়া দেখল। তারপর কাছের একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে হারমন পার্ভিসকে ফোনে যোগাযোগ করল।

আদম গিলিস জানালার কাছে দাঁড়াল। নীচের দিকে তাকাতে দেখতে পেল একটা ট্যাক্সি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, গাড়ি থেকে ইভ নেমে এল।

গিলিস প্রমাদ গুনল। এখানে কি প্রয়োজনে ইভ আসছে? গিলিস সঙ্গে আনা মেয়েটিকে বলল, আমার বোন আসছে। গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়, মিনিট খানেকের মধ্যেই ও এসে পড়বে।

এক ডলারের একটা নোট মেয়েটির হাতে দিয়ে গিলিস তাকে বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘর সস্তা সুগন্ধে ভরে আছে। গিলিস একটা জানালা খুলে দিল। সেটির দোমড়ান কুশনের ঢাকা ঠিক করল তারপর খবরের কাগজ নেড়ে হাওয়া করে গন্ধ তাড়াতে লাগল। অ্যাসট্রে ভর্তি লিপস্টিকের ছাপ জড়ানো সিগারেটের পোড়া শেষাংশ যখন ফেলতে ব্যস্ত সে দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনল।

আয়নায় নিজেকে এক ঝলক দেখে নিল গিলিস। শার্ট ময়লা আর জ্যাকেটের অধিকাংশ বোতাম নেই, মুখে আর গলায় লিপস্টিকের ছাপ, বাথরুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। তারপর

বেডরুমে ফিরে আসার আগে রং জ্বলে যাওয়া ড্রেসিং গাউন পরে নিল। আবার দরজায় টোকা পড়তেই দরজা খুলল।

ইভ বলল, ভেতরে আসতে পারি? তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিলিস বলল, নিশ্চয়ই। আমি ঘুমবার তোড়জোড় করছিলাম।

নোংরো ঘরটার চারদিক ইভ দেখল। এর আগে আর একবার সে এসেছিল।

গিলিস বলল, তোমাকে বসতে বলতে হবে নাকি?

ইভ বসল। সেটির তলায় কিছু পড়ে আছে। গিলিস বলল, তুমি কি ভাবছ আমি জানি। তোমার ধারণা ভুল। তুমি যখন কড়া নাড়লে ঘরে একাই ছিলাম।

ইভ বলল, তোমার ঘরে যেই থাকুক না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তবে মিথ্যে কথা বলো না। মেয়েটা টুপী ফেলে গেছে। তুমি বরং ওটা তাকে ফেরৎ দিও। তাকে দেখে মনে হয়নি আর একটা কেনার ক্ষমতা তার আছে।

আদম অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, মনে হয়না তুমি এসব কথা বলতে এসেছ। ব্যাপার কি?

ইভ বলল, আজ রাতে রিকো, বেয়ার্ডকে নিয়ে প্রেস্টনের কাছে এসেছিল। এইমাত্র চলে গেল।

গিলিস বিছানায় বসল। ইভ তাকে বিস্তারিতভাবে সাক্ষাৎ-পর্ব বলল।

গিলিস বলল, ভালই হয়েছে। বেয়ার্ড তাহলে কাজটা করছে। ওর সম্পর্কে তোমার কি মতামত ইভ?

লোকটা সাংঘাতিক চরিত্রের, যেন একটা বন্য জন্তু-বাঘের মতন। ও একজন খুনী। লোকটা এই ধরনের কাজের উপযুক্ত।

হটারকে যদি জেল থেকে বের করে আনা হয় এবং ও যদি জহরতের সন্ধান দেয় তাহলে হটারকেও শেয়ার দিতে হবে। অর্দ্ধেকটাও দিতে হতে পারে।

বেশ তো, তাহলে দশ লক্ষের চার ভাগের এক ভাগ। দুশো পঞ্চাশ হাজার খুব কম নয়।

হটারকে ভাল টাকা না দিলে কোন খবর সে দেবে না।

আর কাইলের মুখ বন্ধ রাখার জন্য কিছু দিতে হবে।

কিন্তু রাজার সঙ্গে ও সরাসরি কাজ করছে, পুরো টাকাটা নিজে নিতে আর তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে ওকে বাধা দেবে কে?

আমি বাধা দেব ইভ, তুমি ওর সম্পর্কে এমন কিছু জানবার চেষ্টা কর যা ওর বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যাবে।

গিলিস বলল, কাইল সম্পর্কে চোখ-কান খোলা রাখো। তার জীবনের গোপনীয় কিছু জানতে পারলে আমরা যা বলব তাই করবে।

ইভ সরাসরি অস্বীকার করে বলল, ব্ল্যাকমেল করতে পারব না।

কাইলকে তুমি বাগ মানাতে পারবে কিন্তু বেয়ার্ডকে পারবে না। ও সাংঘাতিক আর বুদ্ধু নয়।

ইভ গিলিসের একটা হাত ধরে বলল, তোমাকে অনুনয় করছি, এর মধ্যে থেকো না। হটার মুক্ত হলেই তোমার ঝামেলা শুরু হবে।

গিলিস ইভের কথায় কোন গুরুত্ব দিল না।

নিরাশা জড়ানো কণ্ঠে ইভ বলল, বেশ। ব্যাগ থেকে দুটো দশ ডলারের নোট বের করে বলল, এগুলো রাখো।

গিলিস দরজা খুলে ধরতে ইভ আবার বলল, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেলে আমায় দোষারোপ করো না। বার বার সাবধান করতে পারবো না।

৭

একটা মোটরে জ্যাক বার্নস বসে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট। মাঝে মাঝে হাত ঘড়িতে সময় দেখছে।

সে ভাবল, বেয়ার্ডটা ঘুমিয়ে পড়লে বাড়ি ফেরার সুযোগ মিলতো। কিন্তু যতক্ষণ জানালায় আলো জ্বলবে ততক্ষণ কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হবে না। পর্দার ওপর প্রতিফলিত বেয়ার্ডের শরীরের ছায়া মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছে, বোধহয় পায়চারি করছে।

বার্নস আবার সময় দেখল, একটা পঁচিশ।

একজন পুলিশ গাড়িতে বসা বার্নসকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কারো অপেক্ষায় নাকি?

বার্নস কার্ডটা দেখাতে পুলিশটি কার্ডটা পড়ে বলল, আমার বোঝা উচিত ছিল। বেশ ভুলে যাও, এই পার্ভিস ভদ্রলোক আমাদের কর্মীদের খুব ঝামেলায় ফেলে।

বার্নস লক্ষ্য করল বেয়ার্ডের ঘরের আলো নিভে গেল।

দেখা গেল বেয়ার্ড বাড়ির দরজা খুলে দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা ব্যাগ। পুলিশের দিকে আর গাড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দ্রুতপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

বার্নস গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশটাকে বলল, একজন লোক আমার পরিবর্তে এখানে আসবে। তুমি কি তাকে খবরটা দিতে পারবে যে বেয়ার্ড বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে আর আমি গেছি তার পিছু পিছু?

পুলিশটি বলল, বলবো।

বার্নস বেয়ার্ডের পিছু নিল। পেছনে পায়েব শব্দ শুনতে পেল বেয়ার্ড কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না। তবে ও এখনো নিশ্চিত নয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা।

বাস্তায় একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় পৌঁছে বেয়ার্ড পিছন ফিরে তাকাল। দেখল একজন বেঁটে আর মোটা লোক নিজেকে আড়ালে রেখে তার পিছনে দ্রুত পদক্ষেপে আসছে। বেয়ার্ড বেশ বিভ্রান্ত হল।

সে আবার হাঁটতে লাগলো। দুটোয় ট্রেন। এখনো দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকী। হঠাৎ অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে হাত থেকে ব্যাগ নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

পায়ের শব্দ শুনতে না পেয়ে বার্নস বুঝতে পারল লোকটা তার উপর লক্ষ্য রাখছে। রাস্তায় কোথাও দাঁড়িযে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে ধীর পায়ে হেঁটে রাস্তার মুখটা পেরিয়ে গেল। সে নিশ্চিত যে বেয়ার্ড বাস্তাতেই আছে। তবে বেয়ার্ডেব নিঃশব্দ পদসঞ্চার সে শুনতে পেল না। দেওয়ালের কোণ থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে তার কোট চেপে ধরার আগে পর্যন্ত বিপদ সম্পর্কে কোন ধাবণাই করতে পারল না। তাকে এলোমেলো আঘাত করল। তারপর শক্ত আর ভারী কিছু তার মাথায় এসে পড়ল। বার্নস জ্ঞান হারাল।

বার্নসকে টানতে টানতে বেয়ার্ড গলিতে নিয়ে গেল। তারপর পকেটগুলো হাতড়ে একটা কার্ড পেল। তাতে লেখা আছে ইন্টারন্যাশনাল ডিটেক্টিভ এজেন্সী।

রাত শোয়া তিনটের সময় টেলিফোনের আর্তনাদে হারমন পার্ভিসের গভীর ঘুম ভেঙে গেল।

ফোনে ডালাসের কণ্ঠস্বব ভেসে এল। বলল, বেয়ার্ড আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। আহত বার্নস হাসপাতালে।

পার্ভিস জিজ্ঞাসা করল, হারমনেব অবস্থা কি খারাপ?

হ্যাঁ। তবে ডাক্তার বলেছে বেঁচে যাবে।

।। তিন।।

বেয়ার্ড ফ্রাউ-ফ্রাউ ক্লাবের পিছন দিকের দরজা ঠেলে ঢুকল। নিঃশব্দে রিকোর অফিসের দিকে এগোল। দরজার কাছে পৌঁছতেই একজনকে হেঁটে যেতে দেখে সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

যো নর্টন ড্রেসিংরুমের দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু বেয়ার্ডের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

যো ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধনে ব্যস্ত। বেয়ার্ডকে দরজার সামনে দেখে চমকে উঠে বলল, কি চাই?

বেয়ার্ড দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি যো'র মুখের উপর। বলল, সংযত হও, খুকি। তোমাকে দ্বিতীয়বার বলতে আসবো না।

চিন্তিত মুখে প্যাসেজ পেরিয়ে বেয়ার্ড রিকোর অফিসে ঢুকল। রিকো চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, এসো।

কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে দরজা খুলল।

অফিস জনশূন্য, সে চারিদিক দেখল, তাকে আগ্রহী করে তুলতে পারে এমন কিছু নজরে পড়ল না।

নীচের দিকে তাকাতেই যোর দোমড়ান হাত ব্যাগটা পড়ে থাকতে দেখল। ঝুঁকে পড়ে হাত ব্যাগটা তুলে নেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল, কেউ তার কণ্ঠরোধ করেছে।

রিকো বেয়ার্ডের পাশে বসে আছে, বেয়ার্ড বুইক গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনের সীটে যো চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। আঠাযুক্ত ব্যান্ডেজ দিয়ে মুখ বন্ধ করা। বেয়ার্ড তাকে যেভাবে আঘাত করেছে তাতে রিকোর আশঙ্কা যো মারাও যেতে পারে। মুখ বন্ধ অবস্থায় যো সামান্য কাতরে উঠতে রিকো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

একসময় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। বেয়ার্ড অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, বেরিয়ে এসো।

রিকো গাড়ি থেকে বাইরে এল। তার পা কাঁপছে। বেয়ার্ড গাড়ির পেছনের দরজা খুলে যোকে টেনে বের করে কাঁধে তুলে নিল। মেয়েটা সামান্য হাত-পা ছুঁড়ল, কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না।

বেয়ার্ড রিকোর কাছ থেকে টর্চটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, এসো।

বেয়ার্ডকে অনুসরণ করে রিকো অন্ধকার পথ অতিক্রম করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা একটা গুদাম ঘরে ঢুকল যার ভেতরে শুধু কাঠের বাক্স, ব্যারেল আর টুকিটাকি জিনিসপত্র।

বেয়ার্ড যোকে মাটিতে নামাল, তারপর আলো ফেলে চারদিক ভাল করে দেখল।

রিকো বলল,ওকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও?

বেয়ার্ড বলল, গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য কেউ ওকে ফিট করেছে। আমরা সেই লোকটার নাম জানতে চাই।

যোর মুখ থেকে আঠাল ব্যান্ডেজ টেনে খুলে ফেলল বেয়ার্ড। বলল, তোমার এই কাজের পেছনে কে আছে?

যো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, কেউ নেই। এটা চক্রান্ত নয়। আমায় ছেড়ে দাও।

'বেশ।' তাকে ছেড়ে দিয়ে বেয়ার্ড বলল, তুমি যদি বাঁকা পথ ধরো, তাহলে আমাকে বাঁকা পথই ধরতে হবে।

হঠাৎ যোর চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। সহসা আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। শব্দের তীক্ষ্ণতায় রিকো হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল। চিন্তা করবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলল।

বেয়ার্ড যখন ঘরে ঢুকল তখন সে আবর্জনার মধ্যে বসে আছে। বেয়ার্ড রিকোকে টেনে তুলে বলল, সামান্য সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলছ?

রিকো জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা কোথায়?

ওকে নদীতে ফেলে দিয়েছি। এসো, এখান থেকে বেরিয়ে যাই। রিকোকে ঠেলতে ঠেলতে বেয়ার্ড গাড়ির কাছে নিয়ে এল। বলল, যার ওপর তোমার প্রচণ্ড বিশ্বাস, সেই মেয়েটা তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের খবরাখবর রাখত।

রিকো বোকার মত বেয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল।

বেয়ার্ড বির ক্ত হয়ে গাড়িতে উঠে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল।

ফ্রাউ-ফ্রাউ ক্লাবের উল্টো দিকে একটা বারে ডালাস ম্যাক আদমের দেখা পেল। সে চোখে মুখে আনমনা অভিব্যক্তি নিয়ে বারের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

ডালাস তার পাঁজরায় খোঁচা মারল। ম্যাক আদম বিরক্ত হয়ে বলল, মিনিট পনেরো আগে দেখেছি গিলিসকে ভেতরে ঢুকতে।

বেয়ার্ড কোথায়?

ম্যাক আদম বলল, ক্লাবে।

ডালাস বলল, ক্লাবে নেই। তুমি জানো না যে পেছন দিকে একটা দরজা আছে?

ম্যাক আদম বলল, থাকলে আমি কি করব? আমার পক্ষে পেছনের দরজা আর সামনের দরজা

একসঙ্গে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়।

ডালাস বলল, রিকো ক্লাবে নেই, আর যোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বেয়ার্ডকে খুঁজে না পাই তাহলে তোমার এখানে থাকার দরকার নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওরা যোকে কোথাও ধরে নিয়ে গেছে।

রিকোর একটা রোডমাস্টার বুইক গাড়ি আছে। সেটা দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর মধ্যে নেই। গাড়িতে করে যোকে কোথাও নিয়ে গেছে। আমি খুঁজে বের করতে চললাম।

ডালাস গাড়ির হেডলাইট জ্বালতেই পার্কিংয়ের তত্ত্বাবধায়ক তার কাছে এসে দাঁড়াল। ডালাস তাকে টাকা দিল।

রিকোর কথা জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলল, মিনিট কুড়ি আগে মিঃ রিকো গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে গেছেন।

মিঃ বেয়ার্ড তার সঙ্গে ছিলেন?

হ্যাঁ, ছিলেন।

আর কেউ?

শুধু ওরা দুজন, মিঃ বেয়ার্ড গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

ডালাস একজন পুলিশের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয়পত্র দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মিনিট কুড়ির মধ্যে কি একটা বুইক গাড়িকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি। ডানদিকে ঘুরে নদীর দিকে গেছে।

দ্রুত গতিতে পরিত্যক্ত ঘরগুলোর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তায় এসে পৌঁছল। সহসা গুলি ছোঁড়ার প্রচণ্ড শব্দ সে শুনতে পেল।

ডালাস ৩৮ বোরের রিভলবার হাতে নিয়ে রাস্তার শেষ মাথায় দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে উৎকর্ণ হল, কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। পরে শুনতে পেল গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। সে দৌড়ে এসে দেখতে পেল একটা গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে চলে গেল।

ডালাস দাঁড়িয়ে পড়ে ৩৮ বোরের রিভলবার থেকে গুলি চালাল। কাঁচ গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দে বুঝতে অসুবিধা হল না যে গুলিটা লেগেছে। গাড়ির গতিবেগ বৃদ্ধি পেল, আব একবার গুলি ছোঁড়ার আগেই দৃষ্টিপথ থেকে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছুটে গিয়ে সে নিজের গাড়িতে চেপে বসল। অনেক দেরী হয়ে গেছে। বুইকের অস্তিত্ব নজরে পড়ল না।

রিকো কাঁপা গলায় বলল, কে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল?

এরপর দুজনেই পুলিশের সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল।

লোকটা খুব তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দিয়েছে। বেয়ার্ড বলল, তবে মেয়েটাকে খুঁজে পাবে না।

তারা লক্ষ্য করল তিনটে সাদা আর কালো রং করা পুলিশের গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল। বেয়ার্ড প্রচণ্ড জোরে গাড়ি ছোটাল। মিনিট পাঁচেক পরে ক্লাবে পৌঁছে গেল।

তারা গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই গাড়ি রাখার জায়গার তত্ত্বাবধায়ক কাছে এসে দাঁড়াল। বেয়ার্ডের জামার কলারে রক্তের দাগ আর রিকোর বিপর্যস্ত অবস্থা তার নজর এড়াল না।

রিকো জিজ্ঞাসা করল, টিম, কেউ আমার খোঁজ করেছিল নাকি?

তত্ত্বাবধায়ক বলল, মিঃ ডালাস আপনার খোঁজ করেছিলেন।

তোমার হেফাজতে আর কোন গাড়ি আছে নাকি, রিকো? আবার আমাদের বাইরে যেতে হতে পারে। বেয়ার্ড জিজ্ঞেস করল।

রিকো বলল, একটা প্যাকার্ড আছে। রিকো নিজের অফিসঘরে ঢুকল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। সে বলল, রিকো কথা বলছি, শোন, তুমি পিভার এন্ডে এখুনি চলে যাও। ওখানে পুলিশ আছে। ওরা কি করছে দেখে ফিরে এসো। যদি চটপট খবরটা দিতে পারো তাহলে পঞ্চাশ ডলার পাবে। রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিল। শ্যামকে বলেছে দেখতে।

পরে ফোনে জানাবে।

বেয়ার্ড বললো, সেই পাঁচ হাজার ডলার আর যত টাকা পয়সা আছে সঙ্গে নিয়ে চল। সরে পড়তে হবে।

রিকো বলল, আমি কোথায় যাবো?

আমার সঙ্গে রেড রিভার বেসিনে। ওলীন আমাদের টিকিরও সন্ধান পাবে না।

রিকো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে আবার ফিরে এলো। তার হাতে একটা স্যুটকেস, সেটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, এই স্যুটকেসে কয়েক হাজার ডলার আছে আর আছে কাইলের কাছে পাওয়া পাঁচ হাজার।

টেলিফোন বেজে উঠল। রিকো টেলিফোনে কথা বলতে লাগল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে আতঙ্কিত হয়ে বলল, পুলিশ মেয়েটাকে পেয়েছে।

বেয়ার্ড বলল, এখান থেকে এখুনি পালাতে হবে। একেবারে রেড রিভার বেসিনে গিয়ে থামবো।

রিকো প্যাকার্ডে চেপে বসল। বেয়ার্ড শহরের দিকে গাড়ি ছোটাল।

গিলিসের জন্য অপেক্ষারত ম্যাক আদম, বেয়ার্ডকে চিনতে পেরে অনুসরণ করবে সাব্যস্ত করে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

বেয়ার্ড বলল, আমরা রেড রিভার বেসিনে কাল রাত্রি নাগাদ পৌঁছে যাবো।

কয়েক মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর রিকো অস্ফুট কণ্ঠে বলল, পেছনে একটা গাড়ি।

আগেরটা?

বলতে পারছি না। প্রায় সিকিমাইল দূরে।

বেয়ার্ড সত্তর মাইল বেগে গাড়ি ছোটাল। কিন্তু পেছনের গাড়িটার চোখে ধুলো দিতে পারল না। আরো কয়েক মাইল পরে তারা সীমানা পার হয়ে গেল। সামনে ছোট্ট শহর ব্রেন্টউড।

ব্রেন্টউড শহরের মধ্যে দিয়ে যখন বেয়ার্ড গাড়ি ছোটাচ্ছে, শহরটা অন্ধকার। এখন সময় রাত দুটোর কিছু বেশী। রাস্তা ধরে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সারারাত খোলা থাকে এমন একটা কাফের আলো তার নজরে পড়ল।

এখানে ফোন থাকতে পারে। গাড়ির গতি কমিয়ে সে বলল, কাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাও তিন দিনের মধ্যে হটারকে নিয়ে ফিরব, টাকাটা যেন প্রস্তুত থাকে।

রিকো পকেট হাতড়ে একটা ব্যাগ পেল, ভেতর থেকে বের করল। ম্যাক আদমের পরিচিত আর লাইসেন্স।

বেয়ার্ড ম্যাক আদমকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার গাড়িটা কোথায়?

ম্যাক আদম বলল, রাস্তার শেষ মাথায়।

রিকো প্যাকার্ডে বসে রইল।

গাড়ির কাছে পৌঁছে বেয়ার্ড বলল, গাড়ির ছাউনিটা খুলে ফেলো।

ম্যাক আদম ঝুঁকে পড়ে হুডটা ধরবার জন্য হাত বাড়াল।

পিস্তলের বাঁট দিয়ে ম্যাক আদমের মাথায় আঘাত করল বেয়ার্ড। তার অচৈতন্য দেহ রাস্তা থেকে সরিয়ে গাড়ির ভেতরে রাখল। তারপর প্যাকার্ডের কাছে ফিরে এল।

বেয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, কাইলকে ফোনে পেয়েছ?

রিকো মাথা নেড়ে বলল, কাইল বলেছে পরশুদিন টাকা নিয়ে বাড়িতে অপেক্ষা করবে।

বেয়ার্ড গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলল।

এদিকে ডালাস ক্লান্ত পায়ে পার্ভিসের বাড়িতে এল। পার্ভিস জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটাকে পেয়েছো?

ডালাস বলল, হ্যাঁ। তাকে গুলি করে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আইন্সওয়ার্থ কি করছে?

কাইলের ওপর নজর রাখছে। আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে বেয়ার্ড, রিকো আর গিলিস। যদি কাইল আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে আমরা সবাইকে হারাব।

আমার অনুমান বেয়ার্ড আর রিকো শ্রেভেপোর্ট গেছে।

আমার ভাল মনে হচ্ছে না। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রথমে বার্নস, তারপর যো, হয়তো এরপর আমার পালা।

পার্ভিসকে বিশেষ চিন্তিত দেখাল। সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠতে ডালাস ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

পার্ভিস রিসিভার তুলে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ডালাস জিজ্ঞাসা করল, কার মৃত্যুর খবর এল?

পার্ভিস ধীর কণ্ঠে বললেন, মাথার খুলি ফ্যাকচার হওয়া অবস্থায় ম্যাক আদমকে পাওয়া গেছে।

ডালাস বললো এখন কেমন আছে?

বেঁচে যাবে।

চিন্তিত মুখে পার্ভিস বললেন, ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা গেছে হটারকে জেল থেকে বের করে আনতে।

ডালাস কিছু না বলে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

।। চার।।

মন্থর গতিতে প্রবাহিত ঘোলা জলের রেড নদী নলখাগড়ার বন আর জলজ উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

চওড়া নৌকোর সামনের দিকে বসে আছে রিকো। বেয়ার্ড নৌকোর পেছন দিকে বসে যতটা সম্ভব নদীর পাড় ঘেঁষে দাঁড় বাইছে। তার স্তিমিত চোখ দুটি নদীর উভয় পাড় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে। গুলিভরা রাইফেলটা ঋজুভাবে রাখা।

বেয়ার্ড বলল, যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো। নদীর তলা খোঁড়ার যন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। হটার ওখানে আছে।

নদীর দুই তীরের নলখাগড়া ঝোঁপের দিকে তাকিয়ে রিকো বলল, এর ভেতর দিয়ে আমরা যাবো কি করে? হটারকে ধরে আনব কি করে?

আরো একশো গজের মত এগিয়ে গিয়ে বেয়ার্ড নৌকো পাড়ে ভেড়াল। তারপর লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে পথ করে তারা হাঁটতে লাগল।

নদীর তলা খনন যন্ত্রের ধুপ্ ধুপ্ আওয়াজ তারা আরও পরিষ্কারভাবে শুনতে পেল। শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর হাঁটার পর তারা কাঠের তৈরী একটা ছোট্ট ঘরের সামনে পৌঁছল।

বেয়ার্ড ধাক্কা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেলল। বললো, ঘরটা বেশি বড় নয় তবে আমাদের কাজ চলে যাবে। জায়গাটা ঘুরে দেখতে এসে ঘরটা আমার চোখে পড়ে। তখনই পছন্দ করে ফেলেছি।

নদীর তলা খননকারী দলের ওভারসিয়রের ঘর এটা। তবে বর্তমানে ওরা নদীর ওপারে চলে গেছে, তাই মাথা গোঁজার জন্য এই জায়গাটা বেছে নিয়েছি। নোডি বলেছে, আমাদের জিনিসপত্রের ওপর সে নজর রাখবে।

রিকো বলল, নোডি? সে আবার কে?

যে লোকটা এ কাজে আমায় সাহায্য করছে। ভেতরের লোকের সাহায্য ছাড়া কাজটা করা যাবে না।

রিকো বলল, বিশ্বাসী?

বেয়ার্ড বলল, ওকে বিশ্বাস করতেই হবে। ওর সাহায্য ছাড়া কিছু করা যাবে না। নদীর বুক যারা খুঁড়ছে লোকটি তাদের একজন। সে রাজি হয়েছে হটারকে হরণ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে।

রিকো জিজ্ঞাসা করল, ওকে কত ডলার দেবে?

বেয়ার্ড বলল, পাঁচ হাজার। আজ রাতে নোডি যখন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য

আসবে, তখন অর্ধেক দেব, বাকী অর্ধেক দেব হটারকে হাতের মুঠোয় পেলে।

খাওয়ার পর বেয়ার্ড একটা মোমবাতি জ্বেলে জানলার ওপর রাখল। তারপর চুপচাপ বসে নোডির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। নোডি যখন এল তখন অন্ধকার নেমেছে। নোডিকে দেখে রিকোর মনে হল লোকটা ধড়িবাজ।

রিকোকে দেখিয়ে বেয়ার্ড বলল, এ হলো রলফ রিকো। আমার সঙ্গে কাজ করছে। হটার ঠিক আছে তো?

নিশ্চয়ই। লোকটা পাগল, তবে ক্ষতিকারক নয়। তুমি খোলসা করে বলনি, কেন হটারকে চাইছো?

বেয়ার্ড বলল, তোমার কৌতূহল দমন করবার পক্ষে পাঁচ হাজারই যথেষ্ট নয় কি?

তা ঠিক বলেছ। নোডি দাঁত বের করে হেসে বলল, ঠিক করেছি একটা টার্কী ফার্ম কিনব। এই জলাভূমিতে চাকরী করতে আর ভাল লাগছে না। পাঁচ হাজার পেলে আমি বেঁচে যাবো।

ওক গাছের ওপর থেকে বেয়ার্ড বিশাল খনন যন্ত্রটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। এখান থেকে যন্ত্রটার দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ।

ত্রিশ ফিট উপরে একটা মোটা ডালের ওপর বেয়ার্ড বসে আছে। পায়েব কাছে শোয়ান আছে একটা সাইলেন্সারযুক্ত টেলিস্কোপিক রাইফেল।

তার নীচে একটা ডালে রিকো বসে ঘামছে। তার কাঁধে ঝোলান একটা ক্যানভাসের ঝোলায় এক ডজন স্মোক কেস আছে।

তারা দেখতে পাচ্ছে প্রখর রোদের মধ্যে কয়েদীরা কাজ করছে। নদীর বুক থেকে তোলা মাটি তারা ট্রাকে জমা করছে।

শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে বেয়ার্ড সব কিছু দেখছে। এখনো পর্যন্ত মাত্র তিনজন গার্ড তার নজরে পড়েছে। দুজন গার্ড যন্ত্রের ওপরের ঘরে রয়েছে। একজনের কাঁধে ঝুলছে একটা অটোমেটিক রাইফেল। অপরজনের কোমরে একটা পিস্তল। তৃতীয় গার্ডটি ধীর পায়ে ডেকের উপর হাঁটছে।

বেয়ার্ডের দৃষ্টি পড়ল একটা কাঠ আর খড়ের তৈরী বাড়ির ওপর। একটা লোক ছাউনীর তলায় বসে আছে। একটা মেশিনগান তার সামনে, সে রাস্তার দিকে নজর রাখছে।

বেয়ার্ড চোখে দূরবীন লাগিয়ে পঞ্চম গার্ডটির খোঁজ করল, কিন্তু তার হদিশ পেল না। দূরবীনটা রিকোকে দিল।

নোডি ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে সে বলল, নিশ্চয়ই হটার তার কাছেই আছে।

হটার নরম মাটি তুলছে। বেয়ার্ড তার টাক মাথা আর মোটা ভ্রূ দেখে চিনতে পারল।

এই লোকটাই হটার। এখন তোমার উচিত নীচে নেমে সুবিধে মত জায়গায় দাঁড়ানো। যন্ত্রটার ডেকের ওপর প্রথম বোমটা ছুঁড়ে মারো। প্রত্যেক বোম যেন খুব জোরে গিয়ে আঘাত করে। কাদার উপর পড়লে ফাটবে না। নেমে পড়। সে খিঁচিয়ে উঠে বলল, তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন?

শেষ পর্যন্ত রিকো নীচে নামল। তারপর লম্বা ঘাসে নিজেকে আড়াল করে এগিয়ে গেল।

রিকো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে বেয়ার্ড ইশারায় আরো এগিয়ে যেতে বলল। আরো দশ গজের মত এগোতেই যন্ত্রের কাছে যাতায়াতের সেতুটা সে এখন দেখতে পাচ্ছে। সে ব্যস্তভাবে পিছিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

গার্ডের মাথা তুলে দাঁড়ানো ঘাস লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে কারো এগিয়ে আসার শব্দ বেয়ার্ড শুনতে পেল। সে পিস্তলটা চেপে ধরে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে লাগল।

নোডি আর হটার দৃষ্টিগোচর হলো, নোডি তার হাত চেপে ধরে টেনে আনছে।

বেয়ার্ড গাছের আড়াল থেকে সামনে এলো। হটার তাকে দেখে ছাড়া পাওয়ার জন্য ঝটাপটি করতে লাগল।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে পারবে না বুঝতে পেরে হটার তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাতে শুরু করল। বেয়ার্ড আঘাত করায় সে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

নোডি হটারকে কাঁধে তুলে ঘরটার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল।

বেয়ার্ড রাইফেলটার জন্য আবার ফিরে এল। দূরে ডানদিকে মানুষের চিৎকার শুনতে পেল। মাঝপথে দেখল একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নোডি হাঁপাচ্ছে আর হটার তার পায়ের কাছে পড়ে আছে।

নোডি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আর বইতে পারব না।

বেয়ার্ড নোডির হাতে রাইফেলটা দিয়ে হটারকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগোতে লাগল।

বেয়ার্ড ঘরে ঢুকে হটারকে কাঁধ থেকে মাটিতে নামাল। রিকো আর নোডি ঘরে এলো। নোডি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার উপর নজর রাখতে লাগল।

বেয়ার্ড রিকোকে বলল, আড়াই হাজার ডলার তাড়াতাড়ি নোডিকে দিয়ে দাও। আমাদের নৌকোয় উঠতে হবে।

রিকো স্যুটকেসটার দিকে এগিয়ে তালা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নোডি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, আমি স্যুটকেসটা নেবো। রাইফেলটা বেয়ার্ডের দিকে তুলে বলল, সরে যাও নইলে গুলি করব।

বেয়ার্ড ঘুরে দাঁড়ালো। অতি সন্তর্পণে পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি চালাল। নোডি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বেয়ার্ড নোডির পকেট থেকে গতরাতের দেওয়া টাকাগুলো বের করে নিল। তারপর হটারের মুখে আঠালো ব্যান্ডেজ আটকে তার হাত-পা বেঁধে নদীর দিকে এগোল।

দূর থেকে সম্মিলিত কুকুরের ডাক ভেসে এল। রিকো ও বেয়ার্ড ছুটতে লাগল। হটার কাঁধে থাকায় বেয়ার্ডের ছুটতে অসুবিধে হচ্ছিল। কুকুরের ডাক আর মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে একটা ঝোপের ভিতরে হটারকে ফেলে রাখল বেয়ার্ড।

একহাতে কুকুরের বকলস ও অন্য হাতে রাইফেল ধরা একটা গার্ড বেয়ার্ডদের দেখতে পেল। বেয়ার্ড তার কপালে গুলি করলে সে পড়ে গেল। কুকুরটা ছুটে এসে বেয়ার্ডের হাত কামড়ে ধরল। দুজনে ঝটাপটি করতে করতে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। কুকুরের মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে কুকুরটা নদীতে পড়ে ভেসে গেল।

লুকোনো জায়গা থেকে নৌকোটা বের করে তারা নৌকো ভাসাল। খানিকটা গিয়ে বেয়ার্ড আবার একদিকে নৌকো ভিড়িয়ে এক ঝোপের আড়ালে নৌকো আটকে লুকিয়ে থাকল। ওদিকে গার্ড আর কুকুরের দল আবার এগিয়ে আসছিল। সারাক্ষণ তারা নৌকোতেই রয়ে গেল। কুকুর সমেত গার্ডরা ফিরে গেল।

অন্ধকার ভোরের দিকে হাতের যন্ত্রণার জন্য বেয়ার্ড রিকোকে দাঁড় বাইতে বলল। খানিক যেতেই লঞ্চের শব্দ শুনতে পেয়ে তারা পাড়ে উঠে এসে অন্ধকারে শুয়ে থাকল।

লঞ্চ কাছে এল। সার্চ লাইট ঘুরতে লাগল পাড়ের ওপর। বেয়ার্ড স্টেনগান সমেত তিনজন গার্ডকে লঞ্চে দেখতে পেল। অপেক্ষা না করে গুলি চালাল। দুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে জলে পড়ে গেল। ওরাও গুলি চালাতে শুরু করল। ভয় পেয়ে রিকো ছুটতে গিয়ে পায়ে কিছু বিঁধে জলাভূমির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

বেয়ার্ড আবার গুলি চালাল। লঞ্চের চালক মুখ থুবড়ে পড়ল।

বেয়ার্ড ইতস্ততঃ না করে পিস্তল হাতে পাড় থেকে লঞ্চের ডেকে লাফিয়ে পড়ল। রক্তাপ্লুত একটা গার্ড তাকে দেখে আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে ধরতে চেষ্টা করতেই বেয়ার্ড তাকে গুলি করে মারল।

বেয়ার্ড লঞ্চ চালিয়ে পাড়ে ভেড়াল। হটারকে খুঁজে বের করে অনেক কষ্টে তাকে টেনে নিয়ে লঞ্চে তুলল।

রিকোর চিৎকার শুনে বেয়ার্ড কাছে এল। খিঁচিয়ে উঠে বলল, উঠে দাঁড়াও, এখানে শুয়ে কী করছো শুনি?

রিকো যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলল, পা ভেঙে গেছে, রক্ত ঝরছে। বেয়ার্ড আমাকে সাহায্য করো। আমাকে ফেলে চলে যেও না।

বেয়ার্ড বলল শান্ত হও। ফিরে আসব। হটারকে খুঁজে বের করতে হবে।

রিকো বুঝল বেয়ার্ড মিথ্যে কথা বলছে। সে দেখল বেয়ার্ড স্যুটকেস, রাইফেল, স্টেনগান নিয়ে লঞ্চে উঠে লঞ্চ চালিয়ে দিল। রিকো গুলি চালাল, কিন্তু কিছুই হল না। রিকো বুকে হেঁটে জলের

মোরিস দ্রুতপায়ে কাছে এলো।

ওলীন বলল, এই লোকটা হটার।

ওলীন অপরিষ্কার রাস্তাটা ভাল করে দেখল। বলল, গতবার এই রাস্তায় বেয়ার্ডকে ঘিরে ফেলেছিলাম না?

মোরিস বলল, হ্যাঁ।

হয়তো এখনো আশেপাশে আছে। প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, কেউ বেয়ার্ডকে দেখেছে কিনা।

মোরিস চলে গেল। অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছল, দুজন লোক গাড়ি থেকে হটারকে নামিয়ে ফুটপাতে রাখল। তারপর মুখের বাঁধন খুলে দিল।

চিকিৎসক বলল, মৃত্যুর কারণ মনে হচ্ছে হার্ট ফেলিওর। আর দুর্গন্ধের কারণ পচনশীল ক্ষত, তবে এই লোকটার শরীরের ক্ষত নয়। বলা যায় খারাপ। এই ক্ষত যারই হোক না কেন এক্ষুণি চিকিৎসা করা দরকার।

একজন কনস্টেবল এসে ওলীনকে বলল, ডালাস নামে একজন লোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। ওলীনের অনুমতি পেয়ে ডালাস তার কাছে এল। স্ট্রেচারে শোয়ান দেহের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি আবিষ্কার করলে?

হটারকে।

হটার হয়তো বেয়ার্ডকে বলে দিয়েছে জহরৎ কোথায় আছে।

মনে হচ্ছে বেয়ার্ড বেশিদূর যেতে পারেনি।

ভীড়ের মধ্যে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্কার্ফে মাথা ঢাকা মেয়েটিকে দেখিয়ে ডালাস বলল, ও বেয়ার্ডের মেয়েছেলে। বাজি ফেলে বলতে পারি বেয়ার্ড এই মুহূর্তে ওখানে আছে।

ওলীন ওব্রেনকে বলল, মাথায় স্কার্ফ জড়ানো মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসো।

ওব্রেন অনিতাকে ওলীনের কাছে নিয়ে এল। অনিতার কালো চোখে ভীতি, সে ওলীনের কঠিন দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল।

ওলীন জিজ্ঞাসা করল, তুমি ভার্নে বেয়ার্ডকে চেনো?

অনিতা বলল, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

মাসখানেক আগে ও তোমার ঘরে ঢুকেছিল, তাই না?

মেয়েটি চোখ সরিয়ে নিতে তার নজর পড়ল স্ট্রেচারের উপর। জিজ্ঞাসা করল ওকে?

ওব্রেন বলল, ওর নাম হটার। তুমি লেফটেনান্টের প্রশ্নের উত্তর দাও।

অনিতা কোন উত্তর না দিয়ে বলল, ওকে একবার দেখতে পারি।

কম্বলটা সরিয়ে ফেলে অনিতা অনেকক্ষণ মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কে ওকে খুন করেছে?

ডালাস বলল, বেয়ার্ড ওকে খুন করেছে। হটার তোমার পরিচিত?

অনিতা বলল, উনি আমার বাবা।

একজন পাহারাদার পুলিশ একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বলল, এই মেয়েছেলেটা বেয়ার্ডকে দেখেছে।

ওলীন মেয়েলোকটার কাছে জানতে চাইল, কোথায়?

লোকটা আমার বাড়ির ওপর তলায় উঠেছে। হাতে একটা স্টেনগান আছে।

ডালাস বললো, ওকে জীবিত ধরতে হবে, জানতে হবে জহরৎ কোথায়?

ওলীন বলল, জহরতের পরোয়া আমি করছি না। হাতে স্টেনগান থাকলে তাকে ধরতে পারবে না।

অনিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ওর স্টেনগান নিয়ে আসছি, বলে বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল।

ওলীন চিৎকার করার আগেই ডালাস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি জানো না কি করতে চলেছ? ওলীন চিঁচিয়ে উঠল, তোমরা মেয়েটাকে অনুসরণ কর।

বেয়ার্ড কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। পুলিশের সাইরেনের শব্দে শক্তি সঞ্চয় করে স্টেনগান তুলে নিয়ে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ পর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল অনিতা।

অনিতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে কি করছ?

আমার হাতের অবস্থা খুব খারাপ। বাইরে পুলিশ আছে?

গাড়িতে একজন মৃত লোককে পাওয়া গেছে।

বেয়ার্ড বলল, তুমি নিশ্চিত লোকটা মৃত? অনিতা বলল, হ্যাঁ।

লোকটা দশ লক্ষ ডলার মূল্যের জহরৎ কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছে। আর এখন কিনা লোকটা পটল তুলল। কেউ আর জিনিসগুলোর হদিশ পাবে না।

অনিতা বলল, তুমি ওকে খুন করেছ?

না। তুমি একে খুন করা বলতে পার না।

অনিতা কাছে গিয়ে স্টেনগানে হাত রেখে বলল এটা নেবো? তোমার দরকারে লাগবে না মনে হয়।

বেয়ার্ড তাকে জিজ্ঞাসা করল, গতবারের কথা মনে পড়ে? বলে, স্টেনগানটা হাতে দিল।

অসাড় হাতে স্টেনগান ধরে অনিতা বলল, পল হটার আমার বাবা। একটা আশা বুকে নিয়ে বাবা বেঁচে ছিলেন যে আমি তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় আছি। বাবা পনেরটা বছর জেলে আটকা রইলেন। তারপর যখন কষ্টভোগ প্রায় শেষ হয়ে এলো, তুমি ওকে খুন করলে।

বেয়ার্ড বলল, তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল জহরতের চিন্তা।

সবাই তাই ভাবে। বাবা কেন গ্রেপ্তার হলেন জানো? আমার মা জহরৎ গুলো আত্মসাৎ করে জাহাজে চেপে দেশের বাইরে চলে যায়। জাহাজটা একটা ডোবা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগে, মা আর পাঁচ জনকে জল থেকে উদ্ধার করা হলেও, জাহাজের সঙ্গে জহরৎ গুলো জলের তলায় থেকে যায়।

অনিতা তার বাবা হটারের মৃত্যুর জন্য বেয়ার্ডকে দায়ী করে।

বেয়ার্ড দুঃখ প্রকাশ করে।

অনিতা বলল, পুলিশ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই প্রচণ্ড এক হতাশা বেয়াডকে ঘিরে ধরল। জীবনে এই প্রথম সে ভয় পেল, কারণ তার বুঝতে বাকী রইল না যে মৃত্যু আসন্ন। তাকে অযত্নে এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরতে হবে।

ওলীন আর দুজন বন্দুকধারী পুলিশ ঘরে ঢুকল। ডালাস তাদের অনুসরণ করল।

বেয়ার্ড শুয়ে আছে, তার দুচোখ বোজা। ডালাস বেয়ার্ডের কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হটার কি তোমায় বলেছে, জহরতগুলো কোথায় আছে?

বেয়ার্ড মাথা নাড়ল, বলল জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

ডালাস দ্রুতপায়ে নেমে এসে পার্ভিসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল।

সব ঘটনা বলার পর সে বলল, হটার মৃত, জহরৎ পাওয়ার শেষ সুযোগ নষ্ট হয়েছে।

পার্ভিস বললেন, মেয়েটা জানতে পাবে।

ডালাস বলল, ধরে থাকুন আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি।

ডালাস অনিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর ফিরে এসে রিসিভার তুলে বলল, মেয়েটা কিছু জানে না। জহরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বেয়ার্ডকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ও মেয়েটাকে ভালোবাসত।

পার্ভিস রেগে গিয়ে বললেন, আপন মনে বকবক করো না। এখুনি এখানে ফিরে এসো। মনে হচ্ছে একটা মতলব মাথায় এসেছে।

ছেলেমানুষী করতে কতই না ভালবাসেন। সমবেদনা মিশ্রিত কণ্ঠে ডালাস কথাগুলো বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

দি গোল্ড ফিস হ্যাভ নো হাইডিং প্লেস

।। এক ।।

আমার কর্মব্যস্ত জীবনে রবিবারটা হলো অতি বিরলতম অবসর বিনোদনের দিন যখন আমি ব্যস্ত থাকতে পারি কেবল নিজের চিন্তায়। আমার একটা নিজস্ব বাড়ি আছে। রবিবারের এই তপ্ত দুপুরে আমি ঠিক করলাম এই সুযোগে নিজের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে হবে। লিন্ডা ও আমার মধ্যে যদি কোনো ব্যবধান থেকে থাকে তবে সেটা কমাতে হবে। তাছাড়া আমার আর্থিক অবস্থার দিকেও একবার দেখা প্রয়োজন। আমার বয়স এখন আটত্রিশ, আমি স্বাস্থ্যবান এবং ঈশ্বরের কৃপায় মস্তিষ্ক সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী। বছর তিনেক আগে আমি 'লস এঞ্জেলস হেরাল্ড' পত্রিকার একজন লেখক সাংবাদিক ছিলাম। কাজটা আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও সেই পেশা আমার জীবনে যথেষ্ট সচ্ছলতা এনে দিয়েছিল, উচ্চবিত্ত জীবন যাপনেব সুযোগ করে দিয়েছিল।

লিন্ডা আমার স্ত্রী। সে খুব উচ্চাভিলাষী, বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

লিন্ডা এখন মিচেলের কাছে আছে। আমার কাজ আছে বলে আমি তাকে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। রাগ করে লিন্ডা তার সাঁতারের পোশাক নিয়ে চলে গিয়েছিল মিচেলেব বাড়িতে। যাওয়ার আগে আমি যদিও বলেছিলাম যে পরে এক সময়ে আমি তাদের সঙ্গে মিলিত হবো। তবে আমি এও জানি যে, আমি না গেলেও সে কোনো পরোয়া করবে না। কারণ রবিবারটা আমার কাছে খুবই জরুরী আর আমি সে সুযোগ কিছুতেই হাত ছাড়া করতে চাই না।

একদিন সানফ্রান্সিসকোয় এক সন্ধ্যায় তথাকথিত উঁচু মহলেব এক ককটেল পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে সমাজের চাঁই চাঁই লোকেরা অভ্যাগত, তারা সেখানে মিলিত হয়ে তাদের কাজ কারবার নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত যখন, তাদের স্ত্রীরা তখন তাদের মদত দিয়ে চলেছে পিছন থেকে সেই পার্টির শোভা বর্ধন করে। সেই পার্টি থেকে আমার পাওনা বলতে সামান্যই ছিলো, তবে সেখানে না গেলে হয়তো আমাকে একটা কিছু হারাতে হতো। তারপর থেকে আমি তাই ঠিক করেছি, আমার পক্ষে সম্ভব হলে এ ধরনের পার্টিতে যোগদান করার সুযোগ পেলে কখনও হারানো উচিত নয়। হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর আমার চিন্তা ছিল কখন সেখান থেকে সরে পড়বো। ঠিক তখনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো হেনরী চ্যান্ডলার।

এই হেনরী চ্যান্ডলার হলেন দুশো মিলিয়ন ডলারের মালিক। তার ব্যবসা ছিল কম্পিউটার, রান্নাঘরের সরঞ্জাম এবং হিমঘরের খাবার বেচাকেনার। এসব ছাড়াও তার বাড়তি একটা ব্যবসা ছিল। 'ক্যালিফোর্নিয়া টাইমস' ও বিত্তবানদের কাছে ফ্যাশান বিক্রির মাধ্যম হিসাবে লাভজনক 'ভোগ' পত্রিকার মতো এক সাময়িক পত্রিকার মালিক ছিল সে। শহরের সেরা ধনী ও টাকার জোরে সেই শহরের ধনী লোকদের কাছে নিজের একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। সবাই তাকে পছন্দ করতো।

সে হঠাৎ আমাব দিকে তাকিয়ে বললো, আমি প্রতিদিনই তোমার লেখা পড়ি। তোমার লেখা আমার খুবই পছন্দ। তোমার লেখনী শক্তি প্রখর, প্রতিভাও আছে। কাল সকাল দশটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করো।

পরদিন সকাল দশটার সময় আমি তার অফিসে দেখা কবলাম। তার প্রস্তাব খুব মন দিয়ে শুনলাম। সে 'দ্য ভয়েজ অফ দ্য পিপল' নামে একটা মাসিক পত্রিকা বার করতে চায়। এই নতুন পত্রিকা সারা ক্যালিফোর্নিয়ায় ছড়িয়ে দিতে চায়—উদ্দেশ্য হলো সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা। সে চায় এই পত্রিকার ভার আমি গ্রহণ করি। সে বললো, আমার একটা সংস্থা আছে, তুমি সেখান

থেকেই তোমার প্রয়োজনীয় সব খবর পেয়ে যাবে। আমি তোমাকে এই পত্রিকার সম্পাদক করতে চাই। আমার বিশ্বাস এই পত্রিকা একমাত্র তুমিই চালাতে পারবে। আমার একটা উন্নত ডিটেকটিভ এজেন্সী আছে। তারা তোমাকে সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করবে। আইনগত ব্যাপারে তুমি আমার কাছ থেকে সব রকমের সাহায্য পাবে। সরকারী অব্যবস্থা, অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ করবো আমরা এছাড়া আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য হবে পুলিশী দুর্নীর্তির বিরুদ্ধে ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। আমি চাই ভদ্রতার মুখোস পরা লোকেদের নগ্ন স্বরূপটাকে সকলের সামনে তুলে ধরতে। সমাজের তথাকথিত গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের অন্ধকার দিকটার খবরাখবর গোপনে সংগ্রহ করে আমাদের এই নির্ভীক পত্রিকায় প্রকাশ করে দিতে চাই যাতে আমাদের দেশের সৎ মানুষজন তাদের চিনে নিতে পারে।

ব্যাপারটা আমার কাছে খুব উত্তেজনাপূর্ণ যা জীবনে এর আগে কখনও ঘটেনি। সেই পত্রিকার একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া তার হাত থেকে নিয়ে সেটার ওপর আমি ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলাম। পরে এ ব্যাপারে লিন্ডার সঙ্গেও আমি আলোচনা করি। সব শোনার পর সেও কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তারপর বলে ওঠে 'তিরিশ হাজার'। তার সুন্দর মুখখানি আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'তাহলে আমরা এরপর এই বাজে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে অন্য কোনো ভালো ফ্ল্যাটে চলে যেতে পারবো।

মনে পড়ে গেল একজন উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদের দেওয়া একটা ককটেল পার্টিতে প্রথম লিন্ডাকে দেখি। তার মতো সুন্দরী মেয়ে আগে কখনও দেখিনি। স্বর্ণকেশী, অপরূপ রূপবতী, চমৎকার বড় বড় দুটি চোখ আর তার সুন্দর সুগঠিত দেহখানি ঠিক যেন কোনো শিল্পীর হাতে তৈরী একটি মডেল। এককথায় সেক্সের এক আদর্শ প্রতিমূর্তি। আমার জীবনে সে যেন এক জীবন্ত রঙ্গমঞ্চ। প্রথম দর্শনেই আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কোনো কিছু ভালো মন্দ বিচার করে দেখার মতো মানসিকতা আমার ছিল না আমি তখন তার অন্ধ প্রেমে বিভোর। আমাদের সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাই। বিবাহের সেই সোহাগরাতে স্বামীকে যে কিছু দিতে হয়, সেই নিয়মেই সে আমাকে তার দেহটা ব্যবহার করতে দিল, আর আমি অনুভব করলাম তার সেই দেওয়ার মধ্যে কোনো তাগিদ ছিল না। দেওয়ার মধ্যে দাতার যদি তেমন কোনো আন্তরিকতা না থাকে, তাহলে সেই নেওয়ার মধ্যে যে অপার আগ্রহ, মাধুর্যতা, রোমাঞ্চকতা তার কোনো স্থান থাকতে পারে না।

আমি ভয়ঙ্কর আশাবাদী। যদি আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারি, তাহলে মনে হয় একদিন না একদিন ঠিক তাকে জাগিয়ে তুলতে পারবো, তার মধ্যে সত্যিকারের নারীত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারবো।

কিন্তু আমি একদিন আবিষ্কার করলাম, তার লোভ কেবলমাত্র টাকায়। তবু আমি নিরাশ না হয়ে আমার সাধ্যের অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে শুরু করলাম তার পিছনে। শুধুমাত্র তার মন পাওয়ার জন্য। আমি তাকে টাকার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম। কিন্তু জমানো টাকা এক সময়ে শেষ হয়ে আসবে, এ কথা ভেবে আমি তাকে আমার সঞ্চিত অর্থের অঙ্কটা একদিন দেখিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সে যে ভাবে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে চায় তা চিরদিন চালিয়ে যাওয়ার মতো সাধ্য আমার নেই। কিন্তু সে কথা সে গ্রাহ্যই করল না।

টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি যখন খুবই উদ্বিগ্ন ঠিক তখনই চ্যান্ডলারের এই প্রস্তাবটা এলো আমার কাছে। এরপর আমি যথারীতি চ্যান্ডলারের কাছে গিয়ে নতুন পত্রিকার সম্পাদক হবার কথা জানালাম। সে বলল, চমৎকার ম্যানসন, আমাদের চুক্তিপত্র সব তৈরী হয়েই আছে। সে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানালো। আরও কিছু সাবধান বাণী শোনালো আমাকে। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম সব বুঝতে পেরেছি, কারণ বছরে তার কাছ থেকে তিরিশ হাজার ডলার আমার খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চুক্তিপত্র সই করে আমি যখন বিলাসবহুল অফিস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন মনে হলো ইতিমধ্যে আমি একজন দেনাদার, ঋণী হয়ে পড়েছি। ব্যাঙ্কে আমার ওভারড্রাফট। আমার স্ত্রী লিন্ডা দু'হাতে খরচ করতে ওস্তাদ! এ হেন মেয়ের তিরিশ হাজার ডলার উড়িয়ে দিতে বেশি সময় লাগবে না। এতো সব জেনেও আমি বোকার মতো তার কথায় রাজি

হয়ে গেলাম পঁচাত্তর হাজার ডলারে ইস্টলেকে একটা বাড়ি কেনার জন্য। উচ্চ বিত্তবানদের জন্যে ইস্টলেকের বাড়িগুলি তৈরী হয়েছিল। লিন্ডার ধারণা ইস্টলেক যেন একটা স্বর্গ। তার মন রাখতেই ইস্টলেকের সেই বাড়িটা আমাকে কিনতে হয় ধারকর্জ করে ; শুধু তাই নয়, সম্পত্তি কর এবং আরও নানা খরচ বাবদ বছরে দশ হাজার ডলার ব্যয় করতে হবে আমাকে।

নতুন বাড়িতে যাওয়ার পর ঘর সাজানোর সরঞ্জাম কিনতে গিয়ে আমার সব জমানো টাকা খরচ হয়ে গেলো। নিত্য খরচের কথা চিন্তা করলে দমে যেতে হয়, জানি না সেই বিশাল ব্যয়ভার কতদিন বহন করতে পারবো। লিন্ডার চাহিদার যেন আর শেষ নেই। তার একটা নিজস্ব গাড়ির দরকার ছিলো। তার জন্যে একটা অস্টিন মিনি কুপার কিনতে হয়। কিন্তু তাতেও তাকে সন্তুষ্ট হতে দেখা গেলো না।

অবশেষে ম্যাগাজিনটা দারুণ সাফল্য এনে দিল। আমার সৌভাগ্য ওয়ালি মিটফোর্ড ও ম্যাক্সবেরীর মতো দুজন নামী সাংবাদিককে আমার সঙ্গে পেয়ে গেলাম। চ্যান্ডলারের ডিটেকটিভ এজেন্সী সদা প্রবাহমান ঝর্ণার জলের মতো তথ্য সরবরাহ করে চললো। মিটফোর্ড ও বেরীর সাহায্যে অনেক দুর্নীতির উৎস আমি উদঘাটন করলাম, আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি করলাম অনেক শত্রু। সেটা আমাকে মেনে নিতে হলো। এরপর আমার লক্ষ্য হলো সরকারী শাসন ব্যবস্থার ও রাজনীতিবিদদের প্রতি। চতুর্থ সংখ্যার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমি তখন সমাজের এক ঘৃণিত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু আমি তখন শক্ত হাতে আমার পত্রিকার রাশ টেনে ধরে আছি। মাঝে মাঝে মনে হয় এখন আমার কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থা। তিন হাজার ডলারের ওভারড্রাফ্‌ট চলছে। আমার খরচ এখন অতিরিক্ত। লিন্ডার খরচের রাশ আমি টানতে পারবো না। কোন কূট সাংবাদিক যদি তার কলমের খোঁচায় প্রকাশ করে দেয় আমার আর লিন্ডার মধ্যে তেমন বনিবনা আর নেই ; আমি জানি সেই খবরে চ্যান্ডলার দারুণ ঘাবড়ে যাবে, কারণ তাঁর বিবাহিত জীবন কলঙ্কহীন।

'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় আমার আক্রমণের লক্ষ্য হলো পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন জন সুলজ। তার অস্বাভাবিক খরচের তালিকা দেখে আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। আমি খাঁটি সত্যিটাই লিখেছি। তবে পুলিশের চীফকে আক্রমণ করে নিজের বিপদ আমি নিজেই ডেকে আনলাম। আমি জানি এই ম্যাগাজিন একবার রাস্তায় বের হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খুব সতর্ক হতে হবে : কোন ভুল পার্কিং নয়, মদ্য পান করে গাড়ি চালানো নয়। আমি জানি এই শহরের প্রতিটি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হবে আমার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরতে।

বসে বসে ভাবছিলাম আমি কোনো ভুল করছি কিনা। চ্যান্ডলারের মানসিকতার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। আমি এখানে এসেছি অর্থ উপার্জনের জন্য। কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্য-সমাজের অসৎ লোকেদের মুখোস খুলে দিতে গিয়ে তার জন্যে যদি আইনগত ঝামেলায় পড়তে হয় তাতেও সে রাজী। সে হলো একজন সমাজ সংস্কারক, কিন্তু আমি তা নই।

লিন্ডার ব্যক্তিগত বেহিসেবী খরচের কথা মনে করে খুব হতাশ হয়ে পড়তে হয়। এই অবস্থায় আমার যে কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারি না। একমাত্র ব্যবস্থা হলো ইস্টলেকের বাড়িটা বিক্রি করে শহরে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট দেখে সেখানে উঠে যাওয়া উচিত আমার। কিন্তু এখানকার কথা ভাবলে, এখানে আমার সাফল্যের জন্য আমি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি। এই অবস্থায় আমার এই গড়ে ওঠা পরিচিত জনদের ছেড়ে চলে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এক সমস্যায় পড়ে গেলাম আমি।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। হ্যারী মিচেলের ফোন। আমি ফোনে মিচেলকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি এখুনি যাচ্ছি। ঘরে তালা দিয়ে গ্যারাজ থেকে আমার গাড়িটা বার করলাম। হ্যারী ও পাম মিচেলকে আমার বেশ ভালো লাগে। হ্যারীর টাকার অঙ্ক আমার তিনগুণ নিশ্চয়ই হবে। তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি চালানোর সময় কোনো আশা না করেই নিজের মনে বলি, আগামীকাল দিনটা হয়তো আমার কাছে আশাপ্রদ হয়ে উঠতে পারে।

সোমবার সকাল। আমার সেক্রেটারী জিন কেসি অফিসেই ছিলো, আমি অফিসে ঢুকতেই সে আমার চিঠিপত্রের আয়োজন করে দিলো।

এই জিন সম্পর্কে দু'চার কথা বলা ভাল। মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ, কালো হলেও মুখটা খুব সুন্দর। চ্যান্ডলারের চতুর্থ সেক্রেটারী এই জিন কেসি। কেসিকে আমার হাতে তুলে দিতে গিয়ে চ্যান্ডলার বলেছিল, তোমাকে একটা খুব দামী জিনিষ উপহার দিতে যাচ্ছি, আর সেই দামী জিনিষ হলো এই কেসি নামে মেয়েটি।

কেসি আমাকে জানালো মিঃ চ্যান্ডলার আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি আমার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—ন'টা বেজে আট। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চ্যান্ডলারের বিল্ডিং-এ গিয়ে হাজির হলাম! বড় ডেস্কের পিছনে বসে চ্যান্ডলার তার চিঠিপত্র দেখছিল। আমার দিকে মুখ তুলে বললো, স্টেভ, চমৎকার কাজ করেছ তুমি। এইমাত্র সুলজের প্রুফ দেখলাম। মনে হয় এই দুনীর্তিপরায়ণ লোকটাকে আইনের জালে জড়ানো যাবে। আবার বলছি, তোমার লেখাটি খুব ভালো হয়েছে।

একটা চেয়ারে বসতে বসতে আমি বললাম, মিঃ চ্যান্ডলার, আমিও হয়তো আইনের জালে জড়িয়ে পড়তে পারি।

সে হাসতে হাসতে বললো, আর সেই কারণেই তো এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখন থেকে তুমি একজন চিহ্নিত ব্যক্তি হয়ে গেলে। তুমি পুলিশের ঘৃণার পাত্র হবে। আমি বাজী ধরে বলতে পারি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পদত্যাগ করবে সুলজ। কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার প্রতি চরম আঘাত হেনে যেতে পাবে। তোমার ব্যাপারে আমি একটু যত্ন নিতে চাই। আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করে সে জানতে চাইলো আমার কোন ব্যক্তিগত সমস্যা আছে কিনা।

আমি তাকে জানালাম—আমার সমস্যাটা কেবল টাকার।

সে ডেস্ক থেকে একটা চেকবই বের করে দশ হাজার ডলারের একটা চেক্ লিখে আমার হাতে দিয়ে বললো—তুমি আমার হয়ে চমৎকার কাজ করেছ, আমিও তোমার বিপদ আপদে তোমার পাশে দাঁড়াতে চাই। আমি তোমাকে ঐ চেক্টা দিয়ে তোমার ঋণমুক্ত হবার সুযোগ করে দিলাম। নতুন করে এবার জীবন শুরু করো। তবে এখন যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারো তাহলে তুমি আমার লোক হয়ে থাকতে পারবে না।

আমি মাথা নেড়ে সেখান থেকে সোজা চলে গেলাম ব্যাঙ্কে, তারপর চেক্টা জমা দিলাম। ঋণমুক্ত হতে পারবো ভেবে নিজেকে অনেক হালকা মনে হলো।

আমাদের আর্থিক অবস্থার প্রসঙ্গে লিন্ডার সঙ্গে আলোচনা করার একটা দৃঢ় মনোভাব থাকলেও মিচেল পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার দরুণ সেই সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। আমরা দুজনেই অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে অফিসের পথে রওনা দিলাম। সারাটা সকাল ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যার প্রস্তুতি নিয়ে বেশ ভালোই কেটে গেলো। পুলিশ চীফের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার দরুণ ১৫ হাজার কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে, এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। কাজের ফাঁকে চিন্তা করতে থাকলাম, আজ রাতে বাড়ি ফিরে গিয়ে লিন্ডার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া অবশ্যই করতে হবে।

দিনটা শেষ হয়ে আসছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেল বাজলো।

মিঃ ম্যানসন, মিঃ গর্ডি এসেছেন, বললো জিন, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। খানিক বিরতি তারপর জিনের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো দূরাভাষে। এবার তার কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত জড়তা অনুভব করলাম। মনে হলো, একটু ঝামেলায় পড়েছে সে, উনি বলছেন ব্যাপারটা ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।

মিনিট তিনেক বাদে ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। এই সময়টা আমাকে রেকর্ডারে টেপ লাগাতে সাহায্য করবে। টেপটা চালু করে দিয়ে নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে দাঁড়ালো জিন, তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লম্বা রোগাটে চেহারার একজন লোক। লোকটির বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে। মাথায় টাক, চওড়া কপাল, চাপা চোয়াল, সরু নাক, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তার হাবভাবে চালচলনে একটা অস্বাভাবিকতা ছিল, যা আমার নজর এড়ালো না। আমি তাকে একটি চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রভাবে বসতে বললাম এবং

জানতে চাইলাম তাঁর কি বলার আছে।

লোকটি তার হলদেটে দাঁতগুলো বার করে হাসতে হাসতে বললো—মনে হয় আপনার জন্যে একটা খবর আমার কাছে আছে মিঃ ম্যানসন। সেই খবরটা দিয়ে আপনি একটা আকর্ষণীয় লেখা লিখতে পারেন না আপনার ম্যাগাজিনের জন্য। আপনার ম্যাগাজিন খুব সুন্দর।

আপনি যে ম্যাগাজিন-এর কথা ভাবেন শুনে খুব খুশী হলাম মিঃ গর্ডি। তা এই খবরটা কি জানতে পারি?

নিশ্চয়ই। তবে প্রথমেই নিজের পরিচয়টা দেওয়া ভালো। ইস্টলেক এস্টেট ওয়েলকাম সেল্‌ফসার্ভিস স্টোর-এর আমি ম্যানেজার। আপনি বোধহয় আমার স্টোর-এ কখনও আসেন নি তবে আপনার স্ত্রী অনেকবার এসেছেন। এখানকার এই ইস্টলেকের প্রতিটি মহিলা আমাদের স্টোর থেকে জিনিষপত্র কেনাকাটা করে থাকেন।

আমার মনে হলো লোকটার কথার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা হুল লুকিয়ে আছে, সময় হলেই হয়তো সেটা প্রকাশিত হবে। তাই সতর্কতার সঙ্গে তার কথায় আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

মিঃ ম্যানসন আমার স্টোর থেকে কয়েকটা ছোটখাটো চুরির ব্যাপারে আমি আপনাকে বেশ কয়েকটা চাঞ্চল্যকর তথ্য দিতে পারি। এটাকে ছোটখাটো চুরি বললেও সব মিলিয়ে বছরে প্রায় আশি হাজার ডলারের জিনিষপত্র চুরি যাচ্ছে আমার স্টোর থেকে।

অবাক চোখে আমি তার দিকে তাকালাম।

খুব ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও আমার পরিচালকেরা সমস্ত স্টোর কভার করার মতো দামী ক্যামেরা বসিয়েছে। যে কেউ যে কোন জিনিস স্টোর থেকে হাত সাফাই করার চেষ্টা করলেই সেই সব ক্যামেরায় চুরির জিনিষসহ তার ছবি উঠে যাবে। সপ্তাহ দুই আগেই সেই ক্যামেরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমার পরিচালকরা পরামর্শ করেছেন পুলিশ চীফের সঙ্গে। এই মুহূর্তে আমার হাতে যে সব ফিল্ম আছে সেগুলো অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার ডেস্কের উপরে রাখলো সে।

এটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। কুড়ি ফুট দূর থেকে তোলা এই ছবি। আমার ধারণা মিসেস ম্যানসন যে সেই সব চোরেদের মধ্যে একজন, এই ফিল্ম সেটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

খামটা তুলে তার ভেতর থেকে একটা মসৃণ ফটো বের করলাম। সেই ফটোটায় লিন্ডাকে দেখতে পেলাম। তার মুখে একটা সন্তর্পণ ভাব ফুটে উঠেছিল। চ্যানেল নম্বর পাঁচ-এর একটা বোতল তার হাতব্যাগে ভরতে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার পিঠের শিরদাঁড়ায় একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। সেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ফটোটার দিকে তাকিয়ে আমি পাথরের মতো বসে রইলাম।

নম্রভাবে গর্ডি বললো—শুধুমাত্র আপনার স্ত্রী নন, ইস্টলেকের অনেক মহিলাই এ ধরনের কাজ করে থাকেন। এখন আপনার সঙ্গে আমার পরামর্শ হলো, এইসব ফিল্মের ক্যাসেট ক্যাপ্টেন সুলজের হাতে তুলে দেওয়ার আগে আপনার স্ত্রীর অংশবিশেষ সরিয়ে দিতে পারি মাত্র বিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে। আপনার আজকের সাফল্যের কাছে আশা করি এ টাকাটা খুব বেশি কিছু নয়। ১৮৯ নং ইস্টলেক-এ আমার একটা সুন্দর বাংলো আছে। আগামীকাল আপনি আমার বাড়িতে বিশ হাজার ডলার নগদ নিয়ে আসবেন। এরপর সে আমার অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম লিন্ডার কাজ এমন স্থির জঘন্য হলেও এখন তাকে অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলো ওয়ালি মিটফোর্ড। সে আমাকে নতুন হাইস্কুল বিল্ডিং কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে খসড়াটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করলো।

আমি তার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম। ওয়ালির ধারণা এই বিল্ডিং-এর অনুমিত খরচ অনেক বেশি। অনুসন্ধান করে সে জেনেছে, আরো তিনজন কন্ট্রাক্টরের অনুমিত খরচ সেই কন্ট্রাক্টরের থেকে অনেক কম। সে বললো, এর জন্য দায়ী হ্যামন্ড, মোটা টাকার ঘুষ পাচ্ছে

সে। আমরা তাকে বেকায়দায় ফেলতে পারি।

আমি বললাম, এ ব্যাপারে চ্যান্ডলারের ডিটেকটিভ এজেন্সীর প্রধান ওয়েবার-এর সঙ্গে একবার আলোচনা করার প্রয়োজন।

ওয়ালির চাহনীতে চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করলাম। সে দরজার দিকে পা বাড়াল। সে চলে যাবার পর টেপটা বন্ধ করে ক্যাসেটটা আমার পকেটে পুরে নিলাম। লিন্ডার ফটোটা ব্রীফকেসে রেখে দিলাম। তারপর জিনের অফিসে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলিভেটরে চড়ে সোজা নীচে রাস্তায় এসে নামলাম। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে উইন্ডশীল্ড মারফত বাইরের দিকে তাকালাম উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। মনে মনে ভাবতে থাকি কাল রাতের মধ্যে কুড়ি হাজার ডলার সংগ্রহ কবতে হবে, তা না হলে লিন্ডার সেই ফটোটা সুলজের হাতে চলে যাবে। আমি এখন অনুমান করে নিতে পারি, এর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এমন একটা চমকপ্রদ খবর কেমন ভাবে লুফে নেবে প্রেস। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেবে চ্যান্ডলার। টাকাটা কোথা থেকে পাবো শুধু এই চিন্তা আমার মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

যখন বাড়ি এসে পৌঁছলাম দেখলাম গ্যারেজের দরজা খোলা, সেখানে লিন্ডার অস্টিন কুপারটা ছিল না। এই সময় লিন্ডাকে বাড়ি তো পাবো না এটা আমি ধরেই নিয়েছিলাম, ঘরের দরজা খুলে আমার স্টাডিতে গেলাম। টেপটা পকেট থেকে বার করে রেকর্ডারে রেখে দিলাম। আর ফটোটা রাখলাম ডেস্কের ড্রয়ারে। তারপর গেলাম লিন্ডার ড্রেসিংরুমে। সেখান থেকে পাঁচ নম্বর চ্যানেলেব প্রসাধনী বোতলটা খুঁজে বার করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় গেল। তারপর আমি তার মেক-আপ ক্যাবিনেট খুলে নিরীক্ষণ করতে গিযে দেখলাম, সেখানে সেলফের ওপর সাবিবদ্ধভাবে দাঁড কবিয়ে বাখা হযেছে নানা ধবনের প্রসাধন সামগ্রী। এর মধ্যে যে কোন জিনিষ অবশ্যই চুরি কবা হয়েছে। ক্যাবিনেট বন্ধ করলাম। নিজের হাতে স্কচ ঢাললাম গ্লাসে। সামনে ছিল আমাব ডেস্ক। সেখানে বসে ভাবতে লাগলাম, কি ভাবে লিন্ডার ঝামেলাটা এড়ানো যায়, একটা সমাধান খোঁজাব চেষ্টা কবতে থাকি। লিন্ডা যদি একবার ধরা পড়ে, আমাদের দু'জনের কাছে এর অর্থ কি হতে পারে?

আমি আমার মন থেকে একরকম জোর করে লিন্ডার চিন্তা সরিয়ে ফেললাম। তার বদলে জেসি গর্ডির কথা ভাবতে বসলাম। ধরা যাক লিন্ডার মতো আরো চারজন স্ত্রী চোর আছে গর্ডির ব্ল্যাকমেলেব তালিকায়। প্রতি স্ত্রী পিছু কুড়ি হাজার ডলার দাবী করার অর্থ হলো আশি হাজার ডলার উপার্জন। হঠাৎ আমার লোকটার ওপরে কেমন রাগ হলো। রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ফোনে হাবম্যান ওযেবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

অ্যালার্ট ডিটেকটিভ এজেন্সীব মালিক হলো হেনরী চ্যান্ডলাব, আর সেটা পরিচালনা করছে হারম্যান ওয়েবার। একসময় এই লোকটা ছিল পুলিশ লেফটেন্যান্ট। আমি তাকে বললাম—আমার একটা ছোট্ট কাজ আছে তার জন্য যত্ন নিতে হবে।

বলে যাও ; তোমার কথা টেপ কবা হচ্ছে।

এই হলো ওয়েবার। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। পুলিশে চাকরী করলে যে যে গুণ দরকার তার সব কটিরই অধিকারী সে। কোনো কাজের দায়িত্ব পেলে প্রথমেই সে আলোচনার বিষয়বস্তু সব টেপ করে রেখে দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হলো না।

জেসি গর্ডি, আমি বললাম, ওয়েলকাম সেল্‌ফ সার্ভিস স্টোর চালায় সে। তার ব্যাপারে সব খবর আমি জানতে চাই। আবার বলছি তার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সব কিছু—

নিশ্চয়ই পারবো। এটা কোনো সমস্যাই নয়! তার ফাইল আমার কাছেই আছে, কেবল সেটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার, কাল দুপুরের মধ্যেই সব খবর তুমি পেয়ে যাবে।

বেশ তাই হবে। লাইনটা কেটে দিলাম। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছটা বেজে কুড়ি। আমার নোট বুক থেকে এর্নি ম্যাহর ফোন নাম্বারটা টুকে নিয়ে তার বাড়িতে ফোন করলাম। দূরাভাষে তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। একটু পরেই এর্নির ভরাট গলা ভেসে এলো।

দ্যাখো এর্নি, একটা খুব জরুরী ব্যাপারে তোমাকে ফোন করলাম। লিন্ডার মায়ের অপারেশন হবে। কেসটা খুবই জরুরী। তোমার অবসর সময়ে কাজের প্রসঙ্গ তোলার জন্য আমি খুবই

লজ্জিত। কিন্তু কি করবো বলো, না বলে উপায়ও নেই। পনেরো হাজার ডলার ধার পেতে পারি তোমার ব্যাঙ্ক থেকে?

লিন্ডার মায়ের অসুখের জন্য আমি দুঃখিত! টাকার অঙ্কটা একটু বেশি মনে হলেও আগামীকাল এ ব্যাপারে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

ও কে, এর্নি আগামীকাল—রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। তারপরেই লিন্ডার অস্টিন কুপারের গ্যারাজ করার শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। মদের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

লিন্ডা আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি ডেস্কের ড্রয়ার থেকে চ্যানেল পাঁচের বোতলটা বার করে তার সামনে তুলে ধরলাম।

।। দুই ।।

কখন কখন এমন এক একটা দুঃখজনক মুহূর্ত আসে যখন স্বামী কিম্বা স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করতে পারে তাদের সেই ভালোবাসাটা আর নেই। তাদের কাছে সমস্ত প্রেম ভালোবাসা ধূসর বিবর্ণ বলে মনে হয়, এটাই খাঁটি সত্যি।

আমি গভীর দৃষ্টি দিয়ে লিন্ডাকে নিরীক্ষণ করতে থাকি। চ্যানেল্স পাঁচের বোতলটার দিকে আতঙ্ক ভরা চোখে লিন্ডা তাকিয়ে আছে। তার ধূসর চোখে কিভাবে অন্ধকার নেমে আসতে থাকে তা আমি লক্ষ্য করছিলাম। তার মুখের চোয়াল একটু একটু করে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। একসময় সে আমাকে বলে, আমার প্রসাধনী জিনিসের ব্যাপারে তোমার এতো আগ্রহ কিসের শুনি?

বসো লিন্ডা। তুমি আমাদের একটা ঝামেলার মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছো। যা হবার হয়েছে, এখন আমাদের দুজনকে যৌথভাবে চেষ্টা করতে হবে, এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়।

সব জড়তা কাটিয়ে লিন্ডা স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

আমি রেকর্ডটা চালিয়ে দিলাম। গর্ডি যখন সেই বেদনাদায়ক গল্পের বর্ণনা দিচ্ছিল, আমরা দুজনে তখন নিশ্চল অবস্থায় শুনছিলাম তার কণ্ঠস্বর। লিন্ডার ফটোগ্রাফের প্রসঙ্গ আসতেই আমি ডেস্কের ড্রয়ার থেকে সেই ফটোটা তার সামনে মেলে ধরলাম। লিন্ডা তার ফটোটার দিকে তাকানো মাত্র তার মুখের রঙ পাল্টে গেলো।

গর্ডির কথা শেষ হতেই রেকর্ডারের সুইচটা অফ করে দিয়ে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দীর্ঘ বিরতির পর লিন্ডাই প্রথম মুখ খুললো, সামান্য এক বোতল প্রসাধনী দ্রব্যের জন্য লোকটার এতো নোংরামী। টাকাটা তাকে দিয়ে দেওয়াই ভালো, আমার খুব বোকামো হয়ে গেছে। কিন্তু সব মেয়েরাই তো এমন করে ; আমিই বা করবো না কেন? তোমার সাফল্যের কথা ভেবে লোকটা ঠিকই বলেছে, এ টাকাটা তোমার কাছে কিছুই নয়।

লিন্ডা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। আমার রাগ তখন চরমে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার মুখে এতো জোরে চড় কষালাম যে, সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। সে আমার দিকে ঘৃণার চোখে তাকিয়ে ফুঁসতে লাগল। তোমার এই দুর্ব্যবহারের জন্য আমি তোমাকে ডিভোর্স করবো। তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছো, তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

একটু পরে তার রাগ কমে আসতে তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, সে কেঁদে ফেললো।

লিন্ডা নিজেকে শক্ত করো! আমি নিজেই নিজের কণ্ঠস্বরে কেমন একটা কাঠিন্যভাব অনুভব করলাম। এখন এ ব্যাপারে দুজনে মিলে একটা সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। উঠে বসো।

কান্নায় লিন্ডার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, স্টেভ তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ এই ঝামেলার হাত থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার করো। আমি কথা দিচ্ছি আমি এরপর থেকে তোমার আদর্শ স্ত্রী হবো, আমি—

চুপ করে বসো। আমি তোমার জন্য ড্রিঙ্কস-এর ব্যবস্থা করছি। তার চোখ ঘোলাটে, আমি তার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলাম।

আমি চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। এটা মনে হয় ব্ল্যাকমেলের ব্যাপার। তুমি কি

মনে কর টাকাটা আমাদের দেওয়া উচিৎ?

ভয়ার্ত কণ্ঠে লিন্ডা বলে, হ্যাঁ, দেওয়া উচিত আমাকে জেলে পাঠাতে পারে সে।

আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, হাজার হোক তুমি যে একটা চোর তার প্রমাণ আছে, আর ধরা পড়লে জেলে যাওয়াটাই তো আশা করা উচিৎ চোরদের।

তুমি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছো। আমি তোমার কথা শুনবো না। তুমি আমাকে ঘৃণা করো তাই না? তুমি তোমার ঐ দু'মুখো সেক্রেটারীর জন্য পাগল। আমি জানি অফিসে তার সঙ্গে তোমার একটা গোপন সম্পর্ক আছে। সে কাঁদতে শুরু করলো।

আমি তার সেই প্যানপ্যানানি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এখন আমি একটু একা থাকতে চাই। উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম।

আমার অফিসের সামনে পৌঁছতেই সিটি হলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজার ঘণ্টা ধ্বনিত হলো। রাতের প্রহরীকে ডাকতেই সে ফটক খুলে দিল। আমি অফিস বিল্ডিং-এ প্রবেশ করলাম। কবিডোর পেরিয়ে অফিস ঘরের দরজা খুলতেই জিনের ঘর থেকে টাইপ রাইটারের খট্ খট্ শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। জিন এখন কাজ করছে। তার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। আমি জানি তাব সহযোগিতা না পেলে 'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল' ম্যাগাজিনের এতো বমবমা ভাব কখনই সম্ভবপর হতো না। আমি আমার অফিস ঘরে আলো জ্বেলে জিনের ঘরে গেলাম।

জিন আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলো, স্টেভ তুমি যে আবার ফিরে এলে?

কিছু ভাববার আছে তাই আবার ফিরে এলাম।

জিনকে দেখে মনে হলো আমার মানসিক যন্ত্রণা তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারি। তার ঘবে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার চেয়ারের সামনে ঘোরাফেরা করতে থাকি। তারপর একসময় বললাম, জানো জিন, একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমি ফেঁসে গেছি। সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না। এটা আমার গোপন কিছু নয়। দেখো, ওয়ালিকে তার রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে দাও। উঠে পড়, আমি এখন একা একা একটু ভাবতে চাই। তুমি আমার কথা রাখবে?

খেয়েছো কিছু?

না! আমার এখন কিছুই খেতে ভালো লাগছে না। আমাকে এখন কেবল চিন্তা করতে দাও।

উঠে দাঁড়ালো জিন। চলো কিছু খাওয়া যাক, ডেস্কের লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে জিন বলে, আমাকে মিনিট তিনেক সময় দাও, বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।

আমি আমার অফিস ঘরে ফিরে গিয়ে জিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার হৃদয় এখন শূন্য, সেখানে কেবল হতাশা আর হাহাকার। জিনের সঙ্গ পাওয়ার সম্ভাবনায় আমার মন এখন একটু একটু করে পূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে। এখন লিন্ডার কথা ভাবতে মন চায় না, আমাদের বিলাসবহুল বাড়িতে তার সেই কালো চোখ এখন আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আকর্ষণ করতে পারে না!

একটু পরে জিন এসে আমার ঘরে ঢুকলো, তার গায়ে ধূসর রঙের কোট।

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা একটা ছোটখাটো রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। একটা কোনার টেবিলে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসালো লুইগি। জিনের ইঙ্গিতে লুইগি সামনে এসে দাঁড়ালো। জিন খাবারের ফরমাশ দিল।

'জিন হঠাৎ আমার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললো, তুমি এখন গর্ডির কথা ভাবছো, তাই না? আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, তুমি কি করে অনুমান করলে?

· খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে ওয়ালী গবেষণা করছে। আমি তার নোট টাইপ করছি।

আমার চোয়াল দুটো শক্ত হলো, লিন্ডার ব্যাপারে জানে সে?

জিন বললো—ওয়েলকাম সেল্‌ফ সার্ভিস স্টোরের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে চায় ওয়ালী। কিন্তু কি ভাবে আর কবে থেকে সে কাজ শুরু করলো তা আমাকে জানায়নি।

আমি জিনকে লিন্ডার ব্যাপারটা বললাম এবং গর্ডি যে কুড়ি হাজার ডলার দাবী করেছে সে

কথাও বললাম। আমি আরও বললাম যে, আমি ওয়েবারকে বলেছি গর্ডির অতীত সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার জন্য।

জিন বললো—ওয়েবাব সম্পর্কে সতর্ক থেকো। মিঃ চ্যান্ডলারেব লোক সে।

হ্যাঁ জানি। আজ রাতেই ওয়ালীর সঙ্গে আমি অবশ্যই কথা বলবো।

আমরা খাওয়া শেষ করলাম। জিন আমাকে কথায় কথায় জানালো যে, সে আমাব কাছে ওয়ালীর যে গোপন নোট ফাঁস কবে ফেলেছে সেই খববটা যদি ওয়ালিব কানে যায় তবে আমাদেব দুজনেরই খুব ক্ষতি হবে যা পূবণ কবা দুজনের কারোব পক্ষেই সম্ভব নয়।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর বেস্তোরাঁ থেকে আমবা বেবিয়ে এলাম। জিন আমাকে তাব গাড়িতে কবে আমাদের অফিস ব্লকে নিয়ে এলো। জিন চলে যাবার পব আমি ওয়ালীব উদ্দেশ্যে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। চমৎকাব ছিমছাম তাব বাংলো। কিন্তু খুব অবাক লাগলো সম্পূর্ণ বাংলোটা অন্ধকাবে ডুবে থাকাব জন্য। গাড়ি থেকে যখন নামলাম তখন বাত নটা। দেখলাম এক বয়স্ক লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোকেব মুখে শুনলাম একটু আগেই নাকি ওয়ালি সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে। পুলিশ তাকে অ্যাম্বুলেন্সে কবে দ্য নর্দান হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আমি আর দেবী না কবে হাসপাতালে ছুটলাম। যাবাব আগে জিনকে ফোন কবে দুঃসংবাদটা দিয়ে তাকে হাসপাতালে আসাব কথা বলে দিলাম।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই দ্য নর্দান হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখলাম বেচাবী ওয়ালী সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে। তিন চার দিন-এব আগে সে ভালো কবে কথা বলতে পাববে বলে মনে হয় না।

আমার এখন একমাত্র ভরসা হলো ওয়েবাবেব ওপব। যদি সে নতুন কোন খবব আনতে না পারে, তাহলেই আমি একবাবে ডুবে যাবো গভীব সমুদ্রে। ধীবে ধীবে লম্বা কবিডোব পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিসেপশন রুমে এসে হাজিব হলাম।

'ম্যানসন—'

থমকে দাঁড়ালাম। ঘুবে তাকাতেই দেখি একজন দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহাবাব লোক এগিয়ে আসছে আমার দিকে। লোকটিকে চিনতে পাবলাম—সিটি পুলিশেব সার্জেন্ট লু ব্রেলাব। বয়স আটত্রিশেব মতো হবে। মুখে কাঠিন্য ভাব, ছোট নীল দুটি চোখ সদা চঞ্চল। সে সুলজেব লোক।

লোকটি আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, এই মিটফোর্ড লোকটার ব্যাপাবে আমবা আগ্রহী। তার কাজ কি এখন?

তা জেনে আপনার লাভ?

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে দেখা যায়, মিটফোর্ড তাব গাড়ি থেকে বেবিয়ে আসতেই দুজন মাতাল তার ওপর চড়াও হয়। তাবা তাকে প্রচণ্ড ভাবে মাবধোব কবে তাব হাতেব ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই আমরা জানতে চাই, এইভাবে কেউ কি তাব মুখ বন্ধ কবতে চাইছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেলো বর্তমানে হাইস্কুল কন্ট্রাক্ট-এব ব্যাপাবে তদন্ত কবছিল ওয়ালি। আর তার সেই ব্রীফকেসে এমন কোনো জরুবী কাগজপত্র ছিলো যাতে কি না হ্যামন্ডকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত কবা যেতে পারতো।

সে যাই হোক, আমি বললাম, হাইস্কুল কন্ট্রাক্ট-এব ওপব কাজ কবছিল সে, নির্ধাবিত অনুমিত খরচের থেকেও পঞ্চাশ হাজার ডলার বেশি কবে দেখানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্ট-এর এস্টিমেটে।

আমার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে সে বললো, সে তো সিটি হলেব দেখাব বিষয়। অন্য আব কিছু কাজ?

না, এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

তাহলে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাই ভালো।

মনে মনে ভাবি ব্রেলার শারলীকে হাতের কাছে পেলে সে তার বর্তমান হিস্ট্রিয়ার প্রকোপে হয়তো সুলজের কিচারের কথা বলে দিতে পারে তাকে। একটু ইতস্ততঃ করে [illegible]

সামনে এগিয়ে গিয়ে তার ফোন নম্বরে ডায়াল করলাম। কোন সাড়া নেই। ভাবলাম জিন হয়তো তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে থাকবে। তাই জিনের বাড়িতে ফোন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল জিন।

তুমি কি শারলীকে তোমার ওখানে নিয়ে গেছ? বললাম আমি।

জিন জানালো শারলী ওর কাছেই আছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে।

শোন জিন, পুলিশ তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু যে ভাবেই হোক শারলীকে আড়াল করে রাখার ব্যবস্থা করো। পুলিশ কিছুতেই যেন তার হদিস না পায়। কাল তুমি যেন বাড়ি থেকে বেরিও না। সব সময় শারলীর কাছে কাছে থেকো। ওয়েলকামের ব্যাপারে সে পুলিশের সঙ্গে কথা বলুক আমি তা চাই না জিন, বুঝলে?

সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও স্টেভ।

জিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিয়ে আমি আমার গাড়িতে ফিরে গেলাম। কাল সকাল ন'টা পনেরোয় এর্নি ম্যাহরের সঙ্গে দেখা করতে হবে টাকা যোগাড় করার জন্য।

দশটা পনেরোয় বাড়ি ফিরে গেলাম। বাইরে থেকে চারিদিক অন্ধকার চোখে পড়লো। তাহলে লিন্ডা কি শুয়ে পড়েছে? দরজা খুলে বসবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে দেখলাম টেবিলের ওপর একটা চিরকুট পড়ে আছে। লুসিলার চিঠি, সে লিন্ডাকে সঙ্গে করে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে।

পরদিন সকাল আটটায় ফোন করলাম জিনকে। কেমন আছে শারলী?

চমৎকার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে।

দূরাভাষে শারলীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে আমি তাকে বললাম, চিন্তা করোনা, ডাঃ স্ট্যামস্টেডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তোমার ওয়ালি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে। শোনো শারলী, পুলিশ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব সাবধান, সুলজের কথা ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ করো না। সেই বোমা আমরা অবশ্যই ফাটাবো, তবে ঠিক এখনি নয়। তাদের বলো, হাইস্কুলের কন্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারে কাজ করছিল সে। এছাড়া আর কিছু বলোনা যেন, বুঝলে?

নিশ্চয়ই, আমি এখুনি জিনের সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছি ওয়ালিকে দেখবার জন্যে।

আমি চ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব খুলে বললাম ওয়ালির ব্যাপারে। আমি তাকে এও বললাম হাইস্কুলের কন্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারে কাজ করছিল বলেই হয়তো সে প্রহৃত হলো।

ঠিক আছে স্টেভ। আমি তার সব দায়িত্ব নিলাম, তার স্ত্রীকে জানিয়ে দাও তার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি এ দিকটা দেখছি, তুমি নজর রাখো হ্যামন্ডের ওপর। কোনো ফাঁক যেন না থাকে।

এরপর কফি পান করে লুসিলার বাংলোয় গেলাম গাড়ি চালিয়ে। দেখলাম লিন্ডা ঘুমোচ্ছে। তারপর ব্যাঙ্কে গিয়ে ম্যাহ-র সঙ্গে কথা বললাম। সে বললো সমস্ত পরিস্থিতি আমি খতিয়ে দেখেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে তোমাকে পাঁচ হাজারের বেশী ওভারড্রাফট দেওয়া সম্ভব নয়।

ধন্যবাদ এর্নি পাঁচেই আমি রাজি। এখন আমার শেষ আশা হলো ওয়েবার। যদি সে আমাকে নিরাশ করে তবে আমাকে যেতে হবে লুমেয়ারের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে।

সেদিনের ডাকে আসা চিঠিগুলো দেখতে যাবো এমন সময় ওয়েবারের ফোন এলো। সে জানালো, গতকাল রাতে আমার অফিসের তালা ভেঙে কে বা কারা যেন আমার দশটা জরুরী ফাইল চুরি করে নিয়ে গেছে। তার মধ্যে গর্ডির ফাইলটাও আছে।

রিসিভার ধরে রাখা অবস্থায় আমার হাত-পা কাঁপছে। আর জানতে চাইলাম, এ ব্যাপারে পুলিশ কি বলে?

সে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—কি দরকার, আমাদের পেশাদার কাজে প্রয়োজন হলে নতুন করে ফাইল তৈরী করে নেওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ পর সে আবার বললো, এ ব্যাপারে চ্যান্ডলারকে জানিয়েছি। সে বলেছে যেতে দাও। এ নিয়ে আর পুলিশকে না জানানোই ভালো। ফোনটা কেটে দিল সে।

একটু ভেবে আবার ফোন করলাম ওয়েবারকে। মেয়েলি গলা শোনা গেলো, দ্য অ্যালার্ট ডিটেকটিভ এজেন্সী।

সলিসিটার ট্রুম্যান অ্যান্ড ল্যাসির অফিস থেকে কথা বলছি। জানতে পারলাম, জ্যাক ওয়ালস আপনাদের অফিসে একসময় কাজ করতো। একজনের একটা উইলে সে কিছু অর্থ আর সম্পত্তি পেয়েছে। তার ঠিকানাটা কি পাওয়া যাবে?

মেয়েটি উত্তর দেয়, আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন। ঐ নামে কোনো কর্মচারী আমাদের এখানে কাজ করেনি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবলাম, এখন বুঝতে পারছি যে, ওয়েবার আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে।

।। তিন ।।

দরজায় টোকা দিয়ে আমার আর এক গবেষক ম্যাক্সবেরী ঘরে এসে ঢুকলো। বয়স প্রায় তিরিশ। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বক্সার ছিল। ম্যাক্স আর যাই হোক ওয়ালির মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি তার নেই।

আমি তাকে বসতে বললাম। দরজাটা বন্ধ করে নিয়ে সে প্রথমেই বলে ওঠে, একি হাল হলো ওয়ালির? আচ্ছা স্টেভ তোমার কি মনে হয় এর পিছনে হ্যামন্ডের হাত থাকতে পারে?

আমি বললাম, ঠিক জানিনা, তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে।

আমার তা মনে হয় না। ওয়ালীর ব্রীফকেসে হ্যামন্ডের নতুন কন্ট্রাক্ট-এর নথিপত্রের ফটো কপি ছিল। আর সেই ব্রীফকেসটা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে আততায়ীরা। গতকাল দুর্ঘটনায় পড়ার আগে রাতে সে এসেছিল আমার কাছে। আমার সঙ্গে তার স্কুল বিল্ডিং-এর এস্টিমেটে কারচুপির ব্যাপারে অনেক কথা হয়েছে। সেটা সে ফ্ল্যাশ করতে যাচ্ছিল বলেই কি আজ তাকে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হলো?

আমি কোনো কথা বললাম না। আমি ম্যাক্সকে বিশ্বাস করিনা, তাই ওয়েলকাম স্টোরের চুরির তদন্তের ব্যাপারটা চেপে গেলাম। আমি ম্যাক্সকে বললাম, হয়তো তোমার কথাই ঠিক, হ্যামন্ডই তাকে জখম করার ব্যবস্থা করে থাকতে পারে। হ্যামন্ডের ব্যাপারে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল ওয়ালী, যা হয়তো হ্যামন্ড পছন্দ করতে পারেনি।

সে উঠে দাঁড়ালো। যাবার সময় বললো, হ্যামন্ডের সঙ্গে আমার লড়াই চলবে। এখন আমি চললাম, লাঞ্চের পর ফিরে আসবো।

জানলা দিয়ে চ্যান্ডলারের পেন্টহাউসের দিকে তাকালাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝড়ের বেগে উড়ে গেলাম পেন্টহাউসে।

চ্যান্ডলারের মধ্যে দারুণ একটা ব্যস্ততা দেখলাম। আমি তাকে সংক্ষেপে বললাম, ওয়ালীর ওপর অতর্কিত আক্রমণের ব্যাপারটা কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হ্যামন্ডের ওপর আমাদের আসন্ন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে আমাদের আগাম সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, যদিও আক্রমণটা সিটি হলের মাধ্যমে আসা উচিৎ ছিল বলে আমার মনে হয়। সেই সঙ্গে আমার ধারণার কথাও জানিয়ে দিলাম চ্যান্ডলারকে, সুলজের ওপর আক্রমণ থেকে পিছিয়ে আসা উচিৎ। আমাদের ফিচারটা একবার প্রকাশ হলেই পুলিশের কাছ থেকে সাহায্য আমরা পাবো না।

আমার বক্তব্য চ্যান্ডলার উপলব্ধি করলো। বললো, এ ধরনের ভয় পাওয়াকে আমি ঘৃণা করি। তবে তুমি যা বললে তারও একটা মানে আছে। ঠিক আছে, এ সংখ্যায় এ লেখাটা বাদ দাও। পরের সংখ্যায় দেওয়া যেতে পারে। তারপর সে তার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল, ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে।

আমি অফিসে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার ডেস্কের সামনে জিন বসে আছে—ডাকের চিঠিগুলো বাছাই করছে। শারলী ও ওয়ালির খোঁজ নিয়ে আজ সকাল থেকে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে সব কিছুই সংক্ষেপে তাকে বললাম।

জিন সব শুনলো, তার মুখটা অসম্ভব থমথমে দেখাচ্ছিল।

মনে হয় সব দরজাই বন্ধ। ওয়েবারকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তার স্ত্রী হয়তো চুরির ব্যাপারে জড়িত, আর এইভাবে ফাইল চুরি গেছে, কথাটা রটিয়ে দিয়ে গর্ডির সঙ্গে একটা রফা করতে

চাইছে। অবশ্য চ্যান্ডলার অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ বলে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইছে না। জিন, আমার তো মাথা ব্যথার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এখন ওয়েবারকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে লিন্ডাকে এই ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে ভাবেই হোক বাকী পনেরো হাজার আমাকে যোগাড় করতেই হবে।

জিন শান্তস্বরে বললো, সম্ভবত গর্ডির ফাইলটা এখনও ওয়েবারের অফিসেই আছে। চেষ্টা করলে আমি সেটা সংগ্রহ করতে পারি। গর্ডিকে ফোন করে বলে দাও টাকা জোগাড় করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। সেই অবসরে ওর বিরুদ্ধে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ তুমি পেয়ে যাবে।

গভীর বিস্ময়ে আমি ওর দিকে তাকালাম। তারপর জিনের কথামতো গর্ডিকে ফোন করে ব্যাপারটা জানালাম। কিন্তু গর্ডি বললো, এক কাজ করুন, কথামতো আজ রাত ন'টায় আমার বাড়িতে চলে আসুন। দেখি তখন আপনার জন্য কি করা যায়। এক্সটেনসন লাইন মারফত আমাদের সব কথাই জিন শুনছিল। সে উঠে দাঁড়াল, বললো, বার্থ পিল ফিচারটা একটা বড় প্রমাণ, সেটা ছাপাখানায় দিয়ে আমি লাঞ্চে যাচ্ছি।

একটু পরেই জিন ফিরে এলো। মুখে তার সাফল্যের হাসি, মনে হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গর্ডির ফাইলটা নষ্ট করা না হয়ে থাকলে ম্যাভীস বলেছে একটা ফটো কপি করে দেবে। আর একটা চমকপ্রদ খবর হলো, ম্যাভীস বলেছে গতকাল রাত্রে ওয়েবারের অফিসের তালা ভেঙে কেউ ঢোকেনি। ওয়েবার চলে গেলেই সে ফাইলটা খুঁজে দেখবে।

জিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিসের কাজে মন বসাবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পরেই জিন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। ঘরে ঢুকেই ক্লান্ত, ম্লান গলায় বললো, আমি দুঃখিত স্টেভ, গর্ডির ফাইলটা পাওয়া যাচ্ছে না। এইমাত্র ফোনে ম্যাভীস দুঃসংবাদটা জানালো। ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার মনে হয় গর্ডি ব্ল্যাকমেল করছে তাকে, কিংবা কেউ তার ওপর প্রভাব খাটিয়ে ফাইলটা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে থাকবে, যার স্বার্থ আছে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিন বললো, যারা সেই স্টোর থেকে চুরি করেছে, শেষ পর্যন্ত সে তার মত প্রকাশ করলো, ওয়ালীর মতে শেলী ল্যাটিমার, ম্যাবল ক্রীডেন আর লুসিলা বাওয়ার এই তিনজন মহিলার মধ্যে যে কেউ একজন হতে পারে, তুমি কাউকে আন্দাজ করতে পারো।

ম্যাবল ক্রীডেনের নামটা সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গেঁথে গেল। ইস্টলেকের সবচেয়ে বড় বাড়ির মালিক ও হাওয়ার্থ প্রোডাক্সন কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট সে। তার স্ত্রী তার থেকে কুড়ি বছরের ছোট কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কেনই বা সে ভয় পেতে যাবে গর্ডিকে? তার অগাধ টাকা, গর্ডিকে পকেটে পুরে রাখার মতো ক্ষমতা রাখে। যাই হোক আমি ঠিক করলাম, গর্ডিকে আড়াল করার অপরাধে ওয়েবারকে চিন্তায় ফেলে রাখা যাক আপাততঃ। মনে হয় তার স্ত্রী হিলডাই সেই স্টোর থেকে নিয়মিত চুরি করে যাচ্ছে সেই কারণেই ওয়েবারের এই সতর্কতা, গর্ডির ফাইল লোপাট করার এই প্রচেষ্টা।

আমি জিনকে বললাম, আজ রাতে গর্ডির সঙ্গে দেখা করছি, হয়তো কোনো সূত্র পেয়ে যেতে পারি।

গর্ডির সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে হাতে তখনো যথেষ্ট সময় ছিল। তাই লুসিলার বাড়ি গিয়ে লিন্ডার সঙ্গে দেখা করলাম। বসার ঘরে লুসিলার নাইট ড্রেস পরে বসেছিল লিন্ডা। আমি তাকে বললাম—তোমার মায়ের অপারেশনের নাম করে এর্নি ম্যাহুর কাছে কুড়ি হাজার ডলার ও. ডি চেয়েছিলাম, কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার ডলার দিতে চেয়েছে। তাই ভাবছি, আমার দেওয়া তোমার গাড়ি ও অলঙ্কার বিক্রী করে টাকাটা তুলবো।

লিন্ডা রেগে গিয়ে বললো, এর মধ্যে আমার মাকে জড়ানো তোমার উচিত হয়নি। আর তুমি আমার গাড়ি এবং গয়না স্পর্শ করতে পারবে না। ওগুলো সম্পূর্ণ আমার। তার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম এই মেয়েকে কি ভাবে আমি ভালোবেসেছিলাম।

দ্যাখো আমি এখন গর্ডির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমার গাড়ি ও গহনা বেচার সিদ্ধান্ত নেবো। অবশ্য তোমাকে জেলে দেওয়ার পথটাই বেছে নিতে হবে তাহলে।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই লিন্ডার একটা কুৎসিত মন্তব্য কানে এলো, আশা করি সেই কুন্তী কেসী এখন তোমার যত্ন নিচ্ছে।

তোমার ওপর আমার ঘৃণা আর বাড়িও না, এই বলে আমি আমার গাড়িতে ফিরে গেলাম।

গর্ডির ছোটখাটো দোতলা বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হলো। একবুক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়েলকাম সেল্‌ফ সার্ভিস স্টোরটা। তবে গর্ডির নীচতলার ঘর থেকে এক চিলতে হলুদ আলো চুঁইয়ে পড়ছিল জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তায়।

কোনো সাড়া না পেয়ে সামনের দরজার হাতল ঘুরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকেই ছোট্ট একটা লবি, এক টুকরো আলো। সেই আলোয় বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে উঁকি মারতে গিয়ে নজর পড়লো, একটা ধূসর রঙের কোট আর টুপি ঝুলছে হ্যাঙ্গারে। ঘরের আলো জ্বালতেই তার শরীরটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। স্থির চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চল তার দেহ, যেন একটা পাথরের মূর্তি। বেঁচে নেই গর্ডি। মৃত সে, মরা মাছের মতো তার ঘোলাটে দুটি চোখ। সে চোখে রাশি রাশি ভয়। মনে হয় মৃত্যুর আগে সে তার আততায়ীকে দেখে প্রচণ্ডভাবে ভয় পেয়ে থাকবে। তার হাত দুটো চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়েছে। মুখটা খোলা, চোখ ঝুলছে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে। আমার চলার শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি।

গর্ডিকে হত্যা করা হয়েছে। ধারালো ছুরি কিংবা রিভলবার দিয়ে। গর্ডি নিশ্চয়ই তার সেই আততায়ীকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল, তাই সে প্রতিশোধ নিয়ে পালিয়েছে। কথাটা মনে পড়ে গেলো। সেগুলোর মধ্যে যদি লিন্ডার ফটোটা থাকে তবে সেটা পুলিশের হাতে চলে যাবে। আমার ভবিষ্যৎ তখন জমাট কালো এক অন্ধকারে ডুবে যাবে।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। নারী কণ্ঠের স্বর, সেই স্বরে ছিলো কামনা লালসার ইঙ্গিত। এত রাতে গর্ডিকে ডাকতে আসবে কেন সে? যাই হোক মেয়েটি তার মৃত প্রেমিককে দেখামাত্র নিশ্চয় তার আততায়ীর সন্ধান করতে গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে। তাহলেই সর্বনাশ। কথাটা মনে হতেই নিজের বিপদের কথা অনুমান করে সতর্ক হতে হলো আমাকে। আমার রক্ত তখন হিম হয়ে যাবার মতো অবস্থা। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম, সঙ্গের পিস্তলটা সামনে উঁচু করে ধরে থাকলাম। পাশের ঘর থেকে দেখলাম একটি মহিলা গর্ডির ঘরে এসে ঢুকলো কালো কোটে ঢাকা তার দেহ। সে ঘরে ঢুকে গর্ডিকে দেখে আর্তনাদ করে উঠলো। পাগলের প্রলাপ বকতে বকতে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে মেয়েটি।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আমিও তাকে অনুসরণ করার জন্য ছুটতে শুরু করলাম। মেয়েটি বোধহয় পুলিশকে খবর দিতে যাচ্ছে। গর্ডির ফোন থেকে পুলিশকে ফোন করতে শুনলাম দূর থেকে। লবি থেকে তার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মেয়েটি গর্ডির বাড়ি থেকে চলে যাওয়া মাত্র বাইরে বের হবার দরজার দিকে ছুটে গেলাম। চলে আসার আগে পকেট থেকে রুমাল বার করে দরজার হাতলটা ভালো করে মুছে ফেললাম, যাতে পুলিশ এসে আমার হাতের ছাপ আবিষ্কার করতে না পারে সেখান থেকে।

তারপর রাস্তায় নেমেই বাড়িতে এসে ঢুকলাম। তালা খুলে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। জানলা খুলে একবার দেখে নিলাম, কেউ আমাকে দেখেছে কিনা। দরজা বন্ধ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পেলাম সাইরেনের শব্দ। আমার শোবার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে পুলিশ পেট্রলের লাল আলো দেখতে পেলাম। প্রচণ্ডগতিতে সেটা ছুটে চলেছে ইস্ট এভিনিয়ের দিকে।

।। চার ।।

রাত তখন অনেক হবে, আমার ঘুম আসছে না। বসে বসে ভাবতে শুরু করলাম এখন আমি কি করবো। পুলিশ যদি ওয়েলকাম স্টোরের সব দৃশ্যগুলোর ফিল্ম হাতে পায়, তাহলে আমি লিন্ডা, মার্ক ও ম্যাবেল ক্রীডেন, ফ্র্যাঙ্ক ও শেলী ল্যাটিমার তাছাড়া অন্য আরো অনেক চোর দম্পতি

বিপদে পড়তে পারে। আমাদের সকল স্বামীকেই পুলিশ সন্দেহ করতে পারে, আমাদের স্ত্রীদের সম্মান বাঁচানোর জন্যে গর্ডিকে হত্যা করেছি। তাই আমার এখন প্রথম কাজ হবে মার্ক ক্রীডেনের মুখ বন্ধ করা।

রিসিভারটা তুলে ক্রীডেনের ফোন নাম্বার ডায়াল করলাম। তার বাবুর্চি ফোন ধরে মার্ক ক্রীডনকে লাইনটা দেয় একটু পরে। তাকে ফোনে সব ব্যাপারটা বলে জানিয়ে দিই যে আজ রাতে আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। পুলিশে তদন্ত হবে। ব্যাপারটা যেন মনে থাকে।

দীর্ঘ বিরতির পর ক্রীডেনকে বলতে শোনা যায়, কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। ঠিক আছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। লিন্ডার ব্যাপারটা এতো জটিল যে ফোনে তার সমাধান সম্ভব নয়। তার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।

লিন্ডার কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। গর্ডির বাড়িতে যাওয়া, সেখানে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া সংক্ষেপে সব বর্ণনা দিয়ে বললাম, গর্ডি যদি ফিল্ম ও তার নেগেটিভগুলো তার বাড়িতে রেখে থাকে পুলিশ সেগুলো উদ্ধার করবে, আর তখনি আমরা সত্যিকারের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো। আমার কথাগুলো শুনে লিন্ডার মুখের রঙ পাল্টাতে শুরু করলো।

যাইহোক টাকাটা তাহলে দিতে হলো না শেষপর্যন্ত। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো—তুমি তো ডিভোর্স চাও, চাও না?

নিশ্চয়ই।

প্রস্তাবটা যেন আমাকে এক অপার মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দিল। লিন্ডার হাত থেকে এতো সহজে যে রেহাই পাবো এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। দীর্ঘ তিন বছরে সে আমাকে সুখের চেয়ে যন্ত্রণাই দিয়েছে বেশি, আর যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম আমি। পার্স থেকে গর্ডিকে দেওয়ার জন্যে তিন হাজার ডলারের মধ্যে দু'হাজার ডলারের বিল লিন্ডার জন্যে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে লুসিলাকে বললাম, সত্যিই আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছেন আপনারা?

হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা আমাদের পথ ধরবো।

আমি আর দেরী না করে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। বাড়ি ফিরে এসেই ফোন করলাম জিনকে। এতো তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো সে যেন মনে হলো, আমার ফোনের জন্য অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছিল।

আমার কাছে চলে এসো। ১৯৯০ ওয়েস্টসাইড, টপ ফ্লোর।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসছি। জিনের কাছে যাওয়ার আগে আমার পিস্তলটা ডেস্কের ভেতর থেকে বের করলাম। সেটা হোলস্টারের ভিতর পুরতে গিয়ে তার মধ্যে থেকে বারুদের গন্ধ বেরিয়ে এসে আমার নাকে লাগলো। আমার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। নাল ব্যারেলটা নাকের কাছে তুলে ধরতেই পোড়া বারুদের গন্ধ পেলাম। বুঝতে পারলাম, এটা থেকে একটু আগে গুলি ছোড়া হয়েছে। দেখলাম ছটার পরিবর্তে পাঁচটা কার্তুজ রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা শৈত্য প্রবাহ বয়ে গেলো যেন আমার সারা দেহের ওপর দিয়ে। পিস্তল থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। আর গর্ডির বসবার ঘরে কি তাহলে কার্তুজটা পড়ে আছে?

কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে জিন তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিলো। আমার পাশে এসে দাঁড়ালো জিন। আমি একটা চেয়ারে বসে আজ সন্ধ্যা থেকে কি কি ঘটেছে সব খুলে বললাম। সব শেষে আমার পিস্তলের একটা কার্তুজ ব্যবহারের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বললাম, আমার সন্দেহ কেউ আমার পিস্তল চুরি করে গর্ডিকে হত্যা করে থাকবে। সত্যি আমি ফেঁসে গেছি জিন। লিন্ডার সঙ্গে ডিভোর্স-এর ব্যাপারটাও ওকে জানিয়ে দিলাম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সে বললো, তোমার পিস্তলটা আমাকে দাও। ওটা ফেলার ব্যবস্থা আমি করবো। স্টেভ তুমি ধরে নাও তোমার পিস্তলটা হারিয়ে গেছে।

আমার মাথা থেকে চিন্তা গেলো না, পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। আমাকে বাধা দিয়ে জিন বললো দয়া করে এখন নয়, আগে পিস্তলটার একটা গতি করি।

আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। বাড়ি ফেরার পথে ঠিক করলাম, আজ রাতে আর পুলিশের

কাছে যাবো না। বরং কাল সকালে আমার পিস্তল হারানোর ব্যাপারে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করলেই হবে।

আমার গ্যারাজের দরজার সামনে যেতেই দেখলাম একটা পুলিশের গাড়ি পার্ক করা রয়েছে অদূরে। এক অজানা ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। পুলিশের গাড়ি থেকে এক বলিষ্ঠ চেহারার লোক নেমে এলো—সে হলো সার্জেন্ট লু ব্রেনার।

মিঃ ম্যানসন?

ঘুরে দাঁড়ালাম। 'হ্যালো সার্জেন্ট'।

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

নিশ্চয়ই। আমি নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করলাম। তারপর আমরা দুজনে বসবার ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিলাম।

সার্জেন্ট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—মিঃ ম্যানসন, আপনার একটা পয়েন্ট থারটি এইট অটোমেটিক আছে, যার নম্বর ৪৫৫৫,পারমিট নম্বর ৭৫৫৬০, ওটা আমি দেখতে চাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?

মাথা নাড়লো সে, না, তবে সেটা পেতে পারি। সে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ছোট কার্তুজের খোল বের করে আমার সামনে রাখলো। গর্ডির হত্যার ব্যাপারটা সে বললো এবং সে আরো বললো যে ঐ কার্তুজের খোলটা আমার পিস্তলের। আমাকেই সে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়।

আমি বললাম যে, এর থেকে কি প্রমাণ হয় যে আমিই তাকে খুন করেছি?

সে কথা বিচারপতিকে বলবেন। দরজার দিকে নজর রেখে সার্জেন্ট বললো, মনে রাখবেন লেফটেনান্ট গোল্ডস্টেইন এই কেসটা নিয়েছেন। আরো খোঁজখবর নিতে আপনার কাছে আসতে পারেন তিনি। সার্জেন্ট বিদায় নিল।

আমার মন এখন দারুণ অশান্ত। এই মুহূর্তে আমি কামনা করছিলাম একটু সহানুভূতি একটু সান্ত্বনা। জিনকে ফোন করলাম। কিন্তু সে বললো এখন নয়, কাল অফিসে কথা হবে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম আটটা পনেরো। পুলিশকে এবার পিস্তল হারানোর ব্যাপারটা জানাতে হবে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে পুলিশ স্টেশনের দিকে ছুটলাম। থানায় বসেছিল জ্যাক ফ্র্যাঙ্কলিন।

আমার পিস্তলের পারমিটটা তাকে দেখিয়ে বললাম, আমার পিস্তলটা চুরি গেছে। রিপোর্ট করতে চাই।

সার্জেন্ট আমাকে বসতে বলে ইন্টারকমে লেফটেন্যান্ট গোল্ডস্টেইনের সঙ্গে কথা বললো, তারপর আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিল।

আমি ঘরে ঢুকতেই লেফটেন্যান্ট গোল্ডস্টেইন আমাকে একটার পর একটা প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুললো। আমিও যতোটা সম্ভব মন থেকে ভয়কে দূর করে একটা সাজানো ঘটনা দাঁড় করালাম। লেফটেন্যান্ট কতখানি বিশ্বাস করলো বোঝা গেল না। সে বললো, প্রয়োজন হলে আবার হয়তো আপনাকে বিরক্ত করতে পারি।

নিশ্চয়ই। এই বলে আমি তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি বসবার ঘরে কাঁচের জানলা ভাঙা। টেপটা নেই, রীলও নেই। যেই নিয়ে থাকুক না কেন, তার উদ্দেশ্য একটাই গর্ডি যে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল, তার প্রমাণ হিসেবে ঐ টেপটা সে সংগ্রহ করে রাখলো। আরও অবাক হলাম যে, লিন্ডার ব্লো-আপ ছবিটা নেই। এমন কি সেই চুরি করা পারফিউম এর বোতলটাও নেই। নতুন করে ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

।। পাঁচ ।।

অফিসে ঢুকে দেখলাম ম্যাক্স বেরী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যাওয়ার পর দুজনে মিলে ড্রামন্ডের হিসাব নিয়ে আলোচনা করলাম। খবর পেলাম সে এখনো ভালো আছে। আমার

মনে হয় গর্ডির বিস্তারিত খবর দিতে পারবে ওয়ালী।

জিন অফিসে ঢুকে জানালো যে মিঃ চ্যান্ডলার আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আমি রিসিভারটা হাতে তুলে নিলাম। হাই স্টেভ! এই মাত্র ফিরছি নিউইয়র্ক থেকে। চমৎকার ট্রিপ। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। আজ রাতে ডিনারের আমন্ত্রণ রইলো।

ইয়েস মিঃ চ্যান্ডলার। ভাবলাম চ্যান্ডলারের বাড়ি যাওয়ার আগে একবার প্রেসে যেতে হবে, হ্যামন্ডের ফিচারের একটা কপি নিয়ে যেতে হবে চ্যান্ডলারকে দেখানোর জন্য।

চ্যান্ডলারের কাছে পৌঁছে দেখলাম জিন একটা সাদা পোশাকে লুইস চ্যান্ডলারের পাশে বসে আছে। চ্যান্ডলার আমার কাছে জানতে চাইলো গর্ডির খুনের ব্যাপারটা। আমি যতটুকু জানি তাকে বললাম। আমার ধারণা তাকে জানালাম, মনে হয় টাকার জন্য কোনো নেশাখোর লোক তাকে খুন করে থাকবে কেননা সে ছিল ওয়েলকাম সেল্‌ফ-সার্ভিস সেন্টারের ম্যানেজার। এর বেশি কিছু পুলিশ এখনও জানতে পারে নি।

এরপর চ্যান্ডলারের সঙ্গে আমার হ্যামন্ডের ফিচারটা নিয়ে আলোচনা হলো। এরপর ওয়ালীর প্রসঙ্গেও কিছু আলোচনা হলো তার সঙ্গে। একটু সুস্থ হলে তাকে ও তার স্ত্রীকে পাম বীচে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পাঠাতে চায় সে। আর তার বিকল্প হিসাবে কাজ চালানোর জন্য বেরীর নাম প্রস্তাব করলাম আমি। চ্যান্ডলার আমার প্রস্তাব শুনে খুব খুশী।

বাড়ি ফিরে এসে দরজা খুলে ঘরে ঢোকা মাত্র ভেতরে একটা চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, ম্যানসন— আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ব্রেনারকে। আলোটা নিভিয়ে দাও। আমি চাই না, কেউ আমাকে দেখুক।

বসবার ঘরে এসে দুজনে বসলাম। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। সে আমাকে বললো, গর্ডি সে একজন ব্ল্যাকমেলার ছিল কথাটা গোল্ডস্টেইন জেনে গেছে। আর সে এও জানে যে সেই ফিল্মগুলো কারোর না কারোর কাছে গিয়ে পড়েছে।

আমি তাকে চিন্তা করতে নিষেধ করলাম আর সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে জানালাম। আমার ধারণাটা তাকে জানালাম, সেই ফিল্ম আর ব্লো-আপ সেফ ডিপোজিটে কিংবা গর্ডির কোনো বিশ্বস্ত লোকের কাছে রয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে আজ না হয় কাল সেগুলো গোল্ডস্টেইনের হাতে পড়তে বাধ্য। কিন্তু যদি গর্ডির খুনীর হাতে গিয়ে থাকে, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলবে সে। একটু থেমে আমার আর এক অনুমানের কথা বলি তাকে, তবে সেগুলো যদি কোনো বিশ্বস্ত লোকের হাতে থাকে যার সঙ্গে গর্ডির যোগাযোগ আছে তাহলে এখনো তোমাকে আর আমাকে ব্ল্যাকমেল করে দিতে পারে।

সে আমাকে বললো, দ্যাখো ম্যানসন আমি কাজ করবো পুলিশের ভেতর থেকে আর তোমার কাজ হবে বাইরে থেকে আমাকে মদত দেওয়া। কিন্তু এ ব্যবস্থা কেবল তোমার আর আমার মধ্যে। আর একটা কথা সে বললো, খুব প্রয়োজন ছাড়া সামনা সামনি কারোর সঙ্গে মিলিত হবো না। তাতে অনেক ঝুঁকি আছে। গোল্ডস্টেইনের কানে খবরটা চলে যেতে পারে। ফোনে কথা হওয়াটাই ভালো। সে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্য।

অফিসে পৌঁছে জিনের সঙ্গে দেখা হলো। আমার ডেস্কে ম্যাগাজিনের কিছু প্রুফ রেখে জিন বললো, আমি লাঞ্চে যাচ্ছি। খুব বেশি দেরী হবে না।

আমি শেলীকে তার বাড়িতে ফোন করে ওয়েবারের ব্যাপারে সাবধান করে দিই, ওয়েবার যেন পুলিশের কাছে মুখ না খোলে।

শেলি বললো, ব্যাপারটা সে ওয়েবারকে জানিয়ে দেবে।

এরপর আমি গেলাম আমার ক্লাবে লাঞ্চ সারতে। হ্যারী মিচেল আমার টেবিলে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিল। সে কথায় কথায় বললো, জানো স্টেভ, ইস্টলেকে আমরা একটা কাঁচের বয়ামে বাস করার মতো বাস করছি, কাঁচের বয়ামে সোনালী মাছেরা যেমন নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে পারে না, আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমাদের গতিবিধি অপরের নখদর্পণে। সে আমাকে কথায় কথায় ইস্টলেকের বাড়িটা বেচার কথা জানালো। একজন খরিদ্দার এক লক্ষ তিরিশ হাজার

ডলার দিয়ে কিনতে রাজি আছে। সে আমাকে চেক লিখে হাতে তুলে দিল। আমিও তাকে বললাম এসপ্তাহের শেষে আমি বাড়ি ছেড়ে দেবো।

হ্যারীর দেওয়া চেকটা জ্যাকেটে পুরে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলাম ধীরে ধীরে। ভাবলাম ইস্টলেকের বাতাস বড় দূষিত—এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

বাড়ি ফিরে এলাম। জিন আমার জন্য একটা ফ্ল্যাট দেখেছে। ওকে বাড়ি ছাড়ার ব্যাপারটা আগে জানিয়েছিলাম। আগামীকালই যেতে হবে। আমার জিনিসপত্রগুলো সব গুছিয়ে নিলাম। সব কাজ শেষ করে মাঝরাতে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম আর আসে না।

পরদিন সকালে নতুন অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে গেলাম। সত্যিই সুসজ্জিত ও ছিমছাম। নিগ্রো জেনিকার দরজা খুলে দিয়ে তার নাম বললো সাম ওয়াশিংটন।

এরপর আমি ওয়ালীর কাছে গেলাম কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু নিরাশ হতে হলো। সে কিছুই বলতে চাইলো না। শুধু বললো তার ব্রীফকেসে ছিল হ্যামন্ডের ওপর কিছু লেখা, ওয়েলকাম স্টোরের কোনো লেখা তাতে ছিল না।

আমি ফোন করে জিনকে আমাদের কথাবার্তা সব জানিয়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম যে ওয়ালী বলেছে ওয়েলকাম স্টোরের ব্যাপারে কোনো কাজ সে করেনি। আমি জিনের কাছে জানতে চাইলাম কার কার নাম ওয়ালী উল্লেখ করেছে।

জিন বললো, একটা নোটবুকে নামগুলো লেখা ছিল সেটা শারলীর কাছে থাকতে পারে। আমি আর দেরী না করে ছুটলাম শারলীর কাছে। সে জানালো যে মিঃ ওয়েবার সেটি নিয়ে গেছে, মিঃ চ্যান্ডলার নাকি সেটা চেয়েছিলেন। আমি হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

।। ছয় ।।

হ্যারম্যান ওয়েবার ছিলেন দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার। তার দেহের প্রতিটি ইঙ্গিতে পুলিশের ছাপ। গ্রানাইটের মতো ভয়াবহ তার মুখ, ছোট নীল চোখে তার প্রখর দৃষ্টি। তার পাতলা ঠোঁট দুটি কাঠিন্য ভরা, হাসির চিহ্ন মাত্র নেই সেখানে।

আমি ওয়েবারকে জানালাম, আমি ওয়ালীর নোট বুকের খোঁজে এসেছি। সে আমাকে জানিয়ে দিল যে ওটা গোল্ডস্টেইনের দরকার। তিনি জানতে চান, হ্যামন্ডের গোপন খবর কে ওয়ালীকে দিলো। ওয়ালী তার খবরের উৎসর ব্যাপারে সব সময় গোপন রেখে থাকে। আমি জানি ঐ নোটবুকে ওয়ালী সেই নামগুলো লিখে রাখে। তাই সেটা শারলীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

ওয়েবারের কথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। মাথা নেড়ে সে বললো, যদি তুমি চাও তবে পেতে পারো সেটা। ইন্টারকমে ওয়েবার বলে দিল স্যাভীশ নোটবুকটা আমার জন্য।

আমি ওয়েবারকে জানিয়ে দিলাম যে গর্ডির ফাইলটাও চাই। আমি তাকে কথাটা বলতেই দেখলাম ঘুম ঘুম চোখে তাকালো সে আমার দিকে।

আমি তো তোমাকে বলেছি অন্য আরো ফাইলের সঙ্গে সেই ফাইলটা কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি ওয়েবারকে বললাম, তুমি যদি আমার ফাইলটা না দাও তবে গর্ডির খুনের ব্যাপারে তুমি যে জড়িত সেটা আমি গোল্ডস্টেইনকে বলবো।

সে আমাকে জানালো যে পুলিশে রিপোর্ট করলে তোমাকেই বেশী ঝামেলায় পড়তে হবে। তার পুলিশী কণ্ঠস্বর যেন আমার মুখে ঘুঁষি মারার মতো অবস্থা হলো। চলে আসার সময় স্যাভীশ শেরম্যান আমার হাতে ওয়ালীর নোটবুকগুলো তুলে দিল একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে। অফিসে ফিরে দেখলাম চোদ্দটা নোটবুকের মধ্যে তেরো নম্বর নোটবুকটা নেই। তার মানে ঐ তেরো নম্বর নোটবুকে লেখা ছিল ওয়েলকাম স্টোরের চুরির ঘটনার কথা। গর্ডির ফাইলের মতো সেটাও উধাও।

অফিসে ফিরে এসে আজকের সমস্ত ঘটনাটা ভাবতে বসলাম। আমি ভয় পাওয়ার মানুষ নই। ঠিক করলাম আজ রাতে ওয়ালীর সঙ্গে দেখা করবো।

লাঞ্চ পর্যন্ত ম্যাগাজিনের ঠাসা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলাম। সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত কাজ করে জিনকে অফিসের ভার দিয়ে চললাম নর্দান হাসপাতালে ওয়ালীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে শুনলাম ওয়ালীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিয়ামির ডোন ক্লিনিকে। সঙ্গে তার স্ত্রী শারলীও আছে।

হাসপাতাল থেকে সোজা এসে ইমপিরিয়াল হোটেলে ঢুকলাম। হঠাৎ খুব আশ্চর্য হলাম সার্জেন্ট ব্রেনারের ফোন পেয়ে। তার নির্দেশ মতো ছুটলাম তার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

বিয়ার পান করছিল ব্রেনার। ছোট্ট ঘর, একটা বিছানা, একটা টেবিল, দুটি চেয়ার। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘরের মধ্যে নীল আলো জ্বলছিল।

আমি যেতেই ব্রেনার বললো, আমি ফ্রেডার সঙ্গে দেখা করেছিলাম কিন্তু কোন কথাই তার মুখ থেকে বার করা যায় নি। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো পারো কিনা।

সে এখন ব্লু রুমে বাইশ নম্বর ঘরে আছে। যে কোনো সময় তাকে তুমি পেতে পারো। আমি নিশ্চিত ফিল্মগুলো নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে গর্ডি, আর সে খবর বলে থাকবে ফ্রেডাকে, তাব শয্যাসঙ্গিনীকে। এটাই আমাদের একমাত্র আশা ম্যানসন। গোল্ডস্টেইনের হাতে যাওযার আগেই ফ্লিমগুলো আমার পাওয়া চাই।

নিজের স্বার্থেই আমি ব্রেনারের কথায় রাজী হয়ে গেলাম। তার কাছ থেকে সমস্ত কিছু ভালো ভাবে জেনে নিয়ে উঠে পড়লাম আর বলে এলাম আজই আমি ব্লু-রুমে ফ্রেডারের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। ঘর থেকে বের হতেই জ্যাক-এর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো। তারপর নেমে এলাম বাস্তায়।

ইস্টের একেবারে এক প্রান্তে ব্লু-রুম নিষিদ্ধ পল্লী এলাকা। সামনে তাকাতেই একটা ছোট্ট নিওন আলোর সাইনবোর্ড চোখে পড়ল ঃ

'ব্লু-রুম'

ঘরের দবজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ফ্রেডাকে চিনে নিতে আমার কোনো অসুবিধা হলো না। আমি আমাব নিজেব পরিচয় তাকে দিলাম। এবং কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর আসল ব্যাপারটা আমি তাকে খুলে বললাম।

আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই ফ্রেডা, চাই তোমার সাহায্য। আমার স্ত্রী ওয়েলকাম স্টোর থেকে এক বোতল পারফিউম চুরি করেছিল। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমার স্ত্রী তো ভীষণ ভয় পেযে যায় সেই চুরির দৃশ্যের ফিল্ম দেখে। সেই ফিল্মের বিনিময়ে গর্ডি আমার কাছ থেকে কুড়ি হাজার ডলার দাবী করেছিল। সে এখন মৃত। কিন্তু ফিল্মটা নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমার আশা সেই কিল্মটা কোথায় গেলে পাবো, সেটা তুমি আমাকে বলে দিতে পারবে।

ফ্রেডা আমাকে জানালো যে পনেরো হাজার ডলারের বিনিময়ে সে আমাকে ফিল্মটা দিতে পাববে। তারপর সে গর্ডির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়ে বললো যে গর্ডির ডেস্কের একেবারে নীচের ড্রয়ারে আছে ফিল্মটা, লুকোনো ক্যাবিনেটে। আমি আর দেরী না করে ফ্রেডাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

।। সাত ।।

গর্ডির বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে ছিল একটা শক্তিশালী ফ্লাশলাইট আর একটা ভারী স্ক্রু-ড্রাইভার। প্রতি কুড়ি গজ অন্তর অন্তর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। না, ধারে কাছে কোনো পুলিশ নেই। গর্ডির বাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

দরজায় তালা ঝুলছিল। ফ্লাশলাইট জ্বেলে স্ক্রু-ড্রাইভার তালায় ঢুকিয়ে একটু চাড় দিতেই তালাটা ভেঙে পড়লো। দরজাটা খুলে গেলো। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে এগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ ক্যাবিনেটটা চোখে পড়লো। ফ্রেডার কথামতো একেবারে নীচের ড্রয়ার খুলে লুকোনো চোরাকুঠরীর কাঠের নবটা আবিষ্কার করলাম। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে দেখলাম ১৬ মিটারের একটা ফিল্ম-এর রীল। কার্টুনে ভরা। দেরী না করে সেটা নিয়ে ছুটে নেমে এলাম করিডোরে।

কেউ যে আমাকে অনুসরণ করছিলো বুঝতে পারিনি। হঠাৎ মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বসে

পড়লাম। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখি ফিল্ম-এর কার্টুনটা নেই। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হলো। কোনো রকমে উঠে ছুটতে লাগলাম।

বাড়ি পৌঁছে কিচেনে ঢুকে ফ্রীজ থেকে বরফ বার করে তোয়ালে জড়িয়ে মাথায় চেপে ধরলাম যদি একটু আরাম পাই।

ঘড়ির দিকে তাকালাম—একটা বাজতে দশ। ফ্রেডার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনাটা বললাম। সে সবকিছু শুনে চিৎকার করে উঠলো, আমি জানি মিথ্যা বলছো তুমি। শোনো আমার পনেরো শ' ডলার তোমাকে দিতেই হবে। ওটা আমার অবশ্যই পাওনা টাকা।

আমি তাকে বললাম, তুমি কি মনে করো আমি নিজেই নিজের মাথায় ওভাবে আঘাত করবো?

সে ক্রুদ্ধস্বরে বললো, শয়তানটা সামান্য জিনিস পেয়েছে যেটা খুব বেশী দামী নয়, কিন্তু আরও একটা ফিল্ম ছিল যার দাম দশ লক্ষ ডলার হতে পারে। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সে বললো, ধরো তুমি আর আমি যদি দুজনে একসঙ্গে কাজ করি? তুমি চার ভাগের এক ভাগ নিও, বাকীটা আমার। এ ব্যাপারে তোমার কি অভিমত?

ঠিক সেই সময় সামনের দরজায় বেল বেজে উঠলো।

আমি শক্ত করে ফ্রেডার হাত চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে শয়নকক্ষে টেনে নিয়ে গেলাম। বললাম, এখানে শান্ত হয়ে চুপ করে বসে থাক। তারপর দরজা খুলে দেখলাম দরজার সামনে দুজন পুলিশ—একজন ভারিক্কী চেহারার বয়স্ক এবং অপরজন বয়সে তরুণ ও পাতলা ছিপছিপে চেহারার। তারা জানতে চায় ঘরের মধ্যে কোনো ভদ্রমহিলা আছেন কিনা। কেন না একটু আগে চিৎকার ভেসে আসছিল।

আমি তাদের জানিয়ে দিলাম যে না, এখানে কোনো ভদ্রমহিলা আসেননি।

বিছানা সংলগ্ন ঘড়িতে তখন একটা পঁয়ত্রিশ। বিছানার ওপর বসে ফ্রেডাকে বললাম, এই দ্বিতীয় ফিল্মের ব্যাপারটা কি বলবে?

ফিল্মটা আমার কাছে আছে, কম দামের ফিল্মটা জেসির কাছে ছিল। বেশী দামের ফিল্মটা আমায় রাখতে দিয়ে সে ছোট ছোট সাকারদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে তবে বেশি দামের ফিল্মটার বিনিময়ে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দর কষাকষি করতে হবে। ফ্রেডা বলতে লাগলো, জেসিকে হত্যা করে কম দামের ফিল্মটা চুরি করে যেই নিয়ে যাক না কেন, আমাকে গুলি করলেও সেটা সে পেতে পারে না কখনো। সেটা এমন নিরাপদ জায়গায় গচ্ছিত আছে।

এই বেশী দামের সাকার কে জানো?

জেসি কিছু বলে নি, তবে সেই ভদ্রমহিলাকে এই ফিল্ম-এ দেখা গেছে একথা জেসি আমাকে বলেছিল, এখন সেই ফিল্মটা চালিয়ে দেখতে হবে, কে,—কে সেই মহিলা? আমাকে জানতে হবে এই ভদ্রমহিলা কে? আমার কাজের একটা অংশ হলো এ ধরনের বিত্তশালী মহিলাদের চিহ্নিত করা।

রাত এখন একটা চল্লিশ। আমি ঘুমোবার জন্য পাশের ঘরে গেলাম, কিন্তু ঘুম আসছে না বলে ঘুমের পিল খেলাম। সেটাই হলো আমার মস্ত বড় ভুল। টেলিফোনের ঘণ্টায় ঘুম ভেঙে গেলো—ন'টা পঁয়ত্রিশ। রিসিভারটা তুলতেই দূরাভাষে জিনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, স্টেভ, মিঃ চ্যাণ্ডলার তোমার খোঁজ করছিলেন। দশটায় ল্যারী হার্সা-এর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার আছে।

ও কে জিন, আমি ঠিক সময়ে হাজির হচ্ছি।

তারপর ফ্রেডার কথা মনে পড়তে ছুটে গেলাম শয়নকক্ষে। শূন্য বিছানা ফ্রেডা নেই, গ্যারাজে লিন্ডার গাড়িও নেই। নিরাশ হয়ে ফোন করলাম ফ্রেডার ফোন নম্বরে ডায়াল করে। আমার নাম উল্লেখ না করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমার গাড়ি নিয়ে গেছ?

হ্যাঁ, অবশ্যই। টোয়েন্টি সেকেন্ড স্ট্রীটে পার্ক করা আছে সেটা। গাড়ির ম্যাটের ওপর রাখা আছে। আজ রাত ন'টায় টুয়েলভ্‌থ স্ট্রীটে দেখা করো আমার সঙ্গে। সঙ্গে আমার জন্য পনেরশো ডলার নিয়ে এসো। কাজের ব্যাপারে পরে কথা বলবো আমরা। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

বাড়ির সামনে লেফটেন্যান্ট গোল্ড স্টেইনকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে সামনের দরজা খুলে

দাঁড়ালাম। কাছে এসে সে বললো, মিঃ ম্যানসন এক মিনিটের জন্য আমাকে সময় দিতে পারবেন?

বেশ তো গাড়িতে যেতে যেতেই বলবেন। আমাকে এখুনি অফিসে যেতে হবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপারে আমার কাছে এসেছেন লেফটেন্যান্ট?

গর্ডি হত্যার ব্যাপারে। আপনি তো একজন সাংবাদিক। এ নিয়ে আপনি কি চিন্তা ভাবনা করেছেন? আমার তো মনে হয় না, গর্ডির বাড়িতে গিয়ে কোনো মহিলা তাকে গুলি করে হত্যা করে, আমার মনে হয় কোনো চোর প্রতারক স্ত্রীর কাজ এটা, যাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল।

যুক্তিগ্রাহ্য বলেই তো মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে চ্যান্ডলারের অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো তার মেজাজ খারাপ।

বসো। এসব কি শুনছি? তোমার আর লিন্ডার মধ্যে নাকি ডিভোর্স হতে চলেছে? আমার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললো, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমার মতো অবস্থায় এ-রকম স্ক্যান্ডাল রটলে এ-ম্যাগাজিন চালানো সম্ভব নয়।

আপনি আমাকে সতর্ক করে দিতে চাইছেন মিঃ চ্যান্ডলার, উত্তরে আমি বললাম, তা হলে আমি কাজে ইস্তফা দেবো।

সে আমাকে বললো, তুমি কি গভীরভাবে চিন্তা করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছ? নতুন কোনো সঙ্গিনীর সন্ধান পেয়েছো নাকি?

না, তবে লিন্ডার কুৎসিত ব্যবহার আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই...'

আমার কথাটা উপলব্ধি করলো। মাথা নেড়ে বললো সে, স্টেভ, তুমি খুব ভালো কাজ করেছো, তোমার এ ব্যাপারের জন্য আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, আমি তোমার পেছনে আছি। তোমার সব কাজে পূর্ণ সমর্থন আছে আমার।

আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

আমার অফিসে ফিরে এসে জিনের সঙ্গে র‍্যাফারটার ফিচারের ব্যাপারে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর সে লাঞ্চে চলে গেলে ডালাসে ফোন করলাম। কিছুক্ষণ পরে ম্যাক্সবেরী এসে ঢুকলো আমার অফিসে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর মনে পড়লো দ্য অ্যানেক্স বারে ন'টায় ফ্রেডার সঙ্গে দেখা করার কথা। গিয়ে দেখলাম ফ্রেডার পাত্তা নেই। একটু পরেই সে ঢুকলো, কোন কথা না বলে ফিল্মটা আমার হাতে দিল এবং আমার কাছে থেকে টাকাটা নিয়ে ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখলো। এবং যাবার আগে বলে গেল, এই ফিল্মটা দিয়ে জেসীর খুনীকে তুমি সনাক্ত করতে পারো।

।। আট ।।

ফ্রেডা চলে যাওয়ার পর হাফমুন বারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ঠিক দশটায় সেখানে পৌঁছলাম। তার আগে আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে সেই ফিল্মটা সেফ ডিপোজিট ভল্টে গচ্ছিত রেখে এসেছি। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। এই ফিল্মটার জন্যই গর্ডি খুন হয়েছে।

ওপর তলার সেই ঘরে বসে একা একা বীয়ার পান করছে ব্রেনার। তাকে আমি সব ব্যাপারটা বললাম আর বললাম যে আগামীকাল প্রজেক্টার ভাড়া করে ফিল্মটা দেখতে চাই। সেও বললো, আমারও দেখার ইচ্ছা রইলো। সে যাবার সময় আমাকে বলে গেলো যে গোল্ডস্টেইন নাকি আমার ওপর নজর রাখছে।

হাফমুন থেকে বেরিয়ে সোজা আমার নতুন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। ঘরটা বেশ পরিপাটি করে জিন সাজিয়ে রেখে গেছে। বসার ঘরে এসে দ্বিতীয় ফিল্মটার কথা ভাবতে বসলাম।

ঘড়ির দিকে তাকালাম—এগারটা বেজে কুড়ি। দরজার ঘন্টাটা বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে গোল্ডস্টেইন। পিছনে দাঁড়িয়ে ভারিক্কি চেহারার একজন লোক, সারা দেহে তার পুলিশি ছাপ।

আমি তাদের ভেতরে আসতে বললাম। আমি জানতে চাইলাম, হঠাৎ এতো রাত্রে কি ব্যাপার?

সামনে ধরা পড়ে গেল। মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মেয়েটি আর কেউ নয়। সে হলো—জিন। তারপর ছবিতে এক পুরুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। দীর্ঘদেহী ভারিক্কী চেহারা। কাছে এসেই জিনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে রত হলো। মেয়েটিও তার প্রেমিককে চুম্বন করতে লাগলো। লোকটির মুখটা দেখা গেল—সে হলো হেনরী চ্যান্ডলার।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রজেক্টারটা আলমারীতে রেখে দিয়ে ক্যাসেটটা আমার পকেটে পুরে রাখলাম।

মনে মনে ভাবলাম ২০ কোটি ডলারের মালিক চ্যান্ডলার যার নাম প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রথম জড়িত হতে চলেছে, সেই চ্যান্ডলারকে সেলফ সার্ভিস স্টোরের এক নির্জন জায়গায় তার চতুর্থ সেক্রেটারীকে চুম্বনরত অবস্থায় ওঠা ছবিটার দাম সত্যিই দশলক্ষ ডলার হওয়া উচিৎ। আর এটা যদি জনসাধারণের সম্পত্তি হয় তাহলে একেবারে খতম হয়ে যাবে সে, তার নাম সমাজ থেকে মুছে যাবে। আমার মনে হলো চ্যান্ডলারের মুখোশের আড়ালে সত্যিকারের এক শয়তান লুকিয়ে আছে। আমার চোখে সেই শয়তান ধরা পড়ে গেছে। আমি তাকে ধ্বংস করতে চাই। সেই বিত্তবান ভন্ড, প্রতারক আমার জিনকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। চ্যান্ডলার-এর ওপর আমার রাগ ঘৃণা অবহেলা ছড়িয়ে পড়লো। যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশী ব্যথা দিয়েছে সেটা হলো জিন চ্যান্ডলার-এর রক্ষিতা। দ্য ভয়েস অফ পিপল আমার কাছে এতোই ভাঁড়ামো বলে মনে হলো যে এ ম্যাগাজিনের ব্যাপারে আর কোনো আগ্রহ বোধ করতে পারলাম না। তাই মনে হলো এ কাগজের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখা উচিৎ নয়।

আমার পদত্যাগ পত্র লিখে হেনরী চ্যান্ডলারকে পাঠিয়ে দিলাম।

জুডিকে বলে দিলাম, কেউ এলে কিংবা কারোর ফোন এলে বলে দিও, আমি অফিস থেকে বেরিয়ে গেছি, কালকের আগে আর আসছি না। এ ব্যবস্থাটা মিঃ চ্যান্ডলারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে পরিকল্পনা করে নিতে থাকি স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। এই শহর আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে চাইছে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম, বসবার ঘরে ঢোকার দরজা খোলা ভেতরে আলো জ্বলছে। কিন্তু আলো জ্বাললো কে? পিস্তলটা হাতে তুলে নিলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম জিন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। আমাকে দেখেই চীৎকার করে উঠলো, ওটা কোথায়?

তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম হলো। সে তার হাতটা তুলতেই দেখতে পেলাম তার হাতে আমার সেই পিস্তলটা।

জঙ্গলে পিস্তল ফেলে দেওয়ার কাহিনী তাহলে মিথ্যা। আমার পিস্তল রেখে দিয়েছিল সে ফ্রেডাকে হত্যা করার জন্য। এখন সে আমার পিস্তল দিয়ে আমাকে খুন করতে উদ্যত।

ফিল্মের ক্যাসেটটা পকেট থেকে বার করে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারলে না কেন জিন? জানো ফ্রেডা হাওয়ার্ড এটা আমাকে পনেরোশ ডলারের বিনিময়ে বিক্রী করে দেয়।

আমার কাছে এগিয়ে এসে ক্যাসেটটা ছিনিয়ে নিল সে। তারপর মেঝের ওপর বসে পড়লো। একটু একটু করে কেমন যেন ভেঙে পড়লো সে।

একটা পুরোনো চেয়ারে বসে আমি তার অসহায় ভাবটা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম।

আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

আমার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললো, সে একজন নিখুঁত লোক? আমি তাকে ভালোবাসি। চ্যান্ডলারও আমাকে গভীর ভাবে ভালোবেসেছে।

ওয়েলকাম স্টোরেই আমরা সকালে গিয়ে মিলিত হতাম। গর্ডি আমাদের সেই গোপন অভিসারের কথা জেনে ফেলে। এবং আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। ওয়ালীর ওপর আক্রমণের সঙ্গে গর্ডির কোনো সম্পর্ক ছিল না, আসলে ঘটনা থেকে তোমার দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে ভাড়াটে লোক দিয়ে তাকে প্রহার করানো হয়। এ ব্যাপারে ওয়েবারের সাহায্য নিতে হয় আমাদের।

ওয়েবারই গর্ডির ফাইলটা নষ্ট করে ফেলে যাতে সেটা তোমার হাতে গিয়ে না পড়ে। সেই ফাইলে গর্ডির গত দশবছর ধরে ব্ল্যাকমেল করার ঘটনার কথা উল্লেখ ছিল, যে খবরটা তুমি আশা করেছিলে। আমার ভয় ছিল এ খবরটা পেলে তুমি নিশ্চয়ই গর্ডির কাছে আমাদের গোপন প্রেমের কথা জানতে চাইবে।

কিন্তু গর্ডির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের আগেই আমি তোমার পিস্তল চুরি করে তাকে গুলি করে হত্যা করি। আমার নির্দেশ মতোই ওয়েবার তোমার কাছে থেকে তোমার স্ত্রীর চুরি করাব দৃশ্যের সেই ফিল্মের রীল ও টেপটা চুরি করে নিয়ে আসে। এর ফলে তোমাকে সন্দেহ করার কিছু সূত্র তৈরী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ফিল্মটা না পেয়ে ভাবলাম তোমাকে হত্যা করবো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না।

এবার ফ্রেডার পালা। তোমার পিস্তলের গুলিতেই আমি তাকে হত্যা করি। দ্বিতীয় ফিল্মটার জন্যই আমি এ-কাজ করলাম। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পেলাম না।

এই দ্বিতীয় ফিল্মটার জন্যই আমার শেষ মোকাবিলা—ভাবলাম এটা তোমার কাছেই পাবো।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো, এতো সব ঘটনার কথা বিন্দুবিসর্গও জানেনা চ্যান্ডলার। কখনো সে জানতেও পারবে না, আমি তার জন্যে কি করেছি, তাকে আড়াল করার জন্য আমাকে জীবনের কতো ঝুঁকিই না নিতে হয়েছে।

আমি তাকে বললাম, তুমি কিভাবে কাজ করেছো নিজেকে ও মিঃ চ্যান্ডলারকে বাঁচানোর জন্য, সেটা একান্তই তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার জিন। এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছো কেন?

আমি তাকে আর সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই বললাম তুমি কি এখন যাবে?

সে বললো, হ্যাঁ অবশ্যই যাবো। তবে তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। এটা নষ্ট করে ফেলতে হবে। এই বলে ক্যাসেটটা সে আমার হাতে দিল। তারপর ধীরে ধীরে করিডোরের পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললো সে, ধন্যবাদ। বিদায় স্টেভ।

'বিদায়'। মাথা নেড়ে আমি সাড়া দিলাম তাকে।

কিছুক্ষণ পর বর্গকে ফোন করে বললাম, জো আমার এখানে চুরি হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি লস এঞ্জেলেস্-এর উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। পারলে পুলিশে খবরটা দিও। আমার হাতে একটুও সময় নেই।

এরপর যে পিস্তল দিয়ে গর্ডি ও ফ্রেডাকে হত্যা করা হয়েছিল সেটা তুলে নিয়ে নীচে জঞ্জালের স্তূপে নিক্ষেপ করলাম আর দ্বিতীয় ফিল্মের ক্যাসেটটা ফেলে দিলাম ফার্নেসে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাগগুলো হাতে নিয়ে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

লস এঞ্জেলেস-এর প্লেন নির্দিষ্ট সময়েই ছেড়ে দিল। আমার মাথায় তখন বিক্ষিপ্ত চিন্তার ভিড়। লস এঞ্জেলেস্-এ পৌঁছে লাগেজ হাতে ট্যাক্সির খোঁজ করছি এমন সময় দেখা হলো 'হলিউড' পত্রিকার রিপোর্টার টেরী রজার-এর সঙ্গে। সে জানতে চাইলো কেন আমি দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপলের সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়েছি? আমি তাকে বললাম যে, ভেবে দেখলাম সম্পাদকের দায়িত্ব আমার ঠিক উপযুক্ত নয় সেই কারণেই ইস্তফা দিলাম। সে আরও একটি খবর আমাকে জানালো—দশ মিনিট আগেই নাকি জিন কেসি ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে।

এই খবরে আমার মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না।

টেরী আরও বললো যে, মিঃ চ্যান্ডলার নাকি বলেছেন তার মৃত্যু ম্যাগাজিনের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। সে জানতে চাইলো আমার কোনো মন্তব্য আছে কিনা। আমি বললাম, একদিন সবাইকেই মরতে হবে এমনকি সোনালী মাছকেও।

সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

ডায়মন্ড ইজ ট্রাবল

।। এক ।।

দুর্ঘটনা ঘটার একমাস পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক ছিল, তার মধ্যে কোনরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। ডাঃ মেলিশ সব শুনে তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার অভিধান থেকে দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দটি উচ্চারণ করলেন তার অর্থ ডিলেড শক্ ছাড়া আর কিছু নয়।

এইত সেদিনের কথা। দুর্ঘটনার একমাস আগেও আমি পাখীর মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছি। যে চাকরিটা আমি করছি, সেটা হল, প্যারাডাইস সিটির একচেটিয়া নামী হীরে জহরতের কারবারী লুসে অ্যান্ড ফ্রেমলিন প্রতিষ্ঠানের আমি প্রধান সেলসম্যান। আমাদের প্রতিষ্ঠান ব্যবসার দিক থেকে কার্তিয়ার্স ও ভ্যান ক্লেফ অ্যান্ড আর্পেলস সংস্থার সঙ্গে প্রকাশনে বসার যোগ্য।

লুসে অ্যান্ড ফ্রেমলিন কোম্পানীর সুনাম আছে। আমি তাদের হীরে বিশেষজ্ঞ। আমার বার্ষিক বেতন ষাট হাজার ডলার এবং ফ্লোরিডা উপকূলে যেখানে ব্যয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ, সেখানে এই বেতনকে নিঃসন্দেহে ভাল বলা চলে।

আমার একটা দু-কামরার অ্যাপার্টমেন্ট আছে যেখান থেকে স্পষ্ট সমুদ্র দেখা যায়। এছাড়া একটি মার্সিডিজ কনভার্টিবলের মালিক আমি। মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, বিভিন্ন নামী দামী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও বন্ডের কাগজপত্র আছে যার মোট পরিমাণ আশী হাজার ডলারের কম নয়।

আমার এক ওয়ার্ডরোব ভর্তি ভাল কাপড়জামা আছে। আকৃতিতে আমি দীর্ঘ, সবাই আড়ালে আমাকে সুন্দর সুপুরুষ বলে। কান্ট্রি ক্লাবে আমি একজন সেরা গলফ আর স্কোয়াশ খেলোয়াড় এখনো আমার সব কথা বলা শেষ হয়নি। এসব কিছুকে পূর্ণতা দিতে আমি জুডিকে পেয়েছিলাম।

জুডির গায়ের রং ছিল তামাটে। সে ছিল সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও দয়ালু প্রকৃতির যুবতী। আমার অধিকারে যে সব সম্পদ আছে তাদের মধ্যে সে ছিল সব চাইতে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

কান্ট্রি ক্লাবে ওর কয়েকটা স্ট্রোক দেখেই বুঝেছিলাম, ওর গলফের হাতটা খুব ভাল। আর তখনই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। বিচারক স'ইয়ারের আত্মজীবনী সম্পর্কে গবেষণা করতে নিউইয়র্ক থেকে প্যারাডাইস সিটিতে এসেছিল জুডি। সব ব্যাপার আর অনুষ্ঠানে ও একেবারে মক্ষীরানীর আসনটি দখল করে থাকত। এইভাবে জুডির সঙ্গে চার সপ্তাহে ত্রিশ রাউন্ড গলফ্ খেলার পর আমি টের পেলাম ও কখন যেন আমার প্রেমিকায় পরিণত হয়েছে।

সে প্রায় একমাস আগের ঘটনা। পার্টি শুরু হবার দুঘণ্টা আগে সন্ধ্যে সাতটায় ও আমার অ্যাপার্টমেন্টে এল, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করব বলে। আলোচনার বিষয়বস্তু বিয়ের পর কি ধরনের বাড়িতে আমরা থাকব। তিনরকম বাড়ি আমাদের পছন্দের তালিকায় ছিল ঃ গ্রাম্য খামার ধাঁচের বাড়ি যেখানে বাগান এবং ঢালু ছাদওয়ালা বাড়ি, শহরের বাইরে শ্যালে ধাঁচের বাড়ি। আমার পছন্দ ঢালু ছাদওয়ালা, জুডির পছন্দ খামার ধাঁচের।

জুডি বলেছিল, ভবিষ্যতের কথাটা তুমি ভাবো, ছেলেপিলে হলে একটা বাগান আমাদের দরকার হবে। আর দ্বিরুক্তি না করে ঐ মুহূর্তে আমি আর্নি ট্রাওলিকে ফোন করেছিলাম। আর্নি হল বাড়ি জমির দালাল।

তারপর পার্টিতে যোগ দেবার জন্যে আমি জুডিকে নিয়ে ক্লাবের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দিব্যি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ি ফুলস্পীডে এগিয়ে এসে আমার গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারল। জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে শুধু একবার চোখে পড়ল গাড়িটা ক্যাডিলাক আর চালকের সামনে একজন অল্পবয়সী ছেলে।

জ্ঞান ফিরতে দেখি আমার মাথার কাছে বসে ছিল আমার মালিক সিডনী ফ্রেমলীন। সে কাঁদছিল। চোখ মেলে তাকাতে মাথার কাছে ওষুধপত্র, ইউনিফর্মপরা নার্স দেখে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন সিডনী আমায় বললেন মোটর দুর্ঘটনায় আহত হবার পর তিনিই আমাকে জেফারসন ক্লিনিকে এনে ভর্তি করিয়েছেন এবং সমস্ত ব্যয়ভার বহন করছেন। আরও বললেন, জুডিকে আহত অবস্থায় অপারেশন টেবিলে তোলা হলে সে মারা যায়।

জুডি নেই! শুনে আমি বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমি অনুভব করলাম আমার কল্পিত স্বর্গ-ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে গুড়িয়ে খান খান হয়ে গেল। তিনদিন পর উঠে দাঁড়ানোর মত শক্তি আমি পেলাম বটে, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হলাম না। জুডির মা-বাবা এসেছিলেন। জুডির মৃতদেহ কবর দেওয়া হল। তারপর আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। সিডনীর সঙ্গ কামনা আমি না করলেও সে আমার নিসঙ্গতা কাটাতে আমার সঙ্গে এলো এবং যাবার সময় বলে গেল, মাসখানেক ছুটি নিয়ে নাও। এখন গলফ্ খেল, কোথাও ঘুরে এসো। যে গেছে সে তো আর ফিরে আসবেনা।

আমি বললাম, ধন্যবাদ, আমি কাল থেকেই কাজে যোগ দিচ্ছি।

সিডনী গর্জে উঠে বলল, না কাল নয়, একমাসের আগে তুমি অফিসে আসবে না। আমি বললাম, ধ্যাৎ, আমি কাজ চাই। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। গুডনাইট।

ভেবে দেখলাম, আমি ঠিকই করেছি। এখন আমার বয়স আটত্রিশ, আপাততঃ হীরে বেচার কারবারে ফিবে যাই, তারপর জুডির মতো কাউকে বিয়ে করব।

যাই হোক, কপালে একফালি প্লাস্টার লাগিয়ে অফিসে গেলাম। দেখলাম সবাই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন কিছুই হয়নি। দেখা হতে পরিচিতজনেরা করমর্দন করল ঠিকই কিন্তু লক্ষ্য করলাম আজ তারা যেন একটু বেশি জোরে আমার হাত চাপল। আমার মক্কেলরা দেখলাম ফিসফিস গলায় আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল এবং একবারের জন্যেও তারা আমার মুখের দিকে তাকালো না। উপরন্তু আমি বিভিন্ন হীরের জন্যে যে দাম হাঁকলাম, তারা কোনরকম দরাদরি না করে দিব্যি একদামে মাল কিনে নিল। সিডনীও নানা ছুতোয় তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে আমার পাশে এসে ঘুরঘুর করতে লাগল।

আমার পরেই শোরুমের দায়িত্ব নোংরা স্বভাবের টেরি মেলভিলের ওপর। হীরে সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, আমার শাঁসালো মক্কেলদের হাত করতে নানারকম ফন্দীফিকির কাজে লাগায়। আমি তাকে ভীষণ ঘেন্না করি।

স্যাম গব্‌ল আমাদের দোকানের নাইটগার্ড সে দোকান খুলতেই টেরি আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, সব শুনেছি ল্যারী। কিছু তো করার নেই, ব্যাপারটা আরো খারাপের দিকে যেতে পারত। তুমিও মারা যেতে পারতে।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম স্পষ্ট তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের চিহ্ন, কৃত্রিম একটা দুঃখের মুখোশ এঁটে তা ঢাকতে চাইছে।

জেন বার্লো, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী আমার সেক্রেটারী, আমার কাছে একরাশ চিঠিপত্তর নিয়ে এসে দাঁড়াল চোখাচোখি হতেই দেখলাম তার দুচোখ জলে ভরে গেল। তাকে দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল। আমি তার দুহাত ধরে বললাম, এমন তো কতই হচ্ছে জেন, কিছু বোলোনা, বলার কিছুই নেই ওর কবরে ফুল দেবার জন্যে ধন্যবাদ।

সিডনীর ইচ্ছে ছিল, আজ রাত্রে আমি তার সঙ্গে ডিনার করি। আমি রাজি হলাম না। আজ হোক কাল হোক আমাকে একা একা খেতে, ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। অথচ গত দুমাস যাবৎ জুডি আর আমি একসঙ্গে রাতের ডিনার সারতাম। একটা স্যান্ডউইচ কিনে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আমি ডিনার সারলাম। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, ঐভাবে দু-চারদিন গেলেই একাকিত্বের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠব।

পরের তিনসপ্তাহের মধ্যেই আমি লক্ষ্য করলাম শারীরিক ও মানসিক দুদিক থেকেই আমার অবনতি শুরু হয়েছে। কাজকর্মে উৎসাহ পাইনা। দৈনন্দিন জীবনেও ভাঁটা এসে লাগল। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করিনা। একেকদিন রাতে কিছুই না খেয়ে অথবা একটা স্যান্ডউইচ চিবিয়েই

শুয়ে পড়তাম। তারপর জামাকাপড়। সর্বদা ফিটফাট থাকার স্বভাবটা একেবারে পালটে গেল। একই জামা তিনচারদিন পরছি। তারপর লক্ষ্য করলাম, আমার স্কোয়শ ও গলফ্ এই দুটি প্রিয় খেলাও আর খেলতে ইচ্ছে করে না একেবারেই। ক্লাবে যাই না গেলেও চুপচাপ বসে থাকি।

এই উৎসাহের অভাব মারাত্মক প্রভাব ফেলল আমার কর্মক্ষেত্রে। প্রথমে ছোটখাট তারপর নানাধরনের ভুল হতে থাকল আমার। যেমন, কেউ প্লাটিনামের সিগারেট কেসের ওপর চুনী দিয়ে নামের আদ্যক্ষর খোদাই করে দিতে অর্ডার দিয়ে গেছে। আমি সিগারেট কেস বানিয়ে দিলাম ঠিকই, কিন্তু নামের আদ্যক্ষর খোদাই করতে ভুলে গেলাম। এইরকম। হপ্তা তিনেকের মধ্যে এরকম অজস্র ভুল করতে লাগলাম। সিডনী মুখ বুজে সহ্য করলেও একজন মনে মনে খুশী হল, সে হল টেরি।

এখন জামাকাপড় লন্ড্রীতে পাঠাই না, চুল কাটিনা। চুল বড় হয়ে ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। দিক্‌গে, তাতে কি?

একদিন সিডনী তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, একবার আমার চেম্বারে এসো।

চমকে ডেস্কের দিকে তাকালাম, একরাশ চিঠি আর অর্ডার এসে পড়ে আছে এখন বেলা তিনটে, একবারের জন্যেও সেগুলোর দিকে আমি তাকাইনি পর্যন্ত।

—অনেক চিঠিপত্র পড়ে আছে সিডনী, খুব জরুরী?

—হ্যাঁ।

আমি সিডনীর চেম্বারে গেলাম। আসার সময় চোখে পড়ল টেরির 'ইন' লেখা ট্রেতে একটাও চিঠি নেই। টেরি কাজ করে বটে।

—বসো ল্যারী। দেখলাম সিডনী পায়চারী করছেন যেভাবে, মনে হল তিনি কিছু খুঁজছেন।

—আপনি কিছু চিন্তা করছেন মনে হচ্ছে। আমি বললাম।

—ভাবছি তোমার কথা। দুঃখী-দুঃখী মুখ করে বললেন।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ তোমার, আমার একটা উপকার করতে হবে।

আমি জানতে চাইলে সিডনী বললেন, আমি চাই তুমি ডাঃ মেলিশকে একবার দেখাও।

ডাঃ মেলিশ! চমকে উঠলাম। উনি তো এখানকার সবচাইতে বিখ্যাত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। ফীর অঙ্কও খুব কম নয়।

—তার মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন? অবাক হয়ে বললাম।

—আমার কথা শোন ল্যারী। তুমি ওঁকে একবার দেখাও, খরচ-খরচা আমার। আমি প্রতিবাদ করতে গেলে উনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, একমিনিট ল্যারী। তোমার জীবনে যা ঘটে গেল, তাতে তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে আমি বুঝছি। তুমি কাজে ফিরে এসেছো, কাজকর্মে মন দেবারও চেষ্টা করছ বুঝছি কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছেনা। আশা করি তুমি নিজেও সেটা টের পাচ্ছো, তাই না?

সিডনীর কথা শুনতে শুনতে আনমনে গালে হাত বোলাতে বোলাতে খেয়াল করলাম আজ দাড়ি কামাতে ভুলে গেছি। লাফিয়ে দেওয়ালের আয়নাটায় নিজের চেহারার প্রতিচ্ছবি দেখে চমকে উঠলাম, তারপর আমার চেয়ারে বসে বললাম সিডনি, আমি বুঝতে পারছি, দোষ আমার। কিন্তু মেলিশের ব্যাপারটা বাদ দিন। আমি চাকরি ছেড়ে দেব। আপনি ঠিকই ধরেছেন, ব্যাপারটা সহজভাবে আমি নিতে পারিনি। আমি চলে যাচ্ছি। আমার জায়গায় টেরিকে বসান। ও উপযুক্ত লোক। আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আমি নিজেকে নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।

—কিন্তু ল্যারী, আমার কারবারে তোমার মত হীরে চেনার মত লোক কোথায়? আবার স্বাভাবিক গলায় সিডনী বলল, আমি তোমাকে হারাতে চাই না। আমার কথা শোনো, তোমার একটু মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, ডাঃ মেলিশের কাছে বড়জোর তিনমাস কিংবা এক বছর লাগলেও ক্ষতি নেই, তুমি চিকিৎসা করাও। তোমার জন্যে আমি অনেক করেছি, আমার মুখ চেয়ে তুমি এটুকু করো।

এরপর আর কিছুই বলার থাকে না। আমি ডাঃ মেলিশের কাছে গিয়ে দেখা করলাম। দেখলাম উনি আমার কথা, জুডির কথা, দুর্ঘটনার পর আমার প্রতিক্রিয়া সব জানেন।

তিনটে সিটিং তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। তারপর চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের মমার্থ হল ঃ আমার পুরোপুরি খোল নলচে পাল্টানো দরকার, অর্থাৎ বেশ কিছুদিনের জন্যে আমাকে প্যারাডাইস সিটি ছেড়ে বাইরে কোন জায়গায় গিয়ে হাওয়া বদল করে আসতে হবে।

—বেশ বুঝতে পারছি, এই দুর্ঘটনার পর থেকে একবারের জন্যেও আপনি গাড়ি চালাননি। ডাঃ মেলিশ বললেন, এখন আপনার প্রথম কাজ হল একটা গাড়ি যোগাড় করে আবার ড্রাইভিং শুরু করা। আমি প্রতিবাদ করতে যেতে উনি বললেন জানি আপনি মানতে পারবেন না। এখন আপনি বেশি করে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করুন, বিশেষ করে যাদের সমস্যা আপনার চেয়েও বেশি। এভাবে এগুলে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবেন। লুসভিলে আমার এক ভাইঝি থাকে, সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ করে সে। আপাততঃ তার একজন অবৈতনিক সহকারী দরকার। আপনি ওর কাছে গিয়ে কাজ করুন, আমি কথা বলে রেখেছি। প্রথমে আপনাকে কাজে নিতে আপত্তি জানালেও, আমি বলেছি আপনি ওর কাজে কোনরকম অসুবিধা ঘটাবেন না। তখন রাজী হয়েছে।

—কিন্তু আমায় নিয়ে আপনার ভাইঝিকে মুশকিলে পড়তে হবে। আপনি ঘুরে আসতে বলছেন সে না হয় যাবো। কিন্তু...।

—আমার ভাইঝির এক্ষুনি একজন সহকারী দরকার। আপনি কি আর কাউকে সাহায্য করতে চান না, নাকি এটাই ভেবে নিয়েছেন সারাজীবন আপনাকে সবাই সাহায্য করে যাবে।

মনে হচ্ছে আমার ফিরে আসার সম্ভাবনাটাই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু আমি তো সমাজকল্যাণের কিছুই জানিনা। আমি নিজেই আপনার ভাইঝির বোঝা হয়ে দাঁড়াবো নাতো?

—যদি আমার ভাইঝি বলে যে আপনাকে দিয়ে কাজ হবেনা, তাহলে আপনার বোঝা হয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্ন কোথায়? একবার দেখতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি নেই সেটা আমিও জানি। লুসভিলে যাবার সম্মতি জানিয়ে মেলিশের চেম্বার থেকে চলে এলাম।

দুদিন পরে আমি একটা বুইক কনভার্টিবল কিনে ফেললাম। শোরুম থেকে গাড়িটা নিয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত আনতে আমি ঘেমে নেয়ে, থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। তারপর দুচার দিন ড্রাইভিং-এ হাতটা ঝালিয়ে লুসভিলে রওনা হলাম। সিডনী বিদায় জানাতে এসে বলল, মাত্র তিনটে মাস ল্যারী। তারপর আমার কারবারে এসে হীরে কেনাবেচা দেখবে।

পুরো দুদিন গাড়ি চালিয়ে লুসভিলে এসে পৌঁছালাম। বেনভিক্স হোটেলে উঠে ডাঃ মেলিশের ভাইঝিকে ফোন করলাম।

ফোনে মেলিশের ভাইঝি জেনী বাস্ক টারের সঙ্গে কথা হলো আমাকে উনি আমন্ত্রণ জানালেন ওঁর ওখানে যেতে।

একটা পুরোনো নোংরা অফিস বাড়ির সাততলায় জেনীর চেম্বার।

জেনীর বয়স তেত্রিশের বেশি হবেনা। পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি লম্বা। পাতলা, রোগা, চোখে মুখে কেমন একটা পুরুষালী ভাব। চেহারাটায় কেমন যেন অপুষ্টির ভাব। পোশাকের ছিরি ছাঁদ নেই। চোখ দুটোই আমাকে আকৃষ্ট করল সবচাইতে বেশি। কৌতূহলী, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

আমার পায়ের আওয়াজ শুনে তাকিয়ে আমাকে বসতে বললেন।

—আপনিই তাহলে আমাকে সাহায্য করতে চান?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এসব দামী পোশাকে আমার কাছে কাজকরা চলবে না।

আমি হেসে বললাম, আপনার কাকা এব্যাপারে আমাকে সাবধান করে দেননি।

জেনী ঘাড় নেড়ে বললেন, কাকা কোন কিছু খুঁটিয়ে ভাবেন না। আমি কিন্তু একটু খোলাখুলি কথা বলতে ভালবাসি। আমি আপনার ব্যাপারে সবই শুনেছি। বড়ই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু এই

নোংরো শহরে সাহায্য করার মত কয়েকশো কাজ পড়ে আছে। আমার সাহায্যের জন্য লোক চাই, কিন্তু তার দুঃখে সহানুভূতি জানানোর মত অবসর আমার হাতে নেই।

—বেশত আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজী আছি। জেনী ড্রয়ার খুলে দোমড়ানো একটা সিগারেটের প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি তাঁর সিগারেট না ছুঁয়ে আমার পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বার করে জেনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার একটা সিগারেট নিন।

—না ধন্যবাদ, বলে জেনী নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোটে লাগালেন। আমি সোনার লাইটার দিয়ে অগ্নিসংযোগ করলাম।

জেনী জিজ্ঞাসা করলেন, সিগার কেসটা কি সোনার? আমি বললাম, হ্যাঁ। জেনী বললেন, ওটা চুরি যেতে পারে। আমি বললাম, চুরি? এখানে চুরি হয়? জেনী ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

—দেড় হাজার ডলার! জেনী বললেন আপন মনে, ঐ টাকায় আমার দশটা পরিবারের একমাসের খাবার হয়ে যেতে পারে।

—আপনার দশটি পরিবার আছে? আমি বললাম।

—আমার দুহাজার পাঁচশো বাইশটি পরিবার আছে। পরক্ষণে ড্রয়ার খুলে লুসভিলের একটা ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, যাচ্ছেন কোথায়, আসুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দিই।

দেখলাম ওটা লুসভিলের বিভিন্ন রাস্তার নক্সা। পাঁচটি অঞ্চলে শহরের রাস্তাগুলো ভাগ হয়েছে।

জেনীর কথায় জানতে পারলাম শহরে পাঁচজন সমাজকল্যাণ কর্মী আছেন, প্রত্যেকেই পেশাদার।

তাঁরা প্রত্যেকেই শহরের নির্দিষ্ট অঞ্চল দেখাশোনা করেন। জেনীর অঞ্চলটা সবচেয়ে কুখ্যাত জঘন্য অঞ্চল। জেনীর ভাষায় বলতে গেলে, যা বলছিলাম, আমার একটা ছোট ফান্ড আছে। যতটা দরকার তার সিকিভাগও সেখানে নেই। আমি সবার সঙ্গে দেখা করে রিপোর্ট লিখি। ৫নং লেখা নকশায় আঙুল বুলিয়ে জেনী বললেন, এই হল আমার এলাকা। চার হাজার লোক বাস করে। এখানে সাত বছরের ছেলেরা আর ছেলেমানুষ থাকে না। শহরের এই প্রান্তে আছে মহিলা সংশোধনাগার। আসলে এটা একটা কুখ্যাত জেল। এখানে শুধু কয়েদিরাই নয়। কুখ্যাত এদের নিয়মকানুন। বেশিরভাগ কয়েদিই জঘন্য অপরাধী। এদের কারোর সঙ্গেই কাউকে দেখা করতে দেওয়া হতো না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমি বোঝাতে সক্ষম হলাম যে আমি নিজে কিছু সাহায্য করতে পারি।

আপনার মতো অনেকেই এগিয়ে আসে স্বেচ্ছায় কিছু করতে। আপনার কাজ হবে কার্ড ইনডেক্সটা ঠিক করে সাজিয়ে রাখা আর রিপোর্টগুলো টাইপ করা। মোটমাট আমার অনুপস্থিতেতে আমার অফিসের সব কাজ গুছিয়ে রাখাই হবে আপনার কাজ।

—কিন্তু এ তো মেয়েদের কাজ। যথাসম্ভব শান্ত গলায় বললাম।

—এটা মোটেই মেয়েদের কাজ নয়। আপনার আগেও বছর পঁয়ষট্টির এক ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় আমাকে সাহায্য করবেন বলে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ভয় পেয়ে চলে গেলেন।

—ভয় পেয়ে? আপনি তাহলে বলতে চান কাজটা ওঁর কাছে একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছিল? নয়তো এত কাজের চাপ দেখে উনি ভয় পেয়েছিলেন?

জেনী হেসে বললেন না, কাজকে উনি ভয় পাননি। আসলে ব্যাপারটা আপনারও জেনে রাখা ভালো। এই অঞ্চলে অল্পবয়সী গুণ্ডাদের একটা দল আছে। দশ থেকে কুড়ি বছরের ঐ গুণ্ডাগুলো পারেনা এমন কোন অপরাধ নেই। এদের যে সর্দার তাকে সবাই এরা স্পুকি হিংস্র বলে ডাকে। ওর কথায় দলের সবাই ওঠে বসে। ওদের দলের অনেককেই পুলিশ ধরেছে তবে স্পুকিকে পারেনি। ওদের ধারণা আমি ওর দলের খোঁজখবর পুলিশকে গোপনে পাচার করি। যখন তখন ওরা আমার অফিসে এসে ধমকে যায় ভয় দেখায়। ঐ বৃদ্ধ সহকারীকেও ওরা ভয় দেখিয়েছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী, সংসার, ছেলেপুলে আছে। খামোকা উটকো ঝামেলা কেন তিনি সহ্য করবেন?

তাই তিনি চলে গেলেন।

আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধক করে উঠল। ঐ কিশোর অপরাধীরা রাতের আঁধারে আমাকে হয়তো ঘিরে ধরে তলপেটে একটা লাথি কষাবে। কিন্তু আমার বেলাতেও কি এসব ঘটবে?

—আপনাকে ঝুঁকি নিতে বারণ করছি। ভালয় ভালয় ফিরে যান। জেনী আমার মনের ভাব আঁচ করতে পেরে বললেন।

—আপনি যা বলছেন মিস বাক্সটার, তার অর্থ এই স্পুকি আমাকেও হুমকি দিতে পারে, তার ফল মারাত্মক হতে পারে বলছেন?

—হ্যাঁ তা হতে পারে বৈকি। মারাত্মক হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

হঠাৎ আমার মনে হল জেনীর সঙ্গে এতক্ষণ যাবৎ কথা বলার সময় একবারের জন্যেও জুডির কথা আমার মনে হয়নি। হয়তো তলপেটে একখানা লাথি খেলে তখন...।

—তাহলে কবে থেকে আমি কাজ শুরু করছি?

—জেনী হেসে বললেন, কবে থেকে শুরু করবেন বলছেন? ঠিক আছে, তার আগে আপনি এক জোড়া সাধারণ শার্ট আর ট্রাউজার জোগাড় করুন। আর হ্যাঁ, ঐ দামী সিগারেট কেসটা সঙ্গে রাখবেন না। আমি এখন বেরুচ্ছি, চারটের আগে ফিরব না। এসে আপনাকে রেকর্ড আর ইনডেক্স সিস্টেম বুঝিয়ে বলব।

সাততলা সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নেমে এলাম। জেনী গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

—আমি শার্ট আর ট্রাউজার কিনব বলে সরুগলিটা ধরে বড় রাস্তার দিকে এগোতে থাকলাম। হঠাৎ একটা বাচ্চাছেলে কোথা থেকে তেড়েফুঁড়ে এসে আমাকে এক ধাক্কা মেরে শিস দিতে দিতে কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমি বেনডিক্স হোটেলে পৌঁছে জামা ছাড়তে গিয়ে দেখলাম আমার দামী জ্যাকেটের পিঠটা ক্ষুর দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। প্যান্টের হিপ পকেটে হাত দিতে বুঝলাম আমার সুদৃশ্য সোনার সিগারেট কেসটা অদৃশ্য হয়েছে।

।। দুই ।।

শার্ট আর ট্রাউজার কিনে থানায় গেলাম। উদ্দেশ্য, সিগারেট কেসটা সম্পর্কে একটা ডায়েরী করা।

থানায় ঢুকে চোখে পড়ল একটা বেঞ্চে গোটাদশেক কিশোর, ময়লা জামাকাপড় গায়ে আমার দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে দেখছে।

আমার অভিযোগ শুনে ডেস্ক সার্জেন্ট ফ্যাশফেঁশে গলায় বললেন, এখানে নতুন এসেছেন?,

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম 'হ্যাঁ'। আরো জানালাম ওয়েলফেয়ার অফিসের মিস বাক্সটারের সহকারী হিসেবে কাজ করতেই আমার এখানে আসা। উনি আমাকে একটা ফর্ম পূরণ করতে দিলেন। আমি হারানো দ্রব্যের মূল্য খোপটায় লিখলাম দেড় হাজার ডলার। উনি ওটা কি জিজ্ঞেস করতে জানালাম আমার চুরি যাওয়া সিগারেট কেসের যা দাম তাই লিখেছি। ডেস্ক সার্জেন্ট বললেন, যে ছোঁড়া আপনাকে ধাক্কা দিয়েছিল, তাকে চিনতে পারবেন?— কিশোর অপরাধীদের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

আমি বললাম, এদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে।

—অ, বলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কতদিন থাকবেন?

আমি বললাম, মাস দুই-তিন ত বটেই।

—মিস বাস্কটারের কাছে কাজ করবেন?

—আপাতত তাই ঠিক আছে।

হেসে উনি বললেন, একটা কথা মনে এল।

আমি বললাম, আপনি কি বলতে চান আমি অতদিন টিকতে পারব না?

—দেখা যাক। আপনার জিনিসটা আগে খুঁজে বার করি।

আমি উঠে পড়লাম। বেরিয়ে আসার সময় কানে এল সার্জেন্ট আর একজন পুলিশ কর্মচারীকে ডেকে বলছেন, এই আর এক হতভাগ্য এল।

দুপুর একটা খিদে পেয়েছে। একটা তেল জবজবে হ্যামবুর্গার খেয়ে পেট ভরালাম। কিছুক্ষণ ঘুরে টুরে যখন ফিরলাম তখন বেলা চারটে। জেনী ফিরে এসেছেন। আমার সস্তা শার্ট ট্রাউজারের দিকে তাকিয়ে আমাকে বসতে বললেন। জেনী বলল, আপনি টাইপ জানেন? 'জানি' বলতে, উনি আমাকে কয়েকটা রিপোর্ট টাইপ করতে দিলেন। জেনী জানালেন ওঁকে এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে। জেনী আরও বললেন, আমি সকাল নটায় অফিস খুলি, আগামী কাল দুপুরের আগে ফিরতে পারব না, একটা কথা ল্যারী, যে যাই বলুক, শুধু শুনে যাবেন, গায়ে মাখবেন না। আপনি ভয় বা বিরক্ত হচ্ছেন এটা ওদের বুঝতে দেবেন না। আর এখানকার কোন জিনিষ ওরা নিতে চাইলে আপনি বলবেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন। চলি। জেনী বিদায় নিলেন।

আমি বসে বসে কার্ডগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম। বিভিন্ন ধরনের অপরাধ, দারিদ্রের এক উজ্জ্বলচিত্র আমি ঐ কার্ডগুলো থেকে পেলাম। হঠাৎ টের পেলাম আমার টেবিলের সামনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি স্পুকি হিংস্ক। ওকে চিনতাম না, পরদিন ওর চেহারার বিবরণ দিতে জেনী জানিয়েছিল সে স্পুকি হিংস্ক ছাড়া কেউ নয়।

লম্বা, রোগা, জটাধরা চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে, বয়স বাইশ হবে, পেশীবহুল হাতে অশ্লীল সব উল্কি আঁকা। কোমরে সাত ইঞ্চি চওড়া বেল্টে ধারালো পেতলের পেরেক বসানো। এক উৎকট গন্ধ আসছিল তার নোংরা জামাকাপড় থেকে।

—হ্যালো, আমি বললাম, বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।

—আপনি এখানে নতুন মনে হচ্ছে। স্পুকি বলল। আমি আজই এখানে এসেছি জানাতে স্পুকি বলল, ফালতু মাল। তুমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলে না?

—ঠিক ধরেছো। তুমি আমাকে ঐ নামটা দিলে, তাই না, তাহলে আমি তোমাকে বান্দা বলে ডাকব।

শুনে কোমর থেকে বেল্ট খুলে ধীরে ধীরে দোলাতে দোলাতে বলল, এটার কয়েক ঘা খেলে কেমন হবে শালা ফালতু মাল?

আমিও পোর্টেবল টাইপরাইটারটা তুলে নিয়ে বললাম, এটা তোমার মুখে ছুঁড়ে মারলে কেমন হবে, শালা বান্দা?

—বেল্টটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে স্পুকি বলল, এখানে বেশিদিন থেকো না, আর হ্যাঁ পুলিশের কাছে যেও না। হতভাগা টের পায়নি ওটা সোনার। বলে আমার টেবিলে ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা মোড়ক বার করে রাখল। সে চলে যাবার পর পেপারটা খুলে ভেতরের বস্তুটা দেখে আমার চক্ষু স্থির। আমার সাধের সিগারেট কেসটা, তবে সেটা এখন হাতুড়ি পিটিয়ে একফালি চৌকো পাতে পরিণত করা হয়েছে।

পরের দিন জেনী দেরী করে অফিসে এল। সবকিছু শুনে বললেন, আপনাকে আমি আগেই সাবধান করে বলেছিলাম এখান থেকে চলে যেতে।

—তাই যদি হয় আপনি আছেন কি করে?

—ও মেয়েদের কিছু বলেনা। তাছাড়া আমি ওকে বলেছিলাম, হাজার ভয় দেখালেও আমি ঘাবড়াবো না।

—তাহলে আমিও ঘাবড়াবো না। আমি বললাম। এইভাবে চারদিন কেটে গেল। সিডনী আমার আরোগ্য কামনা করে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। উত্তরে লিখলাম, পুরোপুরি নার্ভাসনেস কাটাতে পারিনি, তবে শীঘ্রই সুস্থতা জানিয়ে চিঠি দেব।

তারপর দুদিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল। অফিসে গিয়ে দেখি আমার একগাদা টাইপ করা কাগজপত্রে কে বা কারা একরাশ আলকাতরা ঢেলে রেখে গেছে। কাঁচের টেবিলের ওপর ফেল্ট পেন দিয়ে বড় হরফে লেখা ফালতু তুমি কেটে পড়ো। এটা কার কীর্তি বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। মনে মনে একটা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল। দাঁড়াও, তোমাদের মজা দেখাচ্ছি।

জেনী ফিরে এলেন বিকেল সোয়া পাঁচটায়। ইতিমধ্যে আমি সব পরিষ্কার করে ফেলেছি। জেনী ঘরে ঢুকেই বললেন, গ্যাসোলিনের গন্ধ পাচ্ছি, কিছু হয়েছে নাকি?

—না কিছু নয়। একটা দুর্ঘটনা। আমি জেনীকে এর বেশি কিছু জানালাম না। তারপর জেনীকে স্পুকির ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করাতে জেনী বললেন, না, কেন কি দরকার? কিছু হয়েছে নাকি?

—না, ভাবছিলাম, ওর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে সৎ পথে আনব। আপনি কি বলেন? আমি বললাম।

—না, ওভাবে হবে না। জেনী মাথা নাড়ল। যাই হোক আমি ঐ প্রসঙ্গ থামিয়ে জেনীকে রাতের ডিনারে হোটেল প্লাজায় আমন্ত্রণ জানালাম, জেনী আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমি ওঁকে আমার হোটেলে রাত আটটায় আসতে বললাম।

জেনী একজনের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন।

তখন আমি থানায় ফোন করলাম ও প্রান্তে সেই ডেস্ক সার্জেন্টের গলা চিনতে আমার অসুবিধা হলনা।

আমি সার্জেন্টকে স্পুকি হিংস্ক -এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করাতে উনি প্রথমে বলতে না চাইলেও পরে আমাকে ঝামেলায় না জড়ানোর পরামর্শ দিয়ে জানালেন, স্পুকির আস্তানা ২৪৫, লেকসিংটন। ওদের দলের আড্ডা টেনথ স্ট্রীটে স্যামস কাফেতে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় জেনী সুন্দর সাদা কালো পোশাকে আমার হোটেলে এসে হাজির হলেন। আমি ওঁকে নিয়ে হোটেল থেকে নেমে এলাম আমার ব্যুইকটার সামনে। এসে দাঁড়াতেই আবেক চমক ; গাড়ির চারটে টায়ারের হাওয়া নেই, ধারালো ক্ষুরের ঘায়ে পেছন এবং সামনের সীট চিরে ফালা ফালা করা। উইন্ড স্ক্রীনে লেখা চক দিয়ে ফালতু কেটে পড়ো।

জেনী ব্যাপারগুলো দেখে খুব দমে গেলেন। গাড়ি ভাড়া করে দুজনে প্লাজায় গেলাম। বিশেষ কোন কথাবার্তাও হলনা। খাওয়া সেরে জেনীকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন বাত এগারোটা। জামাকাপড় পাল্টে আমি নৈশ অভিযানে বেরোলাম। গন্তব্যস্থল টেনথ স্ট্রীট। চারপাশে তাকাতে তাকাতে সতর্কভাবে হাঁটতে থাকলাম। চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলাম এটা সমাজের নীচু তলার লোকেদের আস্তানা। কমবয়সী ছেলেমেয়েরা ভিড় জমিয়েছে যেখানে ব্লু-ফিল্ম শো দেখানো হচ্ছে। খানিক এগোতেই চোখে পড়ল স্পুকির আডডাখানা স্যামস কাফে। খানিকটা দূরে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকলাম কাফের বাইরে আটটা হণ্ডা মোটর সাইকেল দাঁড় করানো।

রাত ঠিক বারোটায় হৈ হৈ করতে করতে একপাল ছেলে বেরিয়ে এল। সংখ্যায় আটজন স্পুকিকে ঠিক চিনতে পাবলাম। বাইক চালিয়ে পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি স্পুকির বাইকের নম্বরটা লক্ষ্য করলাম।

ওরা চলে যেতে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিয়ে ঠিক রাত তিনটেয় পা টিপে টিপে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম। নাইট ওয়াচম্যান ঢুলছিল, আমাকে সে দেখল না। রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে ড্রাইভারকে বললাম, লেকসিংটন চলো।

দশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বললাম, আবার হোটেলে ফিরব বলে। আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ গলির মধ্যে ঢুকলাম। নোংরা রাস্তা পেরিয়ে একসময় ২৪৫ নম্বর লেখা কোঠা বাড়িটার কাছে পৌঁছালাম। তাহলে এটাই স্পুকির আস্তানা। নিঃসন্দেহ হলাম সেই হণ্ডা মোটরসাইকেলটা সামনেই দাঁড় করানো, নম্বরটা তখনো মনে আছে।

আশেপাশে তাকিয়ে নিলাম। বাইকের গ্যাস ক্যাম্পের স্ক্রুটা খুলে দিলাম। খানিকটা গ্যাসোলিন বেরিয়ে যাবার পর দুহাতে আঁজলা করে তুলে তার সীটের ওপর ছিটিয়ে দিলাম। তারপর একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সীটের ওপর ফেলে দিলাম। নিমেষে দপ করে জ্বলে উঠল গাড়িটা। তারপর দ্রুত পায়ে চলে এলাম। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম গাড়িটা জ্বলছে। তখনো কেউ দেখেনি।

নিশ্চিন্ত মনে হোটেলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রতিশোধের একটা পর্ব সমাপ্ত।

পরদিন সকালে অফিসে যাবার আগে হার্ডওয়ারের দোকান থেকে একটা গাঁইতির হাতল কিনে ফেললাম। আমার যেন কেন মনে হচ্ছিল, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ওটা আমায় ব্যবহার করতে হতে পারে।

জেনী এলেন বেলা দশটা নাগাদ। এটা-সেটা কথার পর আমি 'সি' সংখ্যক কার্ডে হাত দিয়েছি দেখে বিস্মিত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। খানিক পর জেনী বেরিয়ে গেলেন।

বেলা এগারোটা নাগাদ স্পুকি তার দলের সাতজনকে নিয়ে আমার অফিসে চুপিসারে ঢুকে পড়ল। কোন ভূমিকা না করেই সে কোমরের বেল্টখানা খুলে দোলাতে দোলাতে আমার দিকে এগিয়ে এল, শালা ফালতু, মর্কট কোথাকার, আজ তোর খেল খতম—! আমি স্পুকিকে ভয় না পেয়ে ঝটিতি সেই গাঁইতির হাতলখানা তুলে সজোরে আঘাত হানলাম তার মুখে।

এক ঘায়েই সামনের দুটো দাঁত ভেঙে ছিটকে পড়ল আমার টেবিলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ আর নাক থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

ওর স্যাঙাতরা তখনো দাঁড়িয়ে। আমি ওদের দিকে হাতলটা ঘোরাতে ঘোরাতে তেড়ে গেলাম। তাদের সর্দারের পয়লা চোটেই ঐ অবস্থা দেখে তারা পড়ি কি মরি করে ছুটে পালাল।

দেখলাম আশেপাশের অফিসের দরজা খুলে লোকেরা আমার দিকে প্রশংসাভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

চেম্বারে ফিরে এসে হতভাগাটার দেহটা বুটের ঠোক্কর মারতে মারতে চেম্বার থেকে বের করে সিঁড়ির মুখে এনে লাথি কষাতেই গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ল একেবারে নীচে।

গাঁইতির হাতলটা রেখে থানায় ফোন ঘোরালাম।

—হ্যালো সার্জেন্ট, চিনতে পারছেন, সেই দেড় হাজার ডলারের সোনার সিগারেট কেস—।

—তা আবার কি মনে করে? সার্জেন্টের গলা ভেসে এলো।

—তেমন কিছু নয়। স্পুকি তার সাতজন স্যাঙাতকে নিয়ে আমাকে মারতে এসেছিল, বলেছিল ওর বেল্ট দিয়ে আমার মুখের চেহারা পাল্টে দেবে, তা আমি বাধ্য হয়ে ওর সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করে ফেলি। ও সিঁড়ির নীচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শিগগির একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেবেন। উত্তরের অপেক্ষা না করে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম, সত্যিই আমার মানসিক উন্নতি হয়েছে বলতে হবে। কিছুদিন আগের সেই নার্ভাসনেসটা নেই। খানিক পরে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের আওয়াজ পেলাম।

হঠাৎ দুজন পুলিশ কনেস্টবল আমার চেম্বারে এসে ঢুকল। তারা আমাকে এসে জানালো যে আমাকে থানায় সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

থানায় গিয়ে সার্জেন্টকে জানালাম, এমন কিছুই নয়। ওর সাত স্যাঙাতকে নিয়ে আমাকে ঠেঙাতে এসেছিল। একটু হাতাহাতি হয়েছে আর কি।

সার্জেন্ট বললেন, এইমাত্র মেডিকেল রিপোর্ট পেলাম। তাতে লিখেছে ওর সামনের আটটা দাঁত উড়ে গেছে, নাক, চোয়ালের দুটোর হাড়ই ভেঙেছে। কি দিয়ে মারলেন?

—মারিনি তো। একটু ধস্তাধস্তি হতেই দৌড়ে পালাতে গিয়ে পা হড়কে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়েছে।

সার্জেন্ট এক 'হুম' শব্দ করে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যার অর্থ হ্যাঁ বা না দুটোই হয়।

বললেন, ও ইচ্ছে করলে আপনার নামে অভিযোগ আনতে পারে। বলতে পারে আপনি ওকে আক্রমণ করেছিলেন।

বেপরোয়া সুরে বলে উঠলাম, করুক না, আমি অপেক্ষা করব।

—একটা কথা ঐ বেজন্মা স্পুকি কিন্তু হাতীর মতো। হুঁশিয়ার! স্পুকি কিন্তু ঠিক বদলা নেবে। জানেন তো হাতী কখনো ভোলে না। হ্যাঁ, আর একটা কথা। এক ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, কাল রাতে সে নাকি টেনথ স্ট্রীটে একটা মোটরবাইককে জ্বলতে দেখেছে। সেটা স্পুকির ছিল। আপনি এ সম্পর্কে কিছু জানেন?

—আমার তো জানার কথা নয়। আমি এবার উঠতে পারি?

ইনস্পেকটর সম্মতি জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একশোবার।

অফিসে ফিরে দেখলাম গম্ভীর, থমথমে মুখে জেনী বসে আছে। আমায় দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, আপনি তো ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন। সত্যি কথা বলুন, কি করেছেন?

—তেমন কিছু নয়, ও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল, আমিও পালটা ব্যবহার করেছি। ওটা ওর প্রাপ্য ছিল। থানায় গিয়ে বুঝলাম ওরাও ব্যাপারটায় খুশী হয়েছে।

—না! আপনি মোটেই ঠিক করেননি। নিজেকে আপনি খুব হীরে ভাবছেন তাই না? আমি জানি কাল রাতে আপনি ওর বাইকে আগুন ধরিয়েছিলেন। হিংস্রতায় ওর থেকে আপনি বেশি ছাড়া কম নয়। এখন ওর নাক, চোয়ালের হাড় ভেঙে দিয়েছেন। আপনি আমার সব কাজ পণ্ড করে দিচ্ছেন। আপনি এখুনি এখান থেকে চলে যান।

আমি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বললাম, জেনী আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এরপর আপনি আমায় বলবেন স্পুকির কাছে ক্ষমা চাইতে। শুনুন জেনী ঐ সব গুণ্ডা বাদমাইশদের সঙ্গে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করতে হয়। ওর বেল্টের আঘাতে আমার মুখের চামড়া ফালাফালা হলেই বোধহয় আপনি খুশী হতেন?

—আপনি আমার সঙ্গে একটা কথাও না বলে শিগগির চলে যান।

আমি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম আমি আরো দিনকতক ঐ হোটেলে থাকব। আপনার ইচ্ছে হলে আমার হয়ে স্পুকির কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন।

—বেরিয়ে যান। আমার কাকা আপনার মতো লোককে আমার কাছে পাঠিয়ে খুব ভুল করেছেন। আমি গত দুবছর ওদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করছি। আর আপনি তো এই দশদিন এসেছেন। জেনী বলল।

—থামুন গত দু বছর ধরে দয়া, মায়া দেখিয়ে কি এমন রাজ্য জয় করেছেন শুনি? আপনি ও দের বাপ-মাকে দুমুঠো খাবারের ব্যবস্থা করে দেন, মাঝে মধ্যে পয়সাকড়িও দেন। ব্যস্ আপনার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। আমি জানি ওরা আড়ালে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। বলে, কি বোকা মেয়েছেলে। দিনের পর দিন পুলিশও ওদের সন্ত্রাস সহ্য করে এসেছে। আর আমি মাত্র দশদিনে ওকে দাবাতে পেরেছি।

—আপনি যাবেন কিনা জানতে চাই। দেখলাম জেনী আমার কোন যুক্তিই জানতে রাজি নন। আমি কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম অফিস থেকে।

জেনীর এই দুর্ব্যবহার আমার সব আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছে। ভীষণ খিদে পেয়েছিল একটা সস্তা রেস্টুরেন্টে গিয়ে পেটভরে খেয়ে একটা সিনেমা হলে ঢুকলাম। সিনেমা দেখেও ভাল লাগল না। উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ভাবলাম, কেন এক ভয়ঙ্কর বন্য ক্রোধ আমায় পেয়ে বসেছিল, যার জন্যে আমি ঐ ভাবে মারাত্মক আঘাত হানলাম স্পুকির মুখে। এটা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে? ডাঃ মেলিশকে একবার দেখাব? জুডিকে হারানোর পর এক প্রচণ্ড দৈহিক তাগিদ অনুভব করলাম। এসব কি হচ্ছে আমার! হোটেলে ফিরলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সোয়া দুটো। এক অদ্ভুত জৈবিক তাড়না আমায় ঠেলে দিল বিছানা থেকে। আমি মনস্থির করলাম, আমি বেশ্যাবাড়ি যাবই! নয়তো যেভাবেই হোক একটা মেয়ে আমাকে জোটাতেই হবে। তারপর ফিরে এসে তোফা একখানা ঘুম দেব।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবো, টেলিফোনটা বেজে উঠল। তখনো বুঝিনি সেই ফোনটাই আমার জীবনের ধারাটা পাল্টে দেবে।

ফোন করেছেন ডেস্ক সার্জেন্ট ও'হ্যালোরান। উনি ফোনে জানালেন যে, মিস বাক্সটার তাঁর অফিসের সিঁড়ি দিয়ে পা হড়কে নীচে পড়ে গেছেন। কব্জি, গোড়ালি, কলারবোন তিনটেই ভেঙেছে। সিটি হসপিটালে আছেন। সিঁড়ির মাথায় স্পুকির লোকেরা একটা তার আটকে রেখেছিল। তাতে পা আটকে তিনি পড়ে যান।

আমি ভাবলাম, তারটা আমার জন্যেই রাখা হয়েছিল। আমার বদলে জেনী তাঁর দয়া-মায়া নিয়ে হোঁচট খেয়ে পা ভাঙলেন।

হাসপাতালে ফোন করে জানলাম, এখন তাঁকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, কালকের আগে দেখা করা যাবেনা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এল। হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলাম জেনীর অফিসে। রাগে আমার রগের শিরা দপ্‌দপ্‌ করছে। চাবি দিয়ে ঘর খুলে গাঁইতির হাতলটা হাতে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। ভাবলাম আজ ঐ স্যাঙাতগুলো এলে নাক, মুখ ভেঙে ছাড়বো, কিন্তু কেউ এলো না।

বসে থেকে থেকে অধৈর্ব হয়ে হাতলটা সঙ্গে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে গেলাম টেনথ স্ট্রীটে। স্যামকাফের কিছু আগে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কাফের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম সাতটা মোটর সাইকেল দাঁড় করানো। আমি সাতটাকেই মাটির ওপর কাত করে শুইয়ে পেট্রল ট্যাঙ্ক খুলে একটা দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে দিলাম। প্রচণ্ড কানফাটালো শব্দ করে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। দুজন ছেলেমেয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে এই ঘটনা দেখে ভেড়ার মতো চীৎকার করে কাফেতে ঢুকে গেল।

কাফের ভেতর থেকে সাতটা ছেলে বেরিয়ে এসে তাদের সাধের বাইকগুলোকে পুড়ে যেতে দেখছে। এরাই স্পুকির সেই সাত স্যাঙাত। সাত শয়তান।

দু'হাতের মুঠোয় গাঁইতির হাতলটা শক্ত করে ধরে আমি তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আসুক ঐ বেজন্মাগুলো, একে একে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। কিন্তু ওরা কেউ এগিয়ে এসে আমায় আক্রমণের সাহস পেলনা। মিনিট পাঁচেক ঐভাবে অপেক্ষা করার পর আমি চলে এলাম।

পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠতেই ফোন বেজে উঠল।

হোটেলের রিসেপশান ক্লার্ক জানালেন একজন পুলিশ অফিসাব আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমি উত্তরে এক্ষুনি যাচ্ছি বলে জানালাম। এক তলায় ড্রইংরুমে নেমে এসে দেখি বেতের চেয়ারে বসে চুরুট খাচ্ছেন সার্জেন্ট ও'হ্যালোরান।

আমাকে দেখে সার্জেন্ট গুডমর্ণিং জানিয়ে বললেন, ভাল কথা গতকাল রাতে টেনথ স্ট্রীটে সাতটা দামী মোটর বাইক একসঙ্গে পুড়ে গেছে।

—তাই নাকি, আমি কাগজ এখনো দেখিনি। আমি বললাম। —সাতটা মোটরসাইকেল পুড়ে গেছে। —কেউ নালিশ করেনি?

—এখনো করেনি তবে করতে পারে।

—তাহলে আপনাকে তদন্ত করতে হবে। আমি বললাম।

হঠাৎ দুচোখ পাকিয়ে সার্জেন্ট বলে উঠলেন, আসলে আপনাকে নিয়েই আমি চিন্তিত মিঃ কার। শুনুন অফ দ্য রেকর্ড একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি : এইরকম চালাকি আর একবার করতে গেলেই মুশকিলে পড়বেন কিন্তু। আপনি একবার ভেবে দেখলেন না, অতগুলো মোটরবাইক থেকে অনায়াসে আগুন গোটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে পারত।

আমিও অত সহজে পোষ মানার পাত্র নই। নির্বিকার ভাবে বললাম, ঠিক আছে সার্জেন্ট, আপনি সাক্ষীসাবুদ আগে জোগাড় করুন, তারপর আমি আপনার অভিযোগ মেনে নেব। কিন্তু আমার একটা কথাই মনে হচ্ছে এ শহরের পুলিশগুলো এই বেজন্মাগুলোর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না, তাই যদি কেউ তাদের শায়েস্তা করে, তাতে আপনাদের চেঁচামেচির কি আছে বুঝি না। সার্জেন্ট আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আমার বারবার একটা কথা মনে হচ্ছে আপনি স্পুকি বা তার দলের ঐ বেজন্মাগুলোর চাইতেও বেশি বিপজ্জনক। যদি আমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকে, তবে আপনি নিজে ঝামেলা ডেকে আনছেন।

—তাহলে সার্জেন্ট আমিও অফ দ্য রেকর্ড বলছি আপনি নিজের ঝামেলা সামলান। বলে তাঁকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গটগট করে চলে এলাম ব্রেকফার্স্ট রুমে। কাগজ খুলে দেখলাম মোটরবাইক পুড়ে যাবার ছবি ছাপা হয়েছে।

তারপর একগুচ্ছ ফুল কিনে জেনীর কাছে হসপিটালে গেলাম। হাতে পায়ে প্লাস্টার করা। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন?

ধরা গলায় জেনী উত্তর দিলো, আপনি আমায় দেখতে আসবেন বলে আশা করিনি, বিশেষতঃ

সেদিন যে ভাষায় আমি আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। আসলে ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। আমার ঐ ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত। এখন মোটামুটি আছি। ডাক্তার বলেছে, তিন চার সপ্তাহের আগে হাঁটা-চলা করতে পারব না।

—তারটা আমার কথা ভেবেই লাগানো হয়েছিল, আমার বদলে আপনিই হোঁচট খেয়ে পড়লেন, সেজন্যে খুব খারাপ লাগছে।

জেনী আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, ল্যারী আমার একটা কাজ করে দেবেন? যদিও আপনাকে বলাব মুখ আমার নেই।

আমি কেন জানিনা জেনীকে কাজটা করতে পারব না বলতে পারলাম না। পরিবর্তে বললাম, নিশ্চয়ই করে দেব। কি কাজ বলুন?

—আগামীকাল বেলা এগারোটা নাগাদ একটি মেয়ে জেল থেকে খালাস পাচ্ছে আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম ছাড়া পাবার দিন আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দোব। গত চারবছর যাবৎ ও কয়েদী জীবন কাটাচ্ছে। ব্যাপারটা আশা কবি আপনি বুঝবেন ল্যারী যে, যারা কয়েদীর জীবন কাটায় তাদের কাছে কথা দেওয়া, প্রতিজ্ঞা করা এ ব্যাপারগুলো আশার কথা। তাই কাল যদি ও দেখে কেউ আসেনি খুবই আশাহত হবে। তাই আমি চাই আপনি আমার হয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে আমার দুর্ঘটনার কথা জানাবেন এবং আপনি নিজে একটু ভাল কথা বলে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

—ঠিক আছে, কিন্তু ওকে চিনব কিভাবে?

—ওর চুলেব রং বাদামী, আগামীকাল সকাল এগারোটায ও ছাড়া আর কেউ ছাড়া পাবে না। নাম রিয়া মর্গ্যান।

পরদিন বেলা এগারোটা চার মিনিটের সময় মেয়েদের সংশোধনাগারের উঁচু গ্রিল দেওয়া গেটের অর্ধেকটা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো রিয়া মর্গ্যান। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

তার মাথায় ঘন, ঠাসা, লম্বা বাদামী চুল। গায়ে পুরোনো ও বহুব্যবহৃত কোট, গাঢ় নীল রঙের স্ল্যাকস, পায়ের ধূলিধূসর জুতো জোড়া। আমি বহু রূপসী মেয়ে দেখেছি কিন্তু রিয়া এদের সবার চেয়ে আলাদা। তার হাত, পা, মুখ, শরীরের গড়ন আমায নিমেষের মধ্যে কেমন মোহগ্রস্ত করে ফেলল। সেই দীর্ঘল, গাঢ় সবুজ চোখে কুটিলতা আর সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে মিশেছে এক উজ্জ্বল যৌন আকর্ষণ মনে হল ওর অভিজ্ঞতার বয়স আমার চেয়ে বেশি।

—আমার নাম ল্যারী কার। মিস জেনীর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, আপাতত হাসপাতালে আছেন, উনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

রিয়া আমার দিকে তাকিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। মনে হল ওর সবুজ চোখদুটো যেন আমার জামাকাপড ভেদ করে ভেতরের নগ্ন শরীরটা খুঁটিয়ে দেখে নিল।

—তাই বুঝি? চলুন এখন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন। আপনাকে তো সেজন্যে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমায় একটা সিগারেট দিন! প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দিলাম।

—আপনাব আগুনটা দিন বলে নির্বিকারভাবে আমার লাইটারটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল, বললাম জেনীর কোথায় চোট লেগেছে জানার ইচ্ছে হচ্ছে না? বলে আমি লাইটারটা দিয়ে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলাম। আমি তার উত্তরের অপেক্ষায় আছি সেটা ও লক্ষ্য করেছে। নিস্পৃহভাবে অন্যদিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, বেশী চোট লেগেছে? তার কথার ভঙ্গীতে আমি টের পেলাম জেনী এর কাছে করুণার পাত্রী ছাড়া কিছুই নয়। রাগ ভেতরে চেপে বললাম, গোড়ালী, কব্জি আর কলার বোন তিনটে একসঙ্গে ভেঙেছে।

জেনীর দুর্ঘটনার কথা শুনে ওর মধ্যে কোনরকম ভাবান্তর হল না। বলল, আমি বাড়ি যেতে চাই, আমায় বাড়ি নিয়ে চলুন। বলে আমাকে পাশ কাটিয়ে গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসল।

আমি আর রাগ চাপতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, নাম, নেমে আয় হারামজাদী কুত্তী কোথাকার! হেঁটে বাড়ি যা! আমায় জেনী পাসনি। ঘাড় ধরে টেনে নামাব।

সিগারেটে টান মেরে নাক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে রিয়া বলল, শুধু শুধু মেজাজ গরম করে লাভ কি? মাঝখান থেকে মাথা পেট দুটোই গরম হচ্ছে। তার চেয়ে আমায় বাড়ি

নিয়ে চলুন, আমি ভাড়া দিয়ে দেব।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। তারপরই কি যেন হল সেই অদ্ভুত যৌন উত্তেজনা আমি আবার অনুভব করতে লাগলাম। সেই উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে আমার একটিই করণীয় ছিল, তা হল রিয়াকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তায় একা ফেলে চলে যাওয়া। কিন্তু আমি তা পারলাম না। ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠে চালকের আসনে গিয়ে বসলাম। তিন নম্বর হাইওয়ে দিয়ে এগিয়ে গাড়িটা একটু স্লো করতেই রিয়া বলল, ঐ সবজান্তা শুঁটকি গবেট মাগীটার সঙ্গে গিয়ে ভিড়লেন কি করে?

—চুপ একটাও কথা বলবে না। তোমার কথা শুনে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

রিয়া খিলখিল করে হেসে বলল, সত্যি! আপনি একদম হুবহু সেই লোক—যেমনটি আমি চাই! বলে বাঁ হাতের পাতাটা আমার কোলের ওপর রাখল। তারপর আঙুলগুলো দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। বুঝলাম আসলে সে আমার কামনাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে। আমি এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিলাম।

—আমার সঙ্গে যেতে হলে চুপচাপ বসো। আমি খেঁকিয়ে উঠলাম।

—ঠিক আছে বাবা, আমি আর একটা কথাও বলছি না, দিন আর একটা সিগারেট দিন।

আমি সিগারেটের প্যাকেটটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। সে একটার পর একটা খেতে থাকল। আমি গাড়ি চালাতে লাগলাম। রিয়া আমার ধমক খাবার পর আর কোন কথা বলল না। অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে আমরা একটা সুন্দর বাঁধানো সড়ক পেরিয়ে মাটির রাস্তায় এসে পড়লাম।

জিজ্ঞেস করলাম, আর কতদূর?

—রাস্তার শেষে বাঁদিকে মোড় নিন। রিয়া বলল। আরো মাইলখানেক যাবার পর কাঁচা রাস্তা শুরু হল। একটু দূরে একটা জীর্ণ আকারেব পুরোনো বাংলো। অসংখ্য আগাছা জংলী লতা ছেড়ে ফেলেছে বাড়িটাকে। বেড়াটা ভেঙে পড়েছে। চারিদিকে ইতস্ততঃভাবে পুরোনো তেলের ড্রাম উল্টে পড়ে আছে। রীতিমত নোংরা, গা ঘিনঘিনে পরিবেশ। এটাই রিয়ার বাড়ি ওকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম। আমার ঐ নোংরা পরিবেশের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিলনা।

রিয়া বলে উঠল, কি হল চলুন।

—সত্যিই এটা তোমার বাড়ি? আমি বললাম।

—আমার বোকাসোকা বাপ এখানেই থাকত, মরার আগে আমাদের জন্যে এটুকুই রেখে গেছে। আপনি রাজী না থাকলে আমি নেমে যাচ্ছি। ধন্যবাদ পরোপকারী মশাই, চলি, বলে রিয়া নোংরা ঢালা পথ দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আমি গাড়িটাকে স্টার্ট দিয়ে রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দাঁড় করালাম। হেঁটে রিয়ার বাংলোর দরজার সামনে দাঁড়ালাম। দরজা খোলাই ছিল। ঢুকে গেলাম। কানে এল, যাক্, তুই এতদিনে এলি? মনে পড়ল রিয়া বলেছিল, ওর সঙ্গে ওর এক ভাই থাকে।

পা চালিয়ে ঘরে ঢুকতেই রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হল। একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল, কি হল আপনি হঠাৎ ফিরে এলেন?

আমি উত্তর দেবার আগেই একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকল। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, রিয়ার চেয়ে বয়সে একটু ছোট হবে, চব্বিশ বছর হবে। পরনে নোংরা শার্ট আর জিন্সের ট্রাউজার।

—এ আবার কে? ইঙ্গিতে আমায় দেখিয়ে প্রশ্ন করল। আমি বললাম, আমার নাম ল্যারী কার। আমি একজন সমাজকল্যাণকর্মী।

শুনে তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠে বলল, তোর যা কারবার। একে দেখে পচা পনীরের পোকার কথা মনে হচ্ছে। হুঃ, আবার সমাজকল্যাণকর্মী সাজা হয়েছে।

—অ্যাই চুপ! রিয়া বলল, উনি খুব পরোপকারী, হ্যাঁরে বাড়িতে কিছু খাবার দাবার আছে?

আমি ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম ভাই-বোন দুজনেই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। আমার পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এসব সত্ত্বেও এই জঘন্য নোংরা পরিবেশ আমাকে আকৃষ্ট করল।

আমি বললাম, যাও, ভাল করে গা ধুয়ে নাও না কেন? আমি আজ তোমাদের দুজনকেই

খাওয়াব।

—আপনি বলছেন আমার স্নান করা দরকার? রিয়ার ভাই এমন হাবভাব করে কথাগুলো আমাকে বলল, আমার তার ওপর প্রচণ্ড ঘেন্না হল। রাগ চেপে বললাম, হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হচ্ছে...কারণ তোমার গা দিয়ে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

ভাইয়ের বেপরোয়া ভাব দেখে রিয়া হেসে বলে উঠল, অ্যাই ফেল্, হুঁশিয়ার, ইনি আমার লোক, আমার সঙ্গে এসেছেন। খবরদার, একে কিছু বলবি না।

ভাইটা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমার মনে হচ্ছিল তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে হাতের সুখ করা ভীষণ জরুরী। ছেলেটা আমার মনোভাব বুঝে বাড়ির বাইরে চলে গেল।

তখন রিয়াকে বললাম, বহুদিন বাদে বাড়িতে এলে। বল, আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে কিনা?

রিয়া কোন উত্তর না দিয়ে আমাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বলল, আমায় যখন কাছে পাবে, তখন দেখবে আমার দাম খাবারের চাইতে ঢের বেশি। রিয়ার গলায় ছিল প্রলোভন আর কৌতুক। যা আমার কাছে কামনা বাসনা পূরণের চ্যালেঞ্জ।

আমি আপততঃ বেনভিক্স হোটেলে আছি... যখন ইচ্ছে হবে...বলে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বাংলো ছেড়ে আমি বেরিয়ে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, আজ হোক বা কাল আমরা পরস্পর মিলিত হব, সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের আশায় অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখলাম না।

গাড়ি চালিয়ে সোজা লুসভিলে চলে এলাম। বাজার থেকে কিছু আঙুর কিনে জেনীর কাছে গেলাম। আজ তাকে হাসিখুশী আর উদগ্রীব দেখাচ্ছিল।

—সকালে কোন অসুবিধা হয়নি তো? হেসে প্রশ্ন করল জেনী।

আমি রিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কিছু বললাম। তার ভাইটা যে বজ্জাত এবং রিয়াও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি সেকথাও জানালাম।

—মেয়েটিকে দেখে আপনার কেমন মনে হল?

—ভাল না, বড় কড়া আর শক্ত। ওকে আপনার অ্যাকসিডেন্টের কথা বললাম।

—নিশ্চয়ই পাত্তা দিলো না। তাই না?

—হ্যাঁ, সেরকমই তো দেখলাম। আমি বললাম।

—আপনি ঠিক বুঝছেন না, মানুষকে দয়া, মায়া দিয়ে কাছে টানা যায়।

খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ থেকে তারপর জেনী বলল, এখন আপনি কি করবেন? এবার চলে যাবেন নাকি আরো কিছুদিন থেকে যাবেন?

—আপনিই বলুন সেটা। আপনাকে আমি ছাড়া ক'জন এই হাসপাতালে দেখতে এসেছেন বলুন তো? কথাটা আমার বলার ইচ্ছে না থাকলেও সামলাতে পারলাম না।

—আপনি ছাড়া আর কেউই নয়।

—সেকি? সেইসব বুড়োবুড়ির দল, যাদের আপনি সাহায্য করেন, তারা আপনাকে দেখতে আসেনি?

—আসলে হাসপাতালে আসতে গেলে কিছু না কিছু খাবার দাবার কিংবা ফুল নিয়ে আসতে হয়। ওদের সেটুকু কেনারও সামর্থ্য নেই।

—আপনার এই ব্যাখার জন্যে ধন্যবাদ।

—আপনার নিজের সমস্যার সমাধান হল ল্যারী? জেনী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

—সমস্যা? হঠাৎ মনে পড়ল হ্যাঁ, একটা সমস্যার জন্যেই তো আমার এই লুসভিলে আসা। হেসে বললাম, আমার মনে হয় সমস্যা মিটে গেছে।

—আমিও তাই ভেবেছিলাম, জেনী বলল, তাহলে আপনি বরং ফিরে যান। এ শহরটা আপনার থাকার উপযুক্ত নয়।

আমার রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল, বললাম, না না, আমি আরো কিছুদিন থাকব। ভিজিটিং আওয়ার প্রায় শেষ হয়ে আসাতে আমি জেনীর কাছে বিদায় চাইলাম। বললাম, কাল আপনার জন্যে কি আনব জেনী?

—একা একা সময় কাটতে চায় না পড়ার মতো ভাল কয়েকটা বই এনে দিলে খুশী হব।

পরদিন এলিয়া কাজানের লেখা 'দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট' এক কপি কিনে পাঠিয়ে দিলাম। বইটা যেন ওকে নিয়েই লেখা হয়েছে।

জেনীর সঙ্গে দেখা করার পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হোটেলে গেলাম। আধঘণ্টা ঘরে পায়চারী করলাম। কিছুতেই রিয়া মর্গানকে ভুলতে পারছি না। ওকে ছাড়া আমার চলবে না। বেশ টের পাচ্ছি কামনার উত্তেজনায় আমার শিরা উপশিরায় রক্তস্রোত টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। ঘোরটা কাটতেই দেখলাম দরদর করে ঘেমে নেয়ে উঠেছি।

আমার মনে হয়, রিয়ার সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানা দরকার। জেনীর অপিসে নিশ্চয়ই ওর একটা রেকর্ড আছে এবং সেটা আমার পড়া দরকার।

গাড়ি চালিয়ে জেনীর অফিসে গেলাম। চেম্বারের সামনে গিয়ে পৌঁছতে শুনলাম ভেতর থেকে স্পষ্ট টাইপরাইটারের আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি জেনীর চেয়ারে এক রোগা বয়স্ক চেহারার মহিলা বসে কাজ করছেন। মুখটা যেন কুঁদো থেকে ভোঁতা কুড়ুলের ঘায়ে কেটে বার করা হয়েছে। আর আমি যে চেয়ারে বসতাম সেখানে বছর কুড়ির তন্বী একটা মেয়ে টাইপ করছে। পায়ের শব্দে দুজনে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন এইমাত্র চাঁদের দেশ থেকে পৃথিবীতে পৌঁছেছি।

আমি হেসে বললাম ঐ বয়স্ক মহিলাকে, আমি ল্যারী কার, আমি এখানে জেনী বাস্কটারের সঙ্গে কাজ করতাম।

—ও তাই বলুন মিঃ কার, আপনি কি চান? দেঁতো হাসি হেসে আমি বললাম, এই ভাবলাম একবার দেখে যাই, যদি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি..।

—সাহায্য করবেন, আমায়? একাজে শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে? মিঃ কার?

—না কিন্তু আমি...কথা শেষ না করে থেমে গেলাম। আমি জানি জেনী এঁকে আমার সম্পর্কে আগের থেকে সব বলেছেন।

—ধন্যবাদ, মিঃ কার, আমরা দুজনেই কাজ চালিয়ে নিতে পারব।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে চেম্বারের বাইরে এলাম।

তাহলে এই ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে, সোজাপথে কাজ হবেনা। ফাইলটা তাহলে গোপনে বার করে নিতে হবে। ঝামেলাও বিশেষ হবেনা, কারণ জেনীর অফিসের ডুপ্লিকেট চাবি তখনো আমার পকেটে।

রাস্তার উল্টোদিকে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক বোতল বীয়ারের অর্ডার দিলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন কুড়োলমুখী আর ঐ টাইপিস্ট বেরোয়। এক বোতল বীয়ার খেয়ে আর একটা বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে সবে চুমুক দিতে যাবো, দেখলাম কুড়োলমুখী টাইপিস্ট মেয়েটার হাতটা এমন শক্ত মুঠোয় ধরেছেন যেন এখুনি কেউ রাস্তা ফুঁড়ে উঠে এসে তাঁর চোখের সামনে ধর্ষণ করবে।

আমি কাঁটায় কাঁটায় সোয়া ছটায় জেনীর অফিসে গিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতর থেকে আবার বন্ধ করে ক্যাবিনেটের দিকে গিয়ে ফাইলটা খুঁজে বার করে হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে পাতায় চোখ বোলাতে লাগলাম। এটা জেনীর হাতে লেখা। কেন জানি না, এটা গোপনীয়তা রক্ষার্থে টাইপ করাননি।

সাল তারিখ অনুযায়ী রিয়া মর্গানের বয়স তখন ঠিক আঠাশ। আট বছর বয়স অবধি শিশুতে পরিণত। তাকে একটা সরকারী হোমে পাঠানো হয়। দশ বছরে একটা বড় স্টেশনারী দোকানে লিপস্টিক আর পারফিউম চুরির অপরাধে ধরা পড়ে তাকে আবার সেই হোমে পাঠানো হয়। তেরো বছরে হোচ্ছে এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে যৌনক্রিয়ার সময় ধরা পড়ে। রিয়াকে অন্য একটি হোমে পাঠানো হয়। বছরখানেক সেখানে থাকবার পর রিয়া কোথায় যেন পালিয়ে যায়। এবার নিউইয়র্কে যাবার পথে ট্রাক ড্রাইভারদের দেহদান করে অর্থের বিনিময়ে। ধরা পড়ার পর মানসিক চিকিৎসায় কোন কাজ হয়না। রিয়া পুনরায় পালায়। তারপর জ্যাকসনভিলে তিন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ব্যাঙ্ক লুঠ করতে ধরা পড়ে। বয়স কম দেখে মাত্র একবছরের কারাদণ্ড হয়। তখন তার

বয়স সতেরো। মেয়াদ খাটার পর আবার উধাও হয়। বছর তিনেক বাদে আবার তার পুনরাবির্ভাব ঘটে। দুই পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে একটা জুয়েলারী দোকান লুঠ করছিল। রিয়া গাড়িতে বসেছিল। খেলনা পিস্তল হাতে দুটি লোক মিয়ামিতে এক জুয়েলারীর দোকানে ঢুকে পড়েছিল এমন সময় প্রহরী .৪৫ অটো পিস্তল হাতে তাদের তাড়া করে ধরে ফেলে। তারপর তার কপালে জোটে সশ্রম কারাদণ্ড। বেরিয়ে তিন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এক গ্যাস স্টেশন ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। বিচারক ক্ষিপ্ত হয়ে বই ছুঁড়ে মারেন। আরো চার বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করে সেখান থেকে মাত্র গতকাল সে মুক্তি পেয়েছে।

রিয়ার অতীত তো জানা হল, কিন্তু তার ভাই ফেলের অতীত জীবন সম্পর্কে ফাইল তন্নতন্ন করে ঘেঁটেও কিছু পেলাম না।

রিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে নিজের একঘেয়ে জীবনের কথা মনে পড়ল। আমার যখন মাত্র পনের বছর বয়স, সেইসময় আমার মা মারা যান। বাবা হীরের খনিতে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, তারপর ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেন। প্রচুর লোকসান হবার পর তিনি মারা যান। জঘন্য জীবন যাপনেও রিয়া যে পরাজিত একথা কেউ বলবে না। কারাগারের মেয়াদ শেষে ছাড়া পেয়ে সে আবার অপরাধের নিয়তির হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। উদ্দেশ্য খারাপ হলেও সে দৃঢ়ভাবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে সেইদিকে ছুটে গেছে।

সত্যিই কি খারাপ?

ছেলেবেলায় আমায় শেখানো হয়েছিল চুরি করা খারাপ, কিন্তু এই আধুনিক জগতে তা সত্যিই কি খারাপ? এখানে তো শুধুমাত্র যোগ্যতমরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। জেনীর চারপাশে যারা ভিড় জমায়, তাদের চাইতে এ জীবন ঢের ভালো নয় কি?

আমার মনের অর্ধেকটা বলতে লাগল আমার সিদ্ধান্ত ভুল, বাকি অর্ধেক তার প্রতিবাদ করতে লাগল। আমি বুঝলাম রিয়ার শরীরটাই আমার কাছে মূল আকর্ষণ কিন্তু ওর সাহস আমার কাছে হিংসার। যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে তা অর্জন করার এক প্রচণ্ড বাসনা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।

রাত বাড়ছে। রিপোর্টটা ক্যাবিনেটের ভেতর যথাস্থানে রেখে দিলাম। বাইরে থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে নামতে নামতে রিয়ার কথা মনে এল।

জুডি? মনকে বোঝালাম জুডি নেই, রিয়া তো আছে।

আমার সেই মুহূর্তে যা করা উচিত ছিল, তা হল বেনভিক্স হোটেলের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে লুসভিল ছেড়ে, প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে যাওয়া। তারপর ডাঃ মেলিশের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া। কিন্তু তা না করে আমি হোটেলেই রয়ে গেলাম।

রিয়ার শরীর আমায় চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। সে আকর্ষণ উপেক্ষা না করে আমি গাড়িতে স্টার্ট দিলাম।

আবার সেই মেঠো রাস্তা। একধারে গাড়ি রেখে আমি ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ছড়ানো পুরনো তেলের টিনগুলোকে পাশ কাটিয়ে রিয়ার বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। সবকটা জানলা খোলা। আমি পা টিপে টিপে জানলার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারলাম। ঘরে ট্রানজিসটারে জাজ বাজছে। দেখলাম রিয়ার ভাই বাজনার তালে তালে নাচছে। তার এক হাতে চামচ আর এক হাতে খাবারের টিন, কি যেন বের করে মুখে পুরে দিচ্ছে। আর রিয়া ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। ঠোটে সিগারেট, মাথা তুলে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন মুখে কি যেন শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল।

হঠাৎ রিয়া ট্রানজিসটারটা থামিয়ে দিয়ে ভাইয়ের ওপর চেঁচিয়ে উঠল, এবার থাম তো! তুই কি চিরকাল হাবা গোবার মত থাকবি?

রিয়ার ভাই তেড়ে এল বোনের দিকে।

—কি ভেবেছিস তুই, ফেল্ গর্জে উঠল, খুলে দে ওটা।

কোন কথা না বলে রিয়া ট্রানজিস্টারটা তুলে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারল। কেসটা ভেঙে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সাধের ট্রানজিস্টারের এই পরিণতি দেখে ফেল্ এগিয়ে এসে রিয়াকে

ঠাস ঠাস করে গোটাকয়েক চড় কষাল। শেষ চড়টা সামলাতে না পেরে রিয়া মাটিতে পড়ে গেল। ফেল্‌ আবার মারতে উদ্যত হলো।

রিয়াকে মার খেতে দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে, খপ করে ফেলের কব্জিটা ধরে মারলাম সপাটে এক ঘুঁষি তার মুখে। টলে পড়তে যাচ্ছিল তখন কষালাম এক লাথি তার কুঁচকিতে। আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ মাটিতে চিৎপাত হলো।

রিয়া এতক্ষণ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ফেলের অচেতন দেহটার দিকে।

আমি বললাম, ওর জন্যে ভেবোনা, ও একটু পরেই উঠে বসবে। তোমার লাগেনি তো?

রিয়া আমার কথার উত্তর না দিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ফেল্‌কে চিৎ করে দিল। ফেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখে রিয়া আমার দিকে তাকাল।

—বেরোও, বেরিয়ে যাও বলছি। কে তোমায় এখানে আসতে বলেছে? এক্ষুণি বিদেয় হও। রিয়া রাগে চীৎকার করে উঠল। রিয়ার মুখ দেখে আমার ওখান থেকে চলে আসা শ্রেয় মনে হতে পিছন ফিরলাম। আসার আগে বললাম, তৈরী হয়ে বেনভিক্স হোটেলে চলে এসো, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। বলে আমি ঐ জঘন্য বাংলো থেকে বেরিয়ে এলাম।

লুসভিলে হোটেলে ফিরে এলাম। ঘরে পা দিতে না দিতেই ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুললাম।

হ্যালো, ল্যারী নাকি? গলা শুনে চমকে উঠলাম। মুহূর্তে অতীতে ফিরে গেলাম। এ তো আমার মনিব সিডনীর গলা।

—হাই সিডনী, আমি ল্যারী বলছি।

—কেমন আছো? কবে ফিরছো? তোমায় আমার খুব দরকার! সিডনীর গলায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

আমি সিডনীর কথায় মন দিতে পারছিলাম না। রিয়ার মুখটা বারেবারে ভেসে উঠছে।

—হ্যাঁ। ফিরবো, তবে মাসখানেক আরো লাগবে। আমি বললাম।

—মাসখানেক? কিন্তু তোমাকে আমার এক্ষুণি দরকার! খদ্দেররা সবাই তোমাকে চাইছে, তোমার কথা জানতে চাইছে। তুমি এখন কেমন আছো? সামনের সপ্তাহে ফিরতে পারবে? সিডনী বলল।

—কেন টেরি কাজকর্ম ঠিক ঠিক করছে না?

—টেরি? ওর নাম করোনা। ওটা একটা যাচ্ছেতাই। তুমি ফিরে এলেই ওটাকে বিদেয় করব।

—শুনুন আমি একমাসের আগে ফিরতে পারছি না।

—এক মাস? কঁকিয়ে উঠল সিডনী।

—ঠিক তাই। বলেই রিসিভার নামিয়ে বাথরুমে যাচ্ছি হাতের জ্বলুনিতে জল লাগাতে। ফেল্‌কে মেরে আমার আঙুলের গাঁটগুলো টনটন করছে। আবার ফোন বেজে উঠল। নির্ঘাত সিডনী। বাজুক গে! পাঁচমিনিট একটানা বেজে থেমে গেল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে জামাকাপড় জুতো খুলে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন আমার উচ্চতা অনেক বেড়ে গেছে।

শিগগিরই রিয়া আসবে আমার কাছে। ও আমার কাছে এসে ওর দেহদান করুক তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।

কিন্তু তার আগে আমাকে রিয়ার সমকক্ষ হতে হবে। মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুরি করে আর্থিক কারণে। আমার ক্ষেত্রে আর্থিক কারণের প্রশ্নই নেই। তবে রিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, আমি তার স্বাদ পেতে চাই, সেই উত্তেজনার ভাগীদার হতে চাই। তাহলে আমি চুরি করব, তবে চুরি করা জিনিষ আমার কাজে লাগবে না, কারণ মানুষ চুরি করে প্রয়োজন বশে। আমি চুরি করব মনতুষ্টির জন্যে। ফলাফল নিয়ে আমি এখন ভাবতে রাজি নই।

অনেক ভেবে ঠিক করলাম, প্রথমে আমি একটা গাড়ি চুরি করব। চুরির পর গাড়িটা চালিয়ে শহরের মধ্যেই কোথাও রেখে আসব। আমাকে চুরির স্বাদ পেতেই হবে। ধরা পড়ার সম্ভাবনা

বেশি না থাকলেও এতে উত্তেজনা আছে আর আমি সেটাই চাই।

ঘড়ি দেখলাম। রাত বারোটা বেজে আট মিনিট। আর দেরী করে লাভ নেই। এই উপযুক্ত সময়।

কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়ে দেখি অনেক গাড়ি পার্ক করা। গাড়ি চুরি যতটা সহজ ভেবেছিলাম কার্যতঃ দেখলাম তত সহজ নয়। এক ব্যাটা কনস্টেবল এসে হাজির হল, আমার উঁকি-ঝুঁকি মারার সময়। এইভাবে আরো কয়েকটা জায়গা ঢুঁ মারলাম, কিন্তু সব জায়গাতেই কেউ না কেউ হাজির হয়ে আমার হৃদপিন্ডের ধুকপুকানি আর উত্তেজনা বাড়িয়ে দিল। শেষে এক জায়গায় একটা গাড়ি দেখি লক করা নেই, 'ইগনিশন' কী যথাস্থানে রয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে কেউ নেই দেখে ভেতরে ঢুকে স্টার্ট দিলাম। গোঁ গোঁ করে ঝাকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়িটা ব্যাটারী খতম। তাই হতচ্ছাড়া মালিক গাড়ি লক না করেই চলে গেছে। দরজা খুলে হাঁটা মেরে উল্টোদিকে সোজা হোটেলের দিকে ফিরে চললাম।

ত্রিশটা বছর সৎভাবে কাটিয়ে আজ অসৎপথে পা ফেলতেই টের পেলাম আমার নার্ভ আর সাহস দুটোই প্রয়োজনের তুলনায় ঢের কম। রিয়া দেখলে ঠাট্টা করত।

সারারাত খোলা থাকে এমন একটা বারে ঢুকলাম। আমি ছাড়া আরো তিনটে লোক একজন মাতাল, একজন মাঝবয়সী বেশ্যা আর একজন সমকামী। ছেলেটার বয়স আঠারো হতে পারে। তার রোগা হাতের কব্জীতে আমার জহুরীর চোখ পড়ল। সেখানে ঝকমকে এক সোনার ঘড়ি। ছেলেটাকে ইঙ্গিত করলাম। তারপর দশডলারের বিনিময়ে সামনের একটা হোটেলে আমরা যাবো বলে ঠিক করলাম। ছেলেটা আমার গা ঘেঁসে হাসতে হাসতে চলতে লাগল। তারপর আমরা একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে হোটেলে যেতে লাগলাম। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল ময়লা ফেলার পাত্র দিয়ে। পেছনে তাকালাম। প্রায়ান্ধকার সেই গলির ভিতর ওর হাত মুচড়ে দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড় করালাম। ও চমকে উঠল। চোয়ালে এক ঘুঁষি ঝাড়লাম। সে পড়ে গেল। তারপর সোনার ঘড়িটা খুলে নিয়ে, একটা ময়লা ফেলার পাত্রে ঢাকনা খুলে ঘড়িটা ফেলে দিলাম। ওটার প্রত্যাশা আমার নেই।

এবাব আমি সফল একজন চোর। হোটেলে ফিরে সারারাত ঘুমতে পারলাম না। কে যেন কানের কাছে বলছে, কাল সকালেই তুমি প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে যাও। ধড়মড করে জেগে উঠলাম, তারপর বুঝতে পারলাম ওটা স্বপ্নের ঘোরে শুনেছি বালিশটা কাছে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপর সকালে উঠে স্নান সেরে, দাড়ি কামিয়ে, সেই সস্তা শার্ট আর জীন্সের ট্রাউজার চাপিয়ে হোটেলের রেস্টুরেন্টে ঢুকে দুটো কফির অর্ডার দিলাম। কফিতে চুমুক দিলাম, অত্যন্ত বাজে কফি। আমি সিগারেট ধরিয়ে গতরাতের কথা ভাবতে লাগলাম। গাড়ি চুরি করতে গেলাম ব্যাটারী ডাউন। ঘড়ি চুরি করলাম, ঐরকম একটা দুর্বল ছেলের কাছ থেকে সবাই ছিনিয়ে নিতে পারে। ওতে বাহাদুরী কিছু নেই। মনকে বোঝালাম, হে ল্যারী, এমন কিছু করো যাতে তোমার স্পুকির দেওয়া ফালতু নামটা ঘুচে যায়। তারপর ঐখানে বসে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে মাথায় একটা ভালো প্ল্যান এসে গেল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমার বুইকটা নিয়ে একটা জায়গায় এলাম। জায়গাটার নাম জেসনস হল্ট, চারপাশে কমলালেবুর চাষ হচ্ছে, ছিমছাম পরিবেশ। রাস্তার ধারে একটা সেলফ সার্ভিস স্টোর। আমি চলে এলাম টয় ডিপার্টমেন্টের কাউন্টারে। একটা মেয়ে খেলনা বিক্রি করছে। আমি তাকে খেলার রিভলবার দেখাতে বললে সে আমাকে অনেকগুলো দেখাল, আমি তার মধ্যে থেকে একেবারে আসলের মতো দেখতে ব্যারেটা বেছে নিলাম। তারপর গিয়ে ঢুকলাম জামাকাপড় বিভাগে। একটা জমকালো ঘন লাল জ্যাকেট কিনলাম, যার দুপাশে দুটো কালো প্যাচ পকেট আছে, ইচ্ছে করে জমকালো কিনলাম যাতে সবারই আমাকে মনে থাকে। একটা বীটল পরচুলা আর একটা রুপোলী স্নানগ্লাস যাতে আমি সবাইকে দেখতে পাবো, কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, এরকম স্নানগ্লাস কিনলাম।

হোটেলে ফিরে আসার আগে জেনীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে না করলেও ভাবলাম একবার

যাওয়া উচিত। দুখানা বই কিনে জেনীর কাছে গেলাম। জেনী বই দুখানা নিয়ে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলল বাড়ি ফিরে যান। আমি এখনো প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত নই জানাতে জেনী বলল, কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন? আমি বললাম, এমনি ঘুরে বেড়াবো।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা জেনী রিয়ার ভাই কি কাজকর্ম করে বলতে পারেন?

—কে ফেল, ও পুরোন বাতিল গাড়ির স্ক্র্যাপ কেনাবেচা করে। কিন্তু হঠাৎ ওর সম্পর্কে জানতে চাইছেন কেন?

—কারণ বিশেষ কিছু নয়। রিয়াকে বাড়ি পৌঁছতে গিয়ে ওদের বাংলোটা দেখলাম কি জঘন্য! আমি বললাম।

—তা বলতে পারেন। কিছু লোক আছে যারা থাকার জায়গা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওর ভাইটা কোন কর্মের নয়। আসলে রিয়াকে নিয়ে আমার যত চিন্তা, ওকে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ধারণা পেয়ে বসেছে। খেটে টাকা রোজগার করতে হয়, একথা কিছুতেই মানতে ও রাজি নয়। কথাটা আমার বলা উচিত নয়, বলতে যথেষ্ট ঘেন্না হচ্ছে যে রিয়া একটা হোপলেস কেস। ও আবার একটা ঝামেলায় জড়িয়ে মেয়াদ খাটবে।

একসঙ্গে কথাগুলো বলে জেনী বললেন, ল্যারী, আমার কথা শুনুন, আপনি এই শহর ছেড়ে চলে যান। এটা আমার অনুরোধ। তাঁর আকুতি শুনে আমি প্রথমে ইতস্ততঃ করার ভান করলাম, তারপর বললাম ঠিক আছে জেনী, আমি এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করছি, আমি কালই চলে যাবো।

জেনী আমার বলার কৃত্রিমতাটুকু ধরে ফেললেন। দুঃখ ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রত্যেককেই তার নিজের মত করে বাঁচতে হয়। খুব কম লোকই অন্যের উপদেশ কানে তোলে। কাজেই সেক্ষেত্রে আমি অসহায়। আমার একবার মনে হল তাকে সব কথা খুলে বলি, ঐ রিয়ার জন্যেই আমার মন ধীরে ধীরে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছে। পরক্ষণেই রিয়ার পাগল করা সবুজ চোখদুটো আমার স্মৃতিপটে ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি ইচ্ছেটা মন থেকে মুছে, শুষ্ক হেসে জেনীর হাতে হাতটা বুলিয়ে দ্রুত বিদায় নিলাম।

হোটেলে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরচুলাটা আঁটলাম, চোখে রূপোলী সানগ্লাস চাপিয়ে, ব্যারেটা রিভলবারটা হাতে নিয়ে নিজের প্রতিচ্ছবিকে হিংস্র গলায় বলে উঠলাম, হাত তোল, টাকাকড়ি সব বের করে দাও। প্যারাডাইস সিটিতে আমি যে হীরের দোকানে কাজ করি সেখানে কেউ এই চেহারায় আমার সামনে দাঁড়ালে, আমি বিনাবাক্যব্যয়ে তাকে সিন্দুক খুলে দিতাম। তারপর সব কিছু খুলে ব্যাগে ভরে আমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। রাত নটায় ঘুম ভাঙল। কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে গাড়িতে বসে স্টার্ট দিলাম।

শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে 'দিবারাত্র খোলা' একটা পেট্রোল স্টেশন চোখে পড়ল। একটা মোটাসোটা বয়স্ক লোক তেল ভরছে গাড়িতে। আরো কিছুদূর গাড়ি চালিয়ে একটা সিনেমা হলে ঢুকলাম সময় কাটানোর জন্যে।

বারোটায় শো ভাঙলে গাড়িতে উঠে ফিরে এলাম সেই পেট্রলস্টেশনে। একটু দূরে গাড়িটা থামিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে, রিভলবারটা হাতে নিয়ে আমি পেট্রল স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম। ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম সেই মোটা বয়স্ক লোকটা সিগারেট টানতে টানতে টিভি দেখছে। আমার বুকের ভেতরটা ধ্বক ধ্বক করতে লাগল। যাবো কি যাবো না!

আর কোন দ্বিধা না করে আমি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে রিভলবাব উঁচিয়ে গলাটা যথাসম্ভব রুক্ষ করে বললাম, হাত তোল বাঁচতে চাও তো, যা টাকাকড়ি আছে দিয়ে দাও।

লোকটা আমাকে দেখে আঁতকে উঠল। দুহাত তুলল। আমি তার দিকে আরও এগিয়ে গেলাম। লোকটা আমার রিভলবারটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে শান্ত গলায় বলল, আমাদের এখানে একটা নিয়ম আছে বাবা, এখানে টাকাকড়ি যা আছে সব ঐ স্টীলের সিন্দুকে জমা থাকে, রাতের বেলা হাজার চেষ্টা করেও ঐ সিন্দুক খোলা যায় না দিনের বেলা আমার মনিব এসে ওটা খুলে টাকাকড়ি সব বের করে নেয়। এমনভাবে বলল যেন সে কোন বাচ্চা ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে

ঠাণ্ডা করছে।

আমি বোকার মত, ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকটা বলল, আমার ছোট ছেলেকে বড়দিনে ঠিক এরকম একটা খেলনা রিভলবার কিনে দিয়েছিলাম। তারপর টিভির দিকে চেয়ে বলল, এবার কেটে পড়না বাবা, আমার বয়স হলে কি হবে, এখনো বব হোপের প্রোগ্রাম থাকলে আমি শোনার জন্যে পাগলা হয়ে যাই, বলে আমাকে পাত্তা না দিয়ে একমনে টিভি দেখতে লাগল।

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। আমি আবার হারলাম। এখন হোটেলে ফেরা ছাড়া গতি নেই।

ভারাক্রান্ত মনে হোটেলের ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম আমি কি কোন দিক থেকেই রিয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবো না।

ফালতু!

সত্যিই আমি একটা ফালতু। একটা কাজও সফল করার মত আমার সাহস নেই। দ্বিতীয়বার ঐ খেলনা রিভলবার নিয়ে ডাকাতি করাও আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও রিয়াকে আমি ভুলতে পারছি না। তাকে পাওয়ার জন্যেই তো আমার এই অপরাধমূলক কাজের প্রচেষ্টা। এখন আর আমি ভাবছি না তাচ্ছিল্য সহকারে রিয়ার মত মেয়েকে পাওয়ার জন্যে আমাকে কিছু দিতে হবে না। আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। রিয়া যদি তাকে পাওয়ার বিনিময়ে কোন শর্ত আরোপ করে তবুও। জেনীর রিপোর্টে পড়েছি রিয়া পুরোপুরি স্বভাব বেশ্যা। তাই যদি হয় তবে ওর জন্যে আমি দুশো ডলার খরচ করতেও রাজি আছি। টাকা দিয়ে আমি রিয়াকে কিনব। একবার শুধু আমার উগ্র কামনা পূর্ণ করবার জন্যে ওর নগ্ন শরীরটা ভোগ করব, সাধ মিটে গেলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে গাড়ি নিয়ে সোজা রিয়াদের বাড়ি গেলাম। দরজা ঠেলে ঢুকতেই রিয়ার মুখোমুখি হলাম। একটা সুতীর জামা হাঁটুর ঠিক ওপরে এসে শেষ হয়েছে। ওর ভাবলেশহীন মুখে চোখ দুটোতে ঝরে পড়ছিল একরাশ ঘৃণা।

রিয়া বলল, হ্যালো এখানে কি মনে করে?

আমি বললাম, তুমি খুব ভাল ভাবেই জানো আমি কেন এসেছি।

রিয়া আমার মুখ চোখ খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল, তারপর বলল, ভেতরে আসুন।

অন্য ঘরে ঢুকলাম। রিয়া একটা আর্মচেয়ারে এক পায়ের ওপর আরেক পা রাখল, আমি আড়চোখে লক্ষ্য করলাম তার নীল রংয়ের প্যান্টিস পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

—আপনি বলেছিলেন, আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন, তাই না? রিয়া সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল।

—কত নেবে? খবরদার সিগারেট ধরাবে না বলছি। আগে শুনি কত নেবে তারপর যা হোক বোঝাপড়া করা যাবে।

রিয়া আমার কথাকে পাত্তা না দিয়ে সিগারেট ধরালো। মুচকি হেসে বলল, কত দিতে পারবেন শুনি। আমি দুশো ডলারের নোট বার করে ওর কোলে ছুঁড়ে দিলাম।

—নাও এবার মন ভরবে তো?

রিয়া কোন কথা না বলে কড়কড়ে নোটগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। ওর চোখ মুখে ঠাণ্ডা ভাব দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

—আমি কি করব এই টাকা দিয়ে, এই দুশো ডলার? না, আপনার মাথাটাই দেখছি খারাপ হয়ে গেছে।

রিয়া কি দর বাড়াচ্ছে? পকেট থেকে আরো তিনশো ডলার বের করে তার কোলের ওপর ছুঁড়ে বললাম, নাও আরো তিনশো ডলার, এবার হবে তো?

কিন্তু রিয়ার হাবভাবে ব্যস্ততা বা আমার কামনা চরিতার্থ করার কোন লক্ষণই ফুটে উঠলো না। সে গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে নোটগুলো পরম অনীহার সঙ্গে সামনের টেবিলের ছাইদানীর নীচে চাপা দিয়ে রেখে দিলো। চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে

বলল, একটা সময় ছিল যখন মাত্র এক ডলারের বিনিময়ে পুরুষদের সঙ্গ দিয়েছি। তারপর কুড়ি ডলার, তারপরে একশো ডলারের বিনিময়ে লোকে আমার শরীর ভোগ করেছে। কয়েকবছর জেলের নিঃসঙ্গ জীবনে থেকে আমি চিন্তা করার অনেক সময় পেয়েছি। আমি জানি পুরুষরা কি চায়। আমার এখন চাই একশো নয়, পাঁচশো, নয়, পাঁচহাজার নয়, আমার চাই কুবেরের মতো অফুরন্ত টাকা। এদেশে অনেক পেটমোটা কোটিপতি আছে। শরীর বেচতে হলে তাকে বেচব। আপনাকে নয়। টাকাগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এগুলো নিয়ে যাও, ফালতু কাঁহিকা। যদ্দিন না কোটিপতি গোবর গণেশ একখানা পাচ্ছি ততদিন আমি দু-পা ফাঁক করব না।

আমার তখন করুণ অসহায় অবস্থা। ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তুই কি আমার দেওয়া পাঁচশো ডলার নিতে পারবে না? আমি মিনতি করলাম।

—একদম নয়।

—কেন নয় কেন? কেন আধঘণ্টার জন্যে পাঁচশো ডলার যথেষ্ট নয় কি? নাও সোনামণি টাকাটা তোল, আর আমরা দুজনে....। আমি শেষ চেষ্টা করলাম।

—মিঃ ল্যারী ডায়মণ্ডস কার, আমি যা বলার একবারেই বলে দিয়েছি।

চমকে উঠে গম্ভীরভাবে বললাম, কি বলতে চাও?

—বলছি এই যে, আপনি কে তা জানতে আমার বাকি নেই। ফেল্ আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত প্যারাডাইস সিটিতে গিয়ে জেনেছে। আপনি তো একজন নামজাদা লোক, তাই নয় কি?

আমার তখন চোখের সামনে একটা বিপদজ্জনক লাল আলো জ্বলে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পর সেটা নিভে গেল। বললাম, আমি কে তাতে কি এসে যায়? টাকাগুলো নিয়ে জামাটা খুলে ফেললেই তো হয় বাপু।

—টাকাগুলো তোমরা কেউ না নিলে আমিই নিয়ে নিই ; আমার পেছনে ফেল্ চোরের মত চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে। তার ঠোঁটে বদমায়েসি হাসি, দুচোখ সরু করে শয়তানের মত আমাকে দেখছে, যেন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটু খেলিয়ে নিতে চায়। আমার মাথা গরম হয়ে উঠল, রাগে রগ দুটো দপদপ করতে লাগল।

আমি রেগে গেছি টের পেয়ে ফেল বলল, চটছেন কেন দাদা? আসলে আমার বোন ঐ খানকিটা দর বাড়াচ্ছে ; তাই আপনাকে একটু খেলাচ্ছে। বলুন আপনার জন্যে ওকে ঠিক করে দেব?

ফেলের কথা শেষ না হতে রিয়া লাফ মেরে একটা থাবা দিয়ে টাকাগুলো তুলে নিয়ে শাসালো, খবরদার ফেল, আমার দিকে যদি এক পা এগোস তাহলে তোর চোখদুটো উপড়ে নেব বলে দিচ্ছি।

ফেল্ তাই শুনে হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, ঐ খানিকটা সত্যিই উপড়ে নিতে পারে। দরকার কি খামোকা মাথা গরম করে। তার চেয়ে আসুন, লেনদেন কারবার বোঝেন? এটা পুরো লেনদেনের ব্যাপার। আপনি যেসব হীরে নিয়ে কারবার করেন, তার কয়েকটা নিয়ে আসুন, আমি আমার বোনকে ম্যানেজ করে দিচ্ছি।

আমি হাঁ করে ফেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—কি ভাবছেন, ফেল্ বলে উঠল, ঐ শালী অত সহজে ভোলার পাত্রী নয়। মতলবটা কিন্তু ওরই মাথা থেকে বেরিয়েছে। আপনি আমার কথা শুনুন, হীরে পেলে ও যদি আপনার কোলে না বসে তো কি বলেছি। আপনি কে জানবার পরই ও মতলবটা এঁটেছে। এখন কি করবেন ভেবে দেখুন।

—আমার টাকাটা ফেরত দাও, রিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললাম।

রিয়ার ঠোঁটে-ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। নোটগুলো হাতের মধ্যে মুছড়ে ধরে বলল, ইস্ আর কি। অত খায় না। টাকা একবার দিলে আর ফেরৎ নিতে নেই। আমি মত পাল্টে ফেলেছি। টাকাটা আমার কাজে লাগবে, আর জোর করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে আমি আর ফেল্ পেঁদিয়ে লাশ বানাব আপনাকে। সত্যিই যদি আমাকে চান, আমার জন্যে মন খারাপ হয় তাহলে ফেলের কথামতো হীরেগুলো পেলে আমি নিজেকে বেচতে রাজি আছি। তবে একটাদুটো নয়, আমার

অনেক অনেক হীরে চাই। দিন রাত হয়েছে, চটপট এবার কেটে পড়ুন দেখি।

আমি দেখলাম ফেল্ একটা লোহার ছোট ডাণ্ডা দোলাচ্ছে। সে বলল, আজ আর চালাকি মারতে যাবেন না। এটা দেখছেন তো? ঐ নারকোল মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দেব। ভাল করে ভেবে দেখুন, যা বললাম। যান, বিদেয় হোন।

রিয়া এবং ফেলের ওপর ঘেন্নায় আমি পরাজিতের মত মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম। এগিয়ে গেলাম আমার বুইকটার দিকে।

হোটেলে কিভাবে ফিরে এলাম তা আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। মনটা ভীষণ খারাপ। রিয়াও শেষকালে আমাকে ফালতু বলে হেয় করল? রিয়ার ওপর জন্মানো ঘেন্নাটা আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল। আমি আত্মহত্যা করব বলে ঠিক করলাম।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মরব কিভাবে? গলায় ক্ষুর বসিয়ে? কিন্তু আমি তো ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার করি। তবে কি অ্যাসপিরিন খেয়ে? উঁহু, সে তো আর মাত্র দুখানা আছে তাহলে কি জানলা দিয়ে লাফ মেরে? না, এটাতে পুরোপুরি নির্ভর করা যায়না। হয়তো সরাসরি রাস্তায় না পড়ে কোন পথচারীর ওপর গিয়ে পড়ব। আত্মহত্যায় করতে গিয়ে খুনী হওয়া আমার কাম্য নয়। তাহলে কি আমার আত্মহত্যা করা হবেনা? হঠাৎ মনে পড়ল, আমার গাড়িটা জোরে চালিয়ে অনায়াসেই আমি কোন বড় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগাতে পারি। ওটাই এখন একমাত্র পথ।

সামনে চেস্ট অফ ড্রয়ারের ওপর চাবিটা পড়ে আছে। সেদিকে এগোতে যাব এমন সময় টেলিফোন—নটা সশব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুললাম।

—হ্যালো ল্যারী? উল্টোদিকে সিডনীর গলা ভেসে এলো। সেই গলায় এমনই একটা যাদু মেশানো ছিল যে তা কানে যাওয়ামাত্র আমি বিষণ্ণতা কাটিয়ে হয়ে গেলাম হীরে বিশেষজ্ঞ ল্যারী কার।

—হাই সিডনী!

—ল্যারী তোমাকে এখুনি আসতে হবে। সিডনীর গলা শুনে বুঝলাম ব্যাপার গুরুতর। আমার সাহায্য তাঁর একান্ত দরকার।

—ব্যাপার কি?

ল্যারী, ব্যাপারটা খুবই জরুরী আর গোপনীয়। ফোনে কিছু বলা সম্ভব নয়। মিসেস পি এমন কিছু বিক্রী করতে চান যে ব্যাপারটা তোমার এক্তিয়ারে, বুঝতেই পারছে, আমার একার পক্ষে এটা সামলানো অসম্ভব। তোমার মত চালাক আর অভিজ্ঞ লোক দরকার।

মিসেস পি!

আমার মন বছর পাঁচেক আগে পিছিয়ে গেল। যখন আমি আমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমার জীবনের সবচাইতে বড় হীরে বিক্রী করতে পেরেছিলাম। ফ্লোরিডার এক বিরাট ধনকুবেরের স্ত্রী মিসেস হেনরী জ্যাসন প্লেসিংটন তিনি আমার কাছে এসে হঠাৎ একটা নেকলেস কিনতে চাইলেন। আমি তাঁকে দশ লাখ ডলারের একটা হীরের নেকলেস বেচেছিলাম। প্রথমে পাঁচহাজার ডলার খরচ করে আমি ঐ নেকলেসের আদলে একটা কাঁচের নেকলেস বানিয়েছিলাম। সবশেষে ঐ নেকলেস আমি মিসেস প্লেসিংটনকে গছিয়েছিলাম, আঠারো লক্ষ ডলারের বিনিময়ে। সে বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। সেই নেকলেসের ছবিও কাগজে ছাপা হয়েছিল। মিসেস প্লেসিংটন ঐ নেকলেস পরে বড় হোটেলে বিভিন্ন পার্টিতে যেতে শুরু করলেন। আচমকা পড়ে গিয়েছিলেন এবং নেকলেসটি ছিনতাই হয়। ব্যাপারটা ঘটার পর মিসেস প্লেসিংটনের স্বামী ভয় পেয়ে আঠারো লাখ ডলারের নেকলেসটা যাতে খোয়া না যায়, তার জন্যে সেটা ব্যাঙ্কের ডিপোজিট ভল্টে রেখে দেন। এখন সিডনীর কথায় বুঝতে পারা যাচ্ছে মিসেস পি. ওটা বিক্রী করতে চাইছেন।

অবশ্য বিক্রীর কারণটা না জানলেও আমি খুব ভাল ভাবেই জানি ভদ্রমহিলা জুয়া খেলে তাঁর স্বামীর বিত্তর পয়সা ওড়াচ্ছেন এবং প্রচুর দেনা করে ফেলেছেন। তাঁর স্বামীও ছিলেন চরিত্রহীন, লম্পট। স্ত্রীর দেনার কথা জানতে পেরে তিনি তাঁর টাকা ওড়ানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, যার জন্যে মিসেস প্লেসিংটন দেনার টাকা মেটাতে ঐ দুর্লভ নেকলেস বেচতে চাইছেন।

—ল্যারী? তুমি শুনতে পাচ্ছো? সিডনীর গলায় উৎকণ্ঠা।

—শুনছি সিডনী। চোখের সামনে রিয়ার শরীরটা ভেসে উঠল।

—ভগবানের দোহাই ল্যারী, অন্ততঃ আমার কথা ভেবে তুমি ফিরে এস। তুমি ঐ বিশ্রী শহরে বসে থেকে কি করছো, বুঝতে পারছিনা। কি ল্যারী আসবে তো?

আমার মনের হতাশ ভাবটা কেটে গেল। হয়তো আরেকবার মুখ বদলানোর ফলে রিয়ার চিন্তা আমার মন থেকে পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে।

—সিডনী, আমার শরীর এখনো ভাল করে সারেনি। প্রায়ই মাথা ধরে, কাজকর্মে মন লাগে না। তবু যদি ফিরে যাই তবে কাজ হয়ে গেলে আমি আরো কিছুদিনের ছুটি চাই। দেবেন তো?

—নিশ্চয়ই ল্যারী, নিশ্চয়ই দেব! তোমার শুধু ছুটি কেন বিক্রীর ওপর তোমায় এক পার্সেন্ট কমিশনও দেব। সত্যি দরকার হলে আরো দু-মাসের ছুটি তুমি পাবে।

—বেশ উনি মানে মিসেস পিঃ কত দাম চাইছেন?

—আমি এখনো দর দিইনি। বলেছি তুমি ফিরে এলে কথা বলব। সিডনী বলল।

—ঠিক আছে আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। পরশুদিন দেখা হবে।

—না, না, পরশু হলে চলবে না। তুমি আজই এয়ার ট্যাক্সি ধরে চলে এসো। শোন ল্যারী, আজ রাতে তোমায় লা-পামা হোটেলে ডিনার খাওয়াবো। তুমি ন-টা নাগাদ এসো। কেমন?

প্লেনে দু-ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনা প্যারাডাইস সিটিতে ফিরতে। প্লেনে জানলার ধারে বসে আমার প্লেসিংটনের নেকলেসটার কথা মনে এল। যার দাম আঠারো লাখ ডলার। আমার মতো হীরে বিশেষজ্ঞ যার দেশ-বিদেশে খুবই খাতির, ঐ হীরের নেকলেস বেচতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। সিডনী ওটা আমাকেই বেচতে বলবেন কেনার পর। আর আমি নামী হীরের কারবারীদের কাছে গিয়ে যে দর হাঁকব তারা তা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

আমি এও ঠিক করেছি যে গোটা নেকলেসটা একজনকে বিক্রী করব না। হীরেগুলো খুলে ইচ্ছেমত দামে একেকজনকে গছাবো। তারপর নগদ টাকাটা রেখে দেব কোন সুইস ব্যাঙ্কে। নেকলেস বিক্রীটা আমার কাছে কোন সমস্যা নয়, সমস্যা কারো মনে সন্দেহ না জাগিয়ে চুরি করা।

আর এটা আমার কাছে এখন চ্যালেঞ্জ। নিজের হিম্মত প্রমাণ করার এটাই আমার শেষ সুযোগ।

লা-পামা রেস্টুরেন্টে একটা টেবিলে সিডনীকে মার্টিনি নিয়ে বসে থাকতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম।

আমাকে দেখে সিডনী যেন হাতে চাঁদ পেল।

—ল্যারী তোমায় দেখে যে আমার কি ভাল লাগছে, তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সত্যি কথা বলতে কি ল্যারী, ব্যাপারটা এতই জরুরী। তোমাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনতে হল।

ওয়েটারকে ডেকে ডবল পেগ ড্রাই মার্টিনির অর্ডার দিলো।

আমি বললাম, বলুন কি ব্যাপার মিসেস প্লেসিংটন নেকলেসটা বেচতে চান, এই তো? খানিক চুপ করে সিডনী বলল, ঠিকই ধরেছো। ভদ্রমহিলা গতকাল আমার কাছে এসে বললেন যে ওঁর এক্ষুণি কিছু টাকার প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর স্বামী যেন ব্যাপারটা বিন্দুবিসর্গও টের না পান।

—তার মানে ভদ্রমহিলা আবার জুয়া খেলতে শুরু করেছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তখনই তোমার কথা আমার মনে পড়ল। আমি মিসেস প্লেসিংটনকে বললাম যে কাজটা গোপনে করার মত ক্ষমতা একজনেরই আছে। তিনি আপাততঃ লুসভিলে। আরো বললাম যে, তুমি ফিরে এলে ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমায় দেখা করতে পাঠাব। কিন্তু ভদ্রমহিলা পাগলের মত বললেন যে, তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন না, তাঁর টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। তখন আমার সত্যি খুব খারাপ লাগল। একদিকে তুমি নেই অন্যদিকে ভদ্রমহিলা মানসিক দিক থেকে এতটা ভেঙে পড়েছেন দেখলাম যে, তোমাকে ফোন করতে বাধ্য হলাম। তুমি কাল সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করবে।

—সেজন্যই তো আমার এখানে আসা, আমি বললাম।

সিডনী এক ফাঁকে ডিনারের অর্ডার দিয়ে দিলেন।

আমি বললাম ভদ্রমহিলা কত চাইছেন তা আপনি জানেন?

—না, উনি কিছু বলেননি, আমিও বলিনি। আসলে ব্যাপারটা তোমার এক্তিয়ারে, তাই আমি কিছু বলিনি।

—সিডনী, ব্যাপারটা কিন্তু একটু জটিল। নেকলেসটা যেমন আছে তেমন বিক্রী করা মুশকিল। তাই ভেঙ্গে হীরেগুলো বের করে নিতে হবে। গোটা নেকলেসটা বিক্রী হলেই ফের জানাজানি হয়ে যাবে। মিঃ প্লেসিংটনের চোখে তখন সেটা পড়বে। আর রাগের চোটে উনি হয়ত মিসেস প্লেসিংটনকে খুন করে বসবেন। ঐ হীরেগুলো আমরা ইচ্ছে করলে বিশ লাখ ডলারেও বিক্রী করতে পারি। তবে আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।

আমার কথা শুনে সিডনী হাঁ করে চেয়ে বললেন, বিশ লাখ?

—এত অবাক হওয়ার কি আছে? আগে আমার প্ল্যানটা শুনুন। আমি মিসেস প্লেসিংটনকে বলব, নেকলেসটা যে দামে আমাদের কাছ থেকে কিনেছিলেন, আমরা তাঁকে ঐ আঠারো লাখ টাকাই দিতে রাজী। কিন্তু তাতে খবরটা পুরো জানাজানি হয়ে যাবে। তখন উনি দাম কমানোর কথা বলবেন। তাছাড়া আমি ওঁকে এমন বোঝাবো যে নেকলেসটা গোটা কিনলেও আমরা ব্যাপারটা গোপন করতে পারবনা। উপায় হল, এটা ভেঙ্গে হীরেগুলো খুলে নিতে হবে। আর এটা সবাই জানে এত দামী জিনিষ ভাঙলেই তার দাম কমে যাবে। আর হীরেগুলো আলাদা বিক্রী করলে আমরা যা দাম পাবো তাতে তাঁকে ন' লাখের বেশী দেওয়া যাবে না। ব্যস্। ওঁকে ন' লাখ দিয়ে নেকলেসটা আমরা অক্ষত অবস্থায় পাবো।

—কিন্তু—সিডনী কিছু বলতে যেতেই আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ইতিমধ্যে আপনি একটা হীরের কলারের নক্‌শা করিয়ে রাখবেন যার মধ্যে মিসেস প্লেসিংটনের সব হীরেগুলো থাকবে। আমি হংকং থেকে চীনা কারিগর চ্যাংকে দিয়ে কলারটা তৈরী করিয়ে আনবো। তারপর দক্ষিণ আমেরিকা বা ভারতে ওটা বিশলাখে বেচে দেব। ব্যস কাজ সমাধান। আপনার নীট এগারো লাখ ডলার লাভ।

—তা কি করে হয় ল্যারী? ভদ্রমহিলার বিপাকের সুযোগে ঐ ভাবে লাভ করাটা—না, না, এটা ঠিক হচ্ছে না। এইভাবে তাঁকে ঠকানো কখনোই সম্ভব নয়।

—সিডনী আপনি ব্যবসা করতে বসেছেন। আমরা যদি একান্তই অসমর্থ হই তাহলে আপনার পার্টনার টমকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

—সিডনী দু-হাত জড়িয়ে হতাশ ভঙ্গীতে দেখলেন, টমের কথা বাদ দাও। ও এখন আর মানুষ নেই।

—আর ঠিক সেই কারণেই অর্থাৎ এখনো মানুষ আছেন বলেই আপনি এখানে বসে আমার সঙ্গে ক্যাভিয়ার খাচ্ছেন। আমি বললাম। সিডনী চুপ করে রইল।

আমি আবার বললাম, এখন আমাদের এমন একটা হীরের কলারের নক্‌শা বানানো দরকার যা আগে আপনার অন্যান্য কলারের চাইতেও সেরা হবে। আসলে আমি জানি বিশ লাখ ডলারের মাধ্যমে নেকলেসটা বিক্রী করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ইচ্ছে করেই সিডনীর সামনে আমি ফাঁদটা পেতে রাখলাম।

—আরে এ আর এমন কি কাজ! ল্যারী, সত্যি, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছিনা। দেখলাম সিডনীর দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমি নিশ্চিত হয়ে বললাম, কিন্তু সিডনী কাজটা সারতে সময় নেবে। চ্যাং কম করে কলার বানাতে একমাস সময় নেবে। তারপর ধরুন কলারটা বেচতে আরো তিন থেকে পাঁচ মাস। এর মধ্যে মিসেস প্লেসিংটনকে আপনি কি বলবেন?

—সত্যিই তো। অপেক্ষা করা একেবারেই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় মিসেস প্লেসিংটন এক সপ্তাহও অপেক্ষা করবেন না।

—সিডনী এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে? কলারটা বিক্রী হবার আগে আপনি ওঁকে টাকাটা

ধার হিসেবে দিন।

—অ্যাঁ, কি বললে? ন' লাখ ডলার...ধার হিসেবে দিতে বলছ? সিডনী আঁতকে উঠলেন।

—হ্যাঁ, এতে ভয় পাবার কি আছে? ছয় পার্সেন্টি সুদে আপনি ওকে টাকাটা ধার দিন, তারপর বিশ লাখ ডলারে নেকলেসটা বিক্রী করুন! টমকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এটা একটা মোটা দাঁও হবে কিনা।

—কিন্তু অত টাকা আমি কোত্থেকে দেব? সিডনীর গলা অসহায় শোনাল।

—আঃ, আপনি দিতে যাবেন কেন? কোম্পানী দেবে। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললাম।

—টম কখনো কাউকে টাকা-পয়সা ধার দেবে না, এমনকি প্রেসিডেন্ট নিকসনকেও নয়। সিডনী বললেন।

—বেশ আপনি তাহলে মিসেস প্রেসিংটনকে টাকাটা ধার দিলেন। ব্যাঙ্ক আপনাকে একটা ওভারড্রাফট দেবে। এতে আপনাকে কিছুই হারাতে হবে না কারণ নেকলেসটা আপনি ঠিকই পেয়ে যাচ্ছেন। আর ওটা বেচে আমি যদি বিশ লাখ ডলার নাও পাই—অবশ্য না পাবার কোন কারণ নেই—তাহলেও আমার লাভ কারণ ঐ ন' লাখ ডলার ধার দিয়েই আপনি দ্বিগুণ মুনাফা করবেন। ভাল করে ভেবে দেখুন, এ সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার পাবেন কিনা, কেউ বলতে পারেনা।

—দেখ ল্যারী, টমের কানে এ ব্যাপারটা পৌঁছনোর দরকার কি বলো। আমি এটাই বলতে চাইছি যে ধর আমি যদি টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিই, যা আমার নিজস্ব টাকা, তাহলে নেকলেস বেচে তুমি যে টাকাটা পাবে, সেটা আমারই প্রাপ্য, কি বলো?

—সে তো একশোবার...তবে তার একপার্সেন্টি আমার কমিশন বাদ যাবে। বাকি টাকাটা আপনার।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার এক পার্সেন্টি দিয়েই বাকি টাকাটা আমি পাবো।

—আপনি আমাকে আঠারো হাজার ডলার দেবেন, তারপর মিসেস প্রেসিংটনের লাখ ডলার বাদ দেবেন, তারপর ওঁকে যে টাকাটা ধার দিচ্ছেন তার ওপর জুড়বেন আরও ছয় পার্সেন্টি, ব্যস্! তাহলেই দেখবেন আপনি প্রায় আট লাখ আশি হাজার ডলার পেয়ে যাচ্ছেন যা লাভ হিসেবে খুব খারাপ নয়।

সিডনী কি ভেবে বললেন, ল্যারী, আমার মাথায় এর চাইতেও ভাল একটা আইডিয়া এসেছে। ধর তুমি মাত্র সাড়ে সাত লাখ ডলার দিয়ে যদি ওঁর নেকলেসটা বাগাতে পারো, তাহলে কেমন হয়? আরে বাবা, টাকাটা তো উনি নিজের গ্যাঁট থেকে দেবেন না। আমি আমার শেয়ারের কাগজপত্র বিক্রি করে আবার টাকাটা কোম্পানীকে ফেরৎ দিয়ে দেব। তাহলে তখন নেকলেসটা আমার নিজেরই হয়ে যাবে। আর টম এ নিয়ে কি ভাবল তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা থাকবে না। তারপর তুমি যদি সত্যি বিশ লাখ ডলারে হীরেগুলো বেচতে পারো, তাহলে আমার প্রায় সোয়া দশ লাখের মত লাভ থাকবে। আইডিয়াটা মন্দ নয়, কি বল?

—হ্যাঁ, তবে এই ভদ্রমহিলার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এই লাভ করাটা কি ঠিক হবে?

সিডনী অস্বস্তি নিয়ে বললেন, কেন তুমিই তো আগে বললে এটা ব্যবসা। তুমি কি ঐ দামে জিনিষটা কিনতে পারবে?

—চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? খাওয়া শেষ। ন্যাপকিনে হাত মুখ মুছতে মুছতে বললাম।

—তাহলে, দেখো কাল তুমি কি করতে পারো। এবার শোন, আমি কি করব...তুমি সাড়ে সাত লাখ ডলার দিয়ে নেকলেসটা আমায় এনে দাও, আমি তোমায় দু-পার্সেন্টি কমিশন দেব। সিডনী কফির অর্ডার দিলো।

আমি বললাম, সেই সঙ্গে আমার হংকং যাবার প্লেনের ভাড়া এবং অন্যান্য রাহা খরচ দেবেন, মনে মনে ভাবলাম, হংকং যাবার কোন দরকারই নেই।

—সে তো ঠিকই ল্যারী।

—টেরী মিসেস প্রেসিংটনের ব্যাপারটা জানে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—ও হারামজাদার নাম আমার কাছে করোনা। না, ও কিছু জানে না। সিডনী বললেন।

—ভাল কথা। সিডনী, শুধু টেরি নয়, আপনার পার্টনার টমও যেন ব্যাপারটা জানতে না পারে। কারণ হাজার হলেও এই বেচাকেনার ব্যাপারটা কোম্পানীর কাগজপত্রে হওয়া উচিত। কাজেই টম জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হতে পারে।

সিডনী আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, নেকলেসটা যদি আমি নিজের টাকায় কিনি তাহলে টমের অসন্তুষ্ট হবার তো কোন কারণ নেই।

—সে তো একশোবার। কিন্তু ভেবে দেখুন, মিসেস প্লেসিংটন আমাদের কোম্পানীর পুরোন, নামী খদ্দের, কাজেই কোম্পানীকে গোটা ব্যাপারটা থেকে আলাদা রাখতে গেলে একটাই রাস্তা আপনার সামনে খোলা আছে। আপনি অফিসের বদলে বাড়িতে হীরের কলারের নক্শাটা বানান। নেকলেসটা যোগাড় করার পর বাড়ির সিন্দুকে রাখুন।

সিডনী আমার মতলব বুঝলেন না। আসলে আমি ওর মধ্যে একটা অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলতে চাই।

—ঠিক বলেছো। ব্যাপারটা খালি তোমার আমার মধ্যেই রাখতে হবে। কলারের ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো ল্যারী?

মনে মনে ভাবলাম, ও খুব ভালভাবেই জানে যে আমার সাহায্য ছাড়া ও কলার তৈরী করতে পারবেনা এবং এই জঘন্যরকম কমদামে মিসেস প্লেসিংটনের নেকলেস হাতাতে পারবে না। এর ওপর টমকে ফাঁকি দিয়ে নিজে মোটা লাভ করার মতলব ভেঁজেছে। আর আমাকে এতবড় কঠিন কাজের জন্য মাত্র দু-পার্সেন্টি কমিশনের লোভ দেখাচ্ছে।

—আপনি নির্ভয় আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। আমি বললাম। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবলাম, আমার মতলব অনুযায়ী নেকলেসটা চুরি গেলে সিডনীর প্রচুর লোকসান হবার কথা। সিডনীর লোভ ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে ওর ওপর থেকে সামান্য দুর্বলতাটুকু আমার চলে গেল। এর চেয়ে উনি যদি আমার সঙ্গে লাভের টাকা আধাআধি ভাগ করতে চাইতেন, তাহলে হয়ত আমি নেকলেস চুরির মতলবটা মনে ঠাঁই দিতাম না। কিন্তু এখন মাত্রাতিরিক্ত লোভী সিডনী যদি মিসেস প্লেসিংটনের হাতে মোচড় দিতে চান আমিই বা সিডনীর হাতে পাল্টা মোচড় দেব না কেন?

পরদিন সিডনীর প্রস্তাব ও চেক নিয়ে মিসেস প্লেসিংটনের সঙ্গে দেখা করলাম। সিডনী মাত্র সাড়ে সাত লাখ ডলারের বিনিময়ে নেকলেসটা কিনতে চেয়েছেন শুনে উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিডনীকে চোর এবং আমাকে মিথ্যেবাদী বলে উল্লেখ করলেন। আমাকে মিথ্যেবাদী বলার কারণ, আমি তাকে বলেছিলাম, হীরের ঔজ্জ্বল্য চিরদিন থাকে আর তার দামও একই থাকে। তখন আমি তাঁকে বোঝালাম, তিনি যদি আরও একবছর অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে আমি তাকে সাড়ে দশ লাখ ডলার পাইয়ে দিতে পারি। কিন্তু ভদ্রমহিলার এক্ষুণি টাকা চাই এবং প্রস্তাবে তিনি রাজী হতে বাধ্য হলেন। নেকলেসটা যেমন আছে তেমনভাবে আস্ত বিক্রী করলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে, ব্যাপারটা মিসেস প্লেসিংটন মানতে পারলেন না। হাত বাড়িয়ে তিনি চেকটা নিলেন।

মিসেস প্লেসিংটন বললেন, আমাকে অন্ততঃ যেটা কাঁচ কেটে আপনারা তৈরী করেছিলেন, ঐ নকল নেকলেসটা ফেরত দিন, যাতে আমার স্বামী ওটাকেই আসল ভাবেন।

আমার ষড়যন্ত্রের জাল ঐ নকল হীরের নেকলেসটা নিয়েই। ওটা হারালে আমার পক্ষে বিশ লাখ ডলারের মালিক হওয়া সম্ভব হবে না।

পাঁচবছর আগে সিডনী মিসেস প্লেসিংটনকে আসল নেকলেসটা ডেলিভারী দেবার পর আমাকে নকল নেকলেসটা চ্যাংকে পাঠিয়ে অন্ততঃ তিন হাজার ডলার কোম্পানীকে ফেরত দেবার প্রস্তাব যাতে আমি চ্যাংকে দিই, সেজন্যে বলেছিলেন।

আমি ওটা একটা দুর্লভ স্মারক হিসেবে নিজের সংগ্রহে রাখার জন্যে নিজের গ্যাঁট থেকে আড়াই হাজার ডলার সিডনীকে দিয়ে বলেছিলাম, ওটা চ্যাংকে হংকং-এ পাঠিয়ে দিয়েছি।

এখন মিসেস প্লেসিংটন তাঁর স্বামীর ভয়ে ওটা চাইলে আমি তাঁকে বললাম, ওটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

শুনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ে আমাকে এক্ষুণি ওরকম আর একটা নকল বানাতে বললেন,

কিন্তু আমি তাঁকে বললাম, ওটা বানাতে অন্ততঃ তিনমাস সময় লাগবে। শুনে তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

মিসেস প্রেসিংটন আমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভল্ট থেকে হীরের নেকলেসখানা বাক্স সমেত এনে আমাকে দিলেন। আমি সেটা অল্প ফাঁক করে উঁকি দিলাম। সেটা চিনতে ভুল হল না আমার। হীরেগুলো ঝিকমিকিয়ে উঠল। আমার দম বন্ধ হয়ে এল।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে নকল নেকলেসটা বের করে দেখতে লাগলাম। সিডনীর হীরে যাচাই-এর অভিজ্ঞ চোখ নেই। একমাত্র টেরী ধরতে পারে, কিন্তু সিডনী তাকে সে সুযোগের ধারে কাছে আসতে দেবেন না। আমি আসল নেকলেসটার জায়গায় নকলটা ভরে দিলাম।

তারপর সিডনীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নেকলেসটা দেখালাম। সিডনী বললেন, আগে কয়েকটা নক্‌শা এঁকে নিই তারপর তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। আমি সিডনীকে বললাম, আমার গাড়িটা লুসভিলে ফেলে এসেছি, ওটা আনতে সোমবার ছুটি দেবেন তো? সিডনী জানালেন, নিশ্চয়ই। তবে মঙ্গলবার আমার কাছে আটটা নাগাদ এলে আমি তোমাকে কলারের নক্‌শাগুলো দেখাব। আমি তাঁকে সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলাম। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে রিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

এগারোটার কিছু পরে রিয়ার বাংলোয় ফিরে আসতে রিয়া বলল, ফালতু কাঁহিকা, তুমি আবার কি মনে করে? আমি রেগে গিয়ে ওর গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়ে ওকে ঐ ধরনের কথা না বলতে সাবধান করে দিলাম। ইতিমধ্যে ফেল ঘরে এসে ঢুকল। রিয়া বলল, আর একবার আমার গায়ে হাত দিলে তোমায় দুঃখ পেতে হবে। আমি বললাম, আর একবার আমাকে ফালতু বললে আবার চড় মারব। দু-চার মিনিট চুপ করে থেকে আমি বললাম, শোন তোমাদের যদি হিম্মত থাকে তবে আমরা তিনজনে মিলে কিছু খাঁটি হীরে চুরি করতে পারি। তোমাদের তো টাকার দরকার, তবে তিনজনে দল বেঁধে কিছু টাকা রোজগার করি না কেন? আমি এখানে সময় নষ্ট করতে আসিনি, ভদ্রলোকের এক কথা। তোমাদের দুজনের পাঁচ লাখ, আমার নিজের পাঁচ লাখ।

রিয়া কৌতূহলী চোখে বলে উঠল, আপনি কি বলতে চাইছেন? কিভাবে?

আমি বললাম, তোমরা যেমন কষ্ট করে খুঁজে বের করেছো, আমি কে? তাই আমিও খুঁজে জেনেছি, দুটো ছোট ডাকাতি করতে গিয়ে তুমি চার বছর করে আট বছর জেল খেটেছো। এখন তুমি আর তোমার ভাই বড় দরের কিছু করতে চাইলে আমার সঙ্গে হাত মেলাও।

ফেল্ বলল, তোমার আসল মতলবটা কি?

আমি বললাম, আসলে বলতে পারো আমার মাথায় ভূত চেপেছে। একটা তোমার বোন, আরেকটা তুমি। শুধু শুধু বসে থেকে চর্বি না বাড়িয়ে রাতারাতি পয়সাওয়ালা হতে হবে।

রিয়া কৌতূহলী গলায় বলল, হেঁয়ালী না করে খুলে বলো কাজটা কি?

আমি পকেট থেকে মিসেস প্রেসিংটনের নেকলেসের একটা ফটোগ্রাফি বের করে ওদের সামনে মেলে ধরে বললাম, এই হল ব্যাপার। আঠারো লাখ ডলার দামের একখানা হীরের নেকলেস।

রিয়া খুঁটিয়ে দেখল ছবিটা। চোখেমুখে লোভের চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল, মালটা হাতাতে গিয়ে ধরা পড়লে আমাদের দুই ভাইবোনের কম করে বিশ বছর সাজা হয়ে যাবে, তা জানো?

ফেল্ পাশ থেকে রিয়াকে ঝাঁঝিয়ে উঠে থামিয়ে দিল, তুই থাম তো! কিছু বলার না থাকলে চুপ করে থাক।

আমি ওদেরকে বললাম, জেলে যাবার দরকার নেই। বলে আমি ওদের একেবারে গোড়া থেকে নেকলেস তৈরী করা, বিক্রী এবং পুনরায় কেনা ইত্যাদি আনুপূর্বক সব খুলে বললাম। শুধু একটা কথা গোপন রাখলাম যে, ঐ নেকলেসের আদলে আর একটা নেকলেস তৈরী করা হয়েছিল এবং বর্তমানে সেটা সিডনীর সিন্দুকে রক্ষিত।

আমি ওদের বললাম, আমার বেজন্মা মনিব আমাকে এত কাণ্ডের পর বলেছে, আমাকে মাত্র দু-পার্সেন্ট কমিশন দেবে। আমি অনায়াসে ওটা দশ লাখ ডলারে বিক্রি করতে পারি। তা থেকে তোমরা দুজনে পাঁচ লাখ নেবে আর আমার বাকি পাঁচ লাখ।

রিয়া বলল, তা আমাদের কাজটা কি?

—সেটাই বলছি, আমি বললাম, প্রথমেই তোমাদের দুজনকে একটু ভদ্রস্থ হতে হবে, যাতে চেহারা দেখে তোমাদের উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক মনে হয়। তারপর প্যারাডাইস সিটিতে এসে হোটেল পিরামিড-এ উঠবে। রেজিস্টারে জন হল, মেরী হল নামে সই করবে। এটুকু বলে ওদের কাগজে আমার ফোন নাম্বারটা লিখে দিয়ে বললাম, মঙ্গলবার রাত বারোটার পর আমাকে ফোন করবে। আমি রিসেপশান ডেস্ক থেকে তোমাদের কেবিন নম্বর জানতে না চাইলেও তোমরা আমাকে তোমাদের কেবিন নম্বর জানাবে। আমি বুধবার ঠিক দশটায় তোমাদের কেবিনে গিয়ে সব বুঝিয়ে দেব। মাঝে বৃহস্পতিবারটা বাদ দিয়ে শুক্রবার দিন তোমাদের আসল কাজটা সারতে হবে।

রিয়া বলল, কিন্তু তুমি তো এখনও আমাদের কাজটা কি সেটাই বলনি, আমি জানতে চাই।

—বেশ তবে শোন, আমি আমার মনিবের সঙ্গে ওঁরই বাড়িতে বসে হীরের কলারটার জন্য নক্‌শা নিয়ে আলোচনা করব, হীরের নেকলেসটা থাকবে ওঁর সামনে। নতুন নক্‌শার জন্যে ওটা আমাদের দরকার। তোমরা ভেতরে ঢুকবে। আমাদের দুজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, নেকলেসটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে। এতো জলের মতো সোজা।

ফেল্ লাফিয়ে উঠল। বলল, আমাদের তো রিভলবার লাগবে।

—লোডেড নয়। শুধু ভয় দেখানোর জন্যে হাতে নিয়ে নাচাবে। রিভলবার নেবে ঠিকই, কিন্তু একটাও গুলি যেন তাতে না থাকে। বুধবার সব বুঝিয়ে দেব। এমন সাজগোজ করো না যাতে সবার নজর পড়ে। রিয়ার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোন প্রশ্ন আছে?

রিয়া বলল, আমি জানতে চাই, তোমার আসল মতলবটা কি? এত সহজ কাজে পাঁচ লাখ ডলার, তাই সন্দেহ হচ্ছে।

তখন ফেলের দিকে চেয়ে বললাম, তোমার চেনাশোনা কোন লোক আছে, যে তোমার বোনের বদলে কাজটা করবে? এত খুঁতখুঁতে লোক দিয়ে এসব কাজ হয়না।

ফেল্ বলল, ওর কথায় কান দেবেন না। তাহলে মঙ্গলবার রাতে ফোন করব।

আমি চলে এলাম।

মঙ্গলবার অফিসে গিয়ে শুনলাম সিডনীর শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না। আমি বুঝলাম, শরীর তার মোটেও খারাপ নয়, আসলে নক্‌শা আঁকতে তিনি ঘেমে নেয়ে গেছেন। সিডনীকে ফোন করার জন্যে রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালাম।

সিডনী অপরপ্রান্ত থেকে আমাকে জানলেন এখনও তিনি মনের মত নক্‌শা আঁকতে পারেননি।

আমি সিডনীকে আশ্বাস দিয়ে জানালাম, একদম ঘাবড়াবেন না। আমি নটা নাগাদ যাবো। তারপর ভাল দেখে কয়েকটা নক্‌শা ঠিক করে রাখব।

—তাহলে চলে এসো। সিডনী বলল।

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। আমি ইচ্ছে করে একটু বেশী রাতে যেতে চাই, কারণ এই ব্যাপারটা আমার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত।

ডিনারের পর আমি সিডনীর মুখোমুখি বসলাম। দেখলাম একদিনে তিনি খেটেখুটে অনেকগুলো নক্‌শা এঁকেছেন। অবশ্য এও ঠিক, কলার কোনদিনই তৈরী হবে না, তার আগেই ঐ নকল হীরের নেকলেসখানা রিয়ার জিম্মায় চলে যাবে। তবু ভান করে তিনখানা নক্‌শা বেছে বললাম যে ঐগুলো থেকে নিয়ে একখানা ভাল নক্‌শা বানাতে।

—তুমি সত্যি বলছো ল্যারী? সিডনী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন।

—আপনি কি নেকলেসটা সামনে রেখে কাজ করছেন?

—না, ওটা সিন্দুকে তুলে রেখেছি। সিডনী বলল।

—এজন্য আপনার এত ঝামেলা। যান, উঠে আগে নেকলেসখানা এখানে নিয়ে আসুন। দেখবেন ওটা সামনে রাখলে ভাল ভাল নক্‌শার আইডিয়া আসবে।

সঙ্গে সঙ্গে সিডনী উঠে গিয়ে আমাকে আড়াল করে সিন্দুকটা খুলে নেকলেসটা বের করে আনলেন। বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো ল্যারী। দেখো এবার কেমন ভাল ভাল নক্‌শা মাথা থেকে

বেরোয়। বলে সিডনী আঁকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আধঘন্টা পর সিডনী একটা অপূর্ব নক্‌শা খাড়া করলেন। আমি চিন্তা করলাম, এটাকে এখনই যদি মনোনীত করি, তাহলে এ সপ্তাহে আর এখানে আসার সুযোগ পাবো না। কিন্তু আর একবার আমাকে আসতেই হবে।

এরপর ল্যারীকে বললাম, একদম পছন্দ হয়নি বলবো না, তবে এটা দেখে কলার বানালে পনের লাখ ডলারে বিক্রী হবে, আমাদের দরকার বিশ লাখ ডলার।

—তাই বলে আমি আবার নতুন হীরে কিনে এতে বসাতে পারব না। সিডনী বললেন।

—না না, হীরে কিনবেন কেন? আমি ভাবছি সেটিংটার কথা। সেটিং নিয়ে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে। আপনার এই সেটিংটা একটু পুরোন হয়ে যাচ্ছে। যাকগে তাড়াহুড়োর কিছু নেই, আমি শুক্রবার রাতে আসছি।

—শুক্রবারে? ঐ দিন আমার একটা ডিনারের নেমতন্ন আছে। সিডনী বলল।

—তাহলে বৃহস্পতিবার রাত দশ৩০র পর আমি আসব। নক্‌শার ঝামেলা মিটিয়েই আমি হংকং যাবো। ভাবছি কলারটা বিক্রী হয়ে গেলে সমুদ্রে কিছুদিন ঘুরে আসব।

—তুমি আগে বিক্রীর ব্যবস্থা করো, তারপর তোমার মন চাইলে চাঁদ থেকে ঘুরে এসো, খরচ আমি দেব।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসে কান পেতে শুনলাম সিডনী ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করলেন না। এখন পর্যন্ত সব আমার প্ল্যানমতো এগোচ্ছে।

এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা ঢেলে ভাবতে বসলাম। রিয়া আর ফেল আমার প্ল্যানমতো নেকলেসটা চুরি করার ঝুঁকি নিতে রাজী হয়েছে কিনা কে জানে। পুরো কাজটা ওদের দস্তানা পরে করতে হবে। পুলিশের কাছে ওদের আঙুলের ছাপ আছে। যদি একটু আঙুলের ছাপ রেখে যায় তো গোটা প্ল্যান বানচাল হবে।

কিন্তু সিডনী কি আদৌ পুলিশ ডাকবে? কারণ সিডনী পুলিশে খবর দিলে মিঃ প্রেসিংটন ব্যাপারটা জানতে পারবে। এছাড়া টম লুইও ব্যাপারটা জানতে পারলে সিডনীর অংশীদার হিসেবে আর কাজ করতেই চাইবেনা।

আর সিডনী পুলিশে খবর না দিলে নেকলেসটা ভেঙ্গে সবকটা হীরে খুলে আমি আলাদাভাবে বড় বড় জহুরীদের কাছে বিক্রী করব। টাকাটা কোন সুইসব্যাঙ্কে রেখে তিন-চার মাস সিডনীর হয়ে কাজ করে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এই অজুহাতে আমার বরাদ্দ দশ লাখ ডলার নিয়ে ইউরোপে আল্পস পাহাড়ের নীচে আস্তানা বানিয়ে মনের সুখে থাকব। কিন্তু রিয়া যখন জানতে পারবে যে নেকলেসটা হীরের নয় কাঁচের তখন ওরা দুই ভাই বোন স্পুকির মতই ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে আমার পিছু নেবে। একটা জিনিষ টের পাচ্ছি যে, যতদিন যাচ্ছে রিয়ার দেহ আমাকে আকর্ষণ করার বদলে ওর সম্বন্ধে কেমন যেন একটা ভীতি আমাকে পেয়ে বসছে। মনে হয় রিয়া আমার বিরাট ক্ষতিসাধন করবে। রিয়ার সেদিনের সেই হিংস্র, কঠোর দৃষ্টি এবং রাতারাতি বড়লোক হবার মানসিকতা দেখে হঠাৎ যেন ওর স্বভাবের নিষ্ঠুর দিকটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু নেকলেসটা নকল এই ব্যাপার আমি নিজে সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হলে, ডাকাতি যখন হবে ফেল্‌ রিয়াকে বাধা দিলেই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। ফেলকে বলে রাখতে হবে ও যেন আমার মাথায় রিভলবারের বাঁট দিয়ে এক ঘা কষায়। তাহলেই আহত হবার ছুতোয় কিছুদিন ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকব। রিয়া ফেলের নেকলেসটা যে নকল সেটা জানতে দশদিন সময় লেগে যাবে। ততদিনে আসল নেকলেস সমেত আমি ইউরোপে পালাবো। রিয়া-ফেল্‌ হাত কামড়াবে। আমি ইউরোপ থেকে আমার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সিডনীকে চিঠি দেবো।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল, ঘড়ি দেখি তখন বারোটা বেজে তিন মিনিট।

—আমি কার বলছি।

—পঁয়ত্রিশ নম্বর কেবিন। অপরপ্রান্ত থেকে ফেলের গলার আওয়াজ ভেসে এল।

আমি মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, ও তোমার সঙ্গে এসেছে?

শুনে খ্যাঁক করে হেসে ফেল্‌ বলল, কেন আপনার সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—ঠিক আছে, কাল দশটায় দুজনে তৈরী থেকো। বলে আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

বুধবার সকাল থেকে বড় অস্থির লাগছে। দেখলাম টেরী আমায় লক্ষ্য করছে। কিছুক্ষণ পরে টেরী আমার কাছে এসে বলল, তোমায় সকাল থেকেই চিন্তিত দেখছি।

আমি বললাম, মাথাটা বড় ধরেছে।

তখন টেরী দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল, সিডনীকে বলিহারি, এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ফিরিয়ে আনার কি দরকার ছিল? মিস বার্লো আছেন, আমরা দুজনে দোকান ঠিক সামলে নেব। তোমার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

টেরীর কথায় আমি উঠে পড়লাম।

দোকান থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে তিন হাজার ডলারের ট্র্যাভেলার্স চেক কিনলাম। তারপর আমার ট্রাভেল এজেন্টের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, শুক্রবার ভোর পাঁচটায় একটা প্লেন ছাড়বে, রিজার্ভেশনের দরকার নেই।

তারপর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ডাকাতিটা কিভাবে সারতে হবে, তার প্ল্যান, খুঁটিনাটি ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যে ছটা বেজে গেল। হঠাৎ সিডনীর ফোন, আমার প্রচণ্ড মাথা ধরার খবর পেয়ে জানতে চাইলেন বৃহস্পতিবার আসছি কিনা। আমি তাঁকে জানালাম, বৃহস্পতিবার আমি অবশ্যই যাবো।

রাত আটটা। কিছু খেয়ে রাত পৌনে দশটা অবধি টিভি দেখে, ঝোলানো ব্যাগে পরচুলা, সানগ্লাস' আর লাল জ্যাকেট পুরে অ্যাপার্টমেন্টে চাবি লাগালাম। বুইকটায় স্টার্ট দিলাম। গন্তব্যস্থল হোটেল পিরামিড।

পঁয়ত্রিশ নম্বর কেবিনের দরজায় টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। ফেল দরজা খুলে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগাল।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রিয়া সবুজ একজোড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার পরণে গাঢ় লাল ট্রাউজার স্যুট, আস্তিন আর কলারে সাদা পট্টি। ফেলের গায়ে বাদামী স্পোর্টস জ্যাকেট, পরনে বটলগ্রীন ট্রাউজার। জ্যাকেটের ওপর একটা সাদা পোলো কলার সোয়েটার। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে।

আমি দুজনের দিকে তাকিয়ে বললাম, যাক, তোমরা দুজনেই যখন এসে গেছো, তখন ধরে নিচ্ছি অপারেশন হচ্ছে...কেমন ঠিক তো?

—আমাদের আগে অপারেশন কোথায়, কিভাবে হবে বলুন, তারপর আমরা মনস্থির করব।

—আগামীকাল রাত ঠিক সাড়ে দশটায় তোমরা দুজন রুজভেল্ট বুলেভার্ডে গিয়ে হাজির হবে। বাড়িটার নাম ওয়েলিংটন কোর্ট। বলে আমি ওদের সামনে একটা ভাঁজকরা কাগজ মেলে ধরে বললাম, এতে কিভাবে যেতে হবে উল্লেখ করা আছে। তার আগে কাল সকালে গাড়ি ড্রাইভ করে জায়গাটার আশপাশ দেখে এসো। গাড়ি নিয়ে গেলে বুঝতে পারবে কটা নাগাদ বেরোতে হবে। রাত সাড়ে দশটার কাছাকাছি খালি পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে বাড়িতে ঢুকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবে। একদম ওপরতলায় ডানদিকে ফ্রেমলিনের অ্যাপার্টমেন্টটার সামনের দরজা খুলে চুপিচুপি ঢুকে পড়বে। দেখবে সামনে ছোট লবী, তার শেষে বসার ঘর। কান পাতলেই আমাদের গলা শুনতে পাবে। রিভলবার হাতে ভেতরে ঢুকেই হাত তুলতে বলবে, সিডনীকে নিয়ে চিন্তা নেই। ও তোমাকে দেখেই কাঁপতে শুরু করবে। এরপরই আসল কাজ। আমি কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবো না, তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, নয়ত এই চুরির ব্যাপারে আমার যোগাযোগ আছে, এই সন্দেহ উঠতে পারে। আমি ঝাঁপাবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি রিভলবার দিয়ে এক ঘা কষাবে আমার চোয়ালে।

দেখলাম ফেল্ বেশ মনোযোগ দিয়েই আমার কথা শুনছে আর রিয়া ভাবলেশহীন মুখে তীক্ষ্ণভাবে শিকারের গতিবিধি নজর করার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

—তারপর মার খেয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাবো। তখন তোমরা আগে সিডনীকে তারপর আমাকে বাঁধবে। সঙ্গে দু-ইঞ্চি সেলোটেপ নিয়ে যেও। তারপর দেখবে নেকলেসটা ডেস্কের ওপর পড়ে আছে। সেটা নিয়ে সোজা কেটে পড়তে পারলেই কম্ম ফতে। কেউ তোমাদের বাধা দেবে

না, কেউ পুলিশ ডাকবে না। ভাল করে এঁটে বাঁধতে পারলে কাল সকাল আটটায় সিডনীর কাজের লোক আসার আগে কেউ আমাদের বাঁধন খুলতে পারবেনা। এরপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগলাম, পুলিশ যদি ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে তোমাদের সন্দেহ করে, তখন তোমাদের অজুহাত দরকার হবে। তখন তোমরা এটাই বলবে যে সানফ্রান্সিসকোতে যাবার জন্যে সোমবার বিকেলে তোমরা লুসভিল থেকে রওনা হয়েছিলে। রিয়া একটা চাকরীর খোঁজে সেখানে যাবে ঠিক করেছিল, তাই তুমি গাড়ি চালিয়ে ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছো। মনে রেখো ডাকাতির দিন আর তার আগের দু'রাত তোমাদের বাংলোর জানলাগুলো সব বন্ধ থাকবে, যা দেখে পুলিশ প্রথমেই তোমাদেব সন্দেহ করবে। শুক্রবাব সকালে রিয়া পাঁচটার প্লেন ধরে সানফ্রান্সিসকো রওনা হবে। ফেল, তুমি কাল বৃহস্পতিবাব রাতে ডাকাতি শেষ হবার ঠিক পরেই গাড়ি চালিয়ে লুসভিলে ফিরে যাবে। শুক্রবার রাতে ওখানে পৌঁছুতেই হবে। কেউ জানতে চাইলে বলবে, রিয়া কাজের খোঁজে সানফ্রানসিসকো গেছে। যদিও তোমাদের অজুহাত লাগবে না, তবুও সাবধানতাবশতঃ তৈরী করে রাখতে হবে।

আমি পার্সের ভেতর থেকে তিন হাজার ডলারের ট্রাভেলার্স চেক বের করে রিয়ার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, এই নাও তোমার যাতায়াতের ভাড়া। এখান থেকে সানফ্রান্সিসকো যাবার প্লেনের টিকিট কাটতে কোন অসুবিধে হবে না। ওখানে একটা সস্তা হোটেলে উঠে দিনদশেক কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াবে। যাতে পুলিশ খোঁজে করলেও প্রমাণ হয় যে তুমি সত্যিই চাকরী খুঁজতে ওখানে গিয়েছিলে। তারপর দিন দশেক পর আবার লুসভিলে ফিরে এসো। ঠিক দশদিন পর।

—আমরা পালিয়ে যাবার আগে ওটা তোমার পকেটে গুঁজে দিয়ে যাবো, তাহলে তুমি সুযোগ বুঝে নেকলেসটা বেচে লাল হয়ে যাবে, তাই না? রিয়া বলে উঠল।

—ভেবেছিলাম তোমার মাথা খুব সাফ, কিন্তু এখন দেখছি তোমার মাথাটা ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। এটা ভুলে যেও না, তোমাদের সব কাজকর্ম সিডনীর চোখে পড়বে, কাজেই ওটা আমার পকেটে গুঁজলে সে ঠিকই ধরবে এই ডাকাতির পেছনে আমি রয়েছি। তুমি বা ফেল্ ওটা তোমাদের বাড়িতে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখবে।

—কিন্তু নেকলেসটা যদি আমরা বাকি দুজনে নিয়ে বরাবরের মতো কেটে পড়ি? রিয়া বলল।

—বেশ তো, করেই দেখোনা। ভেবেছো ওটা তোমরা বিক্রী করতে পারবে? ধরে নিলাম ওটা ভেঙ্গে হীরেগুলো বের করে নিলে, কিন্তু তা হলেও তোমরা খদ্দের পাবে না। পেলেও সে তোমাদের ভীষণভাবে ঠকাবে। আর আমি সেইসব জহুরীদের চিনি যারা আমাকে উচিত মূল্য দেবে এবং দেবার সময় কোথা থেকে এগুলো পেলাম, সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নও করবে না। তোমরা তেমন কোন জহুরীকে চেনো না। কাজেই ব্যাপারটা আমার কাছে কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

এবার রিয়ার মুখের কাঠিন্য ভাবটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে এলো। বলল, তুমি তোমার চেনাশোনা লোকের কাছে পাথরগুলো বিক্রী করবে বলছো, তার অর্থ নেকলেসটা তুমি নিজের হেপাজতেই রাখবে এবং ওটা নিয়ে পালাবে।

—ফেল্ বাংলোয় ফিরে স্বাভাবিক কাজকর্ম করবে যাতে পুলিশ সন্দেহ না করে। কিন্তু তুমি আমার সেক্রেটারী পরিচয়ে প্রত্যেকটা হীরে বেচার সময় আমার সঙ্গে থাকবে। আমি নগদ ছাড়া চেক নেব না, কাজেই এক্কেকটা হীরে বিক্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রাপ্য অর্ধেক পেয়ে যাবে।

এবার দেখলাম রিয়ার চোখে তীক্ষ্ণতা নেই, রয়েছে বিস্ময়। সে বলল, কিন্তু আমি যখন তোমার ওপর নজর রাখতে পারবো না, তখন কি হবে?

—পাগলামি হচ্ছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজটা সারবো, এটাই আমার ইচ্ছে। তাছাড়া আমি তোমার পাশে শুয়ে অনেকগুলো রাত কাটাতে পারবো, এটা বাড়তি লাভ।

আমার কথা শুনে ফেল্ হো হো করে হেসে বলল, বাঃ সাবাশ। বেড়ে বলেছেন দাদা এতদিন যা চাইছেন, এবার তা পাবেন। আপনি তা পাবার মতই যোগ্য লোক।

—তুমি দেখছি নিজের লাভের ব্যাপারটা আগেই ছকে রেখেছো, রিয়া বলল, ঠিক আছে, আমরা

দুজনে কাজটা করব, কথা দিলাম।

আমি বললাম, যাক, এবার তাহলে বাকি কথাগুলো সেরে নিই। এক, তোমরা দুজনেই হাতে দস্তানা পরে যাবে, ফ্রেমলিনের ঘরের কোথাও যদি তোমাদের আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়, তাহলে দশ লাখ ডলার জন্মের মত যাবে। আর এই ব্যাগের ভেতর ফেলের পরবার জন্য কয়েকটা জিনিষ আছে। পরচুলা, সানগ্লাস আর জ্যাকেটটা ফেল বের করে নিলো।

এবার রিয়ার দিকে চেয়ে বললাম, তুমি মাথায় একটা স্কার্ফ এমনভাবে বাঁধবে যাতে তোমার চুলের রং দেখা না যায়, একটা সানগ্লাস পড়বে, কাজের পর জামাকাপড় বদলে নেবে। একটা সস্তা স্যুটকেসের ভেতর ওগুলো পুরে এমন জায়গায় লুকোবে, যাতে কেউ খুঁজে না পায়।

টেবিলের ওপর কাগজটায় টোকা মেরে বললাম, এতে রাস্তাঘাট সবকিছু পরিষ্কার করে লেখা আছে, এটা ভালো করে মুখস্থ করে পুড়িয়ে ফেলো। আর ফেল্ তুমি আমার মুখে মারবে, মাথায় নয়। একটু জোরেই মেরো যাতে সবাই বিশ্বাস করে আমি তোমার দলের লোক নই।

আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

যেমন ভেবেছিলাম বৃহস্পতিবারটা তেমন ভাবেই কাটলো।

আমার কথাবার্তা, হাঁটাচলা সব স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু সকাল থেকেই লক্ষ্য করছি সিডনী অন্যান্য দিনের চাইতে আজ একটু বেশী অস্থির হয়ে বারবার চেম্বার থেকে বেরিয়ে আমার সামনে দিয়ে যতবার যাচ্ছেন ততবার আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছেন যা দেখে যেকোন লোকের মনে সন্দেহ হতে পারে যে তিনি মনে মনে কোন মতলব আঁটছেন। টেরীও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে দেখলাম।

আমি সিডনীর চেম্বারে গিয়ে তাকে বললাম, দোহাই সিডনী, অফিসের ভেতর এরকম করবেন না, একটু সামলে চলুন।

সিডনী খিকখিক করে হেসে বলল, আজ আমি একটু উত্তেজনায় আছি, কখন রাত হবে, তাই ভেবে ছটফটিয়ে মরছি।

আমার কথায় সারা বিকেল আর চেম্বার ছেড়ে বের হলেন না। ছ-টার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দশ মিনিট পর গাড়ি চালিয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে ভাবছিলাম যে আর এক সপ্তাহ বাদে আমি অ্যান্টওয়ার্প পৌঁছে ওখানকার হীরে কারবারীদের কাছে আমার নেকলেস থেকে ভাঙা দশটা হীরে তাদের কেনার জন্যে অফার করব। বড় হীরেটা রেখে দেব। ঐ হীরেটা লন্ডনের হ্যাটন গার্ডেনে নিয়ে গিয়ে ওয়ালেস বার্নস্টাইনকে দেখাবো। ওয়ালেস ইতিমধ্যেই আমাকে টায়রায় বসানোর জন্যে একটা বড় হীরের খোঁজ করতে বলেছিল। এখন ঐ বড় হীরেটার জন্য আমি যে দাম চাইব, এক কথায় দিয়ে দেবে। এরপর মোটা দাঁও মারার জন্যে আর্মস্টারডাম, হামবুর্গ যাবো। ততদিনে আমি দশলাখ ডলারের মালিক। সবশেষে পাকাপাকিভাবে সুইজারল্যান্ডে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

ডাকাতিটা হবার পর যদি দেখি তাঁকে সামলানো যাচ্ছে না, তখন ওঁকে এই বলে সাবধান করে দিতে হবে যে একবার পুলিশ-এর মধ্যে ঢুকলে টম লুসের কিছু জানতে বাকী থাকবে না। তখন চুপচাপ চোরের কিল হজম করবেন।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে খানিকক্ষণ টিভি দেখলাম। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বাড়ছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের ফলাফল কি হবে স্বয়ং আমিও জানিনা। হঠাৎ কি হলো কে জানে, জেনীর মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি লুসভিলের সিটি হাসপাতালের ফোন নম্বর খুঁজে বের করে ফোন ঘোরালাম।

অনেক হাত ঘুরে জেনীর বেডে কলটা পৌঁছলো।

—হ্যালো আমায় চিনতে পারছেন, আমি আপনার পুরোনো সহকারী। কেমন আছেন জেনী?

—ল্যারী! আমি আগের চেয়ে এখন ভাল আছি ল্যারী। দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে দিব্যি চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—তাই নাকি? এতো ভালো কথা। হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাচ্ছেন? আমি বললাম।

—সামনের সপ্তাহের শেষের দিকে। বলুন ল্যারী আপনার খবর সব ভালো তো?

—আমি ঠিক আছি। একটা ডিনারের নেমন্তন্ন আছে, হঠাৎ আপনার কথা মনে এল।

—আমিও আপনার কথা ভাবছিলাম। এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে আমি খুব খুশী। লুসভিল আপনার থাকার জায়গা নয়। জেনী বলল।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে জেনী। তবু দেখুন, ওখান থেকে চলে আসার ফলে আপনার সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না, আমি বললাম। হঠাৎ জেনীকে আবার দেখার জন্যে প্রচণ্ড ইচ্ছা আমার হল, যদিও সেটা অসম্ভব জানতাম। আমি আবার বললাম, কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যবসার কাজে আমায় ইউরোপ যেতে হবে, নয়ত আপনাকে একবার গাড়ি চালিয়ে দেখে আসতাম।

—আপনি কি খুব বেশীদিন বাইরে থাকবেন? জেনী জিজ্ঞেস করল।

—এখনো ঠিক জানি না। আমায় হয়ত হংকং অবধি যেতে হতে পারে। বেশ কিছুদিনের ব্যাপার। আমি বললাম।

—খুব ভালো, কিছুদিন বেড়িয়ে আসুন, জেনীর গলায় বিষণ্ণতা টের পেলাম। হঠাৎ আমার মনে হল এক বিরাট একাকিত্বের মধ্যে আমি পড়তে চলেছি। এই সময় যদি বিদেশে আমি জেনীকে নিয়ে যেতে পারতাম, যে টাকা আমি পেতে চলেছি, তার সাহায্যে আমরা দুজনে বিদেশে নতুনভাবে জীবন কাটাতে পারতাম। এসব যখন ভাবছি জেনী হঠাৎ বলে উঠল, আমার মনে হচ্ছে এবার আপনার চলার পথ সুন্দর মধুময় হয়ে উঠবে। এখানকার জীবন বড় ভয়ঙ্কর। এক একসময় আমি নিজেও হাঁপিয়ে উঠি আর ভাবি সব ছেড়েছুড়ে নতুন জীবন শুরু করি।

আমার মনে হল, জেনীকে বলি, চলুন আমার সঙ্গে হংকং ঘুরে আসবেন, কিন্তু সেকথা বলা হল না কারণ অনেক দেরী হয়ে গেছে।

—আমি আপনাকে চিঠি লিখব জেনী, রাখছি তাহলে কেমন! নিজের শরীরের যত্ন নেবেন কিন্তু।

—কথাটা আপনিও মনে রাখবেন। বলে জেনী রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। আমি ফোন নামিয়ে ভাবতে লাগলাম, আমি কি জেনীর প্রেমে পড়েছি? হয়তো তাই, জেনীও হয়তো আমার প্রেমে পড়েছেন। সুইজারল্যান্ড থেকে তাঁকে চিঠি লিখে ওখানে আসবার কথা লিখে প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেব। আমার মনে হয় উনি নিশ্চয়ই আসবেন।

রাস্তায় বেরিয়ে ফুলের দোকানে গিয়ে কিছু গোলাপ ফুল কিনে জেনীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলাম। সঙ্গে কার্ডে লিখলাম, আমাদের আবার দেখা হবে। তারপর কাছের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে স্যাসন স্যান্ডউইচ আর একগ্লাস ভদকা খেয়ে আমি সিডনীর অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগোলাম।

—দেখো ল্যারী, সিডনী তার সামনে টেবিলের ওপর রাখা চারটে নক্‌শার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, কেমন হয়েছে? আমি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম।

—এইটেই আমার মতে সেরা নক্‌শা, বলেই দ্বিতীয়টার ওপর সিডনী তার লম্বা আঙুল রাখলেন।

আমি আরেকবার সেদিকে তাকিয়ে বললাম, সত্যিই এটাকে সুন্দর বলা চলে বটে। এটা বিশলাখে বিক্রি করতে না পারলে আমার নাম ল্যারী কারই নয়। যান নেকলেসটা নিয়ে আসুন। এই নকসার সঙ্গে হীরের কাটিংগুলো একবার মেলানো দরকার।

সিডনী সিন্দুক খুলে নেকলেসটা টেবিলে এনে রাখলেন।

—শোন ল্যারী নেকলেসটা যত তাড়াতাড়ি পারো বিক্রী করার ব্যবস্থা কর। আমি ওটা ন' মাসের জন্যে ইনসিওর করিয়েছি, এখন যতদিন্ না বিক্রী হচ্ছে ওটা, আমায় মোটা টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে।

শুনে আমার মাথাটা ঘুরে উঠল। আঁতকে বলে উঠলাম, আপনি ওটা ইনসিওর করিয়েছেন?

—হ্যাঁ। এখান থেকে হংকং বহুদূরের পথ। তুমি একলা যাবে। মাঝপথে, ধর যদি কিছু হয়?

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, তা কোন্ কোম্পানীতে ইনসিওর করালেন?

—ন্যাশনাল ফাইডেলিটি। ওদের ম্যাডক্স লোকটা এত পাজী আমাকে ডবল রেটে প্রিমিয়াম দেবার কথা বলছিল।

ম্যাডক্স! সর্বনাশ! লোকটা তো অপরাধের গন্ধ পায়। ঝানু অ্যাসেসর। বীমা কোম্পানীকে ঠকিয়ে প্রতারণা করেছে এরকম বহু লোককে জেলে ঢুকিয়েছে। ওর মতো তুখোড় গোয়েন্দা অন্য কোন বীমা কোম্পানীতে আছে বলে মনে হয়না।

ব্যাপারটা যখন ম্যাডক্স পর্যন্ত গড়িয়েছে তখন ডাকাতির প্ল্যানটায় আর কোন লাভ নেই। ম্যাডক্স ঠিক বুঝবে ব্যাপারটা সাজানো আর খুঁজে বের করবেই। অথচ ডাকাতিটা বন্ধ করারও আর কোন উপায় নেই।

আমার মনে হল, ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে চাবি বন্ধ করে দিলে, রিয়া আর ফেল্ ঢুকতে পারবে না। কিন্তু ওরা ফিরে গেলে কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা হলে গালি গালাজ করে ভূত ভাগিয়ে দেবে।

হঠাৎই আমার চোখের সামনে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। আমি অনেক দেরী করে ফেলেছি। দরজায় চাবি দেবার সময় আর নেই।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। জ্ঞান ফেরার পর বুঝতে পারছিলাম না আমি কোথায়। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে ছবির মতো ভেসে উঠল সে রাতের ঘটনা।

সিডনীর বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজায় ভেতর থেকে চাবি বন্ধ করে দেয়া। কিন্তু সে সময় না দিয়েই দরজা ঠেলে দমকা হাওয়ার মতো রিয়া আর ফেল্ ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

লক্ষ্য করলাম তারা আমার নির্দেশমতো ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। ফেলের হাতে একটা কোল্ট অটোমেটিকের চকচকে নল আমার নজরে এলো। রিয়া ওর পেছনে। রিয়ার হাতে উদ্যত পয়েন্ট থ্রি এইট অটোমেটিক। দুজনের হাতেই দস্তানা।

—খবরদার, কেউ এতটুকু নড়বেনা। ফেল্ হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, হাত তোল।

আমি বাধা দেবার ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে যেতেই ফেল্ আমার মুখে রিভলবারের বাঁট দিয়ে এক ঘা কষালো। আমার মাথার ভেতর একটা হলদে আলোর ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি টলে পড়ে গেলাম কার্পেটের ওপর। মুখের ভেতর গরম রক্তের স্বাদ অনুভব করলাম। একচোখ খুলে ঘরের ভেতর কি হচ্ছে দেখতে লাগলাম।

সিডনীর সামনে দামী একখানা পেপার কাটার ছুরি পড়ে ছিল। সে ছুরিটা নিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গেল ফেলের দিকে। আমার ধারণা ছিল সিডনী খুব ভীতু, কিন্তু সে ফেলের বুক লক্ষ্য করে ছুরিটা চালালো। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা ফেলের হাতের মাংস কেটে গেঁথে গেল। ফেল্ এই আক্রমণ আশা করেনি তাই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পরমুহূর্তেই দেখলাম, রিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে এক হিংস্র হাসি হেসে, দাঁতে দাঁত পিষে দানবিক উল্লাসে সিডনীর মাথা লক্ষ্য করে রিভলবারের গুলি চালালো। কানফাটানো আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমি লক্ষ্য করলাম সিডনীর মাথার পেছন দিকটা ফেটে ঘিলু সমেত তালগোল পাকিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। তিনি মেঝেয় ধরাশায়ী হলেন।

সিডনী বেঁচে নেই। আমি তাঁর নিথর মৃতদেহের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আমার সামনের দেওয়ালের গায়ে মানুষ প্রমাণ আয়নায় চোখ পড়তেই দেখলাম রিয়া আমার পেছনে ঠোঁটে হিংস্র হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ভাল করে আয়নায় তাকে দেখবার জন্যে মাথা উঁচু করতেই রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথার ব্রহ্মতালুতে সজোরে এক আঘাত হানল। আমার আর কিছু মনে নেই, আমি জ্ঞান হারালাম।

ঐ ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে, চোখ না খুলেও টের পেলাম আমি আপাততঃ হাসপাতালে। নার্সদের কথাবার্তায় বুঝলাম আমি নাকি একনাগাড়ে পাঁচ দিন আচ্ছন্ন ছিলাম। কানে এল কে যেন বলছে, আর কতক্ষণ জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় আমাকে বসে থাকতে হবে বলুন তো ডাক্তার? আমি

পুলিশের বড়কর্তা, ভাবতে পারেন এই একটা লোকের জন্য আমি এখানে পাঁচদিন কাটিয়ে দিলাম।

পুলিশের বড়কর্তা? শুনেই আমি দুচোখ বুজে আচ্ছন্ন ভাব করে হাত পা এলিয়ে শুয়ে রইলাম।

কে যেন একজন বললেন, দেখুন স্যার যে কোন মুহূর্তেই ওর জ্ঞান ফিরতে পারে, আবার এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়ে দিতে পারেন।

—তবেই হয়েছে। আপনারা ইঞ্জেকশন দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে পারেন না? বড়কর্তার গলা।

—দুঃখিত, অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।

হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠে কে যেন মিঃ লেপস্কিকে লাঞ্চে ডেকে নিয়ে গেল।

আমি ভাবতে লাগলাম, রিয়া আর ফেল্‌ কি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে? বোধহয় না। তাহলে কি ওরা চুপচাপ বসে আছে নাকি নকল নেকলেস বিক্রীর জন্যে খদ্দের খুঁজছে। রিয়ার মতো পাকা ক্রিমিনালের পক্ষে নেকলেস বিক্রী করা অসম্ভব ব্যাপার।

এখন ম্যাডক্স আমাকে চোর সন্দেহ করে যদি আমার অ্যাপার্টমেন্ট তল্লাশী করে, আসল নেকলেসটা খুঁজে পায়, তাহলে তাদের মনের অবস্থা কি হবে? আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করতে লাগলাম রিয়া আর ফেল্‌ যেন ধরা না পড়ে। ওরা ধরা না পড়লে আমি বেঁচে যাবো, আর সিডনীর অবর্তমানে টম লুস আমার মতো অভিজ্ঞ লোককে হাতছাড়া না করে নিশ্চয়ই তার পার্টনার করবে।

হঠাৎ নার্স মেয়েটির গলায় শুনতে পেলাম, হ্যালো মিস বাক্সটার আপনি এসেছেন? —হ্যাঁ উনি কেমন আছেন? জেনীর গলা আমার কানে এলো।

আমি চোখ বুঁজে তার নরম, ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেলাম। জেনী বললেন, চেহারাটা ওঁর খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

—হ্যাঁ, ডাঃ সামার্স পাঁচদিন আগে ওঁর ব্রেনে একটা ছোট্ট অপারেশন করেছেন। বিপদ কেটে গেল, এখন জ্ঞান ফেরার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

এবার বুঝলাম লেপস্কি ঘরে ঢুকলেন। লেপস্কিকে নার্স বলল, মিঃ লেপস্কি, গোটা ব্যাপারটা কি ঘটেছিল বলুন না। আমি সবকটা কাগজ পড়ে মিঃ সিডনী ফ্রেমলিনের খুনের খবরটুকু ছাড়া কিছু জানতে পারিনি। আসল ব্যাপারটা কি?

—মিঃ কারের জ্ঞান ফিরে আসার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। তিনিই শুধু বলতে পারেন সেদিন কি হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু চুরি হয়েছে এটুকু আমরা শুধু অনুমান করছি বেশী কিছু বলতে পারব্যো না।

—কিন্তু আপনাদের হাতে নিশ্চয়ই কিছু প্রমাণ আছে? নার্স মেয়েটি বলল।

—আমরা শুধু জানতে পেরেছি যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সিডনী ফ্রেমলিনের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে খুন করে, তারপর ল্যারী কারকে মারাত্মক জখম করে পালিয়ে যায়। আমরা তাদের চেহারার বর্ণনাও পেয়েছি। বাড়ির পাহারাদার গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। সে ওদের পালাতেও দেখেছে। সে তাদের চেহারার যা বর্ণনা দিয়েছে তা থেকে কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। তা বলুন রাতে কি খাওয়াচ্ছেন?

—এই না লাঞ্চ খেয়ে এলেন, এর মধ্যে খিদে পেয়ে গেল? নার্স এইকথা বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, যাক পুলিশ তাহলে এখনো জানেনা নেকলেসটা চুরি গেছে। রিয়া আর ফেলের চেহারার বর্ণনা শুনে পুলিশ কিছুই ধরতে পারেনি। যাক, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে চোখ মেললাম। লেপস্কি চেঁচিয়ে উঠল, ডাক্তার ওঁর জ্ঞান ফিরেছে!

ডাক্তার আসতে আমি জড়িয়ে ধরে বললাম, মাথায় বড্ড ব্যথা।

—এক্ষুনি সেরে যাবে, বলে ডাক্তার আমায় একটা ইনজেকশন দিতে আমার দুচোখে ঘুম জড়িয়ে এল। শুনলাম ডাক্তার লেপস্কিকে বলছেন, দুঃখিত, এখন ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবেনা। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই, হঠাৎ চোখের ওপর রোদ পড়তেই জেগে উঠলাম।

চোখ খুলতেই দেখি একজোড়া কঠিন নীল চোখ আমার মুখের ওপর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। টের পেলাম, এ চোখের মালিক চিকিৎসক নয়, আইনরক্ষক।

—হাই ; মিঃ কার, গলা নামিয়ে তিনি বললেন, আপনার জ্ঞান ফিরেছে দেখে আমি খুশী। আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?

একজন নার্স এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। আমাকে ভাল করে দেখে বললেন, দাঁড়ান, ডাঃ সামার্স অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত ওঁকে বিরক্ত করবেন না।

মিনিট দুয়েক পর গায়ে চিকিৎসকের কোট পরে একজন ঢুকলেন, বুঝলাম ইনিই ডাঃ সামার্স।

—মিঃ কার, পুলিশের তরফে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে, আপনি কি উত্তর দিতে পারবেন? তবে জোর করে কথা বলতে যাবেন না।

আমি গলাটা ভারী করে বললাম, হ্যাঁ। লেপস্কি আমার পাশে এসে বললেন, সেদিন রাতে যা ঘটেছিল খুব সংক্ষেপে আমায় বলুন, জানি উত্তর দেবার মতো মানসিক অবস্থা আপনার এখন নেই। খুব সংক্ষেপে.....।

আমি গলাটাকে যথাসম্ভব ক্লান্ত করে বললাম, সিডনী ফ্রেমলিন আর আমি বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় একটা ছেলে, একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল। সিডনী তাদের ঠেকাতে যেতে মেয়েটি তাঁর মাথায় গুলি করল, তারপর রিভলবারের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করল।

—আপনারা কি কাজ করছিলেন?

—একটা হীরের কলারের নকশা তৈরী করছিলাম। আমি জবাব দিলাম।

—ওরা কি জন্য এসেছিল তা জানেন?

—একটা হীরের নেকলেস ভেঙে কলারটা করাবার কথা ছিল, মনে হয় ওরা সেই নেকলেসটা চুরি করতে এসেছিল। আপনি জানেন নেকলেসটা ওরা নিয়ে গেছে কিনা? আমি জিজ্ঞাসু চোখে লেপস্কির দিকে তাকালাম।

—না আমরা এসে কোন নেকলেস খুঁজে পাইনি, তা নেকলেসটার দাম কত হবে? আমি উত্তর না দিয়ে চোখ বুঁজলাম। ডাঃ সামার্স পাশ থেকে লেপস্কিকে আর একটি কথাও না বলতে অনুরোধ করে আমাকে একটা ইনজেকশন্ দিয়ে দিলো। আমি ধীরে ধীরে তন্দ্রায় ডুবে গেলাম।

আবার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি ডাঃ সামার্স, লেপস্কি কেউ নেই, একজন লম্বা কুৎসিৎ চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

—সুপ্রভাত, মিঃ কার, আমি স্টীভ হার্মাস, ন্যাশন্যাল ফাইডেলিটি ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন থেকে আসছি। লোকটি বলল।

এ সেই ঝানু গোয়েন্দা, লেপস্কির চাইতে এ লোকটি আরো বিপজ্জনক।

—মিঃ কার, আপনি কি জানেন মিঃ সিডনী ফ্রেমলিন মারা যাবার কিছুদিন আগে একটা হীরের নেকলেস ইনসিওর করিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ ....সিডনী আমায় বলেছিলেন। আমি বললাম।

—মিঃ লেপস্কিকে আপনি যা বলেছেন, তার থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়েছে নেকলেসটা চুরি গেছে। আমরা তল্লাসী করে দেখেছি, মিঃ ফেমলিনের সিন্দুকে ওটা নেই, এখন কথা হচ্ছে নেকলেসটা ওদের হাতে পড়েছে কিনা।

—পড়েনি, ওটা চুরি যায়নি।

—চুরি যায়নি, তার মানে? হার্মাস তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালো।

—ওটা আমার অ্যাপার্টমেন্টে সিন্দুকের ভেতর আছে। আমি হার্মাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম।

—আপনার সিন্দুকের ভেতর? মিঃ কার দয়া করে আমাকে সব খুলে বলুন।

—দুটো নেকলেস তৈরী করা হয়েছিল, একটা আসল আর একটা নকল। চুরি যাবার ভয়ে সিডনী আসলটা আমায় রাখতে দেন। নকলটা সামনে রেখে আমরা কাজ করছিলাম।

—মিঃ কার, আপনি দারুণ সুসংবাদ শোনালেন, হার্মাসের মুখ উজ্জ্বল হলো।

—আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার কোম্পানী বহু টাকা ক্ষতিপূরণের হাত থেকে বেঁচে যায়। অনুমতি দেন তো আমি নিজে একবার—আসল নেকলেসটা দেখতে চাই।

—নিশ্চয়ই, আমার জ্যাকেটের পকেটে আমার অ্যাপার্টমেন্টের চাবি আছে। সিন্দুক খোলার নম্বর হল এম্ব—১১-০-৪।

—ধন্যবাদ, মিঃ কার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বলে হামার্স উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আসল নেকলেসটার কথা ফাঁস করে আমি সাধু সাজলাম, টমের কাছেও এর ফলে আমার সুনাম বাড়বে। কিন্তু পুলিশ যদি রিয়া আর ফেলকে গ্রেপ্তার করে, তাহলে চাপের মুখে ওরা সব ফাঁস করে দেবে, আর তখন আমার সব পরিকল্পনা মাটি হয়ে যাবে।

হাসপাতালে আরো একদিন কেটে গেল। এর মধ্যে তিনটে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। এক, মিঃ লেপস্কির মুখ থেকে জানতে পেরেছি, যে পুলিশ সিডনীর অ্যাপার্টমেন্ট তল্লাশী করে সেই ছুরিটা খুঁজে পেয়েছে যার সাহায্যে সিডনী ফেলকে আঘাত করেছিলেন। ছুরির রক্ত পরীক্ষা করে একটা ব্লাড গ্রুপও তারা খুঁজে পেয়েছে।

দুই, জেনী গতকাল আমায় দেখতে এসেছিলেন। তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম তিনি আমার প্রেমে পড়েছেন। তাঁর মুখ থেকেই জানলাম তিনি আরো দু-তিনদিন প্যারাডাইস সিটিতে থাকবেন। আমি তাঁকে হোটেল ছেড়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকবার অনুরোধ করেছি। প্রথমে গররাজি হয়েও পরে রাজী হলেন. এর ফলে আমরা দুজন পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসতে পারব।

তিন, গতকাল জেনী চলে যাবার পর লুস অ্যান্ড ফ্রেমলিনের অন্যতম পার্টনার টম লুস আমায় দেখতে এসেছিলেন। তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম, সিডনী খুন হবার কিছুদিন আগে উইল করেছিলেন তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর অবর্তমানে আমাকে উত্তরাধিকারী করে গেছেন। তাঁর পার্টনারশিপের উত্তরাধিকারীও আমাকেই করেগেছেন। এখন সিডনীর উইলের বলে আমি অনায়াসেই সিনিয়ার পার্টনার হিসেবে আমার পুরোনো প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসতে পারি। অর্থাৎ এখন আমি কোটিপতি।

টম লুসের কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে ভাবলাম এ আমি কি করেছি। সিডনী আমায় এত ভালবাসতেন, আর আমি কিনা তুচ্ছ একটা নেকলেসের লোভে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম। এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি বালিশে মুখ গুঁজে শিশুর মত কেঁদেছি। নিজের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠেছে। এরপর নার্স এসে আমার হাতে ইনজেকশন্ দিয়ে গেলেন, আমিও গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

একরাশ লাল গোলাপ হাতে জেনী আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

—কেমন আছেন? আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—ভাল, আজকের কাগজ পড়েছেন? আমার কোটিপতি হবার খবর নিশ্চয় দেখেছেন?

—হ্যাঁ, পড়লাম, তাহলে এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারবেন।

—জেনী, ডাঃ সামার্স আমাকে সমুদ্রের হাওয়ায় বিশ্রাম নিতে বলেছেন। ঠিক করেছি দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্ডিয়া, হংকং অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আসব। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

জেনী বললেন, সত্যি বলছেন?

আমি বললাম, সত্যি বলছি।

—ওঃ ল্যারী আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। বলে খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল জেনী।

—এখন কিন্তু আপনার হাতে অনেক কাজ। ভালো জামাকাপড় বানিয়ে নিন। তারপর আমার ট্রাভেল এজেন্ট আউটওয়ার্ড বাউন্ডার্সের সঙ্গে দেখা করুন এবং একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট করবেন। আপনার আর আমার কেবিন যেন পাশাপাশি হয়। তারপর আমার পার্টনার মিঃ টম লুসের সঙ্গে দেখা করুন, উনি আপনাকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

—নিশ্চয় ল্যারী। বলে আরো কিছু হালকা কথাবার্তা বলে জেনী বিদায় নিলেন।

আমি জেনীকে নিয়ে বেড়াতে যাবার সুখস্বপ্নে যখন বিভোর হয়েছিলাম, সেইসময় ঘরে

ঢুকলেন লেপস্কি আর সার্জেন্ট হেস।

—মিঃ কার, দুয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। আচ্ছা আমরা যতদূর জেনেছি আপনি কিছুদিন আগে লুসভিলে কিছু সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়েছিলেন। তাই না? লেপস্কি প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

—রিয়া মর্গ্যান নামে কোন নারী অপরাধীর নাম আপনি শুনেছেন?

—হ্যাঁ, মিস বাস্ক টারের কাছে কাজ করায় সময় ঐ মেয়েটি জেলে থেকে ছাড়া পায়। তখন আমিই তাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দি।

—মেয়েটি আপনার পরিচয় জানতে পেরেছিল?

—হ্যাঁ, আমি তাকে আমার নাম আর পদবী বলেছিলাম।

—মেয়েটি জানত আপনি লুস অ্যান্ড ফ্রেমলিন কোম্পানীর সেরা জহুরী?

—না, রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার আর অন্য কোন কথাবার্তা হয়নি।

—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, মেয়েটি গোপনে আপনার সবকিছু জেনে নিলো। লেপস্কি বললেন।

—হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে সে তা করতে যাবে কেন?

—তা এখুনি বলতে পারব না মিঃ কার, আমরা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এগোচ্ছি।

—তাহলে আপনারা অনুমান করছেন এই তদন্তের সঙ্গে রিয়া মর্গ্যানের সম্পর্ক আছে? আমি লেপস্কির মুখের দিকে তাকালাম।

—আমরা ঐ রকমই অনুমান করছি, শুনুন মিঃ কার, লুসভিলের এক ক্যালটেক্স গ্যাস স্টেশনের কর্মচারী পুলিশকে জানিয়েছে যে, কিছুদিন আগে বিটলস্ পরচুলা লাগিয়ে রুপালী কাঁচের গগলস্ পরে একটি লোক মাঝরাতে একটা খেলনা রিভলবার হাতে সব টাকা দিয়ে দিতে বলে। কিন্তু কর্মচারীটি তার হাতের খেলনা রিভলবারটি দেখে তাকে দোকান থেকে চলে যেতে বলে। সে লোকটি তখন চলে যায়। কর্মচারীটির রিপোর্ট অনুযায়ী লোকটির গায়ে ছিল লাল জ্যাকেট, দুপাশে-কালো কাপড়েব তাপ্পি মারা পকেট। এবার ভাবুন মিঃ কার, আপনি এবং সিডনীর দারোয়ান দুজনেই হত্যাকারীদের একজনের পোশাকের যা বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে গ্যাস স্টেশনের কর্মচারীর হুবহু মিল আছে। এই দুটো বর্ণনা মিলে যাবার পর আমরা লুসভিলে গিয়ে জানতে পারি, আপনার এবং রিয়া মর্গ্যানের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। আমরা এও জানতে পারি তার সঙ্গে তার ভাই থাকতো। আপনি ওর ভাইকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, রিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় ওর ভাই সেখানে ছিল।

—তাহলে কি এরাই সিডনীকে খুন করেছে?

—ঠিক বলতে পারবো না। আমি বললাম, আসলে ব্যাপাবটা এত দ্রুত ঘটেছিল যে আমার পক্ষে কিছু অনুমান করা কঠিন কাজ ছিল।

—সিডনীর হত্যাকাবীদের মধ্যে পুরুষটি কি রিয়ার ভাই ফেলের মতো দেখতে?

অনেক চিন্তা করার ভান করে বললাম আমার যতদূর মনে হয়, সে লোকটি ছিল বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা কিন্তু ফেল্ তো লম্বা রোগা।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। হ্যালেরানকে সঙ্গে নিয়ে আমি রিয়ার বাংলোয় গিয়ে শুনি ওরা সিডনী খুন হবার দুদিন আগে এখান থেকে চলে গেছে। আরও খোঁজ নিয়ে জানলাম এখানে তারা পিরামিড হোটেলে উঠেছিল। ওখানে ডেস্ক অফিসার রিয়ার ফটো দেখে ওকে শনাক্ত করেন। বলুন মিঃ কার, রিয়াকে খুনী বলে আপনার সন্দেহ হয়?

—আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়, মিঃ লেপস্কি, আমি তা কি করে জানব বলুন?

—সেটা অবশ্য ঠিক, তবে রিয়ার অতীত রেকর্ড এত জঘন্য যে ওর মতো অপরাধীর পক্ষে এধরনের খুন খারাপি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া সমস্ত বড় বড় জুয়েলারীর দোকানে বলে রেখেছি কেউ হীরের নেকলেস বিক্রী করতে গেলেই যেন আমাকে জানানো হয়। আর ফেল যদি ধরা পড়ে, ছুরির রক্তের দাগের সঙ্গে ওর ব্লাডগ্রুপ মিলে যায় তাহলে ধরে নেব যে ওদের

মধ্যেই কেউ একজন সিডনীকে খুন করেছে। আচ্ছা কার, এখন আমরা চলি।

বোকা, আমি সত্যিই বোকা। কি দরকার ছিল ঐ ছদ্মবেশে ফেলকে সাজতে বলার। মনে রাখা উচিত ছিল ঐ ছদ্মবেশে আমি গ্যাস স্টেশন লুঠ করতে গিয়েছিলাম।

এখন রিয়া আর ফেল্‌ নেকলেসটা বিক্রী করতে গেলেই ধরা পড়বে আর এই ডাকাতির প্ল্যান কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল তা বলে দেবে।

এখন জাহাজে চেপে ঘুরে বেড়ানোর প্ল্যান বাদ দিয়ে একবার বেরিয়ে পড়লে তখন যদি রিয়া আর ফেল্‌ গ্রেপ্তার হয়, হয়ত দেখব কোন বন্দরে সেখানকার গোয়েন্দারা আমায় গ্রেপ্তার করার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বিকেল চারটেয় ডাঃ সামার্স ছুটি দিলে আমি অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে পৌঁছলে জেনী এল। একরাশ মালপত্র কিনে নিয়ে এসেছে। তাকে দেখেই সমুদ্র ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করার কথাটা জানিয়ে দিলাম।

—সেকি যাবেন না কেন? এতে আপনার ভালই হবে। জেনী অবাক চোখে বলল।

—সিদ্ধান্ত পাল্টাবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে, জেনী, তাছাড়া এখন আমায় আমার ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে।

—ওঃ, আমার মনে ছিল না। কিন্তু আমি যে আপনার আর আমার জন্যে জামাকাপড়ের অর্ডার দিয়ে এসেছি।

—ওগুলো আপনার কাছে রেখে দিন। সময়মত দরকার লাগতে পারে।

—ঠিক আছে। মনে হচ্ছে লুসভিলে ফিরে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল হবে। আমার অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে, আর আপনারও সাহায্যেব দরকার নেই। আর একঘণ্টা পরেই বাস ছাড়বে, সেটা ধরতে পারলে পরশু নাগাদ লুসভিলে পৌঁছে যাব। জেনী ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ গলায় বলল।

—আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।

হঠাৎ কি হল জেনী দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে বলল, ল্যারী কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন। আমি লক্ষ্য করছি হাসপাতাল থেকে ফিরে আপনি কোন ব্যাপারে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কি হয়েছে আমায় বলবেন না? দুজনে একসঙ্গে সমস্যার সমাধান করি।

—কিছু হয়নি জেনী, আপনার বাস মিস্‌ হয়ে যাবে।

অবাকচোখে জেনী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জানি জেনীর হৃদয়ে আমার জন্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে, জেনীর এ ভালবাসায় কোন ফাঁকি নেই, থাকতে পারেনা।

জেনী চলে যাবার পর তিনদিন কেটে গেছে, চারদিনের মাথায় আমি একটা অ্যাটাচিকেসে হীরের নেকলেসটা ভরে টম লুসের সঙ্গে দেখা করলাম। টমকে বললাম আমি নেকলেসটা ফার্মকে ফিরিয়ে দিতে চাই। ওটার বিক্রীত টাকা ফার্মের তহবিলে গচ্ছিত থাকবে।

টম বলল, সিডনী যে দামে ওটা মিসেস প্রেসিংটনের কাছ থেকে কিনেছিল সেই দাম দিয়েই ওটা ফার্ম আমার কাছ থেকে কিনে নেবে। টমের সঙ্গে বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক কিছু কথাবার্তা সেরে আমি সিডনীর অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলাম।

দরজায় বাইরে দাঁড়িয়ে আমি অস্বস্তিবোধ করলাম। মনে হল দরজা খুললেই সেই ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়বে। পরক্ষণেই মনকে বোঝালাম, সিডনী তার অতিলোভের শাস্তি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পেয়েছে, আমি তো নিমিত্তমাত্র।

চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে পা দিতেই এয়ারকণ্ডিশন মেশিনের মৃদু আওয়াজ কানে এল। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দরজা খুলতেই আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। উদ্যত রিভলবার হাতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফেল মর্গ্যান। সে আমার দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সামনের একটা সোফায় অবসন্নভাবে বসে পড়ল। রিভলবারটা হাত থেকে কার্পেটের ওপর ফেলে দিলো সে।

দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্নাভেজা গলায় বলল, তোমার জন্যে আমি কুকুরের মতো পালিয়ে

বেড়াচ্ছি, তোমায় এখন আমাকে বাঁচাতে হবে।

আমি বললাম, রিয়া কোথায়?

—ঐ কুত্তীর কথা জিজ্ঞেস করোনা, কাগজে যা বেরিয়েছে তাতে ধরা পড়লে আমার কম করে বিশ বছর সাজা হয়ে যাবে। রিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলে। আমি রিভলবারে গুলি ভরিনি, কিন্তু বুঝতে পারিনি কখন ও গুলি ভরে নিয়েছে। ঐ তো তোমার মনিবকে খুন করেছে। ও তোমাকেও খুন করতে চেয়েছিল।

—রিয়া কোথায় ফেল, আমি ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলাম।

—এখান থেকে পালিয়ে আমরা দুজন গাড়িতে করে জঙ্গলের দিকে গেলাম। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে রিয়া বলল, ফেল্ গাড়ির বাঁদিকের চাকাটা দেখত, মনে হচ্ছে ওটায় হাওয়া নেই। আমি বোকার মত গাড়ি থেকে নামতেই রিয়া গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল সেই নেকলেস। রিয়া ঐ নেকলেস বেচে লাল হয়ে যাবে আর তুমি-আমি পথে বসেছি।

আমি নরম গলায় বললাম, ফেল্, তোমার পালিয়ে যাবার সবরকম সাহায্য করব। কথা দিচ্ছি, টাকা দেব, গাড়িও দেব। তুমি শুধু বল রিয়া কোথায়?

—ও আছে একটা শয়তানের বাচ্চার সঙ্গে। রিয়ার চাইতে দশ বছরের ছোট সে, নাম স্পুকি হিংস্ক।

নামটা শোনামাত্র আমার মাথায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

—লুসভিলের স্পুকি হিংস্ক? আমি বললাম।

—হ্যাঁ, তুমি চেনো ওকে? ফেল বলল।

—একবার মোলাকাৎ হয়েছিল আমার সঙ্গে, ওর কখানা দাঁত আমি খুলে নিয়েছিলাম। তা ওর সঙ্গে রিয়া মিলল কি করে?

—রিয়া জেলে যাবার আগে থাকতেই স্পুকিকে চিনত, এখন পুলিশের ভয়ে ওর আড্ডায় গিয়ে লুকিয়েছে।

যাক, ফেলের কাছে এটুকুই শুনতে চেয়েছিলাম, এবার ফেলকে সরিয়ে দিতে হবে।

ফেল বলল, এবার আমায় টাকা দিন, আপনি বলেছিলেন দেবেন।

—নিশ্চয়ই দেব। আমি বললাম, ঐ যে দেয়ালে বড় ছবিটা টাঙানো আছে, ওটা সরালেই সিন্দুক দেখতে পাবে। দুটো জোড়া এক, পাঁচটা জোড়া আট, ছটা জোড়া নয়।

আমার কথামতো ফেল ডায়াল ঘোরাতে লাগল। আমি জানি ওটা আসল নম্বর নয়। আসলে আমি চাই ভুল ডায়াল ঘোরানোর ফলে পুলিশ আসুক। ঐ সিন্দুকের ডায়ালের সঙ্গে থানার যোগাযোগ আছে ওখানে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠতে আমি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললাম, হ্যালো।

রং নাম্বার। আমি রিসিভার রেখে দিলাম।

পরমুহূর্তেই দরজায় প্রবল করাঘাত শোনা গেল।

—দরজা খুলুন, আমরা থানা থেকে আসছি। ফেল রিভলবারটা তুলে নিয়ে ক্রুদ্ধচোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শালা, বেজন্মা, পুলিসকে খবর দিয়েছো?

—শিগগির ফেল, তার রিভলবারকে উপেক্ষা করে আমি টানতে টানতে তাকে ঘরের কোণে নিয়ে গেলাম, জলদি বারান্দায় চলো আমি পুলিশকে ঠেকাচ্ছি।

বাইরে দুমদাম দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল, দরজা খোল, নয়তো দরজা ভাঙবো।

বারান্দায় এসে ফেল্ ঝুঁকে নীচের দিকে দেখতে লাগলো। আমি ওর দু-পা ধরে রেলিং-এর ওপারে ওর দেহটা ছুঁড়ে ফেললাম। ছোট্ট ঢিলের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ল ফেল। পরমুহূর্তে দরজা ভেঙে পুলিশ ঘরে ঢুকল।

মাটিতে আছড়ে পড়ে ফেলের মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফেল মারা গিয়েছিল। তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই, জানি ও বেঁচে থাকলে সারাজীবন আমাকে ব্ল্যাকমেল করত। কিন্তু রিয়া তো এখনো জীবিত আর আমার মাথাব্যথা তাকে নিয়েই। রিয়াকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে।

একটা পুরোনো শেভ্রলেট কিনলাম। ওটা নিয়ে হিপির ছদ্মবেশে লুসভিলে গেলাম। চোরা মালের বাজার থেকে একখানা ভাল রিভলবার কিনেছি। পয়েন্ট থ্রি-এইট। রিয়ার সঙ্গে দেখা হলে কাজে আসবে।

স্পুকির ঘরের উল্টোদিকে একটা পুরনো চারতলা বাড়ির একখানা ঘর আমি ভাড়া নিয়েছি। আমার ঘরটা তিনতলায়। জানালা দিয়ে স্পুকিকে অনায়াসে চোখে পড়বে।

রাত প্রায় আটটা। আলো নিভিয়ে জানালার পাশে এলাম। উল্টোদিকের বাড়িটায় সবকটি তলাতেই জানলা খোলা। লক্ষ্য করে দেখলাম, তরুণ-তরুণীরা খালি গায়ে শুধু অন্তর্বাস পরে যে যার ঘরে শুয়ে বসে আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল দোতলায় একটা ঘরে একটা নিগ্রো তরুণী খালি গায়ে বিছানায় নিজের স্তনদুটি হাতে ঢেকে আছে। তার মাথার কাছে একটা ছোট রেডিও রাখা। হঠাৎ বাইরে মোটর বাইকের শব্দ পেলাম। তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে নিচে তাকাতে দেখলাম স্পুকি হিংস্র মোটর বাইক থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকছে। ঐ বাড়ির অনেকগুলো ঘর অন্ধকার। যে ঘরে আলো জ্বলবে, সেটাই স্পুকির ঘর চিনে রাখব। দেখলাম নিগ্রো তরুণীটি গায়ে শার্ট চাপিয়ে সসপ্যানে কি যেন করছে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন ঘরে আলো জ্বলতে না দেখে বুঝলাম রিয়া স্পুকির আশ্রয়েই আছে এবং বেরোনোর সময় ঘরের আলো স্পুকি নেভায়নি।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত নটা। হঠাৎ একপলকের জন্যে স্পুকিকে জানলায় দেখতে পেলাম। যাক, জানা গেল, সাততলায় থাকে। কিন্তু রিয়া? রিয়াও কি ঐ খানেই তার সঙ্গে বাসা বেঁধেছে? আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। একে একে প্রত্যেক তলায় আলো নিভে গেল। শুধু স্পুকির ঘরে আলো জ্বলছে। দেখলাম স্পুকি ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে মোটরবাইকে স্টার্ট দিলো।

—স্পুকি নৈশ অভিযানে বেরোল। কিন্তু ঘরের আলো নেভালো না কেন? এর অর্থ ঐ ঘরে রিয়া লুকিয়ে আছে। হঠাৎ দেখলাম নিগ্রো মেয়েটি সেজেগুজে হাতে হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে নীচে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি নিশ্চয়ই বেশ্যা। আমি একটা মতলব এঁটে নিচে নেমে গেলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়েটা হাসল।

মেয়েটি বলল, আপনাকে একা মনে হচ্ছে, সঙ্গী চাই?

—হ্যাঁ, ইতস্ততঃ করে বললাম, কত?

—দশ ডলার। দশ ডলার আপনার কাছে আছে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে দশ ডলার ওর হাতে দিলাম।

—তাহলে চলো যাই, দাঁড়িয়ে থেকে মিছিমিছি সময় নষ্ট করে লাভ কি?

মেয়েটির পেছন পেছন তার ঘরে এলাম। মেয়েটির শয্যাসঙ্গী হওয়া আমার একটা ছুতোমাত্র, আসলে আমি জানতে চাই রিয়া কোন ঘরে আছে। আমায় দেহদানে তৃপ্ত করে মেয়েটি সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, এমন সময় কানে এলো ওপর তলায় কে যেন ঠকঠক শব্দ করে জুতো পায়ে পায়চারী করছে। ভাল করে শুনে বুঝলাম ওটা মেয়েদের হিল তোলা জুতোর শব্দ।

—ওপরে কে পায়চারী করছে? আমি বললাম।

—এসব জেনে আপনার কি দরকার? আমার শয্যাসঙ্গিনী বলল, ও এক নতুন আপদ জুটেছে। দিনরাত এমনি ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ তুলে পায়চারী করছে। স্পুকির কথা ভেবে চুপ আছি। নয়তো মজা দেখিয়ে দিতাম।

আরেকটা দশ ডলারের নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, মেয়েটা স্পুকির বান্ধবী, তাইনা?

—হ্যাঁ, কোথায় কি অপকর্ম করে এসেছে, এখন পুলিশের ভয়ে এখানে লুকিয়ে বসে আছে।

যাক, আমার প্রতীক্ষার ফল ফলেছে। রিয়া যে ওপরের ঘরেই আছে, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হলাম।

চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেছে, এর মধ্যে রিয়াকে স্পুকির ঘরের জানলায় একবারের জন্যেও দেখতে পাইনি। সন্ধ্যায় আবার গিয়ে হাজির হলাম নিগ্রো মেয়েটির ঘরে। মেয়েটির নাম স্যাডি। আজ

বেরোবার আগে ট্রাউজারের হিপ পকেটে আমার সদ্য কেনা চোরাই রিভলবারখানা গুঁজে নিয়েছি। স্যাডির ঘরে ঢুকেই একখানা একশো ডলারের নোট তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, শোন, আমার বিছানায় বড় ছারপোকা হয়েছে, তাই আজ রাতটা আমি তোমার এখানে শোব।

—বেশ, আমি স্নান সেরে আসছি।

—হালকা কোন ড্রিংক্স দিতে পার। একটা সস্তা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বের করে দিয়ে স্যাডি বাথরুমে ঢুকল।

মাথার ওপর যথারীতি পায়চারির শব্দ। বাইরে হঠাৎ মোটরবাইকের শব্দ কানে যেতেই দেখলাম স্পুকি ফিরে এসেছে।

স্যাডি স্নান সেরে এসে আমায় নিয়ে পড়ল। তারপর আচমকা ওপরের ঘরে চেঁচামেচি কানে আসতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।

—অ্যাই রিয়া কুত্তী কাঁহিকা, এটাই শেষ বোতল, আর আমার কাছে হুইস্কি নেই।

—ওটা আমার দে বলছি। জড়ানো গলার আওয়াজে রিয়াকে চিনতে আমার ভুল হল না।

—নে তবে, গিলে মর, আমার কি? অনেক জ্বালিয়েছিস, এবার সময় থাকতে কেটে পড়, আমায় রেহাই দে। স্পুকি বলল।

—অ্যাই খবরদার, আমি এখানেই থাকব। জানিস না, আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই? বেশী ঝামেলা করলে, এমন শিক্ষা দেব স্পুকি, যে চোখে অন্ধকার দেখবি।

—তুই কোথায় কি ঝামেলা পাকিয়ে এসেছিস তাই বল্, স্পুকি বলে কেন তুই পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, তোকে এক্ষুণি বলতে হবে। ফেল্ কোথায় আমি জানতে চাই। দিনরাত শুধু ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিস আর একটার পর একটা হুইস্কি শেষ করছিস। তোকে শেষবার বলছি, এক্ষুণি সময় থাকতে পোঁটলাপুটলী নিয়ে বিদেয় হয়ে যা।

—তাই নাকি? পুলিশের খোঁজাখুজি না থামা পর্যন্ত তোর এখান থেকে বেরোচ্ছি না। তোর জন্যে আমি একদিন কত কিছু করেছি ভুলে গেলি? হতভাগা, নিজে রোজগার করার চেষ্টা করতে পারিসনা। কম টাকা দিয়েছি তোকে? ঐ মোটরবাইক কে কিনে দিয়েছিল? সব ভুলে গেলি? বদমায়েশী ছাড়া কোন্ গুণ আছে তোর?

—ঠিক আছে, আমি তোর সব কথা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তুই এখান থেকে চলে যাবি। তারপর পুলিশে গিয়ে আমার নামে নালিশ কর। তোকে পেলে ওরা আমায় নিয়ে মাথা ঘামাবেনা। জলদি কেটে পড় রিয়া।

—স্পুকি আমার সঙ্গে মদ খাবি? রিয়া বলল।

—ভাগ শালী, কে তোর সঙ্গে মদ খেতে চাইছে?

—আয় স্পুকি লক্ষ্মীটি...মদ খেয়ে আজ তোকে নিয়ে শোব। আজ রাতে আমাকে সুখ দিবি তো?

—তোকে সুখ দিতে বয়ে গেছে। তুই এক্ষুণি বেরোবি কিনা?

তার মিনিটখানেক পরে স্যাডির বিছানা থেকে নেমে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বারান্দায় দাঁড়াতেই রিয়াকে চোখে পড়ল টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, মুখে বিড়বিড় করে বলছে, বেজন্মা স্পুকি, তুই শালা বেজন্মার বাচ্চা।

আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ফিসফিস করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, দেখেশুনে চলো খুকুমনি, কাছেই পুলিশ ঘুরছে।

—তুমি কে? রিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল।

—তোমারই মত পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

—পালিয়ে বেড়াচ্ছো মানে?

—আমি সব শুনেছি, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। শহরের বাইরে লুকিয়ে থাকার মত জায়গা আমার জানা আছে।

—বড্ড বেশী মদ গিলে ফেলেছি, আমার এখন মরে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

ছদ্মবেশটা ভালই হয়েছে। রিয়া আমাকে এখনও চিনতে পারেনি। গলার আওয়াজে চিনতে

নট মাই থিং

।। এক ।।

তিরিশ বছর বয়েসের কোঁকড়ানো কালো চুল, লম্বা চেহারার এক সুপুরুষ প্যারাডাইস সিটির যাদুঘরের দিকে চলে গেছে সেই দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো। নীল জামা, সাদা প্যান্ট, লাল টাই পরে লোকটা একবার কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলো।

প্যারাডাইস সিটির এই সাজানো গোছানো ঘরটায় তিনটে উঁচু দরের টেবিল রয়েছে। এখন দশটা তিরিশ। জুয়া যারা খেলে তারা এতেও দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বেজায় ভীড়।

আসল কথা জুলিয়ান লুকান নামের লোকটির অন্ধকার জগতে পরিচয় লাকি নামে। ভীড়ের মধ্যে একটি মেয়ের ওপরে ওর নজর পড়লো। ওব দিলদরিয়া খরচের ব্যাপারে মেয়েরা খুব খুশী। মাঝবয়েসী ও বিধবা মেয়েদের ক্ষেত্রে লুকান বেশ উদার। ও বেশ সৌখীন ও বিলাসী জীবন যাপন করে। এসবের জন্য ও টাকার কাঙাল। এর জন্য কোন মহিলার সঙ্গে বিছানায় শুতে ওর আপত্তি নেই। দর দস্তুর ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখে ও দাঁও মারে মোটা অঙ্কের। ও প্যারাডাইস সিটিতে গত তিন বছর রয়েছে। ও নিয়মিত কাজ পায়। লুকান এ সমস্ত ব্যাপারে বিরক্ত না হয়ে খোশমেজাজেই থাকে। ও নিয়মিত রেস খেলে। অনেক দিনের পরিশ্রমে ও একজন দিলদরিয়া মহিলাকে ছিপে গাঁথতে পেরেছিল।

ভালরকম প্রাপ্তিযোগ ঘটতে পাবে এমন কোনো শিকার এই তিনদিন না পেলেও লুকান আশাবাদী। আসলে ধৈর্য ধরে নিজেকে ভাল করে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু ওর টাকা পয়সা কমে যাওয়ায় ও খুব চিন্তিত। শেষ যে পাঁচশো ও দাঁও মেরেছিল সেটাও চরম বোকামী করে বে-আক্কেলের মতো বাজী ধরে বসলো। দামী পাথরে মোড়া ও নীলচে রঙের পোশাক পরা যে মহিলাটি টেবিলে খেলছিল ও তার দিকে তাকিয়ে রইলো। লুকানের মনে কিছুটা আশা হলো। একটু দূরে আর একজন মোটাসোটা মহিলাকে দেখে ধনবান খদ্দের মনে হলো। দুজনকেই একা এবং বিষণ্ণ মনে হলো। ও জুয়ার খানেক ধাতুর মুদ্রা টেবিলে ঠেলে দিলো ও ওরা তা জিতে নিতেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। জুয়া বেশ জমে উঠেছে। ঘরের মধ্যে লুকান একটু এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে একটা [illegible]র সিগারেট কেস বের করলো। এটা পাওয়া এক ফরাসী রাজকুমারীর কাছ থেকে। এক বয়স্কা রুমানিয়ান মহিলার কাছ থেকে পাওয়া দামী লাইটারে সিগারেট ধরালো।

[illegible]কটা ভরাট কণ্ঠস্বরে লুকান খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কাটাকাটা ধারালো কথাবার্তা শুনে [illegible] ব্যক্তির মুখোমুখি দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। ভদ্রলোকের চেহারা সুগঠিত, লম্বায় ওর মতো, বয়েস [illegible], গায়ের রঙ কালো, চুল ছোট করে কাটা। ধূসর রঙের একজোড়া চোখ মাঝে মাঝে ঝিলিক [illegible]

[illegible]কান পেশার ব্যাপারে এত পটু যে, কোন মহিলা বা পুরুষ দেখলেই তাকে ভালভাবে বুঝে [illegible] পারে। এই লোকটাকে দেখেই লুকান বুঝতে পারল লোকটা যথেষ্ট ধনী। লোকটার পোশাক [illegible] দামী বোঝা যায়। লোকটার দামী পোশাকের সামনে ওকে দীনদরিদ্র দেখাচ্ছে ভেবে ও বিব্রত [illegible] করলো। লোকটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লুকানের দিকে তাকিয়ে আছে। লুকান প্রথমে কি [illegible]ব ভেবে না পেয়ে জোর করে লোকটার দিকে উদ্ধত চোখে তাকালো। বেশীক্ষণ ওর চোখে [illegible] রাখতে না পেরে সরিয়ে নিলো। তারপর লুকান বলল এর আগে আমাদের মনে হয় দেখা [illegible]ছে। লোকটা মৃদু হেসে লুকানকে বলল আমি আপনার কাছে একটা অত্যন্ত লাভজনক কাজের [illegible] বিবেচনার জন্য রাখতে পারি।

[illegible]লাকটা একটু থেমে একটু নীচু আর কর্কশ কণ্ঠস্বরে আবার বলে উঠলো, আমার সঙ্গে কি

আপনি মদ খেতে রাজী আছেন?

ওর কথায় লুকান ভুরু কুঁচকালো। ভেতরে ভেতরে সাবধান হয়ে বললো, লাভজনক কাজ।

লোকটার কাছ থেকে একটা গন্ধ ভেসে আসছে। লুকান সচেতন হয়ে বললো উৎসাহ ব্যঞ্জক মনে হচ্ছে ব্যাপারটাতে। বলেই চমৎকারভাবে হাসলো। অনেক মহিলা এতে কাৎ হয়ে যায়। খানিকক্ষণ পরে বলে উঠলো আপনি কে?

লোকটা চারদিকে তাকালো। আমরা বারে যেতে পারি তো। সেখানেই ভালভাবে কথা বলা যাবে।

বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে জুয়াঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সামনে সরু বারান্দা। বারের দিকটা নির্জন। সেদিকেই ও এগলো। লুকান ট্রেইনড কুকুরের মতো ওকে অনুসরণ করলো। ওর মাথা ঘুরতে লাগলো। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো লাভজনক কাজ।

কথাটা ও শুনতে পেলো। লোকটা বাজে সময় নষ্ট করে না। দুজনে একটা টেবিলে বসলো। জনা কয়েক লোক জুয়ার অর্থক্ষতি নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। বারের বয় এসে জিজ্ঞেস করলো কি খাবেন? ড্রিংক চলবে? লুকান বললো, ধন্যবাদ, স্কচ খাবো। সেই লোকটা ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলো। লুকান আড়ষ্টভাবে নড়াচড়া করতে লাগলো। জ্বলন্ত সিগারেটটা সামনে ছুঁড়ে ফেলে বলে উঠলো আপনি এখনো আপনার নাম আমাকে বলেননি।

লোকটা লুকানের কথায় মন না দিয়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে রইলো। এতে লুকান খানিকটা কুঁচকে গেল। ক্রমশঃ ওর অস্বস্তি বাড়ছিল। ওয়েটার আসতে স্বাভাবিক বোধ করলো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ওয়েটারটা চলে যাবার পর লোকটা ধূসর কঠিন চোখদুটো দিয়ে লুকানকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর বলে উঠল আপনার সম্পর্কে আমি সব জানি। লোকটা কর্কশ ও নীচু কণ্ঠে বলে উঠলো তুমি বোকাসোকা ধনী মহিলাদের ফাঁদে ফেলার কৃতী পুরুষ। সামান্য থেমে আবার বলল, তাতে তোমার সংকোচ নেই। টাকার অঙ্ক ভাল থাকলে কিছুতেই তোমার আটকায় না। এবার লুকান কঠিন হয়ে গেল। তুমি বলে সম্বোধন করায় ওর মুখটা ঝলসে উঠলো। সক্রোধে বলল, তুমি কোন্ মাল আমি জানি না। জেনে রাখো আমি কারো অপমান মুখ বুজে সহ্য কবি না। লোকটা বলল বাজে বোকো না। তোমার মতো একটা লোককে আমার দবকার। আর টাকাব অঙ্কটা হবে হাজার দুয়েক ডলার। লুকানের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। দু হাজার ডলাবের জন্য যে কোনো অপমান সহ্য করতে প্রস্তুত আছে। পিঠটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বললো আমার স্ত্রীকে সরিয়ে দেবার জন্যে আমি তোমাকে কাজে লাগাতে চাই। লোকটার কথায় লুকান চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিল। লুকান ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। এ কাজে ও অভ্যস্ত। ভাল মালকড়ি পেয়ে অনেক বিবাহ বিচ্ছেদ ও ঘটিয়েছে। লুকান বলল, কিছু ভাবতে হবে না। বিবা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আমি করিয়ে দেবো।

লোকটা ধারালো কণ্ঠে বলল আমি বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলছি না। আমার স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে চাই। লুকান বলল আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

লোকটা বললো আমি চাই আমার স্ত্রীর যাতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে তার ব্যবস্থা করতে। সেটা করার জন্য ভাল অঙ্কের টাকা তোমায় দেবো বলেছি।

লুকান ভাবলো লোকটা কি পাগল, নিজের স্ত্রীকে খুন করতে চাইছে। লুকান বলল আমি তোমার সঙ্গে নেই। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

লোকটা বলল, আমার স্ত্রীর একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করলে আমি তোমাকে নগদ দু হাজার ডলার দেবো।

লুকান ঢোক গিলে কাঁপা গলায় বলল, তোমার স্ত্রীকে দু হাজার ডলারের জন্যে খুন করবো,

লোকটা বলল তাহলে ব্যাপারটা তুমি ধরতে পেরেছো।

লুকানের উঠে যেতে ইচ্ছে হলেও লোভ ওকে বসিয়ে রাখলো ওখানে। দু হাজারের লোভটা ওর মাথায় পোকার মত ঘুরতে লাগল। লোকটা কি বলছে শোনা যাক, রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললো, সব কিছু ভেবে বলছো তো?

সমস্ত পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিয়ে লোকটা বলল, বাজে কথা না বলে তুমি পারবে কিনা

বল? মোটা অঙ্কের টাকা বলে লুকান এড়িয়ে যেতে পারছে না।

লুকান ভাবলো প্রস্তাবটা একটা নিকৃষ্ট ধরনের খুনের। এ ধরনের কাজ আগে করেনি। নির্বোধ ধনী মহিলাদের মাথায় টুপি পরিয়ে আয় করলেও সেটা নির্দোষ ব্যাপার। কিন্তু এ একেবারে খুন। এই অস্বস্তিকর কাজ করা কি ওর পক্ষে সম্ভব? কিন্তু টাকাটা পেলে ওর সব ধার শোধ করেও কিছুদিন আরামে ও বিলাসিতায় ভেসে থাকতে পারবে। লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ অথবা না কিছু বল। লুকান ইতস্ততঃ করে সতর্কভাবে বলল মনে হচ্ছে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। কথাটা শুনে লোকটার দৃষ্টি প্রসন্ন হলো। এই প্রথম লোকটার ঠোঁটে এক টুকরো তির্যক হাসি দেখতে পেলো লুকান। লুকান বলল আমি এর ব্যবস্থা করলেও সামনাসামনি থাকব না। তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে।

সামান্য থেমে লুকান বলল চারদিকে খোঁজ নেবার জন্য কয়েকটা দিন আমাকে সময় দেবে?

লোকটা ওর কথা শুনে বলে উঠল—তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো খুন করা হচ্ছে এটা যেন বোঝা না যায়। লোকে যেন বোঝে এটা একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা। লোকটা ভয় দেখানোর মতো ধারালো কণ্ঠে লুকানের দিকে তাকিয়ে বললো আমি তোমাকে দুটো দিন সময় দিচ্ছি। এরপর তোমাকে কোথায় পাব?

লুকান বললো স্টার হোটেলেই।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল আগামীকাল সকাল এগারোটার সময় ঐ জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। লুকানকে শুভরাত্রি জানিয়ে বার থেকে বেরিয়ে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। লুকান একভাবে মিনিট তিনেক বসে রইলো। ব্যাপারটা ভাবতে আরম্ভ করলো। অন্যমনস্কভাবে বার থেকে বেরিয়ে এলো। প্রবেশ পথের দরজার সামনের প্রহরীরা জিজ্ঞেস করলো গাড়ি ডেকে দেবো?

লুকান পকেট থেকে ডলারের বিল বের করলো এবং বলে উঠলো না ধন্যবাদ।

তারপর জিজ্ঞেস করলো এইমাত্র যে লোকটা বেরিয়ে গেলো তাকে তুমি চেনো?

প্রহরী বলল উনি মিঃ শেরম্যান জেমসন।

খানিকবাদে লুকান একটা গাড়ি ভাড়া করে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

শেরম্যান জেমসন সক্রিয় মনে একা দামী গাড়ির মধ্যে বসে। ভাবলো কাজটাতো শুরু করা গেছে। লুকান কিভাবে সমস্যার সমাধান করবে? লুকানের সঙ্গে লেনদেনে একটু আড়ষ্টভাব রয়েছে। লোকটা লোভী হলেও আর কেউ নেই যে কাজটা করতে পারে। এমন কোন খুনীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই যাকে এই কাজে ভাড়া করা যায়। এই দুনিয়ায় এ ধরনের খুনী অনেক আছে। লুকান ওদের থেকে বেশী নিরাপদ। ওর ওপরে ভালরকম নির্ভর করা যায়। লোকটার ওপর আস্থা রাখা যায়। এ ধরনের লোক পাওয়া মুস্কিল। লুকানের খবরটা পেয়েছিল এক বয়স্কা ধনী হতাশাগ্রস্ত মহিলার কাছ থেকে। মহিলার বক্তব্য টাকার জন্য ও সবকিছু করতে পারে। জেমসন ভাবলো লুকানের সঙ্গে যখন কারবার করবে তখন সতর্ক থাকবে। পরিকল্পনাটা নিখুঁত হওয়া চাই। পরে পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে হৈ চৈ না করে সে ব্যাপারে আগেই সাবধান হতে হবে।

ব্যাপারটা ঘটাতে হবে সোজাসুজি। একেবারে দুর্ভাগ্যজনক মারাত্মক দুর্ঘটনা। দুটো দিন সময় চেয়েছে লুকান। ঠিকমতো পরিকল্পনা করে ও রাজী হলে সবদিক একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে।

জেমসন স্ত্রীর কথা ভাবতে লাগলো। আট বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। মহিলাকে সুন্দরীই বলা যায়। গৃহিণী হিসেবে ও বেশ চমৎকার। এটা ব্যবসার ব্যাপারে জরুরী। ঘরে বাইরে চালাতে এজন্য অসুবিধে হয় না। সব দিক থেকে ওর স্ত্রীকে একটা বোঝা বলে মনে হয়। জেমসনের একটা সন্তানের আশা ছিল। চল্লিশ পেরোনোর ঠিক মুখোমুখি ও বিয়ে করেছিল শ্যাননকে। ওর বাবার তৈরী জেমসন কমপিউটার কর্পোরেশন। ও সেই কোম্পানীর উত্তরাধিকারী। ওর হাতে কোম্পানী আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বিরাট বড় হয়ে আয় বেড়েছে। ওর বাবার এই বিরাট রাজ্য ভবিষ্যতে যাতে ঠিকমতো চলে সেজন্য ওর প্রয়োজন ছিল একজন উত্তরাধিকারীর। ওর বাবা বলতো কোম্পানীকে নিজের পরিবারের নিজের লোকের হাতে রাখা দরকার। জেমসনের সন্তানের প্রয়োজন সেটার

মুখ চেয়ে। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের মতো সফল আর বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী গড়ে তুলবে। তবেই ওর বাবার আর নিজের স্বপ্নের এই কোম্পানী ঠিকভাবে বেঁচে থাকবে।

জেমসন মন দিয়ে কিছু চাইলে যে কোন উপায়ে তা নিশ্চিতভাবে পেতো।

গত দু বছরে ওর স্ত্রী শ্যানন সন্তান সম্ভবা থাকার সময় তিনবার দুর্ঘটনা ঘটিে্ছে। কোনটাই ওর নিজের দোষে হয়নি। শ্যাননের নিজের প্রতি যত্ন ছিল।

যত্ন আর সাবধান থাকা সত্ত্বেও দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছিল। শেষের বারে ওর মনে হয়েছিল এবারেরটা ও উতরে যাবে। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা থাকার সাত মাসের মাথায় দুর্ঘটনা ঘটলো। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় গড়িয়ে পড়লো একেবারে নীচে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হলো। কিন্তু বিরাট আঘাত পেয়ে বাচ্চাটা গর্ভেই মারা গেছে। পরিতাপের বিষয় এবার ছিল একজন পুত্র সন্তান।

জেমসন বাচ্চাটাকে দেখেছিল। হতাশ লেগেছিল বাচ্চাটা দেখে। শ্যাননের দিকে তাকায়নি। সপ্তাহ দুয়েকের মত ও স্ত্রীকে এড়িয়ে চলেছিল। ব্যবসার কারণ দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতো। শ্যানন এই ব্যাপারটা নিয়ে এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করলো। জানা গেল ব্যাপারটা তীব্রভাবে মানসিক। এই কারণেই কোনো সন্তানের জন্ম দেওয়া ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর কোনো কারণ নেই। শ্যাননকে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

নতুন করে চেষ্টা করে দেখতে বলতো ওকে। জেমসন বাইরে ঘুরছিল। শ্যানন চিঠিতে জেমসনকে সব জানালো। তাতে সান্ত্বনা পাবার মতো কিছু ঘটলো না। এরপরে বিষয়টা অন্য দিকে মোড় নিতে আরম্ভ করলো। জেমসন শ্যাননের বিরোধী হয়ে পড়লো। শ্যাননকে ও সহ্য করতে পারছিল না। এটা প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ শ্যানন একজন খাঁটি রোমান ক্যাথলিক। জেমসন নিজে অজ্ঞেয়বাদী। জেমসন ভেবেছিল বিয়ের সময়ে শ্যানন ধর্ম পাল্টে ফেলবে। কিন্তু তা হয়নি। পরবর্তীকালে ও জোর করেই শ্যাননের সঙ্গে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাওয়া বন্ধ করে দিলো।

এরপর ঘটলো আরো একটা ঘটনা। জেমসন মিস টার্নিয়া লরেন্স নামে এক সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়ে গেল। ওকে দেখে জেমসন ঠিক করলো এই মহিলাই হবে তার সন্তানের উপযুক্ত জননী। ঠিক করলো ওকেই বিয়ে করবে। ওদের বিয়ের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ালো শ্যানন। শ্যাননকে অনেক বোঝালো জেমসন। ওর স্ত্রী ওর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে রাজী হলো না। এতে টার্নিয়া লরেন্স হতাশ হয়ে ওকে জানালো ওর ভাবনা ছেড়ে ও যেন ওর স্ত্রীকে নিয়েই সুখী হয়। ওব সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারলে টার্নিয়া সুখী হতো। সেটাও জানালো জেমসনকে। কিন্তু জেমসন এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। টার্নিয়াকে এক্টা মাস সময় দিতে বলেছিল। শ্যাননকে যেমন করে হোক রাজী করাবে। ওকে দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করাতে হবে। এর জন্য দরকার একটা মাস।

সব শুনে টার্নিয়া বলেছিল ও একটা অবাস্তব স্বপ্নের মধ্যে বাস করছে যা কোনদিনও সম্ভব হবে না। ওকে বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ও একটা চাকরী পেয়ে বাইরে যাচ্ছে। সেখানে নিজেকে মানিয়ে নেবে।

টার্নিয়ার কাছে জেমসন একমাস সময় চেয়েছিল। প্রথমে ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত একমাস সময় দিয়েছিলো। ওকে বিদায় দিয়ে জেমসন নিজের গাড়িতে উঠেছিল। ও বুঝেছিল বিকল্প কোন রাস্তা ওর কাছে খোলা নেই। শ্যাননকে খুন করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সেই ব্যবস্থাই ওকে পাকা করে ফেলতে হবে। লুকান যখন প্যারাডাইস সিটি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলো তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। সেখান থেকে সোজা সিডনী ড্রাইসডেলের বাড়িতে এসে পৌঁছালো। ড্রাইসডেল বিখ্যাত পত্রিকা হেরাল্ডের এক সাংবাদিক। অফিস ঘরের দরজা খুলে দেখলো ড্রাইসডেল টেবিলে বসে মেজাজে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটে যাচ্ছে। সবেমাত্র লেখা শেষ করেছে। এরপর সোজা বাড়ি যেতে হবে।

লুকান অনেক সময় ড্রাইসডেলের কাছে কেচ্ছাকেলেঙ্কারীর খবর জুগিয়েছে। দুজনে অনেক ধরনের কাজও করেছে। ড্রাইসডেলকে প্রতিটি খবর দেবার জন্যে লুকান ভাল পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

ড্রাইসডেলের বয়েস ষাট। চেহারা মোটা। মাথায় টাক, লুকান দেখলো ড্রাইসডেল গলা খোলা

একটা শার্ট পড়ে আছে। চশমার আড়ালে ঢাকা ওর চোখ দুটো। লুকান বললো হ্যালো সিড...

ড্রাইসডেল সাবধানে লুকানের দিকে তাকালো। তারপর হাসিমুখে বললো—আরে লাকি যে—ওর কণ্ঠে খানিকটা বিস্ময় লেগে আছে।

একটু থেমে ড্রাইসডেল বললো খবর এনেছো নাকি? এখন আমি বাড়ি যাবো।

লুকান চেয়ারে বসে সুন্দর একটা সিগারেট কেস বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরলো। সে সিগারেট নিলো। খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ওটা রেখে দিলো ড্রয়ারে। তারপর বললো আমি আর সিগারেট খাই না। কিন্তু লুকান ওকে বললো একজন ধনী মহিলা এই সপ্তাহে গর্ভপাত করাতে যাচ্ছে। খবরটা চাও নাকি?

খবরটা শোনামাত্র ড্রাইসডেলের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ফুলে উঠলো। এই খবরটা ওর কলামটা ভর্তি করে ফেলতে পারে। ড্রাইসডেল বললো তুমি বলো আমি শুনি।

লুকান বললো আগে তোমাকে শেরম্যান জেমসন সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপার আমাকে জানাতে হবে।

ড্রাইসডেল বললো—জেমসন হচ্ছে জেমসন কমপিউটার কর্পোরেশনের মালিক। আমার লেখাতে আমি কখনই ওর নাম উল্লেখ করিনি।

একটু হেসে আবার বললো তুমি যেমন করে সিগারেট কেনো তেমনি করে ও হেরাল্ডটাকে কিনে নিতে পারে। নিউইয়র্কে একটা বিরাট বাড়ি ও এখানে বড় আকারের ভিলা আছে। প্রেসিডেন্ট ও হোয়াইট হাউসের বড় বড় মাথাদের সঙ্গে ওর বেশ দহরম মহরম আছে। ও একজন ভি আই পি আবার রীতিমত বিপজ্জনকও বটে।

লুকান জিজ্ঞেস করলো ও কতো বড় ধনী হবে?

ড্রাইসডেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো সেটা বলতে পারবনা। তবে ওনাসিসও ওর কাছে শিশু।

লুকান ভাবলো এই বিরাট ধনী লোকটা ওর স্ত্রীকে খুন করতে চেয়েছে, ড্রাইসডেলের দিকে তাকিয়ে বলল ওর স্ত্রীর সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

ড্রাইসডেল লুকানকে বলল ওর স্ত্রীকে শিকার করতে গেলে তোমাকে বিপদের মুখে পড়তে হবে।

লুকান বলল, ওর স্ত্রীর সম্পর্কে আমায় তুমি বলো।

ড্রাইসডেল বলল তুমি শ্যানন জেমসনের কথা শুনতে চাও?

ভদ্রমহিলা বেশ ছন্দময়ী, বিরাট সংসার চালায়। সে কট্টর আর. সি পন্থী। ওদের কোন ছেলেপিলে হয়নি। শ্যানন গর্ভবতী হলেই একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটে। জেমসন সন্তানের জন্য পাগল। শ্যানন জেমসনের কোন কেলেঙ্কারী বা বয়ফ্রেন্ড এরকম কিছু নেই।

আর জেমসন?

ও নাকি টার্নিয়া লরেন্স নামে একজন পোশাক ডিজাইনারের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটা সুন্দরী, তার কোনো কেলেঙ্কারীর কথা আমার জানা নেই। লুকান মনে মনে ভাবলো অনেক কিছুই আছে। লুকান উঠে বলল, ধন্যবাদ তোমার সময় নষ্ট করবো না; বলে দরজার দিকে এগোতেই ড্রাইসডেল ডেকে বললো, এক মহিলা পরের সপ্তাহে...।

ড্রাইসডেলের কথা শেষ না হতেই লুকান ওর দিকে তাকালো। তারপর বলল একজন নয়, ডজন খানেক মহিলা আগামী সপ্তাহে হাসপাতালে গর্ভপাত করাতে যাবে।

কথাটা শেষ করে বেরিয়ে এলো। গাড়ি চালিয়ে সোজা স্টার হোটেলে উঠলো। জেমসনের স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে পারলে ও দু হাজার ডলার পাবে। লুকান খুশী হয়ে ভাবলো ও স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে পারবে না।

ড্রাইসডেলের একটা কথা লুকানের মনে পড়লো। লোকটা যেমন প্রভাবশালী তেমনি বিপজ্জনক। ওকে সাবধানে এগোতে হবে। জেমসন ওকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। লুকান স্টার হোটেলে এসে স্নান করে শোবার ঘরে মেজাজে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ওর মনের মধ্যে চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে। একজন খুনীকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। টাকাটা আদায় করতে হবে। নিখুঁত ভাবে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে হবে। পুলিশ বা কোন [illegible]

একসময় ও এন. ওয়াই সিতে খুনীদের সঙ্গে মেলামেশা করেছিল। ওদের কাউকে দিয়ে এ কাজ হবে কিনা ভাবতে এরনি ক্রিং-এর মুখটা মনে পড়লো। লুকান শুনেছে কিছু বেশ পারদর্শী গোটা বিশেক লোককে ও খুন করেছে। সংগঠন করার মতো মাথাও আছে। ওর কোনো পুলিশ রেকর্ড নেই। ও ওয়াশিংটনে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। লোকটা ভীষণ চালাক ও বিপজ্জনক। এরকম লোকের সঙ্গে কাজ করতে লুকান ভয় পায়। ওকে অনেকবার এন. ওয়াই সির নাইট ক্লাবে লুকান দেখেছে। ও একসঙ্গে মদও খেয়েছে। ক্রিং আর লুকানের কাজের ক্ষেত্র আলাদা। তবে জেমসনের কাজটার ক্ষেত্রে ক্রিং-এর সহযোগিতা বেশী প্রয়োজন। শ্যানন শান্তভাবে বললো ডাক্তার বলেছে আবার আমাদের সন্তান হতে পারে। মানসিক কারণেই আমাদের সন্তানগুলো নষ্ট হয়েছে।

জেমসন বিলাসী আসবাবপত্রে ঠাসা ঘরটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর অর্দ্ধেক ভাবনা জুড়ে ছিল টার্নিয়া। শ্যাননের কথা কানে ঢুকছিল না। জেমসন বললো আমি দুঃখিত। প্রতিবার আমরা একই সমস্যার সামনাসামনি হয়েছি। বিষণ্ণ আর মরিয়া ভাবে বলল, দয়া করে তুমি আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চেও না। আমি ডিভোর্স চাই আর একটা সন্তান চাই।

শ্যানন বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল তোমার অন্য কোন মেয়ে আছে?

অবশ্যই। সেজন্য তোমার সঙ্গে আমি বিবাহ বিচ্ছেদ চাই। শ্যানন বলল স্ত্রী হিসেবে, গৃহিণী হিসেবে আমি কত ভাল। তুমি ডিভোর্স চাইলে আমি রাজী আছি। যদিও তা আমার ধর্মবিরোধী কাজ হবে।

জেমসন বলল ধর্মের ব্যাপার জানি না ডিভোর্স চাই। জেমসনের কথায় শ্যাননের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে বললো তুমি আইনগতভাবে আমার সঙ্গে আলাদা হয়ে ঐ স্ত্রী লোককে নিয়ে থাকো। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জেমসন বললো, তোমার কি এটাই বক্তব্য?

শেরম্যান চলো আমরা বিছানায় যাই।

জেমসন মদ শেষ করে গ্লাসটা টেবিলে রেখে বলল, তোমার সঙ্গে আবার একসঙ্গে শোব? এখন তুমি সামনে থেকে চলে যাও। বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া তোমার কাছে আর কিছু আশা করি না।

শ্যানন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বলল তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো।

শ্যাননের সিঁড়ি বেয়ে নামার শব্দ জেমসনের কানে এলো, মনে মনে বললো নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় তুমি নিজেই সই করলে।

।। দুই ।।

অভিনেতা লী মারভিনের মতো এরনি ক্রিংকে দেখতে। অনেক লোক ওর অটোগ্রাফ চায়। ও উত্তর দেয় আমি শুধু চেকে সই দিই। মনে মনে ক্রিং ভীষণ বিলাসী। ওয়াশিংটনে ডাবল বেডের একটা বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে। ওর স্বভাব খুন করার জন্য ওৎ পেতে থাকা। মাফিয়া দলের সঙ্গে ওব যোগাযোগ। যে সব লোকদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাদের বেশীরভাগই নির্বোধ। যদি কোন ধনী মহিলা স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায় বা কোন ধনী ব্যক্তি তার ব্ল্যাকমেইল করা মেয়ে বন্ধুকে খতম করে দিয়ে রেহাই পেতে চায় তখন ডাক পড়ে এরনি ক্রিং-এর। ও এ ব্যাপারে ওস্তাদ। ক্রিং একহাজার ডলারের কমে কাজে হাত দেয় না।

এরনি ক্রিং-এর জীবনযাত্রা বিচিত্র।

যে টাকা ও রোজগার করে তা খরচ করে দামী পোশাক ও বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয়। ও মেয়েদের বিষয়ে তেমন উৎসাহী নয়। ওর কোনো মেয়ের প্রয়োজন হলে কোন কলগার্লকে বেছে নেয়। আবার সময়মত সরে আসে। একটা মেয়ে ওর সমস্ত কাজ করে দেয়। ক্রিং একটু খুঁতখুতে। প্রতিরাতে বাইরে খেতে একঘেয়ে লাগে। ওর লোভ জমকালো খাবারের ওপর। একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছে ওর অ্যাপার্টমেন্ট চালাবার জন্য। তবে সে লোক যেন টেলিফোনে আড়ি না পাতে, নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নিতে দেবে ও ভালো খাবার খেতে দেবে। কিছুদিন আগে ওর দেখা হয়েছিল এক ভিয়েতনামী যুবকের সাথে। পরনে ছিল ছেঁড়া আর ময়লা পোশাক। ওর কাছে হাত পেতে বলেছিল সে তিনদিন খায়নি। ক্রিং তখন স্কচ-এর সাথে ভাল খাওয়া দাওয়া করেছে। মেজাজটা

চনমনে ছিল। যুবকটি রোগা ও উচ্চতায় মোটামুটি। চোখ দুটোয় বুদ্ধির ছাপ। রেস্তোরাঁর পরিচারিকা খাবার দিলে লোকটি গো-গ্রাসে গিলতে লাগলো। ওর ক্রিংকে দেখে মনে হচ্ছিল লোকটা ভদ্র ও দয়ালু। খাওয়া শেষে যুবকটি বলল আমি একটা কাজ চাই। ক্রিং বললো আগে তোমার সবকিছু আমাকে বলো শুনি।

যুবকটি ওর জীবন কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল। ওর মা ভিয়েতনামী, বাবা ইউ এস আর্মির একজন সার্জেন্ট। ও বাবাকে দেখেনি। মায়ের পেটে থাকতেই লোকটা পালিয়েছিল। এটা সেটা বিক্রী করে মা জীবিকা চালাতো। শেষে যে সব উদ্বাস্তুরা স্টেটসে যাচ্ছিল তাদের দলে ওর মা ভিড়ে যায়। তখন ওর বয়স ষোলো। সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। এরপর একজন আমেরিকান পাদ্রী ওকে আশ্রয় দেয়। সেখানে ও আরও কিছু লেখাপড়া শিখেছে। মা আর ও দুজনেই ভেবেছিল স্টেটসে ওদের ভাগ্য ফিরবে। কিন্তু আগের মত কষ্ট রয়েই গেল। ওখানেও ওর মা একজন ভিয়েতনামী পুরুষের লন্ড্রীতে কাজ নিল কম মজুরীতে। তাতেই কোনোরকমে চলতো। ইতিমধ্যে চাকুরীর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ও ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কাজ হচ্ছিল না। এমনি ভাবেই অনেক বছর কেটেছে। ওর মনে তখন রীতিমতো ধিক্কার লাগলো। মায়ের কষ্ট আর সহ্য করা যাচ্ছিল না। অবশেষে ও ঠিক করলো পালিয়ে গিয়ে মাকে খানিকটা রেহাই দেবে, এবং সেই মতো মাকে না বলে পালালো। ক্রিং-এর ওকে বিশ্বাসী বলে মনে হলো। ও ভাবলো অ্যাপার্টমেন্টটা চালানোর জন্য এই যুবকটিই সব চাইতে উপযুক্ত। ক্রিং ওকে বললো, ঠিক আছে। তোমাকে আমি একটা কাজ দেবো। বলে মানিব্যাগটা বের করে দুটো একশ ডলারের বিল করে যুবকটাকে দিল, আর নিজের কার্ড। তারপর ওকে নতুন পোশাক কিনে পরে ছিমছাম হয়ে নিতে বললো। শেষে জানালো, কার্ডের ঠিকানায় যেন ও ওর সঙ্গে আগামী পরশু সকালে দেখা করে। এবার কাজ আরম্ভ হলো। ক্রিংকে বুঝতে যুবকটির কিছুদিন সময় লাগল। আর যুবকটি মোটামুটি সবকিছু শিখে নিল। কাজেও প্রমাণ দিল ও অযোগ্য নয়। এমন সময় ক্রিং-এর হাতে এল জামাইকার একটা খুনের কাজ। সেইজন্য সপ্তাহ তিনেকের মতো বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। যাবার সময় ওকে বলে গেলো, কিছুদিন ও বাড়িতে ফিরবে না।

যুবকটি জানালো, ভাববেন না স্যার। আমি আপনার বাড়ির ঠিক যত্ন নেব।

ক্রিং যুবকটিকে সপ্তাহে একশো ডলার করে দিত। ক্রিং চলে যাবার পর যুবকটি ওর মায়ের সাথে দেখা করতে গেল। সবকিছু জানাল মাকে। কিছু টাকাও দিল মায়ের হাতে। ওর মা ওকে গৃহস্থালী কাজের ব্যাপারে আরও কিছু জিনিষ শিখিয়ে দিল। যুবকটি এবার ভর্তি হলো কুকিং-এর স্কুলে। ক্রিং বাইরে থাকার সময় ও বৈঠকখানায় বসে লেখাপড়া করতো, সন্ধ্যে হলেই টি. ভি দেখতো এবং এই ভাবেই নিজেকে ক্রমশঃ ক্রিং-এর উপযোগী করে তুললো। এর পরে ক্রিং ফিরে ওকে দেখে অবাক। সব ঠিকঠাক আছে। ক্রিং খেতে বসে বললো তুমি তো ভালই রেঁধেছ দেখছি।

ও মৃদু হেসে জানাল যে, ও আস্তে আস্তে সবকিছু শিখে নিয়েছে। এর পরে জিজ্ঞাসা করলো আপনি পরের দিন কি খাবেন?

ক্রিং ব্যাপারটা ওর উপরে ছেড়ে দিল। তারপরে পকেট থেকে কয়েকটা একশো ডলারের বিল বের করে ওকে দিল যুবকটি এত অর্থ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হলো।

খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর যুবকটি টেবিল পরিষ্কার করে দিল। তারপরে গেল রান্নাঘরে। ক্রিং খাওয়াদাওয়ার পরে চেয়ারে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালো। যুবকটিকে মনে মনে প্রশংসা করতে লাগলো। আরও কয়েক সপ্তাহ কাটাবার পর ক্রিং যুবকটির ওপরে একেবারে নির্ভরশীল হয়ে পড়লো।

ক্রিং একদিন সন্ধ্যায় বন্ধুদের সাথে ডিনার খেতে বেরলো। যুবকটিকে বলল ওর ফিরতে মাঝরাত্রি হবে। ওরজন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, ক্রিং যখনই ফিরুক দেখতো গরম কফি বা ঠাণ্ডা পানীয় তৈরী করে যুবকটি অপেক্ষা করছে।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ সদর দরজার বেলটা বেজে উঠতে যুবকটি দরজা খুলে দিলো। তখনই আচমকা আঘাতে ও পিছনে ছিটকে পড়লো। একটা লোক ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

মোটা চেহারা গায়ে তাপ্পি মারা স্পোর্টস শার্ট। টুপি মাথায়। লোকটা দরজা বন্ধ করে ঘুরে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখলো। পয়েন্ট আটত্রিশ একটা ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ওর মুঠোর মধ্যে চকচক করে উঠলো।

এবার যুবকটি লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলো একেবারে ভাবলেশহীন ওর মুখটা।

লোকটা ফুঁসলে বললো, ক্লিং কোথায়?

যুবকটি জানালো, উনি বাইরে গেছেন।

লোকটা বলল, ফিরবে কখন?

আমি জানি না। যুবকটা লোকটার দিকে ও লোকটা যুবকটির দিকে দেখলো। তারপর অদ্ভুত হেসে বলল তাহলে ছোকরাগুলোর সঙ্গে গেছে। ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করবো। আমার সামনে থেকে তুমি সরে যাও আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে না। যুবকটি ঠিক আছে বলে একবার লোকটার দিকে আর একবার রিভলবারটির দিকে তাকালো। লোকটা মদে চুর হয়ে আছে। যুবকটা বললো যাবার আগে কি আপনাকে পানীয় দিতে পারি?

দরজার দিকে মুখ করে লোকটা বলল, দাও।

ছেলেটা একটা স্কচ আলমারী থেকে বের করে।

গ্লাসে সোডা, বরফ মিশিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, আপনি নিশ্চয়ই এটা পছন্দ করবেন।

লোকটা খুশী মনে গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, আমি এখানে কেন এসেছি তুমি জান?

যুবকটি মাথা নাড়লে লোকটি বললো, আমার ভাইকে বদমাইশ ক্লিং খুন করেছে। আমার রিভলবারের চারটে গুলি ক্লিং-এর পেটে ঢুকবে। তুমি চলে যাও। যুবকটি ঘাড় নেড়ে অন্য ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। চেয়ারে বসে থলথলে চেহারার লোকটা চোখ বোলাতে লাগল ঘরের চারিদিকে। আজ ওকে শেষ করতে হবে। স্কচ শেষ করে গ্লাসটাকে দেওয়ালের দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলো। গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো।

বিশমিনিট কাটার পর এলিভেটর উঠে আসার একটা যান্ত্রিক শব্দ ওর কানে এলো। ও সাবধান হয়ে রিভলবারটা দরজার দিকে তাক করে বসে রইলো।

শোনা গেল চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলার শব্দ। ক্লিং ভালরকম খেয়ে এসেছে। ইচ্ছে করছিল শুয়ে পড়তে। ঘরের ভেতরের লোকটা ওর দিকে রিভলবারটা তাক করে বলে উঠলো—দাঁড়া, এক পা এগোবি না। আমার ভাইকে তুই খুন করেছিলি। এবার তোর পালা।

ক্লিং না চমকে ব্যাপারটার ধাক্কা প্রাথমিকভাবে সামলে নিল। গোড়ালি দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে শান্তভাবে বললো—আরে লুই। একেবারে উত্তেজিত হয়ো না। লুইয়ের আগ্নেয়াস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বললো এসব বিষয়ে তো আমরা কথা বলতে পারি।

ক্লিং ভীষণভাবে বিপজ্জনক লুই জানতো, ও দৈত্যের হাসি হেসে বললো, বেজম্মার বাচ্চা, তোমার সঙ্গে কথা নয়। আমার হাতের মুঠোয় তুমি, আজই তোমাকে নরকে পাঠাবো।

লুই রিভলবারটা নিয়ে এগিয়ে এলে ক্লিং নিজেকে অসহায় মনে করে চেষ্টা করলো ওকে বোঝাবার। লুই উত্তেজনার বসে বলে উঠলো, আমার ভাইকে তুমি একবারও সুযোগ দাওনি। কেন খুন করা হচ্ছে তা আমার ভাই জানতো না। আমি তোমাকে...মাঝপথে ও হঠাৎ থেমে গেলো। লুই-এর রিভলবার ধরা হাতটা ক্লিং ইস্পাতের মতো আঙুলগুলো দিয়ে চেপে ধরলো। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো গোঙানির শব্দ। রিভলবারটা মেঝেতে পড়ে গেল। লুইয়ের কোন শক্তি দিয়ে ওকে বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না। ওর মনে হল হাতটা ভেঙ্গে যাবে।

ক্লিং-এর ঠোঁটে হাসি। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল লুই। সেই যুবকটা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লুই এক আঘাতে চেয়ারে বসে পড়লো। যুবকটা মেঝে থেকে রিভলবারটা তুলে ক্লিং-এর দিকে তাকালো। কোন সন্দেহ নেই এই ভিয়েতনামী আর আমেরিকান দৈত রক্তের ছেলেটার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে। ও এগিয়ে এসেছে ওর জীবন রক্ষা করতে। যুবকটি জিজ্ঞেস করলো, ওকে খুন করে ফেলবো?

ক্লিং বললো, তুমি ওকে খুন করতে চাও?

হ্যাঁ স্যার। আপনাকে অপমান করেছে।

ক্লিং বললো, তুমি চাইলে ওকে মরতে হবে। তবে ওকে এই ঘরের মধ্যে খুন কোরো না।

যুবকটি বলল, ওকে গ্যারেজের মধ্যে শেষ করে দেবো।

ক্লিং বলল, চল ওকে নীচে নিয়ে যাই।

টানতে টানতে ওরা লুইকে বাইরে নিয়ে এলো। লোকটা নিস্তেজ হয়ে গেলেও সমস্ত কিছু অস্পষ্টভাবে টের পাচ্ছে। শরীরের স্নায়ুগলো গরম আছে। লোকটা খুব গোঙাচ্ছিল। ওরা দুজনে ওকে টানতে টানতে বিশাল গ্যারেজে হাজির হলো, ওখানে শ' তিনেক গাড়ি থাকে।

একটা গাড়ির কোণে ওকে ঠেলে ফেলে ক্লিং বলল, তুমি এবার যা করবার করো।

হ্যাঁ স্যার করবো।

ক্লিং অবাক হয়ে বলল-এর আগে তুমি কি খুন করেছো?

যুবকটি রিভলবার বের করে বলল, হ্যাঁ স্যার, অত্যন্ত কষ্টকর ছিল আমার সায়গনের জীবন। ভালভাবে বাঁচার জন্য সেখানে লড়াই করাটা শিখেছি। বাধ্য হয়েই নিজের যত্ন নিজে নিজে নিয়েছিলাম।

যুবকটি লুই-এর দিকে এগিয়ে গেল। লুই চেষ্টা করছিল উঠে দাঁড়াবার। যুবকটির কাজকর্ম ক্লিং অবাক চোখে দেখতে লাগলো। যুবকটি লুই-এর কপালে রিভলবারের নলটা ঠেকিয়ে ট্রিগারটা টিপে দিলো। গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি সমস্ত গ্যারেজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। ক্লিং লক্ষ্য করল লুই-এর মাথাটা পেছনে ঝাঁকুনি খেয়ে মেঝেতে ওর মোটা শরীরটা সবেগে আছড়ে পড়লো। ক্লিং বলল গুলি করা চমৎকার হয়েছে। এবার ওটা আমাকে দাও।

যুবকটি সেটা ক্লিং-এর হাতে দেওয়ামাত্র ক্লিং সেটা রুমালে মুছে মৃতদেহের পাশে রেখে বললো, চল।

চলুন স্যার। আপনি কি এখন কফি খাবেন?

ওর কথায় ক্লিং হেসে বলল, তোমার তুলনা হয় না। তুমি আমার জীবন বাঁচালে আমি কোনদি ভুলবো না।

এলিভেটর করে ঘরে ফেরার সময় ক্লিং জিজ্ঞেস করলো ও কেন তোমাকে অপমান করলো? তুমি কিছু বলেছিলে?

যুবকটি বলল আমাকে তেমন কিছু না বললেও আপনাকে ভীষণভাবে গালাগাল করছিল।

ক্লিং বলল, তুমি সে জন্যেই খুন করলে?

মৃদু স্বরে যুবকটি বলল, হ্যাঁ।

এলিভেটরের দরজা খুলে ওরা নিজেদের ঘরে ঢুকলে যুবকটি ক্লিংকে জিজ্ঞেস করল, গরম কফি বা ঠাণ্ডা খাবেন?

ক্লিং বলল, না। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমি এখন শোবো।

যুবকটি মাথা নীচু করল। ক্লিং জানলা দিয়ে নীচে দেখলো রাস্তায় অনবরত গাড়িঘোড়া যাওয়া আসা করছে।

ক্লিং-এর মনে হলো সে শুধু নিছক একজন চাকরই পায়নি নিজের মতো একজন ঠাণ্ডা মাথার নৃশংস অংশীদার পেয়ে গেছে।

ন্যাগভিজ যুবকটির নাম। নিজেকে পরিপূর্ণ আরামে বিছানায় এলিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল ঝুলন্ত আলোটার দিকে।

আট বছর আগের ঘটনার কথা ওর মনে পড়লো। সায়গনের জঙ্গলে ঐ দিনগুলোতে জীবন কাটাতো অনিশ্চিত ভাবে। কয়েকটা বাক্স দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় ওর মা থাকতো। বাক্সগুলোতে ভিয়েতনামী খাবার ভর্তি। অনুরোধ মতো খাবারগুলি গরম করে দিত। কৃষকেরা বোঝা নিয়ে যাবার সময় ওখানে থাকতো। ওরা সকলে খাবার খেতো। এতে মায়ের বেশী আয় না হলেও কোনরকমে চলতো।

তার বয়েস তখন বড় জোর উনিশ। ও পড়াশুনা করতো। ইউ-এস-এর সেই পাদ্রী দেখিয়ে দিত। ও খুব দয়ালু ছিল। ডঃ চি উ-এর একটি অফিসে সন্ধ্যাবেলা যেত। ভদ্রলোকের সুখ্যাতি

ছিল আকুপাংচারিস্ট হিসেবে। ওর প্রচুর পয়সা ছিল। ভদ্রলোকের একধরনের অসুস্থতা দেখা গিয়েছিল। সবসময় তার হাত কাঁপতো। সেজন্য রোগীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল।

চি ইউর বয়েস ছিল উননব্বুই বছর। বুদ্ধিদীপ্ত ছোটখাটো চেহারা। সাদা দাঁড়ি মুখে। বুড়োটা ওকে ভালবাসতো। আকুপাংচারে যুবকটির উৎসাহ ছিল।

মানুষের দেহের একটা চার্ট দেখিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিতো। স্নায়ু আর শিরার প্রান্ত দুটো কোথায় জোড়া।

বুড়ো প্রায় ওকে বলতো ভাবা যায় না এই পৃথিবীতে এত অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত হয়। খুনের কামনা করে একজন মানুষ যখন ছুরি বা রিভলবার ব্যবহার করে, বেশী জায়গায় অনর্থক আঘাত না করে যদি একটা বিশেষ শিরাতে আঘাত করা যায় তবে মানুষটা মারা যায়। যদি কোন লোক নিজে শাস্তি পেতে চায় তবে এই লুকানো স্নায়ুটাকে চাপ দিলে যন্ত্রণা পাবে, যুবকটি হাতের স্নায়ু ধরে চাপ দিয়ে দেখিয়ে দিত। মানুষ মারার কিংবা যন্ত্রণা দেবার পদ্ধতিগুলো একে একে শিখে নিয়েছিল। ও জেনেছিল ভবিষ্যতে এগুলোর মাধ্যমে ওর অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

গত তিন শনিবার ওনপু নামে এক যুবক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে ওর সঙ্গে দেখা করেছিল। ক্ষতি হতে পারে এই ভয়ে ও যা পেতো ওনপুকে দিয়ে দিতো। মাকে বলতো চুরি হয়ে গেছে। ও দু ডলার পেতো। ওর দিকে অসহায় ভাবে ওর মা তাকিয়ে ভাবতো এই রেস্তোরাঁ চালাবে কীভাবে।

পরের শনিবার ডাক্তারখানা থেকে ফেরার পথে ওনপুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। ব্যঙ্গের হাসি ছেলেটার ঠোঁটে। যুবকটি ওদিকে না গিয়ে পাশের অন্ধকার গলিতে কেটে পড়লো। ওনপু বুঝতে পেরে ধাওয়া করল। যুবকটি অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেও পরক্ষণেই ওর মুখোমুখি হয়ে বলল টাকাটা না দিলে তোমাকে খতম করে দেবে।

ওনপুর বাড়ানো হাত যুবকটি সজোরে চেপে ধরলো সেই হাতের স্নায়ুর শেষ প্রান্তটা। ওনপু প্রস্তুত ছিল না। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। বাঘের মতো হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো। যুবকটি স্নায়ুতে চাপ দিতে লাগলো। চাপে ওনপুর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল। এরপর যুবকটি নিয়মিতভাবে মায়ের হাতে দু ডলার করে তুলে দিত। মাকে ব্যাপারটা জানানোর ইচ্ছা থাকলেও জানাতে পারতো না। বাধ্য হলো ঘটনাটা চেপে রাখতে। মাকে বাঁচানোর জন্যে পরবর্তী দুবছরে ও আরো দুটো খুন করেছিল। প্রত্যেকটিকেই আগে থেকে অনুসরণ করে অন্ধকার গলিতে তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘায়েল করেছে। বিনা বাধায় সবাই শেষ হয়ে গেছে, ওর কোনো অসুবিধে হয়নি।

লুই নামের মোটা লোকটা যখন ঘরে ঢুকেছিল ন্যাগ ওর উদ্দেশ্যটা জানতে পেরেছিল তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লোকটার মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নেই।

যুবক ন্যাগ সব সময় মনে রাখে ক্রিং ওর প্রভু। প্রভুর জন্য করতে পারে না এমন কোন কাজ দুনিয়ায় নেই। অবশেষে গুলি করেই শেষ করে দিয়েছে। ইচ্ছে ছিল স্নায়ুতে চাপ দিয়ে লুইকে মারার কিন্তু ও চায়নি এটা প্রভু ক্রিং জেনে ফেলুক। ও চায়না মানুষ মারার এই আঙুলের ক্ষমতা কেউ জানুক।

এইভাবে কয়েকমাস কেটে গেল। ন্যাগ জানতে পারলো কিভাবে ক্রিং এত টাকা পয়সা করেছে। ও বুঝতে পেরেছে ওর প্রভু একজন ভাড়াটে খুনী। তাতে কিছু যায় আসে না। নিজেকে বোঝালো এটাই একটা বাঁচার পথ ও সেটাকে আশ্রয় করেছে।

ওর প্রভু এবার জানলো ন্যাগও ওর মতো একজন খুনী। ন্যাগ মনে মনে ভাবলো ব্যাপারটা জানাব পর হয়তো ক্রিং-এর অন্য কাজে আসবে। আলো নিভিয়ে চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপর আরো দুটো রাত কাটলো। ক্রিং খাওয়া শেষ করে মদ খাচ্ছিল। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে বলল, বলো। অপর প্রান্তে পুরুষ কণ্ঠে ভেসে এলো এরনি তুমি?

ক্রিং বললো আপনি নিশ্চয়ই মিঃ লুকান।

অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল—তুমি তো সেই ধনী মহিলাদের নিংড়ে নিতে ওস্তাদ।

ও জোর করে হেসে বললো, আমরা দুজনেই ভাল ব্যবসাদার। এরনি তুমি কি কাজে

উৎসাহী?

এরনি বললো মিঃ লুকান টাকা পেলে আমি সবসময় উৎসাহী।

লুকান বলে উঠলো, এরনি তোমার দর এখন কতো? কাজটা একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই।

ক্রিং সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলো, তিনহাজার ডলার আর অন্যান্য খরচ আমার চাই।

অপর প্রান্ত থেকে লুকান বললো ক্রিং তুমি বেশী বলছো। আমি নিখুঁত কাজ করবো। কাজটাতে পরিশ্রম আছে। হয় রাজী হও না হয় বাদ দাও। যা ভাল বোঝো কর।

লুকান খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললো শোনো ক্রিং আমি ভেবে দেখছি। তুমি আকাশ পথে কদিনের মধ্যে প্যারাডাইস সিটিতে একবার এসে দেখা কর। মিয়ামির দক্ষিণে তো প্যারাডাইস সিটি? আমি যাচ্ছি।

আমি কি করতে পারি দেখা যাক। আমি গ্রীন সিগন্যাল পেলে তোমাকে স্টার হোটেলে নিয়ে যাবো। ঠিক আছে?

ক্রিং বললো ঠিক আছে, তবে দুজনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর একজন সঙ্গী আমার সঙ্গে আছে। বলে ক্রিং রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

চার্লস স্মিথ জেমসনের খানসামার নাম। স্মিথ ওদের সঙ্গে বিয়ের সময় থেকে আছে। লোকটার বয়েস পঞ্চাশ, মাথায় টাক, ভোবড়ানো গাল, মুখের তুলনায় নাকটা বড়ো। স্মিথ শ্যাননের খুব ভক্ত। জেমসনকে পছন্দ করে না। জেমসনও ওকে পছন্দ করেনা। শ্যানন প্রতিদিনের মতো ব্রেকফাস্টের জন্য অপেক্ষা করছিল কখন জেমসন নীচে নামবে। স্মিথও অপেক্ষা করছিল। জেমসন নীচে নামলে সুপ্রভাত বলে স্মিথ সম্ভাষণ জানালো।

প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে জেমসন কঠিন ভাবে স্মিথের দিকে তাকালো। স্মিথ বুঝলো ওর মেজাজ খারাপ। জেমসন বাণিজ্য সংক্রান্ত খবরের কাগজগুলি উল্টে-পাল্টে দেখছিল। স্মিথ খাবার পরিবেশন করছিল। জেমসন আর শ্যাননের ভেতরে একটা মতান্তর বেড়ে চলেছে এটা স্মিথের চোখ এড়ায়নি। বিশেষ দরকারে শ্যানন চলে গেল। স্মিথ বসার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আড়ি পেতে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করলো। ওর কানে শ্যাননের কথা গিয়েছিল। তুমি আলাদা হতে চাও বলো, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বোলো না, আমি রাজী নই।

আর শোনা ঠিক হবে না বুঝে স্মিথ নিজের ঘরে চলে গেল। ও বুঝে ছিল ওর প্রভু চাইছে একজন উত্তরাধিকারী। আর প্রভুপত্নী-এর জন্যে সম্ভাব্য সবই করেছে। আসলে সমস্যাটা ভয়ঙ্কর এবং বেদনাদায়ক। স্মিথের দুঃখ হয় দুজনের জন্যই। জেমসন খেতে বসে স্মিথকে ডেকে বলল ঠিক দশটা পনেরোয় একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে।

স্মিথ মাথা নীচু করে বলল করছি স্যার, আর কিছু দরকার?

না, শুধু গাড়ির ব্যবস্থা কর।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে জেমসন স্টাডিরুমে এলো। স্মিথ উদ্যোগ করছে গাড়ির খোঁজে বেরোবার। জেমসন ডেক চেয়ারে বসে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে লাগলো। আজ সকালে লুকানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। লোকটার সঙ্গে নিজের গাড়ি চেপে দেখা করবে না। ওর প্রস্তাবে লুকান রাজী না হলে অন্য লোক খুঁজে বের করা খুব অসুবিধে।

টেবিল পরিষ্কার করার সময় স্মিথ দেখলো মিসেস শ্যানন গাড়ি করে এসে পৌঁছলো। শ্যাননের জন্যে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বললো ম্যাডাম সুপ্রভাত, আপনার রাতটা আশাকরি ভালই কেটেছে।

শ্যানন বিষন্ন মুখে জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। স্মিথ কিছুটা দমে গেল। বুঝতে পারল ভদ্রমহিলা কাঁদছিলেন তাই মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হতাশার ছায়া চোখদুটোয়। শ্যানন অস্থির কণ্ঠে বলল, ধন্যবাদ স্মিথ।

টেবিল পরিষ্কার করে ট্রে-টা রেখে জিজ্ঞেস করলো, আজ লাঞ্চের কি হবে? ডিনার কি করবো?

শ্যানন বলল লাঞ্চে স্যালাড বা অন্য কিছু খাবো। রাতে খাবো না কথাটা বলে স্মিথের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলো তারপর বলল তোমার ওপরে ছেড়ে দিলাম যা ভাল বুঝবে তাই

ঠিক আছে ম্যাডাম। স্মিথ দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, মাপ করবেন ম্যাডাম। রাতে আপনি কনসার্টে যোগ দেবেন?

শ্যানন কথাটা শুনে অবাক হয়ে বলল, তুমি কি করে জানলে? ওটা একটা ছোট্ট হলে হবে।

স্মিথ বললো মিঃ জেমসন রাতে না খেলে ঐ কনসার্টে আমার যাবার ইচ্ছে আছে।

শ্যানন বললো, রাতে জেমসন খাবে। আমার গাড়িতে তুমি চলে যেও। বাজাবার ব্যাপারে আমাকে তুমি সাহায্য করতে পারো। সাতটা নাগাদ বেরবো।

স্মিথ সম্মতি জানিয়ে বলল—সত্যি খুব আনন্দ হবে। একটু থেমে স্মিথ বলল আপনাকে আমার মনে হয় একজন খাঁটি মহিলা ও সহানুভূতিশীল বন্ধু। আট বছর আমরা পরস্পরকে জানি। আমি আপনার ওপর বিশ্বাস রাখি।

স্মিথ বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনার কোন বিপদ ঘটতে পারে। আপনার মনে হলে আমার সাহায্য নিতে পারেন।

শ্যানন ব্রেকফাস্টের ট্রেটা সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলো। ড্রাইভার টেড কনক্লিন গাড়ি নিয়ে এলো। এ লোকটাও স্মিথের মতো জেমসনের বিয়ের আগে থেকে আছে। কনক্লিনের চেহারা ছোটোখাটো। বয়েস পঁয়তাল্লিশ, মাথায় কদম ছাঁট। মুখটা ভরাট। লোকটার সঙ্গে স্মিথের বন্ধুত্ব ভালই। গ্যারেজের ওপরে ছিমছাম ফ্ল্যাটে ও থাকে, নিজে রান্না করে। কনক্লিন জেমসনের গাড়িটার প্রেমে পড়ে গেছে। ও গাড়িটা নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয়। মাঝে মধ্যে শ্যাননের গাড়িটা দেখাশোনা করে। জেমসনের রোলস রয়েস গাড়িটার ওপরে কনক্লিনের আকর্ষণ বেশী।

স্মিথকে এগিয়ে আসতে দেখে কনক্লিন গাড়িটা পরিষ্কার করে বললো, গাড়িটা বেশ সুন্দরী তাই না?

স্মিথ বলল, তোমাকে আজ সকালে জেমসনের প্রয়োজন নেই।

বিস্মিত কণ্ঠে কনক্লিন বলল কেন ও বেরোবে না?

টেড কনক্লিন হতাশ হয়ে গেল, গাড়িটাকে রাস্তা দিয়ে চালানো ছাড়া টেডের আর কিছু ভাল লাগে না।

স্মিত জানাল জেমসন বলেছে অন্য একটা গাড়ি ভাড়া করতে।

কনক্লিন হতভম্ব হয়ে বলল কেন ওর তো নিজের অনেক গাড়ি রয়েছে।

স্মিথও বুঝতে পারেনি কেন নিজের গাড়ি থাকতে ভাড়া গাড়িতে বেরোতে চাইছে। মিঃ জেমসন হয়তো আজ যেখানে যাবে সেখানে নিজের পরিচয় দিতে চায় না। তাই নিজের গাড়ি সেখানে ব্যবহারটা টেডকে জানালে সে মাথা নেড়ে বলল আমার ধারণা তুমি ঠিকই বলছো। এটা ব্যবসার ব্যাপার। আমি আজ ছুটি পেয়ে গেলাম।

তবে সন্ধ্যেবেলা তুমি কাছেই থেকো প্রয়োজন হতে পারে।

কনক্লিন রুষ্ট হয়ে বললো সারাদিন আমি আজ নীচে কাটাবো, কখন আসি দেখি।

স্মিথ বললো ঠিক আছে তুমি যাও। আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো। আজ রাতে তোমাকে প্রয়োজন আছে কিনা। কথাটা শোনামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কনক্লিনের মুখটা। বলল চার্লি, জিজ্ঞেস করে আমাকে বোলো, আমার বীচের একটা মেয়েকে ভাল লাগে। ব্যাপারটা একটু এগিয়ে নিতে চাই।

স্মিথ বলল আমার মনে হয় মিঃ আর মিসেস জেমসনের বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। তুমি কাছে থেকো। আমি শুনেছি মিঃ জেমসনকে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করতে।

টেড বলল, আমি দু বছর দেখে বুঝেছি মিঃ জেমসন মস্তান নয়। শ্যাননকে আমি পছন্দ করি। জেমসনকে আমার ভাল লাগে না।

স্মিথ বলল মিসেস মোটেই বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছে না। আইনগতভাবে আলাদা থাকতে রাজী হয়েছে। তাতে বাধা থাকবে। কোথাও যেতে পারবে না। ও খুঁজছে এমন এক মহিলাকে যে ওকে সন্তান দিতে পারবে। ও চায় তাকে বিয়ে করতে।

এটাই হলো একটা বিরাট সমস্যা।

বিষণ্ণ চোখে দুজনে ভিলাটার দিকে তাকালো। কনক্লিন বলল কিছু বলার নেই, লোকটা নির্দয়,

আহাম্মক।

স্মিথ বলল মিসেস একজন ক্যাথলিক আমার মনে হয় শ্যাননের উচিত ওকে ছেড়ে চলে যাওয়া। এতে ভাল হবে ওর।

স্মিথ সামান্য চুপ করে আবার টেডকে বললো ওকে ছেড়ে শ্যানন চলে গেলে ওর সঙ্গে আমি যাবো। আমি মিঃ জেমসনের সঙ্গে থাকবো না। তুমি থাকবে?

কনক্রিন বিস্ময়ে বললো তুমি চলে যাবে? তোমার মত লোকের শ্যাননের কি প্রয়োজন? ও হয়তো কোন জায়গায় কনসার্ট বাজাবে। আমাদের আর দরকার পড়বে না।

স্মিথ বললো আমাকে ওর দরকার পড়বেই ওর গাড়ি, বাগান দেখার জন্য। আমার সঙ্গে তুমিও এসো।

সুন্দরী রোলস রয়েস ছেড়ে যেতে হবে ভেবে টেড গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এখন অপেক্ষা করে ব্যাপারটা দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

।। তিন ।।

ঠিক দশটা পনেরোয় শেরম্যান জেমসন ব্রীফকেস হাতে নীচে নেমে এলো। ভিলার সামনে ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে স্মিথ ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। জেমসন দরজা খুলে ড্রাইভারের সীটে বসার পর স্মিথ বলে উঠলো, সম্ভবতঃ আজ আপনি খাবার জন্য ফিরছেন না?

জেমসন চোখ কুঁচকে বললো মিসেস জেমসন তো বাড়িতেই রাতের খাবার খাবে?

না স্যার, উনি কনসার্ট বাজাতে যাবেন।

স্মিথের উদ্দেশ্যে জেমসন বললো দুপুরে খেতে না ফিরলেও রাতে খাবার সময়ের আগেই আমি ফিরে আসবো। আটটা নাগাদ আমার স্টাডিরুমে তুমি খাবার দিয়ে আসবে। আর আমার সঙ্গে টেডকে দেখা করতে বলবে। ও যেন সন্ধ্যেবেলা আসে। যেখান থেকে গাড়িটা ভাড়া করে এসেছে সেখানে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

স্মিথ মনের হতাশা লুকিয়ে রাখলো কি বলবে ভেবে পেলোনা। কনসার্টে যাওয়া হবেনা, এটাই সমস্যা হলো। কনক্রিন একটা রাত ছুটি পাবে না। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। আড়ষ্ট আর বিরক্তভাবে গাড়ির দরজা বন্ধ করে স্মিথ বলল, ঠিক আছে স্যার।

জেমসন গাড়ি নিয়ে আগে ওর ব্যাঙ্কে পৌঁছে ব্রীফকেসটা কাউন্টারে রাখলো।

কর্মচারী বললো, সুপ্রভাত। বলুন কি করতে পারি? জেমসন ব্যাঙ্কের একজন ধনী ও গুরুত্বপূর্ণ মক্কেল। সেজন্য ওরা ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। জেমসন বললো আমার ব্রীফকেসে একশো ডলারের বিলে পাঁচ হাজার ডলার দাও। কর্মচারী ব্রীফকেসটা নিয়ে বলল নিশ্চয়ই। বলে টাকা তোলার ফর্ম বের করলো। জেমসনকে ওটা সই করতে এগিয়ে দিলো। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে জেমসন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গাড়ির গোপন জায়গায় ওটা রেখে চাবি দিয়ে দিলো। তারপর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে সী-বুলেভার্দের ওপর দিয়ে গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটে চললো। পরে হাইওয়ের রাস্তা ধরলো। ঠিক এগারোটায় গাড়িটা স্টার হোটেলের সামনে থামলো। এটি একটি বিলাসবহুল হোটেল।

আধঘণ্টা আগে থেকে লুকান কেবিনে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। জেমসন মত পরিবর্তন করলো কিনা ভেবে চিন্তিত বোধ করছিল। জেমসনের জন্য সবরকম সাবধানতার ব্যবস্থা লুকান করেছিল। ওদের সমস্ত কথা ধরে রাখার জন্য বসবার ঘরে একটা টেপআড়ালেছিল। লুকান ঠিক করেছিল যে কাজে ও জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে তা যদি বিপজ্জনক দিকে মোড় নেয় তাহলে বাঁচার রাস্তা খোলা রাখা। এই টেপরেকর্ডার প্রমাণ করবে একাজে ক্রিংও জড়িত।

জেমসনকে গাড়ি নিয়ে হোটেলের সামনে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। একটা আড়ষ্ট ভাব ভেতরে কাজ করছে। জেমসন সাবধানে কাজে নেমেছে। নিজের গাড়ির বদলে ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করেছে। গাড়িটা থামাতে গাড়িটার দিকে এগিয়ে দরজা খুলে বলল সুপ্রভাত, ভেতরে আসুন। আমার কেবিনে বসে কথা বলতে কোন অসুবিধে হবে না।

জেমসন মুখ কুঁচকে বললো আমার পছন্দ মত জায়গায় তোমার সঙ্গে কথা বলবো। তুমি

গাড়ির ভেতরে এসো।

কিন্তু...।

আমি য: বলছি তা তুমি শুনতে পেয়েছো?

লুকান গাড়ির দরজা খুলে জেমসনের পাশে বসে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিল। এখানে কোন টেপরেকর্ড না থাকায় লুকান হতাশ হয়ে পড়লো।

জেমসন গাড়িতে স্টার্ট দিতেই লুকান বলল স্যার আমি...।

জেমসন বলল তুমি শান্ত হও পরে কথা বলছি।

লুকান জেমসনের দিকে তাকাতেই মনে পড়লো এক সাংবাদিক বন্ধুর কথা। লোকটা একজন ভি. আই. পি।

সাবধানে থেকো। জেমসন বিপজ্জনক লোক। লুকান ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছে। পাথরের মতো কঠিন জেমসনের অভিব্যক্তি। গাড়ি ছুটে চলেছে বীচের রাস্তা ধরে। খানিক পরে গাড়িটা বাঁকে এসে একটা সরু গলির পথ ধরলো। পরে সমুদ্রের কোণ ঘেষে বিস্তৃত বালুরাশির দিকে গাড়িটা এগিয়ে যেতে লাগলো। জেমসন গাড়ি থামিয়ে বেরিয়ে এসে নির্জন বীচে দেখতে পেলো পুরু বালির স্তরে একদল নারী পুরুষ রৌদ্রস্নান করছে।

অস্পষ্টভাবে ওদের চীৎকার কানে এসে পৌঁছাল।

জেমসন আবার গাড়িতে উঠে লুকানকে বলল, এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বলো তুমি কি ব্যবস্থা করলে?

লুকানের হাত দুটো ঘামছিল। ট্রাউজারে হাতটা মুছে লুকান বলল, এ কাজের লোক পাওয়া গেছে।

লোকটা কে? কি করে? জেমসন জানতে চাইলো।

লুকান বললো লোকটার নাম এরনি ক্লিং। মাফিয়া দলের সঙ্গে যুক্ত। ঠিকমত টাকা দিলে ভালভাবে ও কাজ করে দেয়। একটু থেমে আবার বললো ও এখন ফাঁকা আছে।

জেমসন জানতে চাইলো লোকটা কোথায়?

এখন সে ওয়াশিংটনে।

ওর সঙ্গে কোন কথা হলেও খুঁটিনাটি কিছু বলিনি। শুধু একটা কাজ আছে বলেছি। তিন সপ্তাহ ওর কোন কাজ নেই। ভালভাবেই ওকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। জেমসন মন দিয়ে কথাগুলো শুনে বলে উঠলো লোকটা কতখানি বিশ্বস্ত?

লুকান বললো, আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি ওর মতো উপযুক্ত লোক দ্বিতীয়টি আপনি পাবেন না। ও বেশ কিছুদিন মাফিয়া দলে কাজ করেছে। কোনবার ব্যর্থ হয়নি। ছটা থেকে সাতটা এধরনের ব্যক্তিগত কাজও করেছে। কোনটাতেই কেলেঙ্কারী বা পুলিশের খাতায় ওর নাম নেই, ওকে বিশ্বাস করতে পারেন।

জেমসন লুকানকে জিজ্ঞেস করলো, ও কিভাবে কাজ করবে।

লুকান বলল ওটা আমার ব্যাপার নয়। আপনি ওর সঙ্গে নিজেই কথা বলে নেবেন।

জেমসন কঠিন হয়ে বললো, আমার কথা বলার দরকার নেই। মাধ্যম হিসেবে তোমাকেই একাজ করতে হবে। করতে হবে আর শুনবে ওকি বলতে চায়। তারপর সমস্ত কিছু আমাকে জানাবে।

লুকানের ইচ্ছা জেমসনের সঙ্গে ক্লিং-এর আলাপ করিয়ে দেবার। তারপর সময়মতো টাকা নিয়ে সরে আসার। তারপর লুকান বলল ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি সরে আসবো। একাজ আমার দ্বারা হবে না।

এই কথায় জেমসন জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, লুকান তুমি ভুল ভেবেছো। টাকাটা পেতে চাইলে তোমাকে সেটা পরিশ্রম করেই নিতে হবে।

কথাটা শুনে সাবধানতার চিন্তাকে ছাড়িয়ে ওর কাছে লোভটাই বড় হয়ে উঠলো। লুকান বললো, বুঝেছি স্যার। আমাকে মাধ্যম হিসেবে কাজ করাতে চাইলে আমার ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন। জেমসন সাপের মতো কুটিল আর তীক্ষ্ণ হাসি হাসলো। তারপর শান্তভাবে বললো দ

হাজার ডলারের বিনিময়ে এরনি ক্রিং মারাত্মক দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করবে। আর আমার মাধ্যম হিসেবে তুমি কাজ করবে।

লুকান মৃদু কণ্ঠে বলল, ঠিক আছে স্যার। আমি ক্রিংকে জিজ্ঞেস করে দেখবো কাজটা নিখুঁত ভাবে করার জন্য ও কত নেবে? কথাটা বলে ঘর্মাক্ত হাতের তালুটা ট্রাউজারে মুছে আবার বললো, আমার ধারণা চার হাজার ডলারের কমে ও কাজে হাত দেবে না।

জেমসন ভুরু কুঁচকে বললো, তুমি আমার সঙ্গে কোন চালাকি করছো না তো?

লুকান কিছুটা দমে যেতে জেমসন বললো, তোমার মনে সেরকম কিছু থাকলে পরিণামে তোমাকে ভুগতে হবে।

লুকান বললো, আমি আপনাকে ও যা বলেছে তাই বলেছি। চার হাজার ডলার সমেত অন্যান্য খরচ আপনাকে দিতে হবে তাহলেই নিখুঁতভাবে আপনি আপনার কাজ পেয়ে যাবেন। জেমসন গাড়ির কাঁচের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছে শ্যাননকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য তার কাছে এ অর্থ কিছুই নয়। প্রয়োজনে এর থেকে বেশী অর্থ খরচেও ও রাজী আছে। টার্নিয়ার-এর কথা মনে পড়লো। স্ত্রী যাবার পর যখন টার্নিয়া ওকে সন্তান উপহার দেবে তখন আরম্ভ হবে এক নতুন জীবন। একেবারেই আলাদা সে জীবনের স্বাদ। জেমসন জিজ্ঞেস করলো অন্যান্য খরচ কি আছে?

নিখুঁতভাবে কাজটা করার জন্যে ক্রিংকে সপ্তাহ তিনেক এখানে থাকতে হবে। তারজন্য খরচ হতে পারে হাজার খানেক কি হাজার দুয়েক ডলার।

জেমসন বললো চার হাজার ডলারের বেশী দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জেমসনের কথায় লুকানের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

ও নিশ্চিত একাজে ওর হাজার খানেক ডলার থাকবে। লুকান বলল আমি বুঝেছি স্যার।

জেমসন জিজ্ঞেস করলো, কাজটা কত তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা যাবে?

ওর প্রশ্নে লুকান বললো, ক্রিং যাতে আগামীকাল চলে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবো। তখন কাজের কথা বলে পরশু আপনাকে ওর মতামত আমি জানিয়ে দেবো।

জেমসন মাথা নেড়ে বললো, ঠিক আছে আগামী পরশুই হবে। ঐ দিন এগারোটা নাগাদ দেখা করে ব্যাপারটা নিয়ে চূড়ান্তভাবে কথা বলা যাবে।

লুকান জবাব দিল, ঠিক আছে স্যার।

গাড়িতে যেখানে টাকা রাখা আছে সেই বাক্সের চাবিটা ওর হাতে দিয়ে জেমসন বললো, বাক্স খুলে ব্রীফকেস দেখতে পাবে। ওটা নিয়ে যাও, ওখানে খরচের জন্যে পাঁচ হাজার ডলার রাখা আছে।

জেমসনের কথায় লুকান হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

গাড়ি থেকে ব্রীফকেসটা বের করে আনলে জেমসন বললো, আমার সঙ্গে চালাকি করলে পরিণাম ভাল হবে না, মনে রেখো।

লুকান বললো, না স্যার আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই কথোপকথনের পর জেমসন লুকানকে তার আবাসে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলো।

লুকানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জেমসন নাইট ক্লাবে পৌঁছালো। গাড়ি পার্ক করার সময় উইলবারের সঙ্গে ওর চোখাচোখি। উইলবার সোল্লাসে বললো, আরে বন্ধু ভাল সময়েই এসেছো। আজকের দিনটা গলফ খেলার পক্ষে চমৎকার। উইলবারকেও ধনী বলা যায়, ও নিয়মিত গলফ খেলতে প্যারাডাইস সিটিতে আসে। জেমসনের গাড়ি লক্ষ্য করে বললো, ভাড়া গাড়ি কেন? তোমার নিজের গাড়ি কোথায়?

জেমসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, আমার লোকটা এখানে এসে জোটে। জেমসন মনে মনে ভাবছিল বিকেলে টার্নিয়াকে ফোন করে ওর সঙ্গে ডিনার করলে ভাল হোত।

ওরা দুজন গলফ খেলার পোশাক পরতে গেলো। রাতে কনসার্টে আসবে কিনা উইলবার জিজ্ঞেস করলো। কনসার্ট শুনে জেমসনের মনে পড়লো স্মিথ সকালে বলেছিলো শ্যানন কোথায় যে 'সোলো' বাজাবে।

জেমসন বলল, আমার আসা হবে না। আমার এসব ভালো লাগে না। আজ রাতে আমি ব্যস্ত থাকবো।

উইলবার বললো, আমি আর মেগ যাচ্ছি। তোমার বউ-এর বাজনা শুনতে আমরা খুব ভালবাসি।

জেমসন মেগ-এর খবর জানতে চাইলো।

জে উইলবারের তিন ছেলের ওপর জেমসনের ঈর্ষা আছে। উইলবার বললো মেগ-এর খবর ভালই। আমার তিন ছেলের মধ্যে গ্যারি ব্যবসায় নামছে। বাকি দুটো....। বলে উইলবার থামলো। তারপর বললো মেগ এ ব্যাপারে আমাকে সহিষ্ণু হতে বলে। ওদের বয়েস পনেরো-ষোলো। ওরা স্কুলে পড়াশুনা করে, আর মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। চার্লি গীটার বাজায়, দেখতে হিপিদের মতো।

জেমসন পোশাক পরে ব্যাগ নিয়ে মনে মনে ভাবলো ওর সন্তান হলে এরকম হবে না। ওকে গড়ে তুলবে নিজের মতো করে।

জেমসন হতাশা আর ক্ষোভ মেশানো স্বরে বললো, উইলবার তুমি ভাগ্যবান, তোমার তিনটে ছেলে। ঈশ্বরের কাছে আমি একটা ছেলে চেয়েছিলাম।

উইলবার বললো এখনতো সময় আছে।

খানিকবাদে ওরা গলফ খেলা শুরু করলো। খেলার সময় কেউ কথা বলে না। নজর থাকে খেলার দিকে।

জেমসন খেলায় মন দিতে পারছে না। ঘুরে ফিরে টার্নিয়া আর লুকানের কথা মনে হতে লাগলো।

উইলবারের চোখ এড়াল না অমনোযোগী ব্যাপারটা।

জেমসন জানালো আজকের খেলাতে ওর মন আসছে না। উইলবার বলল, মনে হচ্ছে তুমি কোনো সমস্যায় পড়েছো, আমি কি তোমায় সাহায্য করতে পারি? মেগ বলে কোন সমস্যায় দুটো মাথা একসঙ্গে কাজ করলে সহজে সেটার সমাধান হয়।

জেমসন ভাবলেশহীন ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো শ্যাননকে খুন করার পরিকল্পনার কথা বললে উইলবারের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে? অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার না বলাই ভাল।

জেমসন বললো, ব্যবসা সম্পর্কিত একটা সমস্যায় পড়েছি। এতে তোমার কিছু করার নেই, আমি মিটিয়ে নেবো, ধন্যবাদ।

উইলবার বললো, খেলা রেখে চল আমরা স্কচ খেয়ে আসি।

দুঃখিত উইলবার, আমার কাজ আছে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে, পোশাক পাল্টানোর জন্য ওরা ক্লাব হাউসের দিকে এগোলো। লকাররুমে পোশাক পাল্টে জেমসন উইলবারের সঙ্গে করমর্দন করে পরে যোগাযোগ হবে বলে চলে গেলো।

উইলবার ওর দিকে তাকিয়ে ভাবলো জেমসনের এমন অস্থির মানসিকতা এর আগে কখনও দেখেনি।

স্মিথ ঠিক একটার সময় শ্যাননের প্র্যাকটিশরুমের দরজার সামনে ট্রে হাতে প্রভুপত্নীর সোলো বাজনা শুনলো।

বাজনা ওর ভালই লেগেছে। দরজায় টোকা মেরে ঘরে ঢুকে টেবিলে ওর ট্রে-টা রাখলো, তারপর বললো, ম্যাডাম দুপুরের খাবারে পানীয় দিয়েছি।

শ্যানন টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বললো, আরো চমৎকার বাজাবার জন্য বিকেল পর্যন্ত আমাকে পরিশ্রম করতে হবে।

স্মিথ ওর হাঁটুর ওপর ন্যাপকিন পেতে মৃদু হেসে বলল, ম্যাডাম আপনি নিখুঁত বাজান।

শ্যানন হেসে বললো, স্মিথ তুমিও খুব নিখুঁত।

লজ্জায় মাথা নীচু করে স্মিথ শ্যাননকে বললো, ম্যাডাম আমি আজ কনসার্ট শুনতে যেতে পারবো না।

শ্যানন খাওয়া বন্ধ বললো, কেন?

মিঃ জেমসনকে রাত আটটায় আমায় খেতে দিতে হবে।

দুজনে নিস্তব্ধ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। শ্যানন ভেবেছিল ওর সঙ্গে স্মিথ যাবে, রাতে কনসার্ট শেষে ওর সঙ্গে বাড়ি ফিরবে। বাজনা সম্পর্কে ওর মতামত শুনবে। হতাশা হয়ে বললো, স্মিথ আমিও খুব দুঃখিত।

স্মিথও দুঃখিত বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শ্যানন ঘরে পায়চারী করতে করতে বললো অসহ্য অবস্থা। শেরম্যান জেমসনের সঙ্গে ওর বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য। ওকে শেরম্যান ঘৃণা করে। শ্যানন জেমসনকে ভালবাসেনা।

জেমসন টেলিফোন বুথ থেকে টার্নিয়াকে ফোন করে বললো, আজ রাতে আমরা একসঙ্গে খাবো। প্যারাডাইস সিটি থেকে পাঁচ মাইল দূরে স্টোন ক্লাব রেস্তোরাঁয় রাত সাড়ে আটটায় আমরা দেখা করবো। ওখানে কেউ আমাদের চিনবে না। টার্নিয়া বললো, আমি ঠিক সময়েই থাকবো।

জেমসন রিসিভারটা রেখে গভীর নিঃশ্বাস নিলো। এবার সাবধানে এগোতে হবে। টার্নিয়াকে বোঝাতে হবে ওদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে। বিকেলের বাকি সময় জেমসন অ্যাথলেটিক ক্লাবে একটা চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলো। কিভাবে ও এগোবে কেবল সেই চিন্তা। বেশী চিন্তা লুকানের ব্যাপারে, সন্ধ্যেয় টার্নিয়াকে কি বলবে। এসব চিন্তা করার পর স্বাভাবিক হয়ে 'ব্রীজ' রুমে গিয়ে প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে তিনটে বাজী রেখে খেলা শুরু করলো, আশানুরূপ খেলা হলো না।

ঠিক আটটায় জেমসন ভিলাতে ফিরে এলো। স্মিথ কনসার্টে যাবার জন্য শ্যাননকে গাড়িতে তুলে জেমসনের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত। কনক্রিনের কথা ও ভাবছিল, সন্ধ্যেবেলা ছুটি পাবে ভেবেছিল। জেমসন ফিরতে ওকে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে স্মিথ জিজ্ঞেস করলো, গাড়িটা কনক্রিন ফেরৎ দিয়ে আসবে?

না, গাড়িটা গ্যারেজে রাখতে বলো, ওকে আর রাতে প্রয়োজন নেই।

স্মিথ বললো, আপনার খাবার স্টাডিরুমে দিয়ে আসি? জেমসন বললো না না আমি বাইরে খাবো। এই বলে উপরে উঠে আবার নীচের লবিতে নেমে চিৎকার করে বললো, তাড়াতাড়ি, আমি আমার রোলস রয়েসটা চাই।

স্মিথ জেমসনের সামনে এসে আড়ষ্ট স্বরে বললো, আপনার কি আজ রাতে আমাকে প্রয়োজন আছে?

জেমসন জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে বললো, তোমাকে মাইনে দেওয়া হয় আমাকে দেখাশোনা করবার জন্য। তোমাকে দরকার লাগলেই ডাকবো।

স্মিথ মৃদুস্বরে বললো, ঠিক আছে স্যার।

কনসার্টে যাবার ক্ষীণতম আশার আলো নিভে গেল।

জেমসন নিজের রোলস রয়েস চেপে চলে গেছে। স্মিথ বিষণ্ণ মুখে বসে রইলো। সাড়ে আটটায় জেমসন স্টোন ক্লাবে পৌঁছলো। রেস্তোরাঁর বাইরে গাড়ি রেখে ভাবলো টার্নিয়া নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। রেস্তোরাঁর মালিক ম্যারি ওকে অভ্যর্থনা করলো। রেস্তোরাঁয় কারোর সঙ্গে জেমসন কথা বলতে চাইছিল না। একবার বললো দুজনের মত একটা টেবিল দরকার।

রেস্তোরাঁটায় চল্লিশ জনের বসবার ব্যবস্থা আছে। এখানে তাড়াতাড়ি খাবার দেওয়া হয়। ম্যারিও ওকে বিরাট জানলার সামনের টেবিলটা দেখিয়ে দিলো। জেমসন চেয়ারে বসে ম্যারিওকে বললো, আমার অতিথি এলে খাবারের অর্ডার দেবো।

ম্যারিও 'নিশ্চয়ই' বলে চলে গেলো। টার্নিয়া সব সময়ই দেরী করে আসে। টার্নিয়া এলো ন'টা পনেরোতে। দুজনে খুশীতে পরস্পরের হাত ধরে রইলো খানিকক্ষণ। দুজন দুজনকে কাছে পেয়ে বললো, ভীষণ ভাল লাগছে। ম্যারিও কাছে আসতে জেমসন মেনুটা নিয়ে দুজনে পছন্দ করে খাবারের অর্ডার দিলো। জেমসনের ক্ষিদে না থাকায় খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, তোমাকে দেখলে আমার ভেতরটা পাগল হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ওরা খাওয়া শেষ করলো। পরিচারিকা টেবিল পরিষ্কার করে দিলো। জেমসন টার্নিয়াকে জিজ্ঞেস করলো তোমার কিছু হয়েছে?

টার্নিয়া হেসে বললো বিকেলে, রোম থেকে আমার ফোন এসেছিল। আমি আমন্ত্রণ পেয়েছি

ওখানে এক প্রদর্শনীতে আমার সংগ্রহগুলো দেখাবার। মিঃ গুইসিজ্জি বলেছে পরশুই প্লেনে আমাকে পৌঁছাতে।

জেমসন জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ওখানে অনেকদিন থাকবে? টার্নিয়া বললো, সপ্তাহ দুয়েক তো বটেই, আশাকরি তুমি দেখবে এ সুযোগ যাতে আমার হাতছাড়া না হয়।

জেমসন প্রশ্ন করলো, সপ্তাহ দুয়েকের বেশীও তো লাগতে পারে?

আমার ডিজাইনের প্রদর্শনী শেষের দিকে হবে। এছাড়া ওখানে অনেক আলোচনার বিষয়ও আছে। এতে তিন সপ্তাহের মতো লাগবে।

জেমসন ভাবলো সমস্যা সমাধানের এটাই উপযুক্ত সময়। শ্যাননকে খুন করার সময় টার্নিয়ার রোমে থাকাই যুক্তিযুক্ত। টার্নিয়া এখানে থাকলে ওকে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হবে। জেমসন কথাটা ভেবে একটু হেসে টার্নিয়াকে বললো, ব্যাপারটায় আমি খুব আনন্দিত। এই সুযোগ তুমি সদ্ব্যবহার করবে। আমি অপেক্ষা করব। একটু থেমে আবার বললো, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানে শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো চুক্তি সই কোরো না।

টার্নিয়া হাসিমুখে জেমসনকে বললো, আমি প্রতিশ্রুতি মত তোমাকে বিবাহ বিচ্ছেদের একমাস সময় দিলাম।

পরিচারিকার দেওয়া কফিতে চুমুক দিয়ে জেমসন বললো, তোমার জন্যে একটা খবর আছে।

টার্নিয়া মুখ তুলে বললো, ভাল খবর তো?

জেমসন বললো, তা বলতে পারো। তুমি একমাস সময় দিয়েছিলে শ্যাননের কাছ থেকে আইনত আলাদা হবার। তারপর আমরা দুজন বিয়ে করবো। তুমি বলেছিলে তুমি আমাকে সন্তান দেবে, সংসার দেখবে।

টার্নিয়া বললো, সেরকম কথাই আমি বলেছিলাম।

জেমসন বললো, ভাল খবরটা এখানেই লুকিয়ে আছে। শ্যাননের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তায় আমি শ্যাননকে বলেছি আমার সন্তানের প্রয়োজন। আমি একটি মহিলাকে ভালবাসি। তোমার নাম করিনি। আমার সমস্যায় ও ভ্রূক্ষেপই করেনি। পরে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী হয়েছে। ওরা যাজকের সঙ্গে কথা বলে পরে সব বলবে।

একটু থেমে জেমসন বললো, তুমি রোম থেকে ফিরে আসার মধ্যে সব সমস্যা মিটে যাবে। এখন ধৈর্যের দরকার। আগামী দুমাসের মধ্যে আমরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবো। এই সময়ের মধ্যে তোমার কাজ শেষ করো। কফিতে চুমুক না দিয়ে টার্নিয়া ভাবছিল জেমসনকে ও খুব ভালবাসে। একটা সন্তান ওকে দিতে চায়। তবু টার্নিয়ার মনে হলো ওকে বিয়ে করলে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। রোমে যাবার ব্যাপারটা ওকে উত্তেজিত করে তুললো। টার্নিয়া বললো, তোমার বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তখন সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক করা যাবে।

জেমসন বললো, আগে থেকেই তো আমাদের পরিকল্পনা ঠিক আছে। ওর কবল থেকে মুক্তি পেয়েই আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

টার্নিয়া জেমসনকে বললো, দেখেছ কে আসছে?

জেমসন ভুরু কুঁচকে সামনে তাকিয়ে দেখলো প্যারাডাইস সিটির সিডনী ড্রাইসডেল ভেতরে আসছে।

ম্যারিও ওকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা ফাঁকা টেবিলে বসালো। ম্যারিওকে খাবার অর্ডার দেবার পর ড্রাইসডেল দেখতে পেলো সামনের টেবিলে জেমসন-টার্নিয়া বসে আছে। জেমসন টার্নিয়াকে ক্রুদ্ধ হয়ে বললো লোকটার ব্যাপারে ঘাবড়াবার কারণ নেই। ওকে কায়দা করার উপায় আমার জানা আছে। আমার অ্যাটর্নি বলেছে যদি ওর লেখায় আমার নাম কোনদিন উল্লেখ করে তবে ও চাকরী খোয়াবে। টার্নিয়া ভয়ে বললো, আমার নাম উল্লেখ করতে পারে। ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র কেনার বিল টেবিলে মেলে ধরলো। এমন ভাব দেখাও যেন আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে এসেছি। আমি চাই না আমার নামে কোনো গুজব ছড়াক।

জেমসন টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে সেটা পড়ার ভান করতে লাগলো। টার্নিয়া বললো এবার আমি যাবো।

টার্নিয়া মৃদু হাসলো। জেমসন কাগজগুলো ফেরৎ দিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললো, ঘাবড়াবার কি আছে? আমাদের সম্পর্কে কিছু লেখার সাহস ওর হবে না। ছমাসের মধ্যে আমি তোমাকে বিয়ে করছি।

ব্যবসায়িক ভঙ্গীতে ওরা পরস্পর করমর্দন করলো। টার্নিয়ার চিন্তা রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার। টার্নিয়া রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে জনারণ্যে মিশে গেল। জেমসন ম্যারিওকে আবার পানীয়ের অর্ডার দিলো। একটা সিগারেট ধরালো। ড্রাইসডেল সব লক্ষ্য করলো। জেমসন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে গেলো।

এরনি ক্লিং রিসিভারটা রেখে ন্যাগের রান্নাঘরে এলো। ক্লিং বললো, বেশ চমৎকার গন্ধ। কি রান্না করছো? যুবকটি হেসে বললো, আপনি এটা পছন্দ করেন। আমার মায়ের কাছে শেখা এখানকার খাবার।

ক্লিং বলে, গন্ধটার মত যদি খেতে হয়, তবেই ভাল।

ন্যাগ বললো, ধন্যবাদ। আপনি হতাশ হবেন না।

ক্লিং ন্যাগের রান্না দেখতে লাগলো। এমন যুবক পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। ক্লিং বললো, একটা কাজে তোমাকে আমি সঙ্গে নেবো। আমরা ফ্লোরিডায় প্যারাডাইস সিটিতে যাবো। ওখানে মজায় কাটবে আর আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। ন্যাগ বলে আমি সবসময় আপনার পেছনে আছি। ক্লিং বললো, তুমি ছুটি উপভোগ করে নিজেকে আনন্দের মধ্যে রাখো।

ন্যাগ বলে আপনার সঙ্গে আমি আনন্দে থাকি। তারপর বললো, আপনার খাবার তৈরী।

যুবকটি বৈঠকখানায় দুটো খাবার ভর্তি প্লেট টেবিলে রাখলো। ক্লিং খুশী হয়ে যুবকটির সঙ্গে টেবিলে বসলো।

।। চার ।।

রাত দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে গোয়েন্দা টম লেপস্কি ডিটেকটিভ রুমে এলেন। তিনি খুঁজছিলেন সার্জেন্ট জো বাগলারকে। জো প্যারাডাইস সিটির পুলিশ ফোর্সের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। হাতে কফির কাপ, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে ক্রাইম লিস্টটায় চোখ বোলাচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আরে টম!

লেপস্কি জিজ্ঞেস করলেন, আমার কিছু আছে নাকি?

জো বললেন, না। গাড়ি চুরি, দোকান থেকে চুরি, এইসব সাধারণ ঘটনা।

লেপস্কি বললেন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় জঘন্য শহরে আমি আছি। গোয়েন্দা হিসেবে খারাপ না হলেও কাজ দেখাবার কোনো সুযোগ আমার নেই।

বাগলার হেসে বললেন, তুমি জানতে পারবে না কখন কোন্ কাজ তোমার হাতে এসে পড়বে।

আমি চাই, খুনের বা মারাত্মক ধরনের ছিনতাই বা বিরাট একটা ভাঙচুরের ঘটনা। আমি আমার দাঁত এইসব ঘটনায় ঠিকমত বসাতে পারবো।

বাগলার টমকে বললেন, আমি এখন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির লিস্টটা দেখছিলাম, এখানেই নাকি লুকান আছে।

টম লেপস্কি ফুঁসে উঠলেন, বদমাইসটাকে পেলে শেষ করে দেবো। এখন লোকটা কোথায় আছে?

স্টার হোটেলে।

ওটাকে দশ বছরের জন্যে সরিয়ে দিলে ভাল হয়।

টম, শক্তির অপচয় কোরো না। লুকান একজন ঘুঘু মাল। ধনী বয়স্কা মহিলাদের ওপর থাবা বসানোই ওর কাজ। ঐ মহিলারা অভিযোগ না করা পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারি না।

লেপস্কি বললেন, ওর ওপর নজর রাখা দরকার। ও পালাতে পারে। এখানে কোন ঘটনার পেছনে ওর হাত বেশী।

বাগলারের ভাল লাগছিল না, প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, তোমার বৌ ক্যারল কেমন আছে?

লেপস্কি টুপিটা পেছনে টেনে হেসে বললেন ক্যারল আজ বিকেলে আমাকে খানা খাওয়াবে

বলে রান্নাঘরে কাটালো। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি কি মারাত্মক গন্ধ। তারপর ম্যাক্সের সাথে ঘণ্টাখানেক গল্প করলাম, তারপর সজোরে হেসে লেপস্কি বললেন, এখন রেগে চলে যাবার ব্যবস্থা করছে।

বাগলার দীর্ঘশ্বাস ফেলে টমকে বললেন, আমার উপদেশ, ক্যারলের সঙ্গে রসিকতা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। এরপর টম গাড়ি চালিয়ে সোজা ক্যাসিনোতে এসে গাড়ি দাঁড় করালেন। ক্যাসিনোতে নিত্য নৈমিত্তিক গুণ্ডাবদমাইসের মধ্যে মুরগীর লড়াই জমে ওঠে। সেখানে দেখতে পেলেন জনি নামের একজন ইতালিয়ানকে। লোকটা সমাজবিরোধী। লেপস্কির সাথে লোকটার ধাক্কা লাগলে লোকটা ভড়কে গেল। হঠাৎ দেখলেন ক্যাসিনো থেকে লুকানকে বেরিয়ে আসতে। উনি লুকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। লুকান গাড়ির দরজা খুলতে ব্যস্ত। লেপস্কি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কিছু করার কথা ভাবছ?

লুকান চমকে উঠে সাবধানী ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। এই লোকটা পুলিশ অফিসারদের মধ্যে বেশী বিপজ্জনক। এখন মোকাবিলার সময় নয়। লুকান মৃদু হেসে বলল, আপনাকে দেখে ভাল লাগছে।

লেপস্কি ফুঁসে বললেন, বাজে কথা বোলো না। এখানে তুমি কি করছো?

আমি ছুটি কাটাচ্ছি।

এখানে তোমার মত লোককে থাকতে দেওয়া যায় না। লুকান ভাবলো তিন সপ্তাহ ধরে এরনি ক্লিং-এর কাজ করতে এর মুখোমুখি হতে হবে। লুকান বললো, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না পাওয়া পর্যন্ত আমার ব্যাপারে মাথা গলাবেন না। কথাটা বলে লুকান গাড়ি স্টার্ট দিল।

লেপস্কি হাতের মুঠো একবার খুলতে একবার বন্ধ করতে লাগলেন। বাড়ি ফিরলেন ছ'টা নাগাদ। স্ত্রীর জন্যে জিনিস কিনে আনলেও তার সামনে যেতে নার্ভাস লাগছিল।

এরনি ক্লিং স্টার হোটেলেব কেবিনে আরামদায়ক সোফায় শুয়ে আর সামনের চেয়ারে লুকান বসে। দূরে আব একটা চেয়ারে ন্যাগ। ক্লিং বলছিল প্যারাডাইস সিটি খুঁজতে তার হয়রানির কথা। খানিক বাদে আসল প্রসঙ্গে এলো।

জেমসনের দেওয়া ব্রীফকেসটা থেকে এক হাজার ডলার তুলে বাকিটা ক্লিং-এর হাতে দিয়ে বললো ঠিক আছে কিনা দেখে নাও।

এরনি ক্লিং বাক্সটা দেখে ন্যাগকে বললো ব্রীফকেসটা ভাল জায়গায় রাখতে। ন্যাগ বেরিয়ে গেলে লুকান জিজ্ঞেস কবলো ওটা কে?

ও একজন ভিয়েতনামী, আমার সঙ্গী।

লুকান বলল, আমি তোমার সঙ্গীর কথা জানতাম না।

ক্লিং হেসে বললো, যুবকটির ব্যাপারে সাবধানে থেকো। তারপব লুকানকে সমস্ত ব্যাপার বলতে বললো।

লুকান বললো, এক ধনী ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। মহিলা কট্টর ক্যাথলিক। বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী নয়, ভদ্রলোক একটি সন্তান চায়। স্ত্রী দিতে পাবছে না। ভদ্রলোক আর এক মহিলার প্রেমে পড়েছে। তাকে বিয়ে কবতে চায় সেজন্য স্ত্রীকে খুন করা দরকার।

এরনি ক্লিং সব শুনে মাথা নেড়ে বললো, ঠিক আছে। এ কাজের জন্য ভদ্রলোক আমাকে তিন হাজার ডলার দেবে।

দেবে, তবে কিছু শর্ত আছে। কাজটা নিখুঁত হওয়া চাই। ব্যর্থ হবে না, পুলিশের ঝামেলা হবে না। একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার মত ঘটাতে হবে।

লুকানের কথায় ক্লিং জানালো, আমার কাজ ব্যর্থ হয়না। ওর সঙ্গে কথা বলে কাজটার পদ্ধতি ওকে আমি জানাবো। আর ওর স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর নিতে চাই।

লুকান কপালের ঘাম রুমালে মুছে বললো, ও কারোর সঙ্গে দেখা করবে না। আমাকে মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে হবে।

ক্লিং জিজ্ঞেস করলো, কেন?

যতক্ষণ না বুঝবে তুমি নিখুঁতভাবে কাজ করবে, নিজেকে ও অপরিচিতই রাখতে চায়।

লোকটা কে?

লুকান বললো, শেরম্যান জেমসন।

নামটা শুনে ক্লিং সোজা হয়ে বসলো, তারপর সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লো। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, জেমসন তাহলে স্ত্রীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। লোকটা কি ধনী?

লুকান বললো, আমার তাই মনে হয়।

তুমি খোঁজ নিয়ে ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। ওর স্ত্রীর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা প্রয়োজন।

এটা সম্ভব নয়। লোকটা ধূর্ত, লোকটা সমুদ্রের বীচে গাড়িতেই কথা বলে গেছে।

ক্লিং হেসে বললো, এই ধরনের লোককেই আমি পছন্দ করি। ও তোমাকে কত দেবে?

লুকান বিব্রতবোধ করে বললো, আমি খানিকটা অংশ তোমার থেকেই নিচ্ছি। জেমসন টাকার ব্যাপারে সচেতন।

ক্লিং বললো, তাহলে আমি তোমাকে মজুরী দিচ্ছি। আমার মনে হয়েছে শতকরা দশভাগ নেওয়াই ঠিক।

ওকে বলো আমার পরিকল্পনা নিখুঁত। ওর স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু খবর আমার জানা দরকার। ক্লিং টেবিল থেকে কাগজ পেনসিল নিয়ে কিছু লিখলো।

এরনি ক্লিংকে লুকান লক্ষ্য করছিল। লেখা শেষ করে ভাঁজ করা কাগজটা লুকানের হাতে দিলো। তারপর বললো, এতে যে প্রশ্ন আছে তার উত্তর চাই। আমাকে দুদিনের মধ্যে তুমি জানাবে ওব স্ত্রীকে কোন পদ্ধতিতে সরানো হবে।

কাজটা হাতে নিয়ে দেখা যাক। ন্যাগকে বললো, আমরা নিজেরাই কাজটা করবো। লুকান অর্থের জন্য কোন চালাকি করলে ওকে শেষ করে দেবো।

ভিলা থেকে বেরিয়ে ওরা সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগলো। ভাড়া করা মার্সিডিজ গাড়িতে স্টার হোটেলের সামনে এগারোটায় জেমসন এসে দেখলো রোগা লম্বা, ধূসর চুলের একজন লোক লুকানের কেবিনের সামান্য দূরত্বে হেলান দিয়ে বসে আছে। জেমসন ভ্রূক্ষেপ করলো না। লুকান দ্রুতপায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে নার্ভাস কণ্ঠে বলল, সুপ্রভাত। জেমসনের মেজাজ ভাল না। টার্নিয়াকে রোমে যাবার জন্য মিয়ামি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে চাইলে টার্নিয়া রাজী হয়নি। কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে বুঝে লুকান ওর পাশে বসলো। জেমসন কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে বীচে এসে পৌঁছালো। গম্ভীরভাবে বললো, এবার বল।

লুকান ভয় পেয়ে বললো, আমি ক্লিং-এর সঙ্গে দেখা করেছি। ভাববার কিছু নেই, ও আপনার স্ত্রী সম্পর্কে কিছু খবর চায়।

কি রকম?

কাজটা নিখুঁত ও নিরাপদ করার জন্যে ব্যাপারটা সপ্তাহ খানেক দেখে নিতে চায়। ও জানতে চায় আপনার স্ত্রীর কোন পুরুষ বন্ধু আছে কিনা?

জেমসন জানালো সেরকম কিছু নেই।

যাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় এমন কোন বন্ধু আছে?

জেমসন বললো ওর এমন বন্ধু আছে যারা ওর বাজনাকে পছন্দ করে। ওদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা করে।

লুকান জিজ্ঞেস করলো, ওর রুটিন মাফিক কোন কাজ আছে?

মানে?

যেমন প্রতিদিন একই সময়ে কোন কাজ করা বা কুকুর নিয়ে বেড়ানো, এইরকম।

জেমসন বললো, প্রতিদিন সকাল আটটায় উৎসবে যায়, তারপর ব্রেকফাস্ট করার জন্য ফিরে আসে। ঘণ্টাখানেক সাঁতার কাটে। তারপর ঘরে ফিরে সোলো বাজায়। দুপুরে ঘরে খায়, বীচে ঘণ্টাখানেক ঘোড়ায় চড়ে কাটায়। বিভিন্ন কনসার্টের আসরে সন্ধ্যেবেলা যায়। ওর জীবন এটাই।

লুকান জিজ্ঞেস করলো, ওকি খুব ভাল সাঁতার জানে?

হ্যাঁ সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়া ও ভাল জানে। তারপর বললো, একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামীকাল চাই। আমার পছন্দ না হলে একাজ আমি বন্ধ করে দেবো। ঠিক এগারোটায় স্টার হোটেলে আমি

আসবো।

লুকান ঠিক আছে বলতেই জেমসন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে স্টার হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। লুকান গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই জেমসনের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্লিং রোদে চেয়ারে বসে ছিল, ওকে দেখামাত্র উঠে কেবিনের দিকে যেতে লাগলো। লুকান ওর সঙ্গে যেতেই ক্লিং দরজা বন্ধ করে লুকানের কাছে জানতে চাইলো কতদূর এগোলো?

লুকান মাথা নীচু করে বসে বললো, লোকটা খুব পাজি।

আর পারছি না। আমাকে এখন একটু মদ খেতে হবে। ন্যাগ দুটো কাঁচের গ্লাস দিয়ে চলে গেল। ক্লিং লুকানকে বললো, নিজের স্ত্রীকে যে লোক খুন করতে চায় সে পাজিই। ক্লিং বললো, যা যা ওকে জিজ্ঞেস করতে বলেছি, সব করেছো?

লুকান ঘাড় নেড়ে কাগজটা ওর হাতে ফেরৎ দিলো। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, একাজ আমার দ্বারা হবে না। ক্লিং লুকানকে থামতে বলে কাগজটা পড়লো। শেষে বললো, রুটিনমাফিক কাজ লোকে কখন করে, একাজে কোন সমস্যা নেই। কখন লোকটার সঙ্গে দেখা করবে?

লুকান বললো, আগামীকাল এগারোটায় এখানে আসবে।

ঠিক আছে, আগামী দিনকয়েকের ভেতর তোমাকে প্রয়োজন হলে ডাকবো। তুমি এর মধ্যে থেকো না।

লুকান বললো, ব্যাপারটা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। মনে রেখো, লোকটা খুব মারাত্মক।

ক্লিং হেসে বললো, আমিও তাই।

লাকি লুকান একভাবে এরনি ক্লিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলো।

শ্যাননকে চার্চ থেকে ফিরতে দেখে স্মিথ ব্রেকফাস্ট তৈরী করে বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলো শ্যানন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বললো ম্যাডাম ব্রেকফাস্ট দিয়েছি। ওর কণ্ঠস্বরে শ্যানন মৃদু হেসে টেবিলের কাছে আসতে আসতে ধন্যবাদ জানালো। স্মিথকে বললো, টেপে আমার বাজনা তুলে রেখেছি। সময় পেলে শুনো। তোমার মতের মূল্য দিই। স্মিথ উজ্জ্বল চোখে শ্যাননের হাত থেকে টেপটা নিয়ে বাইরে চলে এলো। শ্যানন ভাবলো প্রকৃতই লোকটা বন্ধু, ওকে শ্রদ্ধা করে। এই ভেবে শ্যানন কফিতে চুমুক দিলো। খানিকবাদে আবার জানলার সামনে দাঁড়ালো। ভাবলো শেরম্যানকে ছেড়ে চলে গেলে মাঝরাস্তায় ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে। চাকরবাকর, অর্থ, বিলাস, এখন কিছুরই অভাব নেই। আলাদা হয়ে গেলেই এসব শেষ হয়ে যাবে।

ও ভাবলো মেগ-এর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এই ভেবে নিজেকে অনাবৃত করে বাথরুমে ঢুকলো। আয়নায় দেখলো পুরুষকে আকর্ষণ করার মত সৌন্দর্যময় দেহটা শেরম্যানকে আকর্ষণ করে না। তারপর সাঁতারের পোশাক পরে সাঁতার কাটতে গেলো। এরনি ক্লিং সকাল সাতটায় একটা ধূসর রঙের পোশাক পরলো, চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে একেবারে চার্চে গেছে যে সিঁড়িটা, সেটা দিয়ে এগোতে লাগলো। চার্চে পৌঁছে ক্লিং এমন জায়গায় বসলো যেখান থেকে ভালভাবে সবকিছু দেখা যায়। ওকে কারো নজরে পড়বে না। মোমবাতি জ্বালাচ্ছিল এক যুবক। একটা মৃদু সঙ্গীত সারা হলঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সামনের সারিতে কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা বসে আছে।

ক্লিং ধৈর্য ধরে চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগলো। একসময় দেখলো শ্যানন এগিয়ে আসছে। লম্বা দেহ, চলায় একটা লাবণ্য আছে। মহিলাকে ওর ভাল লাগলো। মহিলাটি ও সঙ্গে লাল চুলওয়ালা ভদ্রলোক দুজনে সামনের সারির আসনে বসলো। ক্লিং একপাশে বসে যাজকের কার্যকলাপ দেখতে লাগলো। চার্চের কাজের শেষে যাজকের সাথে করমর্দন করে সবাই বেরিয়ে যেতে লাগলো। শ্যানন করমর্দন করে বেরোবার সময় সঙ্গীত যাজকের সাথেও করমর্দন করলো।

ক্লিং সবার শেষে যাজকের কাছে গিয়ে বললো, খুব চমৎকার আপনার পরিকল্পনা।

যাজক অনেকক্ষণ ধরে ক্লিংকে দেখে বললেন, আপনাকে আগে দেখিনি। আপনি এখানে প্রথম এসেছেন?

ক্লিং হেসে বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি বিশেষ কাজে এখানে এসেছি, সম্ভব হলেই চার্চে যাই, আপনার কাজ আমার ভাল লেগেছে।

যাজক বললেন, সবাই এখানে বিশ্বস্ত। আমার ইচ্ছে রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানে বেশী যুবক এখানে আসুক।

ক্রিং লাল চুলওয়ালা ভদ্রলোকের কথা বলতেই যাজক বললেন উনি মিঃ ও নীল। রাষ্ট্রপুঞ্জের আইরিশ প্রতিনিধি—এখানে কাজে এসেছেন, চার্চে প্রতিদিন আসেন।

ক্রিং বললো কাগজে ওর ছবি আমি দেখেছি। আজকের দিন ভালো কাটুক বলে ক্রিং ফাদারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে ফাদার বললেন, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

ক্রিং চার্চ থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে স্টার হোটেলে ফেরার সময় দেখলো বীচটা একেবারে নির্জন। সাড়ে দশটা নাগাদ লুকান ক্রিং-এর ঘরে এলো। লুকানকে নার্ভাস দেখে ক্রিং লুকানকে বললো বিশ্রাম নিতে আর ন্যাগকে বললো পানীয় দিতে।

ন্যাগ দু গ্লাস স্কচ আর সোডা টেবিলের ওপর রেখে গেল। ক্রিং সিগারেট ধরিয়ে বললো, ভাবার কিছু নেই। জেমসনের সঙ্গে বীচে যাওয়া ছাড়া তোমার কিছু করার নেই। জেমসন গাড়ি থামালে সঙ্গে সঙ্গে তুমি একদিকে সরে যাবে। তোমার জায়গাটা আমি সেইসময় নেবো। ডানদিকের ঝোপে তুমি অপেক্ষা করবে। এখানে আমার চাকর থাকবে। তোমার গাড়িটা দূরে রাখবে। ন্যাগ তোমাকে নিয়ে যাবে। ওকে আমার পরিকল্পনা বিক্রী করবো।

লুকান ক্রিং-এর কথায় বিবর্ণ হয়ে বললো আমার এটা পছন্দ নয়। জেমসন আমাকে চালাকি করতে নিষেধ করেছে। সেরকম কিছু করলে আমাকে ছেড়ে দেবে না। ক্রিং বললো, লুকান তা হতে পারে না, মাথাটা খাটাও। ক্রিং একটু থেমে বললো, ওকে আমরা চাপ দেবো। ও তোমার খারাপ করার চেষ্টা করলে নিজেই প্রেসের কাছে ফেঁসে যাবে। বাধ্য হয়ে বলবে ওর স্ত্রীকে খুন করার জন্যে তোমাকে ভাড়া করেছিল। তোমাকে ভয় দেখানো ছাড়া ওর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

ক্রিং স্কচে চুমুক দিয়ে বললো প্রেস যদি জানতে পারে জেমসন স্ত্রীকে সরিয়ে দেবার জন্যে লোক ভাড়া করেছে তাহলে কোনদিনই স্ত্রীকে খুন করবার সাহস হবে না। ঐ স্ত্রীকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে।

লুকান মাথা নেড়ে বললো, ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখিনি। এটা আমার ব্যাপারও নয়।

তুমি কি চাওনা তিরিশ হাজার ডলার তোমার পকেটে আসুক? লুকান বাকি স্কচটুকু একঢোকে খেয়ে নিলো, চোখে মুখে লোভের ছায়া। বললো, তোমার ওপরে আমি বিশ্বাস রাখতে পারি। ক্রিং বললো যা আমি বলছি তুমি তাই করো। বাকিটা আমিই করবো। আমার চাকরটাকে নিয়ে যেখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো, সেখানে যাচ্ছি।

ক্রিং ও চাকরটা চলে যেতে লুকান ঘরে ফিরে এলো। এক গ্লাস স্কচ খেয়ে বাইরে কড়া রোদের মাঝখানে জেমসনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

লুকানকে নিয়ে জেমসন সমুদ্র উপকূলে এসে পৌঁছলো। ওর চিন্তা কি পরিকল্পনা এঁটেছে, শ্যাননকে খুন করার। ব্যাপারটা ঠিকমত ঘটলে জীবনটা পাল্টে যাবে। টার্নিয়াকে নিজের করে পাবে। টার্নিয়ার গর্ভে ও সন্তান লাভ করবে।

লুকান গোলমাল করার চেষ্টা করলে ওর মত ভাড়াটে গুণ্ডাকে সরিয়ে দিতে ওর অনেক রাস্তা জানা আছে। সঠিক পরিকল্পনা দিতে না পারলে পাল্টা খুনীকে ভাড়া করে ওর বারোটা বাজিয়ে দেবে।

গাড়িটা থামলেই লুকান দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ক্রিং-এর নির্দেশ মত টলতে টলতে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলো। জেমসন স্থির হয়ে বসে দেখলো লম্বা চেহারা ধূসর রঙের চুল একজন লোক দ্রুতবেগে এসে লুকানের আসনে বসে পড়লো। জেমসন ঘাবড়ে গেল। শয়তানি মাখা শীতল হাসি মুখে, চাহনি সাপের মত কুটিল। জেমসন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। ক্রিং বললো সুপ্রভাত মিঃ জেমসন। কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, আমার নাম এরনি ক্রিন। ব্যবসা সম্পর্কিত ব্যাপারে আমরা এক হয়েছি।

জেমসন স্থির হয়ে বসে ভাবছিল, এই খুনীটা ওকে জানে। নিজেকে বেশীদিন আত্মগোপন করে রাখা অসম্ভব।

মিঃ ক্রিং, আমি লুকানকে বলেছি আপনার সঙ্গে চুক্তিতে আসবো না। ক্রিং বলল, হ্যাঁ লুকান

বলেছে, ওভাবে আপনি কাজ করবেন না। আমার কাজ নিখুঁত। আপনি না চাইলে আমি চলে যাচ্ছি। একটা নিখুঁত পরিকল্পনা আমার কাছে ছিল। আসল ব্যাপার আপনি চান স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে আমি চাই অর্থ।

মিঃ জেমসন ভেবে বললো, আপনার পরিকল্পনা বলুন আমি শুনি।

ক্লিং মৃদু হেসে বললো, কিছু না পেলে আমি আমার গোপন ব্যাপার কাউকে দিই না। আমার চুক্তি বিনা বাধায় আপনার স্ত্রীকে আমি সরিয়ে দেবো আমাকে তার বদলে দিতে হবে নগদ তিনশো হাজার ডলার।

এরনির কথায় জেমসন মাথা নেড়ে রাজী আছে জানালো।

অর্থটা কিভাবে দেবে জানতে চাইলে জেমসন বললো, আপনি যেভাবে চাইবেন। নগদ দিতে পারি।

ক্লিং সিগারেট ধরিয়ে বললো, আমার সুইস একাউন্টে ডলারকে সুইস মুদ্রায় পাল্টানো যাবে তো?

জেমসন বললো, কোন সমস্যা হবে না। ক্লিং বুঝতে পারল ওর পৃথিবীর সর্বত্রই একাউন্ট আছে। তারপর বলল, কাজ আরম্ভ করার আগে আমার একাউন্টে একশো হাজার ডলার জমা দিতে হবে।

জেমসন বললো আমার সন্তুষ্টি মত নিখুঁত পরিকল্পনা দিলে অর্থটা কোন সমস্যাই হবে না।

ক্লিং সীটে হেলান দিয়ে বসে বললো, লুকানের কাছ থেকে আপনার স্ত্রীর কিছু খবর পেয়েছি। যখন আপনার স্ত্রী সাঁতার কাটে তখন তাকে ডুবিয়ে মারা যায়। ঘোড়ায় চড়ার সময়ে ঘোড়া থেকে ফেলে দেওয়া যায়। তবে এই কাঁচা কাজে নিরাপত্তা নেই। আপনি বলেছেন সন্দেহ থাকবে না এমন একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে হবে। সেজন্য অন্যভাবে সমাধানের কথা আমি ভাবছি।

কথাগুলো শুনে জেমসন ভাবলো শ্যানন ওর জীবন থেকে চিরদিনের জন্য সরে গেলে ও সহজেই টার্নিয়াকে বিয়ে করতে পারবে। ক্লিংকে বললো, আপনার পরিকল্পনাটা বলুন।

ক্লিং সামান্য থেমে বলতে আরম্ভ করল, যাদের দৈনন্দিন কাজের একটা রুটিন আছে তাদের খুন করা খুব সহজ। ইউনাইটেড নেশনস-এর আইরিশ প্রতিনিধি মিঃ ও নীল ও আপনার স্ত্রী প্রতিদিন সকালে চার্চে আসেন।

জেমসন বলল খুনের বা তোমার পরিকল্পনার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক?

ক্লিং বললো, আপনি যেমন নিখুঁত সমাধান চাইছেন তাই হবে। চার্চের প্রার্থনা সভা শেষ হলে যাজক দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। মিঃ ও নীল আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে এসে যাজকের সামনে করমর্দন করেন। আমার পরিকল্পনার চরম মুহূর্ত সেইসময়। ওরা যখন যাজকের সামনে দুজনে এসে দাঁড়াবে তখন একজন আইরিশ রিপাবলিক আর্মির লোক একটা শক্তিশালী বোমা ওদের লক্ষ্য করে ছুঁড়লেই কাজ শেষ। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিঃ ও নীলও শেষ হয়ে যাবে। একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর ব্যাপারটা তখন বড়ো হয়ে উঠবে। আপনার স্ত্রীর ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। সবাই ভাববে বোমার আঘাতে এক পথচারী মহিলা মারা গেছে। এরপর পুলিশ যে বোমা ছুঁড়েছে তাকে খুঁজবে। তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

বোমা শুনে মিঃ জেমসনের হৃদপিণ্ডের গতিবেগ বেড়ে গেল। স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগলো।

ক্লিং বললো, আমি এ ব্যাপারে পেশাদার। বোমা দিয়ে এর আগে অনেক কাজ আমি করেছি। আইরিশ আর্মির হাতে বেশ মারাত্মক ধরনের শক্তিশালী বোমা থাকবে। আমি তখন রাস্তার পাশে অপেক্ষা করবো।

জেমসন সীটে হেলান দিয়ে বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা করে বললো, এ ঘটনায় প্রার্থনা সভার আরো লোকজন বা যাজক নিজে মারা যেতে পারে।

ক্লিং বললো, তা হতে পারে, আপনি তো চান নিখুঁত কাজ যাতে পুলিশী ঝামেলা থাকবে না। এক্ষেত্রে যত জনই মারা যাক আপনার তাতে কি?

জেমসনের মাথায় তখন যাজকের ব্যাপারটাই ঘোরাফেরা করছে। শ্যাননকে ঐ যাজকই বুঝিয়েছিলেন বিবাহ বিচ্ছেদটা ধর্মের বিপক্ষে যাবে। এই যাজকই ওর ভুল বোঝার জন্য দায়ী।

শ্যাননের মৃত্যুর জন্যে ও দায়ী থাকবে। দুজনে চুপচাপ বসে রইলো।

ব্যাপারটা একটা রাজনৈতিক খুন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্যানন তার মধ্যে থাকবে। একটা নিখুঁত সুন্দর পরিকল্পনা। টার্নিয়া এখন রোমে। ও ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারবে না রাজনৈতিক গণহত্যায় অনেকের মধ্যে শ্যাননও আছে। ও দ্বিধা না করে ক্লিংকে বললো, আপনার পরিকল্পনার সঙ্গে আমি একমত। তাহলে কখন?

ক্লিং উজ্জ্বল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবলো জেমসনও নিষ্ঠুরতায় ওর থেকে কম নয়। কতজন মারা গেল তাতে কিছু যায় আসে না, ওর কাজ চাই। ক্লিং বললো, আমার সুইস অ্যাকাউন্টে একশো ডলার জমা পড়তেই কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। বোমা আমি পেয়ে গেছি। ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ পৌঁছনোর খবর পেলেই আমি কাজ আরম্ভ করবো। কথা শেষে ক্লিং মানিব্যাগ থেকে একাউন্ট নাম্বার আর দুটো সুইস ব্যাঙ্কের ঠিকানা লেখা কার্ড জেমসনকে দিলো। জেমসন ওর হাত থেকে কার্ড নিয়ে ভাল করে দেখে বললো, আগামী পরশু ঠিক জায়গায় তোমার অর্থ পৌঁছে যাবে।

ক্লিং বললো, এবার আমার হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিন। আগামী শুক্রবার সকাল আটটায় কাজ শেষ হয়ে যাবে। বলে ক্লিং কুটিল হাসি হেসে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। জেমসনের দিকে তাকিয়ে বলল, খবরটা কাগজে পড়ার পর বাকী দুশো হাজার ডলার আমার সুইস ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেবেন। ঠিক আছে বলে জেমসন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগোতে শুরু করলো। এরনি ক্লিং ন্যাগের পাশে গাড়িতে বসলো। স্টিয়ারিং ন্যাগের হাতে। লুকান পেছনের সীটে। গাড়ি স্টার হোটেলের দিকে চলেছে। এরনিকে লুকান জিজ্ঞেস করলো, জেমসন কি বললো?

ক্লিং গম্ভীরভাবে বললো, সেসব ব্যাপার তোমার না শুনলেও চলবে। সবাই চুপচাপ স্টার হোটেলে পৌঁছে ক্লিং-এর ফ্ল্যাটে এলো। বিশ্রামের ফাঁকে ন্যাগ দু গ্লাস মদ দিলে ক্লিং স্বাভাবিক বোধ করল। লুকানকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি নিজে দশ হাজার ডলার পেয়ে গেছো?

লুকান গম্ভীরভাবে বলল তুমি কি ওকে তোমার পরিকল্পনা বিক্রী করেছ?

ক্লিং নিচুস্বরে বললো, অবশ্যই। কাজটা আমিই করবো।

লুকান ক্লিং-এর কাছে জানতে চাইলো জেমসনকে আমি ভয় করি। আমার সম্পর্কে তোমায় কিছু বলেছে?

ক্লিং বলল, তুমি ওর ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। মজা করে বললো, আমি অনেক বদমাইস লোকেদের সঙ্গে কাজ করেছি। এদের মধ্যে মিঃ জেমসন সবচেয়ে বিপজ্জনক। লুকানের একটা অজানা আতঙ্কে চোখদুটো বিস্ফারিত, সারা দেহে শিহরণ। বলল, কি পরিকল্পনা তুমি করেছ?

ক্লিং বললো, নিখুঁত হওয়া চাই কাজটা। টের পাচ্ছিল লুকানের ভেতরের উত্তেজনাটা। বলল, কোন গণ্ডগোল বা পুলিশী ঝামেলা হবে না। সকালে চার্চে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সাজাচ্ছি। তুমি ঠিক হয়ে মন দিয়ে সব শোন। তারপর নীচু স্বরে লুকানকে হত্যার পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলল। শুনে লুকান আতঙ্কে কেঁপে উঠে বলল, তুমি একাজ করতে পার না। বোমাতে যাজক ও আরো অনেকে মারা যাবে।

আমি জেমসনকে বলেছি, বোমা বিস্ফোরণে শ্যানন ও মিঃ ও নীলের সঙ্গে যাজকও মারা যেতে পারে। ও রাজী, কেননা এর চেয়ে আর নিখুঁত পরিকল্পনা নেই। জেমসনের কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে গেছি। সুইস ব্যাঙ্কে অ্যাডভান্সের টাকা জমা দেবে, তার থেকে তুমি একটা অংশ পাবে।

লুকান ভয়ে লাফিয়ে উঠে বললো, এর মধ্যে আমি নেই। কোনরকম অর্থের আমার প্রয়োজন নেই, তুমি উন্মাদ। এটা পরিষ্কার একটা গণহত্যা।

ক্লিং কঠিন চোখে তাকিয়ে বললো, তোমার মস্তিষ্কে কিছু নেই। আমার কথা মন দিয়ে শোনো।

লুকান ভয়ে কাঁপছিল। ক্লিং সহজভাবে বললো, সামান্য একজন স্ত্রীলোককে সরাতে গিয়ে অতগুলো লোককে সরিয়ে দেবো। ওর স্ত্রীকে সরাবার জন্যে ও সব কিছুতে রাজী।

লুকান কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আমি সেটাই ভেবেছিলাম।

ন্যাকি, এতো নার্ভাস হওয়া ঠিক নয়। জেমসনের মতো কোটিপতি লোকের সঙ্গে কম ডলারে

কেউ চুক্তি করবে না। ও প্রচুর অর্থের মালিক, আমি ওর থেকে অন্ততঃ পাঁচ মিলিয়ন আয় করে তোমাকে শতকরা দশ ভাগ অর্থাৎ আধ মিলিয়ন ডলার দেবো।

লুকান মনে মনে ভাবলো আধ মিলিয়ন প্রচুর অর্থ। ক্লিংকে বললো, জেমসন কখনই তোমাকে এটা দেবে না। ও তাহলে অন্যলোক খুঁজবে। তোমার মাথা খারাপ তাই এসব ভাবছো। অদ্ভুত হাসি হেসে এরনি বললো, ওকে ওই অর্থই দিতে হবে। একটা খুনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মনে রেখো যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা অপহরণের ঘটনা।

লুকান অবাক হয়ে ক্লিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা উষ্ণ রক্তস্রোত বয়ে গেল। বললো অপহরণ? এটাও সাংঘাতিক। এতে এফ-বি-আইয়ের টনক নড়ে যাবে। আমি এর মধ্যেও নেই।

জীবনে এটা অসামান্য সুযোগ। আমি সব ভেবে রেখেছি। তোমার ওপরে এখন সব নির্ভর করছে। তোমার যদি আধ মিলিয়ন ডলার পাবার ইচ্ছে থাকে তাহলে তুমি আমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারো। এই অর্থ হাতছাড়া করতে চাইবে না এমন লোক আমি খুঁজে পেতে পারি।

লুকানের মাথায় আধ মিলিয়ন ডলার শব্দটা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ক্লিংকে বলল আমি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি? ক্লিং বললো, আমি শ্যাননকে অপহরণ করার পরে এই শহরে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হবে। তাহলে ঐ অর্থ তুমি পেয়ে যাবে।

ক্লিং-এর কথায় লুকান বিস্মিত হয়ে বললো, অপহরণের কোন ঘটনা বা জেমসনের কোন ব্যাপারে আমাকে থাকতে হবে না? একটা ঘর খুঁজে দিলেই আমি অর্থ পেয়ে যাবো? লুকানের মনের মধ্যে অস্থির ভাব হতে লাগলো। ক্লিং আবার বললো, আমার কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? এছাড়া আরো দু-একটা সামান্য কাজ তোমাকে করতে হতে পারে, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওটাই।

সামান্য কাজের ব্যাপারটা লুকান জানতে চাইলে ক্লিং বললো সে এখন বলা যাবে না। আধ মিলিয়ন ডলার পেতে হলে অন্ততঃ কিছু কাজ তো করতে হবে। আধ মিলিয়ন পাবার লোভ লুকানের ভয় অনেকখানি কাটিয়ে দিয়েছে। ও জিজ্ঞেস করলো আমি কেমন ভাবে অর্থ পাবো?

আমার কাজের শেষে আমি অর্থ পেলেই তোমার পাওনা আমি নগদে মিটিয়ে দেবো।

লুকান বলল নগদ নয়, সহজেই ওতে ধরা পড়তে পারি। তুমি আমায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থ দেবে।

ক্লিং জিজ্ঞেস করলো, সুইস ব্যাঙ্কে তোমার একাউন্ট আছে?

লুকান বলল, না।

কিন্তু জেমসন ওভাবেই আমাকে ডলার দেবে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ওর সম্পত্তি আছে। জুরিখে ব্যক্তিগত মালিকানার একটা ব্যাঙ্কে আমার একটা একাউন্ট আছে। তাতে বেশী পয়সা নেই। আমার এতে সুবিধে হয়েছে। ক্লিং অদ্ভুত হেসে বলল, ও অনেক কিছুতে রাজী হতে পারে। তোমার একটা একাউন্ট ওকে দিয়ে করিয়ে দিতে পারি। আমার ব্যাঙ্কটা গোপন ব্যাঙ্ক। ওখানকার অর্থ পৃথিবীর যে কোন জায়গার ব্যাঙ্কে রাখতে পারবে। একমাত্র ইউ-এস-এ ব্যাঙ্ক ছাড়া।

লুকানের মনের সমস্ত ভয় চলে গেছে। মনে মনে ভাবলো মন্টিকার্লোতে ও একটা সুন্দর বাড়ি করতে পারে। ক্যাসিনোতে মনের আনন্দে খেলতে পারে। এখনকার জীবনের মত স্থূলকায়া রমণীদের সঙ্গে ঘৃণ্য জীবন আর কাটাতে হবে না। ও বললো, ঠিক আছে তাই হবে।

ক্লিং ওকে জিজ্ঞেস করলো, কোন নিরাপদ বাড়ির হদিশ তোমার জানা আছে?

ওর কথায় একটু ভেবে লুকান বললো, আছে, তবে খরচ পড়বে প্রচুর। প্রায় একশো হাজার ডলারের মতো।

আমরা পাঁচ মিলিয়ন ডলার রোজগার করতে চলেছি। একশো হাজার সেখানে কিছু নয়। ওটা তোমার অংশ থেকে নেবো না। ওটা দেবো আমার অংশ থেকে।

লুকান বলল, ভদ্রমহিলা অ্যাডভান্স চাইবে।

মহিলা?

লুকান বলল, আমি লগুহার্টের কথা বলছি। ওর একটা প্রথম শ্রেণীর বেশ্যালয় আছে। আমরা

একসাথে ব্যবসা করেছি। যখন কোন জুয়েলারী চুরি করে ওর কাছে নিয়ে গেছি ওর কাছে ভাল দাম পেয়েছি। ওটা কেমন করে বিক্রী করে সেটা দেখা আমার কাজ নয়। ওর বাড়িতে বারোটা ঘর মূল্যবান দ্রব্য দিয়ে সাজানো। নারী ব্যবসা তার ভালই চলে। ওকে রাজী করতে হবে বাড়ির ওপরতলার এক বিশেষ ধরনের কক্ষের জন্যে।

ক্লিং জিজ্ঞেস করলো, বিশেষ ধরনের ঘর মানে?

লুসির ব্যবসা করতে হয় নানারকম বিকৃত লোকজনের সঙ্গে। মেয়েরা অনেক সময় চীৎকার চেঁচামেচি করে। সেজন্য ও ঘরটা শব্দ নিয়ন্ত্রিত। ঘরটা আমি দেখেছি। একটা চমৎকার বৈঠকখানা, একটা শোবার ঘর, একটা ভাড়ার ঘর আছে। ঘরের মধ্যে গুলি করলেও বাইরে আওয়াজ আসবে না। ঘরটায় জানলা নেই। যদি লুসি লঙহার্টের কাছ থেকে ঘরটা পাওয়া যায় ভালই হবে।

ক্লিং বললো, চমৎকার পরিকল্পনা। তুমি শিগগির গিয়ে মহিলার সঙ্গে কথা বলো। যেমন করে হোক ঘরটা ভাড়া নিতে হবে। যা লাগে তাই দেওয়া হবে। হাজার দশেক আমি অ্যাডভান্স দিতে রাজী আছি।

লুকান বললো, আমার হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। ওর সঙ্গে আমি কথা বলবো। লুকান উঠে জিজ্ঞেস করলো, আমার দশ হাজার কখন পাচ্ছি?

এক সপ্তাহের মধ্যে। পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে মহিলাটিকে কায়দা করার ওপরে।

লুকান বললো, আমার প্রাপ্যটা সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে রাখার ব্যবস্থা করবে তো?

ক্লিং জানালো, এটা কোন সমস্যাই নয়।

কথাটা শুনে লুকান কাজ হাসিলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

ন্যাগ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেছে। এতক্ষণ ধরে দুজনের কথাবার্তা শুনেছে। ক্লিংকে বললো, স্যার মনে হয় এটা একটা বাজে খরচ।

একথায় ক্লিং ভ্রূক্ষেপ না করে খাবার প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞেস করলো।

লুকান চোং উইংস রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া করে লুসি লঙহার্টের বাড়ির দিকে রওনা হলো। তিনটে নাগাদ লুসির বাড়ি পৌঁছালো। মনে মনে ভাবলো এখন নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা ব্যস্ত থাকবে না, বেল টিপলো।

দরজা খুলতেই লুকান দেখলো তার পরিচিত স্যাম দাঁড়িয়ে আছে। ওকে বললো, মিসেস লঙহার্টকে আমার দরকার। দেখছি ফাঁকা আছে কিনা, বলে স্যাম ওকে বৈঠকখানায় বসালো। ভেতর থেকে ফিরে এসে বললো, মিসেস লঙহার্ট আপনাকে সামান্য সময় দিতে পারেন। চলো। ওরা দুজনে এলিভেটরের দিকে এগোতেই লঙহার্ট ওকে দেখে আনন্দে বলে উঠলো, আরে লুকান কিছু পেয়েছো? আমি ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি কর।

লুকান হেসে বললো, তুমি কখন ব্যস্ত থাক না? আমি বেশী সময় নেবো না। কত সময় লাগবে তা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

লুকান চেয়ারে বসলে লুসি জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার?

পঞ্চাশ হাজার ডলারের ব্যাপার লুসি।

লুসি লুকানকে বলল, তোমার কাছে যে জিনিসটা আছে তার দাম ঐরকম?

লুকান বলল, ছোট্ট একটা কাজের জন্য তোমাকে নগদ পঞ্চাশ হাজার দেবো।

লুসি বলল, তুমি কি মদের ঘোরে এত ডলারের প্রস্তাব করছো?

লুসি তোমার ঐ বিশেষ ঘরটা আমি সপ্তাহ দুয়েকের জন্য ভাড়া নিতে চাই। ভাড়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবো। রাজী?

লুসি লঙহার্ট চালাক মহিলা। মাথা নেড়ে বলল, ওই ঘরটার জন্য মোটে পঞ্চাশ! এখন যাও, আমি ব্যস্ত আছি। লুসি এমন করবে লুকান আশা করেছিল। আমার এক ধনী মক্কেল সপ্তাহ দুয়েকের জন্য তার স্ত্রীকে সরিয়ে রাখতে চায়। সামান্য গণ্ডগোল আছে ভদ্রমহিলার মাথায়। ভদ্রলোক একটু অসুবিধায় পড়েছে। সপ্তা দুয়েকের জন্যে স্ত্রীকে দূরে রাখতে চাইছে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে এই ঘরটার কথা আমার মাথায় এসেছিল। মহিলাকে আটকে রাখার জন্য ঐ ঘরটা

সবচাইতে উপযুক্ত। এতে সমস্যা নেই মোটেও। লুসি বললো, মাথায় গণ্ডগোল থাকলে ডাক্তারখানায় পাঠালেই পারে।

সেটার কারণ আপাতদৃষ্টিতে মহিলা বেশ স্বাভাবিক। তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অপহরণ করে লুকিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। প্রথমে মহিলাকে নেশার ওষুধ খাইয়ে আচ্ছন্ন করে এখানে নিয়ে আসা হবে। ও কিছুই জানতে পারবে না। এ ব্যাপারে তোমার জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই। চলে যাবার সময় এভাবেই নিয়ে যাওয়া হবে, এই সোজা ব্যাপারের জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার তুমি পেয়ে যাবে।

লুসি লঙহার্ট অর্থের গন্ধ পেয়ে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বললো, একজন মহিলাকে অপহরণ করে আমার ঐ বিশেষ ঘরে লুকিয়ে রাখবে? তার জন্যেই তুমি আমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে?

একজন লোক একে দেখাশোনা করবে।

লুসি বললো, অপহরণের ব্যাপারে অনেক গণ্ডগোল হয়, না লাকি এখানে হবে না। আমার সময় নষ্ট না করে তুমি অন্য কোথাও দ্যাখো।

এবার লুকান অধৈর্য হয়ে বললো, কোনরকম গণ্ডগোল হবে না। মানসিকভাবে মহিলাটি অসুস্থ। ওর স্বামী বলবে যে অন্য জায়গায় ওর স্ত্রী চিকিৎসাধীন আছে। পুলিশ এর মধ্যে আসবে না।

লুসি জিজ্ঞেস করলো, মহিলাটি কে?

লুকান লুসিকে পরখ করে বলল, আমি একজন মাধ্যম। ওসব কথা আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। তুমি কত চাও বল?

লুসি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, মাত্র দু সপ্তাহ না? কাজটা খুব ঝুঁকির। আমি দুশো হাজার ডলারের বিনিময়ে দু সপ্তাহ ঘরটা দিতে পারি।

লুকান লাফিয়ে উঠে বলল, অসম্ভব। অন্য জায়গায় খুব সহজে আমি ভাল ঘর পেতে পারি। আমি তোমাকে পছন্দ করি বলেই এখানে এসেছি। আমি তোমাকে সপ্তাহ পিছু ষাট হাজার পর্যন্ত দিতে পারি। বেশ কিছুক্ষণ ঘর নিয়ে দরকষাকষি চললো, শেষ পর্যন্ত সপ্তাহ পিছু একশো ডলারে রাজী হলো, তার সঙ্গে অ্যাডভান্স দশ হাজার ডলার। আগামীকালই অ্যাডভান্স দিয়ে ঘরটা নেবে বলে খোশমেজাজে লুকান বেরিয়ে এলো। ঝামেলা মিটিয়ে খুশী মনে লুকান স্টার হোটেলে পৌঁছাল।

।। ছয় ।।

ক্লিং চলে যেতে জেমসন শহরে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য হাইওয়ের দিকে গাড়ি ছোটালো। ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য গাড়ি আটকে গেলে ইঞ্জিন বন্ধ করে সীটে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্লিং-এব কথা ভাবতে লাগলো। লোকটা পেশাদারী মেজাজের। নাহলে এমন নিখুঁত পরিকল্পনা কারো মাথা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে? পরিকল্পনাটার মধ্যে একটা উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় মেলে। পুরো ব্যাপারটা ভাবলো। ক্লিংকে অর্থ দিলে ও কাজটা সফল করবেই। জেমসন লোক চিনতে ভুল করে না। আগামী শুক্রবারই জেমসন মুক্ত হয়েই রোমে টার্নিয়াকে ফোন করে শ্যাননের মৃত্যুর খবরটা দেবে। আর জানাবে তার কাছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা ভীষণ ভয়ঙ্কর। জেমসন অতীতের কথা ভাবতে লাগলো, কেন কে জানে আগে এমন ভাড়াটে খুনী যোগাড় করতে পারেনি। ওর বয়েস পরের মাসেই পঞ্চাশে পৌঁছবে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করা সম্ভব নয়। শুক্রবার আসতে এখনো আটচল্লিশ ঘণ্টা বাকী। ও ধীরে ধীরে একটা চরম সময়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ক্লিং কাজ শুরু করলে যারা ঐদিন একই ছাদের নীচে মরবে তাদের মধ্যে শ্যানন থাকবে। উত্তেজিত হয়ে জেমসন সিদ্ধান্ত নিল সেইসময় এখানে না থেকে জরুরী কাজের অজুহাতে এন-ওয়াই-সিতে চলে যাবে, অপ্রীতিকর অবস্থা কাটানোর এটাই একমাত্র সমাধান, নিউইয়র্কে নিজের অফিসে বসে বোমা ফাটার খবর শুনে তবেই ও এখানে আসবে। পুলিশের কাজকর্ম সেই সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। বোমার আঘাতে শ্যানন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে।

শ্যাননকে চেনা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। ওকে একজন শোকাহত স্বামীর মতোই ফিরে আসতে হবে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঘড়িটায় তাকাতে দেখে একটা বাজে। সাড়ে তিনটে নাগাদ মিয়ামি থেকে নিউইয়র্ক যাবার প্লেন ছাড়বে। জ্যাম ছাড়লে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে নিজের ভিলার উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

ভিলার সামনে গাড়িটা আসলে ও দেখলো কনক্লিন ওর রোলসটা পরিষ্কার করছে। জেমসন গম্ভীর হয়ে বললো আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি ড্রাইভ করে আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে ফিরে ভাড়া গাড়িটা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করবে।

লবিতে স্মিথ ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। জেমসন সেখানে পৌঁছে ওকে বললো, তুমি দেরী না করে আমার জিনিসপত্র প্যাক করে ফেল। আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি। ওখানে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত থাকবো। একথা বলে সোজা স্টাডিরুমে ঢুকলে স্মিথ জিজ্ঞেস করলো, আপনি দুপুরে খাবেন? না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়বো। ঘরের দরজা শব্দ করে বন্ধ করে ড্রয়ার থেকে ফাইল পত্র বের করে ব্রীফকেসে সব ভরে নিলো। ওর মনটা এখন ভবিষ্যৎ সন্তানের জননী টার্নিয়ার ওপর। একবার ইচ্ছে হলো টার্নিয়াকে ফোনে জানায় শুক্রবার ওকে বিয়ে করবে। সেটা বিপজ্জনক কাজ হবে। ভেতরে প্রচণ্ড অস্থিরতা অনুভব করছিল। শ্যাননের মারা যাবার পর ও একেবারে মুক্ত পুরুষ।

দরজায় আঘাত করে শ্যানন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ কবে জেমসনের দিকে তাকালো।

শ্যানন রীতিমত সুন্দরী দেখতে তা অস্বীকার কবার উপায় নেই। শুক্রবারের পর শ্যানন ওর জীবন থেকে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে ভেবে জেমসনের একটা বিশ্রী অনুভূতি হলো।

কোনরকমে মুখে হাসি এনে জেমসন বললো, শ্যানন কি ব্যাপার?

শ্যানন বললো তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমি কি তোমার কাজে অসুবিধা করলাম?

জেমসন মনে মনে একটু হতাশা বোধ করলো। তারপর বললো, আমি এক্ষুনি নিউইয়র্ক যাচ্ছি বলে এখন ব্যস্ত আছি। অনেক কথা তোমাকে বলার আছে। কিন্তু...শ্যানন বললো, আমারও অনেক কিছু বলার আছে। ঘরের মাঝখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সহজভাবে বললো, আমি ঠিক করেছি এরকমভাবে আমরা আর থাকবো না। আমি তোমার কাছ থেকে আইনগতভাবে আলাদা হতে চাই।

জেমসন ভাবলো ও বিবাহ বিচ্ছেদ চায়। শুক্রবার সকালেই চিরদিনের মতো বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। জেমসন বললো, আমাকে যেতে হবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, শুক্রবার রাতে তোমার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবো। আমাকে ছেড়ে গেলে তোমার চলবে কিভাবে জানতে চাও না?

শ্যানন অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ঠিক আছে শুক্রবার রাতে কথাবার্তা বলবো। তোমাকে আটকাতে চাই না। বলে শ্যানন দ্রুত বেরিয়ে গেল। ও চলে যেতে জেমসন রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলো। দরজায় আবার আঘাত করে স্মিথ ঢুকলো। ওকে জানালো রোলস বাইরে অপেক্ষা করছে। ব্যাগে সমস্ত জিনিস ভরে দিয়েছি।

জেমসনের বেশ কষ্ট হচ্ছিল স্মিথের কাছে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। শ্যানন আর ভবিষ্যতে যাবার সময় অসুবিধের মধ্যে ফেলবে না। হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত। এটা ঘটেছে বেশি পরিশ্রমের ফলে। শ্যাননের সঙ্গে শেষ দেখা। ঘাড়টা শক্ত হয়ে উঠেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড কি ভেবে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

লুকান চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো কেবিনের বাইরে ক্লিং একটা চেয়ারে বসে আছে। লুকান পাশের চেয়ারটা দখল করলে ক্লিং বললো, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে ফেলেছো?

জেমসনের কাছ থেকে আগেই লুকান পাঁচ হাজার ডলার পেয়ে গেছে। লুসি লণ্ডহার্টের ঘরটা নেওয়ার জন্য ক্লিং আরো পাঁচ হাজার দিয়েছে। লুকানের হাতে এখন সেই বিশেষ ঘরটার চাবি। লুকান বললো, ভাববার কিছু নেই। আমি আমার কাজ করেছি। বাকি কাজ তোমার ওপর নির্ভর

করছে। তুমি ঘরটা দু সপ্তাহ রাখতে পারবে। লুসির বাকিটা তুমি করে দেবে? ক্লিং বললো, তুমি এনিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি সব ঠিক করে নেবো।

লুকান সাবধান হয়ে বললো, তোমাকে জানিয়ে রাখি লুসির সঙ্গে কোনরকম চালাকি করতে যেও না। ও সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। তোমার অন্য কোন মতলব নেই তো?

ক্লিং বললো, তোমার কোন চিন্তা নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর প্রাপ্য ও ঠিকই পেয়ে যাবে।

আর আমার প্রাপ্য? আমার সুইস একাউন্ট ঠিক করেছো?

ক্লিং জানালো কাজটা পুরোপুরি এখনো হয়নি। লুকানের প্রাপ্য অর্থ কিছুদিনের মধ্যে সুইস একাউন্ট খুলে জমা দিয়ে দেবে। লুকান সেই বিশেষ ঘরটার চাবি ক্লিংকে দিয়ে দিয়েছে। ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে ক্লিং বললো, আমরা একটা নির্বোধ মহিলাকে নিয়ে কারবার করতে যাচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ঘরটা আমি একবার দেখতে চাই।

লুকান বললো, ভাববার কিছু নেই। ওখানে মাটির নীচে একটা গ্যারেজ আছে। সেখানে গাড়ি চালিয়ে তুমি যেতে পারবে। বাঁ দিকেই একটা এলিভেটর। তুমি একেবারে ওপরে চলে যাবে। চাবি তোমার কাছে আছে। কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। সব শুনে ক্লিং বললো, শুনেতো মনে হচ্ছে ভালই। একবার ঘরটা দেখে আসা যাক।

ঘরটা দেখে ক্লিং খুশী হয়ে লুকানের কাঁধ চাপড়ে ধন্যবাদ জানাল।

তুমি একটা চমৎকার কাজ করেছো লুকান। যে কোন মুহূর্তে তোমাকে আমার প্রয়োজন হতে পারে। তুমি আশেপাশে থাকবে। লুকানকে বিদায় দিয়ে ও বৈঠকখানায় ফিরে এলো। ন্যাগ অপেক্ষা করছিল। দেখামাত্র বৈঠকখানায় এসে খাবার দিতে চাইলো। ক্লিং খোশ মেজাজে ওকে বলল আমাকে একটু পানীয় দাও।

ন্যাগ হুকুম তামিল করলে ক্লিং ওকে বললো, তুমি গাড়ি তুলে নিয়ে যেতে পারবে?

ও জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি গাড়ি চুরির কথা বলছেন?

ক্লিং হ্যাঁ বলতে ন্যাগ বলল, ভাববার কিছু নেই স্যার।

ক্লিং সামান্য ভেবে বললো আগামীকাল সকাল ছ'টায় একটা গাড়ি চুরির ব্যাপারে তোমাকে চাই। রাতে যে গাড়িটা পার্ক করা থাকে সেখান থেকে গাড়িটা সোজা এখানে নিয়ে আসবে। আমরা তাতে করে একটা অপহরণের ঘটনা ঘটাবো। কাজটা সোজা। আমরা যাকে অপহরণ করবো সেই মহিলাটি সাড়ে সাতটা নাগাদ চার্চে যাবে। ঠিক বেরোবার সময় তুমি ওকে অচেতন করে নিয়ে আসবে। পারবে তো?

ন্যাগ মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ পারবো।

ক্লিং খেতে খেতে বললো, তুমি যদি আধ মিলিয়ন ডলারের মালিক হও তাহলে কেমন হয়?

ক্লিং এর কথা ন্যাগ বুঝতে পারছিল না। মাথা চুলকে বললো, আধ মিলিয়ন ডলার?

ক্লিং বললো, অর্থ দিয়ে অনেক কিছু কেনা যায়। আধ মিলিয়ন ডলার পেলে ভবিষ্যতে তুমি খেয়ে পড়ে সুখেই থাকবে। তোমাকে আর আমার দাসত্ব করতে হবে না। অনেক মেয়ে পাবে।

ওটা আমি পছন্দ করিনা। অত অর্থ দেবার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। আমার প্রয়োজন নেই।

ক্লিং ভাবলো, এ কেমন মানুষ? তারপর জিজ্ঞেস করলো, তোমার মায়ের খবর কি?

ন্যাগ এবারে বলল, আপনি আমাকে হাজার তিনেক ডলার দিলেই মাকে ভালভাবে রাখতে পারবো। বেশি চাই না, নিজের মনে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, মাকে বলতে পারি একটা কাজে সফল হবার জন্য আপনি আমাকে তিন হাজার ডলার দিয়েছেন। মা তাতেই খুশি হবেন।

ওর কথায় ক্লিং চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, আগামীকাল সকাল ছটায় তুমি একটা গাড়ি নিয়ে এখানে আসবে। আমরা ঐ গাড়ি করে জেমসনের ভিলায় গিয়ে ঐ মহিলাকে তুলে নেবো।

ন্যাগ ঠিক আছে বলে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলো। ক্লিং টিভির সামনে বসলো।

শেরম্যান জেমসন লা-গার্ডিয়া এয়ারপোর্টে এসে একটা গাড়ি করে সোজা ওয়ালড্রফ অ্যাসটোরিয়া হোটেলে আসতে অনেকে অভ্যর্থনা জানালো। হোটেলের লাউঞ্জে ও বসে বিশ্রামের সময় টার্নিয়ার কথা মাথায় আসতে মন ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিসেব

করে দেখল, রোমে এখন একটা বাজেসময়। ও এখন বিছানায়, ওর কণ্ঠস্বর শুনলে টার্নিয়া খুশী ও অবাক হবে। রিসিভার তুলে টার্নিয়ার নাম্বার অপারেটরকে দিয়ে যোগাযোগ করতে বললো। অপারেটর মিনিট কুড়ি পরে জানালো টার্নিয়া ওখানে নেই। উনি কোনও ঠিকানা রেখে যাননি।

রিসিভারটা সশব্দে রেখে হতাশ হয়ে ভাবলো ওর কি হলো? কোথায় গেল? হঠাৎ মনে পড়লো কে যেন বলেছিল ও কোথায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। জেমসন আরো পানীয় নিয়ে ঘড়ি দেখলো এখন সাতটা। আর চোদ্দ ঘণ্টা বাকি শ্যাননের দুর্ঘটনা ঘটতে। তারপর ও মুক্ত। ওর মাথায় আর একটা ভাবনা এলো। কাল সকালে বোমা ফাটার পরেই পুলিশ স্মিথ ও পরিচিত অন্যান্যরা চেষ্টা করবে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ব্যাপারটা খবরের কাগজে শিরোনাম হতে সামান্য সময় নেবে।

রিসিভার তুলে অপারেটরকে বললো নিজের ভিলার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। ও প্রান্ত থেকে স্মিথের কণ্ঠস্বর ভেসে এলে জেমসন জিজ্ঞেস করলো, কোন খবর আছে?

স্মিথ জানালো, না স্যার।

আজ রাত্রে আমি ওয়ালড্রফ অ্যাসটোরিয়া হোটেলে আছি। চারটে নাগাদ ফিরবো। কনক্রনকে ঐ সময় এয়ারপোর্টে থাকতে বোলো।

স্মিথ বললো, নিশ্চয়ই বলবো স্যার।

জেমসন জিজ্ঞেস করলো, শ্যানন কি বাড়িতে আছে? না স্যার, মিসেস জেমসন কিছু কেনাকাটার জন্য আধঘণ্টা হলো কোথাও বেরিয়েছেন।

ফোনে স্মিথের উত্তরে জেমসন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। শ্যাননের ব্যাপারে ওর স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে। ও স্মিথকে বললো যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহলে আমার অফিসে যোগাযোগ কোরো। আমি সাড়ে নটা অবধি অফিসে থাকবো।

স্মিথ ও প্রান্ত থেকে বললো, ঠিক আছে স্যার। রিসিভার রেখে দিলো। এখন থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এখন সময় কাটাতে ক্লাব সিনেমা মেয়ে বন্ধু সবকিছুর কথা জেমসনের মনে এলো। ঘুরে টার্নিয়ার কথা মনে হচ্ছে। টার্নিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত। আগামীকাল ফোন নাম্বার যোগাড় করে ফেলবে। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলো। মাত্র বারো ঘন্টা বাকি। ব্যাপারটা মন থেকে সরাতে না পারলে রেহাই নেই। একটা স্লিপিং পিল খেলে সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমানো যেত। তারপরই পুলিশের কাছ থেকে শ্যাননের মৃত্যু সংবাদ পাবে। মনটাকে নিরুদ্বেগ রেখে পোশাক খুলে গরম জলে স্নান করে নিলো। স্লিপিং পিল বের করলো। একটা পিল খাবে ঘুমোবার সময়। এই সময় মনে ভীষণ উত্তেজনা। বিছানায় উঠে আলো নিভিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেল। সারারাত কিছু খেয়াল রইল না।

বিছানার পাশে রাখা টেবিল ক্লকটার এলার্ম বাজতেই ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমে বুঝতে পারছিল না ও কোথায় আছে। ঘড়িতে আটটা পঞ্চান্ন দেখে বুঝলো এই সেই চরম সময়। শ্যানন আর নেই এই খবরটা আসার অপেক্ষা। শ্যাননের হাত থেকে ও মুক্ত। কখন খবরটা আসবে? জেমসন বিছানা থেকে নেমে রিসিভার তুলতেই অপারেটর জানালো মিঃ জেমসন আপনার বেয়ারা কথা বলতে চায়। স্মিথের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। জেমসন কি হয়েছে জানতে চাইলে স্মিথ জানালো, স্যার একটা খুব দুঃসংবাদ। আমি আশংকা করছি মিসেস জেমসনকে অপহরণ করা হয়েছে। জেমসনের খবরটা শুনেই হৃদপিণ্ড জোরে চলতে লাগলো। রুদ্ধশ্বাসে বললো, অপহরণ। স্মিথ, তুমি কি বলছো?

হ্যাঁ স্যার। যা ঘটেছে তাই বলছি।

খুলে বলো কি খবর?

বলছি স্যার, মিসেস জেমসন যেমন চার্চে যান সেইমত যাচ্ছিলেন। কনক্রিন দেখেছে ওকে গাড়ি চালিয়ে যেতে। খানিকবাদে কিছুদূরে গাড়িটা ফাঁকা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ধারে কাছে কোথাও মিসেস জেমসনকে পাওয়া যায়নি। একটা লজ থেকে কনক্রিন আমাকে ফোন করলে আমি তক্ষুনি গিয়ে দেখি গাড়িটা ফাঁকা। সামনের ওয়াইপার দুটোর একটাতে টাইপকরা একটা কাগজ আটকানো। ওটা আমার কাছে আছে। ওতে লেখা আছে মিঃ জেমসন আপনার

স্ত্রীকে অপহরণ করা হচ্ছে। ওকে জীবিত দেখতে চাইলে পুলিশকে একেবারে জানাবেন না। আজ রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের ফোনের জন্য অপেক্ষা করবেন। জেমসন সবশুনে চুপচাপ রইলো। ওর দীর্ঘ জীবনে ও অনেক রকম ফন্দীর ফাঁদে পড়েছে। এ ব্যাপারে ও অভিজ্ঞ। ও ঠিক করলো সব কিছু পুলিশকে জানাবে। জেমসন স্মিথকে জানালো, তোমার কিছু করবার দরকার নেই। গাড়িটা নিয়ে এসে গ্যারেজে রেখে দাও। আমি না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। মিয়ামি থেকে নিউইয়র্ক এতবার যাতায়াত করে ওর সময়ের ব্যাপারটা মুখস্থ। স্মিথকে বললো, আমি সাড়ে এগারোটার প্লেন ধরবো। কনক্রিনকে এয়ারপোর্টে আসতে বলে দাও, জেমসন রিসিভার নামিয়ে রাখলো। প্লেন ধরার জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে পোশাক পরে নিলো। ব্যাপারটা একেবারে চিন্তার বাইরে। লেপস্কি ডেস্কে বসে ঘড়ির দিকে তাকালো। দশ মিনিট পরেই বাড়ির দিকে রওনা হবে। ক্যারলকে নিয়ে সিনেমা দেখে একসঙ্গে ডিনার খাবে। একটা ম্যাগাজিনের পাতা মনের আনন্দে ওলটাছিল। সেই সময় ফোন বাজতে বিরক্তভাবে বিসিভার তুললো। এখানে মিঃ চার্লি আছেন?

ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো এখানকার ফোর্সের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে চাই। জানা গেল একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অপরিচিত ব্যক্তিটি জানাতে চায়। সেই ব্যাপারেই সবচেয়ে সেরা ডিটেকটিভ প্রয়োজন। লেপস্কি রিসিভার নামিয়ে রাখলো। এখন ডিটেকটিভ পাঠানো দরকার। খানিকবাদে স্থূলকায় এক যুবক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, আপনিই মিঃ লেপস্কি?

লেপস্কি যুবকটার দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ। কি ব্যাপার? যুবকটি জানালো একটা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের বিষয় আমি কিছু বলতে চাই। বিবৃতি বলতে পারেন।

লেপস্কি ওকে জিজ্ঞেস করলো, এখন আমি ব্যস্ত, তা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধটা কি?

যুবকটি উত্তর দিলো, অপহরণ।

লেপস্কি ভুরু কুঁচকে বলে, বলছো কি?

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। তাই না?

লেপস্কি হ্যাঁ বলে মাথা থেকে টুপিটা একবার খুলে আবার পরে নিয়ে বললো, আমার সময় নষ্ট করলে ভালো হবে না।

যুবকটি বিরক্তভাবে লেপস্কিকে বললো, আমার সময় নেই। আমি বিবৃতি দিয়েই চলে যাবো।

লেপস্কি বললো, ঠিক আছে। তুমি বলো। অপহরণ করা হয়েছে কাকে? ব্যাপারটা ঘটেছে কখন? কোথায় ঘটেছে? আমাকে সব বলো।

যুবকটি সতর্কভাবে চারিদিক দেখে একটা চেয়ার টেনে বসলো। তারপর বললো সময় নষ্ট হবার জন্যেই কি আমার নাম আপনি জিজ্ঞেস করলেন না? আমি থাকি কোথায়, এসব জানবার আগেই বিবৃতি নেবেন? সামান্য থেমে আবার বললো, আমার নাম ফ্রেডরিক হোয়াইটলে। বাবার নাম হারবার্ট হোয়াইটলে। লেপস্কি জানে ভদ্রলোক প্যারাডাইস সিটির একজন বিশিষ্ট নাগরিক যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি বল।

বলেই লেপস্কি প্যাডটা টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো ওসেন রোডে ভিলা ডারভেনাতে তোমরা থাকো?

যুবকটি হ্যাঁ বললো। লেপস্কি ঠিকানাটা লিখে বললো, এবারে আমাকে অপহরণের ব্যাপাবটা বলো?

যুবকটি ওর কথায় নাক ঘষে বললো পাখীর ওপরে নজর রাখা আমার কাজ। প্রতিদিন সকালে আমাদের বাগানের একটা গাছে আমি উঠি। একটা লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম পাখীদের ওপর আমি নজর রাখি। সবধরনের পাখী সেখান থেকে দেখা যায়।

লেপস্কি অধৈর্য হয়ে বলে, ওসব বাদ দিয়ে অপহরণের ব্যাপারটা বলো। ফ্রেডরিক বলল, আজ সকাল আটটা বাজার কিছু আগে গাছের ওপরে লুকানো জায়গা থেকে দেখলাম মিসেস জেমসনকে অপহরণ করা হলো।

লেপস্কি চমকে উঠলো। কোনরকমে বললো, মিসেস শ্যানন জেমসন?

যুবক মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

লেপস্কি বলে, তুমি ঠিক দেখেছো মিসেস জেমসনকে আটটার সময় অপহরণ করা হয়েছে?

ঠিক দেখেছি।

লেপস্কি সোজাসুজি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি করে বুঝলে ওকে অপহরণ করা হয়েছে? যদি বুঝি আমাদের সঙ্গে তুমি রসিকতা করছো তাহলে পরিণাম ভাল হবে না।

ফ্রেডরিক আরো বেশি খবর দিতে পারে বললো।

লেপস্কির মনটা ওর কথায় আরো বেশী সক্রিয় হয়ে উঠলো।

শেরম্যান জেমসনের স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে? প্যারাডাইস সিটিতে এখন তাহলে বিরাট আলোড়ন উঠতে দেরী হবে না।

ফ্রেডরিককে জিজ্ঞেস করলো ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো বলো।

আমি সব আগেই বলেছি, গাছের ওপর থেকে পরিষ্কার দেখলাম, একটা গাড়ি জেমসনের ভিলার গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো। একটা লোক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গাড়ির হুডটা এমনভাবে তুলতে আরম্ভ করলো যেন গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা আমি মজা করেই দেখছিলাম। ফ্রেডরিক একটু থামতেই লেপস্কি অধৈর্য হয়ে বললো, তারপর বলো। ফ্রেডরিক আবার শুরু করলো। মিসেস জেমসন ভিলার দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। আমি জানি নিয়মিত তিনি ঐ সময়ে চার্চে যান। রাস্তা জুড়ে ঐ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকায় মিসেস জেমসন নেমে এসে সেই গাড়িটার কাছে লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটার সঙ্গে কথা বলার সময় আর একজন লোক গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মিসেস জেমসনের মুখটা চেপে ধরলো। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর মিসেস জেমসনের দেহটাকে জোর করে গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে গাড়িটা দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে সময় লেগেছিল মাত্র আধ মিনিট।

লেপস্কি সব শুনে বলল, তোমার বিবৃতি অনুযায়ী সময়টা আটটার আগেই।

যুবকটি বললো, একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্যই আমি সারাদিনই ওখানে বসেছিলাম। তারপর সোজা এখানে এসেছি।

লেপস্কি জিজ্ঞেস করলো, তোমার কথা অনুযায়ী মিসেস জেমসনকে যে দুজন লোক অপহরণ করেছে ঐ দুজনের বর্ণনা দিতে পার? যুবকটি সামান্য ভেবে বললো, ঘটনাটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়ায় আমি ঐ দুজনকে খুব ভাল দেখতে পাইনি। তবে ওদের মধ্যে একজন রোগা আর লম্বা। অন্য জন বেঁটে ও রোগা। দুজনের মাথায় হেলমেট থাকায় মুখ দুটো ভাল দেখা যায়নি। গাড়ির নাম্বার ছিল পি. এল ৭৬৬৮৮০। লেপস্কি বলল, তুমি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছো। রিসিভার তুলে বলল, চার্লি।

খানিকবাদে অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলে লেপস্কি গাড়ির নাম্বার জানিয়ে গাড়িটাকে দ্রুত খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলো। ওপ্রান্ত থেকে বলল, ঐ নাম্বারের গাড়ির ব্যাপারে একটু আগে একটা ফোন এসেছিল। আজ সকালে ঐ গাড়িটা চুরি হয়েছে বলে রিপোর্ট আছে।

কে এই গাড়ির মালিক?

ওপ্রান্ত থেকে উত্তর এলো, রেভারেন্ড ওয়েনভ।

লেপস্কি জিজ্ঞেস করলো, গাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেছে?

না।

ঠিক আছে, বলে দাও চারিদিকে নজর রাখতে। লেপস্কি একটু থেমে আবার বললো, যেমন করে হোক গাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। ওতেই আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে।

গাড়িটা সম্ভবতঃ চুরিই হয়েছে।

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো, তাহলে একটা কঠিন কাজ পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

লেপস্কি রিসিভার নামিয়ে রেখে যুবকটির দিকে তাকালে যুবকটি ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলল, আপনিইতো ফোর্সের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ, আমি এখন যেতে পারি? আমার লাঞ্চ খেতে দেরী হয়ে যাবে।

লেপস্কি ফ্রেডরিককে বলল, এখন তোমাকে কিছুক্ষণ এখানে থাকতে হবে। তোমার বাবা-মাকে তুমি ডাকতে চাও?

যুবকটি ভুরুকুঁচকে বলল, আমায় এখন থাকতে হবে? তাহলে ভালই হয় ওদের ডাকলে।

শোনো ফ্রেডরিক ওদেরকে অপহরণের ব্যাপারে কিছু বলতে হবে না, বাবাকে বলবে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। এখন বাড়ি যাবে না।

ফ্রেডরিক বললো আমার যে ভীষণ খিদে পেয়েছে।

সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। এই বলে কি খাবে জেনে ফোনে কর্মচারীকে নির্দেশ দিলো। তারপর যুবকটির কাছে লোক দুটো সম্পর্কে ভালভাবে বর্ণনা নিতে লাগলো।

ফ্রেডরিক বেশ খানিকক্ষণ ভেবে বললো, একজনের পরনে সাদা রঙের জামা প্যান্ট। আর একজনের গায়ে ছিল টি-শার্ট আর কালচে সবুজ রঙের একটা স্ল্যাকস। আর এর চেয়ে বেশি বলতে পারছি না।

লেপস্কি বললো, ফ্রেডি তুমি সত্যি কথা বলছ তো? কিছু চাপা দিচ্ছ না?

হ্যাঁ খাঁটি সত্যি কথা। আমার খাবার কোথায়? খিদেয় যে পেট...

একজন কর্মচারী খানিকবাদেই ফ্রেডরিকের খাবার নিয়ে ঢুকলো। ফ্রেডরিক খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। লেপস্কির মনে পড়ে গেল ক্যারলের সঙ্গে সিনেমা যাবার কথা।

চার্লিকে ফোন করে ক্যারলকে ডেকে দিতে বললো।

দশ মিনিট বাদে চীফ অফ পুলিশ ফ্রেড টেরেল ডিটেকটিভ রুমে ঢুকে ফ্রেডরিককে সঙ্গে নিয়ে অপহরণের সমস্ত ঘটনা মন দিয়ে শুনলো।

সব কিছু শোনার পর ফ্রেডরিককে ছেড়ে দেওয়া হলো। ও চলে যেতে লেপস্কিকে টেরেল নিজের ঘরে ডাকলো। সঙ্গে সঙ্গে বার্গলারকে ফোন করল। টেরেল ওদের সামনে বললো সমস্ত ঘটনাটা আমরা পেয়ে গেছি। যুবকটির কথা সত্যি হওয়া স্বাভাবিক। এখন এগারোটা। মিঃ শেরম্যান জেমসন ইতিমধ্যে খবরটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। উনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে নিশ্চয়ই ওকে ভয় দেখানো হয়েছে। আমাদের চুপ করে না থেকে প্রথম কাজ হবে জেমসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওর প্রতিক্রিয়া জানা।

টেরেল রিসিভার তুলে অপারেটরকে বললো মিঃ জেমসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে। লেপস্কি ঘটনাটা একমনে ভাবছিল।

।। সাত ।।

সাড়ে আটটা নাগাদ ন্যাগ চুরি করা গাড়িটাকে নিয়ে লুসি লঙহার্টের মাটির তলার গ্যারেজে ঢুকে পড়লো। ক্লিং গম্ভীর মুখে পাশে বসে। গাড়ির পেছনের সীটে শ্যানন জেমসনের দেহটা অচেতন হয়ে পড়ে আছে। গায়ে মোটা কম্বল চাপা দেওয়া। ক্লিং বললো, আমি একবার সবকিছু দেখে নিই। দবজা খুলে নেমে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলো গ্যারেজ একেবারে ফাঁকা। ন্যাগ-এর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তেই এলিভেটরের দিকে এগোতে লাগল। এরপর সুইচ টিপে নীচে নামবে।

ক্লিং বলল তাড়াতাড়ি দরজা খুলে শ্যাননকে বের করা দরকার। ন্যাগ দরজা খুলে শ্যাননকে পাঁজাকোলা করে বাইরে বের করে নিয়ে এলো। ক্লিং সাহায্য করবে কিনা জিজ্ঞেস করলে ন্যাগ বললো, না একাই পারবো। শ্যাননকে এলিভেটরে নিয়ে এলো। পিছু পিছু ক্লিং এলো। এলিভেটরে নামাব সময় শ্যাননের যৌবনভরা ক্লান্ত দেহটা দেখে ন্যাগের অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছিল।

কিছুক্ষণ বাদে এলিভেটর যথাস্থানে থামলে ক্লিং দরজা খুলে দ্রুতবেগে বেরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো, একেবারে ফাঁকা। তখন ওরা বারান্দা ধরে এগোতে লাগল। শেষে সেই বিশেষ ঘরটার সামনে এসে ক্লিং চাবি দিয়ে দরজা খুললো। পেছনে ন্যাগ শ্যাননকে কোলে করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শ্যাননের অচেতন দেহটা আলতো করে বিছানায় শুইয়ে দিলো। ক্লিং ন্যাগকে বললো, তুমি এখন ওর কাছে থাকো। আমি গাড়িটা যথাস্থানে সরিয়ে দিয়ে আসি। ওর জ্ঞান ফিরে আসলে ওকে অপহরণ করা হয়েছে বোলো। ভয় পেতে নিষেধ কোরো। বলবে থাকবার সব

ভাল ব্যবস্থা এখানে আছে।

ক্রিং চারিদিকে তাকিয়ে বললো, জেমসন ভীষণ বিপজ্জনক লোক। শ্যানন ছাড়া পেয়ে জেমসনের কাছে যেন কোন অভিযোগ না করতে পারে।

ন্যাগ বললো, ঠিক আছে স্যার।

ক্রিং বললো, আমি গাড়িটার ব্যবস্থা করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরবো। ওকে ভালভাবে দেখাশোনা কোরো, আমরা অসুবিধায় পড়ি এমন কোন ব্যাপার যেন না ঘটে। ক্রিং চলে যেতে ন্যাগ দরজা বন্ধ করে শ্যাননের অচেতন দেহ ও ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। একবার বাইরে গিয়ে চারিদিকটা দেখে এসে শ্যাননের সামনে একটা চেয়ারে বসলো। ওর চেতনা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন। ক্রিং এর একটা কথা মনে পড়ছে ওর। তোমার অত ভাববার কিছু নেই। আমার ওপরে সব কিছু ছেড়ে দিতে পারো। ন্যাগ ছেড়ে দিয়েছে। ওর আর মায়ের জন্যে ক্রিং নিশ্চয়ই কিছু করেছে। ন্যাগ অনেক দিন থেকেই বুঝতে পেরেছে ওর প্রভু এরনি ক্রিং এর জীবন পরিপূর্ণভাবে অর্থ নিয়ন্ত্রিত। অর্থই ক্রিংএর শক্তি। ওর ক্ষমতা নেই এর বাইরে বেরোনোর।

কথাগুলো ভাবতেই ন্যাগের বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলো শুধু কি ডলারে মানুষের জীবন আবদ্ধ! ক্রিং এর কাছে অর্থই সব, যার জন্যে এমন এক সুন্দরী রমণীকে নির্দ্বিধায় খুন করতে পারতো। ন্যাগের সন্দেহ নেই যে জেমসন শ্যাননকে খুন করার জন্যে যে পরিমাণ অর্থের দাবী ওর ছিল সেটা পেলেই কাজ হাসিল করতো। ন্যাগ উঠে দাঁড়ালো। ওর সমস্ত দেহমনে ভালবাসার তীব্র অনুভূতিবোধ আচ্ছন্ন করে দিল ওকে। সারা শরীরে রোমাঞ্চ তবু বাইরে শান্ত থাকার চেষ্টা করলো। ন্যাগ শ্যাননের হাতটা তুলে হাতের পাতায় চুমু খেলো।

এরনি ক্রিং হোটেলের কেবিনে পৌঁছতেই লুকান হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর কি হয়েছে জানতে চাইলো। ওর মুখমণ্ডল ঘামে ভিজে গেছে। চোখদুটো বিস্ফারিত।

ক্রিং এগোতে এগোতে ধীরে ধীরে বললো, চিন্তার কিছু নেই। আমার প্ল্যান মাফিক কাজ সূক্ষ্মভাবে এগোচ্ছে। মিসেস জেমসন নিরাপদেই আছেন। ওকে দেখাশোনা করছে আমার সহকারী।

লাকি লুকান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, অঘটনের কথা ভেবে আমি পাগলের মত ছটফট করছিলাম।

ক্রিং নিস্পৃহ স্বরে বললো, আমার কাছে অঘটন ঘটে না। আজ রাতে আমি জেমসনের সঙ্গে দেখা করে আমার পাওনা বের করার চেষ্টা করবো।

লুকান বললো, যদি ও না দেয়?

ক্রিং হেসে বললো, ও দিতে বাধ্য। তুমি একটু শান্ত থেকো।

লুকান ক্রিংকে বললো, আমরা তাহলে আধ মিলিয়ন ডলার পেতে চলেছি।

এরনি বললো হুঁ, সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

ক্রিং এর মুখে অদ্ভুত শয়তানের হাসি।

লুকান জিজ্ঞেস করলো, সুইস অ্যাকাউন্টে আমার পাওনাটা জমা দেবে তো?

শেরম্যান জেমসন যতক্ষণ না পুরো পাওনাটা আমাকে দিচ্ছে ততক্ষণ ব্যাপারটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাড়াহুড়ো করলে লাভ হবে না।

কথাটা বলে ক্রিং নিজের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলো। সশব্দে দরজা বন্ধ করতে লুকান নিজের কেবিনে ফিরে এল। নিজেকে অসহায় মনে হলো। ভাবলো লোকটা কাজ হাসিল করে আধ মিলিয়ন ডলার ভবিষ্যতে পেতে চলেছে। ক্রিং ওর প্রাপ্য দেবে কিনা? ওকে বিশ্বাস করা চলে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কেবিনের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাতে নজরে পড়লো ক্রিং সাঁতারের পোশাক পরে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে। সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন ঠিক ন'টা। লুকান রান্নাঘরে গিয়ে তৈরী কফিটা গরম করে নিল। কফিতে চুমুক দিয়ে ক্রিং-এর কথা ভাবতে লাগলো। ও বলেছে আজ রাতে জেমসনের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। লুকানের মনে হচ্ছে ও একাই শেরম্যান জেমসনের সঙ্গে কাজ হাসিল করতে পারবে। কতটা পারবে সেটাই

ভাবার। জেমসন লোকটা বিপজ্জনক ও বুদ্ধিমান।

লুকানের চিন্তায় ছেদ পড়লো। চমকে উঠলো দরজায় টোকা শুনে। উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই সামনে দাঁড়িয়ে প্যারাডাইস সিটি হেরাল্ডের সিডনী ড্রাইসডেল। ধূর্ত হাসি সিডনীর চোখে মুখে। লুকানকে বললো, আরে লাকি যে! লুকানকে এখন ড্রাইসডেলের বিশেষ প্রয়োজন। লুকান কারো সঙ্গে কথা বলতে রাজি নয়। ও বললো আমি দুঃখিত সিড, পরে তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলবো। লুকানের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সিডনী বললো, যে লম্বা লোকটার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে সে কে? জানতে পারি? লুকানের মুখ আবার ঘামতে শুরু করেছে। কোনরকমে বললো ওঃ ঐ লোকটা আমি ওর নামধাম জানি না। এখানে কোথাও হয়তো থাকে।

ড্রাইসডেল বলে, তুমি ঠিক বলছো? লুকান আমাকে বলতে হবে শ্যানন জেমসনকে কিভাবে তুমি চিনলে? লুকান এই প্রশ্নে চমকে ওঠে। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললো সিড কি বলছো তুমি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কথাটা বলেই দরজাটা টেনে বন্ধ করার চেষ্টা করলে সিডনী একরকম শক্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করল দরজা খোলা রাখতে। তারপর কঠিন মুখে বললো, লুকান তোমার কোন ভয় নেই। তোমার কথা আমি গোপন রাখবো।

লুকান রেগে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো, আমি কিছুই জানি না। এখন তুমি আসতে পার।

ড্রাইসডেল সামান্য হেসে বললো, তোমাকে বিরক্ত করলাম। আমি চলি। কথাটা বলে দ্রুত চলে গেল। শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ড্রাইসডেল মেজাজে বাইরে দাঁড় করানো নিজের গাড়ির ভেতরে বসে সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে গভীর ভাবনায় ডুবিয়ে দিলো। নিজের মনে বলল, একটা কিছু হয়েছে। ওর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল কোন কেলেঙ্কারীর গন্ধ পাওয়া। এটা বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধানী মনের পরিচয়। লুকানের মনে আতঙ্কের ভাব। শ্যানন জেমসনের নাম করতেই কেন ও চেপে গেল। ব্যাপারটা অস্পষ্ট। লুকান যার সঙ্গে কথা বলছিল সেই রোগা লোকটা কে? কেমন অগোছালো সমস্ত সূত্রটা। এসব রহস্যের জাল ছিঁড়তে ড্রাইসডেল খুব অভিজ্ঞ।

ঠিক পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। শেরম্যান জেমসন প্যারাডাইস সিটিতে নিজের ভিলায় ফিরে এলো। ওর মুখটা গম্ভীর, নিজের গাড়িতে কঠিন অভিব্যক্তিতে বসেছিল। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়েছিলো সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার। কনক্রিন ভাল গাড়ি চালায়। কিন্তু বুদ্ধিটা হালকা হওয়ায় জেমসনের ইচ্ছে হয় না ওর সঙ্গে বেশি কথা বলার।

লবিতে স্মিথ অপেক্ষা করছিল। জেমসন ইশারাতে ওকে অনুসরণ করতে বলে স্টাডিরুমে চলে এলো। জেমসন ডেস্কে বসলে স্মিথ ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। স্মিথকে বললো, অপহরণের নোটটা আমায় দাও।

স্মিথ ওর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার ডেস্কের মধ্যে ওটা রাখা আছে। জেমসন চারিদিক তাকালো। হঠাৎ একটা কাগজের টুকরো ওর চোখে পড়লো। ওটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে আবার একপাশে সরিয়ে রাখলো। স্মিথকে উদ্দেশ্য করে জেমসন বললো, তুমি আমার কথামতো চলেছো তো? কাউকে কিছু বলোনি বা কিছু করোনি তো? হ্যাঁ স্যার। আপনার কথামতো কাজ করেছি। আমি কাউকে এই ভয়ঙ্কর অপহরণের ঘটনা বলিনি। মিসেস জেমসনের বন্ধুদের কাছ থেকে গোটাদুয়েক টেলিফোন পাওয়া গেছে। প্রত্যেকেরই জিজ্ঞাসা উনি আজ রাতে কনসার্টে যাবেন কিনা? একটু থেমে বললো, স্যার, আমি জানিয়ে দিয়েছি মিসেস জেমসনের শরীরটা খারাপ। উনি সেজন্য যেতে পারবেন না। স্মিথের কথায় জেমসন খুশী হলো। লোকটার মগজে বুদ্ধি আছে। এত রোমহর্ষক ঘটনার পরেও ও ঘাবড়ে যায়নি। জেমসন মনে মনে স্মিথের প্রশংসা করলো। প্রকাশ্যে কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলো না। স্মিথ বললো, স্যার, দুবার মিসেস ক্রেটন ফোন করেছিলেন। আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি মিসেস জেমসন এখন কারোর আসাটা পছন্দ করছেন না, এলে বিরক্ত বোধ করবেন।

জেমসন জানে মিসেস ক্রেটন শ্যাননের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্বোধ ধরনের। জেমসন স্মিথকে বললো, আমার ধারণা এই অপহরণটা অপেশাদারী। ওরা খুনও করতে পারে। ওরা বলেছে আটটা নাগাদ ওদের দাবী জানাবে। দাবী কি জানি না। তবে অর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। মিসেস জেমসনের

ব্যাপারে আমি টেলিফোন ব্যবহার করবো। ঘটনাটা যেন বিশ্রী ধরনের জটিলতার মধ্যে না পড়ে। এই কথায় স্মিথ মাথা নাড়লো ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে জেমসন ভাবতে লাগলো। জেমসন স্মিথকে জিজ্ঞেস করলো, মুখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে কনক্লিনকে বিশ্বাস করতে পারি? স্মিথ জবাবে বললো। হ্যাঁ ওকে বিশ্বাস করতে পারেন। একটু থেমে স্মিথ বললো, এরকম ভাবে ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত। আমাকেও আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। কোন কুণ্ঠার কারণ নেই। আমি আপনাকে...। জেমসন হাত নাড়াতে স্মিথ কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল।

জেমসন ইংগিতে ওকে ঘর থেকে চলে যেতে বললো। এখন ও একা থাকতে চায়।

স্মিথ বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। স্মিথ চলে যেতে জেমসন কুড়ি মিনিট মতো একভাবে ডেস্কে বসে রইলো। শূন্য দৃষ্টি ও চিন্তিত।

টার্নিয়ার কথা মনে পড়তেই মনটা রোমাঞ্চে ভরে গেল। একবারও শ্যাননের কথা মনে এলোনা। ইচ্ছে করেই স্ত্রীর কথা মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ওকে অপহরণ করা হয়েছে। আজকের দিনেও কত সহজে মানুষকে অপহরণ করা যায়। কিন্তু এটা ও চায়নি। ওব টাকা খরচে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু যেমন করে হোক শ্যাননকে ওর জীবন থেকে চিরকালের জন্যও দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

ওর চিন্তায় বিচ্ছেদ ঘটলো ফোন বেজে উঠতেই। রিসিভাব তুলতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, শেরী, আমি মেগ বলছি। সর্বনাশ, সেই মহিলাটিব ফোন। রুক্ষ না হয়ে কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, আমি জেমসন। তুমি কেমন আছো? মেগ বললো, জেমসন, কি ব্যাপার? শুনলাম শ্যাননের শরীর খারাপ। ওর কি হয়েছে?

জেমসন এমন অসুখের নাম বললো, শুনে মেগ ফেটে পড়লো। ওর আগে এমন বিদঘুটে রোগ তো ছিলনা। আজ বাতে ও কনসার্টে আমন্ত্রিত। তাহলে তো ওর পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

জেমসন দুঃখ প্রকাশ করে বললো, ডাক্তার ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। ও এখন ঘুমোচ্ছে। আমি নিউইয়র্ক যাবার সময় ওব মাথার যন্ত্রণা বেড়ে গেছিল। ডাক্তার বলেছে ব্যাপারটা কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

কোন্ ডাক্তার দেখছে, ডাঃ ম্যাকলীন?

জেমসন জানে ডাঃ ম্যাকলীন মেগ-এরও দেখাশোনা করে। সাবধান হয়ে বলে, না, আমার একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার আছে সে দেখছে। মেগ, আমি দুঃখিত। আমি এখন ব্যস্ত আছি। শ্যানন ভাল হয়ে তোমায় ফোন কববে। দ্রুত রিসিভারটা রেখে মনে মনে ভাবলো আজ রাতের মধ্যে এই শহরের সংগীত মহলেও অসুস্থতার খববটা ছড়িয়ে পড়বে।

ঘড়ির দিকে তাকালো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্লিং ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তখনই অপহরণের ব্যাপার ও শর্ত জানা সম্ভব। সেটা জানার পর ও কাজে নেমে পড়বে। ওর মাথায় ক্লিংকে কাবু করার পরিকল্পনা আছে। লোকটা নিজেকে ধূর্ত ভাবে।

খানিকক্ষণ বাদে জেমসন স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে এলো। স্মিথ আড়ষ্টভাবে পায়চারী করছিল। জেমসন কাছে এসে বললো, স্মিথ আমাকে একটা ডাবল স্কচ ও সাথে বরফ দাও। বলে আবার স্টাডিরুমে ফিরে এলো। আবাম করে ডেস্কে বসে ঘড়ির দিকে তাকালো। এখন সাতটা পঁয়তিরিশ। ক্লিং ফোন করলে জানতে পারবে কত পরিমাণ ডলার দাবী করছে।

স্মিথ ঘরে ধীর পদক্ষেপে ঢুকে ডেস্কের ওপরে স্কচের গ্লাসটা রেখে জেমসনকে জিজ্ঞেস করলো এখনই কি আপনি স্কচ খাবেন? ডিনার খাবেন কখন?

জেমসন বললো, আমি স্যান্ডউইচ খাবো। বিষণ্ন মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্মিথ। ঘরে জেমসন একা।

বেশ খানিকক্ষণ কাটার পর টেলিফোন আবার বেজে উঠলো। ফোনের শব্দে জেমসনের মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠলো।

ফোনটা ক্লিং অথবা শ্যাননের বন্ধুর হতে পারে।

রিসিভারটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে বলল, আমি শেরম্যান জেমসন বলছি। আপনি কে বলছেন?

[illegible] আমি [illegible] বলছি।

এই কথা শুনেই জেমসনের হৃদপিণ্ড অজানা আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলো। জেমসন এই লোকটার ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছে। জেমসন জোর করে নিজেকে সহজ রেখে বললো মিঃ টেরেল, অনেকদিন আমাদের কোন যোগাযোগ হয়নি। আমি এখন ব্যস্ত আছি। আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন?

মিঃ টেরেল একটু অপেক্ষা করে বললো, মিঃ জেমসন, আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি শোনাচ্ছি। আমাদের অনুমান আজ সকালে আপনার স্ত্রীকে একটি গ্রুপ অপহরণ করেছে।

জেমসন একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করছিল। চুপচাপ বসে ওর মনে হচ্ছিল নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। নিজেকে সংযত রেখে বলল, মিঃ টেরেল আপনি কি করে জানলেন? টেরেল বললো, ব্যাপারটা আমি একজন প্রত্যক্ষ দর্শীর কাছ থেকে শুনেছি। এর জন্যে আমি দুঃখিত মিঃ জেমসন। তবে এই অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারটার জন্যে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

টেরেলের এই কথায় জেমসন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। সজোরে বলে উঠলো, না না এ ব্যাপারে আপনার মাথা গলাবার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটার মধ্যে নিজেকে জড়ালে নিরাশ হবেন।

টেরেল শান্তস্বরে বললো, বুঝলাম। একটু চুপ করে থেকে বললো, আপনি নিশ্চয়ই ওদের কাছ থেকে মুক্তিপণের কিছু শর্ত পেয়েছেন, আপনাকে নিশ্চয়ই ওরা বলেছে ঘটনাটা পুলিসকে জানালে মিসেস শ্যানন জেমসনকে খুন করা হবে। ব্যাপার তাইতো?

জেমসন বললো, হ্যাঁ ঠিক। সেজন্যেই আমার অনুবোধ এর মধ্যে আপনি আসবেন না। শ্যাননকে আবার ফিরে পাওয়া গেলে আপনি মাথা গলাতে পারবেন। তার আগে নয়। কথাটা শেষ করে জেমসন রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিলো। টেবেলকে কথা বলার সুযোগ দিল না। সেই মুহূর্তে জেমসনকে অবাক করে এরনি ক্লিং মৃদু হেসে ঘরে ঢুকে বলল, ব্যাপাবটা আপনি খুব সুন্দর সাজিয়েছেন।

জেমসন বুঝতে পারলো, এতক্ষণ ক্লিং বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ডেস্কের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। সমস্ত পরিবেশটা একটা রহস্যময়। জেমসনের কাছে এসে ক্লিং বললো, মিঃ জেমসন আমি এটাই পছন্দ করি। অযথা আপনাকে আর অপেক্ষায় না রেখে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমি এসেছি। ক্লিংকে দেখেই জেমসন উত্তেজনা বোধ করলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জ্বলন্ত চোখে ক্লিং এর দিকে তাকাতে ক্লিং জিজ্ঞেস কবলো, আপনার স্ত্রী শ্যানন জেমসনকে অপহরণ করা হযেছে পুলিশ কি করে জানলো? বলে জেমসনের সামনের চেযাবে বসলো। জেমসন নিজেকে সংযত রেখে বললো, টেরেল আমাকে বললো ও একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনেছে। তুমিতো নিজেকে পেশাদারী ভাব।

কিং কথাটা শুনে নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বললো, একজন দুজন বা তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা সবসময় মেলে। এ ব্যাপারে খুব একটা কিছু ভাববার নেই। একসময় একটা খুনের ব্যাপারে জনা পাঁচেক প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। এতে ভয়ের কিছু নেই। আদালতে গিয়ে ওবা কখনই সাক্ষী দেবে না। সুতরাং রোগা লম্বা চেহারার এরনি ক্লিং জেমসনের সামনে দাঁড়িয়ে। জেমসন ক্রোধে ফেটে পড়ে বললো, ক্লিং আমাকে তুমি প্রতারণা করেছো।

এরনি ক্লিং চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আমার পরিকল্পনা ভুল হতে পারে না। আমার মনে দ্বিতীয় একটা ভাবনা ছিল। প্রথম পরিকল্পনা তো আপনি জানেন আপনার স্ত্রীকে বোমা মেরে শেষ করে দেওয়া। দুনিয়া থেকে আপনার স্ত্রীকে সরিয়ে দেবার সঠিক পদক্ষেপ।

জেমসন বলে হ্যাঁ ওটাই ছিল তোমার পরিকল্পনা। এতে আমিও একমত ছিলাম। জেমসন প্রতিটা শব্দ চিবিয়ে এবং জোর দিয়ে উচ্চারণ করলো। ক্রোধে লাল হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন আমাকে বলছো দ্বিতীয় একটা পরিকল্পনা তোমার মনে আছে। আমাকে কিছু চাপা না দিয়ে পরিষ্কার বলো যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কি? আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—ওর কথার মধ্যে উত্তেজনা টের পেয়েও ক্লিং স্বাভাবিক ও শান্তভাবে বললো, মিঃ জেমসন এটা আপনি ভাবতে পারেননি। এটা অন্যভাবে আমার চিন্তায় এসেছিল। ব্যাপারটা আপনাকে বলার পর যত তলিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলাম ব্যাপারটা ততই আমার মন থেকে সরে

যেতে লাগলো। ওটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। আপনার কাছে কাজটা করতে রাজি হয়ে গেছি। ব্যাপারটায় ঝুঁকি আছে আর আপনাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। আপনার নিরাপত্তার জন্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা ভাবলাম। তখন মাথায় অপহরণের ব্যাপারটা এসে গেল। এটা নিরাপদ পন্থা। ঘটনার পর আপনাকে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না। এই ব্যাপারটা ভাবামাত্র আমি কাজে লেগে পড়লাম। খুব সহজে আপনার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিরাপদ স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে। আপনার চিন্তার কারণ নেই। তারপর গম্ভীর জেমসনের দিকে তাকিয়ে খুব সহজে বললো, আমার দাবী মত টাকা যখনই আপনি দেবেন পরমুহূর্তেই আপনার স্ত্রীর মৃতদেহ চুরি করা গাড়িতে পাওয়া যাবে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। এতে কোনরকম ব্যর্থতা হবার সম্ভাবনা নেই। পুলিশকে আপনি বলবেন একজন মুখোশ পরা লোককে আপনি দাবীর অর্থ দিয়েছেন। আরো বলবেন লোকটা বলেছে পার্কিং জোনের যে কোনো গাড়িতে আমি আমার স্ত্রীকে পেয়ে যাবো। ঠিক এই সময় আপনি আর পুলিশ গাড়িটা এবং আপনার স্ত্রীর দেহ খুঁজে পাবেন। এই বলে ক্রিং সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো,'এটাই চমৎকার নিরাপদ পরিকল্পনা। হাজার দুয়েক ডলার গাড়িতে পাওয়া যাবে। পুলিশ এটাকে নির্ঘাত অপহরণের ঘটনা ভাববে। সে বলবে, কোন কারণে অপহরণকারীর মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল, তোমার স্ত্রীকে যার ফলে খুন হতে হয়েছে। ভুল করে খুনী প্রচুর ডলার রেখে পালিয়ে গেছে।

জেমসন মনে ক্রোধ চেপে রেখে নিজেকে কোনরকমে সংযত করে বললো, তুমি ঐ মুক্তিপণ কত আশা করো?

ক্রিং মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বললো, আপনাকে আমার এই জন্যে খুব ভাল লাগে। আসল ব্যাপারটা খুব দ্রুতই আপনি বুঝতে পেরেছেন।

জেমসন ওর কথায় আমল না দিয়ে বললো. মুক্তিপণ কত বলো?

ক্রিং একটু সময় ভেবে ধীরে ধীরে বললো মিঃ জেমসন আপনি একজন ধনী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আপনার স্ত্রীকে খুন করার বিনিময়ে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাকে আপনি তিনশো হাজার ডলার দেবেন। এই বিপজ্জনক কাজের জন্যে আপনি যদি অন্তত এক মিলিয়ন ডলার দিতেন তাহলে আমি খুশী হতাম। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে আমি ঐ অর্থের জন্য আপনার স্ত্রী কে নিশ্চিত খুন করতাম। ঐ অঙ্কের ব্যাপারে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। আপনার বুদ্ধি আমি প্রশংসা করছি। আপনি খুবই চালাক। আমাকে কাজটার জন্যে খুবই অল্প পরিমাণ অর্থ দিতে চাইলেন। কিন্তু...। এটুকু বলেই এরনি ক্রিং থেমে গেল। সূক্ষ্মহাসি হেসে প্রতিটি শব্দকে থেমে থেমে ঋজু করে বললো, মিঃ জেমসন এই কাজটার জন্যে এখন আপনাকে আমার সুইস ব্যাঙ্ক মারফৎ পাঁচ মিলিয়ন ডলার আমাকে দিতে হবে। জেমসন এরনি ক্রিং এর দাবীতে ধাক্কা খেলো। নিস্পৃহ আর কঠিন চোখে তাকিয়ে বললো, পাঁচ মিলিয়ন ডলার? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?

ক্রিং বললো, মিঃ জেমসন, পাঁচ মিলিয়ন ডলার তো আপনার কাছে সামান্য ব্যাপার। অথচ আমার কাছ থেকে এর বিনিময়ে আপনি সুচারু ভাবে বিপজ্জনক কাজটা পেয়ে যাবেন। আর আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে আপনি চিরতরে রেহাই পেয়ে যাবেন।

ক্রিং এর কথায় জেমসন নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলে ক্রিং বললো, মিঃ জেমসন, এখন তুমি এখান থেকে যাও বললেই আমি যাচ্ছি না। জাপানীরা খুব অসাধারণ লোক। জাপানীরা একসময় শুধু নকলনবিশী করতো। কিন্তু এখন ইলেকট্রনিক্সে ওরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বলা যায়। কথাটা শেষ করে ক্রিং জ্যাকেটের মধ্যে হাত ঢোকালো। পরমুহূর্তে ঘরটার মধ্যে জেমসনের কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো। খানিকক্ষণ জেমসনের কণ্ঠস্বর বাজবার পরে ক্রিং ওটা বন্ধ করতে পরিবেশটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ক্রিং বলে উঠলো, চমৎকার। ইলেকট্রনিক্সের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার এটাই। এই যন্ত্রটা সবসময় আমার কাছে থাকে। বোমা নিয়ে কথাবার্তা বলবার সময় এটা আমার সঙ্গে ছিল। আমাদের সব আলোচনাই এতে টেপ করা আছে।

জেমসন খানিকক্ষণ স্থাণুর মত বসে রইলো। ভেতরে বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ও আশা করেনি এরকম ব্যাপার ঘটবে। ওর মনে পড়লো ডেস্কের ড্রয়ারে রাখা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের

কথা। মনে মনে নিরাশ বোধ করলেও বুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ঠাণ্ডা মাথায় ও সতর্কতার সঙ্গে ওর হাতটা ড্রয়ারের দিকে এগোতে থাকলো। ওখানেই পয়েন্ট আটতিরিশ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা রাখা আছে। জেমসন সবে হাত বাড়ানোর সাথে সাথেই ক্রিং বলে উঠলো, মিঃ জেমসন ও কাজটা করার একদম চেষ্টা করবেন না।

পরমুহূর্তে জেমসন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো এরনি ক্রিং-এর হাতে ম্যাজিকের মত একটা রিভলবার চলে এসেছে। ক্রিং শয়তানি হাসি হেসে বললো, আপনার হাতটা ড্রয়ারে ছোঁয়ানোর আগেই এর বুলেট আপনাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ওসব মতলব ছেড়ে খোলামেলা হয়ে হাতদুটো ডেস্কের ওপর রেখে বসুন। ক্রিং এর কথা শুনে জেমসন হাত দুটো ডেস্কের ওপর রাখলো। ক্রিং-ও রিভলবারটা কোমরের খাপের মধ্যে রেখে দিলো। তারপর স্বাভাবিক ভাবে বললো, আসুন, কিছু আলোচনা করা যাক। আপনি নানারকম লোকেদের সঙ্গে কাজ করলেও আমার মত পেশাদার লোকের সঙ্গে কাজ করেন নি। অন্য কেউ হলে পুলিশের হাতে টেপটা তুলে দিত। কিন্তু সেরকম কাজ আমি করব না। যদি আমাকে আপনি পাঁচ মিলিয়ন ডলার না দেন তবে সরাসরি আমি ডি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাকে বলবো নিজের স্ত্রীকে খুন করানোর জন্যে আপনি আমাকে তিনশো হাজার ডলারে ভাড়া করেছেন। এও বলবো অর্থের জন্যেই আপনার কথায় আমি রাজি হয়েছিলাম। বলবো আপনার স্ত্রীকে খুন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। মিঃ জেমসনের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই বলে ক্রিং জেমসনের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, আমাকে কোর্টে আপনার উকিল যখন জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন কিন্তু কোন কথাই গোপন করবো না। সমস্ত খুলে বলবো। আপনার স্ত্রীকে কেমন করে সরিয়ে দেবার জন্য আমাকে ভাড়া করেছেন। জেমসনের মনে অজানা আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে। জন সমক্ষে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ হয়ে গেলে ওর আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। উঁচু মহলে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্রিং বলল, কয়েক বছরের জন্যে আমার শাস্তি হবে। কোন মতেই এটা আমি আটকাতে পারব না। আমার এই শাস্তি টিকবে না। মাফিয়া দলের লোকেরা আমায় বের করে নেবে। আপনি জেলে পচবেন। আপনার রেহাই নেই।

জেমসন ফাঁদে পড়েছে বুঝতে পারছিল। বললো, এক ধাক্কায় তুমি নিশ্চয়ই পাঁচ মিলিয়ন ডলারে উঠতে পার না?

ক্রিং এই কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বললো, মিঃ জেমসন! আপনাকে আমি দশদিন সময় দিলাম। জেমসন অস্থির হয়ে উঠলেও স্বাভাবিক ভাবে বললো, ক্রিং তোমার অর্থ ঠিকই তুমি পেয়ে যাবে।

ক্রিং হাত নাড়তে নাড়তে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এই শহরের সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম রেস্তোরাঁ দ্য গুড এটারী, ফ্রেডরিক হোয়াইটলের সামনে টেবিলের ওপর খাবারের স্তূপ। ও এবার খাওয়া আরম্ভ করবে। পুলিশ চীফ এর দশ ডলারের বিলটা নজরে পড়তেই ও মুচকি হাসলো, খেতে আরম্ভ করার মুহূর্তেই শব্দ করে রেস্তোরাঁর সদর দরজা খুলে গেল। সিডনী ড্রাইসডেল ভেতরে ঢুকে চারদিক তাকিয়ে নিলো। কাগজের লেখা কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছে। বাড়ি ফিরে টি.ভির অনুষ্ঠান দেখবে। তারপর রোজকার মত ডিনার খেয়ে নেবে। এটাই সিডনী ড্রাইসডেলের পরিকল্পনা।

রেস্তোরাঁয় কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো উল্লেখযোগ্য কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। দেখতে পেলে আগামী কালের লেখাটা তাকে কেন্দ্র করে আরম্ভ করতে পারবে। লেখার খোরাক পেলে কলম থামবে না।

ওর নজরে ফ্রেডরিক হোয়াইটলে পড়লো। ছেলেটি গাদা খাবার মুখে নিয়ে গিলছে। এই যুবকটি শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র। সিডনী যুবকটির দিকে এগিয়ে গেল যদি ওর কাছ থেকে কিছু শুনতে পাওয়া যায় সেই আশায়। ফ্রেডরিক খাওয়ায় ব্যস্ত ওর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

সিডনী ফ্রেডরিকের সামনে বসে বললো। আরে ফেড্রি যে! খাওয়া হচ্ছে? বলো কি খবর?

মৃদু হেসে বলল, ভালইতো মনে হচ্ছে।

মোটা চেহারার যুবক খেতে খেতে সিডনীকে বললো, হ্যাঁ তাতো বটেই। ওর খাওয়া এখন থামবে বলে মনে হচ্ছে না। সিডনী ড্রাইসডেল ওর দিকে তাকিয়ে বললো আচ্ছা ফ্রেডি সাধারণতঃ তুমি বাড়িতে খাও, তাই না? আজ কি কেউ বিশেষ তোমাকে খাওয়াচ্ছে নাকি?

ফ্রেডরিক খেতে খেতে বললো, সেইরকমই বলতে পারো। চীফ অফ পুলিশের কাছ থেকে আমি কিছু অর্থ পেয়েছি। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। পুলিশ চীফকে আমি কিছু খবর দিয়েছি বিনিময়ে আমাকে উনি দশ ডলারের বিল দিয়েছেন।

ড্রাইসডেল বললো, বাঃ, ভদ্রলোক তো বেশ দয়ালু আর চমৎকার মানুষ। তোমার ঐ কটা ডলারে কি লাভ হলো? আমিও খবরাখবর কিনি। আমার সঙ্গে তুমি কাজ কারবার কর ভালই হবে।

ফ্রেডরিক খাওয়া শেষ করে বললো, ব্যাপারটা নির্ভরযোগ্য হলে করবো। আমি তিনশো ডলারে আমার গোপন খবর বিক্রি করতে পারি।

ড্রাইসডেল মৃদু হেসে বললো, বাঃ এইতো বাপকা বেটার মত কথা। তারপর হাই তুলে বললো খুব গুরুত্বপূর্ণ গোপন খবর হবে।

ফ্রেডরিক সোজাসুজি ওব দিকে তাকিয়ে বললো, মিঃ ড্রাইসডেল আমি তিনশো ডলারই চাই। সমস্ত ঘটনাই আপনাকে বলবো। মিঃ শেরম্যান জেমসনের খবর। ড্রাইসডেল শেরম্যান জেমসনের নাম শোনামাত্র চমকে উঠেছে। বিস্মিত কণ্ঠে ফ্রেডরিককে জিজ্ঞেস করলো, মিঃ জেমসনের কি হয়েছে? ফ্রেডরিক মুখের খাবার কিছুটা খালি করে বললো, হুঁ, হুঁ। মিঃ জেমসন। তবে মিস্টার নয়, মিসেস শ্যানন জেমসন সম্পর্কে আসল খবরটা।

সিডনী ড্রাইসডেল ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললো, ফ্রেডি পুলিশ চীফের কাছে তুমি এসব বলেছো?

ফ্রেডরিক বললো, হ্যাঁ। আমার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা আমার বলা উচিত। একটা বড় ধরনের অপরাধের ব্যাপারে রিপোর্ট করেছি।

ড্রাইসডেল জিজ্ঞেস করলো বড়ো ধরনের অপরাধ কি?

ফ্রেডরিক খাওয়ায় ব্যস্ত অবস্থায় সিডনীকে লক্ষ্য করে বললো, এটা অত্যন্ত গোপন ব্যাপার। আমাকে পুলিশ চীফ কিছু বলতে নিষেধ করেছে। আপনি আমাকে তিনশো ডলার দিলে আমি মুখ খুলতে পারি।

ড্রাইসডেল এই কথায় দ্বিধা করলো না। ড্রাইসডেলকে সংবাদ যোগাড়ের জন্যে খরচ করতে হয় তা ওর কাগজের সম্পাদক জানে। ওয়ালেটটা পকেট থেকে বের করে তিনটে একশো ডলারের নোট বের করলো। ফ্রেডরিককে বললো, এবার নিশ্চয়ই তোমার বলতে কোন আপত্তি হবে না। বলে তিন খানা ভাঁজ করা ডলারের নোট ফ্রেডরিকের দিকে ঠেলে দিতে ফ্রেডরিক ছোঁ মেরে ওগুলো টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে পকেটে রেখে দিলো। ড্রাইসডেল বললো, এবারে মিসেস জেমসনের কি হয়েছে বলো?

ফ্রেডরিক সিডনীর দিকে ঝুঁকে চীফ অব পুলিশ ফ্রেড টেরেলকে যে সমস্ত কথা বলেছিল পুনরায় সেগুলো ড্রাইসেডেলকে শোনাল। শুনে সিডনী হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। ওর খাওয়াটা শেষ হল। ফ্রেডির কাছ থেকে খবরটা শুনে ভাবলো শেরম্যান জেমসনের স্ত্রী শ্যাননকে অপহরণ করা হয়েছে। ওর সংগ্রহের মধ্যে এটাই সবচাইতে চমকপ্রদ খবর। ও দ্রুত টাকাটা মিটিয়ে দিল। সিডনীও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফ্রেড টেরেলের সঙ্গে দেখা করতে গাড়ি ছোটালো পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দিকে।

টেরেলের ডেস্কের ফোনটা মিনিট দশেক পরে বেজে উঠলো। ট্যানার জানালো, চীফ, চার্লি বলছি। আপনার সঙ্গে সিডনী ড্রাইসডেল দেখা করতে চায়।

টেরেল ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কি চান?

চীফ উনি খুব জরুরী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কথাটা শুনে টেরেল কঠিন হয়ে গেল। ড্রাইসডেল কি অপহরণের কোন গন্ধ পেয়েছে? ওর

সঙ্গে দেখা করে দেখা যাক ও কি বলে। ঠিক আছে, তুমি ওকে পাঠিয়ে দাও।

সামান্য সময় পরে টেরেলের অফিসে ড্রাইসডেল হাজির হলো। এসে বললো, আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাপিয়ে গেছি। আজকে খাওয়াটা বেশী হয়ে গেছে বলে। একটা চেয়ারে আরাম করে বসে বলল, আপনি কেমন আছেন? মনে হয় আপনার কাজকর্ম ধীর লয়ে চলছে।

টেরেল ওর কথায় বললো, এখন আমার কাজের চাপ একটু বেশী। সিড তুমি কি জন্যে এসেছো?

আমি খবর পেয়েছি আজ সকালে মিসেস শ্যানন জেমসনকে অপহরণ করা হয়েছে।

টেরেল মনে মনে তখনই ভাবলো সেই মোটা যুবকটা নিশ্চয়ই সিডনীকে কিছু বলেছে। ড্রাইসডেলের সঙ্গে সময় নষ্ট করা বৃথা। ও বললো হ্যাঁ, ঠিকই। জেমসনের প্রচুর অর্থ। ও এখানকার ধনী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে ওকে ভয় দেখানো হয়েছে। জেমসন নিষেধ করেছে আমাকে মুখ খুলতে। তোমাকে আমিও তাই বলছি।

ওর কথায় ড্রাইসডেল সমর্থন জানিয়ে বললো, জেমসনের নানারকম অবাঞ্ছিত ব্যাপার স্যাপার আছে। ওর সেসব ব্যাপার আমি কিছু জানতে চাই না। এগুলো যখন বাইরে আসবে চীফ, কিংবা প্রয়োজন হবে আপনার কাছ থেকে তখন যেন গোপনীয় তথ্যগুলো পাই। আমি আরো জানতে চাই যে সে সমস্ত ব্যাপার আপনারা কি করে সামলেছেন।

নিরাপদে মিসেস জেমসন ফিরে আসার পরে এফ. বি. আইয়ের জ্যাকসনের কাছ থেকে ওগুলো সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু এখন...।

টেরেল সমস্ত কথা শুনে বললো, সিড, সবই তো বুঝলাম কিন্তু এখন আমি কোনরকম শপথ করতে পারছি না। বাইরে কোন খবর বেরিয়ে আসা মাত্রই প্রেস একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ড্রাইসডেল ওর দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, মিঃ টেরেল আমি আপনাকে বলছি ব্যাপারটা নিয়ে যতক্ষণ না আমি একটা লেখা শেষ করি আপনি এটা ততক্ষণ চেপে রাখুন। আসলে অপহরণকারী কে এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কিছুটা ইঙ্গিত দিতে পারি।

তাই নাকি, অপহরণকারী কে, তুমি জানো?

ড্রাইসডেল ওব দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সঠিক না জানলেও ভালভাবেই অনুমান করতে পারছি। আপনার কাছে আমি জানতে চাইছি আপনি কাজ চালাবার জন্যে কি পেয়েছেন? যেমন জেমসনের অর্থের ব্যাপারটা ধরা যাক উনি স্ত্রীকে ফিরে পেলেন বা অপহরণকারীর কোন খোঁজ পাওয়া গেল। এইসব খবর দেওয়ার জন্যে আমি নিশ্চয়ই কিছু পাবো।

টেরেল ওর কথায় বুঝতে পারছিল কোন কিছুই ড্রাইসডেলকে ওর লক্ষ্য থেকে সরাতে পারবে না।

ঠিক আছে। তুমি যা বলছো তাই হবে। কিন্তু অপহরণকারী কে? টেরেল জিজ্ঞেস করলো।

ড্রাইসডেল চোখ কুঁচকে বললো আপনি কথা দিচ্ছেন তো?

টেবেল বললো, দেবো বললাম তো। তুমি এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

ড্রাইসডেল টেরেলের দিকে ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললো, আমি বাজি রেখে বলতে পারি অপহরণকারী হচ্ছে, লাকি লুকান।

।। আট ।।

ক্লিং স্টার হোটেলে নিজের কেবিনে ফিরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। রান্নাঘরে ন্যাগ স্টোভ ধরিয়ে রান্না শেষ করছে।

কিছুক্ষণ বাদে ক্লিং ন্যাগের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, সব ঠিকঠাক আছে তো? ন্যাগ বললো, স্যার কোনো সমস্যাই নেই।

ক্লিং সশব্দে হেসে বললো, এমন একদিন আসবে যখন তুমিই বলবে সমস্যা তৈরী হয়েছে। আমি তখন খুব দুঃখ পাবো। যখন ও স্বাভাবিক হবে, তখন কি ঘটবে?

ন্যাগ ওর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললো, ভদ্রমহিলা ভীষণ সংযত। ওকে আমি বলেছি আপনাকে অপহরণ করা হয়েছে। ব্যাপারটা উনি সহজভাবে নিয়েছেন। ক্লিং মুখভর্তি খাবার নিয়ে

বললো, ন্যাগ একটা ভাল কাজ তুমি করেছো। তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই। জেমসনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আর দশ দিন বাদে আমার পাঁচ মিলিয়ন ডলার আমি পেয়ে যাবো। ওকে আমি এমন অবস্থায় এনেছি যে আর কিছু করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ অর্থ পেতে কোনরকম অসুবিধা আমার হবে না।

স্যার, আমি আনন্দিত, তাহলে মিসেস জেমসনের ভাগ্যে কি ঘটবে?

আমি কি করবো সেটা আমার অর্থ পাবার পর বলবো।

ক্রিং একটু ভেবে বললো, সারা পৃথিবী আমি ঘুরবো। আমার সঙ্গে তুমি থাকবে।

ন্যাগ শান্ত মেজাজে ঘাড় নেড়ে বললো, ধন্যবাদ। তারপর জিজ্ঞেস করলো স্যার, মিসেস জেমসনের কি হবে? ক্রিং মুখটা রুক্ষ ভাবে ন্যাগকে উদ্দেশ্য করে বললো, তুমি কি ভাবছো? এখন মনে এসব এনোনা। তুমি তো জানো আমি একজন পেশাদার খুনী। অর্থের জন্যে খুন করতে কোন দ্বিধা নেই আমার। পুরুষ নারী নিয়ে আমি ভাবিনা। মাফিয়াদের সঙ্গে আমি কাজ করি। শ্যাননের কি হবে তুমি জানতে চেয়েছো। ও মুছে যাচ্ছে। আমি এবং তুমি সারা পৃথিবী ঘুরবো। ন্যাগ ডিশ হাতে করে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলো? কিভাবে আপনি ওকে খুন করবেন ওর কথায় ক্রিং অধৈর্যভাবে কাঁধটা ঝাঁকালো, তারপর বললো, ওটা চিন্তা করার জন্য এখনও দশদিন সময় আছে। যেমন ধরা যাক, ওকে ধীরে ধীরে রক্তশূন্য করে দেওয়া, তুমি তো ব্যাপারটা জানো।

ওর কথায় ন্যাগ রীতিমতো শিউরে উঠলো। বললো, আমি স্ত্রীলোকদের কোন দিন খুন করিনি। ওর কথায় ক্রিং বিদ্রূপের হাসি হাসলো। তারপর বললো, ন্যাগ, প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে প্রথম বলে ব্যাপার আছে। এ ব্যাপারটা সব সময় মনে রাখবে।

কথাটা বলে ও আর অপেক্ষা করলো না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। সামনে অন্ধকার। ক্রিং ওর গাড়ির দিকে এগুলো

আধঘণ্টা কেটে গিয়েছে। ডিশগুলো পরিষ্কার করার পর ন্যাগ বসার ঘরে এসে আরাম করে বসলো। ওর মনে পড়লো ওর প্রভু ক্রিং এর একটাই কথা। ভদ্রমহিলা মুছে যাবে।

এই কথাটা কেবলই ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। ও কেমন হতবুদ্ধি গোছের হয়ে গেল। হাঁটুটা মুঠো করে ও চেপে ধরলো। একটা অজানা আতঙ্কে ওর মনটা কেমন অবশ হয়ে গেল। ঐ রকম সুন্দর আর শান্ত স্বভাবের মহিলা অহেতুক খতম হয়ে যাবে নিষ্ঠুরভাবে। ক্রিং এর কথা ওর মনে পড়লো।

এই লোকটাই ওকে অভাব থেকে বাঁচিয়েছে। ওর মায়ের দারিদ্র.মোচন করেছে। ওর ওপরে যথেষ্ট ভালবাসাও আছে। এছাড়া ওকে সহযোগী হিসাবেই মনে করে ক্রিং, কোনরকম বাজে ব্যবহার করে না। ন্যাগ ঠোঁট দুটো চেপে রইল কোনক্রমে মুখ দিয়ে একরকম গোঙানি বেরুতে লাগল ওর। এখন ন্যাগের মনে একটাই চিন্তা, তাহলে প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও কিভাবে ঐ মহিলাটির জীবন বাঁচানো যেতে পারে। ন্যাগ এবং ওর মায়ের জন্য এরনি ক্রিং যা করেছে তাতে ওর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব।

আর মাত্র দশদিন বাকি। অন্ততঃ পরিকল্পনার সময় যথেষ্ট রয়েছে। ন্যাগ মনটাকে একটু হাল্কা করার চেষ্টা করলো। এই দশদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে। চেয়ারে হেলান দিয়ে ও শ্যানন জেমসনের কথাই ভাবতে লাগলো। দুই ঘণ্টা ওর সাথে কি সুন্দর ভাবে কেটেছে। প্রতিটি মুহূর্তই ভোলা যায় না। ওর মনে হচ্ছে ও কোনও মুভি দেখছে।

আবার ওকে দেখলো ও। বিছানায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটার পর ধীরে ধীরে চোখ মেললো ও।

প্রথমটায় ওকে রীতিমতো হতবুদ্ধি লাগছিলো। যেন সব কিছু অস্পষ্ট ওর কাছে। বেশ খানিকটা সময় কেটে যাবার পরের ঘটনা।

শ্যানন ওর দিকে সরাসরি তাকালো। ন্যাগ ওকে দেখা মাত্রই মৃদু হাসলো একবার। ওর অভিব্যক্তিতে ভালবাসা আর সহানুভূতি মেশানো। কিন্তু শ্যাননের মুখটা রীতিমতো গম্ভীর। চোখ দুটো এমন ভাবে বুঁজলো যেন ভীষণভাবে শোকাহত। কয়েকমুহূর্ত বাদে আবার চোখ খুললো ও। সামান্য উঠে বসলো। ন্যাগ মৃদু হেসে খানিকটা ইতস্তত করে বলে উঠলো, এখন ঠিক আছেন

তো ম্যাডাম? এখানে আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।

শ্যানন খানিকটা বিস্ময় মাখানো চোখে এই ভিয়েতনামীকে জরীপ করতে লাগলো। মনে হলো ওর, যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে। একরকম জোর করেই ও জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

সব ঠিক আছে ম্যাডাম। ভয় পাবার কিছু নেই।

ন্যাগের কথায় ও চারিদিকে একবার তাকালো। ঘরটা বেশ বড় আর ছিমছাম, সাজানো গোছানো। সবকিছু ভালকরে দেখার পর ন্যাগের দিকে আবার তাকালো। তারপরে অনেকটা নিজের মনেই বলে উঠলো, আমি কোথায়? কি হয়েছে আমার?

ম্যাডাম আপনাকে অপহরণ করা হয়েছে। আমাকে আপনার দেখাশোনা করার জন্য রাখা হয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই আপনার।

ন্যাগের কথায় বিস্ময় মাখানো চোখে তাকিয়ে আবার বলে উঠল শ্যানন, আমাকে অপহরণ করা হয়েছে?

কথাটা শোনামাত্র ছিটকে উঠলো শ্যানন। এমনিতেই শ্যানন জেমসন একটু কঠিন মানসিকতার মহিলা। আতঙ্ককে যথা সম্ভব জয় করে শ্যানন মনের জোর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। আবার জিজ্ঞাসা করলো, তুমি বলছো যে আমাকে অপহরণ করা হয়েছে?

ন্যাগ ঘাড়টা নাড়লো। বললো, হ্যাঁ ম্যাডাম। এরপরে শ্যানন ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, এখন আমি কোথায়?

আমি দুঃখিত ম্যাডাম, ন্যাগ বললো, এটা বলা যাবে না।

ভিতরে ভিতরে শ্যাননের কিছুটা আতঙ্কে কাটছিল। ন্যাগকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে?

কিছুটা ইতস্ততঃ করতে লাগলো ন্যাগ, তারপর বলে উঠল, আমাকে আপনি কিম বলে ডাকতে পারেন ম্যাডাম। যাই হোক আপনি এখন কি কফি খাবেন? আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তাই করবো, ম্যাডাম। আপনার কোন চিন্তা নেই।

ধন্যবাদ। আমাকে কফি দাও। ততক্ষণে ন্যাগের কফি তৈরী। শ্যানন কফিতে চুমুক দিয়ে বললো, কিম তুমি চমৎকার কফি তৈরী করতে পারো।

ন্যাগ ওর প্রশংসায় খুশী। সুন্দরী মহিলার মনের কাছাকাছি কেমন করে আসা যায় সেই চিন্তা। ন্যাগ ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, কয়েকদিন আপনাকে এখানে আটকে রাখা হবে, সেটাই ভয়ের। আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?

শ্যানন কফি শেষ করে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে যে অপহরণ করা হয়েছে আমার স্বামী জানে?

হ্যাঁ, ম্যাডাম উনি জানেন।

শ্যানন বললো, একটা রোগা লোক আমার কাছে কিছু বলা মাত্রই আমার সব অন্ধকার হয়ে গেছিল। সেই লোকটা অপহরণকারী।

ন্যাগ ইতস্তত করে বললো, হ্যাঁ ম্যাডাম।

তাহলে ও তোমাকে কি বলেছে?

ন্যাগ এইসব প্রশ্নে বিব্রত বোধ করলেও ওকে বন্ধুর মত সম্মান দেবার চেষ্টা করে বললো আমি দুঃখিত। বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

অনেক খাবার আছে এখানে। আপনি কি খাবেন?

এখানে কি আমাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে?

ন্যাগ জানালো, আমার আশঙ্কা তাই ম্যাডাম।

কিম, আমি জানিনা ঐ অপহরণকারীকে দাবী মতো অর্থ আমার স্বামী দেবে কিনা। দিতে অস্বীকার করলে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে?

শ্যাননের চোখে পড়লো ক্রমশঃ ন্যাগের হাতদুটো শক্ত হচ্ছে। ন্যাগ বললো আমার মালিক বলেছেন দাবী মত অর্থ উনি দিয়ে দেবেন।

কিম, ব্যাপারটায় কিভাবে তুমি নিশ্চিত হচ্ছো।

ন্যাগ বললো, ম্যাডাম আমি জানি উনি রাজী হয়েছেন।

শ্যানন আরো কফি নিয়ে চুমুক দিতে গিয়ে বলল, ওই অপহরণকারী তোমার মালিক। যদি আমাকে কয়েকদিন এখানে থাকতে হয়, তাহলে একটা রেডিও আর একটা বাইবেল এনে দাও। পারবে তো?

নিশ্চয়ই পারবো।

শ্যানন দেখল ন্যাগ মুখটা কঠিন করে জিজ্ঞেস করলো, বাইবেল?

শ্যানন বললো, আমার মনে হয় তুমি আমার মত একজন ক্যাথলিক। আমাকে বাইবেল এনে দিও।

ন্যাগের মনে পড়ে গেল পুরোনো দিনের কথা। এক যাজকের কাছে শিখেছিল। ন্যাগ এক্ষুনি আসছি বলে চলে গেল। খানিকবাদে একটা ট্রানজিস্টার আর ছোট একটা বাইবেল নিয়ে এলো। বাইবেলটা ক্লিং এর অর্থে কেনা। এসে দেখলো শ্যানন নেই। বাথরুমে জলের শব্দ শোনা গেল। টেবিলের ওপর বাইবেল আর ট্রানজিস্টার রেখে কিছুক্ষণ বাথরুমের দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে বাইরে চলে গেল। সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফ্রেড টেরেল প্রথমে বার্গলার ও লেপস্কির পরে হাওয়ার্ড জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে শেষে বললো, ড্রাইসডেলের বক্তব্য অপহরণের ব্যাপারটা নাকি লুকানের কাজ।

লেপস্কি সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি বিশ্বাস করি না। এ কাজ ওরকম একটা নির্জীব লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

টেরেল বললো, টম তুমি ঠিকই বলেছো। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে ও অপহরণকারীদের সঙ্গে জড়িত। ড্রাইসডেল বলেছে লুকান ওর কাছে জেমসন আর ওর স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো। আর ওকে দেখা গেছে একটা রুক্ষ রোগা লোকের সঙ্গে কথা বলতে। ড্রাইসডেল লুকানের কাছে মিসেস শ্যানন জেমসনের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এটা জেনে এর ভিত্তিতেই কাজ আরম্ভ হয়েছে।

জ্যাকসন জিজ্ঞেস করলো, রুক্ষ ধরনের রোগা লোক?

হুঁ, ড্রাইসডেল বলেছে রোগা লোকটার নাম ধাম লুকান জানে না। রোগা লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেলে আমাদের তদন্তের সাহায্য হবে।

জ্যাকসন বলল, হুঁ, স্টার হোটেল? একজন মহিলাকে আমাদের পক্ষ থেকে একটা ঘর নিয়ে এখানে থাকতে দিলে ও ওখান থেকে ওদের ওপরে নজর রাখতে পারবে।

টেরেল জানালো, পরিকল্পনাটা ভালই। সমস্ত ব্যাপারটায় সতর্কভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ওদের মধ্যে কেউ যাতে ব্যাপারটা জানতে না পারে।

জ্যাকসন বললো, আমার উপরে ব্যাপারটা ছেড়ে দিন। আমি একজন মহিলা ঠিক করি যে কাজটা করতে পারবে। বলে সামনের ফোনটার দিকে হাত বাড়ালো।

লুকানের অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ও এখন আতঙ্কিত। ক্লিং যদি আধ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি না দিত তবে ও নিউইয়র্ক পাড়ি দিত। ও এখানে না থাকলে ক্লিং ওর প্রাপ্য অংশটা দেবে না।

ড্রাইসডেলের অপ্রত্যাশিতভাবে আসাটা ওর মনোবল ধ্বসিয়ে দিয়েছে। লুকান ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল। ড্রাইসডেল যদি জানতে পারে জেমসন ওর স্ত্রীর অপহরণের ব্যাপারে জড়িত? ড্রাইসডেল এসেছিল কি জন্যে? কোনরকম সূত্রের সন্ধান বা কৌতূহলবশতঃ? হঠাৎ গাড়ির শব্দ কানে যেতে দ্রুত জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো, ক্লিং গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়িতে দেখলো আটটা চল্লিশ হয়েছে। ঘণ্টা দুয়েক ও পায়চারী করছে। ওর খিদে পেতে ভাবলো কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে আসে। কোন মহিলার সঙ্গে ওখানে দেখা হলে রাতটা ভালই কাটবে। চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র ও স্নান সেরে পরিষ্কার শার্ট পরে আলো নিভিয়ে বাইরে আসতেই একজন মহিলা ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। মহিলা ক্ষমা চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোন কেবিনটা চব্বিশ নম্বর? লুকান মৃদু আলোতে মহিলাটিকে দেখে নিলো। মহিলাটির পরনে টাইট জিনস আর টি-শার্ট। চেহারা পাতলা ছিমছাম। লুকান

ভাবতে লাগলো, আগে কোথাও এরকম মহিলা দেখেছে কিনা? ও বললো চব্বিশ নম্বর কেবিন? আমার পরের দরজাটাই। আমার নাম জুলিয়ান লুকান। আমাকে আপনার প্রতিবেশী বলতে পারেন। এখানে কি আপনি বেশ কিছুদিন থাকবেন?

মহিলাটি মিষ্টি হেসে বললো, আমার নাম বেরিল শ্যাডক। আমাকে বেরি বলেই ডাকবেন। আমার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করতে সপ্তাহ খানেক এখানে আমি থাকবো। আমার সঙ্গে উনি এরকম ভাবেই মিলিত হন।

লুকান ওর স্বামীর ব্যাপারে চিন্তা না করে বলে উঠলো, বেরি আমি তোমায় কোনরকম সাহায্য করতে পারি?

আপনাকে ধন্যবাদ। আমার একটা স্যুটকেস আছে। সেটা যদি....। বেরিকে এবার অসহায় দেখলো।

লুকান নিশ্চয়ই, বলে ওটাকে গাড়ির মধ্যে থেকে বের করে বললো, চাবিটা আমাকে দাও। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। ওরা দুজনে কেবিনে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে ও বিছানার ওপরে ব্যাগ রেখে দিলো। মেয়েটি প্রশংসা করে বললো জুলিয়ান, তোমাকে আমি তুমি বলছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লুকান দরজার দিকে এগিয়ে বললো, আমরা পরস্পরকে দেখবো। এই শহরটা আমি চিনি। তোমাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। মহিলা বললো, তুমি পারবে? আমার খুব ভাল লাগবে। লুকান বললো, ঠিক আছে। একটা চিন্তা ওর মাথায় জড়ো হচ্ছিল।

বেরি বললো, আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমি নিউইয়র্ক থেকে আসছি। প্লেনের খাবার অখাদ্য। এখানে কিছু খাওয়া যাবে?

লুকান বললো, নিশ্চয়ই। এখানকার খাবারও সেইরকম। সুযোগ বুঝে বললো, সামুদ্রিক খাবার খেতে আমি রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি। তুমি আমার অতিথি হতে পারো।

আমি? চমৎকার হবে। জুলিয়ন সত্যিই তুমি সহৃদয়।

লুকান বললো, তুমি যে অবস্থায় আছো সে অবস্থায় চলো। আমি আমার ঘরে আছি।

লুকান একেবারেই জানে না বেরিল শ্যাডক এফ. বি. আই এর এজেন্ট। হাওয়ার্ড জ্যাকসনের অনুচর। এই যৌন আবেদনময়ী সুন্দরী মহিলা ফ্লোরিডায় এফ. বি. আই এর সেরা এজেন্ট। ভাল ক্যারাটে জানে। পিস্তল চালানোতে দক্ষ। প্রয়োজনে নির্মম হতে আটকায় না।

লুকান নিজের ঘরে যেতে বেরিল বাথরুমে গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে নিলো। স্যুটকেসটার মধ্য থেকে অদ্ভুত ধরনের একটা রেডিও বের করে জ্যাকসন ও লেপস্কির সঙ্গে কথা বললো। চুপিচুপি বললো, লুকানের সঙ্গে আমি এখন ডিনার খেতে যাচ্ছি।

জ্যাকসন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, চমৎকার। একটু সাবধানে এগিও। লুকান বোকা নয় ও ঘুণাক্ষরেও যেন জানতে না পারে। সেই রোগা রুক্ষ লোকটার ব্যাপারে আমি জানতে চাই।

তোমার নির্দেশ মতই আমি চলবো।

বেরিল রেডিওটা স্যুটকেসে ঢুকিয়ে রাখলো। কেবিন থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে বালি বিছানো রাস্তা অতিক্রম করে লুকানের দরজায় ধাক্কা দিলো।

আধঘণ্টা পরে একটা ভাল রেস্তোরাঁয় লুকান আর বেরিল টেবিলে পরস্পর মুখোমুখি।

বেরিল বললো, খিদেয় আমি মরে যাচ্ছিলাম।

লুকান বললো, তোমার খাবার আমি পছন্দ করে দিচ্ছি। বেয়ারা সামনে আসতে লুকান নানারকম খাবার অর্ডার দিলো।

বেরিল অভিজ্ঞ ও উজ্জ্বল প্রকৃতির। একটা পুরুষকে আকর্ষণ করতে ওর জুড়ি নেই। বেরিল লুকানকে অলীক স্বামীর প্রসঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলো। বেরিলের যৌবনে লুকান মুগ্ধ, খেতে খেতে বললো, বেরিল. তোমার প্রতিবেশীরা ওখানে কে কে থাকে? অন্যরা কি তোমার মত সুন্দর? গম্ভীর হয়ে বললো, বাকিরা সবাই বয়স্ক। ওদের ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

বেরিল হেসে বললো, প্যারাডাইস সিটির ব্যাপারে কিছু বল।

লুকানের মনে স্বস্তির ভাব এলো। দুজনে মাঝে মাঝে হাসতে লাগলো। খাবার শেষে লুকান

ওকে ক্যাসিনো আর নাচের প্রসঙ্গে বললো। বেরিল বলল, আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভীষণ ক্লান্ত। আগামীকাল এটা আমরা করতে পারি।

ঠিক আছে। বুঝেছি। ব্যাপারটা আগামীকাল রাতে ভাবা যাবে।

বেরিল চীৎকারের মত করে বললো, ঠিক আছে।

লুকান আবেগে ভরপুর। ওর কাঁধ ধরে লুকান বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। বুকের কিছুটা অংশে লুকানের আঙুল স্পর্শ করে ছিলো।

অবশেষে ওরা হোটেলে পৌঁছালো। বেরিল ভাবলো আসল কাজের ব্যাপারে এই সন্ধ্যেটা না এগোলেও লুকানের খরচে ভাল একটা ডিনার খাওয়া গেছে। হাওয়ার্ড নিষেধ করেছে ওকে অধৈর্য হতে। আগামীকাল দেখা যাবে একটা নাটক ততক্ষণে আরম্ভ হয়েছে। লুকান ওর সঙ্গে যখন কেবিনে পৌঁছেছে ঠিক তখনই ক্ষীণ আলোয় লুকান দেখলো, এরনি ক্রিং কিছুটা দূরে স্কচের বোতল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

লুকান বিস্মিতভাবে বললো, হে ঈশ্বর! ক্রিং টলতে টলতে উন্মাদের মত এগিয়ে আসছে। বেরিল জিজ্ঞেস করলো, লোকটা কে?

একটা মাতাল। আমার কেবিনের কাছে থাকে। গাড়ি থেকে নেমে বেরিলকে বললো, তুমি বোসো, আমি দেখছি। বেরিল পরিষ্কার দেখতে পেলো। লোকটা রোগা লম্বা এবং রুক্ষ ও লুকানকে বললো, আমি শহরে গেছিলাম।

লুকান গম্ভীর স্বরে বললো, কেন এত মদ খেয়েছো? ক্রিং জড়ানো কণ্ঠে বললো, আমাকে মাতাল লাগছে? খানিকটা এগোতেই বেরিলকে চোখে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, এ আবার কে?

লুকান ধমকে বললো, তুমি এখন যাও।

এরনি ক্রিং বললো, লাকি সত্যিই তুমি সৌভাগ্যবান। মহিলাটিব দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, ম্যাডাম আপনি যদি পার্টনার বদলাতে চান খুশী হবো। আমি একটু ব্যস্ত। সেই মুহূর্তে ন্যাগ এসে এরনি ক্রিং এর কোমর জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে ঘরের দিকে নিয়ে চললো। ক্রিং মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছিল। শেষে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

বেরিল আবার জিজ্ঞেস করলো, লোকটা কে?

লুকান ঘামছিল। ভেবে পাচ্ছিল না কি বলবে। কোনরকমে বললো, ও বাজে ধরনের এক মাতাল। ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত।

বেরিল আবার জিজ্ঞেস করলো, ও তোমাকে লাকি বললো কেন? লোকটাকে অদ্ভুত দেখতে। আবার যে লোকটা ওকে নিয়ে গেলো সে তো আরো বিকট।

ও মাতালটার চাকর। বেরিল ওকে চুম্বন করে নিজের কেবিনে ফিরে জ্যাকসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। মাঝ রাতের পরে ফ্রেড টেরেল জ্যাকসন আর লেপস্কি মুখোমুখি বসেছিল। জ্যাকসন বললো, যে মেয়েটাকে আমি পাঠিয়েছিলাম ও কম সময়ের মধ্যে এগিয়ে গেছে। ওখানে যার সঙ্গে আগে পরিচিত হয় তার নাম লাকি লুকান। পরে ওরা দুজন এক মাতালের মুখোমুখি হয়েছিল। লোকটা রোগা। লুকানকে লাকি নামে ডাকছিলো। ড্রাইসডেলের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে ঐ রোগা লোকটার হুবহু মিল আছে। তারপরেই এক ভিয়েতনামী ওখানে এসে উপস্থিত হয়। ওখান থেকে রোগা লোকটাকে নিয়ে চলে যায়। সেই মোটা যুবকটি শ্যানন জেমসনের অপহরণের ব্যাপারে যে দুজন লোকের বর্ণনা দিয়েছিল এদের দুজনের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। জ্যাকসন ঠিক করলো ও বেরিলের ওখানে স্বামী হিসেবে যাবে। বেরিলের কেবিনে দুটো বিছানা আছে। ওখানে থাকার অসুবিধা হবে না। সবে ভোরের আলো ফুটেছে। নিজের বাড়িতে টেরেল প্রস্তুত হয়েছে ব্রেকফাস্ট খাবার জন্যে, ঠিক তখন হোটেলের কেবিনে ন্যাগভি ব্যস্ত ক্রিং-এর ঘুম ভাঙাতে। এরনি ক্রিং-এর তন্দ্রা কাটেনি। মাথায় চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছিল। ন্যাগ ধীরে ধীরে বিশেষ ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে শ্যাননকে এক পলক দেখে নিলো। তারপর গাড়িতে উঠলো। গাড়িটা হাইওয়ের দিকে ছোটালো। খানিকক্ষণ বাদে ফুল কিনে বাড়ির দিকে ফিরে চললো। ওকে ফুল দিলে নিশ্চয়ই খুশী হবে। মিসেস জেমসনের মুখটা মনে পড়তেই

আপন মনে হাসলো ন্যাগ।

এদিকে অনেক পরে খেয়াল হলো লেপস্কি ওর পিছু নিয়েছে। ভিয়েতনামী যুবক ন্যাগ ভিজ জিকে দেখামাত্রই ও খানিকটা আঁচ করতে পেরেছে। বেশ খানিকটা পরের ঘটনা ভিজ ততক্ষণে গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। লেপস্কি সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। সবকিছু ভালভাবে দেখার পরে লেপস্কি একেবারে নিশ্চিত হল যে, শ্যানন জেমসনকে নির্ঘাত লুসি লণ্ডহার্টের এই বেশ্যালয়ে একেবারে ওপর তলায় বিশেষ ঘরটায় আটকে রাখা হয়েছে। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লেপস্কি খোসমেজাজে একটা সিগারেট ধরালো। আরো কিছু ঘটার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে ভিজ ধীরে ধীরে সেই বিশেষ ঘরের সামনে দাঁড়ালো। আস্তে করে দরজায় টোকা দিল। একটু পরেই দরজা খুলে গেলো। ভিতরে ঢুকলো ন্যাগভিজ।

হাতে একগোছা ফুল। সেই ফুল নিয়ে শ্যাননের দিকে ও হেসে এগিয়ে গেলো। তারপরে ফুল ওর হাতে দিল। একগুচ্ছ টাটকা ফুল পেয়ে ভীষণ খুশী হল জেমসন।

শুধু ফুল উপহার দিয়ে ন্যাগ চুপ করে থাকলো না। শ্যাননকে কফি করেও খাওয়াল। দুজনের মধ্যে চলতে লাগল কথাবার্তা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মিসেস জেমসন বললো, কিম তোমাকে একটা কথা বলছি। তুমি আমার কাছে একটু সহজ হও। আমি তোমাকে বন্ধু বলেই মনে করি।

কিছু ভেবে বলবে বলে সে একটু থামলো। শেষে বললো, দেখ আমি তো এখানে বন্দী। আমি স্বামীর সঙ্গে আর কখনোও মিলিত হতে পারবো কিনা জানিনা। আমার স্বামী মিঃ শেরম্যান জেমসন অন্য একজন মহিলার প্রতি আসক্ত। ওকে ও বিয়ে করতে চায়। আমি শুধু ওকে জিজ্ঞাসা করবো আমার মুক্তির জন্য ও অর্থ দিতে রাজি কিনা? আমার অনুরোধ থাকবে ওদের দাবী মিটিয়ে দেবার।

সমস্ত কথা শোনার পর ভিজ ঘাড় নাড়লো। তারপরে বললো, আপনার স্বামী মুক্তিপণ দিতে রাজী হয়েছে। সুতরাং আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এদিকে আমি একটা ব্যাপারে চিন্তিত। সেটা হলো আমার স্বামীর হার্টের অসুখ আছে। ধর মুক্তিপণ দেবার আগে যদি হার্ট অ্যাটাক হয়? তখন আমার কি হবে?

ন্যাগ ওর দিকে তাকিয়ে বললো, যাই ঘটুক না কেন আপনি মুক্ত হবেনই।

খানিকক্ষণ বাদে ওর খাবার ব্যবস্থা করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এলিভেটবে চড়ে নীচে নামলো।

।। নয় ।।

শেরম্যানের একজিকিউটিভ জেট জুরিখ বিমান বন্দরে এসে নামলো ঠিক নটার সময়। আগের দিন বিদেশেই জেমসন তার পরিচারক স্মিথের মারফৎ সুইজারল্যান্ডের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। আরো একটা ব্যাপার পাকা করে রেখেছিল সেটা হচ্ছে ওখানকার কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিকঠাক কবা। বিমানবন্দর থেকে ও সোজা হোটেলে চলে এলো। সেখানে স্নান সেরে নিয়ে এলো কর্পোরেশনে। প্রেসিডেন্ট মরিস ফেলডার যথারীতি ওকে অভিনন্দন জানালো, খানিকটা বিস্মিত হলো মরিস। অপ্রত্যাশিতভাবে জেমসনের এসে পড়াটা ও ঠিক আশা করেনি। কথাবার্তা বিনিময়ের পরে জেমসন ওকে জানালো। আমার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা তৈরী হয়েছে। জ্যাক বোভাই সম্পর্কে আমি সব কিছু জানতে চাই।

ফেলডার ওর দিকে তাকালো। তারপরে বলে উঠলো, ওটাতো ব্যক্তিগত মালিকানার ছোট্ট একটা ব্যাঙ্ক। অবশ্য এরকম আরও আছে। যেমন জুরিখ বার্ন, ব্যাসল আর জেনিভাতে ওরা এককভাবেই কাজ করে। কাজকর্মতো ও ভাল।

ফেলডার সামান্য থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলো, এখন বলুন আপনার সমস্যাটি কি? এই সমস্ত বোভাই ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আপনি জানতে আগ্রহী কেন? যদি অবশ্য একান্ত আগ্রহী হন তাহলে সময় নষ্ট না করে আমি সরাসরি ঐ ব্যাঙ্কগুলো সম্পর্কে আপনাকে খোঁজ দিতে পারি।

ব্যাপার হলো আমার স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণকারীদের দাবী মত পাঁচ মিলিয়ন

ডলার আমাকে জমা দিতে হবে। এরনি ক্লিং প্রধান অপহরণকারী। ওর নামে ওই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে। এরনি ক্লিং মার্কিন নাগরিক। ওর দাবী মত অর্থ আমি না দিলে আমার স্ত্রীকে ও খুন করবে।

লোকটা আমাকে বোভাই ব্যাঙ্কের নাম্বারটা দিয়েছে। ওর দাবীমত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দেবার আগে আমার স্ত্রী যে মুক্ত হয়েছে এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার।

জেমসনের কথা শোনার পর ফেলডারকে চিন্তান্বিত মনে হলো। বললো আজ রাতে একসাথে ডিনার খাবার সময় ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করা যাবে।

জেমসন ওর প্রস্তাবে রাজি হলে ফেলডার জানতে চাইলো এরনি ক্লিং-এর বোভাই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আছে কিনা?

জেমসন ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ। তারপর একটা সুদৃশ্য ওয়ালেট পকেট থেকে বের করে ওর ভেতর থেকে ক্লিং এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার লেখা এক টুকরো কাগজ ফেলডারের হাতে দিলো। ফেলডার ওটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আশা করছি আজ সন্ধ্যের মধ্যেই ওটা খুঁজে পেয়ে যাবো। আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। খুঁজে বের করা একটু কঠিন। সামান্য সময় লাগবে।

জেমসন বললো আমি আপনার ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। জেমসন চলে যেতে ফেলডার রিসিভার তুলে সেক্রেটারীকে বললো, বোভাই ব্যাঙ্কের মিঃ পল বোভাইকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন।

লেপস্কি হাঁফাতে হাঁফাতে চীফ অব পুলিশ ফ্রেড টেরেলের অফিসে ঢুকে উত্তেজিত ভাবে বললো ওকে খুঁজে পাওয়া গেছে।

টেরেল একগাদা কাগজের সামনে থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, কাকে পাওয়া গেছে?

মিসেস শ্যানন জেমসনকে।

মিসেস জেমসনকে তুমি খুঁজে পেয়েছো?

হ্যাঁ। আমার নিশ্চিত ধারণা লুসি লঙহার্টের বেশ্যালয়ের কোন একটা ঘরে ওকে আটকে রাখা হয়েছে। ওই ভিয়েতনামীটাকে অনুসরণ করে আমি ঐ বাড়িটার খোঁজ পেলাম।

ফ্রেড টেরেলের কথার ধরন লেপস্কির ভাল লাগলো না। বিরক্ত মেজাজে অফিস থেকে প্রস্থান করলো।

লুকান তিনটে ঘুমের বড়ি খেয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোবার পর ওর ঘুম ভেঙ্গেছে। জেগেই ওর বেরিলের কথা মনে পড়লো। ও ঠিক করলো স্নানের সময় ওকে আমন্ত্রণ জানাবে। দুজনে একসঙ্গে খাবে। খাবার টেবিলে মিষ্টি কথা বলে ওর মনটা নরম করবার চেষ্টা করতে হবে। সন্ধ্যেবেলা মনের আনন্দে ওর সঙ্গে কাটানো যাবে। খানিকবাদে লুকান কেবিন থেকে বেরিয়ে বেরিলের দরজায় টোকা মারলো। বেরিলের বদলে লম্বা সুগঠিত দেহের এক পুরুষ দরজা খুললো। লোকটা স্বয়ং হাওয়ার্ড জ্যাকসন। মৃদু হেসে বললো, আমি জ্যাক স্যাডক। আমার অনুমান আপনিই জুলিয়ান লুকান। লুকানের অবশ হাতটা ধরে জ্যাকসন বললো, আপনার কথা আমার স্ত্রী বলছিলেন। ওকে নাকি কাল দারুন খাইয়েছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।

বেরিলের সঙ্গে বিছানায় শোবার চিন্তা মন থেকে উবে গেছে। জোর করে হেসে বললো, এটাতো প্রতিবেশী হিসেবে কর্তব্য, ঠিক আছে চলি।

জ্যাকসন বললো, আচ্ছা। এখানে বেশিদিন আমরা থাকবো না। দরকারী কাজ আছে। পরে নিশ্চয় দেখা হবে বলে জ্যাকসন দরজা বন্ধ করলে লুকান কিছুক্ষণ হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে অস্বস্তি নিয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগলো। মেয়ের কোন অভাব নেই বলে মনকে সান্ত্বনা দিলো। আগে যেন কোথাও ওই ভদ্রলোককে দেখেছে। অদ্ভুত ওর স্মরণশক্তি। এটা লুকানের পেশারই একটা অঙ্গ। লুকান বালিতে শুয়ে ছোট্ট একটা ঘটনা চিন্তা করতে লাগলো। এই হাওয়ার্ড জ্যাকসন এই শহরের এফ. বি. আইয়ের এজেন্ট। কথাটা মনে হতেই লুকান লাফিয়ে উঠে বসলো। প্রচণ্ড ঘেমে গেল। ও নিশ্চিত এই স্যাডকই হাওয়ার্ড জ্যাকসন। ও আড়ষ্টভাবে উঠে কেবিনে ফিরে চললো।

ও কেবিনের সামনে গাড়ি নিয়ে এসে স্যুটকেশ বের করে ওর ভেতরে রাখলো। রিসেপশান

ডেস্কের সামনে গিয়ে বসা লোকটাকে বলল, ও এখনি বাড়ি চলে যাচ্ছে। পাওনা টাওনা সব মিটিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলো। জ্যাকসন আর বেরিল কেবিন থেকে দুজনেই ওর ওপর নজর রাখছিল। ও চলে যেতে বেরিল বললো মিঃ জ্যাকসন, ওকে ঐভাবে আপনি যেতে দিলেন? থামানো যেতো।

আমাকে চিনতে পেরেই ও পালালো।

লুকান আমাদের আসল লক্ষ্য নয়। ঐ রোগা লোকটা আর ভিয়েতনামী চাকরটা মূল লক্ষ্য।

আটটা বেজে গেছে। মরিস ফেলডার বার অ্যল্যাক হোটেলে উঠে সোজা মিঃ জেমসনের কামরাতে চলে এলো। জেমসন পায়চারী করছিল। একটা নৈশ ভোজের টেবিল পাতা। ফেলডারকে দেখে জেমসন খুশী হলো। খানিকবাদে জেমসন ফেলডারকে জিজ্ঞেস করলো, এবার বলুন কি খবর?

আপনার সমস্যার সমাধান করেছি। আমি মনে করি না স্টেটসে থাকা একজন মার্কিন নাগরিককে সুইজারল্যান্ডের একটা ব্যাঙ্কে অঘোষিত অ্যাকাউন্ট রাখতে অনুমতি দেওয়া হবে। আর সুইস ব্যাঙ্ক মুদ্রায় কিছু জমা নেয় না। কারণ মুদ্রা অপরাধের উৎস থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি। এরনি ক্রিং মার্কিন নাগরিক। পঁচিশ বছর ধরে মুদ্রার অঙ্কে অর্থ রাখার জন্যে ও বোভাই ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করছে। ব্যাপারটা রহস্যময় হলেও এ আলোচনার দরকার নেই। ও রাজি ক্রিংকে মুদ্রায় পাওনা দিতে। পল বোভাইর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। সমস্যা বুঝে লোকটা সহযোগিতা করতে রাজি। আমার বক্তব্য এরনি ক্রিং এর চাহিদা মতো ঐ ব্যাঙ্কে আপনি পাঁচ মিলিয়ন ডলার জমা দিন। বোভাই ওকে জানিয়ে দেবে।

ক্রিংকে ব্যাপারটা জানানো হবে কিভাবে তা ফেলডার বিশদভাবে জেমসনকে বোঝালো। জেমসন মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলো তারপর? তারপর আর কি? বোভাই এ ব্যাপারে জুরিখের পুলিশকে সাবধান করে বলবে মুক্তিপণের অর্থ পাওয়া গেছে। এবার অপহরণকারীকে সেটা দেওয়া হবে। ক্রিং ব্যাঙ্কে এলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে নিশ্চয় শ্যানন জেমসনকে মুক্তি দেবে।

ওদের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা চললো। অর্থ জমা দেবার খবরটা ক্রিং এর কাছে পৌঁছতে যে দেরী হবে না দুজনেই এ ব্যাপারে একমত। ডিনার শেষে ফেলডার চলে যেতে জেমসন চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালো। ভাবতে লাগলো জুরিখ ত্যাগের আগে ক্রিং এর পাওনা এড়িয়ে যাবার ব্যাপারে নিরাপদ একটা ফন্দী প্রয়োজন। ক্রিং এর পরিকল্পনা মত শ্যাননের মৃতদেহটা একটা চুরি করা গাড়িতে থাকবে। দু হাজার ডলার লাশের পাশে থাকবে। পুলিশ ভাববে শ্যাননকে খুন করে খুনী নিশ্চয়ই আতঙ্কিত হয়ে দু হাজার ডলার ফেলে পালিয়েছে। এখন ক্রিং এর কাছে পোস্টকার্ডটা পৌঁছোনো অবধি অপেক্ষা করার পালা। হয়ত ওর সঙ্গে এরপরে দেখা হবে। ক্রিং শ্যাননকে খুন করার পরে সুইস ব্যাঙ্কে অর্থ নিতে গেলে ফল ভাল হবে না। এক্ষেত্রে ওকে নিষেধ করাই ভাল। ওকে ধরবার জন্যে পুলিশ ওৎ পেতে রয়েছে। ক্রিং বুদ্ধিমান। সরে যাওয়া ওর উচিত কাজ। জেমসন ভাবলো একজন নিষ্ঠুর খুনীর সঙ্গে কাজে নেমে সবদিকে সাবধান থাকা প্রয়োজন। জেমসন সিদ্ধান্ত নিলো লুকানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব থেকে শ্যানন খুন হওয়া অবধি সমস্ত ব্যাপারটা ও লিখে রাখবে। উকিলের কাছে সীল করে এই প্রমাণপত্র পাঠাবে। বলা থাকবে এই খামটা যেন ওর মৃত্যুর পর খোলা হয়। ক্রিং-এর ছবি সমেত ফেলডারকে এক কপি দেবে। সুতরাং দ্বিতীয়বারের জন্যে ওর আর ক্রিং-এর দেখা হবে না।

শেরম্যান জেমসন ডেস্কের কাছে বসে একটা প্যাডে সব লিখতে আরম্ভ করলো।

তিনটে নাগাদ ভিজ ফিরলো। ক্রিং বিছানায় শুয়ে। খাবে কিনা ন্যাগ জানতে চাইলে ক্রিং বিরক্ত হয়ে বললো, কিছু খাবো না। এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ভিজ কিছু না বলে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো।

শ্যাননকে আর কয়েকদিনের মধ্যে খুন করা হবে এটাই ওর মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো। ও তা হতে দেবে না। ন্যাগের বার বার শ্যাননের মুখটা মনে পড়ছিল। ও জীবনের অনেক কথাই

ওকে বলেছে।

ক্লিং-এর মেজাজ পরের দিন সকালে ভালই ছিলো। ভিজকে নিয়ে ও কী ওয়েস্ট বেড়াতে গেলো। ভ্রমণকারীদের মতো সমস্ত জায়গা ঘুরে বেড়ালো। ন্যাগ এর মুখ সমস্ত সময় অভিব্যক্তিহীন ছিল। ক্লিং হোটেলে ফেরার পথে ন্যাগকে জানিয়েছিল সে একবার ক্যাসিনোতে যাবে। ও চাইলে সঙ্গে যেতে পারে। ভি ঘরে থাকতে রাজি হলো। এই সুযোগে একবার শেরম্যান জেমসনের ভিলাতে যাওয়া। ওকে খুন করা ছাড়া কোন চিন্তা নেই ওর। হোটেলে ফেরার খানিক বাদে ক্লিং যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ন্যাগের সামনে এসে বললো, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না। আমার ফিরতে দেরী হবে।

ভি, ঘাড় নাড়লো। ক্লিং দরজার সামনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শয়তানের হাসি মুখে। ন্যাগ ভি-এর কাছ থেকে বিশেষ ঘরের চাবি চেয়ে নিলো। ভি-এর মনে হলো কেউ যেন ওর হৃদপিণ্ডে সজোরে আঘাত করেছে। সেটা ওর নির্বিকার মুখে প্রকাশ পেলো না।

ক্লিং চাবি নিয়ে চলে গেলো। ভিজ-এর ইচ্ছে ছিল জেমসনের ভিলাতে যাবার আগে একবার শ্যাননের কাছে যাবে। কিন্তু ক্লিং চাবি নিয়ে যাবার ফলে তা হবে না। ন্যাগের চিন্তা ও কেন চাবি নিয়ে গেলো।

জেমসনকে যেমন করে হোক শেষ করতে হবে। ও বেরিয়ে জেমসনের ভিলাতে পৌঁছালো। তখনও জেমসন ফেরেনি।

পরের দিন সকালে ন্যাগ ক্লিং-এর ব্রেকফাস্ট তৈরীর করার সময় কেবিনের দরজায় শব্দ হলো। দরজা খুলতে একজন যুবক একটা পোস্টকার্ড ওর দিকে ছুঁড়ে বলে গেলো মিঃ ক্লিং-এর এক্সপ্রেস।

যুবকটি চলে যেতে ন্যাগ পোস্টকার্ডটার দিকে তাকালো। চিঠিটায় জুরিখের পোস্টমার্ক আর জুরিখের স্ট্যাম্প। চিঠিতে লেখা আছে তোমার পাঁচ বন্ধু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ভিজ বুঝতে পারলো না কথাটার অর্থ কি। ক্লিং শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ন্যাগ পোস্টকার্ডটা ওর হাতে তুলে দিলো। ক্লিং-এর মেজাজ ভাল ছিল। পোস্ট কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠলো। সশব্দে বলে উঠল, এখন আমি পাঁচ মিলিয়ন ডলারের মালিক।

ন্যাগ নিঃশব্দে কফি ঢালতে লাগলো। ক্লিং বললো ন্যাগ তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে। একটা গাড়ি চুরি করে আনতে হবে। আমার ধারণা ঐ মহিলার ওপরে তোমার মায়া পড়ে গেছে। ওরকম একটু হয়। তুমি শুধু গাড়িটা আনবে। আমি বাকি কাজ করবো।

ন্যাগ প্রথমে ইতস্ততঃ করে তারপর ফিসফিস করে বললো, স্যার ওকে আপনি খুন করবেন না।

ক্লিং ওর কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে বললো, তুমি আমার কথা শোননি? আমি একজন পেশাদার খুনী। জেমসনের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে ঐ মহিলাকে শেষ করে দেবার। অর্থও পেয়ে গেছি। সুতরাং আমাকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতেই হবে। তুমি শুধু একটা গাড়ি চুরি করে আনবে।

ভিজ কথা শুনে কেঁপে উঠলো। এই মুহূর্তে প্রভু ক্লিংকে খতম করা যায়। কিন্তু এই লোকটা একদিন ওকে, ওর মাকে বাঁচিয়েছে। সুতরাং ওর পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয়। ভাবতে লাগলো মিসেস জেমসনকে বাঁচানোর অন্য কি উপায় আছে? জিজ্ঞেস করলো, গাড়িটা আপনি কখন চান?

আজ রাত দশটা নাগাদ। গাড়িটা এনে লণ্ডহার্টের গ্যারেজে রেখে চাবিটা লকেই রাখবে। আমিই বাকিটা করবো। ঠিক আছে?

ন্যাগ ঘাড় নাড়লো। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই জেমসনের কণ্ঠস্বর কানে এলো। ব্যাঙ্কে তোমার পাওনা পৌঁছে দিয়েছি। এবার তুমি নিশ্চয়ই চুক্তি অনুযায়ী কাজ করবে।

নিশ্চয়ই, ভাববার কিছু নেই।

জেমসন বললো, কখন জানতে পারি?

আজ রাতেই। কিন্তু ঐ দুহাজার ডলার ফেলার ব্যাপারে কি হবে?

তার ব্যবস্থা আমি করেছি। আমেরিকান এক্সপ্রেসে একটা ব্রীফ কেসে ওটা থাকবে। ওপরে

নাম থাকবে 'হিউজ পিলার'। ওটুকু তুমি বিনা প্রশ্নেই পেয়ে যাবে। ওদের নির্দেশ দেওয়া আছে। ক্লিং রিসিভার নামিয়ে রেখে ভি-কে বললো যা বললাম তাই করবে। কাজটা তাড়াতাড়ি করলে আমরা তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবো। আমার শহরে ছোট কাজ আছে। আমরা আজ শেষ রাতে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে রেখো।

কথাগুলো বলে ক্লিং লুকানের কেবিনে ফোন করলো।

অপারেটর জানালো দিন দুয়েক আগে কাউকে কিছু না বলে ঠিকানা না দিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে লুকান।

ক্লিং রিসিভারটা নামিয়ে চিন্তিত মনে ভাবলো লুকানের ভয় পেয়ে চলে যাবার কি কারণ থাকতে পারে?

ভিজ অস্থির মন নিয়ে সারাদিন কেবিনে কাটালো। বারবার মনে শ্যাননের মুখটা ভেসে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে ঘরে গিয়ে জোর করে তালা ভেঙ্গে ওকে বের করে নিয়ে আসে। তালাটা বিশেষ ধরনে তৈরী বলে ও হতাশ হয়ে পড়লো। যে করে হোক শ্যাননকে মুক্ত করতেই হবে।

ক্লিং ভি কে জানালো, আমরা ঘরে যাবো। লঙহার্টের বাড়ির মুখটায় একটা বড়ো গাড়ি রাখার জায়গা আছে। তোমাকে নামিয়ে আমি ওখানে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। তোমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজটা সেরে ফেলতে হবে। তারপর গাড়িটা পার্কে রেখে বাকিটা আমরা হেঁটে আসবো। তোমার গাড়ির পেছনের জায়গার অর্ধেক খুলে রেখে এলিভেটরের সামনে দাঁড় করিও। তোমার কাজ হয়ে গেলে আমাদের গাড়িতে ফিরে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

ভি-দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ঠিক আছে স্যার।

ক্লিং বললো গাড়িতে আমাদের জিনিস তোলো। আমরা এবার বেরোবো।

বৈঠকখানায় আলো জ্বলছিল। সেদিকে খেয়াল না করে ওদের গাড়ি মৃদু শব্দ করে বেরিয়ে গেলো।

এই ঘটনাটা যখন ঘটছে হাওয়ার্ড জ্যাকসন আর বেরিল দুজনে তখন টেবিলে বসে খাচ্ছিল। ওরা ভি-কে গাড়িতে জিনিস তুলতে দেখেনি। কিন্তু গাড়িটা চলে যাবার শব্দ কানে এসেছে।

জ্যাকসন সঙ্গে সঙ্গে জানলার সামনে গিয়ে দেখলো গাড়িটা দূরে চলে গেছে। পেছনের লাল আলোটা মৃদু দেখা যাচ্ছিল। ও দ্রুত কেবিনের দরজা খুলে ক্লিং-এর কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলো। বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিলের কাছে ফিরে এসে বললো, ভিয়েতনামীটা রয়েছে। বলে দুজনে খেতে লাগলো।

ডিটেকটিভ টম লেপস্কি ক্যাসিনোর বাইরে একটা গাড়ির মধ্যে বসেছিল। সময় দশটা পনেরো। শ্যাননের অপহরণের ব্যাপারটা গাড়িতে বসে ভাবছিল। এখনো প্যারাডাইস সিটিতে তেমন আলোড়ন নেই। পুলিশ চীফ ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে গররাজী।

লেপস্কির অনুমান লঙহার্টের বাড়িরই কোনো ঘরে শ্যাননকে আটকে রাখা হয়েছে। শহরের ওপর মহলের লোকেরা লঙহার্টের খদ্দের। পুলিশের পক্ষে তল্লাশী চালানো বেশ অসুবিধা আছে। ওর টেরেলের কথা মনে পড়লো। যে মুহূর্তে মুক্তিপণ দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে আমরা এগোবো। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে ঘটতে অপহরণকারীরা নাগালের বাইরে চলে না যায়।

লেপস্কি ক্যাসিনোর প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়েছিলো। শহরের সব ধনী ব্যক্তিরা গাড়ি থেকে নেমে ক্যাসিনোতে ঢুকছে। ভাবলো বন্দরে কিছু ঘটতে পারে। ভেবেই গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

পৌঁছে গাড়িটা গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে সীটে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো। চারিদিকের দৃশ্য ওর নজর এড়ালো না। এই জায়গায় অনেক লোকের আনাগোনায় জমজমাট ভাব। লেপস্কি 'ট-ওয়ে' রেডিওটার সুইচ টিপে বললো, চার্লি, আমি টম। বন্দরের কাছে আছি। কিছু ঘটেছে?

অপর প্রান্তে ট্যানারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সেরকম কিছু ঘটেনি। একটু আগে খবর এসেছে ভ্যান রবার্টস নামের এক ভদ্রলোকের গাড়ি চুরি হয়েছে।

গাড়ি। ব্যাপারটা দেখছি।

কালচে লাল রঙের। নাম্বার ৪৫৪৪।

লেপস্কি সুইচ বন্ধ করে জলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কুড়ি মিনিট পরে ক্লিং লঙহার্টের বাড়ির কাছে গাড়ি রাখার জায়গায় নিজের গাড়িতে বসেছিল। গাড়ি থেকে নেমে বিশেষ ঘরের চাবিটা নিয়ে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চললো। ওকে কেউ লক্ষ্য করছে না ভেবে নিশ্চিন্ত হলো।

লঙহার্টের বাড়ির সামনে গ্যারেজে এসে ক্লিং থমকে দাঁড়ালো। এলিভেটরের সামনে ঝকঝকে গাড়িটা দাঁড় করানো আছে। পেছনের ঢাকনাটা অর্ধেক খোলা। সত্যি ন্যাগের কাজ নিখুঁত। সাবাস ন্যাগ। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে এলিভেটরে করে ওপর তলায় চলে এলো। পেতলের তৈরী একটা ফাঁস পকেট থেকে বের করলো। শ্যানন জেমসনকে ওটা দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হবে।

করিডোরের অল্প আলোয় ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো। নিস্তব্ধ পরিবেশ, কোথাও কেউ নেই। ক্লিং দ্রুত ঘরের সামনে এসে চাবি দিয়ে তালা খুলতে দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে সামান্য এগিয়ে গেল। মহিলাটি ওর দিকে পেছন ফিরে বসে আপন মনে গান শুনছে। ক্লিং এর চোখ দুটো ভয়ঙ্কর, ঠোঁটে শয়তানী হাসি।

ক্লিং পেতলের ফাঁস হাতে ছায়ার মত মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল। ফাঁস পরাবার অপেক্ষা। ঠিক সেই মুহূর্তে...।

ওর গলায় একটা ইস্পাতের মত আঙুল চেপে বসলো। ক্লিং এর সমস্ত রক্ত দ্রুত মাথায় উঠে আসছে। নিজেকে প্রাণপণ ছাড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু না...

ক্লিং এর দুচোখে অন্ধকার নেমে এলো। সামনে কার্পেটে অচৈতন্য হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। ঘটনার আকস্মিকতায় শ্যানন প্রস্তুত ছিল না। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো ভিয়েতনামী যুবক কিমকে, কিম কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা লোকটার দিকে একভাবে চেয়ে আছে। শ্যানন চিৎকার করবার চেষ্টা করলে ভি ওকে আঙুল দেখিয়ে চুপ থাকতে বললো। তারপর জানালো, ম্যাডাম এখন আপনি মুক্ত। সময় নেই, আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি চলুন। ওর এক্ষুনি জ্ঞান ফিরে আসবে। শ্যানন বুঝতে পেরে ন্যাগের পাশে দাঁড়ালো। ওরা দুজনে দ্রুত বাইরে এস এলিভেটরে নেমে গাড়ির কাছে এসে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো।

খানিকবাদে বন্দরের সামনে গাড়িটা থামলে ভি শ্যাননকে বললো, ম্যাডাম, কিছু ব্যাপার আছে যা আপনাকে বলা যাবে না। আপনি বাড়ি ফিরে না গিয়ে যদি আপনার কোন সহৃদয় বন্ধু থাকে সেখানে যান।

শ্যানন অসহায়ের মত বললো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভি বললো পরে আমরা কথা বলবো। একটা গাড়ি রাখার জায়গায় গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে শ্যাননকে বললো, ম্যাডাম আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি সত্যি কথা বলছি। আপনার স্বামী আপনাকে খুন করার জন্য আমার মালিকের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। মিঃ জেমসন এর জন্যে এরনি ক্লিংকে পাঁচশ মিলিয়ন ডলার দেবেন।

শ্যাননের সে কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও ভাবতে পারছে না জেমসন এটা করবে। ভি আবার বললো, আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। শ্যাননের হাতটা চেপে ধরে বললো, আপনি স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকুন। কোন বন্ধুর কাছে চলে যান। শ্যাননের বুকে দ্রুত শব্দ হচ্ছিল। জেমসনের সঙ্গে শেষ কথাগুলো ওর মনে পড়লো। শ্যানন জেমসন ভাবতে পারছে না লোকটা যে এতো নিষ্ঠুর।

পুলিশ চীফ টম লেপস্কির চোখ পড়লো দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে। তখন ওরা দুজনে কথা বলছিলো। লেপস্কি দেখলো লাল রঙের ক্যাডিলাক। টেরেলের দেওয়া নাম্বার। তাহলে এই গাড়িটাই চুরি হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে 'টু-ওয়ে' রিসিভারের সুইচ টিপে বললো চার্লি আমার সামনে চুরি করা গাড়ি রয়েছে। একজন নারী একজন পুরুষ ভেতরে আছে। আমি খোঁজ নিচ্ছি। লেপস্কি কোমর থেকে রিভালবারটা হাতে নিয়ে জ্যাকেট খুলে গাড়ি থেকে নামলো। ওদের গাড়িটার জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। রিভলবার প্রস্তুত। লেপস্কি ন্যাগ ভি-কে চিনতে পারলো। গম্ভীরভাবে ওদের কাছে গিয়ে বললো, পুলিশ, গাড়ি থেকে দুজনেই বেরিয়ে এসো। ভি শ্যাননের দিকে তাকিয়ে বললো, ম্যাডাম আমি যা বলছি সেটা দয়া করে মনে রাখবেন। বাড়িতে যাবেন না, বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। লেপস্কি শ্যাননকে বললো, তুমিও বেরিয়ে এসো।

শ্যানন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। খানিকটা দূরে পুলিশ পেট্রলের সাইরেন শোনা যাচ্ছিল।

শ্যানন লেপস্কির দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললো, আমি মিসেস শ্যানন জেমসন। আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল। আমাকে এই যুবকটি উদ্ধার করেছে। লেপস্কির চোখে মুখে বিস্ময়। বললো, আপনিই মিসেস জেমসন?

শ্যানন, হ্যাঁ বলে মুখ নীচু করলো।

লেপস্কি ছবিতে অনেকবার শ্যাননকে দেখেছে। এবার ভাল করে দেখে মুখটা চিনতে পারলো। দুদিকে নীল আলো জ্বলা পুলিশ ভ্যান ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকে দরজা খুলে নামতে লাগলো। ন্যাগ ভিজ সেই ফাঁকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

লেপস্কি হঠাৎ আবিষ্কার করলো সেই ভিয়েতনামী যুবকটি আর নেই। ন্যাগ চতুর চিতাবাঘের মত চকিতে বন্দরের দেয়ালের দিকে একটা লাফ মেরেছিল। লেপস্কির নজরে পড়ার আগেই জলে আর এক লাফ। কিছুটা ডুব সাঁতার দিয়ে মাথাটা ওপরে তুলে দেখলো শ্যানন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা হাতদুটো দিয়ে ঢাকা। ন্যাগের মনে বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল।

এরনি ক্রিং-এর জ্ঞান ফিরে এলো। ও বিশেষ-ঘরের কার্পেটের ওপর পড়ে আছে। ওর মস্তিষ্ক দ্রুত সজাগ হয়ে উঠলো। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালো। বুঝতে পারলো শ্যানন আর ন্যাগ দুজনেই পালিয়েছে। ক্রিং ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে দেখলো ক্যাডিলাকটা নেই।

ক্রিং এই মুহূর্তে বুঝলো ওর পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওকে এখন জুরিখে যেতে হবে। প্লেনের রিজার্ভেশান আছে। জেমসনের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ আর পোশাক গাড়িতে রাখা আছে। দ্রুত ও নিজের গাড়িতে বসে মিয়ামি এয়ারপোর্টের দিকে এগোতে লাগলো। যেমন করেই হোক প্লেন ধরতেই হবে।

শেরম্যান জেমসন নিজের ডেস্কে বসে। একবার ঘড়ির দিকে তাকালো এগারোটা পনেরো। ক্রিং-এর কাছ থেকে এখনো কোনরকম জবাব এলো না। তবে কি বিপরীত কিছু ঘটেছে? তা ঘটবার কোন কারণ নেই। ক্রিং যখন অর্থ পেয়ে গেছে তখন শ্যাননকে নিশ্চয়ই খুন করবে। কিন্তু এতো দেরী কেন? মনের মধ্যে একটা তীব্র অস্থিরতা। তবুও চেষ্টা করলো নিজেকে সংযত রাখার।

হঠাৎ দরজায় শব্দ শুনে জেমসন ভেতরে আসতে বললো। স্মিথ ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপরে একটা চিঠি রাখলো। বললো স্যার এক্সপ্রেস। সবেমাত্র এসেছে। জেমসন চিঠিটার দিকে তাকালো। খামের ওপরে ইতালীয়ান স্ট্যাম্প। স্মিথকে বললো খাবার দিতে। স্মিথ খাবার দিতে এসে দেখলো, জেমসন দরজার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্মিথ জিজ্ঞেস করলো, স্যার কি হয়েছে?

কোন জবাব পেলো না। ওর দাঁড়ানোটা কেমন অদ্ভুত লাগলো। নড়ছে না কেন? স্মিথ কাছে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে গায় হাত রেখেই স্মিথ বিস্ময়ে ফেটে পড়লো। জেমসন যে মারা গেছে। সেই চিঠিটা হাতে। কিন্তু কি করে ব্যাপারটা সম্ভব? স্মিথের বোধশক্তির বাইরে সমস্ত কিছু চলে গেছে। চিঠিটা নিয়ে ওতে চোখ রাখলো।

লেখা আছে ঃ

রোম।

প্রিয় শেরী,

আশা করি তুমি বুঝতে পারবে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকেই হোক বা অন্য কাউকে হোক আমি বিয়ে করবো না। গুয়ে সিপ্পি ওর 'ফ্যাশন হাউস' এর পার্টনার হবার জন্যে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে। ফার্মটার নাম হবে গুয়েসিপ্পি অ্যান্ড টার্নিয়া। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমার কাছে এর অর্থ কি? '

আমি দুঃখিত শেরী। তবে আমি আশা করছি এমন কাউকে তোমার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে খুঁজে নেবে যে, তোমার সন্তানের মা হতে পারবে।

আমাকে ক্ষমা কোরো

ইতি টার্নিয়া।

দেয়ার অলওয়েজ এ প্রাইস ট্যাগ

।। এক ।।

এই মাত্র একটি দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যেত। এক খানদানী নাইট ক্লাব থেকে বের হয়ে আসা এক মধ্যবয়সী বিপুল দেহের অধিকারী সুদর্শন ও নেশাগ্রস্ত মানুষটা আর একটু হলেই একটি শোচনীয় পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পরপারে যেতেন, কিন্তু আমি একদম ঠিক সে মুহূর্তে তাকে আমার সর্বশক্তি দিয়ে টেনে নিয়ে আসায় আমেরিকার এই পিচ্ছিল কালো রাস্তাটা আর রক্তের দাগে কলঙ্কিত হতে পারল না।

যাকে আমি একটু আগে প্রাণে বাঁচিয়েছি, সে তখনো প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় নিজের দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর প্রগাঢ় প্রশান্তি ও কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বলল, তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছ। তার মানে তুমি আমার সুন্দরী স্ত্রীকে বিধবা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছ। তোমার এই অবদানের কথা আমি কোনদিনও ভুলে যাব না। আমি তোমার জন্যে কিছু করতে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

লোকটার পোশাকআশাক দেখলেই বোঝা যায় যে কোন অভিজাত পরিবারের লোক—কেননা পকেটে, ভালোরকম রেস্ত না থাকলে হলিউডের এখানকার নাইট ক্লাবগুলিতে ঢোকবার সাহস কেউ করে না। আমি পার্কিং জোন থেকে তার গাড়িখানাকে খুঁজে দিই। ক্রীম-নীল রং-এর একখানা অনুপম সৌন্দর্য মাখানো রোলস্ রয়েস।

তারপর তাকে আমি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বলি। কেননা তার অবস্থা দেখে যে কেউ বলবে এই অবস্থায় যদি লোকটা গাড়িটা চালায় তাহলে সে স্বস্থানে পুণরায় ফিরে যেতে পারবে না।

সে তার নেশাচ্ছন্ন দৃষ্টি আমার মুখের ওপরে মেলে ধরল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি কিন্তু প্রতিদিনই এমনভাবেই পেট ভর্তি করে এখান থেকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আমার বাড়িতে ফিরে যাই। আমার কোনরকম অসুবিধা হয় না। তবে আজকের কথা আলাদা আর তুমিতো এখন আমার কাছে দেবতার চেয়েও বেশি। কেননা তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছ। আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে বৈধব্যের হাত থেকে রক্ষা করেছ। আমার অবশ্যই কর্তব্য হল তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং আমার সুন্দরী স্ত্রীর সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়া। আর হেলেন যখন শুনবে যে তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছ, বিশেষভাবে সে তখন তোমাকে খাতিরতাতির করবে, আমার প্রত্যয়।...চলো, গাড়ির ভেতর যাওয়া যাক।

গাড়ির হুইলের উপর গাড়ির মালিকের নাম ও ঠিকানা লেখা আছে দেখলাম। লোকটার নাম আর্ল ভেস্টার। এ এমন একখানা গাড়ি যে শুধুমাত্র হাত দিয়ে ছোঁয়ার অপেক্ষা মাত্র। তারপরেই চারচাকা উড়ন্ত গতিতে চোখমুখে হাওয়া লাগিয়ে ছুটতে শুরু করে।

বাঃ! তোমার ড্রাইভিং-এর হাত তো খাসা একেবারে! ড্রাইভিং-এর এরকম জাদু সকলের থাকে না।—ভেস্টার তারিফ জানায়। কিছুক্ষণ একবারে চুপচাপ। তারপর তার কিছু স্খলিত বাক্য যেন গাড়িটার মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকে, তুমি আমাকে প্রাণে রক্ষা করেছ। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি হেলেন তোমাকে স্বাগত জানাবে। হেলেন হল আমার সুন্দরী স্ত্রী। সর্বক্ষণ সে বইতে মুখ গুঁজে থাকে। আমার একেক সময় মনে হয় সমগ্র ইংরেজী সাহিত্য পড়ে শেষ করবার জন্য ও কারুকে কথা দিয়ে রেখেছে।

গাড়িটাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে থামালাম, সেই জায়গাটা হল হলিউডের ফিল্মী দুনিয়ার

একেবারে বাঘা বাঘা লোকের বাস। আর্ল ভেস্টারের নিবাস হল প্রাচীন গথিক রীতির এক নিদর্শণ যাকে বলে অতিকায় বাসস্থান। সামনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান রয়েছে, তবে সেটা নামেই। বাগান, চারিদিকে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আর্ল সমানে টলে চলেছে। বাড়ির ভিতর ঢোকা অব্দি আমি ওকে সাহায্য করব। অতবড় বাড়িটা, কিন্তু কোথায়ও কোন আলো জ্বলছে না। খালি একটা ঘর থেকে আলোর একটা ক্ষীণরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

দু'পাক সিঁড়ি ভাঙার পর, ওপরে উঠে অনেক কষ্টে পকেট থেকে চাবি বার করে কপাট খুলল। ভেতরে প্রবেশ করে আলোটা জ্বালামাত্রই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা অজানা জগৎ। এই জগতটাকে যে আমি এতকাছ থেকে দেখতে পাব, সেইটা স্বপ্নেও মনে হয় কোন দিন ভাবিনি। পুরো ঘরটা জুড়ে একটা বড়মুভি ক্যামেরা, প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ফিল্মেরস্তূপ দেয়াল জুড়ে নানা রকম দৃশ্যপট এবং হলিউডের অনেক নামীদামী তারকার মিছিল। আর এই মিছিলের মধ্য থেকেই সহজেই আর্লভেস্টারকে সনাক্ত করা যায়। এই সব দেখে সহজেই অনুমান করতে পারি যে এই লোকটি যাকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছি সে হল একজন হলিউডের ফিল্মি দুনিয়ার একদা একজন জবরদস্ত মানুষ যাকে বলে। সে একদিন হয়তো প্রকাশ্যেই কোন প্রখ্যাত তারকাকে ধমকানি দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। একদা কথাটা বলার অবশ্য কারণ আছে। কেননা যে ঘরটার মধ্যে আমি আছি সেই ঘরটার মধ্যে বৈভবের প্রতিপত্তি থাকলেও কিন্তু চাকচিক্যর বড়ই অভাব রয়েছে। চারিদিকে একেবারে মালিন্যের আস্তরণ, শৃঙ্খলার অভাব চারিদিকে বিদ্যমান হয়ে রয়েছে।

দেয়ালে সাঁটা বারের কপাট খুলে আর্ল দুই গেলাস স্কচ হইস্কি ঢালল। তারপর একটা নিজে নিল আর অপর গেলাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। গেলাসটা আমাকে দেওয়ার সময় বারকয়েক আমার মুখের দিকে চাইল, যেন আমাকে পরখ করে দেখছে। আমি যদিও একজন স্বাস্থ্যবান, লোকে আমাকে দেখে সুদর্শন যুবকই বলে থাকে, কিন্তু তা হলেও আমার সর্বাঙ্গে অভাব, দারিদ্র স্পষ্ট ছাপ ফেলে রেখেছে। আর আর্লের সামনে আমার ঐ বেশ যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

উত্তেজক পানীয়ের গেলাসটাকে আমার হাতে দিয়ে বলল, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, তোমার সময়টা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে তুমি একজন অভাবী মানুষ।

আপনার অনুমান একেবারেই নির্ভুল।

আর্ল আমার কাঁধে ওর মোটা হাতখানা এনে রাখে।

তারপর গলার স্বর খুব নিচু করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ধরনের কাজ কর? আয় কত হয় তোমার?

যদিও সে এখন নিজের মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু ওর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা আশ্বাসের বাণী শোনা যাচ্ছে। বললাম, যদি আমার কপাল খুব ভাল থাকে তাহলে সপ্তাহে ২০ বাক্ অবধি উপার্জন করতে পারি।

আর্ল যেন আমার কথা শুনে চমকে উঠল। তারপর খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, মাত্র কুড়ি বাক্ আহারে! আমি চিন্তাই করতে পারছিনা। সপ্তাহে মাত্র কুড়ি বাক্ উপার্জন করে কেউ জীবিকা অর্জন করতে পারে!...তা বাছা তোমার নাম কি?

গ্লীন ন্যাশ।

হ্যাঁ, ন্যাশ। তুমি ঐ টাকায় বেঁচে থাকতে পার না কিছুতেই। তুমি আমাকে ফিরিয়ে এনেছ যমের দুয়ার থেকে। তোমার যদি কোনরকম আপত্তি না থাকে আমি তোমাকে আমার কাজে নিয়োগ করতে চাই। তুমি আমার রোলস্ রয়েস গাড়িখানাকে চালাবে। তোমাকে সপ্তাহে আমি পঞ্চাশ বাক্ বেতন দেব। তবে এছাড়া খাবার দাবার পোশাক পরিচ্ছদ বাসস্থান ইত্যাদিও আমি দেব। আশাকরি তোমার কাছে প্রস্তাবটা খুব খারাপ লাগল না।

আমার শুনে যেন কি হল! আমার সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহ করে উঠতে চাইছে—আর্লের সোফার হওয়ার জন্য আমি আমার মন থেকে একদমই সায় পাচ্ছি না। কিন্তু আমার মনের যখন দোদুল্যমান অবস্থা, তখন আর্লের পাশ দিয়ে বীণার তারের মত ঝংকার শুনতে পেলাম। না, আর্ল আর আমার বর্তমান অবস্থা এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখানে একটা সোফার রাখা বিলাসিতারই

নামান্তর। গাড়ি তুমি যেমন নিজেই চালাও তেমন নিজেই চালাবে। আমিতো ঘরের সমস্ত কাজই নিজের হাতেই করে থাকি। এর জন্য তো আমি কোন পরিচারিকা রাখিনি।

আমি কথা শুনে ঘুরে তাকাই। আর আমি যা দেখলাম তাতে করে আমি একেবারে একই সাথে বিস্মিত, মুগ্ধ ও শিহরিত হলাম।

এই রমণী হল সেই ধরনের সুন্দরী যাদের দৃষ্টিপাত মাত্রই যে কোন পুরুষের শরীরে কামভাব প্রবল হয়ে ওঠে। যদিও নারী ঘটিত ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোন অভাব নেই। এই ব্যাপারে আমি ভীষণভাবেই সমৃদ্ধ, তাতে করেও আমার মনে হল, আমি আজ পর্যন্ত যত নারী ঘেঁটেছি তারা কেউই এর ধারকাছ দিয়ে ঘেঁষতে পারবে না। এরমত এত যৌবনময়ী নারী একজনও নয়। এই ধরনের নারীকে পাবার জন্য যে কোন পুরুষই জীবন পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে রাজি হবে। তাদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও এই রমণীর মূল্য অনেক পরিমাণেই বেশি। ঐ চিবুক, কণ্ঠ, অমন সুবিস্তৃত অংশ ও দৃপ্ত স্তন যুগলের পরেই ক্ষীণকটি। তারপরেই বিপুল বস্তিদেশ, গোলাপী রং এর মাদকতা মাখানো হাঁটুদ্বয় ও পায়ের পাতা—সত্যি সত্যিই একেবারে তন্ময় হয়ে দেখবার মতই জিনিস বটে। আর এই জিনিস উপভোগ করার সুযোগ পেলে যে কোন পুরুষই হয়তো উন্মাদ হয়ে পড়তে পারে।

আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে আমাকে আর্লের ড্রাইভার হতেই হবে। এর জন্য আমি সবরকম স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। এর জন্য আমার বেতনের পরিমাণও যদি কমে যায় তাহলেও রাজি। আমাকে যদিও পদে পদে অপমানিত করে, তাহলেও আমি এই অকিঞ্চিৎকর চাকরিখানা আঁকড়ে পড়ে থাকব। কেননা আমার রানীকে পেতেই হবে যে করেই হোক। আমি যদি এই চাকরিটা করি তবেই আমি এই অনন্যা সুন্দরীর মুখোমুখি হতে পারব। আর ওকে জয় করে নেবার সুযোগও আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই পোরা থাকবে।

ওর গলা শোনামাত্রই আর্ল যেন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। এই যে হেলেন, এই যে হেলেন—এসো প্রিয়তমা। তোমার সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিই। এই ছোকরার নাম হল গ্লীন ন্যাশ। তুমি শুনলে ওর প্রতি খুবই খুশি হবে, ও আজকে আমায় মরণোন্মুখ অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে এনেছে। আজকে যখন আমি বার থেকে বের হচ্ছি তখন একটা প্রকাণ্ড ট্রাক আমাকে প্রায় পিষে ফেলত। ঠিক সময় যদি ন্যাশ আমাকে না টেনে ধরত তাহলে এখন আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এইভাবে কথা বলতে পারতাম না। তাই ওর জন্য আমাদের কিছু করা উচিত। বলতে গেলে একজন বেকার যুবকই ও। তাই যদি অপ্রত্যক্ষভাবে ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব আমরা নিই, তাহলে খুব ভাল হয়।

আমি প্রচণ্ডভাবে আশা করেছিলাম যে এই কথা শোনার পর হেলেনের দৃষ্টি আরো সদয় ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। কিন্তু ওর ঐ মায়াবী দু'চোখের নীরবতা আমার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা একেবারে যেন গোড়া থেকে নিশ্চল হয়ে গেল। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে পৃথিবীর সব তরুণীরাই ছায়ায় পরিবর্ধিত হয় না। কিন্তু এমন তো আমি দেখিনি যে, স্বামীকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এরকম বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাই তার এই দৃষ্টি দেখার পর আমার বুকের ভেতরটা কোন এক অজানা রহস্যে মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল।

আমার দিকে তাকিয়ে হেলেন আর্লকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, আমাদের এখন ড্রাইভার রাখার মত যথেষ্ট সঙ্গতি নেই। আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি ক্রমশ পড়তির দিকে। আর এই জন্যে মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা আমাদের পুরানো ড্রাইভার সাইমন্ডসকে ছাড়িয়ে দিতে একরকম বাধ্য হয়েছি। আর দু'দিন যেতে না যেতেই আবার একজন নতুন ড্রাইভারকে নিয়োগ করার কোনও যুক্তিই নেই।

আর্ল ব্যস্তসমস্তভাবে একখানা হাত উপরের দিকে তুলে উন্মত্ত ও গাঢ়তা মেশানো স্বরে বলল, না, প্রিয়ে তুমি এইসব নিয়ে এত চিন্তা করো না। তুমি ঠিকমত বুঝতে পারছ না, এখন আমার যা পরিস্থিতি তাতে করে ন্যাশের মত একজন বিশ্বস্ত লোককে আমার খুবই প্রয়োজন।

অর্থাৎ আমি আর্ল ভেস্টারের ড্রাইভারের পদে বহাল তবিয়তেই স্থান পেয়ে গেলাম। আমার

থাকার জন্য নির্দিষ্ট হল গ্যারেজের ওপরকার একটি মাঝারি মাপের ঘর। আমি যখন গ্যারেজে রোলস্ রয়েস গাড়িখানা রাখতে গেলাম, তখন বিস্মিত ভাবে লক্ষ্য করলাম, ওখানে আরো দুখানা দামী গাড়ি সহাবস্থান করছে—একটি হল টু-সীটার ক্যাডিলাক ও একটি রোডমাস্টার বুইক্। সঙ্গতির অভাবে যিনি ড্রাইভার পুষতে অক্ষম, সেখানে তিনি কি করে একটা নয়, দুটো নয়, তিন-তিনখানা পেট্রোল-খেকো গাড়ি রাখেন।

এই অধমকে যেখানে শুতে বসতে হবে সেই জায়গাটি আয়তনে যেমনই হোক না কেন, ঘরটি বড়ই বিশৃঙ্খল আর অপরিচ্ছন্নতায় ভরা একেবারে। আমার পূর্বে যে এখানে বাস করত সেই সাইমন্ডস নামে লোকটি যেন ক্ষোভবশতইঃ সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে। যাই হোক না কেন এটাকে আমি আমার মত করেই সাজিয়ে গুছিয়ে নেব। আর জোরদার একখানা ঘুমেরও প্রয়োজন আছে আমার।

তবে ঘুম লাগাবার আগে যেটা দরকার সেটা হল আমাকে আর্লের সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা করতে হবে। তারপর বসে না থেকে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করতে লাগলাম। আর এই বিছানা ঠিক করতে গিয়েই একটা ছেঁড়া ট্রাউজার্স পেলাম। তার পকেট থেকে বেরল একটা চিঠি যাতে আমার পূর্বসুরী সাইমন্ডসের ঠিকানা লেখা আছে। চিঠিটাকে যত্ন সহকারে ব্যাগে চালান করে দিলাম, কেননা এই বাড়ির হাল জানতে হলে সাইমন্ডসের সাথে দেখা করা খুবই দরকার আছে।

বিছানা যখন ঠিকঠাক করছি তখন ঘরের মধ্যে একটা হাল্কা ছায়া দেখতে পেলাম। পিছন ফিরে দেখলাম হেলেন এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি ওকে এরকম মুখোমুখি দেখতে পাব চিন্তাই করতে পারিনি। তাই ওকে দেখামাত্রই আমি বিস্মিত, শংকিত ও উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ওকে একেবারে আশ্চর্য রহস্যময়ী এক গোলাপী সুন্দরীর মত লাগছে। স্কার্টের দুটো বোতাম এখন আলগা আর তার ফলে আমি ওর রক্তাভ ত্বক সমৃদ্ধ স্তন যুগলের বহুলাংশ দেখতে পাচ্ছি। আর এর ফলে নিজেকে আমি বিশাল ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমার দৃষ্টিটা বুঝে নিতে যে হেলেনের এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না সেটা আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি। এরপর আস্তে অথচ দৃঢ় ও কঠিন স্বরের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

তুমি কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নাওনি ন্যাশ। আমি জানি আর্লের ক্ষমতা নেই একটি ড্রাইভার পুষবার। আমি একথাটা আর্লের মুখ থেকেই শুনতে চাই।

আচ্ছা! সত্যিই কি তুমি আমার স্বামীকে প্রাণে বাঁচিয়েছ? কেননা, মাতাল অবস্থাতে মানুষ তো অনেক কিছুই আগডোম-বাগডোম বলে থাকে।

আমি ওর চোখে চোখে তাকাই। আমার গলার স্বর তীক্ষ্ণ ধারাল হয়ে উঠল, আমি যদি আগে থেকে জানতাম আপনার স্বামীকে বাঁচানোর ব্যাপারটাকে আপনি ভালভাবে নেবেন না, তাহলে আমি কখনোই আপনার স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম না।

সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার সারা মুখ চোখে ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে গেল, মূর্খ কোথাকার! অযাচিতভাবে এখানকার ব্যাপারে মাথা গলাবার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।

সুস্থ আর্ল ভেস্টার আর মাতাল আর্ল ভেস্টারের মধ্যে একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ। সকাল বেলাতে যে আর্ল ভেস্টারকে আমি দেখলাম সে হল যথেষ্ট স্বল্পবাক ও মর্যাদা-সম্পন্ন। মুখ চোখে গভীর চিন্তার ছাপ। তার এই চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে বর্তমানে বহুরকম প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধে রত এবং যুদ্ধের পরাজয়ের সংকট তাকে বেশি পরিমাণে অধিকার করে রেখেছে।

তাকে তার বিশালায়তন অফিস বাড়িটাতে পৌঁছে দিতে সে বলল, এখন আমার জন্য আর কিছু কাজ করতে হবেনা। তোমার বিকেল পাঁচটা অব্দি ছুটি। তারপর তুমি এসে আমাকে নিয়ে যেও। এখন তুমি বাড়ি ফিরে যাও, হয়তো হেলেনের কোন দরকারে তোমাকে লাগতে পারে।

আমি তার কথা শেষ হওয়া মাত্রই বলে উঠি, কিছু মনে করবেন না মিঃ ভেস্টার! আমার উপস্থিতি তিনি একদমই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমার কথা শোনার পর আর্ল ভেস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সে যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। সোজা গিয়ে লিফটেই উঠে গেল।

অতঃপর, আমি তখন আমার দরকারী কাজগুলি সেরে নেব বলে ঠিক করলাম। আমার প্রথম কাজ হল, সাইমন্ডসের পুরনো নড়বড়ে নিবাসখানা আমার খুঁজে বার করা। সাইমন্ডের নিবাস খুঁজে বার করলাম। ভাগ্যক্রমে তাকেও পেয়ে গেলাম। তার মুখ থেকে যা শুনলাম তার মর্মার্থ করলে দাঁড়ায় আর্ল ভেস্টারের এই অল্প বয়েসী সহধর্মিনীকে বাইরে থেকে খুবসুরৎ জেনানা লাগলেও সে আসলে হল গিয়ে একটা জাঁহাবাজ ডাইনি। সে কোন কর্মচারীদের বেতন দিতে চায় না, স্বামীর পকেট কেটে মালকড়ি হাতিয়ে নেয়। আর আমার কাজ হল এই আবেদনময়ী সুন্দরীকে খেলিয়ে খেলিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসা।

দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

।। দুই ।।

ভেস্টার ও তার অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত জানবার জন্য ক্রমশ আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি। আর এর সমপরিমাণ ব্যগ্র হয়ে আছি হেলেনের যৌন আকর্ষণে। একথা খুবই সত্যি যে ঐ ধরনের একটা ডাকসাইটে রূপসীকে নিয়ে খেলা করা যায়, কিন্তু কখনোই একে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা যায় না। কেননা একে নিয়ে নিয়মিত ভাবে সংসার ফাঁদাটা বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত ব্যাপার হবে। কোন সময়েতেই কৃতী পুরুষ ও সুন্দরী নারীদের বিশ্বাস করতে নেই। এরা সবসময় ভিতরে ভিতরে আপন নিষ্ঠুরতায় ও উল্লাসে কাঁপে।

আমি ঐ দম্পতিকে আগাগোড়া ভাবে জানবার জন্য হানা দিলাম ব্রেওয়ার স্ট্রীটে জ্যাক সলির অফিসে। জ্যাক সলি সেই ধরনের মানুষদের দলে পড়ে, যারা নাকি পয়সা রোজগার করার জন্য বিবিধরকম ঝুঁকি নিতে সবসময় রাজি থাকে। এককালে সে বিজ্ঞাপনের ফার্ম খুলেছিল। এর থেকে পয়সাও পিটিয়েছিল খুব, কিন্তু কপাল মন্দ। তারপর ফাটকা খেলতে গিয়ে সব টাকা-পয়সা সেখানেই খুইয়ে বসে আছে। এখন একটা স্টেশনারী দোকান চালায়। সেটাও অবশ্য ক্রমশঃ উন্নতির দিকে পা দিতে শুরু করেছে। আর্লের এখানে কাজ শুরু করার আগে আমি সলির এখানে দু একটা কাজ করে দিয়ে দুপয়সা কামাই করতাম। তাই সলির স্বভাব সম্বন্ধে আমি খুব ভালকরেই ওয়াকিবহাল আছি। তার স্বভাবে চতুরতা, কৌশল আর অহংকারী মনোভাব—এই তিনটি জিনিস পরস্পরভাবে সহাবস্থান করে থাকে। সে ভীষণ রকম অমিতব্যায়ী কিন্তু আবার অর্থ ও নারীদেহের জন্য না পারে এমন কোন কাজ নেই।

আমাকে দেখামাত্রই খাবারের টেবিলের সামনে বসে থাকা সলি এমন ভঙ্গিমা করে খিঁচিয়ে উঠল যেন আমি ওর কাঁচা ঘুমের চটকটা এইমাত্র ভাঙ্গিয়ে দিলাম। কোন চুলোর দুয়ারে যাও তুমি? আমি কিন্তু আর তোমার মত এমন ভবঘুরেকে কোন কাজ দিতে পারব না।

নির্বিকার একটা ভাব খেলে গেল আমার মুখে। জানালা দিয়ে চোখ চলে যায় বিকালের উদাস আকাশের দিকে। সলির সেক্রেটারী-কাম বর্তমান সহকারী প্যাস্ট্রি সলির হম্বিতম্বির কারণে কিছুটা চুপসে ছিল। এখন আমাকে দেখার পর তার বড় বড় নীল চোখ দুটোতে ঔজ্জ্বল্য বেড়ে উঠে। সলির গা ঘেঁসে গুটিসুটি বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি খুব ডাঁট নিয়ে বললাম, আমি আর আপনার কাজের কোন রকম পরোয়া করি না।

বটে! কেন তুমি সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি?

হ্যাঁ! অনেকটা তাই-ই বলতে পারেন। আপনি আর কত দিতেন আমায়? আমি এখন যার অধীনে আছি সে আমাকে সপ্তাহে পঞ্চাশ পাউন্ড দেবে। এছাড়া রয়েছে, পোশাক আশাক, থাকবার ঘর ও খাওয়া।

সলির চোখের নীলচে আলো আরো কুটিল হয়ে ওঠে। বলে, কাজটা কি?

আমি একেবারে ঝকঝকে গলায় বলে উঠলাম, হলিউডের একজন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকের রোলস্ রয়েস গাড়ি চালাবার কাজ। আর আমার ড্রাইভিং-এর পাকা হাতের কথা আপনার তো অজানা নয়।

সলি একেবারে তাচ্ছিল্যের সাথে দাঁতে দাঁত ঘষে। তার মুখে, চোখে, চিবুকে, গলায় কতগুলি গভীর দাগ ফুটে উঠল। তারপর বলল, ছি! শেষ অব্দি তুমি ড্রাইভারির কাজ নিলে। দ্যাখ, তোমাকে

একটা সত্যিকথা বলে রাখি, আমার অভিজ্ঞতা প্রচুর। তাই বলছি! ড্রাইভাররা হল এই দুনিয়ার সবচেয়ে হতভাগা জীব। জীবনে তাদের বরাত খোলে না।

বললাম, এত সহজেই আপনি আমাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেবেন না। আমি শুধুমাত্র ঐ বাড়িতে গাড়ি চালাতেই ঢুকিনি, এরপাশে রয়েছে আমার এক মোক্ষম উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যাকে সফল করতে গেলে আমাকে ঐ বাড়িতে এই ড্রাইভারের কাজটা করতেই হবে। আমার বর্তমান মালিকের স্ত্রী হল একেবারে ডানাকাটা পরী...যাকে বলে, আর ও জিনিস যার নজরে পড়বে, তার মনে আর দুনিয়ার কোন টাটকা জিনিসকেই ধরানো যাবে না।

কথাগুলো সলিকে বলবার সময় আমার চোখটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছিল। আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম, ক্রমশঃ সজাগ হয়ে উঠছে সলি আমার কথাতে। আবার তার সাথে সাথে বুঝবারও চেষ্টা করেছে, আমি কোন ফাঁকিমারা কথা ওকে বলছি কিনা। ঠিক এই সময় সলির সহচরী আমার নাকের ওপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে অন্য ঘরে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। সলি একটা ছোট তেপায়া টেবিলের ওপর একখানা সবুট পাকে তুলে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আসল কথা হল তোমার এইটে তবে। প্রভুপত্নীর রূপসুধা পান। তা প্রভুর নামধামটা কি জানা যাবে?

বললাম, সবকিছু বলতে পারি। তবে আমার উদ্দেশ্য গোপন থাকবে—এই আশ্বাস যদি তুমি আমাকে দাও, তাহলে আমি খোলাখুলিভাবে তোমাকে সব বলতে পারি।

আশ্বাস দিলাম।

তার নাম আর্ল ভেস্টার। আর তার সুন্দরী স্ত্রীর নাম হেলেন ভেস্টার।

মিনমিনে গলা করে নাম দুখানা উচ্চারণ করার সাথে সাথে সলির কপালে একটা ত্রিভুজ ফুটে ওঠে। আমার মনে হল ওর মাথার মধ্যে অনেক চিন্তার জট জমে উঠছে। আর পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের সাথে, ফিকফিক করে হেসে উঠল, আর্লভেস্টার! আরে রাখো রাখো! শেষকালে তুমি কিনা একটা বাতিল হয়ে যাওয়া ঘোড়ার উপর বাজি ধরলে। আমি তো অনেক কিছুই জানি। ও একসময় হলিউডের রূপালী জগতের এক উত্তেজক নাম ছিল। সমস্ত বাঘা বাঘা প্রয়োজক পরিবেশক, নায়ক-নায়িকারা ওর পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেত। কিন্তু সেইসব দিনগুলো তো বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আর্ল ভেস্টারের এখন সব কিছুতেই ব্যর্থতা আর বিপর্যয়ের সমাবেশ। বলতে গেলে চব্বিশ ঘন্টাই কত মেয়ে ঝিমোচ্ছে। কদিন বাদে দেউলিয়া খাতাতে নাম লেখাল বলে। সে আর খুব বেশিদিন গাড়ি আর ড্রাইভার পুষতে পারবে বলে আমার মনে হয় না—একথা আমি হলপ করেই বলতে পারি বুঝলে!

আমি চোখমুখে কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে তুলি। বলি, ওমা! এত সবকিছু আমার জানা ছিল না তো। এমন এক গোল্লায় চলে যাওয়া লোকের অত সুন্দরী স্ত্রীলোক!

সলি প্রায় ধমকে ওঠার স্বরে আমাকে বলে ওঠে, ঐ মেয়েমানুষটার জন্য শুধু শুধু হা-পিত্যেশ করে বসে থেকোনা। ও যদি আসলি মাল হত, আমিই তাহলে ওর জন্য কবে আমার জান লড়িয়ে দিতাম। আসলে জান ঐ মেয়েমানুষটা একেবারে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা! ওকে যদি কেউ গরম করার জন্য চেষ্টা করে, তাহলে খানিকক্ষণ পর সে নিজেই ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাবে। মোটা আর্লও বাইরের রূপেই ভুলেছিল। এখন যদি খুব জোড়াজুড়িও করে তাহলে ও মাসে একটা দিনও মালটাকে নিজের বিছানায় তুলতে পারে কিনা সন্দেহ আছে। আর, যার মেয়েমানুষটাই বরফ, পৃথিবীতে তার চেয়ে রিক্তপুরুষ আর কে আছে বল?

সলির কথায় আমি একরকম চমৎকৃত হয়ে উঠি। আমি চেয়েছিলাম ওকে রাগিয়ে দিয়ে ওর পেট থেকে এমন কিছু তথ্য বার করে নিতে। এই কাজটাতে আমি সফল হয়েছি সে তো বুঝতেই পারছি নিজে। ফোঁস করে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলি। তখনও সলি বলে চলেছে, ওই বাড়ি ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস। আমার দরজা তোমার জন্য সবসময়ই অবারিত থাকবে।

সলির কাছ থেকে বেরিয়ে রোলসটাকে নিয়ে আর্লের অফিস অভিমুখে ছোটাই, রহস্যটা পরিষ্কার হওয়ার জায়গায় ক্রমশঃ আরো জটিলতর হয়ে উঠছে। আসল সত্যটাকে জানবার জন্য বুকের ভেতরটা টগবগ টগবগ করে ফুটছে যেন ক্রমশ—।

হলিউডের এই তাবৎ ফিল্মী ব্যক্তিদের ব্যস্ততা সম্পর্কে বিশাল প্রাসাদের হরেক অন্দরের মধ্যে

দিয়ে আর্ল ভেস্টারকে খুঁজে বার করা আর খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা প্রায় সমান ব্যাপার। যাকেই জিজ্ঞাসা করি সেই চোখ উল্টে দেয়। আর মেয়েগুলোকে জিজ্ঞাসা করলে তারা এমন সব ভঙ্গিমা করে যে দেখলে পরে মাথা একেবারে ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে। অবশেষে ঈশ্বরের মনে হয় আমার প্রতি দয়ার উদ্রেক হল ; এক স্বল্প বসন পরিহিতা সুন্দরী আমাকে আর্লের অফিস ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে এল। আর্লের অফিস ঘরখানা খুব বড়। আর ঘরে ভর্তি আসবাবপত্র। কিন্তু কোন কিছুই গোছানো নয়। সর্বত্রই বিশৃঙ্খলার ছাপ রয়েছে। ঘরের একদিকে একটা চেয়ারে আর্ল বসে আছে। ঘরে আর কোন জনপ্রাণী নেই। সারা ঘরে এক পরাজিত সম্রাটের ছাপ পড়ে আছে। যেখানে কেবল রয়ে গেছে অতীত বৈভবের স্মৃতি ও ব্যর্থ কামনার জ্বালা।

কামনা বিজবিজ করছিল পেটমোটা বোতলটার মধ্যে দিয়ে। সেই বোতলটাকে সাবাড় করার পর আর্লকে একটা জবুথবু সাদা হাতি বলে মনে হল। আর্লের গায়ে কী বীভৎস চর্বির সমাবেশ হয়েছে। গোটা শরীরটার মধ্যে কয়েকগণ্ডা খাঁজ। দেখামাত্র পা থেকে মাথা অব্দি আমার একেবারে চিড়বিড় করে উঠল। আমি খুব নিঃশব্দে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। তারপরে ওর ঘাড়ে এক মাঝারি মাপের রাদা দিয়ে বারি মারি। ব্যস্ এক মারেতেই হাতি চেয়ারে ঢলে পড়ল। দেখে মনে হল লোকটা অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

আমি যতটা তাড়াতাড়ি পারলাম ওর কাগজপত্র, ড্রয়ার—সবকিছু ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিলাম। তারপর ড্রয়ার থেকে চাবিটা বার করে সেফখানা খুলে ফেলি। সেফের ভেতরকার চেম্বারে হাত ঢোকাই। চেম্বারটা একগাদা কাগজ আর চিঠিপত্রে ভর্তি হয়ে রয়েছে। তবে সব কিছুই পুরানো দিনের স্মৃতি। এগুলি হল আর্লের একসময়কার স্বর্ণদিনগুলির সাক্ষী। অনেক নামী প্রযোজক, হল মালিক, লেখক, গায়ক, আর নায়ক-নায়িকাদের সবিনয় আবেদনে ভরা এই চিঠিগুলি। আর এইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে সেই আসল জিনিসটার সন্ধান পেলাম। এই জিনিসটা হল সেই জিনিস যেটা পাওয়ার আশা আমার মনে অনেক আগে থাকতেই উঁকিঝুঁকি মারছিলো। একটি জীবনবীমা পত্র, যার শপথ ও শর্ত উচ্চারিত হবে রোমাঞ্চকর ভাবে :

এতে লেখা আছে, "শ্রীযুক্ত আর্ল ভেস্টার মহাশয় স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে কোন কারণেই মৃত্যুমুখে পতিত হন না কেন, তার মৃত্যুর পর তার আইনানুগ উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারিনী এককালীন সাতশত পঞ্চাশ হাজার ডলার পাইবেন"।

সাতশত পঞ্চাশ হাজার ডলার!!

লেখাটা পড়ামাত্রই আমার বুকের ভেতর কে যেন দ্রিম্ দ্রিম্ বাজনা বাজাতে লাগল। এবার সবকিছু আমার কাছে জলের মত সোজা। আমার মনের মধ্যে জট পাকানো অংকগুলো সব একে একে মিলিয়ে যেতে লাগল। কেন সে সাক্ষাৎ পাঁড়মাতাল হস্তীর মত দেখতে, জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া লোকের সঙ্গে ঘর গেরস্থালী করার কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে, তা আমার বুঝে উঠতে একফোঁটাও বাকি রইল না। সমস্ত কিছুর রহস্য আমার কাছে একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই একটি মাত্র কারণের জন্যই আর্লের মৃত্যু শ্রীমতী সুন্দরীর কাছে এরকম ভাবে কাম্য।

আর্লের বেঁহুশ ভাবখানা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে তার হাতের মোটা আঙুলগুলো নড়েচড়ে উঠছে। চোখের পাতাগুলো পিট্‌পিট করতে আরম্ভ করেছে। কী এক গভীর ভীমরতির সামিল হয়েছে। ওর জন্য আমার নিজেরই দুঃখ হচ্ছে।

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলি, স্যার আপনি কি এখন বাড়ি যাবেন?

তার ঢুলঢুলু চোখ চারপাশ ঘুরে আমার মুখের ওপর এসে থামল, মুখখানা একেবারে কাঁচুমাঁচু অবস্থা, গলার স্বর বিষণ্ণতা মাখানো। খুব আস্তে আস্তে বলল, কে ন্যাশ! শরীরটা যে আজকে আমার কেমন জানি বেজুত মনে হচ্ছে। ঠিক কেমন জানি লাগছে, বুঝে উঠতে পারছি না। এখানে আর কতক্ষণ থাকব! বাড়ি তো আমায় যেতেই হবে কোন এক সময়। আমাকে তুমি একটু সাহায্য কর।

সাহায্য মানে তো, একটা বড় ভারি বোঁচকাকে টেনে হিঁচড়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে গাড়িতে

নিয়ে বসানো। তারপর আবার বাড়িতে পৌঁছেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না, সেটাকে আবার সিঁড়ি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে উপরের ঘরে তুলতে হবে। বাড়িতে এনে ঐ বিশাল বোঝাটাকে যখন খাটের ওপর নামালাম তখন তার ভারে বিশাল শয্যাখানা মচ্‌মচ্‌ করে উঠল।

আমি যখন আর্লকে শোয়াতে ব্যস্ত তখন অনুভব করলাম আমার পিছনে হেলেন এসে দাঁড়িয়েছে। আমার শিরদাঁড়া একেবারে টান্ টান্ সোজা হয়ে গেল। মনে হল বুকের ভেতরে একটা বড় পাথর বুঝি ভেঙে পড়ল।

এখন আর্লের চোখে মুখে কোন অভিব্যক্তির প্রকাশ পায় না। বিছানায় শোওয়া মাত্রই দুই ঠ্যাঙ দুইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোতে শুরু করে দিল আর্ল।

হেলেন গলাটাকে চাপা করে বলল, ন্যাশ, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে, পাশের ঘরে চলে এস। তোমার সাথে আমার বিশেষ কথা আছে।

আমি বুঝতে পারলাম পাশের ঘরে গিয়ে এখন আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মুখোমুখি হতে হবে। আর আমার অনুমাণ যে নির্ভুল তা কয়েক মিনিট পরেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

ওর দুই চোখ যেন আগুনের ভাঁটার মত করে জ্বলছে। বলল, তোমাকে এখনই আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এই মুহূর্তে তোমাকে এখানকার কাজ ছেড়ে দিতে হবে।

আমি কঠিন গলায় বললাম, আর্ল যদি আমাকে কিছু না বলে, আমার পক্ষে আপনার এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হবে না ম্যাডাম।

সে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখ ও কপালের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর পিছিয়ে গিয়ে একটা আলমারি খোলে এবং একশো ডলারের দুখানা নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, দর্প-ভাবে বলে, এই নাও। নিয়ে মানে মানে এবার বিদায় হও তো এইখান থেকে।

এবার আমার দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে ঘৃণা ও কাঠিন্য। আমি সশব্দে ঘর ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পিছনে হেলেনের চুপসে যাওয়া স্বর শুনতে পেলাম, ন্যাশ শোন। শুনে যাও একটু এইদিকে!

আমি পাত্তা না দিয়ে গট্‌গট্‌ করে চলে আসি।

।। তিন ।।

সিগারেটের ধোঁয়ার রিং গুলো একটার পর একটা শূন্যে ভাসাতে থাকলেও আমার মনের মধ্যে কোনরকম শূন্যতার লেশমাত্র নেই। মনের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে অনেক রকম জটিল, কাটাকুটি চেঁচামেচি, হৈ-হল্লার খেলা—।

নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে শুরু করে দিই। জিজ্ঞেস করি, কি হে ন্যাশ, তুমি কোন স্বার্থ নিয়ে এ বাড়িতে জড়িয়ে পড়ছ? মানুষ হিসাবে তুমি তো নেহাৎ সরল বা আনাড়ি লোক নও। জবাব দেবার মুহূর্তে সলজ্জ আত্মদর্শন ঘটে। বলাতে আমার কোনরকম বাধা নেই, আগে আমার উদ্দেশ্য ছিল একটা। এখন তার ফলে আর একটা যোগ হয়ে উদ্দেশ্য হয়েছে দুটো। প্রথম কথায় আমি হেলেনকে দেখে মজেছিলাম। আর এখন তার সাথে যুক্ত হয়েছে আর্লের সাতশত পঞ্চাশ হাজার ডলারের হাতছানি।

আরো যদি সত্যি কথা বলতে হয় তাহলে একদম পরিষ্কার ভাবে বলতে হয়,—এখন হেলেনের ঐ তনু দেহের চেয়ে আমার কাছে সাতশত পঞ্চাশ হাজার ডলারের হাতছানি কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী।

অতগুলো টাকা যদি কারোর পকেটে থাকে তাহলে শত গণ্ডা সুন্দরী আন্ডা-বাচ্চা সমেত তুড়ি মেরে পাওয়া যাবে।

অতএব রূপসী হেলেন যে আমার ওপর রেগে কাঁই হবে, সেতো স্বাভাবিক ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রে যদি এরকমটা হতো তাহলে আমিও তো রেগে যেতাম।

ও আশা করেছিল যে মাতাল আর্ল যেকোন প্রকারে গাড়ি চাপা পড়বে—আর আমি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে ওর পাকা ধানে মই দিয়ে দিয়েছি। বিরক্তিতে তার মাথা এখন চিড়বিড় করতে শুরু করেছে। আবার একথা সত্য যে মনে মনে সে যতই আর্লের মৃত্যু কামনা করুক না কেন সে নিজে হাতে আর্লকে মারবারও সাহস পাচ্ছে না। সে আর্লকে না পারছে বিষ খাওয়াতে,

না পারছে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে কিংবা ছুরি বা পিস্তলের সাহায্যে ফুসফুস খানাও ফাটিয়ে দিতে পারছে না। কেননা এগুলো ও যদি করতে যেত তাহলে হাজারখানা হুঁশিয়ারি ও সন্দেহের কুটিল চোখের চাউনি ওর ওপর এসে পড়ত। আর এর ফলে হয়তো সাতশত পঞ্চাশ হাজার ডলার হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যেত। একেবারে দুরবস্থার চূড়ান্ত হতো শেষ অব্দি।

আরো একটা মুশকিলের ব্যাপার হল, এই সাতশত পঞ্চাশ হাজার ডলার মূল্যের জীবনবিমার নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে যাওয়া। কেননা আমি ঐ পলিসির পেপারটা দেখে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে আর দুমাসের মধ্যেই বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম হিসাবে আর্লকে দশহাজার ডলার দিতে হবে। আর আমি যেরকম অবস্থা দেখছি এদের, তাতে মনে হয় না এতটাকা প্রিমিয়াম দেবার মত কোমরের জোর আর্লের আছে। এককালে এই আর্ল হলিউডের রূপালী পর্দায় কিছু রগরগে সিনেমা উপহার দিয়ে বেশকিছু ডলার কামিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আর সেই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে স্বর্ণডিম্ব প্রসব করানো যায়না। অথচ তখনকার জীবনধারণের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানের সব কিছু ঠাটঠমক বজায় রেখে চলতে হয়। কিন্তু সে ক্রমশই অভাবের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

হেলেন যেরকম ধুরন্ধর মেয়েছেলে, ও নিশ্চয়ই প্রিমিয়ামের কথাটাও জানে।

একটা প্রিমিয়াম যদি কোনভাবে বাকি পড়ে যায়, তাহলে হেলেনের সব স্বপ্ন, সব প্রতীক্ষা একবারে ভেঙেচুরে যাবে—বিমা কোম্পানী, তাদের নিয়ম অনুসারে ঐ পলিসিটাকে একেবারে বাতিল বলে ঘোষণা করবে।

অতএব হিসাব কষে যা দেখা গেল তাতে হাতে আর মাত্র দুই মাস সময় বাকি আছে।

আর এই দুই মাসের মধ্যেই আর্লের মৃত্যু আমার চাই-ই চাই।

আমার যে এখন অপরিসীম গুরুত্ব আছে সেটা ভালভাবেই বুঝতে পারছি। এই বাড়ির অসাধারণ সুন্দরী লাস্যময়ী পরস্ত্রীটি যদি কোন রকমে তার বুড়ো স্বামীর ড্রাইভারটির দিকে ঢলে পড়ে, তাতে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না এতে। যেকোন মেয়েই তার চোখের কটাক্ষ ও শরীর মারফতই সবচেয়ে কার্যকরী ফতোয়া জারি করে থাকে সবসময়।

তবে আমিও তো কম ঘুঘু নই। হেলেন ঢলে পড়বে আমার দিকে আর আমি তাতেই একেবারে হুকুমের চাকর বনে যাব, সেটি কখনো হবে না। একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি রফারফি না হওয়া অবধি, আমি তার কাছে হাত লাল করবার শপথ বা কসম কোনটাই করতে পারব না।

তবে ব্যাপারটাকে অত দূর অবধি গড়াবার জন্য আমাকে হেলেন সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করে রাখতে হবে। তাহলে ওকে বাগাতে আমার আরো সুবিধা হবে। আর এই তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আমাকে আগে সলির কাছে ছুটে যেতে হবে।

আমি আমার হিসাব মতো পরের দিনই সলির কাছে পৌঁছে গেলাম। ওর মুখোমুখি বসে জানতে চাইলাম, আমি ঐ আর্ল ভেস্টারের খুবসুরৎ জেনানাটির সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানতে চাই।

সলি আমার কথা শুনে মুখের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ও কোন আকাট মূর্খের মুখ থেকে কতকগুলো অর্থহীন শব্দ শুনছে।

আমি ওর মুখে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তিকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বলতে থাকি, আপনার মুখ থেকেই শুনেছি যে ভেস্টারের বউটা মহা ঘড়েল লোক। ওর পাল্লায় পড়ে নাকি কে একজন ভদ্রলোক উঁচু বাড়ির জানালা দিয়ে লাফ মেরে আত্মহত্যা করেছে। আমি আপনার কাছ থেকে হেলেন সম্পর্কে সবরকম তথ্যাদি জানতে চাই।

সলির চোখটা পিট পিট করে ওঠে। বলে, তোমার জীবনে এখন বেশ একটা পালাপরবের রোশনাই চলছে বলে মনে হচ্ছে। খবরের সন্ধান জানার জন্য যখন আমার মোকামে হানা দিচ্ছ তখনই অনুমান করতে পারছি। কিন্তু ন্যাশ তুমি তো জানো—

আমি ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠি, আমি আপনাকে দাম দেব এর জন্য। আপনি আমার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত মূল্যই পাবেন। পাঁচশ ডলার। আমি পাঁচশ ডলার দেব।

আমার মুখ থেকে টাকার অংকটা শুনে খানিকটা হকচকিয়ে যায় সলি। তারপর চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, পাঁচশ ডলার তুমি দেবে আমাকে ন্যাশ! একসাথে পাঁচশ ডলার দেখতে কেমন লাগে দেখিই নি কোনদিন সেটা!

আমি গলায় তিক্ত স্বর ফুটিয়ে বলি, আমি দেখেছি না দেখেছি, সে প্রশ্ন এখন এখানে তোলা অবান্তরেরই নামান্তর মাত্র। আপনার যদি টাকার প্রয়োজন থাকে তাহলে আমাকে আপনি যথাসম্ভব খবরটা সংগ্রহ করে এনে দেবেন।

এই বলে, আমি আর সেখানে বিন্দুমাত্র না দাঁড়িয়ে গটগটিয়ে চলে এলাম।

আমি ডাঁটের মাথায় টাকার অংকটা সলির দিকে ছুঁড়ে দিলাম বটে, কিন্তু আমিও নিজে ভালভাবে জানি যে, আমি এখন এক অবাস্তব অর্বাচীন কল্পনার জাগতে বিচরণ করছি মাত্র। সাতশত পঞ্চাশ হাজার ডলার! আমার রক্তে একেবারে আগুন জ্বলছে।

সলির কাছ থেকে এসে দেখি গ্যারেজের মধ্যে ক্যাডিলাকখানা নেই। অর্থাৎ বুঝতে পারলাম শ্রীমতি হেলেন ভেস্টার কোথাও বেরিয়েছে। অতএব বাড়িতে হেলেন নেই, আর্ল ভেস্টার আছে কি? পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলাম।

কপাটটিকে আস্তে আস্তে ঠেলে ভেতরে ঢোকামাত্র দেখলাম, ভেস্টার একহাতে পিস্তল ধরে আমার মুখের দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। তোমার স্পর্ধা তো অত্যন্ত বেশী ন্যাশ। তুমি আমার অনুমতি না নিয়েই আমার ঘরে প্রবেশ করেছ?

কদিন ধরে যে ভেস্টারকে আমি দেখেছি, এর আগে ভেস্টারের এই রূপ আমি কখনও দেখিনি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম বিস্ময় মুখে ফুটিয়ে উঠিয়ে বলি, আমার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। আমার ভীষণই অন্যায় হয়ে গেছে স্যার! আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি! আসলে মিসেস ভেস্টারকে না দেখে আমি ভাবলাম আপনাকে গিয়ে কথাটা বলি—।

আমি জানি, হেলেন যে বেরিয়ে গেছে। তুমিও তো বাড়িতে ছিলে না তাই না! আমি আমার ঘরে একাই বসেছিলাম। তবে যে মদ্যপ অবস্থায় বসে নেই, সে তো আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ।

আমি একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি।

ভেস্টারের মুখের ভাবে আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। ভেস্টার ধীরে ধীরে বলে, তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি, বুঝলে ন্যাশ। কেননা তুমি আমায় অমূল্য জীবন দান করেছ। কিন্তু তোমার কপাল খারাপ, তুমি যখন আমার কাছে এসেছ তখন আমি প্রায় নিঃস্বতার পর্যায়ে চলে গেছি। ফিল্মী পত্রিকাগুলোতে আমার সম্বন্ধে যে সব খবর ছাপা হয়েছে তার বেশীর ভাগটাই সত্যি। আমার আর্থিক বুনিয়াদ একেবারেই ভেঙে পড়েছে বলতে পার। হয়তো আর বড়োজোড় মাত্র মাস খানেকের মধ্যেই হলিউডের আমার অফিস ঘরখানাকে বিক্রী করে দিতে হবে। আর তার উপর আরেক ঝমেলা হল—আমার ঐ নেশা। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাতে আমি যে পরিমাণে মদ গলায় ঢালি, তারও দাম কিন্তু কম নয়।

একটুখানি থেমে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার গলায় এখন জমাট অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে।—আমি বেশ করি, মদ খাই! একশোবার খাব। আমার কাছে মদের থেকে আনন্দদায়ক ও বিশ্বস্তবস্তু আর কিছুই নেই। আমার তো মনে হয় মাতাল অবস্থায় হঠাৎ করে প্রাণ হারানোটা ঢের বেশি সোজা। জীবনটাকে আমি কতভাবে উপভোগ করেছি। তা নিয়ে একখানা বড়সড় আকারের বই রচনা করা যাবে। সাফল্যের গিরি উপত্যকায় তখন আমি একেশ্বর সম্রাট।

আমার করা একটার পর একটা কাজ তখন সফল হয়ে চলেছে। তখন আমার যা অবস্থা ছিল, সিনেমা জগতের কারুরই সাধ্য ছিল না আমার সাথে কোনরকম মতানৈক্য প্রকাশ করা। তখন আমার মনে হয়েছিল, জীবিতকালেই আমি যেন এক কিংবদন্তীতে পরিণত হতে চলেছি।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার সমস্ত ভুল যেন ভেঙে গেল। বুঝতে পারলাম গোটা ব্যাপারটাই একটা ফানুসের মতন। যত দ্রুত উঠেছিলাম ঠিক যেন তত দ্রুতই আমি নীচের দিকে পড়ে যেতে লাগলাম। আর আমার অবস্থা যখন পড়বার মুখে তখনই আমার বিয়ে হয় হেলেনের সাথে। আর তুমি নিশ্চয় এটা স্বীকার করবে যে হেলেনের মত দেখতে সুন্দরী যুবতী বড় একটা দেখা যায় না। যদিও আমার মনে হয় হেলেন হল এক বিবাগ তরুণী, তবুও ওর রূপ যৌবন যে কোন বয়সের পুরুষকে উদীপ্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে ছাড়ার ইচ্ছা আমার একটুও নেই। আমি তোমাকে একেবারেই ছাড়তে চাইছি না। তোমার মধ্যে আমি একরকম নির্ভরতা ও মসৃণতার সমন্বয়

দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমাকেও যদি আমি তোমার ন্যূনতম পারিশ্রমিক দিতে না পারি, তবে তুমিও বা কতদিন এখানে পড়ে থাকবে বল? আমার যা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ছিল তাও বর্তমানে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাই একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে, আমি তোমাকে এই দুই হাজার ডলারের চেকখানা দিয়ে দিচ্ছি। নাও ধরো এটাকে!

অন্তত: কিছুকাল হলেও আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।

সত্যি সত্যি সে একখানা দুহাজার ডলারের চেক আমার দিকে এগিয়ে ধরল! আমি তা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করলাম। শুনতে পাচ্ছি, ডেস্টার বলে চলেছে, আমি নিউইয়র্কে যাব। আমাকে তুমি বিমানে তুলে দিয়ে তারপর ব্যাঙ্কে চেকখানা ভাঙিয়ে ফেলো।

পরের দিন ভেস্টারের কথা মতো আমি ওকে বিমানে তুলে দিয়ে এলাম। তারপর ব্যাঙ্কে গিয়ে চেকখানাও ভাঙিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কড়কড়ে দুহাজার ডলার পেয়ে গেলাম। একসঙ্গে অতগুলো টাকা হাতে পাওয়া তো দূরের কথা একসাথে চোখেও দেখিনি কখনো। আমি জানি টাকা মানুষকে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। তাই আমিও পূর্ণগর্ভ আত্মবিশ্বাস নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। নিজের ঘরে ঢুকে পোশাকটা বদলে নিই। বেলা একটা বাজলে পরে লাঞ্চ খেতে যাব, ঠিক এইরকম সময়ে হেলেন এসে আমার ঘরে প্রবেশ করল। অনেকটা যেন উদয় হল। তার রূপের ছটায় চারিদিক একেবারে ভেসে যাচ্ছে আর কি।

মাদাম আপনি কি আমায় কিছু বলবেন বলে এসেছেন? আমি একটু রূঢ়তা মেশানো গলায় কথা কটা ওকে বললাম।

হেলেন বেশ মৃদু স্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ, আজকে তুমি আমাকে পামগ্রাভ ক্লাবে নিয়ে যাবে। সময়টা হল রাতের দিকে। আবার আমাকে রাত একটা নাগাদ গিয়ে তুলে নিয়ে এস। মিঃ ভেস্টার তো আজ বাড়িতে নেই।

আমি তার চোখে চোখ রেখে, শিহরিত হয়ে উঠি। ওর চোখে যেন আমি দেখতে পেলাম ভীষণ সুখের সমারোহ কিংবা কোন দুর্ভোগের আভাস। অন্যান্য দিনে আমি তার দু চোখ ভরে যে শত্রুতা দেখতে পাই, যা প্রতিদিনের মত আজও প্রত্যাশা করেছিলাম, তা আজ একেবারেই অনুপস্থিত। আর তার পরিবর্তে ভেসে আছে এক সবুজ উষ্ণ অভিব্যক্তি। আসল কথা হল রাতের বেলায় নিজে গাড়ি ড্রাইভ করা একদমই অপছন্দের।

সে না থেমে বলতে থাকে, আমাকে ক্লাবে পৌঁছে দিয়েও তোমার হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে। তুমি বরঞ্চ ঐ সময়টাতে গিয়ে কোন সিনেমা হলে ঢুকে মুভি দেখতেও পার।

আমার তো ওর কথার রকম সকম দেখে বিস্ময়-এর পর বিস্ময় বেড়েই চলেছে ক্রমাগত।

শ্রীমতী, আরো বলতে লাগলো, তুমি যখন এ বাড়িটাতে থাকবে বলে দৃঢ় সংকল্প নিয়েই নিয়েছ, তখন আমার মনে হল একই ছাদের তলায় থেকে দুজনের মধ্যে তিক্ততা না বাড়ানোটাই বেশি ভালো হবে। তাই দুজনার মধ্যেকার যে ঝাল-তিক্ততা আছে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা উচিত। আমি হেলেনের দু চোখের তারার মধ্যে যে অনুভূতির অনুরাগ দেখতে পাচ্ছি তা আমার বহুদিনের পরিচিত—আমি জীবনে বহু নারীকে চর্চা করবার সুযোগ পেয়েছি। তাই সেই সুবাদে মেয়েদের এই অনুভূতিগুলি আমার পূর্ব পরিচিত।

আমি তাই ফিসফিসিয়ে বলে উঠি, আপনি তা ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম।

হেলেনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। আর এই হাসিটা যেন তার বয়সটাকে আরো কমিয়ে আনল। আমি আমার পুলকিত অন্তর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, সে তার শরীরময় অপরূপ ছন্দ তুলে গ্যারেজ ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

।। চার ।।

আমি আমার নারীচর্চা গোপন রেখেই করি। কিন্তু তা হলেও আমি নানারকম অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছি ক্রমশঃ। আমার বয়স যখন মাত্র পনেরো বছর তখনই আমি এক যুবতী নারীর সংস্পর্শে আসি। আর বর্তমানে আমার বয়স হল গিয়ে তেত্রিশ বছর। অর্থাৎ এই বয়ে যাওয়া আঠারো বছরের মধ্যে আমি বহু নারীর সাহচর্য পেয়েছি। ফলে তাদের শরীরগুলোকে আমি যতটা পরিমাণে চিনি

ঠিক ততোটা পরিমাণে আমি তাদের মনটাকেও বুঝতে পারি।

তাই হেলেনের হাসি হাসি মাখা মুখ, নাইটক্লাবে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব এবং গাড়ি চালাবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে আমার ওপর ছেড়ে দেওয়া—এই সবগুলো সূত্রই আমার কাছে এক পরিচিত তাৎপর্য বহন করে আনছে। নিজেই নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করতে থাকি।

এরপর আমি একটা মতলব ফাঁদলাম। পরম উৎসাহ নিয়ে প্রথমে একসেট কুর্তা ভাড়া করে আনলাম। কিন্তু সব কিছু জলে গেল। বিকেল বেলায় আবির্ভূত হলেন মিঃ আর্ল ভেস্টার। আমিতো দেখা মাত্রই বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে উঠলাম। তবে তার অবশ্য এসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সে তার স্বভাবসিদ্ধভঙ্গীতে বলে চলল, গেলাম আর চলে এলাম। আমার যা কাজ ছিল শেষ হয়ে গেল, তাই ফিরে এলাম।

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ল। আমার শরীরে ঝকঝকে দামী পোশাক, পারফিউমের গন্ধ জরিপ করে বলল, মনে হচ্ছে তুমি কোথাও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ, ন্যাশ?

আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে জবাব দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, মাদাম বলছিলেন তাকে পামগ্রোভ নাইট ক্লাবে নিয়ে যেতে।

আমরা যখন কথা বলতে ব্যস্ত, তখন হেলেন অন্য ঘরে।

আর্লের মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। বলল, প্রস্তাবটা একেবারে অভিনব। আজ কি হেলেন নিজে ড্রাইভ করতে চাইছে না?

বললাম, না। রাতের বেলায় তিনি গাড়ি চালাতে অসুবিধা মনে করেন।

আর্ল আবাব আগের মত ঘাড় নামিয়ে বলল, এই ব্যাপারটাও আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতার সামিল। তা সে যাই হোক না কেন মাদাম যেটা চাইবেন সেইটা হবে। কিন্তু মাদামকে নিয়ে বেরোবার আগে তুমি আমাকে আমার পূর্ব নির্ধারিত জায়গাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আবার যেরকম ভাবে বাতে গিয়ে নিয়ে আস, সেই রকম ভাবেই নিয়ে আসবে। কেমন?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

আমি নিয়মমাফিক আর্ল ভেস্টারকে তার পবিচিত বার-কাম নাইট ক্লাবে পৌঁছে দিই। বারম্যান আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, আমি আশা করছি যে, আর খুব বেশিদিন এই লোকটিকে নিয়ে আসতে হবে না।

আমি চমকে উঠে বলি, এ কথা আপনি কেন বলছেন?

সে দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয়, কারণ আমরা ভাল ভাবেই জানি। সাহেবের ভাঁড়ের অবস্থা একেবারে মা ভবানী।

আমি আপাতত সেখান থেকে বিরস বদন দেখিয়ে ফিরে আসি।

আমার বুকের মধ্যে এখন পাল ছেঁড়া নৌকার মত চঞ্চলতা। আমি অনুভব করছি হেলেনের মত নারীকে দেহগত ভাবে কব্জায় এনে ফেলাটা যে কোন পুরুষের পক্ষেই যে একটা বিশাল যুদ্ধ জয়ের সামিল।

গাড়িতে সে আমার ঠিক পাশেই বসে আছে। আমি তার অল্প অল্প স্পর্শ পাচ্ছি। আমার নাকে এসে ধাক্কা মারছে তার তীব্র মাদকতাময় প্রসাধনী নির্যাস তার নির্লোম পুরুষ্ট জানুর গোলাপী আভার দিকে আমি আড়চোখ দিয়ে দেখতে থাকি। কোনমতে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করি।

ক্যাডিলাকটা যখন কিছুটা পামগ্রোভের দিকে এগিয়ে গেছে, হেলেন তখন প্রায় চাপাস্বরে বলে উঠল, ন্যাশ আমরা কিন্তু পামগ্রোভ নাইট ক্লাবে যাবনা।

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই আমি গাড়ির গতিবেগ তৎক্ষণাৎ কমিয়ে ফেলি। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তাহলে কোথায় যেতে হবে মাদাম? হেলেন যেন খানিকটা আনমনে বলে চলেছে, পামগ্রোভ ক্লাবটা আমার কাছে অতিরিক্ত পরিচিত। আমি সেখানে ঢোকামাত্রই বহুজনের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করে চলবে, যেটা আমার পক্ষে কোন মতেই স্বস্তিদায়ক হবে না। তার চেয়ে চল যাওয়া যাক ফুটহিলস্ নাইট ক্লাবে-এ।

তৎক্ষণাৎ গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিই। আর গতিও বাড়িয়ে দিই আগের চেয়ে অনেক বেশি। আমি

যেন এই মুহূর্তে রানীর সেই গোপন প্রেমিক ক্রীতদাস, যে তার জান দিয়ে তার হুজুরানীকে খুন করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। গাড়ির ভেতরে আসা হু হু বাতাসে হেলেনের চুলগুলো শুধু আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে তা নয়, তার সাথে হেলেনের স্কার্টও একেবারে ওলোটপালোট খাচ্ছে। আর তার সাথে সাথে আমিও চমকে চমকে উঠছি তার অচিন দেশের আভা পেয়ে। ওর ডানদিকের প্রসারিত স্তন আমি একেবারে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে মন আমার যতই তাকে পাবার জন্য গাঁইগুঁই করুক না কেন, এখনই যদি থাবা বসাই সেটা খুবই বুরবকের মত কাজ হবে। নিজের মনকে ধমকে দি, ফন্দি ফিকির যা করবার করেছ। এখন একটু অপেক্ষা কর। হেলেন যদি কোন গড়পড়তা মার্কিন যুবতী হত, আমি এখনই কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাতাম। হেলেনের চোখে, মুখে ও ব্যবহারে যে তিক্ততার ছায়া আমি দেখেছি তা মনে রেখে ওর দিকে অত গলে পড়লে চলবে না। হঠাৎ হেলেন জিজ্ঞাসা করল, ন্যাশ, তুমি নাচ জান? কোনো দিন কোনো মেয়ের সাথে নেচেছো?

আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ নেচেছি।

ফুটহিলস্ নাইট ক্লাবটা আট পৌরে অর্থাৎ অতি সাধারণ। সেখানকার, হালকা সবুজ আলোর নীচে হেলেনের মত এত সুন্দরী কখনোই দাঁড়ায়নি। আমরা বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করে দি। আমার মনে হল আমি যেন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নাচছি না। বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি।

নাচতে নাচতে হঠাৎই থেমে যায় হেলেন। আমার একটা হাত ওর বুকের ওপর আলতো চাপ সৃষ্টি করেছে। সে বললো, ন্যাশ তুমি চমৎকার নাচ। কিন্তু আমি ঘেমেনেয়ে একসা। তুমি একটু ঐ টেবিলের সামনে অপেক্ষা কর। আমি মেয়েদের প্রসাধন ঘরে গিয়ে একটু প্রলেপ বুলিয়ে আসছি। হেলেন দ্রুত চলে গেল মেয়েদের প্রসাধন কক্ষে। আমি টেবিলের উপরে দু হাত মেলে সুখের নিশ্বাস ছাড়লাম। আমি তখন হেলেনের স্বপ্নেই বিভোর। সময় বয়ে যেতে লাগল কি-স্তু হেলেনের পাত্তা নেই।

আমি অবাক! অস্থির হয়ে পড়লাম। বারের এক মহিলা কর্মচারিকে মেয়েদের ঘরে ঠেলে পাঠালাম, হেলেনকে ডেকে আনার জন্যে। সে ফিরে এসে বললো, আপনি বৃথাই অপেক্ষা করছেন। আপনার সঙ্গিনী অনেক আগেই পিছনের দরজা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছেন।

আমি হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়াই। আমার মগজে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করি এবং বেহেড মাতাল আর্ল ভেস্টারকে যেখানে পাওয়া যেতে পারে সেখানেই ছুটিয়েছি গাড়ি।

পৌঁছে গেলাম একেবারে মোক্ষম সময়ে।

সেই মুহূর্তে হেলেন তার মাতাল স্বামীকে নিয়ে আসছে ক্যাডিলাক গাড়িটাতে অর্থাৎ মাতালের হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সে সরে পড়বে। তারপরই অনিবার্য দুর্ঘটনা এবং আর্লের মৃত্যু। আমাকে অকুস্থলে চলে আসতে দেখে শ্রীমতীর দুচোখে যেন আগুনের ফুলকি অর্থাৎ হেলেন অতিরিক্ত অসন্তোষ প্রকাশ করল। কাবণ মনের ইচ্ছায় বাধা এসে গেল বলে। কিন্তু তা ক্ষণিকের। হেলেন নিজেকে সংযত রাখতে জানে। কঠিন স্বরে বললো, ভালই হয়েছে। ড্রাইভার এসে গেছে। যাও ন্যাশ, তোমার প্রভুকে বাড়িতে পৌঁছে দাও। আমি পরে আসছি। বলে ট্যাক্সি নিয়ে উধাও হয়ে গেল হেলেন।

আমি আর্লের ভারী দেহটাকে গাড়িতে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে স্টার্ট দিচ্ছি, এমন সময় আর্ল ভেস্টারের অকম্পিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ন্যাশ। হেলেন ভেবেছিল আমি মদের প্রভাবে একেবারে বেহুঁশ। আর পথ দুর্ঘটনায় মারা যাব। আর সে রাতারাতি কোটি টাকার মালিক হবে।

আর্ল বলছে, ন্যাশ আমি মোটেই মাতাল হয়নি। এই সব কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আর্ল বললো, ন্যাশ তুমি অবাক হয়ো না, কারণ প্রলাপ বকছি না বা মাতাল হইনি।

আমি এখন টের পেয়ে গেছি হেলেন জীবন বীমার তালে আছে। আর সরাসরি খুন করলে তো বিমা কোম্পানীর গোয়েন্দারা ছেড়ে দেবেনা। তাই কায়দা করে আমার মৃত্যু ঘটাতে চাইছে। হেলেন ডালে ডালে চললে আমি পাতায় পাতায় চলছি। এমন ব্যবস্থা আজ করে এসেছি যে ওর

কপালে ছিটে ফোঁটাও জুটবে না।

আমার মগজেও ধাক্কা লাগে যে কি ব্যবস্থা করে এসেছে লোকটা। বাড়ি ফিরে দেখলাম হেলেন বাড়ি ফিরে এসেছে আমাদের আগেই।

আর্ল হেলেনকে শুনিয়ে বলতে লাগল, ন্যাশ, আজ থেকে তুমি আমার শোবার ঘর সংলগ্ন ড্রেসিংরুমে শোবে। আমার প্রয়োজনে আমি তোমাকেই ডাকব।

হেলেনের মুখ তখন কঠিন ভাবলেশহীন। সে রাতে প্রায় ঘুমই এলনা। আর্ল বিমা কোম্পানীকে কি বুঝিয়ে এল?

সলির কাছে পাকা খবরের জন্য গেলাম সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশো নতুন কড়কড়ে ডলার চাইলো। নিঃশব্দে কয়েকটা ডলার টেবিলের উপর রাখি।

সলি বললো, মনে হচ্ছে বেশ বড় একটা মাছকে পাকড়েছ। যাক কি খবর জানতে চাইছো বলো আমাকে। হেলেন মোটেই সুবিধার মেয়ে নয়। ও হল সুযোগ সন্ধানী এক কুটিল মনের মেয়ে অর্থাৎ হেলেন একেবারে হাভাতের মেয়ে। ফলে টাকার জন্য সে সব কিছুই করতে পারে এবং কত বাতই এইভাবে কতজনের সঙ্গে কাটিয়েছে তার শেষ নেই।

এ বারেই সে নিজের জালে জড়িয়ে ফেলে টমলিনকে, সে ছিল আধবুড়ো এক মাতাল।

সলি বললো, হ্যাঁ মাত্র সাত হাজার ডলার। তা হেলেন সুন্দরীর কাছে তখন ঐ সাত হাজার ডলারেরই প্রচুর দাম। সে ঝুলে পড়ল টমলিনের কাছে। একদিন দেখা গেল তারা দুজন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে। শাদি হয়েছে। এখন ঘর সংসার করবে। তারপর বিয়ের তিনমাসের মধ্যে টমলিনেব মৃত্যু ঘটল। মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু? না, অপঘাতে। টমলিন প্রায়ই নানান অসুখে ভুগতো। খারাপ মাল টানত না। দোকানের আসবাবপত্র বেচে দিচ্ছে, মালের বোতল কিনছে আর সুন্দরী স্ত্রীর জন্য নিত্য নতুন পোশাক কিনছে।

হেলেন তখন বাথরুমে স্নান করছিল আর এক চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির প্রকাণ্ড হাঁ মুখ জানালার সামনে মালের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে টমলিন। তার হাত কাঁপছে। পা দুটোও ঈষৎ টালমাটাল, হঠাৎ স্বামীর আর্তস্বর শুনে বাথরুম থেকে ছুটে এল হেলেন। একেবারে উলঙ্গিনী। সামনের ফ্ল্যাটের কে একজন মালি তার ঐ সর্বাঙ্গ সিক্ত অপরূপ বেআব্রু তনু দেখতে পেয়েছে। হেলেনের তো তখন অতশত বিচারের ক্ষমতা নেই। সে কেবল দেখতে পেল তার সর্বনাশ। তার প্রেমের বিশ্বাসের আধার স্বামীরত্নটি চারতলার সুবিশাল জানালা দিয়ে গলে আছড়ে পড়েছে সদর রাস্তায়। ফলশ্রুতি যার কেবল এক বিকট চিৎকার এবং গ্যালন খানেক তরল রক্তের স্রোত।

সলি বেশ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে গেল। আমার কিন্তু উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড় কোনক্রমে প্রশ্ন করি, তারপর?

সলি আবার জল খেতে খেতে বলল, থানা পুলিশ হল কদিন ধরে। যে পুলিশ ইন্সপেক্টরের ওপর তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল, তিনি নিঃসন্দেহে রসিক প্রবর। পর পর কয়েকদিন একান্তে হেলেনের জবানবন্দী নেবার পর সহাস্যে ঘোষণা করলেন।

ভ্যাস টমলিনের মৃত্যু নেহাতই এক দুর্ঘটনা এর পিছনে মিসেস হেলেন টমলিনের মতন মার্জিত সুন্দরী শোকস্তব্ধ মহিলার কালো হাত খুঁজতে যাওয়াটা কেবল অনুচিত নয়, অত্যন্ত গর্হিত। বিমা কোম্পানী অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তাদের ধারণা ডাল মে জরুর কুছ কালা হ্যায়।

সে কালাকে খুঁচিয়ে বের করবার জন্য বেসরকারী গোয়েন্দাকে লাগালো তারা।

হেলেনের অত কোমরের জোর ছিল না যে উকিল বাবুর পকেটে ডলার গুঁজে দেবে। সে গেল ভিন্ন রাস্তায়। বিমা কোম্পানীর কর্তার সঙ্গে দীর্ঘদিন কথা বলে একটা রফায় এল। সাত হাজার ডলারেরর পরিবর্তে সাড়ে তিন হাজার ডলারের একটা চেক বুকে গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

তারপর বেশ কিছুদিন সুন্দরীর আর পাত্তা নেই। তারপর আবার একদিন তাকে ভেসে উঠতে দেখা গেল। সে এখন আর্ল ভেস্টারের গলার লকেট। সেই আর্ল ভেস্টার যে এক সময় সফল চিত্র প্রযোজক হিসেবে হলিউড দাপিয়ে বেড়াত, এখন দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে চলেছে।

আমি উঠে দাঁড়াই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সলি, আপাতত দুশ ডলার রেখে যাচ্ছি। খবরটা একেবারে নিখাদ প্রমাণিত হলে বাকি তিনশো দিয়ে যাব।

সলি বলল, আমার সঙ্গে দু নম্বরী করতে যেওনা ন্যাশ. পরিণাম ভালো হবে না।

আমি উত্তর দিই দুনম্বরের প্রশ্নই ওঠে না, কথার দাম আমি সব সময়ই মিটিয়ে থাকি।

সলি টাকা গুনতে থাকে।

।। পাঁচ ।।

আজকের দিনটা যদিও আর পাঁচটা দিনেরই মতন। আর্ল ভেস্টারের জীবনে স্মরণীয় গুরুত্বে প্রায় ঐতিহাসিক।

যে কক্ষে অগুনিত নর-নারী একদা তাকে নানাভাবে অভিনন্দিত করেছে, স্তুতি ও স্তাবকতায় আপ্লুত করেছে, তাকে গত কয়েক বৎসর যাবৎ, সে একেবারে নিঃসঙ্গ নির্বাসনে ও মদ্য চুরচুর সেই কক্ষ, সেই নিবাস চিরকালের মতন ত্যাগ করে আজই আর্ল ভেস্টার পথে নেমে আসবে। এই বিয়োগান্ত ঘটনার অন্যতম সাক্ষী হবার জন্যই যেন আমি আর্লকে নিয়ে যাচ্ছি তার অফিসে।

বিশাল অট্টালিকার বাসিন্দারের মধ্যে এ নিয়ে কোন রকম চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিনা। পরিচিত পরিবেশ, নিস্তরঙ্গ সংলাপ, চাপা হাসির ঝংকার ইত্যাদি। তার নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করে আর্ল আমার দিকে ফিরে তাকায়। মৃদু হেসে বলে, আজ সন্ধ্যাতেই তুমি শেষবারের মতন আসবে। আমাদের সঙ্গে কিছু মালপত্রও থাকবে। আবার গোটা কয়েক ফাইলপত্রও থাকতে পারে। আমি নিঃশব্দে অর্থাৎ চুপিসারে নেমে আসি।

শ্রীমতী হেলেন ভেস্টারের সঙ্গে সরাসরি খোলাখুলি বোঝাপড়া বা মোকাবিলা আশা করছি। হেলেন এ সময় বাড়িতেই আছে। কি করছে সে? সুনসান পারিপার্শ্বিকতা, যদিও খটখটে দিনের আলো, তবু যেন কেমন ছায়াতে রহস্যময়তা নিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে এই বাড়িটাকে।

আমি গ্যারেজের ওপর নিজের ঘরের দিকে না গিয়ে ভেস্টার দম্পত্তির অবস্থানের প্রতি নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। আর্লের ঘরের মধ্য দিয়ে উঠে গেছে যে কয়েক ধাপ সিঁড়ি তা টপকে ঢুকে পড়েছি হেলেনের নিজস্ব শয়নকক্ষে। হেলেন সেখানে নেই। হেলেন তবে কোথায়? জলের শব্দে বুঝলাম হেলেন বাথরুমে। হয়তো বাথরুমের দরজায় মৃদু ধাক্কা দিলে তা খুলে যাবে। তাহলে চোখের সামনে জীবন্ত ভেনাস মূর্তিকে দেখতে পাব।

কিন্তু সেটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে মনে হল। হেলেন যতবড় হিংস্র শিকারী বিড়ালী হোক না কেন, আমার ক্ষমতার দৌড় জানতে পারলে ঠিক এক আহ্লাদী বিড়ালের মতন গা ঘেঁষে চলে আসবে। আজ আমি এই সুযোগ সুদে আসলে তুলে নেব।

সোফার ওপর বসে পায়ের ওপর পা তুলে আমি সিগারেট ধরানো শুরু করলাম। হঠাৎ বাথরুমের কপাট খুলে গেল। হেলেন একেবারে বেরিয়ে এল, কিন্তু নগ্ন অবস্থায় নয়। একটা হলুদ তোয়ালে জড়ানো। শরীরে জ্বালা ও আগুন ধরানোর পক্ষে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতেই যথেষ্ট। কোমরটা সরু হতে হতে প্রায় সবে একরত্তি, তৎপরেই নেমেছে সুবিশাল ঢল, যার ব্যাখায় বাক চতুররাও বার বার ঢোক গিলবে। আমার আকস্মিক উপস্থিতি, স্পর্ধিত ভঙ্গিমা দেখে সে প্রথমে হতবাক।

তার বিপুল বিস্ময়, তৎপরে তজ্জনিত ক্রোধ হিংস্র শব্দের রূপ নেয়। —তুমি এখানে, আমার ঘরে, জানান না দিয়ে। এতদূর স্পর্ধা! আমি তোমার সাহায্য চাই না। তুমি দূর হয়ে যাও, হেলেন বললো।

ন্যাশ বললো, আপনি যে একদা সুকৌশলে ভ্যাস টমলিনকে হত্যা করে ছিলেন এ তথ্য আমি যেমন জানি, আর্ল ভেস্টারও তেমনি টের পেয়ে গেছেন, আপনি তার বিমার বিপুল পরিমাণ অর্থের লোভে তাকে প্রকারন্তরে খুন করবার মতলবে আছেন। বৃথাই প্রতিবাদ করছেন। গতরাতের ঘটনার আমি যে প্রত্যক্ষদর্শী।

তার মানে তুমি তোমার মালিকের হয়ে আমার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে সাক্ষী দেবে।

আমি আরো যুৎ হয়ে বসি, আদৌ নয়।

আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। তোয়ালে ঢাকা দেহটাকে কোনক্রমে আসনস্থ করে হেলেন বলল, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

আমার মনে প্রত্যাশার আলো তীব্রতর। যতই ঢেকেঢুকে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু

বৃথা চেষ্টা।

কামনার নিঃশ্বাস পেলেই এই তরুণী যে বিবশা পাথরবাটি হয়ে যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনা। ন্যাশ ভাবল আমি যদি একবার ওর শরীর মন্থনের সুযোগ পাই, তবে হেলেনের এই অপবাদ আমি দূর করবই।

হেলেন প্রশ্ন করল যে আমি কেন তাকে হঠাৎ সাহায্য করব। তার উত্তরে আমি বললাম, সাহায্য কেন করতে চাই আপনি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখুন মেমসাহেব। ঐ সৌন্দর্য ও যৌবন কজনেরই বা আছে। আমি ভীষণ অভাগী মেমসাহেব। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি, সুতরাং আমি চাই বাকি জীবনটা একটু নিশ্চিন্ত আরামের ও সুখের মুখ দেখি। তাই বলছি মেমসাহেব আপনি যদি রাজি থাকেন আমি আপনাকে এমনভাবে সাহায্য করব যাতে সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে অর্থাৎ ঐ নাদুস নুদুস লোকটির যাতে মৃত্যু হয় এবং টাকা পয়সা ও সম্পত্তিগুলিও যেন সুরসুরিয়ে আমাদের হাতে এসে পড়ে। কিন্তু মেমসাহেব টাকাটা এলে আধাআধি ভাগ হবে।

হেলেন রেগে গিয়ে বললো তোমার সাথে চুক্তি করতে আমি বাধ্য নই। তাহলে টাকাটা আপনি কোনোদিনই পাচ্ছেন না। স্বয়ং আর্ল আমাকে বলেছেন তিনি আর আপনাকে বিশ্বাস করেন না। তিনি বুঝে গেছেন অবিলম্বে আপনি ওর মৃত্যুও ঘটাতে পারেন। তাই তিনি পলিসির শর্তও বদলে এসেছেন।

হেলেনের চোখে তখন আগুনের ফুলকি।

আমি সঠিক বলতে পারছি না। তবে আপনাকে হয়তো আর নমিনি রাখেননি বলেই মনে হয়। হেলেন এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাওয়ার কথা ভাবে। ন্যাশ বললো, কোথায় যাবেন মাদাম?

ওখানে সমুদ্রবেলায় বৃদ্ধ ধনী কামুক মানুষ অনেক জড়ো হয়। আমি সুবিধামতন একজনকে খুঁজে নেব।

আমি বললাম একা যাবেন না। আমাকে অংশীদার করে নিন। আপনার রূপ যৌবন আর আমার শ্রম ও বুদ্ধি একেবারে, যে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাবে, তা আপনি এখন চিন্তাই করতে পারবেন না। তবে আপনি এখনও পারেন আর্ল সাহেবের মন গলাতে।

হেলেন বলে উঠল, এ কুমড়ো পটাশের সঙ্গে বিছানায় গিয়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। আমি চলি।

আমি ওর পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। ওর ডান ঘাড়ে চাপ দেবার চেষ্টা করতেই উদ্ধত কব্জি চেপে ধরে এক হেঁচকায় নিজের বুকের ওপর টেনে আনি হেলেনকে।

সে অন্য হাত দিয়ে তোয়ালেটাকে বুকের ওপর অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াসে বাধা দিতে ব্যর্থ। হেলেন তার মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। আমি ওর ভেজা ঠোঁটের ওপর আমার তপ্ত ঠোঁট নামিয়ে আনি। খুব জোরেই চেপে ধরি। তখন হেলেন তার অভ্যস্ত ক্ষমতায় কামুক হয়ে গেল, আমি ক্ষান্ত দিই না।

আমি তার চোখে চোখ রেখে ঠোঁট চুসছি। ধীরে ধীরে তার তোয়ালে ঢাকা স্তনের দিকে আমার পাঁচটা আঙুল এগিয়ে যাচ্ছে। যা এক সময় একটি স্তনবৃন্তের সন্ধান পায়। টের পাচ্ছি হেলেনের ভেজা ত্বক ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। যে বৃন্তে আমার আঙুল তা ক্রমশ তীক্ষ্ণমুখ হয়ে উঠছে। তার ঠোঁট নরম হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। আমি অনায়াসে তার মুখ গহ্বরে আমার জিভের ডগা দিয়ে তার জিহ্বাগ্র স্পর্শ করতে থাকি। এরপর যা করণীয় তা করলাম। হেলেন নিজেই নিজেকে চেপে ধরছে আমার শরীরের সঙ্গে। হায়রে কোন মূর্খ বলে এ তরুণী বরফ। হেলেন এতটাই উত্তপ্ত যে আমাকে বেআব্রু করার চেষ্টা করছে। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, শীতলতার নামমাত্র নেই।

বারেকের স্পর্শেই টের পেলাম যে ওর গুহামুখ কি পরিমাণ পিচ্ছিল। বিছানার দিকে এলিয়ে দিতেই সে তার দুই পা-কে সেই ভঙ্গিমায় নিয়ে আসে, যা এক বুদ্ধিমতী সুখ সন্ধানী নারীর সঙ্গম অভিজ্ঞতার নীট ও অপরিহার্য আবেদন। সত্যিই ওর সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নিখুঁত। কৃষ্ণবর্ণাঙ্গুলটি তাবুর মতন উঁচু। আমি এহেন হেলেনকে সোহাগে সোহাগে ভাসিয়ে দিয়ে বুকে ঘাড়ে গলায় জিভ বোলাতে বোলাতে একসময় সেই তাবু ভেদ করি। এমন মসৃণ গভীরতা আমি এর আগে দেখিনি কেবলমাত্র এই সুখের জন্যই যে কোন পুরুষ তার সারাটা জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারে।

বেশ কয়েকমাস বাদে আমি একটি যুবতীর সঙ্গে মিলিত হলাম, যা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হেলেন বুড়াদের সঙ্গে টাকার জন্য রাত কাটিয়েছে ঘৃণায় কিন্তু প্রকৃত যৌনসুখ সম্পর্কে তার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাটাই মার খাচ্ছিল। এই প্রথম সে জানল স্ত্রী পুরুষের মিলন কত সুখের! সেই যুদ্ধ একসময় শেষ হল। যুদ্ধকালে কত রঙ কত বিচিত্র নক্সা, কি কঠিন অপিচ মোলায়েম স্পর্শসুখ পেতে পেতে হেলেন একসময় দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে ওঠে, খিলখিলিয়ে হাসে এলিয়ে পড়ে থাকে বিবশা বিবস্ত্রা হয়ে। সন্ধ্যায় আর্ল ভেস্টারকে যখন স্টুডিও প্রাসাদ থেকে তুলে আনতে গেলাম তখন আচার আচরণে আমি একেবারে অন্যমানুষ। আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অসম্ভব সজাগ, ও টানটান। আর্ল টেবিলের ওপর ঝুলে এইমাত্র চিঠি লেখা শেষ করছে। একটা খামে ভরে নিজের হাতে ঠিকানাটা টাইপ করে খামখানা শেষের পকেটে চালান দেয়।

সে আজকে ফিল্ম দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে কিন্তু কেউ আসছে নাতো, তাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে।

কেবল এক শীর্ণকায়া, হাড় সর্বস্ব বড় বড় চোখের যুবতী একগুচ্ছ ফুল এনে তুলে দিল আর্লের হাতে। ভেজা স্বরে বললো, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ স্যার। আপনিই আমাকে একদিন এখানে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। আর্লকে বিচলিত মনে হল। সে যেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করল এই মুহূর্তে।

বিগত দিনের বহু পাদুকার শব্দ, হাততালির শব্দ, স্তুতি শুনেও মনে হয় যে কোনদিন এত তৃপ্তি পায়নি। গাড়িতে উঠে সে আমাকে বলল, ন্যাশ আমার জীবনের চরকি বাজি আজ এখানেই থেমে গেল। আমি আর খুব বেশীদিন এই ধরাধামে থাকতে চাইনা। তবে আমার এক কালের প্রিয়তমা স্ত্রী হেলেন বর্তমানে আমার কাছে শুধুমাত্র বিষকন্যা ছাড়া কিছুই নয়। তাকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যাবার চেষ্টা কবব। আর আমি এখনি বাড়ি গিয়ে তাকে যা যা বলব তার একমাত্র সাক্ষী থাকবে তুমি।

আমি ঘাড় কাৎ করে তার কথার সম্মতি জানাই।

আর্ল গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে। গানের মধ্যে ভেসে আসছে—গভীর বিষাদের এক করুণ অভিব্যক্তি।

বাড়ী ফিরে আর্ল আমাকে বলল, দেখ আমার খুব ভুল হয়ে গেছে, দয়া করে তুমি আমার এই চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলে আসবে।

খুব জরুরী চিঠি কিন্তু এটা।

আমি তার হাত থেকে খামখানা নিয়ে বাইরে একটু ঘুরে ফিরে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কফি খেলাম, আর চিঠিখানা পোষ্ট করতেও ভুলে গেলাম, বাড়ী এসে মনে পড়ায় ভাবলাম কাল সকালে ফেলে দিলেই হবেখন।

সেই মাত্রই ডাক এল আর্লের কাছ থেকে।

আর্ল, চিঠিটা পোস্ট করেছ?

আমি, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর্ল, 'খুব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যদি তুমি এবার গৃহকর্ত্রীকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে এস। ওর সাথে এখন আমার বোঝাপড়া হবে। যার একমাত্র সাক্ষী থাকবে তুমি।

কিছুক্ষণ পরে আর্ল ভেস্টার এবং হেলেন ভেস্টার মুখোমুখি হলেন।

আমি অদূরে দাঁড়িয়ে আছি।

আর্ল আজতো খুব নিখুঁত ভাবেই দাড়ি কামিয়েছে। একদমই মাল না খাওয়ায়, তার চেহারায় বেশ দৃঢ় প্রতিভার একটা ভাব ফুটে উঠেছে। তার উচ্চারণে কোন জড়তা নেই। এই আর্ল আমার কাছে একদমই অপরিচিত, ভীষণ ভাবে ইচ্ছা করছে আর্লকে তারিফ জানাতে।

আর্ল তার স্ত্রীকে বলতে থাকে, আমি যা বলবার, তা সংক্ষেপেই বলব। আমি স্বীকার করছি যে, আমি তোমাকেই বিয়ে করেছিলাম তোমার সৌন্দার্য আর যৌবনের লোভে। আর বিয়ের পর আমি বুঝতে পারলাম যে আমি ভীষণ ভাবে প্রতারিত হয়েছি। তোমার পাশে শোওয়ার থেকে একটা কাঠের পুতুলের পাশে শুয়ে থাকা অনেক বেশী আরামদায়ক আমার কাছে অন্তত।

হেলেন হঠাৎ প্রচণ্ড ধারালো হয়ে ওঠে। সে বলে, তুমি তোমার ড্রাইভার-কাম-বডিগার্ডকে সাক্ষী রেখে আমাদের যৌনজীবন ব্যাখ্যা করতে চাইছ নাকি?

আর্ল বলল, না, আমি আমার এক গভীর তথ্যের কথা তোমাকে জানাতে চাইছি। আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি আমার বীমার অপরিমিত টাকার লোভে যেন তেন প্রকারে তুমি আমাকে খুন করতে চাইছিলে। যাতে করে পুলিশের মনে হবে আমি দুর্ঘটনায় মারা গেছি। আমি আত্মহত্যা করেছি। এগুলো একদম মিথ্যে কথা।

এর থেকে বড় সত্যি আর কিছুই হয় না। আমাদের সামনে দাঁড়ানো ন্যাশও সেটা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু আমি তোমার পাকা ধানে মই দিয়ে দিয়েছি। তোমার আর কিছুটি করার থাকবে না সোনা। আমি বীমা কোম্পানীর ঝানু অফিসার ও তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা ম্যাডেক্সের সাথে দেখা করে পলিসির সমস্ত শর্তই বদলে দিয়েছি। তাদের আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি একেবারে সর্বসান্ত, বিপর্যস্ত। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি ফকির হয়ে যাব। আর ঐ জীবন কোন মতেই আমি সহ্য করতে পারব না। তাই আমাকে আত্ম-হত্যা করতে হবে। যদি আমাকে আত্মহত্যা করতেই হয় তাহলে আমার স্ত্রীকে অহেতুক ধনী করে যাব কেন? অর্থাৎ এর মানে দাঁড়াল, আমি যদি আত্মহত্যা করি, তাহলে হেলেন কিছু পাবে না। কিন্তু আমি যদি খুন হই বা কোন দুর্ঘটনার শিকার হই তাহলে হেলেন দারুণভাবে উপভোগ করে ভোগবিলাসের মধ্যে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর আমার মনে হয় হেলেনের চরিত্রানুযায়ী এবার হেলেন নিশ্চয় দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে লেগে যাবে আমাকে তথাকথিত দুর্ঘটনার শিকার করতে বা করো দ্বারা আমাকে খুন করাতে। কিন্তু হেলেন আমি সত্যিই ভীষণ ভাবেই দুঃখিত—তোমাকে আমি সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলাম বলে।

আর্লের কথা শেষ হতে না হতে হেলেন তীব্র শ্লেষাত্মক সুরে বলে উঠল, থাম, থাম। আমি তোমার কথার কোন কানাকড়ি মূল্যও দিই না।

আর্ল তার বড় বড় দাঁত বার করে হেসে বলল, তুমি ভুল করছ, আমার কথা হলো বেদবাক্যের ন্যায়।

ন্যাশ তুমি কিন্তু সাক্ষী রইলে। আমার সমস্ত কথাগুলো মনে রেখ। অবশ্য হয়ত হেলেন তোমাকে তার কব্জার মধ্যে পুরে ফেলেছে। কেননা যে কোন পুরুষকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এসে নিজের মত করে চালাবার এক সম্পদ ওর কাছে আছে। আর যাই হোক, আমি আর কিছুক্ষণ পরই আত্মহত্যা করব। আর তার পরেই হেলেনের ধনী রমনী হয়ে ওঠার কামনা ফানুসের মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একশোভাগ সুযোগ হেলেন কিন্তু পাচ্ছে, যেটা হচ্ছে গোয়েন্দা ম্যাডেক্সকে বুদ্ধির লড়াইতে হারিয়ে ও যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা আত্মহত্যা নয় খুন তাহলেই ও সবকিছু পেয়ে যাবে। পুলিশ তখন তাকে পিঁপড়ের মত ঘিরে ধরবে। বীমা কোম্পানীর চেকখানা আসতে না আসতেই ফাঁসির দড়িটা হেলেনের গলাতে চেপে বসবে। এই বলতে বলতে আর্ল ভেস্টার হি-হি- করে হেসে উঠল। কী বীভৎস সেই হাসির শব্দ, গায়ে একেবারে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি এখানে নির্বিকার। উঠে বাইরে বেরিয়ে আসি। তখন শুনতে পাই হেলেন খিস্তি দিচ্ছে বুড়ো ভাম, মাতাল বলে। ভেস্টার তোমার বুকের পাটা আমার জানা আছে। তুমি করবে আত্মহত্যা। ফুঃ—

বুনো ঘোড়ার যেমন লাগাম নেই, হেলেনেরও তেমনি কোন লাগাম নেই।

হেলেন আমাকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল উপরে নিজের ঘরে।

আমিও আমার নিজের জায়গায় আশ্রয় নেবার জন্য চলে এলাম।

ঠিক এমনি সময়ে বাড়ির চারদিকের রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ধ্বনিত হল গুলির শব্দ। আমার মনে হল, নিজের হৃৎপিণ্ডের একটা রত্ন খচিত তথ্য আমার সামনে নাচতে নাচতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দুনিয়ার সমস্ত অন্তবাক্য, কটুবাক্য, আহ্লাদ, সোহাগ, কামনা, বাসনা, স্বপ্ন, অপরিমিত লোভ সবকিছু একসাথে মিলেমিশে একটা বিকটহাস্য করে ওঠে।

নিজের ঘর থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসে হেলেন। তার মুখ একেবারে রক্তশূন্যের মত সাদা। কোনক্রমে আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, আগে তুমি যাও জেম আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছিনা।

আমি কপাট ঠেলে আর্ল ভেস্টারের কক্ষে প্রবেশ করি।

।। ছয় ।।

তার লাশ পড়ে আছে উপুড় হয়ে। মাথা দিয়ে খুব বেশী পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়নি। রিভলবারটা পড়ে আছে পায়ের কাছাকাছি। আমি আর নির্বিকার হয়ে থাকতে পারছি না। আমার চিন্তা, ব্যাটাতো অকাতরে গুলি চালিয়ে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু আমি এখন কি করব। এটাকে যদি খুন বলে সবার সামনে প্রমাণ করা যায়, তাহলে প্রায় লক্ষ লক্ষ ডলারের এক ভাণ্ডার থেকে আধাআধি ভাগ করে নেওয়া যাবে। অবশ্য সবার আগে শ্রীমতী হেলেনের সঙ্গে আরেক প্রস্থ জোরদার বোঝাপড়া হওয়া খুবই দরকার। আমার সারা শরীর কুল কুল করে ঘামছে। সারা শরীর ঘিনঘিন করে উঠছে।

রুমালের খোঁজে যেই মাত্র পকেটে হাত ঢুকিয়েছি তাতেই বুকের মধ্যে দারুণ ডঙ্কা বেজে উঠল। আমি সেই খামখানার কথা একেবারেই ভুলে গেছিলাম। এখন আমি মৃত আর্ল ভেস্টারকে সামনে রেখে চিঠিখানা বার করি। আর চিঠিখানার উপর চোখ বোলানোমাত্রই আমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে আসার যোগাড় হল। খুবই মূল্যবান এবং দামী চিঠি একখানা। খোদার অশেষ কৃপা তাই আমি এটাকে ডাকবাক্সে চালান দিতে ভুলে গেছি। এই চিঠিটা আমার সূত্রকে আরও বাস্তবায়িত করার পক্ষে একধাপ এগিয়ে দিল। চিঠিটা হুবহু এইরকম—

আর্ল ভেস্টার,
২৫৬ হিলসিক্রেস্ট অ্যাভিনিউ ১৯ জুন
হলিউড

প্রিয় বার্নেট,

আপনি যেহেতু একজন জাঁদরেল আইনজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, আমি আশা করিতেছি এই চিঠিখানা আপনাকে তেমন ভাবে বিচলিত করিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আজই আমার জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হইতে চলিয়াছে। এখন আমার সময় হইয়াছে, আমার ব্যর্থ জীবনের দাঁড়ি টানিবার। আজ রাতেই আমি নিজেকে গুলি করিয়া হত্যা করিব। কেননা, আপনি আমার বর্তমান পরিস্থিতি জানেন, আরাম আর স্বপ্ন বলিতে আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

কিন্তু এইসবের দুঃখও আমি অতি সহজেই ভুলিয়া থাকিতে পারতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী হেলেনের যন্ত্রণাদায়ক আচরণ সেটা হইতে দেয় নাই আপনি নিজেই ভালোভাবে জানেন হেলেন কিরূপ ডাকিনী চরিত্রের মেয়ে—! তার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল আমার মৃত্যু ঘটাইয়া, বীমা কোম্পানীকে ভাওতা দিয়া লক্ষ লক্ষ ডলারের একমাত্র অধিকারিণী হওয়া। তাই উহার এই নিষ্ঠুর ও দুর্বৃত্ত মনোভাব বুঝিতে পরিয়া আমি ঠিক করিয়াছি যে, আমি হেলেনকে সম্পত্তির কিছুই দিব না। বরঞ্চ আমার মৃত্যুর পর উহার কোমর যাতে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার জন্য কিছু কৌশল আমি স্থির করিয়াছি।

ইতিমধ্যেই আমি ন্যাশনাল ফাইডালিটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর গোয়েন্দা প্রফেসর ম্যাডেক্স মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার পলিসির সমস্ত শর্ত পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছি। আর এই নতুন শর্তের বয়ান যুক্ত পলিসিটা আমার নিজস্ব ড্রয়ারে রক্ষিত আছে মনে হয়। প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ কিনা, যেই মুহূর্তে আমার মৃত্যুর সংবাদ আপনার নিকট যাইবে আপনি এই পত্রের বলে ঐ ড্রয়ার হইতে পলিসি-পেপারটির আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে শুরু করিবেন।

শর্তের কেন্দ্রবিন্দু হইল যে আমি যদি নিজেকে নিজে গুলি করিয়া হত্যা করি, বীমা কোম্পানি শ্রীমতী হেলেন ভেস্টারকে একটি পয়সাও দিবে না। তবে আমার মনে হয় হেলেন সেইরূপ অর্থলোভী ও চতুরতার অধিকারিনী যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে আমার আত্মহত্যাকে একটি পরিকল্পনা মাফিক খুন রূপে প্রকাশ করিতে। সে এটা প্রমাণ করিতে পারলেই বীমা কোম্পানীর ঘাড়ে কাঠালটি ভাঙিতে সক্ষম হইবে। ও যদি এক মিলিয়ন ডলারের চারভাগের তিনভাগ অর্থও পায় তাহা হইলে এই পৃথিবীর যেকোন পুরুষকেই সর্বনাশের সুতায় গাথিবে। আর সেটা কল্পনা করিয়াও আমি এখন শিহরিত হইয়া উঠেছি।

আপনার কাছে আমার আশঙ্কা হয়ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আমার অর্থাভাবই

আশঙ্কার জন্ম দিয়াছে।

আমার এই বাড়িতে অতি সম্প্রতি একটি কর্মঠ, বলিষ্ঠ যুবক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। সে আমার গাড়ি চালানো হইতে পাহারা দেওয়া সমস্ত কাজই করে। তাহার নাম গ্রীন ন্যাশ। উহাকে আমার বিশ্বস্ত বলিয়াই মনে হয়। হেলেন হয়তো চেষ্টা করিবে, আমার আত্মহত্যাকে 'ন্যাশের হস্তে আমাকে খুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে। তাহার মতো চতুর নারীর পক্ষে অন্য কাহাকেও খুনী রূপে চিহ্নিত করা বিচিত্র নয়।

পাছে হেলেনের ললাটে ঐ ধরনের কোন চন্দ্রমার উদয় ঘটে তাহারই জন্য আপনার নিকট আমার এই প্রতিবেদন।

আমার আইনের বয়ানকে আরো দৃঢ় করিতে আমি আমার স্টুডিও-র মহিলাকর্মী মিস লেনক্সকে দিয়া স্বাক্ষরের সনাক্তকরণ করিয়া রাখিয়াছি।

আমি আবার পুনরায় বলিতেছি যে আমি সজ্ঞানে, অবিকৃত চিত্তে, এমন মনে নিজেকে হত্যা করিব। হেলেন কি বলিল বা প্রমাণ করিতে চাহিল, তাহা একেবারেই গৌণ। অবশ্য মিস লেনক্স এই পত্র সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। সে খালি আমার স্বাক্ষরকে সনাক্ত করিয়াছে।

বিদায়

ইতি

আর্ল ভেস্টার

স্বাক্ষরের সাক্ষী—

জে লেনক্স

চিঠিটা পড়ছি যখন আমি, মগজে প্রবেশ করছে প্রতিটি শব্দ মন্ত্রোচ্চারণের মতন। এ ঘরে হেলেন প্রবেশ করল ছায়ার মতন। আমাকে চমকে দেয় তার তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, তুমি কি করছ? ঘুরে তাকাই আমি। যদিও প্রায় রক্তশূন্য মানসিক বিপর্যয়ে, ছায়াহরিণী, নয়নাভিরাম এখনো। এখনো কাণ্ডজ্ঞানহীন আমার মগজে, লোভের আছাড়ি-পিছাড়ি—যদি খুনের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আত্মহত্যাটাকে, আমার মুঠোর মধ্যে থাকে হেলেন যদি, তবে আমিও পরিণত হতে পারি আমেরিকার এক ধনী ব্যক্তিতে। আমি অনুভব করতে পারছিলাম সেই সঙ্গে একথাও, কত জরুরী আমার নিরাপত্তার পক্ষে আর্লের চিঠিখানা। খুন বা আত্মহত্যার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কখনো আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলে, পুলিশ অথবা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর গোয়েন্দা সদর্পে জানাবে টিনের কেনেস্তারায় শব্দ তুলবার মতন আর্লের অন্তিম জবানবন্দীটাই—খুনী নয় মোটেই গ্রীন ন্যাশ। খুন করেনি তন্বী সুন্দরী হেলেনও। আর্ল ভেস্টার নিছক পথ বেছে নিয়েছিল আত্মহননের। তবে উপায়হীনের উপায় এটা তো একেবারে। যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে তার আগে আমাকে, এটাকে দাঁড় করাতে হবে খুনের কেস হিসাবে। গ্রীন! হেলেন ডাকল মৃদুস্বরে। সে নাম ধরে ডাকছে আমার এই প্রথম। এমনকি, পরম উল্লাসে আমি যখন প্রবেশ করেছি ওর শরীরের গভীরে—এই খানদানী মহিলা এমন চাপা স্বরে আমার নাম ধরে ডাকেনি সেই উত্তেজনাময় দিশেহারা মুহূর্তগুলোতেও।

অপেক্ষা কর, চিন্তা নেই, ঈষৎ ঊর্ধ্বপানে আমার ডান হাতখানা তুলে বললাম আমি। ভাবতে দাও আমাকে। অবকাশ কোথায় ভাববার আর? অবশ্যই তলব করতে হবে একজন ডাক্তারকে আমাদের এখন। পুলিসকেও খবর দিতে হবে।

ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে হেলেনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা—কথাগুলো প্রমাণ করে। ধুয়েমুছে সাফ তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বৈদগ্ধ্যের গভীরতা।

ব্যস্ত হবে না, আমি বললাম বিলক্ষণ দৃঢ়তার সঙ্গে। সে বিস্মিত আমার স্বরের ওজস্বিতায়। মধ্য প্রাচীন মহিলারা যেমন বাইরের দুনিয়াকে বোরখার আড়াল থেকে অবাক হয়ে দেখে, হেলেনও তেমনি পাঠ করার চেষ্টা করছে আমার মনের ভাষা।

নির্দেশ দেওয়ার কণ্ঠে আমি তাকে বলি, চুপচাপ বসে থাক উপরের ঘরে গিয়ে। পরে আসছি আমি।

হেলেন পা টেনে টেনে রওনা দেয় তার নিজস্ব নির্জন মুল্লুকের দিকে। আমি চেয়ে চেয়ে ভাবি তখন লাশটার দিকে—একটা উপায় বের করতে হবে আমাকে এর রক্ত উষ্ণ থাকতে থাকতে।

তারপর কব্জা করাটা কঠিন হবে না ঐ খুবসুরত জেনানাকে। একসময় এ ঘরে সটান দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড ফ্রিজটার ওপর আমার সন্ধানী দৃষ্টিটা এসে থমকে যায় এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতেই। যা থেকে বের হয়ে আসছে একটা সিঁ-সিঁ শব্দ। রক্তের প্রাবল্যে প্রত্যাশার ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আমার ব্যাজার মুখ, ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। অনেক সম্ভাবনার আধার ঐ রেফ্রিজারেটরের ডীপ ফ্রিজকেবিনটি। সে দূর করে দেবে হতাশার কুয়াশাকে। আমি এক রেফ্রিজারেটর কোম্পানীতে কাজ নিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে জীবিকার সন্ধানে। তখন জেনেছি, কি অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ডীপফ্রিজ কেবিনেট। বে-ইজ্জৎ বা বুরবাক করে দিতে পারে অনেক দুঁদে বুদ্ধিমান গোয়েন্দাকেও।

এখন যে অবস্থায় আছে ঐ যে ভেস্টারের লাশটা, যে অবস্থায় আছে দেহের শিরা উপশিরা রক্তমজ্জা তা একই স্থানে থমকে থাকবে ডীপ ফ্রিজের কল্যাণে কয়েক মাস ব্যবধানেও। বুঝতে পারবে না কোনো শালা, আর্ল ভেস্টার খতম হয়েছে কবে কখন আপন প্রবৃত্তিতে বা অপরের দ্বারা। এ নিয়ে হেলেনের সঙ্গে আড়ালে ঠাট্টামস্করা করা যাবে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়েও।

যেখানে হেলেন রয়েছে আমি ওপরের ঘরে সেখানে উঠে এলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেক আর্লের নিষ্প্রাণ দেহের সঙ্গে কাটিয়ে। কেবলমাত্র কম পাওয়ারের লাল আলোটা জ্বালিয়ে ঘরের সব পর্দা নামিয়ে দিলাম, নতুন করে মোলাকাত করতে আমার সঙ্গে হেলেন অপেক্ষমান। হেলেন আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে বিছানার ওপর। তার যৌবন ও দৈহিক শক্তির আভাস দিচ্ছে স্বচ্ছ সিল্কের গাউন যুগপৎ। বোঝা যায় হেলেনকে দেখলে, এ মেয়ে শারীরিক ক্ষমতায় পিছিয়ে নেই আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতন। যে কোন মুহূর্তে সক্রিয় আঘাত বা প্রত্যাঘাত করতে সক্ষম ওর পেশীগুলি শক্তিকে সংহত করে। যতই হোক না কেন ওর বুকদুটো মোলায়েম, মসৃণ ও বিপুল। কমনীয়তা বর্জিত মেরুদণ্ড ইস্পাতের মতন। আমি দেখতে পাচ্ছি হেলেনের বুকের উপত্যকা। সৃষ্টিতে অসাধারণ কামনার বাতাবরণ।

এতক্ষণ কি করছিলে? খবর দিয়েছে পুলিশকে? সে জিজ্ঞেস করে।

চেয়ার নিই আমি একটা। দুটো ফুলকরা গ্লাসে কিছুটা ঢালি টেবিলের ওপর রক্ষিত হুইস্কির বোতল থেকে। হেলেনের দিকে একটা এগিয়ে দি।

রক্তে চনমনে ভাব গলায় কিছুটা ঢালতেই।

আমি, না, খবর দিই নি পুলিশকে।

হেলেন, তাদের খবর দেবে তুমি অবশ্যই।

আমি, তুমি শুনেছ, আর্ল কি বলেছিল আত্মহত্যার আগে। বলেছিল, তার আত্মহত্যার ব্যাপারটাকে আমরা যদি খুন বলে প্রমাণ করতে পারি বুদ্ধির জাল বুনে, আমাদের পকেটে লক্ষ লক্ষ ডলার চলে আসবে। আমার ও তোমার পদমূলে তখন গোটা দুনিয়া।

হেলেন, তুমি কি বলতে চাও? এখানে আমি দেখিনা আশা-নিরাশার কোন চড়াই-উতরাই। আমি ফিরে যাব আমার আগের অভাব ও আক্রার জীবনে। আমি নিজেই ফাঁদে পড়ে যাব আত্মহত্যাকে খুন বলে চালাতে গেলে। আমিই খুন করেছি আর্লকে টাকার লোভে, পুলিশ ধরে নেবে। ফাঁসি কাঠে ঝুলে পড়বার আমার দরকার নেই। মেনে নিচ্ছি বিধিদণ্ড ভবিতব্যকেই।

টেবিলের ওপর সশব্দে গ্লাসটাকে নামিয়ে রেখে আমি বললাম, শোন। পেতে পারি টাকাটা আমরা। তোমাকে টাকা দেবে ন্যাশনাল ফাইডেলিটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর বাপ।

পাগল করে দিয়েছে তোমাকে লুণ্ঠনলিপ্সা। ফোন কর এখুনি পুলিশকে।

খারাপ হয়নি মোটেই আমার মাথা বা আমি বুঁদ হয়ে নেই কোন আকাশকুসুমজাত কল্পনায়। এমন এক অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি করব আমি বুদ্ধি খাটিয়ে, গোয়েন্দারা ও পুলিশ ব্যর্থ হবে যা ভেদ করতে। বাধ্য হবে রাতারাতি রানী বানিয়ে দিতে কোম্পানী তোমাকে। বিশেষত সময় যখন বেরিয়ে যায়নি আমাদের হাত থেকে।

কি বলতে চাইছ তুমি?

বলতে চাইছি যে, এখনো সময় রয়েছে আমাদের হাতে।

না আদৌ সময় নেই আমাদে হাতে। সময় তার বিবর্তনের ছাপ রেখে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে লাশের শরীরে। একজন ডাক্তারকে ডেকে আনা আশুকর্তব্য হচ্ছে তোমার এখন।

ডিপ ফ্রিজ কেবিনেটে ঢুকিয়ে দেওয়া আর্ল ভেস্টারের লাশটাকে এনে আমার এখন আশুকর্তব্য এটাই।

স্ক্রুগুলি আলগা হয়ে গেছে তোমার মাথার।

চুপ। সর্বক্ষণ সক্রিয় এবং শীতল আমার মগজ। কি করতে চলেছি আমি, আমার ধারণা আছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট। আমি ভাসমান নই, নিছক স্বপ্নের ফানুসে বা কল্পনার জৌলুসে। দেখ, আমি এর আগে অনেক রকম কাজ করেছি, অনেক জায়গায় পেটের তাগিদে। ফ্রিজের কারিগরের কাজ থেকে শুরু করে বেশ্যার দালালি পর্যন্ত। আমার হাতের তালুতে আঁকা দুনিয়ার যে কোন রেফ্রিজারেটরের কারিকুরি। আমরা যদি লাশটাকে ঢুকিয়ে দিই তোমাদের ঐ প্রকাণ্ড ফ্রিজটার ডিপ কেবিনেটে আর্ল ভেস্টারের মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্ণয় করা ডাক্তার বা পুলিশের ঠাকুরদার সাধ্যি হবে না। ঠিক সেই অবস্থায় লাশ থাকবে এখন যে অবস্থায় রয়েছে। সাতদিন, দশদিন, পনেরো দিন, এক মাস, দেড়মাস...আত্মহত্যাটাকে খুনের কেসে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের হাতে অঢেল সময়। বুঝতে পারছো?

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে হেলেন আমার মুখের দিকে—আশা-হতাশার বিবিধ ভগ্নাবশেষ এখনো সেখানে। বাঁ দিকের জানু বহুলাংশে দেখতে পাচ্ছি গাউনটা অনেকটা সরে যাওয়ায়। এর যৌন প্রভাব অসীম। ঈষৎ রোমশ আভাষ থাকায় ঐ যুবতীকে নিয়ে পতন অভ্যুদয়ে গড়া সময়ে ঝাঁপ দিতে রাজি থাকবে দুনিয়ার সেরা পুরুষরা, অনেক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও। আমি এগিয়ে যাই ওর দিকে কথা বলতে বলতে। যেদিন ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে আনব লাশটাকে, এখনকার মতন ওর পরিস্থিতি থাকবে। আর্ল ভেস্টার প্রাণ হারিয়েছে পিস্তলের গুলিতে এইমাত্র ঘন্টা দেড়েক আগে—পরীক্ষা করে রায় দেবে ডাক্তার-পুলিশ। সহজ সরল কী ব্যাপারটা, দেখতে পাচ্ছ।

হেলেন উঠে বসে একহাতে ভর দিয়ে। আমি শুনতে পাচ্ছি শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ। না, এ সম্ভব নয়, হেলেন প্রতিবাদ জানায় হঠাৎ তীব্রকণ্ঠে। ধরা পড়ে যাব আমরা ঠিক। পুলিশ খুনের মামলা দাঁড় করাবে। তখন অরণ্যে রোদন কোনরকম সাফাই গাওয়াই। এ সবে নেই আমি, না বাপু। নিশ্চয় জীবনের দাম বেশী টাকার চেয়ে।

সে মদের গ্লাসটা তুলে নেয় হাত বাড়িয়ে। কাঁপছে তার হাত। বলল, আমি ভয় পাই ম্যাডেক্সকে। খুব ধুরন্ধর গোয়েন্দা। লক্ষ রকমের ভাবনা আর হাজারটা চোখ।

বাঁকা হাসি আমার ঠোঁটে। তথাপি আমাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারবে না ম্যাডেক্স বা পুলিশ।

বল খোলসা করে।

আর্ল ভেস্টারের লেখা শেষ চিঠি আমার পকেটে রয়েছে—যার অসীম গুরুত্ব! ভেস্টার ডাকবাক্সে ফেলে আসতে এই চিঠিখানা আমাকে দিয়েছিলেন। আমি তা করিনি সৌভাগ্যক্রমে। ভেস্টার চিঠিটা লিখেছেন তাঁর উকিলকে। শোন, আমি পড়ে শোনাচ্ছি এটা তোমাকে। হেলেন স্থিরনেত্রে আমার দিকে তাকায় এমন এক অনুপম ভঙ্গিমা নিয়ে, যার ভাবা আমার জানা নেই তারিফ গাইবার মতন। সে আমাকে দেখছে দু' হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে ভুরু ওপরের দিকে তুলে। নিশ্চুপ সে এমন যুবতী নয় অপ্রয়োজনে আলাপচারি হবার মতন। যদিও সে কারুর চেয়ে কম পল্লবগ্রাহী নয় লোভ ও বাসনার তাগিদে। পড়তে থাকি আমি চিঠিটা। শেষ হয় আমার চিঠি পড়া। বুক-কাঁপানো নাড়ী-টানা প্রতিক্রিয়া তারপর শুরু হল। হেলেন রি রি করছে রাগে। বিষাক্ত বিদ্যুৎ তার নীল চোখে, শয়তান! আমার জন্য ফাঁদ পেতে গেছে শয়তানটা কত ভেবেচিন্তে। যেন তার চরম মোক্ষ আমাকে কষ্ট দিতে পারলেই। শালা, খচ্চর, হারামী!

হেলেন তার মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ খিস্তি পাড়ছে, বেশ্যা মেয়েরাও অনুপ্রেরণা পেতে পারে খিস্তির ভাষা শিক্ষা এর কাছ থেকে। স্বাভাবিক তোমার ক্ষোভ, আমি বললাম। সত্যি বেশ পরিষ্কারই ছিল আর্লের মাথাটি। তবে নিখুঁত বলা চলে না একেবারে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি দু'একটা ছিদ্র। কপাল ফিরবে আমাদের, যদি সতর্কতার সঙ্গে এগুতো পারি অন্ধকারে—আমাদের পকেটে এসে যাবে

চন্দ্র সূর্য কিনে নেবার মতন রেস্ত, অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী আমার। আমি পকেটে চালান দিই সযত্নে চিঠিখানা ভাঁজ করে। আরো দু-পা এগিয়ে যাই হেলেনের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ককে আরো নির্ভরযোগ্য গড়ে তুলবার মানসে। ঠোঁটের ওপর ঝুলিয়ে রাখি স্মিত হাসি। কিন্তু হেলেনই যে হেলেন অর্থাৎ সে যে ক্রুদ্ধ ও সতর্ক সর্পিণীর মতন, পরক্ষণে তার প্রমাণ পেলাম, হাতেনাতে।

ন্যাশ, ঐ চিঠিটা চাই আমার, সে শীতল স্বরে উচ্চারণ করল।

অগ্রবর্তী আমি আর হই না সঙ্গে সঙ্গে। জবুথবু হয় আমার দেহ। বললাম যথেষ্ট চাপাস্বরে, দুঃখিত হেলেন, আমি হস্তান্তর করতে পারি না চিঠিটা তোমাকে কোনক্রমেই। যথাস্থানে রেখে দেব এটিকে অতি যত্নে। আসলে ষোলআনা বিশ্বাস করতে পারি না আমি তো তোমাকে। উচিৎ নয় পারাটা। তাই না? তোমার হেপাজতে যায় চিঠিটা যদি, তারপর আর্ল খুন হয়েছেন—প্রতিষ্ঠিতও হয় যদি, একথা তুমি কি আমাকে লক্ষ লক্ষ ডলারের এক-শতাংশও দেবে বীমা কোম্পানী থেকে পাওয়া?

শপথ নিয়ে বলছি ঈশ্বরের নামে দেবেনা, দেবে না, দেবে না। বরং পুলিশ যাতে আমাকেই খুনী হিসাবে পাকড়াতে পারে, তুমি আর কারুর সঙ্গে এমন একটা বন্দোবস্ত করে আসবে। অথবা আমেরিকার দুর্দ্ধর্ব মাফিয়াদের কাজে লাগিয়ে তুমি তখন আমাকে খুন করাবে টাকার জোরে। না, হেলেন রক্ষা করতে পারছি না কোন নির্দেশ, উপদেশ বা অনুরোধ এ ব্যাপারে।

হেলেনের দাবি পূর্ববৎ এতগুলি কথা বলে যাবার পরও, ন্যাশ, আমার চাই-ই চিঠিটা।

আমি বলি ওর চোখে চোখ রেখে, আমি কি বলেছি তুমি তো শুনলে। হেলেন বিছানা থেকে নামছে এ সময় ধীরে ধীরে। মুহূর্তের জন্যেও সরে আসছে না আমার সতর্ক দৃষ্টি ওর ওপর থেকে। যদিও সে তার বুকের অনেকটাই আমাকে দেখাল খাট থেকে নামবার সময়। তবুও অনুভব করতে পারি আমি কেমন কঠিন ও ধাতব হয়ে উঠছে হেলেন ভেস্টারের পেশীগুলি। অসাধারণ শক্তিময়ী এ হলো সেই, যে একদা একটি আস্ত লোককে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে। মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে কোন রকম ভুল ধারণা থাকাটা ওর দৈহিক শক্তি সম্পর্কে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় হেলেন ধীরে ধীরে। সে নিজের রক্তবর্ণ চুল ঠিক করতে থাকে আমার দিকে পিছন ফিরে। আমি চেয়ে আছি তার দিকে। সেও আমাকে দেখতে পাচ্ছে ড্রেসিং টেবিলের কাছে। ফুটে ওঠে বিচিত্র এক চিলতে হাসি তার ঠোঁটের কোণে। বলে, ন্যাশ আমাকে দাও চিঠিটা।

হেলেন, আমি দিতে পারি না চিঠিটা তোমাকে। এ জিনিষ যতবার ইচ্ছা নিতে পারবে তুমি আমার কাছ থেকে দিনে-রাতে বার বার দেব তোমাকে আমি. .। হেলেন তার গাউনটা তুলে ধরছে খুব ধীরে ধীরে তার বাঁ হাত দিয়ে। যেন পর্দা সরছে কোন প্রেক্ষাগৃহের। রুদ্ধশ্বাস হতে বাধ্য উৎকণ্ঠিত দর্শক। সাধারণ সুন্দরী তো নয় হেলেন। প্রকৃতই মানুষকে ভীষণভাবে দগ্ধ কবতে পারে তার জানু পশ্চাদ্দেশ, বস্তিপ্রদেশ তথা গোপনাঙ্গের বিপুল বিস্তার। পুরুষ ভুলে যাবে সামান্য আভাস পেলেই—আদতে এক সর্পিণী হেলেন, দোস্ত-বা প্রেমিক থাকতে পারে না যার কোন। বুঝতে পারি এবং সেই সুযোগে হেলেন আমাকে বিহ্বল করে রাখতে চাইছে তার যৌনজ সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে। মিথ্যা নয় আমার অনুমান। একহাতে সে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটাকে খুলতে চেষ্টা করছে আর অন্য হাতে গাউন ওপরের দিকে তুলছে। কিন্তু গ্রীন ন্যাশ আমিও যে, অনেক দেখেছি জীবনে, ঝামা হয়ে গেছি পুড়ে পুড়ে...বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ি ওর ওপর হেলেনের ঐ রূপ-যৌবন-যৌন আবেদনকে এই মুহূর্তে আর আদাবতসলিমাত না করে। ওকে কয়েক হাত দূরে সরিয়ে আনি এক হ্যাঁচকা টানে। একটি অটোমেটিক হিমেল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে খোলা ড্রয়ারে .২৫ মাপের। অনুমান করেছিলাম আমি, হেলেনের শারীরিক শক্তি। কিন্তু ভাবতে পারিনি, তার শক্তি যে অমন দারুণ। কি ভাবে কায়দা করব ভাবছি আমি তাকে পিছনে টেনে এনে, সে আমাকে আমার হাঁটুতে তার বাঁ পা দিয়ে বেমক্কা মারল ভাবনার কোন ফুরসৎ না দিয়েই। আমি পেছনে ছিটকে যাই অস্ফুট আর্তনাদ করে। ড্রেসিং টেবিলের দিকে আবার ঝাঁপ দেয় সেই সুযোগে হেলেন। কিন্তু আমি ওকে প্রত্যাঘাত করি পিস্তলটা তুলে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই। পিস্তলটা যে হাতে ধরা আছে, প্রথমে সেই হাতে। দরজার কাছে পিস্তলটা ছিটকে পড়ে। তারপর কনুই দিয়ে ওর কোমরে ভীষণ জোরে গুঁতো মারি। নীল হয়ে ওঠে হেলেন যন্ত্রণায়। ছিঁড়ে ফেলব আমি তোর ইয়েটা বলে, দাঁতে

দাঁত ঘষে...। সত্যি, সে ধরবার চেষ্টা করে খামচে আমার সর্বাধিক স্পর্শকাতর দুর্বলতম স্থানটি। আমি ব্যবধানে সরিয়ে আনি কোনক্রমে নিজেকে। হাত বাড়িয়ে তুলে নি পিস্তলটা প্রায় উবু হয়ে। তাক করে উঠে দাঁড়াই পিস্তলটা হেলেনের কপালের দিকে আর জীবনে আমাকে প্রথম নারী হত্যাই করতে হবে বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা করলে। যাও, বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে। আমি এ ঘরেই থাকব আজ রাতটা। হয়তো খুন করে ফেলবার জন্যই, বা আমাকে কাবু করবার জন্য, যে হেলেন অ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের মতন ঘুরছিল এতক্ষণ যাবৎ। সে মুহূর্তে কাঠপুতুলী ঐ উদ্ধত পিস্তলের দিকে তাকিয়ে। আর কি উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও।

সে হিসফিসিয়ে বলল, টকটকে লাল মুখে ঘৃণা, নৈরাশ্য অনুযোগ, ভর্ৎসনা—সবকিছু মিশিয়ে, ন্যাশ, অনেক মূল্য দিতে হবে এর জন্য তোমাকে। দিলে ভাল করতে চিঠিটা আমাকে।

হেসে উঠি আমি, যে মূল্য আমাকে গুণতে হত চিঠিটা তোমাকে দিলে এখন আমাকে কম ঝামেলা পোহাতে হবে তার তুলনায়। যাও, কোন এক ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও আর কথা না বাড়িয়ে। চিন্তা কর মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে। আমাকে সিদ্ধান্ত জানাবে কাল দুপুরের মধ্যে। আমরা চমৎকার উপভোগ করতে পারতাম এ ঘরে বিছানার ওপর আজকের রাতটায়, তুমি যদি প্রথমেই রাজি হয়ে যেতে।

ঠোঁট ভাঙে হেলেন, ন্যাশ, স্পর্ধা ও সাহস সীমাহীন তোমার।

বললাম, আসলে আদত পুরুষমানুষের সঙ্গ পাওনি তুমি এ অব্দি কোন। সেই স্বাদ পেতে শুরু করেছ তুমি আমার মধ্য দিয়েই। আর জানত, আমি তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে আনবোই কোন নারীর প্রতি একবার নেকনজর দিলে।...

...তোমার হয়েছে সে অভিজ্ঞতা আজই দুপুরে, তোমাকে দিতে পেরেছিল কি এর আগে কোন পুরুষ? আমাকে যখন টাকাটা টানছে ঠিক সেই ভাবে, সেটা আমি হাসিল করবই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। বুঝলে?

কেমন যেন বিহ্বলতা দেখতে পাই এই প্রথম হেলেনের দৃষ্টিতে। সে চলে যায় ঘর ছেড়ে আস্তে আস্তে। সে রাতে আমি উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে বিনিদ্র বেশীর ভাগ সময়। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা। কাটাকুটি হরেক। আমরা কি ভেস্টারের লাশের ধারক ফ্রিজ-টাকে সরিয়ে রাখব অন্যত্র একটি ঘর ভাড়া নিয়ে? না ঝুঁকিবহুল হবে সেটা বরং। তার চেয়ে আর্লের অবিকৃত লাশটা নিয়ে ফ্রিজটা যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাক। সন্দেহ করতে পারবে না ম্যাডেক্সও। ক্রমে সূর্যের আলো পড়লো চোখের ওপর এসে। একটি অল্পবিস্তর ব্যস্ত দিনের সূচনা একটি বিপদগ্রস্ত রাত্রির অবসানে। আমি ঢুকলাম সেই ঘরে গিয়ে, শুয়ে আছে সেখানে হেলেন। খোলাই রেখেছিল কপাট বুদ্ধিমতী। রাতেই আমি একবার ঢুঁ মারতে যাব, হয়তো আশা করেছিল। না, দেবী তোমার আশা করা ঠিক নয় আমার অতখানি মনোযোগ। দরজা বন্ধ করি ঘরে ঢুকে।

সুপ্রভাত, স্বরে পঞ্চম এনে বলি। আশা করছি তোমার মনকে স্নিগ্ধ করে তুলেছে ভোরের সূর্য। তুমি কি আমাকে ঘৃণা করছ এখনো?

কোথায় চিঠিটা, হেলেন বলল?

সেফ ডিপোজিট লকারে। স্থানীয় এক ব্যাঙ্কে, উত্তর দিলাম। নিরাপদ স্থান আর হয় না এর চেয়ে। ভুলে যাও চিঠিটার কথা, একটু থেমে বলতে থাকি তোয়াজ করবার গলায়। তোমাকে বা আমাকে ক্ষতি করবার জন্য নয় ঐ চিঠির একটি শব্দও। তাকাও সামনের দিকে। আমরা দু'জনে সামিল হতে যাচ্ছি যূথবদ্ধ হয়ে কী প্রচণ্ড সংগ্রামের। এক মিলিয়ন ডলারের তিন-চতুর্থাংশ। ভেবে দেখ কি অপরিমিত অর্থ! আমরা দুজনে এক একজন কুবের সমান সমান ভাগ করে নেবার পরও। এসো আমরা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিকে অগ্রসর হই—অবিশ্বাস, সন্দেহ, ও অভিমান দূরে সরিয়ে রেখে।

হেলেন নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে আর কোন তম্বি-তম্বা না করে। সামান্য হিল্লোল ওঠে চাদরে ঢাকা তার শরীরে। কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ঠিক আছে, আমি বললাম। চিন্তা করে দেখ তুমি আরো। তোমার সিদ্ধান্ত জানতে আবার আসছি কয়েক ঘণ্টা পর।

পা বাড়িয়েছি ফিরে আসবার জন্য আমি, হেলেনের মৃদু সুরেলা কণ্ঠস্বর কানে এল, এটাকে

বাস্তবায়িত করবে তুমি কি ভাবে?

ফিরে আসি আমি, এখনো তৈরী করিনি দাবার ছকটা। জেনে নি আগে আমি, তুমি আছ কিনা আমার সঙ্গে। কাজে এগিয়ে যাওয়া মানে তো কুরবানির বকরি হয়ে যাওয়া, তোমাকে সঙ্গে না পেয়ে। শুধু সমস্ত প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি আমি একটা কথা, শতকরা নিরানব্বুই ভাগ আমাদের টাকাটা পেয়ে যাবার কথা। আমি ঝুঁকি নিতুম না এর একাংশ কম হলেও। রাজি কি তুমি, বলো?

রাজি, হেলেন বলল, চোখের পাতা নিষ্কম্প রেখে।

আমি উদ্বেল হয়ে উঠি জব্বর উল্লাসে। আনন্দ কঠিন যুদ্ধজয়ের। যদিও প্রসাধনের অভাবে সে এইক্ষণে ঈষৎ বেজৌলুস। এত বেলাতেও হেলেনের বাসি মুখ। আমি ওর ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট খুব জোরে চেপে ধরি ওর শায়িত দেহের ওপর ঝুঁকে। ওর স্তনবৃন্তে বিবিধ অনুরনন তুলতে প্রয়াসী হই চাদরের তলায় হাত ঢুকিয়ে। মশগুল হই হরেক প্রেম ও কাম জড়ানো বিশ্রামালাপে অর্থাৎ যা যা একজন পুরুষের করণীয় আমি উদ্যত হই সবই করতে।

নর-নারীর দৈহিক মিলনের পূর্বক্ষণে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোন সাড়া পাচ্ছি না হেলেনের তরফ থেকে। সে নির্বিকার শীতল পাথর, হিম। নারী এই সেই—যে তার স্বামীর বিরক্তি ও শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড সৌন্দর্য ও যৌনজ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও। কঠিন অভিব্যক্তি এই সেই। নিরাশ হয়ে সংসর্গে বিরত হয় আমার মতন ঘুঘু লোকও। সরে আসি। বসলাম একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, একদমই ইচ্ছে নেই এখন তোমার বুঝতে পেরেছি।

অনেক মিলবে সে ফুরসৎ কাজের কথায় আসা যাক তার চেয়ে বরং। প্রাথমিক স্তরে কিছু অর্থের প্রয়োজন কাজে নামতে গেলেই। দেড় হাজার ডলার আমার আছে। সামান্য ওটা তো, অনেক দরকার আরো। বিক্রী করে আসতে হবে ক্যাডিলাক গাড়িটাকে সানফ্রান্সিসকোতে।

আমার গাড়ি ওটা, হেলেন নাড়া খায়। ঝেড়ে দেবার মতলবে আছ ফাঁকতালে ওটাকে।

দাবড়ে উঠি আমি, করবে না ছিঁচকাঁদুনি মেয়েদের মতন।

উচিৎ নয় অর্থহীন বাক্য খরচ করা। কিছু মূল্যবান জিনিস ঢালতেই হবে ফাঁড়া-গর্দিস কাটিয়ে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে গেলে।

শনিবার আজ। মনে হয় না আজ কিছু ঘটবে। রবিবার আগামী কাল। সুতরাং নিরাপদ আগামীকালও। কিন্তু নিশ্চয় সোমবার থেকে টুঁ মারতে আরম্ভ করবে আর্লের এক-আধজন পাওনাদার। কিছু মালকড়ি বেরিয়ে যাবেই, আমি যদি তাদের সামাল দিতে চাই।

সামাল দেবে কি ভাবে?

আর্ল ভেস্টার পুনরায় উদয়ের পথে অস্তমিত ফিল্মী সূর্য। বুঝিয়ে ছাড়ব আমি ওদের। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব আমি গ্রীন ন্যাশ, দেখাশুনা করে থাকি কারবারের কিয়দংশ। বিশাল টেলিফ্লিমটি তুলতে আর্ল গেছেন ন্যুইয়র্কে। আর্ল এখন ছোট পর্দায় ভেল্কি দেখাবেন বড় পর্দার কাজ ছেড়ে দিয়ে। আমি যদি কিছু দিতে পারি তাদের হাতে, কিছু কিছু ডলারও, এইসব বার্তা ছুঁড়ে দিয়ে, আবার সচকিত হয়ে উঠবে গোটা হলিউড। কেমন গুজবতাড়িত হলিউডের বাজার তুমি তো জানই। বেরিয়ে যাবে ফিল্মী পত্রিকাতেও এদিক ওদিক দু'চারটে, আর্ল ভেস্টারের বর্তমান কেরামতি ও ব্যস্ততার কথা।

যা ভাল মনে হয় তাই কর। হেলেন ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল।

সুতরাং শুধু ক্যাডিলাক গাড়ি কেন হেলেনের, সানফ্রান্সিসকোর বাজারে আমি বিক্রি করে দিয়ে এলাম ওর কিছু সাধের গহনাও। এলাম আর গেলাম প্লেনে করে। ব্যাগ ভর্তি ডলার! আর্লের পাওনাদারদের ঠেকানো বা ঠকানো তারপর শুরু হল। ভদ্রলোক তো বেজায় লজ্জা পেয়ে গেলেন ভেস্টারের স্বর্ণময় ভবিষ্যতের কথা শুনে। প্রথমেই যার সঙ্গে সেই নস্টামি করি, তার নাম মিস্টার হ্যামারস্টক। এমন একজন লোককে তাগাদা দিতে এসেছেন তিনি সামান্য চার হাজার ডলার পাওনার জন্য, চৌকশ ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক সচিব রয়েছে যাঁর গ্রীন ন্যাশের ন্যায়, খুবসুরৎ বিবি রয়েছে হেলেনের ন্যায় যিনি প্রযোজনা করতে চলেছেন একটি জমকালো সিরিয়াল টেলিভিশন দুনিয়ায়। নিজেকে নথিভুক্ত রাখাটা গর্বের ও সৌভাগ্যের পাওনাদার হিসাবে এমন লোকের খাতায়। না, হ্যামারস্টক ফেরৎ নেবেন না এখন একটি পয়সাও। তিনি সবিনয় সলজ্জে এক রকম

ছুটে পালালেন, আমি তার নাকের ডগায় একটি অ্যাকাউন্টপেয়ি চেক নাচাতে থাকলেও। একখানি ক্বচিৎ প্রদর্শিত বিরল দৃশ্য পাওনাদারদের অমন পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার জন্য ধনী ও ক্ষমতাবানদের নিকট কিরূপ যে ব্যগ্র পৃথিবীর প্রায় সকলেই, হেলেনকে ও আমাকে তা দেখিয়ে গেলেন মিস্টার হ্যামারস্টক।

।। সাত ।।

এই প্রথম হেলেনকে দেখলাম সশব্দে হেসে উঠতে। বেওকুফ বানিয়ে ফেরত পাঠালাম হ্যামারস্টককে যে ভাবে, তারই তারিফ ঐ হাসি। আমি বাড়ির ছোট্ট বারের সামনে এসে দাঁড়াই ওর সরু কোমর জড়িয়ে ধরে।

পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করি দু' গ্লাস শরাব তুলে নিয়ে। হেলেনের কৌতুক বড় বড় দুই চোখে, এ ভাবে আবাদ করতে পারবে ক'জন লোকের মগজ? আসবে, আসছে আবো তো অনেকে। আসল না মেকি তোমার বোলচাল, তাদের মধ্যেও ধরে ফেলতে পারে কেউ কেউ।

আমি বললাম দৃঢ়তার সঙ্গে, নিশ্চিন্ত থাকো আমার ওপর ছেড়ে দাও ব্যাপারটা। পরখ করে যাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তার মানে কিছু নেই আমার করণীয়?

আরে ছিঃ ছিঃ, জিভ বের করি আমি আধহাত। এক পা অগ্রসর হবার আমার বাপেরও সাধ্যি নেই তোমার সাহায্য না পেলে। আমি স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ হেলেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকি কথা কটা বলে। তারপর বলে উঠি অনেকটা কানেমন্ত্র দেবার মতন, হেলেন কতটা মজবুত তোমার স্নায়ু?

জবাব দিল হেলেন, নির্জীব নয় যে কোন সাহসী পুরুষের চেয়ে।

কিন্তু কেন? বললাম, আমাদের ওপর হরেক চাপ আসবে নানা তরফ থেকে সামনের দিনগুলিতে। জবাব দিতে হবে অজস্র জিজ্ঞাসার। একটার পর একটা ঘুঁটির চাল দিতে হবে সে সব সামাল দিতে দিতে। এর মধ্যেই ছড়িয়ে দিয়েছে বাজারে গরম খবর হ্যামারস্টক। হরদম ফোন করতে শুরু করবে ফিল্মী ম্যাগাজিনের লোকেরা। কি করতে হবে আমার।

প্রথমত, তুমি দেখা করবে আর্লের অ্যাটর্নী বার্নেটের সঙ্গে। চেন কি তুমি বার্নেটকে?

বিলক্ষণ চিনি, ঝিলিক দিয়ে ওঠে এক চিলতি হাসি হেলেনের চোখে। এর আগে এ বাড়িতে পা রেখেছে লোকটা দু একবার। চারিত্রিক দুর্বলতা আছে উকিল হিসাবে যতই দুঁদে হোক না কেন। চোরা চোখে তাকাতে দেখেছি বারবার আমার দিকে।

চমৎকার, উৎসাহিত হই আমি। তুমি জানাও ওর সঙ্গে দেখা করে, তুমি ঠিক জান না আর্লের টিভিফিল্মে হাত দেবার কথা।

তোমার ঘরে তুমি থাকছ, অসুস্থ আর্ল নিজের ঘরে শুয়ে আছে দরজা বন্ধ করে, আর আমি গ্যারেজের ওপরকার নোংরা ঘরটাতে স্থান নিয়েছি বেচারী মেহনতী মানুষ। হিম্মৎ ও সুযোগ আমার কোথায় বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও ফষ্টিনষ্টি চালাবার মতন?

তোমার ধান্দা বুঝেছি, হেলেন বলল, অসহিষ্ণু গলায়। কিন্তু আর্লের ঘরে যদি কখনো ঢুকে পড়ে সেই কাজের মেয়েটি।

বললাম, তোমার ভূমিকা এখানেই তো। যাতে আমি বা সেই মেয়েটা কখনো ঢুকতে না পারি আর্লের ঘরে, তুমি তেমন করে ঘরের কপাট বন্ধ করে রাখবে। তুমি জানিয়ে দিও। সদয় ব্যবহার করবে, ওর ঘনিষ্ঠ হবে—অসুস্থ আর্ল আর কারুর উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না তুমি ছাড়া। এমন কি সে আর কারুর সামনে লাঞ্চ বা ডিনার খায় না তোমার সঙ্গে ছাড়া। তুমি আর্লের ঘরে ঢুকবে খাবারের থালা হাতে নিয়ে ওকে সাক্ষী রেখেই। চাপা স্বর শোনাবে কথা বলবার। একসময় হয় নিজে খেয়ে নেবে খাবারগুলি, নচেৎ ফ্ল্যাশ টেনে দেবে বাথরুমে ঢেলে দিয়ে।

বড় বড় হয়ে আসছে হেলেনের চোখ, যদি কখনো কিচেনে ঢুকে ফ্রিজের কপাট খুলে ডিপ-কেবিনেটে উঁকি মারে সেই মেয়েমানুষটি?

আমি তো চাই সে উঁকি দিক, আমি বললাম শীতল স্বরে। তার মানে?

তার মানে, সে লাশটাকে দেখতে পাবে না উঁকি মেরেও।

ডিপ কেবিনেটে গণ্ডা গণ্ডা স্কচ ও হুইস্কির বোতলে ওটা ঢাকা পড়ে যাবে।

আশ্চর্য! কিন্তু লাশ সরাব কি ভাবে এ বাড়ি থেকে তুমি ও আমি ঐ মেয়েটা এ বাড়িতে থাকতে?

মেয়েটার উপস্থিতি দরকার ঐ লাশ পাচারটা নিখুঁত করবার জন্যই। শোন, ওর চোখে ধুলো দেব আমরা, অসুস্থ আর্লকে স্যানটোরিয়ামে নিয়ে যাবার ব্যাপারে ওকে সাক্ষী করব। কথা প্রসঙ্গে তুমি জানাবে মেয়েটাকে, স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাবে তুমি তাকে সামনের শনিবার। আমরা কেবল জ্বালিয়ে রাখব সিঁড়ির কমজোরি বাতিটা সেদিন সন্ধ্যায়। আমি অসুস্থ আর্ল সেজে তোমার কাঁধে ভর দিয়ে রোলসটাতে উঠব আর্লেরই ব্যবহৃত টুপি ও কোট পরে। ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকবে মেয়েটা দূরে দাঁড়িয়ে এবং যথাকালে সে পুলিশকে এ কথা জানাবে আর্লের মৃতদেহ উদ্ধার হবার পর।

ওঃ, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, মাথা নাড়ে হেলেন। ঝিম ঝিম করছে আমার মাথা।

আমি বললাম আদর করে ওর গায় টিপে দিয়ে, এ সব ঝামেলা-ঝক্কি নিতে হবেই কুবেরের সম্পত্তি পেতে গেলে।

যেন একটা জগদ্দল পাথর চেপে রয়েছে আমার বুকের ওপর, হেলেন বলল।

আমি বললাম ওর নরম বুকের ওপর চাপ দিতে দিতে, আমার হক্কের মাস এ পাথর যে।

হেলেন বলল, চকিতে আমার হাতটা সরিয়ে দিতে, যখন তখন হাতাহাতি শুরু করে দিচ্ছ এমন যেন তুমি আমার অভিভাবক বা জিম্মাদার। আমার ঘরে এলে হবে রাতে, যা করবার। এখনই, রাতে নয়।

রাতে আমি যেতে পারছি না তোমার ঘরে। কি কথা বলছ অর্বাচীনের মতন! সুন্দরী অর্বাচীন নই। আহ্নিক নিয়মে সাবধান আমি একেবারে। নিয়োগপত্র দিচ্ছ তো তুমি তোমার পরিচারিকাকে আজই। যতই ফুটুক শরীরে রক্ত, কি করে আর তোমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়তে পারি রাতের বেলায়, তোমার একজন নিছক কর্মচারী হয়ে?

উষ্মা হেলেনের স্বরে, দেখছি ঝামেলার অন্ত নেই চারিদিক দিয়ে। ওর বুকে হাত রাখি আমি আবার, হুঁ, এমনকি আমাদের হতে হবে দেহ ব্যবহারেও। বলতে পারছি না হলফ করে আমি না ঢুকে তোমার ঘরে পারব কিনা। লাখো সে এক এমন বস্তু। আমার ঘরে আসতে তুমি পারবে না? চুপি চুপি, অনেক রাতে? প্যান্টের বোতাম চেন ইত্যাদি খুলে ফেলেছে হেলেন আমার। আমার ওপর চেপে ধরেছে নিজের নগ্ন শরীরকে। যেন সে পুড়িয়ে দিচ্ছে আমার গায়ের চামড়া। ওরই দিন আজ, বুঝতে পারি। যে ভাবে করবার যা করবার স্থির করবে হেলেনই। অতঃপর হেলেন আমার শায়িত শরীরের ওপর। আমাকে শোনাল হেলেন ঐ অবস্থাতে, মনে রেখ একটা কথা ন্যাশ, তোমার আজ্ঞাবাহী নই আমি মোটেই। কেবলমাত্র দুই শরিকমাত্র একটা চুক্তির। যতটুকু দরকার টাকাটা পাবার জন্য, করব, তোমার পরামর্শ মেনে নেব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কিন্তু এটা ভেব না যে তাই বলে তার ড্রাইভার চাইছে বলেই ঝাঁপিঝাঁপি করে আসবে সেই হতভাগার নোংরা বিছানার ওপর গিয়ে রাতদুপুরে পা টিপে টিপে আর্ল ভেস্টারের বিধবা। সে খুব দাপাচ্ছে আর কথাগুলো বলছে। আমি দেখতে পাই তার স্তনদ্বয়ে সামুদ্রিক ঘূর্ণন। হেলেনের মানসিকতাকেও মনে মনে সমীহও করি। আমি বুইকগাড়ি ছুটিয়ে চলেছি খুশ এখতেয়ারে। এতাবৎ মনে হচ্ছে প্রতিটি যুক্তিই অকাট্য আমার। নস্যাৎ করে তখন লাভ করবই পুলিশ ও বীমা কোম্পানীর সন্দেহ ও হুঙ্কারকে। আমার সর্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে হেলেনের শারীরিক ঘ্রাণ। আমার জান দিল দারুণ, বহুৎ আরাম পুরনো শরীররে মতন। আশ্চর্য এই যে—আত্মসমর্পণ করে না বিনাযুদ্ধে এখনো একবারও। অহমিকা ভীষণ...ঠিক পথেই যাচ্ছি আমি। ক্ষীণ নয় আমার স্মৃতিশক্তি। ১.১ নং হাইওয়ে এটা হচ্ছে, গ্লেনডেলা সার বাঁদিকে ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও অনুর্বর, উপত্যকা। চাষও চলেছে পাইন, ফার ইত্যাদি। দুনিয়ায় বুঝি আর হয় না এমন নির্জন, নিসঙ্গ স্থান। আমি জায়গাটাকে চক্কর কাটলাম রাস্তার মানচিত্র মিলিয়ে। যেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম ওখানকার বনাঞ্চলকে। এখান থেকে অনেক দূরে পুলিশ স্টেশান ; ঐ দিন যেন না আসে কোন রক্ষী বা আদমি। ফিরে এলাম রাত সাড়ে ন'টায়। বাড়িটার দিকে তাকাই গাড়িটাকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে। রকমারি আলো ঘরে ঘরে। বার...তারপর আরো একটি ছোট ঘরে। কিচেন, হেলেনের ঘর, আর্লের ঘর। কোন আগন্তুক ঐ ঘরটিতে নিশ্চয়, আমি জানি। ইতিমধ্যে কাজে যোগ দিয়েছে কোন মেয়ে। থমকালেম টপ গিয়ার

থেকে আমি বারান্দায় পৌঁছে হঠাৎ কমিয়ে আনবার মতন গাড়ির গতি। ডেক চেয়ারে বইয়ের পাতায় ডুবে আছে জনৈকা যুবতী, গিবনের রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন বইয়ের নাম। কালো চুল, কালো চোখ, স্বচ্ছ সিল্কের মোজা, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক স্পষ্টাস্পষ্টি বললে এই যুবতীকে সুন্দরী বলা যায়। আঠারো থেকে বিশ বছর বয়সের। তার সহজ লাবণ্য মনে ছোঁয়াচ লাগায় পোষাক যতই আটপৌরে হোক।

আজই কাজে যোগ দিয়েছেন আপনি বুঝি? আমি জিজ্ঞাসা করি বিনম্র স্বরে।

সে সম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে নিয়োগ করলেন আজই বিকেলে মিসেস ভেস্টার। স্যার, আপনি বসুন। সে আবার বসল আমি আসন নেবার পর।

আপনার নাম? জিজ্ঞেস করলাম।

মারিয়া।

সুন্দর নাম। কি বই পড়ছেন?

উত্থান পতন রোম সাম্রাজ্যের।

কেমন লাগছে গিবনের লেখা?

অসাধারণ এক কথায়।

এ বাড়ির কর্মচারী মাত্র আমিও আপনার মতন। ড্রাইভ করি সাহেব ও বিবির গাড়ি। দেখাশুনাও করে থাকি আবার সাহেবের কারবার। বেশ কিছুদিন যাবৎ কাজের চাপও খুব বেড়েও গেছে আমার, সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়ায়।

আমি এখন উঠি রাত হয়েছে। শুভরাত্রি। মারিয়া উঠে দাঁড়ায়। পাশ কাটিয়ে চলে যায় আমাকে মাথা নীচু করে।

আমি পারি না মুগ্ধ না হয়ে। মনে হল, সিনেমার নায়িকার হবার স্বপ্ন দেখে না এ মেয়ে কোনদিন। অথচ সে মুক্তাসমান রূপে। যদি রূপে হয় হীরা হেলেন, তবে মুক্তা মারিয়া। আমার মনে হয় উপমাটা বেশ যুৎসই।

সাড়ে বারোটা রাত। উৎকর্ণ হয়েই ছিলাম আমি। শোনা মাত্র খুলে দিই কপাটে মৃদু করাঘাত। হেলেন প্রবেশ করে। অপ্রকাশ্য থাকছে না তার রূপ ও পোষাকের চাকচিক্য এমন আবছা অন্ধকারেও। সিগারেট আমাদের দুজনের হাতেই। বসন বলতে নাম মাত্র আমার শরীরে।

বললাম এক মুখ ধোয়া ছেড়ে, এসো, প্রিয়া, আমি অপেক্ষা করছিলুম তোমার জন্যই।

হেলেন আমার গা ঘেঁষে বসতে বসতে বলল বিছানার ওপর, নাও বল।

আমি চেষ্টা করি ওর শরীরের ওম্ নেবার সর্বান্তঃকরণে, কাছে এসে বস আর একটু।

পুনরাবৃত্তি না করে গোটা পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলছি আমি তোমার কাছে। ভেস্টার সম্পর্কে গুজব তুঙ্গে উঠে যাবে এক সপ্তাহের মধ্যে। ছোঁক ছোঁক করে ছুটে আসবে সাংবাদিকের দল। টেক্কা দিতে পারে কে কাকে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে ওদের মধ্যে তাই নিয়ে। ফলাও করে জানিয়ে দেবে উৎসাহী কল্পনা বিলাসী সাংবাদিকের দল, ঐ অবস্থায় তুমি বা আমি যদি মুখ না খুলিও। পুনরায় ভাসিয়া উঠিয়াছেন শ্রীযুক্ত আর্ল ভেস্টার মহাশয়। বাজেটের কাজ বিশাল। শ্রী ভেস্টার এমন ভাবে পলেস্তরা লাগাচ্ছেন প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে বক্স অফিসের ব্যর্থতা ঢাকিতে যে সাফল্য তার অনিবার্য। আমাদের পক্ষে জরুরী আর্লের অমন জয়ঢাক বেজে ওঠাটা দুটি কারণে। প্রথমত, এর ফলে ভূতের নৃত্য করতে সাহসী হবে না আর্লের পাওনাদাররা এখানে এসে ; দ্বিতীয়ত, সুযোগ পাবে আর্ল ভেস্টার অপহৃত হবার।

সুযোগ? অস্ফুট উচ্চারণ করে হেলেন।

হ্যাঁ, অপহৃত হবার সুযোগ। এমন কোন পুরুষকে তো অপহরণ করা যায় না যে অর্থের দুনিয়ায় ফিরে আসছে। আমি হাতড়াতে থাকি ওর সর্বাঙ্গ। জানু, নাভি, বুক, চিবুক, ঠোঁট, মাথার চুল, প্যান্টির ভিতর ওঠা নামা করে আমার ধাতব আঙুলগুলি এবং নানা রকম চাপা শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে সময় সময় হেলেনের মুখ দিয়ে। যদিও আমার শরীর গরম, যথাযথ সক্রিয় মগজ। এই ভাবেই শুয়ে থাক, বলতে থাকি। আমি বোঝাই ব্যাখ্যা করে। আর্ল ভেস্টার যে জীবিত রয়েছে এমন একটা ধারণা দৃঢ় হোক। আমরা দেখাব যে আর্ল তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে বেলভিউ স্যানাটোরিয়ামে যাচ্ছে

আগামী রবিবার রাত দশটা নাগাদ। মারিয়া সাক্ষী থাকছে দৃশ্যটার। সে আর্ল বলে ধরে নেবে আর্লের পোষাক পরিহিত ন্যাশকেই। আমরা দু'জনে রোস-এ উঠে বসব। আমি এ বাড়িতে ফিরে আসব আর্লের হ্যাট-কোট তোমার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে গাড়িটা গেট পেরিয়ে যাবার পর। প্রতীক্ষা করবে তুমি নিঃশব্দে। সেখানে আক্ষেপ খুব জানাব মারিয়ার মুখে আর্ল ও তার স্ত্রীর বিদায় বার্তা শুনবার পর। বাড়ি ফেরা উচিৎ ছিল আমার আরও আগে। দেখা হল না আর্লের সঙ্গে। আমার ওপর চটেছেন ওঁরা নিশ্চয় মনে মনে ইত্যাদি। মারিয়া বলবে আমাকে মিসেস ভেস্টার মাঝরাতে ফিরে আসবেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বামীকে স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছে দিয়ে এবং দরকার নেই অতক্ষণ জেগে থাকবার। আমি মারিয়ার সঙ্গে আলাপচারি থাকব এ ভাবেই মিনিট কয়েক ধরে। তারপর আমি জানাব তাকে, আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি এবার। ঘরে ঢুকে আলোর বন্যা বইয়ে দেব টপাটপ সব কটি বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে। মারিয়ার কানে পৌঁছে দেব কপাট বন্ধ করার শব্দ। সংগীতমুখী করে তুলব রেডিওর নব ঘুরিয়ে। তারপর পথে সন্তর্পণে নেমে আসব এক ফাঁকে ঘর ছেড়ে। অপেক্ষমান তোমার সঙ্গে মিলিত হব। আমরা এমন একটি স্থানে পৌঁছে যাব ম্যাপ মিলিয়ে, স্তব্ধ সুষুপ্তি ঘন সবুজের নিবিড় যার দু'দিকে। কেউ বড় একটা যায় না সেখানে দিনের বেলাতেও, রাতের বেলা দূরের কথা। আমোদ আহ্লাদ করবার জন্য দু'এক জোড়া যুবক যুবতী বা কদাচিৎ দু'একটা পিকনিক পার্টি মাত্র আসে। পরবর্তীকালে বিশ্বাস করতে হবে ম্যাডাক্স ও পুলিশকে, একদল স্বার্থান্ধ দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আক্রান্ত হও তুমি আর্লকে নিয়ে। স্যানাটোরিয়ামে যাবার পথে। তারা আর্ল ভেস্টারকে অপহরণ করেছে তোমাকে ঐ নির্জন বনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে দিয়ে।

আমাকে হাত পা বেঁধে, আঁতকে ওঠে হেলেন—।

আমি টিপে দি ওর গাল দুটো, ভাঙ্গা শূন্য ঘরও আমি দেখে এসেছি ঐ জায়গাটার কাছাকাছি। তারই একটিতে তুমি পড়ে থাকবে হাত পা বাঁধা মুখে কাপড় গোঁজা অবস্থায়। বিশ্রী অস্বস্তিকর রাত্রি একটা। কষ্ট হবে তোমার সত্যি।

আমি বলি যা চাঁদমারি হচ্ছি তোমার পরিকল্পনার, তীক্ষ্ণ হেলেনের স্বর, সে আমার হাতটা সরিয়ে দেয় যা তার শরীরের বিশেষ অংশে বিচরণরত।

অবশ্য, আমি বললাম জোরের সঙ্গেই, একটু পুরু তোমার মাথার ঘিলুটা, আমাকেই করতে হচ্ছে গোটা পরিকল্পনাটা। খুন হওয়া, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, গুম হওয়া ইত্যাদি বিশেষ ঘটেনি হলিউডে গত কয়েক বছর ধরে। ফলে বাজার জোর গরম হয়ে উঠবে আর্লের গুম হওয়া নিয়ে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ শুরু হবে। আর্ল নিশ্চয় তাদের চেনে, আর্লকে যারা অপহরণ করেছে। সুতরাং নিরাপত্তার খাতিরে তারা আর্ল ভেস্টারকে খুন করবে সত্যি নয় কিংবা হয়তো এটা সত্যি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ আর্ল এবং দিন কয়েকের মধ্যে চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য তুমি তাকে স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাবে।

সর্বনাশ! সে যদি জানতে চায় নাম ঠিকানা স্যানাটোরিয়ামের?

এক দূরের স্যানাটোরিয়ামের ঠিকানা দিয়ে দেব আমি তোমাকে। আরো বিপদ তাতে তো। ফোন করবে সেই স্যানাটোরিয়ামে বার্নেট নির্ঘাত। আমি সামলাব সেটা। আমার কথাও জানাবে তুমি তাকে। আমি আর্লকে সাহায্য করে থাকি তার হরেক কাজে। অনুরোধ জানাবে বার্নেটকে আরো সে যেন গোপন রাখে আর্লের ঐ অসুস্থতার সংবাদ। না হলে আরো অসুস্থ করে ফেলবে অসুস্থ লোকটাকে। পাওনাদাররা শঙ্কিত হবে। ক্ষুণ্ণ হবে আর্লের বাণিজ্যিক স্বার্থও।

বেশ, তারপর?

তোমাকে কালকের মধ্যেই এমন একটি মেয়েকে যোগাড় করতে হবে স্থানীয় লোকনিয়োগ এজেন্সীর মারফৎ যে দেখাশুনা করবে এই বাড়িতে তোমার ও আর্লের।

ন্যাশ কি বলছ যা তা। ফাঁদে পা দিতে চাইছ তুমি কি স্বেচ্ছায়?

না, খুব হিসেব করেই বলছি আমি যা বলছি। যদি একই ছাদের তলায় দিন রাত কাটাতে থাকি তুমি আর আমি, অন্যরকম গন্ধ পেতে পারে পুলিশ ও গোয়েন্দারা। যদি এখানে থাকে তার বদলে তৃতীয় কোন ব্যক্তি, তারা কোনদিন ধরতে পারবে না আমাদের মধ্যেকার আসল সম্পর্কটা। নিজেদের ব্যাণিজ্যিক স্বার্থে। লাশ খুঁজে পাবে পুলিশ। অনুমান করতে পারবে খুনের কারণ। কোটি

টাকার চেক তোমার হাতে তুলে দেবে বীমা কোম্পানী ঢোঁক গিলে।

আমাকে আরো ভাবতে হবে ব্যাপারটা নিয়ে। মন্তব্য করে হেলেন।

ভাবতে হবেনা তোমাকে। বরং আর একবার এসো প্রিয়া অধরেতে চুম্বি আজি এ নিশীথে।

কিন্তু হেলেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় আমার কামজর্জর ওস্তাদীকে নস্যাৎ করে, ন্যাশ, টাকায় কেনা রক্ষিতা বা বিয়ে করা বউ নই আমি তোমার, দর্পভরে বলে। তুমি তা ভেব না আমি সঙ্গে সঙ্গে স্কার্ট খুলে শুয়ে পড়ব তুমি যখন যেখানে চাইবে। আমি অস্বস্তি বোধ করি বেশিক্ষণ বসে থাকতেই ড্রাইভারের নোংরা ঘরে। ভাবতেই পারি না শুয়ে শুয়ে ইয়ে করবার কথা। পারলে আমার ঘরে চলে এসো এক সময় চুপি চুপি।

খুস খুস করে আমার গলা। উচ্চারণ করি চাপা কাশির সঙ্গে ঝুঁকি রয়েছে দেখে ফেলে যদি মারিয়া?

তা হলে নীরবে পুড়ে মর নিজের আগুনে, হেলেন বলল বিরক্তির সঙ্গে। চলে যাচ্ছে হেলেন। তার অপসৃয়মান দেহের দিকে চেয়ে থাকি আমি এক দৃষ্টিতে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে, জ্বালাময় দৃষ্টিতে। কৌতুকময় দৃষ্টিতে। তখন একমাত্র অভিনেতা আমিই অন্ধকার মজলিসে।

।। আট ।।

নির্ঝরের পত্র পল্লবের মৃদু মর্মর সেই মধ্যাহ্নের বাতাসে। ভরা গ্রীষ্মকালে সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগছে, তন্দ্রা এসেছে চোখে এবং মারিয়ার স্বপ্নে বিভোর আমি তখন ক্রমশ হেলেনকে ভুলে থেকে। কোটের কলার তুলে এ বাড়িটাকে জোরে নাড়া দিয়ে দুঁদে উকিল বার্নেট আবির্ভূত হল। আমি উঠে দাঁড়াই তড়াক করে। লক্ষ্য করি আড়াল থেকে। এই লোকটাকে কি ভাবে সামাল দেয় হেলেন। হেলেন অপরূপা ভঙ্গিমায় দাঁড়ায় তার সামনে এসে। যেন কত বিপন্ন, ঈষৎ বিবশা ও অস্নাত ও দুঃখিনী। বার্নেটের পীত দন্তকৌমুদী বিকশিত। কাঁচাপাকা দাঁড়িওয়ালা প্রৌঢ় বার্নেটের গালে আপেলের রং, চুল এলেমেলো, বুকের বোতাম দুটো আলগা থাকায় হেলেন আমাকে অবাক করলে। সে উকিলটাকে এমনভাবে সামলায়, যা সম্ভব একজন পাকা অভিনেত্রীর পক্ষেই। সজলনেত্রে নিজের দুঃখ প্রকাশ করা কখনো বা চকচকে হাসি।

একেবারেই কি শয্যাশায়ী আর্ল?

বিলকুল। দেখা করা কি ঠিক হবে তার সঙ্গে একবার? তন্দ্রায় আচ্ছন্ন প্রায় সর্বক্ষণই। কথা বলছেন না কারুর সঙ্গে।

ঠিক আছে। দরকার নেই দেখা করার। তবে একজন বন্ধুর মতো উপদেশ দিতে পারি আমি আপনাকে, অবশ্য যদি মনে না করেন আপনি কিছু।

অন্যতম হিতৈষী আপনি আমার, শিরোধার্য আপনার উপদেশ।

বার্নেট বেজায় খুশি হেলেনের এই কথায়। হেলেনের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলল অনেকটা ওরাঙ্গ-ওটাঙ্গ ভঙ্গিমায় উঠে এসে, তালাক দিয়ে দাও। তালাক! হুঁ, তালাক। আর্লের সঙ্গে কিসের জন্য লটকে আছেন এখনো? ওর কি আছে? কিছু নেই! পরমায়ুও শেষ করে এনেছে রাতদিন মাল গিলতে গিলতে। ওর ভবিষ্যত অন্ধকার। পকেট গড়ের মাঠ। বিকিয়ে গেছে মাথার চুল দেনায় দেনায়। ভেবে কূলকিনারা পাই না, কি যে হবে ওর। হেলেন কতকাল বসে থাকবেন এরকম একটা ফুটো নৌকায়?

চোখ ছলছল হেলেনের, কদিন আগেও মনে করতাম আমিও তা। কিন্তু এখন ভীষণ অসুস্থ মানুষটা, আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। অসহায়ের মতন আমার কাছে। বিবেকের সায় পাচ্ছি না এ সময় ওকে ছেড়ে চলে যেতে। প্রতিদানে কিছুই পাব না আমি জানি। কোন সুখের আল্পনাও নেই আমার মনে ভবিষ্যত নিয়ে। কি কারণে বা থাকবেই? জীবন বীমাও করেনি আর্ল তো একটা।

একটা ত্রিভুজ ফুটে ওঠে বার্নেটের কপালে হেলেনের ঐ কথা শুনে। ওর নামে একটা বীমা বোধহয় আছে, চিন্তিতস্বরে বলে। মোটা অঙ্কের যতদূর জানি। তবে ওর চালাবার ক্ষমতা নেই সে পলিসির প্রিমিয়াম দিয়ে।

থাক গে। স্বপ্ন দেখি আমি এখনো ব্যবসা শুরু করে দিক আবার নতুন উদ্যমে সুস্থ হয়ে উঠবার

পর। অনেক উপরে তুলে দিতে পারে একজন মানুষকে নিখাঁদ অধ্যবসায়।

বার্নেট দাঁত বের করে বিকটভাবে, মাতাল না হয় যদি সে।

আবার পথে ফিরিয়ে আনব আমি ওকে। মিনতি করে হেলেন, আমার একান্ত অনুরোধ আপনার কাছে, বাইরে কাউকে জানাবেন না আর্লের অসুস্থতার খবর। আমাকে একেবারে ছিঁড়ে খাবে ওর পাওনাদাররা একবার চাউর হয়ে গেলে। আর আমি লোককে শান্ত করে রাখতে পারি না তেমন মিথ্যে কথার জাল বুনে। চড়চড় করে অনভ্যাসের ফোঁটা।

মাথা নাড়ে আক্ষেপে বার্নেট, কপাল একেই বলে! আপনার মতন খাঁটি হীরের লকেট শোভা পাচ্ছে কিনা আর্লের মতন ভূতভবিষ্যৎহীন লোকের গলায়! যাই হোক, কথা দিচ্ছি আমি আমার পেট থেকে বের হবে না আর্লের অসুস্থতার সংবাদ।

মনের দুঃখ চেপে রেখে বিরস বদনে বিদায় নেবে আশা করেছিলাম অতঃপর বার্নেট। কিন্তু হেলেনই দিল না তা হতে। বোধহয় আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি আপনার সঙ্গে গ্রীন ন্যাশের। গ্রীন ন্যাশ! সেই ত্রিভুজ গভীরতা অর্জন করে আবার সেই বার্নেটের কপালে, আবার সে কে?

আর্লের বিশেষ প্রিয় পাত্র, হেলেন বলল। রোলস চালায় আর্লের সাধের গাড়ি। সবসময় রক্ষা করে বিপদ আপদ থেকে আর্লকে। একটা চমৎকার যুবক। কিন্তু দারুন আত্মসংযম, স্মার্ট—প্রথম দিন থেকেই জয় করে ফেলেছে নিয়োগ কর্তার চিত্ত। হেলেন যখন ইত্যাকার প্রশংসাসূচক কথাগুলি বলে যাচ্ছে আমার সম্পর্কে কেমন বেগুনীবর্ণ ধারণ করে বার্নেটের মুখের রং। যদিও আদৌ আগ্রহী মনে হচ্ছে না আমার সঙ্গে পরিচিত হতে তাকে।

হেলেন সেখানে হাজির করিয়ে ছাড়ল আমাকে হাঁকডাক ছেড়ে। একেবারে লেফাফাদুরস্ত কায়দায় আমিও এস দাঁড়ালাম। টের পেলাম বার্নেটের সঙ্গে করমর্দন কালে, চিন্তিত ও বিড়ম্বিত বোধ করছে সে, কেমন সুন্দরী হেলেন একই ছাঁদের তলায়, জীবনের বেচাকেনা সবল পথে নিয়ে যেতে পারে না তার অসুস্থ স্বামী এবং ন্যাশের ন্যায় বলিষ্ঠ যুবকের অবস্থান। বার্নেটের চেয়ে আর কে জানে ভাল? তবে মারিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার পর বার্নেটের সেই দুশ্চিন্তা অর্ধেক কমে গেল। মারিয়া দরিদ্র সুন্দরী কুমারী। যদি স্বাভাবিক পুরুষ হয় গ্রীন ন্যাশ, তা হলে মারিয়ার দিকেই ঝুঁকবে হেলেনের পরিবর্তে! এও ভাবছে বার্নেট হয়তো টেঁসে যায় যদি আর্ল একবার। তা-ই অভিপ্রায় ঈশ্বরের নিশ্চয়। তার কোলে উঠে বসবে ঠিক এক পোষা বিড়ালীর মতন এই রূপের আগুন হেলেন। পুরনো বোতলে নতুন মদ সেই স্বাদ হবে বানের্টের কাছে যদিও কোন কোন লোকের ঠিক ঠিক সহ্য হয় না অনেক সময়ে পুরনো বোতলে নয়া মদ।

পরিবর্তন অনুভব করছি এমন এক ধরনের আমি আমার মধ্যে, অপরিজ্ঞাত যা ছিল। হৃদয়ের আদান প্রদান কখনোই হয়নি হেলেনের সঙ্গে রফারফি একটা হলেও। কিন্তু মারিয়ার সঙ্গে দুটো কথা বললে সেই হৃদয়ই কেমন টৈটম্বুর হয়ে ওঠে, চোখে চোখে তাকালে, পাশাপাশি বসে থাকলে। প্রেমের উজান-ভাঁটা একেই কি বলে? অথচ আমি যে উপভোগ করতে চাইছি মারিয়ার দেহ, মোটেই নয় তা। নিজেকে অপমানিত মনে করি সে রকম কোন বাসনার কথা ভাবলে। আমাকে কুক্ষিগত করে রাখে হেলেনের সঙ্গে যে ধরনের ভাগ-বাটোয়ার চিন্তা, আকাশের মতন উদার রোমাঞ্চকর হেলেনের বেলায় সেই ভাবনাই। বলতে কি সত্যি কথা, নতুন এক জীবনের সূচনা করতে চাই আমি মারিয়াকে বিয়ে করে। কিন্তু টাকার দরকার সেই নতুন জীবনে পৌঁছে যেতে হলে। সুখ ও নিরাপত্তা একমাত্র দিতে পারে টাকাই। টাকা থাকলে রোমে চলে যাব আমি আর মারিয়া। আমরা ঘর বাঁধবো মারিয়ার স্বপ্নের শহর রোমে গিয়ে। হেলেনকে তোয়াক্কা করতে হবে আবার সেই টাকা পেতে গেলেই।

দিনকে দিন ধারালো হেলেনের দৃষ্টি, কখনো কুটিল অর্থাৎ সে দেখতে পাচ্ছে আমার ও মারিয়ার কীর্তিকলাপ এক মাথা উঁচু মিনারের মতন। এমন কিছু নয় কীর্তিকলাপ বলতে।

এক সন্ধ্যায় বাজারে গিয়েছিলাম আমরা দুজনে একসঙ্গে। রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম আর এক সন্ধ্যায়। তৃতীয় সন্ধ্যায় আমরা দুজনে জুটি বেঁধে নেচেছিলাম ফুটহিলস্ নাইট ক্লাবে গিয়ে। তারপর চতুর্থ সন্ধ্যায় হেলেন বাধা দিল দুজনে মিলে সিনেমায় যাবার ধান্ধা করতেই। গ্রীন আমি দুঃখিত, মারিয়া খবর দিল আমার ঘরে এসে। মুভি দেখতে যেতে পারছি না আজ আপনার সঙ্গে। অবাক

আমি, কারণ?

মারিয়া বলল তার হাতের নোখের দিকে চেয়ে, মিসেস ভেস্টার বললেন, আমার বেরনো চলবে না সন্ধ্যার সময়। তৈরী করতে হবে একটা খাবার নতুন ধরনের। খেতে চেয়েছেন নাকি মিস্টার ভেস্টার।

কঠিন হয় আমার মুখের রেখাগুলি, কখনো কথা বলেছ মিস্টার ভেস্টারের সঙ্গে তুমি?

না, জবাব দেয় মারিয়া। চোখেই দেখিনি এখনো আমি তাকে। অসুস্থ মানুষ, ঘরেই থাকেন সবসময় আর কেউ গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করুক মিসেস ভেস্টারও চান না।

বুড়োটা অসুস্থ। তির্যক হাসি আমার চোখের কোণে, কিন্তু খুব পেটুক ইজিচেয়ারে বসে থাকেন সব সময় মাথায় একটা স্ট্রহ্যাট ও ডোরাকাটা কোট পরে। মাল গিলতেন আগে খুব। মাল ছুঁতে পারছে না এখন অসুস্থ হওয়ায়। যাক, তুমি যাও রান্নাঘরে খাবার পাকাও। আমি একবার কথা বলে আসছি ভেস্টার দম্পতির সঙ্গে।

মারিয়া রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। ব্যস্তসমস্ত ভাবে। আমি ধীরে ধীরে হেলেনের ঘরে পৌঁছে যাই সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে। স্বল্পবসনা গোলাপসুন্দরী শ্রীমতী এই মুহূর্তে সিগারেট হাতে। আমার মুখের ওপর বিচ্ছুরিত নীল চোখে কৌতুকময় দৃষ্টি।

তুমি বের হতে বারণ করেছ মারিয়াকে সন্ধ্যার পর? আমার প্রথম জিজ্ঞাসা, ওর সিনেমায় যাবার কথা ছিল আজ আমার সঙ্গে।

জবাব দিল হেলেন, আমি তদারক করতে চাই তার কাজে। ওর পক্ষে অধিকতর জরুরী রান্নাঘরে ঢুকে খাবার প্রস্তুত করাটা সন্ধ্যার সময় সিনেমা দেখতে যাবার চেয়ে।

হেলেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না এটা কি একটু?

বাড়াবাড়ি কিসের? মাইনে দিয়ে রেখেছি আমি ওকে। সে আমার নির্দেশানুসারে চলবে এবং যতটুকু কাজ করবার করবে। নিশ্চয় ওকে রাখা হয়নি তোমার সঙ্গে ছেনালপনা করবার জন্য। বলতে চাইছ কি তুমি? তুমি ভাল করে জান আমি যে কি বলতে চাইছি। মারিয়াকে তুলে নিয়ে যেতে চাও তোমার বিছানা অব্দি?

স্তম্ভিত আমি ঘাম জমে আমার কপালে। আমি মোটেই তা চাই না, দাঁতে দাঁত চেপে বলি।

হেলেন হেসে ওঠে কাঁচ ভাঙ্গা শব্দতরঙ্গ তুলে ন্যাশ, তুমি কি আস্থা হারিয়ে ফেলেছ আমাব বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণী শক্তি সম্পর্কে? এই তো সেদিন ফুটহিলস্-এ গিয়ে মাঝরাত অব্দি নাচানাচি করে এসেছ তোমরা দুজনে কোমর জড়িয়ে। তথাকথিত মার্কেটিং করলে মাঝে একদিন। আজ চাইছিলে তোমার হাতবাজি ও মারিয়ার বুকবাজি চলুক আধাঁরে আধাঁরে সিনেমাতে ঢুকে। তোমরা কি তোপবাজি করতে না বিছানায় উঠে এরপর ফাঁক তালে একদিন? বুঝিনা আমি এসব? বুরবকদের রানী আমি কি একেবারে? হেলেন, দাবড়ে উঠি, আমি সগর্জনে বললাম লাগাম দাও তোমার মুখে।

হেলেন ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না আমার প্রতিবাদের প্রতি। বলতে থাকে, ন্যাশ, মনটা বড় খুঁত খুঁত করে তোমার জন্য আমার। শেষ অব্দি ঝুঁকলে মারিয়ার মত একটা নিম খুশক মেয়ের দিকে। আর বুঝি কাউকে পেলে না হাতের কাছে ফূর্তির উপায় করতে ও শরীরের শক্তি খরচ করতে।

হেলেন সান্নিধ্যে এগিয়ে আসে কথাগুলি আমার দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে। আমার কপালে তার নিশ্বাস আমি আধহাত ব্যবধানে সরে যাই তার ঠোঁট আবার আমার চিবুকে ঠেকে যাবার উপক্রম হতেই।

বুঝেছি, হেলেন হাসল, আমার ওপর অভিমান হয়েছে তোমার খুব। রাতে ঢুকছি না বলে তোমার ঘরে? আরে সোনা, ধৈর্য ধরতে হয়, ভালো জিনিষ পেতে গেলে মেহনত করতে হয়, ঠুনকো জিনিষ তো সবাই পায়।

তামাম হলিউড চষে বেড়ালেও এর সমকক্ষ জিনিষ খুঁজে পাবে না, আমার যা জিনিষ আছে। আমি বয়ে বেড়াচ্ছি বহু প্রেমিকের অভিসম্পাত। ঠিক আছে, বিছানায় চলে এসো কপাটটা বন্ধ করে। নিজেকে উজাড় করে দেব আজ আমি তোমায়। জোড়া লাগে না তা, সম্পর্ক একবার ভেঙ্গে

গেলে। আলগা করতে থাকে হেলেন তার বুকের বাঁধন। সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় জানুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে। এ সুযোগ লুফে নিতুম নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করে, চার দিন আগে হলেও। যখন প্রকৃতই উষ্ণ হয়ে ওঠে হেলেনের মতো সম্পদময়ী নারী, যে আরাম, তখন একজন খাঁটি সমঝদার ছিলাম আমি নিশ্চয়। সেও খামকা এমন সুযোগ ছাড়বে না যে পুরুষ অক্ষম। সে প্রখর হয়ে উঠবে নখর প্রত্যুত্তর দিতে। বন্ধ করিনি আমি কপাট। তবুও নিজেকে পরতে পরতে মেলে ধরেছে বেপরোয়া বেশরম হেলেন। সোনালী চুল, সোনালী চোখ পর্যন্ত গোলাপী ত্বক শরীরের অন্যত্র, দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ কামার্ত নীল চোখ। আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তার সবকিছু দিয়ে। অসম্ভব চকচকে রুজ লিপস্টিক চর্চিত মুখ ঠোঁট, শুকিয়ে যাচ্ছে বুঝি উত্তাপে। কপালের ওপর আছড়ে পড়ছে এলো চুল? কিন্তু মানসিক বিপ্লব ঘটে গেছে আমার মধ্যে গত চারদিনে। তৈরী হয়েছে এমন এক বর্মা গ্রানাইট পাথরের মতো, যা প্রতিহত করল হেলেনের মতন নগ্নসুন্দরীর কামজর্জর আহ্বানকেও।

না, উচ্চারণ করলাম আমি কেবল।

থমকে দাঁড়ায় আগুয়ান হেলেন। দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে উদ্যত আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে। ন্যাশ, পস্তাতে হবে তোমাকে এর জন্য একদিন, মাদাম ভেস্টার বলছে, কানে এল।

আমি যেতে যেতে উচ্চারণ করি তার দিকে ফিরে তাকিয়ে, লাম্পট্যে সুখ পেয়েছি, যতদিন প্রেমিক ছিলাম না। আমায় আর আকর্ষণ করে না আজ লাম্পট্যের উন্মাদনা।

আমি রান্নাঘরে এসে ঢুকি হেলেনকে প্রত্যাখ্যান করে। এনে রাখা হয়েছে আবার সেই অতিকায় ফ্রিজটাও, যেখানে মারিয়া আছে। অনেক গুন মারিয়ার। সে কেবল গুনের অধিকারিনী নয় শাস্ত সৌন্দর্যের, সুন্দর, সূক্ষ্ম, তার পাকা হাতের রান্না। উদ্ভাবনী শক্তিও রয়েছে এ ব্যাপারে তার কিছু। আমি বললাম ওর পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রী হিসাবে তোমাকে যে পাবে, ক্রমশ পরিণত হবে সে একটি ভোজনাবিলাসী অলস ব্যক্তিতে। হাঁ করে চেয়ে থাকবে তোমার সুন্দর মুখের দিকে আর চমৎকার চমৎকার খানা খাবে।

মিষ্টি লাজুক হাসি মারিয়ার মুখে, আশাতিরিক্ত প্রশংসা করছেন আপনি আমাকে। আমি বই পড়তে বেশি ভালবাসি রান্নার চেয়ে। ইতিহাস বই।

বললাম, জানি রোম নগরীতে যাবার স্বপ্ন দেখ তুমি ইতিহাসের টানেই। সেটা স্বপ্নই!

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মারিয়া। কবে যে দেখতে পাব রোমের ঐতিহাসিক ইমারতগুলিকে।

অপেক্ষা কর, বললাম। রোমে নিয়ে যাব আমি তোমাকে। সেখানে থাকব আমরা।

বিচলিত বোধ করে মারিয়া, পাশের ঘরে যাচ্ছি আমি, সন্ত্রস্ত গলায় বলে। নিয়ে আসছি মশলার কৌটটা। হরিণীর পায়ে ছুটে যায় মারিয়া। আনন্দের বাঁশি বাজতে থাকে আমার মনে। হঠাৎই অতিকায় ফ্রিজটার ওপর নজর এসে পড়ায় সেই বাঁশি থেমে যায়। বরফে হিম আর্ল ভেস্টারের লাশ অথচ ওর ভেতর তাজা হয়ে আছে। মূল চাবিকাঠি লক্ষ লক্ষ ডলার প্রাপ্তির। তাকিয়ে আছি পলকহীন চোখে ফ্রিজটার দিকে। তখনই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার মাথার ভিতর দিয়ে। আশ্চর্য! কোন শব্দ বেরিয়ে আসছে না ফ্রিজটা থেকে? ওর দেহে কোন কম্পন উঠছে না। তার মানে? ওর মেশিনটা সক্রিয় নয় তার মানে "কবে, ওটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে কোন মুহূর্তে? যদি ফ্রিজটা অচল হয়ে থাকে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশী সময় ধরে বিবর্তন শুরু হয়ে গেছে আর্ল ডেস্টারের লাশেও। "সর্বনাশ সর্বনাশ" ডাকা দরকার এখন একবার হেলেনকে। বাতাবরণের সাদৃশ্য, আমার অনুভূতির ঐক্য একমাত্র হেলেনের সঙ্গেই। ঘুলিয়ে উঠছে মাথার ভেতরটা স্থির বিচার হারিয়ে ফেলছি।

মারিয়া ঘরে ঢুকল। কি হল স্যার, আমার ঘর্মাক্ত, রক্তশূন্য, আতঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে বলল। অসুস্থ বোধ করছেন আপনি কি? আমার বুকের ভিতরটা লাফিয়ে ওঠে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো, না...মানে একটু ক্লান্ত কেমন যেন...আচ্ছা, মারিয়া চলছে না কেন ঐ ফ্রিজটা?

মারিয়া জবাব দিল ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে, অফ্ করে রেখেছি আমি ওর সুইচটা।

কেন?

দরকারী কোন জিনিষই নেই ফ্রিজটার মধ্যে, মাদাম বলেছিলেন, ভাবলাম, বিদ্যুৎ খরচ করা

কেন শুধু শুধু।

তুমি ওর সুইস্ অফ্ করেছ কতক্ষণ আগে?

মিনিট পনেরো আগে।

জগদ্দল পাথরটা নেমে গেল আমার বুকের ওপর থেকে। ঘামতে শুরু করেছিলাম আমি দরদর করে। যাবতীয় ভারিক্কীপনা মুছে গিয়েছিল। স্বস্তিময় আত্মবিশ্বাস এখন আবার ফিরে পেয়ে মারিয়ার কাঁধে হাত রেখে নরম স্বরে বললাম, ভুল কাজ করে ফেলেছ তুমি একটা। যাকে অচল করে রাখলে মেশিনের ক্ষতি হয়, রেফ্রিজারেটর হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র। তা ছাড়া জমাট বেঁধে আছে হিমযুগের বরফ এই বিরাট ফ্রিজটার মধ্যে। যদি ঐ ফ্রিজ অফ্ করে রাখ তুমি বেশিক্ষণ, ভিতরটা জলে থৈ থৈ করবে সেই বরফ গলে। মেশিন অব্দি পৌঁছে যেতে পারে জলের স্রোত, জলের নাচন। ফলে ফ্রিজটার ক্ষতি হবে। আমার প্রতিটি কথা যে আঘাত করেছে মারিয়ার কোমল ও সচেতন মনকে সন্দেহ নেই তাতে।

আমাকে মাপ করবেন, স্যার, কুণ্ঠিত গলায় বলল। সে, সুইচটা অন করে বলল আর আমার হবে না এ রকম ভুল।

পোশাক বদলাই নিজের ঘরে ফিরে এসে। সিগারেট ধরাই দেহ এলিয়ে। ফালতু তাড়া করতে করতে মিলিয়ে যায় একটার পিছনে আর একটা রিং। ঘুম নয়, আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে এক ধরনের তন্দ্রা। আমি ডুবে যাচ্ছি এক ধাঁধার জগতে। প্রথমে হেলেনকে দেখলাম। ঘোলাটে ছানি পড়েছে তার নীল চোখে। তারপর ফ্রিজটাকে দেখতে পেলাম। মারিয়া খুলছে ফ্রিজের কপাট। টুটে গেল তন্দ্রা। ডাইনিংরুমে যাই মুখেচোখে জল দিয়ে। নিজের খাবারটা গ্রহণ করি মারিয়ার কাছ থেকে। হেলেন নিজের ঘরে ঢুকে গেছে দুথালা খাবার নিয়ে। মারিয়াকে বললাম খাওয়া শেষ হলে, নিজের ঘরে শুয়ে পড়, বাতি নিভিয়ে বেশি রাত না করে।

হ্যাঁ স্যার, শুভ রাত্রি।

ঘুম আসছে না এবারও ঠিক, চোখের পর্দায় ও মনের পর্দায় তন্দ্রার কুয়াশা নামছে। ফ্রিজের কপাট খুলছে মারিয়া আবার দেখলাম। এক খণ্ডহর দৃশ্য ভেতরে। ভেঙ্গে চৌচির বরফ-টরফ। আর আর্ল ভেস্টারের বিকট মুখখানা তারই মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কুৎসিত ধবলকুষ্ঠ রোগীর মতন। একরকম উঠে বসি ডিগবাজি খেয়ে। ঘরের বাইরে, হার্দিক কম্পন শুরু হল প্যাসেজে পা রাখতেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বারান্দার জানালা দিয়ে মারিয়া কিচেনে ঢুকছে এই মাঝরাতে। কেবল তাই নয়, সে খুলে ফেলেছে ফ্রিজের ডালাটা। পরন্তু সে খুলেছে ডিপ ফ্রিজের কেবিনেটটাও। আখরোটের খোসা ছাড়ায় মানুষ যে ভাবে, তেমনি একটার পর একটা স্কচ হুইস্কির বোতল তৎপর সন্তর্পণে সে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখছে দুটো...পাঁচটা...পঁচিশটা...ত্রিশটা ইস, এইবার-ইন! এইবার মারিয়া আর্ল ভেস্টারের লাশটাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে নির্ঘাৎ! কি করা উচিৎ। তেড়ে গিয়ে মারিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? ওকে স্তব্ধ করে দেব চিরতরে?

আমি ঢুকি রান্নাঘরে গিয়ে। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয় এক নৈকুষি খুনী হওয়া। প্রথমতঃ, এইমাত্র লাশ হয়ে যাওয়া আর্ল ভেস্টারের সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় করল ডিপ-কেবিনেটটি আদ্যন্ত ফাঁকা করে যে, আমি ভালবাসি সেই মারিয়াকে এবং খুন করতে পারবো না নিজের প্রেমের পাত্রীকে। দ্বিতীয়তঃ, আমি ভীষণ হতবাক মারিয়ার মুখের দিকে চেয়ে—বুজে আছে ওর চোখ দুটো, মুখ ভাবলেশহীন। মনে আমার চিকুর হানা ঐ চকিত ফুরসতেই মারিয়া এ ঘরে এসে ঢুকেছে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের টানে। ঘাটতে শুরু করেছে ফ্রিজের ভিতরটা। এরপর গভীর ঘুমে ডুবে যায় ও ফিরে গিয়ে। ওর মনেই পড়বে না সকালে উঠে কাল রাতে সে আর্লের লাশ পরখ করে গেছে ফ্রিজ খুলে। এই গুহ্যতথ্য আমার অজানা নয় স্বাপ্নিক দুর্বলতার। ঘুমন্ত মারিয়া ডিপ ফ্রিজটা সাজাতে থাকে টেবিলের ওপর থেকে বোতলগুলি তুলে তুলে। তারপর আমার পাশ দিয়ে টলমল পায়ে ফিরে যাচ্ছে ফ্রিজের কপাট বন্ধ করে। দেখতেই পাচ্ছে না সে আমাকে? যেতে দিতে চাই আমিও তাকে। যেন না ভাঙ্গে তার ঘুম। তার স্বপ্নেই মোড়া থাক বেবাক প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা।

কিন্তু—কিন্তু পিস্তলের কালো নল উদ্যত হয়ে আছে স্বপ্নতাড়িত মারিয়ার দিকে, আমার মাথার

ওপর দিয়ে! দেখতে পেলাম চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই—দীপ্যমান হেলেন। তার সতর্কতা কম নয় আমার চেয়ে এবং সম্ভাবনাও কম নিশানার ভুলচুক হবার।

আমাকে একরকম ওকে থামাতে হল পিছুপানে ধাওয়া করে। বললাম ফিসফিসিয়ে, যেতে দাও ওকে। ও ঘুমিয়ে আছে আসলে। চলে এসেছিল অবচেতন মনের প্রভাবে ফ্রিজ খুলেছিল।

কি করে বুঝলে তুমি?

বুঝতে পারবে ওর চোখের দিকে তাকালেই।

নিজের বিছানায় মারিয়া শুয়ে পড়েছে। হেলেনও তার ঘরে ফিরে গেছে। কিন্তু ঘুম নেই আমার চোখে। নিশুতি নেমেছে এ বাড়িতে আবার যখন, আমি মারিয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকি হরেক দুশ্চিন্তার জিম্মাদায় হয়ে। ঝুঁকে পড়ি মরিয়ার মুখের ওপর। ছটফট করছে ঘুমের মধ্যে। তার ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপছে। আমি ডাকি ওর কানের কাছে মুখ এনে, মারিয়া মারিয়া!

সে উঠে বসে ধড়মড়িয়ে। আমাকে দেখে তাজ্জব দু'হাতে চোখ কচলে। আপনি! এখন! এখানে?

চাপা স্বরে বললাম আমি, দেখলাম আমি, রান্নাঘরে ঢুকছো তুমি এত রাতে। বেরিয়েও এলে আবার।

বিস্ময় বাড়ে মারিয়ার, রান্নাঘরে! নাতো!

তুমি চলাফেরা কর স্বপ্নের ঘোরে আমি বললাম। মানসিক দুর্বলতা এটা একধরনের।

গুম মেরে থাকে মারিয়া কিছুক্ষণ। পরে অসহায় স্বরে বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, ভয় করছে আমার।

যদি নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারি নিজের মনকে। এসময় আমি আকর্ষণ করি দুহাতে মারিয়াকে এবং সে আমার ঘামে-ভেজা লোমশ বুকের ওপর ঢলে পড়ে।

ভয় নেই, আমি সান্ত্বনা দিই ওর গালে গাল ঘষতে ঘষতে। আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখব এবার থেকে সব সময়। আমি নিজের ঠোঁট চেপে ধরি মারিয়ার ঠোঁট খুঁজে নিয়ে। সর্বত্রই কদাচিৎ এমন দীর্ঘচুম্বন। মারিয়ার বুকে এখন হাত দিতে পারি আমি ইচ্ছে করলেই। রত হতে পারি দৈহিক মিলনে। কিন্তু তা করি না আমি। আমাকে বিরত করে হঠাৎ জেগে ওঠে আমার বিবেক। আমার প্রেম, আমার ঘুমন্ত সততা। নিজের অপরিসর ঘরে ফিরে আসি মারিয়াকে আদরে-সস্নেহে সপ্রেমে ঘুম পাড়িয়ে।

।। নয়।।

আজ সেই রবিবার। জীবনে অন্যতম উত্তেজক ঘটনাবহুল দিন। গত কয়েকদিন ধবে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছি এই দিনটার জন্য আমি ও হেলেন। আকাশ মেঘমুক্ত সকাল থেকে ঝকঝকে নীল।

হেলেন বলল মারিয়াকে ডেকে, ন্যুইয়র্কের দিকে যাচ্ছি আমি আমার স্বামীকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায়। তুমি যেন সন্ধ্যায় টুঁ মারতে যেও না অন্য কোথাও।

মারিয়া আহত হেলেনের কথা বলার ভঙ্গিমায়, মাদাম আমি বাড়িতেই থাকব, তার গাল লাল হয়ে ওঠে।

হেলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, দুপুরে সেটা সেরে আসতে পার খুব দরকার থাকলে।

ঠিকই দরকার আছে, তবে যাচ্ছি না, আমি, মারিয়া বলল।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে পচ্ছি দুই নারীর এমত বাক্যালাপ।

সংলাপ চলেছে পরিকল্পিত পথে। যেমন ইমারত গড়া যায় শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, তেমনি ভূমিকম্পও। ভূমিকম্পের সাধক আমি। হেলেনও। এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা দুজনে অর্থপ্রাপ্তির যা অপরিমিত তাকানো যায় না পিছন ফিরে সেখান থেকে। যাই থাকুক কপালে, সামনে ঝাঁপ দাও। আলোর ঝলকানি বা অন্ধকার। মারিয়া সরে আসছে হেলেনের কাছ থেকে। দুঃখিনী মুখাবয়ব। যতবার দেখি মেয়েটাকে টাটিয়ে ওঠে বুকের ভিতর। কি রকম যে অনুভূতি, প্রেমপ্রীতি

প্রণয় তা প্রথম টের পাচ্ছে গ্রীন ন্যাশ। টান টান স্নায়ুবিদারক না হত সময়টা যদি এখন আমি হয়তো গির্জায় গিয়ে দাঁড়াতুম মারিয়াকে নিয়ে। ইতিমধ্যেই অবশ্য গির্জার রংও বিবর্ণ হয়ে উঠল পকেটের কথা...পেটের কথা ভাবলে। সে প্রেমের তরী কিভাবে ভাসাবে রেস্ত যার কানাকড়ি? অর্থাৎ মারিয়াকে শাদি করবার একটা সূক্ষ্ম, অথচ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে ভেস্টারের আত্মহত্যাকে খুন রূপে প্রতিপন্ন করবার। আদৌ সুবিধা নয় আমার নিজের মানসিক অবস্থাটা। বড় পেয়ারের বস্তু বানিয়েছি মালের বোতলকে, স্থৈর্যকে অর্জন করতে গিয়ে। আমি কখনো সাবাড় করিনি এর আগে এত বোতল। মালের প্রভাবেই মনে হয়েছিল বা কখনো কখনো হয়তো, মনের এই অস্থিরতা বুঝি হয়তো হেলেনকে জড়িয়ে ধরে একবার ধামসা-ধামসি করলে। কিন্তু সেই সন্ধ্যারাত্রি থেকে হেলেনকে—যখন আমি উপেক্ষা করেছিলাম তার নগ্ন শরীরকে নাগালের মধ্যে পেয়েও সর্বক্ষণ রক্ততুলে বসে আছে বিলকুল মাথায়। তার সুন্দর মুখে তীব্র শ্লেষ, বিদ্রূপ ও বিতৃষ্ণা ঝংকার দিয়ে ওঠে আমার ঈষৎ মাখো মাখো ভাব দেখলেই, তোমার ঐ পটিয়সী মারিয়ার কাছে যাও না, আমার কাছে কেন। বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়বে স্কার্ট-ফার্ট খুলে, তুমি একবার বললেই। নাকি ওর সঙ্গে তোমার হয়েও গেছে এর মধ্যে দু-একবার? টেরই পাইনি আমি হয়তো।

দাবড়ে উঠি আমি, খবর্দার। ঐ রকম কুৎসিত মন্তব্য করবে না মারিয়াকে নিয়ে।

হেলেনের খিলখিল হাসি আমার ক্রোধকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। হুঁ, মরিয়া চলে আসছে হেলেনের কাছ থেকে। সিঁড়ির ওপর পাকড়ালাম আমি তাকে। মারিয়া অবাক চোখে তাকায় আমার মুখের দিকে। আকুলতা, বিহ্বলতা ক্রমে তার দৃষ্টিতে, আপনি কি অসুস্থ, মিঃ ন্যাশ?

এ জিজ্ঞাসায় আমি ঈষৎ চমকাই। বুঝতে পারি আমার মুখ চোখের ওপর স্নায়ুবিক উত্তেজনা দাগ ফেলেছে। জবাব দিই আমতা আমতা করে। না, কিছু নয় সে রকম...আসলে কাহিল হয়ে পড়ছেন মিঃ ভেস্টার দিনের পর দিন। ভয় হচ্ছে...একটা না কিছু হয়ে যায় তার।

মারিয়া বলল, ন্যুইয়র্কের এক স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাচ্ছে তোমার মিসেস ভেস্টার আজ তাঁর স্বামীকে নিয়ে।

হুঁ তাই শুনেছি, চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ি আমি। কিন্তু শুনেছ কিছু তাঁরা কখন বের হচ্ছেন?

মারিয়া বলল, তাঁরা বের হবেন আজ প্রথম রাতে। সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকতে, আমায় বলেছেন।

বের হওয়া দরকার ছিল তোমার কি কোথাও, আমি বললাম।

বাজারে যাওয়ার দরকার ছিল আজ আমার একটু, বিরশ মুখে মারিয়া বলল।

অবশ্যই যাবে দরকার যখন, আমি জোরের সঙ্গে বললাম। কিনে নেন নি তো তোমাকে মিসেস ভেস্টার। তুমি বেরিয়ে যাবে এমনিই নিজের কাজে এবং ফিরবে না সন্ধ্যার আগে।

বিরক্ত প্রকাশ করবেন মিসেস ভেস্টার, মারিয়া বিবর্ণ।

অত পাত্তা দিও না, আমি বললাম।

এবার অনেকটা কাছাকাছি মারিয়া আমার। অনুযোগ গলার স্বরে, মিসেস ভেস্টার কেমন যেন আশ্রয় সন্ধানী! তাঁর ব্যবহার রূঢ় আমার সঙ্গে। কাজ ছেড়ে দেব ভাবছি।

আমি দু'হাতে তুলে ধরি ওর ভরাট ঢলঢলে মুখ। ঠোঁট এনে বলি ঠোঁটের কাছে, সহ্য কর কটা দিন একটু। তারপরই আমরা রোমের দিকে উড়ান দেব। শীতল হয়ে গেল মারিয়ার উষ্মা, রোমের কথা শোনামাত্র। স্বপ্ন মেশানো হাসি খেলে যায় তার কালো দু-চোখে। যাও, ঘুরে এসো, আমি তাকে বললাম। ফিরবে না সন্ধ্যার আগে। জানিয়ে দেওয়া দরকার মিসেস ভেস্টারকেও হাতের পুতুল নও তুমি তাঁর! আমি হেলেনের মুখোমুখি এই মারিয়া চলে যাবার পর।

আমি, সন্ধ্যা অব্দি থাকছে না মারিয়া।

হেলেন, গভীর পীরিত তোমাদের দুজনের আমি দেখছি।

আমি, মারিয়ার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা তোমার কিন্তু উচিৎ নয়।

হেলেন, তার চেয়ে বড় কথা, মারিয়াকে এ বাড়িতে ঢোকানো তোমার উচিত হয়নি।

আমি, প্রয়োজন ছিল। হেলেন, তা তো আমি দেখতে পাচ্ছি প্রয়োজনটা যে কি?

আমি, মানে? হেলেন—দরকার হয়ে পড়েছে যে তোমার একজন সর্বক্ষণের সঙ্গিনীর · মারিয়া

মেটাচ্ছে সেই প্রয়োজনটা।

আমি, তুমি খুব বেশি নাক গলাচ্ছ আমার এবং মারিয়ার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে। আমি তা বরদাস্ত নাও করতে পারি, মারিয়া সহ্য করলেও।

হেলেন আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। সে আমাকে কেটে ফালা ফালা করতে চায় নীল চোখে দ্যুতি ও তীব্রতা এনে। কিন্তু অনেকটা চিনতে পেরেছি আমি হেলেনকে। আমি তা পেরেছি, আগেকার কোন পুরুষ বা আর্ল ভেস্টার যা পারেনি। আমি সঞ্চারিত করেছি কাম ও উত্তেজনা হেলেনের শরীরে। আমি নিজের মত ইচ্ছার শরিক করতে পেরেছি আংশিক ভাবে হেলেনকে সার্বিক না হলেও। দুমাথা এক করে ছক কষি আমি ও হেলেন গোটা দুপুর বেলাটা।

মারিয়া বাড়িতে ফিরল ঠিক সন্ধ্যার মুখে। অনেক কেনাকাটা করলে বুঝি? আমি বললাম।

এই সামান্য টুকিটাকি, মারিয়া সলজ্জ।

আমার বের হবার পালা এবার, তুমি এলে, বললাম।

সেকি! ভুরু ধনুক হয় মারিয়ার। আজ মিস্টার ও মিসেস ভেস্টার বের হবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কাঁধ ঝাঁকাই আমি, চলে আসবার চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি। তুমি জানিও মিসেস ভেস্টারকে। নেমে গেলাম শিস দিতে দিতে। বুইকখানা ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেল আমাকে নিয়ে মারিয়ার দৃষ্টির সামনে। ঐ মাত্রই। আমি আবার চোরের মতো ফিরে আসি বুইকটাকে নিকটস্থ এক গ্যারেজে ঢুকিয়ে। ভেস্টার দম্পতির প্রশস্ততম ঘরটিতে অনুপ্রবেশ করি সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, পা টিপে টিপে। হেলেন তখন তথাকথিত আর্লকে বলে যাচ্ছে বেশ উঁচু গলায়।

মারিয়াও নিশ্চয় ছুঁয়ে যাচ্ছে সে আওয়াজের ভগ্নাংশ—গায়ে চাপাও এই কোর্টটা, পর এই টুপিটা।

আমি ভিন্নতর করি গলার স্বর, পরছি...এই বড় ব্যাগটা নিও তুমি। নিতে ভুল না ঐ কাগজপত্রগুলি, আমার চেকবই।

মারিয়া দেখছে উঁচুতে দাঁড়িয়ে, অসুস্থ আর্ল ভেস্টার, গায়ে ডোরা কাটা কোট, মাথায় খড়ের টুপি।

কোনক্রমে রোলস্ গাড়িতে গিয়ে উঠছেন স্ত্রীর দেহের ওপর ভর দিয়ে। মারিয়া আবছা আভাস পাচ্ছে এই প্রথম আর্ল ভেস্টারের চেহারার। খুব মনোযোগী কি সে? কোন সন্দেহ কি তার দৃষ্টিতে?

দাঁড় করাই অন্য এক রাস্তার মোড়ে রোলসটাকে।

যাই, ফিসফিসিয়ে বললাম, একবার দর্শন দিয়ে আসি এবার মারিয়াকে।

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে হেলেন বলল, দেরি করবে না বেশি। তুমি তো আবার অগ্র-পশ্চাত সব ভুলে যাও মারিয়ার মুখোমুখি হলেই।

ব্যাগটার মধ্যে কোট ও টুপি আমি রাখতে রাখতে বলি, তাই নাকি? তাহলে এতটা পথ আসতে পারতে না আর এভাবে নির্বিঘ্নে। আমার ওপর দিয়েই বেশি যাচ্ছে ঝক্কিটা কিন্তু।

স্বাভাবিক, বললাম। মিসেস ভেস্টার তুমি যে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ি আমি আর কথা না বাড়িয়ে।

মারিয়া কলকলিয়ে ওঠে আমাকে দেখামাত্র, দেরি করলে এত। চলে গেলেন ওরা দুজনে।

ছিঃ ছিঃ, জিভ বের করি আমি আধ হাত, অন্যায় হয়ে গেছে খুব। আসলে হঠাৎ বিগড়ে গেল বুইকটা। যাবতীয় বিদ্যে ফলালাম আমি আমার, স্টার্ট নিল না গাড়ি। শেষে এক গ্যারেজ ঠেলতে ঠেলতে ঢোকালাম লোক ডেকে। গ্যারেজের মেকানিক বলল বসে থাকতে হবে আমাকে নাকি, যখন যা দরকার এনে দিতে হবে গাড়ি সারাতে। তবু ছুটতে ছুটতে এলাম, কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি অব্দি তুলে দিতে প্রভু ও প্রভুপত্নীকে। সব বৃথা। — বললাম একটানা। হাপাচ্ছি। মারিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় আমার মুখের দিকে, তার মানে আবার বের হবে তুমি এখনই। এক্ষুনি! না গেলে হয় না আজ?

আকুতি ও আবেশ মারিয়ার স্বরে, এই প্রথম। নিজের কপাল চাপড়াই মনে মনে আমি, আহ্, এই সুযোগ যদি আর না আসে মারিয়ার সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের। পথে নেমে আসি মনের আবেগকে

সিন্দুকবন্দী করে। রোলস্‌-এ হেঁটে পৌঁছে যাই খুব দ্রুত পায়ে। দরজা খুলে বসি নিঃশব্দে। হেলেন আজ গাড়ি ড্রাইভ করছে। নির্জন থেকে নির্জনতর ক্রমেই, আমরা যে পথে ছুটেছি এখন। সাপের পিঠ চকচকে পথ। ক্রমশ আরণ্যক জটিলতা পাচ্ছে পথের দু'পাশের গাছ-গাছালি। যে সব গাড়ি ছুটছিলো আমাদের আগু-পিছু, এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছে এক সময় তারাও। আমাদের বুইককে তাড়া করে আসছে যেন অনেকক্ষণ ধরে কেবলমাত্র একজন পুলিশ সার্জেন্ট তার বাইকে চেপে। দেখতে পাচ্ছি অনুসরণরত অবয়ব গাড়ির আয়নায়। শক্তিমান তরুণ। পেট্রোল দিচ্ছে প্রথাসিদ্ধ! আমাদের টপকে যায় সে একসময়। যদিও রুমাল আমার মুখে, ভয় হল, আমাকে দেখে গেল বুঝি সে এবং মনেও রাখবে আমার মুখকে। আবার ঘুরে আসছে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে বাইক আরোহী। আমাদের পাশ দিয়ে জনবহুল পাহারাঞ্চলে আবার ফিরে গেল। আমি স্বয়ং স্টিয়ারিং ধরেছি হেলেনকে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের আসন থেকে। হাতে গ্লাভস্‌ পরে নিয়েছি তার আগে। আমার হাতের বাঁ আঙুলের ছাপ না থাকে টাটকা টাটকা এ গাড়ির কোথাও যেন।

গাড়িটাকে যখন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড় করালাম রাস্তা থেকে সরিয়ে এনে শুনতে পেলাম হেলেনের চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। সে কেঁপেও উঠল ঈষৎ, ভীতিতে আচ্ছন্ন তার কণ্ঠস্বর যে কারণে, এই সেই জায়গা। জঙ্গল, এত অন্ধকার।

আমাদের সুবিধার জন্যই অন্ধকার ও জঙ্গল, আমি বললাম...নেমে এস গাড়ি থেকে। ঘড়ি ধরে কাজ করতে হবে, সময় বেশি নেই।

আমাকে অনুসরণ করতে থাকে হেলেন অন্ধকার ও ঝোপ-ঝাড়ে আকীর্ণ ভূমিতে। অনুভব করতে পারি, তাকে যে ক্রমশ বিহ্বল করে ফেলছে বিশেষ এক অনিশ্চিতবোধ। একটি কাঠের কুঠি ঐ বনে। ঠিক নয় বিস্ময়কর। হয়তো কোন বনরক্ষীর নিবাস কিংবা কারুর বিলাসী অবস্থান। তবে অতীতের সে সবই। কেবল নোংরা ওর অবস্থান এখন তো, এলোমেলো নয়, অনেকটা নড়বড়েও। পুরানো তালা ঝুলছে কপাটে। ভঙ্গুর ও মরচে ধরা হুকটা আমি দু' মোচড়ে ভেঙ্গে ফেললাম ঐ তালা সমেত হুকটাকে। অন্ধকার ভিতরটা। হেলেন পাথরের মতন অনড় আমার পিছনে।

সামনে এনে দাঁড় করাই আমি হেলেনকে টেনে। টর্চের আলো মুখের ওপর ফেলে বললাম, ভেতরে ঢোক। পুরান আসবাবপত্র ভেতরে কিছু। ভাঙ্গা তক্তাপোষ একটা, চেয়ার দুটো হাতল ভাঙ্গা, একাধিক ক্ষতচিহ্ন টেবিলটার শরীরে। ঢাকা পড়ে আছে সব ধুলোর আস্তরণে। মাকড়সার জালে বিবর্ণ দেয়ালের প্রতিটি কোণ।

হেলেন চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে টর্চের আলোর মধ্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে, আমাকে তুমি এখন...শেষ করে না হেলেন কথা।

আসলে জানে সেও, আমি কি করতে যাচ্ছি পরবর্তী মুহূর্তগুলিতে বা অত্যাচার হতে চলেছে কি ধরনের হেলেনের ওপর। পকেট থেকে বের করি নাইলনদড়ির গোলাটা একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলি হেলেনকে আষ্টেপৃষ্ঠে। তারপর খাটের সঙ্গে সেই চেয়ারটাকে। হেলেন কঁকিয়ে ওঠে এত জোরে বাঁধছি যে।

গ্রীন কি হচ্ছে! বন্ধ হয়ে যাবে যে আমার শরীরের রক্ত চলাচল!

আমি মুখ এনে বললাম ওর কানের কাছে, এই মূল্য তোমাকে দিতেই হবে লক্ষ লক্ষ ডলারের জন্য। ন্যূনতম মেহনত। অবশ্য বাকি আছে আরো কিছু।

আবার কি? আঁতকে ওঠে সে।

ফিতেটা খুলে ফেলি আমি ওর চুল থেকে। এলোমেলো করে দিই চুলগুলোকে। পরিশ্রমের ব্যাপার নয় এটা এমন কিছু।

কিন্তু আমি ঘামছি কুলকুল করে। হেলেন ঘর্মাক্ত আমার চেয়েও বেশি। এরপর হেলেন তা আশা করেনি আমি যা করলাম। আমি ওর ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি এক হেঁচকা টানে। ছিঁড়ে ক' ফালা করি ওর গাউনটা এবং এমন নির্মমভাবে ধর্ষণ করি ঐ অবস্থাতেও বুঝি সম্ভব নয় যা একজন পেশাদার যৌন অপরাধীর পক্ষেও। চিৎকার করতে না পারে হেলেন যাতে, তার জন্য মুখটাও বেঁধে ফেলি ওর মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিয়ে। আমি ভীষণ হাঁপাচ্ছি। তা অবর্ণনীয়

লাঞ্ছিতা হেলেনের যে কি দুরবস্থা। শেষ নয় এখানেই। হেলেনের চিবুকে একটা ঘুঁষি মারি আমি সজোরে। ঠিকরে বের হয়ে আসবার যোগাড় হেলেনের চোখ দুটো। রক্ত জমে গেছে তার চিবুকে। ওর গালে চড় মারি আমি সপাটে। পাঁচ আঙুলের স্পষ্ট ছাপ ফুটে ওঠে ওর সুন্দর মসৃণ গালে। নোনা জলের ধারা নেমেছে অসহায় হেলেনের দু'চোখ বেয়ে। আমি জরিপ করে নিশ্চিন্ত হলাম টর্চের আলোয় তার পা থেকে মাথা অব্দি—নিখুঁত প্রতিমূর্তি একজন ধর্ষিতা, অত্যাচারিতা রমণীর।

আমি দুঃখিত হেলেন, আমি দুঃখিত, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললাম। ক্ষমা কর তুমি আমাকে। তোমাকে এই কষ্টগুলি সহ্য করতে হল পুলিশ ও বীমা কোম্পানীকে ধাপ্পা দিতে। উপায় নেই। আমি নিশ্চিন্ত। আশা করছি, বেশিক্ষণ থাকতে হবে না তোমাকে এই অবস্থায়। তোমাকে এখানে আবিষ্কার করবেই কেউ না কেউ রাতটুকু শেষ হলেই। তারপর খোঁজ খোঁজ...পুলিশ আর পুলিশ। আমি ছুটতে শুরু করি চামড়ার ব্যাগে আর্লের কোট হ্যাট দস্তানা ইত্যাদি ঢুকিয়ে নিয়ে।

রাস্তায় আমি জঙ্গল পেরিয়ে...একটা পাবলিক বাস ধরি অনেকটা আসবার পর। স্টেশনে পৌঁছে যাই। যখন নিজের ঘুমন্ত বুইক গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানকার গ্লোবরুমে ব্যাগটা রেখে, রাত তখন মধ্যযৌবনা।

উদ্বিগ্ন মারিয়া ছুটে আসে বুইকখানা গ্যারেজে ঢোকানো মাত্র, ন্যাশ. এখনও ফেরেননি মিসেস ভেস্টার।

সে কি! চিন্তার কথা খুব। মিসেস ভেস্টার বলেছিলেন যাবার সময় তিনি ফিরে আসবেনই রাত বারোটার মধ্যে। অথচ—হয়তো আজ স্যানাটোরিয়ামে থেকে যাবেন স্বামীর সঙ্গে। কারণ নেই চিন্তার।

মারিয়া বলল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে, আমি পারছি না নিশ্চিন্ত থাকতে। আমার কাছে ফোন নম্বর আছে স্যানাটোরিয়ামের। ওঁদের ফোন করে দেখ তুমি একবার। আমি নম্বরটা নিই মাবিয়ার কাছ থেকে। ও তরফের বিস্ময় ও অস্বীকৃতি ডায়াল ঘুরিয়ে স্যানাটোরিয়ামে ফোন করাতে—কস্মিন কালেও তাদের স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হয়নি আর্ল ভেস্টার নামক কোন রোগী। ফলতঃ দ্রুত তুঙ্গে উঠতে থাকে মারিয়ার অস্থিরতা তপ্ত পারদের মতন। সে একখানা হাত চেপে ধরে আমার, খবর দাও পুলিশে।

পুলিশ।

হ্যাঁ, খবর দেওয়া উচিৎ পুলিশে এখুনি।

পুলিশকে খবর দিতে হবে, আমিও জানি এবং আজ রাতেই। কিন্তু আমার জীবনের জটিলতম অধ্যায় শুরু হয়ে যাবে ঐ ডায়াল ঘুরিয়ে একবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা মাত্রই। সর্বক্ষণ সতর্ক, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গতর, প্রশ্নের পর প্রশ্ন—আত্মরক্ষা করে যাওয়া অতি সতর্ক হয়ে। আর একটি মিথ্যা আড়াল দিতে গিয়ে তারপর আবার। আমি ডায়াল ঘোরাচ্ছি ঘামেভেজা আঙুলে।

।। দশ ।।

আর্ল ভেস্টার ভবিষ্যৎহীন, অসুখী, বহুজনের কাছে ঋণী মাতাল। অথচ সাড়া জাগানো তোলপাড় তারই অন্তর্ধান নিয়ে। আতঙ্কে নীল মারিয়া। অস্থিরতার রেখাগুলি স্পষ্ট আমার মুখাবয়বে। আশা করেছিলাম, এ বাড়িতে হানা দিতে আসবে না মাঝ রাত্তিরে পুলিশ অন্ততঃ। তারা খোঁজ নেবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, খবর পাঠাবে চেকপোস্টগুলিতে, তারপর হয়তো আবিষ্কার করে ফেলবে, আহত বন্দিনী হেলেনকে আজ রাতেই বনবিভাগের পরিত্যক্ত ঘরে।

তারপর পুলিশ গোয়েন্দারা আসবেন আমাকে ও মারিয়াকে জেরা করতে সকালে সূর্যের আলো দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়লে। কিন্তু পুলিশের এক মাঝারি, কর্তা আমার সমস্ত হিসেবকে উল্টে দিয়ে, যিনি বসে ছিলেন টেলিফোনের অন্যপ্রান্তে। জানালেন, আমরা এখুনি যাচ্ছি আপনাদের ওখানে।

আমি উচ্চারণ করি মারিয়ার পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে ফোনটা নামিয়ে রেখে, পোশাক বদলে ফেল মারিয়া তুমি। এল বলে পুলিশের লোক।

পোশাক বদলাতে চলে গেল মারিয়া শ্লথচরণে। আমি আবার আঙুলকে সচল করি টেলিফোনের ডায়ালে। এডুইন বার্নেট এবারে। বৃত্তান্ত শুনে সে যে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে প্রথমে তার স্বরে ঘুমজড়ানো বিরক্তি থাকলেও, আমি টের পাই তা এ প্রান্তে বসেই। তবে উকিল প্রবর তেড়ে ফুঁড়ে ছুটে আসতে নারাজ এই মধুর অলস্যময় শেষ রাতে।

কোথাও নিশ্চয় আটকে পড়েছেন ওরা, তার বক্তব্য। ভালোই করেছেন পুলিশে খবর দিয়ে। হতে পারে কিডন্যাপ তো। আমার চেয়ে বেশি কে আর জানে, দুনিয়ায় যে কত পাপ? সাবধান প্রেমের লোকদের সম্পর্কে। তিলকে তাল বানায় না ওরা কেবল সর্বত্রই সাপ বের করতে চায় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে। হুঁ, মুখ খুলবেন না সাংবাদিকের কাছে। অ্যাটর্নী এডুইন বার্নেটের সঙ্গে কথা বলতে, ওদেরকে বলবেন। সামলাব আমি। মিসেস ভেস্টারের জন্য আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কী ঝড়টাই না বয়ে যাচ্ছে তাঁর দেহ-মনের ওপর।

আমার হাসি পেল এত উত্তেজনা ও বিপদের মধ্যেও। হেলেন উৎস হয়ে আছে যাবতীয় উত্তেজক স্বপ্ন ও বাসনার আধবুড়ো বার্নেটের। হেলেন ফিরে এসে ভালো ভাবে কাজে লাগাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে ঐ প্রভাবশালী বুড়োটাকে। তা ছাড়া তুলে নিল একটা মস্ত বোঝা নিজের মাথায় আমার বুকের ওপর থেকেও। সামলানোর দায়িত্ব সাংবাদিকদের। বিশেষত স্কেণ্ডালপ্রিয় হয়ে থাকেন যেমন চিত্রসাংবাদিকরা, তাতে কি অর্থ বের হবে কি কথার যে! বার্নেট দুঁদে লোক।

বলতে বলতে রাতের স্তব্ধতা খান খান সাইরেনের আওয়াজে। এই প্রথম পুলিশের গাড়ি ঢুকছে বর্তমানের এক ডুবন্ত চিত্রকারবারী আর্ল ভেস্টারের বাড়িতে। এই প্রথম অতীতকালের প্রখ্যাত ফ্লিম প্রযোজক।

দ্রিমি দ্রিমি রব আমার বুকে। তোমার পরীক্ষা লগ্ন আগত ন্যাশ, আমি নিজেকে বলি, নিজেকে স্থির বাখ, নিজেকে প্রস্তুত কর।

সাদা পোশাকের দুই পুলিশ কর্মচারী জলপাই রং গাড়ি থেকে নামল। সার্জেন্টের নীচে নয় নিশ্চয় পদমর্যাদায়। আমি যথাসাধ্য তাদের অভ্যর্থনা জানাতে অগ্রসর হই হল ঘর পেরিয়ে স্বাভাবিক সক্রিয়তায়। চেহারা দুরকম আগন্তুক দু'জনের। মাথায় খাটো একজন, মুখ গোলাকার, মাথার চুল লাল, পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি বয়স। দৃষ্টির প্রখরতায় বুদ্ধিদীপ্ত নীল চোখ দুটো ডিম্বাকৃতি হলেও। দ্বিতীয় সার্জেন্ট দীর্ঘকায়। বয়স কম, গায়ের রং তামাটে, মাথার চুল কালো। লম্বাটে মুখ, কালো চোখের গভীরতা যথেষ্ট। লেফটেন্যান্ট ব্রমউইচ, সঙ্গীর দিকে আঙুল তুলে দেখায় সার্জেন্ট লুইস স্থূল চেহারার গোয়েন্দা নিজের পরিচয় দিয়ে। তারপর জানতে চায় আমার পরিচয়, আপনার পরিচয়?

স্বকর্ণ কম্পিত নিজের কানেই, আমি গ্লীন ন্যাশ, আমি কর্মচারী মিস্টার ভেস্টারের।

কর্মচারি, কি কাজ করেন?

অনেক কাজই করে থাকি, মিস্টার ভেস্টারের। গাড়ি চালাই তাঁর। হিসাবপত্রও রেখে থাকি কিছু কিছু।

দৃষ্টি সন্দেহকুটিল ব্রমউইচের। সে লনের দিকে অগ্রসর হয় আমাকে অতিক্রম করে। লুইস দাঁড়িয়ে থাকে হল ঘরে। আমি অনুসরণ করি ব্রমউইচকে। ব্রমউইচ টুপিটাকে মাথার পিছন দিকে ঠেলে দেয়, একটা চেয়ারে দেহ এলিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণ জরিপ করে নেয় চোখ ঘুরিয়ে। বিবিধ ছায়ার আনাগোনা তার রক্তাভ মুখে। জীবন যাপন হলিউডের ফিল্মি কারবারীর, ব্রমউইচ উচ্চারণ করে আপন মনে। নোটবুক বের করে পকেট থেকে সে পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত, একটা শূন্যপৃষ্ঠা বুড়ো আঙুলে চেপে ধরে ঠিক আছে।

জেরা করা যাক এবার শুরু। কখন ওরা বের হয়েছিল বাড়ি থেকে?

বলতে থাকি আমি। বুইক গাড়িটাকে নিয়ে ঝামেলা, কখন আমি ফিরে এলাম, আমি তখন কি কারণে বাড়ির বাইরে, কোথায় তাদের যাবার কথা ছিল। কখন তারা বেরিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। সবশেষে মারিয়ার উদ্বেগ মিসেস ভেস্টার ফিরে না আসায় মাঝরাত অব্দি এবং আমি টেলিফোন তুলে পুলিশকে পেলাম তারই সবিশেষ অস্থিরতায়।

তার মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই, ব্রমউইচ যাবতীয় বিবরণী ধৈর্যসহকারে শুনে গেলেও।

একটি হরফও লেখেনি নোটবুকে। সে মুখ খোলে আমার বিবরণ শেষ হলে, কোথায় মেয়েটা?

মিস মারিয়া টেম্পলের কথা বলছেন আপনি কি?

এখানে কি এ অব্দি উঠেছে নাকি আর কোন মেয়ের প্রসঙ্গ?

এখনই চলে আসবে মারিয়া। পোশাক বদলাচ্ছে।

আর একটা পায়ের ওপর তুলে দেয় সে তার একটা পা। বলল, এখন নিউইয়র্কে পেয়ে যাবার কথা এই ভেস্টার লোকটিকে তাই না? কোথায় পড়েছিলাম আমি যেন, সে কিছু একটা করতে যাচ্ছে টিভিতে।

ব্যাখ্যা করি আমি। ও সব গুজব বহুলাংশে। ভেস্টার খুব অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। সত্যি হল এই যে শারীরিক সক্ষমতা তাঁর ছিল না টেলিভিশনের জন্য কিছু একটা করে উঠবার মতন।

ব্রমউইচ জিজ্ঞাসা করে, পাড় মাতাল লোকটা, তাই না?

তা বলতে পারেন আপনি।

কেমন ছিল ট্যাংকের অবস্থা? দেনা আছে বাজারে। পরিমাণ? ইতস্তত করছি আমি।

ব্রমউইচ বলে, বলে যান আপনি। কিছু গোপন থাকবে না আমার কাছে।

বিশ হাজার ডলারের কাছাকাছি।

মুখ বিকৃত করে ব্রমউইচ। পরিণতি হয়ে থাকে যা হলিউডের ধনীদের...মালপত্তর ছিল সঙ্গে কোন?

একটা স্যুটকেস ছিল মিস্টার ভেস্টারের সঙ্গে।

আমি দেখেছি ওর রোলস্ গাড়িটাকে। নিঃসন্দেহে দামী জিনিষ। তাই অভিমত আমারও কিছু নিয়েছিলেন কি মিসেস ভেস্টার তার সঙ্গে?

নিজেকে সংযত রাখি আমি মুখ খুলতে গিয়েও। আমি ঠিক জানি না, পরে বলি, সঙ্গে স্যুটকেস নিয়েছিলেন মিস্টার ভেস্টার, আমি কেবল জানি। কারণ প্যাক করে দিয়েছিলাম আমিই সেটা।

মারিয়া চলে এল ঠিক সেই সময়। ব্রমউইচ মারিয়ার পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিল তার বুলেটাকৃতি মাথা তুলে গোল চোখ পাক খাইয়ে।

এই হলো মারিয়া টেম্পল, আমি পরিচয় করিয়ে দিই। আর মারিয়া ইনি হলেন লেফটেন্যান্ট ব্রমউইচ।

আসন নিতে ইঙ্গিত করে ব্রমউইচ মারিয়াকে। কোন লাগেজ নিয়েছিলেন কি তার সঙ্গে মিসেস ভেস্টার? ব্রমউইচের প্রথম প্রশ্ন মারিয়ার প্রতি।

বিভ্রান্ত দেখায় মারিয়াকে কেমন, আজ্ঞে উনি না, বড় স্যুটকেস ছিল মিস্টার ভেস্টারের কিন্তু মিসেস ভেস্টার...।

জানাবেন, যতটুকু জানেন। ঠিক আছে ঠিক আছে।

যতটুকু সে জানে জানিয়ে দেয় মারিয়া থেমে থেমে নীচু স্বরে। তার বর্ণনায় ভীতি আছে, বাহুল্য নেই। মিসেস ভেস্টার বেশ অসুবিধায় পড়ে ছিলেন তাঁর স্বামীকে নিয়ে যেতে যেতে। কেমন টালমাটাল অবস্থায় ছিলেন মিঃ ভেস্টার মারিয়া বলে। মানে তার স্ত্রীর ওপর ভর দিয়ে পা টেনে টেনে এগুচ্ছিলেন কোনক্রমে তিনি স্বাভাবিক দুর্বলতায়। চোখে সহ্য হয় না আলোর তীব্রতা বলে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমস্ত বেশি পাওয়ারের লাইটগুলিকে।

ব্রমউইচের নির্বিকার স্বর, পরণে কি ছিল মিঃ ভেস্টারের?

মারিয়ার বর্ণনা স্বচ্ছন্দ, ধূসর রং-এর প্যান্ট, ডোরাকাটা কোট, একটি কালো টুপি।

আপনি নিশ্চিন্ত? ব্রমউইচের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর, হ্যাঁ। বেশ ভালোই আপনার দৃষ্টিশক্তি তাই না?

আগ্রহ ছিল আমার। কারণ মিঃ ভেস্টারকে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তিনি হল ঘরটা পার হলেন খুব ধীরে ধীরে।

কতদিন আছেন আপনি এ বাড়িতে? এক সপ্তাহ ঠিক এবং গৃহকর্তার ওপর আপনার দৃষ্টি এসে পড়ল এই প্রথম?

হ্যাঁ। হাত ঘামছে আমার। তার কখনো কখনো মনে হত যে, এরপর কি মারিয়া বলে বসবে,

তার মনে হত না ঘরে আর্ল ভেস্টার নামক কোন মানুষ আছেন বলেই? সুতরাং তিনি ঘরবন্দী হয়েছিলেন এক সপ্তাহ যাবৎ, ব্রমউইচের জিজ্ঞাসা? বিছানায় শুয়েই থাকতেন মিঃ ভেস্টার? আমি মুখ খুলি মারিয়া কিছু বলার আগেই, অসুস্থ ছিলেন তিনি যথেষ্ট। ঘুমিয়ে থাকতেন বেশির ভাগ সময়ই।

আমার দিকে তাকায় ব্রমউইচ বিরক্তির সঙ্গে, কে তাঁর ডাক্তার?

ধাক্কা খাই আমি ; কিন্তু অভিব্যক্তিহীন রাখি আমি আমার মুখকে। মাথায় তো কখনো আসেনি আমার বা হেলেনের ডাক্তার-এর কথাটা।

রাজি ছিলেন না কোন ডাক্তারকে ডাকতে মিঃ ভেস্টার। কে তাঁকে পরামর্শ দেন স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাবার? মিসেস ভেস্টার রাজি হয়ে যান মিঃ ভেস্টারও।"

আবার মারিয়ার মুখের ওপর নিবদ্ধ ব্রমউইচের দৃষ্টি, সুতরাং আপনি চেনেনই না আসলে তাঁকে। প্রথম দেখলেন আপনি তাকে, স্যানাটোরিয়ামে যাবার সময় তাই তো? ঠিক?

চুপ করে থাকে ব্রমউইচ কিছুক্ষণ। অনন্ত কাল বলে মনে হল আমার কাছে এই কয়েক মুহূর্ত। মিসেস ভেস্টারের পোষাক সম্পর্কে তার পরবর্তী জিজ্ঞাসা। তিনি লিখে রাখলেন এই ব্যাপারটা। কি পরিমাণ টাকা রাখা ছিল বাড়িতে তাদের?

মনে হয় না কয়েক শো ডলারের বেশি বলে।

ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কি রকম মিঃ ভেস্টারের?

হতে পারে তিন-চার হাজার ডলার!

কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে কি মিসেস ভেস্টারের' জানা নেই আমার।

আবার মারিয়ার দিকে ঘুরে গেল ব্রমউইচের দৃষ্টি এবং হঠাৎ বলে উঠল বেশ জোর গলায়, মিঃ ভেস্টার বেশ অসুস্থ দুর্বল যে, আপনার কি তখন নিশ্চিত মনে হয়েছিল, নাকি অভিনয় বলে মনে হচ্ছিল ওটাকে তাঁর?

দারুণ নাড়া দিয়ে গেল আমার আত্মপ্রত্যয়ের শিকড় ধরে ব্রমউইচের এই জিজ্ঞাসা। বিহ্বল দেখাচ্ছে মারিয়াকে। নড়তে থাকে তাঁর ঠোঁট, দুর্বল মনে হচ্ছিল তাঁকে বেশ।

যেমন কাঁপছিল পা দুটো। এসব মোটেই কঠিন কম্পন নয়—পা কাঁপানো, নিজেকে দুর্বল দেখানো। কেমন দেখাচ্ছিল তাকে?

আমি দেখতে পাই নি তাঁর মুখ। টুপিটা নামানো ছিল কপালের ওপর। তোলা ছিল জামার কলার।

আমি ঘামছি কুলকুল করে।

এখানে এসো একবার, এই লুইস...., তার সঙ্গীকে ডাকে ব্রমউইচ গলা তুলে। এখানে চলে আসে দ্বিতীয় গোয়েন্দা। ভেস্টারের ঘরে নিয়ে যান আমার এই বন্ধুটিকে, ব্রমউইচ মারিয়াকে বলল। দেখাবেন মিসেস ভেস্টারের ঘরটিও। লুইস, তারা কি ধরনের পোষাক পড়তেন তুমি দেখো। তাঁদের আসক্তি বেশি কি রকম জিনিষের প্রতি....

লুইস মারিয়াকে অনুসরণ করে এবং কাঁধ ঝাঁকায়। ব্রমউইচ ফিরে তাকায় আমার দিকে। আমাদের কাছে কোন দুর্ঘটনার খবর নেই গত আট ঘণ্টা যাবৎ।

সুতরাং মেনে নেয়া যায় একথা যে পথ দুর্ঘটনার শিকার হননি তাঁরা, সে বলল। যদি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকত পথে, গাড়ি, একটা খবর পাঠাতেন তাঁরা নিশ্চয় এতোক্ষণে। গা ঢাকা দিয়েছেন ভেস্টার দম্পত্তি পাওনাদারদের ভয়ে আমার মনে হচ্ছে।

এক মত নই এ ব্যাপারে আমি কিন্তু! বলে উঠি ফস্ করে, অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন তিনি দারুন। তা ছাড়া সকলেই চেনে তাঁকে প্রায় চেহারায় এবং নামে। কলম খুলেই বসে আছেন কাগজওয়ালারা তো। কয়েকটা দিন থাকাও সম্ভব কিনা তাদের পক্ষে, সন্দেহ আছে। হয়তো ঐ পথেই গিয়েছিল মিসেস ভেস্টারের বুদ্ধি, তবে কেন তাঁরা উধাও হলেন?

ব্রমউইচ বলল, হেতু আছে কোন? নিরুত্তর আমি! পুলিশের ফাঁদে গড়িয়ে পড়া সম্পর্কে সতর্ক কথার জালে জড়িয়ে পড়ে। ব্রমউইচও তার মোটা ঘাড় নাচায় বিতৃষ্ণা মেটানো দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। সেই বড় ঘরটাতে চলে গেলাম ব্রমউইচ ও আমি, যেখানে সার্জেন্ট লুইস

তল্লাশি চালাচ্ছে মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে।

লুইস মাথা নাড়ে ব্রমউইচকে দেখে, মনে হচ্ছে কিছুই সরানো হয়নি বলে। মিসেস ভেস্টার রেখে গেছেন তাঁর ব্যবহৃত সব ভালো জিনিষই তো। চমৎকার কিছু গহনা ও সব পোষাক। ওঁরা কোথাও আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন আমার মনে হয় না।

লুইসের সিদ্ধান্তকেও সে মেনে নিতে পারছে না, ব্রমউইচ নাক কুঁচকে জানিয়ে দিল। বলল, আমি সমস্ত খবর পাঠাচ্ছি।

ঠিক আছে এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাতে ভুল করবেন না আপনারা কোন খবর পেলেই। কেমন? ব্রমউইচ ঘুরে তাকায় বেরিয়ে যেতে যেতে প্রধান দরজা দিয়ে, প্রথমে মারিয়ার দিকে, তারপর আমার দিকে। ঝাঁকায় কাঁধ, হাত রাখে লুইসের পিঠে, পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে সশব্দে এগিয়ে চলে। চাপা স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যেতে যেতে, রাত কাটান নাকি একই ছাদের তলায় আপনি ও মেয়েটা?

ধমকাই আমি। জবাব দিই গম্ভীর গলায়, গ্যারেজের ওপরকার ঘরে আমি থাকি আর মিসেস ভেস্টারের লাগোয় ঘরে মারিয়া।

অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মারিয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসে ব্রমউইচ গাড়িতে উঠবার আগে এবং মারিয়ার উদ্দেশ্যেই বলে যেন একমাত্র, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি।

মনোবিজ্ঞানী নই যদিও আমি, তবু অনুমান করতে পারি ব্রমউইচের ভাবনাকে। সেক্স নিয়ে ভাববে না পুলিশের লোক, এ হতেই পারে না। পরমায়ু অবশিষ্ট ছিল রাতের যতটুকু, তা উত্তপ্ত অস্বস্তিকর বিনিদ্র। আমি মারিয়াকে তার ঘরে ঠেলে সরিয়ে দিলাম একরকম। কিন্তু সে সরে যেতে চাইছিল না আমার কাছ থেকে, বিবর্ণ হয়েছিল সে ভয়ে। চোখে ঈষৎ তন্দ্রা আসে সকাল সাতটা নাগাদ এবং ঘুমও চটকে যায় ঠিক সাড়ে আটটার সময়। আমি ঢুকি বাথরুমে গিয়ে এবং শাওয়ারের নীচে গিয়ে দাঁড়াই বাথরুমের দরজা খোলা রেখেই। যখন জল গড়াচ্ছে আমার সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর বেয়ে, আমি দেখতে পেলুম দেয়াল-আয়নায় আমাকে ঐ অবস্থায় মারিয়া চোখ তুলে দেখতে পেয়েছে বাথরুমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এবং চকিতে যেন ছুটে পালাল লজ্জায় লাল হয়ে। মনে আসছে রাত্রের কথা। এখনো কি সে পড়ে আছে ঐ রকম অসহায় অবস্থায়? এক ধর্ষকের অভিনয় করছি আমি যখন কাল ওর সঙ্গে, প্রবিষ্ট হয়েছি ওর শারীরিক গভীরতায়, জল দেখে ছিলাম যেন ওর দু' চোখে। কাঁদছিল কি হেলেন? অবাক লাগছে আমার খুব—এখনো কোন সংবাদ পেলাম না থানা থেকে হেলেনকে খুঁজে পাবার কথা তো কোন ভোরেই এবং হেলেনকে নিশ্চয় আবিষ্কার করে ফেলেছে কেউ না কেউ।

আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে মোটা গোয়েন্দাটা যতবারই, আমি দেখতে পেয়েছি সেখানে সন্দেহের ছায়া। দেখলাম আমার হাত পা কেমন কাঁপছে পোষাক বদলাবার সময়, কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারছি না নিজেকে ঋজু ও স্বাভাবিক অবস্থায়। অথচ আর সরে আসা সম্ভব নয় যখন এটা এমন এক অবস্থা।

হেলেনের পক্ষেও নয়, আমার পক্ষেও নয়। হেলেন কি করছে—আবার সেই প্রশ্ন? অত জোরে মারতে গেলাম কেন আমি, যখন ওকে দ্বিতীয় ঘুষিটা মারি? ঈর্ষা, বিরক্তি, ঘৃণা? তখন কেমন বেঁকে গিয়েছিল হেলেনের ঘাড়টা, যে মাটির ওপর নির্ঘাৎ আছড়ে পড়ত হাত পা বাঁধা না থাকলে। আমার অনুচিত হয়েছে, অন্যায় হয়েছে অত জোরে মারাটা। বেজে উঠল ঘরের টেলিফোন। ভাবলুম, নিশ্চয় সংবাদ হেলেন সম্পর্কিত। কিন্তু মারিয়ার কণ্ঠস্বর ফোনে, বলছে রান্নাঘর থেকে, যাচ্ছি, কফি ও ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত।'

টেবিলের সামনে মুখোমুখি আমি ও মারিয়া, চুমুক দি কফির কাপে। আপনি বরং ফোন করে জেনে নিন আর একবার পুলিশকে।

খোঁজ পেলেন কি না তাঁরা ভেস্টার দম্পতির।

অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা দু'জনের মধ্যে। ফোন করলাম পুলিশকেও। খবর নেই কোন।

বেলা দশটা কুড়ি এখনো। এখনো কেন আবিষ্কৃত হল না বন্দিনী হেলেন বুঝতে পারছি না! নাকি আবিষ্কার করা হয়েছে হেলেনকে ইতিমধ্যেই। এবং গোটা ঘটনাটাকে ফাঁস করে দিয়েছে

আমার ওপর সব দোষ চাপিয়ে পুলিশী চাপে ভেঙ্গে পড়া হেলেন?

আমি বরং মিস্টার বার্নেটিকে এখন একবার ফোন করি, আমি বললাম।

হঠাৎ মারিয়া করুণ স্বরে বলে আমার একখানা হাত চেপে ধরে, গ্লীন এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার আর। যা আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে এখানে এমন এক পরিবেশ। একা থাকতে ভয় পাই আমি এ বাড়িতে।

হাত বোলাতে বোলাতে বলি আমি ওর মাথায় সোনা, আমি তা বুঝতে পারি। কিন্তু কোথাও যেতে পারবে না তুমি ঐ জায়গা ছেড়ে। পুলিশ কথা বলতে চাইবে আবার তোমার সঙ্গে। তোমার সাহায্য চাইতে পারেন মিসেস ভেস্টারও। তুমি এখানে ধৈর্য ধরে থাক, তাঁদের সন্ধান না মেলা পর্যন্ত?। থাকবে না? আমরা এখন কি করব। তোমাকে বলছি। আমি ব্যবহার করব তোমার ঘরটা এবং আমার গ্যারেজের ওপরকার ঘরটায় তুমি থাকবে? তোমার কি পছন্দ হবে আমার বর্তমান ঘরটা?

হ্যাঁ. থাকতে চাই আমি ওখানেই।

বেশ, তোমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও তুমি তাহলে, পৌঁছে দেব আমি সেটা, তুমি শুরু করে দাও ও ঘবে, আমি ততোক্ষণে কথা বলা শেষ করি বার্নেটের সঙ্গে। আমি চাইছিলাম, একটু দূরে অবস্থান করুক মারিয়া এই লাউঞ্জ থেকে। আমার যা মনের অবস্থা এখন, ভাল লাগছে না মারিয়ার মতন নরম মেয়ের সঙ্গও।

আমি ফোন করি বার্নেটিকে মারিয়া চলে যাবার পর এবং জানাই এখনো হদিশ পায় নি পুলিশ ভেস্টাব দম্পতির আপনাব ওপর হামলে পড়েনি প্রেসের লোকেরা? এখনো নয়। এলেই সোজা পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। স্যার ঠিক আছে।

মারিয়ার সঙ্গে মাত্র কথা বলতে যাচ্ছি বার্নেটিকে ফোন করে, সাইরেনের শব্দ কানে। পুলিশের গাড়ি। আমার দিকে চলে আসছে গাড়ি থেকে নেমে সেই ব্রমউইচ ও লুইস। শুকিয়ে যায় আমার বুকের ভিতরটা। চোট খায় প্রত্যাশা। হেলেন নেই তাদের সঙ্গে। হেলেনকে গ্রেপ্তার করেছে তবে কি ওবা? অভিব্যক্তিশূন্য করে রাখি আমার মুখাবয়বকে কোনক্রমে আমি।

তাদের অভ্যর্থনা জানাই কোনক্রমে খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ব্রমউইচকে, চেয়াব দখল করে সে একটা। লুইস এখানে সেখানে ঘুরছে এ বাড়ির।

ব্রমউইচ মুখ খুলল, আশ্চর্য প্রহেলিকা, হাত ঢুকিয়ে প্যান্টেব তলায়, আচ্ছা খেলা খেলছে ঐ দুজনে মিলে আর আমি হাঁফিয়ে মরছি। আমিও তাদের কিছু মজা দেখাব একবার পাকড়াও করতে পারলে।

কি বলতে চাইছেন আপনি?—ভাঙ্গা যন্ত্রের মতো বেজে ওঠে আমার স্বর।

খুঁজে পেয়েছি সেই রোলসটাকে। ওটা স্থির হয়ে ছিল নয় নম্বর রাস্তার ঝোঁপের আড়ালে। দেখা নেই মালপত্তরের। হাওয়া লোক দুটোও। হাওয়া এখন অব্দি।

হাওয়া এখন অব্দি—পেরেক ঠুকে দেবার সামিল কথা কটা আমার পাঁজরে তার মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেই ঘরটিতে উঁকিও দেয় নি এখনো কেউ। এখনো নিশ্চয় ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হেলেন হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায়। তার শরীর প্রতীক্ষা এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতীব কাতব—তার অর্ধ নগ্ন অর্ধশায়িত দেহের ওপর কতক্ষণ কোন মানুষ বারেকের জন্যে দৃষ্টিপাত করবে। অথবা হতে পারে এখনো হেলেনকে উদ্ধার করেছে পুলিস।

আদতে অনেক কিছু জেনে নেবার পর স্নায়ুবিকল হেলেনের মুখ থেকে আমাকে বাজাতে এসেছে এখন।

১.১ নং হাইওয়েতে দেখা গেছে ভেস্টার দম্পতিকে কাল রাত সাড়ে দশটায়। তাদের দেখতে পেয়েছিল স্টেট পুলিশের একজন। স্টিয়ারিং ছিল মিসেস ভেস্টারের হাতে তাঁর পাশে বসেছিলেন মিস্টার ভেস্টার। মনে হয় কোন কারণে ফিরে এসেছেন হলিউডের দিকে। তাঁরা আর না এগিয়ে গা ঢাকা দিলেন গাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে। আমার বিশ্বাস মিঃ ভেস্টার এই পুরানো পথটাকেই বেছে নিয়েছেন পাওনাদারদের হতাশ করবার।

আমি শুনতে পাই আমার নিজের কণ্ঠস্বর, কিন্তু অসুস্থ লোক ভেস্টার একজন। হেঁটে যাওয়া

সম্ভব নয় অনেকদূর তাঁর পক্ষে। আর বাস বা ট্রেন ধরে চলে যাবার চেষ্টা করতেন তিনি যদি ফিরে এসে ধরা পড়ে যেতেন অনেকের চোখে।

আমরা এখন খোঁজ খবর নিচ্ছি বাস ট্রেনগুলির ব্যাপারে। বুঝতে পারছি না যে কতটা অসুস্থ ছিলেন ঠিক ভেস্টার। বিছানার শুয়ে থাকতেন তিনি যখন ; তখন ঘরে ঢুকেছেন কখনো?

নিশ্চয়। ঢুকতে হত মাঝে মাঝেই। ঘুমিয়েই থাকতেন সাধারণতঃ তিনি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রমউইচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তেমন গুরুতর কিছু ছিল না অসুস্থতা হয়তো। অছিলাও হতে পারে পালিয়ে যাবার।

মিস টেম্পল বলেছিল এই কিছুক্ষণ আগে—বলে উঠি আমি, অপহৃত হতে পারেন ভেস্টার দম্পতি।

উপরের দিকে ব্রমউইচের মোটা ভুরু, অপহরণ! ভাবনার হেতু তাঁর এ রকম?

না। মানে, হারিয়ে গেলেন দুজনেই?

বের করব কারণটা নিশ্চয়। মেনে নিতে পারছেন না মনে মনে ব্রমউইচ অপহরণের যুক্তিকে। আবার সে পায়চারি করতে থাকে তার অস্থিরতাও বাড়ছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন মিস্টার ভেস্টারের অ্যাটর্নী এডউইন বার্নেট।

তিনি চাইছেন দ্রুত নিষ্পত্তি, আমি বললাম।

ব্রমউইচ পাথরের মতো কঠিন আমার এ কথা শোনামাত্র। তার মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যুগপৎ বিরক্তি ও যন্ত্রণার রেখাগুলি।—পুলিশ কমিশনার! বাতচিৎ হয়ে গেল এরই মধ্যে তার সঙ্গেও।

বার্নেট আসলে নামকরা উকিল, আমি বললাম। সুদূর তার প্রভাব ও পরিচিতি। তাঁর বন্ধুস্থানীয় কমিশনার পুলিশ সাহেব।

বন্ধুস্থানীয়! আমাদের কাজ করতে দেয় না সুস্থিরভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে এইসব বন্ধু স্থানীয়রাই। শুনুন, বলে দেবেন ঐ মারিয়া মেয়েটাকে, সে যেন কিডন্যাপের থিওরী না কপচায় ঐরকম সাংবাদিকদের কাছে। বুঝতে পারি রীতিমতন তিতিবিরক্ত ব্রমউইচ। বলল, জানেন কি ভেস্টারের এমন কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে, যেখানে যেতে পারেন তাঁরা?

স্যার, জানা নেই আমার।

তাঁরা মত বদলাতে পারেন স্যানাটোরিয়ামে যেতে যেতে। কিন্তু না ঐ গাড়িটা। আমাকে এখনই সব জানাতে হবে কমিশনার সাহেবকে না হলে আমার ওপর এসে পড়বে ধমক ধামকের স্রোত। বিদায় নেয় দুই সার্জেন্ট।

আমি গলায় ঢালি এক গ্লাস স্কচ নিয়ে। আবার হেলেন মন জুড়ে। তার কি হল? তারই ওপর নির্ভরশীল আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ও সাফল্য। আর্ল ভেস্টারের বিশাল লাশটা পড়ে আছে ঐ ড্রিপ ফ্রিজে। আমি স্বস্তি পাচ্ছি না ওটাকে না সরানো অব্দি। শেষ করেছি মাত্র গ্লাসটা, এসে হাজির দুজন সাংবাদিক। জানালাম আমি তাদের কথা বলতে বার্নেটের সঙ্গে। খুশি হলেন না তাঁরা। এক প্রেস ফটোগ্রাফার আবির্ভূত হলেন তাঁরা চলে যেতেই। বিমুখ করি আমি তাকেও। তবে যাবার আগে একটা ছবি তুলে নিয়ে গেলেন তিনি আমার। ঘুরে চলে ঘড়ির কাঁটা। বেলা সাড়ে বারোটা এখন। এই মুহূর্তে অব্দি কোন সংবাদ নেই হেলেন সম্পর্কে আমার আচরণ কঠিন মারিয়ার প্রতি, আসছে তিক্ততা। বিশ্রীভাবে উঠে আসি টেবিল থেকে।

বুইকটাকে বের করি আমি গ্যারেজে ঢুকে। তারপর ১.১ নং হাইওয়ের উদ্দেশ্যে সোজা ছুটতে থাকি মারিয়াকে কিছু না বলেই। অনেকটা পথ, গতি শ্লথ করি কিছুটা সময় ঝড় তুলবার পর, এক সময় থামিয়ে দিই ইঞ্জিনটাকেই। কি করতে যাচ্ছি এ আমি। এখন সম্ভব একাধিক পুলিশকনভয়ের আনাগোনা ঐ নির্জন পথটাতে। নতুন মাত্রা তাদের ধারণায়, তারা আমাকে আবিষ্কার করতে পারলে। তার চেয়ে পুলিশ করুক পুলিশের কাজ। বের করুক হেলেনকে খুঁজে। ওরা নিশ্চয় খুঁজে পাবেই হেলেনকে ; এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই আর হয়তো। বড় বেশি লেগে গেল যদিও সময়টা। ভাবনায় ভাবিত আমি বার্নেটের অফিসের উদ্দেশ্যে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে চললাম এই আশায়, যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বার্নেট এখন আদালতে, সেখানে গিয়ে শুনলাম। অতএব স্বস্থানে ফিরে আসতে হলো। খবর নেই কোন। বিবিধ কারণ থাকতে পারে এই কঠিন নীরবতার হেলেন সম্পর্কে—এক

আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য, পুলিশই তাকে লুকিয়ে রেখেছে ; দুই—প্রচণ্ড শারীরিক কষ্টে সেই নির্জন নিবাসে ধুঁকছে হেলেন এখন অব্দি নজরে না আসতে পারায়, তিন—ধৈর্য ধরে রাখতে পারেনি হেলেন আর বিকল হয়ে পড়েছিল তার স্নায়ু। সকলের নাগালের বাইরে থাকবার জন্য সে কোনক্রমে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়েছে। মোদ্দা কথা, আমার উচিৎ হয়নি হেলেনকে অত জোরে ঘুষি মারা। সত্যি, কেন আঘাত করতে গেলাম আমি অত জোরে ওকে? তাকিয়ে থাকি নিজের দুই ধাতব হাতের দিকে। স্থির করলাম কোন খবর যদি না আসে সন্ধ্যা অব্দি, বনবিভাগের সেই পরিত্যক্ত কুঠিতে গভীরে রাতে আমি হানা দেব,—এ ভাবে আমি আর বইতে পারছি না মানসিক চাপ।

সংবাদপত্রের সন্ধ্যা সংস্করণে বেশ গুরুত্ব সহকারে ছাপ হয়েছে আর্ল ভেস্টার ও তাঁর স্ত্রী হেলেন ভেস্টারের নিরুদ্দেশ বার্তা। আমার শ্রীমুখ প্রকাশিত আবার একটা পত্রিকাতে। লেখা আছে যাব নীচে : শ্রীযুক্ত গ্রীন ন্যাশ ইনিই, ব্যক্তিগত সচিব আর্ল ভেস্টারের, মুখ খুললেন না সাংবাদিকদের কাছে। বলা চলে একরকম তেড়ে এলেন। একটা পত্রিকাতেও কিন্তু কোন উচ্চবাচ্চ নেই ভেস্টারের বাজারে ধারদেনা সম্পর্কে। পুলিশ কমিশনার বলছেন যে স্বয়ং এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে, অসম্ভব নয় কিডন্যাপ কবা ভেস্টার দম্পতিকে। যদিও তিনি দেখাতে পারেননি এর পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ। জানিয়েছেন, ভেস্টার দম্পতিকে খুঁজে বের করতে পুলিশ তার সর্বশক্তি দিয়ে নেমে পড়েছে। হেলেন সম্পর্কে কোন পৃথক বার্তা নেই, অথচ এত আলোড়ন, এত প্রচার।

বার্নেটের টেলিফোন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। ন্যাশ, আপনাদের ওখানে আসছি আগামীকাল সকাল এগারোটায় আমরা কয়েকজন। তাদের অপহরণই করা হয়েছে, সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে। আমরা আর একদফা আলোচনা করব আপনার সঙ্গে এবং মিস টেম্পলের সঙ্গে। আশাকরি আপনি গুছিয়ে রাখবেন সব ঠিকঠাক। একটা তালিকাও তৈরী করবেন। তাঁর ধার-দেনার।

করব স্যার। খবর পেলেন আর কোন?

খবর নেই কোন। বড় অস্বাভাবিক। ন্যাশ সব সময় থাকুন টেলিফোনের কাছাকাছি। আসতে পারে অহরহ টেলিফোন। টেলিফোনের আশেপাশে থাকব। কথা দিলাম আমি। কিন্তু অহরহ টেলিফোন আসবে না আমি জানি।

বনবিভাগের সেই পরিত্যাক্ত বাংলোতে আমাকে চুপি চুপি ঢুঁ মারতে হবে রাতের অন্ধকারে, দূরেও থাকতে হবে মারিয়ার কাছ থেকে। আমি ও মারিয়া বারান্দায় বসে আছি রাত দশটা অব্দি। বেডিও বাজছে টেবিলের ওপর, বাজনা গান রক্ত উত্তাল করা। কদাচিৎ আমাদের দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে। বসে আছি থম্ মেরে। আমি শুয়ে পড়তে বললাম মারিয়াকে তার ঘরে গিয়ে।

সিগারেটের প্যাকেট খালি আমার, শুনিয়ে শুনিয়ে বলি মারিয়াকে, বের হব গাড়ি নিয়ে একবার, কিনে আনতে হবে কয়েক প্যাকেট।

কেমন গা ছমছম করে আমার একা থাকতে, মারিয়া বলল, এ বাড়িতে কার অতৃপ্ত আত্মা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, সব সময় মনে হয়। যদিও আমি পাত্তা দিই না কস্মিনকালেও এ ধরনের বোকা বোকা ভয়কে। তবে টেলিফোন করতে পারে কিডন্যাপাররাও। কি সিদ্ধান্ত দেন তখন আমি?

ঠিক আছে বের হচ্ছি না আমি তাহলে, বললাম আমি। টেনে টুনে চলে যাবে কাল সকাল অব্দি, প্যাকেটে যে কটা আছে। তুমি চলে যাও গ্যাবেজের ওপরকার ঘরে। আশাকরি, তোমাকে তাড়া করবে না আজ রাতের কোন দুঃস্বপ্ন। সুপ্রভাত জানিয়ে আসব আমি তোমাকে ভোর হলেই।

ন্যাশ, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমি কাল। কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার এখানে, মারিয়া বলল।

আমি যোগাড় করে নিতে পারব থাকবার মত ঘর ও কাজ অন্য কোথাও।

বার্নেট আরো জন কয়েকের সঙ্গে কাল সকালে এখানে আসছেন। কথা বলতে চান আমাদের সঙ্গে তাঁরা, বললাম। একা থাকতে পারি না তাই আমি, সুতরাং তোমাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে আইনমোতাবেক আর এক আধটা দিন। যাক লক্ষ্মীমেয়ের মত শুয়ে পড় তুমি এখানে। মনে হচ্ছে,

একই সুতোয় গাঁথা আমাদের দুজনের ভাগ্য।

সলজ্জ হাসি ফোটে মারিয়ার মুখে, এ বাড়ি ছাড়ব আমরা দুজনেই।

এগিয়ে যেতে যেতে বলি আমি ওর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেব কাল। একই স্থানে থাকব আমরা দুজনে। এক... । আকর্ষণ করি আমি মারিয়াকে। সে ধরা দেয় বিনা প্রতিরোধে। ঠোঁট চুষতে থাকি আমি তার। এই প্রথম হাত দিলাম আমি মারিয়ার বুকে। আশ্চর্য নরম কুমারীবক্ষ। লতি থেকে লতি প্রসারিত মারিয়া যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট শব্দ তোলে প্রাথমিক পীড়ন মাত্রই। ওর নাভিপদ্ম স্পর্শ করি আমি আমার শরীরের একাংশ দিয়ে। ক্রমবর্ধমান তপ্ততা বুঝিয়ে দিচ্ছে মারিয়ার ত্বকে, এখন আমি অনন্দ উপভোগ করতে পারি জীবনে প্রথম এক কুমারীকে সম্ভোগ করবার, অনায়াসে মারিয়াকে বেআবরু করে। ওর জানু, কোমর, নিতম্ব, পাছা ইত্যাদি যত বিচরণ করে আমার দুই হাত, ততই বৃদ্ধি পায় মারিয়ার অসহায়তা। কিন্তু আমি—বড় সমঝদার গ্রীন ন্যাশ মেয়েমানুষের—মায়াময় ও প্রেমময় হয়ে উঠি কেমন যেন, যে কারণে আমার চূড়ান্ত ভোগের সামগ্রী করে তুলি না এমত অবারিত সুযোগ পেয়েও মারিয়াকে। মুখ এনে বলি ওর কানের কাছে আর নয় এর বেশি, আমাদের বিয়ের পর বাকিটুকু কেমন? হরেক দুঃখ দেখবে ঘুমিয়ে অতঃপর মারিয়া, আমি জানি। দেখবেই...।

গ্যারেজের বাইরেই আছে বুইক গাড়িটা। ওর চাকাকে সচল করলাম আমি মৃদু গতিতে। সে গতি একলাফে তুঙ্গে বাড়ির বাইরে আসা মাত্র। হাইওয়ের দিকে বুইক ছুটল উল্কার বেগে। জানি, আমি নিতে যাচ্ছি ভীষণ ঝুঁকি। হয়তো পেতে রাখা ফাঁদে স্বেচ্ছায় গিয়ে পড়ব। যদি পুলিশের খপ্পরে গিয়ে পড়ে থাকে ইতিমধ্যে হেলেন, তবে ফরেস্ট বাংলোতে আমার আগমনের তারা নিশ্চিত অপেক্ষা করছে। সেখানে হাতেনাতে পাকড়াতে পারে, আমাকে যদি তারা একবার পায়। আর কোন সাক্ষীর দরকার হবে না আমার অপরাধ প্রমাণের জন্য। আমাকে নিতেই হবে তথাপি এই ঝুঁকি। পালিয়ে গিয়ে থাকে যদি হেলেন? প্রশ্ন করি আমি নিজেকে। কি করতে যাচ্ছি আমি তাহলে? পালিয়ে যেতে নিজে? পুলিশের কাছে গিয়ে সব খুলে বলা, এর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা, তাদের হাতে তুলে দেওয়া আর্ল ভেস্টারের লাশটা, তাদের এনে দেখানো বার্নেটকে লেখা আর্লের শেষ চিঠিটাকে এবং মারিয়াকে নিয়ে সুন্দর সুস্থ, জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া অপরাধের সিংহভাগ হেলেনের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। আমি এই কল্পনা দূর করে দিই অবিলম্বে আমার মন থেকে। শেষ উপায় এই তো। সব রকম চেষ্টা করে দেখি তার আগে, পেলেও পেতে পারি কুবেরের ধন।

আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখি ১.১ নং হাইওয়ে দিয়ে ছুটবার সময় আছে কি কোন পুলিশের গাড়ি বা বাইক? না, নেই। আমি গাড়ি থামালাম আধমাইলটাক দূরে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে। জঙ্গল তার ঘনত্ব পেয়েছে এখান থেকেই। আমি জঙ্গল ভেঙ্গে অগ্রসর হই একটা ঝোপের আড়ালে গাড়িটাকে লুকিয়ে রেখে। অন্ধকার ঝুল ঝুল পোঁচ পোঁচ, নিষিদ্ধ যেখানে আলো, খুব অস্বস্তিতে সিড়িঙ্গে চেহারার নিশাচররাও। নিরেট অধঃপাত গ্রাস করছে বলেই আমাকে আমি তুড়ুক তুড়ুক লাফ মেরে মেরে আগুয়ান সামনের দিকে, এমত ভুবনে নাজেহাল হই নানা ভাবে। আগাপাশতলা পোশাক বদলায় প্রকৃতি রাতে এখানে। কাদার মণ্ডে পরিণত হয় ধুলোর মোড়ক ভিজে ভিজে। আমার গোয়ার্তুমি সমস্ত শরীর জুড়ে, তাই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি এই রাতে গভীরে জঙ্গল মাড়িয়ে। আকাশে চাঁদ নেই আজ আবার, তারা আছে। বোঝা অত সহজ নয় ঠিক ঠিক যাচ্ছি কিনা। তবে টান টান স্নায়ু, সতর্ক দৃষ্টি খুব অর্থাৎ সম্ভবত হব না লক্ষ্যভ্রষ্ট। পৌঁছে গেলাম।

সেই পরিত্যক্ত বাংলো এবং প্রবেশদ্বার ঐ তো সামনে। দরজা খোলা? পুলিশ আমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে, এর অর্থ কি এই যে? নাকি আমিই পালিয়েছিলাম কপাট খুলে রেখে? মনে নেই। ভীষণ অস্থির আমার হৃৎপিণ্ডটা, ঝাপাচ্ছে, লাফাচ্ছে। কান পাতি আমি—শব্দ নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার—তিনটে ঘরই অন্ধকার। বাংলোর কোথাও নেই আলোর জোনাকি। আমি যেন এখানে খুঁজে পাচ্ছি না জীবনের কোন স্পন্দন। নীরব মৃতের জগৎ এ এক। যেখানে একমাত্র আমারই হৃৎপিণ্ডটা সচল ও সক্রিয়। খুব সাবধানে অগ্রসর হই পা টিপে টিপে। অবশেষে সেই ঘরটিতে পৌঁছে যাই, যেখানে বেঁধে রেখে এসেছিলাম হেলেনকে।

কপাটটা ধাক্কা দিই বাইরে থেকে, কান পাতি—নিরেট স্তব্ধতা। তারপর অনুপ্রবেশ করি ভেতরে। দরজাটা খুলে ভেজিয়ে রাখি কপাটটা আবার। এ ঘর পরিত্যাগ করেছিলাম আমি যে অবস্থায় মনে হচ্ছে সব কিছু রয়ে গেছে ঠিক সেই অবস্থাতেই। তার মানে আর কারুর পদার্পণ ঘটেনি এখানে এখন অব্দি। অথবা হতে পারে এমনও। পুলিশ আমাকে পাকড়াও করবে বলে ফাঁদটা নিখুঁত রেখেছে। খুঁজতেই হবে আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর, এ কারণে হটে যাবার উপায় নেই আমার। সুইচ টিপি পকেট থেকে টর্চটা বের করে। সামনের দিকে আছড়ে পড়ে মুহূর্তে আলোর একরোখা গতি। শৈত্য প্রবাহ আমার সারা শরীর বেয়ে যায়। স্কার্টের টুকরো হেলেনের। ওকে ধর্ষণ করি যখন আমি, তার কিঞ্চিৎ স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে থাকা পা এ যে তার। আমি আমার চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

হেলেন এখনো এলিয়ে পড়ে আছে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায়। এখনো তার মুখ বন্ধ সিল্কের রুমাল দিয়ে। তার অনুপম স্তনদ্বয় এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওর চোখ দুটো কেবল পলকহীন, বিস্ফারিত, চেয়ে আছে ঠিক একটা নিষ্প্রাণ পুতুলের মতন। দরকার ছিল না ছুঁয়ে দেখবার, তবুও আমি স্থির সিদ্ধান্তে এলাম ওর হিমত্বকে আঙ্গুল রেখে—মৃত এই অপরূপা বিবশা তরুণী—মৃত। অনেক আগেই তাকে গ্রাস করেছে মৃত্যু।

।। এগার ।।

সেখানে আমি স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে ছিলাম কতক্ষণ জানিনা। আগুয়ান গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বিরাট একটা ধাক্কা খেলাম আমি জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই—হুড খোলা পুলিশের গাড়ি একটা। লুকোই কোথায়? লুকোই...ঘরের মধ্যে রক্ষিত কাঠের ডিভানটার ওপর আমার দিশেহারা দৃষ্টি এসে নিবদ্ধ হয়। ভেতরে ঢুকে যাই ওর মাথাটা তুলে। আমাকে বিব্রত করে তুললেও ভেতরে ধুলো, মাকড়সার জাল ইত্যাদির কোনক্রমে বসে থাকি কান পেতে, নাক চেপে।

তুমি গাড়িতেই থাক জ্যাকসন, পুরুষালি কণ্ঠস্বর কানে এল। আমার সঙ্গে লুইস এস। আরো বৃদ্ধি পেল আমার হৃৎযন্ত্রের ওপর—ব্রমউইচের কণ্ঠস্বর।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর লুইসের শোনা গেল, স্যার দেখুন, ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে জানলাটা।

ব্রমউইচ বলল, অস্বাভাবিকত্বের কিছু নেই। ব্যবহার করা হচ্ছে না গত কয়েক মাস ধরে এ ঘব তিনটিকে। বিক্রী করে দেবে বনদপ্তর।

শোনা মাত্র লুইসের কণ্ঠস্বর, কিন্তু এখানে কেউ এসেছিল মনে হচ্ছে।

কিছু মনে হচ্ছে না আমার তেমন কিছু, নাকচ করে দেয় ব্রমউইচ।

এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকে তারা দুজন। আমি প্রবল ঘর্মাক্ত, নিথর, আতঙ্ক ও উদ্বেগে। তারা নিঃসন্দেহে আমাকে খুনী বলে চালান দেবে এখানে আমাকে আবিষ্কাব করতে পাবলে। অন্তিম পরিণতি হবে আমার গ্যাসচেম্বারই।

ব্রমউইচ বলছে, আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি। ভেস্টার য়ুরোপের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছে, আমার দৃঢ় ধারণা।

লুইসের কণ্ঠস্বর, তা মনে করেন না পুলিশ প্রধান কিন্তু।

বলেই খালাস তো পুলিশ প্রধান। আমাদের মরণ হচ্ছে। ফোঁস ফোঁস করে ব্রমউইচ।

দরজা খোলার শব্দ। আমি চোখ বন্ধ করি জমাট অন্ধকারে বসেও। ব্রমউইচের সচকিত বিস্ময়তাড়িত আর্তরব তারপর কানে এল, ও ঈশ্বর! খুন!

লুইসের কণ্ঠস্বর তখনই ধ্বনিত হল, মারা গেছেন অন্ততঃ ত্রিশ ঘণ্টা আগে, মিসেস ভেস্টাব।

তাহলে, অপহরণই করা হয়েছে ওদের। মনে হচ্ছে, আমরা খুঁজে পাব মিস্টার ভেস্টারের লাশটাও কাছাকাছি কোথাও। সব কপাল আমার। নরক! নরক! সখেদে বলে ব্রমউইচ, খবর দাও থানায়। এখানে মোতায়েন করতে হবে জনা কয়েক পুলিশকে। দেখি, কর্মক্ষম কোন টেলিফোন আছে কিনা পাশের ঘরে। এখানেই থাক তুমি। পদশব্দ শুনতে পাই আমি ব্রমউইচের।

লুইস ঘরময় পাইচারি করছে একটা সিগারেট ধরিয়ে। এই ডিভানটার গায়ে লাথিমারে সে পায়চারি করতে করতে। আমি নিষ্পন্দ দাঁতে দাঁত চেপে। ব্রমউইচ টেলিফোনে কথা বলছে পাশের

ঘরে। অধিক সংখ্যায় পুলিশ আসছে। যদি পালাতে না পারি এখন এখান থেকে কোনক্রমে আমি, সমূহ সর্বনাশ। ইতিমধ্যে গোটা ঘরটা আলোকিত সুইচ খুঁজে পাওয়ায়।

ব্রমউইচ ফিরে এসে বলল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে, জ্যাকসন, পাত্তা লাগাও বাকি দুটোতে। মিললেও মিলতে পারে আর্ল ভেস্টারের লাশ।

লুইস নিশ্চয় তাকিয়ে আছে হেলেনের নিথর দেহের দিকে। বলছে, অদ্ভুত সুন্দরী ছিলেন ভদ্রমহিলা। নির্মমভাবে পিটিয়েছে ওকে জানোয়াররা। যেন ঘুষি এসে পড়েছিল কোন অমিত শক্তিধর মুষ্টিযোদ্ধার, চোয়ালে ও চিবুকে।

ব্রমউইচ বলল, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে কিভাবে, জানা যাবে একমাত্র ডাক্তারি রিপোর্টেই। কিন্তু কেমন আলগা ওঁর বাঁধনগুলি। দায়সারা কাজ যেন মনে হচ্ছে। আশ্চর্য একটু, লুইস তাই নয়?

জবাব দেয় লুইস, কিন্তু সত্যি সাংঘাতিক ওর আঘাতটা। কেবলই উঁকি-ঝুঁকি মারছে গ্রীন ন্যাশ আমার মনে। অতিরিক্ত সতর্কতা যেন ওর চাল-চলন কথাবার্তায়, যেন নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যস্ত সব সময় নিজেকে। শক্তিশালী লোক, মিসেস ভেস্টারের এন্তেকাল খতম হতে পারে বৈকি তার দুটো একটা ঘুষিতে।

লুইস খারাপ নয় তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি, ব্রমউইচ বলল, বিশেষ নজর রেখেছি লোকটার ওপর প্রথমাবধি আমিও। জেনেছি খবর নিয়ে, পরিচ্ছন্ন নয় খুব ওর অতীত। কাজ করত সোনির হয়ে, তার মানে অপরাধ করেছে ছোটখাট। মেয়েমানুষের দালালি করেছে একসময়, ওর বেশ একটা রসালো সম্পর্ক ছিল সমাজের নীচুতলার অনেক মেয়ের সঙ্গেই।

পদশব্দ ওঠে প্যাসেজে এবং তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই। কেউ নেই, খুঁজে এলাম বাকি দুটো ঘর। মনে হচ্ছে না কেউ ছিল বলে। জ্যাকসন ঠিক আছে। যতক্ষণ না অন্যরা এসে যোগ দিচ্ছে তুমি বাইরে পাহারা দাও। তারপর ব্রমউইচকে বলতে শোনা গেল পুনরায় অনেকক্ষণ নীরবতার পর, আর একটা সম্ভাবনার কথা আসছে আমার মাথায়। এটাই ঠিক, মনে হচ্ছে। মিস্টার ভেস্টার ঐ রকম এলোমেলো ভাবে বেঁধে রেখে পালিয়েছে নিজের হাতে তাঁর স্ত্রীকে খুন করে। কিডন্যাপের কেস বলে ধরে নেবে পুলিশ এটাকে, আশা করেছিলাম। মনে হয় কি তোমার?

আর্ল তার স্ত্রীকে কেন খুন করবেন? লুইস বলে।

মোটেই আদর্শ ছিলেন না আর্ল দম্পতি, খবর নিয়ে জেনেছি আমি। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত অথচ ডাকসাইটে সুন্দরী রমনীর স্বামী—যৌনজীবন ও পারিবারিক জীবন দুর্বিসহ হতে বাধ্য এমন মানুষের। তুমি দেখতে পাচ্ছ ঐ যে সুন্দরী মহিলার লাশ, জীবিতকালে কুকুরের মতো মনে করতেন তিনি তাঁর স্বামীকে। ঘেঁষতে দিতেন না বিছানার ধারেকাছে। বারুদ জমেই ছিল আর্লের মনে। তারপর স্বয়ং বা তাঁর বলশালী সেক্রেটারীকে দিয়ে কায়দা করে খুন করান শ্রীমতীকে এই নির্জন বনে টেনে এনে। কোন রকমে বেঁধে রেখে আত্মগোপন করেন লাশটাকে এ ঘরে টেনে এনে। ব্রমউইচ বলল একটু থেমে, যাই, ফোনে খবরটা দিই কমিশনার সাহেবকে। পাশের ঘরে চলে যায় তারা দুজনে। এই সুযোগে বেরিয়ে আসি ডিভানের ডালা খুলে।

বেরিয়ে এলাম অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। ছুট, ছুট, ছুট তারপর। বুইকর কাছে পৌঁছে যাই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। আমার কি-ই বা করার আছে আর নিজেকে অভিশাম্পাত করা ছাড়া! হে ঈশ্বর, কেন আঘাত করতে গেলাম অত জোরে হেলেনকে আমি? এখন উপায়? এখন খুনের দায় থেকে রেহাই পাওয়াটাই বিরাট সমস্যা, অপরিমিত টাকা পাওয়া তো দূরে থাক। বিশেষতঃ সন্দেহ করতে শুরু করেছে আমাকে ঐ দুই পুলিশ গোয়েন্দা। একটি মাত্র উপায় আত্মরক্ষার এবং তা হল আর্লভেস্টারের লাশ। আমি যদি এখন আর্লের হাতে সেই পিস্তলটা গুঁজে দিতে পারি ডিপফ্রিজ থেকে আর্লের লাশটা বের করে এনে। পুলকিত চিত্তে ভাববে ব্রমউইচ নিশ্চয়—ঠিক তার ধারণাই ; স্বয়ং আত্মহত্যা করেছে দুর্বিনীতা স্ত্রীকে খুন করে দেনার দায়ে জর্জরিত আর্ল ভেস্টার। আর ভেস্টার তো স্বয়ং গুলি চালিয়ে আত্মহত্যাই করেছে সত্যি কথা বলতে কি ; ভেস্টার যে আত্মহত্যা করেছে সপ্তাহখানেক আগে, এটা প্রমাণ করতে পারবে না পুলিশের বাবাও। সুবিধা হল আর একটা, দরকার হবে না বেশিদূর বয়ে নিয়ে যাবার আর্লের লাশটাকে। আমি ওকে নিয়ে দাঁড় করাব এই বাড়ির বাগানে, বন্দুক গুঁজে দেব ওর হাতে, পুলিশ ভাববে, আর্ল স্ত্রীকে হত্যা করবার

পর স্নায়ুবিক চাপ সহ্য করতে পারেনি সাময়িক আত্মগোপন চেষ্টা করলেও। এক সময় নিঃশব্দে আত্মহত্যা করেছে নিজের খুলিতে গুলি চালিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এসে। সাক্ষী দেব আমি, আর্ল তার পিস্তলটা রেখে দিত তার ডেস্কের ড্রয়ারে। আমি টাইপরাইটারে অসমাপ্তভাবে টাইপ করে রাখতে পারি আর্লের শেষ জবানবন্দীটাই ব্যাপারটাকে আরো জোরদার করবার জন্য। পারিনি হেলেনকে না সরিয়ে দিয়ে...লোভী পিশাচিনী নয় ও কেবল, স্বৈরিনীও...কিন্তু কিছু নেই আমার তো ভবিষ্যৎ বলতে। খুনী নই আমি কেবল, দেউলিয়া আমি...এ জীবন রেখে কি আর হবে...কখনো যদি...। গ্যারেজের ওপরকার ঘরটায় থাকে মারিয়া তো এখন। সুতরাং খুব একটা কঠিন কাজ হবে না ফ্রিজ থেকে লাশ বের করে আনাটা তার নজর এড়িয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হল, পিস্তলের শব্দ নিয়ে। শব্দ তো তখন হবেই, গুলি যখন ছুঁড়ছে। আর মারিয়ার কানে পৌঁছান চাই-ই সেই শব্দ। আমার মাথায় রয়েছে এরও একটা সমাধান। আমি তুলে আনব ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট লকার থেকে আর্লের পিস্তলটাকে। ওব মধ্যে ভরব একটা তাজা কার্তুজ। তারপর পিস্তলটা আর্লের হাতে গুঁজে দেব বাগানে ঢুকে ওটা শূন্যে ফায়ার করে এবং ঘরে ঢুকে পড়ব নিজে ছুটে এসে। তারপর আমার কাছে মারিয়া ছুটে আসবে। আমি বাগানে নিয়ে যাব। দেখতে পাবে মারিয়া স্বচক্ষে, আর্লভেস্টার পথ বেছে নিয়েছে সদ্য আত্মহননের। পুলিশ আসবে। নিজেকেই শতবার বাহাদুরি দেবে ব্রমউইচ অঙ্ক মিলে যাওয়ায়।

বাত দুটো এখন, বিছানায় শুয়ে আমি। অনেক হাল্কা আমার মনটা। আস্থা গভীরতর নিজের বৃদ্ধিব ওপর। রাতারাতি ধনী হবার আর দরকার নেই। আমি কাজ নেব বিজ্ঞাপন জগতে। পরিশ্রম করব। সৎজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠব মারিয়াকে বিয়ে করে। ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলুম মোটামুটি দুশ্চিন্তামুক্ত স্বপ্নশূন্য রাত। পরদিন মারিয়াকে গিয়ে বললাম বাথরুমে স্নান সেরে এস, ব্রেকফাস্ট সেরে নি আমরা চটপট। তারপর আর্ল ভেস্টারেব দেনার বহর নির্ণয় করতে তাঁর সব কাগজপত্র ঘাঁটতে হবে। হিসেব চেয়েছেন মিস্টার বার্নেট। আমি ও মারিয়া যে ফিরিস্তি দাঁড় করালাম কাগজপত্র ঘেঁটে, তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার ডলার আর্লের দেনার বহর গিয়ে দাঁড়াল।

আমি গুছিয়ে এনেছি যখন প্রায় কাজটা, মাবিয়ার অস্ফুট আওয়াজে চমকে উঠি, সীল করা খাম একটা এই দেখুন। লেখা মিস্টার বার্নেটের উদ্দেশ্যে। আমি ছোঁ মেরে কেড়ে নিই মারিয়ার হাত থেকে খামটা। আমি ওটা চালান দিই আমার প্যান্টের পকেটে।

বিস্মিত বার্নেটকে দিতে হবে ওটা তো, আমি বললাম মৃদু হেসে, মনে হচ্ছে উইল জাতীয় বস্তু। পড়ে দেখা দরকার আমার একবার।

মনে হচ্ছে না খুব একটা মনঃপূত হল বলে মারিয়ার আমার এই বক্তব্যে, বিশেষতঃ তাকে আরো বিস্মিত করে থাকবে আমার উত্তেজনা ও কম্পিত স্বর ও মনের পর্দায় এটর্নী বার্নেটের কালো রঙের গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল মৃদু গর্জন তুলে। আর একটা চারচাকা এসে থামল বার্নেট গাড়ি থেকে নামতে না নামতে। পুলিশের গাড়ি। নেমে এল তিন মূর্তি, এবার আর দুজন নামল না পুলিশের গাড়ি থেকে—ব্রমউইচ, লুইস এবং বেঁটে, মোটা তৃতীয় একজন কিন্তু চটপটে অসম্ভব। সরু গোঁফ, ত্রিকোণ টাক অপরিচিত লোকটির মাথায়, দাঁতে টেপা পাইপ, গোল মুখ, চওড়া কাঁধ মুষ্টিযোদ্ধার মতন। জানতে পারলাম পরে, সাংঘাতিক ধূর্ত গোয়েন্দা ম্যাডেক্স গাড়ি এল আরো একটি। পুলিশ কমিশনার ম্যাডভিত্তা এবার নামলেন। একেবারে বসে গেল চাঁদের হাট। পাঁচ মূর্তি আসন নেবার পর আমিও ওদের সামিল হই একটা মস্ত টেবিলকে ঘিরে।

যতবার তাকাই ম্যাডেক্সের দিকে, আছাড়ি-পিছাড়ি আমার বুকের মধ্যে। আর্ল ভেস্টার হেলেনকে বলেছিল যার সম্পর্কে, এই সেই লোক। কেউ ফাঁকি দিতে পারে না ম্যাডক্সের চোখকে। বুদ্ধির দৌড়ে সে হারিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার অনেক বাঘা বাঘা অপরাধীকে এবং রক্ষা করেছে লক্ষ লক্ষ ডলার ন্যাশনাল ফাইডিলিটি কোম্পানীর। আশা করছি উনি ধরে ফেলবেন তোমার সম্ভাব্য চালাকিও। আমার মুখোমুখি সেই ভয়ঙ্কর লোকটা। শীতার্ত হই আমি।

বেশি সময় নেই আমার হাতে, চলে আসা যাক চটপট কাজের কথায়, ম্যাডক্স বলল। তারপর বলল পুলিশ কমিশনারের দিকে তাকিয়ে, কাগজ পড়েই জেনেছি, আমি যেটুকু জানবার। এইজন্য আমাকে আসতে হল যে, ভেস্টারের নামে ন্যাশনাল ফাইডিলিটির কোম্পানীতে একটি বীমা করা

আছে সাতশ পঞ্চাশ হাজার ডলারের।

আমরা জানি সবাই, একজন সেরা গোয়েন্দা আপনি এখন এ দেশের, বললেন পুলিশ কমিশনার, সুতরাং নিশ্চয় আমাদের সমৃদ্ধ করবে আপনার উপস্থিতি।

মৃদু হাসে ম্যাডক্স। বলে ব্রমউইচের দিকে চেয়ে, খুলে বলবেন আমাকে একটু?

বলতে থাকে ব্রমউইচ, আমি এ বাড়িতে আসি লুইসকে সঙ্গে নিয়ে গ্রীন ন্যাশের টেলিফোন পেয়ে ২৫ শে জুন মাঝরাত্তিরে। নিখোঁজ ভেস্টার দম্পতি। একজন পুলিশ কর্মচারী ১০২ নং হাইওয়েতে তাঁদের দেখেছিল ঐ দিন রাত দশটার সময়। সেই শেষ। আর্লকে পাঠাবার দরকার হল কেন স্যানাটোরিয়ামে?

কারণ, অসুস্থ ছিলেন উনি, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সম্ভবত অত্যধিক মদ্যপান হেতু, বার্নেট মুখ খুলল।

আমাকে বলেছিলেন মিসেস ভেস্টার, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন তাঁর স্বামী দিনকে দিন। পড়ে পড়ে ঘুমোন বেশির ভাগ সময়ই, আর খিস্তি-খেউড়, মেজাজ তিরিক্ষি, জেগে উঠলেই। সামাল দিতে ছুটে আসতে হত তখন মিস্টার ন্যাশকে।

ম্যাডেক্স তাকায় আমার মুখের দিকে। দৃষ্টিতো নয় যেন এক্সরে রশ্মি—সে যেন ছবি তুলে আনছে আমার মনের গভীরতর প্রদেশের।

মারমুখী ছিলেন কি ভেস্টার ক্ষমন? ভেসে এল প্রশ্নটা।

শান্তস্বরে জবাব দিই আমি যথাসাধ্য, মারমুখী বলতে পারি না আমি তাকে ঠিক। তবে মানসিকতা তো অসুস্থ মানুষের...বুঝতেই পারছেন।

মিস্টার ভেস্টার কি যেতে ইচ্ছুক ছিলেন স্যানাটোরিয়মে?

হ্যাঁ বলেছিলেন মিসেস ভেস্টার যেতে রাজি হয়েছেন স্যানাটোরিয়ামে তাঁর স্বামী সানন্দে।

মিস্টার ন্যাশ, মিস্টার ভেস্টারের ঘরে আপনি তো মাঝে মধ্যে যেতেন। তাঁকে তখন দেখতেন কি অবস্থায়?

ঘুমিয়ে থাকতেন প্রায় অথবা আচ্ছন্ন! স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রস্তাব আমি কোনদিন তাঁকে দিইনি।

ম্যাডক্স ব্রমউইচের দিকে তাকায় তাঁর কাঁধ দুটো সোজা করে, বলুন, আপনার অভিমত এবার।

ভেস্টার বিকিয়ে ফেলেছিল দেনার দায় মাথার চুল, এই হল মূল ব্যাপার।

কত টাকার ঋণ? ম্যাডক্স বাধা দেয় মাঝপথে। বার্নেট তাকায় আমার মুখের দিকে। এখনো করে উঠতে পারিনি সময়াভাবে সমস্ত হিসেবটা, ঋণের পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে সাতাশ হাজার ডলার।

গা ঢাকা দিয়েছেন আর্ল ভেস্টার, প্রথমে মনে হয়েছিল আমার বলতে থাকে ব্রমউইচ। তাঁদের এগিয়ে যেতে দেখেছেন হাইওয়ে ধরে একজন পুলিশ কর্মচারী। কিন্তু পরে নয় নম্বর পশ্চিমী পথের ধারে জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া গেল পরিত্যক্ত অবস্থায় ঐ নীলাভ ক্রিম কালারের দামী রোলস্ গাড়িটাকে। আমরা পাতিপাতি সন্ধান করেছি রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাসে, এয়ারপোর্টে—আলোকপাত করতে পারেনি কোন প্রকার ভেস্টার সম্পর্কে কেউ। অথচ ধারণা জন্মায় ঐ গাড়িটাকে পাবার পর, ভেস্টার হলিউডেই আবার ফিরে এসেছিলেন ভেনচুরার দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে। কিন্তু কোথায় তিনি? সাময়িক বিরতি ব্রমউইচের।

ঝড় বইছে আমার মনে। প্রসঙ্গ উঠবে এখনই হেলেনের, আর কি ভাবে ঘটল হেলেনের মৃত্যু, জানতে পারব আমিও? আমিই কি খুনী, প্রকৃত পক্ষে? এখনো পারছি না বিশ্বাস করতে।

আমরা তোলপাড় করতে থাকি ভেস্টারদম্পতির সন্ধানে, শুরু করে আবার ব্রমউইচ, নয় নম্বর পশ্চিমী সড়ক বরাবার এবং গ্লেনডেলা, ভেনচুরায় আমাদের সন্ধান চলল। দিতে পারছে না কেউ কোন সূত্র। কেবল জোরের সঙ্গে বলল সেই পুলিশ কর্মচারী, রোলস্-এ চেপে ভেনচুরার দিকে যেতে সে তাঁদের দেখেছে।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করে ম্যাডেক্স তার পাইপ থেকে, আর্লভেস্টার গাড়ির আরোহীই সেই পুলিশ কর্মচারী বলল?

চমকে দেয় আমাকে এ প্রশ্নটা, রক্তাক্ত করে। ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে ব্রমউইচ বলে, আমাদের কাছে একটা বর্ণনা ছিল আর্ল ভেস্টারের পোশাকের। বলেছিলেন মিস মারিয়া টেম্পল। পুলিশটির বর্ণনা মিলে যায় সেই বর্ণনার সঙ্গে।

মারিয়ার চোখে চোখ রাখে ম্যাডক্স এই প্রথম। প্রশ্ন করে খুবই বিনম্র স্বরে, মিস টেম্পল ভেস্টারকে চলে যেতে আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ।

আর্ল ভেস্টারকে চিনতেন আপনি কি?

না, সেই তাঁকে প্রথম চাক্ষুষ করেছি আমি।

খুব অসুস্থ থাকবার কথা তার তো তখন। তাই কি মনে হয়েছিল আপনার?

কেমন টলমল অবস্থা তাঁর তখন। সহ্য করতে পারছিলেন না চোখের ওপর আলো।

জানলেন কি করে আপনি?

বেশি পাওয়ারের লাইটগুলিকে নিভিয়ে দিতে আমি তাকে বলতে শুনেছি।

ম্যাডক্স জিজ্ঞেস করে হাতের চেটোতে একবার ঠুকে তার পাইপটা, তাঁরা বাইরে নেমে গেলেন অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে।

কাঁপতে থাকে আমার বুক। দম বন্ধ করি আমি।

না, অন্ধকারে নয় ঠিক, জবাব দিল মারিয়া, নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র কয়েকটা শক্তিশালী বাতি হল ঘরেব। অনন্যথায় তাঁদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমি আবছা আলোতে।

আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন আর্লভেস্টারের মুখ?

না।

কেন?

তার মুখ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল টুপির আড়ালে।

ম্যাডেক্স প্রশ্ন কবে এবার ব্রমউইচের দিকে তাকিয়ে, জানি আমি, আপনারা এরপর খুঁজে পান হেলেন ভেস্টারের রজ্জুবদ্ধ মৃতদেহটিকে। কারণ কি মৃত্যুর? প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারে একজন লোক বেমক্কা মিসেস ভেস্টারের চিবুকে। ডাক্তারী রিপোর্ট অনুযায়ী মিসেস ভেস্টারের চিবুক চূর্ণ হয়নি সেই ঘুষিতে কেবল ভেঙ্গে যায় তাঁর গলার হাড়টাও।

নিজের চোয়ালে একটি ঘুষি কষাতে অনুরূপ শক্তিতে, আমার ইচ্ছে হল। খুনী আমি। হেলেনকে খুন করেছি আমি নিজের অজ্ঞাতে।

কে হতে পারে খুনী? ম্যাডক্স প্রশ্ন করে।

জবাব দেয় ব্রমউইচ দৃঢ়তার সঙ্গে। হাসির সূক্ষ্ম রেখা ফুটে ওঠে ম্যাডক্সের ঠোঁটের কোণে, দুঃখিত অত সরল নয় বলে আমার সিদ্ধান্ত। আমি জানি এই মিসেস ভেস্টারের অতীত। আমাদের সন্দেহ তিনি একজনকে খুন করেছিলেন এর আগেও জীবন বীমার টাকার লোভে। অনেক আগে তিনি একজন বৃদ্ধার মৃত্যুর কাবণ হয়েছিলেন মাত্র চার হাজার ডলারের লোভে। অবশ্য পুলিশ তাঁকে রেহাই দেয় প্রমাণাভাবে দুটি ক্ষেত্রেই। সন্ধান করুন আর্লভেস্টারের আপনারা বরং। আশাকরি আপনারা খুঁজে পাবেন তাঁরও মৃতদেহ।

মুখ খুললেন পুলিশ কমিশনার, তাব মানে? তৃতীয় কোন ব্যক্তির ভূমিকা তার মানে। এখানে আসবে কেন তৃতীয় ব্যক্তি?

একটা মস্ত ধাঁধা সেটা অবশ্য, উইল করে যান নি আর্ল কি কোন?

বোমা ফাটে আমার বুকে। আমি তাকাই মারিয়ার মুখেব দিকে। মারিয়া আমাকে দেখছে অবাক দৃষ্টিতে আমি তো'জানি না কোন উইলের খবর।

উঠে দাঁড়ায় ম্যাডক্স, খুঁজুন। যেন বেহাত না হয় এ বাড়ির কাগজপত্র। অতঃপর এ বাড়িতে প্রহরার ব্যবস্থা হোক চব্বিশ ঘণ্টা, আমার অনুরোধ। আরো ঘটবে ঘটনা। তৃতীয় ব্যক্তি থাকতে পারে না একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে।

।। বার ।।

একটাই বাঁচার কারণ আমার পক্ষে এবং তা হল কারুরই মনঃপুত হয়নি পুলিশপ্রধান, ব্রমউইচ, ও লুইস যে ম্যাডেক্সের যুক্তি। লুইস সার্জেন্ট থেকে গেল নজর রক্ষার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা এ বাড়িতে, ম্যাডেক্সের পরামর্শ অনুযায়ী। একজন হুঁশিয়ার পুলিশের দীর্ঘশ্বাস টের পাই যদি পিঠের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা, তা হলে কি ভাবে সারব আমি আমার কাজটা, হাত-পা কাঁপে ভাবতে গিয়ে। বার্নেটিকে উদ্দেশ্য করে লেখা আর্ল ভেস্টারের সীল করা খামটা আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে এই মুহূর্তে। ওর ভেতর লুকিয়ে আছে কি রহস্য, গ্যারেজের ওপরকার ঘরটায় গিয়ে আমি ঢুকি সর্বাধিক নিরাপদ স্থান তা জানবার উদগ্র বাসনা নিয়ে। সেখানে মারিয়া শুয়েছিল এক মাথা কালো চুল বিছিয়ে সে উঠে বসে আমাকে দেখে, ঈষৎ ভর্ৎসনা তার দৃষ্টিতে। সে বলে উঠল আমাকে দেখামাত্র, খামের কথাটা গোপন রাখাটা আপনার উচিৎ হয়নি। ঝামেলায় পড়তে পারেন পরে হয়তো এ নিয়ে। আমি বললাম, মোলায়েম হাসির সঙ্গে, আমি হস্তান্তর করিনি বার্নেটের কাছে খামটা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করেই। যদিও জানি, আমাকে দিয়ে যেতে পারেন না কানাকড়ি আর্লভেস্টার তার উইলে, তবু যদি থেকে থাকে সে রকম কিছু, ভাবো তো অবস্থাটা কি হবে আমার। আমার ওপর এসে পড়বে সকলের সন্দেহ ভরা দৃষ্টি।

বলে ওঠে মারিয়া, নিরপরাধ যে সম্পর্কে, ভয় কিসের অত? আমি উচ্চারণ করলাম মারিয়ার কালো গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে, মারিয়া, নিরাপরাধ নই আমি সম্পূর্ণ। অন্ততঃ আমার মনে সব সময় জাল বুনে চলেছে এক ধরনের অপরাধবোধ।

তার মানে? চাপা হলেও মারিয়ার স্বর তীক্ষ্ণ।

আমি বলতে থাকি থেমে থেমে, আমার একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী হেলেন ভেস্টারের সঙ্গে তুমি এ বাড়িতে আসবার আগে।

সে কি! হ্যাঁ। বলতে গেলে বলতে হয় আরো স্পষ্ট করে, আমি যৌনসংসর্গ করেছি হেলেনের সঙ্গে একাধিকবার। বাধ্য হয়েছি করতে। হেলেন আমার দিকে নজর দেয় তার ঐরকম বিপুল বেহেড মাতাল স্বামীর কাছ থেকে প্রার্থিত সুখ না পেয়ে। আর সক্ষম পুরুষ আমি একজন, কামনা আছে আমারও, লোভ আছে। একসময় ধরা দিতেই হল হেলেনের কামাগ্নিতে। খেয়ে ফেলতে চাইছিল যেন আমাকে হেলেন পাগলের মতো।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মারিয়া একান্তে—ও ঈশ্বর! আঙুল বোলাতে বোলাতে বলি আমি ওর চুলে, কিন্তু আমি অন্য মানুষে পরিণত হই তোমাকে দেখা অব্দি। বুঝতে পারি নিজের ভুল। আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি হেলেনকে। মারিয়া, ঈর্ষা করত হেলেন তোমাকে। যাক, সে কথা। ইহজগতে তো নেই আর হেলেন।

চিক্ চিক্ করে ওঠে দু'বিন্দু জল মারিয়ার চোখে। চুম্বন করি আমি ওকে। সপ্রেম চুম্বন। তারপর ছিঁড়ে ফেলি সীল করা খামটা। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায়। কুসুমাস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারত যে সংবাদ আমার ক্ষেত্রে, প্রচণ্ড ত্রাসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে আমাকে এখন সেইটা। আর্ল যদি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন অথবা তাঁর মৃত্যু যদি আত্মহত্যার কারণে ঘটে যায়, তা হলে, শ্রীমান গ্রীন ন্যাশ বীমার বিপুল অর্থের অধিকারী হবে, আর্ল তাই লিখে গেছেন। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে দু'এক বার তাকে গ্রীন ন্যাশ।

হায়, আমি যদি জানতে পারতাম ঘুণাক্ষরেও এই দলিলের কথা, ধারে কাছে যেতাম না এত ঝামেলা ঝক্কির। আর এখন? আর এখন ফাঁসির দড়ির দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাকে ঐ দলিলই।

ধনী করে যেতে চেয়েছেন আর্ল ভেস্টার তো তোমাকে! মন্তব্য করে মারিয়া।

না, আর্তনাদের মতন শোনায় আমার কণ্ঠস্বর, আমি একটি পয়সাও চাই না ভেস্টারসাহেবের। আমি ছিঁড়ে ফেলব ঐ দলিল টুকরো টুকরো করে। ব্যাঙ্কের ভল্টে এখন রেখে আসব। ফিরে আসুন সুস্থদেহে আর্ল। তাঁর ঐ বয়ানকে পরিবর্তন করতে আমি তাকে রাজি করাব। প্লিজ, মুখ খুলবে না এ ব্যাপারে ততোদিন তুমি।

আমি ব্যাঙ্কে চলে গেলুম এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে। রুমাল ব্যবহার করি পিস্তলটা তুলে আনবার সময় সেফ্ ডিপোজিট লকার থেকে। আমি সতর্ক, ডিম প্রহরারত মুরগীর মত। একটার পর একটা

প্রতিরোধসূচক ছবি আঁকতে মন আমার সক্রিয় স্টিয়ারিংটা আমার হাতে থাকলেও। সাজাচ্ছি সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের মতো পরিকল্পনাগুলিকে। যদি সাজাতে পারি ঠিক ঠিক, হাত কামড়াবে অতি ধুরন্ধর গোয়েন্দা ম্যাডক্স স্বপক্ষে পুলিশ আসবে...এবং কোটিপতিতে পরিণত হব প্রকৃতপক্ষে আমি হয়তো। সামান্য আত্মপর্যালোচনা করে টের পাই যে, আমি আদ্যন্ত এখনও লোভটা ছাড়তে পারিনি, ভীতি, প্রতিকূলতা ইত্যাদি অতিক্রম করেও। আর্ল ভেস্টারের পিস্তলটা যখন রাখছি পড়বার ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুলে সার্জেন্ট লুইস তখন মৌজ করে সিগারেট টানছে বাগানে গিয়ে একটা পাথরাসনে বসে এবং মারিয়া তখন রান্নার কাজে ব্যস্ত গ্যাস ধরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে।

এখনো নয় প্রথম দ্বিপ্রহর। সুনসান নীরবতা। হয়তো আর্ল ভেস্টারের টাইপরাইটারটা কিন্তু প্রায় নতুনের পর্যায়ে কম ব্যবহারের দরুণ। আমি বিশেষ বিশেষ হরফগুলিকে ঠুকতে থাকি সেই টাইপ রাইটারের হাতে গ্লাভস পরে। যদিও নেই বললেই চলে আমার দক্ষতা, অক্ষরগুলি সুন্দর, সমান স্পষ্ট মেশিনের। না সরিয়ে দিয়ে পারিনি হেলেনকে...লোভী পিশাচিনী নয় ও কেবল, স্বৈরিনী দেহ দেবে না স্বামীকে। কিন্তু যৌনসুখের সন্ধানে নীচুস্তরের মানুষ খুঁজে বেড়ায় নাইটক্লাবে ঢুকে। কিন্তু কিছু নেই ভবিষ্যৎ বলতে আমার তো, খুনী নই আমি কেবল, কপর্দকশূন্য দেউলিয়া এ জীবন রেখে কি আর হবে....কখনো যদি চমৎকার। ব্রমউইচের দায়িত্ব একেবারে হাল্কা—ফক্কা, এ রকম একটি বস্তু যদি মেলে, শুরু করে দিতে পারে দু'হাত তুলে নৃত্যও। আমি আর্লের ড্রয়ারে চালান দিলুম অসমাপ্ত চিঠিটা। টাইপ রাইটারের ওপর রাখি হাত থেকে গ্লাভস জোড়া খুলে। লুইসকে নাগালে পেলাম জানলা দিয়ে নজরটাকে ছুঁড়ে দিতেই। ব্যাটা সিগারেট টানছে মৌজ করে বাগানে বসে বসে। বলিষ্ঠ পুরুষালি চেহারা এক ধরনের, যা দেখে কামার্ত হয়ে ওঠে মেয়েরা সাধারণতঃ। বাগানে বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকটা যে ভাবে, ফ্রিজ থেকে বের করে ঐ বাগানে নিয়ে যাওয়া আর্লভেস্টারের দশাসই লাশটাকে যুগপৎ দুরূহ ও ঝুঁকিবহুল আমার পক্ষে। সমাধানের সূত্র পেয়ে গেলুম হঠাৎ বিপদের কথা ভাবতে ভাবতেই এবং নিজেকেই গালমন্দ করি বোকামির জন্য। ভেস্টারকে টেনে নিয়ে যাবাব কথা ভাবছিলাম বাগান অব্দি তাই আমি নেহাৎই মাথামোটা। আত্মহত্যাই করে যদি আর্লভেস্টার, তবে সে তা কেন করতে যাবে বাগানে ঢুকে? সে এই ঘরেই আত্মহত্যা করবে। হাতে পিস্তল, তার নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে থাকবে এখানকারই মেঝেতে। টাটকা ঘ্রাণ থাকবে বাতাসে বারুদের, যেহেতু চকিতে আর্লের হাতে পিস্তলটা গুঁজে দেব আমি এ ঘরের জানলা দিয়ে শূন্যে গুলি ছুঁড়েই। তারপর লুইস ছুটে আসবে এবং তারপর গ্রীন ন্যাশও ছুটে আসবে বিহ্বল বিমূঢ় চোখ নিয়ে।

রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকি মনে মনে ছকটাকে গেঁথে রেখে। প্রায় শেষ মারিয়ার রান্না। টুকিটাকি সাহায্য করি আমি তাকে। এক সময় আমি ফ্রিজের সুইচটা অফ্ করে দিই মারিয়া কি একটা কাজে অন্য ঘরে গিয়ে ঢুকলে। ঝনঝনিয়ে কেঁপে স্থির হয়ে যায় বিশাল শরীরটা। আর্লের দেহের ওপরকার বরফগুলি গলে যেতে অন্ততঃ ছয়-সাত ঘণ্টা লাগবে। আরো পরে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে সেই দেহটাকে মুছেটুছে টানটান সতর্কতা ও গভীর ধৈর্য নিয়ে। খাবার ব্যবস্থা রান্না ঘরেই। পুলিশ সার্জেন্ট, মারিয়া ও আমি—আমরা তিনজন খেতে বসব। তার জাতভাইদের মতনই লুইস পুলিশী চরিত্রে, যতটা কাজ সারা যায় অপরের পয়সায়।

মারিয়া ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে থমকায় টেবিলের ওপর খাবার সাজাতে সাজাতে, আরে নিশ্চল হয়ে আছে ওটা যে।

বন্ধ করে দিয়েছি আমি, আমি বললাম, বিশেষ কিছুই নেই তো ওটার ভিতর। কেন বিদ্যুৎ পোড়ে শুধু শুধু।

দারুণ কিন্তু বস্তুটা, লুইস বলে উঠল আমাদের পিছন থেকে, ঐ রকম একটা ফ্রিজ কেনার আমার অনেকদিনের সখ। ঢুকিয়ে রাখা যায় একমাসের বাজার কিনে। ওটা কি বিক্রী করবেন মিস্টার ভেস্টার?

করবেন তো নিশ্চয়। বললাম এবং মোটা টাকার অফার পেয়ে কাকে যেন কথাও দিয়ে ফেলেছেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে লুইস্। হাত রাখে ফ্রিজটার গায়ে। থমকে আছে আমার হৃদস্পন্দন। মুহূর্ত গুনে চলেছি আমি কেবল—এই বুঝি লুইস ওর ভিতর উঁকি মারছে ফ্রিজের কপাটটা খুলে। কিন্তু না। ফিরে এল লুইস। খাবার টেবিলের সামনে বসে পড়ল, আমার পাশে। আমার জ্বর ছাড়ল ঘাম দিয়ে। মিলিয়ে গেল অস্পষ্ট হতে হতে ভয়ের অবয়বটা। সন্ধ্যা নামে ক্রমে। রাত আসে সন্ধ্যার হাত ধরে। মারিয়া ঘুমোবার জন্য তার ঘরে চলে গেছে। লুইসও ক্লান্ত পায়চারি করতে করতে।

সে এসে বলল আমাকে, চলুন, নিদ্রার আয়োজন করা যাক এ বাড়ির সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে। এখানে আমার পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সময় কাটানো।

সুতরাং আমরা আর্লভেস্টারের পাঠন-কক্ষে গিয়ে ঢুকলাম এ ঘর সে ঘর দরজা-জানালা বন্ধ করতে করতে। তখনই ছ্যাঁৎ করে ওঠে আমার বুকটা। অসতর্ক হয়ে পড়েছি আমি যে কি পরিমাণ, ঐখানে তার নজির আমি ফেলে রেখে আসি গ্লাভস জোড়া টাইপরাইটারের ওপর। তা খেয়াল করল না লুইস কিন্তু। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। এ বাড়িতে প্রবেশের পিছনের ছোট দরজাটা বন্ধ করতে লুইসের ভুল হয়ে গেল। পুনরায় ধন্যবাদ ঈশ্বরকে।

।। তের ।।

ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি—দুনিয়া কাঁপানো সম্ভব মাঝ রাত্তিরে। আমি তো খোলাই রেখেছিলাম চোখ-কান। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই সেলেট রং আকাশে বৈদ্যুতিক সশব্দ ঝিলিক পড়তির দিকে ঢলে পড়ায় ও বৃষ্টি একটু ধরে আসাতে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আমার জীবনে আগামী মুহূর্তগুলি। যথেষ্ট দৃঢ় নয় আমার হাতপাগুলি স্বভাবতই আমি ঘামছি।....এক বুক দম নিয়ে ফ্রিজ-এর কপাট খুলে ফেলি রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজটার সামনে দাঁড়িয়ে।

পাছে হুইস্কির বোতল ভাঙ্গে হাতে ধাক্কা লেগে, সুইচ অফ্ করি বাধ্য হয়েই আলোক সন্ধানী আমি। যদিও জানি, হঠাৎ যদি ঘুমন্ত লুইসকে জাগিয়ে দেয় ঐ আলোক রশ্মি, আমি নিমজ্জিত হব একেবারে অতলে। তবু নিতে হয় ঝুঁকি, আমি নিলাম ঝুঁকি।

ডাইনিং টেবিলের ওপর একটার পর একটা নামিয়ে রাখি স্কচের বোতলগুলিকে। ক্রমশ আর্ল ভেস্টার দেখা দিল। না, সে বরফাচ্ছাদিত নয় এখন আর, ফিরে এসেছে যাবতীয় লক্ষণ সদ্য লাশে পরিণত হওয়া শুরু হয়ে গেছে রক্তক্ষরণ। লালে লালাকার ডিপফ্রিজের ভেতরের জল। অথচ আর্লের নিজস্বকক্ষে এই রক্তক্ষরণটুকু হওয়া উচিৎ, এখন বহন করে নিয়ে যাব যেখানে আমি তাকে। অনেকখানি দৈহিক শক্তির প্রয়োজন অতবড় ভেজা লাশকে বহন করে নিয়ে যেতে এবং নিজেকে নড়বড়ে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার তা থাকলেও। লাশটাকে নিয়ে এলাম আর্লের নিজস্ব ঘরে টলমল অবস্থায় দু' হাতে এক রকম আঁকড়ে ধরে। সুইচটা অফ্ করে দিয়েছিলাম রান্নাঘরের, আসবার সময় আমি অবশ্যই। রক্ত মাখামাখি জামা পাজামা আমার। ভীতিজনক সত্য যে তথাপি একথা, যে পরিমাণ রক্তে নির্গত হয়ে থাকে সদ্য খুন হওয়া একজন মানুষের ক্ষতস্থান থেকে আর্লের তা হচ্ছে না। আগে বেরিয়ে গেছে তার বেশি রক্ত, তা অকিঞ্চিৎকর এখন যা বেরিয়ে আসছে। যদি বেশি মাতামাতি শুরু করে দেয় ডাক্তারি রিপোর্ট এনিয়ে উদ্ভব হবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির। হোক, নিতেই হবে ঝুঁকি, এবং কে কবে সাফল্য করতে পেরেছে আজ অব্দি বড় ধরণের ঝুঁকি না নিয়ে? ড্রয়ার খুলে পিস্তলটা বের করি লাশটাকে ঘরেব মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে। কার্তুজ ভরি, যথাস্থানে রাখি জবান বন্দীর টাইপ করা চিঠিটা। হাতে গ্লাভস চাপিয়ে সবই করছি—যেন না থাকে আঙুলের ছাপ। রক্তের দাগ মুছে ফেলা আমার পরবর্তী সমস্যা। যে সব ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ ইতিউতি ছড়িয়ে ছিল, আমি এক টুকরো ভেজা ন্যাকড়ার সাহায্যে মুছে ফেলি। তারপর রান্নাঘরে আবার গিয়ে ঢুকি। ওখানে বিবিধ কাজ আমার—এক, লোপাট করা রক্ত চিহ্ন, দুই, ডিপফ্রিজে আবার চালান দেওয়া ডাইনিং টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা স্কচের বোতলগুলিকে। আমি আলো জ্বালাই এই দুই কাজ সারবার জন্য। বৃষ্টি ঝরছে এখনো। আমাকে সাহায্য করছে প্রকৃতিই। প্রমাণ করবে আর্লের ভেজা শরীর—সে এসেছিল পিছনের দরজা দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকবার বৃষ্টিতে ভিজে রাতের অন্ধকারে। আদৌ কঠিন হবে না পুলিশকে ঘোল খাইয়ে দেওয়াটা। আমি মুছে ফেলি রক্তের দাগ। চালান দিতে থাকি ফ্রিজের ভিতর স্কচের বোতলগুলিকে। গলায় অনেকটা পরিমাণ ঢেলে

নামতে। মনে হচ্ছে উৎসাহ পাচ্ছি আমি বেশ, আমি নিখুঁত দিয়ে চলেছি দাবার প্রতিটি চালই। কিন্তু তখনই—তখনই মৃদু শব্দ কানে এল আমার! চকিতে আমি আলো নিভিয়ে দিই রান্নাঘরের। আর তখনই লুইসের ঘরে ও প্যাসেজে আলো জ্বলে উঠল। জেগে উঠেছে লুইস, সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে প্যাসেজ ধরে। অর্থাৎ সে উঠে এসেছে আমার আলো জ্বালা ও টুকটাক শব্দ শুনেই। হাতে পিস্তল নিশ্চয়। ক্রমশই ধাতব ও কঠিন আমার দুই হাত প্রয়োজনে আমি পিছু পা হব না আর একটা খুন করতে। লুইস রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে দরজা জানালা, আনাচে কানাচে পরীক্ষা করতে করতে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি দরজা ও পর্দার আড়ালে। স্কচের একটা বোতল আমার হাতে ধরা আছে। লুইস ভিতরে ঢুকছে দরজা ঠেলে। তার একহাতে টর্চ ও অন্যহাত পিস্তল। বৃথাই আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন মিঃ ভেস্টার, লুইস বলল। আত্মসমর্পণ করুন। আমার পিছন দিয়ে লুইস এসে দাঁড়িয়েছে। তাই করলাম, এক্ষেত্রে করণীয় যা আমার। উপর্যুপরি তার মাথায় আঘাত করি স্কচের বোতল ও পিস্তলের বাট দিয়ে। লুইস সেই আঘাত সহ্য করতে পারে না বিপুলদেহী ও শক্তিশালী হলেও। সে লুটিয়ে পড়ল কাটা কলাগাছের মতন। আমি নিশ্চিন্ত একটা ব্যাপারে, তার আক্রমণকারী কে? লুইস সনাক্ত করতে পারেনি মাথায় আঘাত নিয়ে ভূমিশয্যা নেবার পূর্বমুহূর্ত অব্দি। বলা যায় অন্যভাবে, পুলিশ সার্জেন্ট জেনেছে সংজ্ঞা হারাবার পূর্বমুহূর্ত অব্দি, আর্ল ভেস্টারই জখম করে গেল তাকে মারাত্মকভাবে! এর ফলে আমার বাড়তি সুবিধা এল আরো খানিকটা। আমি ফ্রিজের গহ্বরে চালান দিই ধীরে সুস্থে মালের বোতলগুলি। রক্তের স্রোত ডিপ ফ্রিজের ভিতরে, যা এখন আমার ফুরসৎ নেই মুছে ফেলবার মতন। থাক, আমি সব লোপাট করব পরে সুযোগ মতন। আমি নতুন পোশাক পরি আমার রক্তমাখা পাজামা ছেড়ে।

তারপর বাড়ির আবর্জনা রাখবার জায়গায় ঐগুলিকে চালান দিই আমি। আগুনকে ঐ পোশাক উপহার দেব আগে ঝামেলা মিটুক। বৃষ্টি ঝরছে। জোরাল নয় শব্দ তেমন। ঘুমিয়ে আছে মারিয়া। ঘুমের অতলান্তে তামাম দুনিয়া। আমি পিস্তলের ট্রিগার টিপি জানালার কপাটটা ঈষৎ ফাঁক করে। শব্দ সবেগে নাড়িয়ে গেল নিস্তব্ধ রাত্রিকে চকিতে, শব্দ বিকট থেকে বিকটতর হয়। আমি লাশের হাঁটুর কাছে পিস্তলটা ছুঁড়ে দিলাম বুনো খরগোসের ক্ষিপ্রতায়। কার্পেটের তলায় চালান দিলাম হাত থেকে গ্লাভস জোড়া খুলে।

মারিয়ার ভয়ার্ত আর্তচিৎকার তার আগেই কানে এসেছে, কি হল? ন্যাশ, কেন গুলির শব্দ?

আমি আবার আর্লের ঘরে এসে ঢুকেছি নিজের ঘরে এক চক্কর ঘুরে। মারিয়াকে জানালাম ওখান থেকে ইন্টারকমে, সর্বনাশ হয়ে গেছে মারিয়া, মারিয়া। এ বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন আর্ল ভেস্টার কখন যেন। আত্মহত্যা করেছেন মাথায় গুলি চালিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে।

ভেসে আসে মারিয়ার আর্তস্বর, ওঃ! কোথায় পুলিশ সার্জেন্ট লুইস?

দেখতে পাচ্ছি না তাকে তো। মারিয়া এঘরে এস না তুমি এখন। সহ্য করতে পারবে না এ দৃশ্য। আমি খবর দিচ্ছি পুলিশকে। আসুক তারা।

পুলিশ এল। ব্রমউইচের নেতৃত্বে। মর্গে চলে গেল লাশ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল আহত লুইসকেও। ঠিক আমার ধারণাই। আত্মপ্রসাদের আভাস ব্রমউইচের কথায়। আর্ল ভেস্টার নিজেকেও খতম করলেন স্ত্রীকে হত্যা করে। পরিণতি অনিবার্য। আমার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আনন্দে স্বস্তিতে।

ডাক্তার রিপোর্ট বিপত্তি ঘটিয়েছে সামান্য মাত্র যে লাশের মাত্র পনেরো মিনিট বয়স, রক্তক্ষরণ কেন অত সামান্য তাঁর ক্ষতস্থান থেকে? এ বড় রহস্য! কিন্তু নেই কোন উপায়। দায়সারা রায় দিলেন ঢোক গিলে, হলে হতে পারে এমন প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ ফূর্তিতে ভরে ওঠে আমার মনমেজাজ। পা রাখব রাখব করছি আমি আমার পরবর্তী ধাপে। এমনি সময় ম্যাডক্স এবং সার্জেন্ট স্টিভ হারমাস মূর্তিমান ঝড়ের মতন এল। হারমাস চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, আপনি হয়তো জানেন না, মিস্টার ন্যাশ, লুইস পাহারা দিচ্ছিল এ বাড়ির ভিতরে গত রাত্রে, আর আমি নজর রেখে ছিলাম বাইরে বৃষ্টিতে ভিজেও।

আপনি? হ্যাঁ, পুলিশের লোক আমিও। ঐ কষ্টসাধ্য কাজে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছিল ম্যাডক্সের বিশেষ অনুরোধেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি এ বাড়ির মধ্যে কাউকে ঢুকতে দেখিনি

কালরাত্রে ভেস্টার বা অন্য কাউকে।

অথচ, আত্মহত্যা করলেন আর্ল তাঁর নিজের ঘরে, ম্যাডক্স বলল। চেহারা অতবড়। রক্তপাত কত সামান্য। বড়ই অবাক ডাক্তার।

শীতল হয়ে যাচ্ছে আমার হাত-পা সব। আমাকে তাই সন্ধান করেই যেতে হচ্ছে সেই তৃতীয় ব্যক্তির। গোপন প্রণয়ী হয়তো এই তৃতীয় পুরুষটি। পরিকল্পনা করেছিল সে এবং মিসেস ভেস্টার, জীবনবীমার অর্থ আত্মসাৎ করবার আর্লকে সবিয়ে। হয়তো হত্যাই করেছিলেন আর্ল তাঁর স্ত্রীকে। কিন্তু আত্মহত্যা তারপর এই! স্বহস্তে! স্বগৃহে! পরিকল্পনা দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত হে!

যোগ দেয় স্টিভ, দেখুন স্যার, সবচেয়ে মজার ব্যাপার, লিখে রেখে গেছেন মৃত্যুকালীন জবানবন্দী আর্ল তাঁর টাইপ রাইটার ব্যবহার করে। অথচ তাঁর আঙ্গুলের কোন ছাপ নেই ঐ টাইপ রাইটারটায়। তিনি নিজেকে খুন করেছেন নিজের হাতে। অথচ পিস্তলটাতে কোন দাগ লাগেনি তাঁর আঙ্গুলের, কৌতুক ম্যাডক্সের স্বরে। ব্যবহার করেছিলেন হাতে গ্লাভস, সাবধানী লোক।

স্টিভ হেসে উঠল খ্যাঁক, খ্যাঁক করে, কিন্তু কোথায় গেল সেই দস্তানা জোড়া অমন সাবধানী লোকটির? গ্লাভস জোড়াকে লুকিয়ে রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সাবধানী মানুষটি কেমন সতর্ক তার সঙ্গে নিজের হাতে মাথায় গুলি চালাবার পরও।

আহারে, আবার গরমিল হয়ে গেল সার্জেন্ট ব্রমউইচের হিসেব। আর মাটি নেই আমার পায়ের তলার। আমি বাপান্ত সাপান্ত করেছি নিজেকে। যদি একটু চিন্তা করে নিজের হাতে রুমাল ঢেকে গ্লাভস জোড়াকে যদি পরিয়ে দিতে পারতাম আর্লের হাতে তরী ডুবত না এভাবে তীরে এসে।

হঠাৎ একখানা হাত চেপে ধরে ম্যাডক্স আমার। বলে ধাতব স্বরে, গ্রীন ন্যাশ, তোমার প্রশংসা করছি বুদ্ধি ও পরিকল্পনার। তবে দরকার ছিল আর একটু সতর্কতার, তাইনা? আমি খবর দিয়ে এসেছি ব্রমউইচকে। এলেন বলে তাঁরা।

আমি চেষ্টা করতে গিয়েও করি না হাত ছাড়াবার। আমার কপালের দিকে স্টিভের উদ্যত পিস্তল। পদশব্দ সিঁড়িতে। ব্রমউইচ আর্বিভূত ক্রমে দৃষ্টিপথে। আরো দুজন সার্জেন্ট সঙ্গে তাঁর। আমি তাকাই তার মুখের দিকে। কঠিন নির্মম দৃষ্টি একজোড়া। আমার শেষ হয়ে যাবার শুরু এই হল, আমি অনুভব করি।

জাস্ট এ মোমেন্ট

।। এক ।।

'ভেতরে এসো',—ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বরের ডাক শোনা গেল। ঠিক যেন ওর পরিচিত সেই প্রৌঢ় আর্ল ডেস্টার নন, অন্য কেউ। অন্য কোন মানুষ! গ্রীন ন্যাশ একটু দুরু দুরু বুকে দরজা ঠেলে ভেতরে এল।

তিনি একটা বিরাট ডেস্কের পেছনে বসেছিলেন। রোজকারের মতন সামনে সেই স্কচের বোতল, গ্লাস। গ্লাসেও কিছু বাদামী হুইস্কি। ছাইদানিতে আধপোড়া সিগারেটের স্তুপ। একটু সোঁদা গন্ধ। ভোরবেলার নরম আলো বাইরে, আর ভিতরে আলো ছায়ার স্নিগ্ধ পরিবেশ।

কিন্তু মানুষটি অবিনাস্ত। খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভদ্রলোককে ঠিক এরকমই দেখবে বলে ন্যাশ আশা করেছিল। কিন্তু চোখদুটো কী এক নতুন রহস্যভাবে গুবড়ে পোকার মত ধিকিধিকি নাচছে দেখে ও থমকে গেল।

কিন্তু ডেস্টার ওকে দেখতে পেয়েই বললেন, চলে এসো খোকন, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার সামনে বোসো। প্রথম থেকেই উনি ওকে 'খোকন' বলে ডাকছেন, একটু যেন স্নেহমিশ্রিত ডাক। ন্যাশের খারাপ লাগেনি। কিন্তু ভোর হতে না হতেই তিনি যেভাবে মদের ভান্ডার খুলে বসেছেন আর চোখ দুটো কেমন যেন অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে তাই দেখে ন্যাশের বুকের কাঁপন বেতালা হতে থাকে।

ও অবশ্য দাঁড়িয়ে না থেকে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে এগোয়। নিঃশব্দে চেয়ারটা টেনে, বসে উদগ্র কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোক কি কাল দুপুরের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন নাকি?

ও বসার সাথে সাথেই ডেস্টার চোখের ইশারায় মদের বোতল দেখিয়ে বললেন, 'লজ্জা পেয়ো না। সিগারেট নিতে পারো, এক পাত্র মদও নিতে পারো, আমি কিছুই মনে করব না।'

ফাঁসির আগে আসামীর দেহ তরিবত নাকি? কাঠ কাঠ গলায় ন্যাশ বলল, না, থাক।

আহা, অন্ততঃ একটা সিগারেট নাও—ছেলেমানুষের মতো পীড়াপীড়ি।

গ্রীন কোন কথা বলল না। ভেতরকার অপরাধবোধকে চাপা দিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে একটা সিগারেট নিয়ে তাতে আগুন ধরালো। একটা টান দিয়েই ডেস্টারের মুখের পানে সন্দিগ্ধচিত্তে তাকিয়ে রইল—এর পরে কী?

খুব ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে ডেস্টার বললেন, হাজার হোক, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো। আমি তোমার কাছে ঋণী—

ন্যাশ গ্রানাইট পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। ডেস্টারের আপাতভগ্ন সুশ্রী মুখের ওপর যে ধোঁয়াশার মত রহস্য ছড়িয়ে আছে তা যে সেই একই কথা দ্বিতীয়বার শোনানোর জন্য ওকে ডেকেছেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সেই রাতেই ওকে বাড়িতে এনে একেবারে তার শৌখিন রোলসের শোফার নিযুক্ত করে তিনি তো ঋণ শোধ করে দিয়েছেন। ও অবশ্য এতটা আশা করেনি। তাছাড়া সেই ছোট্ট ঘটনাটুকুর মধ্যে ওর কৃতিত্ব যত না ছিল, তার চেয়ে ডেস্টারের ভাগ্যই প্রবল সহায় ছিল। নেহাৎ দৈব দুর্বিপাকে তিনি মারা যাবেন না, যদি তাই-ই হত তাহলে ন্যাশের সাথে দেখা হওয়ার অনেক আগেই তার মারা যাওয়া উচিৎ ছিল। সেদিনের সে ঘটনায় ওর হাত নিমিত্তমাত্র।

গ্রীন ন্যাশ, ওর বন্ধু জ্যাক সলির সাথে দেখা করার জন্য হলিউডের বিখ্যাত স্টার হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। একটু বেশিই রাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপায়ই বা কী। যুদ্ধ ফেরৎ বেকার যুবকের প্রতীক্ষা করা ছাড়া পথ কী? সলি ওকে সপ্তাহে মাত্র বিশ ডলার রোজগারের একটা বিজ্ঞাপন জোগাড়ের কাজ দিয়েছিল। আপাততঃ ওকে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছিল।

যদিও তা জীবন নয়। বস্তির নড়বড়ে ঘর, ছেঁড়া পোষাক, নিকৃষ্ট খাবার, মনে সুখ নেই, চারধারে ফূর্তির অজস্র ধারার ফোয়ারা, শুধু তাতে গা ভাসানোর সামর্থ্যের অভাব ওর। মনে পিষ্ট হচ্ছিল। বুঝি আর কিছুদিন যুদ্ধ চললেই ভাল হোত। নিঃসহায় বেকার জীবনের জ্বালা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছিল। বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে পোর্টিকোয় পায়চারি করছিল। সেই সময় ঘটনাটা—

এত আলোর ঝরণাধারার মধ্যেও ভদ্রলোক যেন কেমন অন্ধের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ক্ষ্যাপা বা পাগল নয়। দিব্যি সুন্দর চেহারা। দামী দর্জির তৈরী জমকালো পোষাক। তাছাড়া ন্যাশ ওকে স্টার হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। স্টার হোটেলে ঢোকা যে সে মানুষের কম্ম নয়। রীতিমতো রেস্ত থাকা দরকার।

তবে অমন সার্কাসের ক্লাউনের মত এই দিব্যি সভ্য চেহারার মানুষটি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন? বেশ মজাও পেয়েছিল, খটকাও লেগেছিল, তিনি বোধহয় সেইভাবেই মাতালের মত টলতে টলতে হোটেলের লন ছেড়ে একেবারে বাইরের রাস্তায় গিযে পড়েছিলেন। হঠাৎ আলো চিরে উড়ন্ত চাকির মত ছুটে এল একখানা প্যাকার্ড গাড়ি!

ন্যাশ বিদ্যুৎগতি না হলে নিশ্চয়ই ততক্ষণে ভদ্রলোক চাকার তলায় পিষে যেতেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ও ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জীবন আর মরণের মাঝে সামান্য সুতোর ব্যবধান! ন্যাশ নেহাৎ দৈবক্রমেই ভদ্রলোককে মরণ ছোবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিল।

তোমায় কেন ডেকেছি তা একটু বাদেই বুঝতে পারবে—

ডেস্টারের কথায় অন্যমনস্ক ন্যাশ সোজা হয়ে বসল। হাতের দু আঙুলের মাঝে সিগারেট পুড়ছে। আর একটা টানও দিতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

ডেস্টার বোতল থেকে মদ ঢালছেন। তার যেন এখন কোন তাড়া নেই। অবশ্য না থাকারই কথা। গতকাল বিকেলেই তিনি প্যাসিফিক স্টুডিও থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছেন।

তাই সেই দশটা-পাঁচটা যাওয়া আসার তাড়া নেই। সামনে অগাধ অবসর। কিন্তু ন্যাশ জানে এ অবসর ডেস্টারের কাছে মৃত্যু যন্ত্রণার মত। আজ হোক কাল হোক উত্তমর্ণের দল যে টাইফুনের মত ছুটে এসে আর্ল ডেস্টারের জীবন নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই ন্যাশের মনে।

উনি কি এখন সেসব কথাই ভাবছেন, না ন্যাশের সঙ্গে আলোচনা করতে চান? কিন্তু হাবভাবে তো তেমন মনে হচ্ছে না। সম্পর্কটা যেখানে প্রভু-ভৃত্যের, সেখানে তা জানতে চাওয়াও ধৃষ্টতা। উনি আদেশ করলে ও তা তামিল করবে। এই তো সম্পর্ক। কিন্তু ব্যাপারটা কী—

তিনি মদ ঢালা থামালেন। বোতলের ছিপি আটকে একটা ড্রয়ার খুললেন। ন্যাশ গভীর ঔৎসুক্যে দেখছে। ড্রয়ারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দুখানা খাম বার করে আনলেন। তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে এখনই তিনি যেন কোন বাচ্চা ছেলেকে একটি ম্যাজিক দেখিয়ে দেবেন। দুটো খামেরই মুখ বন্ধ। তিনি সামান্য ঝুঁকে পড়ে খামের ওপর লেখা ঠিকানায় চোখ বুলিযে নিলেন। তার চোখের কোণে খুব আলতো এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে। বোধহয় অতি যত্ন সহকারে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, এবার প্রথম কাজের কথায় আসি। এ খাম দুটোকে গোপনে খুব যত্ন করে রাখবে। আমার স্ত্রীও যেন জানতে না পারে।

গ্রীন ন্যাশ এখনও সেই গম্ভীর মুখেই আছে। ওর লম্বাটে বলিষ্ঠ মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না। ডেস্টারের কথায় ও অবাক হবার মতো কিছুই খুঁজে পায়নি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কত মধুর তা ন্যাশ জেনে গেছে। তা নিয়েও বিশেষ ভাবনা ছিল না। ডেস্টার নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে আর মোটেই আগ্রহী নন যদিও দুর্ভাবনাটা একটা কাঁটার মতো ন্যাশকে খোঁচাচ্ছে। হাজার হলেও কাজটা তো গর্হিত। স্ত্রী যতই খারাপ হোক নিশ্চয়ই কোন স্বামী চোখের সামনে তাকে লাঞ্ছিতা হতে দেখতে চাইবে না।

একটু থেমে ডেস্টার বললেন, আজ তেইশ, পরশু পঁচিশ। ক্যালিফোর্নিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের এয়ার বাসে তোমার নামে একটা সীট বুক করে রেখেছি। তুমি সান-ফ্রান্সিসকোয় যাবে। সেখানে ন্যাশন্যাল ফাইডেলিটি কোম্পানীর জন্যে একটা চিঠি, অপরটা সেই কোম্পানীরই ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মিঃ ম্যাডাক্স—এর।

এইটুকু বলেই থামলেন। মদের গ্লাসটা তুলে নিয়ে সুরুৎ করে একটানে বেশ খানিকটা তার গলাধঃকরণ করে একটা ঢেকুর তুলে কাঁধ থেকে মাথাটা মাটির দিকে ঝুলিয়ে বুঁদ হয়ে রইলেন।

ন্যাশ ঠিক এইরকম চেহারার সঙ্গেও পরিচিত হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ শিখার মত জ্বলন্ত একখণ্ড আগুনে বেলুন যদি অনবরত সাইবেরিয়ার হিমেল স্রোত ছড়াতে থাকে সেখানে বুভুক্ষ হৃদয় সম্বলিত বুকে উত্তপ্ত সাহারা আনতে নিশ্চয়ই ঝাঁঝালো সুরার দাস হয়ে পড়বে—এ বলার অপেক্ষা রাখে না। আর্ল ডেস্টার তাই নরম তপ্ত নারীদেহ ছেড়ে শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম আগুনে মনের খেদ ভুলিয়ে দিতে ডুবে গেছেন সুরা সাগরে। এবং বলা যায় মরেছেন যদিও মৃত্যু আসছে গুটি গুটি পা ফেলে।

ন্যাশ কয়েক সেকেন্ড অন্যমনস্কভাবে চিবুকে হাত বোলালো। তারপর খাম দুটো তুলে নিয়ে ঠিকানাটা দেখল। হ্যাঁ, ন্যাশন্যাল ফাইডেলিটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, সান-ফ্রান্সিসকো। একটু আগেই উনি সেকথা বলেছেন তাতেও কোন চমক ছিল না। কেননা এই ন্যাশন্যাল ফাইডেলিটির সাথে ডেস্টার পরিবারের সম্পর্কটা এখন কোন স্তরে পৌঁছেছে ন্যাশ তাও টের পেয়ে গেছে। হেলেন ডেস্টারের লালসা জড়ানো দুচোখ যে এই কোম্পানীর ইন্সিওরেন্স করা অর্থের চারপাশে ঘুরঘুর করছে তাও ও জানে। মূল্যও তো কম নয়। পৌনে তিন মিলিয়ন ডলারের চড়া পর্দায় বাঁধা। ডেস্টারের জীবনে এ পর্যন্ত যে বার তিনেক আক্রমণ হয়েছে তার মূলেও এই অর্থ।

এখন তিনি তা নিয়ে কী করতে চান? যেমন সূর্য ওঠার সাথে সাথে ভোরের কুয়াশা ক্রমশ ফিকে হয়ে যায় তেমনই দুঃশ্চিন্তার সেই জগদ্দল পাথরটা একটু একটু নড়ে উঠছে। এর পরেরটুকু জানতে পারলেও স্বস্তিতে বসতে পারত। কিন্তু ভদ্রলোকের তেমন তাড়া নেই। বেশ একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

ন্যাশ প্রথমে কিন্তু গোলক ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। আর্ল ডেস্টারকে যখন আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল তখনই ঋণশোধ করতে তিনি অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। এবং সব বাধা দূরে সরিয়ে তিনি ওকে রোলস রয়েস-এর সোফার নিযুক্ত করে ফেলেছিলেন। সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার মাইনে-ন্যাশের যা অবস্থা তাতে এটা তো স্বর্গ।

তারপর নতুন ঘর হলো বিরাট রাজপ্রাসাদের মত বাড়ির গ্যারেজের ওপরে যে ছোট্ট ফ্ল্যাট আছে সেখানে। স্বর্গ ছাড়া কী! এবং তা করতে গিয়ে তিনি যে প্রথমে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাও মনের প্রভূত জোর দেখিয়ে উপেক্ষা করেছেন।

অবশ্য ন্যাশ পরে বুঝেছে—এই নিযুক্তির পেছনে ডেস্টারের অবচেতন মনে যে অসংরক্ষিত দুর্গটি সততই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেখানে ন্যাশের মত এক বলিষ্ঠ এবং সরলমনা যুবককে পাহারাদার বসানোর অকাট্য যুক্তি বোধহয় বেশি কাজ করেছিল। চাকরি পাওয়ার প্রথম স্বাদটুকু বুঝে উঠতে না উঠতেই সারা মেরুদণ্ড যেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম সাক্ষাৎ—না, সাক্ষাৎ না বলে বোধহয় বলা উচিৎ নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এক উর্বশী-রাক্ষসীর দেখা। মনে হয়েছিল যেন আকাশের বিদ্যুৎলতা নারী দেহ ধারণ করে ওর সামনে হাজির হয়েছিল। ওর পরিচয়ের অগে ডেস্টার তার স্ত্রীকে কী বলেছিলেন মনে নেই।

ও শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হা হয়ে সেই নারীকে দেখছিল। যে নারীর প্রতিটি মাংসপিন্ডের টুকরো টুকরোয় মধুর ভাণ্ডার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শুধু অপরূপ সুন্দরের অজস্র রসের শাখা-প্রশাখা। দেখতে দেখতেই ঠাণ্ডা মেরুদণ্ড উত্তপ্ত হয়েছিল। কী এক অনাস্বাদিত কামনা-বাসনা কিলবিল করে নড়েচড়ে বেড়াতে শুরু করেছে দেহের শিরা-উপশিরায়। হাহাকার করে উঠেছিল ওর যুদ্ধ ফেরৎ নারীস্পর্শ বর্জিত হৃদয়। যেন ওর সমস্ত সত্ত্বা এই রকম একটি নরম মধুর পেলবলতার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিল। কে প্রভু কে ভৃত্য মনেই ছিল না। ওর পৌরুষ বর্ষার লতার মত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে উঠে ওর চৈতন্যকে ছারখার করে দিয়ে গেল। একটা চিৎকারে ও সম্বিত ফিরে পেয়েছিল।

না, আমাদের কোন সোফারের প্রয়োজন নেই—

না শুনলে বিশ্বাসই হোত না যে ওই সুন্দর দেহের মধ্যে কণ্ঠটি এমন বিচ্ছিরি। কিন্তু ন্যাশের কানে তাও যেন মধু বর্ষণ করছিল। তখন ওর শুধু একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ই কাজ করে চলেছে। কী রূপসী,

কী বাহারি চেহারা, চব্বিশ পঁচিশের তন্বী যুবতী। ডেস্টারের থেকে কম হলেও বছর পনেরোর ছোটই হবে। তামাটে রঙ, রেশম চুল, ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো। দেহের রঙ মাখনের মতো স্নিগ্ধ। লালসা-বিলোল দুটি সবুজ চোখ, সবুজের সমারোহ। গলাবন্ধ আঁটোসাটো পোষাকে সুউন্নত স্তনযুগল আরো প্রকট, আরো নিটোল। সরু কটিবন্ধে একটিমাত্র সোনার চেন ছাড়া গায়ে কোন অলঙ্কার নেই। না থাকুক, কিছু না থাকলেও মোহময়ী, মনোহারিণী। স্ফুরিত নাসারন্ধ্রের নিচে পাতলা রক্তিম অধর পাকা বেদানাব ন্যায় টসটস করছে। দেখে দেখে ন্যাশ হাঁফিয়ে ওঠে।

তখনও ডেস্টারের সেই স্টার হোটেলের নেশা কাটেনি। তারপর আবার বাড়ি ফিরেই আরেক প্রস্থ টেনেছেন। শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, বলো ন্যাশ, বলো। আমার সুন্দরী স্ত্রীকে একটু বুঝিয়ে বলো, তুমি আজ না থাকলে উনি আজই বিধবা হতেন কিনা—বলো, বলো।

মিসেস ডেস্টার এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ন্যাশকে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর আশ্চর্য এক অবিশ্বাসীর গলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি সত্যি ওর জীবন বাঁচিয়েছেন, না অভ্যাস বশতঃ আমার স্বামী রঙ চড়িয়ে কথা বলছেন?

ন্যাশের তো গলা শুকিয়ে কাঠ। পিপাসা—শুধু পিপাসা। কোন জলে এ তৃষ্ণা মিটবে না। ঢোক গিলে কাঠ কাঠ গলায় বলল, মানে—হঠাৎ যেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঠিক কোথায় চলেছেন—আর ঠিক সেই সময়ই একটা প্যাকার্ড গাড়ি—

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ডেস্টারের চোখ মুখ ভয়ঙ্কর বকমের পাল্টে গেল। দেখে ন্যাশ ঘাবড়ে গেল। যদি মানুষ না হয়ে পশু হতেন তাহলে বোধহয় তখনই ন্যাশকে কামড়ে ছিঁড়ে একসা করে ছাড়ত। সঙ্গে কী অপরিসীম হতাশা আর বিজাতীয় এক ঘৃণা চোখের কোণে মিলেমিশে কড মাছের নাড়িভুঁড়ির মত থিকথিক করছে। যা অনুভব করে ন্যাশের অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

না দেখলে বিশ্বাসই হোত না যে ওই সুন্দর মুখশ্রী কত সহসা বিকৃত হতে পারে। সেটাও আবার মুহূর্তমাত্র। এর কাছে বুঝি দক্ষ অভিনেত্রীর ক্ষণে ক্ষণে ভাব পরিবর্তনও হার মানে।

কত সহজে নিমেষে চটুল হাসি হেসে অতি সাধারণ মানবী হয়ে যেতে পারে। তখন কণ্ঠস্বরও হয় ঝর্ণার মত তরল লীলায়িত। চাপা হেসে বলল, আচ্ছা ধূর্ত লোক তো 'আপনি।

মিঃ ডেস্টার তখনও অন্য জগতে। স্ত্রীর কথাব খেই ধরতে না পেরে অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন, কি আশ্চর্য তুমি একটা ধন্যবাদও জানাবে না ওকে।

না-না, আমি সেটা করব না প্রিয়তমা। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ, ঋণী। সেই কারণেই ওর জন্যে কিছু করতে চাই। সাইমন্ডস তো ছেড়ে গেছে। তাছাড়া বাড়িতে তোমাকে সাহায্য করার জন্যেও তো একটা লোকের দরকার। তাই একে এই কাজটা দিলে শুধু ঋণশোধ করাই হবে না, একজন দুঃস্থ যুবককেও সাহায্য করা হবে।

মিসেস ডেস্টার তখন হাসির গমক তুলে এগিয়ে গেছে ঘর সংলগ্ন বার-এর দিকে। ঘরের মৃদুমধুর নিয়ন আলোয় তার দেহের খাঁজে লুকোচুরি খেলা। ভারী নিতম্ব আরো ভারী দেখাচ্ছে। আর ন্যাশের দেহে আদিম এক বাসনা মৃদু জলতরঙ্গের ন্যায় শিন্ শিন্ করতে লাগল। দেহ যত দোলে হৃৎপিণ্ডের কাঁপন তত বাড়ে। বাড়ে প্রতিজ্ঞা। শোফারের কাজটা যেন ওর চাই-ই চাই। ওকে ওই দেহের কাছাকাছি থাকতেই হবে।, হ্যাঁ, থাকতেই হবে।

ন্যাশ নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে মরীয়া হয়ে বলে উঠেছিল, স্যার আমার হাতেও কোন কাজ নেই, এ কাজটা পেলে আমি খুশিই হব।

কারো কাছ থেকেই এ কথার উত্তর এলো না। তবে ডেস্টার খুব খুশী হবার মতো ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মিসেস ডেস্টার দেয়াল আলমারি থেকে ব্রান্ডির বোতল তুলে এনেছেন। তা থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে একটু হেলে প্রশস্ত টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়ালেন, ডানদিকের বুকের কিছুটা এমনভাবে উঁচিয়ে রইল যে, ন্যাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। ভেতরে ভেতরে ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে কেন যে ওর হাতের দশটা আঙুল প্যান্টের পকেট খামচে খামচে ধরছে তাও বুঝতে পারছিল না ন্যাশ।

এই ভদ্রলোকের পূর্ব পরিচয় কি? চোর-জুয়াচোর, না, খুনে? কিছু না জেনেই চাকরি দেবো?

মিসেস ডেস্টারের কটূক্তিতে ন্যাশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। যতটা ঝাঁজ ততটাই মিষ্টি। বাঘিনী বেপরোয়া আর সাপিনী ফোঁস ফোঁস করবে তবেই না আনন্দ। যত দেখছে তত নিঃশেষ হচ্ছে ন্যাশ।

ওসব একসময় করলেই চলবে স্ত্রীকে নস্যাৎ করলেন ডেস্টার, ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমি ওকে কাজ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করব, ব্যস! তারপরই ন্যাশের দিকে ঘুরে তাকালেন, তোমায় তো সব বলেছি। গ্যারেজ ঘরের ওপরে থাকবে। খাবে বাইরে। বাড়িতে আমাদের রান্না হয় না। বুঝেছো?

ইয়েস স্যার—সপ্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল ন্যাশ। মিসেস ডেস্টার ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছিলেন আবার। ঘৃণা থেকেই জন্ম নেয় ভালবাসা! বহুদিনের সেই প্রচলিত প্রবাদটা উচ্চারণ করতে করতে ঘর ছেড়েছিল ন্যাশ।

শোন খোকন!

ন্যাশ ভীষণ চমকে উঠে তাকাল। বুকের ভেতরের সেই দুপ্ দুপ্ শব্দটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। ও যে সেই সকাল থেকে আর্ল ডেস্টারের সামনেই বসে আছে তা যেন ভুলেই গিয়েছিল।

তিনি একটু সুস্থিত হয়ে ড্রয়ার থেকে একখানা চেক বই বার করে এনেছেন। ভেতরের একখানা পাতা ছিঁড়ে ফেলার কাজও সারা হয়ে গেছে। সেই পাতাখানা ন্যাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, যতটা তোমার জন্যে করা উচিত ছিল—পারিনি। হয়তো এই আমার শেষ চেক কাটা। আমার এই কাজটুকু শেষ করলে তোমার চাকরিও শেষ। এর পরে তোমাকে এক কপর্দক দেবার মত সামর্থ্যও আমার থাকছে না। তাই তোমাকে আমি বিশ হাজার ডলার দিয়ে যাচ্ছি, আশা করি তুমি এ দিয়েই নিজে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে।

চেকটা হাতে নিয়ে ন্যাশ বিমূঢ় হয়ে গেল। এত অর্থ! রীতিমত অবিশ্বাস্য। সত্যি ও কিছু ভাবতে পারছে না, কোথা থেকে কি হয়ে যাচ্ছে। ডেস্টারের হৃদয় আছে, আবার সুপুরুষও বটে। অত্যাধিক সুরাপানে তিনি নিজেকে শেষ করে আনছেন। কিন্তু তা বলে তিনি ওকে এত অর্থ দান করবেন এখনও ও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যদিও হাতের আঙ্গুলে ঝকঝকে সুন্দর সেই কাগজের পাতাটুকু কাঁপছে।

ডেস্টার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, যদি পার আজই ভাঙিয়ে নেবে। হয়তো কাল থেকে আমার সমস্ত অর্থের ওপর ব্যাঙ্ক বিধিনিষেধ আরোপ করে বসবে। বেশ, আরো একটা শ্বাস দীর্ঘায়িত করে বললেন, এবার আমার আসল কাজ আরম্ভ। এখনই আমি আমার স্ত্রীকে ডাকব।

স্ত্রীকে! যে যন্ত্রণা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল 'স্ত্রী' নাম শুনতেই তা জলের তোড়ের মত হুড়মুড় করে এসে পড়ল। ঠিক এই দুর্ভাবনাটাই ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তাহলে আসলে এতক্ষণ ডেস্টার যা করলেন সবই অভিনয়। এবার মুখোমুখি সংঘর্ষ। হাত পায়ের পাতা যেন ঠাণ্ডা হয়ে এলো। গ্রীন ন্যাশের হঠাৎ মনে হলো ও এই ভদ্রলোকটিকে বাঁচিয়ে মোটেই শুভবুদ্ধির পরিচয় রাখেনি। এমনি কত মানুষই তো আকছার গাড়ি চাপা পড়ছে। কে তার খবর রাখে!

স্ত্রীকে ডাকবেন! কেন ডাকবেন! গতকাল দুপুরের সেই ঘটনার পর থেকে মিসেস ডেস্টারের সাথে ন্যাশের আর দেখা সাক্ষাতই হয়নি। তিনি কোন মূর্তি ধারণ করে এখানে আবির্ভূতা হবেন কে জানে? ও কি পালাবে। সে পথ যে খুব একটা মসৃণ তেমন যদিও মনে হলো না ন্যাশের।

ডেস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। আর ন্যাশ চেয়ারে বসে বৃশ্চিক দংশনে জর্জরিত হচ্ছে। ডেস্টার টলমল পায়ে এগোচ্ছেন। এই কি শেষ সুযোগ? ন্যাশ ভাবছে, উঠবে কি উঠবে না দোতালে দুলছে।

শোন, 'ডেস্টার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কোন কথা বলবে না। যা বলার আমি বলে যাব। মুখে একদম কুলুপ এঁটে থাকবে। বুঝেছো?

ন্যাশ বিভ্রান্ত। বিমূঢ়, যেন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তখন ডেস্টার দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে মধুর কণ্ঠে ডাকছেন, হেলেন, প্রিয়ে, তুমি কি একবার এঘরে আসবে?

প্রিয়ে! ওহ্ কি আদরের ডাক! ন্যাশ হা করে ডেস্টারকে দেখছে। পায়ের শব্দ শোনা গেল করিডরে। ন্যাশ ঋজু হয়ে বসল। যুদ্ধ যদি বাঁধেই অস্ত্র কিছু একটা শানাতে হবে বটে।

ডেস্টার সরে এলেন। ঘরে এসে ঢুকল এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। ঘরের ভিতরে এসেই তা থমকে গেল। কষায়িত চোখে ন্যাশকে দেখল। নাকের খাঁজ সামান্য কুঁচকে গেল। তারপর বঙ্কিম গ্রীবা ঘুরিয়ে রক্তিম চোখে তাকাল ডেস্টারের দিকে? ন্যাশ জবুথবু মেরে আছে।

ব্যাপার কি! অত হাঁক-ডাক কেন? শানিত ছুরির ফলা লক লকিয়ে উঠল মিসেস ডেস্টারের জিভের ডগায়।

ডেস্টার নিরুত্তাপ, কোন উত্তেজনা নেই। খুব শান্তস্বরে বললেন, এসো, বসো আমি তোমার সাথে দুটো কথা বলতে চাই—

কিন্তু তোমার শোফার এখানে কেন? মিসেস ডেস্টার আরো ঝাঁঝালো হলেন।

দোহাই হেলেন, নিজের জায়গায় বসে ডেস্টার বললেন, উত্তেজিত হয়ো না। এসে বসো। ওকে আমিই ডেকেছি।

কেন, কেন ডেকেছো—দুপদাপ পা ফেলে মিসেস ডেস্টার এগিয়ে এলেন। তেরচা চোখে দেখল ন্যাশ। ওই লালসা বিলোল চোখে যেন রক্ত উপচে পড়ছে।

বলছি, ডেস্টারের সেই একইরকম স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর, তুমি বসো—

মিসেস ডেস্টার সশব্দে একটা চেয়ার টেনে ধুপ করে বসলেন, ন্যাশের দিকে পেছন ফিরে। ডেস্টার একটা সিগারেট তুলে লাইটারে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, শান্ত হয়ে বসো, খুব দরকারী কিছু কথা বলব আমি। সেজন্য আমাদের একজন সাক্ষীর দরকার হবে। সেই জন্যেই ন্যাশের প্রয়োজন —মিসেস ডেস্টার যেন একটু দমে গেলেন। ন্যাশও কম বিস্মিত নয়। ডেস্টার কিন্তু অবিচল। তিনি যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন যা করবেন রয়ে সয়ে করবেন। তিনি কোন কিছুতেই তাড়াহুড়ো দেখাচ্ছেন না। তিনি অবার হুইস্কির বোতল ধরেছেন।

ন্যাশ আড়চোখে মিসেস ডেস্টারকে দেখল। উনি যে কোন ভঙ্গিতেই মোহময়ী। এখন শরীরটা বেঁকিয়ে এমনভাবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন যেন এক ময়ূরী ঘাড় উঁচিয়ে আকাশের মেঘের ডাক শুনছে কান পেতে।

ন্যাশের সেই একটু আগের আড়ষ্টতা কেটে গেছে। ও হেলেন ডেস্টারকে খুঁটিয়ে দেখছে। উনি যত উত্তেজিত তত মধুর। সেই মধুর ভাণ্ডার ও কাল দুপুরে জোর করে চেখে দেখেছে। তার স্বাদ যেন এখনও ঠোঁটে লেগে আছে। এমনি আরেকটি নির্জন দুপুরের প্রত্যাশায় বসে আছে। ন্যাশ গত দুদিনে দুটো জিনিস আবিষ্কার করেছে। প্রথমতঃ—হেলেন তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করছেন আর সেজন্যে জোরদার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর সেই কারণেই তিনি উটকো লোক রাখা পছন্দ করছেন না। তিনি যতটা সম্ভব লোকচক্ষুর আড়ালে কাজ সারতে চান। দ্বিতীয়তঃ—ন্যাশন্যাল ফাইডেলিটির সেই ইন্সিওর করা পৌনে তিন মিলিয়ন ডলারের দলিল। যেখানে শর্ত আছে আর্ল ডেস্টারের মৃত্যু তা যেভাবেই হোক না কেন—হলেই সে অর্থ তার স্ত্রী পাবেন। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সে মৃত্যু হবে তত তাড়াতাড়ি সে অর্থ এসে যাবে হেলেন ডেস্টারের হাতে। এটাই এক মস্ত ধাঁধা।

যেখানে তাবৎ অর্থ এবং এই প্রভূত বিষয় সম্পত্তির মালিকানা এমনিতেই এই ভদ্রমহিলার করায়ত্ত হয়ে আছে, সেখানে তিনি কেন তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করছেন ন্যাশ সেজন্য খোঁজ খবর করেছিল, জ্যাক সলির সাহায্যও নিয়েছিল। সে এক আশ্চর্য এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আর্ল ডেস্টার যা জানতে পারেননি ন্যাশ তা জেনেছিল। এখন তো ওর মস্ত সুযোগ। তাই—

গতকাল আর্ল ডেস্টারকে সময়মতো প্যাসিফিক স্টুডিওয় পৌঁছে দিয়ে রোলস নিয়ে যখন ন্যাশ ফিরে এসেছিল তখন বিরাট বাড়ির চারপাশে সাইবেরিয়ার নির্জন শীতলতা। গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে ও ধীরে সুস্থে এসে দাঁড়াল প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে। ক্যাডিলাক গাড়িখানা যে যথারীতি স্ব-স্থানেই আছে তা আসার সময় দেখে এসেছে। অর্থাৎ মিসেস ডেস্টার বাড়িতেই আছেন।

ন্যাশ দরজা ঠেলে হলঘরে এলো। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। চারদিক স্তব্ধ নির্জন। এই মুহূর্তে হেলেন ডেস্টার যে কোথায় আছেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। হলঘর ছেড়ে লাউঞ্জে এলো। কাপবোর্ডে হুইস্কির বোতল সাজানো। ছাইদানি ঝকঝকে পরিষ্কার। ওগুলো ব্যবহৃত হয়নি,

অর্থাৎ মিসেস ডেস্টার নিচে নামেননি। নিঃশব্দে পা ফেলে সিঁড়ি ভাঙল। দোতলায় এসে হেলেন ডেস্টারের ঘরের সামনে দাঁড়াল। করিডর ফাঁকা। কাঁচের শার্সি ভেদ করে দুপুরের তাজা রোদ্দুর মৃতের মুখে পাণ্ডুর হাসির মত। চারপাশ ভুতুড়ে বাড়ির মতো নিথর।

হেলেন ডেস্টারের ঘরের দরজায় কান পেতে আওয়াজ পাবার চেষ্টা করল। না, কোন সাড়া নেই। ভেতর থেকেও কোন শব্দ আসছে না। ন্যাশ দরজার নবে হাত রাখল। বাতাসও যেন থমকে আছে, শুধু ওর বুকের ভেতরের টিপ টিপ আওয়াজ যেন সোচ্চারে ওর কানের চারপাশে বাজছে। কিন্তু আজ ও মরীয়া হয়ে উঠেছে। এমন সুযোগ আর কখনও আসবে কিনা কে জানে। নব ঘুরিয়ে পা দিয়ে পাল্লা ঠেলতেই পোষা কুকুরের মতো দরজা খুলে গেল। ন্যাশ চোরের মত ঘরে ঢুকল।

বিছানায় চাদর ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল। ড্রেসিং টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে তার নাইলনের গোপন অঙ্গবাস। ঘর সংলগ্ন বাথরুমের দরজা একটু খোলা। বাথরুমের ভেতর থেকে জলের ঝর্ণার ঝর ঝর শব্দ।

ন্যাশ দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে আরো ভেতরে এলো। একটা চেয়ার টেনে বসে একটা সিগারেট ধরাল।

দুই তিন মিনিট পর বাথরুমে জল পড়ার শব্দ থামলো। ন্যাশ সোজা হয়ে বসল। বাথরুমের দরজা খুলে গেল। আর তোয়ালে জড়ানো সুন্দরী হেলেন দোরগোড়ায় থমকে গেলেন। তার লালসা বিলোল চোখে সামান্য ভয়। মুখ ঈষৎ বিবর্ণ। কিন্তু চাপা ঠোঁটে হিংস্র ক্রোধ উপচে পড়ছে।

ন্যাশ সহজ হতে চেষ্টা করল। হাসি হাসি মুখ করে বলল, হ্যালো, কেমন আছেন?

হেলেন ডেস্টার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠলেন, তোমার সাহস তো কম নয়? এখানে কি চাও?

ন্যাশ ধোঁয়ার রিং উড়িয়ে বলল, ধীরে ধীরে মিসেস হেলেন বেইলী—

সাপের মাথায় যেমন যাদুদণ্ড ঠেকালে নেতিয়ে পড়ে হঠাৎ, তেমনি মিসেস ডেস্টার মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে গেলেন।

কয়েকটা সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু তা খুব সামান্য সময়ের জন্যেই। তারপরই দ্বিগুণ তেজে দুর্ভেদ্য অরণ্যে আহত বাঘিনীর ন্যায় গর্জে উঠলেন, বেরোও— বেরোও এখান থেকে। ইতর অভদ্র জানোয়ার কোথাকার।

ন্যাশের যেন কোন তাড়া নেই। রিং-মাস্টার যেমন বাঘিনীকে খাঁচায় পুরে নাচায় তেমনি মিসেস ডেস্টারের লম্ফঝম্ফ দেখে নিজের দু'পা নাচাতে নাচাতে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আর তারিয়ে তারিয়ে তন্বী যুবতীর চুল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পিলউপত্যকা লেহন করতে লাগল। যত ঝাঁঝ তত মজা। বহুদিন ও এমন ঝাঁঝালো সুরার স্বাদ পায়নি। ডেস্টার মূর্খ। তাই একে সাইবেরিয়ার শীতল স্রোত বলেছেন।

তুমি এখান থেকে যাবে না আমি পুলিশ ডাকব?

তার চেয়ে বরং ভালো হয় যদি আমরা দুজন কিছু আলোচনা করি—

ওহ! মিসেস ডেস্টার রাগে নিসপিস করে ওঠেন, আমি জানতে চাই তুমি যাবে কিনা?

ন্যাশ সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মিসেস ডেস্টার আপনি ভুল করছেন। যদি চিন্তা করে থাকেন আপনার প্রথম শিকার ভ্যান টমলিনের মত আমাকেও চারতলা থেকে উল্টে ফেলে দেবেন, তাহলে জেনে রাখুন আপনি নিশ্চয়ই আমায় চিনতে ভুল করেছেন—

সহসা ক্রোধ উধাও হয়ে সেখানে শীতের সকালের হাওয়ার কাঁপুনি। মিসেস ডেস্টার একেবারে থমকে গেছেন। সহসা আর কোন কথা না বলে খুব ধীর পায়ে হেঁটে ড্রেসিং টেবিলের কাছে এলেন। কিছুক্ষণ চিরুনী দিয়ে এলোমেলো চুলের জট ছাড়ালেন। যতটা সম্ভব নিজেকে নিরুত্তেজিত রেখে খুব সংযত কণ্ঠে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। আশা করি এবার তুমি বেরিয়ে যাবে—

সেটা নির্ভর করছে আপনার ব্যবহারের ওপর ম্যাডাম—বলল ন্যাশ, হয়তো তার আগে আপনি আমার সাথে কথা বলবেন। আপনার স্বামী, গত রাত্রের ঘটনা, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে—

থামো! সতেজে ঘুরে দাঁড়ালেন হেলেন ডেস্টার, এখনও সময় আছে, পুলিশ আসার আগে—

ভালো—খুব ভালো কথা, গ্যাঁট হয়ে চেয়ারে বসে ন্যাশ বলল, যান পুলিশ ডাকুন। ওরা বোধ হয় এটা জেনে খুশিই হবে যে কিভাবে আপনি গতরাত্রে আপনার স্বামীকে খুন করতে গিয়েছিলেন। কি জানেন—স্বামী-স্ত্রীর এই রসালো খুনসুঁটি শুনতে ওরা খুবই ভালবাসে।

তার শিথিল হাত থেকে চিরুণী খসে পড়ল। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন, কি—কি বললে! বাঘিনীর তেজ নরম হয়ে আসছে দেখে ন্যাশ মনে মনে খুশী হয়ে বলল, যা বলেছি নিশ্চয়ই শুনেছেন। দিনচারেক আগে স্টার হোটেলের সামনে প্যাকার্ডের উড়ে যাওয়ার না হয় একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু গত রাত্রে মিঃ ডেস্টারকে জবরদস্তি গাড়িতে বসিয়ে যেভাবে ঢালু রাস্তা দিয়ে গাড়িটা গড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাতে কিন্তু আপনারই বিপদটা বেশি হতো। ভাগ্য ভালো যে সময়মত আমি এসে পড়েছিলাম। এজন্য আমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ভুরু কুঁচকে হেলেন বললেন, মদটদ খেয়েছো নাকি? আবোল তাবোল বকছ?

ন্যাশ মুচকি হেসে বলল, আপনি যতটা বোকা সাজার চেষ্টা করছেন নিশ্চয়ই ততটা বোকা আপনি নন। আসলে আপনি তাড়াহুড়োয় সব গুলিয়ে ফেলেছেন। আমি আপনার জায়গায় থাকলে কিন্তু মোটেই এরকম করতাম না। অন্ততঃ যতক্ষণ না বুঝতাম যে কোনদিকেই কোন খুঁত থাকছে না, ততক্ষণ এসব কাজে হাতই দিতাম না।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ হেলেন ডেস্টার ন্যাশকে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর কিছুটা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললেন, মনে হয় ফাঁকা বাড়ি পেয়ে আহ্লাদে মদ গিলেছো। ঠিক আছে—এখন চটপট এখান থেকে সরে পড় দেখি।

ম্যাডাম, অত চঞ্চল হবেন না। সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে ন্যাশ বলল, আপনার জারিজুরি আমি ধরে ফেলেছি। সাইমন্ডসকে মিথ্যে চুরির অভিযোগে বাড়ি থেকে দূর করেছেন। কোনও লোককে ধারে কাছে আসতে দিচ্ছেন না। মিঃ ডেস্টারের পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার আপনার চাই-ই চাই।

'মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে কথা।' কণ্ঠস্বর যেন কেঁপে গেল মিসেস ডেস্টারের।

তাই দেখে ন্যাশ খুশী হয়ে বলল, যখন শেষ পর্যন্ত আমায় তাড়াতে পারলেন না তখন নতুন মতলব খাটালেন। চমৎকার বুদ্ধি আপনার, কিন্তু ওই যে বললাম ভীষণ বোকা বুদ্ধি আপনার, নাহলে হঠাৎ নাইটক্লাবে অমনভাবে আমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে এসে মিঃ ডেস্টার কে মদ্যপ ভেবে গাড়িতে বসিয়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে দিয়ে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর প্রহসন কেউ করে? আপনার এটা বোঝা উচিত ছিল যে এতদিনে মিঃ ডেস্টার আপনার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন। তাই তিনি আপনার বোকামোকে আরও উস্কে দিতে মদ খাবার ভান করে মদ্যপ সেজে থাকেন। কাজেই বুঝতে পারছেন তো আপনার সব দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে—হুঁ—একটু গম্ভীর শব্দ করে হেলেন বললেন, যেদিন প্রথম তোমায় দেখি সেদিনই আমি বুঝেছিলাম যে, তুমি আর পাঁচজনের মতো নও। একটু বেয়াড়া ধরনের হবে। ঠিক আছে—যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে চুলে ধীরে ধীরে চিরুণীর টান দিতে দিতে বললেন, কী করবে?

তুমিই পুলিশ ডাকবে?

ন্যাশ একটু নড়ে চড়ে বসে বলল, না-তা আমি মোটেই করতে যাচ্ছি না, আমি আপনার পক্ষেই থাকতে চাই। গতরাতের ঘটনা দেখেই আপনার উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি আপনাকে বাঁচাতে না চাইতাম তবে হয়তো আপনার কাজে আমি বাঁধার সৃষ্টি করতাম না। কিন্তু যখনই বুঝলাম এটা নিছক ছেলেমানুষী তখনই বাঁধা দিলাম। ডেস্টার মদ খাননি, শুধুমাত্র ভান করছেন। উনি নাও মরতে পারতেন, হয়তো বেঁচেই যেতেন। তখন আপনার অবস্থাটা কীরকম দাঁড়াত এখন নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। ডেস্টার পুলিশকে সব জানাতেন আর আপনার এতক্ষণে জেলে স্থান হোত—

তাই বুঝি! একটু লালায়িত হলেন হেলেন ডেস্টার! একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, এসব তো আমার জানা ছিল না। সত্যি তুমি একটি মহাপণ্ডিত।

ম্যাডাম—একটু উত্তেজিত হয়েই ন্যাশ বলে উঠল, বোকা সাজারও একটা সীমা আছে। বেশ, তাহলে শুনুন আমি কেমনভাবে আপনার কথা ভেবেছি। মিঃ ডেস্টার পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার

ইন্সিওর করেছেন। তার মৃত্যু ঘটলে সে অর্থ আপনি পাবেন। কিন্তু আপনার আর তর সয়না। এমনও হতে পারে মিঃ ডেস্টারের আগে আপনারই মৃত্যু হোল। কাজে কাজেই আপনি আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। আপনার অর্থ চাই। কিন্তু ম্যাডাম, এভাবে আগুপিছু কিছু না চিন্তা করে তাড়াহুড়ো করতে গেলে কী আপনি এত অর্থ কজ্বা করতে পারবেন? পারবেন না। তাছাড়া ন্যাশন্যাল ফাইডেলিটি খুব নামকরা কোম্পানী। ওরা মৃত্যু সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত না হয়ে কিছুতেই অর্থ মঞ্জুর করবে না।

আপনাকে এখনও বলছি ভুল করবেন না। ডেস্টার যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেছেন। বুঝতে পারছেন না, উনি গতরাত্রে মদ না খেয়ে আপনাকে পরীক্ষা করছিলেন।

তুমি তা কেমন করে জানলে? হঠাৎ চকিত প্রশ্ন করলেন মিসেস ডেস্টার।

তিনি নিজেই আমাকে জানিয়েছেন।

হেলেন ডেস্টার চুপ করে গেলেন। সিগারেটটা তার পদ্মকলির মত আঙ্গুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন। কিছু চিন্তা করলেন। তারপর মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, বেশ তাহলে তাই। এজন্য নিশ্চয়ই তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। কিন্তু ন্যাশ এইসব কথা আমাকে না বলে পুলিশকে জানালেই বোধ হয় ভাল করতে—

ম্যাডাম মূর্খতার ভান করবেন না, ন্যাশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বলল, বলেছি আমি আপনারই পক্ষে—

কেন?—ভুরু তুলে বলেন হেলেন, তুমি হঠাৎ আমার পক্ষে থাকতে চাইছ কেন?

এক অদ্ভুত হাসি খেলে গেল ন্যাশের ঠোঁটের কোণে। বলল, অনুগ্রহ করে একবার আয়নার দিকে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া আমারও নিশ্চয়ই কিছু উদ্দেশ্য আছে। আমিও জীবনের বড় অসহায়। এ সংসারে অর্থ বিনা কিছুই হয় না। যদি সেই পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার কজ্বা করা যায় তাহলে তার অর্ধেকের প্রতি আমার নিজেরই লোভ আছে—

আযনায় যুবক ন্যাশের বলিষ্ঠ চেহারার প্রতিচ্ছবি। হেলেন সে ছবি খুঁটিয়ে দেখে বললেন, তুমি যে অর্ধেক পাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

ন্যাশ ম্লান হেসে বলল, আপনি এত বোকা নন ম্যাডাম। কিছু না পাওয়ার থেকে অর্ধেক পাওয়া নিশ্চয়ই সুখের। আর এখনও যদি মনে আশা নিয়ে বসে থাকেন যে, ওই সব অর্থ আপনি একা কবায়ত্ত করবেন তাহলে সে গুঁড়ে এত সময়ে বালি পড়ে গেছে—

অর্থাৎ।

এখানে আসার পর যখন আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমার কাছে জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠল তখনই আপনার অতীত সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিতে আগ্রহী হয়ে উঠি। সব বলে আপনাকে বিব্রত কবতে চাই না। ভার্ণে বেইলি যে আপনার প্রথম স্বামী সে কথা বলেও আপনাকে ব্যস্ত করব না। ভ্যান টমলিনের ব্যাপারটা আমার হাতে তুরুপের তাস।

আচ্ছা, হেলেন ডেস্টারের চোখমুখ সহসা হিংস্র আকার ধারণ করল। তো তুমি ভাবছ যে, তোমার হাতের লাটাইয়ের সুতো গুটিয়ে আমায় ব্ল্যাকমেইল করবে?

ন্যাশ হাসল। হাসতে হাসতে বলল, সত্যি, আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করার মত অনেক প্রমাণ এখন আমার হাতে আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন সে সবে আমার আগ্রহ নেই। বলেছি আমি আপনার পক্ষে তাই—

তোমার কথা শেষ হয়েছে? ঠোঁট টিপে ফিসফিস করে ওঠেন হেলেন ডেস্টার।

হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। বলে ন্যাশ, একটা কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে আপনার বর্তমান অবস্থাটা জানিয়ে দিলাম। কাজেই তাড়াহুড়ো করবেন না। সবুরে মেওয়া ফলে জানেন তো। মাথা থেকে ডেস্টারকে খুন করার ভূতটা ঝেড়ে ফেলুন। বরং তার সাথে একটু ভাল ব্যবহার করুন। দেখবেন তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসছে—

হেলেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, তোমার উপদেশের দরকার হলে ডাকব। এখন কেটে পড়ো—

ন্যাশও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এখন দুজনে মুখোমুখি। হেলেন ডেস্টারের চোখের কোণে

কিছু বিদ্যুতের ছোঁয়া আর ন্যাশের চোখের কোণে আদিম বাসনা জ্বলজ্বল করছে। ন্যাশ আরও এক পা এগোলো। হেলেন স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে। কোন কথা বলছেন না, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ন্যাশকে লক্ষ্য করছেন। বোধহয় ন্যাশের মনের ইচ্ছেটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু কিছু বলছেন না। উদ্ধত ভঙ্গিতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ থেমে ন্যাশ কামার্ত হাসি হেসে বলল, মিঃ ডেস্টার বলছিলেন আপনি নাকি হিমপ্রবাহের মত ঠাণ্ডা। কোথাও কোন উত্তাপ নেই। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় আপনার দেহের প্রতিটি দুরূহ কোণে লুকিয়ে আছে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা। মিঃ ডেস্টারের এই মতটাও আমি বদলে দিতে চাই—

হেলেন ডেস্টার এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ন্যাশকে নিরীক্ষণ করছেন। কোন কথা বলছেন না। এই সুযোগে ন্যাশ আরও দু'পা এগোল। দুজনের নিঃশ্বাস তখন দুজনের শরীরে।

ইতিমধ্যে ন্যাশের কণ্ঠস্বরও যেন কেমন পাল্টে গেছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক লোভী পুরুষ কণ্ঠ শিরশির করে উঠল, বাড়িতে এখন কেউ নেই। চারধার নির্জন নিস্তব্ধ। এমন একটা সুযোগের—

কথার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশের পেনাল বাহু হেলেনের চওড়া কাঁধে এসে পড়ল। তখনই হেলেন ডেস্টার বিদ্যুৎ শিখার মত ঝলসে গেলেন। তার দু'বাহু সপাটে আঘাত করতে গিয়েছিল ন্যাশকে। ন্যাশ প্রস্তুত ছিল। কাঁধ ছেড়ে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর দু'হাতের কব্জি মুচড়ে দিতেই মুখ থুবড়ে পড়ল ন্যাশের বুকে। দু'হাত ছড়িয়ে দিল দুপাশে ন্যাশ। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে বাঘিনী মুখ তুলতেই ন্যাশের ক্ষুধার্ত ঠোঁট কামড়ে ধরল তার রক্তিম অধর। হাতের বাঁধনে মুখের পেষণে কিছুক্ষণ ছটফট করলেন হেলেন ডেস্টার। তারপর সাপিণীর বিষ উগরে গেলে যেমন হয় তেমনি নেতিয়ে গেলেন তিনি। তখন বেদে তার ইচ্ছেমত বিষধর সাপিনীর দেহের পরতে পরতে যে মধু তা মনের সুখে চাখতে লাগল...

ন্যাশ সব শুনছো তো?

ভীষণ চমকে উঠে ন্যাশ ভয়ে ভয়ে তাকাল। দেখল হেলেন ডেস্টারকে। তিনি তখনও একইভাবে পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন। যেন দেহ নিষ্প্রাণ।

ডেস্টার বললেন, তোমায় একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

না, না—ন্যাশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমি শুনছি।

আমার আসল বক্তব্যে আসার আগে সামান্য ভূমিকা করব তাহলে তুমি পরের কথাগুলো বুঝতে পারবে।

ন্যাশ বোকার মত মুখ করে বসে রইল। ডেস্টার বললেন, আমি এক বছর আগে হেলেনকে বিয়ে করি। যখন এর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন একে দেখে আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। বুঝি এমন সুন্দরী আর দ্বিতীয়টি জন্মায়নি। একটু থেমে তিনি মদের পাত্রে চুমুক দিলেন।

ন্যাশ বিব্রত বোধ করলেও সুবোধ বালকের মত বসে রইল। ঘরের ভিতর একটা আশ্চর্য রকমের থমথমে ভাব। শুধু ডেস্টারের কথা বলার সময়ই একটা গমগম আওয়াজ হচ্ছে। রোদ সরে গেছে। বাইরে বাগানে অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছপালার ভীড়ে সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছে না। পৃথিবীর সব কোলাহল ছাড়িয়ে যেন নির্জন মরূদ্যানে তিনটি প্রাণী। তিনজনের তিনরকম চিন্তাভাবনা। কিন্তু এর পরে কী তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না।

মদের পাত্র রেখে ডেস্টার বললেন, বলা যায় ওর জন্য আমি পাগল হয়ে গেলাম। যদি বিয়ে করতেই হয় তবে এমন একটি তন্বী সুন্দরীকেই করা উচিৎ। প্রস্তাব দিতেই হেলেন রাজি হয়ে গেল। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। তখন আমার মাথায় সব অদ্ভুত খেয়াল চরে বেড়াতে লাগল। কী ভাবে ওকে সুখে রাখা যায়। শুধু তাই নয়। আমি মরে গেলে ওর সুখস্বাচ্ছন্দ্য কী ভাবে বজায় থাকবে—সে চিন্তাও আমায় অস্থির করে তুলল। সত্যিই তো এমন একটি প্রস্ফুটিত ফুল কী আমার অবর্তমানে কীটদংশিত হবে, না-তা কোনমতেই হতে পারে না। আমি এই বয়সেও পৌনে তিন মিলিয়ন ডলারের লাইফ ইন্সিওর করে ফেললাম। সেকথা আমি স্ত্রীকেও জানিয়ে দিলাম যাতে ও কখনই নিঃসহায় বোধ না করে।

যদি আমার কোন অঘটন ঘটেও যায় তবু যেন ডেস্টার পরিবারের একজন হয়ে বাকি জীবন

সুখে কাটাতে পারে। কিন্তু—একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কিছু ক্ষোভ মিশিয়ে বললেন, এ যে কতবড় ভুল তা আমি কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম। আস্তে আস্তে ওর কাছে আমার মূল্য কমে যেতে লাগল। নিজেকে ভীষণ ভাবে গুটিয়ে নিয়ে ওর চারপাশে এমন এক হিমশীতল ধারা বইয়ে দিল যে, আমার জীবনের সব উত্তাপ সব আনন্দ বালির বাঁধের ন্যায় ভেঙ্গে গেল। তখন সেই পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার আমাদের দুজনের মাঝখানে চাইনীজ দেয়ালের মত মাথা উঁচিয়ে রইল। অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল যে আমার সামান্যতম স্পর্শও ওর কাছে দুরারোগ্য ব্যাধির মত বর্জনীয় হয়ে গেল।

আমি কোন দিনই এত মদ খেতাম না। যদি তুমি নিজেকে আমার জায়গায় ভাবতে পারো তবেই বুঝবে এ কী ভীষণ যন্ত্রণা। অতিরিক্ত মদ পান করে আমি ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে যেতে থাকি। কাজকর্মে মন লাগে না, কোন কিছুতেই সুখ নেই। ধার দেনায় ডুবে গেলাম। শেষ পর্যন্ত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে চাকরিটিও হারাতে হোল।

ইতর অভদ্র। ফুঁসে উঠলেন মিসেস, এসব কথা কাকে শোনাচ্ছ? বাইরের একটি লোককে?

মোটেই নয় প্রিয়ে, ডেস্টার যেন বেশ মজা পেয়ে বলে উঠলেন, ন্যাশ মোটেই বাইরের লোক নয়। ও আমার শোফার।

হেলেন ন্যাশের দিকে তীক্ষ্ণ কষায়িত এক চাউনি ছুঁড়ে দিলেন। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে শানানো গলায় বললেন, এই কী তোমার কাজের কথা?

না। ডেস্টার বললেন, এবার কাজের কথায় আসছি। হয়তো আমার স্পষ্ট ভাষণ তোমার জিভে তেতো লাগবে তবু সত্য বলতে এখন আমি মোটেই কুণ্ঠিত নই। শোন খোকন, ন্যাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী সেই অর্থের জন্য এতই আকুল হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত আমার জীবন নাশ করতেও দ্বিধা করে না। আমার জীবনের উপর এ পর্যন্ত বার তিনেক আক্রমণ হয়েছে। কাল রাত্রের ব্যাপারটা তুমি নিজেও জানো।

অসম্ভব। মিসেস নিসপিস করে ওঠেন, একটা মাতালের মত্ত প্রলাপ শোনার মত ধৈর্য আমার নেই।

থাকবে, থাকবে। মধুর হেসে ডেস্টার বললেন, সবটা যখন শুনবে তখন বুঝবে ধৈর্য ধরাই তোমার পক্ষে শ্রেয়। তুমি এ পর্যন্ত যেভাবে এগিয়েছো—আমি বলি, তা নিছক ছেলেমানুষী। এমন বোকার মত কাজ কেউ করে? আরে বাবা, যদি মারতেই হয় তাহলে আমার পিস্তলটা ব্যবহার করলে না কেন? কত সহজ হোত বলো তো। আরো একটু বুদ্ধি খাটালে একেবারে একটি পাকা আত্মহত্যার ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে পারতে। হাতে গ্লাভস পড়ে নিতে. তারপর পিস্তলটা আমার হাতে গুঁজে দিতে, ব্যস। কেল্লা ফতে।

পুলিশের বাবারও সাধ্য হতো না এটাকে খুন বলে ধরতে পারা। এখন আমার যা মানসিক অবস্থা আর চারদিকে যেরকম ধার দেনা তাতে পুলিশও মনে করত এসব মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই আমি আত্মহত্যা করেছি।

ন্যাশ ভাবছিল নিশ্চয়ই মিসেস ডেস্টার এবার হতবাক হয়ে যাবেন। বরং দুজনকেই অবাক করে দিয়ে ভুরু উঁচিয়ে নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন, তুমি আমায় এত বোকা পাওনি। ওভাবে মরলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী আমাকে টাকা দিত?

আশ্চর্য! এতটুকু আফশোষ নেই। কী সাংঘাতিক মেয়ে! ন্যাশের হাত পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়।

প্রিয়তমে, মুচকি মুচকি হাসছেন ডেস্টার, তুমি খু-উ-ব বোকা। অথচ দেখাতে চাইছ তুমি কত চালাক। আমার ইন্সিওরেন্স পলিসি তোমায় দেখিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে, ওতে একটা শর্ত আছে, যদি আমি আত্মহত্যা করি এবং পলিসি যদি চালু থাকে তাহলেও তুমি সমস্ত অর্থ পেয়ে যাবে।

তা শুনে সেই বাঘিনীর লালসা বিলোল দুচোখ ঝিকঝিক করে উঠল লোভের কুৎসিত আগুনে। ঠোঁট কামড়ানোর অর্থ যে, সেই সুযোগ কাজে না লাগানোর আহাম্মকি তা ন্যাশকে না বলে দিলেও ও বেশ বুঝতে পারছিল।

কিন্তু—মদের পাত্র হাতে তুলে ডেস্টার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে সুযোগ তুমি আর পাবে

না। আমি শর্ত বদলে দিচ্ছি। সেই অনুসারে ইতিমধ্যেই একখানা চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। শুধু তাই নয় ওই কোম্পানীরই ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মিঃ ম্যাডক্সকে আরেকটা চিঠি দেওয়া থাকছে।

এই ভদ্রলোকের গুণপনা সম্বন্ধে তোমার জেনে রাখা দরকার বলেই বলছি যে, তিনি একজন ধুরন্ধর তদন্ত পারদর্শী ব্যক্তি। ইতিমধ্যেই পনের জনকে তিনি জালজুয়াচ্চুরির দায়ে জেলে পাঠিয়েছেন। দুজনকে গ্যাস চেম্বারে। একটু থেমে মদে চুমুক দিলেন। তারপর পাত্র নামিয়ে রেখে বললেন, এবার আমি আমার নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলব। হয়তো এর ভেতরে কিছু প্রতিশোধ স্পৃহা লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কোন উপায় নেই, শত হলেও তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছো। আমি তো তোমাকে সবকিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি অত্যাধিক লোভী। তাই তোমার ওই লালসার মধুভাণ্ডে আমি কিছু বিষ ঢেলে দিয়ে যেতে চাই—

একথায় হেলেন থরথর করে কেঁপে উঠলেন। তিনি যে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না বাকি দুজনের মনে।

ডেস্টার তার পুরোপুরি মজা নিয়ে বললেন, না—ভয় পাবার কিছু নেই। তেমন জঘন্য চরিত্রের মানুষ যদি হতাম তবে তোমাকে হয়তো পুলিশেই দিতাম। কিন্তু আমি তা কবব না। আমি তোমাব ওই অত্যাধিক লোভী মনটাকে কাজে লাগাব। তুমি নিজেই নিজের শাস্তিবিধান করবে, এটাই আমার ইচ্ছে—

হেলেন এই সময়ে ফস করে বলে উঠলেন, তোমার ওই অর্থ আমার কোন দরকাব নেই। তোমার যা ইচ্ছে করো—

উঁহু—উঁহু, রাগ কোরো না, ডেস্টার সকৌতুকে বললেন, এখনও মনে হয় সামান্য সুযোগ আছে। একটু বুদ্ধি খাটালেই হয়তো সে অর্থ পেয়েও যেতে পারো।

চাইলে ন্যাশের সাহায্যও নিতে পারো একটু খোঁচা দেবার লোভ বোধহয় সামলাতে পারলেন না, তুমি যেরকম সুন্দরী আর ছেলেদের মোহিত করার যে সম্মোহনী শক্তি তোমার আছে তা কাজে লাগাতে পারলে ন্যাশের মত যুবক যে মজে গিয়ে তোমার ক্রীতদাস হয়ে পড়বে এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই—

ন্যাশ উসখুস করে উঠল। গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠেছে। ডেস্টার অবশ্য তা লক্ষ্য না করেই নিজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যেই বলতে লাগলেন, সে যাক। এবার আসল কথা শোন। আমি ন্যাশন্যাল ফাইডেলিটিকে যেকথা জানাতে যাচ্ছি তার মর্মার্থ হলো—যদি এখন দেখা যায় যে আমি আত্মহত্যাই করে ফেলেছি তাহলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কোন অর্থই মঞ্জুর করবে না। কারণ আমার মানসিক ও আর্থিক অবস্থা এতই সঙ্গীন যে, যেকোন মুহূর্তে তা আমি করতে পারি। তাই আত্মহত্যার শর্তটা আর থাকছে না। পরিবর্তে যা থাকছে তা হলো কোন কারণে যদি আমি নিহত হই তবে আমার স্ত্রী সমস্ত অর্থ পাবে—ডেস্টার দম নেবার জন্য থামতেই হেলেন ডেস্টারের লোভী চোখ দুটো আবার জ্বল জ্বল করে উঠল। ন্যাশের মনে হলো বুঝি তার হাতের পদ্মকলির মত আঙ্গুলগুলো এই মুহূর্তে মানুষের রক্তে লাল দগদগে হয়ে উঠেছে।

ডেস্টার বললেন, কিন্তু প্রিয়ে, সে সুযোগটাও আর আমি তোমাকে দিচ্ছি না। পরিবর্তে যা করতে যাচ্ছি তা হলো আত্মহত্যা!

হেলেন নিজের চেয়ারেই লাফ দিয়ে উঠলেন। ন্যাশ শক্ত করে চেয়ারের হাতল চেপে ধরল। যেন ওদের দেখছেনই না ডেস্টার এমন নিরাসক্ত গলায় বললেন, পরশু পঁচিশ, তার পরের দিন ছাব্বিশ তারিখে আমি আত্মহত্যা করব।

এই দুদিন তুমি আমার চুল পর্যন্ত দেখতে পাবে না। আমায় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তুমি খুন করার কোন সুযোগ যেন না পাও। অনেক ভেবে দেখেছি আমার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। তাই এই আত্মহত্যার পথই বেছে নিলাম। ছাব্বিশ তারিখে শুধু তুমি আর আমি বাড়িতে থাকব। এখন তোমার সামনে যে সুযোগ থাকবে তা হল আমার আত্মহত্যার পর আমার সেই আত্মহত্যাকে খুনে রূপান্তরিত করা। কারণ যদি পুলিশ বুঝে যায় যে এটা খুন নয় আত্মহত্যা—তাহলে তুমি কোন অর্থ পাচ্ছ না। কিন্তু তুমি যদি কোনপ্রকারে প্রমাণ করতে পারো

এটা আত্মহত্যা নয় খুন, তাহলে তুমি সব অর্থ পেয়ে যাচ্ছো।

হয়তো এরজন্য তোমাকে একগাদা মিথ্যে বলতে হবে, কিন্তু আমি জানি তুমি তা পারবে। সাথে কিছু আনুষঙ্গিক প্রমাণ দিতে হতে পারে, আমার বিশ্বাস তাও তুমি দিয়ে দেবে। বেমক্কা পেয়ে যাচ্ছো পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার। তোমার ভবিষ্যৎ কত সুন্দর আর সহজ হয়ে যাবে। পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবনটা সুখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

মিঃ ডেস্টার গ্লাসে মদ ঢেলে নিলেন। ন্যাশ চোরের মত হেলেনের দিকে চোখ তুলে তাকাল। কথা বলার সব শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, মুখ ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। তার জীবনের এরকম একটা পরিণতি ঘটবে তা বোধহয় তিনি আশা করেননি।

তবে তার অর্থের ওপর যে অস্বাভাবিক লোভ আর অতীত যেরকম কলঙ্কিত তাতে এ ফাঁদেও যে তিনি পা দিতে পিছপা হবেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই ন্যাশের মনে।

আমি জানি না, ডেস্টারের গাঢ় বেদনাবিধুর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল ন্যাশ, মানুষের মৃত্যু হলে এই নশ্বর দেহের কী পরিণাম ঘটে। হয়তো এমনও হতে পারে পরলোকের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ইহলোকের সবকিছু আবার আমি দেখতে পাব।

তোমার ওই জ্বালা ধরা সৌন্দর্যের আড়ালে যে একটা কুটিল মন লুকিয়ে আছে তার লোলুপতা তার হিংস্রতা তার উন্মত্ত পাগলামো এবং এই অর্থের জন্য মরীয়া হয়ে ছটফট করা—সবকিছু দেখতে পাব। দেখতে দেখতে আমার হৃদয় খুশীতে, আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবে। আমার প্রতি তোমার সামান্যতম সহানুভূতি নেই, যত লোভ ওই অর্থের ওপর। আমি জানি আমার মৃত্যুর সাথেসাথেই তুমি ক্ষেপে উঠবে। তখন আমি সকৌতুকে দেখব—তুমি কেমনভাবে আমার আত্মহত্যাকে খুনে রূপান্তরিত করো। কেমন করে পুলিশকে এবং ম্যাডক্সকে ফাঁকি দিচ্ছ। কিন্তু আমি জানি তুমি তা পারবে না। মরীয়া হয়ে উঠবে, ক্ষিপ্ত হবে। আর ধরা পড়ে গিয়ে যাবে গ্যাস চেম্বারে। তোমার দম বন্ধ হয়ে আসাছে বাঁচার জন্য ছটফট করছো। তারপর একসময় বাঁচার আশা ত্যাগ করে এলিয়ে পড়েছো। বিদ্রোহী আত্মা ছুটছে ইহলোক থেকে পরলোকের উদ্দেশ্যে। আর সেই পরলোকের দুয়ার আগলে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি, আমি, আমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!—অপার্থিব এক খুশীতে তিনি হাসতে লাগলেন।

ডেস্টারের হাসি প্রেতাত্মার নিষ্ঠুর উল্লাসের মত সেই শূন্য বাড়ির আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ন্যাশ যাকে একদিন দেখে এসেছে এ যেন সেই ডেস্টার নন।

পেছন থেকে আলো পড়ে মুখমণ্ডল আরও বীভৎস করে তুলেছে। কোটরাগত চোখ, ভাঙা গাল, ঝুলে পড়া থুতনি—সব মিলিয়ে ডেস্টারের কঙ্কাল যেন ভয়ানক তামাসায় মেতে উঠেছে। মিসেস ডেস্টার সে দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে একরকম ছুটে পালিয়ে গেলেন। আর হেলেনের পলায়নপর মূর্তি দেখে ডেস্টারের উল্লাস যেন শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়লেন। ন্যাশ জবুথুবু মেরে আছে। ডেস্টার হাসতে হাসতে একটা গ্লাসই ফেলে দিলেন মেঝের ওপর। ঠুনকো গ্লাস ঝিনঝিন শব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

অবশেষে হাসি থামিয়ে যেন বেশ মজা পেয়েছেন এমনভাবে বলে উঠলেন ডেস্টার, দেখেছো দেখেছো খোকন আমার সুন্দরী স্ত্রী কেমন ভয় পেয়ে গেলেন। তোমায় বলছি, ওর এই ভয় পাওয়া চেহারাটাই আমি মৃত্যুর পর দেখতে চাই। যাও যাও, তুমি যাও। মনে থাকে যেন পরশু তোমায় যেতে হবে। তোমার খবর পেলেই আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করব।

কি—কিন্তু স্যার—এসব—একটা ঢোক গিলে কাঁচুমাঁচু মুখে ন্যাশ কিছু বলার চেষ্টা করছিল। ডেস্টার এক ধমকে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন। কোন উপদেশ দরকার নেই। চলে যাও। যেমন বলেছি তেমন কাজ করো।

ই ইয়েস স্যার—ন্যাশ থতমত খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরোতে বেরোতেই দেখল ডেস্টার আরেকটা নতুন হুইস্কির বোতল খুলে বসেছেন।

বাইরে বেরিয়ে ন্যাশ থামল। চারদিকেই একটা গুমোটভাব, থমথমে পরিবেশ। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। ডেস্টারের সম্পূর্ণ কথাই কি সত্যি? সত্যিই কি তিনি আত্মহত্যা করবেন? করতে পারেন। ভাবল ন্যাশ। তার বর্তমানে যা অবস্থা তাতে সেটাই স্বাভাবিক।

কপর্দকহীন ধারদেনায় ডুবে যাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার ওই একটি মাত্রই পথ। ন্যাশের মন বলছে ভদ্রলোক আত্মঘাতী হবেনই। তাকে বাঁচানোর পথ আছে বলে মনে হলো না। তাহলে ওই পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার!

পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার! ন্যাশ নিজের মনেই বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল। এ আত্মহত্যাকে খুনে রূপান্তরিত করা হেলেনের একার পক্ষে সাধ্য নয়। তাহলে—ওহ্। পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার! এর অর্থ! সব নষ্ট হয়ে যাবে? কারো ভোগেই লাগবে না?

ন্যাশের দু'চোখ হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। একটু বুদ্ধি খাটালে কি এ অর্থ কব্জা করা যায় না? কিন্তু কি সে বুদ্ধি! ও তো থাকছে না, হয়তো সেই সময়ই ঘটনাটা ঘটবে। পৌনে তিন মিলিয়ন ডলারের চকচকে নোটগুলো যেন ওর চোখের সামনে হাওয়ায় পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

ওর চোখেও তখন নেশার ঘোর। পাওয়া কি যায় না? একটু বুদ্ধি খাটালে? কিন্তু একা কি সম্ভব? কেন হেলেন তো রয়েছে।

হেলেনের চোখে যে লালসা জ্বল জ্বল করছে তাতে সামান্য সাহায্য পেলে উনি সেই আগুনে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন। তাহলে? হ্যাঁ, হয়েছে। দুজনে মিলে ভাবনাটা একটা স্থির রূপ নিতেই ন্যাশ আর মুহূর্ত দেরী করল না। সিঁড়ি ভেঙে সোজা চলে গেল দোতলায় হেলেনের ঘরে।

জানালার ধারে অসহায় এক পাথরের মূর্তির মত বসে হেলেন। বড় মোহময়ী।

হেলেন! এই প্রথম নাম ধরেই ন্যাশ ডাকল।

চমকে উঠে তাকালেন হেলেন ডেস্টার। বিবর্ণ বিশীর্ণ চেহারা। যেন শরীরে হঠাৎ ধস নেমেছে। চোখ তুলে ন্যাশকে দেখল। কি করুণ সে চাউনী। সেই হিংস্রতাও নেই, কুটিলতাও নেই। সব হারানোর বেদনা জলের বুকে তরঙ্গের ন্যায় তির তির করছে। তা দেখে ন্যাশের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই মুহূর্তে মনে হল ডেস্টারের আবির্ভাব হতে পারে।

ও হেলেনের দিকে এগিয়ে গেল এবং হেলেনকে কোন বাধা দেবার সুযোগ না দিয়েই ওর দুটি কোমল বাহুলতা চেপে ধরে আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল, প্রিয়তমে আমায় বিশ্বাস করো আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার অতীত মুছে দিয়ে আমি তোমার বর্তমানকে আরো মোহময় করে তুলব। আমি এখন বিশ্বাস করি তোমার জীবনে যদি উপযুক্ত পুরুষ কেউ হতে পারে সে আমি। আমি তোমাকে করে তুলব এক সত্যিকারের নারী। যেভাবেই হোক ওই পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার আমাদের চাই?

তারপর শুধু তুমি আর আমি। দুদিন একটু সাবধানে থেকো, হঠকারী কিছু করতে যেও না। ডেস্টার কিছু ঘটানোর আগেই যেমন ভাবেই হোক আমি ফিরে আসব। তারপর নতুন করে চিন্তা করব, নিশ্চয়ই একটা কোন পথ বার করতে পারব। তুমিও ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, এখনও অনেক সময় আছে হাতে। বোকার মতো মুখ করে হেলেন ডেস্টার ন্যাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন ন্যাশের কোন কথাই ওর কানে ঢুকছে না।

কিন্তু ন্যাশের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। ও চট করে একবার বাইরেটা দেখে এলো। তারপর ছুটে এসে হেলেনকে একটানে নিজের বুকে টেনে নিল। তবু হেলেন নির্বিকার। ন্যাশ চুমোয় চুমোয় ভরে দিল তার মুখ। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, আমার জীবনে তুমি প্রথম নারী। ছোটবেলা থেকেই ঠিক তোমারই মত একটি নারীর স্বপ্ন দেখেছি। আজ তা সার্থক হতে চলেছে।

আমি ভার্ণ বেইলী কি টমলিন কি ডেস্টার নই। তোমার মত একটি নারী হৃদয়কে কিভাবে পূর্ণতর করে তুলতে হয় তা আমি জানি। তোমায় তৃপ্ত করতে আমি জানি, এবং তা আমি করবও। এ দুদিন লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপচাপ থাকবে। তারপর আমি ফিরে এসে যা করার করব। আজ আর সময় নেই, আমি যাই।

হেলেন ডেস্টারের ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। কিন্তু মুখে কোন শব্দ নেই। ন্যাশ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল...

।। দুই ।।

গ্লোরি ঘরে ঢুকেই থমকে গেল, পুরুষের এই চেহারার সাথে ওর অনেকদিনের পরিচিতি।

যেভাবে হ্যারী নিরাসক্ত চোখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের অলস ধোঁয়া উড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে আজই যে ওর শেষদিন এ ভাবনা মনে উদয় হতেই ও দমে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে হ্যারীর দীর্ঘ পুরুষালি চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল।

হ্যারী সুন্দর সত্যিকারের পুরুষ। ওর ওই বলিষ্ঠ দেহের নিচে যে ঘরছাড়া বেপরোয়া বিবাগী মন বাসা বেঁধে আছে তাকেই ধরে বাঁচতে চায় গ্লোরি। ওর জীবনের নবম পুরুষ। বয়সটা আঠাশের কাছাকাছি। ওর থেকে বোধ হয় বছর চারেকের ছোট।

কিন্তু এমন একটি মানুষকেই সবকিছু উজাড় করে দেবার জন্যই শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের ক্রু-ক্যাপ্টেন অদ্ভুত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারার হ্যারী যেদিন ওর কর্মস্থল স্টার হোটেলে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে ওর দিকে ক্ষুধিত ক্ষুরধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ঝুলিয়ে দিয়েছিল, সেদিন অনেককাল পরে গ্লোরীর নিজের ব্যর্থ জীবনের কালো যবনিকার ওপর বসন্তের নতুন হিল্লোল জেগেছিল।

নিয়নের দুধ সাদা আলোর মায়ায় কিউপিড বুঝি ওকে আবার অপরূপা করেছিল। ও নিশ্চয়ই যুবক হ্যারী গ্রিফিনের চোখে আবার অষ্টাদশী হতে পেরেছিল। নাহলে পুরুষের ওই ভাসা ভাসা দুচোখে সব ভাসানোর ঢেউ জাগবে কেন?

গ্লোরী পুরুষের ভালবাসার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল অনেকদিনই, কিন্তু একদিন ছিল যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওর দীঘল কালো কেশ বিন্যস্ত করত, দুটি আয়ত চোখে সুদূরের আহ্বান ছড়িয়ে দিত, চিক্কণ নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হতো, পাতলা দুটি গোলাপ রাঙা ঠোঁট পুরুষের কামনাকে উস্কে দিত, পীনোন্নত বক্ষযুগল পুরুষ হৃদয়ে ঝড় তুলে ছাড়ত। স্কার্টের নিচে সুডৌল পদযুগল পুরুষের বুকে দামামা বাজাত, তখন গ্লোরী অনতিক্রম্য কোন উত্তঙ্গ শিখরদেশের অহমিকায় আপ্লুত হতো।

সেই উনিশ শ' সাতচল্লিশে যেদিন 'মিস আমেরিকা' প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল, সেদিন ভ্রমরের মত পুরুষ মৌমাছিরা ওর পুষ্পিত হৃদয়কুঞ্জে গুন গুন গান গাইত। যদিও তখন ভালমন্দ বিচার করার মত মনের অবস্থা নয়, তবু ওর হৃদয় একটু পুরুষ মানুষের প্রগাঢ় ভালবাসায় ডুবে যাবার জন্য হাহাকার করে উঠত।

কিন্তু তা হয়নি। পুরুষ এসেছে বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের মত ঝাঁক বেঁধে। কিন্তু সেই আপন একজন একান্ত। একজনও আসেনি। ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, আর তারপর পুরনো হতেই বাসি কাপড়ের মত পরিত্যাগ করেছে।

সলি সোয়েন্টাইন এসেছিল ওকে সিনেমার নায়িকা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে, এসেছিল বিল ডিলেনির মত অত্যাশ্চর্য মানুষ, তারপর আরো অনেক। সবাই ওর বাইরের রূপ দেখল হৃদয়ের গভীরে উঁকি দেয়ার মত সময় কারোরই হল না।

কারো অর্থের ওপর ওর কোন দিনই লোভ হয়নি। শুধু একটু ভালবাসা পাবার আশায় ও ছুটে ছুটে গেছে। আর তা মরীচিকার মত শুষ্ক উষর মরুভূমিতে হা-হুতাশ তুলে হারিয়ে গেছে।

এরপর গ্লোরী নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। এখানে ওখানে কিছু কাজ করে, বিল ডিলেনির উপহার দেওয়া কিছু গহনা আর দামী পোশাক-আশাক বিক্রি করে মন্দাক্রান্তা ছন্দে কেটে যাচ্ছিল দিন।

তখন যেন ধ্রুবতারার মত হ্যারী গ্রিফিন এল; চোখে কামনার শিখা ছিল বটে তার সাথে ছিল আরো কিছু। গ্লোরীর মনে হয়েছিল এই যুবকটি ঠিক ওরই মতো ভালবাসার কাঙাল। ভুল করেনি ও।

প্রথম কথায়ই তুলেছিল পাথাল ঝড়। গ্রিফিন সতেজ সবুজ কণ্ঠে বলল, বুঝেছো গ্লোরী, ঠিক তোমারই মত আমিও কারো ভালবাসা পাবার আশায় যেন এতকাল বসেছিলাম। আমার ছোটবেলায় যে মেয়ের স্বপ্ন আঁকা হয়ে আছে হৃদয়ে সে তুমি।

আর কি! গ্লোরীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। শিশিরের মত ভেজা ভেজা গলায় বলেছিল, আ-আমি কি তা তোমায় দিতে পারব প্রিয়তম। আমার অতীত—

উজ্জ্বল যুবক গ্রিফিন তা তোয়াক্কাই করেনি। গ্লোরীর সরু কটিদেশ দু-হাতের মুঠোয় চেপে ধরে

শূন্যে তুলে বলে উঠেছিল, অতীত নিয়ে গবেষণা করতে আমি আসিনি। জানি বর্তমানকে, চাই তোমাকে।

আহ্, কি শান্তি! যেন হাতের মুঠোয় প্রশান্ত মহাসাগর ধরা দিল। নব নব বসন্তে মঞ্জুরিত হলো ওর হৃদয় কানন। এইতো—এইতো চেয়েছিল গ্লোরী।

কোন পুরুষই তো ওর কানে কানে এমনভাবে কথা বলেনি। তারপর আস্তে আস্তে ওরা আরো কাছাকাছি এসেছিল। আরো একান্ত হয়েছিল। শুধু মন দেয়া-নেয়া নয়, দেহের কাছাকাছি পৌঁছে গ্লোরীর মনে হয়েছিল, এত চরিতার্থতা এত তৃপ্তি বুঝি হ্যারী গ্রিফিনের মত পুরুষই দিতে পারে।

গ্লোরী ওর মাথা থেকে হাল্কা টুপি খুলে হ্যাঙারে রাখল। ওর হাত প্রচণ্ড কাঁপছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব আলতোভাবে খাটের ওপর বসল। তারপর খুব ভয়ে ভয়ে যেন ঠুনকো বোতল সামান্য আঘাতেই না ভেঙে যায় এমন সন্তর্পণ গলায় ফিসফিস করে বলল, তুমি যেন চিন্তিত হ্যাবী। যেন একটু আগেই চলে এসেছো।

হ্যারী বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখল। সামান্য নড়েচড়ে বসে ফায়ার প্লেসের ওপর চোখ রেখে বলল, হয়তো।

গ্লোরী চট করে প্রশ্ন না করে একটু সময় নিল। একটু ভাবল। তারপর বলল, কী হয়েছে তোমার—

হ্যারী নিরাশক্ত গলায় বলল, কই, কিছু না তো। একটু মদ দেবে—

গ্লোরী চট করে উঠে কাপবোর্ড থেকে হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। বোতলে সামান্যই মদ আছে। সবটুকু গ্লাসে ঢেলে হ্যারীর সামনে ধরে বলল, দুঃখিত। এর বেশি আজ আর নেই ডার্লিং।

ঠিক আছে, ঠিক আছে—যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে গ্লোরীর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে টেবিলে রেখে চুপচাপ বসে রইল। বেশ গম্ভীর মুখ, না সেই হাসি আছে, না চপলতা, না উচ্ছ্বাস।

গ্লোরীর বুক টিপ টিপ করতে হঠাৎ হ্যারী মুখ ঘুরিয়ে বলল, গ্লোরী, আজ তোমার সাথে আমার একটা ভীষণ জরুরী আলোচনা আছে।

ব্যস! গ্লোরীর বুকে হৃৎপিণ্ডটা গুম করে লাফ দিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই চলে যাবার আগে সামান্য ভণিতা। পাতলা দু ঠোঁট কেঁপে উঠল। দু'চোখের পাতা কেমন বেসামাল।

হ্যারী একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ছে, যেন সেই ধোঁয়া ওর মনের দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরের ভিতব।

গ্লোরী ভাঙা গলায় বলল, হ্যারী, আ-আমি কী তোমার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছি।

বাজে কথা, হ্যারী ভ্রূকুঞ্চন করে বলল, ওটা মোটেই এখন আমাব ভাবনা নয়। তুমি আমাব চোখে চিরদিন একইরকম থাকবে। এমনি সুন্দর, এমনি ফুলের মত।

তবে অমন গোমড়া মুখ করে আছো কেন?

হ্যারী অন্যমনস্ক। যেন গ্লোরির প্রশ্নটা ওর কানেই যায়নি। হঠাৎ গ্লোরির দিকে তাকিয়ে এক বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল যা গ্লোরির কাছে শুধু অস্বাভাবিকই নয়, অকল্পনীয়ও বটে।

আচ্ছা গ্লোরি, যদি আমরা দুজন প্যারিস, লন্ডন, রোম ঘুরে বেড়াই তবে কেমন হয়?

গ্লোরি হতবাক হয়ে গেল। ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে সাম্রাজ্য অধিকারের স্বপ্ন! যার চাকরি গেছে, যে গ্লোরির রোজগারের ওপর জীবিকা নির্বাহ করছে সে যেতে চায় প্যারিস—লন্ডন—রোম?

গ্লোরি গলা ফাটিয়ে কাঁদবে না, পাগলের মত হেসে উঠবে? কিছু সময় মুখে কোন কথাই এলো না। বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। ভেতরের উদ্গত অভিমানকে চেপে কোনমতে বলে উঠল, তুমি নিয়ে গেলে জাহান্নামেও যেতে রাজি। তোমার কী হয়েছে বলতো? হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক খেয়াল!

হ্যারীকে এখন হেঁয়ালিতে পেয়েছে। সবকিছুই এলোমেলো, অসংলগ্ন, গ্লোরির একটা হাত টেনে তাতে আঙুলের আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে বলল, ধরো—হঠাৎ তুমি এক মিলিয়ন ডলার পেয়ে গেলে, কেমন লাগবে তোমার?

এবার গ্লোরি সত্যি হেসে উঠে বলল, হ্যারী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে তোমার কেমন লাগবে?

হ্যারী হাসল না। গ্লোরির হাত ছেড়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে বলল, না, আমি মোটেই রসিকতা করছি না, গ্লোরি এভাবে জীবন কাটানো আমার পক্ষে সত্যি অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, ক্লান্তি তো পুরুষের জীবনে দুষ্টক্ষতের মত। মরীয়া হয়ে ঘুরেছি একটা চাকরি পাবার আশায় কিন্তু আমাকে আকাশেই মানায়, মাটির পৃথিবীতে আমার জন্য চাকরি নেই। আমি নির্বোধের মত আর মার খেতে রাজি নই। তাই ঘুরে সোজা গ্লোরির চোখে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কোথায় হাত ছোঁয়ালে অন্ততঃ তিন মিলিয়ন ডলার স্পর্শ করতে পারব তা আমি জানি।

তিন মিলিয়ন ডলার!! অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থ! গ্লোরি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

হ্যারী আবার চেয়ারে বসল। চেয়ারটা টেনে এনে গ্লোরির কাছাকাছি এলো। গ্লোরী ভূত দেখার মত হ্যারীর দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সামান্য গলা খাঁকারি দিয়ে হ্যারী গম্ভীর ভরাট গলায় বলল, শোন গ্লোরি, তুমি আমার জন্যে যা করেছো তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া এতদিন তোমার সাথে থেকে আমার এ ধারণা হয়েছে হয়তো বিশ্বাস করে শুধু তোমাকেই একথা বলা যায়। তুমি কী আমার কথা শুনবে?

গ্লোরি শুকনো গলায় বলল, শুনব—

হ্যারী আরো গম্ভীর হয়ে বলল, তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমার সঙ্গে তুমি থাকো বা না থাকো, একথা কোনদিন কারোর কাছে প্রকাশ করবে না।

অদ্ভুত টানাপোড়েন অবস্থা। হ্যারী কী বলতে চায় তাও স্পষ্ট হলো না। তবু গ্লোরি সেই একইভাবে শুকনো গলায় বলল, করলাম। যত আঘাতই আসুক তবু হ্যারী থাকুক।

হ্যারী ভুরু কুঁচকে যেন গ্লোরির মুখটা খুঁটিয়ে দেখে নিল, ওখানে কোন বিশ্বাস ভঙ্গের কালো মেঘ জমছে কি না। না, তেমন কোন সম্ভাবনা নেই।

তখন একটু সহজ হলো। নিজে জুতমত চেয়ারে বসে নিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আগেই বলেছি আমি আকাশের পাখি। মাটির এ পৃথিবীতে আমার জন্য কোন সুখনীড় নেই। তবে কি আকাশে বাসা বাঁধব? না, তা নয়। বলতে চাইছি এখানে আমার তেমন কোন কাজ জুটবে না। আমি ওই আকাশের পথে পথেই ঘুরে বেড়াব। আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এই ক্যালিফোর্নিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের ন্যায় আমিও একটা বিমান পথে ফেরী সার্ভিস খুলব। যার একচ্ছত্র মালিক হব আমি আর তুমি হবে সেই কোম্পানীর মরকতমণি। তোমাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন আবর্তিত হবে। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য হ্যারী থামল।

শুনতে তো ভালোই লাগে। কিন্তু বুকও যে দুরু দুরু করে। গ্লোরি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ডার্লিং সে যে প্রচুর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

ছোট একটু শ্বাস ছেড়ে হ্যারী বলল, এবার আমি সেই প্রসঙ্গেই আসছি—

ঠিক যেন রহস্যভরা কোন এক রূপকথার গল্প। গ্লোরি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। টুক করে দ্বিতীয়বার ছাই ঝেড়ে হ্যারী বলল এটাই খুব গোপনীয় ব্যাপার যা শুধুমাত্র তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি জানছে না। আগামী পরশুদিন ক্যালিফোর্নিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের একটি বিমানে এক বাক্স খুব উঁচুমানের হীরে সান-ফ্রান্সিস্কোতে যাবে। সেখানে থেকে যাবে টোকিও। এটা আমি জানি কেননা ওই বিমানটা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমিই ক্রু-ক্যাপটেন মনোনীত হয়েছিলাম। এ'কদিন ভেবে ভেবে আমি ঠিক করেছি ওই হীরের বাক্স আমি চুরি কবব। মনে রেখো, ওর মূল্য তিন মিলিয়ন ডলার।

হ্যারী এমনভাবে কথা শেষ করল যেন এটা নিতান্তই একটা ছেলে খেলা! যেন কোন ধনীব্যক্তি ঘরে এক বাক্স হীরে রেখে দরজা জানালা বন্ধ না করেই বাইরে গেছে আর হ্যারী দিব্যি ঘরে ঢুকে এক বাক্স খেলনা চুরির মত তা তুলে নিয়ে আসবে।

গ্লোরি কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন চাকরী জোগাড় করতে না পেরে হ্যারীর মাথায় কোন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। নইলে এমন অসম্ভব কল্পনা এমনি করে কারো মাথায় আসে? যদি ধরা পড়ে—যদি কি—যাবেই তো। তখন নির্ঘাৎ কুড়ি বছর ঘানিটানা আর তখন হ্যারীর বয়সটা কত হবে। পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় তো বটে আর গ্লোরি—না—ও নিজের অবস্থার কথা এই মুহূর্তে

ভাবতেই পারছে না।

গ্লোরির চোখ মুখের অবস্থা দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে হ্যারী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এইজন্যেই এসব কথা আমি কাউকে বলব না বলে ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু একা একা সম্ভব নয় বলেই ভাবনাচিন্তা করে তোমায় ঠিক করেছি। ঠিক আছে বাবা—অমন পেঁচির মত মুখ করে থেকো না। কী ভাবছ তুমি, তা আমি বুঝিনি এ ভেবো না। তুমি ভাবছ আমি নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাব। জেলের মেয়াদ হবে গোটা পনেরো কী কুড়ি বছর। আমি কী সেকথা ভাবিনি মনে করছ? ভেবেছি আর ভেবেছি বলেই তো তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই।

কি-কিন্তু হ্যারী, গ্লোরির গলা বুঝি কান্নায় ভিজল, এমন একটা ঝুঁকি নেওয়া কী খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে? তুমি কী জানো না এইরকম বড় বড় ডাকাতি করে কেউই শেষ পর্যন্ত পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

ঘরের নিয়ন আলোয় গ্লোরির চোখের কোণের জলের ফোঁটা চিকচিক করে উঠল। তা দেখে হ্যারী একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, তুমি আমায় সত্যি ভাবিয়ে তুললে।

একটু সাহস পেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে গ্লোরি বলল, আমার বুকের ভেতর যেন কেউ ঢাক পিটছে। এটা কী সত্যি ভাববার মত নয়? তুমি বোধ হয় এর মর্মার্থ নিজেই জানো না। এখন একজন পুলিশের সামনে দিয়ে তুমি দিব্যি নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারছ, কিন্তু ওই হীরে চুরি করার পর তোমার কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? তখন কোন পুলিশ তোমায় সন্দেহ করুক আর না করুক তোমার কেবলই মনে হবে এই বুঝি আমার ওপর নজর রাখছে...এই বুঝি আমায় ধরতে এলো। কী দুঃসহ অবস্থা তুমি চিন্তা করতে পার? এভাবে কেউ বেঁচে থাকতে পারে?

হ্যারী হঠাৎ পকেট থেকে একটা খাম অন্যমনস্কভাবেই বের করে আবার তেমনি ভাবেই পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গ্লোরির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, এমনভাবে কথাগুলো বললে যেন তেমন কিছু একটা তোমার জীবনে কখনও ঘটেছিল। যাই হোক, অবশ্য আমি তা নিয়ে তোমায় কোন প্রশ্ন করব না।

আমি ঠাট্টা করছি না, একটু রাগতভাবেই গ্লোরি বলে উঠল, এটা জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন।

জানি জানি, একটু অসহিষ্ণু হলো হ্যারী, ও নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। পুরো ব্যাপারটাই তো তুমি এখনও শোননি। আমি কী বোকার মত ওই হীরের বাক্স চুরি করতে যাচ্ছি। আমি যে গোটা বিমানটাই হাই জ্যাক করব—

কী! কী বললে! যেন সাপের ছোবল পড়েছে শরীরে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠল গ্লোরি, বিমান হাই-জ্যাক ক-র-বে!

হ্যারী গ্লোরির দিকে তাকিয়ে গলার স্বর বদলে বলল, হ্যাঁ—হাই-জ্যাক। ওই বিমানে যে হীরে যাচ্ছে তা শুধু কোম্পানীর মালিক আর ক্যাপটেন জানে। আর কেউ না। আমি একজন সাধারণ যাত্রী হিসাবে বিমানে থাকব। আমার সাথে আরও দু'জন থাকবে। বিমান যেই মাত্র আকাশে উঠবে তখনই আমাদের কাজ শুরু হবে। আমার সঙ্গীরা অন্যান্য যাত্রী আর ক্রুদের মহড়া নেবে, আর আমি বিমানটা চালিয়ে নিয়ে যাব কোন এক মরুভূমিতে সেকথা আমি এখনই ফাঁস করছি না। ওটা উহ্যই থাক। সেই মরুভূমির ভিতর ছোট্ট এক বিমান বন্দরে বিমান নামবে। সেখানে একটা গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। সেই গাড়িতে করে আমরা মেক্সিকোয় পালাব। তারপর হ্যাঁ, তারপর অবশ্য আমায় একজন হীরে চোরাকারবারীকে খুঁজে নিতে হবে।

শুনে গ্লোরি তো হতবাক। এমন অসম্ভব আর অবাস্তব পরিকল্পনা কখনও শুনেছে বলে ওর মনে পড়ে না। তাছাড়া শেষের দিকে হ্যারীর নিজের কণ্ঠস্বরই এমন পানসে মেরে গেল যে, হ্যারী নিজেই বোধ হয় নিজেকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

গ্লোরি কিছুক্ষণ হতভম্বের মত বসে রইল। তারপর নিদারুণ অস্থিরতায় ছটফট করে উঠল, তুমি পাবে—সত্যিই তুমি তেমন লোক পাবে। যাকে বিশ্বাস করা যায় এমন লোক তুমি পাবে? মেক্সিকোয় তোমার কেউ নেই। তুমি বাইরের লোক। অমন বোকার মত লোক খুঁজতে থাকলে তোমায় পুলিশের হাতে তুলে দেবার মানুষের অভাব হবে? বল—হ্যারী বল। অসম্ভব—ভীষণ অসম্ভব, এ হতেই পারে না—কিছুতেই না।

কিন্তু—

হ্যারী কিছু বলবার চেষ্টা করলে গ্লোরি দমবন্ধ গলায় বলে উঠল, তাছাড়া কখনও শুনিনি এসব কাজ কেউ একা সম্পন্ন করতে পেরেছে। এজন্য কোন সংগঠন বা নিটোল একটি বিশ্বাসভাজন দল প্রয়োজন—

হ্যারী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু'কাঁধ সামান্য ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক? ঠিকই বলেছো। পেছনে কোন সংগঠন বা দল থাকলে একাজ মোটেই দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু একার পক্ষে এ সত্যি দুরূহ ব্যাপার—

যাক গ্লোরি ভাবল, বুঝি এতক্ষণে হ্যারীকে থামানো গেছে। সহজ স্বাভাবিক শ্বাস ফেলে গ্লোরি বলল, জানি, তুমি অত বোকা নও। হ্যারী, প্রিয়তম, কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত যে তুমি বুঝতে পেরেছ। এবার ওসব বাজে চিন্তা মাথা থেকে বের করে দাও। তুমি নিশ্চয়ই একটা ভালো কাজ জোগাড় করতে পারবে। সৎভাবে জীবনযাপন করার চেয়ে স্বস্তি আর কিছুতেই নেই।

হ্যারী সামান্য ভুরু তুলে তেরচা চোখে তাকাল গ্লোরির দিকে। ঠোটের ফাঁকে তখনও সেই রহস্যময় হাসি জড়িয়ে আছে দেখে গ্লোরি দমে গেল। একটা সিগারেট বের করে লাইটারে ঠুক্ ঠুক্ করে ঠুকতে ঠুকতে হ্যারী খুব মেপে মেপে বলল, আমি অবশ্যই এ পরিকল্পনা বাদ দিচ্ছি না। না, তুমি যা ভাবছ প্রিয়তমে মোটেই তা নয়। এখন আমার যা কাজ তা হল একটি তেমন সংগঠন বা দল তৈরি করা অথবা তৈরি দল কী সংগঠন খুঁজে বার করা।

প্রয়োজন হলে সব ছেড়ে দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলারে আমার পরিকল্পনা বেচে দিতেও আমি পিছপা হবো না।

ঠোটে সিগারেট আটকে ফস করে লাইটার জ্বালল হ্যারী।

দেখে গ্লোরির পিত্তিশুদ্ধ জ্বলে উঠল। আর একটু হলেই মেজাজ বিগড়ে ফেলেছিল। খুব কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ওটা মোটেই বিবেকের মত কথা হলো না হ্যারী। তুমি কী করে তোমার এই কথা কাউকে জানাতে পারো? ওরা সব শয়তানের দল। থাবা উঁচিয়ে আছে। তুমি যখনই বিশ্বাস করে ওদের এই কথা জানাবে তখনই ওরা তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করবে। এমন কি পুলিশেও ধরিয়ে দিতে পারে।

হ্যারী বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল, তোমার দোষটা কোথায় জানো? তুমি প্রথম থেকেই আমাকে বোকা ভেবে বসে আছ। কিন্তু তা মোটেই নয়। দুটো জিনিসের ওপর আমার এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করছে। প্রথমতঃ,—সেই নির্দিষ্ট বিমানটির সনাক্তকরণ যা আমি ছাড়া কেউ জানে না। দ্বিতীয়তঃ—সেই মরুভূমি যেখানে আমি নামব। কাজেই বুঝতে পারছ যতক্ষণ আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাচ্ছি ততক্ষণ এদুটো খবর কিছুতেই দিচ্ছি না।

হুঁ—গ্লোরি ভেতরের ক্ষোভকে নিবৃত্ত রেখে বলল, সবই বুঝলাম। কিন্তু সেই সংগঠন আর সেই দল কোথায় পাচ্ছো? অথবা ওরাই বা কেন ভাববে না, এটা পুলিশেরই একটা ফাঁদ মাত্র।

হ্যারী একটি দীর্ঘশ্বাস সন্তর্পণে সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে উড়িয়ে দিল। এতক্ষণে গ্লোরিকে ঠিক জায়গামত আনতে পেরেছে ভেবে ভেতরে ভেতরে খুশী হয়ে উঠল। অবশ্য এটা নির্ভর করছে ও কতটা গ্লোরিকে নোয়াতে পারবে অথবা গ্লোরি কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে ওর জন্য তার ওপর।

গ্লোরির চোখে চোখ রেখে হ্যারী বলল, খুব সত্যি কথা, গ্লোরি। ওরা আমায় বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমায় করবে।

হতবুদ্ধি গ্লোরি বিড়বিড় করে বলে উঠল, আমায় করবে!

করবে, হ্যারী সংযত কণ্ঠেই বলে গেল—বেন ডিলেনি আমায় বিশ্বাস করবে না কিন্তু তোমায় করবে।

বেন ডিলেনির নাম শোনামাত্র গ্লোরি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠল। চোখ রক্তিম। অধর বঙ্কিম। সমস্ত মুখ গ্রানাইট পাথরের মত কঠিন।

চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ও, বেন ডিলেনি সম্বন্ধে কী জানো তুমি?

ধীরে ধীরে, গ্লোরি ধীরে, অনুত্তেজিত কণ্ঠ হ্যারীর—অমন করে আমার ঘাড়ে কামড় বসানোর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আর বেন ডিলেনি যে এক সময় একাত্মা ছিলে এ তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

রক্তিম কষায়িত চোখে বাণী নয় শাণিত ছুরির ফলা লক লক করে গ্লোরির, তুমি—তুমি কী করে জানলে?

হ্যারী এবার ভয়ঙ্কর রকমের কঠিন হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চুপ-চুপ! কোন লাভ নেই অমন কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে। তোমার যে বেন ডিলেনির সাথে একদা খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তা কী তুমি লুকিয়ে রেখেছো? তোমার ঘরে একটা পুরনো মাসিকপত্র ঘাটতে ঘাটতে এই ফটোটা পেয়ে গেলাম। পকেট থেকে সেই খামটা বার করে হ্যারী, গ্লোরির দিকে ছুঁড়ে দিল।

খামটা তুলে নিয়ে ভেতরের ফটোটা বার করতেই গ্লোরির চক্ষু ছানাবড়া, সেই বেন ডিলেনি। ছোট্ট-খাটো দুরন্ত দর্শন মানুষটি। ফটোর ওপরে সুন্দর ছাঁদে লেখা : গ্লোরি, আমার অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, তোমাকে, বেন। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে ফটোটার দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে গ্লোরি বিড়বিড় করে বলল—এ হতেই পারে না। কোন মাসিকপত্রের মধ্যে এ ফটো থাকতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই লুকিয়ে আমার চিঠিপত্রের বাণ্ডিল পড়ছিলে। বলেই চকিত দৃষ্টি ফেলল হ্যারীর মুখের ওপর।

তাতে কী হয়েছে? হ্যারী বলে উঠল—চিঠিপত্রগুলো যদি এতই গোপনীয় তাহলে অমন অবহেলায় ছড়িয়ে রেখেছো কেন? আর অমন করে চোখ রাঙানোর কোন প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট হয়েছে। যদি চাও তো তেমন চোখের কেরামতি আমিও করতে পারি।

ঢোঁড়া সাপের মত গ্লোরি নিমেষে গুটিয়ে গেল। বুঝি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। এই ওর জীবনে শেষ পুরুষ। না—কিছুতেই ও হ্যারীকে চলে যেতে দেবে না। না—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে গ্লোরি বলল—ঠিক আছে হ্যারী। আমি এ নিয়ে তোমার সাথে বচসা করতে চাই না। যদিও অন্যের চিঠি লুকিয়ে পড়া ভীষণ অন্যায় তবুও আমি এর প্রতিবাদ করব না। গ্লোরির সকরুণ মুখের দিকে চেয়ে হ্যারীর হৃদয় কিছু সিঞ্চিত হলো। ভাবল—এত কঠিন হওয়া ওর উচিৎ হয়নি। পাশে বসে গ্লোরির একটা হাত তুলে নিয়ে আর্দ্র গলায় বলল, খুব দুঃখিত গ্লোরি। ঠিক ইচ্ছা করে তোমার চিঠি পড়িনি। তোয়ালে খুঁজতে গিয়ে তোমার ড্রয়ার খুলে ফেলেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো।

গ্লোরি হ্যারীর হাতে চাপ দিয়ে বলল, তুমিও—

হ্যারী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাক ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখন বেন ডিলেনির ফটোটা দেখে আমার যা মনে হয়েছে তা তোমায় বলছি। ডিলেনি হচ্ছে আমাদের কাজের উপযুক্ত লোক ওর সংগঠনও আছে আর লোকও আছে। তুমি ওর পরিচিত, তুমিই পারো ওর সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে।

অনায়াসে ক্ষিপ্রতায় গ্লোরির হাত উঠে এল ওর মুখে। চাপা আর্তনাদের সাথে বলে উঠল, না, এ অসম্ভব। অসম্ভব হ্যারী। তুমি আমাকে একাজ করতে বোলো না।

হ্যারী মিনতি জানাল, দ্যাখো গ্লোরি—

দুঃখিত হ্যারী। আমি দুঃখিত—

হ্যারী ঠিক এরকমই আশা করেছিল। এ ওর মন বলছিল যে গ্লোরি খুব সহজে রাজী হবে না। এখন অতি সন্তর্পণে এগোতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, বেশ, তুমি যদি না চাও তবে থাক—বলতে বলতে নিজের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সেই পুরোনো ভয়টা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। হ্যারীর সাথে সাথে গ্লোরিও চেয়ার ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, এভাবে কোথায় যাচ্ছো তুমি?

হ্যারী যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, গ্লোরি আপাততঃ তোমার সাথে এই আমার শেষ দেখা। বলেছি তো, যে কোন মূল্যেই হোক একাজ আমায় করতেই হবে। আমার অর্থ চাই, প্রচুর অর্থ। আমি পরের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চাই না। আমি বেন ডিলেনির সাহায্য নেব, তবে এখন নয়। যখন দু-চারজন লোকের সাহায্যে আমি সেই হীরের বাক্স উঠিয়ে নিয়ে আসব তখন

আমি কেন ডিলেনির কাছেই যাব। সে নিশ্চয়ই তখন আমায় প্রত্যাখ্যান করবে না।

হ্যারী—প্রিয়তম—গ্লোরি বেদনায় উদ্বেল হলো, তুমি এভাবে চলে যেতে পারো না। কোথায় যাবে তুমি? কী খাবে?

ম্লান হেসে হ্যারী বলল, এবার আমায় একটা কাজ জোগাড় করতেই হবে, কী বল—পারব না? আমি কী এতই নিষ্কর্মা যে একটি তিরিশ ডলারের কাজ খুঁজে পাব না?

আমি কী সেকথা বলেছি? থতমত খেয়ে বলল গ্লোরি, তাহলে তুমি আর আমায় এখন ভালবাস না?

হ্যারী ভুরু তুলে বলল, কে বলেছে এমন কথা? ভালবাসি মানে, এখনও তুমিই আমার একমাত্র বান্ধবী, যাকে হৃদয় দিয়ে বসে আছি। যখন আমার হাতে অনেক ডলার আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে ইউরোপ কী জ্যামাইকায় উধাও হয়ে যাব।

গ্লোরি একটু সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, সত্যি?

সত্যি—সত্যি—সত্যি। হ্যারীর আর উল্টোদিকে যাওয়া হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে পা ফেলে একটু একটু করে এগিয়ে এল গ্লোরির কাছে। তারপর দু'হাতে ওর সরু কোমর পেঁচিয়ে ধরে পুতুলের মত শূন্যে তুলে নরম গোলাপী গালে আদরের সোনালী রামধনু এঁকে দিল। বিহ্বল গ্লোরি ঝরা পাতার মত ঝরে পড়ল। তখন হ্যারীর জিভ লেহন করছে সোনালী অধরামৃত। বলছ ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে, ছবি এঁকে বা কাব্য করে ভালবাসা বোঝানো যায় না, গ্লোরি। হৃদয়ে দিয়ে মন বুঝতে হয়। সেকথা কী এতদিনেও বোঝনি? আসলে তোমাকে সুখী করার জন্যেই অনেক ডলার চাই। আর সেটা উপার্জন করার এ সহজ পথের কোন বিকল্প আছে বলে আমার মনে হয় না।

গ্লোরি দু-হাতে হ্যারীকে জড়িয়ে ধরল। বুকে বুক মুখে মুখ দিয়ে পুরুষের বন্য মোহনায় লীন হয়ে যেতে চায় স্রোতস্বিণী। বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলে তুমি এত ভাল, এত সুন্দর। তোমার জন্যে আমি সব করব।

গ্লোরির রেশম চুলে চুমো খেয়ে হ্যারী বলে, আমি জানতাম। জানতাম তুমি আমাকে কখনই বিমুখ করতে পারো না।

গ্লোরি নিজেকে মুক্ত করে বিহঙ্গী কণ্ঠে বলে উঠল, তোমায় কেন আমি সাহায্য করব প্রিয়, জানো! তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই—কেউ নেই। তাই তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। তোমার ভাললাগাই আমার ভালবাসার প্রতিদান। তবে আমি যেমন বলব তোমাকে সেইরকমই করতে হবে। তোমার পরিকল্পনা শুধুমাত্র কল্পনা হয়েই থেকে যাবে। যদি না আমি তাতে কিছু খাদ মিশিয়ে দিই তা সোনা হবে না।

বিস্ময়াবিভূত হ্যারী জানতে চাইল, তোমার সেই মনের বাসনা যে কী তা নিশ্চয়ই আমাকে বলবে।

বলব, চেয়ারে বসে গ্লোরি বলল, তবে এখন নয়। আজ সারারাত ধরে আমি সবদিক ভাবব। কাল সকালে আলোচনায় বসব। আজ তুমি বেশ কিছুক্ষণ আমাকে একা থাকতে দাও হ্যারী।

বল।

তুমি তো অনেকদিন সিনেমা যাও না। আজ যাবে?

হ্যারী বলল, দুজনে?

উঁহু—তুমি একা—

অর্থাৎ তুমি একেবারে সন্ন্যাসিনী সাজতে চাও। বেশ তাই হোক, হ্যারী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাইরের দরজা ধরল।

ওহ! হ্যারী...গ্লোরির ডাক শুনে হ্যারী আবার থামল। গ্লোরি বলল, তোমার সাথে তো টাকাপয়সা নেই। এই পাঁচ ডলার নিয়ে যাও।

হ্যারী একটু লজ্জা পেল। পুরুষ মানুষের উপার্জন না থাকলে, সে দুর্বিসহ যন্ত্রণা। শুকনো মুখে ডলারটা নিয়ে বলল, ধন্যবাদ? তোমার ঋণের বোঝা বাড়িয়েই চলেছি।

গ্লোরি ঝকঝকে দাঁতে হাসল। হ্যারী সামান্য অপ্রস্তিভের হাসি হেসে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পরেরদিন রবিবার। গ্লোরির ছুটির দিন। দুজনে থিতু হয়ে মুখোমুখি বসেছে। টেবিলে দু-কাপ

কফি, দুজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। হ্যারী চুপচাপ বসে আছে। এখন ওর শোনার পালা। হ্যারীর মত মানুষের কাছে বয়সে বড় গ্লোরি একটি পোতাশ্রয়। যেন ও নোঙর ফেলেই খুশী। তাছাড়া গ্লোরিকে যে রাজি করানো গেছে তাও একটা উৎফুল্ল হবার মত কারণ।

গ্লোরি কফির কাপে এক চুমুক দিয়ে বলল, হাতে খুব কম সময় আছে। কাজেই বৃথা বাক্যব্যয় করে সময় নষ্ট করব না। যদি তোমার মনে কোন দ্বিধা না থাকে তবে আমি সর্বতোভাবে তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি।

হ্যারী বলল, আমার কোন দ্বিধা নেই। আমি এ কাজ করবই।

বেশ, গ্লোরি বলল, তাহলে সবার আগে যা ভাবতে হবে তা হলো তুমি পুলিশের চোখকে কী করে ফাঁকি দেবে? হ্যারী একটু অধৈর্য হয়ে বলল, ওটা কোন চিন্তার বিষয়ই নয়। আসল কাজ হচ্ছে ডিলেনির সাথে যোগাযোগ করা।

ভুল.. বিরাট ভুল, গ্লোরির মুখ পাথরের মত শক্ত, আসল চিন্তার বিষয় হচ্ছে ওটাই। যদি তুমি শেষ পর্যন্ত হীরে চুরি করতে পারোও এবং ডিলেনি তোমায় তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেও রাজি হয়, তাহলেও তোমার স্বাধীনতা চাই যাতে তুমি নির্বিঘ্নে সে অর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারো। তাই না?

বিভ্রান্ত হ্যারী বলল, অবশ্যই।

সুতরাং এ ভয়ঙ্কর খেলার প্রকৃত অবস্থাটাই হবে যাতে পুলিশের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারো।

হুঁ, যদি তুমি এভাবে চিন্তা করো তবে তাই। বেশ—সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে গ্লোরি বলল, এখন বল তো বিমানে তোমাকে সনাক্ত করে ফেলার মত কী কেউ থাকতে পারে?

অসম্ভব নয়, হ্যারী কফি কাপে হাল্কা একটা চুমুক দিয়ে বলল, বিমানের ভেতরে না হলেও বাইরে অর্থাৎ বিমান বন্দরে ধরে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। সেইজন্যেই তো ওরা আমার পিছু নেবার আগেই আমি মেক্সিকোয় পালিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু ওরা তোমায় মেক্সিকো থেকেও ধরে আনতে পারে।

ওরা আমায় পেলে তবে তো। আমি মেক্সিকোয় পৌঁছে ভোল পাল্টে ফেলতে পারি।

সে কতদিন, একটু উদ্বিগ্ন হয়েই গ্লোরি বলল, এটা কেন তোমার মাথায় ঢুকছে না যে, যদি ওরা তোমাকে প্রথমে এখানেই চিনে ফেলে তবে তুমি কতদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে লুকিয়ে থাকবে? ওদের কোম্পানীতে তোমার ফটো আছে। ওরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, রেডিওতে প্রচার করবে। টিভিতে তোমার ফটো দেখাবে। ওই হীরের জন্য নিশ্চয়ই ইন্সিওর করা থাকবে। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যখন জানতে পারবে যে, তুমিই সেই লোক ওরা তখন মেক্সিকো কেন পৃথিবী চষে ফেলবে। হয়তো ওরা মোটা অঙ্কের পুরস্কারই ঘোষণা করে বসবে। না—হ্যারী, ওভাবে তুমি বেশিদিন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

ওহ্! তুমি বড্ড বেশি চিন্তা করছো, হ্যারী চাপা রাগে নিসপিস করে উঠল, কোন না কোনভাবে ওরা আমায় চিনবেই।

না—গ্লোরি বেশ ভরাট গলায় বলতে চাইল, না—ওরা তোমায় প্রথম থেকেই চিনবে না।

হ্যারী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। গ্লোরি বলল, মেক-আপের সাহায্যে আমি তোমার আসল চেহারাটাই পাল্টে দেব হলিউডের বিখ্যাত এক মেক-আপ বিশারদের কাছে এক সময়ে আমি কাজ করেছি। একজনের চেহারা যে কিভাবে একেবারে অন্যরকম করে দেয়া যায় তা আমি জানি। আজ থেকে তুমি হবে হ্যারী গ্রীন। হ্যারী গ্রিফিন,চলে যাবে অন্তরালে।

হ্যারী গ্রীন হীরে চুরি করবে, তারপর কাজ উদ্ধার হবার সাথে সাথেই হ্যারী গ্রীন অদৃশ্য হবে। তখন আবার হ্যারী গ্রিফিন বেরিয়ে এসে বহাল তবিয়তে পুলিশের চোখের সামনেই ঘুরে বেড়াবে।

হতবাক হয়ে হ্যারী কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে গ্লোরির দিকে চেয়ে রইল। এমন অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চর্য ব্যাপার স্যাপার কখনও শুনেছে বলে মনে পড়ল না। তারপর যখন নিজের মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর গুঢ়ার্থ বুঝতে পারল তখন মহাউল্লাসে লাফিয়ে উঠল। ওহ! গ্লোরি—গ্লোরি! চমৎকার—চমৎকার! কিভাবে—কিভাবে তোমার ঋণ যে শোধ করব তা ভেবে পাচ্ছি না। তোমার

ওইটুকু মাথায় এত বুদ্ধি! চিরকাল তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। ও গ্লোরি!

গ্লোরি এতটুকুও উত্তেজিত হলো না। বরং গলার স্বর পাল্টে বলল, এখনই অত উল্লসিত হয়ো না। সামান্য ভুল হলেই মারাত্মক অবস্থা হবে। ভুলে যেও না। তোমাকে এরজন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। চেহারা পাল্টানো এক জিনিস আর সেই চেহারায় অন্য কোন চরিত্রে অভিনয় করা রীতিমত দুরূহ কাজ। তোমার হাঁটা-চলা, কথা-বার্তা এমন কী আচার-আচরণ সমস্ত কিছু পাল্টাতে হবে। যাতে আজ এই মুহূর্ত থেকেই তুমি হ্যারী গ্রীন হয়ে উঠতে পারো।

বেশ বেশ—সে হবে'খন, উৎসাহে টগবগ করছে হ্যারী। এত সহজ একটা উপায় ওর মাথায় একবারও আসেনি ভেবে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিল। চাপা উত্তেজনায় বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি ঠিক ঠিক মত মেক-আপ করতে পার তবে আমিও পাকা অভিনেতা হতে পারব। তাহলে গ্লোরি, বেন ডিলেনির সাথে কথাবার্তা শেষ করে ফেলতে হয়।

অবশ্যই, গ্লোরি বলল, তবে হ্যারী গ্রিফিন দেখা করবে না, দেখা করবে হ্যারী গ্রীন। কেন তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। যাতে তদন্ত চলাকালীন ডিলেনিও তোমাকে সনাক্ত করতে না পারে।

বাইরে রোদ ঝলমলে দিন। ভেতরে নরম মধুর আলো। গ্লোরি অনায়াসেই রূপসী হয়ে উঠল। বিমুগ্ধ চিত্ত হ্যারী আর নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারল না। কৃতজ্ঞতার সোনায় ওর হৃদয় ভরে গেল। নিজের চেয়ার ছেড়ে এক লাফে গ্লোরির কাছে চলে এল। তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ওকে বুকের মাঝখানে টেনে নিল। ওর নরম কালো চুলে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, আমি কৃতার্থ। আমি চরিতার্থ গ্লোরি। কিভাবে তোমার এই ঋণশোধ করব ভেবে পাচ্ছি না। গ্লোরির চোখ জলে ভরে গেছে। এত ভাললাগা, এত ভালবাসা। ওর হৃদয় তো এখনি আদর সোহাগের জন্য পাঁপড়ি মেলে আছে। এমনি একটি পুরুষ কেন এতদিন আসেনি। যে শুধুমাত্র ওকে, হ্যাঁ শুধুমাত্র ওকেই একান্ত করে চাইবে, নিজের করে চাইবে। হ্যারীর বুকে মুখ রেখে গ্লোরি ফিসফিস করল, আমরা তো বিয়ে করতে পারি ; বলেই অবশ্য জিভ কাটল। ছি ছি! এত হ্যাংলামোপনা দেখানো কী ঠিক হোল?

হ্যারী গ্লোরিকে সরিয়ে ওর সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে বলল, সত্যি বলছ গ্লোরি! তুমি আমায় বিয়ে করবে?

গ্লোরি শুধু ঘাড় নাড়ল।

বেশ। তাই হবে।—স্মিত হেসে হ্যারী বলল।

কবে! লজ্জিত মুখ তুলে বলল গ্লোরি, কালই নয় কেন?

না—হ্যারী বলল, আমি তাড়াহুড়ো করতে চাই না। এই কাজটা শেষ হলে তারপর। মাথায় একটা কাজের বোঝা চাপিয়ে বিয়ে করে সুখ নেই। আমার কাছে বিয়ে মানে শুধু একটা রেজিস্ট্রি করে কাজ সারা নয়। অখণ্ড অবসর নিয়ে প্রচুর ধন দৌলতের মাঝে আমি আমার বিয়ে পূর্ণ মর্যাদায় উপভোগ করতে চাই।

গ্লোরি আহত গলায় বলল—তাই হবে। আমি অপেক্ষা করব।

রাগ বা দুঃখ কোরো না, যেন বাচ্চা মেয়েকে প্রবোধ দিচ্ছে এমনি আর্দ্র গলায় বলল হ্যারী, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রেখো। কাজ শেষ হলেই আমরা বিয়ে করে ইওরোপ পাড়ি দেবো। এখন এসো বাকি কাজের কথাটুকু সেরে নেওয়া যাক্। দুজনে যে যার জায়গায় বসল।

গ্লোরি আর এক কাপ কফি নিয়ে বলল, একটা কথা মনে রেখো—বেন ডিলেনি সাংঘাতিক লোক। ওর হাতে প্রচুর লোকজনও আছে। শুনেছি বর্গ নামে এক কেউটে সাপ ওর সব লেনদেনের ওপর নজর রাখে। তুমি যাতে সাবধানে পা ফেলতে পারো তার জন্য তোমাকে এ কথাটা জানিয়ে রাখছি।

তোমার কথা মনে রাখব। হ্যারী বলল, তাহলে এখন আমি হ্যারী গ্রীনের নামে সীট বুক করছি।

নিশ্চয়ই—

তুমি বেন ডিলেনির সাথে সব কথাবার্তা সেরে আমায় যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছ?

এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—

আমার মেক-আপ কখন ঠিক করছ?

কেন আজই। তোমায় একটু অভ্যাসও তো করতে হবে।

তাহলে আর সময় নষ্ট করা কেন। কাজ শুরু করা যাক।

আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। গ্লোরি বলল, কিছু জিনিসপত্র কিনে আনতে হবে। হ্যারী বলল, তাহলে আমি ফ্ল্যাটেই অপেক্ষা করছি।

দুপুরের দিকে গ্লোরি যখন সব কাজ শেষ করে বাথরুমে গেল তখন হ্যারী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। কী আশ্চর্য পরিবর্তন! নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না।

হ্যারীর চুল ছিল ঈষৎ বাদামী। তা এখন সম্পূর্ণ লাল। কপালের ওপর থেকে কিছু পাতলা হয়ে এসেছে। মাথার খুলিতে আঁঠা লাগিয়ে লাগিয়ে অদ্ভুত এক কারুকাজ করেছে গ্লোরি। ডান চোখের নিচ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত গালের ওপর যে কাটা দাগ তা যে সত্যি নয় অতি বড় সাবধানীও ধরতে পারবে না। মাছের চামড়া দিয়ে এটা অনায়াসে পারদর্শিতায় সেরেছে গ্লোরি। ওর নিখুঁত কামানো ওপরের ঠোঁটে যে মোটা পুরু গোঁফখানা ঝকমক করছে তা একটি একটি চুল দিয়ে গড়া নিখাত শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন।

ওর সোজা সরল দাঁতেরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আলগা দাঁত মাড়ির সঙ্গে এমনভাবে লাগিয়ে দিয়েছে যে ওর মুখের গড়নটাই বদলে গেছে। হাসতে গিয়ে একটু অস্বস্তি লাগলেও ওই হাসি যে কস্মিনকালেও হ্যারি গ্রিফিনের ছিল তা ওর বাবা মা বেঁচে থাকলেও চিনতে পারতেন না। গ্লোরি ইতিমধ্যে ওকে একটু হাঁটার কায়দাও শিখিয়ে দিয়েছে। একটা লাঠির ওপর ভর করে একটু খুঁড়িয়ে চলতে হবে। ব্যস। নিখুঁত ছদ্মবেশ। হ্যারী বেশ হৃষ্টচিত্তে ঘুরে দাঁড়াল।

গ্লোরি বাথরুম থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণ হ্যারীকে আগাগোড়া লক্ষ্য করে বলল, চমৎকার! এবার তোমার অভিনয়। ফোনে ডিলেনির সাথে কথা বলেছি। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, শেষ পর্যন্ত সম্মতি জানিয়েছে।

যাই হোক। খুব সাবধান। আমি এই ফ্ল্যাট থেকে কোথাও বেরোব না। মনে রাখবে যতক্ষণ না কাজ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ গ্লোরি নামে তোমার যে কেউ পরিচিত ছিল তা প্রকাশ করবে না। আমার জন্যে চিন্তা করবে না। তোমার গতিবিধির ওপর আমি নজর রাখব।

তারপর দু'পা বাঁ দিকে গিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড এনে হ্যারীর সামনে ধরে বলল, এই হোল বেন ডিলেনির ঠিকানা। এবার তোমার ভাগ্য!

হ্যারী কার্ডখানা গ্লোরির হাত থেকে নিয়ে ঠিকানাটা পড়ল—সান বুলেভার্ড, লং বীচ, হলিউড। ঠিকানাটা বার কয়েক পড়ে মুখস্থ করে ফেলল। তারপর কার্ডটা পকেটে রেখে বলল, তাহলে এখন থেকে হ্যারী গ্রিফিন মৃত। রক্তমাংসে তার পরিচয় হ্যারী গ্রীন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্লোরি বলল, বোধ হয় আমার ভাগ্যে ঈশ্বর এইরকম সব মুহূর্তের কথা লিখে রেখেছেন। সুখ নামের বস্তুটি কোনদিনই ধরা ছোঁয়া দেবে কিনা জানি না।

হ্যারী ওর গালে একটা আলতো চুমু খেয়ে বলল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাসনা যেন এবার পূর্ণ হয়। নিঃশ্বাস আরো দীর্ঘায়িত করে সকরুণ কণ্ঠে বলল, তুমিও কোরো হ্যারী। তারপর হ্যারীর একটা হাত চেপে ধরে কান্না ভেজা গলায় বলে উঠল, আমায় ভুলে যাবে না তো, হ্যারী?

হ্যারীর চোখে কেন যে জল এল এতদিন পরে। গ্লোরির দুটো হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেও পারল না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

যেন প্রবাস-যাত্রী স্বামী, স্ত্রীকে ছেড়ে যাচ্ছে এমনি বেদনাবিহ্বল দৃষ্টিতে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গ্লোরি তাকিয়ে রইল। হ্যারী তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

।। তিন ।।

চব্বিশ তারিখের বিকেলে বেন ডিলেনি বর্গকে ডেকে পাঠাল। গত দু'বছর ধরে বেন ডিলেনির যতরকম বে-আইনী কাজকারবারের তত্ত্বাবধায়ক বর্গ। বর্গ নির্দয়। নিষ্ঠুরতার যদি দরকার হয় তবে একটি বাচ্চাছেলের খেলাচ্ছলে মাছি টিপে মারার মতই একটি মানুষ খুন করতে বর্গের ততখানিই মানসিক উত্তেজনার হেরফের ঘটে।

এই যে সুবৃহৎ চোরাকারবারের রাজত্ব, তার সেনাপতি বা কোতোয়াল হচ্ছে বর্গ। এবং এ কাজে ও কখনো এতটুকু অবহেলা করেনি। তাই ডিলেনি নিশ্চিন্ত।

এখন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়ই সে বর্গের দিকে তাকাল। বর্গ একটি কুঁদো ব্যাঙের মতো তার সামনে একটা চেয়ারে থুবরে বসে আছে। মুখ ফুটবলের মত গোলাকৃতি ভাবলেশহীন। চোখ দুটো কুঁতকুঁতে। পিটপিট চোখে এখন হাঁদা গঙ্গারামের মত বসে দাঁতে নখ কাটছে। আর মাঝে মাঝে দু ঠোটের ফাঁকে জিভ আটকে থুকথুক করছে নিতান্ত আপনমনে।

বর্গের বয়স কত? তা বোধ হয় ডিলেনিও জানে না। হতে পারে তিরিশ অথবা ছেচল্লিশ। স্তূপাকৃতি সাদা মেঘের ছোট খাটো একটি পাহাড় বিশেষ। কিন্তু ডিলেনি জানে ওই উইয়ের ঢিবির মত শরীরটা প্রয়োজনের সময় চাবুকের মত লাফিয়ে উঠে শত্রুকে চোখের পলকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে।

কিন্তু বড়ই নোংরা স্বভাবের চরিত্র বর্গের। এক জামা প্যান্টে বোধ হয় ও মাসখানেক এক নাগাড়ে কাটিয়ে দেয়। সমস্ত দেহ থেকে পচা ঘাম দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। তাই ও কাছে এলেই ডিলেনিকে দামী সুরভি ছড়িয়ে নিতে হয়। এসব সত্ত্বেও ডিলেনির কাছে বর্গ হল একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিলেনি বলল, এবার কাজের কথায় আসা যাক। বর্গের কণ্ঠস্বর বিশ্রী এবং কর্কশ। ও যখন কথা বলে তখন ডিলেনির মনে হয় এক জোড়া কাক তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তবু বর্গ অপরিহার্য।

ডিলেনি থামতেই সেই কর্কশ কণ্ঠ শন্‌শন্ করে উঠল, মনে হচ্ছে এ ব্যাটা যা বলছে আসলে তা নয়। যেন একেবারে আকাশ থেকে মাটির পৃথিবীতে হঠাৎ পা রেখেছে এই হ্যারী গ্রীন। এর আগে আমি কোন লোক সম্বন্ধে এমন করে খোঁজ খবর নিইনি। পুলিশের কাছে কোন রেকর্ড নেই। আর এয়ার ফোর্সে এ নামে কোন লোক কস্মিনকালে কাজ করেছে বলে নথিপত্র নেই। বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে। এটা জানা যাচ্ছে যে ও নিউ ইয়র্ক থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু নিউ ইয়র্কে ওর কোন পরিচিতি নেই। হলিউডে এসে ও বেশ অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে থাকে। এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পাঁচ ডলার বকশিষ দিয়ে দিল। তারপর এক ফটোর দোকানে নিজের ফটো তুলিয়েছে। যে হোটেলে উঠেছে তার মালিক ল্যামেসনকে বেধরক মার দিয়েছে। আর সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে ও নাকি এয়ার ফোর্সে ছিল এবং আবার সেখানেই ফিরে যেতে চায়। মোটকথা, ওর চালচলনে আমার মনে হয়েছে নিজেকে হঠাৎ জাহির করার জন্য ও বড্ড বেশি উতলা হয়ে উঠেছে।

হুঁ, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ডিলেনি একটু চিন্তিত ভাবেই বলল, আমরা কী ওকে বিশ্বাস করতে পারি?

বর্গ ওর চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মনে হয় তা চলতে পারে। আমাদের সাথে বেইমানি করার সাহস হবে না। আমি ওর ওপর নজর রাখব। তবে একটা কথা বলতে পারি কাজ শেষ হলেই হ্যারী গ্রীন অদৃশ্য হয়ে যাবে। কারণ আমার আপনার মত হ্যারী গ্রীন নামে কোন লোকের অস্তিত্বই নেই।

ডিলেনি সায় দিয়ে বলল, এটা আমারও মনে হয়েছে। তবে একদিক দিয়ে ভাবলে এ একেবারে খারাপ নয়। হ্যারী গ্রীন চুরি করবে। আমরা মাল নেব। তারপর যদি হ্যারী গ্রীন নিপাত্তা হয় সে হবে আমাদের পক্ষে সবদিক দিয়ে মঙ্গলের। পুলিশ যদি হ্যারী গ্রীনকে খুঁজে খুঁজেও না পায় তাহলে আমরাও নিশ্চিন্ত। আমার সম্পর্ক ওই হীরের সাথে। আচ্ছা, ওই ব্যাপারটা সত্যিই তো নাকি শুরুতেই চাল মেরে গেল।

না, বর্গ বলল, আমি সে খবরও নিয়েছি। হীরে আছে। ফার ইস্টার্ন ট্রেডিং করপোরেশনের মালিক হচ্ছে এক জাপানী ভদ্রলোক। তার নাম তাকামোরি। সে জাপানের বিরাট এক শিল্পসংস্থার সাথে জড়িত। তাকামোরি সেই শিল্পের জন্য তিন মিলিয়ন ডলার দিয়ে ওই হীরে কিনেছে। আমেরিকার গভর্মেন্ট ওকে হীরে রপ্তানীর অনুমতি দিয়েছে। ওই হীরে সান-ফ্রান্সিসকো থেকে টোকিওতে যাবে। গ্রীন এই হীরের কথাই বলছে। সবকিছুই নির্ভর করছে গ্রীনের ওপর। আপনার

পাওয়া না-পাওয়া তাও গ্রীনের ওপর নির্ভর করছে।

ডিলেনি অন্য প্রসঙ্গে এল। জিগ্যেস করল, যে তিনজন গ্রীনের সঙ্গী হবে তাদের পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ। জো ফ্রাঙ্ক আর মারটি লিউইন গ্রীনের সঙ্গে থাকবে। স্যাম মীক্‌স্‌ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ডিলেনির ভুরু কুঁচকে উঠল, ওরা আমাদের লোক বলে মনে হচ্ছে না—

ঠিকই ধরেছেন। বলল বর্গ, ইচ্ছে করেই আমাদের দলের লোককে নিযুক্ত করিনি। এটা সাবধানতার জন্যই। যদি ধরা পড়ে যায় তবে যাত্রী অথবা ক্রুরা সহজেই ওদের সনাক্ত করে দেবে। তখন আমাদের মাথার ওপর বিপদের কালো মেঘটা লাফিয়ে নামতে পারে। এই ভালো, ওদের কাজ সারা হলেই ছুটি। ধরা পড়লেও আমরা আড়ালে থাকব।

সুন্দর। ডিলেনি স্মিত কণ্ঠে বলল, তবে ওরা বিশ্বাসভাজন হবে তো?

শতকরা একশো ভাগ।

হুঁ, ডিলেনি সিগারেটে একটা হাল্কা টান দিয়ে বলল, তোমার কী মনে হয়। আমরা দাও মারতে পারব?

বর্গ বলল, সমস্তটাই গ্রীনের ওপর নির্ভর করছে। ওর কোন অতীত নেই এখন ভবিষ্যৎই ভরসা।

ডিলেনি বলল, হতে পারে লোকটির কোন অতীত নেই, তবে ওকে বাজিয়ে দেখেছি অন্ততঃ এই কাজে ওর আন্তরিকতার অভাব নেই। ওর ভীষণ অর্থের দরকার। ওর পরিকল্পনা শুনে মনে হয়েছে ও সফলতা লাভ করবে।

তাহলে আপনি ওর পরিকল্পনা খুঁটিয়ে দেখেছেন?

নিশ্চয়ই। একটু জোরের সঙ্গেই বলল ডিলেনি, আমার কোন সন্দেহ নেই ওর প্ল্যান ভালই কাজ করবে। এখন যে সামান্য বিপদ থেকে যাচ্ছে তা হোল বিমানটা কোন দুর্ঘটনায় না পড়ে যায়। তাছাড়া সবই নিখুঁত। যে জায়গায় ও প্লেন নামাবে সেই জায়গাটাও এসব কাজের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। এক আধবার সেখানেও আমি গিয়েছি। বালি তুলতুলে নয়, বেশ শক্ত আর কঠিন। স্কাই র‍্যাঙ্ক এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র তিরিশ মাইল দূরে। ঠিক করেছি আমি নিজে ওই এয়ারপোর্টে থাকব। সেখানেই হীরের হস্তান্তরটা সেরে নেব। সেখান থেকেই আমাদের তিনজন লোক উধাও হয়ে যাবে। গ্রীন ওর নিজের ব্যবস্থা নিজে করবে।

বর্গ হঠাৎ বলল, গ্লোরি ডেইনের খোঁজ পেলেন?

না, তেতো গলায় ডিলেনি বলল, মনে হচ্ছে গা ঢাকা দিয়েছে। তুমি কী নিজে কোন খোঁজ করেছিলে?

বর্গ একটু চিন্তিতভাবে বলল, ওর ফ্ল্যাটে তল্লাসী চালিয়েছিলাম। সেখান থেকে ও কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। এ ব্যাপারে আর খোঁজ নেবার প্রয়োজন আছে কী?

ডিলেনি ঘাড় নেড়ে বলল, ও জাহান্নামে যাক। আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার গ্রীনকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক হলেও এখনও কিছু ভাবনা থাকছে। গ্রীন ছোকরা বেশ স্মার্ট মনে হোল। ভাবছি হীরে নিয়ে শেষ অবধি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?

ওটা আমি দেখছি। বর্গ বলল, আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি লিউইন আর ফ্রাঙ্কসকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। ওরা যে শুধুমাত্র হীরে চুরি করতেই সাহায্য করবে তা নয় হ্যারীর ওপরেও লক্ষ্য রাখবে। যদি বেগড়বাই কিছু করে তাহলে ওকে শেষ করতেও ওরা দ্বিধা করবে না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।

বেশ একটু খুশী হয়েই ডিলেনি বলল, তাহলে কিছু হঠাৎ-অর্থ এসে পড়ছে আমার হাতে—

বর্গ বলে উঠল, আপাততঃ তাই মনে হচ্ছে—

৫

পোষা হলেও একটা জ্যান্ত বাঘকে পাশে নিয়ে বসলে যেমন গা-শিরশির অনুভূতি হয়, বর্গের মত হৃতকুচ্ছিৎ এই লোকটিকেও পাশে নিয়ে হ্যারীর মনের অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম।

রোডমাস্টার বুইক ঢুকছে এয়ার-বাসে। লিউইন, ফ্রাঙ্কস ড্রাইভারের পাশে বসেছে। ওর মনে হচ্ছিল এই দলের মধ্যে এ লোকটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক। মারকুটে ও মারাত্মক। লিউইন আর

ফ্রাঙ্কসকে ও বাজিয়ে দেখেছে। দুটোই মাথামোটা পেশাদার খুনি। পয়সার বিনিময়ে যে কোন লোককে খুন করতে ওদের বিন্দুমাত্র হাত কাঁপবে না। আর বর্গের সাথে সামান্য পরিচয়েই বুঝেছে এ খুনটুন করে শিকারীর আনন্দ নিয়ে। সেজন্য ওর ভেতরে একটা চাপা অস্থিরতা সব সময়ই!

ডিলেনির কাছ থেকে যে আগাম পঞ্চাশ হাজার ডলার আদায় করেছে, নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ক অব ক্যালিফোর্নিয়ায় জমা দেওয়া থেকে এই পর্যন্ত ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে বর্গ।

গ্লোরি মিথ্যে কিছু বলেনি। ডিলেনি একটা বাস্তুঘুঘু। বলা যায় এখন হ্যারী সবদিক থেকেই বন্দী। বর্গের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘতর হচ্ছে।

ওদের বুইক দাঁড়িয়ে আছে। একসময় বর্গ জিগ্যেস করল, ওই বিমানটাই কী? হ্যারী বলল, হ্যাঁ। আমাদের হাতে অবশ্য কিছু সময় আছে। তেল নেবে। তল্লাসী চালাবে। তারপর ওই শেডে গিয়ে দাঁড়াবে। দূরে একটা ঘেরাটোপ আস্তানা দেখিয়ে হ্যারী বলল।

বর্গ নাক দিয়ে কেমন একটা শব্দ করল। কিন্তু কোন কথা বলল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুজে টানতে লাগল।

হ্যারী এই সুযোগে গ্লোরির কথা ভাবল। গ্লোরি এখন কী করছে কে জানে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গ্লোরিকে সব জানিয়ে ও চিঠি লিখে এসেছে। যেমন স্থির হয়েছে তেমনি স্কাইর‍্যাক এয়ারপোর্টে বর্গের হাতে হীরের বাক্স হস্তান্তর করে বিদায় নেবে। বর্গের সাথে কাজ সারা হলেই ও ছদ্মবেশ খুলে ফেলবে। গ্লোরি যেন লোন পাইন শহরে বিখ্যাত সেই হোটেলে মিসেস হ্যারিসন নাম দিয়ে একটা কেবিন ভাড়া নেয়। আর একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কম দামে কিনে নেয়। ওরা সেইদিনটা ওই হোটেলে কাটাবে। যখন সবকিছুর ওপর মোটামুটি একটা পলস্তাবা পড়ে যাবে তখন ওরা বেরিয়ে পড়বে। ওরা লোন পাইন থেকে সোজা চলে যাবে কারসন সিটি।

শুধুমাত্র পুলিশের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যই সেখানে একটা দিন কাটাবে। যদি তেমন কোন অঘটন না ঘটে তাহলে তারপর দিনই ওরা গাড়ি বেচে দিয়ে নিউইয়র্ক পাড়ি দেবে। সেখান থেকে ইংল্যান্ড যাবে ওরা, তারপর শুরু হবে ইওরোপে ঘুরে বেড়ানো।

হঠাৎ মোটব সাইকেলের ঘটঘট শব্দে হ্যারী তটস্থ হয়ে উঠল। সোজা হয়ে বসে কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে দেখল। এয়ারপোর্টের বাইরের অন্ধকার চিরে উদয় হয়েছে চাব চারটে মোটর সাইকেল। প্রত্যেক বাইকের আরোহী-ই পুলিশ।

ওরা একটা ট্রাককে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে। ট্রাকটা যখন সেই বিমানের কাছে এসে থামল মোটর বাইক আরোহীরা ঝপাঝপ নেমে পড়ল।

ওই বোধহয় এসে গেল। হ্যারী চাপা উত্তেজনায় জানালার কাঁচে মুখ আটকে রইল। ট্রাকের ইস্পাতের দরজা খুলে গেছে। বাদামী রঙের ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক ভেতর থেকে লাফিয়ে নামল। কোমরে হলস্টার, নিশ্চয়ই রিভলবার আছে। ওদের একজনের হাতে ক্ষুদ্রাকৃতি চৌকনো বাক্স।

চারজন পুলিশ অফিসার ঝটপট রিভলবার বার করে যে-কোন হামলাব মোকাবিলা কৰবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। বিমানের দুজন এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে কী কথা বলল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে বিমানে উঠে গেল। পেছনে এয়ার হোস্টেস। তাদের একজন তখুনি ফিরে এল। পুলিশ অফিসারের সাথে কিছু কথা বলল। ওবা ঘাড় নাড়ল। সে কথা শেষ হতেই ট্রাকে লাফিয়ে উঠল। ট্রাকের দরজা বন্ধ হল। যে পথে ট্রাক এসেছিল সেই পথেই চলে গেল।

হ্যারীকে একটু চিন্তাগ্রস্থ দেখাল। ওর বুকের ভেতর কেমন একটা ধুকপুক ভাব। চাপা গলায় বলল, মনে হচ্ছে একজন পুলিশ অফিসার হীরের বাক্সের সংগে থাকছে। ঠিক এরকম হওয়ার কথা নয়।

তাতে কী হয়েছে? জবাবটা ফ্রাঙ্কস-এর, ও কোনরকম হাঙ্গামা কববার সাহস করবে না।

তবু হ্যারীর অস্বস্তি কাটে না। এটা ওর জানা ছিল না যে হীরের বাক্সের সাথে আবার একজন পাহারাদার থাকবে। প্রথম থেকেই ঝামেলা। গম্ভীর হয়ে বলল, এত খরচ করে যখন একজন পাহারা পাঠানো হচ্ছে তখন সে কী বিনা বাধায় কিছু করতে দেবে?

ফ্রাঙ্কস দাঁতে হেসে বলল, তবে তো ভালোই। আহাম্মক হলে ব্যাটার কপালে অনেক দুর্ভোগ

আছে।

বিমানের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। হ্যারী তাড়াতাড়ি বলল, বিমানটাকে এবার প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে নিয়ে আসছে। আমরাও রওনা হব। ফ্রাঙ্কস, লিউইন কী করতে হবে তোমাদের বলা আছে। আমার ইশারা না পেলে একচুলও নড়বে না।

লিউইন আপনমনেই জিজ্ঞেস করল, পাহারাদার কোথায় থাকবে?

কেবিনেও থাকতে পারে অথবা যেখানে মালপত্র মজুত থাকে সেখানেও থাকতে পারে—হ্যারী বলল, কিন্তু যদি ও কেবিনেই থাকে তাহলে পাইলটদের আটকানোর আগেই ওর ব্যবস্থা করতে হবে।

তাই হবে বুইকের দরজা খুলে লিউইন নেমে পড়ল।

বর্গ শরীর মুচড়ে বসল যাতে হ্যারীর ওপর লক্ষ্য রাখতে পারে।

লিউইনকে বলল, তুমি হ্যারীর সাথে যাও। ফ্রাঙ্কস পেছনে যাবে। শোন হ্যারী, কাছেপিঠেই কিছু পুলিশ রয়েছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করো। তবে এটা খেয়াল রেখো—হীরে না পেলে এক ডলারও তুমি পাচ্ছো না।

অসহিষ্ণু হ্যারী বলে উঠল, জানি—জানি।

তবে ওই কথাই স্কাইর‍্যাঙ্ক এয়ারপোর্টে তোমার সঙ্গে দেখা হবে—পুরনো কথা নতুন করে বর্গ মনে করিয়ে দিল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে হ্যারী বলল, হ্যাঁ, আমাদের ওখানেই দেখা হবে।

বিমান পর্যন্ত রাস্তাটুকু নীরবে কাটল। কাছাকাছি হতেই লিউইন থমকে গিয়ে বলল,তুমি আগে আগে যাও। হ্যারী একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। গ্লোরি ওকে এই রকমই হাঁটতে শিখিয়েছিল। হ্যারী থেমে লিউইনকে দেখল। কোন কথা বলল না। তারপর যেমন হাঁটছিল তেমনই হেঁটে বিমানের দিকে এগিয়ে চলল।

মাইকে ঘোষিত হচ্ছিল যাত্রীদের নাম। অন্যান্য যাত্রীদের সাথে হ্যারীর নামও ডাকা হল। ফ্রাঙ্কস, লিউইন—ওদের নামও ডাকা হল।

সিঁড়ির মুখে ক্যালিফোর্নিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের পোশাক পরা মেয়েটি হঠাৎ ওকে দেখে বলে উঠল, বিমানে আপনার জন্য কী থাকবে? উষ্ণ অথবা ঠাণ্ডা—

হ্যারী ভীষণ চমকে উঠে তাকাল। হেটি কলিনস্ ওর পরিচিত। ভুরু কুঁচকে হেটিকে খুঁটিয়ে দেখল। ইচ্ছাকৃত ভাবেই একটু সময় নিয়ে তারপর নিশ্চিন্তভাবে বলল, ধন্যবাদ। আমার কোন কিছুরই দরকার নেই। হ্যারী চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এতদিনের পরিচিত হেটি ওকে চিনতেও পারেনি। হেটি বলল, বাঁ পাশের সারিতে আপনার সীট পাবেন।

হ্যারী শুধু মাথা নাড়ল। তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। খুব ভাল যে ওর সীট একেবারে দরজার কাছাকাছি পড়েছে। কিন্তু পাশে বসা যুবকটিকে দেখে ওর বুকের মধ্যে ঢিপ করে একটা শব্দ হল। ওরই বয়সী বলিষ্ঠ চেহারার যুবকটি আপনমনে গোলাকৃতি জানালা দিয়ে বিমানবন্দরের দিকে তাকিয়ে আছে।

খুব চটপট একটু জরিপও করে নিল যে যুবকটা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে?

যদিও হ্যারী অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, এসব বিমান দস্যু বৃত্তির মূল কথাই হচ্ছে হঠাৎ এবং আচমকা তৎপরতায় সবাইকে বিমূঢ় করে দেওয়া।

যত বলশালী মানুষই হোক না কেন তখন সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে জলেডোবা মানুষের মত হাবুডুবু খেতে থাকে। এ যুবকটিও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম হবে না। তবু সাবধানের মার নেই। এর ওপর একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। হ্যারী মন থেকে পাশের যুবকটিকে মুছে ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল।

ফ্রাঙ্কস কেবিনের একেবারে পেছনের সীটে বসেছে। ঠিক কিচেনের কাছাকাছি। কিচেনের পাশেই টয়লেট এবং মালপত্র রাখার ঘর। এটাই স্বাভাবিক যে সেই ঘরেই হীরের বাক্স থাকবে। হয়তো সেই পাহারাদারটিও সেখানে লুকিয়ে আছে। লিউইন হ্যারী আর ফ্রাঙ্কসের মাঝামাঝি জায়গায় বসেছে। দেখে শুনে হ্যারী মোটামুটি খুশী হোল।

হেটি কলিনস দু-প্রস্থ সীটের মাঝের ফাঁকা যাতায়াতের পথটুকু ধরে সবাইকে বেল্ট বেঁধে নেবার তাগিদ দিয়ে গেল। হ্যারী একটা সিগার ধরিয়ে সামান্য ঘাঁড় ঠেকিয়ে ফ্রাঙ্কস আর লিউইনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল। চোখের ইশারায় দুজনেই জানিয়ে দিল সব ঠিক আছে।

এর মিনিটি পনেরো পরেই 'নো স্মোকিং' আলো জ্বলে উঠল। হ্যারী তাড়াতাড়ি পায়ের তলায় পিষে ওর সিগারেট নিভিয়ে দিল।

ইঞ্জিনের প্রোপেলার গর্জে উঠল। বিমান ধীরে ধীরে রানওয়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল। বিমান বন্দরের আলোগুলো সরে যেতে লাগল। হ্যারী একটু লক্ষ্য করে দেখল রোডমাস্টার বুইক যেখানে ছিল সে জায়গাটা ফাঁকা। অর্থাৎ বর্গ সময় নষ্ট না করে সোজা স্কাইর‍্যাঙ্কের পথে মোটর ছুটিয়েছে।

হ্যারী ঘড়ি দেখল। আর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করতে হবে।

হ্যারী ওভার কোটের পকেটে হাত ঢোকাল। কোল্ট ৪৫°-এর ঠাণ্ডা মাজলটা হাতে ঠেকল। ক্রুদের ঘরে হঠাৎ ওকে দেখে ওদের মনের অবস্থাটা কেমন হবে? ওখানে জনা পাঁচেক লোক আছে! সবাই যুবক এবং বলিষ্ঠ। ক্রু-ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট, নেভিগেটর, ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার্স এবং রেডিও অপারেটর।

ওরা ভেঙে পড়ার মত মানুষ নয়। যারা বিমান চালায় তাদের স্নায়ু আর পাঁচজনের চেয়ে কিছুটা বেশি সতেজ। হঠাৎ যদি ওরা মরীয়া হয়ে ওঠে? যদি ধরে নেয়া যায় ওরা হ্যারীকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন ? হ্যাবী একটু বেপরোয়া হবে। ফ্লাইট ডেকে চাই কী একটা ফাঁকা আওয়াজ দিতেও পারে। হয়তো তাতেই কাজ হবে। আসল কথা হ্যারী এই মুহূর্তে ওদের নিয়ে বেশি চিন্তা করছে না। ওর বেশি চিন্তা হচ্ছিল হীরের বাক্সের সেই পাহারাদারকে নিয়ে।

এই্সব লোকগুলো জঘন্য ধরনের হয়, এজন্য ওদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ওরা জীবন দিতে বা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ওর মোকাবিলা করাই একটু দুরূহ ব্যাপার হবে। হ্যারীর কাছে এটা অপ্রত্যাশিত। এটা এখন পরিষ্কার যে কাজটাকে ও যতটা সহজে সারবে ভেবেছিল তত সহজ কাজটা নয়।

লোকটা কোথায় আছে? প্লেনে উঠে অবধি ওকে দেখতে পায়নি। গভীর জঙ্গলে বাঘের মত লুকিয়ে আছে। হয়তো ওঁৎ পেতে আছে। এ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা নেই যে পাহারাদার লোকটা পেছনের প্যাসেজে আছে না গুদাম ঘরে আছে।

যাই হোক এখন এ নিয়ে আর মাথা-ব্যথা করে লাভ নেই। ফ্রাঙ্কস ওর ওপরে নজর রাখবে। লিউইন যাত্রীদের সামলাবে। হ্যারী ঈষৎ উত্তেজিত হচ্ছিল। নিজের ওপরই বিতৃষ্ণা জমে উঠছে। আগে যদি বুঝতে পারত তবে না হয় ডিলেনিকে বলে আরো একজন বেশি লোক নিতে পারত।

হঠাৎ হ্যারীর মনে হল—না, পেছনে ঘোরতর শত্রু রেখে যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া চলে না। লোকটা যে কোথায় আছে আগে ওকে তা জানতে হবে, ভাবতে ভাবতেই ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এবং সরু প্যাসেজ ধরে একটু একটু করে টয়লেটের দিকে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে ফ্রাঙ্কস আর লিউইনকে আড়চোখে দেখল। ফ্রাঙ্কস ওর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে আছে। লিউইন বিড়বিড় করে কি বলল হ্যারী বুঝতে পারল না। ও ওদের পাশ কাটিয়ে চলে এল।

হেটি কলিনস্ একপাশে একপ্রস্থ মার্টিনি তৈরী করছিল। বোধহয় বুঝে নিয়েছে হ্যারী গ্রীন বাথরুম ব্যবহার করতে চায় তাই ওকে দেখে মুচকি হেসে বলল, ডানদিকের দুনম্বর দরজা।

হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছে। পাহারাদার গুদামঘরের সামনে একটা টুলের ওপর তটস্থ হোল। চকিতে পাশে রাখা টমিগানটা তুলে নিল। দেখেই হ্যারী বুঝতে পারল ঝানু পেশাদার খুনে।

বয়সটা প্রায় ওরই মত। কিন্তু গাট্টাগোট্টা চেহারা। হ্যারী বুঝল ওকে কাবু করা সহজ নয়।

যেন ওকে দেখেও দেখেনি এমন ভাব করে হ্যারী টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। সময় খুবই কম, তাই চটপট ওকে ভেবে নিতে হচ্ছিল। প্লেনের এ অংশের ছবিটা দ্রুত নাড়াচাড়া করে নিল মনে মনে। হীরে উদ্ধার পরে, আগে অন্ততঃ যতক্ষণ না ও বিমান স্কাইর‍্যাঙ্ক-এ নামিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ পাহারাদারকে অকেজো করে রাখতে হবে। এবং তা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কেবিন এবং প্যাসেজের মাঝখানের দরজাটা আটকে দেওয়া। তাহলেই ওই ছোকরা যাঁতাকলে পড়ে যাবে।

তারপর হ্যারী, ফ্রাঙ্কস আর লিউইন-এর মিলিত শক্তি ওকে চেপে ধরবে। তা না হয় হোল, কিন্তু প্যাসেজের পথ এত সরু যে একজনের বেশি একসাথে ওখানে ঢোকা সম্ভব নয়।

বিপদ তো থেকেই যাচ্ছে। যদি ওই পাহারাদার ছোকবা মনে করে যে ওদের ভেতরে ঢুকতে দেবে না কিছুতেই তাও সে পারবে। ওর টমিগান তখন চীনের প্রাচীরের মত দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

ওর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত তিরতির করে নেমে গেল। টয়লেটের আয়নায় নিজেই নিজেব মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল। মুখ চোখ ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে মমির মত সাদা। দুটো ঠোঁট নেড়ে একটু হাসির চেষ্টা করল। যেন বরফে জমে যাওয়া ঠোঁট কিছুতেই হাসি ফুটল না।

টয়লেট থেকে বেবিয়ে হেটি কলিনসের পাশ কাটিয়ে সোজা ফ্রাঙ্কসের সামনে এসে থামল। তারপর নিচু হয়ে ওব কানেব কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, পাহারাদার ওই প্যাসেজের দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। বাইবে এদিকে একটা ছিটকিনি আছে। তা আটকে দিচ্ছি। আমরা মাটিতে নেমে গেলে ওর ব্যবস্থা কবব।

না—ফ্রাঙ্কস একটু কর্কশ কণ্ঠে বলল, তুমি ক্রুদের ব্যবস্থা করো। পাহারাদার ছোকবাকে আমি দেখছি।

ফ্রাঙ্কস তুমি বুঝতে পারছ না। যতটা সোজা ভাবছ ততটা সোজা হবে না। ছোকবা একেবাবে মারকুটে।

আঃ! চুপ করো, ফ্রাঙ্কস ধমক দিয়ে উঠল, তুমি কি মনে করো ওর মত একটা চুনোপুঁটিকে শায়েস্তা করতে পারব না?

হ্যারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বেশ। তবে তাই হোক। কিন্তু বলে রাখছি সাবধানে, শেযে তোমাকে শবযাত্রায় যেতে না হয়।

বলেই ও আর দাঁড়াল না। সোজা চলে এল নিজের জায়গায়। হেটি কলিনস প্রত্যেক সীটে পানীয় দিয়ে যাচ্ছে।

হ্যারী এই সুযোগে ফ্রাঙ্কস আর লিউইনকে ইশারা করল। ওরা ঘাড় নাড়ল। হাত দুজনের থাকল পকেটে। অর্থাৎ ওরা তৈরী। হ্যারী খুঁড়িয়ে দ্রুত এগোলো ক্রুদের কেবিনের দিকে।

ফ্রাঙ্কস তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলা যাত্রীগণ—

সেই যুবকটি যার নাম গ্রীন ন্যাশ সেও সব যাত্রীর সঙ্গে তড়িৎগতিতে ঘুরে তাকাল।

ফ্রাঙ্কসের হাতে ঝমকাচ্ছে কোল্ট ৪৫ খানা। মুখে তার স্বর হুঁশিয়ারি খইয়ের মত ফুটছে, এই বিমানে ছিনতাই হতে চলেছে। সাবধান! সাবধান! যে যার জায়গায় লক্ষ্মীটির মত চুপচাপ বসে থাকুন। নড়াচড়া বা হঁসহাঁস করবেন না। চুপচাপ—সব চুপচাপ।

হ্যারী যেন শুনেও শোনেনি এমনভাবে হেলেদুলে ককপিটে উঠে এল। হাতে উদ্যত পিস্তল। চোখে শাণিত রক্তরেখা তবু বুক কাঁপছে।

লাথি মেরে দরজা খুলেই চিৎকার করে উঠল, যে যেখানে আছো সে সেখানেই থাকবে। এখনি বিমান ছিনতাই হবে। রেডিও চালকের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দিল, অ্যাই হাত ওঠাও। চাবি থেকে হাত ওঠাও। রেডিও চালক তো হতভম্ব। শিথিল হাত চাবি থেকে সরে এল। হ্যারী আদেশ করল, তোমরা দুজন কেবিনের ভিতরে চলে যাও। যাও—

ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার অকম্পিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, হেই—পাগল কোথাকার। তোমার মাথা খারাপ। জানো তুমি কি করতে যাচ্ছ? চিৎকার করতে করতে সে একটু কাৎ হয়ে ডাকল, ম্যাক! হেই-ই ম্যাক!

ও-ও! থামো!—দাঁতে দাঁত চেপে হ্যারী হিসহিস করে উঠল, আর ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার সামান্য ওঠার চেষ্টা করতেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে মাথায় ঠুকল। অস্ফুট আর্তনাদ করেই সে গড়িয়ে পড়ল। হ্যারী শাসাল, যাও—তোমরা তিনজন চটপট কেবিনে ঢুকে যাও। নাহলে আমার হাতের পিস্তল গর্জে উঠতে মুহূর্ত সময় নেবে না।

হ্যারীর চোখ মুখের অবস্থা দেখে তিনজনেরই মুখ সাদা। ওরা ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ারের অসাড়

দেহটা ধরাধরি করে টেনে নিয়ে কেবিনের মধ্যে ঢুকে গেল।

ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ারের রক্তাক্ত মুখ দেখে একজন মহিলা যাত্রী আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। লিউইন পিস্তল বাগিয়ে তিনজনকে প্যাসেজে টেনে নিয়ে গেল।

পাইলট ম্যাকক্রিওর তখনও তার সীটে বসে। হ্যারী বিকৃত গলায় আদেশ দিল, ইঞ্জিনকে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রণ অবস্থায় রেখে তুমিও যাত্রী কেবিনে চলে যাও। নাও দেরী করো না—চটপট—চটপট করো—ম্যাকক্রিওর একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, তুমি বিমান চালাতে পারবে?

ও তোমাকে দেখতে হবে না। যা বলছি তাই কর।

কিন্তু এতগুলো যাত্রী—

ওহ! বলছি আমায় উত্তেজিত করো না।

ম্যাকক্রিওর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হ্যারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, এসব যদি ওই হীরের জন্য হয় তাহলে তোমাদেরও সাবধান করে দিচ্ছি—মিথ্যেই এত ঝুঁকি নিচ্ছ। ও তুমি কিছুতেই পাবে না—

শুধুমাত্র নিজের কাজ কর। যা বলা হচ্ছে তাই কব।—হ্যারী খিঁচিয়ে উঠল।

ঠিক তখনই যাত্রী কেবিনে বন্দুকের গুলী ছোঁড়ার শব্দ উঠল। লোহালক্করে ঠোকাঠুকি হয়ে একটা কানফাটানো আওয়াজ হ্যারীকে হতচকিত করে দিল। ম্যাকক্রিওর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সজোরে ঘুরেও দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু তারপর হ্যাবীর মুঠোয় ধরা পিস্তলের বাট মুহূর্তে তীব্র বেগে নেমে এল ম্যাকের মাথা লক্ষ্য কবে।

দুহাতে মাথা চেপে ধবে ম্যাক যন্ত্রণায় লুটিয়ে পডল। হ্যারী এক লাফে ম্যাককে টপকে উঁকি দিল যাত্রী কেবিনে।

তিনজন ক্রু মাথার ওপর হাত তুলে আছে। লিউইন যথারীতি ওদের পাহারা দিচ্ছে। ফ্রাঙ্কস টয়লেটের কাছে, ওর অবস্থা খুব খারাপ। ওর কাঁধ থেকে রক্ত উপচে জামা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ও আর নিজের পায়ের ওপর ভর রাখতে না পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেঝের ওপর উল্টে পড়ল।

হ্যাবীকে দেখে লিউইন চিৎকার করে উঠল, সেই পাহারাদার ছোকরা কাজে লেগে পড়েছে। বলা যায় না ও হয়তো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এদিকে ধাওয়া করবে—

লিউইন এমন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে যে হ্যারীর মনে হোল ভীষণ ভয় পেয়ে ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

যদিও এসময় সব কিছুই ঘটা সম্ভব তবু অভয় দিতে হোল হ্যারীকে। অযথা ভয় পাচ্ছেন লিউইন। ও এদিকে আসবে না। আমি ফ্রাঙ্কসকে আগেই সাবধান করেছিলাম—

ভীত হরিণের মত লিউইন চেঁচাচ্ছে, তুমি এদিকে এসো। ফ্রাঙ্কসের ভীষণ রক্ত পড়ছে। হয়তো মারা পড়বে। ওর কাঁধের কাছটা বেঁধে দিয়ে যাও—

অসম্ভব।—হ্যারীও চিৎকাব কবে উঠল, বিমানে চালক নেই। এখনি নিয়ন্ত্রণ না করলে দুর্ঘটনা ঘটতে বেশি সময় লাগবে না—বলেই হ্যারী ককপিঠে ঢুকে গেল।

পাইলটের আসনে বসে হ্যারী স্বয়ং-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র খুলে দিয়ে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। ও ভীষণ চিন্তিত ও ভীত। হাতুড়ির পিটুনি চলছে বুকের ভেতর।

মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। হ্যারী নিমেষে লক্ষ্যপথ বদল করে সেই অজানা মরুভূমি লক্ষ্য করে বিমান ছোটাল। টিক টিক করে সময় ঘুরছে ঘড়ির কাঁটায়।

বিমান যখন মরুভূমিতে নামবে তখন ওকে আর লিউইনকে ওই পাহারাদারের মোকাবিলা করতে হবে—ভাবতেই মনটা তেতো তেতো হয়ে উঠল। একটা মূর্খ যদু, তখন বার বার করে ফ্রাঙ্কসকে বললাম যে, ওই পাহারাদার ছোকরা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এখন ঠ্যালা সামলাও। ওকে ঘায়েল করে তবে হীরের কাছে পৌঁছনো যাবে।

মিনিট দশেকের ভেতরেই হ্যারী অভীষ্ট লক্ষ্য স্থান পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ও আবার প্লেনের মুখ ঘুরিয়ে দিল। এবার সেই মরুভূমি।

চাঁদের আলোয় যেন দুমড়ানো বিছানার চাদরের মত ছড়িয়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও এক

টুকরো সমতল জায়গা আছে যেখানে ও বিমান নামাবে। সেখানে বর্গের লোক সাম মীকস্ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে, ও বর্গ আর মীকস্ আগের দিন জায়গাটা পরীক্ষা করে গেছে।

হঠাৎ টর্চের ছুঁচলো আলো মাটি ফুঁড়ে আকাশে উঠে এল। হ্যারী নিশ্চিন্ত হল, কেননা ওটা মীকসের ইঙ্গিত, এই রকমই স্থির হয়েছিল। সেই আলো ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে আনল ছোট বিমান।

বিমান মাটি স্পর্শ করে স্থির হতেই হ্যারী পলকে নিজের আসন ছাড়লো। সামনে রাখা পিস্তলটা উঁচিয়ে নিয়ে এক লাফে চলে এল যাত্রী কেবিনে, ওর বুকে এখন ঝড় বইছে। শেষরক্ষা কীভাবে হবে এটাই চিন্তা।

ফ্রাঙ্কস লিউইনের পায়ের কাছে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। কেউ ওর কাঁধের নিচে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। অবশ্য সেই অবস্থাতেই পয়েন্ট ৪৫ কোল্টখানা বাগিয়ে ধরে আছে। লিউইন সদাজাগ্রত প্রহরীর মত সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

যাত্রীরা যে যার সীটে জড় পদার্থের মত কুতকুতে চোখে ওদের কাজকর্ম দেখে যাচ্ছে। কেউ সামান্য নড়ছেও না: হ্যারী এসে দাঁড়াতেই সবাই ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

হ্যারী সময় নষ্ট না করে ককপিটের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। আমরা কারো কোনো ক্ষতি করতে চাই না যদি না কেউ অতিমাত্রার চালাক হয়ে উঠতে চেষ্টা করেন।

আমরা যেমন বলেছি তেমন ব্যবহার করলে সবাই অক্ষত দেহে ফিরে যেতে পারবেন। আমরা একটা মরুভূমিতে নেমেছি। এখান থেকে সবচেয়ে কাছের শহর কম করে একশ মাইল দূরত্বে। কাজেই পালানোর চেষ্টা বৃথা: এখন আ[illegible] তা হচ্ছে আপনারা সবাই বিমান থেকে নেমে অন্ততঃ দুশো গজ দূরে ভদ্রলোকের মত [illegible]বেন। আমাদের কাজ শেষ হলেই রেডিও অপারেটর সাহায্যের জন্য মেসেজ পাঠা[illegible]হায্য আপনারা সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবেন। যতক্ষণ আপনারা প্রত্যেকে আমাদের ক[illegible]য়ী চলবেন ততক্ষণ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।—বলতে বলতে হ্যারী এগিয়ে এল। [illegible] ইঞ্জিনীয়ারের সামনে থেমে বলল, বেরুনোর দরজা খুলে দিন। হ্যাঁ—তাড়াতাড়ি করুন—চটপট—

ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক নিরুপায়। আদেশ মানা ছাড়া কোন পথও নেই। বাইরে বেরুনোর দরজা খুলে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেল কে কার আগে নামবে।

হ্যারী তখন ফ্রাঙ্কসের দিকে এগিয়ে গেছে। সামনে সেই গুদাম ঘর আর সেই টয়লেটের মাঝে সরু পথে ঢুকে যাবার দরজা। হ্যারী থামল।

লিউইন যাত্রীদের দিকে চোখ রেখেই ফ্রাঙ্কসকে বলল, টেড, তুমি বরং নিচে নেমে যাও—

ফ্রাঙ্কস সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে ফোঁস করে উঠল, কক্ষনো না। ওই উল্লুকটাকে না মারা পর্যন্ত এখান থেকে একপাও নড়ছি না।

লিউইন আর কথা বাড়াল না। প্যাসেঞ্জার দরজা লাথি মেরে খুলে দিয়েই দমকা এক গুলি ছুঁড়ে বসল। শিস দেয়ার মত শব্দ তারপরই ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। প্রতিধ্বনি উঠে শব্দ মিলিয়ে গেল। কিন্তু ওপাশ থেকে কোন প্রতিরোধ এল না।

লিউইন শ্বাস চেপে বলল, না—ও ব্যাটা ওখানে নেই।

হ্যারীর বুক কেঁপে উঠল। এর একমাত্র অর্থ পাহারাদার ছোকরা সুযোগ বুঝে গুদামঘরে ঢুকে পড়েছে এবং ওদের কাজ আরো দুঃসাধ্য করে তুলেছে।

হ্যারী একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, ও নিশ্চয়ই গুদামঘরে ঢুকে পড়েছে। তোমরা এখানেই থাকো। আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। গুদামে মাল ঢোকানোর জন্য বাইরেও একটা পথ আছে। তোমরা আমার জন্য দুমিনিট অপেক্ষা করবে। ও নিশ্চয়ই আমায় লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। সেই সুযোগে তোমরা গুদামঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে যাবে।

হ্যারী নির্দেশ দিয়েই লাফিয়ে নিচে নামল। মীকস্ তখন বাইরে যাত্রীদের দিকে নজর রাখছে। হ্যারী ছুটে বিমানের পেছনে এল। একটু চেষ্টা করতেই হুড়কো নামিয়ে গুদামঘরের দরজা

খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য গুলি ছুঁড়ল না। কয়েক সেকেন্ড সময় নিল।

তারপর অস্থির চিত্তে একটু লাফিয়ে উঠে গুদামঘরে উঁকি মারতেই ওর হাত পা বরফ হয়ে গেল। গুদামঘর একেবারে খাঁ খাঁ করছে। কেউ তো নেই ভেতরে! সর্বনাশ। ব্যাটা পালালো কোথায়? বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ বেড়ে চলল। তীরে এসে কি তরী ডুববে?

হ্যারীর মাথা ঘুরে গেছে। হাত এমন কাঁপছে যে পিস্তলটাও বাগিয়ে ধরতে পারছে না। আর ঠিক তখনই ওকে আরো হতচকিত করে দিয়ে পর পর দুবার গগনভেদী শব্দ উঠল, গুড়ুম! গুড়ুম!!

হ্যারী আর একটু হলেই বুঝি মুখ থুবড়ে পড়ত। কোনমতে টাল সামলে বাইরে বেরুনোর দরজার দিকে ছুটল। সেখানে হৃৎপিণ্ডের গতি মৃদু হয়ে যাওয়ার মত দৃশ্য। মীকস্ মাটিতে মুখ থুবড়ে আছে। এই জ্যোৎস্নার আলো আঁধারিতেও ওর পিঠে রক্ত দগদগ করছে।

ব্যাপারটা কী হোল বুঝে ওঠার আগেই বিমানের ভেতর এলোপাথাড়ি গুলি আর ভীষণ ধস্তাধস্তির শব্দ। ভয় পেয়ে হ্যারী বালির ঢিবির আড়ালে মুখ গুঁজে ফেলল।

ভাগ্য ভাল যে এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে যাত্রীরা সব তেড়েফুঁড়ে ওঠেনি। কিন্তু ভেতরে কী হচ্ছে কে জানে! পাহারাদার ছোকরা কী শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কস আর লিউইনকে খতম করে ফেলেছে? দুর্ভাবনা! ভীষণ দুর্ভাবনায় হ্যারীর হাত পা সেঁধিয়ে যাবার জোগাড়।

এমনিভাবে মিনিট এক দুই কাটল। তারপর সব শান্ত। হ্যারী ধীরে ধীরে মুখ তুলল। ধূ ধূ মরুভূমির মধ্যে এক ভয়াবহ দৃশ্য। একটা পেল্লাই পাখীর মত ডানা মেলে থাকা প্লেন। দূরে একদঙ্গল মেয়েপুরুষের ছায়ার আস্তরণ। কাছেই মীকসের মৃতদেহ। হুঁ হুঁ বাতাসে সবকিছুই ভৌতিক। ফ্রাঙ্কসের শ্বাসরুদ্ধ ডাকে লাফিয়ে উঠল হ্যারী।

হ্যারী—হ্যারী—এদিকে এদিকে—ঠিক মত কথা বলতে পারছে না ফ্রাঙ্কস।

হ্যারী অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পিস্তল ধরে বিমানের দিকে ছুটল। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই থমকে গেল। দরজার কাছেই সেই পাহারাদার ছোকরা মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার পাশেই লিউইনের দেহ। শুধু রক্তাক্ত অবস্থায় ফ্রাঙ্কসের গলায় ঘরঘর শব্দ। হ্যারী—তো—তোমায় বলেছি ব্যাটাকে খতম করব। করেছি। ও আমায় বুঝতে পারেনি। সীটের নিচে পড়েছিলাম বলেই হয়তো দেখতে পায়নি। ও লিউইনকে গুলি করে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাইরেও গুলি ছুঁড়েছে। কাকে মারল?

হ্যারী কাঁপা গলায় বলল, মীকস্।

ওহ্! ভগবান! ফ্রাঙ্কস শ্বাস টেনে বলল, ও খুব ভাল ছেলে। যাক—খুনেটাকে শেষ পর্যন্ত খতম করেছি। নাও—তুমি আর দেরী করো না। আ—আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে হ্যারী—

হ্যারী মুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ফ্রাঙ্কসের তাড়া খেয়ে ওর আসল কাজের কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করল, সেই বাক্সটা পাহারাদারের কাছে নেই তো?

না-না—ফ্রাঙ্কস হাপরের মত শ্বাস টেনে বলল, আমি দেখেছি ওর হাতে শুধু ওই টমিগানটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তাহলে নিশ্চয়ই গুদামঘরেই হীরের বাক্স আছে—

যাও যাও—তাড়াতাড়ি কর—

হ্যারী পড়িমড়ি করে ছুটল। ফাঁকা বিমানে গুম গুম শব্দ উঠল। কিছু বিস্ময় যে হ্যারীর জন্য জমা হয়ে আছে মোটেই তা ও টের পায়নি!

ছুটে গুদামঘরে এল। দরজা খোলা। খোলাই থাকবে ভেবেছিল হ্যারী। কিন্তু আর কিছু যে থাকবে না তা তো স্বপ্নেও ভাবেনি। আঁতি পাঁতি পাগলের মত খুঁজে খুঁজে তোলপাড় করল গুদামঘর। কিন্তু হীরের বাক্স কোথায়। তার চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। মাথার চুল উস্কখুস্ক। মুহূর্তে যেন বয়েসটা দশগুণ বেড়ে গেছে।

মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। ছদ্মবেশের সাজ সরঞ্জাম কিছু এলোমেলো হোল। কোন দিকেই হ্যারীর খেয়াল নেই। উন্মাদের মত ফ্রাঙ্কসের কাছে ফিরে এল।

ফ্রাঙ্কস চোখমুখ কুঁচকে যন্ত্রণা সহ্য করছে। হ্যারীকে আসতে দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কী—কী হোল—?

হ্যারীরও বুঝি নাভিশ্বাস উঠেছে। হাঁ করা মুখ বাতাস টেনে বলল, নেই—

কী নেই! নিজের ক্ষতস্থান চেপে ধরে ফ্রাঙ্কস সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল। নেই স্খলিত কণ্ঠে বলল হ্যারী, হীরের বাক্স খুঁজে পেলাম না—

অসম্ভ—ব! ফ্রাঙ্কস চোখ পাকিয়ে বলল, খুঁজে দ্যাখো—খুঁজে দ্যাখো—

ঠিক তখনই বাইরে মোটর গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠল। চমকে উঠে তাকাল হ্যারী। ফ্রাঙ্কস কঁকিয়ে উঠে কী বলল বোঝা গেল না। হ্যারী দিশেহারা হয়ে বিমানের পেছনে ছুটে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিতে ওর চক্ষু ছানাবড়া। মীকসের আনা গাড়িটা তখন চলতে আরম্ভ করেছে। মীকস মৃত। অথচ গাড়ি চলছে! কে চালাচ্ছে?

এক লাফে ফ্রাঙ্কসের কাছে ছুটে এল। ফ্রাঙ্কস ঘন ঘন শ্বাস টানছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই জিগ্যেস করল, কী হোল? কেউ আসছে?

না—হতভম্ব হ্যারী বলল, মীকস নেই। অথচ গাড়িটা চলে গেল।

তোমার মাথার ঠিক নেই!—ফ্রাঙ্কস এত কষ্টেও চিৎকার করে উঠল।

সত্যিই হ্যারীর তখন মাথার ঠিক নেই। কী হচ্ছে, কেমন করে হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না। একবার ফ্রাঙ্কস একবার সেই পাহারাদার ছোকরাকে দেখল। তারপর কী মনে হতেই বিমানের বাইরে ছুটে গেল। ওর অবস্থাও তখন সেই যাত্রীদের মতই।

নিঃসহায় হ্যারীর এখন একমাত্র ভরসা হাতের পিস্তল। পিস্তলই ওকে কিছু সাহস যোগাল। এই পিস্তলের সাহায্যে সবাইকে ভয় দেখিয়ে জানতে হবে যাত্রীদের মধ্যে কে গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। যদি তা জানতে পারে তবে হীরের সন্ধানও পাওয়া যাবে। হ্যারী সহজেই হেটি কলিনসকে খুঁজে পেল। নিষ্ঠুর নিয়তির মত ছুটে গিয়ে ওর বুকের কাছে পিস্তল ধরে চিৎকার করে উঠল, সত্যি করে বল যাত্রীদের মধ্যে কে গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে?

হেটি এখন আর ভয় পাচ্ছে না। বরং ওদের বিমান দস্যুটিই যে ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছে এ ওকে বুঝিয়ে না দিলেও ওর চোখমুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছে।

তবু ভণিতা না করে বলল, এখানে একজন বাদে সব যাত্রীই আছেন। তার নাম গ্রীন ন্যাশ!

গ্রীন ন্যাশ! হ্যারীর কেমন যেন মনে হল এ নিশ্চয়ই ওর পাশে বসা যুবকটি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যই জিগ্যেস করল, আমার সীটের পাশেই যে যুবকটি বসেছিল—সেই কী?

হেটি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ—

ওর পরিচয় কী। কোথায় থাকে?

আমাদের অফিস ছাড়া এখানে আমার পক্ষে সে খবর দেয়া সম্ভব নয়।

হেটি মিথ্যে বলেনি। ওর পক্ষে এখানে বসেই একটি নিখোঁজ যাত্রীর সমস্ত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়: এটা হ্যারীও বুঝল।

কিন্তু ওই যুবকটির কী উদ্দেশ্য তা বুঝে উঠতে পারল না। ও কী করে হীরের বাক্সের খোঁজ পেল? ও যে হীরের বাক্স নিয়ে পালিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না হ্যারীর মনে। গ্রীন ন্যাশ! নামটা বারবার উচ্চারণ করল হ্যারী। আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিজাতীয় জিঘাংসায় ওর চোখ মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। তখনই বর্গের কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ—ও-ই এর উপযুক্ত লোক। ওর সাথে এখনই যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ্যারী প্রথমে বিমানের কাছে ছুটে এল। ফ্রাঙ্কসের কী করা যায়! কিন্তু ওর কিছুই করার নেই। ওকে এখনই দৌড়তে হবে। একটা আহত লোককে বয়ে নিয়ে যাওয়া তো অকল্পনীয় ব্যাপার। ফ্রাঙ্কসের চিন্তা ছেড়ে হ্যারী সেই গভীর রাতে ধূ ধূ মরুভূমির বুক চিরে দৌড়তে আরম্ভ করল।

।। চার ।।

গ্রীন ন্যাশ স্ক্রাইর্যাঙ্ক থেকে যে গাড়িতে পালিয়েছিল, সে গাড়ি মাঝরাস্তায় ফেলে দিয়ে সে এখন অন্ধকারে এক বুনো সড়কে দাঁড়িয়ে। জীবনে অনেক ঘটনার ওপরই নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন ঘটে গেছে আজ রাতে এবং এ ঘটনা ওর জীবন-স্রোত অন্য খাতে বইয়ে দিতে

যথেষ্ট।

ন্যাশকে একটু সাবধান হতেই হোল। ইতিমধ্যেই গুটিকতক চিন্তা ওকে শুধু যে চঞ্চলই করেছে তা নয়, কিছু নিখুঁত সিদ্ধান্তও ওকে খুব তড়িঘড়ি নিতে হয়েছে।

প্রথমতঃ, ওর কিছুতেই আর্ল ডেস্টারের আস্তানায় ফিরে যাওয়া চলবে না। কারণ বিমানদস্যুর দল খুব সহজেই ওর সন্ধান পেয়ে যাবে। এবং যথারীতি সেখানে হানা দেবে।

দ্বিতীয়তঃ, হেলেন ডেস্টারের প্রতি এখনও যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। তাই আর্ল ডেস্টারের দুটো চিঠি যা ও জায়গামত পৌঁছে দিতে পারেনি যদিও তাতে ওর হাত সামান্যই, কিন্তু একদিক দিয়ে এ ভালই হয়েছে। অন্ততঃ হেলেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে কিছু তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি দিয়েছে। এজন্য ও তার কাছে ঋণী।

এখন যদি আর্ল ডেস্টার আত্মহত্যাও করে তবে ইন্সিওরের নির্দেশ না পৌঁছনোর জন্য সেই পূর্ব শর্তই থেকে যাচ্ছে। এবং হেলেন সেই পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার পেয়ে যাবে। নির্বিঘ্ন ও সুখের হবে হেলেনের ভবিষ্যত জীবন। তাই হোক।

যে হীরের বাক্স ও কব্জা করেছে তা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে ওর জীবনও মন্দাক্রান্তাছন্দে অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে তিরতির করে এগিয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ, ও চোরের ওপর যথেষ্ট দক্ষতার সাথে বাটপাড়ি করতে পেরেছে। সেই পাহারাদার ছোকরার হাতেই সুদৃশ্য বাক্সটা ছিল যা দস্যুদলের কারোর নজরে পড়েনি। যখন গুলিগালাজ চলছিল তখন সুযোগ বুঝে ওটা হাতাতে ওর সামান্যতম বেগ পেতে হয়নি। গ্রীন ন্যাশ এটাকে কোন অপরাধ বলে মনে করছে না। যদিও ও কখনই পুলিশের কাছে যাবে না তাতে জবাবদিহির আশঙ্কা থাকছে।

তাছাড়া সব শুনে ওকেও যে রেহাই দেবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ পুলিশ মানেই একটা গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া।

অস্বাভাবিক যন্ত্রণার কারণ। তাই ও ঠিক করেছে দিন কতক লুকিয়ে থেকে তারপর সোজা চলে যাবে এর আসল মালিক জাপানী ভদ্রলোক তাকামোরির কাছে। এ খবরটা ও সেদিনেই সান্ধ্য দৈনিকেই পেয়েছে।

লি তাকামোরি একজন প্রভূত বিত্তবান ব্যক্তি। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর তিনি এই তিন মিলিয়ন ডলার মূল্যের হীরে শেষ পর্যন্ত জাপানে পাঠানোর অনুমতি পেয়েছেন। কাজেই তাকামোরিই হচ্ছে একমাত্র লোক যার সঙ্গে দেখা করে ও এই হীরে ফেরৎ দিয়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারবে। তার পরিমাণ কত হবে তাও ন্যাশ মনে মনে স্থির করে রেখেছে। খুব বেশি দাবী করবে না। মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার হলেই ওর চলে যাবে। তিন মিলিয়ন ডলারের হীরে ফেরত পেয়ে যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে রাজি হবে এ বিষয়ে ন্যাশের কোন সন্দেহ নেই।

এখন যা করতে হবে তাহল কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা। কোথায় যাবে তাও ও ভেবে নিয়েছে। আপাততঃ প্যারাডাইস সিটি। ওকে কেউই সন্দেহ করবে না। ও এ বিষয়েও নিশ্চিত। যদিও এখনও ওকে পুলিশী তৎপরতার সম্মুখীন হতে হয়নি তবে অচিরেই যে ওরা সেই খুঁড়িয়ে চলা জঘন্য চেহারার যুবকটিরই খোঁজ করবে তাতেও কোন দ্বিধা না দ্বন্দ নেই ওর মনে।

তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই ও হাতের বড় অ্যাটাচী কেসে হীরের বাক্স ভরে নিশ্চিন্ত হয়েই একটা লিফট্ পাবার আশায় এই নির্জন পথে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। পর পর কয়েকটা ট্রাক চলে গেল। এখনও কেউ ওর জন্য থামেনি। যতবারই উদগ্র আশায় পথের ওপর এসে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে ততবারই দুরন্ত বেগবান ট্রাকের ড্রাইভার গতি আরো বাড়িয়ে হুঁ হুঁ করে বেরিয়ে গেছে।

ঠিক এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা শুধু অচিন্ত্যনীয় নয়, অস্বাভাবিকও বটে—

মাথার ওপর চাঁদ ঝলমল করছে। মেঘমুক্ত আকাশ হলেও একটু গুমোট ভাব ছড়িয়ে আছে। পিচ বাঁধানো রাস্তা চাঁদের আলোয় পাতলা অ্যালুমিনিয়াম পাতের মত জ্বল জ্বল করছে।

পথের দুপাশে সুউচ্চ বৃক্ষরাশি কালো দেয়াল হয়ে জেগে আছে। এই নির্জনতায় গা ছমছম করলেও ন্যাশের বেশ ভালই লাগছিল এজন্য যে, এখানে সহসা কেউ ওকে চিনতে পারবে না। বেশ অনেকক্ষণ কোন গাড়িটাড়ির দেখা নেই। গ্রীন প্রায় হতাশ হয়েই পড়ছিল। এমন সময়

প্যারাডাইস সিটির উল্টোদিকে প্রথমে ছুঁচালো আলো তারপর সেই আলো ক্রমশ অন্ধকার চিরে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। অ্যাটাচী কেস নিয়ে ঘাস জমি থেকে সদর সড়কে উঠে এসে দাঁড়াল ও।

গাড়ি হুঁ হুঁ করে আসছে! গ্রীন উদগ্র আগ্রহে ঘনঘন হাত নাড়তে লাগল। বোধহয় গাড়ি এবারও থামবে না। চলে যাবে পাগলা ঘোড়ার মত। দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ওকে লাফিয়ে সরে যেতে হবে। সবদিকেই প্রস্তুত থেকে গ্রীন হাত নাড়ছিল। কিন্তু—

ওকে অবাক করে দিয়ে গাড়ির গতি কমতে লাগল। তবু দুঃশ্চিন্তা ছিল। বোধহয় সামনে মানুষ দেখে গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। তারপর আর সব গাড়ির মতোই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হোল। গ্রীন বুঝল গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষছে। একসময় দুম করে গাড়ি একেবারে ওর পাশে এসে থেমে গেল। চাপা খুশীতে ডগমগ ন্যাশ।

গাড়ি থামতেই ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, আপনি কী প্যারাডাইস সিটি যাচ্ছেন? অনুগ্রহ করে আমাকে একটা লিফট্ দেবেন? বড় বিপদে পড়েছি।

বলতে বলতেই এগোলো। একেবারে ড্রাইভারের কাছাকাছি এসে থামল। আর গাড়ির ড্যাশবোর্ডের আলো আঁধারিতে ড্রাইভারকে দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়ে দুপা পিছিয়ে এল।

পুরুষ নয়, এক মহিলা গাড়ি চালাচ্ছে। তার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তার চোখে ঘষা কাঁচের হলুদ চশমা। যাতে শুধু ওর মুখের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে পারে। চশমা পরিহিতা নারীর চোখ দেখা যাবে না। মাথার চুল সাদা স্কার্ফে বিন্যস্ত করে বাঁধা। স্কার্ফের প্রান্তভাগ তার গলাবদ্ধ শার্টের সাথে জড়ানো।

চোখ দেখতে না পেলেও ন্যাশ বুঝতে পারল যে মহিলা ড্রাইভার ওকে খুঁটিয়ে দেখছে।

একটু অস্বাভাবিক রূঢ় গলায় সে প্রশ্ন করল, তুমি গাড়ি চালাতে পারো?

হঠাৎ প্রশ্নে থতমত খেয়ে ন্যাশ বলল, বোধহয় পারি।

মেয়েটি নিশ্চিন্ত হয়ে উদাস কণ্ঠে বলল, যদি গাড়ি চালাতে পারো তবে একটা লিফট্ নিশ্চয়ই পাবে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। সে দুহাত মাথার ওপর তুলে একটা হাই তুলল।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। একটি মেয়ে একাকী গাড়ি চালাচ্ছে। তাবপর চেনা জানা নেই এমন একজনের হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে।

গ্রীন হাতঘড়ি দেখল, রাত একটা। ভাবল—হতেও পারে। হয়তো এত রাত পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক—ওর একটা লিফট্ প্রয়োজন। নাহলে এখানে সারা রাত পচতে হবে। তাছাড়া দেরী হলে ধরা পড়ার ভয়ও তো আছে।

মেয়েটি শরীরের আড়মোড়া ভেঙে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। এবার ন্যাশ তার চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারল।

বয়স তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না। মুখটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও এ যে অপূর্ব সুন্দরী সে বিষয়ে ওর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তার ওপর পোশাক আশাকে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরণী অথবা কন্যা নিশ্চয়ই।

মেয়েটি আরেকটি হাই তুলে বলল, গত আঠারো ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে গাড়ি চালাচ্ছি। ওহ! আর পারছি না। একটু ঘুমিয়ে নিতে না পারলে হয়তো কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ব। পেছনে যে ঢাকা গাড়িটা দেখছ, টেনে নিয়ে যাচ্ছি, ওটা আমায় প্যারাডাইস সিটিতে ডেলিভারি দিতে হবে।

এবার ন্যাশ পুরো গাড়িটা দেখল। সাধারণ মাস্টাভ গাড়ি। পেছনে চারদিকে ঢাকা বাক্সের মত বড়সড় একটা চার চাকার ট্রলি। ক্যাডিলাকের সাথে আটকানো। ন্যাশের কাছে এ সবকিছুই কেমন বিসদৃশ্য ঠেকল। একাকী একটি মেয়ে। সঙ্গে ওই গাড়ি। ব্যাপার কি?

ও জিজ্ঞাসা করল, তুমি এইসব ব্যবসা করো নাকি?

না না, মেয়েটি তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, ওসব কিছু নয়। বুদ্ধু হলে যা হয় আর কী। বাড়ি ফিরছি আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু গাড়িটা জুড়ে দিল। ছেড়ে দাও ওসব! আমি পেছনে যাচ্ছি, তুমি গাড়ি চালাও আমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব। প্যারাডাইস সিটিতে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমাকে জাগিও না। হ্যাঁ—ভাল কথা। তুমি রাস্তা চেনো তো?

ন্যাশ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, চিনি।

বেশ। তবে আর কোন ঝামেলা না করে চালিয়ে যাও। আমি পেছনের গাড়িতে থাকছি—বলেই মেয়েটি আর দাঁড়াল না। একটু পরেই পেছনের গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হোল। এবং তারপর দরজা আটকানোর আওয়াজও শুনতে পেল ও।

ন্যাশ চালকের আসনে এসে বসল। তারপর ইগনিশন-কী ঘুরিয়ে গ্যাস প্যাডালে চাপ দিয়ে এক মুহূর্তে স্পীডোমিটারের কাঁটা পঞ্চাশের কোঠায় তুলে দিল।

ফাঁকা রাস্তা। ন্যাশকে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল না। মাস্টাঙ হাওয়া কেটে নৌকোর মত তির তির করে ভেসে চলেছে।

কিন্তু ন্যাশের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। একটা অপরাধ তো ঘাড়ের ওপর জগদ্দল বোঝা হয়ে চেপে আছে।

তারপর নতুন এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে না তো? ঘুরে ফিরেই মনে পড়ছে মেয়েটির অদ্ভুত আচরণের কথা। এতকাল যুদ্ধে কাটিয়েছে। ভিয়েতনামের গভীর অরণ্য প্রদেশে যেসব বীভৎস ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে তার তুলনায় এ নিতান্তই নগণ্য ব্যাপার।

আসলে যুদ্ধে গেলেও ও যুদ্ধবান নয়। ওর মধ্যে বাসা বেঁধে আছে একটি কোমল হৃদয় বালক। ও এখন সুস্থ নাগরিক জীবন চায়। কোন অযথা ঝামেলায় ও মোটেই জড়িয়ে পড়তে চায় না। কিন্তু সবকিছুই ঘটছে বিধাতা পুরুষের এক অদ্ভুত খেয়ালে। ক্রমশ যেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

হেলেন ডেস্টারের মধ্যে ও একটি প্রকৃত নারীসত্ত্বা আবিষ্কার করেছিল। ঠিকমতো চালাতে পারলে ওকে নিয়ে একটা সংসার পাতা যেত।

আর্ল ডেস্টারের মতো পুরুষ নয়, ন্যাশের মত স্নেহপরায়ণ অথচ কর্তব্যে অবিচল একজন বলিষ্ঠ পুরুষেরই হেলেনের প্রয়োজন।

আর কী হেলেনের কাছে ফিরে যেতে পারবে! আর কী দেখতে পারে ওর সেই লালসা মদির ভ্রূকুঞ্চন? হেলেনও কী আর ওর আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকবে? মোট কথা ন্যাশ কোন পুলিশী ঝামেলায় যেতে রাজি নয়। তবে অর্থের প্রতি ওর একটা প্রলোভন আছে। লোভ ছিল আর্ল ডেস্টারের পৌনে তিন মিলিয়ন ডলার ইন্সিওরেন্সের ওপর, কিন্তু তা পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হোত।

পড়ে যাওয়া অর্থের মত হঠাৎই পেয়ে গেল এক বাক্স হীরে। যার মূল্য তিন মিলিয়ন ডলার আর তা থেকে সামান্য পঞ্চাশ হাজার ডলার উপার্জন করা এখন কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়।

ও নিশ্চয়ই এই অর্থ নিয়ে সৎজীবন শুরু করতে পারে। হয়তো হেলেনকেও ফিরে পেতে পারে। ভাবতে ভাবতেই ন্যাশ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। স্থির করল—হ্যাঁ—সেই পথ। সে পথেই ওকে এগোতে হবে।

ন্যাশ বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সেই সময়েই হঠাৎ পেছন থেকে টিনের বাক্সে অনবরত কিল চড় ঘুষি চালালে যে গুম গুম শব্দ ওঠে ঠিক সেই রকমই গুম গুম শব্দ ওর কানে এসে বাজল। ন্যাশ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল। গ্যাস পেডাল থেকে অজান্তেই পা কিছুটা উঠে এল। গাড়ির গতি নিমেষে কমে এল। ইঞ্জিনের শব্দে কিছু ভাঁটা পড়ল। এবং মেয়েলি কণ্ঠে তারস্বর চিৎকার কানে এসে বাজল, থামো—থামো—

কিছুটা থমকে গেলেও ন্যাশের বুঝতে অসুবিধে হোল না। এ সেই মেয়ে যে শোবার জন্য পেছনের ট্রলি গাড়িতে উঠে বসেছিল। তখনই গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল ন্যাশ। ছুটে গেল পেছনে।

গাড়ি থামার সাথে সাথেই ট্রলির দরজা খুলে গেল। আর রহস্যময়ী সেই নারী এক লাফে বাইরে এসে ন্যাশের একটা হাত শক্ত করে ধরে হিস্টেরিক রুগীর মত হি হি করে কাঁপতে লাগল। এবার ওর সেই মাথায় জড়ানো স্কার্ফ নেই। সেই হলুদ চশমাও নেই। রেশম কালো চুল ঘাড় অবধি এলিয়ে পড়েছে। বিস্ফারিত দুটি আয়ত সুন্দর চোখ। হঠাৎ আতঙ্কে মানুষের চেহারা যেমন

হয় ঠিক তেমনি। দেখে ন্যাশ শুধু বিস্মিতই হোল না একটু যেন ঘাবড়ে গেল। ব্যাপার কী! প্রশ্ন করল না তবু ওর চোখের কোণে সেই প্রশ্নই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

মেয়েটির মুখে তখনও কোন কথা নেই। হাত তুলে ইশারায় ট্রলির দিকে কী দেখাতে চাইল। তখন ন্যাশের বুকের ভেতরেও ঝোড়ো হাওয়ার কাঁপন। বিমূঢ় চোখে মেয়েটির হাতের ইশারা লক্ষ্য করে তাকাল।

চাঁদের আলোয় চুঁইয়ে চুঁইয়ে ট্রলির পাদানির কাছে যে কালচে বস্তুটি জমাট বেঁধেছে। তা যে রক্ত এ ন্যাশের মত যুদ্ধফেরৎ মানুষকে বলে দিতে হোল না। কিন্তু রক্ত? ব্যাপার কী? বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল।

তখন আঁতিপাতি মেয়েটির শরীর দেখল। নাঃ, সেখানে তো কোথাও কোন রক্তের একটুও চিহ্নমাত্র নেই। তবে?

নির্জন পথ। ছাই ছাই অন্ধকার। গাছের পাতায় শোঁ শোঁ শব্দ। অকারণে শরীরে কাঁটা দেয়। শুধুমাত্র গোটা দুই ট্রাক যা ঝড়ের মত উড়ে গেছে। তাছাড়া কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

ন্যাশ বিস্মিত হয়ে এবার প্রশ্ন করল, কী হয়েছে? অমন করছ কেন?

মেয়েটি এবার একটু ধাতস্থ হয়েছে। যেন ন্যাশের কণ্ঠস্বরই ওকে সাহস যোগাল এমন গলায় বলল, ভে-ভেতরে একজন—ম-মনে হচ্ছে—মৃত।

অ্যাঁ! ন্যাশ চমকে উঠল, কী বলছ তুমি? মেয়েটি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

ন্যাশের কাছে মৃত্যু কোন নতুন ব্যাপার নয়। যুদ্ধে হামেশা মৃতদেহ পাশে নিয়ে রাত জেগেছে। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কখনও মৃতদেহ এত কাছাকাছি এসেছে বলে মনে পড়ে না।

রহস্যময়ী মেয়ে তারপর সঙ্গী একজন মানুষ। সেও মৃত। ন্যাশ কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে ট্রলির দিকে পা বাড়াল।

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে চাদর ঢাকা একটা মানুষ। ভেতরে পা দিয়ে একটানে চাদর সরিয়ে ফেলল। স্বচ্ছ আলো স্পষ্ট হয়ে উঠল মানুষটা।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। যদিও একমাথা বাদামী চুল। ছুঁচালো রোদে সেঁকা মুখ। এখন বিবর্ণ, পাখির ঠোঁটের মত নাক। বরফ সাদা চোখের পাতা খোলা। মৃত্যুর মধ্যেও দুচোখের কোণে ছড়িয়ে আছে আতঙ্ক।

ডান গালের ওপর সামান্য ক্ষত। রক্ত জমে আছে। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে দু-পাটি দাঁত যেন ভেংচি কাটছে। বোধহয় মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ার জন্যেই দাঁত লাল।

প্রথম দেখে মনে হয়েছিল বুঝি এইমাত্র লোকটির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা বলল, না—তা নয় ভদ্রলোক অন্ততঃ তিরিশ কি চল্লিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে।

ছুঁয়ে না দেখলেও দুটো হাত যেভাবে বেঁকে আছে তাতেই মৃত্যুর সময় কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল ও। যদি এই মেয়েটি মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ও তাহলে এইমাত্র যে ওকে হত্যা করেনি তা স্পষ্ট। কিন্তু সব আশঙ্কা সঙ্গে সঙ্গেই উবে গিয়ে একটা চাপা ক্রোধ শিরশির করে মেরুদণ্ড বেয়ে মাথায় চড়ল।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল, এসবের মানে কি?

জলে ভেজা কাকের মত চিচি করে মেয়েটি বলল, বিশ্বাস করো আমি এসবের কিছুই জানি না—আমি—

চুপ করো। ধমকে উঠল ন্যাশ, যথেষ্ট পাকামো হয়েছে। একটা ট্রলি টেনে নিয়ে একা মেয়ে পথে বেরিয়েছো—আর ভেতরে কি আছে জানো না?

সত্যি—সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না, বুঝি সে কেঁদে ফেলল, কিচ্ছু জানি না,—বলতে বলতেই মুখ ঢেকে ফেলল দুহাতে। এবং কান্নার গমক সারা শরীরে ঢেউ তুলল।

ন্যাশের চোখ মুখ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। ও নিজেই একটা বড় সমস্যার মধ্যে রয়েছে তার ওপর এ নতুন ঝামেলা! ঝামেলা থেকে বিপদ বাড়তে কতক্ষণ।

ও চট করে স্থির করে নিল—হ্যাঁ—পালাতে হবে। মেয়েটি ওর কেউ নয়। যদিও ওকে একটা

লিফট দিতে চেয়েছিল। না—তবুও নয়।

এখানে কোন অনুকম্পা দেখানো মানেই গভীর এক ফাঁদে জড়িয়ে পড়া। কিন্তু যাবে মনে করলেই কি যাওয়া যায়। তখনই নতুন এক ঝামেলা ভুঁইফোড়ের মত উদয় হোল।

ভেবেছিল বুঝি কোন ট্রাক আসছে। ওরা অতটা চিন্তা করেনি। অথবা বলা যায় নিজেদের যন্ত্রণায় নিজেরাই বিপন্ন ছিল।

দুরন্ত গতির গাড়ির স্পীড কমে যেতেই দুজনেই একসাথে সেদিকে তাকাল। এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুড়মুড় করে সেই গাড়ি এসে পড়ল।

এবার ন্যাশ চমকে উঠল এ যে পুলিশের গাড়ি! সর্বনাশ! একটা মৃতদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখলে তো কোন কৈফিয়ৎ শুনবে না। ন্যাশের হাত পা শিথিল হয়ে এল।

কিন্তু মেয়েটি ওকে অবাক করে দিয়ে চটপট তটস্থ হোল। এরই মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি নিজের চেহারা সভ্যভব্য করে নিল। এক ঝটকায় ট্রলির ডালা বন্ধ করে দিল। দিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনি মুখ করে দাঁড়াল। ন্যাশ তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করছে। ভাবছে—এখনই যে ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্ন ছুটে আসবে তার কী উত্তর দেবে?

গাড়িতে বেশ জোয়ান তাগড়া দুজন পুলিশ অফিসার। ওদের দেখেই গাড়ির গতি কমিয়ে এনে একেবারে ওদের ঘাড়ের ওপরই থেমে পড়ল।

একটা শব্দ কবে দরজা খুলে দুমদাম নেমে পড়ল। দুজনের হাতই কোমরে জড়ানো হলস্টারে। দুজনের মধ্যে যে একটু বয়স্ক সে বাজখাঁই গলায় হাঁকড়াল, এই শেষ রাতে দুজনে এখানে কি করছ?

মেয়েটি কপাল থেকে এলোচুল সরিয়ে ঠোঁটে হেসে একটু বিলোল কটাক্ষ হেনে বলল, ওহ্! কি যে ভীষণ বিপদে পড়েছি না। ভাগ্যিস আপনারা এসে গেলেন। ন্যাশের দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে মিষ্টি হেসে পুলিশ অফিসারকে বলল, আমার স্বামীটি দেখতে জোয়ান মর্দ হলে কি হবে—ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে। প্যারাডাইস সিটির কাছাকাছি এসে আমার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে—কি না এখনই আবার ইয়েলো একারস-এ ফিরে যেতে হবে। ও নাকি ডলারের পার্সটাই আমাদের খামারবাড়িতে ফেলে এসেছে।

তারপরই নাকি সুরে অনুনয় জানাল, উম-ম—প্লীজ—ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না যে, এই নির্জন রাস্তায় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই—বলেই একটা ভীষণ হাই তুলে দুটো হাত এমনভাবে উঁচিয়ে দিল যে উন্নত স্তনযুগল জলভর্তি বেলুনের মত দুলে দুলে উঠল।

ন্যাশের তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা, গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু নারীর ছলনা যে কত মোহজাল ছড়াতে পারে তা দেখেও কম বিস্মিত হোল না।

বুড়ো পুলিশ অফিসারের চোখেও ভেল্কি লেগেছে। ন্যাশকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখে বলে উঠল, এই যে মিস্টার—আপনাকে খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে—ব্যাপার কি?

ন্যাশ শুধু কাঁচুমাচু মুখ করল। শুকনো গলা দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না।

মেয়েটি অবলীলায় বলে উঠল, ও এইরকমই, খুব ভীতু। তারপর—মানে—পুলিশ দেখেছে তো—

নাম কি? ভবি ভোলার নয়। পুলিশের হাঁকড়ানো কণ্ঠস্বর।

মেয়েটি খুবই চটপটে। পটাপট উত্তর দিল, আমরা মিচেল। মানে ও হ্যারী আমি নিনা—

হুঁ—পুলিশের গুরুগম্ভীর জিজ্ঞাসা, এই ট্রলিতে কি আছে?

ট্রলিতে, নিনা নামক মেয়েটির উত্তর সঙ্গে সঙ্গে, দুধের ক্যান দেখবেন?

আপনারা প্যারাডাইস সিটিতে দুধ সাপ্লাই করেন?

মিষ্টি হেসে নিনা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ—

বয়স্ক পুলিশ অফিসার অন্য অফিসারের দিকে তাকাল। দুজনের ইশারায় কি কথা হোল। তারপর বয়স্ক অফিসারটি ওদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আপনাদের অবিশ্বাস করার মত এখনও কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক—এই নির্জন পথে অযথা সময় নষ্ট করবেন না। এর মধ্যেই ঘটনা ঘটে গেছে। একটা বিমান ছিনতাই হয়েছে। প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারের এক

বাক্স হীরে চুরি গেছে। বিমান দস্যুদের খোঁজার জন্য চারদিকে তোলপাড় হচ্ছে—

চোখে মুখে অকৃত্রিম আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলে নিনা আর্তনাদ করে উঠল, কি সর্বনাশ! বিমান ছিনতাই! হীরে চুরি! ঠিক আছে—ঠিক আছে অফিসার, কিছু খবর পেলে আমরাও আপনাদের জানাব। তারপরেই ন্যাশকে একরকম ঠেলে দিল, আর ঢঙ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। চল—চল শিগগির চলে যাই—ওরে বাপস! বিমান ছিনতাই!

ঝানু পুলিশ অফিসার কটমট চোখে ওদের দেখে, বিশেষ এক দৃষ্টিতে অবশ্য ন্যাশকে দেখে। নিনা নামের মেয়েটার চটপট উত্তর শুনেও যে খুব সন্তুষ্ট মনে হয় না। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন না করে সোজা গাড়িতে উঠে পড়ে কনিষ্ঠকে আদেশ দিল, চালাও গাড়ি—

নিনার তাড়া খেয়ে ন্যাশও গাড়িতে উঠে বসল। ওর ভেতরে ভীষণ রকম তোলপাড় হচ্ছে। হীরে চুরির খবর ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য না পড়লেই আশ্চর্যের হোত।

হীরের সমস্যা তো আছেই তার ওপর নতুন সমস্যা এই মেয়েটি এবং সঙ্গে মৃতদেহ। পুলিশ তো দেখেই গেল। এবার এই মৃতদেহ নিয়েও নিশ্চয়ই হৈচৈ শুরু হবে। পালানোর রাস্তা ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

নিনা পাশে এসে বসল, কি হোল—চালাও তাড়াতাড়ি—

ন্যাশের মেজাজ চড়া রোদের মতই চড়ছিল। একেই নিজের জ্বালায় মরছে, তার ওপর কোত্থেকে এসে জুটল এই অঘটন—ঘটন পটিয়সী।

তিরিক্ষি কণ্ঠে বলল, কোথায়—কোথায় চালিয়ে নিয়ে যাব গাড়ি? আমাকে আগে এটা জানতে হবে যে তোমার আর সঙ্গের লোকটির পরিচয় কি? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে?

মেয়েটি একটুও রাগ করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, জানি—সবই আমায় বলতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

ন্যাশ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।—ভ্রূ কুঁচকে বলল, নিরাপদ আশ্রয়, তার মানে—

ন্যাশের কথা যেন ওর কানেই ঢোকেনি, কিছুটা আপনমনেই বলল সে, একটা নিরাপদ আশ্রয় আমায় খুঁজে পেতেই হবে। তা সে যেমনভাবেই হোক। পথ চলতি কোন সাহায্যও আমার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত তোমায় পেয়ে গেলাম। যদিও তোমার পরিচয় আমি এখনও জানি না। তবু তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমিও আমার মতই অসহায়—একটু থেমে যেন কথা গুছিয়ে নিয়ে বলল, আমি হলিউডে সিনেমায় ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করতাম। সে ছিল পর্দায়। কিন্তু ভাবিনি যে সংসার রঙ্গমঞ্চেও কখনও আমায় অভিনয় করতে হবে। একদিন আমি অপহৃত হলাম। না—বাধা দিও না। আমাকে ছোট্ট করে বলতে দাও।

নাহলে বুঝেছি তুমি আমায় কোন সাহায্যই করবে না। অথচ আমার যে সাহায্য চাই, সংসারে আমার কেউ নেই। কারো সহৃদয় ব্যবহারের জন্য আমি খুবই লালায়িত। কিন্তু আমার জীবনে আজও তেমন কোন পুরুষ আসেনি। সবাই ভোগ করতে চায়, ত্যাগ করতে চায় না। থাক—সেকথা।

আমাকে যারা একদিন জোর করে ধরে নিয়ে এল তাদের পরিচয় আমি নিতে না পারলেও এটা বুঝেছি যে ওরা খুব সাংঘাতিক লোক।

প্রথমে অর্থের লোভ দেখাল, পরে জীবনের ক্ষতির ভয়। কাজটি ছোট্ট হলেও নারীত্বের অপমান। এই যে লোকটি পেছনের ট্রলিতে রয়েছে ওর নাম বল্‌ডি রিকার্ড। একটা নারী লোলুপ জঘন্য কীট। অন্ধকার জগতের মানুষ। আমার কাজ হোল একে আমার দেহের লোভ দেখিয়েই হোক বা অন্য যে-কোন ভাবেই হোক একটি গুপ্ত ভাণ্ডারের হদিশ বার করতে হবে।

কি সে গুপ্তভাণ্ডার তাও আমি জানি না। তবে আকার ইঙ্গিতে বুঝেছি তা প্রভূত ডলারের সম্পত্তি।

ওরা ইচ্ছে করলে এ লোকটিকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তাহলে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না তাই নারীদেহের বেসাতি করতে হলো। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে আমি শেষপর্যন্ত নিজের কিছু সর্বনাশও করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তখন শুরু হলো অত্যাচার। নির্মম নৃশংস অত্যাচার।

তুমি দেখবে ওর পায়ের নিচে আগুনে পোড়া দগদগে ঘায়ের চিহ্ন রয়েছে। তবু আশ্চর্য!

লোকটি মচকালো না। শেষ পর্যন্ত হার্টফেল করে এক সময় মারা গেল।

তখন ওদের চিন্তা হলো কি করে লাশ পাচার করা যায়। তোমায় সত্যি বলছি আমি জানতামই না যে, এই ট্রলি করে আমাকেই সেই মৃতদেহ বইতে হচ্ছে। সত্যি বলছি—তুমি বিশ্বাস করো—বিশ্বাস করো—রুদ্ধবাক মেয়েটি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

ড্যাশবোর্ডের আলোছায়ায় রূপসী নারীর ছায়া। মৃদুমন্দ বাতাসে তার দেহের সৌরভ। সেই আদম ইভের যুগ থেকে চলছে নারীর আকুতি। অগ্নিমূর্তি হলে পৃথিবী পুড়ে ছাই। জল সিঞ্চিত চোখ রসাতলে ধরা। গ্রীন ন্যাশ একটু আগেই নির্মম হতে চাইছিল। এখন সেই পাষাণ হৃদয়ে সামান্য চিড় ধরল।

দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল, তা তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়?

আমি কি একা যাচ্ছিলাম? অভিমান স্ফুরিত কণ্ঠ মেয়েটির, ওদের দুজন লোকও তো সঙ্গে ছিল। মাঝপথে ওরা নেমে বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে প্যারাডাইস সিটি যাও। আমরা পথে কিছু কাজ সেরেই আসছি। আমি ওদের বাধা দিইনি কারণ তখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছি, বুঝি ঈশ্বর আমায় পালানোর একটা সুযোগ করে দিলেন। তারপর হঠাৎই তুমি গাড়ি থামিয়ে লিফট্ চাইলে—ন্যাশ স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে কিছুক্ষণ নিথর পাথরের মত বসে ভাবল। মেয়েটিকে বিশ্বাসও করা যায় না আবার অবিশ্বাস করার মতও কোন অন্ধিসন্ধিও খুঁজে পাচ্ছে না। তাছাড়া অন্য চিন্তাও করল। ওর সামনে যে সমূহ বিপদ রয়েছে সঙ্গে একটি মেয়ে থাকলে হয়তো অন্য কোন ভাবে একে কাজে লাগানো যেতে পারে।

কি ভাবছো? আমায় এই বিপদে ফেলে যাবে?

উঁ—না! ন্যাশ চিন্তিতভাবেই বলল, এখনও ভেবে উঠতে পারিনি ঠিক কি করা উচিত। তবে আপাতত তোমায় আমি ছেড়ে যাচ্ছি না—

খুশী হয়ে উঠল মেয়েটি। ঝর্ণার মত কলকল স্বরে বলে উঠল, উফ্! বাঁচালে! তারপরই ন্যাশের অন্তরঙ্গ হয়ে বলল, জানো—আর মাইলখানেক গেলে বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে একটা পথ আছে। সে পথ সোজা চলে গেছে নির্জন এক পাহাড়ের কোলে। যদি সেখানে যাওয়া যায় হয়তো আমরা আরো একটু ভাবার সময় পাবো। শুধু পুলিশের উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়া নয়। ওদের দলের লোকও এসে পড়তে পারে। ওরা আমায় দেখতে পেলে হয়তো জোর করেই ধরে নিয়ে যাবে।

কেন? ন্যাশ এবার বিরক্ত হলো, তোমাকে দিয়ে ওদের কাজ তো শেষ।

কি জানি, অসহায় কণ্ঠে সে বলল, এখনও তো বুঝতে পারছি না—

ন্যাশ কোন কথা বলল না। ভাবল, মেয়েটি খারাপ কিছু বলেনি। ওরও একটা নির্জন আস্তানা দরকার। ওকেও অনেক কিছু ভাবতে হবে। কোন হোটেলে-টোটেলে তা সম্ভব হবে না। সোজা হয়ে বসে বলল, বেশ, তাই চল—

ন্যাশ গাড়ি স্টার্ট দিল। মেয়েটি পথ দেখিয়ে চলল। ন্যাশ একটু অবাকও হচ্ছিল। যে মেয়ে হলিউডে থাকে সে এখানকার পথঘাট চেনে কি করে? সে প্রশ্ন অবশ্য করল না। সময়মত জেনে নেয়া যাবে।

ওরা সদর রাস্তা ছেড়ে নির্জন বনভূমিতে ঢুকল। ন্যাশের গাড়ি চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তবু একসময় ওরা পৌঁছে গেল এক ছোট পাহাড়ের পাদদেশে।

অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটছে। পর্বতচূড়া স্পষ্ট হলো। ন্যাশ বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়ি থামাল। এবং একটু এদিক ওদিক তাকাতেই যে দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল তাতে দুজনেই একটু চমকে উঠল। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন জঙ্গলের একপাশে এক পোড়ো বাড়ি। কাঠের তৈরী ছোট্ট বাংলো মত বাড়ি। মনে হয় না কোন লোকজন আছে।

মেয়েটি উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল, যদি এখানে কেউ না থাকে তাহলে অপূর্ব হবে। লুকনোর এমন জায়গা আর পাওয়া যাবে না।

ন্যাশ গাড়ি থেকে নেমে বলল, তুমি গাড়িতেই থাকো। আমি দেখে আসি।

হঠাৎ সে বলল, তোমার সঙ্গে পিস্তল-টিস্তল আছে?

ন্যাশ বিরক্ত হয়ে একটু বিগড়ানো মেজাজে বলল, তুমি আমাকে দস্যুদলের সর্দার ভাবছো

নাকি যে সঙ্গে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াবো? ঠিক আছে বোসো কোন পিস্তলের দরকার হবে না। আমি যুদ্ধে ছিলাম। খালি হাতে কিভাবে শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে হয় তা আমি জানি—অবশ্য তেমন দরকার হলে।

বাড়িটি সব অর্থেই পোড়ো। বছর কয়েকের ভেতর কোন লোক এখানে বাস করেছে বলে মনে হয় না। ভেতরে গৃহস্থালির সব ব্যবস্থাই আছে। শুধু যা একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

ন্যাশ হাতের ইশারায় মেয়েটিকে আসতে বললে সে তখুনি ছুটে এল। এবং একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই ভীষণ খুশী হয়ে বাচ্চা মেয়ের মত লাফিয়ে উঠে বলল, ঈশ্বরের রাজ্যে এমন একটি স্থানও ছিল আমাদের জন্য প্রিয়তম—বলেই যে জিভ কাটল।

ন্যাশ চমৎকৃত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল, প্রিয়তম—শব্দটা মধুর হয়ে কানে বাজল। এবং যেন এই প্রথম ওকে অন্য চোখে দেখল।

আশ্চর্য! এতক্ষণ ওকে ভালো করে দেখাই হয়নি ভেবে অবাক হলো। ও হেলেন ডেস্টারের রূপে বিভ্রান্ত হয়েছিল। এ মেয়েটি তো তারও চেয়ে দামী সুরার মত। আয়ত চোখ। পাখীর ডানার মত দুটি ভুরু। মেঘের মত রেশম কালো ঘন চুল। চিক্কণ নাসা। পাতলা পাঁপড়ি ঠোঁট। লাল টুকটুকে।

আঁটোসাঁটো গলাবন্ধ স্কার্টের জন্য উন্নত পীনযুগল আরো ঝলকানো। সুডৌল দুটো লম্বা পা। আর ন্যাশের একটা সহজাত দুর্বলতা আছে লম্বা পা মেয়েদের ওপর। চাপা একটা আকাঙ্খা ওর রক্তে ছটফট করে উঠল।

কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করে বলল, হুঁ—ঠিকই বলেছো। চমৎকার জায়গা। এখন শুধু জায়গা নিয়ে মত্ত থাকলে চলবে না। তোমার সেই বল্‌ডি রিকার্ড না কি যেন নাম বললে—ওর ব্যবস্থা করতে হবে তো—

নামটা কানে যেতেই মেয়েটা ছটফট করে উঠল। বলল, হ্যাঁ—ওকে নিয়ে কি করা যাবে—ন্যাশ বলল, আমাদের কেউ খুঁজে পাবার আগেই ট্রলি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। আর ওই লোকটিকে এখানেই কোথাও কবর দিতে হবে।

তারপর তোমার ওই ট্রলিটাকে যেভাবেই হোক এই ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলতে হবে। তবেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব। নাও—আর সময় নষ্ট না করে আগের কাজ আগেই সেরে ফেলা যাক।

ন্যাশ পাহাড়ের এক কোণে কিছু ফাঁকা জমি খুঁজে বার করল। মেয়েটি সাহায্য করল। গাড়িরই লোহা লক্কড় দিয়ে মাটি খুঁড়ে এক বিশাল গর্ত তৈরী করল। দুজনে ধরাধরি করে রিকার্ডের মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এল। গর্তের কাছে এনে ঝুপ করে ফেলে দিল।

তারপর ন্যাশ পা দিয়ে রিকার্ডোর শক্ত দেহটা গর্তের মধ্যে ঠেলে দিল। গড়িয়ে পড়ার সময় রিকার্ডোর মাথাটা একটা শুকনো শেকড়ের সঙ্গে ঠুকে গেল। আর তখনই এমন একটা বিসদৃশ্য ঘটনা ঘটল যা দেখে ন্যাসের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রিকার্ডের মাথায় যে বাদামী চুলের ঝাঁকড়া ছিল যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল ওর নিজেরই মাথার চুল। যেমন অনেক সময় হাওয়ায় মাথার টুপি উড়ে যায়, তেমনই শেকড়ের সঙ্গে গুঁতো খেতেই গোটা চুলের ঝাঁকড়াটাই খসে পড়ল। ভোরের প্রথম সূর্যচ্ছটায় একটা মসৃণ টাক জ্বলজ্বল করে উঠল।

মেয়েটি অস্ফুট বিস্ময়ে ছোট্ট চিৎকার করে উঠল। ন্যাশ মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। এটা কি করে সম্ভব যেন ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না। মানুষ মরলে যে মাথার চুল এভাবে খসে যেতে পারে এটা শুধু অভাবনীয়ই নয়, অকল্পনীয়ও বটে। গলার ভেতরে থুথু আটকে যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

তারপর ধীরে ধীরে ওর মাথায় জমে যাওয়া বুদ্ধিসুদ্ধিগুলো কাজ শুরু করলো। আসলে ওটা একটা পরচুলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিচু হয়ে পরচুলাটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই আবার চমকে উঠল! পরচুলার ভেতরে লিকো-প্লাস্টার দিয়ে আঁটা ছোট্ট একটুকরো জিনিসের ওপর নজর পড়েছে। কাঁপা কাঁপা হাতে প্লাস্টার ছিঁড়ে ভেতরের জিনিসটা বাইরে আনতেই বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙল। ওর হাতে উঠে এসেছে উজ্জ্বল চকচকে একটি ইস্পাতের তৈরী চাবি।

মেয়েটি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। চাবির ওপর গুটিকয় খুদে অক্ষর খোদাই

করা—হলিউড সিটি এয়ারপোর্ট লকার ৩৮৮।

ন্যাশ চাবিটা নেড়েচেড়ে দেখে পকেটে রাখল। তারপর মেয়েটির ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, এসো—আগে কবর দেওয়ার কাজটা সেরে নেওয়া যাক।

।। পাঁচ ।।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলছি, বেন ডিলেনি বলছি। কে তুমি!—তারপর ফোনে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই নির্ঘোষ, বর্গ? কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বর্গের চাপা স্যাঁতসেঁতে গলার স্বর ভেসে আসে ওপাশ থেকে, হ্যারী পালিয়েছে। ফ্রাঙ্কস, লিউইন, মীকস মারা গেছে—

হ্যাঁ—ওরা মারা গেছে। কিন্তু হ্যারী পালায়নি—

পালায়নি! তবে ও কোথায়? আমি রাত সাড়ে নটা থেকে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছি। এখন ভোর হয়ে এল—রাগে জ্বলজ্বল করছে বেন ডিলেনির চোখ মুখ। চাপা ক্রোধের সঙ্গেই বলল, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি কাজ করবে? পন্টিয়াক গাড়িটা কোথায়?

কেন, বর্গের গলার স্বরেও ঈষৎ উষ্ণ ছোঁয়া, ইয়েলো একারস এর হাইওয়েতে পড়েছিল। পুলিশ নিয়ে গেছে—

তাই বল, হ্যারী তবে তো মিথ্যে বলেনি। ওকে তাহলে বিশ্বাস করতে পারা যায়—

আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—

মূর্খ—তাই পারছ না। তুমি কি জানো ওই গাড়িতে হ্যারী পালাতে পারেনি। পালিয়েছে গ্রীন ন্যাশ নামের—

এ আবার কোত্থেকে এল। হ্যারীর সঙ্গে তো এই নামে কোন লোক ছিল না?

আমি কি বলেছি, ছিল? চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়ে গেছে—

অসম্ভব! এবার যেন বর্গ কিছুটা আঁচ করতে পারছে, আমি এ বিশ্বাস করি না। হ্যারী গ্রীন দুমুখো সাপের মত ব্যবহার করতে চাইছে—

ডিলেনি বলল, ও হ্যারী গ্রীন নয়, হ্যারী গ্রিফিন—

কাছে না থাকলেও ডিলেনি বুঝতে পারছে যে বর্গের মুখ পাংশুটে মেরে যাচ্ছে। দমে গিয়ে বর্গ ওপাশ থেকে বলল, হ্যারী গ্রীন নয়, আপনি বলছেন হ্যারী গ্রিফিন!

ঠিক তাই। ডিলেনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল, বিশ্বাস করতাম না যদি না গ্লোরি নিজে ওর সাথে আসত। ব্যাপারটা যদিও মজার কিন্তু এখন ভীষণ দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার আমি কোন কথা শুনতে চাই না। যেভাবেই হোক গ্রীন ন্যাশকে খুঁজে বের করতেই হবে। এবং তোমাকেই সে-কাজ শেষ করতে হবে। গ্রীন ন্যাশকে আমার চাই জীবিত অথবা মৃত। বুঝেছো? শেষের দিকে ডিলেনি ক্রোধে ফেটে পড়ে।

কিন্তু কেমন করে? সবটাই যে গোলকধাঁধা মনে হচ্ছে—

সব শুনলে আর গোলকধাঁধা থাকবে না। হ্যারী গ্রিফিন ইতিমধ্যেই কিছু প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলেছে—

অধৈর্য বর্গ ওপাশ থেকে ছটফট করে, তাহলে আমাকে সব কথা খুলে বলুন—

ডিলেনি বলল, ফোনে সব কথা বলা যাবে না। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার এখানে চলে এসো—

আমি এখনই আসছি—

ফোন রেখেই ডিলেনি টেবিলে ঝুঁকে পড়ে হ্যারী গ্রিফিনের দিকে তাকাল। তার সামনেই বিধ্বস্ত হ্যারী বসে আছে। চোখ মুখ শুকনো। অবিন্যস্ত পোশাক। ডিলেনি তখনও বেজায় খাপ্পা হয়ে আছে। একে গ্রিফিনকে বিশ হাজার ডলার অগ্রিম দিয়েছে তার ওপর ভগ্নদূতের মত এই দুঃসংবাদ।

ডিলেনির বুঝি আজকের দিনটাই খারাপ। তখনই আর একটি দুঃসংবাদ এল। ও কষায়িত চোখে হ্যারীকে কিছু বলতে গিয়েছিল আবার ফোন বাজল।

যেন ফোনটাও দোসরা নম্বরের শত্রু এমনভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে গোবদা হাতের থাবায়

রিসিভার তুলে নিয়েই ঘোরতর শব্দ করল মুখ দিয়ে, হ্যাঁ, ডিলেনি বলছি।—বলেই গম্ভীর থমথমে মুখে চুপ করে ওপাশের কিছু কথা শুনল। তারপরই বোমার মত ফেটে পড়ল।

মেরে ফেলব, মেরে ফেলব। সবাইকে খতম করে ছাড়ব। নিনা রাকস্ গাড়ি নিয়ে উধাও। বলডি রিকার্ডের লাশ বেপাত্তা! হারামজাদার দল! তোমাদের এত টাকা দিয়ে পুষছি কি মায়ের দুধ খেতে?

সবগুলোকে বেঁধে গুলি করব। না কোন কথা শুনতে চাই না। শূয়ারটা আমার এক মিলিয়ন ডলার মেরে দেবে—শুধু তাই নয়, ওর কাছে সেই গুপ্তস্থানের ম্যাপটাও রয়ে গেছে, কিছুই পেলাম না। না-না—আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না। নিনা রাকস্‌কে আমার চাই-ই-চাই—

ডিলেনি রিসিভারটা একরকম ছুঁড়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। ওকে একটা ছোটখাটো দৈত্য বলা যেতে পারে। সেই দৈত্যের মতন মানুষটি এখন নিজের চেয়ারের সঙ্গেই যেন যুদ্ধ করে চলেছে। দেখে হ্যারী ভড়কে গেল।

শোন, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেরিয়া হলো ডিলেনি, আমি কোন কথা শুনব না। বর্গকে তোমার সাথে দিচ্ছি। যেমন করেই হোক গ্রীন ন্যাশ না কি নাম বললে ছোকরার—ওকে আমার চাই। ওকে খুঁজে বের করতে না পারলে তোমাকে আমি রাস্তার কুকুরের মত গুলি করে মারব। আমার সঙ্গে ফচলামি করে কেউ রেহাই পায়নি। তুমিও পাবে না—

হ্যারীর ভেতরটাও পুড়ে ছাবখার হচ্ছিল। নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া কোন রাস্তা নেই। গ্লোরির সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত ডিলেনির কাছে আত্মসমর্পণ করবে ঠিক করেছিল। গ্লোরি ঠিকই বলেছে—ও যদি নিজে গোপনে একা চেষ্টাও করে, তাহলেও ডিলেনির হাত থেকে মুক্তি নেই। সব সন্দেহটা ওর ওপর এসে পড়বে। তখন কোন অজুহাতই খাটবে না।

যদি অবস্থা অনুকূল হত তবে এখন ডিলেনির এই চোখ রাঙানোর হয়তো একটা উপযুক্ত জবাব ও দিতে পারত। তবু মানুষ তো। বয়সে তরুণ। রক্তে আছে ঝলকানো আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ঈষৎ তেতে উঠেই বলল, মিঃ ডিলেনি, আপাততঃ আপনার সঙ্গে আমার যে যোগসূত্রটি রয়েছে তা হচ্ছে আপনার দেয়া আগাম সেই বিশ হাজার ডলার, আমি ছোটলোক নই। আপনি ইচ্ছে করলে ওই অর্থ ফেরৎ নিয়ে আমাদের সম্পর্কের ইতি টেনে দিতে পারেন।

ডিলেনির চোখে মুখে এক রহস্যময় হাসি দেখা গেল। টেবিলে একটা পেন ঠুকতে ঠুকতে চিবানো গলায় বলল, বাঘের মুখে হাত ঢোকানো যায় কিন্তু বের করে দেওয়া না দেওয়া বাঘের ওপর নির্ভর করে। ইচ্ছে করছে ছেড়ে দিতেও পারে অথবা চট করে কামড়েও ধরতে পারে। কচি খোকা তুমি, ডিলেনিকে এখনো চেনোনি। এখন ওই বিশ হাজার ডলার আমার পাওনা নয়। পাওনা হচ্ছে ওই তিন মিলিয়ন ডলারের হীরে। তোমারই বোকামির জন্য হীরের বাক্স হাতছাড়া হয়েছে। এবং সেজন্যে তোমাকে ফলভোগ করতে হবেই। এই যে—বর্গ এসে গেছ—এসো—এসো বর্গ—

লোকটা এত নিঃশব্দে ঢুকছে যে, হ্যারী বুঝতেই পারেনি। ডিলেনির কথা শুনে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। বর্গ একমুহূর্ত থেমে হ্যারীকে দেখল। তার পর গম্ভীর থমথমে মুখে হ্যারীর পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসে ময়াল সাপের সুতীক্ষ্ণ শিস দেয়ার মত শব্দ করে বলল, আমাদের সেই মহামান্য ভদ্রলোকটি কোথায়?

ডিলেনি পেনটা টুক করে পেন স্ট্যান্ডে রেখে দিল, তারপর হ্যারীর দিকে তাকিয়ে ঢিল ছোঁড়ার মত আলতো শব্দ ছুঁড়ে দিল, কেন—দেখতে পাচ্ছো না? তোমার পাশে—

কুঁনো ব্যাঙের মত ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ করে বর্গ চোখের নিমেষে ঘুরে আকাশের বিদ্যুৎ ঝলকের মত ডানহাত চালাল।

একটা চাবুক হঠাৎ ছিটকে গেল যেমনি হয় তেমনি বর্গের হাতটা হ্যারীর মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। তারপর একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ। চেয়ার উল্টে পড়ার বেখাপ্পা আওয়াজ। এবং হ্যারী ভূতলে গড়াগড়ি। কেউই এর জন্যে তৈরি ছিল না, সবটাই ঘটল অস্বাভাবিক দ্রুততায়।

বর্গের নিষ্ঠুরতা ডিলেনির ভালো লাগে, আর বর্গ নিষ্ঠুর হতে ভালবাসে। যেন কিছুই হয়নি এমন অলসভঙ্গিতে চেয়ার ঘুরিয়ে ডিলেনির মুখোমুখি হয়ে বলল, আপনি যে ফোনে বলেছিলেন গ্রীন ন্যাশ—সে এর ভেতরে এল কোত্থেকে?

ভেতরের চাপা খুশীকে চেপে রেখে ডিলেনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তোমার হঠাৎ এত উত্তেজিত হওয়া উচিত হয়নি।

বর্গ দাঁত পিষে বলল, আমি মানুষ খুন করতে ভালবাসি।

জানি, জানি—ডিলেনি মিটিমিটি হেসে বলল, সেইজন্যেই তোমায় আমি ভালবাসি। কিন্তু আমাদের হ্যারী গ্রিফিনের ওপর সদয় হওয়া উচিত। বেচারা! কিছু নিছক ছেলেমোনুষী করে ফেলেছে। এখনও সময় আছে। ও আবার বুদ্ধিমান হয়ে উঠতে পারে। আমি সেইজন্যেই ওকে সময় দিতে চাই এবং তুমি ওকে সাহায্য করবে।

হ্যারী এর মধ্যে ধকল সামলে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর বক্ষ বেয়ে রক্ত, গালে অসহ্য যন্ত্রণা, বুকের ভেতরে টনটনে ব্যথা। এই শুয়ার দুটোকে শেষ করতে পারলে ওর মনের ঝাল মিটত। কিন্তু এখন তা হবাব নয়। হয়তো সময় আসবে। সময়ে সব হবে। ডিলেনি বলল, বসো হ্যারী। বর্গ ওইরকমই। হঠাৎ ওর মাথায় রক্ত উঠে যায়। তখন কোন খেয়াল থাকে না।

মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে পারলে ভাল লাগত হ্যারীর, ও রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিঃশব্দে বসল, ও বসতেই বর্গেব মধ্যে চঞ্চলতা প্রকাশ পেল। তবে এবার হ্যারীও প্রস্তুত। তেমন কিছু করলে ওই কুঁদো মুখটা থেবড়ে দিতে কসুর করবে না ও। কিন্তু বর্গ তেমন কিছু করল না।

ডিলেনির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম ওই হ্যারী গ্রীন কিছুতেই আসল লোক হতে পারে না। ও যদি হীরের বাক্স কব্জা করতে পারত, তাহলে, আজ যে চেহারা নিয়ে আপনার সামনে হাজির হয়েছে তেমনি ভোল পাল্টে হাওয়ায় মিশে যেত।

ডিলেনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তা বোধহয় পারত না। আমার সাথে চালাকি করে আজ পর্যন্ত কেউ বেঁচে থাকেনি। তা নিশ্চয়ই তুমি জানো। বর্গ রেগে গিয়ে বলল, এবাব ওর আসল বক্তব্যটা কি? আমি এখনও ওকে বিশ্বাস করতে রাজী নই। হয়তো ওই গ্রীন ন্যাশ নামে কোন লোকই নেই, এটা ওর ওই ছদ্মবেশ ধরার মতই একটা নতুন চাল—

হতে পারে—হতে পারে, ডিলেনি মাথা নেড়ে বলল, সবকিছুই হতে পারে। সেজন্যই আমি এখন পুলিশ হেড-কোয়ার্টাবে ফোন কবে পুলিশ কর্তা ও' হ্যারিডেনকে সব জানিয়ে দেবো উনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে—কী বল?

চমকে উঠল হ্যাবী। ওর হৃৎপিণ্ডে আবার বিশ্রী দাপাদাপি।

বর্গ সায় দিয়ে বলল, এবং হ্যাবী গ্রিফিনের কারসাজিটাও সেই সাথে শুনিয়ে বাখবেন।

না,—এবার গম্ভীর হয়ে ডিলেনি বলল, আমি অত বোকা নই। কি করতে যাচ্ছি তা নিজের কানেই শুনবে।—অপাঙ্গে একপলক হ্যারীর পানসে মুখের দিকে তাকিয়ে ফোন তুলল।

বিরাট বাড়িতে ওর ফোনেব রকমারি ব্যবস্থা আছে। অপারেটর সাড়া দিতেই ডিলোনি বলল, আমায় ও'হ্যারিডেনেব লাইনটা দিন-রিসিভার কানের কাছে আটকে চুপ করল।

এই মুহূর্তে হ্যারীব মনের মধ্যে ঝড বইছিল। ডিলেনির মনের কথা আন্দাজ করতে না পারলেও ডিলেনি যে ওকে এখনই ধরিয়ে দেবে না ও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। তবে হীরেব বাক্স উদ্ধার হয়ে গেলে কী করবে বলা যায় না।

গ্লোরির কান্না কান্না মুখটা এই সময় চোখের সামনে ভেসে উঠল। কানের কাছে গ্লোরির সাবধান বাণীও গুঞ্জরিত হচ্ছিল। সাবধান হ্যারী, ডিলেনি একটি নেকড়ে। ওর খপ্পরে একবার পড়লে বেরিয়ে আসতে পারবে না? তা নিছক মিথ্যে নয়।

তবে হ্যারীও নাবালক নয়। বর্গকে তো ও দেখে নেবেই। ডিলেনির হম্বিতম্বিও বাব করে ছাডবে। ডিলেনি কাজ শুরু করতেই ও সজাগ হোল। পুলিশ কর্তার সঙ্গে ওর কতটা দহরম-মহরম, তাও জানা প্রয়োজন।

ডিলেনি খুব অন্তরঙ্গ হয়েছে, ও প্যাট! আমি বেন বলছি। কেমন আছো? ভাল। আঁ্যা! বটে বটে। হ্যাঁ—এই চলে যাচ্ছে আর কী। না—ব্যবসা ভাল চলছে না। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছিল, আমরাও মাল সাপ্লাই করে দু' পয়সা রোজগার করছিলাম। যুদ্ধ থেমে গেছে। ব্যবসাতেও মন্দা দেখা দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হাঃ হাঃ হাঃ! না দেখলেও তোমার মনের অবস্থা অনুভব করতে পারছি।

বটেই তো, এ আমাদের দেশেরও বদনাম। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। সে তো করবই। সেই জন্যেই

তোমায় ডেকেছি। শোন—আমার লোকজনও তো চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। এ ব্যাপারে হয়তো তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারি।

যে লোকটি একাজ করেছে তার কিছু খোঁজ আমিও পেয়েছি। না বাপু—তোমাকে আমার সংবাদের উৎস বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি ওই হ্যারী গ্রীন আসল লোক নয়। আমার লোকেরা খবর দিয়েছে লোকটির মুখে যে ক্ষত ছিল আর ওর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাফেরা সবই হচ্ছে নকল। ও আমাদের মতই সুস্থ সবল মানুষ।

মনে হয় ও এখন ওর ওই ছদ্মবেশ খুলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় নিশ্চয়ই, তুমি আমায় জানো। পুলিশ বন্ধু বলতে যা বোঝায় আমি হচ্ছি তাই। তোমার নেকনজর আমার ওপর আছে বলেই তো নিশ্চিন্তে আছি। তোমায় অতি অবশ্যই সাহায্য করব। এবার তোমায় আর একটা প্রশ্ন করি। গ্রীন ন্যাশ বলে কাউকে চেনো? অ্যাঁ—চেনো?

হঁ—হঁ—ও সেই প্যাসিফিকের আর্ল ডেস্টার। এক নম্বরের মদ্যপ। ও তাই নাকি? ন্যাশ ওর সোফার ছিল। বল কি? ওই বিমানে ন্যাশও ছিল, আশ্চর্য! ওকেও পাওয়া যাচ্ছে না। মারাটারা যায়নি তো? ও হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাহলে তো ওর লাশ পাওয়া যেত। তাহলে আমার মনে হচ্ছে ওই হ্যারী গ্রীন আর গ্রীন ন্যাশ দুজনেরই এর মধ্যে হাত আছে। ন্যাশের খোঁজও করছ? হ্যাঁ—তা তো করতেই হবে।

নিশ্চয়ই—আমার সংবাদদাতা বলেছে ওই গাড়িটা ছিল পন্টিয়াক। নম্বর হচ্ছে এল এম এক্স ৯৯৯০০৭। কী বললে! প্যারাডাইস সিটির হাইওয়েতে গাড়িটা পাওয়া গেছে। তবে তো ওই দুটো শয়তান গাড়ি ফেলে চম্পট দিয়েছে, না, না—কতদূর আর পালাবে? হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা তো করবেই।

নিশ্চয়ই, চারদিকেই পাহারা বসাতে হবে। ও, এরমধ্যেই সে কাজ সেরে ফেলেছো? হাঃ হাঃ। এই না হলে কি তোমায় পুলিশের বড়কর্তা করে এতদিন এ অঞ্চলে রেখেছে? প্যাট—আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এ তল্লাটে তোমার মত উপযুক্ত এবং কর্মক্ষম পুলিশ অফিসার আর দুটি নেই। আচ্ছা—আচ্ছা—খোঁজ পেলেই তোমার হ্যারী গ্রীনকে হাওলা করে দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। ধন্যবাদ প্যাট—তোমার অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করে দিলাম—

রিসিভার রেখে ডিলেনি গলা খাঁকারি দিয়ে সামনে বসে থাকা নিশ্চল মূর্তির দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এখন পর্যন্ত তোমায় অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, হ্যারী। কিন্তু তোমায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করছি না। আমরা যতক্ষণ না গ্রীন ন্যাশকে খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ তুমি সব সন্দেহের উর্ধে থাকতে পারছো না।

বর্গের কথাতেও আমি কম গুরুত্ব দিচ্ছি না। হতে পারে সব জেনে শুনে তুমি বোকা সাজছ, শঠতা করছ। তোমার মুক্তির শর্তই হচ্ছে গ্রীন ন্যাশকে উদ্ধার করা। ও যে হীরে নিয়েই উধাও হয়েছে তার কোন প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। কাজেই—

হ্যারী চাপা আক্রোশে বলল, সে আমি জানি। আপনার এখানে আমার আত্মসমর্পণ যদি আমার সততার প্রমাণ না হয়ে থাকে তবে বলার কিছু নেই। কিন্তু গ্রীন ন্যাশকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে।

ডিলেনি বর্গের দিকে ফিরে বলল, বর্গ, গ্রীন ন্যাশের কিছু সংবাদ আমরা পেলাম। আর্ল ডেস্টারকে আমি চিনি। ওর ঠিকানা হচ্ছে, ২৫৬, হিল ক্রোট অ্যাভেনু।

আমাদের প্রথমে সেখানে হানা দেয়া দরকার। এমন হতে পারে গ্রীন ওখানেই ফিরে এসেছে অথবা আসবে।

বর্গ ফ্যাসফেসে গলায় বলল, যদি ওকে পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ও হীরে চুরি করেনি—

আহ্!—হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে ডিলেনি বলল, আমাদের এখনই কোন সিদ্ধান্তে পৌছনো উচিত হবে না। আগে খোঁজ নাও তারপর।

বর্গ বলল, যদি পুলিশ কর্তার কথা ঠিক হয় তবে এখনই আমাদের প্যারাডাইস সিটির রাস্তায় নেমে পড়া উচিত।

সেজন্য নয়, ডিলেনি বলল, নিনা রাকস্-এর জন্যেও তা প্রয়োজন। বলডির মৃতদেহ নিয়ে নিনা, ওই রাস্তাতেই উধাও হয়েছে।

আমি ভেবে পাচ্ছি না যে নিনার মত মেয়ের এত সাহস হবে। ওকেও তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। শয়তানীটার নগ্ন দেহ আমার চাই—কুছ পরোয়া নেই। তার জন্যে আমি যে কোন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি।

বর্গ ওর হাতের নোংরা নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, ঠিক আছে—তাই হবে। তবে আগের কাজ আগে। আর্ল ডেস্টারের আস্তানায় একটা উঁকি মারা দরকার।

তোমার কাজে কখনও বাধা দিইনি, ডিলেনি বলল, এখনও দেব না, কিন্তু আমার কাজ চাই।

বর্গ নখের খানিকটা উপড়ে ফেলে আপনমনেই বলল, বেশ, হবে। বলেই হ্যারীর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, গ্রীন ন্যাশকে কি রকম দেখতে?

বর্গের কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার মত মনের অবস্থা নয় হ্যারীর। যদি লোকটার ওই ফোলা পেটে একটা ছুরি চালিয়ে দিতে পারত তবে বোধহয় কিছুটা স্বস্তি পেত।

হ্যারী গোঁজ হয়ে আছে দেখে ডিলেনি বলল, বর্গের প্রশ্নের গুরুত্বের অবহেলা কোরো না, হ্যারী। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে গ্রীন ন্যাশকে সনাক্ত করতে পারবে।

হ্যারী গম্ভীর হয়ে বলল, ওকে একবার মাত্র দেখেছি। তবে মনে হয় চিনতে পারব। আমারই বয়সী। এইরকমই লম্বা। ওল্টানো কালো চুল। নাকের সামনেটা একটু বাঁকানো, নরম হাড় ভেঙে গেলে যেমন হয়। গায়ের রঙ সেঁকা বাদামী। এইটুকু বলতে পারি।

যথেষ্ট—যথেষ্ট। বর্গ ঠিক ওকে বার করে নেবে? সিগারেটে টান দিয়ে ডিলেনি বলল, আমি যে কাজে হাত দিই তা শেষ না করে ছাড়ি না। এবং আমার সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে আমায় শেষ করতেই হয়। ফস করে খানিকটা ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে দিয়ে বলল, হ্যারী, তুমি এখনই বর্গের সাথে বেরিয়ে পড়বে?

আমাকে তার আগে গ্লোরির সাথে কিছু কথা বলতে হবে, হ্যারী বলল।

ডিলেনি হঠাৎ করে রেগে উঠে বলল, সে তোমার কে? একটা বৃদ্ধা বেশ্যা। ওব সঙ্গে এত শলাপরামর্শ আমি পছন্দ করি না—

হ্যারী দপ করে উঠল, মুখ সামলে কথা বলবেন। আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি—

ও-চোপ!—নিঃশ্বাসে বিষ উগড়ে তেরিয়া হয়ে পেটে এক ঘুষি চালাল বর্গ। হ্যারী তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। বর্গ তখন হিংস্র শ্বাপদ, ও প্রথম থেকেই হ্যারীর ওপর খাপ্পা হয়ে আছে। এক লাথিতে নিজের চেয়ার ঠেলে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠে হ্যারীব ঘাড়ে কষে এক রদ্দা ঠুকল। মুখ থুবড়ে পড়ল হ্যারী। টেবিলে মাথা ঠুকে গেল। শ্বাস বন্ধ করে দম মেরে রইল হ্যারী।

বর্গ দাঁতে দাঁত চেপে ডিলেনিকে বলল, একে এই বাড়ির ভেতর আটকে রাখুন। যা করার আমি একাই করব। নিনা রাকস্ আর গ্রীন ন্যাশ দুজনকে যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে হলেও টেনে বার করে আনব। তারপর এই কুত্তার ব্যবস্থা করব!

মাঝে মাঝেই বর্গ এমন কাণ্ড করে বসে যে, তা সামলাতে ডিলেনিবে হিমসিম খেতে হয়। মানুষের রক্ত দেখার ওর এমন এক নেশা আছে যা রীতিমতো হৃদয়বিদারক। ডিলেনি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। ও জানে হ্যারীকে এত তাড়াতাড়ি হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

তখন ও খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলল, বর্গ মানুষ মারা আমি অপছন্দ করি না। কিন্তু তা নিতান্ত অকারণে নয়। গ্রীন ন্যাশকে আমাদের চাই এবং দেখতে হবে সেই কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায়। হ্যারী তোমাকে একাজে সাহায্য করবে। এটা আমার—

বর্গ ওর ব্যাঙের মত ভোঁতা মুখ তুলে ডিলেনির দিকে তাকাল। দুজনের চোখ থাকল এক পর্দায় বাঁধা। বুঝি চোখে চোখে কিছু কথা হলো। বর্গ চোখ নামিয়ে বলল, আপনি যদি চান তো তাই হবে—

তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করো। আমি হ্যারীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

বর্গ যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বের হয়ে গেল—

দক্ষ সাঁতারুও একসময় মহাসমুদ্রে পড়ে গেলে দুহাতে সাঁতার কেটেও যেমন তীর খুঁজে পায় না, দুরন্ত ঢেউ তাকে তীরের কাছে এনেও সাগরের টানে টেনে নিয়ে যায় অনন্ত অসীমতার দেশে, তেমনি কাছে এসেও তীর শুধু হাতছানিই দিল, কোলে টেনে নিল না হ্যারীকে। এক অকল্পনীয় অবস্থার মধ্যে ওর চোখের সামনে আলো সরে সরে গেল—

ছিল ক্রোট অ্যাভেন্যুতে সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ক্যাডিল্যাক এসে থামল।

আরোহী দুজন। গাড়ির ভেতরেও যেমন স্তব্ধতা তেমনি বাইরেও। ফাঁকা ফাঁকা সুবিশাল হর্ম্যরাজি বিরাট দৈত্যের মত, আশেপাশে মানুষ আছে বলেই মনে হয় না।

বর্গ আর্ল ডেস্টারের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গাড়ি থামিয়েছে। স্টিয়ারিং-এ তুলোর বস্তার মত চুপচাপ বসে আছে, পাশে হ্যারী। শরীরে যন্ত্রণা, মনে উথাল-পাতাল ঝড়।

ওর এখন একটাই উদ্দেশ্য গ্রীন ন্যাশকে উদ্ধার করা নয়, এই শয়তানের বাচ্চাটাকে শেষ করা। কিন্তু কেমন করে সেকাজ সারবে এটাই ভাবনা। একটা পিস্তল থাকলেও হোত। একটা ছিল, কিন্তু শয়তানটা মহা ধুরন্ধর। গাড়িতে ওঠার আগেই পকেট হাতড়ে পিস্তল বাগিয়ে নিয়েছে। এখন শুধু একটু সুযোগের অপেক্ষা।

হঠাৎ বর্গের কথায় চমক ভাঙল, আমি কোন রকম বোকামো সহ্য করব না। মনে থাকে যেন। ভেতরে গিয়ে এলার্ট এনকোয়ারি এজেন্সির ডিটেকটিভ জো ডজ বলে পরিচয় দেবে।

গ্রীন ন্যাশ একটি জোচ্চোর। জ্যাক হ্যারিসন নামে এক ভদ্রলোকের ওখানে কাজ করত। টাকা মেরে পালিয়েছে। এতদিনে ওর খোঁজ পাওয়া গেছে। আর্ল ডেস্টারের শোফার বলে। তোমার উদ্দেশ্য যা তা হল গ্রীন ন্যাশকে ধরা নয়। সত্য উদ্ধার করা। এটা তোমার অজুহাত। পরের কাজটুকু তোমার জানা। নাও এখন নেমে পড়। এই থেতলানো মুখে একটা ঘুঁষি চালাতে পারলে মনের ঝাল মিটত। কিন্তু তা সংগোপনে চেপে হ্যারী নেমে পড়ল। সুযোগ কি একবারও আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে। ও মনে জোর আনল। তারপর আধা আলো আধো ছায়ায় পা বাড়াল।

ঘুরে ফিরে গ্লোরির কথা মনে আসে। এ জীবনে যদি কোন মেয়ের সত্যিকারের ভালবাসা পেয়ে থাকে তবে তা হচ্ছে গ্লোরির। গ্লোরি ওকে বারংবার বাধা দিয়েছিল কিন্তু হ্যারী ওকথা শোনেনি।

আর্ল ডেস্টারের পেল্লাই বাড়ি। কিন্তু একেবারে পোড়োভিটের মত। লোকজন থাকে না নাকি? নুড়ি বিছানো রাস্তা। একটা আলো পর্যন্ত নেই। গাছটাছ আছে মনে হয়। থোক থোক অন্ধকার দেখে তা বোঝা যায়।

হ্যারী পা টিপে টিপে চলছিল আর গ্লোরির কথাই চিন্তা করছিল। ডিলেনির হাত থেকে ছাড়া পেলে ও যে কোন রকম একটা সংজীবন শুরু করবে, যথেষ্ট হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। ডানদিকে পর পর কটি গ্যারেজ ঘর। যুদ্ধের টিনের ছাউনির মত। সৈন্যেরা সব কতকাল ছেড়ে চলে গেছে। শুধু কাঠামোটাই পড়ে আছে।

বাঁদিকে মোড় ঘুরেই হ্যারী একটু থমকে দাঁড়াল। দুটো জিনিস যুগপৎ নজরে পড়ল। এক হচ্ছে নিচের ঘরে আলো জ্বলছে। দুই, একটা ছায়ামূর্তি হঠাৎ যেন সরে গেল। মনের ভুল কি? অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল। থেমে ভাল করে লক্ষ্য করল। না—তেমন অস্বাভাবিক কিছু তো আর নজরে পড়ছে না। বোধহয় অবচেতন মনে আবোল-তাবোল চিন্তা থেকেই ছায়ামূর্তি? ছায়াছবি।

তখন নিজের উপস্থিতি একটু গুছিয়ে ভেবে নিল। প্রথমে দরজায় টোকা দেবে। কেউ নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। নিজের পরিচয় দেবে। আর্ল ডেস্টার যদি সাহায্য করে, ভাল। নইলে ওকে ঈষৎ বলপ্রয়োগ করতে হতে পারে। পিস্তলটা থাকলে সুবিধে হোত।

হ্যারী পাদানিতে পা রাখল। গুটি তিনেক সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল বারান্দায়। সামনে বন্ধ দরজা। ওপাশে কোথাও একটা কাঁচের সার্সি দেওয়া জানালা। সেখান থেকে আলো আসছে, না। ও জানালার কাছে যাবে না। সেটা খারাপ দেখাবে। সন্দেহ হতে পারে।

ও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আরো একটু ভাবল। তারপর টুক টুক টুক করে দরজায় টোকা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ঘটল যার জন্য হ্যারী মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

ভেতর থেকে ভাঙা গলায় কে যেন প্রশ্ন করল, গ্রীন এসেছো? খুব ভাল, খুব ভাল।

পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে হ্যারী ভাবল এ নিশ্চয়ই আর্ল ডেস্টার এবং এটাও জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল যে গ্রীন ন্যাশ এখনও ফেরেনি। ব্যস্। তারপরই অবাক কাণ্ড। অন্ধকার ফুঁড়ে যেন ভৌতিক এক শব্দ উঠল। গুড়ুম!

হ্যারীর বুকে রক্ত ছলকে উঠল, কি ব্যাপার! হঠাৎ কে গুলি চালাল? ওকে লক্ষ্য করেই কী? না—তা তো নয়। তবে কী ঘরের মধ্যেই কেউ কাউকে খুন করল?

মুহূর্তের জন্যে ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তারপর তটস্থ হতেই ও প্রথমে দরজায় ঘা দিল। বন্ধ দরজায় প্রতিধ্বনি উঠল। ও দরজা ছেড়ে জানালার দিকে ছুটল। কাঁচের শার্সি আটকানো ছিল। কিন্তু একটু চেষ্টা করতেই খুলে গেল। হ্যারীর তখন সাত-পাঁচ ভাবার মত মনের অবস্থা নয়।

জানালা খুলে যেতেই ও লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একজন ক্রোড়পতির যেরকম ঘর হওয়া উচিৎ সেই রকমই। জোরালো বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত ঘর। ঘরের মধ্যে সব কিছুই দামী আর সৌখিন।

একটা সোফায় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন। না চিনলেও ইনি যে আর্ল ডেস্টার হলেও হতে পারেন—তা মনে হলো হ্যারীর।

চোখ বিস্ফারিত, চোখের কোণে আতঙ্ক এবং ঠিক কপালের ওপর মাঝখানে নীলাভ ছোট্ট ফুটো। মুখ হাঁ করা দাঁতগুলো যেন কাউকে ভেংচি কাটছে। তাকে স্পর্শ না করলেও হ্যারীর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে তিনি ইতিমধ্যেই ইহলোক ছেড়ে পরলোকের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছেন।

সেই মারণাস্ত্রটি নির্জীব হয়ে তার সামনেই ডেস্কের ওপর পড়ে আছে। স্বয়ংক্রিয় ২৫ একটি ছোট্ট পিস্তল। উজ্জ্বল নীল নল দিয়ে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

হ্যারী অভিভূতের মত সেই ছোট্ট পিস্তলটা তুলে নেড়ে চেড়ে দেখল। ভদ্রলোক কি আত্মহত্যা করলেন? না কি কেউ তাকে হত্যা করে ঘরের ভেতরেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে? হঠাৎ ওর একটু আগে দেখা ছায়ামূর্তির কথা মনে পড়ল। একটা ঠাণ্ডা হিমশীতল স্রোত ওর হাত পা ঠাণ্ডা করে দিল।

হ্যারী পায়ে পায়ে জানালার দিকে পেছোতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আরেকটা দরজা খুলে গেল। প্রথমে একটি অপূর্ব সুন্দরী মহিলার মুখচ্ছবি ভেসে উঠল। হ্যারীর হাতে কিন্তু তখনও পিস্তল, যাকে বলে হতভম্ব। কিংকর্তব্যবিমূঢ় লম্বা সুদর্শনা মহিলা অবাক চোখে হ্যারীকে দেখলেন।

তারপরই ভয়ে অথবা আতঙ্কে কিংবা হতে পারে অত্যাধিক খুশীতে, ঠিক বুঝল না হ্যারী, তিনি চিৎকার করলেন, খুন! খুন!! তুমি ওকে খুন করেছো।

এই প্রথম হ্যারী সত্যিকারের ভয় পেল। তাই তো হাতে যে পিস্তল? কী বোকামীই না করে ফেলেছে, তখন তো আর ফেরার পথ নেই। তবু চিৎকার করে বলল, শুনুন, শুনুন। আমি না—আমি না। অন্য কেউ অথবা উনি নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন।

কে বলে উনি আত্মঘাতী হয়েছেন? তুমিই ওকে খুন করেছো।

এবার মহিলার কণ্ঠস্বর নয়। পেছন থেকে কোন পুরুষ কণ্ঠ গমগম করে উঠল। হ্যারী ভীষণ চমকে উঠে ঘুরে তাকাল। সেই খোলা জানালা দিয়ে উদ্যত পিস্তল হাতে জনা দুই পুলিশ অফিসার কখন নিঃশব্দে নেমে পড়েছে ঘরে বুঝতে পারেনি।

বয়স্ক অফিসার কঠিন স্বরে আদেশ করলেন, এখনই পিস্তল ফেলে দাও। নইলে বেদম গুলি ছুঁড়ব।

হ্যারীর শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা ঝরা পাতার মত খসে পড়ল। আর সঙ্গের অন্য অফিসারটি এক লাফে ওকে জাপটে ধরল।

ভয় পাবেন না মিসেস ডেস্টার, অভয় দিলেন বয়স্ক অফিসার, আমরা আগেই খবর পেয়েছি। তাই ওৎ পেতে ছিলাম। দুঃখিত যে, আমরা মিঃ ডেস্টারকে বাঁচাতে পারলাম না।

হ্যারীর সবকিছু যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, খেই হারিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মিসেস ডেস্টার দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

বাড়িতে নিশ্চয়ই ফোন আছে। বয়স্ক অফিসারটি অপর অফিসারকে আদেশ দিলেন, লেপস্কি, তুমি একে দেখো। আমি হেড কোয়ার্টারে ফোন করে আসছি। বলতে বলতে মিসেস ডেস্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন, এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করা উচিত নয়, তবু কর্তব্যের খাতিরেই তা করতে হচ্ছে।

মিসেস ডেস্টার রুদ্ধ গলায় বললেন, ও-ওপরে আসুন—

হ্যারী অকস্মাৎ খোঁচা খাওয়া জন্তুর মত পরিত্রাহী চিৎকার করে উঠল, এ ষড়যন্ত্র—ভীষণ ষড়যন্ত্র! ওকে আমি খুন করিনি। খুন করিনি?

দোতলার সিঁড়িতে পা রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বয়স্ক অফিসার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, চিৎকার করে কোন লাভ নেই হ্যারী গ্রিফিন! তোমার সব খবর এখন আমাদের হাতে।

সাইবেরিয়ার হিমশীতল স্রোত মুহূর্তে গ্রাস করল হ্যারীকে। ভেজা ন্যাকড়ার মত ও মিইয়ে গেল—

শহরের এক টেলিফোন বুথ থেকে বর্গ ডিলেনিকে বলল, একটা কাজ শেষ। অন্য কাজে পা বাড়াচ্ছি। গন্তব্যস্থল আপনাকে নতুন করে বলার কিছু নেই। নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমার ক্যাডিলাক এখন প্যারাডাইস সিটির হাইওয়ের দিকে ছুটবে। খুব তাড়াতাড়ি কিছু নাও হতে পারে। আশা করি সে সময়টুকু দিতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

বুথ থেকে বেরিয়ে ক্যাডিলাকে বসে কড়ে আঙুল দিয়ে কানের ময়লা সাফ করে নিল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল—

।। ছয় ।।

গ্রীন ন্যাশ আর নিনা রাকস্‌ ট্রলিতে যা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল তার প্রায় সবগুলোই নামিয়ে এনে ঘরে জড়ো করেছে। তারপর মাস্টাভ থেকে ট্রলিটা খুলে ওটাকে ঠেলে গভীর জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

যুদ্ধে ছিল বলেই গ্রীন ন্যাশের সেই সময়কার কিছু বুদ্ধি কাজে লাগল। মাটিতে যাতে চাকার ঘষটানো দাগ না থাকে তার ব্যবস্থা করল। হঠাৎ গাছপালার দিকে তাকালে যেন কারো কোনরকম সন্দেহ না হয় সেজন্য হাত দিয়ে টেনেটুনে গাছগুলোর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনল।

তারপর ছোট মাস্টাভটাকে সেই পোড়ো বাংলো সংলগ্ন এক খামার ঘরে লুকিয়ে রাখল। বলডি রিকার্ডাকে কবর দেওয়ার পর ওরা কোন কথা না বলে এই কাজগুলো সারল।

একসঙ্গে ওরা ঘরে এল। পাশাপাশি দুটো ঘর। দুটো ঘরকেই মোটামুটি বাসযোগ্য করে নিল। ট্রলিতে কিছু শুকনো খাবার ছিল। কফির সরঞ্জাম ছিল। আর একটা ছোট ট্রানজিস্টার ছিল। নিনা এগুলো গুছিয়ে নিয়ে কফি তৈরীতে হাত দিল। গ্রীন একটা ভাঙাচোরা টেবিলে ট্রানজিস্টারটা খুব নিচু পর্দায় চালু করে রাখল। গুণ গুণ করে লঘু সঙ্গীত বাজতে লাগল।

ট্রলিতে কয়েক প্যাকেট মাঝারি দামের সিগারেট ছিল। সেই প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাঙা এক তক্তপোষে বসে ন্যাশ এই প্রথম কথা বলল।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যারা বলডি রিকার্ডোর ওপর অত্যাচার করেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল চাবিটা হাতানো।

হতে পারে, নিনা আলতো গলায় বলল। তারপর দুকাপ কফি আর কিছু স্যান্ডউইচ এনে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসল। টেবিলে খাবার রাখল।

তোমাকে এইজন্যেই কাজে লাগানো হয়েছিল?

তোমায় সেকথা তো বলেছি—স্যান্ডউইচে দাঁত বসাল নিনা।

হুঁ, তা বলেছো বটে। কিন্তু এখনও ওদের পরিচয় বলনি। ন্যাশ কফির কাপ সামনে টানল।

নিনা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, বেন ডিলেনির কথা বলেছি। একবার মাত্র ওকে দেখেছি, চেহারা একটা ডাকাতের মত। আর ভীষণ বড়লোক। মনে হয় ভদ্রলোক খুব বাজে কাজ করে।

হ্যাঁ—তার এক সাথীর কথা বলিনি। সে হচ্ছে বর্গ, একটা পাক্কা শয়তান। নোংরা জঘন্য চরিত্রের মানুষ। খুনে মারকুটে। ওই তো বলডির পায়ে আগুনের ছেঁকা দিচ্ছিল। মানুষকে কষ্ট পেতে দেখতে বোধহয় খুব ভালবাসে, আমার ওকেই ভীষণ ভয়।

ন্যাশ কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে প্রশ্ন করল, এখানে ওরা কী আমাদের খুঁজে পাবে?

নিনা ওর বঙ্কিম গ্রীবা সামান্য দুলিয়ে বলল, খুব বেশিদিন এখানে লুকিয়ে থাকলে হয়তো পেতেও পাবে।

না, ন্যাশ গম্ভীর হয়ে বলল, এখানে দুই-তিন দিনের বেশী থাকছি না। এরই মধ্যে একদিন আমি এয়ারপোর্টে সেই লকারের খোঁজ করতে চাই। কী আছে সেখানে।

নিনা ভীত অস্ফুট শব্দ করে বলল, সর্বনাশ! খবরদার ওকাজ করতে যেও না। বর্গের যে কতগুলো চোখ তা তুমি ওকে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।

ন্যাশ তখনও কফির কাপে চুমুক দেয়নি। ও সেই একইভাবে চামচ নেড়ে চলেছে। আসলে ওর চিন্তাভাবনা তখন অন্যখাতে বইছে।

এইভাবে বেশীদিন লুকিয়ে থাকা যাবে না। এত দামী হীরের বাক্স রাখাও উচিত নয়। তাকামোরির সাথে লেনদেনের ব্যাপারটা সারতে কিছু সময় লাগবে। এখন হঠাৎ পাওয়া সেই চাবি, লকাব, একটি নিরাপদ আশ্রয়।

বল্‌ডি রিকার্ড যেমনভাবে চাবি লুকিয়ে রেখেছিল তেমনি কোন উপায় আবিষ্কার করা যেতে পারে।

লকারে কী আছে তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু হীরের বাক্স লুকিয়ে রাখার পক্ষে ওটাই যে উপযুক্ত স্থান সে বিষয়ে ওর কোন সন্দেহ ছিল না। হীরের বাক্স লুকিয়ে ফেলতে পারলেই ও নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারবে! তখন নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে হেলেনের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। হাতে প্রভূত সম্পত্তি। সঙ্গী চেনা-জানা দেখা-শোনার মধ্যে অপরূপা এক নারী। মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনেব পালে হাওয়া লাগবে। তখন শুধু সুখ আর সুখ।

খুট কবে চেয়ারের শব্দ হতেই ন্যাশের চটকা ভাঙল। নিনা চেয়ারটা টেনে নিয়ে একেবারে ওব শরীবেব কাছাকাছি এসে বসেছে।

ন্যাশেব রোমশ হাতে একটা হাত রেখে মিনতি মাখানো গলায় বলল, গ্রীন, লক্ষ্মীটি, লকারের ভাবনা ছেড়ে দাও। তোমার যদি কোন সৎ কাজ নাও জোটে ক্ষতি নেই। আমি এখনও চেষ্টা করলে একটা অভিনয়ের কাজ পেতে পারি।

ন্যাশ এক চুমুকে বেশ কিছুটা কফি শেষ করে একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল, ওই ডিলেনির কাছেই বোধহয়।

আহত অভিমানে ঠোঁট কামড়ে নিনা বলল, নিশ্চয়ই তোমার জীবনে অন্য কোন মেয়ে আছে। এমন সব মান অভিমানের পালা সিনেমাতেই চলে, বাস্তব জীবনে তা শুধু মাত্র আলেয়া।

ন্যাশ বলল, যদি থাকেও তোমার নিশ্চয়ই তাতে কোন তফাৎ হয় না। তাছাড়া তুমি আমাকে কতটুকুই বা জানো? ডিলেনির মত আমিও একটি ঠগ বা জোচ্চোর হতে পারি।

প্রেয়সী নারীর মত নিনা ওর হাত সরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরের সূর্যের আলো ওর গোলাপী গালে তেরছা হয়ে পড়েছে। কালো রেশম চুল হাওয়ায় এলোমেলো হচ্ছে, ভারী নিতম্ব গোল হয়ে আরো সুটোল হয়েছে। স্কার্টের নিচে দুটি মানানসই লম্বা পা কচি বাঁশের মত টগবগে। প্রিয়তমের দলিত মন্থনের কামনায় আকুল।

সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ন্যাশের মনে হলো হেলেন কী নিনার মত এত সুন্দরী? এত স্নেহময়ী?

নিনা জানালার খিলানে মাথা রেখে কাৎ হলো। নিটোল পীনপয়োধর তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। দেখে ন্যাশের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল।

হেলেনকে প্রথম দেখার সময়ও ও এমনি অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হেলেনের একটা পরিচয় ছিল। এই মেয়েটির পরিচয় কী? ও যেটুকু বলেছে তার সবটুকুই কী বিশ্বাসযোগ্য!

এই নির্জন সকাল। এই মনুষ্যবর্জিত বনভূমি। দূরে বনানীর বুকে রোদের আলোছায়ার খেলা।

ঠাণ্ডা বাতাসে বসন্তের আমেজ। একটি পুরুষ। প্রকৃতি তার নগ্নদেহ নিয়ে উপস্থিত। সম্ভোগের এমন নিষ্কণ্টক সুযোগ। তবু পারছে কই ন্যাশ! কেন সেই সেদিনের মত উত্তেজিত হচ্ছে না! সেখানে ডেস্টার ছিল, এখানে নেই। সেখানে সমাজ ছিল, এখানে তা অনুপস্থিত। তবু কেন এই দ্বিধা।

নিনার ঠোঁট কাঁপছিল। না, কান্নায় নয়, পদদলিত নারীত্বের অবমাননায়। পুরুষ ওর জীবনে নতুন নয়। জীবনে অভিনেত্রী হলেও ছোট্ট একটা সংসার গড়ার স্বপ্ন মাঝে মাঝেই ওকে বিচলিত করেছে।

কাল রাতে গ্রীনকে দেখে হঠাৎই ওর সেই স্বপ্নসাধ জেগে উঠেছিল। এমন বলিষ্ঠ দেহ সুপুরুষ ওকে সিনেমাস্টার ডেভিড নিভেনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

তাই এখনও পর্যন্ত ওকে বারনারীর ছলাকলায় ভুলিয়ে দিতে চায়নি। ওকে আপন করে পেতে চায়। কিন্তু সেই পুরুষকে এখন ঠাণ্ডা বরফের মত শীতল ব্যবহার করতে দেখে ব্যথিত হলো, অপমানিত হলো।

এবার সত্যিই ওর দু'চোখ জলে টলমল করে উঠল। ওদের দুজনের এই দূরত্বকে হঠাৎ মুখর রেডিও একেবারে চমকে দিয়ে দুজনকে দুপ্রান্তে ছিটকে দিল।

প্রথমে ওরা কেউই তত আকৃষ্ট হয়নি। অকস্মাৎ গ্রীন ন্যাশ শব্দটা রেডিওতে বাজতেই নিনা বিস্ফারিত চোখে ঘুরে দাঁড়াল। ন্যাশের হাতের কফি চলকে পড়ল। ও তাড়াতাড়ি কাপটা রেখে ট্র্যানজিস্টারের ভল্যুম বাড়িয়ে দিল।

রেডিও তখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে : গত পঁচিশে ক্যালিফোর্নিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের যে বিমানটি ছিনতাই হয়েছিল সেই ছিনতাই বিমানের বিমান-দস্যুকে ধরা হয়েছে। সে শুধু একজন বিমানদস্যু নয় একজন নরঘাতকও।

হলিউডের হিল ক্রেস্ট অ্যাভেন্যুতে স্বনামধন্য আর্ল ডেস্টারকে খুন করার সময় সে হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। পুলিশ আগে থেকেই খবর পেয়ে ফাঁদ পেতেছিল। তার আসল নাম হ্যারী গ্রিফিন। সে হ্যারী গ্রীন নাম নিয়ে বিমানে চেপেছিল।

জিজ্ঞাসাবাদে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা জনগণের স্বার্থে ঘোষণা করা হচ্ছে। সেই বিমানে যে তিন মিলিয়ন ডলার মূল্যের হীরে ছিল তা ছিনতাই করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। হ্যারী গ্রিফিনের জবানবন্দী অনুযায়ী জানা যায় যে, সে হীরের বাক্স চুরি করতে সমর্থ হয়নি।

সেই বিমানেই গ্রীন ন্যাশ নামে আরেকজন যাত্রী ছিল। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সে আর্ল ডেস্টারের সোফার নিযুক্ত ছিল। অনুমান করা হচ্ছে যে সেই হীরে নিয়ে সে উধাও হয়েছে। তার চেহারা এই রকম—প্রায় ছফিট লম্বা। একশ আশি পাউন্ড ওজন। বেশ শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ দেহ। কালো চুল, রঙ রোদে সেঁকা। তার পরণে হাল্কা ধূসর রঙের জামা-প্যান্ট ছিল।

পুলিশ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে—যদি কেউ গ্রীন ন্যাশের খবর দিতে পারেন তবে তাকে পুরস্কার স্বরূপ পঁচিশ হাজার ডলার দেওয়া হবে, যোগাযোগের ঠিকানা—ও'হ্যারিডেন, পুলিশ অধিকর্তা, হলিউড সিটি। আমেরিকাবাসীর স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিক যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এর সঙ্গে সমগ্র দেশের স্বার্থ জড়িত হয়ে পড়েছে।

ঘোষণা শেষ হতেই গ্রীন রেডিও বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। মুখ গম্ভীর ভয়ার্ত, আতঙ্ক ভরা চোখে নিনার দিকে তাকাল।

নিনা বড় বড় চোখে যেন ওকে গিলছে। সে চোখের ভাষা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

গ্রীন ঘুরে নিনার উল্টোদিকের জানালার কাছে এসে থামল। সূর্য গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। একটা ঘন কালো ছায়া ক্রমশঃ বৃত্তাকার হচ্ছে। সেই ছায়া যেন আরো সূচীভেদ্য হয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এতসব ঘটনা কী করে একসঙ্গে ঘটে গেল। জনকোলাহল ছাড়িয়ে এই গভীর অরণ্যও আর নিরাপদ নয়।

গ্রীন ন্যাশের কথা সবাই জেনে গেছে। হেলেনও নিশ্চয়, কিন্তু হ্যারী গ্রিফিন হঠাৎ আর্ল ডেস্টারের বাড়ি গিয়েছিল কেন? নিশ্চয়ই ওর খোঁজে।

এটা খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না। এরকম আশঙ্কা করেছিল বলেই ও হিল ক্রেস্ট অ্যাভেন্যুতে

যায়নি। কিন্তু হ্যারী আর্ল ডেস্টারকে খুন করতে গেল কেন? ধরা পড়ে গিয়েছিল কী? তাহলেই বা খুন করতে যাবে কেন? নাঃ! ওর সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

এক সময় যাকে ডেভিড নিভেনের মত ভেবে আত্মসমর্পণে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল নিনা রাকস্ এবার ও ধীরে ধীরে নিজেকে গুটি পোকার মত গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে।

ওর মাথার ওপর একটা অপরাধ খাঁড়ার মত ঝুলছে তার ওপর সঙ্গী হয়েছে একজন হীরে ছিনতাইবাজ। তাও যা-তা নয়! তিন মিলিয়ন ডলার! ওর হাত-পা কাঁপতে লাগল। ও যেন এখনও বিশ্বাসই করে উঠতে পারছেন না যে, ওই একই ঘরে ওর সঙ্গী হয়েছে সেই লোক, যাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পঁ-চি-শ হা-জা-র ড-লা-র! ভাবতেই চোখ ছানাবড়া, রক্তের ঝিল্লীতে ঝনঝন করে বাজতে লাগল পঁচিশ হাজার ডলার। যে কোন অজুহাতে এখান থেকে বাইরে গিয়ে শুধু খবরটা দিয়ে দেয়া, তারপর—

গ্রীন কখন যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আবার নিনা তা বুঝতেই পারেনি, ওর কথায় চমকে উঠল।

তাহলে এবার খেলা জমে উঠেছে—কি বল। পাতলা শিনশিনে কণ্ঠস্বর গ্রীনের, আমি বোধহয় তোমার ভাবনার কিছু কিছু আঁচ করতে পারছি—

বুকেব ভেতর ধক্ করে ওঠা শব্দটাকে চেপে কাঁপা কাঁপা গলায় নিনা বলে উঠল, কী, কী বুঝতে পারছো তুমি।

গ্রীনের ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসির রেখা ফুটে উঠল। ও যেন গুনে গুনে পা ফেলে এগিয়ে এল নিজের জায়গায়। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে বলল, তোমার মনের কথা কী আমার মুখ থেকে শুনতে চাও—

নিনা গ্রীনেব হাসি দেখে আরো ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, কী-কী কথা। আমি কিছুই ভাবছি না, বেডিওর খবর শুনে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি!

খুব সত্যি কথা। বলল গ্রীন, তা তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা করতে যাবার আগে একবার নিজের অবস্থাটার কথাও একটু ভেবে নিও।

তো-তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

দ্যাখো নিনা, গম্ভীর হলো গ্রীন, তুমি যদি নিজেকে কচি খুকি প্রমাণ করতে চাও তাহলে ভুল করবে। ইচ্ছে করলে আমিও বেন ডিলেনির কাছে তোমার খবরটা জানিয়ে দিতে পারি। আশা করি সেটা তোমার পক্ষে খুব সুখকর হবে না। বর্গ না কী যেন নাম বলেছিলে—

বর্গের মুখটা চোখে ভেসে উঠতেই নিনা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, না, না, তুমি কখনই তা পারো না—

পথে এসো, মুচকি হেসে বলল গ্রীন, দেখতে পাচ্ছো—আমি যেখানে, এখন তুমিও সেখানে। দুজনের ভাগ্য লিখন এক সুরে বাঁধা হয়ে গেছে।

গ্রীন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এ-একটা দুর্ঘটনা। এরকম কখনও হয় না। গল্প হলেও হতে পারে। বাস্তবে তা কদাচিৎ ঘটে। আমি পুলিশের চোখে এখন এক জঘন্য অপরাধী। যদিও তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। তা নিয়ে আমি তোমার সাথে কোন কূটতর্কে বসতে চাই না। কিন্তু এমন কারো কাছে তুমিও এক অপরাধী। কাজেই—

নিনা ঝুপ করে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল।

গ্রীন নিজের কথার রেশ টেনেই বলল, কাজেই এ এক ভীষণ জট। এ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দুজনেরই দুজনকে সাহায্য করা দরকার, তুমি কি তা করবে?

কিন্তু কী করবে সে সম্বন্ধে এখনও কোন সঠিক ধারণা নেই গ্রীনের। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

নিনা খুব অসহায়ের মত বলল, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

গ্রীন একটা চাপা শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে। ভেবে দেখি। আমি বাইরে থাকছি। তুমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারো কিনা দ্যাখো—

নিনা খুব লক্ষ্মী মেয়ের মত বলল, এখানে একটা রান্নাঘর আছে দেখেছি। কিছু কাঠ পেলে

উনান ধরানো যেত।

বেশ তো—গ্রীন বলল, কিছু কাঠ এনে দিচ্ছি। গাছের মধ্যেই তো আমরা আছি—

গ্রীন চলে যাবার পরও নিনা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

হ্যাঁ, ন্যাশ ঠিকই বলেছে এ একটা ভীষণ জট। ও কিছু করতে গেলে গ্রীনও প্রতিশোধ নিতে পারে। সে একটা ভাববার মত বিষয় বটে।

আপনমনেই ও ওর অলসদেহ চেয়ার থেকে কায়ক্লেশে তুলতে গিয়ে একটি জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। ন্যাশ ওর অ্যাটাচিকেসটা খুব অবহেলায় ঘরের এক কোণে ফেলে রেখেছে।

হঠাৎ ওর সেই হীরের কথা মনে পড়ে গেল। ন্যাশ যদি সত্যি সত্যিই হীরে চুরি করে থাকে তাহলে তা কোথায় রাখতে পারে? ওই অ্যাটাচির ভেতরেই কি? ওর সঙ্গে তো আর কোন জিনিসপত্র নেই!

প্রকৃতি আজও সেই একই নিয়মে একই তাললয় বজায় বেখে আবর্তিত হচ্ছে। যেমন সেই আদম-ইভের কাল থেকে শুরু হয়েছিল।

নিষিদ্ধ সেই বস্তুটি কোন কারণেই ধরা বা দেখতে চাওয়া উচিত নয়। তবু নিনার হাত পা সুড়সুড় করতে লাগল। সেজন্য মনে মনে কিছু যুক্তিও চটপট খাড়া করল।

ন্যাশের সঙ্গে ওর কিসের সম্পর্ক? কিছুই না, জীবনে বাঁচার জন্য কী অর্থ চাই না? নিশ্চয়ই চাই। হঠাৎ কি ও ন্যাশকে ভালবাসতে গিয়েছিল? মোটেই না। ওটা সাময়িক দুর্বলতা। ন্যাশ ওর কে? কেউ না। বরং সমাজের একটা দুষ্টক্ষত। সেখানে সমগ্র দেশের স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেখানে ও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে কেন? থাকা কী উচিৎ? মোটেই না।

এইসব চিন্তা করে করে ভাঙা মনকে নিনা জোড়া লাগাল। তারপর দ্রুত ছুটে গেল বাইরে। ন্যাশের কোন পাত্তা নেই, এই তো সুযোগ। এমন সুযোগ আর হয়ত নাও আসতে পারে।

সেই একই রকম পায়ে ঘরে এল। অ্যাটাচিকেসটার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। হাত-পা কি কাঁপছে না? বুকের ভেতর কি দমাদম হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হচ্ছে না! সবকিছুই হচ্ছে। তবু কোন কিছুকেই ও পরোয়া করল না। তালাটালা কিছু লাগানো নেই। টপাটপ ক্লিপ টিপতেই ফুটফাট উঠে এল স্প্রিংয়ের ঢাকনা। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে ডালাটা ওঠাতেই ঝকঝকে তকতকে সোনার কাজ করা একটা বাক্স জ্বলজ্বল করে উঠল। নিনার চোখও তেমনি জ্বলজ্বল করছে।

তারপর খুব চটপট বাক্সটা তুলে নিয়ে ঢাকনা খুলতেই জমাট এক আলোর ঝরণা বিচ্ছুরিত হয়ে ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। এক ঝাঁক ঈষৎ নীলাভ হীরকখণ্ড তুষারবৃত পাহাড় চূড়োয় সূর্যচ্ছটায় যেন ঝলঝল করে উঠল।

বুক ভীষণ দুরু দুরু করছে। বেশী সময় নিল না। খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু যেমন ছিল তেমনি রেখে ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কিছুক্ষণ আগের ন্যাশের কথাগুলোই ভাবতে লাগল, তাহলে খেলা এবার জমে উঠেছে—কী বল!

সত্যিই নিনার জীবনে এমন জমজমাট খেলা এর আগে কখনও ঘটেনি। ন্যাশকে ধরিয়ে দিতে পারলে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার। তাতেও বাকী জীবন সুখেই কাটানো যায়। অথবা হঠাৎ নিনার মনে হলো এমনও তো করা যেতে পারে যদি ওই হীরের বাক্সটা নিয়েই উধাও হয়ে যাওয়া যায়?

কিন্তু না, তাতেও তো বিপদ। এগুলো বেচে দিতে না পারলে ওতো কাঁচের মতই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তাহলে?

নিনা এই পর্যন্তই ভাবতে পারল কারণ তখনই বাইরে পায়ের শব্দ উঠল। ন্যাশ বুঝি এসে গেছে। নিনা এক দৌড়ে পৌঁছে গেল রান্নাঘরে।

কাঠের বোঝা ফেলে গা হাত পা ঝেড়ে'ন্যাশ বলল, এখনও তৈরী হওনি—

না—হ্যাঁ—এই তো, কথা গুলিয়ে ফেলে ঝরঝরে হতে চেষ্টা করল নিনা। উনোন খোঁচানো লোহা দিয়ে ভেতরটা ঝেড়েপুছে নিয়ে বলল, তোমার কাঠের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। চোখের সামনে তখনও ভাসছে জ্যোতির্মান হীরের দ্যুতি।

ন্যাশ পাশের ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসে রান্নাঘরে বসে বলল, তোমাকে খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে—

না, তা কেন। চমকে উঠে নিনা বলল, চঞ্চলতার কী আছে?

ন্যাশ একটা সিগারেট চেয়ারের হাতলে ঠুকতে ঠুকতে বলল, রেডিওর খবরটা শোনার পর থেকে তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি—

নিনা চটপট ভেবে নিল। ওকে এখন শক্ত হতে হবে। উনোনে কাঠ গুঁজে দিয়ে বলল, তোমার মধ্যেও কী কোন পরিবর্তন আসেনি?

হুঁ, একটু অন্যমনস্ক ভাবে ন্যাশ বলল, অবশ্যই কিছু হয়েছে, না হওয়াটাই অস্বাভাবিক হোত।

নিনা আরো চটপটে হলো। দেশলাই জ্বেলে উনোন ধরিয়ে বলল, তাহলে আমি আরো চিন্তিত হব—এ তো খুবই স্বাভাবিক। আমি নিজের জন্য যথেষ্ট চিন্তিত। অন্ততঃ যদি তোমার অতীত কিছু পরিষ্কার হোত তবে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু গ্রীন—কেন—কেন তুমি একাজ করতে গেলে?

ন্যাশের সামনে এসে হঠাৎ ওর হাত জড়িয়ে ধরে মিনতিতে বিগলিত হলো, আমি যে প্রথম দেখার পর থেকেই তোমার ওপর খুব নির্ভর করেছিলাম?

ভেবেছিলাম যদি তোমার জীবনে আর কোন মেয়ে না থাকে তবে আমি আমার অভিনয় জীবন শেষ করে তোমার হাত ধরে ডিলেনি বর্গের নাগাল পেরিয়ে দূরে বহু দূরে চলে যাব। কেন-কেন আমার স্বপ্ন এমনি করে ভেঙ্গে যাবে—বলতে বলতে নিনা কান্নায় ভেঙে পড়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

ন্যাশ ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরী ছিল না। নিনা ওর হাতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর রেশমের মত নরম চুল ন্যাশের হাত ছুঁয়ে জানুর ওপর ঝুলে পড়ছে।

বাতাসে একটা মদির সৌরভ ছড়িয়ে যাচ্ছে। এমন করে কখনও কোন মেয়ে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। হেলেনকে তো জবরদখল করতে হয়েছিল, যদিও তাতে ঝাঁঝালো সুরার স্বাদ ছিল কিন্তু ডেস্টারের মত বিত্তশালী মানুষ পর্যন্ত ওর মন ছুঁতে পারেনি।

হেলেনের মত মেয়েরা কাউকে ভালবাসে না। ওরা অর্থসর্বস্ব। নিনা রাকস্-এর সম্বন্ধে যদিও কোন ধারণাই নেই তবে এ পর্যন্ত ওর যতটুকু পরিচয় পেয়েছে তাতে বলা যায় ওর অবস্থান হেলেনের বিপরীত প্রান্তে।

ন্যাশ দুহাতে নিনার মুখ তুলে ধরল। যেন হাতের মুঠোয় একটি পদ্মকোরক ধরেছে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দু-জোড়া চোখ বিমোহিত আবেগে থরথর করছে।

বাতাসে আন্দোলিত কচিপাতার মত নিনার পাতলা হাল্কা দুটি ঠোঁট শিরশির করছে। ন্যাশের বন্যরক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে আনল। যেন এক উন্মত্ত তাড়নায় ঝটিতে ওর মুখ আরো নেমে এল এবং বহুদিনের বুভুক্ষু এক মানুষের মত পিপাসা চরিতার্থ করতে নিনার দুটি ঠোঁট এক গণ্ডুষে নিজের মুখের মধ্যে ভরে নিল। নিনা দুহাতে আঁকড়ে ধরল।

বুঝি কত যুগ একটি নারী একটি পুরুষ একাত্ম নিশ্চল হয়ে আছে, এমনি জড়িয়ে রইল ওরা দুজন।

নিনা ন্যাশের বুকে মাথা রেখে ফিস ফিস করে বলল, যদি তোমাকে আঘাত করে থাকি তবে আমায় ক্ষমা কোরো ন্যাশ। হয়তো তোমাকে আমার মনের কথা ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি।

ন্যাশ বাঁধন আলগা করে বলল, তুমি কী আমার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার জীবন জড়িয়ে নিতে চাও—নিনা?

নিনা প্রেমবিগলিত কণ্ঠে বলল, তুমি যদি আমাকে সে সুযোগ দাও—

ন্যাশ চেয়ারে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল। তারপর খুব মেপে মেপে বলল, রেডিওতে এই কিছুক্ষণ আগে যে ঘোষণা শোনানো হলো তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমি হীরের বাক্স চুরি করিনি। আমি চোর নই। আমার জীবন শুরু হয়েছে যুদ্ধে। আমি একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিক। দেশকে আমি ভালবাসি। আমার নিজের বলতে কেউ নেই। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আমি কোন কাজের সুযোগ পাইনি। খুব সাধারণ কিছু কাজ দিন চলার মত গোছের করছিলাম। এই সময়ে আর্ল ডেস্টারের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে তার শোফারের পদে চাকরি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সুন্দরী স্ত্রী হেলেন তা পছন্দ করেনি। ওদের জীবন এক ভয়াবহ জীবনের মত। বিশদ বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি হেলেনের মত সুন্দরী আমার আগে চোখে পড়েনি।

সত্যি বলতে কি আমি বিমোহিত হয়েছিলাম।

আমার প্রচ্ছন্ন মনে তাকে জয় করার একটা বাসনা ছিল। এই সময় একটা কাজ দিয়ে ডেস্টার আমাকে লস অ্যাঞ্জেলসে পাঠালেন।

আমি জানব কী করে যে সেই বিমানই ছিনতাই হতে যাচ্ছে? বিমানে যে পাহারাদার ছোকরা ছিল ওর হাতে হীরের বাক্স ছিল। একটা কাকতলীয় ঘটনার মধ্যে ওটা আমার হাতে এসে যায়। একটু থেমে ন্যাশ বলল, ওটা এখন আমার কাছেই আছে।

নিনা একটুও উত্তেজনা প্রকাশ করল না। দুহাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, আমি কিছু জানতে চাই না। শুধু তোমাকে চাই—

ন্যাশ বলল, আমি এখন একজন পলাতক চোর। আমার মাথার ওপর পঁচিশ হাজার ডলারের পুরস্কারের প্রলোভন ঝুলছে। আমি যে-কোন সময়ে ধরা পড়ে যেতে পারি—

নিনা অলস পায়ে উনোনের দিকে যেতে যেতে বলল, আমি তোমাকে চাই—

ন্যাশ এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, শুধু চাইলেই তো হবে না। এ জট খুলতেও হবে—

নিনা আলতো হাতে ঘাড়ের কাছে চুলে একটা গিঁট দিয়ে বলল, তুমি যেমন ভাবে বলবে আমি তেমনভাবে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত—

হতাশ হয়ে ন্যাশ উঠে পড়ল। পাশের ঘরে এসে তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ল। সারা শরীরে অশেষ ক্লান্তি। মৃদু মন্দ হাওয়ায় দু'চোখের পাতা এক হয়ে এল। একসময় ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

নিনার ডাকে ঘুম ভাঙল। শুধু যে টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলেছে তা নয় নিজেও এরই মধ্যে কিছু প্রসাধন করে নিনা নিজেকে আরো শ্রীময়ী করে তুলেছে।

নিরবচ্ছিন্ন একটা ঘুম থেকে উঠে ন্যাশের বেশ ভালোই লাগছিল। আরো ভালো লাগছিল নিনাকে দেখে। ঠিক যেন এক সুখী দম্পতি, ছোট্ট গৃহস্থালী।

ন্যাশ নিনার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসল। নিনা রক্তিম হলো। ব্রীড়াবনতা বধূর মত তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল।

ন্যাশ উঠে একটু পরিষ্কার হয়ে এসে খেতে বসে বলল, এখানেই একটা চিরস্থায়ী আস্তানা গড়লে কেমন হয়, নিনা?

নিনা ন্যাশের পাশে বসে বলল, তুমি যদি চাও তাও হতে পারে—

আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলতো? ন্যাশ এক চামচ স্যুপ তুলে নিয়ে বলল, যেন আমার কথাই তোমার কথা। তোমার কোন নিজস্ব মতামত নেই। এখনও কত কাজ বাকী। হীরেগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা-পয়সা তো চাই। ভাবছি যার হীরে তাকেই দিয়ে দেবো।

নিনা, ভুরু তুলে বলল, কার হীরে?

ন্যাশ একটা স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বলল, এক জাপানী ভদ্রলোক। তাকামোরি নাম।

তুমি কী ওকে চেনো? খুব আলগোছে প্রশ্ন করল নিনা।

না। পাউরুটি চিবোতে চিবোতে ন্যাশ বলল, ঠিক চিনি না। তবে খুঁজে বার করতে হবে। বোধহয় পারব।

নিনা নিরাশক্ত গলায় বলল, যদি তাই ভালো মনে করো তবে তাই করবে।

হুঁ—তাই করব, বিরক্ত হয়ে উঠল ন্যাশ, বাঁচবার জন্যে কিছু অর্থের ব্যবস্থাও তো করতে হবে।

নিনা একটা কাঁচের পাত্রে চামচ নাড়তে নাড়তে বলল, তাকামোরি তো তোমাকে ধরিয়েও দিতে পারে।

সে ঝুঁকি তো একটু নিতেই হবে—'

তারপর আর কথা বেশীদূর এগোয় না, নিঃশব্দে খেয়ে নেয় ন্যাশ। নিনাও তেমনি নীরবে খাওয়া শেষ করে। অনেক কাছাকাছি তবু কোথায় যেন একটা অদৃশ্য দেয়াল দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

এমনি করেই আরো দুটো দিন কেটে যায়।

ন্যাশ ভাবনা চিন্তা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। ও যেন ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে

এরই মধ্যে রেডিওতে আরো বার কয়েক ওর খোঁজ হয়েছে। মনের সাহস আরো কমেছে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। পাহাড়ী হাওয়া আরো শীতল হয়েছে। দিনের আলোর ধার কমেছে। নিনা বাধ্য মেয়ের মত গৃহস্থালী করে। ন্যাশ নতুন নতুন উদ্ভাবনী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে।

হঠাৎ হঠাৎ এক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়ার তোড়জোড় করে আবার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত ভয়ে পিছিয়ে পড়ে।

পাহাড়ের কোলে এক ঝরণার পাশে বসে বহমান স্রোতোস্বিনীর বুকে আলতো ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেদিন বিকেলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবছিল।

এমন সময় নিনার একটা কথায় ও চমকে উঠল। ন্যাশের পাশে বসে ও ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমাদের খাবারের ভাণ্ডার ফুরিয়ে এসেছে। হয়তো আজকের দিনটা চলে যাবে। কাল থেকে উপোস করে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।

ও নিজের ভাবনা নিয়ে এতদিনে এত ব্যস্ত ছিল যে এদিকটা ওর মোটেই খেয়াল হয়নি। তাই তো। শুধু তো কালহরণ করলেই চলবে না, ক্ষুধানিবৃত্তিও করতে হবে।

নিনা বলল, ভাবছি, এখনই একবার আমি গাড়ি নিয়ে বেরুবো—

ন্যাশ চমকে উঠে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, যদি বর্গ আশেপাশে থাকে—তাছাড়া থাকেই বা বলি কেন, ও নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে আমাদের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে বুঝতে পারছো? বরং আমিই যাবো—

নিনা সভয়ে বলল, সর্বনাশ তাহলে আর কাকে বলে? হাইওয়েতে পুলিশ কী হন্যে হয়ে তোমাকে খুঁজছে না? ওরা কী রেডিওতে ঘোষণা করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে?

ন্যাশ মরীয়া হয়ে বলল, খুঁজলেও একমাত্র ডেস্টার অথবা হেলেন ছাড়া কেউই আমাকে সনাক্ত করতে পারবে না। কিচ্ছু ভেবো না, চুপচাপ যাবো আর চলে আসবো?

নিনার ঠোঁটে একটুকরো ছোট্ট হাসি ফুটল। বলল, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেবে? তবেই হয়েছে। সন্দেহভাজন ছেলেরা পুলিশের চোখে চট করে ধরা পড়ে যায়। মেয়েদের ধরতে ওদের কাঠখড় পোড়াতে হয়। তাছাড়া আমাকে নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথা নেই।

মাথাব্যথা একমাত্র বর্গ আর ডিলেনির। মাঝখানে তিনদিন কেটে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই এখন আমায় আমার সেই অভিনয় রাজ্যে খোঁজাখুঁজি করছে। কাজেই আমায় বাঁধা দিও না। তোমার নিরাপদ জীবনই এখন আমার কাম্য। তুমি বাঁচলে আমিও বাঁচবো।

ন্যাশ অন্যমনস্কভাবে নিনার দিকে তাকিয়ে নিনার কথাগুলোই ভাবতে লাগল। খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। তাছাড়া নিনার সাহচর্য এতদিনে ওকে এক পরিপূর্ণ তৃপ্তি এনে দিয়েছে। প্রগলভতা নেই। অর্থের প্রতি মোহ নেই। শুধু ন্যাশকে নিয়েই নতুন উষার আলো দেখতে চায়।

নিনা হাসি হাসি মুখ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু ভেবো না। আমার কাছে কয়েক ডলার আছে, তাতে আমরা আরো সাতদিন অনায়াসেই চালিয়ে দিতে পারব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সবকিছু একটু থিতিয়ে আসবে—কী বল?

ন্যাশ অন্যমনস্কভাবেই ঘাড় নাড়ল।

নিনা গাড়ি নিয়ে চলে যেতেই ওর বুকের ভেতরটা যেন ভীষণরকম হাল্কা হয়ে গেল। নিনা ওর কাছে যে কত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে তা যেন অনুভব করতে পারল।

এই অপরিচিতা মেয়েটি যে ইতিমধ্যেই ওর বুকে এতখানি জায়গা জুড়ে ফেলেছে তা ভেবে একটু অবাকও হলো।

পরক্ষণেই একটা ভয় সুড়সুড় করে শুঁয়োপোকার মত ওর সারা শরীরে চলে ফিরে বেড়াতে লাগল। ও ফিরে আসবে তো? ভয় থেকে ভাবনা। তা আবার চট করেই দুর্ভাবনার রূপ নিল। মনে পড়ে গেল সেই হীরের বাক্সর কথা। ওটা খুব একটা যত্ন করে লুকিয়ে রাখেনি।

ও তখনি উঠে পড়ল। একটু জোরে পা চালিয়ে ঘরে এল। ভয়ের সঙ্গে মৃদু কাঁপুনি ছিল বুকেও। ছুটে গিয়ে নিজের অ্যাটাচীকেস খুলে যখন দেখল হীরের বাক্স স্বস্থানেই বিরাজমান তখন বুক থেকে একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেল। নিজের ওপর ধিক্কার এল। ছি-ছি-নিজেকে এত নীচে নামিয়ে ফেলতে পারল কী করে?

তখন সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল। ঠিক কিভাবে এ জট খোলা যায়। জায়গাটা নিরাপদ সন্দেহ নেই। কিন্তু খুব বেশী দিন এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে ষোল আনা। একা থাকলে না হয় যা আছে কপালে বলে বেরিয়ে পড়া যেত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গিনী জুটেছে। ওকে ফেলে চলে যাওয়া মানে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

তাছাড়া ওর নিজেরই এখন একটু ভালো লাগছে। জীবনে একটি সাথী জুটেছে। তাছাড়া নিনা যে সাথী হবার উপযুক্ত তা সে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে। কাজেই নিনাকে ফেলে রেখে যাওয়া চলে না।

এবার তাহলে পালানোর পথ এবং জায়গা দরকার। অর্থ কিছু আছে। ডেস্টারের দেওয়া বিশ হাজার ডলার। অর্থের পরিমাণ মন্দ নয়, তা দিয়ে কিছু একটা করা যেতে পারে। কিন্তু আপাততঃ কোথায় যাওয়া যায় এবং কিভাবে—এর কোন সদুত্তর ও খুঁজে পেল না।

ভাবতে ভাবতে দিনের আলো চলে গিয়ে অন্ধকার নামল জাঁকিয়ে। ন্যাশ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালাল। নিনা এখনও ফিরে এল না। আবার দুঃশ্চিন্তা। ন্যাশ ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নিনা অবশ্য ইতিমধ্যেই ফিরল। গাড়ির আওয়াজ হলো। গাড়ি যে বানানো গ্যারেজে ঢুকে গেল তাও বুঝল। নিনা দু ব্যাগ ভর্তি জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকল। মুগ্ধ ন্যাশ ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমো খেল।

বলল, তোমার জন্যে আমার খুব গর্ব হচ্ছে—

নিনা বলল, আমার একটু দেরি হয়ে গেছে—দুঃখিত ন্যাশ। কেনা-কাটা হয়ে গেছিল কিন্তু ফেরার সময় আমায় একটু ঘুরে আসতে হোল কেউ পিছু নিল কিনা দেখতেই—

ন্যাশ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, বাইরের হালচাল কেমন?

সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে নিনা অন্য কথা বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল, কিছু সিগারেট এনেছি। একটা হুইস্কিও আছে এবং বেশ কিছু খাবার। আমাদের এ সপ্তাহ চলে যাবে। খবরের কাগজও এনেছি—

নিনার স্বরে এমন কিছু ছিল যা ন্যাশকে সচকিত করল। ঠিক যে কি তা না বুঝলেও কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব থেকে গেছে।

নিনা ফিরে এসে যখন চেয়ারে বসল মোমবাতির আলোয় ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। ও যেন একটু ভয় পেয়েছে।

খবরের কাগজটা টেবিলে রেখে বলল, হীরে চুরির খবর আছে। তোমাকে খুঁজে না পাওয়ার খবরও আছে। পুলিশ সন্দেহ করছে তুমি মেক্সিকোয় পালিয়ে গিয়েও থাকতে পারো—

মেক্সিকো! অধরা যেন এসে ধরা দিল। কোথায় পালানো যায় তাই তো ন্যাশ ভাবছিল। সত্যিই তো পালিয়ে যাবার এবং লুকিয়ে থাকার একমাত্র জায়গাই হচ্ছে মেক্সিকো। যেখানে আমেরিকার আইন কানুন খাটে না।

তবুও ন্যাশ খবরের কাগজের ওপর খুব একটা আকর্ষণ অনুভব করল না। নিনার কণ্ঠস্বর যেন বে-খাপ্পা হয়ে কানে বাজছে। ওর মন বলছিল নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে এলোমেলো চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ প্রশ্ন করল ন্যাশ, পথে কোন ঝামেলা হয়েছিল নাকি? সেটা কি?

নিনা থতমত খেয়ে কী বলতে গিয়েও ম্লান হেসে বলল, কই না তো। কিছু হয়নি। কেউ আমায় দেখেনি—

ঠাকুরঘরে কে? না—কলা খাইনি তো। ন্যাশ চেপে ধরল, নিনা তোমার চোখমুখ বলছে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

আচ্ছা পাগল তো, কান্নার মত হাসল নিনা, কী আবার হবে?

ন্যাশ দাঁত পিষে বলল, নিনা, আমাকে বুদ্ধু বানাবার চেষ্টা কোরো না। আমি বলছি নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। সেটা কী?

বর্গের সাথে দেখা হয়েছে!

বর্গ!—ন্যাশ সাপের ওপর পা পড়ার মত লাফিয়ে উঠল।

নিনা শুকনো গলায় বলল, আমি আটলেন্ডা গ্রামের একটা দোকানে যখন জিনিস কিনছিলাম তখনই ওকে দেখতে পেলাম। ও কিন্তু আমাকে দেখতে পায়নি। আমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওকে দেখেই আমার বুক কাঁপতে শুরু করেছে। তুমি ঠিকই ধরেছো আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। বাঘ যদি একটি মানুষকে সাবাড় করে, দ্বিতীয় মানুষটিকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দেবে? কখ্খনো না।

ন্যাশ ভীষণ চিন্তায় পড়ল। এই নিরাপদ আশ্রয় মুহূর্তে যেন জন-অরণ্য হয়ে উঠল। গিজগিজ করছে মানুষ আর পুলিশে। চেয়ার ছেড়ে ন্যাশ উঠে পড়ল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চিন্তিতভাবে বলল, তুমি বলছ—ও তোমায় দেখতে পায়নি—

মোটেই না—বললেও ঠিক যেন গলার জোর থাকল না নিনার।

হুঁ—গম্ভীর হযে ন্যাশ বলল, যদি তা নাও পেয়ে থাকে তবে এবার নিশ্চয়ই পাবে। আমাদের দূরত্ব অনেক কমে এসেছে।

নিনা ন্যাশের কাছে এসে বলল, এখান থেকে কী এখনই পালানো যায় না ন্যাশ?

ন্যাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বোধহয় না। আমাদের একটু সাবধান হতে হবে। দিন দুই একটু অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে আমাদের আস্তানা সম্বন্ধে বর্গ কোন খোঁজ পেয়েছে নাকি। হুট করে কোন কাজ করা উচিত হবে না—

ক্লান্ত নিনা যেন জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ—

তারপরের দুটো দিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল...

মুমূর্ষু রোগী যেমন উপযুক্ত চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে, তেমনি ওরা সময়ের ব্যবধানে মনের জোর ফিরে পেল।

ন্যাশ ভাবল নিনা ঠিক কথাই বলেছে। বর্গ ওকে দেখতে পায়নি। পেলে নিশ্চয়ই এত সময় নষ্ট করত না। যাই হোক ওরা তখন আলোচনায় বসল—কী করে এখান থেকে মেক্সিকো পালানো যায়।

রাত হয়েছে। একটা পুরনো আগুন পোহানো চুল্লীকে কাজ চালাবার মত করে তারই পাশে দুজনে বসেছে। নিনা ন্যাশের পুরনো শার্টটায় তালি দিচ্ছিল। আগুনের হল্কায় নিনার টকটকে ফর্সা মুখের ওপর যে একটি বলয় সৃষ্টি হয়েছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ন্যাশ সেদিকে তাকিয়ে বলছিল, মেক্সিকোয় পৌঁছে আমরা এইরকমই পাহাড়ের ধারে বাড়ি কিনব।

দাঁতে দাঁত কেটে নিনা বলল, তা তো কিনবে, পালানোর পথ কিছু ঠিক করেছো?

মোটামুটি একরকম ভেবেছি।

কীরকম?

ন্যাশ বলল, আমরা হাইওয়ে এড়িয়ে চলব। সদর রাস্তায় অনেক ঝুটঝামেলা। ভেবে ভেবে ঠিক করেছি এই পাহাড়ী পথ ধরে এখান থেকে চলে যাওয়াটাই নিরাপদ। ভিয়েতনামের জঙ্গলে অনেক রাত কাটিয়েছি। বনে জঙ্গলে কীভাবে রাত কাটাতে হয়, দিনের আলোয় কেমনভাবে পথ চলতে হয়—আমি জানি।

নিনা খুব মৃদু গলায় বলল, আমি কী পারব?

অবশ্যই পারবে। পারতেই হবে। বর্গ জাতীয় লোককে আমরা বেশীদিন বিশ্বাস করতে পারি না—কথা শেষ করে নিনার মুখের দিকে তাকাতেই ন্যাশ চমকে উঠল।

ন্যাশ দরজার দিকে পেছন ফিরে বসেছিল, আর নিনার মুখ ছিল দরজার দিকে। নিনা ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে একেবারে জমাট বরফ হয়ে গেছে।

আয়ত দুচোখ নিষ্পলক। রাজ্যের আতঙ্ক এসে যেন বাসা বেঁধেছে।

হঠাৎ কী হোল দেখার জন্য মুখ ঘোরাতেই মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে গেল ন্যাশ। একটা কোলা ব্যাঙ যদি মানুষ হোত তবে যেমন দেখতে হোত তেমনি একটি মানুষ যেন পাতাল ফুঁড়ে উদয় ওদের দোর গোড়ায়।

সেই কোলা ব্যাঙের মুখে একটা বিশ্রী দেঁতো হাসি। নর্দমার পোকার মত নোংরা তার পোশাক। আর যখন কথা বলল অন্নপ্রাশনের ভাত উগরে দেবার মত অবস্থা।

খুবই সুন্দর! সে বলল, আহা—মরি মধুর সুরে, ঠিক যেন বাড়ির বউ। একটি আদর্শ দম্পতি। পাহাড়ের কোলে বাসা বেঁধেছে। দুদিন আগেই আসতাম। তোমাদের একটু অবাক করে দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই তা করিনি। তারপর মিঃ গ্রীন ন্যাশ তুমি কী করে এর সঙ্গে জুটলে?

ন্যাশ খুব সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল। উঠতে উঠতেই ভাবল এ নিশ্চয়ই বর্গ। নিনার ভীত মুখ দেখেই ও বুঝেছে। এখন ঠাণ্ডা মাথায় বুঝতে হবে বর্গ ওকে সত্যিই চেনে কি না। না কি আন্দাজেই ঢিল ছুঁড়ছে।

ন্যাশ দু'পা ঘরের মধ্যে সরে গিয়ে বলল, তুমি যেই হও তোমাকে আমি চিনি না। তুমি ভুল করছ আমি গ্রীন ন্যাশ নই—

কোলা ব্যাঙ ক্যাঁকর ক্যাঁকর করে উঠল, মিঃ ন্যাশ। আমার নাম বর্গ। বোধহয় নিনা রাক্‌সের মুখে শুনেছো। সাধারণতঃ আমি কারো হয়ে কাজ করে থাকি এবং তা যখন করি খুব মনোযোগ সহকারেই করি। তুমি জেনে খুশী হবে হ্যারী গ্রিফিন যার জন্যে হীরে চুরি করতে গিয়েছিল সে হচ্ছে বেন ডিলেনি।

এবার ন্যাশ সত্যিই চমকে উঠল। এখানেও বেন ডিলেনি।

বর্গ মুচকি হেসে বলল, চমকে উঠলে যেন? অবশ্য এখনও চমকে ওঠার মত কিছু হয়নি। তোমার সম্বন্ধে পুরো খবর জোগাড় না করে আমি অগ্রসর হইনি। তুমি ভিয়েতনাম যুদ্ধে ছিলে। ছত্রীবাহিনীতে কাজ করতে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর জ্যাকসলির হয়ে বিজ্ঞাপন জোগাড়ের কাজ নিয়েছিলে। তারপর হালে আর্ল ডেস্টারের শোফার। তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত এবং তোমার একটি ফটোও যুদ্ধ বিভাগের সদর দপ্তর থেকে জোগাড় করতে পেরেছি। আশাকরি, এবার তুমি আমার সাথে বন্ধু ব্যবহার করবে।

ন্যাশের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল স্রোত নামছে। বর্গ যে কতবড় ধুরন্ধর শয়তান তা নিনার কথায় বুঝতে পারেনি। লোকটির খবর সংগ্রহের কায়দা দেখে ও রীতিমতো তাজ্জব বনে গেল।

হঠাৎ নিনার দিকে তাকিয়ে বর্গ হাল্কা গলায় বলল, ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাসটা এখনও আছে নাকি তোমার।

নিনা তখন বাকশক্তি হারিয়েছে। এত করেও লোকটার খপ্পরে থেকে বাঁচতে পারলাম না।

বর্গ ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ন্যাশ এই প্রথম ওর হাতের .৪৫ বোরের পিস্তলটা দেখতে পেল।

বর্গ চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পিস্তলটা সামনে টেবিলে নিজের কাছেই রাখল। তারপর বলল, সব সরঞ্জামই তো আছে। এক কাপ কফি দিতে পারো নিনা! খেতে খেতে আসল কথায় আসা যেতে পারে।

ন্যাশ বুঝল বর্গ তড়িঘড়ি কিছু করবে না। কারণ হীরে ওর চাই। নিনা তো আছেই। এখন সময়েরই বড় প্রয়োজন। তবু টু-টা সামান্য শব্দও করতে পারল না। বর্গের দিকে তাকিয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল।

উনোনে কেটলিতে জল ফুটতে শুরু করেছে। সর্পিল গতিতে ধোঁয়া উঠছে। এ ঘরের চেয়ারে বসেও নিনাকে দেখা যায়।

বর্গ অবশ্য দুজনেরই ওপর নজর রেখেছে। ন্যাশের মাথায় ছায়াছবির মত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্গকেও ও জরিপ করছে। বেঁটেখাটো লোকটা কতটা তৎপর হতে পারে অথবা, কত তাড়াতাড়ি পিস্তলটা তুলে নিয়ে গুলি চালাতে পারে এ সম্বন্ধে ওর কোন সঠিক ধারণা নেই।

তবে নিনার মুখে যতটা শুনেছে অথবা এখন ওকে যতটা চাক্ষুস করছে তা থেকে ওর ধারণা জন্মাচ্ছে, লোকটা হঠাৎ অসাধ্য সাধন করে ফেলতে পারে। বুঝে উঠতে পারছে না এ অবস্থায় ওর কতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে।

নিনা উনোন থেকে কেটলি তুলে নিয়ে এ ঘরে এল। ওর মুখ এত গম্ভীর যে, হঠাৎ ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে ও কী বর্গের ভয়ে ভীত হয়ে চুপসে আছে না বর্গকে মোটেই পাত্তা দিতে চাইছে না।

বর্গ চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখছে। বোধহয় বর্গের কোন তাড়া নেই। ধীর স্থির হয়ে কাজ সারবে।

হঠাৎ এক সময় বর্গ বলে উঠল, টেবিলের ওই ছুরিটা সরিয়ে রাখো নিনা। অন্যমনস্কতায় কখন আঙ্গুলটাঙ্গুল কেটে ফেলবে।

নিনা গম্ভীর হয়ে কফি তৈরি করতে লাগল। যেন বর্গের কথা ওর কানেই ঢোকেনি।

বর্গ মুচকি হেসে বলল, তোমাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি যে তোমরা আমায় দেখে মোটেই খুশী হওনি। দুজনে মিলেমিশে থাকা যায়, তিনজনেই যত গণ্ডগোল।

ন্যাশ সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বেড়াল যেমন সামনে একটা ইঁদুরকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তাকে ধরার জন্য উদগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করে তেমন আগ্রহ নিয়েই ও তাকিয়ে আছে।

ন্যাশ বুঝেছে যে এই লোকটাকে কথায় ভোলানো বা তাড়ানো যাবে না। এখন ওকে কী করে বে-কায়দায় ফেলে চমকে দেওয়া যায় তারই একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে ও। আপাততঃ তা ওই আকাশের চাঁদের মত দূর-অস্ত।

নিনা কফি এনে বর্গের সামনে রাখল। বর্গ পিস্তলটা নিজের কাছে টেনে নিল। ও কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

নিনার আচরণ অদ্ভুত রহস্যময়। একটুও বিচলিত নয়। আর এক কাপ কফি ন্যাশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। ন্যাশের এখন সবকিছুই তেতো লাগছে। অন্ততঃ যতক্ষণ ওই লোকটা ওখানে বসে আছে।

কফির কাপে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিয়ে বর্গ বলল, দুজনে এতদিন বেশ মজা লুটেছো। আর আমাকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। তুমি তো ডিলেনিকে জানো নিনা, কী ভয়ঙ্কর, কী নিষ্ঠুর, কী বে-পরোয়া। ওই ভদ্রলোকের সাথে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে আমি নিজেই হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু তার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। আর যখন তা বুঝতে পারি তখন কোন শ্রমই কষ্টকর মনে হয় না।

এই যে তুমি—বলডি রিকার্ডকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলে আর ডিলেনি মহাখাপ্পা হয়ে উঠল। আমার ওপর ভার পড়ল তোমাকে খুঁজে বার করার। যাই বলো—এর মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। তবে স্বীকার করতেই হবে তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছো। দুদিন আগে সেই দোকান ঘরে তোমাকে দেখতে না পেলে আমার ভাগ্যে আরো কিছু দুর্ভাগ্য ছিল। সত্যি—তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। খুঁজে খুঁজে ভালোই জায়গা বার করেছো। তা এই ছোকরা ন্যাশকে জোগাড় করলে কী করে?

নিনার চোখ মুখ যেন পাথরে খোদাই। সেই যে তখন থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছে, সামান্য অজুহাতে অস্ফুট একটা শব্দও বের হয়নি মুখ থেকে। ঘরের আবহাওয়া এতই গুমোট আর থমথমে যে, একটা পলকা টুপি সেই আবহাওয়ায় শূন্যে ঝুলে থাকবে।

মনে হচ্ছে তুমি কোন কথাই বলবে না, বর্গ চাপা রাগে বলে উঠল, তাহলে আমাকে কিছুটা নির্মম হতে হবে। এবং আমি জানি কী করে মেয়েদের মুখ খোলাতে হয়। তার আগে, ন্যাশের দিকে ঘুরে, মিঃ ন্যাশের সাথে কিছু জরুরী কথা সেরে নেওয়া যাক। কফির কাপে আরেক চুমুক দিয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে এল, সেই হীরের বাক্স কোথায়? ওটা আমার চাই।

ন্যাশ এ তো জানতই। এ প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। তাই এক মুহূর্ত না ভেবে বলল, আমার কাছে কোন হীরের বাক্স নেই—

হাঃ আ!—বর্গ মুখে এক চমৎকার শব্দ করে বলল, জানি জানি—তুমি সহজে সবকিছু স্বীকার করবে না। যুদ্ধে ছিলে তো। গুঁতোগাঁতা খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু বন্ধু—তুমি এখনও আমার সঠিক পরিচয় পাওনি, পেলে সহজেই মত বদলাতে। আমি তোমায় আর এক মিনিট সময় দিচ্ছি, তারপর—আমার একটা গুলি তোমার একটা হাত পঙ্গু করবে। দ্বিতীয় গুলি—দ্বিতীয় হাত...এমনি করে করে...না—তোমায় একেবারে মেরে ফেলব না বাঁচিয়ে রাখব। যাতে মৃত্যু ধীরে ধীরে আসে। এবং একদিনে নয়।

আমি তোমার যন্ত্রণা কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন...দুদিন...তিনদিন অর্থাৎ যতদিন তুমি

বিনা ওষুধ এবং চিকিৎসায় বেঁচে থাকতে পারো ততদিন আমি তোমার মাথার কাছে বসে থাকব। যত তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা বাড়বে ততই বাড়বে আমার উল্লাস!

ন্যাশ এবার সত্যি ভয় পেল। ওর হাতে অথবা খুব কাছাকাছি এমন কিছু নেই যা দিয়ে ও সামান্যতম ঝুঁকি নিতে পারে। আড়চোখে নিনার দিকে তাকাল। আশ্চর্য! যেন একটি জড়পদার্থ। যেন কলের পুতুল নড়ছে চড়ছে।

বর্গ কফি দিতে বলল, কফি তৈরী করে দিল। ন্যাশকেও দিল, নিজেও নিল। তারপর সেই যে জানালার পাশে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে সেই থেকে এখনও তেমনি সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে। নিনার কাছ থেকে যে কোন সাহায্য পাবে না এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিন্ত হোল ন্যাশ। তখন ও ভাবল একে একাই এর মোকাবিলা করতে হবে। এজন্য কিছু সময় দরকার।

হাতের কফির কাপ দেখিয়ে বর্গকে বলল, আমি এটা টেবিলে রাখতে পারি?

বর্গ পিস্তলটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, তোমার সামনে মাটিতেই রাখো।

ন্যাশ আদেশ পালন করে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যদি একটা সিগারেট ধরাই তুমি কিছু মনে করবে?

তির্যক হেসে বর্গ বলল, সিনেমায় এসব কায়দা অনেক দেখেছি। তাতে তোমার খুব সুবিধে হবে না। তুমি কিছু সময় চাও। যদি সুবোধ বালকের মত আমার প্রশ্নের উত্তর দাও—কথা দিচ্ছি, একটুও খারাপ ব্যবহার করব না। এখন বল—হীরের বাক্স কোথায়?

ন্যাশ একটু ভেবে নিয়ে বলল, বলতে পারি। তবে তা হস্তান্তর করার আগে আমারও কিছু বলার আছে।

বর্গ খুশী হয়ে বলল, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। আমরা ব্যবসা করতে জানি।

ন্যাশের সামনে এখন দুটো সমস্যা। হীরের বাক্স রেখে দিলেও ওর খুব লাভ হচ্ছে না। বিপদের বোঝা মাথায় বয়ে বেড়ানো। বরং যদি তার বদলে কিছু অর্থ হাতানো যায় সেই লাভ।

কিন্তু তবু সমস্যা থেকেই যায়। হীরে পেলেও বর্গ ওকে রেহাই দেবে কি না? পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে ওর মুক্তি পাওয়ার আশা মাত্র শতকরা একভাগ। খুবই ক্ষীণ, বলতে গেলে ওর জীবন সুতোর ওপর ঝুলছে। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

ন্যাশ শুকনো গলায় বলল, ভেবেছিলাম, তাকামোরির সাথে দেখা করব—

ও কাজটি করতে যেও না। তোমায় গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে ছাড়বে—পিস্তল রেখে একটা সিগারেট ধরাল বর্গ।

না—ন্যাশ বলল, সে চিন্তা আমি ত্যাগ করেছি। এখন বল—হীরে পেলে তুমি আমায় কত দেবে?

বর্গ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বেশী চালাক সাজার চেষ্টা কোরো না। তুমি এমনিই হীরে ফেরৎ দেবে। কিন্তু আমরা অভদ্র নই। এজন্য তোমাকে কিছু সাহায্য করতে আমরা রাজী। বল—কত পেলে খুশী হও।

ন্যাশ বলল, পঞ্চাশ হাজার ডলার।

বর্গ সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রথমে নিনা পরে ন্যাশের দিকে তাকিয়ে বলল, দুজনে বেশ কটা দিন জোড়া পায়রার মত একসাথে কাটিয়েছো। কিছু অর্থ পেলে দুজনে উড়ে গিয়ে কোন অচিন দেশে বাসা বাঁধবে—এমন স্বপ্নমধুর কল্পনা করাও বিচিত্র নয়।

সেইজন্যেই বোধহয় তোমাদের নিজেদের ওপর খুবই আস্থা জন্মেছে। এ স্বাভাবিক। এতে আমি খুব দোষের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। নিনার মত একটি রূপসী নারী পাশে থাকলে অনেক পুরুষের মনই অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু ন্যাশ—তোমার উচ্চাশাটা যে বড্ড বেশী উঁচু হয়ে যাচ্ছে। তুমি তোমার জীবন ফিরে পাবে—এটাই কী যথেষ্ট নয়?

ন্যাশ গলার স্বরে একটু মোচড় দিল, তোমার বাচালতা থামাতে পারো। আমি পঞ্চাশ হাজার ডলারের এক ডলারও কম নেব না। ওটা দিলে তবে তুমি হীরের বাক্স পাবে।

বর্গের চোখমুখ সহসা কঠিন হয়ে উঠল। দুটো চোখ বাঘের চোখের মতো হিংস্র আক্রোশে জ্বলজ্বল করছে। দেখে ন্যাশ একটু থিতিয়ে গেল।

ওর লক্ষ্য বর্গের হাতের দিকে, এই বুঝি ট্রিগার আঙুল ঘাপটি মেরে বসে। কিন্তু না—বর্গ হঠাৎ ভীষণ ঠাণ্ডা গলায় নিনাকে বলল, তোমাদের এখানে কিছু খাবারদাবার আছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে—

বর্গ যা বলছে তাই করে যাচ্ছে। নিনা দুটো ডিম নিল। একটা সসপ্যান, কিছু মশলা। তারপর সেইরকমভাবেই রান্নাঘরে গিয়ে উনানে সসপ্যান চাপিয়ে ডিম ভাজতে লাগল।

নিনা খুব লক্ষ্মী মেয়ে বুঝলে ন্যাশ। বর্গ চেয়ার ছেড়ে উঠে এপাশের চেয়ারে এসে বসল, মধ্যিখানে টেবিলের বাধা রইল না। হয়তো ওদের দুজনের ওপর সন্ধানীদৃষ্টিটা আরো জোরালো করতেই।

গ্যাট হয়ে বসে নাক দিয়ে হুসহুস করে খানিক বাতাস টেনে বলল, ডিম ভাজা খাওয়ার চেয়ে গন্ধটাই বেশী ভাল লাগে।

ন্যাশের হাতটা সুড়সুড় করছিল। ওর ওই পাখীর ঠোঁটের মত নাকটা যদি থেবড়ে দেয়া যেত। কিন্তু তাতো আর সম্ভব নয়। যেভাবে পিস্তলটা বাগিয়ে বসে আছে, অগত্যা ন্যাশকেও সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল।

বর্গ হঠাৎ ন্যাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, বাক্সটা কোথায় আছে? তোমার কাছে না, অন্য কোথাও?

ওই বাক্স না পাওয়া পর্যন্ত যে বর্গ মারাত্মক হয়ে উঠবে না তা ন্যাশ বুঝেছে। বেশ কিছু সময় গেছে, নিজেকে একটু ধাতস্থ করতে পেরেছে। পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সড়গড় করেছে।

পেছনের জানালায় শরীরের ভর রেখে বলল, পঞ্চাশ হাজার ডলার আমার হাতে এলে তুমি সব খোঁজই পাবে, তার আগে নয়। তাছাড়া তোমার বোঝা উচিৎ অত দামী জিনিস কখনই আমি সাথে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াব না।

নিনা ডিমভাজা নিয়ে এ ঘরে এল। প্লেটে গুছিয়ে রেখে হুইস্কির বোতল থেকে গ্লাসে কিছু মদ ঢালল। এবং এই প্রথম বর্গকে প্রশ্ন করল, শুধু মদ না, জল মিশিয়ে—

বর্গ একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, জল নয় শুধু মদ? ন্যাশের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তুমি কী যেন বলছিলে? অর্থ না পেলে তুমি কিছু বলবে না—তাই না?

এবার ন্যাশকে তাজ্জব করে দিয়ে নিনা বলল, কেন অযথা বর্গের সাথে ঝামেলা করছ। ও যেমন বলছে তাই কর।

ন্যাশ চমকে উঠে নিনার দিকে তাকিয়েই বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হোল। ওর ঠোঁটের কোণে ছোট্ট এক টুকরো রহস্যময় হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। যার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। তারপরই গম্ভীর হয়ে শরীর সামান্য দুলিয়ে প্লেট আর মদের গ্লাস দুহাতে তুলে নিল।

ন্যাশের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। ও বিস্ময়ে পুলকে হতভম্ব। তবে কী নিনা—

ও চট করে বর্গকে আরো অন্যমনস্ক করে দিতে আচমকা একটু চেঁচিয়ে উঠল, ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমাদের দুজনেরই যখন ইচ্ছে—সব এক গোয়ালের গরু—

হঠাৎ এক বেখাপ্পা চিৎকারে বর্গ একটু বিচলিত হয়ে চকিতে ন্যাশের দিকে ঘুরে পিস্তল বাগিয়ে ধরল। নিনা মদের গ্লাস আর ডিমের প্লেট নিয়ে বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। বোধহয় এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ মাত্রই ওর প্রয়োজন ছিল। একেবারে চোখের নিমেষে কাজ সারল। মদসুদ্ধ গ্লাস ছুঁড়ে মারল বর্গের মুখে।

ন্যাশ সময় বুঝে বর্গের নিশানা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। চোখের ভেতর ঝাঁঝালো মদ ঢুকতেই দুচোখ বন্ধ করেই বর্গ গুলি চালাল।

গুলি আগুনের হল্কা ছুটিয়ে জানালা দিয়ে উড়ে গেল। ন্যাশ এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেনি। ঠিক এমনি অসতর্ক মুহূর্তে বহু ভিয়েতনামী গেরিলার যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দিয়েছে।

ও এক পাক খেয়েই বর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিস্তল ছিটকে গেল দূরে। তারপর হাঁটু দিয়ে সজোরে থুতনিতে আঘাত করেই ঘাড়ের ওপর ঝাড়ল এক মোক্ষম রদ্দা। কোঁক—করে একটা শব্দ তুলেই বর্গ ঝুলে পড়ল মাটিতে।

নিনা তখন হাঁপাচ্ছে। আর চিৎকার করছে, বেঁধে ফেলো! বেঁধে ফেলো ওকে—

নিনার মুখের দিকে তাকিয়ে ন্যাশ থমকে গেল। এই নির্জীব মেয়েটির কখনও যে এমন বাঘিনী মূর্তি হতে পারে, এই প্রথম দেখল।

নিনা ন্যাশের ইতস্তত: ভাব দেখে ভীষণ চিৎকার করে উঠল, কী কানে যাচ্ছে না! বলছি বেঁধে ফেলো—

হ্যাঁ—ঠিক—ঠিক বলেছো।

ন্যাশ মুহূর্তে কাজে লেগে গেল। বর্গের নিঃসাড় দেহের পকেট হাতড়ে কিছু ডলার সমেত একটা ব্যাগ পেল। ব্যাগটা চকিতে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। একটা ছোট্ট অটোম্যাটিক পিস্তল হিপ পকেটে পাওয়া গেল। তাও নিজের পকেটে পুরে নিল, তারপর বর্গের কোমর থেকে চামড়ার বেল্ট খুলে নিয়ে তাই দিয়ে পিঠমোড়া করে দুহাত বেঁধে দিল।

নিনা হঠাৎ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। যেন এখানে কিছুই ঘটেনি এমনভাবে ভাঙা গ্লাসের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিল। ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঘষে মেজে পরিষ্কার করল। তাবপর ডিমের প্লেট উঠিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। এ এক অন্য নিনা।

ন্যাশ বিস্মিত হলো, বিরক্তও হলো। এভাবে পারা যায়?

একটু তিরিক্ষে হয়েই ন্যাশ জিজ্ঞেস করল, এখন একে নিয়ে কী করব?

নিনা ঠাণ্ডা গলায় বলল, ভাবতে হবে। আজকের রাতের মত ওকে পাশের ঘরে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখো। তারপর চিন্তাভাবনা করে যা হোক কিছু করা যাবে।

যা হোক কিছু কী? ন্যাশ বিরক্ত হয়ে বলল, এরকম একটা কালকেউটে নিয়ে ঘরে বাস করতে পারি না।

নিনা এঘরে এসে বলল, কিন্তু মেরে ফেলাও যায় না! একেই চারদিকে বিপদ। তারপর—ঠিক আছে যা বলছি তাই করো—

ন্যাশ ক্রমশ অবাক হচ্ছিল। মেয়েটা যুদ্ধের কমান্ডারের মত আদেশ করতে শুরু করেছে। এবার খুব একটা রেগে উঠতে পারল না ও। হাজার হোক ও উপস্থিত এই বুদ্ধিটা খেলিয়েছিল ভাল।

না হলে এতক্ষণে কপালে যে কী ঘটত কে জানে। ন্যাশ বর্গকে দেখল, তুলোর বস্তার মত পড়ে আছে। যেন একটা মরা কুঁদো ব্যাঙ। তেমনি বেঁটে ফোলা চেহারার মানুষ। দুহাতে জাপটে বর্গের নিঃসাড় দেহটা কায়ক্লেশে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে যত জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে ভাবল—একে কী বাঁচিয়ে রাখা উচিত!

নিনা যাই বলুক, ওর জীবনে এই লোকটা হঠাৎ দুষ্টগ্রহের মত উদয় হয়েছে। একে চিরদিনের মত চুপ করিয়ে দেয়াই হল এর হাত থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র পথ।

এটাই তো মঙ্গল। ওর পক্ষেও, নিনার পক্ষেও। এখন পর্যন্ত এই লোকটা ছাড়া আর কেউ ওদের এই লুকানো জায়গা সম্বন্ধে জানে না। একে মেরে ফেলতে পারলে সব দিক থেকেই নিষ্কণ্টক হওয়া যাবে।

হ্যাঁ—নিষ্কণ্টক। তারপর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের মসৃণ পথে হারিয়ে যাওয়া চিরতরে।

ন্যাশের ভিতরে ক্রমশ একটা লোভ কঠিন সঙ্কল্প দানা বেঁধে উঠতে লাগল এবং যতই বর্গের ওই কুৎসিত দেহটা দেখছে ততই ওর সঙ্কল্প ঘনীভূত হচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে নিনাকেও—

ন্যাশ হিপ পকেট থেকে বর্গের অটোম্যাটিক পিস্তলটা বার করে আনল। গুলি আছে কিনা দেখে নিল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বর্গের দিকে তাক করে যখনই গুলি চালাতে যাবে তখনই পেছন থেকে নিনা শক্ত হাতে ওর হাত বর্গের দেহ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমি জানতাম তুমি এরকম কিছু করতে যাবে—

ন্যাশ এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি এই করব—সরে যাও। সরে যাও এখান থেকে। বাধা দিলে—

নিনা অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আমাকেও গুলি করবে, এই তো?

বেপরোয়া ন্যাশ তখন হাঁপাচ্ছে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—দরকার, হলে আমাকে তাই করতে হবে—

নিনা গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলেও তুমি রেহাই পাচ্ছ না। ডিলেনিকে তুমি চেনো না। তাই এসব

কথা বলতে পারছ। আমাদের এই বাড়ির চারপাশে বর্গের সাঙ্গপাঙ্গরা যে দাঁড়িয়ে আছে কিনা তা কি তুমি জানো? তুমি কী জানো, ডিলেনির সঙ্গে পুলিশের বড়কর্তা ও'হ্যারীডেনের গোপন আঁতাতের কথা?

তুমি কী জানো, যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়তে পারে? বর্গের ফিরে যেতে যত দেরী হবে তত আমাদেব পালানোর পথ বন্ধ হয়ে আসবে?

জানো কী এসব কথা? ভেবেছো কী কখনও?—বলতে বলতে ওর গলা বুজে এল। ভেজা ভেজা গলায় বলল, তোমায় আমি ভালবাসি। ভালবাসি বলেই বর্গের মত একটা ভয়ঙ্কর মানুষের হাত থেকে পবিত্রাণ পেতে তোমায় সাহায্য করেছি।

ঠিক আছে—ক্রুদ্ধ গলায় নিনা বলে উঠল, যদি তোমার সে-ই ইচ্ছেই হয়—তুমি আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলতে পারো। কোন বাধা দেব না। বলতে বলতেই নিনা পাশের ঘবে ছুটে গেল।

ন্যাশ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটু একটু করে ওব হাত ঝুলে পড়ল। পিস্তলটা হিপ পকেটে ঢুকিয়ে দিল। তাবপর গম্ভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশের ঘরে এসে দেখল নিনা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে।

ন্যাশ নিনাব পাশে এসে বসল। তারপব ওব মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, আ-আমায় ক্ষমা কবো নিনা। দ্যাখো—যুদ্ধে থেকে থেকে বুদ্ধিগুলো সব কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। একটা সুস্থ মানুষেব যেমন করে ভাবা উচিৎ তার সবগুলোই বুঝি লোপ পেয়েছে আমার। তুমি ঠিকই বলেছো। বর্গকে আমাদের মেরে ফেলা চলে না, ওকে রেখেই আমাদেব পালাতে হবে। নিনা—লক্ষ্মীটি, মুখ তোল—

নিনা মুখ তুলল। হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ন্যাশের দিকে তাকাল, ন্যাশ ওব গালে মিষ্টি করে চুমো খেল।

বর্গ আসাব আগে দুজনের মধ্যে যে একটা সংগোপন হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, বর্গ আসার পর তাব যথেষ্ট হেরফেব ঘটে গেছে। এখন প্রাণ খুলে কথা বলা যাবে না অথবা দুজনের প্রেম প্রেম খেলাও চলবে না।

নিনা উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। ও ঘর থেকে একটা কাতর গোঙানি ভেসে এল। দুজনে একসঙ্গেই সেদিকে তাকাল। এ ঘবে মোমবাতিব আলো জ্বলছে। ও ঘবে তাও নেই। ঘরটা অন্ধকারে ভুতুড়ে হয়ে আছে।

ন্যাশেব ভেতবে সামান্য কাঁপুনি। ঠাণ্ডা গলায় ফিসফিস করে বলল, বোধহয় জ্ঞান ফিরে আসছে—

কথা না বলে নিনা ঘাড় নাড়ল।

ন্যাশ বলল, ওকে কী এইভাবেই ফেলে রাখবে?

নিনা বলল, সেবাটেবা করতে যাওয়াও বিপদ।

ন্যাশ বলল, তুমি বললে ওর খোঁজে লোক আসতে পারে?

নিনাকে চিন্তিত দেখাল। একটু চিন্তা করে বলল, কোন ভাবে আজকের রাতটা কাটাতে পারলে কাল খুব ভোরেই আমাদের তল্পিতল্পা গোটাতে হবে।

নিশ্চয়ই—গলায় জোর আনল ন্যাশ, তাহলে বাতে কী জেগে পাহারা দেবে?

নিনা আবার ভাবল। ভেবে বলল, তেমন দরকাব নাও হতে পারে। তবে সজাগ থাকতে হবে—

বেশ—তাই হবে—ন্যাশ একটা সিগাবেট ধবিয়ে বলল, আমার আব আজ রাতে খাবার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া অনেক রাতও হয়েছে। বরং তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাক—

নিনা একটা হাই তুলে বলল, আমাবও ঘুম পাচ্ছে। তুমি একটু সজাগ থেকো লক্ষ্মীটি—

মাঝখানের দরজাটা খোলা রইল যাতে ওঘরে সামান্যতম শব্দে ওরা জেগে উঠতে পারে। দরজা জানালা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দুজনে দু বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ন্যাশের শুয়েও ঘুম এলো না। হঠাৎ ওর মনে হোল যদি নিনা ওর বিছানায় একটিবার আসত তবে নেশায় মদির হয়ে সবকিছু ভুলে গিয়ে একটা পরিতৃপ্তি নিয়ে কিছুটা ঘুমিয়ে নিতে পারত।

সেই তাড়নায় ও ফিসফিস করে ডাকল, নিনা ঘুমিয়েছো?

নিনা সেই একইরকম ফিসফিস করে উত্তর দিল, মনে হচ্ছে না খুব সহজে ঘুম আসবে।

ন্যাশ চট করে প্রস্তাবটা দিয়ে বসল, তবে কী তুমি একবার আমার বিছানায় আসবে অথবা, আমি তোমার—

নিনা একটা শ্বাস ফেলে বলল, আজ নয় লক্ষ্মীটি কাল হবে—

এটা স্বামী-স্ত্রীর সংগোপন আলাপচারির মত। কোন বলপ্রয়োগ নয়। ন্যাশ আর অনুরোধ করল না, মনটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

ভীষণ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। বর্গকে না ছাড়া যাচ্ছে, না ফেলাও সম্ভব। নিনা বলেছে খুব ভোরেই পালাতে হবে। কোথায়?

নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই।

নিনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ডিলেনির লোক কাছে পিঠেই আছে, তাহলে? এত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো তো অসম্ভব। কিন্তু এখানে এভাবেও এক মুহূর্ত থাকা চলে না।

অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় ও ঘনীভূত হচ্ছে এবং ঘরের বাতাসও গুমোট হয়ে উঠেছে। ও ঘরের থেকে বর্গের কাতর গোঙানি ভেসে আসছে এবং এরই মধ্যে ন্যাশ কখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—খেয়ালই নেই।

ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে লাগল। নিনা হঠাৎ ওর মত পাল্টে ফেলেছে। বর্গের সাথে ওর একটা গোপন আঁতাত হয়ে গেছে।

যতবারই চোখ মেলে দেখতে চেষ্টা করছে ততবারই দেখছে নিনা আর বর্গ দুজনে একসঙ্গে এসে ওর দিকে তাকিয়ে শয়তানির হাসি হাসছে। আর যেন বর্গ নয়, ন্যাশই হাত পা বাঁধা অবস্থায় ও ঘরে জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে আছে। এঘরে বর্গ আর নিনা বসে পরিকল্পনা করছে কীভাবে ন্যাশকে হত্যা করা যায়।

এমন একটা অস্বাভাবিক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ভীষণ ভয় পেয়ে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ন্যাশ। সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজবে। বুকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল।

বর্গের গোঙানী আর শোনা যাচ্ছে না। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? এত যন্ত্রণায় কারো ঘুম আসবে কী? ওই জঞ্জালের মধ্যে কেউ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারে? ঠিক ওর উল্টো দিকে নিনার বিছানা, অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ন্যাশ ধীরে ধীরে তক্তপোষ থেকে মাটিতে পা রাখল। তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে সেই একই বেতালা শব্দ। হঠাৎ এমন একটা স্বপ্ন দেখলই বা কেন? বর্গের যন্ত্রণাকাতর শব্দও বা নেই কেন? নিনা কী এখনও ঘুমিয়ে আছে?

হঠাৎ একটা ছোট্ট আওয়াজ হতে ন্যাশ থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হাত পা যেন ভারী হয়ে উঠল। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল।

শব্দটা যেন পাশের ঘর থেকেই আসছে। কে যেন খুব সন্তর্পণ পায়ে চলাফেরা করছে। তবে তবে কী স্বপ্ন সত্যি হয়ে যাবে? ন্যাশ শ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে আছে।

ও ঘরের শব্দটা কেমন যেন দম চাপা, নিনা ওর তক্তপোষে আছে তো? ন্যাশ পা টিপে টিপে এগোল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিনার বিছানায় হাত রাখতেই গা ছমছম করে উঠল।

ভিয়েতনামের গভীর গহণ জঙ্গলেও এমন ভয় পায়নি ন্যাশ। এখানে ওর হাত পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল, নিনা বিছানায় নেই!

আলো জ্বালার মতন সাহসও হচ্ছে না। অথবা, দেশলাই কোথায় খুঁজে পাবে তার জানা নেই। ও নিনার বিছানা ছেড়ে পা ঘষতে ঘষতে বর্গ যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দিকে এগোতে লাগল। অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে সামনের জিনিসকে ধরবার চেষ্টা করে আরো একটু এগোল।

এতক্ষণে অন্ধকার কিছুটা পাতলা হয়েছে। সেই অন্ধকারেই যা ওর প্রথমে ঠাহর হোল তা হোল দু ঘরের মাঝখানের দরজা খোলাই ছিল। এখন বন্ধ!

বুক এত টিপ টিপ করছে যে, এই নিস্তব্ধ রাতের সব অশ্রুত শব্দ ছাপিয়ে বুকের শব্দই ধুক ধুক করে বাজছে। ও কী চট করে ফিরে পিস্তলটা তুলে আনবে? পিস্তলটা উঠিয়ে না এনে কী

ভুলই না করেছে।

কুট্ করে একটা শব্দ হোল। ন্যাশ থমকে গেল, দরজার ছিকিকিনি খোলার শব্দই কী? হ্যাঁ—তাই। দরজা খুব ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। সাপের চোখের জাদুর সামনে ব্যাঙ যেমন নিজের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে তেমনি নির্বোধের মত ন্যাশ দাঁড়িয়ে রইল। ওর সারা শরীরে রোমাঞ্চ কাঁটা দিয়ে উঠছে।

খোলা দরজার সামনে নিনা দাঁড়িয়ে। যাদুকরের সামনে সম্মোহিত মহিলার মত নিনার ছায়া দেহ কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল।

ন্যাশ ভীষণ ভীত হয়ে অস্ফুট শব্দ করে ডাকল, নিনা! নিনা!!

সম্মোহিতের মত কেমন যেন এক অপার্থিব গলায় ফিসফিস করে উঠল নিনা, আর কোন ভয় নেই, প্রিয়তম এবার আমরা নিশ্চিন্ত। বর্গের ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না। কোনদিন না—

ন্যাশের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। হঠাৎ ওর বর্গের সেই কথা মনে পড়ে গেল। বর্গ সেই যে নিনাকে বলেছিল, ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস তোমার এখনও আছে নাকি?

নিনা কী তবে ঘুমের মধ্যেই হাঁটছে? আর ঘুমের মধ্যে ও যা বলছে, তা কী সত্যি! বর্গকে নিনা খুন করেছে! কিন্তু কিভাবে?

ন্যাশ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে নিনাকে ধরতে গেল। আর তখনই—

অন্ধকারে এক ধারালো তীক্ষ্ণ ছোরা আমূল বসে গেল ওর বুকে! ন্যাশ সামান্য আঁচও করে উঠতে পারেনি! তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে ন্যাশ নিনাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্ধকারে। বুকে বেঁধা ছোরা আরো গভীর হয়ে ঢুকে গেল একেবারে হৃদয়ের অন্তস্থলে!

নিনা আলো জ্বালাল। ন্যাশের বুকের রক্ত ছিটকে এসে ছড়িয়ে পড়েছে ওর শরীরে, চোখে মুখে। সেই স্বপ্ন আলোছায়ায় ভেসে উঠল এক ডাকিনীর মুখ।

আয়না থাকলে হয়তো নিজেই নিজের মুখ দেখে শিউরে উঠত। কী বীভৎস! কী ভয়ঙ্কর সেই মুখ। ঠোটের কোণে যে হাসির ছোঁয়া তা বুঝি ডাকিনীর মুখেই ভেসে ওঠে।

কিন্তু ওর এখন অতশত দেখার সময় নেই। বাইরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ন্যাশের অ্যাটাচি খুলে হীরের বাক্স বার করল।

ডালা খুলতেই ঝলসানো হীরের বুকে ভেসে উঠল ডাকিনীর চোখ! কী নিষ্ঠুর...কী নির্দয় সে চোখ! সে চোখ দেখে নিনা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঢাকনা বন্ধ করে নিজের স্যুটকেশ আর হীরের বাক্স নিয়ে বাইবে এসে দাঁড়াল।

চারদিক দেখে নিয়ে ছুটল। সেই ঘরের দিকে যেখানে মাস্টাঁভ গ্যারেজ করা আছে। খুব ঝটপট ভেতরে এসে ড্রাইভিং সীটে ঢুকতে গিয়েই ভূত দেখার মত চমকে উঠে ফসিল হয়ে গেল নিনা!

হাতে তার উদ্যত .৪৫ বোরের পিস্তল, মুখ থমথমে, গম্ভীব চোখে শাণিত দৃষ্টি। কণ্ঠে বজ্রের গুরু গর্জন, এ কী চেহারা! এত রক্ত? কে মারা গেছে? বর্গ?

ডিলেনির সেই ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে তাকিয়ে নিনা বোবা হয়ে গেছে। পলকহীন ডিলেনির চোখ। বাতাসের বুকে নিঃশব্দে হারিয়ে গেল কয়েকটা সেকেন্ড!

তারপরেই ডিলেনির গগনভেদী চিৎকার, বর্গকে তুই খুন করেছিস!!

বুনো গাছের দু চারটে অজানা পাখী ডানা ঝটপট করল। সে শব্দতরঙ্গ পাহাড়ের বুকে বুকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে গমগম করে উঠল। এবং গর্জে উঠল আর একটি মারণাস্ত্র—

গুড়ুম!!

প্রকৃতি তখন সবেমাত্র সুখশয্যা ত্যাগ করে বাইরের আলোয় চোখ রেখেছে, এমনি সময়ে কাদের জিঘাংসা চরিতার্থ হোল এই শান্ত নিস্তব্ধ প্রথম প্রত্যুষের বনরাজি নিনার হৃদয়ে গুরু গুরু কম্পন তুলে।

টুপ টুপ করে নিনার বুক থেকে রক্ত ঝরছে। হীরের বাক্সের ডালা খুলে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড লুটিয়ে পড়েছে প্রকৃতির বুকে। আর প্রত্যেকটি হীরের টুকরো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মেখে এক একটি লাল গোলাপ হয়ে ফুটে উঠছে...

সেফার ডেড

ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন ক্রাইম ফ্যাক্টস-র সম্পাদক এডিউইন ফোয়েটের মেজাজটা আজ কেমন রুক্ষ। বিলাসবহুল অফিসে আগের উজ্জ্বলতা অনুপস্থিত।

—বসো, এখন তোমরা কি কাজ নিয়ে আছ বল তো?

বার্নি এবং আমি দুজনে মিলে গত ছ-বছর ধরে অপরাধমূলক কাহিনী লিখছি 'ক্রাইম ফ্যাক্টস' মাসিক পত্রিকার জন্যে। পত্রিকার বাড়বাড়ন্ত অন্যসব পত্রিকাকে ঈর্ষা জাগায়। আমি ভাবতে পারি কিন্তু লিখতে পারি না; বার্নি কলম ধরতে পারে, তবে তার মাথায় কোন জটিল চিন্তা ঢোকে না। বার্নি একদা হলিউডের চিত্রনাট্যকার ছিল। বেঁটে, গোল গম্বুজের মতো মাথা, চওড়া কপাল।

আমি বললাম, আমাদের মাথায় একটা দারুণ চমকপ্রদ গল্পের প্লট ঘুরপাক খাচ্ছে।

আপাতত ঐ গল্পটা মুলতুবি রাখো, ফোয়েট বলল, আমি কিছু গল্পের মাল-মশলা পেয়েছি। আমি চাই তোমরা দু'জনে গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাও। পারবে তো?

—হাঁ নিশ্চয়ই।

ফোয়েট তার ডেস্ক থেকে একটা ফাইল টেনে মেলে ধরল আমাদের সামনে।

—জান, প্রতিদিন এই দেশে তিরিশ জনেরও বেশী লোক বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। কারমনকে বলেছি এই সব কাহিনীর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে। তোমরা এই ফাইলের কেসটাকে একটা নিটোল সত্য কাহিনীতে রূপ দাও, আর আমি এই কাহিনী আমার ম্যাগাজিনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে যাবো।

গত সাতদিন ধরে আমরা একটা প্লটের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, এখন ফোয়েমের কাছে আশ্বাস পেয়ে তাঁর থেকে গল্পটা শোনার জন্যে অনুরোধ জানালাম।

গত আগস্ট মাস থেকে কারলা স্ট্রং নামে একটি মেয়ে নিরুদ্দেশ, ফোয়েট বলতে থাকে—মেয়েটি নৃত্য ও সংগীত শিল্পী। ওয়েলডেনের ফ্লোরেম নাইট ক্লাবে কাজ করত। ক্লাবের ম্যানেজার তাকে কথা দিয়েছিল চুক্তির মেয়াদটা বাড়িয়ে দেবে। অতএব তার নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। নিয়মমাফিক ১৭ই আগষ্ট ক্লাবে এসে সোজা ড্রেসিংরুমে চলে গেল। রাত নটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে কল বয় তাকে বলে দেয়, তার প্রোগাম শুরু হতে আর পাঁচ মিনিট বাকী। মেয়েটির পরনে এক চিলতে ব্রা, একজোড়া চুমকি-বসানো শর্টস, মাথায় টুপি, কোমরে পাখির পালক গোঁজা। তুমি যাও আমি এখুনি যাচ্ছি। কল বয়টিই তাকে শেষবারের মত দেখেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল মেয়েটি স্টেজে অনুপস্থিত আর ড্রেসিংরুমও ফাঁকা। তার পোষাক সেখানেই পড়েছিল। তার পার্সের মধ্যে কুড়ি ডলার ছিল, সেটাও টেবিলের ওপর পড়ে ছিল। মেয়েটি উধাও। ম্যানেজার স্টেজের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করাতে সে জানালো তাকে দেখেছি। বাইরে যাওয়ার পথ দুটি, একটি রেস্টুরেন্টের ভিতর দিয়ে, অপরটি হলো ভূগর্ভস্থ পথ। সেখানকার ইনচার্জও তাকে দেখেনি। তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পুলিশের খবর হলো, মেয়েটি একটি এজেন্সি মারফৎ এই ক্লাবের কাজটা পায়। সেই এজেন্সি কোন খবর দিতে পারল না। তবে সানফ্রান্সিসকোর সোয়ালো ক্লাবে আগে সে কাজ করত। সেই ক্লাবের ম্যানেজারও আকাশ থেকে পড়ল, সে তার নাম পর্যন্ত শোনেনি।

মেয়েটি শ্যাড হোটেলে থাকত। পুলিশ সেখানেও খোঁজ করেছে। কিন্তু হোটেল কর্তৃপক্ষ স্রেফ জানিয়ে দিল যে, যতদিন সে হোটেলে ছিল কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। মেয়েটির কোন হদিশ বা লাশ না পেয়ে পুলিশ কেসটা চাপা দিয়ে দেয়।

এইটুকু বলে ফোয়েট বলল, এ গল্পটা আমার খুব পছন্দ, আমি সাধারণ মানুষদের চিনি, হাতে নগদ টাকা পেলে পুলিশের আড়ালে মুখ খোলে। তাই আমি চাই তোমরা দু'জনে কাজটায়

নেমে পড়ো। আমার এই ফাইলে মেয়েটির একটি ফটোগ্রাফ আছে। এখান থেকে শুরু করতে হবে তোমাদের।

আমার দৃষ্টি ফটোটার দিকে। চকচকে ফটো। সুন্দর মিষ্টি মুখ, উদ্ধত যৌবন, পশম নরম চুল। বয়স বছর চব্বিশ হবে।

অন্ধকার নেমে আসছিল। ভাড়া করা রোডমাষ্টার বুইকটা ছুটে চলেছে ওয়েলডেনের পথে।

রাস্তায় সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বার্নি শিস দিয়ে উঠত। আমি তাকে ধমকে বললাম, ঘরে বউ থাকতেও অন্য মেয়েদের দেখে এরকম করতে তোমার লজ্জা লাগে না। ফ্রেয়ারকে বিয়ে করলে তুমিও এরকমটাই করতে। ঐ মেয়েটা আমার জীবনটা দুর্বিষহ করে তুলেছে। তাই তো কোন সুন্দরী দেখলে—হেসে বলে উঠল বার্নি।

শ্যাড হোটেল। বিরাট উঁচু বিল্ডিং। হোটেলের এক পাশে অফিস, ব্লক, আর এক পাশে হার্ডঅয়্যার স্টোরস।

হোটেলের লবিটা কেমন অপরিচ্ছন্ন। ভাঙা বেতের চেয়ার রিসেপশান ক্লার্কের পোষাকও মলিন। তার ব্যবহারটাও অদ্ভুত। আমাদের দেখেও জায়গা ছেড়ে উঠল না।

আমি ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। দুটো ঘরের কথা বলাতে রিসেপশান ক্লার্ক জানালো, দোতলায় দুটো ঘর খালি আছে।

আমি, তাকে বার কোথায় আছে জিজ্ঞেস করাতে—সে বলল সোজা গিয়ে ডানদিকে।

বারের পরিবেশ ততোধিক নোংরা। বারম্যান ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না।

আমি দু গ্লাস হুইস্কির অর্ডার দিলাম। আমি নিমেষে আমার হুইস্কি গলায় ঢেলে বারম্যানের দিকে এগিয়ে গিয়ে আরো দিতে বললাম।

আমি তাকে বললাম, আমরা 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-এর হয়ে কাজ করি। আমরা কারলা স্ট্রংয়ের কেস নিয়ে লিখছি তাকে মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, কেন চিনব না? তার মানে আপনারা কেসটা নিয়ে লিখছেন।

হ্যাঁ, যদি নতুন কোন সূত্র পাওয়া যায়। আচ্ছা একটি মেয়ে ব্রা, প্যান্টি পরে কোথায় যেতে পারে, এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কি?

—আমার? আমি তাকে চিনতাম না। সে এখানে প্রায়ই আসত ড্রিঙ্ক করতে আর তখনই তাকে আমি দেখি।

—আচ্ছা সেকি এখানে একাই আসত? তার কোন বয়ফ্রেণ্ড ছিল না?

—মনে হয় কাউকে সে চেনা দিতো না। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত সে। কিন্তু এই কেসটা নিয়ে আবার লেখালেখি কেন? পুলিশ যেখানে ব্যর্থ আপনারা সেখানে কি করতে পারেন? বলে বারম্যান চোখটা ঘুরিয়ে নিলো। আমার সতর্ক চোখ বুঝে নিলো সে অনেক কিছু জানে।

বার্নি বলল, আমরা শার্লক হোমসকেও হার মানিয়ে দিয়েছি। পুলিশ জানে আমরা কত কাজের। জানো পুলিশও আজকাল আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

তাই নাকি? তাহলে তো এই কেসে আপনাদের খুবই খাটতে হবে। বারম্যান তার কাগজটা টেনে নিলো।

আমি বারম্যানকে জিজ্ঞেস করলাম ফ্লোরিয়ান ক্লাবটা কোথায় জান?

এখান থেকে প্রায় একশো গজ এগিয়ে যেতে হবে সামনে। বারম্যান না তাকিয়েই উত্তর দিলো।

আমার ড্রিঙ্ক শেষ। বার ছেড়ে আসার সময় বাররুমের দরজা বন্ধ করে বার্নিকে বললাম, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করো। বলে কাঁচের দরজায় চোখ রাখলাম। লোকটা টেলিফোন করছে।

—মনে হয় কোন ঘোড়ার ওপর বাজী ধরছে। বার্নি বলল।

—এই অসময়ে? লোকটার এ রকম প্রতিক্রিয়া হবে জানলে 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-র প্রসঙ্গটা আমি নিশ্চয়ই তুলতাম না। এখন চলো খুব খিদে পেয়েছে।

ফ্লোরিয়ান ক্লাব। মৃদু আলোয় উপচে পড়া ভীড়। রিসেপশনিষ্টের লো কাট ফ্রক হাঁটুর উপরে। সামনের বুকটা অনেকখানি উন্মুক্ত, বুকের শ্বেতপদ্ম দুটি প্রস্ফুটিত, ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হয়।

মেয়েটির দিকে কামনার চোখে তাকিয়ে বার্নি হাসতে হাসতে বলল, বেবী, এখানে ভাল খাবার পাওয়া যাবে? অবশ্য তোমার মুখটা দেখলে খাওয়ার কথা ভুলে যেতে হয়।

তাই নাকি? মেয়েটি হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল দেখ ভাল মাংস হলেই খাওয়ার লোভ করো না যেন। শুনেছি কিচেনের ধেড়ে ইঁদুরটার কোন হদিশ নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি বার্নিকে তাড়া লাগালাম, চলে এসো।

রেস্টুরেন্টটা বেশ বড়। ছোটখাটো একটা ডান্স ফ্লোরও আছে। ওয়েটারদের দলপতি আমাদের একেবারে কোণায় একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাতে বার্নি বলল, এর পরের পদক্ষেপ কি?

—আমি প্রথমে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাদের জানানোর জন্যে সে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছে গোপনে। তারপর আছে কল বয়। পুলিশকে যে কথা বলতে পারেনি, মনে হয়, আমাদের কাছে সে সব প্রকাশ করে দেবে। ঐ যে কোণায় মেয়েগুলো গুন্ গুন্ করে গান করছে, ওরা নিশ্চয়ই হোস্টেস হবে। আমরা দু'জনে ম্যানেজারের কাছে না গিয়ে দেখি না ঐ মেয়েগুলোর মধ্যে থেকে একজনের সঙ্গে আলাপ জমাই, মনে হয় কিছু খবরাখবর পাবো।

—খবর? তুমি জোগাড় করবে? সে খবর এই কেসের সহায়ক হবে তো?

—তোমার ভীষণ সন্দেহবাতিক মন। বার্নি ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

আধঘণ্টা পর বিল পেমেন্টের পর দেখি বার্নি গম্ভীর মুখে ফিরে আসছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার? ফিরে এলে যে?

—ঐ মেয়েটি আমাদের অসুবিধেয় ফেলতে পারে। বার্নি ইশারায় মেয়েটিকে দেখালো। তাই নাকি? বলে মৃদু হেসে ম্যানেজারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। ছোট বেঁটে খাটো লোক, রং কালো, নাম আল ওয়েম্যান। 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-এর প্রতিনিধি বলতেই আমাকে বসতে বলল সে।

করলা স্ট্রং এর ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাই বলতে সে বলল, সে তো চার মাস আগের ঘটনা।

আমি জানি মেয়েটি নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। আর সেজন্যে যে দায়ী, সে এখন আমরা এই কেস নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি শুনে একটা না একটা কিছু ভুল অবশ্যই করে বসবে।

—হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা আমিও দেখতে পাচ্ছি। ওয়েল. এখন আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?

—মেয়েটি এই ধরনের পোষাক পরে বারের মধ্যে দিয়ে চলে যায় কি করে? এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?

ওয়েম্যান মাথা নাড়ল, এ ব্যাপারে আমিও প্রায় ভেবে থাকি, কিন্তু আশ্চর্য পিছনে বেরোবার দুটি পথেই পাহারাদার বসেছিল আর রেস্টুরেন্টের ভেতর দিয়ে গেলে কারোর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

—ভালো কথা, পিছনের দরজায় কে কে পাহারায় ছিলেন বলতে পারেন?

—হো ফারমার ছিল মঞ্চের দরজায় এবং পিটার জ্যাকসন সুড়ঙ্গ পথের মুখে।

—আপনার কি মনে হয়, এদের দুজনের মধ্যে যদি কেউ মিথ্যে খবর দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এর মধ্যে কোন রহস্য আদৌ থাকার কথা নয়। পুলিশ এদিকটা একবারও ভেবে দেখেছে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পুলিশ জেরা করতে তারা শপথ নিয়ে বলেছিল, তারা ডিউটি ছেড়ে কোথাও যায়নি, কিন্তু মেয়েটিকে চোখেও দেখেনি।

—তাদের মধ্যে তেমন কোন সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করা গেছে কি?

পিটারকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তখন সে নাকি ট্রাক থেকে বীয়ারের পেটি নামাচ্ছিল। ট্রাক ড্রাইভারও তার কথাই পুলিশকে বলেছে। আর ফারমারের

ওপর আমার সব সময় নজর থাকত। একটু চোখের আড়াল হলেই রাস্তা পেরিয়ে সামনের মাইক বারে গিয়ে মদ খেত। মেয়েটি নিরুদ্দেশের কিছুক্ষণ আগে আমি তাকে হাতে নাতে ধরে সতর্ক করে দিয়ে বলি মাইকবারে আবার গেলে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব।

—আপনার জবানবন্দীতে কিন্তু একথা লেখা নেই। আমি তা জানি। আসলে সে গরীব মানুষ, আমি তাকে অসুবিধেয় ফেলতে চাইনি তাই পুলিশে খবর দেওয়ার আগে তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে আমার কাছে শপথ করে বলেছে মেয়েটা যখন নিরুদ্দেশ হয় তখন সে পাহারাতেই ছিল।

—আপনার কি মনে হয় না শপথ করলেও সে আবার মদের নেশায় মাইক বারে ফিরে যেতে পারে?

—সে কথা ঠিক, তবে আমি মাইক বারম্যানকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি সেখানে জো-কে সে আসতে দেখেনি। জো মিথ্যে বলবে না।

—জো পাহারায় থাকলে মেয়েটি কিছুতেই পালাতে পারতো না। আমার দৃঢ় ধারণা মেয়েটি ঐ পথেই পালিয়েছে।

—কেন যেতে পারত না? ধরুন কোন গাড়ী তার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। অতএব গাড়ীতে চড়ে সে অনায়াসেই পালাতে পারে।

—ঠিক আছে, ফারমারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

—তা সম্ভব নয়।

—কেন?

—সে মৃত।

—মৃত? কবে মারা গেল সে?

—মেয়েটি নিরুদ্দেশের দুদিন পরে গাড়ীর নিচে চাপা পড়ে নিহত হয়। ড্রাইভারের কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি।

—ও এই ব্যাপার? বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি ভাবলাম কোন সূত্র পেয়ে গেলাম। যাই হোক সেই কল বয় কি এখনও আপনার কাছে কাজ করছে?

—স্পেনসার? হ্যাঁ সে আমাদের সঙ্গেই আছে একটু অপেক্ষা করুন মিঃ স্ল্যাডেন। হাতের কাজটা শেষ হলেই আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা, কারলা স্ট্রং সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা বিপদে পড়ার মতো মেয়ে?

—না, মাথা নাড়ল সে, চমৎকার মেয়ে। আর পাঁচটা মেয়ের মতই মিশুকে, নিজের সম্বন্ধে সচেতন মেয়ে ছিল সে।

—সে নিশ্চয়ই তার পরিচিতদের কথা আপনাকে বলেছে? সে কোথা থেকে আসছে সে কথা বলেছে!

—আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, সে নিজে থেকেও কিছু বলেনি। ভাল হোটেল চালাতে গেলে ভাল ড্যান্সার অভিনেত্রী দরকার। কারলার মধ্যে সেটা পুরোপুরি ছিল। ব্যস তাহলে আমি ধরে নিতে পারি, সম্ভবতঃ মেয়েটি কারোর থেকে লুকিয়ে থাকতে চাইছিল। তার কোন বন্ধু ছিল না। তাকে কেউ চিঠি পাঠাত না; সবার কাছ থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইত এবং নিজের অতীত সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলেছিল সে। যাই হোক, এখন আমি স্পেন্সারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

একটু পরেই রোগা লম্বাটে চেহারার স্পেনসার অফিসে ঢুকল। বয়স বছর কুড়ি। তাকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছিল। আমি তাকে বললাম, আমি কারলা স্ট্রং-এর কেস নিয়ে লিখছি। কারলার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন ছিল?

—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালই ছিল। সে কোনদিন আমাকে অসুবিধায় ফেলেনি।

—সেদিন দ্বিতীয়বার ডাকতে গিয়ে তার ঘরে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি? মানে মারপিটের কোন কিছু?

—প্রথমবার তার দেখা পাই, দ্বিতীয়বার তাকে ডাকতে গিয়ে আর তাকে দেখতে পাই না। প্রথমবার ডাকতে গিয়ে দরজায় নক করতেই সে বলেছিল এক্ষুণি যাচ্ছি। তখন স্টেজের পোষাকেই দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, একটা জরুরী ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছে। উত্তরে আমি তাকে বলি, ফোন এলে জোর অফিস মারফৎ ধরতে।

—আগে কখনও এমন ফোন তার আসতো?

—না, আমার তো মনে পড়ছে না।

—আমি তার ড্রেসিং রুমটা দেখতে পারি?

—আপনি বাইরে থেকে দেখতে পারেন। এখন অন্য মেয়ে ব্যবহার করছে সেই ঘরটা।

সে আমাকে কয়েক ধাপ নিচে এনে বিল্ডিং-এর একেবারে পিছনে এনে, একটা দরজা খুলতেই দেখলাম একটি লবিতে পৌঁছে গেছি। কাঠের গেট, স্পটলাইট, বাদ্যযন্ত্রের বাক্স ইতস্তত ছড়ানো। মঞ্চে ঢোকার দরজা থেকে ড্রেসিংরুমটা পনের গজ দূরে ছিল। এখান থেকে সেটা চোখে পড়ে না।

—আচ্ছা, তুমি ঠিক জানো ড্রেসিংরুমে তার অন্য পোষাক ছিল না? পরে সে আর পোষাক বদলায় নি।

—আমি নিশ্চিত। সেদিন কাপবোর্ডেও তার কোন পোষাক পড়ে থাকতে দেখিনি।

—এটা একটা দারুণ রহস্যজনক ব্যাপার তাই না? ঠিক আছে। পরে দরকার হলে ডাকব। একটু থেমে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাইকস বারটা কোথায় বল তো?

স্পেনসার বারান্দার দিকে আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে বলল, ঐ যে দেখছেন—। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

মাইকস বার। তিনজন লোক একটা টেবিলে বসে বীয়ার খাচ্ছিল। লালমুখো বারম্যান একটু পরে আমার কাছে আসতে আমি তাকে বললাম আপনার হাতে কাজ না থাকলে আপনিও আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে পারেন।

আমার প্রস্তাবে সে হাসল। ড্রিঙ্কস নিয়ে এলে আমি তাকে বললাম, ওয়েলভেনে সারা বছর থাকতে আসিনি। শুনেছি, জো ফারমান নাকি মারা গেছে। আমি তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। আপনি তাকে চিনতেন?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। গাড়ী চাপা পড়ে সে মারা গেছে। চালককে খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমি এখানে আসার কয়েকদিন আগে সে মারা যায়। তার মৃত্যুর খবর আমি পরে শুনেছি।

—আচ্ছা তখনকার বারম্যানের কি খবর? কোথায় গেছে সে।

—জ্যাক হেসনের কথা বলছেন? ভাল চাকরী পেয়ে অন্য একটা হোটেলে চলে গেছে সে। তবে হোটেলের নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না।

হঠাৎ হ্যাঁ হঠাৎই একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম শ্যাড হোটেল?

—দ্যাটস রাইট। দ্য শ্যাড হোটেল।

—আসুন ড্রিঙ্ক করা যাক। আমি তখন খুব খুশী। এই প্রথম মনে হলো এখানে আসার উদ্দেশ্যটা সফল হতে যাচ্ছে।

দুই

বার্নিকে ফ্লোরিয়ান ক্লাবে পাওয়া গেল না। ওয়েটারদের সর্দার খবর দিল, মিনিট কুড়ি আগে একটি হোস্টেসকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সে। কাল সকালের আগে তার সঙ্গে দেখা হবে না। অতএব শ্যাড হোটেলে ফিরে এলাম। উদ্দেশ্য জ্যাক হেসনের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু বার তখন বন্ধ।

আমার চোখ পড়ল রিসেপশান ক্লার্কের ওপর।

—আপনার নাম আমি জানি না। সিগারেট চলবে?

—ধন্যবাদ, আমি স্মোক করি না। আমার নাম লারসন।

—আচ্ছা, আপনাদের বারম্যানকে কোথায় যেন দেখেছি। নামটা তার কি যেন?

—জ্যাক হেসন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ফ্লোরিয়ান ক্লাবের পিছনে মাইকস বারের বারম্যান ছিল সে।

—হ্যাঁ, বছর খানেক আগে সে আমাদের এখানে যোগ দিয়েছে।

—মিস স্ট্রং থাকার সময় জ্যাক এখানে ছিলেন না?

—মিস স্ট্রং? তার মানে আপনি সেই নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটির কথা বলছেন তো? না জ্যাক তখন এখানে ছিল না। মিস স্ট্রং এর সম্বন্ধে আপনি কি খুব উৎসাহী। লারসন জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ 'ক্রাইম ফ্যাক্টস' পত্রিকায় আমি এই কেসটার সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখছি। আচ্ছা সে এখানে কতদিন ছিল বলতে পারেন?

লারসন চামড়ায় বাঁধানো রেজিস্টার খাতার পাতা উল্টিয়ে আমার সামনে মেলে ধরল, বলল, পেয়েছি, ৯ই আগস্ট সে এখানে আসে, ১৭ই আগস্ট উধাও হয়ে যায় আমাদের বিল না মিটিয়েই।

—আচ্ছা, তার জিনিষপত্রগুলোর কি হলো? তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসতো না?

—খুব বেশী জিনিষ কিছু ছিল না। একটা সুটকেস আর একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ। পুলিশ ওগুলো নিয়ে যায়। আর তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসতো না। এমনকি চিঠি পত্তরও আসত না।

—কোন টেলিফোন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—না, তবে সে নিরুদ্দেশ হবার পরে একটি মেয়ে তার খোঁজ করতে এসেছিল। অথচ এখানে থাকার সময় কেউ তার খোঁজে আসেনি।

—কে, কে সেই মেয়েটি? পুলিশকে জানান নি?

—মেয়েটি কে জানি না। তবে সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা স্ট্রং-এর কোন খোঁজ পেয়েছি কিনা। পুলিশকেও এ খবর জানাইনি। খদ্দেরদের নিয়ে আমাদের ব্যবসা। পুলিশ দেখলে তারা সন্দেহ করতে পারে, সেই ভয়ে ব্যাপারটা চেপে যাই।

—ভুল করেছেন। যাইহোক, ঐ মেয়েটির কোন ঠিকানা-টিকানা বা কিরকম দেখতে ছিল বলতে পারেন?

—লারসন রেজিস্টারের পাতা উল্টিয়ে একটা কার্ড বের করে আমাকে দেখাল, তাতে লেখা জোয়ান নিকোলাস, এ্যাপার্টমেন্ট 'বি'। ৭৬, লিঙ্কন এভিন্যু। ওয়েলডেন ডব্লু ৭৫৬০০।

—ধন্যবাদ, আচ্ছা আমি হেসনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। কোথায় থাকে?

—সে খানিক দূরে গ্রে স্ট্রীটে থাকে। বাড়ির নম্বরটাও বলল। তাকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

তখন বোধহয় আধঘণ্টাও ঘুমাইনি, বার্নি ঝড়ের বেগে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতে আমি বললাম, তুমি কি আমাকে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও দেবে না?

বার্নি টলতে টলতে বিছানায় বসে পড়ে বলল, ব্রাদার তোমার জন্যে একটা চমকপ্রদ খবর এনেছি। জানো, কারলার বয়ফ্রেণ্ড ছিল!

—কি বললে, তুমি দেখেছো তাকে ! আমি দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম।

—না, তবে পূর্ণ বিবরণ পেয়েছি। আমি সেই লাল চুল মাথার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। মেয়েটি ডন নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে, যদিও আমার তা বিশ্বাস হয় না। তার কাছে টাকাই সব। শালীনতা, সংযমের ধার ধারে না। কারলার মতোই সে ক্লাবে সেই সময় কাজ করত। ডন বলছিল, কারলার সম্বন্ধে কোন মেয়েই খুব বেশী জানে না। কারলার ক্লাবে আসার তিনদিন পরে তাকে ডন একজন গাড়ী চালকের সঙ্গে ক্লাবের পিছন দিকে কথা বলতে দেখেছে। চালকের মাথার টুপিটা অনেক নীচে নামানো ছিল বলে সে তার মুখ দেখতে পায় নি। তবে গাড়ীটা ছিল সবুজ এবং মাখন রঙের ক্যাডিলাক।

—চালক হয়তো ক্লাবের প্রবেশ পথটা কোথায় জানতে চাইছিল স্ট্রংয়ের কাছে।

—আমিও সেকথা ভাবছিলাম। তবে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। যে কোন রহস্যের সূত্র খুঁজে বার করার মতো সাধারণ জ্ঞান আমার আছে। দুদিন পরে ডন কারলাকে আবার ঐ ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল। লোকটা চলে যেতে ডন ফারমানকে জিজ্ঞেস করেছিল, কে ঐ লোকটি? ফারমান বলেছিল সে কিছু জানে না। আমি লোকটার বিবরণ লিখে এনেছি। বার্নি পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে বলল, ডন এটা আমাকে দিয়েছে। সে আমাকে সোনার হাঁস ঠাওরেছে। আমার কাছ থেকে সোনার ডিম আশা করে সে। হেঁ, হেঁ, বড়ই চতুর, তাই না? বার্নি দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বার্নি কাগজটার দিকে তাকাতে গিয়ে বিস্মিত হলো আরে এযে চীনা ভাষায় লেখা।

আমি তাকে বললাম, উল্টে দেখ তো। বার্নি আমার নির্দেশ মতো পাতাটা ওল্টাতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, তুমি ঠিকই বলেছো। লোকটা ৬ ফুট লম্বা, ঈষৎ কুঁজো। ডান চোখের ওপর কাটা দাগ আছে। ঘন কালো চশমা দিনে রাতে ব্যবহার করে সে। পরনে উট রঙের কোর্ট, সাদা নাইলন শার্ট কালো টাই। এক হাতে সোনার ব্রেসলেট অন্য হাতে সোনার ঘড়ি। বয়স পঁয়তাল্লিশ।

তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে টেবিলে রেখে বললাম, মন্দের ভাল। পুলিশ এখনো এই লোকটার কোন হদিশ পায়নি। এ ছাড়া কোন খবর আছে?

—এক রাতের পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয়? তাছাড়া মেয়েটা বলেছে, টাকা পেলে সে একবার মুখ খুললে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই তাকে থামাতে পারে।

বার্নিকে বললাম, ঠিক আছে, এবার শুতে যাও। কোন্ ঘর মনে আছে তো? আমার বাঁ পাশের ঘরটা।

—তোমার কি খবর? কিছু সন্ধান পেলে?

—আমার কাছে যা খবর আছে সারা বছর ধরে শুনলেও ফুরোবে না। সকালে মদের নেশা কাটিয়ে এসো।

—সেই ভাল। শুভরাত্রি। বার্নি চলে গেল।

পরদিন সকাল সাড়ে নটার পরেও ঘুম ভাঙল না বার্নির। ওর প্রাণহীন দেহটা দেখে গ্যারেজ থেকে বুইকটা বার করে রাস্তায় নামলাম। গন্তব্যস্থল জোয়ান নিকোলাসের এপার্টমেন্ট।

লিস্কন হোটেল। বিরাট বিল্ডিং। লেটার বক্সের কোথাও জোয়ানের নাম পাওয়া গেল না। কেয়ারটেকারের অফিসে গিয়ে দরজায় নক করলাম। দরজার ওপারে একটা বেঁটে লোক দাঁড়িয়েছিল।

—আমি মিস নিকোলাসের খোঁজে এসেছি।

—জোয়ান নিকোলাসের কথা বলছেন, তাকে আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না। সত্যিই যদি তার খোঁজে এসে থাকেন তাহলে আপনাকে ওয়েলডেন কবরস্থানে যেতে হবে। এখন ওটাই তার ঠিকানা।

—তার মানে আপনি বলছেন, মেয়েটি মারা গেছে?

—অফকোর্স, আমার একমাসের বাড়ী ভাড়া ফাঁকি দিয়ে গেছে। তার কাছে একটা কপর্দকও ছিল না। পুলিশ তার লাগেজ তুলে নিয়ে যায়।

—মৃত্যুর সময় কি সে অসুস্থ ছিল?

—সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় সে। বোধ হয় খুব দ্রুত নামছিল। তাছাড়া তখন সে মাতাল অবস্থায় ছিল। পুলিশ সে কথা বিশ্বাসই করে না।

—এ ঘটনা কি করে ঘটেছিল?

—গত আগষ্টে।

—তারিখটা মনে আছে?

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, অত খবরে আমার কি দরকার? আপনার প্রয়োজন পড়লে পুলিশের কাছে যান। আমার এখন অনেক কাজ আছে। বলে লোকটা দরজা বন্ধ করে দিল। আমি ভয়ে কথা বলতে পারলাম না।

এবার ফেরার পালা। কারলার সঙ্গে যুক্ত দুটি মানুষই হঠাৎ মারা গেল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং কারলার নিরুদ্দেশ হওয়ার পরেই তার ললাটে মৃত্যুর পরোয়ানা লিখে দেওয়া হয় আশ্চর্য! কেমন সন্দেহজনক। ২৭ নম্বর গ্রে স্ট্রীট। জ্যাক হেসনকে সেখানেও পাওয়া গেল না।

ভারি চেহারার একটা মেয়ে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

আমি বললাম জ্যাক হেসনের খোঁজে এসেছিলাম।

—কিন্তু তাকে কি দরকার শুনি?

—সে আপনাকে জানাতে বললে জানাব। সে কি এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি?

—না। আপনি কি পুলিশের লোক?

—কেন, আমাকে কি পুলিশের মতো দেখাচ্ছে? আমি যেখান থেকেই আসি না কেন তাতে আপনার কি? আপনি জ্যাকের বান্ধবী নাকি? আমি মেয়েটিকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

—না, সেরকম কোন বাসনা নেই। যাক আপনার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে, আপনি পুলিশের লোক নন। তাহলে বলি, জ্যাক চলে গেছে।

—তার মানে, সে কি কাজে বেরিয়েছে?

—না মেয়েটি খিঁচিয়ে উঠল, আপনি কি ইংরাজীও বোঝেন না। সে জিনিষপত্র প্যাক করে এখানকার আস্তানা গুটিয়ে চলে গেছে।

সিগারেটে টান দিয়ে বলি, কোথায় সে যাচ্ছে আপনাকে বলে গেছে।

—না, সে ভাড়া মিটিয়ে চলে গেছে। কয়েক বছর সে এখানে ছিল।

—আমি ওয়ালেট থেকে পাঁচ ডলারের একটা বিল তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, আমি তার ঘরটা একবার সার্চ করতে চাই। এই পাঁচ ডলারে আপনার খরচায় কুলোবে?

মেয়েটি সেটা একটু নাড়াচাড়া করে কি ভেবে ক্যাশবাক্স থেকে একটা চাবি আমাকে দিয়ে বলল, ঐ দরজা দিয়ে ওপরে গিয়ে বাঁদিকে দ্বিতীয় ঘর। যদি আমার বাবার নজরে পড়ে যায়, কথা বলবেন না। বড় মেজাজী লোক। আমি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

অবিন্যস্ত ঘর, দ্রুত প্রস্থানের ছাপ রয়েছে চারিদিকে। ওয়ার ড্রোবের ডালা খোলা ড্রয়ার-গুলো মেঝেতে নামানো। সব দেখে শুনে মনে হয় সত্যই আমি বোধ হয় একটা কিছু করতে যাচ্ছি। মনে হয় একটা মিথ্যেকে ঢাকবার জন্যে আর এক মিথ্যের অবতারণা করেছে। ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়েছে।

অনুসন্ধানের জন্যে ঘরের প্রতিটি ইঞ্চির ওপর-নজর রাখতে গিয়ে নজরে পড়ল, ধুলোমলিন একটা ছোট্ট সোনার আপেল। তার ওপর লেখা খোদাই করা কে এস।

—দাতা—এইচ, আর, জুন ২৪।

—কে, এস—কারলা স্ট্রং? কথাটা মনে পড়তেই সোনার আপেলটা পকেটে চালান করলাম। তারপর আবার নতুন করে ঘরটা সার্চ করতে যাবো, দেখি এক বয়স্ক লোক ঘরে ঢুকল। মনে হয় মেয়েটির বাবা।

—এখানে তুমি কি করছ?

—হেসনকে খুঁজছি। সে কোথায় জানেন? তার ঠিকানা বলতে পারলে পাঁচ ডলার পর্যন্ত খরচ করতে আমি রাজী আছি।

—ওতে হবে না। আপনার কুড়ি ডলার খরচ পড়বে।

—খুব বেশী হলে দশ ডলার দিতে পারি।

—ও. কে. ওতেই হবে।

আমি ওয়ালেট থেকে পাঁচ ডলারের দুটো বিল বার করে তার হাতে গুঁজে দিলাম।

—স্যাম হারডির প্যালেস। তিন নম্বর লিওনাস স্ট্রীট, ফ্রান্সিসকো। আমাকে এখানেই চিঠি পাঠাতে বলে গেছে।

আমি সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। শ্যাড হোটেলে ফিরতে বেলা প্রায় একটা হয়ে গেল। বার্নিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সে লবিতে বসে ক্লান্তি কাটাতে হুইস্কি খাচ্ছিল।

—কাল রাত্তিরে আকণ্ঠ মদ গিলেও আশ মিটল না। এসো কিছু খাওয়া যাক। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—খাওয়ার কথা আমাকে বোল না। তার চেয়ে তুমি কি বলবে বলছিলে বলো।

তারপর আমি গতকাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত আমার তদন্ত কাজের একটা বিরাট তালিকা বার্নির সামনে পেশ করলাম। ও মোহিত হয়ে আমার রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে লাগল।

আমি বললাম, আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। পুলিশের থেকে অনেক বেশী খবর আমরা জেনে ফেলেছি। উট রঙের কোট পড়া একটি লোকের সঙ্গে কারলার যে ঘনিষ্ঠতা ছিল সে কথা আজ আমাদের অজানা নয়। মনে হয় পুলিশ সেই লোকটার কথা আদৌ জানে না, জানে না কেসের ব্যাপারে তার স্বার্থের কথা। আমার মনে হয় এই লোকটার হদিশ করতে পারলে আমাদের কাজ অনেক হালকা হতে পারে। তাই এখন থেকে রাত্রে কালো চশমা পড়া লোককে সন্দেহ করতে হবে। আর সেই সঙ্গে জানতে হবে কে এই জোয়ান নিকোলাস। কারলার নিরুদ্দেশ হবার পর এই মেয়েটি তার খোঁজ নিতে আসে এবং পরে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে সে মারা যায়। তারপর ফারমার যে কারলাকে শেষ বারের মতো দেখে তাকেও মৃত্যু এসে ডাক দিয়ে যায়। উপলক্ষ্য অসতর্কভাবে রাস্তা চলা। অতএব এ থেকে বোঝা যায় যে, জোয়ান এমন কোন গোপন ঘটনার কথা জানত যার জন্যে তাকে অসময়ে চলে যেতে হল।

বার্নি বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাল।

—কিন্তু ধরো, যদি এই মুহূর্তে শত্রুপক্ষ আমাদের হারিয়ে দেয়? জোয়ান এবং ফারমারের মতো যদি আমাদেরও চলে যেতে হয়। যদি আমাদের ওপর আক্রমণ হয়, কিভাবে সতর্ক হতে হবে সে কথা কখনো ভেবে দেখেছ? বার্নি আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

—তুমি মিথ্যে চিন্তা করছো, কেন থ্রীলার পড়নি গোয়ান্দার টিকিও কেউ স্পর্শ করতে পারে না।

—আমার তা মনে হয়। আমাদের আর এগুনো ঠিক হবে না। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় এখানেই ইতি টেনে ফিরে যাই।

বোকার মত কথা বলো না। এটা আমাদের সব থেকে ভাল গল্প হতে যাচ্ছে। আমি এখন হেসনের খোঁজে লেগে থাকছি। কিন্তু লোকটা শহর ছেড়ে পালিয়েছে। প্রতিটা হোটেলে নক করতে হবে। উটরঙা কোর্ট পরনে লোককে কেউ চিনতে পারে কিনা দেখতে হবে। তার গাড়ীটা তোমাদের সাহায্য করতে পারে।

বার্নি বলল, ওয়েল, ও-কে দেখি, কি করতে পারি। আমার ধারণা এ শহরে প্রচুর হোটেল আছে।

বার্নি লবির দিকে পা বাড়াতে আমি টেলিফোন বুথে ঢুকে রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম।

—ফ্লোরিয়ান ক্লাব।

—স্পেনসার আছে?

ও প্রান্তে স্পেনসারের গলা পেয়ে বললাম, আমি স্ল্যাডেন। আচ্ছা মিস স্ট্রংয়ের কি একটা দামী নেকলেস ছিল, মানে সেটা কি তুমি তাকে কখনো ব্যবহার করতে দেখেছ?

—নিশ্চয়ই। আমাকে সে একদিন বেশ দামী আর বাহারী একটা নেকলেশ দেখিয়েছিল।

—লকেটটা কি সোনার আপেল।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—ধন্যবাদ, বলে রিসিভার নামিয়ে ভাবলাম সবই মিলে যাচ্ছে। এখন হেসনকে জবাব দিতে হবে কারলার নেকলেসের লকেটটা তার ঘরে এল কি করে?

—চমৎকার। বার্নি লাফিয়ে উঠল, কে বলবে আমরা শখের গোয়েন্দা। তাই না বন্ধু।

—উচ্ছ্বাস বন্ধ করে রাতে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।

লিনক্স স্ট্রীট। অত্যন্ত নোংরা রাস্তা। খেলা করতে থাকা কয়েকটা বাচ্চা আমার গাড়ীর সামনে ভীড় করে দাঁড়াল। চোখে অদম্য কৌতূহল। কে এই লোকটা? অচেনা মুখ।

—সাম হারডি এখানে থাকে? কথাটা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

—হ্যাঁ থাকে বৈকি। কিন্তু সে তো এখন বাইরে। একটি ছেলে জবাব দিলো।

ঠিক আছে। গাড়ী থেকে নেমে তিন নম্বর বিল্ডিং-এর অফিসে গিয়ে ঢুকলাম। একটা পাতলা রোগাটে নিগ্রো যুবক উঠে দাঁড়াল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পার জ্যাক হেসনকে কোথায় গেলে পাবো?

তার চোখটা জ্যাক হেসনের নাম শুনে দপ করে জ্বলে উঠল।

—সে বলল। চারতলা, দশ নম্বর রুম।

—তাকে কি এখন সেখানে পাব?

—সিওর বস! সারাদিন সে আজ বাইরে বেরোয়নি।

—ধন্যবাদ জানিয়ে, পা টিপে টিপে রুম নাম্বার টেনের সামনে এসে হাতল ঘুরিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়লাম।

জ্যাক হেসন ঠিক যেন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু ভাল করে তাকাতেই দেখি তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সাদা শার্টে রক্তের দাগ। আর বুকের মাঝখানে একটা ধারালো ছুরি জাতীয় অস্ত্র বেঁধানো। তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে মনে হল বেশ কয়েকঘন্টা আগে সে মারা গেছে।

তিন

হোমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেন্যান্ট মার্শাল তার দলবল নিয়ে এসে পড়ল একটু পরেই। ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা তাদের কাজের কোন ত্রুটি রাখছিল না।

লেফটেন্যান্ট আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল, টম ক্রীড এই কেসটার ব্যাপারে খুব আগ্রহী, আপনার কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে তার শেষ থেকে শুরু করতে হবে।

— বাই দি বাই, এই লোকটি কে বলুন তো?

— ওয়েলডেন পুলিশের ক্যাপ্টেন। গত বছর আমাদের সোয়ালো ক্লাবে অনুসন্ধান চালাতে বলেছিল। খবর ছিল মিস্ কারলা স্ট্রং সেখানে কাজ করত। কিন্তু আমরা তখন তার কথায় আমল দিইনি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এবার আপনি আমাকে সত্যি সত্যি বাঁদর বানিয়ে ছেড়েছেন।

মার্শালের বিচার বুদ্ধির ওপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তার বাবার সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। কিন্তু আপনার বাবার কাছে আমি শিশু। এ লাইনে তাঁকে আমি গুরু বলে মনে করি।

মার্শাল হেসে সার্জেন্ট হ্যামিলটনের দিকে ফিরে বলল, এই কেসের ভার তোমায় দিচ্ছি। আমি এবং এই সম্ভাবনাময় ছেলেটি ক্রীডের সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছি। হ্যামিলটন মাথা নেড়ে বলল, ও কে, লেফটেন্যান্ট।

—আসুন। ওয়েলডেন পর্যন্ত আপনি আমাকে আপনার গাড়ীতে পৌঁছে দিন। ক্রীড আপনার গল্প শুনতে খুব আগ্রহ দেখাবে। তার আগ্রহের কারণ, মিস কারলা স্ট্রংয়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার কেসটা তার হাতেই ছিল। কিন্তু তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি বলে কেসটা তাকে চাপা দিয়ে দিতে হয়।

হ্যামিলটনের দিকে তাকিয়ে বললাম, দয়া করে মৃতদেহের একটা ফটো আমাকে দেবেন? আমার বর্তমান ঠিকানা শ্যাড হোটেল।

হ্যামিলটন মার্শালের অনুমতির জন্যে ওর দিকে তাকালে মার্শাল বলল, হ্যাঁ ওকে এক কপি আর আমাকে এক কপি দিও। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আসুন এবার যাওয়া যাক।

ওয়েলডেন যেতে যেতে মার্শালকে নতুন করে কাহিনী শোনালেন, কোনকিছু গোপন না করেই যাতে না ওর ধারণা হয়, আমি কোন কিছু গোপন করছি পুলিশের কাছে। সব শুনে মার্শাল মন্তব্য করল, সত্যি বলতে কি, মিঃ স্ন্যাডেন, ফারমারের অদ্ভুত মৃত্যু আমার চোখ খুলে দিয়েছে, এখন আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, মিস কারলার নিরুদ্দেশের পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে এবং আমি সেটা জানতে চাই।

আমিও তাই বিশ্বাস করি। একটু থেমে বললাম, কিন্তু ক্রীড কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে?

আমার ধারণা সে আপত্তি করবে না। অবশ্য পুলিশের কোন লোকই প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কাজ করতে চায় না সাধারণতঃ। ক্রীড কিন্তু খুব ভাল লোক। তবে হেসনকে অনুসরণ করার আগে ক্রীডের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। প্রথম থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করলে ভাল হতো।

ওয়েলডেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পেটা ঘড়িতে রাত আটটা বাজার সময় গাড়ীটা এসে থামল গাড়ী বারান্দার নীচে।

—আমার মনে হয় ক্রীড এখন বাড়িতে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছে, তবু আসুন, দেখা যাক। মার্শাল গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে বলল।

পুলিশ ক্যাপ্টেন টম ক্রীডকে তার অফিসে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হতে হলো। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, শক্ত চোয়াল, নীল চোখ, ধূসর রঙের চুল।

মার্শাল তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো।

—আপনাদের ম্যাগাজিনের কাজকর্ম খুবই ভাল। আপনার রিপোর্টিং ঠিক পুলিশী কায়দায় লেখা হয় বলে আমার খুব পছন্দ।

কাজটা যেহেতু পুলিশেরই একটা অঙ্গ, অতএব তাদের মতো হয়ে না চললে কি করে সফল হই বলুন। আপনার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই উঁচু। আপনার সম্বন্ধে আমরা কি ভাবি শুনবেন?

—ওকে বেশী গুরুত্ব দেবেন না। মার্শাল হাসতে হাসতে বলল, দারুণ চাপা স্বভাবের লোক। জানেন ক্যাপ্টেন, এই ভদ্রলোক আমাদের হয়ে কাজ করছেন এখন। মিস কারলা স্ট্রংয়ের কেসের ব্যাপারে উনি নতুন কয়েকটি তথ্য জোগাড় করেছেন, যা এখনো আমাদের অজানা রয়েছে।

ক্রীড এক অজানা কৌতূহলে চঞ্চল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকাল। আমাদের বসতে বলল।

—আমার সম্পাদকের ধারণা, এই কেসের ব্যাপারে নতুন তথ্য দিয়ে আর্টিকেল বার করতে পারলে সাড়া জাগাতে পারে। আমি এখানে এসেছিলাম এই কেসের অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করার জন্যে। সৌভাগ্যবশতঃ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে সব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেসব আপনাদের অজানা ছিল গতকাল পর্যন্ত। মনে হয়, এখন সেই সব খবর আপনাদের আর অজানা নয়।

—তবু আপনার মুখ থেকেই আমি সব শুনতে চাই মিঃ স্ল্যাডেন।

তারপর নতুন করে গল্প শুরু হল আমার। গল্প বলা শেষ হলে এক দীর্ঘ স্তব্ধতা নেমে এল ক্রীডের অফিসে।

—মিঃ স্ল্যাডেন, ক্রীড অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল, গতকালই আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করা উচিত ছিল। মনে হয় তা করলে শহর ছেড়ে যাবার আগেই আমরা হেসনকে ধরতে পারতাম। কিন্তু যখন দেখা হল, তখন সে মৃত।

—কখন সে মারা গেছে বলে আপনার মনে হয়? ক্রীড মার্শালের দিকে তাকিয়ে বলল।

—গতকাল রাত্রে, তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।

—খুনী কে, আন্দাজ করা যায়?

—পেশাদার খুনী, কোন শব্দ বা ফিঙ্গার প্রিন্ট-এর কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। এমন কি কেউ কিছু দেখতেও পায়নি খুন হওয়ার সময়। মার্শাল বলল।

আমার হাত থেকে মিনি সোনার আপেলটা নিয়ে ক্রীড পরীক্ষা করতে লাগল।

তারপর বলল, হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে, আপনার শুরুটা ভালই হয়েছে। এখন মিস স্ট্রং-এর ফাইলটার ওপর চোখ বুলানো যাক। বলে সে ফোনে তার সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে হুকুম করল, ফাইলটা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে।

রিসিভারটা রাখতে রাখতে ক্রীড বলল, আমি নিশ্চিত ফারমার মিথ্যে কথা বলেছে। মাত্র আট মিনিটের মধ্যে কারলা তার অন্তর্ধানের অভিনয়ের কাজটুকু সেরেছিল। ড্রেসিংরুম থেকে স্টেজের দরজাটা ছিল সবচেয়ে কাছে। আর সেই দরজা আগলে বসেছিল ফারমার। আগে দফায় দফায় প্রশ্ন করেও আমরা তার মুখ থেকে কোন খবরই বার করতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে সে এবং হেসন দুজনে এক সঙ্গে কাজ করছিল।

ইতিমধ্যে একটি লোক কেস ফাইলটা দিয়ে গেল।

—মনে হয় ফারমার এবং হেসন মেয়েটিকে সেদিন কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল হেসনের ঘরে। সোনার আপেলটা পাওয়া যায় বলেই এই অনুমান। ক্রীড ফাইলে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, এখানে লেখা আছে, নিরুদ্দেশ হওয়ার সময় তার গলায় একটা দামী নেকলেস ছিল। ঐ নেকলেসে ঐ সুদৃশ্য লকেটটা ঝুলে থাকতে দেখা গিয়েছে।

—না, আমার মনে হয় তারা কারলাকে হেসনের বাড়ী নিয়ে যায়নি। কারণ তার ঘরে যেতে গেলে একটি দোকানের মধ্যে দিয়ে যেতে হত। আর দোকানের মালিক দোকানে যদি হাজির থাকত, তবেই দোকান খোলা থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু আমার মনে হয় না, দোকানী সেদিন হাজির ছিল বলে। তাই হয়তো ওকে কিডন্যাপ করার জন্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ভাড়া করা হয়েছিল। হয়তো ফারমার কারলাকে জরুরী কোন ফোন এসেছে বলে ডেকে পাঠায়। আর লোহা জাতীয় কোন রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে অচৈতন্য করে, গাড়ীতে করে দেহটা পাচার করে থাকবে। ফারমার এবং হেসন দুজনই তাদের এলিটি খাড়া করার জন্যে যে যার নিজের কাজে নিযুক্ত ছিল সেই সময়। আর মনে হয় ফারমারের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় মেয়েটির গলা থেকে নেকলেসটা খসে পড়ে থাকবে। পরে ফারমার সেই নেকলেসের লকেট সোনার আপেলটা হেসনকে দিয়ে থাকবে, কিংবা সে তার বাড়িতে গিয়ে থাকবে লকেটটা সঙ্গে নিয়ে। মার্শাল মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে।

—তাহলে আমাদের এখন প্রথম কাজ নেকলেসটা খুঁজে বার করা। যদি চোদ্দ মাস আগের সেই অবাস্তব কাজটা এখন আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে।

—উট রঙের কোটপরা লোকটি কে? তার চেহারার পূর্ণ বিবরণ আমরা পেয়েছি। আশা করি লোকটির হদিশ আমরা করতে পারব।

—বার্নি তার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। আমি তাদের আশ্বস্ত করে বললাম, সে হয়তো এতক্ষণে তার দেখাও পেয়ে গিয়ে থাকবে।

মার্শাল হেসে বলল, আপনারা তো আমাদের কাজ অনেক এগিয়ে রেখেছেন দেখছি। যাইহোক, এখন এই উটরঙা কোট পরা লোকটিকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

ক্রীড মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু নিকোলাস মেয়েটির প্রসঙ্গ এখানে এলো কি করে?

—স্বভাবতই তার অস্বাভাবিক মৃত্যুটা এই প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

ক্রীড আবার রিসিভার তুলে রেফারেন্স ক্লার্ককে ফোন করল মিস নিকোলাসের ফাইলটা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। তারপর ক্রীড বলল, এক্ষেত্রে কারালারের রায় কি ছিল আজ আমার মনে নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, মিস স্ট্রংয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকলে আমি নিশ্চয়ই উৎসাহ প্রকাশ করতাম। সেক্ষেত্রে কেসটা চাপা দেওয়ার অবকাশই থাকত না।

সোনার আপেলটা হাতে নিয়ে ক্রীডকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা এই আপেলটার ওপর এনগ্রেভ করা 'এইচ, আর' কে? আমার মনে হয় এই লোকটি মেয়েটির খোঁজ দিতে পারে। মেয়েটির সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। এর থেকে মনে হয়, মেয়েটি কারোর কাছ থেকে লুকোতে চাইছে।

—আমিও ঠিক এটাই ভাবছিলাম। ক্রীড এবার নিকোলাসের ফাইলটা পড়ছিল। হঠাৎ ফাইল থেকে মুখ তুলে সে বলল, মিস নিকোলাসের মৃত্যু যে দুর্ঘটনাজনিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই, অন্ততঃ করোনার রিপোর্ট তাই বলে।

—কে, কে এই মেয়েটি?

ক্রীড ফাইলটা আর একবার দেখে বলল, শো বিজনেসের সঙ্গে জড়িত ছিল সে। প্যারিস থেকে সবেমাত্র একটা ট্রিপ সেরে ফিরেছিল সে। সে এবং আরো নয়টি মেয়ে ক্যাবারে পার্টির সঙ্গে বাইরে যায়, কিন্তু তাদের শো ফ্লপ করায় এখানে এসেছিল কাজ খুঁজতে।

—কারলা সেই নয়জন মেয়ের মধ্যে একজন হতে পারে না? খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়? ক্রীড বলল, হ্যাঁ, তাই করতে হবে।

—আমার মনে হয় জোয়ান নিকোলাস এবং ফারমার একইদিনে খুন হয়েছে। তাই না?

—হ্যাঁ, তা না হলে আপনি গল্প লিখবেন কি করে? তবে তারা যে দুজন খুন হয়েছিল, তার প্রমাণ হয়নি।

—কেন, হোয়ান কবে মারা যায়?

—২০শে আগষ্ট। ক্রীড বলল।

—ঐ ২০শে আগষ্ট শ্যাড হোটেলে সে আসে কারলার খোঁজে। তারপর বাড়ি ফিরলে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। এবার ফারমারের প্রসঙ্গে আসা যাক। আচ্ছা, সেও তো ২৩শে আগষ্ট মারা যায়?

—আপনার কথাই ঠিক। ক্রীড কারলার ফাইল থেকে মুখ তুলে বলল।

—আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আপনার সন্দেহ হচ্ছে না?

—আপনার অনুমানই ঠিক। ক্যাপ্টেন, মিঃ ম্যাডেন সঠিক পথেই এগোচ্ছেন। প্রমাণ না থাকলেও নতুন করে তদন্ত করলে ক্ষতি নেই।

আমি ক্রীডকে জিজ্ঞাসা করলাম, মিস কারলার একটা ফটো আমাকে দিতে পারেন?

—তার ফাইলে অনেক ফটোই আছে। কিন্তু কেন?

—তার নিরুদ্দেশ হবার পর খবরটা জাতীয় প্রেস কিংবা স্থানীয় প্রেসকে দিয়েছিলেন?

—কেবল স্থানীয় প্রেসই খবরটা জানতে পারে।

—তাহলে কারলার ফটোটা জাতীয় প্রেসকে দিয়ে বলুন, প্রতিটা সংবাদপত্রে যেন মেয়েটির ফটো ছাপিয়ে অনুরোধ করা হয়, কেউ তার সম্বন্ধে কিছু জানলে যেন পুলিশকে জানায়।

ক্রীড মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। আমি দেখব কি করতে পারি।

তারপর আসবার সময় ক্রীডকে বললাম, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে রাজী। আমি কোন নতুন খবর পেলেই আপনাকে জানাব এবং আশা করব আপনিও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আমি আমার এই কাহিনী একেবারে শুরু থেকে আরম্ভ করতে চাই, আর নিঁখুত করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাকে মাঝে মাঝে আমি বিরক্ত করতে আসব।

—নিশ্চয়ই আসবেন। ওয়েলডেন পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দরজা আপনার জন্যে সব সময় খোলা থাকবে। কেমন?

—ফাইন! আমার পার্টনারের কাছ থেকে নতুন কোন খবর পেলে ফিরে গিয়ে আমি আপনাকে জানাব। গুডবাই।

বার্নি শ্যাড হোটেলে তার ঘরেই ছিল। লারসন খবরটা দিলো, সে আরও জানাল একটি লোক আমার খোঁজে এসেছিল। সে তাকে বলেছে আমার ফিরতে রাত হতে পারে।

—সে কি চাইছিল?

—বলেনি। লোকটা কেমন উগ্র স্বভাবের। সে আবার এলে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?

—না, আজ রাতে দেখা করতে পারব না। তাকে বলে দেবেন, সে যেন কাল সকালে আসে। তবে যদি খুবই জরুরী কিছু দরকার থাকে, ফোনে যেন আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমি ক্লান্ত একটু ঘুমতে চাই।

—ও কে। আমি তাই বলব।

বার্নিক গরম জলের গামলায় পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে থমকে তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হল।

—কি ভাবছো? আমি সহসা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম।

—তুমি তো গাড়ী নিয়ে চলে গেলে, আর আমাকে চোদ্দটা হোটেলে হেঁটে হেঁটে নক করতে হল। পায়ের দফা-রফা।

—তা না হয় হল। আসল খবর কি বল? আর দেখা পেলে?

বার্নি সশব্দে হেসে বলল, বললেই কি এত সহজে ঐ মহাপুরুষের দেখা পাওয়া যায়।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, একটা হোটেলও বাদ পড়েনি তো?

—লারসনকে দিয়ে আমি সমস্ত হোটেলের লিস্ট করিয়েছি। তার কথা অনুযায়ী একটা হোটেলও বাদ পড়েনি। তাই আমি হলপ করে বলতে পারি, হোটেল সে বুক করেনি। মনে হয় সে এখানকার কোন এপার্টমেন্ট কিংবা ছোটখাটো বাড়িতে, কিংবা যেখান থেকে সে এসেছিল, মানে সানফ্রান্সিসকোয় ফিরে গেছে। কিন্তু হোটেলে সে ওঠেনি. এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

—পুলিশ তাকে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটু থেমে আমি তাকে আমার ওয়েলডেন পুলিশ হেডকোয়ার্টের যাওয়া এবং হেসনি খুন হওয়ার খবরটা দিলাম। তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—দেখ, এই নিয়ে তিনজন লোক খতম হল। এরপরেও আমরা যদি এই কেসের ব্যাপারে নাক গলাতে যাই, আমরাও খতম হবো।

—ভয় নেই, পুলিশ এ ব্যাপারে এখন খুবই তৎপর। উটরঙা কোট পরা লোকটাকে তুমি এখনো পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়াতে আমি তোমার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারছি না বার্নি। আমার প্ল্যান ছিল ক্রীড তাকে ধরার আগে আমি তার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা বলে নেবো।

—ওয়েল, আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এই শহরের কোন হোটেলেই সে নেই। অতএব পুলিশ তাকে খুঁজুক।

—লারসনকে জিজ্ঞেস করেছ, লোকটা এখানে কখনো থেকেছিল কিনা?

সঙ্গে সঙ্গে বার্নির মুখটা লাল হয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল।

—কেন, কেন সে এখানে থাকতে যাবে? ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

—কেনই বা থাকবে না? লারসনকে তুমি জিজ্ঞেস করেছ?

—না, একথা আমার একবারও খেয়াল হয়নি।

—ঠিক আছে, রিসিভারটা তুলে নিয়ে মাউথপীসে মুখ রাখলাম।

—স্ল্যাডেন কথা বলছি, আচ্ছা, আপনি কি স্মরণ করে বলতে পারেন গত বছর আগষ্ট মাসে উট রঙের কোট পরা কোন লোক এখানে এসে উঠেছিল কিনা? লম্বাটে চেহারা, রোদে পোড়া মুখ, ছোট সরু গোঁফ—আমি বললাম।

—সিওর! লারসন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, তাকে আমার বেশ ভালই মনে আছে। কিন্তু তাঁর খোঁজ করছেন কেন বলুন তো?

—আমি এখুনি আপনার অফিসে আসছি, তখন সব বলব। তারপর বার্নির দিকে তাকিয়ে বললাম, গোবর ভরা মাথা তোমার। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত চুপ করে এখানে বসে থাকো। লারসন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

—এই লোকটার সম্বন্ধে কি জানেন বলুন তো? লারসন রেজিস্টার খুলল।

—এই যে এখানে লেখা আছে, লারসন আঙুল দিয়ে দেখাল, ৯ই আগষ্ট সে এখানে ঘর বুক করে। হেনরি রটল্যাণ্ড নামে পরিচয় দিয়েছিল সে। লস এঞ্জেলস থেকে এসেছিল। তাতে এত উত্তেজনাই বা কিসের?

—মিস স্ট্রং এবং সে একই দিনে এখানে এসেছিল, তাই না?

—হ্যাঁ, মিস স্ট্রং দুপুরে ঘর বুক করেছিল। আর রটল্যাণ্ড এসেছিল সন্ধ্যে ছ'টার সময়।

—সে কি সবুজ ও মাখন রঙের ক্যাডিলাক গাড়ী চালিয়ে এখানে এসেছিল?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই!

—লাইসেন্স নাম্বার ছিল?

—ছিল নিশ্চয়। তবে আমার জানা নেই।

—এবার দেখুন তো কবে সে এখান থেকে চলে যায়।

—সতেরো তারিখ সকালে।

--সতেরো তারিখ? আর ঐ দিনই তো মিস স্ট্রংয়ের নিরুদ্দেশের সঙ্গে এই লোকটির একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। তাদের একসঙ্গে কখনো আপনি দেখেছেন?

—আমার তো মনে হয় না। হেনরি সকাল সকাল এখান থেকে বেরিয়ে যেত, আর মিস্ স্ট্রং বেলায় তার ঘর থেকে বেরুতো।

—তা হেনরির ঘরটা কি মিস্ স্ট্রংয়ের ঘরের পাশেই ছিল?

—হ্যাঁ, তিনতলায় তাদের জন্যে মুখোমুখি ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লারসন রেজিস্টার দেখে বলল।

—অতএব তারা গোপনে মিলিত হলে আপনার নজরে না পড়াটাই স্বাভাবিক, কি বলেন?

—আমারও তাই মনে হয়। সব সময়ের জন্যে ফ্লোর স্টাফের ব্যবস্থা নেই আমাদের। তাছাড়া রাত আটটার পরে ওপরে কোন স্টাফ যাওয়ার নিয়ম নেই।

—ওয়েল মিঃ লারসন, রটল্যাণ্ড কেন ওয়েলডেনে এসেছিল তা কি সে বলেছিল?

—না, সে তার বিজনেসের কথা বলেনি।

—তার সঙ্গে খুব বেশী লাগেজ কি ছিল?

—কেবল একটি স্যুটকেস।

—তার কোন ভিজিটার, ফোন কিংবা চিঠিপত্র আসত?

—না, আমার তা মনে হয় না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

—ওয়েল, গ্যারাজে এখন কে আছে?

—এখন জো ডিউটিতে আছে। একটার আগে এখানে গ্যারাজ বন্ধ হয় না।

—তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। কিন্তু জো ক্যাডিলাক গাড়ীর লাইসেন্স নম্বর দিতে পারল না। চোদ্দমাস আগের ঘটনা। একমাসে কত গাড়ী এসেছে, গেছে। কোন গাড়ীর লাইসেন্স নম্বর মনে থাকা অসম্ভব।

এবার বার্নির ঘরে ফিরে এলাম। সে বিছানায় শুয়েছিল। তার পা ফুলে ঢোল।

আমি বার্নিকে বললাম, তার নাম হলো হেনরি রটল্যাণ্ড, লস এঞ্জেল্‌স থেকে এসেছে ছোকরাটা।

—তার নামে আমার কি আসে যায়। এই নামটা জানতে আমাকে আজ পাঁচ ঘন্টা হেঁটে বেড়াতে হয়েছে। রাগে গজগজ করতে লাগল বার্নি।

—ও এই ব্যাপার? আজ তোমার পেটে একটু অ্যালকোহল পড়েনি বলে এত রাগ। ঠিক আছে, ও সব ভুলে যাও। এখন তোমাকে আরো অনেক ভাল ভাল কাজ করতে হবে। এত রাতে ক্রীডকে খবর দেওয়া যাবে না। কাল সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করে জানাবো এই কেসের ব্যাপারে আমি অনেকদূর এগোতে পেরেছি। হঠাৎ বার্নিকে দরজার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাতে দেখে আমার গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। দরজার দিকে তাকাতে গিয়ে আমার রক্তের গতি অসম্ভব বেড়ে গেল।

তখন দরজার সামনে রোগাটে, বেঁটে, পরণে ময়লা কোট, মাথায় চওড়া কানওয়ালা টুপী পরিহিত একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। তার ভারী মুখটা থমথমে, দু'চোখ দিয়ে আগুন ঝড়ে পড়ছিল।

তার ডান হাতে পয়েন্ট থ্রী এইট অটোমেটিক আমার দিকে তাক করা।

অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকার পর আগন্তুক বলল, যেখানে যেমন আছো, দাঁড়িয়ে থাকো। দাঁতে দাঁত চেপে সে হুকুম করল, তোমাদের মধ্যে স্ল্যাডেন কে?

—আমি। কম্পিত গলায় উত্তর দিলাম।

—ওকে, তাহলে আমি যা বলছি শোন, তোমরা দুজনে কাল সকাল হলেই এই শহর ছেড়ে

চলে যাবে। আমরা চাই তোমরা ওয়েলডেনে থাকো। আমাদের কথাটা তোমরা যদি উড়িয়ে দেবে বলে মনে ভাবো, তার ফল হাতে নাতেই পাবে।

আমি ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে বললাম, মতলব কি তোমার? কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

—আমার পরিচয় আমার কাজের মধ্যে। সে খিঁচিয়ে বলল, তুমিই প্রথম লোক যে আমাদের কাজে চ্যালেঞ্জ জানালো। তোমার সাহস তো কম নয়। যাই হোক, বসের হুকুম না থাকলে তোমাদের দুটোকে খতম করে দিতাম। হেসনের অবস্থা তো তোমরা ভাল করেই জানো। তার অবস্থায় পড়তে না চাইলে কাল সকাল এগারোটার মধ্যে ওয়েলডেন ছেড়ে চলে যাবে। পুলিশকে খবর দিয়ে কোন লাভ হবে না জেনে রেখো। এই ছোট্ট শহরে পুলিশের সংখ্যা এমন কিছু বেশী নয়, যা আমাদের পথে বাঁধা হতে পারে। অতএব কাল সকাল এগারোটার মধ্যে....।

সে প্রস্থান করল।

আমরা দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। বার্নিই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, মাই গুডনেস। আমি তোমাকে বলে রাখছি, এই কেস নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের অবস্থা ঐ ফারমার, হেসনের মতো হবেই। বার্নি হুইস্কির গেলাস শব্দ করে টেবিলে রাখল।

আমি স্বীকার করলাম, আমার মনে হয় আমার পালস আগের মত স্বাভাবিক নয়।

—আমার অবস্থাও একই। বার্নি স্যুটকেসের ডালা খুলে পোষাকগুলো ভরতে ভরতে বলল, তুমিও তোমার জিনিষপত্র প্যাক করে নাও। কাল সকালের অপেক্ষা না করে আজ রাত্রেই বেরিয়ে গেলে কেমন হয়?

—তুমি ভেবেছ ঐ মোটাটার হুমকিতে ভয় পেয়ে এমন সুন্দর গল্প লেখার সম্ভাবনাটা নষ্ট করে দেবো? আমি তোমার মত কাপুরুষ নই বুঝলে?

—ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। আমি বেঘোরে প্রাণ হারাতে চাই না। আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আছে, সেই সঙ্গে আমার একটা দায়িত্বও আছে বৈকি। অতএব আমি তোমার জেদের স্বীকার হতে চাই না।

—কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তুমি আমায় ভালবাস। বার্নি স্যুটকেস বন্ধ করতে গিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কাজ করে লাভ কি আমার?

—বেশ, ভবিষ্যতে তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এমন কি 'ক্রাইম-ফ্যাক্টস'-এর চাকরীটাও তোমার চলে যাবে। তারপরে এক টুকরো রুটির জন্যে তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে, তখন আমি ফিরেও তাকাবো না, বুঝলে?

—মনে করো না সম্পাদক আমাকে তাড়িয়ে দেবে। সে আমার মৃত্যু দেখতে চায় না, চায় নাকি সে? তুমি কি তাই ভাব? বার্নি হতাশ হয়ে বিছানায় বসে পড়ে বলল, আচ্ছা, তাঁকে কি বোঝানো যায় না, এই গল্পে কোন থ্রীল নেই, রোমাঞ্চ নেই?

—কে বললে নেই? দেখবে ঐ মাথা মোটা লোকটাকে কেমন শায়েস্তা করি। লোকটা সত্যিই যদি মাথা মোটা না হতো, তাহলে স্বীকার করতো কখন সে হেসনকে খুন করেছে? আমরা একবার যদি তার সাক্ষাৎ পাই, তাহলে এই কেসের ব্যাপারে দারুণ সাড়া জাগাতে পারব।

—তুমি কেন বুঝছো না যে আমরা লেখক, খুনীকে ধরা আমাদের কাজ নয়। এসব কাজ পুলিশের। আর তার জন্যে তাদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে। কেন জানিনা আমার স্ত্রীর কথা ভেবে আমার ভীষণ ভয় করছে। আমার কোন ইনসিওর নেই। তাই আমাকে স্ত্রীর কথা ভাবতে হচ্ছে।

—তুমি মরে গেছো 'ক্রাইম-ফ্যাক্টস'-এর সম্পাদক তোমার স্ত্রীকে মোটা টাকার পেনসন পাঠাবে।

—ধরো এই মুহূর্তে আমরা ফিরে গিয়ে গল্প লিখতে শুরু করি। কেমন হয়? আমরা তো গল্পের অনেক উপকরণ পেয়ে গেছি, আর দরকার নেই। বার্নি আমাকে বোঝাতে লাগল।

—অত ভয় করলে চলবে না। আমাদের কেউ মারতে আসবে না। তার আগেই পুলিশ তাকে ধরবে। আর তখনই আমরা এই কেসের উপরে যবনিকা টেনে দেবো।

—কিন্তু তুমি তো শুনলে, লোকটা বলল সে কেবল তার বসের হুকুমেই চলে। তাই ভাবছি, পুলিশ তাকে ধরলেও তার দলের অন্য লোকেরা ফুঁসে উঠবে এখন তোমার শেষ তুলির টানের আগেই যদি বন্দুক গর্জে ওঠে?

—আমরা লেখক—শিল্পী। শিল্পীর আনন্দ তুলির টানে আর খুনীর আনন্দ বন্দুকের শেষ গুলিটা খরচ করে।

—কলম বনাম বন্দুক। কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ?

আমি কথা বলতে বলতে কখন যেন অন্যমনস্কভাবে ক্রীডের বাড়ির ফোন নম্বরটা—করে ফেলেছিলাম।

—মিঃ ক্রীড, ম্যাডেন কথা বলছি। এইমাত্র আমরা এক আগন্তুকের মুখোমুখি হই। তার হাতে বন্দুক ছিল। সে স্বীকার করেছে, সে হেসনের খুনী। কাল এগারটা পর্যন্ত সে আমাদের এখান থেকে চলে যাবার জন্যে সময় দিয়েছে। লোকটা বলেছে, পুলিশে খবর দিলে বিপদে পড়তে হবে। ওয়েলডেন পুলিশের ক্ষমতা নেই তাকে স্পর্শ করে।

ক্রীড গর্জে উঠল, এই কথা বলেছে সে? ঠিক আছে, আমি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আপনাদের কাছে যাচ্ছি, কেমন?

পুলিশ ক্যাপ্টেনের মতোই উপযুক্ত কথা বটে। ক্রীডকে আমার এই কারণেই ভাল লাগে।

বার্নি ইতিমধ্যে তার ড্রিঙ্ক শেষ করে ফেলেছিল। মুখ মুছে সে বলল, না চেট, আমার ঠিক ভাল লাগছে না, আমাদের এখানে থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

—এমন জমাটি গল্প ছেড়ে?

—তাই বলে জেনে শুনে মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দেবো? বার্নি বলল।

ঠিক সেইসময়ে লারসনের ফোন এল। সে জানাল দুজন পুলিশ অফিসার আমাদের খুঁজছে। আমি তাদেরকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললাম। বার্নিকে বললাম, এবার তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারো। আমাদের রক্ষাকর্তা ক্রীড এসে গেছে।

—নিরাপদ? নাকি বাঁচার আয়ু খানিকটা বেড়ে যাওয়া? তুমি কি মনে কর রটল্যাণ্ডের মতো হিংস্র লোকের বন্দুকের নলের মুখ থেকে পুলিশ আমাকে বাঁচাতে পারবে?

চার

ফটোগুলো ক্রীডের ডেস্কের ওপর মেলে দিয়ে বললাম, না এগুলোর মধ্যে তার ফটো নেই।

—মনে হচ্ছে লোকটা নতুন। দেখছি আমার কোন ছেলেই তাকে চেনেনা। ক্রীড জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয় লোকটা পেশাদার খুনী, বিজনেস ছাড়া কিছু বোঝে না।

—হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আমাদের অতো কাছে পেয়েও কেন সে গুলি করল না।

আমি আমার বডিগার্ড পিটারসের দিকে তাকালাম। শক্ত চোয়াল, রোদে পোড়া মুখ। পিটারস ক্রীডের দিকে তাকিয়ে বলল, লোকটা ওর ক্ষতি করতে এলে আমি ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেবো।

আমি ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা বাজতে দশ। ওয়েল, পিটারসনকে বললাম, চোখ খোলা রাখুন।

—তাকে হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত আপনি বরং এখানে অপেক্ষা করুন। ক্রীড পরামর্শ দিলো।

—তারা রাস্তায় রাস্তায় অপেক্ষা করলে, আগন্তুক আমাকে আক্রমণ করলে আপনার ছেলেরা সহজেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রস্তাব ক্রীডের মনঃপুত হল না। বলল, না, দিনের আলোয় দূর থেকে গুলি করতে সুবিধা হবে। তার চেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকুন।

কথাটা ঠিক! কিন্তু বিনা অস্ত্রে বসে থাকাটা কি ঠিক হবে? আমি বললাম, ওকে, আমাকে একটা বন্দুক দেবেন না?

ক্রীড পিটারসনের দিকে ফিরে বলল, ওঁকে একটা বন্দুক দেওয়ার ব্যবস্থা করুন আর ওঁর নিরাপত্তার ভার রইল আপনার ওপর।

—ইয়েস স্যার। কিন্তু পিটারসনের হাবভাব দেখে মনে হল না, একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে বলল, কি চান? পয়েন্ট ফোর না পয়েন্ট থ্রী এইট?

—পয়েন্ট ফোর ফাইভ। যা দিয়ে একটা গুলি খরচ করেই তাকে খতম করে দিতে পারি।

—ও কে। বলে লোকটা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর ক্রীডকে উটরস্তা লোকটার কথা বলতে সে বলল, আমি এখুনি লারসানের কাছে লোক পাঠাচ্ছি। এদিকে কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। আমার ছেলেরা এখন জোয়ান নিকোলাসের বয়ফ্রেণ্ডকে খুঁজে বের করার জন্যে আর সেই দামী নেকলেসটার খোঁজে খুবই তৎপর। নিকোলাসের এজেন্ট তার ফটো দেখে সনাক্ত করতে পারেনি। তার বক্তব্য প্যারিসে সে অনেক মেয়ে পাঠিয়েছিল, তাই অনেক মেয়ের ভীড়ে জোয়ানের মুখটা তার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে।

এরপর ক্রীড টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ফাইল দেখে বলল, মিঃ স্ল্যাডেন, আপনি নীচে অপেক্ষা করুন, আমার ছেলেরা আপনার দেখাশোনা করবে। পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তখন আজ রাতের প্রস্তুতি নিয়ে কথা হবে। রাইট সিঁড়ির মুখে পিটারসন আমার হাতে পয়েন্ট ফোর ফাইভটা তুলে দিয়ে বলল এ ধরনের রিভলবার আগে কখনও ব্যবহার করেছেন?

—হ্যাঁ। তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যে নয়।

—ওয়েল, একটু সাবধান হবেন। লোকটার সঙ্গে আমাকে মোকাবিলা করতে দিলেই ভাল হতো।

—হ্যাঁ, যদি সে প্রথম আপনার নজরে আসে, তবেই।

বার্নির ঘরের জানলাটা জেলখানার মতো অনেক উঁচুতে। পোর্টেবল টাইপ রাইটার সমেত টেবিলের সামনে সে বসেছিল।

তার দরজার সামনে বসেছিল তার বডিগার্ড হলফোর্ড। রোগাটে, বালি রং-এর চুল, থ্যাদা নাক।

—কেমন আছো? বার্নিকে জিজ্ঞেস করলাম।

—আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কেমন থাকা যায় বলে তোমার মনে হয়? আমি ভাল নেই।

হলফোর্ড হেসে উঠে বলল; ওনার ধারণা আমি ওঁকে বাঁচাতে পারবো না। আমার দিকে চেয়ে বলল, কি মতলব আছে?

—হাতে হাত মিলিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াব লোকটার নজরে পড়বার জন্যে। তারপর সে আমাদের কিছু করতে গেলেই আমাদের বডিগার্ড দুজন তাদের বন্দুকের নিশানার মধ্যে এনে ফেলবে।

—যদি তাদের নিশানা ব্যর্থ হয়?

আমি বার্নির সামনে পয়েন্ট ফোর ফাইভটা ধরে বললাম, আশা করি আমার নিশানা ব্যর্থ হবে না। আমি শুধু রাইটার নয় কীলারও। হলফোর্ড এবং পিটারসন হো-হো করে হেসে উঠল।

—বন্দুকের নলটা আমার দিক থেকে সরিয়ে নাও। আমি শহীদ হতে চাই না। তোমার ইচ্ছা হলে পথে পথে ঘুরতে পারো, আমি এখানেই থাকব। আমি বডিগার্ড দু'জনের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বসে পড়ে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে ঘরে বসে কিছু কাজ করা যাক।

—হ্যাঁ, আমি পয়সার বিনিময়ে কাজ করতে রাজী। কিন্তু তোমার ঐ মরণফাঁদে যাচ্ছি না।

—ও. কে, ও. কে। আমি নিজেই সব দায়িত্ব নিতে রাজী। এসো, আমাদের গল্পটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

তখন প্রায় পাঁচটা। ক্রীডের অফিসে ঢুকতেই সে মুখ তুলে তাকাল, কিছু ভেবে দেখলেন?

—হ্যাঁ, আমি ঠিক করলাম লোকটা বার্নি তার জীবনের রিস্ক নিতে চায় না। যাই হোক, অন্ধকার নামলেই আমি এখান থেকে একটা ট্যাক্সি করে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হব। পরনে

গাঢ় রঙের পোষাক পরতে চাই, যাতে অন্ধকারে সহজে ঠাওর না পায়। তারপর হোটেল থেকে পাশের রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার সারব। বাজারে কিছু সাদা পোষাকের পুলিশ মোতায়েন রাখতে হবে। রেস্টুরেন্টের ভিতর দিকে বাহিরে যাবার পথ আছে। সেখানে কোন অঘটন না ঘটলে তাহলে ফ্লোরিয়ান ক্লাবের পিছন দিকে মাইকস বারের দিকে হাঁটব। তারপর সেখান থেকে হোটেলে ফিরে যাব।

ক্রীড বলল, আপনি যদি এখান থেকে সোজা হাঁটা পথ ধরেন তো ভাল হয়। কারণ ট্যাক্সিতে ট্রাফিকের জন্যে আপনি তার নজরের বাইরে চলে যাবেন। আমি চাই না আপনি তার নজরের বাইরে চলে যান এবং এও চাই না অনুসরণ করতে। তাছাড়া ফাঁদটা এখান থেকে পাততে চাই। পিটারসন অন্তরালে থাকবে। তার বন্দুকের নিশানা অব্যর্থ। একথা শুনে আপনি হয়তো আঘাত পেলেন কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও নেই।

সবকিছু শুনে মনে হল, আমি ক্রমশ সেই লোকটার হিংস্র বন্দুকের নলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ফেরারও আর পথ নেই।

—তাহলে আপনি বলতে চাইছেন পিটারসনের ওপরই আমার সমস্ত নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দেবো।

—পিটার একা নয়, আমরা অন্ততঃ জনা চল্লিশ ছেলে থাকবো। প্রতি কুড়ি গজের ব্যবধানে থাকবো। কেউ বাড়ীতে, কেউ ছদ্মবেশে, কেউ হাঁটাপথে।

ফাইন। আশা করি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে। আমি বললাম।

—হ্যাঁ, তার আগেই আমাদের টীমটাকে সেট করে নিই, বলে ক্রীড হাসতে লাগল।

পরের দু-ঘণ্টা বার্নির সঙ্গে তাস খেলে কাটাতে হলো। নগদ টাকার খেলা। প্রতি খেলায় বার্নিকে হারের মুখ দেখতে হলো। বরাবরই ওর ভাগ্য এই রকম।

—চেট, এত পয়সা নিয়ে কি করবে? বার্নি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোন উইল করেছ?

সেই মুহূর্তে পিটারসন এসে খবর দিলো, আমরা প্রস্তুত।

কালো আকাশটার দিকে তাকাতেই মনে হল, আমার চোখের ওপর একটা কালো পর্দা ঢাকা পড়তে পারে চিরদিনের মতো। যাবার আগে বার্নিকে বললাম বিদায় বার্নি, যদি আমি আর না ফিরি তাই আমার সব সম্পত্তি তোমার নামে উইল করে গেছি।

—সত্যি? বার্নির চোখ দুটো চকচক্ করে উঠল, উইশ গুডলাক।

অন্ধকার রাস্তায় পকেটে হাত রেখে রিভলবারের বাটটা অনুভব করতে পারলাম।

পিটারসন আমাকে অহেতুক চিন্তা করতে বারণ করল। সেই মুহূর্তে মনে পড়ছে সেই গানম্যানকে ধরার এটাই আমার সব থেকে নিরাপদ ব্যবস্থা।

তারপর শুরু হল আমার এই ভয়াবহ পথে যাত্রা। বুকটা ভয়ে অসম্ভব কাঁপছিল, থামবার উপায় নেই।

গজ ত্রিশ পথ যাওয়ার পর চোখে পড়ল একটা বিরাট পুরুষ দেওয়ালে পিঠ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাছ দিয়ে যেতেই সে ফিসফিস করে বলল, আমি বাজী ধরে বলতে পারি আপনার পা কাঁপছে। ক্রীডের নিষেধানুযায়ী আমি তার দিকে তাকালাম না বা হাসলাম না।

এক একটা গাড়ী আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর আমার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছি কখন এই ভয়ঙ্কর পথ শেষ হবে। হোটেলের লবিতে পা দিয়েও আমার ভয় গেল না। লারসন আমাকে দেখে গড় করল। অদূরে একটা রোগাটে লোক কাগজ পড়ার ভান করছিল। আমি তার কাছে যেতেই সে ফিসফিসিয়ে বলল হলফোর্ড আপনার ঘরে অপেক্ষা করছে। অন্ধকারে তাকে যেন গুলি করে বসবেন না।

আমি ঘরে ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠল।

—আসুন। হলফোর্ড আমার হুইস্কির বোতলের অর্ধেকটা শেষ করে দিয়েছে।

—লোকটা হয়ত আপনাকে ধাপ্পা দিয়েছে। তা না হলে—

—সামনা-সামনি তার সঙ্গে দেখা হলে এখানে বসে তারিয়ে তারিয়ে হুইস্কি খেতে পারতেন না। সে আমাকে ব্লাফ দেয়নি। আমি বললাম।

—দু সেন্ট দামের গানম্যানের ভয়ে আমি হুইস্কি খাওয়া ছাড়ি না!

—তাই বুঝি। গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললাম, আপনারা পুলিশের লোক। আসামী ধরাই আপনাদের কাজ। কখনো পড়েননি তো তাদের পাল্লায়!

তারপর পোষাক বদলে ঘর থেকে বেরুচ্ছি, হলফোর্ড বলল, বারে আমাদের দুটো ছেলে আছে, আপনি নিশ্চিন্তে ডিনার করুন। আমি আপনাদের আর পিটারসনের পিছনে থাকব। বেশী জোরে হাঁটবেন না।

—ঠিক আছে, তাই।

হঠাৎ একটা গাড়ী আমাদের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। থমকে দাঁড়ালাম। চালকের দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত ছিল না। তারই মাঝে রিভলবারটা কখন যে পকেট থেকে বার করেছিলাম মনে নেই। ট্রিগারে হাত রাখতে যাবো, তার আগেই গাড়ীটা বেরিয়ে গেল। রেস্টুরেন্টে ঢুকেও বুকের কাঁপুনি গেল না।

ডিনারের অর্ডার দিয়ে সামনে তাকাতে ডিটেকটিভ অফিসারের সঙ্গে চোখাচুখি হল। সে হাসল।

প্রচণ্ড খিদেতে আমার খুব চটপট খাওয়া হয়ে গেল। বন্দুক হাতে লোকটার উপস্থিতির কথা ভেবে আমার বুক কাঁপছিল।

সেই ডিটেকটিভ অফিসার তার কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বেরুবার দরজার দিকে তাকাল। অর্থাৎ সময় হয়েছে, এবার উঠে পড়।

একটু পরেই পথে নামতে হল। সাতপা যেতেই সেই দম বন্ধ করা ভয়ানক ঘটনাটা ঘটল। ভয়ানক উত্তেজনা। একটা বিরাট আকারের কালো গাড়ী আলো না জ্বালিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছিল। এখন আমার রেস্টুরেন্টে ফিরে যাবারও উপায় নেই, কারণ গাড়ীটা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসছিল। ধারে কাছে আশ্রয় নেবার মত খালি জায়গাও ছিল না।

আমি বেশ বুঝতে পারছি শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। মরিয়া হয়ে রিভলবার হাতে ছুটে আসা গাড়ীর দিকে ছুটলাম। উদ্দেশ্য, আমাকে ধরার আগেই তাকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবো। চকিতে গাড়ীর চালককে একবার দেখে নিলাম। ছোট, বেঁটে খাটো লোক। অস্পষ্ট মুখ, গাড়ীর পিছনের সীটে বসেছিল অন্য আর একজন। তার হাতে রাইফেল।

মুহূর্তে আমার ফোর ফাইভ গর্জে উঠল। উইন্ডশীল্ড ভেঙে গেল। একটা আর্ত চীৎকার শুনলাম। অব্যর্থ লক্ষ্য! গাড়ীটা কাত হয়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে রাইফেলটা গর্জে উঠল। কিন্তু তার আগেই আমি পজিশন নিয়ে নিয়েছিলাম। তাছাড়া গাড়ীটা কাত হয়ে না পড়লে ভাগ্যে কি যে ঘটত বলা মুশকিল। আমি রাস্তার সঙ্গে দেহটা মিশিয়ে দিলাম। দূরে নীলাভ আলো দেখে বুঝলাম বডিগার্ডরা অ্যাকসান শুরু করেছে। আমার দৃষ্টি স্থির গাড়ীটার দিকে। পিছনের সীট থেকে মাঝে মাঝে রাইফেলের গুলি বেরিয়ে আসছিল। প্রত্যুত্তরে আমার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। বুলেটটা নিশ্চয়ই মোক্ষম জায়গায় আঘাত হেনেছিল। হাত থেকে রাইফেলটা খসে পড়ল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে।

পিটারসন এবং হলফোর্ড ছুটে এলো।

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে তাদের বললাম, লোকটা গাড়ীর পিছনে আছে, লক্ষ্য রাখ।

ওরা দুজনে সন্তর্পণে প্রয়োজনীয় দূরত্বের ব্যবধানে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল গানম্যানকে। তার হাতে রাইফেল। সে একটু কাত হয়ে পড়েছিল। আমি চীৎকার করে পিটারসনকে সাবধান করলাম।

রাইফেল গর্জে ওঠার আগে পিটার আশ্রয় নিলো একটা বাড়ির থামের আড়ালে। ওদিকে হলফোর্ডের রিভলবার থেকে তিনটে গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল। গানম্যানের হাত থেকে রিভলবারটা খসে পড়ল। তার নিস্তেজ দেহটা লুটিয়ে পড়ল।

হলফোর্ড খুশীতে ডগমগ হয়ে বলল, পেয়েছি, আমি তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি!

আরো তিনটে ডিটেকটিভ ছুটে এল। আমরা চারজন দূর থেকে গাড়ীর দিকে নজর রাখলাম গানম্যানের মৃতদেহটা রাস্তার ওপর পড়েছিল। ঠিকরে আসা চোখ। হাতের রাইফেলটা তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

গাড়ীর মধ্যে আর একটি লোক আছে, আমি হলফোর্ডকে উদ্দেশ্য করে বললাম।

আপনার প্রথম গুলিতেই সে খতম। হলফোর্ড বলল। ওদিকে দুটো প্যাট্রল কার সাইরেনের শব্দ তুলে ঘটনাস্থলে এসে হাজির। ক্রীড একটা গাড়ী থেকে নেমে হলফোর্ডের সঙ্গে যোগ দিল। ক্রীড আমাকে জিজ্ঞেস করল আপনি ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ, কোনরকমে বেঁচেছি, কিন্তু পিটারসন কেমন আছে। তার আঘাত খুব গুরুতর নয়তো?

—ওর জন্যে চিন্তা নেই। কথাটা বলে ক্রীড গানম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, এ কি আপনার সেই ভয়ঙ্কর গানম্যান।

—হ্যাঁ। তবে আগে একে কখনো দেখিনি।

—আমিও দেখেছি বলে মনে হয় না।

এই সময় ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স এবং দুটো পুলিশের গাড়ী এলো। ভীড় জমে গেল সেখানে।

হলফোর্ডকে চিন্তিত দেখে ক্রীড তাকে প্রশ্ন করল, অত ভাববার কি আছে? তুমি ঐ গানম্যানকে চেন নাকি?

—না। আমার চোখে তো নতুন বলেই মনে হচ্ছে, হলফোর্ড বলল।

—মিঃ স্ল্যাডেন, আপনি এখন হোটেলে ফিরে যেতে পারেন। এদের ভার এখন আমাদের।

হলফোর্ড আপনাকে পৌঁছে দেবে। আমার মনে হয় তারা আবার ফের চেষ্টা করবে। কিন্তু আজ রাতে আমি তাদের সেই সুযোগ দিতে চাই না।

—এসো হীরো। বলে আমার হাতে চাপ দিয়ে হলফোর্ড বলল, সব উত্তেজনা এখানেই শেষ। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, আপনি যতটা খারাপ মনে করছেন, ততটা নয়। এখন বুঝলেন তো?

—কি বলছেন? খারাপ নয় তো কি? যাই হোক এই ঘটনার পর বার্নিকে তার বাকী জীবন আমার কাছ থেকে কথা শুনতে হবে। কাপুরুষ!

হলফোর্ড এরপর আমাকে পুলিশের গাড়ীতে করে হোটেলে দিয়ে গেল।

পাঁচ

ক্রীড তার অনুসন্ধানের জাল চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। হেনরি রটল্যান্ডের খোঁজে একটা দল দিনরাত্তির খাটছে। আরও দুটি দল, একটা কারলার অতীত পরিচয় আর একটা দল তার নেকলেসের পিছনে পড়ে আছে। এ ছাড়া তার একটি দল গানম্যানের পরিচয় জানতে ব্যস্ত। বার্নিকে আমি নিউইয়র্কে 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-এর সম্পাদককে রিপোর্ট করার জন্যে ফেরৎ পাঠিয়েছি। তাছাড়া এই সংখ্যা থেকেই আমরা কারলা স্ট্রংয়ের নিরুদ্দেশ রহস্যের প্রথম কিস্তি বের করতে চাই।

ক্রাইম ফ্যাক্টস-এর ফটোগ্রাফার জাডসন এখন আমার সঙ্গী। সে স্পেনসার, মাইক্স বার, জোয়ান নিকোলাসের অ্যাপার্টমেন্ট, মিনি আপেল এবং বহু পুলিশ অফিসারের ফটো তুলেছে। সেই রক্তাক্ত ঘটনার তিনদিন পরে জাডসন তার ফটোগুলো নিয়ে নিউইয়র্কে পাড়ি দিতেই আমি সোজা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চলে এলাম নতুন খবর সংগ্রহের জন্যে।

—আমি আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম, হলফোর্ড রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বলল, ক্যাপ্টেন আপনাকে খুঁজছেন। খবর ওঁর মুখ থেকেই শুনবেন। ওপরে চলুন।

ক্রীড আমাকে বসতে বললেন। সিগারেটের টুকরোটা অ্যাস্ট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, খবর আছে। আপনার গানম্যানের নাম হ্যাঙ্ক ফ্লেমিং। ফ্রানসিসকো থেকে ধান্দা করতে এসেছিল। তার

রেকর্ড খুব খারাপ। ছটি খুন করেছে। আমার মনে হয় সেদিন অন্যকারোর হয়ে সে আপনাকে খতম করতে চেয়েছিল।

—তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে, যে লোকটার হয়ে সে ভাড়া খেটেছিল তাঁকে আগে খুঁজতে হবে।

—হ্যাঁ, তাই, তবে তাকে খুব সহজে পাওয়া যাবে না। তবে তার পকেট থেকে টামপা সিটির একটা রিটার্ন টিকিট পাওয়া গেছে। মনে হয় উপস্থিত সে টামপা সিটি থেকে আসছে এবং সেখানকার কোন লোক আপনাকে খতম করার জন্যে তাকে নিয়োগ করেছে। ক্রীড বলল।

—বেশ। খবর নিয়েছেন টামপা পুলিশ তার ব্যাপারে কিছু জানে কিনা?

—তাদের কথায় আমার বিশ্বাস নেই। ফ্লেমিংকে তারা চেনেই বলেছে। আমরা তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাব বলে আশা করতে পারি না।

হেনরি রটল্যান্ডের কোন খবর পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। ক্রীড ক্যাডিলাক গাড়ীর এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারে তারা গত তিন বছর ক্রীম এবং সবুজ গাড়ী প্রায় চারশোটা বিক্রী করেছে। কিন্তু লিগমেট হেনরি রটল্যান্ডের নাম নেই। আমার মনে হয় তার নামটা জাল। তবে নকল হেনরির আসল নাম খুঁজে বার করতে দেরী হলেও পুলিশ হাল ছাড়েনি। কিন্তু এই তিনদিনে পুলিশ কারলা স্ট্রংয়ের সুদৃশ্য নেকলেসের সন্ধান পেয়েছে। কারলার নিরুদ্দেশ হওয়ার দিন তিনেক পরে হেসন এক মদের দোকানে বিক্রী করে দেয়। পরে হলিউডের এক অভিনেত্রী সেটা ঐ দোকানির কাছ থেকে কিনে নেয়। পুলিশ সেই অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছে।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে স্ট্রংয়ের ব্যাপারে এর বেশী খবর পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত।

—না, ঠিক তা নয়। ক্রীড বলল, কাগজে কারলার ছবি ছাপিয়ে খবর ছাপা হওয়াতে আমাদের কাছে প্রচুর চিঠি আসছে। বক্তব্য সবার একই যে তারা কারলাকে চিনত। তবে এদের কারো কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। একটি লোক লিখেছে যে কারলাকে চিনত, তবে তার চুল কুচকুচে কালো ছিল। এ ব্যাপারে সে একেবারে নিশ্চিত নয়। লোকটা হয়তো মিথ্যের ভান করছে, তবে লোকটা সন্দেহজনক। লোকটা বলেছে, কারলা নাকি তার একটা কাজ করে দিয়েছিল। আন্দাজ করুন তো জায়গাটা কোথায়?

—টামপা সিটি!

—ঠিক বলেছেন ক্রীড বলল।

—আপনি বলছেন, টামপা পুলিশ সহযোগিতা করছে না, তাই আমি নিজে যদি টামপা সিটিতে গিয়ে খোঁজ খবর নিই, কেমন হয়?

—সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। তবে সাবধান, ওখানকার কমিশনার এড ডুনাল প্রাইভেট ডিটেকটিভদের বিষের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর বলে মনে করেন। তার ছেলেরা প্রথমে আপনাকে নিরুৎসাহ, তারপর আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে কসুর করবে না।

—ঠিক আছে। টামপা সিটির পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ আপনার পরিচিত লোক সেখানে থাকলে বলবেন।

ক্রীড একটু ভেবে বলল, আপনি ডন ব্র্যাডলির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। প্রাক্তন পুলিশ চীফ ছিলেন তিনি। ডুনানের সঙ্গে একটা খুনের কেস নিয়ে মতবিরোধ হওয়াতে দু-বছর আগে অবসর নেন। আপনার হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠাব।

—ফাইন। তাহলে আজই আমি রওনা হয়ে যাই।

—লোকটার নাম লিনোক্স হার্টলি। ঠিকানা ২৪৬, ক্যানন এ্যাভিনু, টামপা সিটি। ঠিক সেই সময় একটা লোক দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলল, ক্যাপ্টেন বাইরে একটা লোক অপেক্ষা করছে। সে বলছে, ফ্লেমিংকে চেনে। কথা বলবেন?

—অফকোর্স। পাঠিয়ে দাও।

লোকটাকে অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল, সে বলল, আমার নাম টেডি স্পেরি। কাগজে মৃত গানম্যানের ছবি দেখে ভাবলাম আপনাকে জানান উচিত। আপনার সময় নষ্ট করছি না তো?

—বসুন, আপনার বিজনেস কি বলুন তো। ক্রীড প্রশ্ন করল।

—বিজনেস? টেড চমকে উঠে বলল, ডালমেটিয়াম রোডে আমার একটা নার্সারী আছে, এই ব্যবসায়ে আমার স্ত্রীও বিজনেস পার্টনার। এখন আমি একটা নতুন ব্যবসা শুরু করেছি। টব জাতীয় ব্যারেলের মধ্যে কি করে রসাল ফলের গাছে ফল ফলানো যায়, এই নিয়ে আমার চেষ্টা দীর্ঘ দিনের। অবশেষে সফল হই এবং কাগজে আমার সাফল্যের বিজ্ঞাপন বেরোয়। আর সেই বিজ্ঞাপন দেখে হ্যাল ফ্লেমিং আমার দোকানে এসে একটা ব্যারেল কিনতে চাইলে আমি বলি, শুধু ব্যারেল আমি বিক্রী করি না, মাটিসমেত ব্যারেল বিক্রী করি। তখন সে বলল, তার বাগানে একটা ফলের গাছ আছে, সেটা এই ব্যারেলে লাগাতে চায়। অবশ্য সে পুরো সেটের দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। আমারও রাজী না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। পরদিন ট্রাকে করে সে ঐ ব্যারেলটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়।

—তারিখটা আপনার কি মনে আছে মিঃ স্পেরি?

—হ্যাঁ, একটু সময় নিয়ে বলল, ১৭ই আগষ্ট।

ক্রীড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ দিনই কারলা স্ট্রং নিরুদ্দেশ হয়, তাই না? এরপর ক্রীড জানতে চাইল, ট্রাকটার নম্বর আপনার খেয়াল আছে মিঃ স্পেরি?

—না, নম্বরটা কি খুবই জরুরী? আমার মনে পড়ছে না।

—তবে বলুন, ট্রাকটা কি ধরনের ছিল?

—ছাদ খোলা। সবুজ রঙের, এক টনের ট্রাক।

ক্রীড হলফোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, যাও, মিঃ স্পেরিকে সঙ্গে নিয়ে যাও। দেখি উনি মিঃ ফ্লেমিংকে চিনতে পারেন কিনা। এরপর স্পেরিকে করমর্দন করে বিদায় দিল ক্রীড।

—খালি ব্যারেল! কারলার ক্ষেত্রে এটা শুভ নয়। কি বলেন মিঃ ক্রীড? আমি কাজের কথায় ফিরে এলাম।

—হ্যাঁ। আমার আশঙ্কা শহরের কোন সিমেন্ট বিক্রেতা তাকে সিমেন্ট বিক্রী করেছিল কিনা। ক্রীড রিসিভার তুলে সিমেন্ট বিক্রেতাদের নির্দেশ দিল ১৭ই আগষ্টের পর ফ্লেমিংকে কেউ সিমেন্ট বিক্রী করেছিল কিনা সেই খবর জানাতে। তারপর রিসিভার নামিয়ে বলল, মনে হয় কারলাকে ঐ ব্যারেলের মধ্যে পুরে মুখ সিমেন্ট করে দেওয়া হয়। আর যার জন্য তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আমি বললাম, আচ্ছা এখানে লেক জাতীয় কোন জলাশয় আছে? সে নিশ্চয়ই ব্যারেলটা জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকবে।

ক্রীড মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে সুন্দর পিকনিক স্পট আছে, লেক বলডক।

—এছাড়া আর কোন জলাধার?

—হ্যাঁ, একটা রিজারভার আছে। কিন্তু সেটা বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে কাজ হচ্ছে, লোকে লোকারণ্য। সে চেষ্টা করবে না। অতএব একমাত্র লেক বলডেকেই কারলার হদিশ পাওয়া যেতে পারে। ক্রীড ম্যাপের ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল।

—তাহলে সেখানে গিয়ে দেখতে আমাদের দোষ কোথায়?

—আমার ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে ডুবুরির কাজ জানে। সে অনায়াসেই জলে নামতে পারবে। তারপর তার রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী কাজে এগুনো যাবে। তাহলে ডুবুরি নামানো হবে আগামীকাল ছ'টার সময়।

আমি বললাম, ও. কে, আমি ঐ সময় হাজির থাকবো।

লেক বলডক। ক্রীড খুব চুপচাপ, গম্ভীর ভাবে পায়চারি করছিল। হলফোর্ড ক্রমাগত বকবক করছিল। আমি অধীর আগ্রহে জলের দিকে তাকিয়েছিলাম কখন ডুবুরি উঠে আসে। একসময় ক্রীড ছুটে এসে বলল, হ্যাঁ জলের নীচে একটা ব্যারেলের দেখা মিলেছে। ক্রীডকে খুব

উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ভুবুরি হ্যারিস দাঁত বের করে তার সাফল্যের হাসি হাসছিল। তার এই সতেজ মুহূর্তটি আমার ক্যামেরাবন্দী করলাম।

—তাহলে ব্যারেলটা কি আপনি এখনই তোলবার ব্যবস্থা করছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—এখন নয়, রাত্রে। ক্রীড বলল, দিনের আলোয় তুলতে গেলে লোক জানাজানি হবে। আমার ধারণা ঐ ব্যারেলের মধ্যে কারলার মৃতদেহ আছে। তবে এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনরকম প্রচার চাই না। ক্রীড এরপর গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

হলফোর্ডকে আমার গাড়ীতে পৌঁছতে গিয়ে তাকে বললাম, এখন মেয়েটিকে আমরা খুঁজে পেলেও তার খুনীকে ধরা খুবই কঠিন ব্যাপার। ও. কে, ফ্লেমিং এর কাজ খুবই নিঁখুত। তবে ওর কাজের বহর দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন তাকে ভাড়া করে কারলাকে খুন করিয়েছে।

—যা বলেছেন, আমার মতো সামান্য এক সার্জেন্টের ক্রীডের কাজ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। তবে এখন দেখতে হবে মেয়েটিকে হারানোর পেছনে কার বেশী স্বার্থ জড়িত? কে কে তার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল? তবে মেয়েটির সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় সে কারোর ক্ষতি করতে পারে না। জল এখন অনেক গভীরে।

আমি হলফোর্ডকে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নামিয়ে দিয়ে বললাম, তাহলে রাত নটায় লেক বলডকে দেখা হচ্ছে কেমন?

—ও. কে।

তখন বিকেল পাঁচটা। ঘুম ভেঙে গেল। হাতে কোন কাজ ছিল না। ভাবলাম পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করলে যদি কোন নতুন খবর এসে থাকে তা জানা যাবে। বার্নি টেলিগ্রাম করেছে, আরো বিস্তারিত খবর পাঠাও।

দেখলাম হলফোর্ড কারলা স্ট্রংয়ের ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছে।

—কিছু পেলেন? চেয়ারে বসতে গিয়ে বললাম।

—না, আমার ধারণা মেয়েটির খোঁজ আর পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ফ্লেমিং তাকে খুন করার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

—কিন্তু আপনি কি মনে করেন না সেই লোকই জোয়ান নিকোলাস এবং ফারমারকে খুন করেছে?

হলফোর্ড মাথা নাড়ল। বলল, কিন্তু কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাইনি।

আমি বললাম ফারমার যে খুন হয়েছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। মনে হয় কারলার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই কিছু জানতো এবং হেসনও! তাই দুজনকে সরে যেতে হল। কিন্তু নিকোলাসকে অসময়ে কেন চলে যেতে হল, সে কারণটা এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত।

—কেন, করোনার তার রায়ে বলেনি, জোয়ানের মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত। হলফোর্ড শান্তভাবে বলল।

—আমি তা বিশ্বাস করি না। কারলার খোঁজে সে এলো। তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে সে দুর্ঘটনায় পড়ল। এ ব্যাপারটা এত সহজে মেনে নেওয়া যায়? আপনারা তাহলে এতদিন কি করছিলেন?

—ক্যাপ্টেন ক্রীড আমাদের অকেজো করে রেখেছে। তাঁরই জন্যে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি না।

—তা না হয় মানলাম। কিন্তু প্যারিস পার্টিতে যাওয়া আর মেয়েদের কোন খবর রেখেছেন?

—হ্যাঁ, তাদের মধ্যে জ্যানেট লেস্লী নামে একটি মেয়ের খবর আমরা জোগাড় করতে পেরেছি। পাঁচিশ, আর্কেডিয়া ড্রাইভে তার বাড়ি।

—বিকেলে যদি শেলীর সঙ্গে দেখা করি হয়তো কোন খবর পাওয়া যেতে পারে, আপত্তি আছে। আমি হলফোর্ডকে জিজ্ঞেস করলাম।

—না, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার নাম তার কাছে নেবেন না যেন।

—ওকে! উঠে বললাম, নতুন কোন সূত্র পেলে আপনাকে জানাব।

হলফোর্ড আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। শহরের একেবারে একপ্রান্তে আর্কেডিয়া ড্রাইভ। শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাংলো প্যাটার্নের জীর্ণ বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে পঁচিশ নম্বর বাংলোটা ঝকমকে সদ্য রঙকরা। জ্যানেট শেলী শো-গার্ল। আর একটু আলাদা হবে বৈকি?

কলিংবেল টিপতেই দরজার ওপারে একটি সুন্দরী রীতিমত বুদ্ধিদীপ্ত চোখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

—আমি কি মিস শেলীর সঙ্গে কথা বলছি?

—হ্যাঁ, তবে কিছু বিক্রী করার আশায় এলে নিরাশ হবেন।

—আমি কিছু বিক্রী করতে আসিনি। আমার নাম চেট স্ল্যাডেন। ক্রাইম ফ্যাক্টস-এর অফিস থেকে আসছি। আপনি কি আমাদের পত্রিকা কখনই পড়েননি?

—খুন জখমের গল্প আমার ভাল লাগে না।

—ভাল কথা। তবে জোয়ান নিকোলাসের মৃত্যু সম্বন্ধে আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

—কিন্তু সে তো প্রায় বছর খানেক আগে মারা গেছে।

—তা অবশ্য ঠিক। ভেতরে যেতে পারি? বেশী সময় নেবো না।

—আপনি যদি ডাকাতি করার মতলবে থাকেন, তাহলে জানিয়ে রাখি আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে, কারণ আমার ঘরে কোন মূল্যবান জিনিষ নেই।

আমার পরিচয়পত্রটা তার হাতে দিয়ে বললাম, এরপরও সন্দেহ থাকলে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে সার্জেন্ট হলফোর্ডকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

শেলী হাসল। না, না, আসুন, ঘরে আসুন। তবে খুব বেশী সময় আমি দিতে পারব না, কেননা আমাকে একটা বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হবে।

—না, না, সময় বেশী নেব না। আপনি কারলা স্ট্রংকে চেনেন? কারলার একটা ছবি শেলীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, মেয়েটিকে চেনেন?

ফটোটা ভাল করে দেখে ফেরৎ দিয়ে বলল, না দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে মুখটা চেনাচেনা লাগছে। তবে তার কোন মানে নেই। সব শো-গার্লকেই প্রায় একই রকম দেখতে হয়ে থাকে। এই আমাকেও ঐ মেয়েটির মতোই দেখতে। তাই না?

তার কথায় সম্মতি জানিয়ে বললাম, আপনি কি একেবারেই নিশ্চিত হয়ে বলেছেন, প্যারিস ট্যুরে। এই মেয়েটি আপনার সঙ্গে যায়নি?

—না, বললাম তো। কথাটা নিশ্চিত হয়েই বলছি।

—জোয়ান নিকোলাস আপনার সঙ্গে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ, মিঃ স্ল্যাডেন। কিন্তু এসব প্রশ্ন আমাকে করার অর্থ কি?

—স্যরি মিস শেলী, আমি সংক্ষেপে তাকে বললাম, প্রায় চৌদ্দ মাস আগে কারলা স্ট্রং নিরুদ্দেশ হয়। আমরা জানতে পারি, জোয়ান নিকোলাস তাকে চিনত। যাই হোক, কারলার মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পর জোয়ান তার খোঁজে এসেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে সিঁড়ি থেকে পড়ে তার নাকি মৃত্যু হয়।

—জানি, এটা তো একটা দুর্ঘটনাও হতে পারে। শেলী আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, ব্যাপারটাকে সেভাবেই বা দেখছেন না কেন?

—হ্যাঁ, আপনার মতো করলারের বক্তব্যও তাই পুলিশও সেটাই চিন্তা করছে. তবে আমি ভাবছি, তাকে কেউ ঠেলে ফেলেও দিতে পারে। কেন পারে না?

—কিন্তু, কেন তা কেউ করতে যাবে? আর আপনিই বা সে কথা ভাবছেন কেন?

—আপনারা ভাবছেন আমি ভুল ভাবছি। কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমি জানতে চাই কারলার সঙ্গে নিকোলাসের কোন বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল কিনা। আপনি জানেন?

শেলী মাথা নেড়ে বলল, না জোয়ানের মুখে কোনদিন কারলার কথা শুনিনি।

—কেন, আপনাদের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব ছিল না?

—না, তেমন কিছু নয়। আমরা মেয়েরা তাকে ঠিক পছন্দ করতাম না।

—কেন?

শেলী বলতে থাকে, যদিও পরচর্চা করা আমার অভ্যাস নয়, তবুও আপনি জানতে চাইছেন তাই বলছি। সব সময় তার টাকার অভাব থাকত আর আমাদের কাছে ধার চাইত। প্রথম প্রথম তার চাহিদা মিটিয়েছি, পরে ধার শোধ না দেওয়াতে আমরা তাকে এড়িয়ে চলতাম। রোজ রোজ বাড়তি টাকা কোথায় পাই আপনিই বলুন, আমরাও তো খেটে খাওয়া মানুষ, আমাদের ভবিষ্যত আছে। কি বলেন?

—তা অত টাকা তার দরকার হতো কিসের জন্যে?

—মেয়েদের টাকার প্রয়োজন ভালো পোষাক, ভালো প্রসাধন কেনার জন্যে। জোয়ান ধার করা টাকায় অনায়াসে কিনে আনতে পারত। শুনলে অবাক হবেন, প্যারিসে গিয়ে কোটিপতির স্ত্রী করলেলিয়া ভল ব্রেককে পার্টি দেয় এক অভিজাত হোটেলে। জোয়ান আমার কাছ থেকে দামী পোষাক, অন্যসব মেয়েদের থেকে টাকা ধার করে। তার সঙ্গে মিসেস ব্রেকের কিভাবে আলাপ হল সে প্রশ্ন করবেন না। তবে মেয়েরা টাকা ফেরৎ পায়নি। আর অনেক কষ্টে আমার পোষাকটা আমি আদায় করেছি ওর কাছ থেকে।

এসব আলোচনা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়। আমি বললাম, ওয়েল মিস শেলী, মিস নিকোলাসের সঙ্গে বছর তিরিশ পঁয়তিরিশের এক যুবককে রোদে পোড়া মুখ, ক্রীম আর সবুজ রঙের ক্যাডিলাক যার নিত্যসঙ্গী এমন কাউকে মেলামেশা করতে দেখেছেন?

—না, অত অল্প বয়স ছিল না, তবে তার বিজনেসের খাতিরে সব সময় বয়স্ক গুরুজনদের সঙ্গে সে মেলামেশা করতে চাইত।

—যুবকটির নাম হেনরি রটল্যান্ড। সে আপনার বন্ধু নয়তো?

—অতদামী গাড়ী চড়ার সঙ্গতি আমার কোন বন্ধুর নেই। শেলী শব্দ করে হেসে উঠে বলল।

আমার শেষ প্রশ্ন মিস নিকোলাসের শত্রু কে ছিল?

—শত্রু? টাকা ফেরৎ না পাওয়াতে কেউ কেউ হয়তো তাকে অভিশাপ দিতে পারে, কিন্তু খুন করার মনোভাব কারোর ছিল না।

—ধন্যবাদ। মনে মনে শেলীর কাছ থেকে এর বেশী কিছু খবর আশা না করে, বাজে সময় নষ্ট না করে তাকে দুটি দশ ডলারের বিল হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এটা আপনার ফি। না নিলে সম্পাদক রাগ করবেন। ভবিষ্যতে যদি আপনাকে প্রয়োজন হয় আমি আবার আসব। এনটারটেইন করবেন না?

শেলী অদ্ভুতভাবে হাসল। আমি মুগ্ধ হয়ে তার হাসি উপভোগ করছিলাম। লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল সে। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। শেলীর জন্যে আরো বেশী খরচ করতে আমি দ্বিধা করব না ভবিষ্যতে। শেলীকে আমি পছন্দ করি।

ছয়

জলে ভেজা ব্যারেলের দিকে তাকিয়েছিল ক্রীড। এই মাত্র সেটা জল থেকে তোলা হয়েছিল। হলফোর্ড আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, দেখবেন মিঃ স্ল্যাডেন, ক্যাপটেন এখানে ব্যারেল ভাঙতে সাহস পাবে না।

—কেন?

ক্রীড নীচু গলায় একজন সার্জেন্টকে কি যেন বলল। তার মিনিট দশেক পর সেখানে একটা ট্রাক এসে হাজির হলো।

হুলফোর্ড বলল, চলো এবার যাওয়া যাক।

—কেন, শেষটা দেখবেন না?

—তার মানে?

—ব্যারেলটা মর্গে পাঠাচ্ছেন ক্যাপটেন। সেখানে হ্যামার দিয়ে ব্যারেলের সিমেন্ট ভাঙা হবে। আর তখনি জানা যাবে এই কেসে আমরা কতদূর এগিয়েছি অথবা আমাদের থমকে দাঁড়াতে হবে।

নাঃ। আমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত। শেষ মুহূর্তে জমাট সিমেন্টের মধ্যে চুমকি বসান পোষাকের অংশ বিশেষ লক্ষ্য করা গেল। ক্রীড চীৎকার করে উঠল, ইউরেকা। পাওয়া গেছে, কারলার মৃতদেহ এর মধ্যেই লুকোনো আছে। দৃশ্য দেখে আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। আমি অফিসে ফিরে এলাম।

অফিসে হুলফোর্ডের সঙ্গে স্কচের বোতল ভাগাভাগি করে খাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রীড ফিরে এসে আমাদের স্কচে ভাগ বসালো। আমাদের দিকে চেয়ে বলল আমি তোমার লোকেদের সঙ্গে কথা বলে আসি। মৃত দেহ খালি চোখে চেনার উপায় নেই, কতকগুলো চিহ্ন দেখে আপাততঃ সেটা কারলার বলেই মনে হয়। এখন আমাদের দেখতে হবে খুনী কে? কেন সে খুন হল?

ক্রীড চলে গেল।

বুলফোর্ড সিগারেট ধরিয়ে বলল, এখন আমাদের রটল্যান্ডকে খুঁজে বার করতে হবে।

আমি রিসিভারটা তুলে বার্নিকে নিউইয়র্কে ফোন করলাম। এখন রাত বারোটা কুড়ি।

বার্নি রিসিভার তুলে আমাকে বলল, সংক্ষেপে বল, ফ্রেয়ার পার্টি দিচ্ছে, এখুনি যেতে হবে। কি খবর তোমার?

—নোটবুক নিয়ে তৈরী হও। আমি বললাম।

—কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করা যায় না? ফ্রেয়ার দেরী হলে রেগে যেতে পারে।

—রাখ তোমার ফ্রেয়ার। যা বলছি শোন মন দিয়ে। কারলা স্ট্রংকে আমরা পেয়েছি

—পেয়েছ? কেমন, কেমন আছে সে?

—ভিজে, ঠাণ্ডা, বলাবাহুল্য মৃত অবস্থায়।

—সত্যিই দারুণ খবর। এক মিনিট বলে একটু পরে আবার বার্নির গলা ভেসে এল রিসিভারে। আমি সংক্ষেপে তাকে শেষ রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা বলে গেলাম। বার্নি শর্ট হ্যান্ডে লিখে গেল। আমি বললাম, কাল সকালে এয়ারপোর্টে লোক পাঠিও, ফটোগুলো পাঠাচ্ছি। দেখলে চমকে উঠবে।

—ও.কে, চেট, সত্যিই তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। তবে দোহাই তোমার আজ রাতে আর বিরক্ত করো না। তুমি তো জানো, ফ্রেয়ার—

ক্রীড সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফিরে এলো।

—রীতিমত ভুতুড়ে গল্প, ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়, ক্রীড বলল, সত্যি রোমাঞ্চকর কাহিনী, খুব জমে উঠেছে, কি মিঃ স্ল্যাডেন?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আরো দশ মিনিট পর মেডিক্যেল অফিসার আমাদের জানাল, আমার মতে রিভলবারের বাঁট দিয়ে আচমকা মাথায় আঘাত করার ফলে মৃত্যু ঘটেছে। তবে দীর্ঘদিন জলে পড়ে থাকার ফলে এর বেশী কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না।

ক্রীড ডকটরকে ধন্যবাদ জানিয়ে হুলফোর্ডকে বলল, আমার অফিসে এস, অনেক কাজ জমে আছে।

মেডিক্যেল অফিসার চলে যেতে বার্নিকে আবার ফোন করলাম।

পরদিন সকাল এগারোটার সময় শ্যাড হোটেলের বিল মিটিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারের

দিকে রওনা হলাম। এখান থেকে দুশো মাইল দূরে টামপা সিটিতে যাওয়ার আগে একবার ক্যাপ্টেন ক্রীডের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হলফোর্ডের অফিস ঘরে দুজনে মুখোমুখি বসে আছি। হলফোর্ড বলল, পুলিশি বোর্ডে জোয়ান নিকোলাসের নাম আছে ব্ল্যাকমেলার হিসাবে।

—বিস্তারিত বিবরণ কিছু আছে?

—এ এক ধরনের হীন ব্ল্যাকমেল আর কি। জোয়ানদের দলের এক শো-গার্লের ভাইয়ের জীবনে একটা ব্ল্যাক-স্পট ছিল। ক্রিমিনাল এসাইলামে থাকত সে। খবরটা জোয়ান জানত। আর মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করল সপ্তাহে পাঁচ ডলার করে না দিলে সে অন্য মেয়েদের কাছে তার ভাইদের সমস্ত কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবে। তার কথানুযায়ী মেয়েটি ছ'মাস তার দাবী মিটিয়ে গেছে। এরপর তার ভাই ছাড়া পাবার পর মেয়েটি পুলিশের কাছে গিয়ে জোয়ানের নামে অভিযোগ করাতে নিকোলাসের দু-বছরের জন্যে জেল হয়ে যায়।

—বেশ মজার ব্যাপার তো। আমার মনে হয় কারলাকেও সে ব্ল্যাকমেইল করত।

—এমনও হতে পারে নিকোলাস এবং কারলা দু'জনে মিলে একসঙ্গে রটল্যান্ডকে ব্ল্যাকমেল করত। আর রটল্যাণ্ড সুযোগ বুঝে দু'জনকে সরিয়ে দিলো। কি ঠিক বলছি কিনা?

—আমি কিন্তু ব্যাপারটা সেভাবে দেখছি না। ধরে নিলাম জোয়ানের মৃত্যুটা দুর্ঘটনা মাত্র এবং কারলার ক্ষেত্রেও তাই হলো না কেন? তা না হলে তার মৃতদেহ ওভাবে লুকিয়ে ফেলার উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

হলফোর্ড বলল, ঠিক বলেছেন তো—আরও কি বলতে গিয়ে সে থেমে গেল, কারণ ক্রীডকে সে ঘরে ঢুকতে দেখেছে। ক্রীডকে কেমন যেন থমথমে দেখাচ্ছিল, দুঃখ করে বলল, এখনও পর্যন্ত গল্পের যা প্লট পেলেন তা নিশ্চয়ই আপনার চোখের সামনে ভাসছে। আর বাকী যা অজানা ঘটনা, সেটা আপনারা কল্পনার রঙ দিয়ে শেষ করতে পারেন।

—না, না কোন কল্পনা নয়। বাস্তব ঘটনার তাগিদে আমি টামপা সিটিতে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছি।

—কিন্তু এদিকে আমি যে একা হয়ে যাবো। কারলা স্ট্রংয়ের হত্যাকারী কে জানার জন্যে কাগজের অফিস থেকে ঘনঘন ফোন আর চিঠি আসতে শুরু করেছে।

সবাই জানতে চায় হত্যাকারী কে? এ সময় আপনি না থাকলে আমার ওপর দারুণ চাপ আসবে।

—কিন্তু টামপাতে তো আমাকে যেতেই হবে।

—ওখানে গিয়ে কোন লাভ হবে না। টামপা সিটি আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। আর ওখানকার কমিশনার ডুনানের অপদার্থতার জন্যেই টামপা সিটি আজ অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। আপনার সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা জানতে পারলে ডুনানের লোকেরা অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনার ক্ষতি করতে পারে।

—আমি ক্রাইম ফ্যাক্টসের প্রতিনিধি বলে জানালেও তারা সহযোগিতার হাত বাড়াবে না।

ক্রীড হেসে বলল, এ কথা ডুনান শুনে মজা পাবে।

—তাহলে আমার সেখানে না যাওয়াটাই ভাল কি বলেন?

—না, না, আপনার গল্পের খাতিরে সেখানে আপনার যাওয়া উচিত। আমি নিষেধ করছি না, তবে যাওয়া না যাওয়াটা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে।

ক্রীড আরও বলল, ঠিক আছে, আমি আপনাকে যে বন্দুকটা ধার দিয়েছিলাম সেটা বিনা লাইসেন্সের আপনার কাছে দেখলে আপনাকে ছ'মাসের জন্যে সেখানকার অতি কুখ্যাত জেলে চালান করে দেবে।

পয়েন্ট ফোরটা তার হাতে ফেরৎ দিতে গিয়ে বললাম, এটা থাকলে নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারতাম।

—পুলিশের বিরুদ্ধে আপনি রিভলবার ব্যবহার করতে পারেন, এটা আপনার জানা

উচিত। তারপর ক্রীড তার পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, টামপা সিটির সে।

নিজেকে এখন দারুণ মরীয়া মনে হচ্ছিল এখুনি আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। রয়েস কিংবা তার এজেন্ট সেখানে পৌঁছানোর আগেই।

সাত

ঠিক চারটের সময় আমার গাড়ীর চাকা টামপা সিটির মাটি স্পর্শ করল। ধনীদের শহর এই টামপা সিটি।

তবে লিকন জায়গাটা দেখে মনে হল এখানে গরীব মধ্যবিত্তদের বাস। চব্বিশ নম্বর লিখেন ড্রাইভের বাগানে একজন বলিষ্ঠ লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে অনুমান করলাম, সে নিশ্চয়ই ডন ব্র্যাডলি। পুলিশের মতই চেহারা তার। গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে যেতেই লোকটি এগিয়ে এল।

—ক্যাপ্টেন ব্র্যাডলি? গেটের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম।

—সিওর। ভেতরে আসুন।

সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ড্রইংরুম।

—আপনার নাম তো জানতে পারলাম না।

—চেট স্ল্যাডেন।

—তার মানে ক্রাইম ফ্যাক্টস-এর লোক? ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ব্রাডলি।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—এই প্রথম এখানে এলেন?

—হ্যাঁ শহরের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বেশ সুখেই আছেন। ক্যাপ্টেন ক্রীডকে চেনেন নিশ্চয়ই। ক্রীডের চিঠিটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এটা আমার পরিচয়পত্র বলে ধরে নিতে পারেন। আপনাকে লেখা ক্রীডের চিঠি। ব্রাডলির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—আমি একটা বিশেষ কেসের অনুসন্ধান করতে এখানে এসেছি। চিঠি পড়লেই বুঝবেন।

ব্রাডলি দ্রুত চিঠিটা পড়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে সত্যিই আপনি এখানে অনুসন্ধান চালাতে চান?

—ঠিক তাই। শুনেছি এখানকার কমিশনার ডুনান এ ব্যাপারে কোনরকম সহযোগিতা করবেন না আমার সঙ্গে। তাই আমি আপনার পরামর্শ চাই।

—পরামর্শ। আমার পরামর্শ যদি চান মিঃ স্ল্যাডেন তবে এখুনি গাড়ীতে চড়ে ওয়েলডেনে ফিরে যান।

—জানি, কিন্তু আমি যে একটা বিশেষ সাহায্যের আশায় আপনার কাছে এসেছি।

—প্রায় একবছর আমি পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে বিচ্ছিন্ন। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে বড় একটা সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। ব্রাডলি বলল, তবে কেসটা চমকপ্রদ বলে মনে হচ্ছে। আমি এটুকু আপনাকে বলতে পারি এখানে 'গোল্ডেন অ্যাপেল' বলে একটা নাইট ক্লাব আছে সেখান থেকে কোন খবর পেলেও পেতে পারেন।

—দয়া করে ঐ ক্লাবের ব্যাপারে আপনি যা জানেন বলবেন?

—অত্যন্ত অভিজাত ক্লাব। পরিচালক হ্যামিলটন রয়েস। মিয়ামিতে থাকত। এখানে জুয়া খেলার দুটি হলঘর সহ নাইট ক্লাবের ব্যবসা ফেঁদেছে সে। বাদসা ছাড়া এখানে অন্য কারোর প্রবেশ নিষেধ। শুনেছি ডুনান এই ক্লাবের লাইফ মেম্বার। এই ক্লাবের পাঁচশো সদস্য সংখ্যার প্রত্যেকেরই আয় ছয় সংখ্যার কম নয়।

—আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন না, আমি এই নাইট ক্লাবের মেম্বার হতে পারি?

—ইচ্ছে করলে ঐ ক্লাবের প্রেসিডেন্টও হতে পারেন মিঃ স্ল্যাডেন। ব্রাডলি হেসে বলল।

আমিও হেসে বললাম, না, না, আমি অতটা চাইনা। আমি কয়েকটা লোকের খোঁজে এসেছিলাম। আপনি লিনকস হারটলিকে চেনেন?

প্রত্যুত্তরে ব্র্যাডলি বলল, খুব চিনি, কারলা স্ট্রংকে চেনে বলে সে দাবী করে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এ লোকটির খোঁজেই এসেছি। এখন সেখানে গেলে তাকে পাবো?

—আপনি যদি আমার পরামর্শ চান তবে বলব এই শহরে পুলিশদের সম্বন্ধে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে দু একজন পুলিশ অফিসার ঘুষ চাইলে দিয়ে দেবেন। আর সাদা পোষাকের পুলিশদের সঙ্গে একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবেন। পুলিশ ক্যাপ্টেন ম্যাথিস খুবই বাজে লোক। আমার সময় সে লেফটেনান্ট ছিল। তার লেফটেনান্টের নাম ছিল জো কারসন। তবে তাদের তিনজনের মধ্যে সব থেকে শয়তান হলো সার্জেন্ট ল্যাসিটার, তার বিরুদ্ধাচরণ করলে আপনার এখানে স্থান হবে না। আমি যা বললাম তার প্রতিটি কথাই সত্যি।

—হ্যাঁ, ক্রীডের মুখে তার নাম অনেক শুনে তৈরী হয়েই এসেছি। আমার নার্ভ খুবই শক্ত। আপনি ভয় পাবেন না। এখন আমি এখানে থাকার জন্যে একটা সাধারণ হোটেল খুঁজছি।

—তাহলে পাম এ্যাভিন্যুয়ের ওপর বীচ হোটেলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তাদের কাছে আমার নাম নেবেন না যেন। আমি এখানে খুব বেশী পরিচিত নয়।

অবশেষে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ধন্যবাদ মিঃ ব্রাডলি। ভবিষ্যতে আপনার কোন পরামর্শের দরকার পড়লে আসতে পারি?

—সিওর! তবে আপনার গাড়ীটা বাইরে রাখবেন না। রাতের দিকে আসার চেষ্টা করবেন, যাতে কেউ আপনাকে দেখতে না পায়।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মানে, আপনার কাছে কোন ভিজিটার দেখা করতে আসুক এখানকার লোকেরা তা চায় না?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। জোর করে অবসর নিতে বাধ্য করা কোন পুলিশ অফিসারের ওপর তাদের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে থাকে। তবে তাদের এই ব্যবহারে আমি চিন্তিত নই। আমার সুন্দরী স্ত্রী আর সুন্দর বাগান নিয়েই এই বয়সে বেশ কেটে যায়।

—আপনি অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন মানে?

—আমাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে সরকারী দপ্তর থেকে তাড়ানো হয়েছে। সে সব এখন অল্প কথায় বলা যাবে না।

একদিন হাতে সময় নিয়ে আসুন, এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে তখন। তাছাড়া আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে আপনি এখন খুব ব্যস্ত—কি, ঠিক বলেছি কিনা!

—ও. কে, থ্যাঙ্কস মিঃ ব্রাডলি চলি।

রাস্তায় নামতে দেখলাম একজন পুলিশ প্যাট্রলম্যান ব্রাডলির বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বেরোতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। আমি তাকে এড়িয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

সামনের আয়না দিয়ে দেখলাম সে নোটবুকে কি যেন লিখল। বুঝতে অসুবিধা হল না, সে আমার গাড়ীর নম্বর লিখে নিল।

ব্র্যাডলির কথাই ঠিক। কম খরচে বীচ হোটেল অপূর্ব আমার ঘর চারতলায় নির্দিষ্ট হল। এ্যাটাচড বাথ। বেলবয় লাগেজ পৌঁছে দিল। তার কাছ থেকে জেনে নিলাম ক্যানন এ্যাভিন্যুটা হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে, গাড়ীতে পনের মিনিটের পথ।

ধন্যবাদ! এক ডলারের একটা বিল তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, তুমি এখন যেতে পারো।

ক্যানন এ্যাভিন্যু—একটা অভিজাত পাড়া। প্রতিটি বাড়ি ছবির মত সুন্দর আধুনিক। ২৪৬ নম্বর বাড়িটা সুইস প্যাটার্নের, একেবারে শেষ প্রান্তে। দু'বার নক করতে দরজার ওপার থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো। দরজা খুলতেই এক দীর্ঘদেহী পুরুষ, ছায়াচিত্রের হীরোর মত চেহারা, চোখের চাহনিটা বড় অদ্ভুত দেখলাম দাঁড়িয়ে।

—হ্যালো! সে জিজ্ঞেস করল, কি চান আপনি?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হুইস্কির গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

—আপনিই কি মিঃ হার্টলি?

লোকটা টলতে টলতে কোন রকমে দরজাটা শক্ত করে চেপে ধরে জবাব দিলো, হুঁ।

—আমি 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-এর লেখক চেট স্ল্যাডেন। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। একটু সময় দিতে পারবেন।

—নিশ্চয়ই ভিতরে আসুন। একা একা ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল। ড্রিঙ্ক করতে করতে আলোচনা করা যাবে'খন।

আমরা ততক্ষণে হলঘর পেরিয়ে সুসজ্জিত, সুইস কায়দায় সাজানো, আরামদায়ক লাউঞ্জে প্রবেশ করে ভাল করে বসবার তোড়জোড় করতে যাব, এমন সময় নজরে এল একটি যুবতী ডিভানে বসে আছে।

লম্বাটে, স্লিম ফিগার। মিষ্টি মুখ, সরু কটিদেশ, সরু নিতম্ব। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে মোনালিসার হাসি হেসে বলল, প্রিয়তম, তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে?

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে লিনোকস বলল, সুজি ডিয়ার, ইনি হলেন মিঃ স্ল্যাডেন। একটা জরুরী ব্যাপারে উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। কাল সকালে আবার আমরা দেখা করতে পারি না? ধরো আমি যদি তোমাকে বাড়ি থেকে সোজা তুলে নিয়ে আসি, কেমন হয়?

মেয়েটি হলঘরের দিকে ভীষণ রেগে এগিয়ে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

—হুইস্কি চলবে নাকি? হার্টলি জিজ্ঞেস করল।

অনেকক্ষণ পেটে অ্যালকোহল পড়েনি, তাই একথায় রাজী হয়ে গেলাম।

—এবার বলুন, আপনি আমার কাছ থেকে কিভাবে উপকার পেতে চান? হারটলি বলল।

—শুনেছি মিস কারলা স্ট্রংয়ের ব্যাপারে আপনি নাকি ওয়েলডেন পুলিশকে চিঠি লিখেছেন, কাগজে তার ছবি বার হওয়ার পর।

অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হারটলি প্রশ্ন করল, কিন্তু আপনি তা জানলেন কি করে?

—আমি পুলিশের সঙ্গে কাজ করছি। টামপা সিটি ওয়েলডেন পুলিশের এক্তিয়ারের বাইরে, তাই তারা জটিলতা এড়ানোর জন্যে নিজেরা না এসে আমাকে পাঠিয়েছে।

আমি পকেট থেকে কারলার ফটো বার করে হারটলির সামনে মেলে ধরলাম, এই হলো মেয়েটির ফটো। দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?

ফটোটা দেখে হারটলি বলল, হ্যাঁ, এই মেয়েকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। মিঃ স্ল্যাডেন আপনি হয়তো জানেন না, এ ধরনের বহু মেয়ে আমার মডেল হিসেবে কাজ করেছে। কারলাও আমার মডেল গার্ল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি এখানে ম্যাগাজিনের কভার ডিজাইনার। আর এই মেয়েটি আমার অনেক টাকা এবং সময়ের অপচয় করিয়েছে। অন্য সব মেয়েদের মতই সেও গভীর জলের মাছ।

—আচ্ছা, তার নাম কি কারলা স্ট্রং?

—না, লিনোক্স মাথা নাড়ল। বলল, তার আসল নাম ফ্রান্সিস বেনেট। গোল্ডেন অ্যাপেল, নাইট ক্লাবের সে শো-গার্ল। আমি তাকে গত জুনে আবিষ্কার করি। সে আমার কাছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি আঁকার জন্যে পোজ দিতো। নিয়মিত আসতে আসতে একদিন সে আসা বন্ধ করে দিলো। আর সেই থেকে আমি তাকে আর দেখতে পাইনি।

—এ ঘটনা কবে কার? আমি বললাম।

গত আগস্টের কোন এক সময়ের ঘটনা।

—সঠিক তারিখটা একটু মনে করে বলতে পারেন? কারণ এই খবরটা আমার খুব জরুরী বলে মনে হয়।

—বোধহয় তা পারব। কেননা শেষ পোজ দেওয়ার তারিখটা আমি লিখে রেখেছিলাম। এই বলে সে আঁকার স্তূপ থেকে একটা স্কেচ বার করে পিছনে লেখা তারিখটা দেখাল।

২রা আগস্ট। তার মানে এখানে পোজ দেওয়ার পনের দিন বাদে ওয়েলডেন থেকে সে

নিখোজ হয়। ৯ই আগষ্ট পর্যন্ত সে কোথায় ছিল? কি করছিল সে? এটা অবশ্যই চিন্তার ব্যাপার।

স্কেচটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, মেয়েটির ঠিকানা জানেন?

—হ্যাঁ। আমি মডেল গার্লদের ঠিকানা রেজেস্ট্রি করে রাখি বলে কাপবোর্ড থেকে ইনডেক্স বার করে তা থেকে আমাকে দিলো।

বেনেট ফ্রান্সিস, লুসি, ২৫৬, গ্লেন অ্যাভিন্যু। টি. সি ৪৪৬৫, শো গার্ল, গোল্ডেন অ্যাপেল ক্লাব। বয়স ২৬, নীল চোখ, পাতলা ঠোঁট ইত্যাদি।

ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বললাম, তার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল বলে আপনার জানা আছে?

—না। স্যরি, মিঃ স্ল্যাডেন, মডেল গার্লদের ব্যক্তিগত জীবনে আমার কোন আগ্রহ নেই।

—কিন্তু আমার আছে। কোন কোন সময় তা কাজ দেয়। যেমন এই মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানতে পারলে আমার কাজে আসত। যাই হোক, আমি লিনোক্সকে হেনরী রটল্যান্ডের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম কাউকে চেনেন নাকি।

—না বলে এমনভাবে সে চোখ বুঁজল যেন আমার সঙ্গে কথা বলার আর কোন আগ্রহই নেই তার। ঘুম জড়ানো চোখে সে বলল, ওয়েল ব্রাদার। আমার এখন একটু ঘুমের দরকার। সকাল থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—ওয়েল, ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে আমি আসব। আমার কথাগুলো শূন্যে হাহাকার করে উঠল। হলের কাছে পৌঁছুতেই কানে এল নাক ডাকার শব্দ।

আট

অবশেষে সাতটায় গ্রেম এ্যাভিন্যু পৌঁছলাম। গাছের সারি। সুন্দব সব বাড়ি। ২৫নং অ্যাপার্টমেন্টটা বাদামী রঙের। কলিংবেল বাজাতে যাবো, দরজাটা খুলে গেল। সামনে একটি যুবতী। রঙ কালো হলেও একটা আলগা শ্রী ছিল। মেয়েটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিন্তু আমায় ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বেলটা টিপতে যেতেই দেখি সামনে আপনি। মেয়েটিকে আশ্বস্ত হতে দেখে বললাম, আমি মিস বেনেটের খোঁজে এসেছিলাম। মিস ফ্রান্সিস বেনেট।

মেয়েটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন আপনি জানেন না, গত আগষ্ট মাসে সে টামপা সিটি ছেড়ে গেছে।

—সেকি? আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলাম পরের বার এলে তাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবো।

মেয়েটি হেসে বলল, আপনার দুর্ভাগ্য, দেখা হল না। তার চিঠির আশায় থেকেও কোন চিঠি এল না।

—আপনি কি তার বন্ধু?

—হ্যাঁ। আমরা দু'জনে অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছি।

—আমার নাম স্ল্যাডেন। আজ রাতে ওর সাথে ডিনার সারব ভেবেছিলাম।

মেয়েটি বলল, আমার নাম আইরিন জেরাড। ফ্রান্সিসের মুখে কখনো আপনার নাম শুনিনি, আই অ্যাম সরি মিঃ স্ল্যাডেন—

আমি ছেলেমানুষের মতো বলেই ফেললাম, আজ রাতটা আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন মিস জেরাড?

—কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না, জানি না, আমি নিজেই এখন ডিনারের জন্যে বাইরে যাচ্ছিলাম। এখন কি করি বলুন তো?

—আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। সুযোগ পেলে সততার প্রমাণ দেব। তাছাড়া আপনি লোভ না দেখালে আমি খারাপ হতে যাবোই বা কেন?

—ঠিক আছে, আমি রাজী, আইরিন হাসল।

—ফাইন আমার গাড়ী আছে। বলুন কোন্ রেস্টুরেন্ট?

—লেভোনি রেস্টুরেন্ট। কম খরচে ভাল খাবার পাওয়া যায় সেখানে।

গাড়ীতে বসে আইরিন অনেক কথাই বলল। সে নাকি প্রথমে এক বিজ্ঞাপন এজেন্ট রেমন থমাসের কাছে কাজ করত। মাইনে অল্প পেত। এখন তার লজ্জা করছে আমার পয়সায় ডিনার খেতে।

মনে মনে ভাবলাম, ক্রাইম ফ্যাক্টসের সম্পাদক মিঃ এডুইনের খুব প্রিয় হবে মেয়েটি।

ডিনার পর কফি খেতে খেতে কারলার কথা তুললাম।

—ওয়েল মিস জেবাড, ফ্রান্সিস এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলে যায় নি?

—না। হঠাৎই সে চলে যায়। টেবিলের ওপর বাড়ির ভাড়ার টাকাটা সে রেখে গিয়েছিল।

—তার চলে যাওয়ার তারিখটা কত বলুন তো?

—৩রা আগস্ট। আই মিন, ২রা আগস্ট পর্যন্ত গোল্ডেন অ্যাপেল, ক্লাবে সে তার রোজকার প্রোগ্রাম সেরে বাড়ি আসে এবং পরের দিন মনে হয় ভোর হওয়ার আগেই সে টামপা সিটি ছেড়ে চলে যায়।

—২রা আগস্ট তার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন?

—না, আইরিন জবাব দিলো, তার অভিধানে দুঃখ বলে শব্দ বোধহয় ছিল না।

—সেদিন কি সে নির্দিষ্ট সময়েই বাড়ি ফিরেছিলেন? তখন আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল তাই, সময়টা আমার ঠিক মনে নেই। তবে সে কোন দিনই রাত দুটোর আগে ফিরত না। মনে হয় সেদিনও সে এরকম সময়েই বাড়ি ফিরেছিল।

—সঙ্গে অন্য কেউ ছিল।

—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি তখন আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। তবে আমার যেন সেই অবস্থায় মনে হয়েছিল, সে যেন কার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছিল ঘরে ঢোকার আগে। তবে আমি তাকে চোখে দেখিনি।

—এর আগে সে কখনো কাউকে অ্যাপার্টমেন্টে এনেছিল বলে আপনি খেয়াল করতে পারেন?

—হ্যাঁ, একবার। জুলাইয়ের শেষদিকে সে একজনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেদিন আমি নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে যাই। পরের দিন এ্যাস্ট্রেতে প্রচুর ইজিপসিয়ান সিগারেটের পোড়া অংশ দেখতে পাই।

—সে নিশ্চয়ই মহিলা ছিল?

—তাহলে নিশ্চয়ই পোড়া সিগারেটের ওপর লিপস্টিকের দাগ দেখা যেত।

হাসতে হাসতে বললাম, আপনি তো দেখছি একজন ঝানু গোয়েন্দা!

—সে প্রশ্ন তো আমারও মিঃ স্ল্যাডেন? আইরিন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি আমাকে কেন এত প্রশ্ন করছেন বলুন তো? ব্যাপার কি?

—আপনাকে সব কথাই খুলে বলছি। ফ্রান্সিসের খুব বিপদ। ওয়ালেট থেকে কারলার ফটোটা বার করে তাকে দেখিয়ে বললাম, দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?

ফটোয় দ্রুত চোখ বুলিয়ে আইরিস বলল, হ্যাঁ, এটা ফ্রান্সিসেরই ফটো। কিন্তু তার চুল তো কালো রঙের, এখানে দেখছি তার চুল স্বর্ণাভ। কেন সে চুলের রং বদলাতে গেল, ঠিক বুঝতে পারছি না, আচ্ছা এই ফটোটা কবেকার তোলা?

—মনে হয় এখান থেকে চলে যাওয়ার পরই। ওয়েলডেন তার পরিচয় সে দিয়েছিল মিস কারলা স্ট্রং নামে। ৯ই আগস্ট সে ফ্লোরিয়ান নাইট ক্লাবের সঙ্গে সোলো ড্যান্স দেখানোর জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। আর ১৭ই আগস্ট সে নিরুদ্দেশ হয়। পুলিশের অনুমান কেউ তাকে কিডন্যাপ করে থাকবে এতসব গোপন খবর আপনাকে জানানো আমার উচিত নয়, আপনাকে কথা দিতে হবে পুলিশ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে এসব কথা।

আইরিন ভয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, নিশ্চয়ই, আমি কাউকে বলব না।

—ওয়েলডেন পুলিশ আমাকে মেয়েটির হদিশ করার জন্যে ভার দিয়েছে। তাদের ধারণা টামপা পুলিশ এ ব্যাপারে আমাকে কোন সাহায্য করবে না। এই সব দেখে শুনে আমার মনে হয়, কোথাও একটা রহস্য আছে বোধ হয়। আর যেভাবেই হোক সেটা আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। তার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আশা করি সঠিক উত্তর দেবেন। আপনি বলেছেন, জুলাই মাসের শেষদিকে ফ্রান্সিসের অ্যাপার্টমেন্টে এক ভদ্রলোক, এসেছিলেন ডিনার খেতে। সেই লোকটার সঙ্গে ২রা আগষ্ট যে লোকটা ফ্রান্সিসের সঙ্গে এসেছিল, তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল কি?

—আমি কি করে বলব? আমি তো কাউকেই চোখে দেখিনি। আর ফ্রান্সিসও আমাকে তাদের কথা কিছু বলেনি।

—আপনি কি তার মুখে কোনদিন কোন পুরুষের নামই শোনেন নি? এই যেমন ধরুন হেনরি রটল্যাণ্ডের নাম। শুনেছিলেন কোনদিন?

—না, আইরিন মাথা নাড়ল।

—ঠিক আছে, তার গলায় কোনদিন দামী নেকলেস দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, প্রায়ই দেখতাম।

—তাতে একটা সোনার আপেল ঝুলে থাকতে দেখেছেন? মনে পড়ে কি?

—হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। আমার মনে আছে গোল্ডেন ক্লাবের প্রথম রজনীর শোয়েই সে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তার সুন্দর নাচের ভঙ্গিমা দেখিয়ে। তার জন্যে ক্লাবের মালিক ঐ দামী লকেটটা তাকে উপহার দেয়।

—লোকটার নাম যেন কি বললেন?

—হ্যামিলটন রয়েস। গোল্ডেন ক্লাবের সদস্য।

—হ্যামিলটন রয়েস, হেনরি রটল্যাণ্ড! আমি তখন ভাবছিলাম, নাম ভিন্ন হলেও একই চেহারার দুটি মানুষ কি এক হতে পারে না?

আইরিন বলছিল, হ্যামিলটনকে কোনদিন সামনাসামনি দেখিনি। তবে ফ্রান্সিস তার কথা না বললেও আমি বুঝতাম সে হ্যামিলটনকে পছন্দ করত, ভালবাসত।

—কেমন দেখতে ছিল হ্যামিলটনকে, ফ্রান্সিস বলেনি কখনো?

—না, তবে ওর হাবভাবে বুঝতাম হ্যামিলটন দেখতে হ্যাণ্ডসাম।

মনে মনে ঠিক করলাম, হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কারলা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আইরিনকেও এমন রহস্যময় পুরুষের কথা বলেনি, হয়তো তার কোন বিপদ বা বাধা আসবে ভেবে। দেখা যাচ্ছে, ২রা আগষ্ট টামপা সিটি ছেড়ে যায় কারলা এবং ৯ই আগষ্ট সে ওয়েলডেনের শ্যাড হোটেলে ওঠে। এখন কথা হচ্ছে মাঝের এই সাতদিন সে কোথায় ছিল? আমার মনে হয় কারলার এই সাতদিনের গতিবিধির খবর সংগ্রহ করতে পারলেই সব রহস্যের সমাধান মিলবে।

—আপনি আবার এসেছেন? লিনোক্স চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কফি না ড্রিঙ্কস?

—থ্যাঙ্কস। ড্রিঙ্কস হলেই চলবে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে হার্টলি জিজ্ঞেস করল, এবার কি মনে করে?

—কাল যে কথা বলতে পারিনি, আজ তা বলতে বাধ্য হচ্ছি। মিস ফ্রান্সিস বেনেট খুন হয়েছে।

—খুন! কিন্তু তাতে আমার কি করার আছে!

—তাহলে এবার বুঝছেন আমার কাজটা খুবই জরুরী। আপনি গোল্ডেন ক্লাবের সদস্য। আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে সেখানে যেতে হবে।

—আপনাকে নিয়ে? ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, হার্টলি গম্ভীর হয়ে বলল, একদিনের আলাপ আপনার সঙ্গে আপনার পিছনে আমি খামোকা এতগুলো টাকা খরচ করতে যাবো কেন? তাছাড়া টাকা আমি খরচ করি মেয়েদের পিছনে, যা সুদে আসলে আদায় করি। একবার

ভাবলাম হ্যামিলটন রয়েস লোকটা কেমন, কিরকম তাকে দেখতে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু হ্যামিলটনকেই আমি ফ্রান্সিসের খুনী বলে সন্দেহ করছি বুঝতে পারলে সে নিশ্চয়ই সারা টামপা সিটিতে গুজবটা ছড়িয়ে দেবে। আমি তাই বললাম, তাহলে এখন কি করা যায় বলুন তো?

—ঠিক আছে, আমি মিস সুজিকে বলে দেবো, সুজিও সেখানকার সদস্যা। সে আপনাকে নিয়ে যাবে। বাড়তি পয়সা কিছু খরচ করতে পারবেন তো? সুজিকে আমি চিনি। হারটলি হাসতে হাসতে বলল, ইয়ং টাইট ট্রাউজার পরা দেখলেই সে উত্তেজিত হয়। আপনার ট্রাউজারও তো দেখছি কম টাইট নয়। আপনাকে সুজির পছন্দ হবে। রাজী আছেন তো?

—না হয়ে উপায় কি? মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সুজির কাছে আমার পরিচয় হল, নিউইর্য়কের এক ধনী ব্যবসায়ী। টামপাতে বেড়াতে এসেছি।

গোল্ডেন অ্যাপেল ক্লাবের চারপাশে উঁচু দেওয়াল দেওয়া। সাদা ড্রীলের ইউনিফরম পরা প্রহরীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আগন্তুকদের ওপর। একজন প্রহরীর বাধা পেলাম প্রবেশ পথে।

—হ্যালো থ্যাঙ্ক! সুজি জবাব দিলো, এ আমার লোক।

—ও. কে. মিস। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলো, ডান দিক দিয়ে চলে যান।

—মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান, এ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা সীমিত, তুমি কি এখানকার সদস্য হতে চাও।

—আমি তো এখানে বেশী দিন থাকতে আসিনি, তাই এই মুহূর্তে ওকথা চিন্তা করতে পারছিনা।

—কেন আমার সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগছে না? সুজির চোখে কিসের যেন আমন্ত্রণ। খাটো পোষাকের আড়ালে তার উৎকট যৌবনের বিজ্ঞাপনের আমন্ত্রণ।

কার্পেটে মোড়া লাউঞ্জ। এক কোণে বসা রিসেপশান ক্লার্ক বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমাকে তার বন্ধু বলে পরিচয় দিল।

—গুড ইভিনিং জুয়ান, ইনি মিঃ স্ল্যাডেন, নিউইয়র্ক থেকে আসছেন। ওকে আমাদের ক্লাব দেখাতে এনেছি।

জুয়ান ধারালো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনেও কৃত্রিম হাসি হাসল।

লোকটি একটি রেজিস্টার এগিয়ে দিয়ে বলল, দয়া করে এখানে সই করবেন মিঃ স্ল্যাডেন।

পুরো নাম সই করলাম না। ছোট সই করলাম। ক্রাইম ফ্যাক্টস-এ লেখা পড়ে থাকলে সে আমায় চিনে ফেলতে পারে।

—দশ ডলার জমা দাও এখানে, সুজি বলল, এটা সাময়িক মেম্বারশিপ ফি।

এরপর সুজি হেসে হেসে সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো প্রত্যেকেই কেমন অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাল। মেয়েরা অবশ্য গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলো। সুজিও কায়দা করে তাদের সরিয়ে দিলো।

—হঠাৎ লাউঞ্জে এক সুন্দরী, লাস্যময়ী নারীকে প্রবেশ করতে দেখে সবাই নড়েচড়ে বসল। তার পরনে লো-কাট স্কার্ট। বুকের অনেকটা উন্মুক্ত।

—মেয়েদের দিকে তাকানো ছাড়া কি তুমি অন্য কিছু করতে জানো না? সুজি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

—কেন, আমি তো একা তাকাচ্ছি না। দেখছো না অন্যরাও কেমন তাকে গিলে খাচ্ছে। কে এই মেয়েটি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—করনেলিয়া ভন ব্রেকের নাম শোননি?

নিউইয়র্কের সবাই তাকে চেনে।

করনেলিয়া ভন ব্রেক। নামটা যেন কোথায় শুনেছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মিস নিকোল্যাস

ফ্রান্সে গিয়ে এই মেয়েটির সামনে একটা পার্টি দেয় আর তাতেই সে দেউলিয়া হয়ে যায়। জোয়ান নিকোলাস তার হোটেলে যেত বার বার। উদ্দেশ্য কি ছিল তা কেউ জানে না। কোটিপতি স্ত্রী সে। অথচ জোয়ানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কারণ কি থাকতে পারে এটা একটা রহস্য।

সুজি অধৈর্য্য হয়ে বলল, এত ভাবার কি আছে? জানো, মেয়েটি বিধবা। গত বছর তার স্বামী হঠাৎ মারা যায়।

—ব্যাড লাক ভদ্রলোকের।

—কি করে জানলে?

আইরিনকে সে কথা বলা যায় না। তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললাম, চলো, এবার ফেরা যাক। ভাল লাগছে না, চলো—

নয়

মিসেস করনেলিয়া ভন ব্রেকের চলাফেরাটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। ক্লাবের ধনী সদস্যদের সঙ্গেই তার বেশী আলাপ কিন্তু সেটাও কেমন যেন কৃত্রিম। আন্তরিকতার অভাব যেন থেকে যাচ্ছে। কাউকে সে তার নির্দিষ্ট সময়ের বেশী সঙ্গ দিচ্ছে না। সেই নির্দিষ্ট সময় পার হলেই কেমন নির্লজ্জের মতো অন্য পুরুষের কাছে চলে যাচ্ছে।

সুজির অনুরোধে আরো কিছুক্ষণ ঐ ক্লাবে আমায় থাকতে হয়েছিল ও আমাকে তার ড্যান্স-পার্টনার হতে হয়েছিল। মিসেস ব্রেকের কাছ থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়েছিল। তার স্বামী এক কোটি ডলার রেখে গেছেন। সেই সঙ্গে কিছু শেয়ার সার্টিফিকেট, বছরে হাজার ডলার ডিভিডেন্ট। এই গোল্ডেন ক্লাবেও তার স্বামী বেশ কিছু টাকা বিনিয়োগ করেছিল, ক্লাবের কর্তৃত্বও তার ওপর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ব্রেক তার স্বামীর অংশটা হ্যামিলটন রয়েসকে বিক্রি করে দেয়। রয়েস এখন এই নাইট ক্লাবের মালিক একাই এবং সে নিজেই চালাচ্ছে ক্লাবটা।

জানি না হ্যামিলটন এই ভদ্রমহিলাকে কত টাকা দিয়েছেন? কথাটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে সুজির দিকে তাকালাম।

—প্রচুর টাকা। টাকাটা সে খুব ভাল চেনে এবং টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারে।

—তুমি বলছ মেয়েটির স্বামী গত বছর মারা গেছে। তাই না?

—হ্যাঁ, তবে মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না, খুন হয়েছিল সে।

—খুন? সে কি? কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কি করে সেটা ঘটল?

সুজি আমার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে বলল, তোমার পেশা অনুযায়ী তোমার তো খবরটা জানা উচিত ছিল! প্রতিটা কাগজে প্রতিটা খবরে তার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। বিজনেসম্যানদের এ সব খবর আগে রাখা উচিত।

—ব্যবসার কাজে খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ার সময় পাই না। যাই হোক এখন তুমিই বল কি ভাবে সে খুন হয়েছিল আর তার খুনীই বা কে?

—এক বাবুর্চি। মিঃ ভন ব্রেক তাকে ঘৃণা করত, প্রায়ই মারধোর করে আধমরা করে ছাড়ত।

—শুনে মনে হচ্ছে লোকটা সামন্ততান্ত্রিক ধরনের ছিল। যাই হোক তারপর সেই বাবুর্চির কি হল? ধরা পড়েছিল?

সুজির প্রসঙ্গটা ভাল লাগছিল না। সে বলল, অত সব জানিনা। তবে এটুকু জানি পুলিশ তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে আর এখনও সে পলাতক। এটুকু বলে সুজি উঠে দাঁড়াল। বলল, অনেক রাত হল। কাল সকালে আবার নিলোম্ম হারটলির মডেল হয়ে বসতে হবে।

—এতক্ষণ রইলাম, কই হ্যামিলটনের রয়েসের একবারও দেখা পেলাম না।

—উনি সচরাচর ওঁর অফিস থেকে বার হন না। সুজি লেডিজ রিটায়ারিং রুমের সামনে এসে বলল, এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আসছি।

সুজি দৃষ্টির আড়াল হতেই লবির শেষ প্রান্তে চলে এলাম। হ্যামিলটনের উদ্দেশ্যেই এখানে

আসা অথচ তার দেখা পেলাম না। মন্দ ভাগ্য আমার। সামনে একটা ওক কাঠের দরজা দেখলাম। আমি ভাবলাম দরজাটা বুঝি পুরুষদের রিটায়ারিং রুমে প্রবেশ দ্বার। এই সুযোগে, দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঠেলা দিলাম, দরজা খুলে গেল। দেখলাম, প্রচুর অর্থের সঙ্গতি না থাকলে অমন বিলাসবহুল ঘর কেউ সাজাতে পারে না। পরমুহূর্তেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দুটি নারী পুরুষের নীরবে মিনি যুদ্ধের মহড়া দেওয়ার দৃশ্যের ওপর।

বলাবাহুল্য ভদ্রমহিলা মিসেস করনেলিয়া ব্রেক। আর লোকটির চেহারা লম্বা, রোগাটে, সুদর্শন সুপুরুষ। ভদ্রমহিলার গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে বলেই মনে হয়, কারণ প্রতিবারই লোকটি পরাস্ত হবার পর বারবার নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে করনেলিয়ার ওপর।

হঠাৎ লোকটির আমার ওপর নজর পড়তেই করনেলিয়াকে ছেড়ে দিয়ে রাগে, উত্তেজনায় আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো। পজিশান নেওয়ার আগেই আমি তার মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালালাম। ছিটকে পড়ল ডেস্কের ওপর।

ওদিকে করনেলিয়া তার লো-কাট-স্কার্টে নিজের লজ্জাস্থান ঢাকতে ব্যস্ত। ভদ্রমহিলা রেগে লাল হয়ে আমাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে চলে গেল।

এবার আমি তার দিকে তাকালাম, যা দেখতে আমার এখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসা। মেঝের ওপর সোনার সিগারেট কেসটা পড়েছিল। ইজিপসিয়ন আবদুল্লা মার্কা সিগারেট। বার্নির বর্ণনা মতো তার চেহারার সঙ্গে হ্যামিলটনের চেহারার একটা অদ্ভুত মিল আছে। ছ-ফুট লম্বা, পুরু ভ্রূ, এক হাতে সোনার ব্রেসলেট, অন্য হাতে সোনার স্ট্র্যাপে লাগানো' ঘড়ি। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, তো এই মুহূর্তে আমি বলে দিতে পারি এই লোকটিই হেনরি রটল্যাণ্ড।

তাহলে হ্যামিলটন রয়েস এবং হেনরি রটল্যাণ্ড একই ব্যক্তি। ততক্ষণে হ্যামিলটন উঠে দাঁড়িয়েছে ডেস্কের সামনে। দরজার দিকে পালাতে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দরজার ওপরে জুয়ান ডান হাতে পয়েন্ট থারটি এইট রিভলবার আমার দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে।

আমরা দুজনে দুজনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম। জুয়ান ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। রয়েস মরা মাছের চোখ নিয়ে জুয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, খোঁজ নিয়ে দেখ লোকটা কে? জুয়ান ইশারায় আমার ওয়ালেটটা দেখতে চাইল।

ওয়ালেটটা তাকে দিতে জুয়ান মাথা নীচু করে সেটা দেখতে থাকে, রিভলবারের নলটাও নীচের দিকে ঘোরানো। এই সুযোগ। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সজোরে তার চোয়ালে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি কষালাম। তার ভারী শরীরটা ভল্ট খেয়ে কার্পেটের ওপর পড়ল, আমি তার হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিলাম।

রিভলবারের নলটা রয়েসের দিয়ে ঘুরিয়ে হেসে বললাম, মনে হয় একটা উত্তেজনাপূর্ণ সন্ধ্যায় আমরা মুখোমুখি হয়েছি, তাই না?

রয়েস রক্ত-চোখ করে আমার দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ, আমার নিরাপত্তার জন্যে রিভলবারটা নিয়ে যাচ্ছি। গেটের মুখে শেষ প্রহরীর হাতে এটা দিয়ে যাবো। ওয়ালেট কুড়িয়ে নিলাম।

রয়েস হতবাক স্তব্ধ।

লবিতে সুজি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। অধৈর্য হয়ে সে বলল, আমি তো একাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

—হ্যাঁ, তাই যাও। এখন আমার তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। ব্যস্ত আছি। কিছু মনে কর না।

নিজের কাছে নিজেকেই বড় বেমানান, পাগলের মতো লাগছিল। কিন্তু এখন আমি মরীয়া। রয়েসের এজেন্ট সেখানে পৌঁছবার আগেই আমাকে ক্লাবের প্রধান দরজা দিয়ে পালাতে হবে।

লবির প্রহরী জিজ্ঞেস করল, আপনার গাড়ী স্যার।

—ঠিক আছে, আমি নিজেই খুঁজে নেবো।

বুইক স্টার্ট নিতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। আমার এক হাতে স্টিয়ারিং অন্য হাতে পয়েন্ট থারটি এইট। আমার গাড়ীর তীব্র আলো প্রধান গেটের দরজায় ধাক্কা খেলেও গেট খুলল না। আমার গাড়ীর গতি কমাতে কমাতে এক সময় থেমে গেলাম।

দু'জন প্রহরী বন্দুক হাতে গাড়ীর দুদিকে দাঁড়িয়ে গেল। দেখলাম অদূরে দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ চেহারার একটি লোক, তার পরনের শার্টে পুলিশের ব্যাজ লাগানো। বুঝলাম ইনিই সারজেন্ট কার্ল লেসিটার। টামপ সিটির জাদরেল পুলিশ অফিসার।

—ওঁকে বাইরে আসতে দাও। সার্জেন্ট হুকুম দিয়ে পজিশন নিল, হাতে পুলিশ অটোমেটিক। সার্জেন্ট খিঁচিয়ে উঠল, আমি সার্জেন্ট লেসিটার। আপনি কে?

—স্ন্যাডেন! নাম বলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম—আপনাদের মতলবটা কি বলুন তো?

—আগে আপনার ওয়ালেটটা দেখান?

—অফকোর্স! আমি ওয়ালেট, বিজনেস কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সবই তুলে দিলাম তার হাতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেগুলো উল্টে পাল্টে দেখে বিমর্ষ হয়ে বলল, নিন, এগুলো রাখুন।

—সন্তুষ্ট তো?

—আড়াল থেকে উঁকি মারতে শিখলেন কবে থেকে?

—আপনি ভুল করছেন, আমি লেখক। ক্রাইম ফ্যাক্টস ম্যাগাজিন পড়েননি। আমরা আপনাদের পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে সবসময় সহযোগিতা করে চলি।

—সহযোগিতা, ইশারায় একটা প্রহরীকে ফিসফিস করে কি যেন বলল তারপর প্রহরীটা হাতে একটা লোহার রড নিয়ে এলো।

—লোহার রড দিয়ে কি করবেন?

—আপনাদের মত লোকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই এটা দিয়ে।

—তার মানে কি বলতে চান আপনি?

হঠাৎ সার্জেন্ট লেসিটারের হাতের লোহার রডটা আমার পিঠে আছড়ে পড়ল। কোনরকমে যন্ত্রণা চেপে বললাম, এসব কি হচ্ছে?

লেসিটার আমার হাতের রিভলবারটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কোথা থেকে পেলেন?

চুপ করে থাকলাম।

—কই আমার প্রশ্নের জবাব দিন। এ ব্যাপারে যা জানেন বলুন, অকপটে সব স্বীকার করুন। কি উত্তর দেবো। হ্যামিলটনের সঙ্গে একটু আগে সংঘর্ষের কথা বললে আর এক নতুন বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। তাই কথা এড়িয়ে বললাম, বিশ্বাস করুন আপনাকে খুন করার জন্যে আমি রিভলবার হাতে নিইনি।

—ন্যাকামি না করে এই মুহূর্তে আমার দিকে রিভলবারটা ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপুন। কই টিপুন। মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। এ শহরে কি করতে এসেছেন?

—গল্পের খোরাক জোগাড় করতে। লেখক বলে কি আমার স্বাধীনভাবে ঘোরার অধিকার নেই?

—এখানে ফের যদি গল্পের খোরাক জোগাড় করার নামে উঁকি মারতে দেখি, জ্যান্ত ফিরতে দেবো না। বুঝলেন?

তখন কথা না বাড়িয়ে গাড়ী চালিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন সকাল দশটায় ব্রেকফাস্ট সারার পর আমার প্রথম কাজ হল, মিসেস করনেলিয়া ভন ব্রেকের ফোন নম্বর ও ঠিকানা সংগ্রহ করা। টেলিফোন গাইড দেখে ঠিকানাটা বের করলাম—ভানস্টোন, ওয়েস্ট সামিট। তারপর বুইকটা নিয়ে করনেলিয়া ভন ব্রেকের বাড়ীর সামনে এসে, গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বিরাট বাড়ী, সাজানো বাগান। বাগানে মালিদের দেখলাম। আজ মিসেস ব্রেকের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে এলাম।

ক্যাপ্টেন ব্র্যাডলির সঙ্গে ফোনে কথা বললাম, কি খবর মিঃ ব্র্যাডলি।

—আরে, আপনাকেই তো খুঁজছিলাম মিঃ স্ন্যাডেন।

—ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যা সাতটার পর আপনার কাছে যাচ্ছি। অনেক কথা আছে।

বার্নিকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। লাঞ্চ থেকে ফিরে দেখি জিনিষপত্রগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, স্যুটকেসটা মেঝেতে নামানো হয়েছে আলমারীর পাল্লা খোলা। আমার অনুমান এ-কাজ লেসিটারের।

হোটেল বয়কে ফোনে ডেকে হাতে পাঁচ ডলারের একটা বিল ধরিয়ে দিতে সে বলল যে, একাজ সার্জেন্ট লেসিটারের। লেসিটার শুধু হাতেই ফিরে গেছে। মিস্ কারলা স্ট্রংয়ের কেস ফাইল কিংবা তার কেস সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রই আমি আমার সঙ্গে রাখিনি। তবে আমার ওপর সন্দেহের দৃষ্টি সে ফেলে যাবে যতক্ষণ না তার কৌতূহল মিটছে।

তারপর বার্নিকে একটা সুদীর্ঘ চিঠি লিখলাম, খানিক আগের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে। ফেরার এখনও দেরী আছে। চিঠিটা হোটেলের মেলবক্সে ফেলার ঝুঁকি না নিয়ে স্ট্রীট মেলবক্সে ফেলতে হবে বলে ঠিক করলাম। লবিতে এক কোণে এক পুলিশ কর্মচারীকে বসে থাকতে দেখে সতর্ক হলাম। হোটেল বয় ইশারায় বোঝাল সার্জেন্ট লেসিটারের আর এক অনুচর রাস্তায় আড়ি পেতেছে আমার জন্যে।

ঘরে ফিরে এসে সুজিকে ফোন করতে গিয়ে অপর প্রান্ত থেকে একটা ক্লিক শব্দ পেলাম। অর্থাৎ আমার ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে। মনে হয় ব্যাডলিকে ফোন করার সময়ও ট্যাপ করা হয়েছে। অতএব তার বাড়ী গোপনে যেতে হবে।

সুজির হেড সারজেন্ট জানাল সুজি নেই। ব্রাডলির বাড়ি গোপনে যাওয়াটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আড়চোখে দেখলাম লেসিটারের লোকেরা আমার পিছু নিয়েছে, দূরত্বের ব্যবধান রেখে। শহর ছাড়িয়ে একটা বারে ঢুকলাম। বারম্যানকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম আমার স্ত্রীর ইচ্ছে আমি ড্রিঙ্কস না করি, অথচ পেটে স্কচ না চালালে হজম হচ্ছে না। এখানে লুকোবার কোন ঘর আছে? স্টোর রুম জাতীয়?

—অফকোর্স! বারম্যান হাসতে হাসতে বলল, বারের পিছন দিকে ডান দিকে একটা ছোট স্টোররুম আছে। সেখানেও স্ত্রী পিছু ধাওয়া করলে পিছনে একটা দরজা আছে, খুললেই রাস্তা পাবেন। আশা করি এতেই হবে।

—ধন্যবাদ!

স্টোররুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিতে হল। আমি বুঝলাম লেসিটারের লোকদুটো হন্তদন্ত হয়ে স্টোররুমের পাশ দিয়ে চলে গেল। দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখতে গিয়ে তাদের ইউনিফরম দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

আমি পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিকে ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে থামতে দেখে বললাম স্টেশন।

শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে স্টেশন। স্টেশন থেকে লিঙ্কন এ্যাভিনু মিনিট পাঁচেকের পথ। হেঁটে যাওয়াই নিরাপদ মনে হল। লেসিটারের লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে ব্র্যাডলির বাড়ী পৌঁছতে হবে।

দশ

—কি ব্যাপার আপনাকে যেন একটু শঙ্কিত লাগছে? এনিথিং রঙ?

—লেসিটারের লোকেরা আমার পিছু নিয়েছিল।

—কি রকম? ব্র্যাডলি হুইস্কির গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আগে বিশ্রাম নিন, তারপর সব শুনব।

অতঃপর হুইস্কি খেতে খেতে তাকে গতকাল গোল্ডেন অ্যাপেল ক্লাবের ঘটনা থেকে শুরু করে আজ সকালে বারে লেসিটারের লোকেদের আমার পিছু নেওয়া পর্যন্ত কোন ঘটনার কথাই বাদ পড়ল না।

—আচ্ছা, ক্যাপটেন, এবার বলুন করনেলিয়া ভন ব্রেকের স্বামী কি সত্যিই খুন হয়েছিলেন?

—তার স্বামী খুন হয়েছিল কে বলল?

—একটি মেয়ে।

—সে যাই হোক, আপনার কেসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি আপনাকে বলব, আপনি কি সেই কেসের পূর্ণ বিবরণ চান নাকি সংক্ষেপে।

—পুরো বিবরণ চাই।

—ঘটনাটা এইরকম গত ৬ই আগষ্ট ভন ব্রেক ঘোড়ায় চড়ে কাকভোরে বেড়াতে যায়। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটা একা ফিরে আসে। পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে তার মৃতদেহ আবিষ্কার করে একটা পাহাড়ের ওপর গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। প্রেস তার মৃত্যু ফলাও করে ছাপাল। রাজনীতিবিদরাও তার মৃত্যুকে ইস্যু করে নিলো। ব্রেকের স্ত্রী তখন প্যারিসে। ভন ব্রেকের ব্যবসা ছিল ওখানে। তার স্ত্রীর সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোম্পানীর বোর্ড মিটিং তার যাওয়া বাতিল করে দেয়। ভন ব্রেকের সেক্রেটারী ভিনসেন্ট ল্যাটিমার তার স্ত্রীকে টেলিগ্রামের খবরটা জানিয়ে দেয়।

—সেই সেক্রেটারীকে এখন কোথায় পেতে পারি?

—ব্রেকের কোম্পানী ছেড়ে ও এখন হামার ভিলে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে ঢুকেছে।

—তা আপনি তখন ব্রেকের খুনের কোন ক্লু পেয়েছিলেন?

—ভন ব্রেককে শট গান দিয়ে খুন করা হয়। মনে হয় ভন ব্রেক খুনীকে চিনে ফেলবে, তাই সে দূর থেকে গুলি করে থাকবে। এ হলো আমার ধারণা।

—আবার সেই মেয়েটির ধারণা ভন ব্রেকের খুনী তারই বাবুর্চি।

—হ্যাঁ, সবারই সেটাই ধারণা, তবে আমি বিশ্বাস করি না।

—আপনি কি তাহলে তার স্ত্রীকে সন্দেহ করেন?

—নিশ্চয়ই! আমি কাউকে সন্দেহ করি তার মোটিভ দেখে। এক্ষেত্রে তার স্ত্রীর মোটিভ অত্যন্ত জোরাল। স্বামীর থেকে বাইশ বছর বয়স কম তার। বিয়ের আগে সে ছিল মডেল গার্ল, বহুভোগ্যা নারী। টাকার লোভে ব্রেককে সে বিয়ে করে। স্বামীর সঙ্গে তার কোথাও মিল ছিল না। শেষে অধৈর্য হয়ে তার স্বামীকে সে হত্যা করে থাকবে। সে তার স্বামীর টাকা নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চেয়েছিল এবং এখন সে তা করছে, তা তুমি দেখেছো।

—কিন্তু তার স্বামীর মৃত্যুর সময় তো সে প্যারিসে ছিল।

—হ্যাঁ। আমি তো বলছি না সে নিজের হাতে খুন করেছে তার স্বামীকে। এই পরিকল্পনাটা অন্যের সাহায্যে সফল করেছিল।

—তবে কি তার জীবনে অন্য কোন পুরুষ ছিল?

—রয়েসের মতো পুরুষ তার জীবনে অনেক এসেছে। রয়েসের ইচ্ছে ছিল ভন ব্রেকের অংশটা (অ্যাপেল ক্লাবের) সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে আনার। ওদিকে মিসেস ভন ব্রেকও স্বামীকে সরানোর তাগিদটা ভীষণ ভাবে অনুভব করছিল। সে সব কারণেই তারা পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে কাজটা হাসিল করে। এরপর মিসেস ভন ব্রেক রয়েসকে গোল্ডেন অ্যাপেল ক্লাবটা জলের দামে বিক্রী করে দেয়।

—একসকিউস মি মিঃ ব্র্যাডলি, মিঃ রয়েসেরও কি এলিবি ছিল?

—লোকটা দারুণ ধুরন্ধর। নিউইয়র্কের পাকা জুয়ারী থাকার সময় তিনজন সম্মানিত ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। তারা সাক্ষ্যে বলেছিল রয়েস নাকি তাদের সঙ্গে ছিল। আমি কিন্তু বলছি না সে নিজে ভনকে খুন করছিল। হয়তো তার দলের লোক জুয়ান কিংবা অন্যকেও খুন করে থাকবে।

আপনি কি অন্য কোন উপায়েও এই খুনের কিনারা করতে পারেননি?

—চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই কমিশনার ডুনান আমাকে বাধা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার হাত থেকে কেসটা সরিয়ে দেয় সে। মিসেস ভন ব্রেকের সাথে ডুনানের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—সম্ভাব্য খুনী বাবুর্চির ব্যাপারে খবরের কাগজগুলোর কি মতামত ছিল?

—তাদের আবার মতামত কিসের? মিসেস ভন ব্রেকের জবানবন্দীই ছাপিয়ে দিয়েছিল তারা। এইরকম ঃ খুন হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে ভন ব্রেক জঙ্গল থেকে টেড ডিলন নামে এই বাবুর্চিকে ধরে আনে। কঠিন প্রকৃতির এই লোকটির চুরির অভ্যাস ছিল। অতএব খুনের ঘটনায় তাকে সন্দেহের তালিকায় ফেলা যায়। পুলিশ তাকে খোঁজার কোনরকম ত্রুটি করেনি। কাগজওয়ালারা ডিলনের হদিশ করতে না পারাটা পুলিশের ব্যর্থতা বলে ছাপাল। ঘটনাস্থলে ডিলনের উপস্থিতির প্রমাণ ছিল। ভন ব্রেক খুন হওয়ার সময় মাথায় হেলমেট, চোখে গগলস্ পরা একজনকে তারা ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। শেষ পর্যন্ত আমরা তার মোটর সাইকেলটা পাই, কিন্তু ডিলনের হদিশ পাইনি।

—আচ্ছা মোটর সাইকেল আরোহীর কি বন্দুক ছিল?

—পরে সেটা জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়। কয়েক দিন আগে সেটা স্থানীয় ব্যাঙ্কার ফোরম্যানের হেফাজত থেকে চুরি হয়।—জানেন মিঃ স্ল্যাডেন, হ্যামিলটন রয়েসও সেই পার্টিতে ছিল। লাঞ্চের ফাঁকে কাকে যেন ফোন করার ছুতোয় হোটেল থেকে বেরিয়ে বোরম্যানের বন্দুকটা চুরি করে সে নিজের গাড়ীর লাগেজ কেরিয়ারে লুকিয়ে রাখতে পারে। এবার আপনি ভেবে দেখুন এর থেকে কি অনুমান করা যায়?

—আপনি এরপর কি করলেন?

—এরপর আমি মিসেস ভন ব্রেকের এলিবি খুঁটিয়ে দেখার জন্যে তার পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখি। সে ফ্রান্সে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদিকে মিসেস ভন আমার কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে ডুনানকে রিপোর্ট করে। তাই কেসটা ফয়সালা করার আগেই আমাকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয় এবং কেসটা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়।

—তাহলে আপনার ধারণা মিসেস ভন ব্রেক রয়েসকে দিয়ে তার স্বামীকে খুন করিয়েছিল?

—হ্যাঁ, এই আমার সিদ্ধান্ত এবং আজও তাই বিশ্বাস করি।

—কিন্তু এর কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে কি?

—না, তবে রয়েসের ক্ষেত্রে তার মোটিভটা বেশ জোরালো তা তো আপনি চেনেনই।

—তা না হয় হলো, কিন্তু ডিলনের কোন হদিশ পেয়েছিলেন?

—আমরা ধারণা, সে এখন সমুদ্রের নীচে সিমেন্ট দিয়ে ঢাকা।

—ওয়েল, থ্যাঙ্কস, আমার অনুমান আপনি ঠিকই ধরেছেন। এখন দেখতে হবে এই কেসের সঙ্গে আমার কেসের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। হয়ত, মিঃ ভন ব্রেক তার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মিস কারলা স্ট্রংকে নিয়ে স্ফূর্তি করছিল। মৃত্যুর আগের রাতে। মিস স্ট্রং খুনীকে চিনে ফেলেছিল এবং সে কারণে ওয়েলডেনে তাকে অন্য নাম নিতে হয়। আমার অনুমান খুনী রয়েস তাকে ওয়েলডেনে দেখতে পেয়ে খুন করেছিল।

—কিন্তু ভন ব্রেক সেরকম লোকই ছিল না। তার চেয়ে এ কেসের গভীরে যেতে গেলে আপনি গা ঢাকা দিয়ে ম্যাডক্স স্ট্রীটের বার মালিক বেনের কাছে চলে যান। সে আপনাকে সঠিক খবর দিতে পারে।

—না আমি তা মনে করি না। বলে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

শহরের মাঝপথে একটা টেলিফোন বুথ দেখে গাড়ী থামালাম।

মিসেস ভন ব্রেকের ফোন নম্বরটা ডায়াল করার মিনিট দুয়েক পরে একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—মিসেস ভন ব্রেকের বাড়ী থেকে বলছি। ভাঙা ইংরাজীতে বলল সে।

—আমি মিঃ স্ল্যাডেন কথা বলছি। লাইনটা মিসেস ভন ব্রেককে দিতে বলার দীর্ঘ বিরতির পর মিসেস ব্রেকের গলা ভেসে এল।

—আমার নাম স্ল্যাডেন। আমি লেখক। কিছু খবরের জন্যে আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই। প্যারিসে যে মেয়েটির সঙ্গে আপনার আলাপ হয়, তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

নিস্তেজ গলায় মিসেস ভন বলল, একটি মেয়ের খবর? বাড়িতে কেন আবার? ঠিক আছে আসতে পারেন। তবে সময় বেশী দিতে পারব না।

—কেবল দশ মিনিট। আমি এখুনি যাচ্ছি। বলেই পাছে সে মত বদলায় তাই তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডেকে তার বাড়ি পৌঁছালাম। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির প্রবেশ পথে ঢুকতে যেতে দেখলাম এক দীর্ঘদেহী, হলিউডের বাটলারের মতো চেহারার লোক অপেক্ষা করছে।

—আমার সঙ্গে আসুন—

বিরাট হলঘর। ওয়েল ফার্নিসড। মেঝেতে কমলা রঙের কার্পেট। আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল লোকটা।

মিসেস ব্রেক আসতে দেরী করছিল। তার ঘরে টাঙানো একটা ওয়েল পেন্টিংয়ে আমার চোখ পড়ল। ছবিটায় মিসেস ভন ব্রেক সামার ফ্রক পড়ে একটা উঁচু স্তম্ভের ওপর বসে অদূরে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। জীবন্ত এই ছবিটার শিল্পীর নাম পড়ে চমকে উঠলাম : লিনোক্স হারটলি।

একসময় চোখ ফেরাতে দেখি মিসেস ব্রেক আমার স্পর্শের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

—মিঃ স্ল্যাডেন?

তার পবনে সান্ধ্য পোষাক, গলায় দামী হীরের নেকলেস। সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না।

—হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক। তার হাবভাব দেখে মনে হল গোল্ডেন অ্যাপেলের ঘটনা তার খেয়াল নেই। যাই হোক সেসব কথা না তুলে বললাম, আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

—তা আমার কাছ থেকে আপনি কি খবব জানতে চান মিঃ স্ল্যাডেন?

—আমি একজন ক্রাইম গল্পের লেখক। জোয়ান নিকোলাসের অতীত সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। শুনেছি গত বছর প্যারিসে তাব সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল তাই না?

তার মুখ হঠাৎ ভাবলেশহীন, নিস্তেজ হয়ে গেল।

—আমি কত মেয়ের সঙ্গে মিশেছি। জোয়ান নিকোলাসের নাম তো কই মনে পড়ছে না। আপনি হয়তো ভুল করছেন।

—শো গার্ল জোয়ান নিকোলাস তখন প্যারিসে কাজ করছিল। জোয়ান এবং আপনি পরস্পব পরস্পরকে হোটেলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, জানান নি?

—হতে পারে—বলে মিসেস ভনব্রেক পায়চারি করতে লাগল। বলল, তবে আমার খেয়াল নেই। কিন্তু আপনি এসব জানলেন কি করে?

—মিস নিকোলাসের বন্ধুদের কাছ থেকে। যাই হোক আপনি যখন মনে করতে পারছেন না, আমি না হয় প্যাবিসের হোটেল গুলোতে খবর নিলেই জানতে পারবো। দেখলাম ব্র্যান্ডির গ্লাস থেকে এক ঝলক ব্র্যাণ্ডি চলকে পড়ল তার ফ্রকের ওপর।

—তা আপনি যদি একটু স্মরণ করতে পারতেন, তাহলে প্যারিসে যাওয়ার সময় এবং খরচ দুটোই আমার বাঁচতে পারে।

—ব্যাপারটাকে আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

—মেয়েটির অতীত জীবন আমি আমাদের ম্যাগাজিনে প্রকাশ করতে চাই। তার বন্ধুরা বলেছে, নিকোলাস আপনাকে চিনতো আর সে বেশ কয়েকবার আপনার সঙ্গে ডিনার খেয়েছে। এখন প্যারিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে কোন কোন ধনীদের সঙ্গে সে ভাব জমিয়েছিল।

—না, না, আপনাকে প্যারিসে যেতে হবে না। একটু ভাবনার ভান করে সে বলল, হ্যাঁ, একটা অস্পষ্ট মুখ। আমার মনে পড়েছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বলুন কি জানতে চান?

—ও. কে, আপনি ওখানে কোন হোটেলে উঠেছিলেন মিসেস ভন ব্রেক?

অসন্তুষ্ট গলায় সে জবাব দিলো জর্জ ফিফথ হোটেলে।

—এবার বলুন মেয়েটির সঙ্গে আপনার কিভাবে আলাপ হলো?

একটু ভেবে সে বলল, সম্ভবতঃ একটি দোকানে আমাদের প্রথম আলাপ হয়। হ্যাঁ, মনে

পড়েছে, মেয়েটি ফরাসী জানত না, দোকানীর সঙ্গে তার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। তখন আমি তাকে ভাবা সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যাই।

—আপনি তাকে পছন্দ করতেন?

—হ্যাঁ, তাকে আমার পছন্দ হওয়ায় আমিই তাকে প্রথম আমার হোটেলে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাই। মেয়েটির মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল তাই, আজও তাকে মনে আছে।

—ধন্যবাদ! আমার যা জানার তা জানা হয়ে গেল বলে আমার মনে হয়।

—এবার বলুন এই মেয়েটির সম্পর্কে আপনি এত আগ্রহী কেন? সে কি কোন বিপদে পড়েছে?

—সে মৃত। গত ২০শে আগষ্ট সে খুন হয়। প্যারিস থেকে ফেরার কয়েকদিন পরেই। পুলিশের খবর, মেয়েটি নাকি ব্ল্যাকমেলার ছিল। একটু বলে আমি তার প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে একটু অপেক্ষা করলাম।

—তাই নাকি? তাহলে দেখছি আগন্তুকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঝামেলা অনেক।

—তা ঠিক। এবার আমি সেই ছবির সামনে গিয়ে বললাম, কি সুন্দর ছবি আপনার। লিনোক্স হারটলি এত জীবন্ত ছবি আঁকে আমার ধারণাই ছিল না।

মিসেস ভন ব্রেক উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনি তাকে চেনেন নাকি মিঃ স্ল্যাডেন?

—ঠিক চিনি বলতে ভুল বলা হবে। তবে আমি লেখক, লেখার সূত্রে এ-রকম কত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

—ওয়েল, গুড নাইট মিঃ স্ল্যাডেন। বলে সে কলিংবেল টিপতে যায়।

অর্থাৎ সে আমাকে চলে যেতে বলছে। কিন্তু তখনও আমার আরো কয়েকটা কথা জানতে বাকী ছিল।

—দেখুন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, জোয়ান নিকোলাসের একটা ফটো আমার কাছে আছে। পকেট থেকে বের করে তাকে দিলাম।

আমি ইচ্ছে করেই মিস কারলা স্ট্রংয়ের ফটোটা তার হাতে দিলাম, তার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। আমার দিকে পিছন ফিরে থাকায় তার মুখের পবিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলাম না, তবে ফটোটা তার হাত থেকে পড়ে গেল, আমি কুড়িয়ে নিলাম।

—না, আমি একে চিনি না। এই সব শো গার্লদের মুখ চেনা মুশকিল। ওয়েল মিঃ স্ল্যাডেন, গুড নাইট। আর কোন কথা না বাড়িয়ে সে চলে গেল।

বেশ ভালই বুঝলাম কারলাকে সে চেনে। কোন কাবণেই হোক কারলার সঙ্গে তার কোন সংঘর্ষ হয়ে থাকবে।

বাটলার এসে আমার চিন্তায় বাধা দিলো।

বীচ হোটেলে ফেরার পথে ট্যাক্সিতে ভাবছিলাম আজকের সন্ধ্যার ঘটনার কথা। আমার অনুমান হ্যামিলটন রয়েস এবং মিস কারলার মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে। তারা দুজনে টামপা সিটি ছেড়ে ওয়েলডেনে গিয়ে ওঠে গত আগষ্ট মাসে। সেখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তি হান্‌ক ফ্রেমিংকে নিয়োগ করা হয়ে থাকবে কারলাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে নির্জনে কোথাও হত্যা করার জন্যে। এবং কারলা খুন হওয়ার দিনই রয়েস টামপাতে ফিরে এসে থাকবে। এখন কথা হচ্ছে ফ্রেমিংকে কে নিয়োগ করেছিল? কে সে? তাব নামটা না জানা পর্যন্ত এক পাও এগোনো যাবে না।

এই মুহূর্তে হঠাৎ মিসেস ভন ব্রেকের কথা মনে এলো। তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে দিয়ে সে তার স্বামীকে খুন করালেও তাকে ব্ল্যাকমেল করার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্যারিসে কেনই বা সে নিকোলাসের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আর কেনই বা সে জোয়ানকে চেনেনা বলে অস্বীকার করল? কেনই বা কারলার ফটোকে দেখে চমকে উঠল। ওদিকে জোয়ান নিকোলাস স্বভাবজাত ব্ল্যাকমেলার। মনে হয় সে মিসেস ব্রেকের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে তাকে সরে যেতে হল। আর এই সব কারণে মিসেস ভন ব্রেককে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমার মনে হল।

আমার অনুমান, কারলার নিরুদ্দেশের সঙ্গে মিসেস ভন ব্রেকের অবশ্যই সম্পর্ক আছে। এদিকে আমার হাতে সময়ও কম। টামপা পুলিশ মনে হয় না আমাকে বেশীদিন এখানে থাকতে দেবে বলে।

হোটেলে ফিরে এসে হোটেল বয়ের কাছে জানতে চাইলাম, পুলিশের কোন লোক আমার ঘরে বসে আছে, নাকি চলে গেছে?

—চলে গেছে। তবে আপনাকে কালই হোটেল ছাড়তে হবে। আমাদের হোটেলের একটা সুনাম আছে। সবসময় পুলিশ হোটেলের ওপর নজর রাখবে আপনার জন্যে সেটা ভাল দেখায় না। অতএব আপনাকে—এই হোটেল ছেড়ে কোথায় যাবো? তখনই মনে পড়ল সাম বেনের কথা। ব্র্যাডলি বলেছিল, দরকার পড়লে এই ভদ্রলোকের হোটেলে চলে যেতে পারেন। সে নাকি আমাকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। কাল সকালেই তার কাছে চলে যাবো।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

—স্ল্যাডেন বলছি। কোন নম্বরটা পেলাম।

—আমি লিনোক্স বলছি। সুজির থেকে আপনার ফোন নম্বরটা পেলাম। মিঃ স্ল্যাডেন, আপনি এখুনি আমার বাড়িতে চলে আসুন। আপনার কেসের ব্যাপারে একটা চমকপ্রদ খবর দিতে চাই।

—আপনি বোধ হয় জানেন না পুলিশ আমার ফোন ট্যাপ করছে। তাই বলছি, আপনি আমার নাম নেবেন না। ঠিক আছে, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

—ও. কে, তাড়াতাড়ি আসুন।

গ্যারেজ থেকে বুইকটা নিয়ে নির্জন অন্ধকারে এগিয়ে গেলাম।

ক্যানন এ্যাভিন্যুয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে হার্টলির বাড়ীর সামনে গাড়ীটা পার্ক করে বাড়ীতে ঢুকলাম।

সামনে দোতলার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলাম, হার্টলি বাড়ি আছেন? উত্তর নেই। হঠাৎ হার্টলির ফিলিপেনীয় চাকরটার ভারী দেহটা একতলায় গড়িয়ে পড়ল। তার পোষাকে শুকনো রক্ত দেখে মনে হল, অনেক আগেই সে মারা গেছে।

এগার

লিনোক্স হার্টলির ভাগ্যও তার চাকরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কথাটা মনে হতেই তার বেডরুমের দিকে ছুটলাম।

কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল হার্টলি। কার্পেটে চাপচাপ রক্ত। হাতটা স্পর্শ করে দেখলাম তখনও গরম কিন্তু পালস্ নেই। এখন এই অবস্থায় পুলিশের নজরে পড়লে আমার পায়ের নিচের মাটি সরে যেতে বাধ্য। কি করে এই মৃত্যুপুরী থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, হার্টলির স্কেচ ও ফাইলগুলো ছড়ানো। কাপবোর্ডের দরজা খোলা। বাঁদিকে আলমারীর ডালাও খোলা। ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম কাগজের স্তূপের ওপর পঞ্চাশ ডলারের একটা প্যাকেট। কি খেয়াল হল, প্যাকেটটা ভাল করে দেখতে যাবো, সার্জেন্ট লেসিটারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এক পাও নড়বেন না।

কড়া হুকুম। আমি স্তব্ধ, নিশ্চল।

—হ্যালো সখের গোয়েন্দা—লেসিটার আমার বুকে পয়েন্ট থারটি এইট ঠেকিয়ে বলল, এখন নিশ্চয়ই তোমার গল্পের খোরাক পেয়ে গেছ, দু-দুটো খুন এবং ডাকাতি। তোমার পালাবার পথ নেই। টাকার প্যাকেটটা মেঝেতে পড়ে গেল।

—তা তোমার বন্দুকটা কোথায় লুকলে?

—আমার কোন বন্দুক ছিল না। বিশ্বাস করুন, আমি ওকে খুন করিনি।

—কে তোমাকে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে। লেসিটারের মুখে ক্রুর হাসি। আবার বুকের দিকে বন্দুকটা উঁচিয়ে ডায়াল করল পুলিশ হেড কোয়ার্টারে।

আমি লেসিটারের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে হাতটা দেওয়ালের ওপরে তুলতে থাকি। আর একটু উঠলেই প্লাগটা আমার হাতের নাগালের মধ্যে এসে যাবে।

—আমি লেসিটার বলছি। ২৪৬, ক্যানন এ্যাভিন্যুতে একটা প্যাট্রল কার পাঠান। লেফটেন্যান্টকে বলো লিনোক্স হার্টলির খুনীকে এই মাত্র হাতে নাতে ধরেছি। কুইক—

দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্লাগটা টেনে ছিঁড়ে নিলাম। মুহূর্তে হলঘরের সমস্ত আলোগুলো নিভে গাঢ় অন্ধকার আমার নিরাপত্তা এনে দিলো। অন্ধকারে লেসিটার গুলি ছুঁড়তে লাগল। প্রথম গুলিটা চুল স্পর্শ করে গেল। অন্ধকারে ভাল করে পজিশন নেওয়ার আগেই আমি অন্ধকারে ওর মুখের ওপর সজোরে এক ঘুঁষি চালালাম।

দূর থেকে পুলিশের সাইরেনের শব্দ ভেসে এলো।

অন্ধকারে লেসিটার আমার জামাটা ছুঁয়ে ফেলল। এখন সে আমায় তার নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে। এখুনি খুব কাছ থেকে গুলি করবে। আমি মরীয়া হয়ে তার গালের ওপর তীব্রবেগে একটা ঘুঁষি চালাতে সে ছিটকে পড়ল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল।

জানালার নীচেই কার্নিশ। এখন জানলা দিয়ে বাগানে লাফ দিলে লেসিটারের পুলিশের হাতে ধরা দিতে হবে। তাই কার্নিশটাই নিরাপদ বলে মনে হল। লেসিটার নিজেকে সামনে জানালার সামনে এসে তার লোককে নির্দেশ দিল, ঐ পথ দিয়ে পালিয়েছে। তাড়াতাড়ি পিছু নিন, বেশীদূর যেতে পারিনি।

লেসিটার তার লোকেদের সাহায্য করার জন্যে জানলা দিয়ে বাগানে ঝাঁপ দিল। আমি হার্টলির ড্রয়িংরুমের ভেতরে আবার ঢুকলাম। দ্রুত কাজ সেরে নিতে হবে।

লাইটারের আলোয় দেখলাম একটা পয়েন্ট থারটি এইট পড়ে আছে। অতঃপর রিভলবারটা রুমালে ঢেকে পকেটে চালান করলাম।

বাইরে লেসিটার আর তার লোকেদের পায়ের শব্দ ভেসে এল। আমি ধীরে ধীরে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমি তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের হাতের টর্চের আলোয়।

একটি ছোট বেঁটে লোক (এই লোকটার কারসন, ব্র্যাডলির বিবরণানুযায়ী) লেসিটারকে জিজ্ঞেস করল—আপনি সিওর, সে জানলা পথে পালিয়েছে।

—হ্যাঁ, আমি তাকে জানলা টপকে পালাতে দেখেছি।

দুজন পুলিশ বাড়ীর প্রবেশ পথে পজিশান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটু পরে আর একজন অফিসার এল। লোকটা মনে হয় ক্যাপ্টেন মিঃ ম্যাথিস। ফারসনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ম্যাথিসের দেখা হয়ে গেল।

—আমরা তাকে এখনো ধরতে পারিনি স্যার। তবে সে গাড়ীটা ফেলে গেছে। নাম চেট স্ল্যাডেন, ক্রাইম ফ্যাক্টস-এর লেখক।

ম্যাথিস ঠোঁটে সিগারেটটা চেপে বলল, আপনি ঠিক বলছেন, সে ক্রাইম ফ্যাক্টস-এর লেখক? সিওর?

—ইয়েস স্যার। তার অনেক লেখা পড়েছি। লেসিটার তাকে হার্টলির আলমারী থেকে টাকা চুরি করতে দেখেছে।

—আমি তা বিশ্বাস করি না।

ইতিমধ্যে লেসিটার ম্যাথিসের সামনে এসে বলল, আমি হলফ করে বলতে পারি স্যার, ছোকরা ভন ব্রেকের খুনের কেস নিয়ে গবেষণা করছে। টাকার প্রয়োজনে হার্টলির বাড়ী আসে এবং হার্টলি তাকে দেখে ফেলায় তাকে খুন করে।

—কিন্তু আপনার কি করে মনে হল, ভন ব্রেকের খুনের ব্যাপার নিয়ে স্ল্যাডেন নাড়াচাড়া করছে। ম্যাথিস তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

—আজ সন্ধ্যায় সে মিসেস ভন ব্রেকের সঙ্গে দেখা করে। ব্র্যাডলির কাছেও তার যাওয়া আসা আছে। সে নাকি গোল্ডেন ক্লাবেও গিয়েছিল।

—ঠিক আছে আপনি আমাকে লিখিত রিপোর্ট দিন। কমিশনার জানতে চাইবেন।

—ইয়েস ক্যাপ্টেন।

ম্যাথিস ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলো, যত তাড়াতাড়ি পার চেটকে খুঁজে বের করো, নাহলে অসুবিধা আছে।

লেসিটার দোতলায় যেতে যেতে বলল, স্ল্যাডেনের কাছে বন্দুক ছিল না। মনে হয় অন্য ঘরে ফেলে রেখে থাকবে। আমি একটু ওপরের ঘরগুলো দেখে আসি।

আমি তাড়াতাড়ি হার্টলির বেডরুমে চলে গেলাম, লেসিটারের পদধ্বনি শুনে।

খানিক পরে লেসিটারের সঙ্গে কারসন এসে যোগ দিল। আমি জানালার এপারে কার্নিশের ওপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। তাদের কথাবার্তা আমার কানে আসছিল।

—ম্যাক্সওয়েলকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারসন বলল, ফিঙ্গার প্রিন্টের ছাপগুলো এখুনি নেওয়া উচিত। তারপর যেতে যেতে বলল, আমি এখন হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি। স্ল্যাডেন যেন আমাদের হাতের মুঠো থেকে পালিয়ে না যায়। আপনি এখন এখানে থাকুন।

তারা দুজন দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে গেল। আমি আবার ঘরের ভেতর এলাম। তারপর সেখান থেকে দ্রুত গতিতে ড্রইংরুমে ঢুকলাম। সেখান থেকে দেখলাম আরো দুটো প্যাট্রল কার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। চারিদিকে পুলিশ গিজগিজ করছে, অতএব পালাবার কোন পথ দেখছি না। পিছনে রেনপাইপ বেয়ে যে বাগানে গিয়ে লুকোব তার উপায়ও নেই, কারণ সেখানেও পুলিশ মোতায়েন করা।

একটু পরে ম্যাক্সকে নিয়ে এলো লেসিটার।

—ছবি তোলার যেন কোন ত্রুটি না হয়। স্ল্যাডেন ধরা পড়েনি। দেখো, তোমার কাজ যেন নিখুঁত হয়। তোমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমার লোকজন থাকছে। কাল সকাল নটার পর আসবো।

লেসিটার নেমে বাড়ির প্রবেশ পথে সাদা পোষাকের দু'জন পুলিশকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফিলিপিনোর মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হল।

মিনিট পাঁচেক পর ড্রইংরুম থেকে দেখলাম রাস্তা ফাঁকা, কোন গাড়ী নেই, এমনকি আমার বুইকটাও নেই। এবার আমায় পালাতে হবে।

লাউঞ্জে পায়চারি করছিল সদ্য আগত প্যাট্রলম্যান গ্রেসটার। সিঁড়ির দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে গেল সে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম। কিন্তু শেষ ধাপে আমি তার চোখে পড়ে গেলাম।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার দেহে যেন প্রাণ নেই। একবার ভাবলাম পকেট থেকে পয়েন্ট থারটি এইট বার করে ভয় দেখিয়ে বলি, আমি হার্টলিকে খুন করিনি। পরক্ষণেই দেখলাম, আমার ভাবনা অমূলক। গ্রেসটার একা নয়। একটা রিভলবারে কত লোককে ভয় দেখাবো।

তখন গ্রেসটারের বুড়ো আঙুল তার বন্দুকের ট্রিগারের ওপর। তবে তার দ্বিধাগ্রস্তভাব দেখে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, আর সব কোথায়?

—এক পাও নড়বেন না।

—ব্যাপারটা সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করুন। আমি লেফটেন্যান্ট কারসনের খোঁজে এসেছিলাম। তিনি কি এখানে আছেন?

—কে আপনি? ট্রিগারে হাত রেখে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল।

—আমার নাম স্ল্যাডেন। 'ক্রাইম ফাক্টস' এর লেখক। চেনেন না আমাকে।

আমার অনুমান সে আমাকে চেনে না। গ্রেসটারকে তাই সহজ হতে দেখা গেল। তবে বন্দুকটা আমার দিকে উঁচিয়ে রাখল।

—বেশ তো, আপনার প্রেসকার্ডটা দেখি। ওয়ালেট থেকে প্রেসকার্ডটা তাকে দেখালাম।

—তা আপনি এখানে এলেন কি করে? গ্রেসটার জিজ্ঞেস করল।

—ওয়েব আমাকে অনুমতি দিয়েছে। আমি এখানে ঘুরে দেখতে চাই, আপনার আপত্তি আছে?

—হ্যাঁ, হেডকোয়ার্টার থেকে প্রেসের কাউকে ঢুকতে দেওয়ার পারমিশন নেই। কিন্তু কে আর দেখছে? আমি আর আপনি ছাড়া এখানে কেউ তো নেই। আচ্ছা, হার্টলি এখানে কি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন? সে খুব স্টাইলে থাকত, তাই না?

—আমার কথায় কাজ হলো। সে বন্দুকটা পুরে রাখল।

—আমার সঙ্গে বাইরে আসুন। এখানে আপনাকে থাকতে দেওয়ার অর্ডার আমার নেই।

—লেখক, সাংবাদিক হিসেবে আমি কর্তব্য করছি মাত্র।

—ঠিক আছে, আমাকেও আমার কর্তব্য করতে দিন। গ্রেসটার বলল, আমার সঙ্গে বাইরে আসুন।

হ্যাঁ, আমি মনে মনে এটাই চাইছিলাম। তাকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করলাম।

অন্ধকার নির্জন পথ। হার্টলির বাড়িটা চোখের আড়াল হওয়ামাত্র প্রাণপণ ছুটতে শুরু করলাম। জানি গ্রেস্টারের সঙ্গে ওয়েবের দেখা হওয়ামাত্র ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে পড়বে।

এখন কম করেও মাইল দুই পথ আমাকে হাঁটতে হবে; শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাতে হলে। এখন রাত তিনটে। ভোরের আগেই একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। ব্র্যাডলির বন্ধু স্যাম বেনের ঠিকানা জানি কিন্তু ম্যাডক্স ষ্ট্রীট কোথায় তা জানিনা। কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাওয়াও বিপদ; পুলিশের নজরে পড়ে যাবো।

একটু এগিয়ে ডানদিকে একটা হোটেলের কাঁচের দরজা খুলে কাউন্টার ম্যানকে জিজ্ঞেস করলাম, একটা ফোন করতে পারি?

—অফকোর্স! তবে নিজেকে নিজে সাহায্য করুন।

স্যাম বেনের নম্বর ডায়াল করতেই একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—হ্যালো, আমাকে এক্স পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্র্যাডলি আপনাকে ফোন করতে বলেছে। আমি খুব বিপদে পড়েছি, চারপাশে পুলিশ, আমাকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে লুকোনোর ব্যবস্থা করে দেবেন?

—ব্র্যাডলি যখন বলেছে, আমার না করার উপায় নেই। উনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আপনি আমার বাড়ি চিনে আসতে পারবেন? তা আপনি এখন আছেন কোথায়?

আমি শেয়াট ষ্ট্রীটের হোটেলটার নাম বলার পর বেন বলল, তার মানে আমাকে নিয়ে আসতে হবে। ও. কে যেখানে আছেন থাকুন, আমি মিনিট কুড়ির মধ্যে যাচ্ছি।

—ধন্যবাদ।

সেই মুহূর্তে দেখলাম দুজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে হোটেল মালিকের সঙ্গে কথা বলছে। বুথের ভেতর থেকে তাদের কথা আস্তে কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, আমাকে তারা খুঁজছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কেউ এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হোটেল মালিক তাদের জানালো, না কেউ আসেনি। তারা তখন আমার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলে গেল, কোনরকম খোঁজখবর পেলে যেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে জানানো হয়।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুথের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলাম।

—ওরা এখুনি আবার ফিরে আসতে পারে, আপনি শিগগির ঐ পাশের ঘরে ঢুকে পড়ুন। হোটেল মালিক চিৎকার করে বলল।

—ধন্যবাদ।

সেই ঘরে গিয়ে আমার ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম কোচের ওপর। হোটেল মালিক একটু আগে আমার জন্যে স্কচের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

তাকে বললাম, আমাকে এখান থেকে একজন নিতে আসবে। আপনার সহানুভূতির জন্যে কিভাবে যে ধন্যবাদ জানাবো জানি না।

—ও কিছু না। এখন এখানে আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন। আপনার লোক এলে খবর দেবো। লোকটা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এই নিষ্ঠুর শহরে লোকটার ভদ্রতার কথা শুনে মনটা ভরে উঠল।

বারো

সাম বেনের নিরাপদ আশ্রয় এসে আমার প্রথম কাজ হল বার্নিকে চিঠি লেখা আর ক্রীডের কাছে পয়েন্ট থারটি এইট রিভলবারটা পাঠিয়ে দেওয়া। সামের দেওয়া একটি দৈনিকে চোখ পড়ল টামপা পুলিশের দেওয়া আমাকে নিয়ে একটি বিজ্ঞাপন। আমার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সন্ধান চাওয়া হয়েছে। ম্যাডক্স স্ট্রীটের এই আণ্ডার গ্রাউণ্ডের সন্ধান পাওয়া পুলিশের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য, যদি না সাম আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ব্র্যাডলির কথা ভেবে সে তা করবে না বলে আমার বিশ্বাস।

—ক্যাপ্টেন ব্র্যাডলিকে আপনি কতদিন চেনেন মিঃ বেন?

—বছর বারো হবে। যুদ্ধের সময় সে আমার কমাণ্ডিং অফিসার ছিল। দুবার সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার একান্ত কর্তব্য আপনার সুখ সুবিধে দেখা। কিন্তু এখানে থাকার জন্যে আপনাকে কুড়ি ডলার খরচ করতে হবে। আমার ইচ্ছে টাকাপয়সা জমিয়ে ইউরোপ বেড়াতে যাবো। তা না হলে আপনার কাছ থেকে এভাবে চাইতাম না।

—ও. কে, ওটা তিরিশ ডলার করুন। একটু থেমে বললাম, আমাকে কিছু কাগজ দিন, চিঠি লিখব।

—ড্রয়ারের ভেতর আছে, ব্যবহার করতে পারেন।

বার্নিকে চিঠি লিখে ওয়েলডেন পুলিশ হেডকোয়ার্টাবে ক্রীডকে ফোন করলাম।

—আমি স্ল্যাডেন বলছি। আমার লেটেস্ট রিপোর্ট তৈবী, সেই সঙ্গে একটা রিভলবার পাঠাচ্ছি, রিপোর্টে লেখা আছে, রিভলবারটার ব্যাপারে কি করতে হবে। সেটার ওপরের হাতের ছাপ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এখন আমার কাছে আপনার একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠান। পারবেন তো? আমি সাম বেনের ঠিকানাটা বললাম।

—নিশ্চয়ই, হার্টলিকে কে খুন করল?

—আপনার এখানকার পুলিশ বন্ধুরাতো আমাকেই সন্দেহ করছে। এই রিভলবারের ওপর কার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে সেই তার খুনী। অতএব আপনি—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি। বলেন তো সেখানকার পুলিশকে আমি—

—না, তার দরকার নেই। আমি নিজেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে কারলার নিরুদ্দেশের সমস্যার সমাধান করতে পারব বলে আশা করি।

ক্রীড আমাকে আবার আশ্বাস দিয়ে ফোনটা রেখে দিল।

সাম বেন আমার ঘরে ঢুকল।

—আসুন, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

আমি তার হাতে কারলার একটা ফটো তুলে দিয়ে বললাম, দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা। এক নজরে দেখে সে জানাল তাকে চেনেনা।

—মিসেস করনেলিয়া ভন ব্রেককে চেনেন? প্রশ্নটা শুনে তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বলল, এই মহিলার জন্যেই ব্র্যাডলিকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়।

—এই মহিলা তো আমাকেও দারুণ বিপদে ফেলেছে। এতো ক্ষমতা সে পেলো কোথা থেকে?

—কমিশনার ডুনান তার বন্ধু। সার্জেন্ট লেসিটার তার চামচে।

—ব্রাডলির ধারণা মিসেস ভন ব্রেক তার স্বামীকে খুন করেছে। আপনার কি ধারণা?

—ঠিক বলতে পারবো না।

—ওয়েল, গোল্ডেন অ্যাপেল ক্লাবের মালিক হ্যামিল্টন রয়েসকে নিশ্চয়ই চেনেন? আমার সন্দেহ মিঃ ভন ব্রেকের খুন হওয়ার পেছনে তার হাত আছে। ব্র্যাডলির ধারণা, রয়েস টেড ডিলন নামে এক বাবুর্চিকে দিয়ে তাকে খুন করিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে কি?

—হ্যাঁ, এটা সম্ভব। তবে এখানে টেডের কোন হাত নেই। সে আমার বন্ধু। গত যুদ্ধে আমরা একই ব্যাটেলিয়নে কাজ করেছি। তবে আপনি রয়েসের গার্লফ্রেন্ড লিভিয়া ফোরেস্টের সঙ্গে

কথা বলে দেখতে পারেন। মিঃ ভন ব্রেকের মৃত্যুর পরে রয়েসের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্কে ছেদ ধরে, কিন্তু কেন তা জানিনা। মেয়েটির ঠিকানা দিলে দেখা করবেন?

—নিশ্চয়ই। সামের কাছ থেকে লিডিয়ার ঠিকানা নিলাম। সামকে 'ধন্যবাদ' জানালাম।

অমাবস্যার রাত্রি। সাড়ে নটা। বেনের গোপন আস্তানা থেকে ছদ্মবেশে যখন বেরোলাম, নিজেকে নিজেই চিনতে ভুল হয়। তবু সাবধানের মার নেই। গতকাল হার্টলির প্রসঙ্গ তুলতে করনেলিয়ার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। কারলার ফটো দেখিয়েও চমকে উঠতে দেখেছি তাকে। মনে হয় এই তিনজনের মধ্যে কোথাও বিশেষ যোগসূত্র আছে। কারলার বন্ধু আইরিন নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারে। হয় তো কারলা তাকে কিছু বলে থাকবে। প্রথম সুযোগেই আমি তাই আইরিনের সঙ্গে দেখা করব বলে ঠিক করলাম।

হ্যামিলটনের কোন একটা দুর্বল দিকের কথা লিডিয়া ফোরেস্ট হয়তো বলতে পারবে। মিস লিডিয়াকে এখন 'হে-ডে' ক্লাবে পাওয়া যেতে পারে।

'হে-ডে' ক্লাবের অস্থায়ী সদস্যপদের জন্যে আমাকে তিন ডলার খরচ করতে হল।

বারম্যান চোখটা ছোট করে বলল, এখানে সুন্দরীদের সঙ্গ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, চাইলে পেতে পারেন।

—ওদের মধ্যে লিডিয়া ফোরেস্ট কে?

—আপনি কি তার সঙ্গ চান? আপনি কি তার বন্ধু?

—না, তার বন্ধুর বন্ধু।

—তাহলে দেখা হবে না। কারণ অন্য কোন পুরুষ তার খোঁজ করলে মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড ভীষণ রেগে যায়।

—তাই নাকি? কিন্তু আমি তাকে জ্বালাতন করতে আসিনি, একটা খবর দিতে এসেছি, কোথায় গেলে তার দেখা পাবো বলতে পারেন?

—সে তো এখন ড্রেসিংরুমে। আধ ঘণ্টার আগে আসরে নামছে না।

চার ডলারের বিল ডেস্কের ওপর রেখে বারম্যানকে বললাম, ড্রেসিংরুমে এখুনি দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন না। চার ডলারের বিলটা পকেটে পুরে বলল, ডানদিকে দ্বিতীয় ঘরটা কেউ যেন দেখতে না পায়।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই চোখে পড়ল, পড়ন্ত যৌবনা এক নারী। পরনে লো-কার্ট স্কারলেট, কালো গাউন। এখনো বেশ সুন্দরী। ঠোঁটে টাক্সি সিগারেট।

—আপনিই কি মিস ফোরেস্ট?

—হ্যাঁ।

—আমার নাম চেট স্ল্যাডেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, আমি হ্যামিলটন রয়েসের সম্বন্ধে কিছু জানতে এসেছি।

—কেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

—সে এক বিরাট কাহিনী। সংক্ষেপে বলছি, কারলাম স্ট্রং কিংবা ফ্রান্সিস বেনেট নামে যে মেয়েটি গত আগষ্ট মাসে নিরুদ্দেশ হয়, তার সম্বন্ধে আমি কিছু খবর আপনার কাছ থেকে জানতে এসেছি। দয়া করে যদি—

—কে আপনি? গোয়েন্দা? পুলিশের লোক? ফোরেস্টের মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

—প্রাইভেট ইনভেষ্টিগেটর।

—কার হয়ে কাজ করছেন?

—কোন একজন। প্রচুর অর্থের মালিক। আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমরা দেবো।

ঠোঁট থেকে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ফোরেস্ট বলল, এখানে আলোচনা করাটা ঠিক নয়। লিনোক্স ড্রাইভে আমার অ্যাপার্টমেন্ট আছে ২৪৬/সি। রাত একটার পর আমি বাড়ী ফিরলে দেখা করবেন।

সেই মুহূর্তে দরজা খোলার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে লিডিয়ার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি সতর্ক হল।

আগন্তুককে শুনিয়ে লিডিয়া আমার দিকে তাকিয়ে কর্কশস্বরে বলল, আপনি ভুল করছেন, আমি মরগাম নামের কাউকে চিনি না।

দৈত্যের মতো চেহারার নিগ্রোটা আমার দিকে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকিয়ে বলল, এখানে আপনি কি করছেন?

—সে জেনে আপনার লাভ কি? আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

লিডিয়া কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, ডেনিস একে বের করে দাও, তখন থেকে আমাকে জ্বালাচ্ছে।

ডেনিস আমার কলার ধরতে আমি ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, গায়ে হাত দেবেন না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। এখন সবে সাড়ে দশটা। আড়াই ঘন্টা সময় কাটাতে হবে। সাম বেনের হোটেলে ফিরে গিয়ে একটা গাড়ী ভাড়া করতে চাইলে, সে আমাকে তার লিনকন ১৯৪৩ গাড়ীটা ব্যবহার করতে বলল।

গাড়ীটা নিয়ে লিডিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম। কলিংবেল পুশ করতে দরজা খুলে গেল। আমি চমকে উঠলাম। দেখি, জুয়ান ওরতেজ দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে। হাতে পয়েন্ট ফরটি ফাইভ কোল্ট রিভলবার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার দিকে।

—হাত উঁচু করে এসো।

লিডিয়াকে দেখলাম ফ্যাকাশে মুখে সোফায় বসে আছে। আমার দিকে সে তাকালো না। তার ফর্সা গালে তিনটে আঙুলের দাগ।

লিডিয়া বলে উঠল, শোন জুয়ান এই লোকটা ড্রেসিংরুম থেকে আমার পিছু নিয়েছে।

—ডেনিস বলেছে তুমি ওকে তোমার ঠিকানা দিয়েছিলে। জুয়ান বলল।

—ডেনিস মিথ্যে বলেছে। বিশ্বাস করো আমি কাউকে ঠিকানা দিইনি। জুয়ান এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি চাও এখানে?

—আমি এসেছিলাম মিস ফোরেস্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে।

—শাট আপ! তোমরা দুজনেই আমাকে মিথ্যে বোঝাবার চেষ্টা করছ। আমি দেখতে চাই লোকটা কে?

হঠাৎ জুয়ান আমাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টেপার আগে লিডিয়া ছুটে গিয়ে জুয়ানের হাতটা চেপে ধরল। আমি পর পর দুটো প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি চালালাম, জুয়ান মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তার হাতে অদূরেই রিভলবার পড়েছিল, সেটা কুড়িয়ে নিলাম। ওঠার ক্ষমতাও তার ছিল না।

—এ রকম করা আমার উচিত নয়। কিন্তু এছাড়া যে আমার কোন উপায় ছিল না। আমাকে ক্ষমা করো।

আমি বললাম, এখন এত কিছু বলতে হবে না তোমায়। জানি তোমার কোন উপায় ছিল না। নাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে যেতে হবে। যাবে তো?

লিডিয়া উদাসভাবে বলল, আমার এখন ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে।

—তাহলে তৈরী হয়ে নাও।

আমি জুয়ানকে বেঁধে ফেললাম।

লিডিয়া একটু পরে পোষাক বদলে এল।

—চলো! লিডিয়া বলল, রয়েস আমার দেরী হতে দেখলে এখানে চলে আসবে। তার আগেই আমাদের পালাতে হবে। সানফ্রান্সিসকোয় আমার এক বন্ধু আছে, তার বাড়ী আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

—নিশ্চয়ই! চলো।

দরজা খুলতেই দেখি কে যেন করিডোর দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

—কেউ বোধহয় ওৎ পেতে আছে বাইরে।

লিডিয়া ভয়ে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নিস্তব্ধ বাড়িতে বাইরে করিডরে ভারী বুটের শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। তার বুক থরথর করে কেঁপে উঠল।

তেরো

—কে ঐ লোকটা? লিডিয়া ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

—জানি না। লোকটা রোগা, বেঁটে। লিডিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, তাহলে সে নিশ্চয়ই বর্গ এবং ও একাও নয়। ওকে ঘরে ঢুকতে দিওনা।

এমন সময় প্রবেশ পথের দরজার হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছিল লোকটা। দরজাটা যেকোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। লিডিয়াকে টেনে নিয়ে বেডরুমে এলাম। একতলায় ঘর। জানালা দিয়ে অনায়াসে বাগানে যাওয়া যায়।

লিডিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, বাগানের ভেতর দিয়ে রাস্তায় যাওয়ার পথ নেই?

—আছে। তাড়াতাড়ি চলো।

আমরা দু'জনে জানালা দিয়ে গলে বাগানের মধ্যে দিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম।

—বর্গ কে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—রয়েসের লোক। তারা আমাকে কিছুতেই এখান থেকে বার হতে দেবে না। আর দেরী নয় তাড়াতাড়ি চলো।

সামনেই লিঙ্কন গাড়ীটা পার্ক করা ছিল। ওদিকে মিস ফোরেস্টের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে একটা বিরাট গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। লিডিয়াকে বললাম, স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে উঠে বসবে। তারপর গাড়ীর গতি বাড়িয়ে রয়েসের লোকেদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে। গাড়ীর আশেপাশে কাউকে না দেখে খুশী মনে লিডিয়াকে বললাম, চলে এসো লিডিয়া। লিডিয়া উঠে বসল। কিন্তু গাড়ীর গ্যাসের অবস্থা ভাল না থাকায় স্পীড তোলা যাচ্ছিল না মোটেই।

আমার গাড়ী তখন ঘন্টায় ষাট মাইল স্পীড। অন্য কোন গাড়ীর চিহ্ন দেখা গেল না। যত শিগগির সম্ভব টামপা সিটি থেকে আমাদের বেরোতে হবে।

—এর থেকে আরও বেশী স্পীড তুলতে পারো না? লিডিয়া সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল। তার হাত কাঁপছিল।

—এর বেশী স্পীড তুললে ব্রেকডাউন হয়ে যেতে পারে। কেউ যখন অনুসরণ করছে না, কি দরকার অমন ঝুঁকি নেওয়ার। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

আমি একটু থেমে আবার বললাম, এখন একটু আলোচনা করা যাক। আচ্ছা মিস কারলা স্ট্রং ওরফে ফ্রান্সিস বেনেট সম্বন্ধে তুমি কি জানো বল?

—কেন তার কি হয়েছে? কোথায় সে?

কোন ভূমিকা না করেই বললাম, তাকে ওয়েলডেনের লেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সেখানকার একটা নাইট ক্লাবে সে কাজ করত। রয়েস সেখানে একটা হোটেলে থাকত। কারলার নিরুদ্দেশ হবার আগেই রয়েস ওয়েলডেন ছেড়ে চলে আসে।

লিডিয়ার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, বলল, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে খুন হতে হল। তাকে আমি অনেক বুঝিয়েছি, রয়েসের মতো শয়তান লোক কখনো তোমার প্রেমে পড়তে পারে না। সে তোমাকে তার খুশী মতো ব্যবহার করছে। আমার কথা না শোনার ফল তাকে পেতে হল।

—ওয়েল লিডিয়া, রয়েসের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হল কিভাবে? তোমার সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কি?

—রয়েস আমার অনেক কিছু ছিল, আবার কিছুই নয়। আমাদের বিয়েরও সব ঠিক ছিল, কিন্তু রয়েসকে হঠাৎ একদিন কেমন বদলে যেতে দেখলাম। ও আমার জন্যে পাগল ছিল সেই সময় কিন্তু কারলাকে দেখার পর থেকে ও কেমন বদলে গেলো। কিন্তু রয়েসের এই পরিবর্তনে

আমি মিসেস ভন ব্রেককে সন্দেহ করতাম। সে তার স্বামীর ক্লাব গোল্ডেন অ্যাগেলে প্রায়ই আসত। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ক্লাবটা ছিল মিস স্ট্রংয়ের। রয়েস তার সঙ্গে প্রায়ই লোডোন রেস্টুরেন্টে ডিনারে দেখা করত।

—ভন ব্রেকের মৃত্যুর আগেও তারা এভাবে মেলামেশা করত?

—কেন ভন ব্রেকের মৃত্যুর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? লিডিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—কিছুই নয়। তবে আমি সময়টা জানতে চাইছিলাম।

—ঘটনাটা ঠিক দু-সপ্তাহ আগের।

—একটা কথা, রয়েস কি তোমার ভয়ে মেয়েটির সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করত?

—আমার ভয়ে? লিডিয়া ম্লান হেসে বলল, রয়েসের মতো লোক ভয় করবে আমাকে?

—তাহলে এই গোপনীয়তা?

—জানি না। আমি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছি। সে তার জন্যে পাগল ছিল। কিন্তু কারলা তা মুখে স্বীকার করত না। আমি একটা মস্ত ভুল করে তাকে বলেছিলাম, তোমাদের ওপর আমার নজর আছে। কারলা নিশ্চয়ই আমার সন্দেহের কথা রয়েসকে বলেছিল। তা না হলে রয়েস তার ভাড়া দেওয়া অ্যাপার্টমেন্টে এসে আমাকে শাসাবে কেন, ঐ অ্যাপার্টমেন্টে আমার জায়গা হবে না বলে? তার কড়া হুকুম ছিল, এই শহর ছেড়ে আমি যেতে পারব না। 'হে ডে' ক্লাবে আমাকে থাকতে হবে। আর তার কোন ব্যাপারে আমি নাক গলাতে পারব না। এর ব্যতিক্রম হলে জুয়ানের হাতে আমার খুন হতে হবে। দীর্ঘ আঠারো মাস ভয়ে আমি তাকে দেখিওনি, কথাও বলিনি। এখন আমায় পেলে খুন করবে।

—ভয় নেই, আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। আমি ওকে আশ্বাস দিলাম।

আমি ভাবছিলাম, এখন আমায় প্রমাণ করতে হবে, হ্যামিলটন আর হেনরি রটল্যাণ্ড একই লোক এবং কারলার নিরুদ্দেশের পিছনে তার হাত আছে।

লিডিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তুমি হ্ন্কি ফ্লেমিংয়ের নাম শুনেছ?

লিডিয়া মাথা নেড়ে বলল, না, কেন বলতো?

—এ কেসের সঙ্গে সে জড়িত। হয়তো তুমি তাকে দেখেছো কিন্তু নাম জানো না। বেঁটে, রোগাটে, গোল মুখ।

—এনড্রুস তাকে দেখে থাকবে হয়তো!

—এনড্রুস? সে কে?

—আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ সে। আমাকে সে এ ধরনের একটা লোকের কথা বলেছিল।

—কোথায় সে তাকে দেখেছিল, বলতে পারবে?

—লোডেনি রেস্টুরেন্টে। রয়েস আর কারলার ওপর সে এক সন্ধ্যায় নজর রাখছিল। আর তখন সে আড়াল থেকে দেখেছিল রয়েস নাকি মেয়েটিকে দেখিয়ে চোখের ইশারায় এই এনড্রুসকে কি যেন বলেছিল।

—এবার বুঝলাম ফ্লেমিং রয়েসেরই লোক। কারলাকে খুনের জন্য সে তাকে ভাড়া করেছিল।

হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়তেই দেখি এনড্রুসের বর্ণনা মতো লোকটা গাড়ী নিয়ে আমার গাড়ীর দিকে ছুটে আসছে।

লিডিয়া আয়নার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। এদিকে দুই গাড়ীর ব্যবধানও খুব বেশী নয়। লিডিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, রাস্তা থেকে নেমে পালাবার কোন পথ আছে?

লিডিয়া জানাল, সামনেই বাঁকটা পেরোলে একটা ছোট রাস্তা। ও পথে সাধারণতঃ কোন গাড়ী যায় না, তাই সন্দেহ করার কিছু নেই।

লিডিয়ার কথাই ঠিক। বড় রাস্তা দিয়ে ফ্লেমিংয়ের গাড়ীটা চলে যেতে দেখে আমরা নিরাপদ বোধ করলাম। আমি লিডিয়াকে ফেরার কথা বলতে সে জানাল, না এখনই নয়, ওরা আবার ফিরে আসবে আমাদের দেখতে না পেয়ে। একটাই রাস্তা। হ্যাঁ ঐ তো ওরা ফিরে আসছে। গাড়ীর হেডলাইট নিভিয়ে দাও কুইক।

এরপর একটু এগোতেই চোখে পড়ল, "গ্লাইন বীচ মোটেল"।

লিডিয়ার হাত ধরে বললাম, আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক। তার আগে একটা জরুরী ফোন করে আসি, চলো।

একটা হাতে লিডিয়ার হাত অপর হাতে জুয়ানের পয়েন্ট ফরটি ফাইভ কোল্টটা ধরা।

তারপর অপারেটরের কাছে গিয়ে বললাম, ওয়েলডেন পুলিশ ষ্টেশনে লাইন দিন না।

অপরপ্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওয়েলডেন পুলিশ ষ্টেশন।

—ক্যাপ্টেন ক্রীড আছেন?

—না নেই, আপনি কে কথা বলছেন?

—ঠিক আছে, তাহলে সার্জেন্ট হলফোর্ডকে দিন।

—একটু ধরুন।

একটু পরে রিসিভারে হলফোর্ডের গলা ভেসে এল, হলফোর্ড বলছি।

—হ্যাঁ, আমি স্ল্যাডেন বলছি গ্লাইন বীচের এক মোটেল থেকে। শোন, গানম্যানের একটা দল আমার পিছু নিয়েছে, এখন বল, তুমি আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারো।

—ঠিক আছে। হলফোর্ড ব্যস্ত হয়ে বলল, তোমাদের ঐ এলাকায় আমাদের একটা ভ্রাম্যমাণ গাড়ী আছে, মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌছে যাবে।

—একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ। যে কোন মুহূর্তে ওরা আমাকে ধরে ফেলতে পারে।

লিডিয়া আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। তার ঠোটে চুম্বন দিয়ে বললাম, ভয় নেই ডার্লিং, ওয়েলডেন পুলিশের লোক আসছে, আমাদের উদ্ধার করার জন্যে। হঠাৎ আমার মনে হয় কে যেন মোটেল লাউঞ্জে চলাফেরা করছে। কিন্তু এত রাত্রে কে হতে পারে?

বর্গ। দেখলাম বর্গ আমাকে প্রায় নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে। আমি জুয়ানের রিভলবারটা হাতে নিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। এইমুহূর্তে আমি তাকে খুন করতে চাই না। রিভলবারের বাঁট দিয়ে আঘাত করলাম। তবুও সে উঠে দাঁড়াল।

বর্গ এখন উদ্যত রিভলবার হাতে, ট্রিগার টেপার অপেক্ষায়।

নো, নো মার্সি। আমার ভেতরের মনটা প্রতিবাদ করে উঠল। অজান্তে কখন আমার রিভলবারের ট্রিগার টিপে বসেছিলাম জানি না। দেখলাম সেই মুহূর্তেই তাকে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়তে।

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে এবার লিডিয়াকে খুঁজতে লাউঞ্জের বাইরে এসে তার নাম ধরে ডাকলাম। কোন সাড়া পেলাম না। এবার পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। গুলির আওয়াজ পেলাম। অন্ধকারে বর্গের এক সাথী আমাকে লক্ষ্য করে হয়তো গুলি চালিয়েছিল, নিশানা ব্যর্থ হয়েছে। বর্গের সাথী বোধহয় আর একবার ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বন্দুকের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

দুজন পুলিশ ছুটে এসে বন্দুক উঁচিয়ে আমাকে ঘিরে ফেলে আমার পরিচয় পত্র দেখতে চাইল। আমি প্রেসকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখানোর পর তারা আমাকে জানাল, সার্জেন্ট হলফোর্ড আর একটা গাড়ী পাঠাচ্ছেন, যে কোন মুহূর্তে এসে যেতে পারে। পরমুহূর্তেই চোখে পড়ল অদূরে অন্ধকারে ছায়াপথে লিডিয়ার ছায়ামূর্তি। তারপর সে টলে ঘাসের ওপর পড়ে গেল। একজন পুলিশ তার পালস্ দেখে জানাল অজ্ঞান হয়ে গেছে।

লিডিয়াকে পুলিশের গাড়ীতে তোলা হল। একজন সার্জেন্ট আমার দিকে এগিয়ে এল।

—আপনিই তো মিঃ স্ল্যাডেন?

—হ্যাঁ। আপনার অনুমান ঠিক।

—ক্যাপ্টেন আপনাকে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যেতে বলেছেন। এই মেয়েটি কে? আহত নাকি?

—না, অজ্ঞান হয়ে গেছে। মেয়েটি আমার কাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য নায়িকা। আপনি কি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।

—না, তবে অন্য একজন অবশ্যই যাচ্ছে।

হলফোর্ড লিডিয়ার দিকে তাকিয়ে পলক ফেলতে ভুলে গেল।

—খুব অবাক হচ্ছেন, তাই না? ওর সঙ্গে আলাপ করুন, আমি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে আসছি।

ক্রীডকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছিল।

—মনে হচ্ছে, আপনার জয় প্রায় আসন্ন।

—তাই তো মনে হয়। আমার ক্লান্ত শরীরটা একটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বললাম, ম্যাথিসের আমার ওপর দৃষ্টির জন্যেই এই ছদ্মবেশ নেওয়া। সঙ্গে সাক্ষী আছে, মিস লিডিয়া ফোরেস্ট, হ্যামিলটনের প্রাক্তন গার্লফ্রেন্ড। আমার রিপোর্ট পড়েছিলেন?

ক্রীড প্রত্যুত্তরে বলল, ওতে কোন কাজ হবে না। টামপা সিটিতে থাকা পর্যন্ত রয়েসের টিকি স্পর্শ করা যাবে না। আর আপনার পাঠানো বন্দুকটা পরীক্ষা করে কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। এবার বলুন, হার্টলিকে খুন করার পিছনে মোটিভ কি ছিল?

—মোটিভ? মোটিভ তো একটাই। এই একটা কেসের জন্যে এতগুলো খুনের ঘটনা ঘটে গেল। এইসব খুনের পিছনে এমন কারোর হাত আছে, যার স্বার্থ সব থেকে বেশী জড়িত। এক্ষেত্রে ভন ব্রেককে খুনের পেছনে সবচেয়ে লাভবান হয় তাঁর স্ত্রী। তাকে সহযোগিতা করেছে রয়েস। হার্টলি তাদের ব্যাপারে আমার কাছে এমন গোপন কিছু প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, যাতে তাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হতো আর সেজন্যেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হল।

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন মিসেস ভন ব্রেক এবং রয়েসের হাত আছে এইসব খুনের পিছনে?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—এ সবই তো আপনার অনুমান। কারলা এবং ভন ব্রেকের খুনের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে, তা তো জানাবেন?

—সম্পর্ক তো একটা আছেই! ভেবে দেখুন, কারলার জন্যে রয়েস তার গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। গোপনে কারলার সঙ্গে দেখা করত। কিন্তু গোপনে কেন? রয়েসের লোক ফ্রেমিং কারলাকে ওয়েলডেনে নিয়ে গিয়ে তোলে একটা ক্লাবে। সেখান থেকে ফ্রেমিং ফারমার এবং হেসন তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় এবং পরে ফ্রেমিং তাকে খুন করে। কারলাকে চিনত মিসেস ভন ব্রেক। এ কেসের সঙ্গে জড়িত না থাকলে কারলার ফটো দেখে সে চমকে উঠতো না। আবার কারলা ছিল হার্টলির মডেল গার্ল। মনে হয়, এই সূত্রে কারলা এমন কোন খবর জানত যা প্রকাশ হলে রয়েস কিংবা মিসেস ব্রেকের মারাত্মক ক্ষতি হতো। তাই সেই গোপন কথাটা আমাকে বলার আগেই তাকে খুন হতে হল। এখন আমাকে জানতে হবে হার্টলির খুনের পিছনে তাদের হাত থাকার কারণটা কি?

—ওয়েল, এবার কারণটা জানার জন্যে কি চেষ্টা করছেন?

—একটা খুব জরুরী ক্লু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বার্নিকে পাঠিয়েছি প্যারিসে, মিসেস ভন ব্রেকের গতিবিধির খবর জানার জন্যে। তাকে এও খোঁজ নিতে বলেছি মিসেস ভন ব্রেকের ব্যাপারে হেসন এমন কি খবর জানত যার জন্যে তাকে খুন হতে হল। রয়েস মিস ফোরেস্টের মুখ বন্ধ করতে চায়, কিন্তু সে ব্যর্থ। এখন টামপাতে ফিরতে হবে রয়েস আর মিসেস ভন ব্রেককে হাতে নাতে ধরার জন্যে।

—আপনি ভুল করছেন। ডুনান কিছুতেই চাইবেন না মিসেস ব্রেককে জেলে পাঠাতে। তারা আপনাকেই হার্টলি হত্যার মিথ্যে অপরাধে জেলে পাঠাবে।

—আমাকে যেতেই হবে। মিস ফোরেস্ট, অত্যন্ত জোরালো সাক্ষী, ওকে এখানে রেখে যাচ্ছি। টামপা সিটি থেকে ফিরে ওর সাহায্যে যখন আমার ক্রাইম ফ্যাক্টস প্রকাশ করার ব্যবস্থা করব, দেখবেন তখন ডুনান আর চুপ করে বসে থাকতে পারবে না। মিসেস ব্রেকের বিচার তাকে করতেই হবে।

ক্রীডের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

চৌদ্দ

এনড্রুসের সেক্রেটারী মিস কেয়ারলি বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু যখন জানল আমার দরকার এনড্রুসের সঙ্গে তখন মুষড়ে পড়ল। এনড্রুস অফিসে ছিল না। অপেক্ষা করতে হল।

—আপনি কি আমাকে খুঁজছেন?

আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠলাম, বললাম, আপনিই কি মিঃ এনড্রুস?

—ঠিকই ধরেছেন। ভেতরে আসুন।

—বসুন মিঃ—

—মিঃ ম্যাডেন, ক্রাইম ফ্যাক্টস-এর স্টাফ রিপোর্টার। এই মুহূর্তে ওয়েলডেন পুলিশের সঙ্গে যুক্ত আছি।

এনড্রুসের সবুজ চোখ দুটো পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল।

— সেই পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? কিই বা করার আছে আমার?

—অনেক কিছু। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করতে পারবেন, কিছুদিন আগে ফ্রান্সিস বেনেট নামে একটি শো গার্লের ওপর নজর রাখার জন্যে আপনার ক্লায়েন্ট মিস ফোরেস্ট আপনাকে ভাড়া করেছিল।

তার হাতে কারলার ফটোটা ধরিয়ে দিতেই, তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল।

—দেখুন, মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন আপনি। আমি আমার ক্লায়েন্টের ব্যাপারে মুখ খুলতে পারি না।

— আপনার ক্লায়েন্ট মিস ফোরেস্ট এখন ওয়েলডেন পুলিশের হেফাজতে বন্দিনী। সে পুলিশকে একটা জবানবন্দী দেবে এবং সেটা আপনি সমর্থন করলে আমার 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-এ আপনার ছবি ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।

এনড্রুস একটু নরম হয়ে বলল, বেশ বলুন কি ব্যাপার?

—আপনি জানেন ফ্রান্সিস বেনেট ওয়েলডেন খুন হয় এবং ফ্লেমিং নামের একজনকে দিয়ে রয়েস তাকে খুন করায়। ফ্লেমিংকে আপনি চিনতেন তাই না, ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে রয়েস যাকে ইশারা করেছিল।

—হ্যাঁ, মন হয় দেখেছি।

—তাহলে, এ ব্যাপারে আপনার সই করা একটা স্টেটমেন্ট চাই।

—এর মূল্য কত আশা করতে পারি?

—প্রচার এবং দিনে তিরিশ ডলার।

—আপনি কি ভেবেছেন, রয়েসের সঙ্গে বিরোধিতা করে আমি এখানে বেঁচে থাকতে পারব? না, আপনি কোন স্টেটমেন্ট পাবেন না।

—পুলিশের কাছে সত্য গোপন করা এক ধরনের অপরাধ। আর আপনি যদি স্টেটমেন্ট না দেন, তাহলে ক্রাইম ফ্যাক্টস-এ আপনার অসহযোগিতার কথা ফলাও করে ছাপাতে বাধ্য হবো।

দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে কি যেন ভেবে সে বলল, রয়েসের সঙ্গে বিরোধিতার সাহস আমার নেই, তবে মিঃ ক্রীডের সঙ্গে দেখা করব।

—ধন্যবাদ। ষাট ডলারের বিল তার ডেস্কে রেখে বললাম, দুদিনের অগ্রিম ফি।

এনড্রুস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমি এবার তাকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, মিঃ এনড্রুস, আপনি মিস বেনেটের ওপর কতদিন নজর রেখেছিলেন?

—তিনদিন এবং দু'রাত্রি।

—সবসময়েই কি সে রয়েসের সঙ্গে থাকতো?

—না। প্রথমদিনে সে জন ব্রেকের বাড়িতে যায়। সকালে।

—তারিখটা মনে আছে?

—২৭শে জুলাই।

—ট্যাক্সিতে গিয়েছিল?

—না, হার্টলিকে সঙ্গে নিয়ে সে তার গাড়ীতে চড়ে যায় সেখানে।

—গাড়ীতে হার্টলিই ছিল, আপনি নিশ্চিত?

—হ্যাঁ, আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি।

—ও কে, আপনি এখুনি ক্রীডের অফিসে যান। তিনি আপনার অপেক্ষায় আছেন। বাই।

ফেরার পথে একটা ড্রাগ স্টোর থেকে ক্রীডকে ফোন করলাম।

আইরিনকে ফোনে পাওয়া গেলো না।

হ্যামারডিন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কর্স-এ আধঘন্টা অপেক্ষা করার পর ভিনসেন্ট ল্যাটিমারের দেখা পাওয়া গেল।

—মিঃ ল্যাটিমার, আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। ওয়েলডেন পুলিশের সঙ্গে কাজ করছি। আমাকে চোদ্দমাস আগের একটা খুনের ঘটনার ব্যাপারে কিছু খবর দিতে পারলে সুবিধে হয়।

ল্যাটিমার একটু ভেবে বলল, কার খুনের ব্যাপারে? কি ধরনের খবর?

—মিস ফ্রান্সিস বেনেট?

—ফ্রান্সিস বেনেট? মিসেস ভন ব্রেকের পোর্ট্রেটের জন্যে যে মেয়েটি ছবি আঁকিয়েছিল?

কারলার ফটো ল্যাটিমারকে দেখাতে সে বলল, হ্যাঁ এই মেয়েটি।

আমি অবাক হয়ে মনে মনে ভাবলাম, মিসেস ব্রেকের পোর্ট্রেটের জন্যে কারলা প্রক্সি দিয়েছিল?

ল্যাটিমার বলল, ছবিটা আঁকছিল লিনোক্স হার্টলি। মিসেস ভন ব্রেকের মাথাটা আঁকার পর কারলাকে পোজ দিয়ে হয়েছিল।

—তাহলে কি কারলা মিঃ ভন ব্রেককে পছন্দ করত?

—হ্যাঁ। প্রচণ্ড ভাবে ভালবাসতো তাকে। কতদিন দেখেছি, ভন ব্রেকের বাড়ির ব্যালকনিতে মিস ফ্রান্সিস বসে আছে মিসেস ভন ব্রেকের পোষাক পরে। লিনোক্স ছবি আঁকছে মনের সুখে।

—এবার বলুন, মিঃ ভন ব্রেককে কে খুন করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

ল্যাটিমার খানিকটা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, কি বলতে চান আপনি? মিঃ ভন ব্রেকের মৃত্যু নিয়ে আপনার কি হবে?

—ক্যাপ্টেন ব্র্যাডলির সন্দেহ মিসেস ভন ব্রেক তার স্বামীর খুনের জন্য দায়ী।

—মিসেস ভন ব্রেককে সন্দেহ করার জন্যই তার চাকরীটা গেছে। এর পরেও সে এ নিয়ে কি করে কথা বলতে পারে?

—তাহলে কি আপনার অনুমান ভন ব্রেককে ডিলই খুন করেছে ব্যক্তিগত আক্রোশে।

—এসব আমি কি করে জানব? আর কি জানতে চান বলুন?

—মিসেস ভন ব্রেক বলেছেন তাঁর স্বামী খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু ত্রুটি হলেই ঘোড়ার চাবুক দিয়ে ডিলনকে মারতেন? তাই মনে হয় ডিলন তার মনিবকে খুন করে থাকবে।

—আমিও সেরকম শুনেছি। তবে ডুনানকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি, মিঃ ভন ব্রেক এতখানি নিষ্ঠুর কখনই ছিলেন না। তাই মনে হয় না ডিলন খুনী। ডুনান আমার কথা বিশ্বাস করেনি। তাছাড়া ডিলন যে তার মনিবকে খুন করতে পারে না, তার যথেষ্ট প্রমাণও আছে আমার হাতে।

—কি রকম?

ল্যাটিমার একটা ম্যাপ আমাকে দেখিয়ে বলল, এটা দেখুন, মিঃ ভন ব্রেকের কিচেন এবং তাঁকে গুলিবিদ্ধ করার জায়গাটার মধ্যে কতখানি ব্যবধান। এতদূর থেকে কারোর নিশানা ঠিক হতে পারে?

—একসজাক্টলি সো। অকাট্য যুক্তি। আমি কয়েকদিনের জন্য ম্যাপটা নিচ্ছি।

—আচ্ছা, মিস ভন ব্রেকের কাছে শুনেছি, তিনি নাকি জর্জ ফিফথ হোটেলে ছিলেন? তিনি এবং মিঃ ভন ব্রেক কি প্রায়ই প্যারিসে যেতেন?

—হ্যাঁ। বছরে দু'বার তো নিশ্চয়ই।

—তাঁরা কি সবসময় রিজ হোটেলে উঠতেন?

—হ্যাঁ। ওখানেই সবসময় উঠতেন। তাই জর্জ ফিফথ হোটেল বুক করতে বললে, আমি প্রথমে বিস্মিত হই। কেন এই পরিবর্তন।

—আর একটা প্রশ্ন। প্যারিসে থাকার সময় তিনি জোয়ান নিকোলাস নামে কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন? এই মেয়েটি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মিসেস ভন ব্রেক প্যারিস থেকে ফেরার দুদিন পরে মেয়েটি এসেছিল। ঠিকানাটা জানিনা। তবে সে ওয়েলডেন শহর থেকে এসেছিল, তা নোট বইতে লেখা আছে।

—ওয়েল, তাহলে দেখা যাচ্ছে, মিঃ ভন ব্রেক খুন হন ৬ই আগষ্ট এবং জোয়ান তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে ৮ই আগষ্ট।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—এবং এও দেখা যাচ্ছে মিস বেনেট, কারলা স্ট্রং পরিচয়ে ওয়েলডেনে যায় ৯ই আগষ্ট। আর সেদিন সন্ধ্যায় হেনরি রটল্যাণ্ড পরিচয়ে রয়েসও হাজির হয় ওয়েলডেনে। ১৭ই আগষ্ট মিস বেনেট কিডন্যাপ হয় এবং ঐদিনই খুন হয়। এরপর ঐদিন সন্ধ্যায় রয়েস ওয়েলডেন ছেড়ে চলে যায়। তারপর মিস বেনেটকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তাদের একজন গাড়ী চাপা পড়ে। এইসব দুর্ঘটনাগুলো দেখে আপনার কি মনে হয়?

ল্যাটিমার অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—দু-একদিন অপেক্ষা করুন, সব জানতে পারবেন। অবশ্য এসবই নির্ভর করছে আমার ভাগ্যের ওপর।

ল্যাটিমারের কাছে গিয়ে এবার আমার কেসের জট খুলে যাচ্ছে মনে হল।

লিঙ্কন গাড়ীটা পার্ক করে একটা বারে ঢুকে মিড ডে পত্রিকায় চোখ রাখলাম। গ্লাইন বীচের সেই মোটেলের হত্যাকাণ্ডে আমাকে টামপা পুলিশ সন্দেহের বাইরে রেখেছে।

রয়েসকে একটা ফোন করতে হবে। বুথ থেকে ডায়াল ঘোরাতেই রয়েসকে পাওয়া গেল।

—আপনি কে কথা বলছেন?

—নাম জেনে লাভ কি? লিডিয়া ওয়েলডেন পুলিশ হেফাজতে স্বীকার করেছে, আপনি ভন ব্রেকের হত্যাকাণ্ডে জড়িত। কি বলেন মিঃ রয়েস, নাকি রটল্যাণ্ড বলবো? আঁতকে ওঠার একটা শব্দ কানে এল, রিসিভার রেখে দিলাম।

বারে ফিরে এসে স্যাণ্ডউইচ খেতে গিয়ে লেসিটারকে দেখে চমকে উঠলাম। দেওয়াল ঘেঁষে পালাতে গিয়ে লেসিটারের পায়ের কাছে হোঁচট খেলাম। লেসিটার আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেই আমি মুখ না তুলেই ছুটে গাড়ীতে উঠলাম।

সামবেনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলে ফিরে আইরিন হেরাডকে ফোন করলাম। সে স্বীকার করল মিসেস ভন ব্রেকের হয়ে কারলাকে হার্টলির সামনে মডেল হয়ে বসতে হতো।

আমি ভাবলাম, কারলার মতো একজন শো গার্লের সঙ্গে কোটিপতির স্ত্রী, মিসেস ব্রেকের এত মাখামাখি কেন? কারলাকে তারই মতো দেখতে বলে?

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। 'ক্রাইম-ফ্যাক্টস'-এর সম্পাদক এডুইনের ফোন।

সে জানাল, বার্নি প্যারিস থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। টেলিগ্রামটা পড়ছি : ৩রা আগষ্ট। জর্জ ফিফথ হোটেল, প্যারিস। করনেলিয়া ভন ব্রেকের নামে বুক করা মেয়েটিকে এখানকার সকলে কারলা স্ট্রং বলে সনাক্ত করেছে। এই মেয়েটিই গত বছর ৩রা আগষ্ট এখানে এসেছিল।

মনে মনে এইরকম খবরের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম।

পনেরো

রাত তখন সাড়ে দশটা। টামপা সিটি আধো অন্ধকারে ডুবে আছে। সাম বেনের লিঙ্কন টামপা সিটি থেকে সানফ্রান্সিসকোর হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ভন ব্রেকের এস্টেটের কাছে এসে গাড়ীটা ব্রেক কষল।

—মিসেস ভন ব্রেক নিশ্চয়ই এখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সাম তুমি ফিরে যাও। এখান থেকে ভন ব্রেকের কেবিনে আমি একা যেতে পারব। আমি সামকে বললাম।

—কিন্তু বন্ধু তোমাকে একলা রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছি না।

—তুমি নিচে গিয়ে অপেক্ষা করতে পার। না ফিরলে ওয়েলডেন পুলিশকে খবর দিও।

ভন ব্রেকের কেবিনে ঢুকে মনে হলো, বহুদিন যেন অব্যবহৃত পড়ে আছে। মেঝেয় একপুরু ধুলো। ফার্নিচারে ধুলো থিকথিক করছে। এককোণে ছোট্ট একটা বার। ক্যাবিনেটের ভেতর দামী দামী অ্যালকোহলের বোতল সাজানো। টেবিলের ওপর একটা কাঁচের গ্লাস, তাতে লিপস্টিকের দাগ। বেশ কয়েকমাস এইঘরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বেশ বোঝা যাচ্ছে।

পায়ের নীচে দামী হলুদ কার্পেট। নীচু হয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ দেখি কার্পেটের নীচে কাঠের তক্তা। পকেট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার বার করে স্ক্রুগুলো খুলে দেখি তক্তার নিচে একটা কঙ্কাল। অবশ্যই সেটা টেড ডিলনের। বুকের বাঁদিক ঘেঁষে গর্ত দেখে মনে হলো খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল।

আমার কাজ শেষ। তক্তার স্ক্রুগুলো এঁটে কার্পেট ঢেকে দিলাম।

কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

ছুটে পালাতে গিয়ে মিসেস ভন ব্রেকের হাতে ধরা পড়তে হলো। তাঁর হাতে পয়েন্ট টোয়েন্টি টু অটোমেটিক। পরনে কালো সিল্কের শার্ট, কালো স্ল্যাক্স।

তীক্ষ্ণ গলায় হুকুম দিল, এক পাও নড়বে না। বন্দুকটা ফেলে দাও।

তার হুকুম মানতেই হলো।

কোন সন্দেহ নেই যে, মিসেস ভন ব্রেকই ডিলনের হত্যাকারী। আমাকে হয়তো চিনতে পারেনি, তাই এখনো গুলি চালাচ্ছেন না।

—এখানে তুমি কি করছ, কে তুমি?

—আমার নাম জানতে চাইবেন না শ্রীমতি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আর আসবো না।

—তা তুমি কি গাড়ীতে এসেছো? লাইসেন্স দেখাও।

—হ্যাঁ, গাড়ীতে এসেছি। লাইসেন্স কাছে নেই, গাড়ীতে পড়ে আছে। এনে দেবো।

— না, বসো। আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। রিভলবারটা আমার দিকে তাক করে রিসিভার তুলল।

আমি ভাবলাম, এখন লেসিটারের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। বললাম, শুনুন মিসেস ভন ব্রেক, লেসিটার একবার আপনার কার্পেটটা তুললে আপনাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

কথায় কাজ হলো, রিসিভার রেখে দিলো।

—আপনি মিঃ স্ল্যাডেন, তাই না?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা এখন দু'জনে একইভাবে আটকে গেছি।

মিসেস ভন প্রতিবাদ করে উঠল, কথাটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, আমার ক্ষেত্রে নয়। খুনের অপরাধে পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।

কিন্তু ডিলনকে কি আপনি ভুলে গেছেন?

—আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না তার জীবনে কি ঘটেছে। আমার নিজেকে বাঁচানোর গল্পটা হবে এইরকম। মাঝরাতে ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ছুটে এসে দেখি আপনি, যাকে পুলিশ খুনের দায়ে খুঁজছে। ভাবলাম এখানে লুকোতে চাইছেন। আপনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, তখন প্রাণের দায়ে আপনাকে গুলি করতে বাধ্য হলাম। ব্যস।

—ডিলনের মতো আমাকে খুন করে লোপাট করা অত সহজ নয়। তার চেয়ে বলি আপনি আমার কথা শুনুন।

—আমি কারোর হুকুম মানি না।

—আপনি যে আপনার স্বামীকে খুন করেছেন, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।

—আপনি সেটা প্রমাণ করতে পারেন? ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল। আমার বুক কাঁপতে লাগল।

—হ্যাঁ। পারি। রয়েসের লোভ ছিল গোল্ডেন অ্যাপেল ক্লাবের ওপর। আর আপনার স্বামী সেটা বিক্রী করতে রাজী ছিলেন না। আপনি এবং রয়েস পরস্পরকে ভালবাসতেন। এ ব্যাপারে আপনি আপনার স্বামীর অগাধ টাকার প্রতি লোভে স্বামীর খুনের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে চান। আপনি ভাল করেই জানতেন আপনার মোটিভটা খুবই স্পষ্ট হওয়াতে সব সন্দেহ আপনার ওপর গিয়ে পড়বে। তখন স্বামীকে খুনের মতলব হাসিলের একটা বিশেষ সুবিধা করে দিলো মিস ফ্রান্সিস বেনেটকে বাড়ীতে সঙ্গে এনে। হুবহু আপনার মত দেখতে তাকে। তখন আপনি প্যারিসে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। রয়েসকে বললেন ফ্রান্সিসের কথা।

—এরপর রয়েস ফ্রান্সিসের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় চালিয়ে যায়। ফ্রান্সিসের সঙ্গে আপনার চেহারার হুবহু মিল সন্দেহ করার উপায় নেই। রয়েস তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে আপনার নাম নিয়ে প্যারিসে পাঠায়। আপনি তাকে আপনার পোষাক, পাশপোর্ট দেন এই স্বার্থে তাহলে টামপা সিটিতে বসে আপনার স্বামীকে খুনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। পাছে কোন খুঁত থেকে যায় তাই রিজ হোটেলের বদলে জর্জ ফিফথ হোটেল বুক করান। নতুন হোটেলে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

—তাই বুঝি? কিন্তু এতে আমি যে আমার স্বামীকে খুন করেছি, এটা কি প্রমাণ হয়?

—আরো আছে। শুনুন। ডিলন মাঝে মাঝে বুনো হাঁস সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যেতো। আপনার স্বামীরও অভ্যাস ছিল রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে।

—কিন্তু ডিলনও যে জঙ্গলে যাবে সে খবর আমি জানতে পারি কি করে?

—হ্যাঁ, আপনি ছাড়া ডিলনের কথা আর কে জানবে বলুন?

—তার মানে কি বলতে চান আপনি?

—আপনার সঙ্গে ডিলনের অবৈধ প্রেম ছিল। আগের রাতে আপনি ডিলনকে এক ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্ট ধরে রেখে সারারাত স্ফূর্তি করেন। পরদিন ডিলনের পোষাক পড়ে ভন ব্রেকে এস্টেটে ফিরে যান। আপনার স্বামী আপনাকে প্রথমে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যান, তিনি জানতেন আপনি তখন প্যারিসে। তখন তিনি আপনাকে আলিঙ্গন করতে গেলে খুব কাছ থেকে আপনি তাঁকে গুলি করেন। তারপর মাথায় হেলমেট, চোখে গগলস পড়ে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেরিয়ে যান আপনি। এরপর ডিলনকে খুন করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি আপনাকে। তাকেও খুন করে এই ঘরেরই মেঝের নিচে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এরপরও আপনি অস্বীকার করতে পারেন, আপনি আপনার স্বামীকে খুন করেননি।

—না, আমি আমার স্বামীর হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই আমাকে ডির্ভোস দিচ্ছিল না। তাই তাকে খুন করতে বাধ্য হই।

—তাহলে এবার আসুন, একটা রফা করা যাক। আপনার ভালর জন্যেই বলছি।

—না, কোন রফা নয়—সে খিঁচিয়ে উঠল, কোন রফা নয়।

এবার সে রিভলবারের ট্রিগারে বুড়ো আঙুলটা রেখে বলল, আপনি আমাকে ব্লাফ দিচ্ছেন, নিন প্রস্তুত হোন।

—মিঃ স্ন্যাডেন, প্রস্তুত হও। ঈশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা জানাও। তুমি ক্রাইম গল্পের লেখক। তোমার খুনের গল্প এবার আমি লিখব। তুমি আমাকে খুন করতে এসেছিলে, নিজের প্রাণ বাঁচাতে তোমাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি। এরপরেও বলো আমাকে পুলিশ সন্দেহ করতে পারবে?

হা—হা—হা বিকট অট্টহাসি। মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। এ আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এক .... দুই ....

শেষ পজিশন নেওয়ার আগে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। একটা সোফার আড়ালে গেলাম। মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।

অন্ধকারে মিসেস ভন ব্রেক আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। তার দুটো গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এরপর সে আমাকে তার হাতের নাগালে, মাত্র ছ ফুট দূরত্বের ব্যবধানে পেয়ে গেল।

মাত্র একটা গুলিই আমার বুকটা ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। অস্ত্রহীন একজন অসহায় পুরুষের জীবন এখন এক স্বৈরিণী নারীর দয়ার ওপর নির্ভর করছে।

হা .... হা .... হা

আবার সেই পৈশাচিক হাসি।

—এবার তোমার খেল খতম মিঃ ম্যাডেন। ট্রিগার টিপতে যায় সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে জানালায় সার্জেন্ট লেসিটারের ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। তার হাতে পয়েন্ট ফরটি ফাইভ অটোমেটিক।

—আর এক পা-ও নড়বেন না, মিসেস ভন ব্রেক। হাত থেকে অস্ত্রটা ফেলে দিন।

চকিতে মিসেস ভেন ঘুরে দাঁড়ালো। লেসিটারের রিভলবার গর্জে উঠল, মিসেস ভন ব্রেকের রিভলবারকে লক্ষ্য করে। সেটা ছিটকে পড়ল। লেসিটার রিভলবারটা এরপর আমার দিকে ঘোরালো।

এতো বাঘের মুখ থেকে সিংহের মুখে পড়া।

—হাত নামাও বন্ধু। লেসিটার বলল।

—আশ্চর্য! তুমি আমায় মারলে না?

—সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে কেউ হত্যা করে?

—তার মানে তুমি এখন আমাকে হার্টলির হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করো না?

—না, এখন তো নয়ই। আগেও করতাম না। লেসিটার হাসতে হাসতে বলল, সন্দেহ করলে কি এভাবে বাঁচাতাম?

—তোমার উদ্দেশ্য কি?

—খুবই সৎ। তুমি 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-এর লেখক। ওয়েলডেনে ফিরে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার কেসের গল্পটা লিখে ফেল। আশা করি আমার নামটা লিখতে ভুলবে না।

—তাতে তোমার লাভ?

—লেখাটা বেরোলে টামপা সিটি পুলিশের দুর্নীতির ওপর সরকারের নজর পড়বে। আমার বিশ্বাস আগামী ছ' মাসের মধ্যে কারসন, ডুনান, ম্যাথিসকে সরিয়ে আমি পুলিশের সর্বময় কর্তা হতে পারবো।

—তাহলে আমার কাজের ওপর তোমার বরাবর সমর্থন ছিল?

—অফকোর্স! লেসিটার হাসতে হাসতে বলল, তুমি লেখক হিসেবে নাম করতে চাও, আর আমি চাই পুলিশের সর্বোচ্চ পদ। তোমার লেখাটা বেরোনোর ওপর আমার পদ পাওয়াটা নির্ভর করছে। তাই তোমাকে খুন করে আমি আমার উন্নতির পথ কি করে বন্ধ করি বলো। এখন বুঝলে আমার উদ্দেশ্য কত সৎ এবং মহৎ।

এই বলে লেসিটার ম্যাথিসকে ফোন করতে চলে গেল।

ম্যাথিস আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে আমি মনে মনে এই গল্পের কাহিনী বার্নিকে ফোনে বলছি। বার্নি শর্টহ্যাণ্ডে লিখছে।

আমি ভাবছি 'ক্রাইম ফ্যাক্টস'-এর যে সংখ্যায় এই কাহিনী প্রকাশ হবে, তার প্রচ্ছদে আমার ছবি কেন ছাপা হবে না?

পরক্ষণেই সম্পাদক এডুইনের মুখটা মনে পড়ে গেল। সে যা লোক, তার ম্যাগাজিনে স্টাফ লেখকের প্রচার সে কখনো চায়নি। আমার ক্ষেত্রেও তার মনোভাবের পরিবর্তন হবে না, আমি ভালরকমই জানি।

শ্যাডো শ্যাডো বিউটি

সেন্ট লুই থেকে বন্দর শহর নিউ অর্লিয়েন্সে মেলভিন যখন পৌঁছল, তখন মধ্যরাত্রি পার না হলেও ঘড়ির কাঁটা অনেকক্ষণ আগেই এগারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কদিন ধরে নিউ অর্লিয়েন্সের আবহাওয়া খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। প্রায়ই দিনে রাতে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাতাসের দাপটও বাড়ছে।

তার এসব জানার কথা নয়। তার আঠাশ বছরের জীবনে সে এই প্রথম নিউ অর্লিয়েন্সে এল। ট্রেনে আসার সময় সহযাত্রী দুই বৃদ্ধের কথোপকথনের থেকে শুনেছে।

সে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন উত্তর পার হয়—নির্দিষ্ট টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি। হাওয়ায় শীতের ঝলসানো দাঁত। কয়েক মিনিটেই হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। কিন্তু বন্ধু আভেরিকে দেখতে পেল না! অবশ্য এই সময় বন্ধুকে দেখবার আশা করাটা অন্যায় ছাড়া কিছু নয়। আটটার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছবার কথা ছিল। ঘড়ি দেখল এখন রাত এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। নিশ্চয়ই আভেরি এতক্ষণে ওর জন্যে অপেক্ষা করে ফিরে গেছে।

ঠিকানাটা তার জানাই আছে। হোটেল মুনলাইট। কিন্তু এই দুর্যোগের রাত্রে চাঁদের আলোয় কোথায় সে খুঁজবে? কি করে ইলেভেন বাই থ্রি কম্পটন স্ট্রীটের হদিস বার করবে? অসম্ভব।

পকেট থেকে সিগারেটের কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে ধরল। খুবই সস্তা দামের সিগারেট। বছর খানেক আগেও মেলভিন চিন্তাও করতে পারে নি যে তাকে কোন দিন এমন সস্তার সিগারেট খেতে হতে পারে।

একান্ত বাধ্য হয়েই এখন খেতে হচ্ছে। মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে যায়, কিন্তু কোন উপায় নেই। লাইটারের জন্যে হিপ্ পকেটে হাতড়াল—নেই। খোয়া গেল কেমন করে ভাবতে পারল না। হঠাৎই এক টুকরো আগুন তার চোখের সামনে নেচে উঠল। চমকে পাশের লোকটার দিকে তাকাল, সিগারেট ধরিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে জোরে জোরে কটা টান দিল।

বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে ক্রমশঃ নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। নিজের বোকামির জন্যেই এই ভোগান্তি। তার নিউইয়র্ক যাওয়ার কি দরকার ছিল? তার তো এটা জানাই ছিল যে ফ্লোরার সাথে দেখা হলে অপমানিত হতে হবে। নির্বোধ—নির্বোধ নিজেই নিজেকে ধিক্কার করল মেলভিন। পরিণাম স্বরূপ এমন অচেনা শহর, রাত্রি এবং বৃষ্টি।

পকেটের অবস্থা ভাল হলে তো আর ভাবনার কোন কারণ ছিল না। পকেটে যদি যথেষ্ট ডলার থাকে তবে জাহান্নামেও আরামের খামতি হয় না। মেলভিনের অভাবটা আসল জায়গাতেই।

সে অচেনা শহরটার পথের দিকে অলস চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। পথ প্রায় জনশূন্য। শুধু মাঝে মধ্যে দু-একখানা গাড়ী যাতায়াত করছে। জায়গাটা শহর থেকে সামান্য দূরে আভেরির কাছেই শুনেছিল। মেক্সিকো উপসাগরের ধারে শহর বন্দর ফ্লোরিডা। সেটা ধনীদের রাজত্ব। আর মেক্সিকো উপসাগর থেকে উৎপত্তি মিসিসিপি নদীর ধারে বন্দর শহর নিউ অর্লিয়েন্স। এখান থেকে ব্রিটেনে শুধু গাঁট গাঁট তুলো রপ্তানী হয়। ব্রিটেন হল আমেরিকার তুলোর প্রধান ক্রেতা।

কিন্তু মেলভিনের তাতে কি এসে গেল? রাত বাড়ছে দোকানের বন্ধ দরজার পাশে তারা দুটো প্রাণী। যদিও সে লোকটার দিকে এক নজর তাকিয়েই বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। দেখলেই মনে হয় পাকা শয়তান।

পাশের লোকটা প্রথম কথা বলল, আপনাকে নতুন দেখছি শহরে? কথাটা শেষ করে, খুক খুক করে কাশল।

মেলভিন বিরক্তি বোধ করল। লোকটার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। তার নিজের ওপর রাগটা ক্রমশঃ বাড়ছিল। বেহেড বোকা সে। পয়সা নেই তাই—পয়সা থাকলে ফ্লোরার মতো অনেক সুন্দরী মেয়েই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেত।

যতদিন পয়সার জোর ছিল ফ্লোরা তো ততোদিনই ছিল। সে ফ্লোরার প্রতি বিশ্বাসী ছিল বলেই তো অন্য মেয়েদের নিয়ে খুব একটা ঘাটাঘাটি করেনি। কিন্তু লাভটা কি হল? ভালবাসা সব মিথ্যে, দুনিয়ায় পয়সাটাই সব। পয়সার জন্যেই তো তার এখানে ছুটে আসা।

বৃষ্টিটা আজ থামবে না বুঝলেন, লোকটা বলল। আগের মতই খুক খুক করে কিছুটা কেশে নিল। কথাটা শেষ করল এই বলে, কদিন-ই দেখছি বিশ্রী বৃষ্টি। ভাল লাগে, আপনিই বলুন?

মেলভিন ভুরু কোঁচকালো। এই প্রথম লোকটাকে ও ভাল করে দেখল। মনে হয় কোন জাহাজের নাবিক। বয়েস প্রায় চল্লিশ-টল্লিশ হবে। উচ্চতা ছ' ফুটের মতো। একটু কুঁজো ভাব আছে। চেহারা পাকানো দড়ির মতো শক্ত। গায়ের রং রোদে জলে কিছুটা বিবর্ণ, লম্বাটে মুখে কুতকুতে চোখ, পুরু ঠোঁট—দাঁতগুলো একটু বড়। কিন্তু কোন উত্তর দিল না কথার। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, কারোর জন্যে অপেক্ষা করছেন নাকি? কথাটা শেষ করে এবার না কেশে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

হাসিটা দেখেই মেলভিনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে। রাস্তার দিকে তাকাল—শুন্য বৃষ্টিতে লাইট পোস্টের আলোগুলো ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

বুঝতে পারছি আমার ওপর বিরক্তি বোধ করছেন লোকটা বলল, আমার নাম রিচার্ড। আমি রাত নটা থেকে একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। অবশ্য তার আটটার সময় আসার কথা ছিল।

মেলভিন শুধু শুনে গেল। উত্তর দেওয়ার তার দায় নেই। সে নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছে। সে ভাবতে পারেনি যে এমন হবে। ফ্লোরার ব্যবহারে আজ তার মনে খুবই আঘাত লেগেছিল। নিউ ইয়র্কের চোদ্দ নম্বর স্ট্রীটের অফিস বাড়িটার ওপর শেষ বারের মতই ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। মালিকের সুন্দরী স্টেনো নিশ্চয়ই সুখেই আছে।

লোকটা অর্থাৎ রিচার্ড নিজের মনেই বলতে লাগল, বন্ধুর অনুরোধ রাখতে আসা, আভেরিটা পাকা শয়তান। ব্যাটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে.... আমার ভাগ্যটাই খারাপ বারোটা দশের গাড়ীটা পর্যন্ত দেখবো। কিন্তু তারও তো অনেক দেরি। হঠাৎ মেলভিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা কি করি বলুন তো মিঃ....

মেলভিন অবাক হল। রিচার্ডকে দেখল। জিজ্ঞাসা করল, আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?

এখানে আপনাকে আর আমাকে ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি যখন কেউ নেই তখন আপনাকে ছাড়া আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো বলুন? রিচার্ড তার বড় বড় দাঁত বার করে হাসল। বলল, আমার কথা বলার মধ্যে অবশ্য সামান্য একটু ভুল হয়েছে। রাস্তার ওপারের দিকে একটু কোনাকুনি তাকিয়ে দেখুন, ওই যে দোকানটার দরজার সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার এখানে আসবার পরেই উনি এসে আমাকে লক্ষ্য রাখছেন। ওনার নাম সার্জেন্ট ডন। জবরদস্ত পুলিশ অফিসার। সেইজন্যেই আপনাকে বলছি যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার কাছ থেকে বিদায় হন। মেলভিন রিচার্ডের কথা শুনে একটু শঙ্কিত হল। বলল, সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছে তো আমার কি?

রিচার্ড হাসল, বলল, আপনি যে আমার সঙ্গে রয়েছেন। ওদের চিন্তার তো কোন তল নেই। যদি আপনাকে আমার বন্ধু বলে ভেবে বসে।

আমি আপনার বন্ধু হতে যাব কোন্ দুঃখে? মেলভিন একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলল। নেহাৎ দায়ে পড়েই আমি এখানে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি।

জানি জানি! রিচার্ড হাসে বলল, আমি কিন্তু আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

আমার জন্যে? মেলভিন রীতিমত অবাক হল। বলল, আমি বিশ্বাস করি না।

সেটা আপনার ইচ্ছা। ইলেভেন বাই থ্রি কম্পটন স্ট্রীটে হোটেল মুনলাইটে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এই রাস্তা ধরে মিনিট তিনেক এগিয়ে গেলেই ডানদিকে একটা রাস্তা পাবেন,

সেই রাস্তা ধরে মিনিট দুয়েক হেঁটে বাঁদিকে বেঁকে যাবেন—সামনেই হোটেল। আপনার বন্ধু অ্যাভেরি আগামী কাল সকাল দশটার আপনার সঙ্গে দেখা করবে। খাদ্য পানীয় সব পাবেন। সার্জেন্ট আটকালে বুঝে শুনে উত্তর দেবেন। আচ্ছা গুড নাইট।

মেলভিন একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বৃষ্টি মাথায় পথে নামল, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। রিচার্ডের কথা মিলে গেল। সার্জেন্ট এগিয়ে এল ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন মিঃ....

মেলভিন রজার্স। মেলভিন বলল, যাব হোটেল মুনলাইটে।

কোথা থেকে আসছেন?

সেন্ট লুই থেকে, ঠিকানাটাও মেলভিন বলে দিল।

ওই লোকটাকে আপনি চেনেন?

আপনি কোন্ লোকটার কথা বলছেন সার্জেন্ট?

ওই যে যার সাথে কথা বলছিলেন?

জীবনে এই প্রথম দেখলাম, আমার দুর্ভাগ্য। নিউ অর্লিয়েন্সে এসে প্রথম একটা বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়লাম।

সার্জেন্ট ভন হেসে বলল, সত্যি লোকটা পাগল। আচ্ছা, গুড নাইট।

মেলভিন দ্রুত পা চালিয়ে পথটা পার হল। হোটেল মুনলাইটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। কাঁচের দরজার বাইরে থেকে ভেতরটা দৃষ্টি গোচর হল। ভেতরটায় আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। তবু যা দেখল তাতে তার গাটা ঘিন-ঘিন করে উঠল।

জাহাজীদের বেলেল্লাপনা, স্বল্পবাস মেয়েগুলোর ন্যাকামী। তবু তাকে ভেতরে ঢুকতে হল আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা তিনেক মেয়ে ছুটে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। শুরু হল টানাটানি। দেখতে দেখতে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত। অবশেষে ম্যানেজারের হস্তক্ষেপে মেলভিন যখন মেয়েদের হাত থেকে মুক্তি পেল তখন সে রীতিমত হাঁফাচ্ছে।

ম্যানেজার বিনীত ভাবে ক্ষমা চেয়ে বলল, আমার যদি ভুল না হয় তাহলে আপনি নিশ্চয়ই মিঃ রজার্স?

ক্লান্ত মেলভিন উত্তর দিল, আপনার অনুমানই ঠিক।

আপনার নামে সেকেণ্ড ফ্লোরে আট নম্বর রুম বুক করা আছে। ম্যানেজার বয়কে ডেকে চাবি দিয়ে মেলভিনকে ঘরে পৌঁছে দিতে বলল।

ছোট্ট তিনতলা হোটেল, লিফটে করে ওপরে উঠে ঘরের চাবি খুলে দিল বয়। ঘরে ঢুকে মেলভিন থমকে গেল। সরু এঁদো গলির মধ্যে হোটেল। হোটেলের নীচের তলাটাকে বার না বলে নরককুণ্ড বলাই উচিত, কিন্তু ঘরটা যে কোন পাঁচ তারা মার্কা হোটেলের ঘরকেও হার মানায়।

দেখতে দেখতে খিঁচড়ে যাওয়া মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। বয়টা ঘরের সব কিছু দেখিয়ে দিল। জানতে চাইল ড্রিঙ্কস দেবে কিনা।

মেলভিন বলল, কোল্ড বীয়ার। বয় চলে গেলে মেলভিন তার এ্যাটাচি খুলে ঝটপট ছোটখাটো জিনিসগুলো সাজিয়ে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বেরুতেই বয় বীয়ার নিয়ে হাজির। টিভিটা চালিয়ে দিয়ে সে বীয়ারের পাত্রে চুমুক দিল।

তার হঠাৎ আভেরির কথা মনে পড়ল। আভেরি ব্রাগেঞ্জ। বছর আট আগে জেনিভায় আলাপ হয়েছিল। মেলভিন তখন ওখানে পড়াশোনা করছিল। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। আভেরিও তখন ছাত্র ছিল। অবশ্য মাস কয়েক পর পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ও দেশে ফিরে এসেছিল।

আভেরির আমন্ত্রণে মেলভিন সেন্ট লুই থেকে নিউ অর্লিয়েন্সে এসেছে। নিজের দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটাতে এসেছে, কিন্তু সে জানে না কেমন করে তার দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটবে।

আভেরির কথায় ঠিক বিশ্বাস করে না, একটা কিছু করার জন্যেই তার এখানে আসা। যদিও তার দেরীর জন্যে আভেরির সাথে দেখা হল না, কিন্তু তার ব্যবস্থাপনার জন্যে বন্ধুকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল সে। ধন্যবাদ দিল এই জন্যে যে আভেরি নিছক চাল মারেনি তার কাছে।

মাস খানেক আগের কথা। সে নিউইয়র্কে চোদ্দ নম্বর স্ট্রীটে ফ্লোরার সন্ধানে গিয়েছিল। দেখা হয় নি। অফিসে খবর নিয়ে জানতে পেরেছিল ফ্লোরা তার বসের সঙ্গে অফিসের কাজে ট্যুরে গেছে। অবশ্য অনেক কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর প্রকৃত সত্যটা তার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছিল। স্টেশনে হঠাৎই আভেরির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মেলভিন ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আভেরি। বলেছিল, মিঃ আমাকে চিনতে পারছো?

মেলভিন অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল আভেরিকে বলেছিল, দুঃখিত, আপনাকে চিনতে পারলাম না।

আভেরি মুচকি হেসে বলেছিল আমাদের বন্ধুত্বের মেয়াদ খুব একটা দীর্ঘদিনের না হলেও বন্ধুকে আমি কিন্তু দীর্ঘদিন পরে দেখে চিনতে ভুল করিনি।

কিন্তু আমি ঠিক আপনাকে ....।

আমি আভেরি, আভেরি ব্রাগেঞ্জ তোমার জেনিভার কথা মনে আছে?

আভেরি! লজ্জিত ভাবে আভেরির একটা হাত চেপে ধরেছিল মেলভিন। আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু। আমি ঠিক....।

হেসে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল আভেরি। বলেছিল দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই বন্ধু। আমাকে যে চিনতে পেরেছো এতেই আমি আনন্দিত এবং জীবনে নিশ্চয়ই তুমি প্রতিষ্ঠিত?

দুঃখিত হৃদয় ও চিন্তাচ্ছন্ন মেলভিন আভেরির শেষ কথায় হেসে ফেলেছিল। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু দেখেছিল। বেশভূষায় প্রাচুর্যের চিহ্ন। তার নিজেকে বড় দীন মনে হয়েছিল। বলেছিল, আমার কথা ছাড়ো। আগে তোমার কথা শুনি, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশ ভালোই আছ?

সত্যিই ভাল আছি। আভেরি হেসে বলেছিল, আবার যদি কোনদিন দেখা হয় তোমাকে আমার কথা শোনাব। লস এঞ্জেলস্ যাব। ট্রেন আসতে আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে।

আমি যাব সেন্ট লুই। নিউইয়র্কে এসেছিলাম কিছু কাজে। নিজের ঠিকানা জানিয়ে মেলভিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, যদি কোনদিন সেন্ট লুই আস, দেখা কোর গল্প করা যাবে। ওই আমার ট্রেন আসছে, বিদায় বন্ধু।

ট্রেন এসেছিল। বিদায় নিয়ে ট্রেনে উঠেছিল মেলভিন।

ফ্লোরার সঙ্গে বছরখানেক আগে তুচ্ছ কারণে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কারণটা খুবই তুচ্ছ। ফ্লোরা সেন্ট লুই থেকে নিউইয়র্ক চলে এসেছিল, মেলভিন সম্পর্কটা স্বাভাবিক করার অনেক চেষ্টা করেছিল—সফল হয়নি।

ফ্লোরার হয়তো কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু মেলভিনের দূর্ভাগ্য শুরু হয়েছে হঠাৎই। দুম করে একদিন দামী চাকুরীটা চলে গেল। এক প্রকার বিনা নোটিশেই।

অবশ্য তার নিজের দোষেই চাকুরীটা গেছে। তারপর থেকে রীতিমতো যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একটা পছন্দসই চাকুরী জোটাতে পারেনি।

পর পর শুরু হয়েছে নানান ঝামেলা। মাত্র দু তিনটে মাসে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। পেটের দায়ে উঞ্ছ বৃত্তি পর্যন্ত করতে হয়েছে। নামী হোটেলে যে মেলভিন একদিন দেদার ডলার খরচ করেছে, সেই কিনা কোমরে ন্যাপকিন জড়িয়ে হোটেলের ডিস ধুয়েছে। ভাগ্য ছাড়া আর কি? ফ্লোরার চলে যাবার সাথে সাথেই তার দূর্ভাগ্যেরও শুরু হয়েছে। নিজেকে নিজের মনে পড়ল তার। বাবা ছিলেন বিশ্ব বাউন্ডুলে। লস এঞ্জেলসে পৈত্রিক ব্যবসা ছিল কিন্তু মাকে বিয়ে করার পরই ব্যবসায়ের পাট তুলে দিয়ে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন রুমানিয়ায়। সেখানেই তার জন্ম। জন্মের বছর দুই পরে বাবার মৃত্যু।

মা তারপর একজন প্রকৃত ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিলেন। সে বড় হয়েছে ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে। পালক পিতার বদান্যতায় জেনিভা আর প্যারিসের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছে।

ফ্লোরার সাথে বছর দুই আগে প্যারিসে আলাপ। আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা। ফ্লোরা দর্শনের ছাত্রী ছিল।

বাইরে থেকে কেউ দরোজায় নক্ করলে মেলভিনের চিন্তাজাল ছিন্ন হল। বীয়ারের গ্লাস হাতে উঠে দরজা খুলল। রুম বয় জিজ্ঞাসা করল, আপনার রাতের খাবার কি এখন দেব?

মেলভিন বলল, দাও আর রুম-বয় চলে যাওয়ার পরই ঘরের টেলিফোনটা ঝন্-ঝন্ করে বেজে উঠল। ও টেলিফোন ধরল। বলল, হ্যালো, আমি মেলভিন কথা বলছি। আপনি কে? অন্য প্রান্ত থেকে আভেরি বলল, আমি আভেরি। তোমার পৌঁছনোর খবর আমি পেয়েছি। একটা বিশেষ কাজের জন্যে চলে আসতে হল বলে দুঃখিত। কোন অসুবিধা হয়নি তো? বল, এখন কি করছো?

না এখনো কোন অসুবিধা হয়নি। মেলভিন বলল, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে এখন তুমি কোথায়?

তোমার কাছ থেকে শ' তিনেক মাইল দূরে। মলিকের ফার্মে আসতে হয়েছে। আগামী কাল সকাল দশটা নাগাদ দেখা হবে।

যে লোকটা আমাকে রিসিভ করেছে, রিচার্ড, ওটি কে?

আমারই মতো একজন কিন্তু কেন বলতো?

দেখে মনে হয়েছিল খুবই সৎ এবং সরল। সেই জন্যেই খোঁজ নিচ্ছি।

ঠিকই বলেছো, রিচার্ডকে দেখলে খুব সৎ এবং সরল বলেই মনে হয়। যাক ওসব কথা পরে হবে, এখন বল রাত্রিটা কিভাবে কাটাতে চাও?

নিশ্চয়ই জেগে নয়।

উষ্ণ সান্নিধ্যের অভাব বোধ হয় মনে জাগছে না তো?

জাগছে না একথা বলি কেমন করে?

ব্যবস্থা করবো নাকি? তুমি নিজে আসবে? ও প্রান্ত থেকে আভেরির হাসি শুনতে পেল মেলভিন। ফোনটা রাখার আগে আভেরি শুধু বলল, গুড নাইট বন্ধু।

রুম-বয় রাতের খাবার দিয়ে গেল, অনেক দিন এমন সুখাদ্য তার জোটেনি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল কিন্তু খেতে পারল না। রুম-বয় এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেল আর মেলভিনের একটা কথাই মনে হল, সে-কি নিউ অর্লিয়েন্সে এসে ভুল করল?

দিন পাঁচেক আগে সেন্ট লুইয়ে আভেরির উদয়। মেলভিন দিনগত পাপক্ষয় শেষ করে সবে মাত্র তখন আস্তানায় ফিরেছে। ক্লান্ত শরীর, তার থেকেও ক্লান্ত মন। জীবনের প্রতি ক্রমশঃ মমতা-হারা হয়ে পড়ছে। এভাবে চলা যে সম্ভব নয় বুঝতে পারছিল। ফ্লোরার সুন্দর মুখ আর লোভনীয় দেহটাকে যদি বীভৎস ও বিকৃত করে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত।

সম্ভব নয়। সে পরাজিত। রিক্ত নিঃস্ব ফ্লোরার চলে যাওয়ার সঙ্গে তার দুর্ভাগ্যের সূচনা নয়, কর্মক্ষেত্রে গোলমালের আভাস পেয়েই ফ্লোরা সরে পড়েছিল। থাকলে হয়তো সামলে নেওয়া সম্ভব হত—হয়নি।

আভেরি হঠাৎই এসেছিল। বিনা ভূমিকায় বলেছিল, মেলভিন তোমাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

কথাটা শুনে সে অবাক হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাদের বলতে?

আভেরি নিজেকে সামলে নিয়েছিল। বলেছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানে।

কিন্তু আভেরি, আমি তো ব্যবসায়ের কিছুই বুঝি না। বলেছিল মেলভিন, আমাকেই বা হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন?

আমরা একজন সৎ এবং কর্মঠ কর্মী চাই। আভেরি গম্ভীর হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল প্রথমে হঠাৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ তার উচিত হয় নি। বলেছিল, চিন্তা করে দেখ, কিন্তু আমাদের প্রয়োজনটা খুবই জরুরী। যদি মনস্থির কর দু' চার দিনের মধ্যেই তোমাকে নিউ অর্লিয়েন্সে পৌঁছাতে হবে। অর্থের ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না। এখন বল তোমার কর্ম জীবন কেমন চলছে?

মেলভিন বলেছিল, ভালই চলছিল কিন্তু বর্তমানে আমি বেকার ঠিকে কাজে নিযুক্ত, যখন যা পাই।

তাহলে তোমার নিউ অর্লিয়েন্স যেতে কোন বাধা নেই তো?

তা নেই। কিন্তু কাজটা কী?

হিসাবের কাজ। তুমি নিশ্চয়ই পারবে, লক্ষ লক্ষ ডলারের ব্যাপার। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই চিন্তা করছিলাম। এখন বল তুমি কবে যেতে পারবে?

দিন ঠিক হয়েছিল। আভেরি বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। তার পর অবশ্য মেলভিন চিন্তা করেছিল। আভেরির আচরণ তার সন্তোষজনক মনে হয়নি। কেমন যেন সন্দেহ লেগেছিল। কাজটা কি?

আবার দরজার বাইরে থেকে কেউ নক করছে। মেলভিনের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়েছিল। দরজা খুলতেই ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকেছিল এক যুবতী।

কণ্ঠে জলতরঙ্গের সুর। অভিমান অনুযোগ অনুরাগ সরিয়ে বলেছিল, ওঃ ডার্লিং, তুমি কি বলতো কতক্ষণ ধরে যে দরজায় নক্ করছি, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? দেখ না, হাতটা কেমন লাল হয়ে গেছে। সত্যি করে বলতো তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে—না, আমি আসবো না ধরে নিয়ে বসে বসে মজা দেখছিলে? তুমি বিশ্বাস করো আমি কখনো কথার খেলাপ করি না। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যত নষ্টের মূলে বাইরের ওয়েদার ন্যাষ্টি। ওঃ ডার্লিং তুমি কি এখনো আমার ওপর রাগ করে আছ?

মেলভিন হতভম্ভ— কিছুটা বিস্মিত! দু' চোখে তার ঘোরের ভাব। ভাবুক মনটা তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ ভাবায়, মজা করে। ছ' ফিট তিন ইঞ্চি উচ্চতার একটা মানুষের শরীর। বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু তার মনটাই সব কিছু গণ্ডগোলের মূলে।

মনের কোথায় যেন একটা খেয়ালী ভাব আছে তার। ফ্লোরা চলে যাওয়ার পর বিরহ তার সর্বনাশের মূল কারণ।

কর্তৃপক্ষ তাকে একটা শেষ সুযোগ দিয়েছিল—নেয় নি। এবং ফ্লোরার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর অন্য মেয়ের সঙ্গে তার দৈহিক মিলন যে একেবারেই হয়নি তাও নয়। শরীরের জন্যে নেহাৎ আহার্য গ্রহণের মতই ব্যাপারগুলো ঘটেছে এবং এখন হোটেলের ঘরে যুবতীর আর্বিভাবে বেকুফ না বনলেও খুব একটা উৎসাহিত হল না।

সে শুধু ভাবছে তার জীবনের গতি কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে। নিউ অর্লিয়েন্সে আসার পর থেকে সে কেমন যেন একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। ভয়? জীবনে ভয় জিনিসটাকে সে কখনো সহ্য করেনি। ককেশাসের পাহাড়ের মতই সে কখনো-কখনো কঠিন ও কঠোর হয়ে উঠতে পারে।

যুবতী মেলভিনকে চুপ করে থাকতে দেখে তড়বড়িয়ে উঠল, ওঃ নটি বয়, কি ভাবছো বলতো তুমি?

মেলভিন ওকে দেখছে। তার চোখে জরিপের দৃষ্টি। মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল। ওষ্ঠে মৃদু হাসির একটা সুক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠল। তার ঈষৎ লম্বাটে মুখের বাঁ দিকের গালে সামান্য টোল পড়ল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল. তোমার নাম কি?

হেলেনা, হেলেনা জেক্-স্।

ব্যাস-ব্যাস হাত তুলে বাধা দিল মেলভিন। বলল ওতেই হবে। তুমি হেলেনা তোমার চেহারাটা ভালই।

শুধু ভাল। হেলেনা ঠোঁট ফোলাল। তার কণ্ঠস্বরে অভিমানের বাষ্প ঝড়ে পড়ল। সে বুঝেছে অনেক পুরুষের চেয়ে এই ছোকরা একটু অন্য ধরনের। সুন্দরী নারী দেখে গলে যাবার পাত্র এ নয়। তবু বলল, জান, আমার শরীরের মাপ কত?

মাপ? মাপ শুনে আমি কি করবো? মেলভিনের কণ্ঠস্বর উদাস শোনাল।

শুনে কি করবে তা আমি বলছি না। একটু রাগত হল হেলেনা। ছোকরা তাকে অপমান করল। বলল, আমি বছর দুই আগে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম।

তাই নাকি মেলভিনের নীল চোখ দুটো একটু চক্-চক্ করে উঠল। দুঃখিত গলায় বলল, স্টাও করতে পারনি তো?

না, স্বীকার করল হেলেনা। ট্রিকবাজির জন্যে হেরে গেছি আমি। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?

হাসল মেলভিন বলল, তুমি যেমন ভাবে আমার রুমের সন্ধান পেয়েছো, ঠিক তেমনি করে।

ঠাট্টা করছো?

উহুঁ। ঘাড় নাড়ল মেলভিন। তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে এতটুকু ঠাট্টা করিনি। খুবই সহজ এবং সত্যি কথা বলছি। বিশ্বসুন্দরী হলে তুমি কি আজ এই ঝড় জলের রাতে আমার কাছে আসতে?

হেলেনা মুহূর্তে থমকে গেল। তার বাদামী চোখের তারায় একটু যেন সন্দেহ ঘনাল। মেলভিনের দীর্ঘকায় পুরুষালী চেহারাটার দিকে এক মুহূর্ত তাকাল। পরিচয় কিছু জানে না। সঙ্গ দানের হুকুম পালন করতে এসেছে।

মেলভিন হেলেনাকে দেখছে। সুন্দর মুখশ্রী, পরচুলা যদি না হয় মাথার চুলটি সুন্দর মাঝারি হলেও ভাসা ভাসা বাদামী চোখ। শঙ্খ গ্রীবা। যদি কৃত্রিম কিছু ব্যবহার না করে থাকে তাহলে বুকের গড়নও সুন্দর। এক কথায় তন্বী বলা যেতে পারে। জিজ্ঞাসা করল, এবার বল তোমার রেট কত?

রেট? অবাক হল হেলেনা। বলল কিসের রেট?

সঙ্গদানের। হাসল মেলভিন। বলল আমার চেহারাটা নাকি মেয়েদের ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করে কিন্তু চেহারার বিনিময়ে সব সময় তো সঙ্গদান সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে তোমার কাছে আমার লজ্জার কিছু নেই, আমার পকেটের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তুমি যদি হাই চার্জ করো তা আমার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পরে হেলেনা হাসল। কৌতুক বোধ করল। বলল, যদি বলি কিছুই লাগবে না।

তাহলে আমি প্রশ্ন করব, তুমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো?

উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে।

আর আমি সেটাই জানতে চাই।

আর যদি না বলি?

তাহলে তোমাকে সসম্মানে বিদায় নিতে বলবো।

যদি না যাই।

তাহলে নিরুপায় হয়েই আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে তুমি যেতে বাধ্য হও।

হেলেনা ঠোটের নিচটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে মেলভিনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আভেরি, তোমার বন্ধু আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

মেলভিন কথাটা শুনেই হেসে ফেলল। বলল, বন্ধুকে ধন্যবাদ আমি দুঃখিত হেলেনা। অকারণে তোমার সাথে রূঢ় ব্যবহার করলাম।

হেলেনাও জানাল। বলল, তুমিও কিছু মনে করো না মেলভিন।

মেলভিন হেলেনার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। এখন আমরা নিশ্চয়ই বন্ধু হতে পারি?

নিশ্চয়ই হেলেনা তার সুন্দর হাতটা এগিয়ে দিল। হেলেনার হাতটা হাতে নিয়ে মেলভিন একটু চাপ দিল। মৃদু কণ্ঠে বলল, হেলেনা এখন আমরা বন্ধু। এখন আমাদের মধ্যে কোন গোপনীয়তা থাকা উচিত নয়, তুমি কি বল?

হেলেনা সরল বিশ্বাসে ঘাড় নাড়ল।

লক্ষ্মী মেয়ে বলে এক হাতে ওর গালটা টিপে দিল মেলভিন। চুপিসারে জিজ্ঞাসা করল, চেক্ করিয়েছো কবে?

প্রথমটায় হেলেনা কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। একটু অবাক দৃষ্টিতে মেলভিনের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু মেলভিনের ইঙ্গিতে সব কিছু স্পষ্ট হতেই ধপ্ করে জ্বলে উঠল তার দু'চোখ। বিকৃত গলায় বলল, তুমি কি বলতে চাও?

মেলভিন কোন উত্তর দিল না। ওর দিকে চেয়ে সে হাসতে লাগল।

ছিট্‌কে দূরে সরে গিয়ে হেলেনা বলল, তুমি নিজেকে কি ভাব বলতো?

মেলভিন পায়ে পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল। কাঁধে দু'হাত রেখে বলল, রাগ করলে?

হেলেনা এক ঝট্‌কায় হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে ফুঁসে উঠল, আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

আমি তো তোমাকে অপমান করিনি হেলেনা। শান্ত মিষ্টি করে বলল মেলভিন। যা জানার ছিল তার জানা হয়ে গেছে। যৌন রোগকে তার বড় ভয়। লজ্জার কিছু নেই। চিকিৎসা কঠিন নয়, রোগটা সংক্রামক আকার ধারন করেছে বলেই তার ভয়। সাবধানতা।

হেলেনা ফুঁসছে। তুমি আমাকে অপমান করেছো। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

ডার্লিং অত চিৎকার করো না, শুধু শুধু গলায় ব্যথা পাবে। হাসল মেলভিন তোমার চিৎকার যে বাইরে পৌঁছাবে না, তা তো তুমি আমার থেকে ভাল ভাবেই জান। কি, তাই না ডার্লিং?

হেলেনার দু'চোখে বিস্ময়। সে শুধু মৃদু কণ্ঠে বলল, তুমি কে?

আমি? হাসল মেলভিন। দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নিয়ে মুখটা নামিয়ে নিয়ে এল ওর মুখের কাছে!

নিউ অর্লিয়েন্সের নতুন অতিথিকে ঠিকানা বলে দিয়ে রিচার্ড দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো গোটা দুয়েক সিগারেট শেষ করল। ইঁদুরটা ঠিক ফুটপাতের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। শয়তানের বাচ্চা।

রিচার্ড নিজের মনেই সার্জেন্ট ডনকে অনেক গালাগালি দিল। আবহাওয়াটা ভাল নয়। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে, কিন্তু অনেক কাজ বাকি। তার হাজার দুয়েক ডলার চাই-ই।

অবশ্য খুশি হচ্ছে ছোকরার লাইটারটা হাতাতে পেরেছে বলে। দূর দূর বোকা, বোকা। আহাম্মুক নিজের লাইটার নিজে চেনে না। দিব্যি সিগারেট ধরালে। যদি সে নিজে ছোকরা হত তবে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিত। পকেটমার রিচার্ডকে কাবাব বানিয়ে ছাড়ত। টুঁটি টিপে ধরতো না।

কিলানিন ওই ছোকরাকে দিয়ে কাজ সারবে। হেলেনা দু' হাজার ডলার চেয়েছে, দিতে পারলে সে তার কাছে শুতে রাজি।

মেয়েগুলো টাকার কাঙাল। টাকা পেলে ওদের বাছবিচার নেই। আশি বছরের বুড়োর গলা ধরে ঝুলে পড়ছে সপ্তদশী। কিসের জন্যে, না টাকার জন্যে।

না আর নয় এবার যেতে হবে। রিপোর্ট করতে হবে। তারপর একটু খাওয়া দাওয়া। আজ শীতটা বড় জাঁকিয়ে পড়েছে। দু' হাজার ডলার যদি পকেটে থাকতো আজই ....

কি হে এখানে কি করছো? সার্জেন্ট ডন রিচার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। রিচার্ড আড়চোখে সার্জেন্টকে আসতে দেখেছিল। উদাস গলায় বলল, কি আর করবো দাঁড়িয়ে আছি।

তোমার মতলবটা কি সেটাই জানতে চাইছি? ধমকে দিল সার্জেন্ট।

রিচার্ড বড় বড় নোংরা দাঁত বার করে হাসল। মনের কথা কি কেউ মুখ ফুটে বলে স্যার?

না বললেও বার করার কায়দা যে আমি জানি তাতো তুমি বেশ ভাল করেই জান?

অবশ্যই। হাসল রিচার্ড। আপনার কৃপার কথা কি ভোলা যায় স্যার। দোকানটা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিলুম সত্যি কথা, কিন্তু চুরি করার আগেই আপনার হাতে ধরা পড়লুম। তিন বছরের জেলটা কিন্তু বেশি হয়ে গিয়েছিল স্যার।

বটে!

বিশ্বাস করুন। কেসটা যদি আপনি একটু হাল্কা করে দিতেন, অন্ততঃ একটা বছর কম হত।

সার্জেন্ট ডন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিচার্ডকে দেখছিল। পাকা শয়তান একটা। বলল, ঠিক আছে পরের বার তাই করা যাবে। তা এখন বলতো আজকাল কি করছো-টরছো?

কিছু নয় স্যার, স্রেফ বেকার।

কিন্তু খবর পেয়েছি বেশ ভাল ভাবেই দিন কাটাচ্ছো এখন।

ওই চলে যাচ্ছে স্যার। কাজকর্ম কিছু নেই। পাঁচজনের দয়ার ওপর নির্ভর করেই দিন কাটছে। একটু থামল রিচার্ড। আড়চোখে একবার সার্জেন্টকে দেখে নিয়ে বিমর্ষ কণ্ঠে বলল,

জীবনের ওপর ঘৃণা ধরে গেছে স্যার। ঠিক করেছি নোংরা কাজ আর করবো না। কানাডা থেকে একটা কাজের সন্ধান এসেছে, আমার এক কাজিন খবরটা পাঠিয়েছে। ভাবছি সেখানেই চলে যাবো। এবার একটু ভদ্র জীবন যাপন করবো।

ভাল কথা, খুবই ভাল সঙ্কল্প। রিচার্ডের কথাটা সমর্থন করল সার্জেন্ট ডন। বলল, তাই কর। আমিও তোমাদের জ্বালাতনের হাত থেকে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ডন চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ঘুড়ে দাঁড়াল। বলল, ভাল কথা একটু আগে তুমি একটা ছেলের সাথে কথা বলছিলে না?

একটা ছেলের সঙ্গে? রিচার্ড যেন আকাশ থেকে পড়ল। কই, নাতো?

মিথ্যে কথা বোল না রিচার্ড, আমি নিজে দেখেছি।

দেখেছেন? হাসল রিচার্ড। বলল, যখন দেখেছেন বলছেন, তখন আপনি ঠিকই দেখেছেন স্যার। তাহলে আর কষ্ট করে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

ছেলেটা কে? একটু কঠিন হল সার্জেন্ট।

ছোকরা কে তা আমি কি জানি স্যার।

কিন্তু তুমি তো তার সঙ্গে কথা বলছিলে।

সে বলেনি স্যার, আমিই বলছিলাম। হাসল রিচার্ড। এখন তো শ্রোতা হওয়ার লোক খুব একটা পাওয়া যায় না। হাতের কাছে একজন শ্রোতা পেয়ে আহ্লাদে জ্ঞান দিয়ে দিলাম। অবশ্য প্রথমে তার সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়েছিলুম।

মিলে যাচ্ছে। মনে মনে স্বীকার করল সার্জেন্ট। তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। এদের মগজ শয়তানীতে পরিপূর্ণ। এরা যদি বদমাইশীর লাইনে না এসে ধর্ম পথে থাকতো তাহলে ডন ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারে এক-একজন সফল ধর্মযাজক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতো। কারণ এরা মুহূর্তে হয়কে নয় আর নয়কে হয় করতে পারে।

এদের ধৈর্য—কষ্ট সহিষ্ণুতা অসীম। ডনের দীর্ঘদিনের পুলিশী জীবনে চোর গুন্ডা খুনী বদমাইশদের দেখতে দেখতে বিস্ময় শুধু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবু ডন বলল, তাহলে তুমি বলছো তাকে তুমি চেনো না।

আপনাকে মিথ্যে বলে আমার লাভটা কি বলুন? বিগলিত ভাবে হাসল রিচার্ড। আপনি তো আমাকে জানেন স্যার।

অবশ্যই। আর সেই জন্যেই তো তোমার কাছে জানতে চাইছি।

আমি সত্যিই জানি না স্যার হোটেল মুনলাইটে পাঠিয়ে দিয়েছি। দয়া করে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না।

প্রয়োজন মনে করলে নিশ্চয়ই খোঁজ নেব। কথাটা বলে সার্জেন্ট ডন রাস্তা পার হয়ে নিজের মোটর বাইকে বসে স্টার্ট দিল। কিন্তু মনটা খচ্‌খচ্ করতে লাগল। একি আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত? হয়তো বা পুলিশী জীবনের বাতিক। সার্জেন্ট ডনের বাইকটা নজরের বাইরে চলে যেতেই রিচার্ড মেরুদণ্ডে একটা শির শিরে ভাব অনুভব করল। পুলিশ স্টেশনে টেনে নিয়ে গিয়ে দেহতল্লাশী করলেই বিপত্তি ঘটতো। এখন সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। পুলিশ সব পারে। অতএব আর নয়।

রিচার্ড কালবিলম্ব না করে খরগোসের মতো দ্রুত গতিতে হাঁটতে শুরু করল। এ রাস্তা সে রাস্তা করে মিনিট পনেরোর মধ্যেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেল।

বাড়িটা অনেকদিনের পুরানো বর্তমানে গুদাম রূপে ব্যবহৃত হয়। অন্ধকার কিন্তু প্রশস্ত সিঁড়ি। সে আস্তে আস্তে তিন তলায় উঠে গেল। বাধা দিল খুনখুনে বুড়ি। বলল কে বটে তুমি?

বুড়ির বার বার একই প্রশ্ন। কর্তা অর্থাৎ কিলানিনের এ আস্তানার পাহারাদার। ডাইনীর মতো চেহারা, লম্বা নাক, চোখ দেখলে মনে হবে দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় কমে গেছে, তা নয়, প্রখর দৃষ্টি বুঝেছে রিচার্ড। ছোট ছোট কানে সিঁড়ির প্রথম ধাপে কেউ পা দিলেই শুনতে পায়, কর্তাকে সাবধান করে দেয়। রিচার্ড বিরক্ত হয়ে বেজার গলায় ধমকে উঠল, তোর যম।

বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসল। বলল, সে তো চল্লিশ বছর আগেই কবরে গেছে। তিরিশটা বছর ধরে আমাকে জ্বালিয়ে গেছে। তুমি তো রিচার্ড। তা যাও বাছা ওপরে যাও। তা কোন্ নরক থেকে এলে শুনি?

রিচার্ড কোন উত্তর দিল না। সাবধানী বুড়ির সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। সে ওপরে উঠে গেল। দরজায় হাত দেওয়ার আগেই ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, ভেতরে এসো রিচার্ড।

রিচার্ড ভেতরে ঢুকে কিলানিনকে দেখল। জন কিলানিন সৌম্য শান্তদর্শন পুরুষ, কৃতবিদ্য। দেখলেই মনে হবে বুঝি কোন গীর্জার ধর্মযাজক। কিন্তু সকলেই জানে..

কি রিচার্ড, তোমাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? শান্ত কণ্ঠে কিলানিন জিজ্ঞাসা করলেন। কোন গোলমাল হয়নি তো?

না স্যার, মাথা নাড়ল রিচার্ড। বলল, তবে আজকাল ইঁদুরটা আমাকে বড্ড জ্বালাতন করছে।

কে সার্জেন্ট ডন?

ক্ষমা সুন্দর হাসি ফুটে উঠল কিলানিনের মুখে। বললেন, তোমার মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদেব একটু আধটু ঝামেলা সহ্য না করে উপায় কি বল? যাক্ মন খারাপ না করে তুমি বোস, তোমাব সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

কিলানিনের মুখের ভাবটা মুহূর্তে পরিবর্তন হল। বললেন, আর শোন, হয়তো তুমি ভুলে গেছ, তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি; কাজের সময় অতিরিক্ত মদ্যপান করাটা ঠিক নয় তাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

কিলানিন কথাগুলো খুবই মৃদু কণ্ঠে শেষ করলেন, কিন্তু রিচার্ড শুনতে শুনতে বার বার শিউবে উঠল। কিলানিনকে সে বেশ ভাল ভাবেই চেনে। আদেশ অমান্য করার পরিণতি যে সুখের হয় না তার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে ইতিমধ্যেই পেয়েছে। আর এটাও তার অজানা নয় যে কিলানিন কাউকেই প্রয়োজন মিটে গেলে মিছিমিছি রেখে দেয় না। তাহলে কি তারও প্রয়োজন ফুরিয়ে এল? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল।

কিলানিন ডাকলেন, রিচার্ড।

বলুন স্যার, তার গলাটা কাঁপা কাঁপা।

কি হল তোমাব? রিচার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন অনুমান করতে পারলেন কিলানিন। হাসতে হাসতে বললেন খবর বল।

ছোকরা খুবই হুঁশিয়ার।

বটে। গম্ভীব হলেন কিলানিন। তাঁকে একটু যেন চিন্তিত দেখাল। কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হল। বললেন, কেমন করে বুঝলে?

একটু বাজিয়ে ছিলাম। ভালোই করেছো। তা চিনতে কোন রকম কষ্ট হয় নি তো?

না স্যার প্যান্টের থেকে একটা পাশপোর্ট সাইজের ফটো বার করে কিলানিনকে ফেরৎ দিয়ে রিচার্ড বলল, ফটোর সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে নিয়ে তবে ঠিকানা বলেছি।

গুড, কিলানিন সপ্রশংসে দৃষ্টিতে রিচার্ডের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে তুমি বলছো ছবির মালিকের সঙ্গে পুরোপুরি মেলবার পরই তুমি এগিয়েছিলে?

মৃদু অথচ বিনীত কণ্ঠে রিচার্ড বলল, আমার কাজে ভুল হয় না স্যার।

বটে। মনে মনে হাসলেন কিলানিন। অপমানটা হজম করলেন। বললেন, তোমার কি খরচা চাই রিচার্ড?

বিশ-পঁচিশ ডলার দিতে পারেন।

কিলানিন কটা ডলারের নোট ওর হাতে তুলে দিলেন। বললেন একশো রাখ। আজকের মতো তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে না বলেই মনে হয়। আর শোন, একটু সাবধানে যেও। আমি কাছাকাছিই থাকবো, কথাটা বলে রিচার্ড বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরুল। তবে নিচে না নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। তিনতলায় গিয়ে পিছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল।

সরু গলি অপ্রশস্ত আলো আঁধারিতে ভরা। পায়ে পায়ে একটু এগোল। দাঁড়াল, সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক দেখল। সামনেই ছোট দরজা। সে আলতো শিস্ দিল।

ছোট দরোজাটা ফাঁক হল, সে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার পচা দুর্গন্ধ।

আলো জ্বালাও না, মৃদু গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল রিচার্ড।

উপায় নেই, তেমনি ফিস্‌ফিস্ গলায় উত্তর পেল।

ডলারের বদলে রদ্দি কাগজের টুকরোও তো দিতে পার?

ভয় নেই, ডলারই পাবে, খবর বল।

আগে লেন-দেনটা সারা হোক।

কত দিতে হবে?

কেন যা চুক্তি হয়েছে তাই দেবে।

দু' হাজার ডলার বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না বন্ধু?

দু' হাজার ডলারে দশ হাজার ডলারের খবর পাচ্ছ, খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে কি?

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই নাও।

রিচার্ড অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিল। হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে বুঝল ঠিকই আছে। বলল, আচ্ছা, তাহলে চলি।

চললে কি, খবরটা। একটা হিংস্র কণ্ঠস্বর হিস্‌হিসিয়ে উঠল।

নিশ্চয়ই পাবে, তবে এই মুহূর্তে নয়, কারণ ডলারগুলো খরচ করার মতো আয়ুটা তো হিসাব করে রেখে দিতে হবে।

কিন্তু কথা ছিল।.....

রিচার্ড বাধা দিয়ে মৃদু অথচ তরল কণ্ঠে বলল, এক হাতে ডলার। অন্য হাতে খবর—আমি তোমার অভিযোগ অস্বীকার করছি না। কিন্তু একই সঙ্গে দুটো যে সম্ভব নয় তা তুমিও যেমন জান, ঠিক আমিও তেমনি জানি। যদিও আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবু এই মুহূর্তে খবরটা তোমাকে দিলেই তোমার বাঁ হাতের পিস্তলটা থেকে একটা গুলি বেরিয়ে এসে আমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। কি বন্ধু ঠিক বলেছি কিনা? আর পিস্তলটায় নিশ্চয়ই সাইলেন্সার লাগানো আছে। সেইজন্যেই আমাকে আগে থেকে খবরটা গচ্ছিত রেখে আসতে হয়েছে। কেমন শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি তাই না বন্ধু?

কিন্তু খবরটা কোথায় গচ্ছিত রেখে এসেছো?

বন্ধু অত উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়। ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। আমার নির্দেশ ছাড়া সে বস্তুটি হস্তান্তর হবে না। তাও সেখান থেকে আমার চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে তোমাদের হাতে তা আসবে।

তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছো?

মোটেই বোকা বানাচ্ছি না। তার আগে তুমি তোমার পিস্তলটা পকেটে ঢোকাও। আর আমি যে সাধু নই সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ঠকাবো না। কারণ ডলারগুলো নিয়েছি একটি সুন্দরী মেয়ের পবিত্র যৌবন কেনবার জন্যে। তাহলে তুমিই চিন্তা করে দেখ, আমার কি ঠকানো উচিত হবে?

অন্যজন এবার সত্যি সত্যিই পিস্তলটা পকেটে ঢোকাল। বলল, তুমি কি অন্ধকারে দেখতে পাও?

দেখতে পাই বললে মিথ্যা বলা হবে। এটা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার। আচ্ছা বিদায় বন্ধু।

কিন্তু ঠিকানাটা.....

আলোর আত্মপ্রকাশ করে।

পকেটেই পাবে, আধ ঘণ্টা পরে গেলেই পেয়ে যাবে।

যে পথে গিয়েছিল সেই পথ ধরেই ফিরে এল রিচার্ড ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উঠছে সে। পকেটে নগদ দু' হাজার ডলারের নোটের গোছা।

রিচার্ড উঠছে। হেলেনা রাত দু'টোয় তার সঙ্গে দেখা করবে। সেইরকমই কথা আছে। আর মাত্র কটা সিঁড়ি বাকি।

হঠাৎ সে ওপরের দিকে তাকাল কে? বুকের বাঁ দিকটায় হঠাৎ যন্ত্রণা অনুভব করল। একটু যেন ভিজে ভিজে শরীরটা দুলছে। হেলেনের শরীরটা নিশ্চয়ই পালকের মতো নরম আর কোমল। হরিণের কলিজার স্বাদ বড় মিষ্টি—অপূর্ব। পাটা পিছলে গেল। তার দেহটা দুমড়ে মুচড়ে ঘোরানো সিঁড়ির খাঁজে আটকে গেল।

নিউ অর্লিয়েন্স পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের একটা টেলিফোন হঠাৎ বেজে উঠল। তখন রাত প্রায় দুটো বাজে। ছোকরা এলি, ফোন ধরেই হাতে তুড়ি দিয়ে আনন্দের সুরে বান ডাকাল, সার্জেন্ট ডন, তোমার ফোন। তাড়াতাড়ি। সুখবর, তোমার এলাকা, একটা নয়—জোড়া খুন। অবশ্য দুটোই পুরুষ। কি আপশোষ একটা যদি মেয়ে হত।

ডিউটির মেয়াদ উত্তীর্ণ। রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত ডন, এলি নামক ছোকরাটার দিকে তাকাল। বিরক্ত বোধ করল। এত ফূর্তিবাজ ছোকরার পুলিশ লাইনে আসা মোটেই উচিত হয়নি। বেয়াদপ। তাছাড়া আজ সে খুব ক্লান্ত। বাইরের আবহাওয়াও ভাল নয়। তবু জিজ্ঞাসা করল, কে ফোন করছে?

ফস্কি। ভীষণ উত্তেজিত। মনে হচ্ছে জোড়া খুন দেখে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ভয় যে পায়নি হলফ করে বলা যায় না।

কিন্তু তোমার গলায় অত আনন্দের ঐক্যতান কেন ছোকরা? টেবিল ছেড়ে উঠবার নাম না করেই জিজ্ঞাসা করল ডন।

ফস্কির অবস্থাটা উপলব্ধি করে। এলি সরলভাবে জবাব দিল তুমি বিশ্বাস কর ডন—ওই রকম নার্ভ নিয়ে পুলিশে চাকরি করতে আসা ফস্কির মোটেই উচিত হয়নি। তাহলে ওর কি করা উচিত ছিল শুনি?

কেন ইয়ে, মানে খুবই বাচ্চা তো।

থাক গম্ভীর হল ডন। রবিনসকে বল এক মিনিট ধরতে। সামান্য কাজটুকু ডন দ্রুত সেরে নিয়ে উঠে ফোন ধরল হ্যালো রবিনস, আমি ডন বলছি।

অন্য প্রান্ত থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় কনস্টেবল রবিনস বলল, স্যার দুটো খুন।

কোথায়?

পাম, অ্যাভিনিউয়ে ঠিক কন্টিনেন্টালের উল্টোদিকের ফুটপাতে।

অর্থাৎ সুবিখ্যাত বারটার কাছে। আচ্ছা বারটা খোলা না বন্ধ?

খোলা আছে স্যার।

ভিড় জমেছে কেমন?

ভিড় নেই স্যার। মনে হয় কেউ জানে না।

ঠিক আছে তুমি কাছাকাছি থেকে লক্ষ্য রাখ। আমি একটা ব্যবস্থা করছি।

স্যার আপনি আসবেন না?

আমার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে রবিনস।

দয়া করে আপনি আসুন স্যার!

দেখি কি করা যায়। ছাড়ছি। ফোন রেখে ডন এলির দিকে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, এলি, সার্জেন্ট স্যামকে যেন একটু আগে দেখলাম বলে মনে হল?

তুমি ঠিকই দেখেছো। এলি ছোকরা হাই তুলে ভ্রু নাচাল। স্যামের দাঁতের গোড়ায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। তোমাকে বলেছে বুঝি?

ঠিক তা নয়, দ্বিধায় পড়ল এলি। বলল, মুখটা একটু ফোলা ফোলা দেখলাম কিনা।

কোন কারণে ফোলাটা বিচিত্র নয়। তবে সেটা দাঁতের জন্যে নয়। ডন রাগতভাবেই কথাগুলো বলল। এলি সব জিনিসের একটা সীমা থাকা দরকার দুঃখিত হয়ো না। তোমার মতই স্যামের ফলস্ দাঁত। আর শোন, স্যাম এলে ওকে খুব শীঘ্রই পাঠিয়ে দিও।

এলি চুপসে গেল। সে লজ্জা পেল। ওর পিঠটা সস্নেহে চাপড়ে দিয়ে ডন টুপিটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরুল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল।

রবিনস ঘটনাস্থলের অদূরে একটা বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার ঝাপটায় শরীরের ভেতরটা কেঁপে যাচ্ছে। ডনকে দেখে রবিনস এগিয়ে এল। ডন জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

গজ পঁচিশ তিরিশ দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে দিল রবিনস। একটা গাছের অন্ধকার কোণ। রাস্তার আলো সেখানটায় পৌঁছোয় নি।

মনে মনে ডন স্বীকার করল যে উপযুক্ত জায়গাই বটে। উল্টো দিকের বার-কাম রেস্তোরাটার দিকে তাকাল। সেটা এখনও খোলা আছে। রাত তিনটেয় বন্ধ হয়। বদমাইশদের আড্ডাখানা। জাহাজীদের দল ওখানে এসে লেনদেন সারে।

ডন ইতিপূর্বে অনেকবার ওখানে হানা দিয়েছে কিন্তু প্রতিবারেই তাকে ব্যর্থ হতে হয়েছে। ভদ্র গৃহস্থ ছেলে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার আইনের অনেক বাধা।

রবিনস বলল, স্যার আপনি কি.....

ডন তাকে বাধা দিয়ে বলল, না রবিনস, আমার ডিউটি শেষ। আমি স্যামের জন্যে অপেক্ষা করছি। সে এলে ডেডবডি দুটো দেখে যাব। এখন তুমি বল, কি ঘটেছিল?

রবিনস বলল, ডিউটিতে বেরিয়ে প্রথমটায় এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট। তার চেয়ে ঘুরে বেড়ানো অনেক ভাল। শীত করলেও কষ্টটা অনেক কম। ঘুরতে ঘুরতে ডেডবডি দুটো দেখতে পেলাম। আপনার কথা মনে হল। আপনাকে ফোন করে আপনার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এই অপেক্ষা করা কালীন সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছো তুমি? জিজ্ঞাসা করল ডন।

না স্যার তেমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। চিন্তা করেই উত্তর দিল রবিনস। এর মধ্যে কোন পথচারীকে এদিক দিয়ে হাঁটতে দেখনি?

একজনকেও নয়।

হুঁ, বলে ডন চিন্তা করতে লাগলো এই দুর্যোগের দিনে কেই-বা ঘরের আরাম ছেড়ে পথে ঘুরবে। তবু জিজ্ঞাসা করা দরকার সব কিছুই জেনে রাখা ভাল।

রবিনসকে বলল, রবিনস তুমি একটা কাজ কর। একবার শুধু ওধারে গিয়ে রেস্তোরাটায় দেখে এস লোকজন কেমন আছে। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

রাস্তার ওপার থেকে ঘুরে এসে রবিনস বলল, স্যার, যা দেখলাম, ভেতরটা ভর্তি।

এবার তাহলে আমরা স্যামের জন্য অপেক্ষা করি। বলল ডন। কিন্তু স্যামের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু বাদেই সার্জেন্ট স্যাম সদলবলে হাজির হল। ডন বলল, আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

হাই তুলল স্যাম। বিরক্ত গলায় বলল, এই বৃষ্টির রাতে আমাকে না জ্বালালেই কি চলতো না তোমার?

হাসল ডন। বলল, জ্বালাতনটার জন্যে আমি দায়ী নই স্যাম। আমি এবার বাড়ি যাব। যাবার পথে শুধু একটু ঘুরে গেলাম।

তোমার ভাগ্য ভাল। স্যামের গলায় তেমনি বিরক্তি। বলল, বাড়ি ফিরে আরামে নাক ডাকাও। আমি এখন সারা রাত্তির জ্বলে পুড়ে মরি।

বল ভিজে মরি। ঠাট্টা করল ডন।

ওই হোল। জোরে পা ঠুকলো স্যাম, বলল কপাল বুঝলে গতকালও একটা মার্ডার কেসে জড়িয়েছি। ঘেন্না ধরে গেল চাকরিতে। এখন বল, দুটোতে মরল কি করে?

বলতে পারবো না। ডন বলল, তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করি কেমন করে বল, আমরা তোমার অপেক্ষা করছি।

বটে। হুঙ্কার দিল স্যাম লক্ষ্মী ছেলে আমার যাও ঘরে গিয়ে লেপ চাপা দাও গিয়ে।

তাহলে চললাম, কথাটা বলে ডন সত্যি সত্যিই নিজের বাইকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

স্যাম বলল, আরে তুমি সত্যিই চললে নাকি!

সত্যিই চললাম। ডন বলল, আমার ঘুম পেয়েছে।

তা পাক! স্যাম বলল, আমার অনুরোধ শ্রীমানদের মরা মুখগুলো অন্তত একবার দেখে যাও। কারণ আমি জানি মরা মুখ দুটো না দেখে গেলে তোমার ভাল ঘুম হবে না। তবে এও তোমাকে বলে রাখছি ডন, যে হারে দিন দিন খুনের সংখ্যা দেশে বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমরা বেঁচে আছি কি-না ভাবতে ভুলে যাব একদিন। বল দেখি এবার।

সকলেই ডেডবডি দুটোর কাছে এগিয়ে গেল। চমকে উঠল ডন। রিচার্ডকে চিনতে পারল। মুহূর্তে অনেক কথাই তার মনে পড়ল। মনে পড়ল আর একজনের কথা। হোটেল মুনলাইট যুবকটা কি যেন নাম বলেছিল। চিন্তা করল ডন। মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। এমন তো হয় না তার। মনে পড়ল ..... রজার্স, কিন্তু নামটা মনে পড়ল না।

পরীক্ষা শেষে স্যাম উঠে দাঁড়াল বলল, দুটোতে গুলি খেয়ে মরেছে। ডুয়েল লড়েছে পাম অ্যাভিনিউয়ে এসে। নিশ্চয়ই কোন মেয়েছেলে নিয়ে রেষারেষির ব্যাপার ; তুমি কি বল ডন?

ডন স্যামকে দেখল। খুন-খারাপি মোটেই পছন্দ করে না। একটু নরম ধাতের মানুষ। বলল, পিস্তল দুটো পেলে?

আরে তাইতো! স্যাম আবার ডেডবডি দুটোর কাছে ফিরে গেল। ফিরে এসে বলল, দু'জনের হাত, পকেট—সব খালি। কিছুই পাওয়া যায়নি।

তাহলে ডুয়েল লড়েছে বলছো কি করে তুমি?

ডন চিন্তা করছিল কি হতে পারে? রিচার্ডকে সে চেনে। দাগী আসামী। জীবনে অনেক রকমের কুকীর্তি করে অনেকবার জেল খেটেছে। কিন্তু অন্য মুখটা সম্পূর্ণ অপরিচিত। বয়েস আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে। একহারা সুশ্রী চেহারা, দেখলে মনে হবে বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। ডন তাই চিন্তিত।

কিন্তু একটা বিষয়ে ডন নিশ্চিন্ত, ভেতরে গভীর রহস্য আছে। রিচার্ডের মতো দাগী আসামীর সঙ্গে মৃত্যু সহজ ভাবে নেওয়া উচিত হবে না।

স্যাম ডাকল, ডন!

বল। স্যামের দিকে চিন্তিত ভাবে তাকাল ডন।

তুমি কি বল? স্যাম তার মতামত জানতে চাইল।

ওই লোকটার নাম রিচার্ড। রিচার্ডকে দেখিয়ে ডন বলল, তুমি নিশ্চয়ই ওর নাম শুনেছো। ওর অনেক কীর্তির কথাই ফাইলে লেখা আছে। কদিন ধরে আমি ওর ওপর নজর রেখেছিলাম। কিন্তু ওই ছেলেটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যাক্ এখন তুমি তোমার এখনকার করনীয় সমস্ত কিছু শেষ করো। এসব ব্যাপারে পরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে এই দু'জনের কেউই কাউকে খুন করেনি। খুন করেছে অন্য কেউ এবং রিচার্ডের বডি দেখে মনে হচ্ছে তাকে এখানে এনে রেখে দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্যাম গম্ভীর। ডনের মতামত শুনে বলল, এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তাহলে আমি এখন চলি স্যাম।

না, তোমাকে আর আটকাব না। স্যাম বলল, ভাল কথা, আগামী কাল তো তোমার ছুটির দিন?

হ্যাঁ, আমি কাল ছুটিতে আছি। হাসল ডন। কেন স্যাম?

তুমি কাল কি কোথাও যাবে?

না, আমার বউ, ছেলেকে নিয়ে নিউইয়র্কে মার সাথে দেখা করতে গেছে। আমি কাল সারাদিন বাড়িতেই আছি।

ঠিক আছে। স্যাম বলল, আমি কালকে হয়তো তোমার কাছে যেতে পারি। আজকের ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করার আছে, তাই যাবো।

এসো তবে ডিউটি শেষ হলেই যেন হাজির হয়ো না।

আরো না না। হাসল স্যাম। বলল, সংসারের ঝক্কি ঝামেলাগুলো সামলে বিকেলের দিকে যেতে পারি।

আচ্ছা তাই এসো। কথা শেষ করে নিজের বাইকে উঠে স্টার্ট দিল ডন। ঘড়িতে দেখল, রাত তিনটে কুড়ি মিনিট। ফিরে শুতে, অন্তত চারটে বাজবে। সকালে নিউইয়র্ক যাওয়ার কথা ছিল। রেবেকাকে তাই বলা আছে। গিয়ে ওদের নিয়ে আসার কথা। ইচ্ছে করেই স্যামকে বললো সে কোথাও যাবে না। সকালে রেবেকাকে একটা ফোন করে দেবে। সে যেন কিছু মনে না করে। একটু কষ্ট করে ছেলেকে নিয়ে নিজেই যেন চলে আসে।

রেবেকা নিশ্চয়ই বুঝবে, খুব বুদ্ধিমতী সে। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে অনেক কিছুই মানিয়ে নিয়েছে। এখন তার একমাত্র চিন্তা ছেলেকে সুষ্ঠুভাবে মানুষ করা।

হঠাৎই ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে সচকিত করে তুলল। আচমকা ব্রেক কষল ডন, ব্রেক করার ফলে বাইক থেকে সে ছিটকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁক গুলি এলোপাতাড়ি ভাবে ছুটে গেল। ডন রাস্তার ধারে শুয়ে শুয়ে দেখল। বিফল হয়ে ছুটে যেতে দেখল সবুজ রঙের গাড়িটাকে।

ডন জলকাদায় মাখামাখি হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁ পাটায় সামান্য ব্যথা অনুভব করল। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। হাড়গোড় নিশ্চয়ই ভাঙেনি, কিন্তু ভাঙতে পারতো।

বাইকটা স্টার্ট বন্ধ হয়ে কিছুটা দূরে পড়েছিল। সেটাকে দাঁড় করিয়ে সামান্য চেষ্টা করতেই সেটা আবার স্টার্ট নিল। আবার সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। মৃত্যুর দুয়ার থেকে আরো একবার ফিরে এল। দশবছর আগের কথা মনে পড়ল। রেবেকার মা তাদের বিয়েতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। মেয়েকে বুঝিয়ে ছিলেন যে পুলিশের জীবনে পদে পদে মৃত্যুর ভয়। রেবেকা মাকে বলেছিল জীবনের সব ক্ষেত্রেই তো মৃত্যুর সম্ভাবনা।

ডনের চোখের সামনে রেবেকার মুখটা স্পষ্ট ভেসে উঠল। বড় ভাল মেয়ে রেবেকা ওর জন্যেই তাকে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। ঈশ্বর তার সহায়। রেবেকার স্বপ্ন যেন হঠাৎ-ই ভেঙ্গে না যায়।

জন কিলানিন হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন, রাত তিনটে কুড়ি। কি হল? তবে কি? মেলভিন সম্পর্কে একটা চিন্তার ছায়া ক্রমশ জমাট বাঁধছে তাঁর মনে।

বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের যুবকটির প্রতি তাঁর আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যদিও এখন সে তাঁর হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে ওকে তিনি দুনিয়ার আলো বাতাস থেকে বিদায় দিতে পারেন।

ওকে দিয়েই শেষ চেষ্টা করবেন। ও যদি সফল হয়, তাহলে তিনি রাতারাতি ধনী হয়ে যাবেন। রীতিমতো ধনী। তিনি কম করে দশলক্ষ মিলিয়ন ডলারের মালিক হবেন এবং তাঁকে হতেই হবে।

কিলানিনের দিন কাল মোটেই ভাল যাচ্ছে না। দিনকে দিন প্রতিযোগিতা বাড়ছে। পর পর ক'বার মার খেয়ে এবং দলের বিশ্বস্ত ক'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর কারবার অনেকটাই গুটিয়ে নিয়েছেন।

বলা যায় এখন তিনি একটু অর্থকষ্টের মধ্যেই রয়েছেন। এখন ওই দশলক্ষ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ যদি নিজের করে নিতে পারেন তাহলে অনেকটাই সামলে উঠবেন।

অদূরে টেবিলের ওপর রাখা কিছু ডলারের নোটের ওপর তার দৃষ্টি পড়তে তিনি ভ্রূকুটি করলেন। রিচার্ডের কথা মনে পড়ল। বেচারা রিচার্ড। তাঁর একটু দুঃখ হল।

লোকটা আগে বেশ ভালই ছিল। অনেক দিনের লোক মদ এবং মেয়েছেলের প্রতি আসক্তিটা বরাবর একটু বেশিই ছিল। কিন্তু কাজের ব্যাপারে কোন দিন কোন রকম গাফিলতি দেখা যায়নি। ইদানিং একটু অন্য ধরনের ব্যবহার চোখে পড়ছিল। একটু বেশি মাত্রায় লোভী ভাব। ক'বার হেলেনার আশেপাশে দেখা গেছে।

কিলানিন সতর্ক হয়েছিলেন। নজর রেখেছিলেন। কিন্তু রিচার্ড ছিল অনেকটা নেকড়ে ধরনের। ভয়ঙ্কর রকমের ধূর্ত এবং হিংস্রও কম ছিল না। আর ওর অনুভূতি শক্তিটা ছিল প্রখর।

অবশ্য তার জন্যে ইতিপূর্বে বহুবার অনেক বড় বড় বিপদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। রিচার্ড আগে ভাগেই সাবধান করে দিয়েছে।

সেই রিচার্ড অবশ্য নিজে সাবধান হওয়ার সময় পায়নি। ওর ভাগ্য। নিশ্চয়ই ওর দিন ফুরিয়ে এসেছিল। কিন্তু কি এমন গোপন সংবাদ ও পাচার করল এবং কাদের?

কিন্তু ওরাই বা ফিরছে না কেন? ওদের তো খুব বেশি দেরি হওয়ার কথা নয়। কিলানিন সে কথা বলে দিয়েছিলেন। এখন সময়ের মূল্য অনেক। অযথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

জন!

ডাক শুনে কিলানিন চমকে উঠেও নিজেকে সামলে নিলেন। মার্শাল এসে ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পারেননি। এতটা অন্যমনস্ক হওয়া তাঁর উচিত হয়নি। জানতে চাইলেন, কি খবর মার্শাল? মার্শাল ব্যর্থতার ভঙ্গি করল। বলল, জন, খবর ভাল নয়।

কেন লোকটার কোন হদিস করতে পারনি তুমি?

নিশ্চয়ই পেরেছি।

তাহলে খবর ভাল নয় বলছো কেন?

মার্শাল গম্ভীর হল। বলল, বলার কারণ যথেষ্টই ঘটেছে জন। আর তোমাকে সতর্ক হতে বলছি। অবশ্য লোকটাকে আমি শেষ করেই দিয়ে এসেছি।

কিলানিন চমকে উঠল। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। মৃদু গলায় বললেন, ঝামেলা বাড়ালে মার্শাল।

তা অবশ্য ঠিক। সে কথা মার্শাল স্বীকার করল। বলল, ঝামেলাটুকু না বাড়িয়ে আমার উপায় ছিল না। আর যদি আমি তাকে না মারতাম তা হলে তার হাতেই আমাকে মরতে হত।

জন কিলানিন দ্রুত চিন্তা করছে। অকাট্য যুক্তি মার্শালের। হয় মার না হলে নিজে মর। অবশ্য মরতে কেউ-ই চায় না, মরতে হয়। বললেন, যাক যা হবার হয়েছে এবার আমাকে সব বল।

মার্শাল বলল, তোমার নির্দেশ অনুসারে আমি লোকটাকে অনুসরণ করেছিলাম। লোকটাকে বেশ চতুর আর সতর্ক বলেই আমার মনে হয়েছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার মতো সময় সে এ গলি সে গলি—এ রাস্তা সে রাস্তা করে পাম অ্যাভিনিউয়ের বার-কাম রেস্তঁরা 'কন্টিনেন্টালে'র সামনে হাজির হল।

আমি অন্য ফুটপাতে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে সে বেরিয়ে এল। সোজা এসে দাঁড়াল আমার সামনে। জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি আমাকেই অনুসরণ করছিলে? বললাম, হ্যাঁ।

সে বলল, যাও এবার তাহলে ফিরে যাও।

বললাম, যাব তো নিশ্চয়ই, তবে সামান্য একটু কাজ বাকি আছে।

সে বলল, কি কাজ?

এই যে! বললাম আমি। ও বুকটা চেপে ধরে টলতে লাগলো। মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যেই আমি আমার কাজ শেষ করে গা-ঢাকা দিলাম। ওর পকেটে কটা ডলার ছাড়া একটুকরো সাদা কাগজও পাইনি।

কিলানিন শান্ত—নির্বিকার। বললেন, একটা কথা মার্শাল।

বল জন।

তুমি যখন কন্টিনেন্টালের এধারে অপেক্ষা করছিলে তখন কি কেউ সেখানে ঢুকেছিল?

তোমার কথাটা ঠিক বুঝলাম না জন।

কিলানিন বিরক্তিটা গোপন করলেন। বললেন, তুমি যাকে মেরে এলে সে কন্টিনেন্টালে ঢোকার পর অন্য কেউ কি সেখানে ঢুকেছে।

মার্শাল চিন্তা করল। তার মনে পড়ল। বলল, মনে পড়েছে জন। ছোকরা ঢোকার মিনিট খানেক পরেই একটা মেয়ে আমার পাশ দিয়েই গিয়ে কন্টিনেন্টালে ঢুকেছিল।

তাহলে সেই মেয়েটার হাতেই খবরটা পাচার হয়েছে।

বল কি জন। মার্শাল উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল।

যাক্‌ যা হবার তাই হয়েছে। মৃদুকণ্ঠে কিলানিন বললেন, যাও এখন বিশ্রাম কর গিয়ে।

মার্শাল কিছুটা বিমর্ষ। তাকে লজ্জিত দেখাচ্ছে। সে আপশোষের গলায় বলল, জন আমি সত্যিই দুঃখিত। বিশ্বাস কর আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

কিলানিন হাসলেন বললেন, মার্শাল আরো সতর্ক হতে হবে। আচ্ছা, কাল দেখা হবে।

মার্শাল মৃদু গলায় বলল, আমি এখন মারিয়ানার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।

তা যাও। কিলানিন বললেন, আমি মানা করছি না। তবে মারিয়ানা সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। ওকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে ওর ফ্ল্যাটে আজকাল কিছু কিছু ভিন্ন গ্রহের প্রাণীর যাতায়াত শুরু হয়েছে।

কিন্তু জন ......

জানি মার্শাল তুমি কি বলতে চাও। তাকে বাধা দিলেন কিলানিন। ও নিজের ফ্ল্যাটে তোমাদের দু'চারজনকে ছাড়া কাউকে অ্যালাউ করে না এই তো? কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কিছুদিন ধরে মারিয়ানা সন্ধ্যের পর বাইরে প্রায় যাচ্ছেই না।

মার্শাল বলল, গত সপ্তাহে ও বলেছিল ওর শরীরটা খুব একটা ভাল যাচ্ছে না।

সেটাও একটা কারণ হতে পারে। কিলানিন এক মুহূর্ত মার্শালের দিকে তাকালেন। ওর মনের ভাবটা বোঝবার চেষ্টা করলেন। বললেন তবে যেখানে বাইরের লোকজন আসে সে সব জায়গা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাক এ ব্যাপারটা নিয়ে পরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করলেই চলবে। ইতিমধ্যে তুমিও আমার কথাটা একটু চিন্তা করে দেখ। আর একটা কথা বলছিলাম।

মার্শাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিলানিনের দিকে তাকাল।

কিলানিন বললেন, দু-একদিনের মধ্যেই হেলেনা ফ্রি হচ্ছে। মেয়েটা ভাল।

মার্শাল বলল, আমি যাচ্ছি জন।

এসো। কিলানিন সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

মার্শাল চলে গেল। কাজের লোক, যদিও ডলারের খিদেটা একটু বেশী ধরনের কিন্তু অত্যন্ত সাহসী। হামেশা খুন খারাপিতে ওর হাত এতটুকু কাঁপে না। হুকুম পালন করতে কখনো দ্বিধা করে না। আর ব্যবসা যদি লাভের হয় কিলানিন কোনদিনই কাজের লোকদের বঞ্চিত করে না। শুধু মাত্র বেইমানী করার চেষ্টা না করলেই হল।

বেইমানী করার শাস্তি যে কি ভীষণ সেটা সকলেই জানে। দয়া মায়া মমতা নামের জিনিসগুলো কিলানিনের নেই।

অবশ্য এক সময় তাঁর জীবনে উচ্চাশা কিছু কম ছিল না, স্বপ্নও কিছু কম দেখেননি। এবং আদর্শ বলে একটা জিনিসও ছিল তাঁর কিন্তু আজ অর্থ ছাড়া আর কিছুই তিনি বোঝেন না, অর্থ এবং প্রতিপত্তি—পেয়েছেন।

দরজায় নক্‌ করার শব্দে সচকিত হলেন কিলানিন। একে একে ওরা দু'জনে ভেতরে এল। স্থির দৃষ্টিতে তিনি ওদের দেখলেন। মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলেন, কাজ শেষ?

হ্যাঁ। কথা বলল আভেরি। ঠিক জায়গাতেই ফেলেছি। মার্শাল ফিরেছে?

একটু আগেই সে গেছে। কিলানিন বললেন, ওকে একটু নজরে নজরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা মেয়ের প্রতি বেশি টান থাকা এ লাইনের লোকের পক্ষে সময়ে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আভেরি, কি যেন নাম মেয়েটার

মারিয়ানা।

হ্যাঁ, মারিয়ানা। ইটালিয়ান মেয়ে লাল চুল। মেয়েটার সম্পর্কে রিপোর্ট খুব একটা ভাল নয়। ভাল কথা মার্শালের এখানে পৌঁছতে এত দেরি হল কেন সেটাই আমি চিন্তা করছি।

আভেরি সতর্ক হল। কিলানিন সুন্দর সৌম্য দর্শন হলেও ও সাক্ষাৎ শয়তান। লোকটার মনে মার্শালের প্রতি সন্দেহ জেগেছে। মার্শালকে আগে থেকে সাবধান করা প্রয়োজন। রিচার্ডের প্রতি সন্দেহটা কদিন আগেই প্রকাশ করেছিল মাত্র একবার।

এতক্ষণ নিশ্চয়ই রিচার্ডের দেহটা পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। সার্জেন্ট ডনটাকে যদি শেষ করা সম্ভব হত! আভেরি বলল, ডেডবডিটাকে ফেলে আসার সময় আরো একটা কাজও আমরা করতে চেয়েছিলুম।

কিলানিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আভেরির মুখের দিকে তাকালেন।

সার্জেন্ট ডনকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গিয়েছিলাম।

কোথায়?

পাম অ্যাভিনিউয়ের কাছে। টনি গুলিও করেছিল। ডনের ভাগ্য ভাল ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন।

কথাগুলো শুনেই কিলানিনের মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি টনিকে দেখলেন। টনি তাঁর এক নম্বর তীরন্দাজ। ওর নিশানা কখনও ভুল হয় না। রোগা বেঁটে ক্ষয় রুগীর মতো চেহারা টনির। মরা মাছের মতো চোখ দুটো সর্বদাই আধবোজা। কথা বলে কম। শুকনো নেশা করে কিন্তু মেয়ে মানুষের বদলে আগ্নেয়াস্ত্রই বেশি পছন্দ করে। বললেন, কি টনি, শিকার হাত-ছাড়া হয়ে গেল?

টনি কপালে একটা আঙুল ঠেকাল, মুখে কিছু বলল না। কিলানিন বললেন, আমাদের কিন্তু ইঁদুরটাকে ছাড়া উচিত হবে না, মনে হচ্ছে এবার আমাদের ও বেগ দেবে।

আভেরি বলল, আমিও সেই কথাই ভাবছি। রিচার্ডকে স্টেশনে পাঠানো তোমার ঠিক হয় নি জন। মনে হচ্ছে হোটেলে মেলভিনের খোঁজে ডন নিশ্চয়ই হানা দেবে।

কিন্তু আভেরি, তোমার বন্ধুর কোন খবর নেই কেন? জিজ্ঞাসা করলেন কিলানিন।

বন্ধু কে জন? রাগত কণ্ঠস্বর আভেরির।

আমি মেলভিনের কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাইছি আভেরি।

তাই বল। আভেরি বলল, এখন তাকে আমার বন্ধু বলা তোমার উচিত হবে না জন। আমরা সহকর্মী।

দুঃখিত আভেরি। হেসে ফেলে কিলানিন বললেন, আমার মনে হচ্ছে সে খুবই চালাক এবং হুশিয়ার। হেলেনারও কোন খবর নেই। আমি আর কিছুক্ষণ বাদেই ভিলায় ফিরে যাব। আর আমার মনে হয় কয়েকদিন আমাদের গা-ঢাকা দেওয়া উচিত। পুলিশ রিচার্ডের মৃত্যুটা নিয়ে নিশ্চয়ই কিছুটা নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করবে।

আমারও তাই মনে হয়। আভেরি কিলানিনের কথা সমর্থন করে বলল, তা হলে জন, আমি কি মেলভিনকে নিয়ে তোমার ভিলায় যাব?

তাই যেও, তবে খুবই সাবধানে। সার্জেন্ট ডন খুবই হিসেবী। লক্ষ্য রেখ হোটেলের ওপর পুলিশ নজর রাখছে কিনা। আর শোন, প্যাম্বারকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

টনি আর আভেরি ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিলানিন খুবই দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিলেন। টেবিলের ওপর রাখা টাকার গোছাগুলো এ্যাটাচিতে ভরতে গিয়েও কি ভেবে আবার তা রেখে দিলেন। তাঁর রিচার্ডের কথা মনে পড়ল। টাকাগুলো তার। তার অবর্তমানে টাকাগুলো নিয়ে তিনি কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না।

প্যাম্বার এসে ঘরে ঢুকলো। একজন বৃদ্ধ নিগ্রো। ডান চোখ দৃষ্টিহীন বিশাল দেহ, কিলানিন তাকে দেখে বললেন, প্যাম্বার, আপাততঃ দিন কয়েকের জন্যে আমি আমার ভিলায় গিয়ে থাকবো ঠিক করেছি। তোমাকে কি করতে হবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো?

প্যাম্বার নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়ে জানাল সে বুঝতে পেরেছে।

খুব সতর্ক থাকবে। যখন যা ঘটবে আমাকে জানাতে থাকবে। আর মেয়েটাকে কাল দুপুরে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলবে। আমি দুটো থেকে দুটো তিরিশ পর্যন্ত কাফে রোমিওতে থাকবো, যেন অবশ্যই আমাকে খুঁজে নেয়।

প্যাম্বার মিনিমিনে গলায় বলল, বলবো স্যার।

আর ওই টাকাগুলো তোমার কাছে রেখে দাও। ওগুলো রিচার্ডের টাকা।

ও এলে ওকে কি টাকাগুলো দিয়ে দেব স্যার? জানতে চাইলো প্যাম্বার।

দিয়ে দেবে? একটু থামতে হল কিলানিনকে। বললেন, সে টাকা নিতে আর কোন দিনই আসবে না।

আচ্ছা, বলে প্যাস্থার নিরাসক্তভাবে টাকাগুলো টেবিল থেকে তুলে নিজের পকেটে ভরল। বুঝতে পারল যে কোন কারণেই হোক রিচার্ড শেষ হয়ে গেছে। তার চোখে মুখে দুঃখ অথবা শোকের কোন চিহ্নই ফুটল না। অথচ ইদানিং ওর রিচার্ডের সঙ্গে মেলামেশাটা একটু বেশিই ছিল।

কিলানিন মৃদুকণ্ঠে বললেন হয়তো তোমার জানা নেই রিচার্ড আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কালো মানুষটা ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। স্থির অপলক দৃষ্টিতে সে কিলানিনের শান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিলানিনের মুখটা হাসি হাসি। বললেন, তোমার পকেটের টাকাগুলো কিন্তু আমার দেওয়া নয়। গুণে দেখেছি ওতে দু'হাজার ডলার আছে। আচ্ছা তুমি কি বলতে পার তার হঠাৎ অত টাকা কোন্ কাজে দরকার হয়ে পড়ল?

সে বলল, না স্যার। কিন্তু সেকি মিথ্যা বলল? ভাবল প্যাস্থার। অনেক টাকার প্রয়োজন, কথাটা যেন বারকয়েক রিচার্ডের মুখেই শুনেছিল সে। ইদানিং রিচার্ড হেলেনা নামের মেয়েটার প্রতিও একটু আসক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এসব কথা কিলানিনকে বলা উচিত হবে না বলেই তার মনে হল। শুধু শুধু মেয়েটাকে বিপদে ফেলে তার লাভ কি। তার লাভ এবং লোকসান, কোনটাই নেই। উল্টে সে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তার চেয়ে বরং চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে। কিলানিন যা পারে করুক।

তুমি এ বিষয়ে কি কিছু জান প্যাস্থার? কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে কিলানিন ওর মুখের দিকে আড় চোখে তাকালেন। কিন্তু ওর ভাবলেশহীন মুখের একটা রেখাও কাঁপল না।

প্যাস্থার বলল, আমি কখনো সেরকম কিছু শুনিনি?

তুমি কি ইদানিং রিচার্ডের আচরণে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করনি?

আমার সেরকম কিছু মনে পড়ছে না স্যার।

একটু চিন্তা করে দেখ। হয়তো কিছু মনে পড়লেও পড়তে পারে তোমার।

প্যাস্থার হতাশ ভঙ্গী করল। বলল, না স্যার এখন আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে কিলানিন তাকে যেন সান্ত্বনা দিলেন। আমি যাচ্ছি। কিছু মনে পড়লে আমাকে জানাতে ভুলো না যেন।

কিলানিন ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মুনলাইট হোটেলে নিজস্ব কামরা আছে কিলানিনের। এ হোটেলের অনেকখানি শেয়ার তাঁর। ছোট্ট হোটেল হলেও আয় বিরাট অঙ্কের এবং তা বাঁকা পথেই।

প্যাস্থার কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। বিপদের আভাস পেল। তাকে সাবধান হতে হবে। কিলানিন ভীষণ নিষ্ঠুর—হৃদয়হীন।

হঠাৎই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল মেলভিনের। তার দেহে ঘুমন্ত হেলেনার শরীরের স্পর্শ অনেকদিন পরে আজকে পরিতৃপ্ত। অকস্মাৎ তার ফ্লোরার কথা মনে পড়ল, অতীতের স্মৃতি। ফ্লোরার নামের সঙ্গে ভালবাসার গন্ধ জড়িয়ে আছে। হেলেনার শুধু দেহ। ফ্লোরা কিছুটা লাজুক ধরনের মেয়ে ছিল। তাকে জোর করতে হত জাগিয়ে তুলতে হ'ত। বাধা ছিল তার সহজাত। ফ্লোরা ছিল উপহারের ডালি। তাকে গ্রহণ করতে হত। হেলেনা ভোগের সামগ্রী।

রেগে ওঠা হেলেনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জেগে উঠেছিল। বলেছিল, পুরুষ গুলোকে আমি ভীষণ রকম ঘৃণা করি।

কথাটা শুনে মেলভিন হেসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, করুণাও তো করো?

হেলেনা বলেছিল, ন্যাকামী করো না। ন্যাকামী আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। তোমরা বড্ড জ্বালাও।

ওর নগ্ন শরীরটার রেখায় রেখায় মেলভিন হাত বুলিয়েছিল। বলেছিল হ্যাংলাদের কাছে যাতায়াত করলে আর কি আশা করো সেখানে?

তুমি কি নিজেকে স্বতন্ত্র ভাব নাকি?

পুরোপুরি না হলেও কিছুটা। চোখ মটকেছিল সে।

তাই মনে হচ্ছে নাকি? জ্বালাতনের কায়দা দেখছি ভালই রপ্ত করেছো?

শুধু তোমার মতো সুন্দরীদের জন্যে।

আমার মতো সুন্দরী জীবনে ক'টা দেখেছো শুনি?

খুব বেশি না হলেও দেখেছি। আমার পূর্ব প্রেমিকা তোমার মতো না হলেও সুন্দরী ছিল। তা তুমি এ লাইনে এলে কেমন করে?

শখ করে নিশ্চয়ই নয়।

সে কথা আমি বলছি না। সত্যিই জানতে চাই।

জেনে তোমার কি লাভ?

বলতে পার কৌতূহল। অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে বলো না।

আমার আপত্তি নেই। তোমার শুনে কোন লাভও হবে না।

তা অবশ্য ঠিক। তা তুমি এখানে জুটলে কি করে? মেলভিন সত্য গোপন করেছিল। বলেছিল, বন্ধুর কাছে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি।

আভেরি তোমার কেমন বন্ধু হয়?

বন্ধু বলতে পারিনে। আমি যখন লেখাপড়া করি সেই সময় আলাপ। সে অনেকদিন আগের কথা। বহুদিন পরে আবার দেখা। তা তোমার পেমেন্টটা কি আভেরি করবে?

হেলেনা সে কথার কোন উত্তর দেয়নি। রাত বেড়েছিল। উষ্ণ বিছানায় দুটো শরীর এক সময় মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। পরিতৃপ্ত মেলভিন হেলেনার নগ্ন উষ্ণ দেহটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে ফ্লোরার কথা ভেবেছিল। হেলনা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এখন আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল মেলভিনের। সে ভাবছে বার বার ঘুরে ফিরে ফ্লোরার কথা মনে পড়ছে। ফ্লোরা একদিন হাতে হাত রেখে শপথ করেছিল, জীবনে কোন অবস্থাতেই তারা কখনো আলাদা হবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফ্লোরাই সুখের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। মেলভিন অনেকবার বিবাহের বন্ধন চেয়েছে—ফ্লোরার কাম্য ছিল বন্ধুত্ব। বলেছিল, যেখানে মনের মিল সেখানে মিথ্যা আইনের নাগপাশের দরকার কি? ধন্য ফ্লোরা! একজন পুরুষের সংস্পর্শ নিশ্চয়ই দর্শনের ছাত্রীটিকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। অথচ ফ্লোরা সন্তান চায়নি।

হেলেনা কি জেগে উঠল মেলভিন ওর দিকে ফিরতে গিয়েও ফিরল না। বুঝতে পারল হেলেনা বিছানায় উঠে বসেছে। ওর শ্বাস প্রশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করল। ও বিছানা থেকে নামল। দেখল সে অপূর্ব কমনীয় গঠন ওর। কোন অজানা শিল্পীর হাতে গড়া অপূর্ব সৃষ্টি, শুধু বক্ষযুগল ঈষৎ আনত—তাতে অবশ্য ওকে আরো সুন্দর লাগলো তার। হেলেনা পা টিপে সন্তর্পণে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মিনিট তিনেক পরে হেলেনা বেরিয়ে এল। এবার ও তার প্রায় সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, ঘরের নীলাভ মৃদু আলোয় ওর দেহের সমস্ত রেখা স্পষ্ট না হলেও অপূর্ব দেখাচ্ছে।

যেন গ্রীসের ভাস্কর্য, অথবা বিখ্যাত কোন ফরাসী শিল্পীর আঁকা নারীমূর্তি। ওর দেহের নগ্নতা ওকে আরো সুন্দর আর রমণীয় করে তুলেছে। বুকের মধ্যে লোভের ছায়াটা উঁকি দিচ্ছে। ও দ্রুত হাতে প্যান্টি আর ব্রাটা পরে ফেলল। স্কার্টটা শরীরে গলাতেই মেলভিন ডাকল, হেলেনা!

থমকে গেল হেলেনা। স্থির

তুমি কি চলে যাচ্ছ?

তুমি ঘুমাওনি।

ঘুমাচ্ছিলাম একটু আগে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

হেলেনা চুপ করে রইলো।

মেলভিন বিছানায় উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে জোরালো আলোটা জ্বালিয়ে দিল। বলল, কি হল তোমার? পোষাকটা পরে নাও।

হেলেনা যেন প্রাণ ফিরে পেল। পোষাকটা পরে নিল। সোয়েটারে শরীরটা ঢেকে নিল। তারই মধ্যে কয়েকবার আড়চোখে মেলভিনকে দেখে নিল। দেখল মানুষটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে টানছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হেলেনা চুলটা ঠিক করতে লাগলো।

মেলভিন ঘড়ি দেখল। চারটে বাজে। ভাবল, এই রাত্রে মেয়েটা কোথায় যাবে! জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এখনই চলে যাবে? মেলভিনের দিকে না তাকিয়েই হেলেনা মৃদু গলায় বলল, আমাকে এখন যেতে হবে।

এত রাত্রে? অবাক হল মেলভিন। সাহস আছে বটে মেয়েটার। জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি একা রাস্তায় বেরুবে।

হ্যাঁ, কেন? মেলভিনের দিকে তাকাল হেলেনা।

তোমাদের এখানে তাহলে ভয়ের কোন কারণ নেই বলতে চাও?

ভয় কিসের? হাসি হাসি মুখ করল হেলেনা। বলল, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি তোমার লুঠ হয়ে যাবার কথা বলছি।

লুঠ হয়ে যাব? হেসে ফেলল হেলেনা। আজকের মতো তুমিই তো লুঠ করে নিলে। আশা করি তোমাকে নিশ্চয়ই খুশি করতে পেরেছি। আর তাছাড়া আমি তো আমার গাড়ীতে যাব। কেউ যদি আটকাবার চেষ্টা করে নিজেকে রক্ষা করার মতো সাহস আমার আছে। কথাটা শুনে মেলভিনের ঠিক বিশ্বাস হল না। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলল, তাহলে বলছো ভয়ের কিছু নেই?

নেই, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। একটু হেসে হেলেনা বলল, তবে আমার ভয়টা একটু কম।

বাহাদুর মেয়ে তুমি।

ঠাট্টা থাক। কাছে এগিয়ে এল হেলেনা। দু' হাতে গলা জড়িয়ে ধরে আচমকা চুমু খেল মেলভিনকে। বলল, বিদায় বন্ধু।

মেলভিন কিছু বলতে পারল না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল হেলেনা। হাত নেড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

মেলভিন অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় বসে রইল। হেলেনা চলে গেছে। ঘরময় ওর শরীরের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আবার সে শুয়ে পড়ল। চোখে ঘুম এল না। এল চিন্তা। আভেরির কথা মনে পড়ল। কোন্ উদ্দেশ্যে তাকে সে নিয়ে এল?

সকাল দশটার সময় আভেরি ফোন এল, হ্যালো মেলভিন আমি আভেরি বলছি।

আমি মেলভিন বলছি।

কি করছো এখন?

এইমাত্র ব্রেকফাস্ট সারলাম।

রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

হাসল মেলভিন। বলল, খারাপ কি?

আভেরি বলল, শোন মেলভিন আমি এই মাত্র ফিরেছি। তোমার হোটেলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা করতে যাওয়া উচিত কিন্তু কটা জরুরী কাজ থাকার জন্যে আমি এখনই তোমার কাছে যেতে পারছি না, অথচ তোমার সঙ্গে আমার দেখা করার খুবই ইচ্ছে।

তুমি আমাকে কি করতে বল? জানতে চাইল মেলভিন।

তুমি চলে এসো না। ততোক্ষণে আমিও আমার কাজগুলো সেরে নিই।

আমাকে কোথায় যেতে বলছো?

কটন প্লেসে চলে এসো। হোটেল থেকে বেরিয়ে সাউথের দিকে দশ মিনিটের পথ। আধঘন্টা পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে এধারে চলে এসো। আমিই তোমাকে খুঁজে নেব।

বেশ তাই হবে

ছেড়ে দিচ্ছি।

ঠিক আছে।

ঘড়ি দেখে আধঘন্টা পরে পথে বেরুল মেলভিন। শেষ রাত্রি থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে—একটু মেঘলা ভাব আছে। মেলভিন ফুটপাত ধরে কটন প্রেসের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

আমেরিকার অন্যান্য শহরের মতো প্রশস্ত পথ। বাস মোটর প্রাণপণে ছুটছে। মানুষ হাঁটছে দ্রুত। শুধু মেলভিনেরই ধীর গতি। তার কাজ নেই। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে দাঁড়াল। আভেরি পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়ে তাকে থামাল। দু'জনে দু'জনের হাত জড়িয়ে ধরল।

আভেরি বলল, তোমার আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু তোমাকে যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে বন্ধু।

মেলভিন একটু ম্লান হাসল, আমার মত অবস্থায় যদি তুমি থাকতে তবে তোমাকেও এইরকম চিন্তিত দেখাতো।

ঠিক বলেছো, স্বীকার করল আভেরি। বলল, তবে আমি তোমাকে বলছি অহেতুক চিন্তার কোন কারণ নেই তোমার।

বলছো?

তোমাকে কথা দিচ্ছি।

তুমি কি কিছু ঠিক করেছো?

তুমি আমার সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবে।

কোথায় যাব?

আভেরি হাসল। বলল, চল না আমার সঙ্গে।

দুজনে আভেরির গাড়ীর কাছে গেল। সাদা রঙের বুইক। আভেরি চালকের আসনে বসে পাশে মেলভিনকে বসিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিল। শহর ছাড়িয়ে মিসিসিপি নদীর ধার দিয়ে গাড়ী ছুটে চলল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটা ভিলার সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালো।

আভেরি বলল, এবার আমাদের নামতে হবে। দু'জনে নামল। গেট পার হয়ে ওরা মোরাম বিছানো পথ ধরে এগুলো। ছোট্ট সুন্দর ভিলাটা চারদিকে শৌখিন ফুলের কেয়ারি। এ ধারটায় সমতল ভূমি শষ্যক্ষেত, দূরে ছোট ছোট টিলা। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু ভিলা।

আভেরি দরজার কলিং বেল টিপল। বয় বেরিয়ে এল—নিগ্রো এক কিশোর। প্রশ্ন করল, কাকে চান?

মিঃ কিলানিন আছেন জানতে চাইল আভেরি।

আছেন। হাসল কিশোরটা বলল, আসুন।

ওরা ভেতরে ঢুকলো। সুন্দর মাঝারী ড্রইংরুম। পরিপাটি করে সাজানো। চারিদিকে সুরুচির ছাপ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

কিশোরটা বলল, আপনারা বসুন। কর্তা লাইব্রেরীতে আছেন। সে চলে গেল।

দু'জনে বসল। মেলভিন চারদিকে চেয়ে দেখছে। এমনি একটি সুন্দর ভিলার স্বপ্ন সে বহুদিন ধরে দেখেছে। কিছুটা শষ্যক্ষেত, ফ্লোরাকে সে কথা বলেছে। সে শুনে খিলখিল করে হেসেছে। দেওয়ালে বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ক'খানা ছবি। গৃহকর্তার রুচি আছে। অর্থ এবং রুচি। মনটা তার প্রসন্ন হয়ে উঠল। এ যেন তার নিজের স্বপ্নভূমি।

আসুন দু'জনকে আহ্বান জানাল কিশোরটা।

দু'জনে উঠে কিশোরকে অনুসরণ করল। পরের ঘরখানা শোবার ঘর, তারপর লাইব্রেরী। কিলানিন একটা বই পড়ছিলেন। ওদের দেখে হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের হাত এগিয়ে দিলেন।

আভেরি পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বন্ধু, মেলভিন রজার্স।

বন্ধু! সুন্দর করে হাসলেন কিলানিন। খুব খুশি হলাম মিঃ মেলভিন।

আভেরির মুখটা হঠাৎই উত্তেজনায় রাঙা। দাঁত দিয়ে সে নিজের ঠোঁটটা চেপে ধরেছে।

তার দিকে চেয়ে হাসলেন কিলানিন, ভাল মানুষী মুখে বললেন, কি হল আভেরি?

আভেরি নিজেকে সামলে নিল। বলল, কিছু হয়নি মিঃ কিলানিন। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

কি কথা? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন কিলানিন।

আপনাকে দেখতে বড় সুন্দর। ভিলাটা লোভনীয়। আর আপনার লাইব্রেরী দেখে আপনার পাণ্ডিত্যের হিসাব কষতে না পেরে নিজেকে বড় বোকা বোকা লাগছে আমার।

কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব আভেরি।

এতদিন তো তাই শুনে এসেছি মিঃ জন।

এখন কি ধারণাটা পাল্টে গেল তোমার?

কিছুটা বলতে পারেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন কিলানিন। মুখটা তার প্রসন্নতায় ভরে উঠল। বললেন ওসব কথা এখন থাক আভেরি বল কি খাবে, চা না কফি—না কোন ড্রিঙ্কস?

একটু চা খেতে প্রাণ চাইছে।

ঠিক আছে আমি চায়ের কথা বলে আসছি। মেলভিনের অলক্ষ্যে আভেরিকে ইশারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কিলানিন।

কিলানিন চলে যাওয়ার পর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল আভেরি। বলল, মেলভিন, এই হচ্ছেন আমাদের বস।

মেলভিন আভেরির মুখের দিকে তাকাল।

আভেরি বলল, তুমি যদি জনের অধীনে কাজ করতে রাজি থাক তাহলে করবে। যদি রাজি না হও, তাও জানিয়ে দেবে। তবে যে কাজের জন্যে তোমাকে আনা হয়েছে সে কাজে যদি তুমি সফল হতে পার তাহলে ভবিষ্যতে অর্থের জন্যে তোমাকে কোনদিন চিন্তা করতে হবে না।

কিন্তু কাজটা কি? জানতে চাইল মেলভিন।

সেটা জন-ই তোমাকে বলবে। আভেরি একটু থামল। স্পষ্টতই তাকে চিন্তিত দেখাল। বলল, আমাদের মধ্যে তোমাকে নিয়ে আসা উচিত হয়েছে কি না এই মুহূর্তে আমি সঠিক কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। তবে তোমার দুরবস্থার কথা চিন্তা করে এক রকম বাধ্য হয়েছি বলতে পার। আর এটুকু তোমাকে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলেই মনে করি, কিলানিনের দৈহিক সৌন্দর্যের বিপরীত হল ওর মনটা আমার অনুরোধ সহজ হবার চেষ্টা কর।

আভেরির কথাগুলো শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে উঠল মেলভিনের মুখটা। মনের মধ্যে কৌতূহল যে জাগল না তা নয়। কিন্তু সে খুবই শান্ত হয়ে গেল। এক সময় হাসল। সিগারেট ধরাল একটা।

কিলানিন এলেন। বসলেন ওদের সামনে। এখন কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে। মুখের সেই সহজ ভাবটা নেই বললেই চলে। মেলভিনের মুখের দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন মিঃ মেলভিন তোমাকে এখানে কি উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে তার কিছু শুনেছো তুমি?

আভেরি বলল, তুমিই বল জন।

তবু তোমার কিছুটা অন্ততঃ বলা উচিত ছিল আভেরি। বললেন, কিলানিন কিছু কিছু জানা থাকলে আলোচনাটা অনেকটা সহজ হত।

কথা বলল মেলভিন, আভেরি।আমাকে কিছু কিছু বলেছে মিঃ কিলানিন।

আভেরি তার মুখের দিকে তাকাল। কিলানিন বললেন, কি বলেছে আভেরি?

আপনার সম্পর্কে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে আভেরি। কথাগুলো আপনিও তো শুনেছেন মিঃ কিলানিন। বিস্মিত হলেন কিলানিন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেলভিনের মুখের দিকে তাকালেন।

মৃদুকণ্ঠে মেলভিন বলল, আপনি শুরু করুন মিঃ কিলানিন। গত রাতে বেশিক্ষণ ঘুমোনোর

সময় পাওয়া যায়নি। আমি একটু ক্লান্ত। অবশ্য ফুলদানিটা অসাবধানে ভেঙে ফেলার জন্যে আমি দুঃখিত।

চমকে উঠলেন কিলানিন সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁর কাছে। বাহাদুর ছোকরা। মনে মনে তারিফ করলেন তিনি। স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কাজটা কি কিছু বুঝতে পেরেছো?

কিছুটা অনুমান করতে পেরেছি মাত্র।

নিঃশব্দে ক'খানা ফটোগ্রাফ মেলভিনের টেবিলে বিছিয়ে দিলেন কিলানিন।

দেখল সে। হাসি হাসি মুখে বলল, কি জানতে চান বলুন?

ফটোগুলো দেখে কি মনে হয় তোমার?

দেখলে প্রথমটায় নিজের বলেই মনে হবে।

কিন্তু নিজের নয় এইতো?

নিশ্চয়ই।

আমি বলছি না ফটোগুলো তোমার।

আপনি বললেও আমি মানতাম না।

জানি! কিলানিন রীতিমত গম্ভীর। বললেন, ফটোগুলো তোমার মতো একজনের। খানিকটা তোমার মতো দেখতে। যাকে তোমার মতো দেখতে তার কাছে তোমাকে যেতে হবে। যদিও যেখানে তুমি যাবে সেখানে সে নেই।

অর্থাৎ তাকে আপনি সরিয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ দিয়েছি। কিলানিন বেশ গম্ভীর।

পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে?

হেসে ফেললেন। বললেন, না। অকারণে মানুষ খুন করা আমি পছন্দ করি না। তাকে একজায়গায় বন্দী করে রাখা আছে। দিমচারেক হল তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। সে ভালই আছে। আর কাজ শেষ হলেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

মেলভিন নীরব। দ্রুত চিন্তা করছেন। ব্যাপারটা কি হতে পারে। কোন রহস্য জড়িয়ে আছে অন্তরালে।

কিলানিন বললেন, অযথা তাকে মেরে কোন লাভ নেই। তোমাকে যখন পাওয়া গেছে তখন অনেক উপকারে লাগবে সে তোমার। তার নাম রডনি। নদীর উল্টোদিকে ওই যে টিলাগুলো দেখা যাচ্ছে ওই টিলাগুলোর আড়ালে নদীর ধারেই মেজর উইলিয়ম সোমেকারের বিরাট ভিলা।

বেশিদিন নয় মাত্র কয়েক বছর হল মেজর সোমেকার ভিলেটা কিনেছেন। মাত্র মাস ছয়েক হল বাস করতে এসেছে।

রডনি হল ওই বাংলোর কেয়ারটেকার-কাম-ম্যানেজার। কিলানিন একটু থেমে পাইপটা ধরিয়ে নিলেন। বললেন তোমাকে সব বলি। সব শোনা থাকলে আমার বিশ্বাস তোমার কাজের সুবিধে হবে। রডনির সঙ্গেও তোমার যথা সময়ে পরিচয় করিয়ে দেব।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের কথা। মিত্র বাহিনীর সঙ্গে রোমেলের লড়াই চলছে তখন আফ্রিকায়। জয় পরাজয় নয়—আঘাত এবং প্রত্যাঘাতের মহড়া তখন।

মেজর সোমেকার আর ক্যাপ্টেন কিলানিন 'গাজি'তে আবিষ্কার করেছিল বিরাট সম্পদ। যার মূল্য প্রায় দশ লক্ষ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু সম্পদ আত্মসাৎ করার সৌভাগ্য দু'জনের কারো হয়নি। অপারেশন ক্রুশেডার রোমেলের আঘাতে ব্যর্থ হয়েছিল। মেজর সোমেকার চিরদিনের মত একটা পা হারিয়ে সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

তারপর যুদ্ধ একদিন শেষ হল। আমি একটা নতুন পথের পথিক হলাম। সোমেকার দীর্ঘদিন কোথায় ছিল জানি না। বছর দুই আগে ইতালিতে দেখা পেলাম এখন আমেরিকায় এসেছে। তার কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ কোন্ কৌশলে সে নিয়ে গিয়েছিল তা একমাত্র সেই বলতে পারে।

কথা শেষ করে কিলানিন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

মেলভিন ডাকল, মিঃ কিলানিন।

বল। কিলানিন তার দিকে তাকাল।

খবরটা সত্যি নাও তো হতে পারে। মৃদু কণ্ঠে বলল মেলভিন।

কোন্ খবরটা?

ওই দশলক্ষ মিলিয়ন ডলারের সম্পদের খবরটা।

মিথ্যে বলছো?

না তা বলছি না। থতমত খেল মেলভিন। আমি খবরটার কথা.....

দেখতে দেখতে কিলানিনের মুখটা সহজ হয়ে উঠল। হাসলেন তিনি। বললেন হরিণের পেছনে কেউ ছোটে না।

না, ছোটে না। স্বীকার করল মেলভিন।

কারণ হরিণ কখনো সোনার হয় না। হলেও সে হবে প্রাণহীন। আমি, জন কিলানিন কখনো মিথ্যার পেছনে ছুটি না। আর তার প্রমাণ তুমি নিশ্চয়ই পাবে।

আমাকে কি করতে হবে?

কি করবে বলার আগে আমি এটা জানতে চাই যে তুমি আমার কাছে কাজ করতে রাজি আছ কিনা? পরিবর্তে অবশ্যই তুমি তোমার পারিশ্রমিক হিসাবে উপযুক্ত অর্থই পাবে। সে অর্থ দিয়ে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে নতুনভাবে গড়ে নিতে পারবে।

তাই কি? দ্রুত চিন্তা করল মেলভিন। একদিন তার অর্থ ছিল। আজ নেই এও সত্যি। ফ্লোরা নামের একটা সুন্দর মিষ্টি মেয়ে তার জীবনটাকে ভরিয়ে রেখেছিল। অর্থ হয়তো আসবে কিন্তু ফ্লোরা আসবে না।

অথবা ফ্লোরা যদি ঘটনা চক্রে আবার আসেও সে কি তার বিশ্বাস ভালবাসা আবার ফিরে পাবে? সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া জীবন মূল্যহীন। প্রেম স্বর্গীয় শুনেছে কিন্তু জীবন ধারণের গ্লানি মুক্ত হতে অর্থ চাই-ই।

মেলভিন ভাবল খারাপ কি? যখন সুযোগ এসেছে হাতছাড়া করা কেন? অভিজ্ঞতা তো জীবনের মূলধন। দেখাই যাক না কি হয়। তবে সতর্ক হতে হবে।

মৃত্যু ভয়কে সে কখনো গ্রাহ্য করেনি। দারিদ্র্য বড় কষ্ট দেয়। দারিদ্রের কাছে মনটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে যায়। জুয়া খেলায় তো হার জিৎ আছে। জীবনটাকে নিয়ে একবার জুয়া খেলতে নামলে মন্দ কি! বুদ্ধির দৌড়ে যদি হার মানে লজ্জায় নিশ্চয়ই মাথা হেঁট হবে না।

কিলানিন বললেন, কি ভাবছো মেলভিন?

সে সত্যি কথাটাই প্রকাশ করল, জড়িয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত বেরুতে পারবো কিনা।

তোমার চিন্তাটা স্বাভাবিক। হাসলেন কিলানিন। বললেন, কাজ শেষ হলে মেরে ফেলতে পারি এইতো?

অসম্ভব কিছু নয়।

বিশ্বাসঘাতকতা করলেও মেরে ফেলতে পারি?

তাও ঠিক।

এবং এখন এই মুহূর্তেও। একটু থেমে বললেন, কারণ এখন তুমি আমার হাতের মুঠোয়। যদি রাজি না হও তোমাকে মেরে ফেলা আমার কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার। বাইরের কেউ জানতেই পারবে না।

কিন্তু আমি কোনটাই করবো না। তোমার এবং আমার স্বার্থ সমান। তুমি হোটেলে ফিরে যাও। আভেরি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। চিন্তা করে দেখ, যদি রাজি না থাক আগামীকাল ভোরের ট্রেনেই তুমি সেন্ট লুই ফিরে যেও। আমি কথা দিচ্ছি, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। আমার লোকেরা তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

মেলভিন মৃদু কণ্ঠে বলল, আমি রাজি আছি।

ঠিক আছে খুবই ঠাণ্ডা গলা কিলানিনের। হেসে মৃদু কণ্ঠে বললেন, তবু আমার অনুরোধ তুমি আজকের দিনটা চিন্তা করে দেখ মেলভিন। কারণ আগামীকালের সকাল থেকেই তোমাকে বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হবে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই রেবেকাকে ফোন করার কথা মনে পড়েছিল ডনের।

ডিসেম্বরের আজকের সকালটা খুবই সুন্দর এবং উজ্জ্বল। ক'দিনের পর রোদ উঠেছে। শীতের প্রকোপটাও একটু কম।

আজকের ছুটির দিনে রেবেকা যদি কাছে থাকতো তবে খুবই ভাল হত। সকালের ঘুম ভাঙা চোখে ওকে দেখতে ডনের বড় ভাল লাগে। ওর ছোটখাটো ব্যস্ততা। সুঠাম দেহবল্লবরী নিয়ে এঘর—ওঘর যাতায়াত চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করার মতো। ওর সোনালী চুল, বাদামী চোখের কটাক্ষ রীতিমতো লোভনীয়।

ওর শাসন এবং সোহাগ ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। ওর সাহচর্যে আজ পর্যন্ত ক্লান্তির নাম গন্ধ স্পর্শ করেনি।

ডন শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ওর কথাটাই ভাবল। সেই সঙ্গে ভাবল বাচ্চার কথা। বাচ্চা এবং রেবেকা সকলের কথাই তার বিশেষ ভাবে ভাবা উচিত। কর্তব্যে অবহেলার কথাটা সে চিন্তা করতে পারে।

কিন্তু মাঝে মধ্যে বড় বেশি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফেলাটা একটা বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মরিয়া ভাবটা বড় বিপজ্জনক, গত রাত্রির কথাটা চিন্তা করে সে একবার শিউরে উঠল।

একটা সিগারেট ধরাল ডন। রেবেকাকে ফোন করতে হবে। সমস্ত বৃত্তান্ত বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। সংক্ষেপে কিছু বলে ওকে একলাই ফিরে আসার অনুরোধ জানাবে। তার বিশ্বাস রেবেকা নিশ্চয়ই বুঝবে।

কিন্তু ফোনটা বেজে উঠল। ডন কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের ছোট টেবিলটা থেকে রিসিভারটা তুলে নিল। বলল, হ্যালো, ডন বলছি।

স্যামের গলা, কি করছো বন্ধু?

ডন ঠাট্টা করল, তোমার কথাটা ভাবছিলাম। তোমার কথা ভেবেই বাকি রাতটুকু পার করেছি।

ঠাট্টা করছো?

তোমার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক?

নিশ্চয়ই নয়।

তাহলে বুঝে দেখ, এখন বল, সাত সকালে পালালে কেন?

বিকালে তোমার কাছে যাচ্ছি, সে তো রাতেই ঠিক হয়ে আছে।

তবু একবার মনে করিয়ে দিলাম। বাড়ি ফিরেই তোমাকে ফোন কবছি।

কোন খবর জানতে পারলে?

না এখনো জানা যায় নি। আশা করছি পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দুপুরের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

পারতো জেনে এসো। ছেড়ে দিচ্ছি।

ফোন রেখে ডন বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে এল। কড়া করে কফি বানাল। কফি খেতে খেতে আবার রেবেকার কথা মনে পড়ল। রেবেকাকে ডন ফোন করল কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। রেবেকার কাকা জানালেন, মাত্র দশ মিনিট আগে সে মার্কেটিংয়ে বেরিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখন আসছো?

ডন বলল, আমি যেতে পারবো না, সেই জন্যেই ফোন করছি।

আসতে পারবে না? অবাক হলেন ভদ্রলোক। এক সময় নাম করা সামরিক অফিসার ছিলেন। বিপত্নীক, রসিক। এখন অবসর জীবন যাপন করছেন, বললেন, কিন্তু কেন আসতে পারবে না পুলিশম্যান?

ডন একটু ইতস্ততঃ করে বলল, একটু ঝামেলায় আটকে গেছি।

কোন নারী ঘটিত ব্যাপারে?

না-না। সামলে নিল ডন। বলল, গতকাল রাতে একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে।

ক'টা খুন হয়েছে?

এক জোড়া।

ভাল, লেগে পড়। তবে দাম্পত্য দিকটায় নজর দিতে ভুল করো না। এখন বল, রেবেকাকে কি বলতে হবে?

আজ ওদের আমার নিয়ে আসতে যাওয়ার কথা।

সেটা আমি জানি। এবং তুমি আসতে পারছো না এই তো? ঠিক আছে বলে দেব। কষ্ট হলেও ওরা কাল যাতে ফিরে যেতে পারে তার দায়িত্ব আমি নিলাম। হাসলেন রেবেকার কাকা বললেন তবে তোমার শাশুড়ী ঠাকরুন হসপিটাল থেকে ফিরে তোমাকে দেখার জন্যে একটু উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলার দায়িত্বও আমি নিলাম।

এক সময় ফোন ছেড়ে দিলেন রেবেকার কাকা। ডন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রসিক পুরুষ তবে মাঝে মধ্যে এমন কথা বলেন অস্বস্তি বোধ করে সে। সমস্ত দিনটা সে শুয়ে বসে কাটাল।

বিকালের কিছু আগেই স্যাম এল। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট শুনল, দু'জনের মৃত্যু একই টাইমে বা দু-চার মিনিট আগে পরে নয়। রিচার্ডের মৃত্যু অন্যজনের চেয়ে কম করে আধ ঘণ্টা পরে। রিচার্ডের কাছে কোন রকম আগ্নেয়াস্ত্রও পাওয়া যায়নি।

ডন স্বভাবতই চিন্তিত হল। রহস্যের গন্ধ পেল। তার আনন্দ হল। বলল, চল স্যাম একটা জায়গা থেকে একটু ঘুরে আসি।

একটা জায়গা থেকে বলতে? ইঙ্গিত করল স্যাম।

আরে না-না। হাসল ডন। একবার হোটেল মুনলাইটে যাব। সেখানে আমার পরিচিত একজন এসে উঠেছে।

বন্ধু না বান্ধবী?

বলছি পরিচিত জন। ডন কৃত্রিম রাগ দেখাল। তোমার যত বয়স বাড়ছে ততোই ইয়েটাও বাড়ছে।

স্বাভাবিক দার্শনিক ভঙ্গি স্যামের। তুমি ছেলে মানুষ এসবের মর্ম তুমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার বয়েসে পৌঁছালে নিত্য নতুনের সন্ধানে মন আনচান করবে।

ঠিক আছে তোমার কথা জেনে রাখলাম। কথাটা আমার মনে থাকবে। এখন চল কাজে বেরিয়ে পড়া যাক।

কাজ? উঠতে গিয়েও বসে পড়ল স্যাম। এই বলছো পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। আবার বলছো কাজ। তোমার কোন্ কথাটা ঠিক বলতো বাপু?

দুটোই, হাসল ডন। চল-চল।

দু'জনে বেরুল। হোটেল মুন লাইটে এসে খোঁজ করতেই মেলভিনের সন্ধান পেল। মেলভিন ঘর থেকে এসে লাউঞ্জে দেখা করল। হাসি মুখে বলল, আপনিই গত রাত্রের............

বাধা দিয়ে হাসি মুখে ডন বলল, সার্জেন্ট ডন। আমার বন্ধু স্যাম!

তা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য?

আছে, ডন হাসল। তবে খুবই সামান্য।

তাহলে আমার ঘরে চলুন না? আহ্বান জানাল মেলভিন।

চলুন ডন বলল, তিনজনে নিচে থেকে মেলভিনের ঘরে উঠে এল। ঘরটা সুন্দর দেখে খুশি হল ডন। জিজ্ঞাসা করল, এখানে কদিন আছেন?

দু-একদিন। বলল মেলভিন। চাকরির খোঁজে আসা। হয়ে গেলেই কর্মস্থানে। একটু আগেই ফিরেছি। আগামী কাল পরীক্ষা বলতে পারেন। বলুন কি খাবেন, চা না কফি না কোল্ড ড্রিংক?

এখন কিছু খাবার ইচ্ছে নেই। কথা বলল ডন। আমাদের হাতে খুব বেশি সময়ও নেই। এসেছি একটা ব্যাপারে একটু কথা বলতে। অবশ্য জানি আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব বেশি লাভবান হবো না। তবু যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায়, তার আশাতেই আসা। কথাগুলো বলে ডন এক মুহূর্ত থামল।

ডন মেলভিনকে লক্ষ্য করছে। আবার বলতে শুরু করল, আমি গতকাল রাতের কথা বলছি। বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়া, বিশ্রী ওয়েদার কটা দিন গেছে। অবশ্য প্রতি বছরই এ সময়টাতে ওয়েদারটা এমনই হয়। এবার একটু বেশি। ধরুন নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হচ্ছে। প্রায়ই

এমন হচ্ছে। আচ্ছা আপনার সেই পাগলটার কথা মনে আছে? আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি যাকে পাগল বলেছিলেন? থামল ডন।

মেলভিন বলল, হ্যাঁ মনে আছে। বদ্ধ উন্মাদ বলেই মনে হয়েছিল আমার।

স্বাভাবিক আপনাকে জ্বালাতনও তো করেছিল?

সে আর বলবেন না। কটা মিনিটেই আমাকে অস্থির করে দিয়েছিল। সতর্কভাবে কথাগুলো বলল মেলভিন। খুবই মেপে মেপে।

ডন গম্ভীর হল। মৃদু কণ্ঠে বলল, লোকটা কিন্তু আদৌ পাগল ছিল না মিঃ রজার্স।

বলেন কি? অবাক হল মেলভিন।

ঠিকই বলেছি। আপনি লোকটার পরিচয় শুনলে আঁতকে উঠবেন। লোকটার নাম হচ্ছে রিচার্ড। একজন কুখ্যাত বদমাশ।

মেলভিন নিশ্চুপ। কোন কথাই বলতে পারল না সে।

তবে তার বদমাইশীর লীলা খেলা গত রাতেই শেষ হয়ে গেছে। রিচার্ড খুন হয়েছে।

খুন? সত্যি সত্যিই আঁতকে উঠল মেলভিন।

হ্যাঁ, আমরা কাল রাত্রে সামনা সামনি দুটো মৃতদেহ পেয়েছি। তাদের একজন রিচার্ড অন্যজনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। ডন একটু থামল। পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে দু'জনকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরাল। বলল, আচ্ছা মিঃ রজার্স একটু চিন্তা করে দেখুন তো গতকাল আপনার কোন জিনিস খোয়া গেছে কিনা?

গতকাল আমার লাইটারটা হারিয়েছি।

সত্যিই হারিয়েছিলেন?

আমার তো তাই মনে হয়েছে। উঠে একটা লাইটার নিয়ে এসে ডনের সামনে ধরল মেলভিন। আজ সকালে এটা আমি নতুন কিনেছি। হারিয়ে যাওয়াটা ছিল একজনের উপহার দেওয়া। তাতে ছোট্ট করে নাম লেখা ছিল এম. এল.।

ডন হাসল। পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে তার চোখের সামনে ধরল, দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা?

হ্যাঁ, এটাই তো আমার।

এটা কিন্তু মৃত রিচার্ডের পকেটে পাওয়া গেছে মিঃ রজার্স।

কিন্তু ...... চুপসে গেল মেলভিন। সে ভেবে পেল না যা সে হারিয়ে গেছে বলে ভেবেছিল তা কি করে একজন মৃত ব্যক্তির পকেটে যায়?

মিঃ রজার্স কিছু ভেবে পেলেন! প্রশ্ন করল ডন।

না, ঘাড় নাড়ল মেলভিন। সে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। মনে হয় রিচার্ড আপনার অসতর্ক মুহূর্তে পকেট মেরেছিল।

সে কিন্তু আমার সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছিল।

এবং আপনার লাইটার দিয়ে। মেলভিনকে লাইটারটা ফেরৎ দিয়ে ডন উঠে দাঁড়াল। বলল, আইনত এটা আপনাকে ফেরৎ দেওয়া আমার উচিত হচ্ছে না, তবু দিলাম। আচ্ছা, আমরা আজকের মতো চলি। যদি দরকার হয় আবার দেখা হবে।

মেলভিনও উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কিন্তু একটিও কথা বলতে পারল না।

খিলখিল করে হেসে উঠল হেলেনা। ঝর্ণার দুরন্ত জলোচ্ছ্বাস তার হাসিতে। হাসতে হাসতে সে মেলভিনের গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। মৃণাল দুই বাহুতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে আধো আধো গলায় বলল, রাগ করেছো?

মেলভিন চুপ। তার বুকের মধ্যে চিন্তার সমুদ্রটা তোলপাড় করছে। এই মুহূর্তে হেলেনাকে তার অসহ্য লাগছে। হেলেনা সত্যিই সুন্দরী, তবু আজ বিশেষভাবে সেজে এসেছে। এবং তা নিশ্চয়ই মেলভিনের জন্যে। কিন্তু রূপ সৌন্দর্য অথবা যৌবনের কোন আলোড়ন মেলভিনের

মনে নেই। তাকে ওপর থেকে দেখে শান্ত মনে হলেও ভেতরে ভেতরে সে যে কি পরিমাণ অশান্ত তা তার নীরবতাই যথেষ্ট।

হেলেনা নিজেকে সামলে নিল। বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। সে দ্রুত চিন্তা করে নিল। মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকল, মেলভিন!

মেলভিন শুধু চোখ তুলে তাকাল তার দিকে।

আমি বুঝতে পারছি তোমার কিছু একটা হয়েছে। সহানুভূতির কণ্ঠে বলল হেলেনা। তোমার যদি আপত্তি থাকে বলো না। তবে তোমাকে কথা দিতে পারি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

মেলভিন এবার কথা বলল, অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় হেলেনা।

তাহলে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল হেলেনা।

আমি চিন্তিত।

আমাকে বলা যায় না? হেলেনার মুখটা একটু ম্লান দেখাল।

যায়। কথাটা বলে মেলভিন একটু চুপ করে রইলো। হঠাৎই হেসে ফেলল বলল, আমার সমস্যা আমারই থাক। মিথ্যে শুনে কি করবে?

আমিও তো কিছুটা ভাগ করে নিতে পারি। হেলেনার চোখে করুন আকুতি।

তাতে লাভ কি হবে?

সব ব্যাপারে লাভ-লোকসানের হিসাব করলে তো চলে না মেলভিন। তুমি বল।

মেলভিন বলল হেলেনা শুনল। শুনতে শুনতে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, সার্জেন্ট ডন ধড়িবাজ পুলিশ অফিসার তোমার আরো সর্তক হওয়া উচিত ছিল। জানিনা সার্জেন্ট ডন তোমাকে কোন্ ফাঁদে ফেলতে চায়।

তুমি তাকে চেন?

কথা না বলে হেলেনা শুধু হাসল।

মেলভিন বলল, আমার ভাগ্যটাই মন্দ।

একথা বলছো কেন? জানতে চাইল হেলেনা।

অনেক দুঃখে মেলভিনের মুখে তিক্ত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমার সঙ্গে আমার মাত্র দু'দিনের পরিচয়। কিন্তু জীবনে দিন মাস বছরের হিসাবে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার বোঝাই আমি বেশি বয়েছি।

কিন্তু সাফল্য নিশ্চয়ই কাম্য তোমার।

সেটা সকলেরই কাম্য হেলেনা।

পাচ্ছ না কেন?

সেটাই তো বুঝতে পারি না।

দুঃখ হয় তো?

হয় না, বলি কেমন করে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হেলেনা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। দু'হাতে মেলভিনের গলা জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল তাকে। আবার হঠাৎই দূরে সরে গেল সে। চোখে ফুটে উঠল ভর্ৎসনা। ক্রোধে ফুঁসে উঠল কণ্ঠ। বলল, ছিঃ।

মেলভিন অবাক! একি! নারীর একি বিচিত্র রূপ। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি বলছো তুমি?

তোমার পুরুষত্বকে ধিক্কার দিচ্ছি।

কেন?

হারমানার কান্না আমার অসহ্য। কারণ আমার অবস্থায় পড়লে তুমি তো পাগল হয়ে যেতে। শোন। হেলেনা বলল, তুমি আমাকে বল। আমি তোমার সমস্ত কথা শুনতে চাই। আর এও জেনে রাখ, আমি তোমার অনেক কথাই জানি। এবং আমার মনে হয় তোমার আমার একই রাস্তা।

অর্থাৎ?

সেটা পরে বলছি। তার আগে জানতে চাই তুমি কিলানিনের দলে ভিড়লে কি করে?

কথাটা শোনার সাথে সাথে মেলভিন চমকে উঠল। তাহলে হেলেনা শুধুমাত্র কলগার্ল নয়। সে স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রহস্যময়ী নারী, সুন্দরী, দুরন্ত-যৌবনা। কৌতুকে চিক্‌চিক্ করছে ওর বাদামী দুই চোখ। দেখতে দেখতে সে গম্ভীর হয়ে গেল। তার গত রাতের কথা মনে পড়ল। বুঝতে পারল তার জন্যে জাল বিছানো হয়েছিল। হেলেনা বহুভাবেই পরীক্ষা করেছে।

কিন্তু ও জানতো না তার সতর্ক চোখে কিছুই ফাঁকি দেওয়া যায়নি। সে যে টেপ রেকর্ডের মেসিনটাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে দিয়েছিল, সেটা জানার উপায় ওর ছিল না। কিন্তু আজ নিশ্চয়ই জেনেছে। এখন সে হাসল। বলল, হেলেনা তুমি সত্যিই সুন্দরী।

হেলেনা চকিতে একবার মেলভিনের দিকে তাকাল। বলল, আমার প্রশ্নটা কিন্তু ভিন্ন ছিল মেলভিন।

মেলভিন বলল, ওই একই প্রশ্ন আমিও তো তোমাকে করতে পারি।

অবশ্যই পার। স্বীকার করল হেলেনা। বলল, আমি কিন্তু তোমার মতো ভিড়িনি, আমি জন কিলানিনকে ভিড়িয়েছি।

কি রকম?

সেটা বলা কি ঠিক হবে আমার। তোমাকে কতটা বিশ্বাস করা যায় সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

আমি কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করার জন্যে তোমাকে মাথার দিব্যি দিইনি। মেলভিন একটু রুক্ষ হল। রাতের শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে গতকাল এসেছিলে, আজও তোমাকে পাঠানো হয়েছে।

আমার একথা শোনার পর যদি তুমি চলে যাও, খুব বেশি আপশোস আমি নিশ্চয়ই করবো না। তোমাকে অপমান করছি না। একদিন লেডীকিলার বলে আমার সুনাম দুর্নাম দুই-ই ছিল।

আমার জীবনে মেয়েদের ব্যাপারে ব্যর্থতা খুবই কম। এক সময় অবশ্য ভোগের ব্যাপারে কিছুদিনের জন্যে অনাসক্তি এসেছিল। ভালবাসার কিছুটা চর্চা কিছুদিন করেছিলুম বলতে পার। আজ যদি চলে যাও মূল্যটা অবশ্যই দিয়ে যেতে হবে।

নিশ্চয়ই দেব। বলল হেলেনা। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

স্বচ্ছন্দে বলতে পার। তোমার মতো মেয়েদের কথা শুনতে ভালই লাগে আমার। ওর চোখে চোখ রাখল মেলভিন। রাত প্রায় বারোটা বাজে। ওকে কাছে টেনে নিল। বুকের মধ্যে মুখ ঘষলো ক'বার।

হেলেনা বলল, ব্যস্ত হয়ো না মেলভিন।

মেলভিন উত্তর দিল, না, তাড়াহুড়ো করাটা আমার নেচার নয়। কিন্তু কিলানিনের ব্যাপারে কি যেন জানতে চাইছিলে?

ওর দলে ভিড়লে কেমন করে?

দলে ভিড়েছি কিনা ঠিক জানি না। একটা কাজের জন্যে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ধরতে গেলে বেকার হয়েই বসেছিলুম। আমার টাকার বড় প্রয়োজন।

তুমি তো চাকরি করতে।

নিশ্চয়ই সেটা খুবই ভাল চাকরি ছিল। অনেকগুলো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার জন্যে সেটা চলে গেল। একটা মিমাংসার আশাও অবশ্য দেখা দিয়েছিল। মালিক পক্ষ একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিল, নিইনি।

কেন নাওনি?

সে অনেক কথা। তবে এটা ঠিক তোমরা মেয়েরা, একটা পুরুষকে খুব বেশিদিন তোমাদের ভাল লাগে না।

ওটা তো তোমাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উভয়ের ক্ষেত্রেই আমি কিন্তু সততার পরিচয় দিতে কসুর করিনি।

দলের মক্ষীরানী?

কথাটা শুনে হেলেনা হাসল। বলল, ঠিক তা নয়। তুমি কি আমার সঙ্গে হাত মেলাবে? আলাদাভাবে?

নিশ্চয়ই। যদি রাজি থাক তবে তোমাকে সব বলতে পারি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। যদি আমাকে তোমার পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা দু'জনে আলাদাভাবে ভবিষ্যতটা গড়ে নিতে পারি। আর এ কথাটা জেনে রাখ কিলানিনের হাত থেকে তুমি কোন দিনই নিষ্কৃতি পাবে না।

বল কি?

খুব সত্যি কথাই বলছি। মেজর সোমেকারের কাজটা শেষ করে প্রাপ্যগন্ডা মিটিয়ে নিয়ে তুমি যে চলে যাবে, সেটা হবে না।

আর তুমি?

আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি তো নিজের ইচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি। হয় পুড়বো, না হলে পোড়াবো। ভেবে দেখ তুমি কি আমার বন্ধু হবে?

মেলভিন ভাবল। খারাপ কি! অনেক চিন্তাই তো করেছে। ভয় একমাত্র মৃত্যুর! সেটা যদি থাকে রুখবে কি দিয়ে সে? দেখা যাক না কি হয়। কোথায় শেষ। হেলেনার দিকে হাতটা এগিয়ে দিল। বলল, আমি রাজি।

হেলেনাও হাতটা এগিয়ে দিল।

মেলভিন আচমকা ওকে কাছে টেনে নিল। ওর বুকে মুখে তলপেটে অজস্র চুম্বন করল। একটু একটু করে মুক্ত করল ওর শরীরের বসন। পাগলের মতো ওর শঙ্খের মতো দেহটাকে নিয়ে ছেনতে লাগল। ওকে নিয়ে শিশুর মতো খেলা করল। অবশেষে আদরে সোহাগে অস্থির হেলেনাকে পৌঁছে দিল পরিতৃপ্তির শেষ সীমায়। গভীর কণ্ঠে ডাকল, হেলেনা!

হেলানা হাসল। ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি একটা দস্যু, শয়তান তোমার শরীরে ভর করে। আভেরি নিশ্চয়ই ..... হেলেনা ওর মুখে হাত চাপা দিল। ঘৃণায় কুঁচকে উঠল মুখটা বলল, ছুঁচোটা একদিন চেষ্টা করেছিল। পিস্তলের গুলিতে সেদিন ওর খুলিটা উড়িয়ে দিতাম। কিলানিনের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল। ওরা প্রথম প্রথম ভেবেছিল আমার শরীরটা খুবই সস্তা।

তুমি তাহলে.....

তা বলবো কেন। এদের সঙ্গে আমার আলাদা সম্পর্ক। আমি কিলানিনের একজন পার্টনার।

বল কি?

সময় হলে পরিচয় পাবে। আগামীকাল থেকেই তোমার কাজ শুরু হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ ক'রবে। সোমেকারের বন্ধু বা ম্যানেজার সিডনি জেকস্ লোকটা মন্দ নয়। আমাকে বাধ্য হয়েই ক'বার তার সঙ্গে শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়েছে। যদিও তাঁর বাঁধা রক্ষিতা আছে। তুমি ঠিক সকাল দশটার সময় তার অফিসে যাবে। আমি ভোরবেলা যাবার সময় তোমাকে আমার চিঠি দিয়ে যাব।

তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?

হেলেনা হাসিমুখে ওর গালটা টিপে দিল। বলল, হয়তো অনেকদিন দেখা হবে না।

মেলভিন আঁতকে উঠল। বলল, তাহলে আমি মরে যাব।

কচি খোকা আমার! অশ্লীল একটা ভঙ্গি করল হেলেনা।

মেলভিন ওকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল। বলল, বিশ্বাস করো।

দেখা নিশ্চয়ই হবে। হেলেনা বলল, সময় হলে সবই জানতে পারবে। কিন্তু খুবই সাবধান। ভুলে যেওনা তুমি রডনির ভাই। তোমার কাগজপত্র কিলানিন নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়েছে।

হ্যাঁ দিয়েছে।

সোমেকার কিন্তু খুব হুঁশিয়ার লোক। তোমাকে খুবই চালাক হতে হবে। সোমেকারের ভাইঝি, যাকে তুমি ভিলায় দেখতে পাবে, সব সময় বিকিনি পরে ঘুরে বেড়ায়; সে কিন্তু আসলে সোমেকারের রক্ষিতা। বলতে পার মেয়েটাকে সোমেকার বন্দিনী করে রেখে দিয়েছে। তার সাথেও খুবই সতর্কভাবে মিশবে। কারণ ভিলার সব কিছুই সোমেকারের নখদর্পণে।

কিন্তু তুমি এত খবর জানলে কেমন করে?

জানতে হয়েছে। হাসল হেলেনা। বলল, তুমি বড় বোকা। সিডনি বুড়োটার সঙ্গে ক'দিন শয্যাসঙ্গিনী হয়েছি না।

তাই বল। মেলভিনের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। বলল, সব ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

কোন দরকার নেই। আমার ঘুম পাচ্ছে। হাই তুললো হেলেনা।

কিন্তু আমার ইচ্ছে...

ইচ্ছেটা তুলে রাখ। হেলেনা মেলভিনের শরীরে আরো ঘন হল। দু'জনের শরীর চাদর ঢাকা। বলল, তোমার ঘুমের দরকার।

একটা রাত না ঘুমালে আমার কষ্ট হয় না। আগে অনেক রাত আমার জেগে কেটেছে। তবে আজ পর্যন্ত কোনদিন আমাকে ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করতে হয়নি।

কিন্তু আমার যে ঘুম পাচ্ছে। হেলেনা আধো আধো গলায় বলল।

তোমাকে জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। মেলভিনের হাত সচল হল। হেলেনা শিহরিত হল। মেলভিনের হাতটা চেপে ধরল। বলল, এই অসভ্য, ছিঃ।

অসভ্যতার কি দেখলে?

দুষ্টুমি করো না।

তাহলে কি করবো?

জানি না যাও; ঝঙ্কার দিল হেলেনা। ভাল লাগছে তার জীবনে এমন পুরুষ সে খুব কমই দেখেছে। কোমলে কঠিনে মেশানো মানুষ তার জীবনে আসেনি বললেই চলে।

সে তো এমন একজন মানুষই চেয়েছে। কিন্তু তার আগে অনেক কাজ বাকি তার। মায়ের শেষ কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ল। কঁকিয়ে উঠল মনটা।

সালটা উনিশশো ছেচল্লিশ। তখন হেলেনার বয়স ছ' বছর। উনিশ বছর আগের কথা। কিন্তু তার সবই মনে আছে। সব কথা। মায়ের সুন্দর মুখটা মনে পড়ল। বাবাকে সে দেখেনি। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা কুন্ডলী পাকিয়ে উঠল।

মেলভিন বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, কি হল হেলেনা?

কিছু হয়নি ডার্লিং। তুমি আমাকে নাও। আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি। হাত বাড়িয়ে হেলেনা সুইচ টিপে উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিল।

হোটেল থেকে একটু আগে আগে বেরিয়ে মেলভিন যখন কিড স্ট্রীটে সিডনি জেকস্‌রে অফিসে পৌঁছাল তখন ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে।

সিডনি জেকস্ আইন ব্যবসায়ী। অফিস ঘরটা দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে নামের ফলক দেখে ভেতরে পা দিল ও দরজার বাঁ দিকে একটা ছোট্ট টেবিলে একটা ছোটখাট মেয়ে টাইপরাইটার নিয়ে খুটখাট করছিল। ওকে দেখে আঁকা ভ্রূ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। ও সংক্ষেপে নিজের বক্তব্যটুকু বলল।

আপনি ওখানে অপেক্ষা করুন। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে, হিলতোলা জুতোয় খুট খুট শব্দ তুলে পাশের পর্দা সরিয়ে অন্তর্হিত হল মেয়েটি। মিনিট দুয়েক পরে ফিরে এল। বলল, আপনি মেলভিন রজার্স?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মৃদু কণ্ঠে বলল মেলভিন।

আপনাকে মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হবে। মিঃ জেকস্ একটু ব্যস্ত আছেন।

দশ মিনিট কেন মেলভিন দু' ঘণ্টা বসে থাকতেও রাজি। বলল, ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করছি।

ইচ্ছে করলে আপনি দশ মিনিট বসে বসে সিগারেট খেতে পারেন।

আপনার আপত্তি নেই তো?

আপত্তি থাকবে কেন? আঁকা ভ্রূ এবার তির্যক করল সুন্দরী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা বিগত অথবা অনাগত যৌবনা। বলল, আমি নিজেই ধূমপান করি।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝতে পারল মেলভিন। সুন্দরীকে একটা সিগারেট দিয়ে পরে নিজেও ধরাল।

মেয়েটি পরপর সিগারেটে কটা টান দিয়ে হাসে। বলল, আমার নাম মার্থা পো। আমি মিঃ সিডনির স্টেনো। তা মিঃ রজার্স আপনার কেসটা কি?

মেলভিন মনে মনে প্রমাদ গণল। একটু চিন্তা করল। বলল, কেসটা খুবই জটিল। আমার বন্ধুই মিঃ সিডনির কাছে পাঠিয়েছেন। এখন ওঁর সময় হবে কিনা সেটাই চিন্তা করছি।

চিন্তা করবেন না। তাকে আশ্বাস দিল মার্থা। মিঃ সিডনি যদিও এখন খুবই ব্যস্ত। বলেন তো আমি ওঁকে বলতে পারি।

বাঁচালেন। মেলভিন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, আপনি আমার খুবই উপকার করলেন মিঃ সিডনির সঙ্গে দেখা করিয়ে। উনি যদি রাজি না হন তাহলে কিন্তু আপনিই আমার ভরসা।

ঠিক আছে ঠিক আছে। আঁকা ভ্রূ নাচিয়ে তাকে অভয় দিল মার্থা। টাইপরাইটারে খুটখাট আওয়াজ তুলল। বলল, মিঃ সিডনিকে একজন টাইপিস্ট নেওয়ার কথা অনেকদিন ধরে বলছি। উনি রাজি নন। বলছেন, মক্কেলদের গোপন ব্যাপার চার কান হওয়া উচিত নয়। উনি অবশ্য কথাটা ঠিকই বলেন। আমি খুবই চাপা মেয়ে। কাজের ব্যাপার তো বাইরে প্রকাশ হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু একার পক্ষে এত খাটুনি সম্ভব, আপনিই বলুন? মেলভিনকে সমর্থন করতে হল। অফিসে ঘরের বাইরের বাহার দেখে মক্কেলের ভিড়ের বহর আন্দাজ করে নিতে খুব বেশি অসুবিধে হয়নি তার।

তবে তাকে দশের জায়গায় প্রায় কুড়ি মিনিট বসে থাকতে হল। মিনিট কুড়ি পরে পাশের ঘরে প্রবেশ অধিকার পেল। ঘরটা মোটামুটি সাজানো। দেওয়াল জুড়ে বই ভর্তি র‍্যাক। মক্কেলদের বসার আসনগুলো বেশ জীর্ণ রঙচটা।

একজন বয়স্ক দীর্ঘকায় ব্যক্তি একটা টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তার পরনে মেরুন রঙের কোট। মেলভিনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, চোখ সাদা ফ্যাকাসে।

মেলভিনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার নাম সিডনি জেকস্। আপনি বসুন।

মেলিভিন কোন কথা না বলে সিডনির টেবিলের সামনের চেয়ারে বসল।

সিডনি বললেন, আপনার কাগজপত্র এনেছেন।

মেলভিন সমস্ত কাগজপত্র বার করে দিল। সিডনি কাগজপত্র দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন, রডনি আপনার কে হয়?

দাদা হয়।

আপনি শুনেছেন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না?

এখানে এসে শুনেছি।

এই চিঠিটা কতদিন আগে তার কাছ থেকে পেয়েছেন? একটা চিঠি তুলে দেখালেন সিডনি।

প্রায় মাসখানেক আগে।

রডনি যেখানে কাজ করতো সেখানেই আপনার থাকার কথা তো?

না। আগের চিঠিতে সে লিখেছিল আমাকে কোন হোটেলে উঠে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাছাড়া এখানে এসে হেলেনার সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল।

হেলেনা কি আপনার বান্ধবী?

না, ঠিক বান্ধবী বলা যায় না, পরিচিতা। মাস ছয়েক আগে আমার বান্ধবীর মাধ্যমে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সিডনি ফ্যাকাসে সাদা চোখে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। পাইপের তামাক পরিষ্কার করে নতুন তামাক ভরে ধরালেন। ধীরে সুস্থে পাইপ ধরিয়ে বারকয়েক টানলেন। মেলভিন চেয়ে চেয়ে দেখছে। সে সিডনি জেকস্‌কে একটা ছদ্মবেশী শয়তান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছে না। যেন একটা ধূর্ত কামার্ত নরখাদক। চোখের কোল বসা। উচ্ছৃঙ্খল একটা পুরুষ।

সিডনি ভাবছেন, মাঝে মাঝে দেখছেন মেলভিনকে। ধরা ফ্যাঁস ফেঁসে গলায় এক সময় ডাকলেন, মিঃ মেলভিন।

বলুন, সে সাড়া দিল।

আপনার একটা ব্যাপার কিন্তু আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

মেলভিনের বুকের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল। সে জানতে চাইল, কোন্ ব্যাপারটা স্যার?

আপনি আমার সন্ধান কি করে পেলেন?

খুব সহজেই সরল উত্তর মেলভিনের। আমি গতকাল মিঃ সোমেকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কথাটা বলেই মেলভিন বুঝতে পারল তার ভুল হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, গিয়েছিলাম দাদা রডনির কাছে কিন্তু সেখানে শুনলাম সে নেই। কোথায় গেছে, কবে আসবে, তাও বলতে পারল না। আপনার ঠিকানা দিয়ে এখানে দেখা করার জন্যে বলে দিলে।

কথাগুলো শুনে সিডনি এই প্রথম হাসলেন। ঝক্‌ঝকে বাঁধানো দাঁত। বললেন, মেজর গতকালই তোমার বিষয়ে আমাকে ফোন করেছিলেন। হেলেনা তোমার জন্যে একটা চাকরির কথা বলেছিল। তুমি কি সত্যিই কাজ চাও?

আমার যে কোন একটা চাকরির বিশেষ প্রয়োজন। বিনীত ভাবেই কথাটা বলল মেলভিন।

তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

আছে সেটা হোটেলে রাখা আছে।

আমার একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজন। মেলভিনকে দেখলেন সিডনি। তুমি কি আমার কাজে নিযুক্ত হবে?

আপনি যদি আমাকে কাজ দেন আমি নিশ্চয়ই করবো।

ঠিক আছে। তুমি আজ এসো। কাল সকাল দশটায় আসবে। দেখি কি করা যায়। আর তখনই তোমার সঙ্গে সব কথা বলবো।

মেলভিন বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরুতেই মার্থার সঙ্গে দেখা। আঁকা ভ্রু টান টান করে হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল, কাজ হল?

কালকে আবার আসতে হবে। বলল মেলভিন।

আসবেন। নিশ্চয়ই আসবেন। মিঃ সিডনি যদি আপনার কাজের দায়িত্ব নেন, জানবেন কোন ঝামেলা আর ঝামেলা থাকবে না।

মেলভিন হাসি হাসি মুখ করে বিদায় নিল।

মেলভিন বেরিয়ে যাওয়ার পর মুহূর্তেই ফোন করলেন সিডনি। বললেন, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

অফিস থেকে বেরিয়ে সিডনি নিজের গাড়িতে উঠলেন। ছোট গাড়ী। সতর্কভাবে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। ছোট গলি থেকে এসে পড়ল বড় রাস্তায় খানিক এগিয়ে বাঁক নিয়ে মিসিসিপি নদীর পুল পার হল। এ ধারটা অপেক্ষাকৃত নির্জন পাহাড়তলির ফাঁকে ধনীদের ভিলা। পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে বন্দর। পশ্চিমে শুধু শষ্যক্ষেত আর ভিলার ছড়াছড়ি। মাঝে মধ্যে এক আধটা কাফে।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে নদীর ধার ঘেঁষে একটা সুন্দর অথচ বিশাল ভিলার সামনে এসে গাড়ী দাঁড় করালেন। সিডনি বার দুই হর্ন দিলেন। ছোট গেট খুলে গেল। সিডনি গাড়ী চালিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ী থেকে নামলেন।

মোরাম বিছানা চওড়া পথ, দু'পাশে বাহারী গাছের কেয়ারী। একতলা ভিলা। ব্যালকনিতে উইলিয়ামকে বসে থাকতে দেখতে পেলেন সিডনি।

বড় বড় পা ফেলে সেখানে পৌঁছালেন সিডনি। উইলিয়াম সোমেকার একটা চেয়ারে বসে কতকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র পরিষ্কার করছেন। সিডনিকে দেখে নিস্পৃহ গলায় বললেন, তুমি

ওপাশের চেয়ারটায় বসে দশমিনিট চুপচাপ অপেক্ষা কর। হাতের কাজটা শেষ করে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

উইলিয়ামের নির্দেশ মত সিডনি চেয়ারে বসলেন। তার না বসে উপায় নেই। আইন উপদেষ্টা হলেও তিনি পসারহীন। বন্ধুর বদান্যতায় তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। বসে বসে এক ঠ্যাং-ওয়ালা বন্ধুকে দেখতে লাগলেন তিনি।

মানুষটা নেকড়ের মতো ধূর্ত। বদ মেজাজী। বহুকাল পূর্বে সেই ছেলে বেলায় স্কুলের সহপাঠী ছিল। আবার বছর দশেক আগে ইতালিতে দেখা হয়েছিল। সেই থেকে আবার গাঁটছড়া বেঁধেছেন দু'জনে। আইনের ব্যাপারে বার দুয়েক একটু সাহায্য করেছে। শুনেছে প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক। উৎসের সন্ধান জানে না।

কেমন দেখলে? হঠাৎ-ই এক সময় কথা বললেন উইলিয়াম সোমেকার।

কাকে? কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সিডনির মুখ দিয়ে আচমকা প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল।

তোমার মাথা। খেঁকিয়ে উঠলেন উইলিয়াম। বোকার ডিম কোথাকার, ল-ইয়ার না ঘোড়ার ডিম। এই বুদ্ধি নিয়ে কাজ কর কি করে?

কাজ থাকলে তো করবো? সিডনির গলাটা রাগতঃ তোমার খিদ্‌মতগিরি করতেই তো দশটা বছর কেটে গেল। তুমিই তো বুদ্ধি সুদ্ধির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছো।

বটে। হিস্-হিস্ করে উঠলেন উইলিয়াম। আমি তোমার সর্বনাশ করেছি বলতে চাও?

আমি তা বলছি না। বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটাই বলছি। শোন, ঝগড়া করে লাভ নেই। কি জানতে চাও সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করো। আজ আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।

কাজ? উইলিয়ামের মুখে শ্লেষের হাসি ফুটে উঠল। বললেন তোমার কাজ বলতে তো কচি কচি মেয়েদের সর্বনাশ করা।

তুমিই বা কমটা কিসের?

উইলিয়াম হেসে ফেললেন। বললেন, ঠিক আছে ঝগড়া থাক। এখন বল ছোকরাটাকে দেখলে কেমন?

খারাপ নয়।

রডনির ভাই, এটা বিশ্বাস করো?

হ্যাঁ করেছি।

রডনির কোন খবর করতে পারলে?

না, সিডনি মাথা নাড়ল। চেষ্টার কসুর করছি না। ভাল কথা, সেকি তোমার কিছু সরিয়ে নিয়ে গেছে?

কিছু না। সে খুব ভাল ছেলে ছিল। আমার কাছে তার অনেক টাকা পাওনা হয়ে আছে। খুবই বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তার যে কোন ভাই ছিল এমন কথা কোনদিনই তার মুখে শুনিনি।

কোন দিন জিজ্ঞাসা করেছিলে?

না তা অবশ্য করিনি। স্বীকার করলেন উইলিয়াম। রডনি কথা প্রায় বলতো না বললেই চলে। পনেরো বছর বয়স থেকে আমার কাছে ছিল। ওকে মেক্সিকোতে পেয়েছিলুম। বাড়ি থেকে পালিয়েছিল ছেলেটা। আর মেয়েদের ব্যাপারে ও ছিল খুবই উদাসীন।

পরীক্ষা কম করিনি। এমনকি একদিন ইনার নামে পর্যন্ত আমার কাছে রিপোর্ট করেছিল। বলেছিল, আপনি ওকে মানা করে দেবেন। নাহলে ফল ভাল হবে না। অথচ ও জানত না আমিই পরীক্ষা করার জন্যে ইনাকে ওর পেছনে লাগিয়েছিলাম। আমি যেন কিছু জানি না এমন ভাবে আমি জানতে চেয়েছিলুম, কেন, ইনা তোমার কি করলে? ও ঘৃণা ভরে বলেছিল, ইনা ইচ্ছে করে ওকে তার নগ্ন বুক দেখিয়েছে।

সিডনি বললেন, কথাগুলো শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

রডনি কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিল। মেয়েদের খুবই ঘৃণা করতো। উইলিয়াম একটু চুপ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কিছু খাবে?

.এককাপ গ্রীন টী পেলে মন্দ হত না।

চল আমরা বসার ঘরে গিয়ে বসি। কিছু কথা আছে তুমি চা খেয়ে যাবে।

দু'জনে বসার ঘরে চলে এলেন। চারিদিকে শীতের রোদ্দুর। কৃত্রিম পা-টা টেনে চলতে উইলিয়ামের বেশ কষ্ট হয়। সোফায় বসে উইলিয়াম বাঁ পা-টা লম্বা করে দিলেন। হাসলেন বললেন, এখন বল কিছু নতুন খবর আছে কিনা। কিছু নয়। ডায়না যে খবরটা এনেছিল তার মধ্যে কিছুই নেই। শুধু শুধু বেচারী স্মিথ প্রাণ দিল। সে জন্য মার্থার ব্যাপারে আমার কষ্ট হয়। বেচারা একেবারেই কাজে মন বসাতে পারছে না।

সেই সঙ্গে আমার ফালতু তিনটে হাজার ডলার লোকসান।

ও থেকে একটা পয়সাও আমি কমিশন নিইনি—এটা তুমি বিশ্বাস করতে পার। তবে লোকসান তোমার হয়নি। কিলানিনের খবরটা তুমি পেয়ে গেলে।

সেটা একটা লাভ বলতে পার। তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই আমার নিউ অর্লিয়েন্স আসা। বাঁ পায়ের শোকটা তো কম নয়।

তুমি কি মনে কর সেই .....

নিশ্চয়ই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন উইলিয়াম। সেই হারামীটাই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। ভাগ্যের জোরে প্রাণে মরিনি, শুধু পা-টা গেছে। একটু থামলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, মেলভিন না কি যেন নাম, কি করবে ওটাকে নিয়ে?

সেটা তুমিই বলবে। কাল সকালে পাঠিয়ে দাও। কাজে রেখে বাজিয়ে দেখতে হবে। কিলানিন কিন্তু খুবই চালাক।

সেটা আমারও জানা তবে ব্যবসায় ওর ভাঁটার টান।

চা এল। দু'জনেই চা খেলেন। সিডনি উঠতে যাচ্ছেন, গেটে মোটরের হর্ন শুনে উইলিয়াম বললেন, ইনা মার্কেটিংয়ে গিয়েছিল।

সত্যিই তাই। দু' বগলে জিনিসপত্তর। পেছনে দৈত্যাকার গ্রানাইড পাথরের মূর্তির মতো নিগ্রো গিউসেফ্। তারও দু' হাতে অজস্র প্যাকেট। একমুখ সাদা দাঁতের হাসি নিয়ে এসে দাঁড়াল সে। ইনা কিন্তু কথা না বলে ভেতরে চলে গেল। উইলিয়াম বললেন, ভেতরে যাও গিউ।

গিউসেফ চলে গেল। ইনার দেহরক্ষী। দেহরক্ষী হলেও ইনার ঘাতকের জায়গায় সে কাজ করছে। ইনা যদি কোনদিন কোন কারণে পালাবার অথবা সন্দেহজনক কাজ কিছু করে তবে গিউসেফের হাতে তার মৃত্যু অবধারিত। এবং ইনাও সে কথা জানে।

অনেকক্ষণ পরে সিডনি বললেন, আজ চলি মেজর। হ্যাঁ এসো বললেন উইলিয়াম। কিলানিনের খবর নাও ভাল করে। আরো লোক লাগাও টাকার জন্যে কোন চিন্তা করো না।

সিডনি বললেন, আমি চেষ্টা করছি উইলি।

শুধু চেষ্টা করছি বললেই হবে না। উইলিয়াম খেঁকিয়ে উঠলেন। চেষ্টা করলে কচু হবে। যে কোন প্রকারেই হোক ওর ঘাঁটির সন্ধানগুলো বার কর। তারপর বোঝাপড়া, না পারলে কিন্তু তোমার রেহাই মিলবে না।

সিডনি সেটা বেশ ভাল করেই জানেন। তবু হাসলেন। বললেন, চিন্তা করো না। তুমি দেখো আমি ঠিক ঠিক সব বার করবো। সিডনি উঠে পড়লেন। মোটরে বসে স্টার্ট দিলেন। গেট খুলে যেতেই বাইরে বেরুলেন। নিঃশ্বাস নিলেন বুক ভরে।

সিডনি জেকস্রে অফিসে থেকে আনমনা মেলভিন বেরিয়ে এল, আজকের পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কিনা জানে না, আগামী কাল তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে কে বলতে পারে! সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। এখনই হোটেলে ফেরবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কোথায় যাবে? অপরিচিত শহর।

মেলভিন হাঁটছে আর ভাবছে। ভাবছে তার ভাগ্যের কথাটাই। প্রাচুর্য থেকে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া একটা মানুষ। মায়ের মৃত্যু হয়েছে বেশ ক'বছর আগে। সে পালক পিতার খবর রাখে না।

কিলানিনের ভিলায় একবার যেতে পারে অথবা আভেরির সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ

হত না। অথচ দু'জনেই তাকে সে রকম কথা বলেনি। কিন্তু হেলেনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে সে পাম এ্যাভিনুয়ে এসে পড়েছিল।

ভাবছিল যদি কাউকে কিছু না জানিয়ে সেন্ট লুই ফিরে যাওয়া যায়? যদিও সেখানে তার জন্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। থাকবার আস্তানাটাও ছেড়ে দিয়ে এসেছে। পাওনা গণ্ডা যা ছিল তা আভেরির দেওয়া টাকা পয়সায় মিটিয়ে দিয়ে এসেছে। এখন যদি সেন্ট লুই ফিরে যায় তাহলে থাকবে কোথায়?

কিন্তু ভালও লাগছে না এখানে। এই কারণে ভাল লাগছে না যে, বার বার মনে হচ্ছে একটা অসহ্য অক্টোপাশের বাঁধন যেন তাকে ক্রমশঃ জড়িয়ে ধরছে। কিন্তু টাকার প্রয়োজন। এখন সে টাকার জন্যে সব কিছুই করতে পারে। খুন? প্রয়োজন হলে সে তাও করতে পারে।

মেলভিন হাঁটছে। সে কিছুই দেখছে না। তার মনে মেক্সিকো উপসাগরের ঢেউ। তার মনে বার বার একটা প্রশ্নই উঁকি মারছে—সেকি নিউ অর্লিয়েন্সে এসে ভুল করল! যে পরিস্থিতির মধ্যে তার দিন কাটছিল, সেটাই কি ভাল ছিল?

নিশ্চয়ই ভাল ছিল না। ভাল থাকা যে কি তা সে জানে। সুখের সন্ধান সে জানে। সুখ নামের সুখ পাখিটা তো একদিন তার বুকের গভীরে আশ্রয় নিয়েছিল।

সে ফ্লোরার কথাই ভাবছে। শিকল কাটাতেও খুব বেশি দেরি করেনি। অথচ সে মনে প্রাণে ফ্লোরাকে বিশ্বাস করেছিল। অসময়ে সে কিন্তু উড়ে গেল!

ভালই করেছে সকলেই নিজের ভাল চায়। ফ্লোরাও নিজের ভালোর রাস্তাটা বেছে নিয়েছে। ঠিক তখনই পিছন থেকে নিজের নাম করে ডাক শুনলো সে। থমকে দাঁড়াল দ্রুত কাছে এগিয়ে এল হেলেনা। বলল, ও. আচ্ছা লোক তো তুমি, সেই কখন থেকে ডাকছি তোমাকে। শোনার নামটি নেই। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছো তো হাঁটছোই। তা এদিকে কোথায় যাচ্ছ শুনি?

এই শীতের দিনেও হেলেনার ছোট্ট কপালে কিন্তু বিন্দু ঘাম। মুখটা লাল হয়ে গেছে। মেলভিন লজ্জিত হল। বলল, দুঃখিত ডার্লিং, বিশ্বাস করো, তোমার ডাক আমি শুনতে পাইনি।

কিন্তু এদিকে যাচ্ছটা কোথায়?

কোথাও যাইনি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম পালিয়ে যাওয়ার কথা।

ভুলেও যেন ও কাজের চেষ্টা করো না। আঁতকে উঠল হেলেনা। তোমার আশেপাশে নিশ্চয়ই কিলানিনের লোক আছে।

বল কি? মেলভিন কিছুটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হেলেনার মুখের দিকে তাকাল। সতর্ক হল। সে কাকে বিশ্বাস করবে? বলল, তোমার ওপর নিশ্চয়ই কিলানিনের চর কাজ করছে?

করছে বইকি! পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল হেলেনা। আজ একটু ঝোড়ো বাতাসের ভাব আছে। বাতাসে মুখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো আলতো করে সরিয়ে দিয়ে বলল, আজ কিছুক্ষণ আগে আমার ওপর তোমার দায়িত্বভার বর্তেছে।

শোন মেলভিন, তোমাকে যে কথা বলতে আমার আসা। এই পাম অ্যাভেনিউ ধরে উত্তরে সোজা মিনিট দশেক হেঁটে গেলেই বাঁ দিকে একটা গলি পাবে, রাসেল রো, দশ নম্বর বাড়িটা একটু কষ্ট করে খুঁজে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সোজা তিন তলায় উঠে যাবে। সেখানে তোমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করবে।

কে অপেক্ষা করবে?

সেটা আমার জানা নেই। যেটা তোমাকে জানাবার নির্দেশ পেয়েছি, সেটাই জানিয়ে দিলাম। আচ্ছা বিদায়।

হেলেনা আর কালবিলম্ব না করে পিছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে পেল মেলভিন, তারপরই হেলেনা নামের সুন্দরী যুবতী শরীরটা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মিশে গেল। মেলভিন আর অপেক্ষা করল না। হেলেনার নির্দেশমত এগিয়ে চলল।

জায়গাটা বেশ নির্জন। একটু পোড়ো পোড়ো ভাব। জনবসতি এ ধারটায় কম বললেই চলে। একের পর এক গুদাম বাড়ি। মেলভিন দেখতে পেল একটা নিচু পাঁচিলের ওপর দুটো ছেলে বসে আছে। ঠিকানাটা বলতেই তারা হদিশ বলে দিল। বাড়িটার সামনে পৌছে সে থমকে গেল।

একটু ইতস্ততঃ করল। একটা জীর্ণ পোড়ো বাড়ি। দেখলেই মনে হবে বেশ কয়েক শতাব্দী আগের তৈরি। বহুকাল কোন সংস্কার হয়নি। প্রধান দরোজা নেই বললেই চলে। ঢুকে একটু উঠোনের মতো। নিচের কটা ঘরে তালা ঝুলছে। ডান দিকে সিঁড়ি দেখতে পেল।

বেশ চওড়া সিঁড়ি। মেলভিন সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে উঠতে শুরু করল। সিঁড়িতে আবছা অন্ধকার। একটা সোঁদা গন্ধ নাকে এল। সে দোতলা পার হয়ে তিনতলায় পা দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কানে এল একটা কর্কশ চিৎকার, কে হে তুমি, এখানে কি মতলবে? তাকে থামতে হল। দেখল ভাঙাচোরা মুখের অধিকারী দশাসই চেহারার কর্কশ গলার মালিককে। বলল, মতলব নিয়েই এসেছি।

লোকটা কাছে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। হাসি হাসি মুখে তেমনি কর্কশ গলায় বলল, তাই বুঝি বাছা? মজা দেখতে এসেছো বুঝি?

কথাটা বলেই লোকটা মেলভিনের ডান হাতটার কব্জিটা খপ্ করে চেপে ধরল। কিন্তু প্রস্তুত মেলভিন তাকে আর কিছু করার সুযোগ দিল না। বিরাট দেহটা ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে আছাড় খেল। এবার কিন্তু সে আক্রমণ করার কোন চেষ্টা করল না। শুধু বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

মেলভিন বন্ধ দরোজাটার দিকে এগিয়ে গেল। দরোজা খুলে সে কিলানিন আর আভেরিকে দেখতে পেল। তিক্ত হেসে বলল, অভ্যর্থনার মন্দ আয়োজন করেননি মিঃ কিলানিন।

কিলানিন যেন কিছুই জানেন না, এমনি মুখের ভাব করে হাসতে চাইলেন, কি হল মেলভিন?

থাক আর ন্যাকামী করবেন না। মেলভিন মৃদু ধমকের সুরে বলল, ভুতুড়ে এই বাড়িটায় ঢোকাব সঙ্গে সঙ্গে চোখ কান দুটোই আমার সতর্ক ছিল। দৈহিক শক্তির পরীক্ষা নিয়েছেন বেশ করেছেন। এখন বলুন তো কি মতলবে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কিলানিন কিন্তু শান্ত, নির্বিকার। মৃদ কণ্ঠে বললেন, উত্তেজিত হয়ো না। বসো সব বলছি।

মেলভিন বসল। বলল, উত্তেজিত হতে বারণ করছেন, কিন্তু একটু অসতর্ক থাকলে হাতটা যে যেত আমার।

সেটা ঠিক। কিন্তু তুমি কি ডলারের নোটগুলো মুফতে চাও?

নিশ্চয়ই নয়! কিন্তু কত দেবেন সেটা কিন্তু এখনো স্থির হয়নি।

তুমি কত চাও?

আধা-আধি।

কথাটা শুনে কিলানিন অবাক হলেন। তাঁর চোখে বিস্ময় দেখা দিল। বললেন, এ যে দেখছি তুমি পুরোপুরি পেশাদারী কথা বলছো। আধা-আধি নয়, তিন ভাগের এক ভাগ পাবে। যাক্ সিডনির ওখানে কি হল তাই বল।

মেলভিন সব কথাই বলল। শুনে কিলানিন খুশি হলেন। বললেন, খুবই ভাল। এখন শোন, তোমাকে যে জন্যে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। তিনি পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বার করলেন। টেবিলের ওপর একটা নক্শা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এই হচ্ছে সোমেকারের ভিলার নক্শা। অনেক কষ্টে রডনির কাছ থেকে এটা আঁকিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

তুমি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নাও। তোমার দেখা দরকার। ভেতরে গিয়ে এই নক্শার সঙ্গে সব কিছু মেলাবে। এ নকশায় মাটির তলার কোন কুঠরীর নির্দেশ নেই। যদিও থাকে রডনি তা গোপন করেছে।

তোমার কাজ হবে সব কিছু তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা। সেই সম্পদ ওই ভিলার কোথাও না কোথাও লুকানো আছে। তোমাকে সেটা বার করতেই হবে।

তারপর? তুমি কি বলতে চাইছো?

ধরুন সেই গুপ্তধন আমি খুঁজে বার করলাম। কিন্তু তা বাইরে আসবে কেমন করে?

সে আমার দায়িত্ব। তুমি শুধু খবরটুকু দেবে। আমাকে এখনি বেরুতে হবে। আভেরি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবে। কথাটা বলে কিল্লানিন উঠে দাঁড়ালেন। মেলভিনের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আভেরি হাসল। জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে মেলভিন?

খারাপ কি? বলল মেলভিন।

কিন্তু সার্জেন্ট ডন তোমার পিছনে লেগেছে। তুমি নক্‌শাটা ভাল করে দেখে নিয়েছো তো? এখন পিছনের বারান্দায় বেরিয়ে পাশের ঘরের দরোজা ঠেলে ঢুকে গেলে সিঁড়ি পাবে। অন্ধকারে সাবধান নামবে। সেখানে তোমার জন্যে কেউ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। তোমাকে সে হোটেলে পৌঁছে দেবে।

তুমি?

আভেরি হেসে বলল, আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ সদরে পুলিশ এসেছে।

কে বললে? মেলভিন অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল।

দুটো ছেলেকে একটা ভাঙা পাঁচিলে বসে থাকতে দেখেছিলে নিশ্চয়ই। একটু আগে তারা জানাতেই কিল্লানিন চলে গেল। তুমি গেলেই আমিও সরে পড়বো। যাও আর দেরি কোর না।

মেলভিন আভেরির কথামতো পাশের ঘরের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বাড়িটার পিছন দিকে বেরিয়ে এল। একটা ছোট টু-সিটার কালো গাড়ি দেখতে পেল। চালকের আসনে একটি মেয়ে। চোখে সানগ্লাস। একমাথা কালো চুল। মেলভিন উঠে বসতেই মেয়েটি গাড়িতে স্টার্ট দিল।

পাম অ্যাভিনিউ ছেড়ে খানিকক্ষণ এ রাস্তা সে রাস্তা করল গাড়ি। প্রায় আধ ঘন্টা পরে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। মেলভিনের হাতে চাবির রিঙটা ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, পাঁচতলায় কোণের পঁচিশ নম্বর ফ্ল্যাট। গাড়ি থেকে নেমে মেলভিন লিফটে করে পাঁচতলায় উঠল। চাবি খুলে পঁচিশ নম্বরে ঢুকল। দুটো ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। সোফায় বসে বসে চারদিক দেখতে লাগলো। কোন মেয়ের বাসস্থান।

সে মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করল। নিজেকে ক্লান্ত মনে হল। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপরিচিতা মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল। কোথায় যেন একটু চেনা লাগছে।

প্রায় আধঘন্টা পরে মেয়েটি ফিরল। মেলভিন উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটি গম্ভীর গলায় বলল, উঠলে কেন, বোস।

কিন্তু ....। কিছু বলার চেষ্টা করল মেলভিন।

কিন্তু কিছু নেই। কোন সঙ্কোচের দরকার নেই। আজকের দিনটা তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

কেন?

পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। তোমার সমস্ত জিনিস হোটেল থেকে নিয়ে এসে পাশের ঘরে রাখা হয়েছে। ইচ্ছে করলে তুমি পাশের ঘরে গিয়ে তোমার পোশাক পাল্টে নিতে পারো। আর আধ ঘন্টার মধ্যেই তোমার খাবার এসে যাবে।

শুধু আমার?

হ্যাঁ, শুধুই তোমার। একটু কঠিন শোনাল মেয়েটির কণ্ঠস্বর। বলল, তুমি যেখানে গিয়েছিল, সেখানে পুলিশ রেড করেছে। তোমার বন্ধু আভেরি পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছে। তোমার কোন ভয় নেই। শুধু একটাই অনুরোধ, সুবোধ বালকের মতো এখানে থাকবে। খবরদার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা কোর না।

কেন?

কেন, সেটা বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার আছে বলেই আমার মনে হয়। যাক্‌, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলার মতো সময় আমার নেই। আমি চলি।

তুমি কি আবার আসবে? কিছুটা মরিয়া হয়েই মেলভিন জানতে চাইল।

মেয়েটি প্রায় দরোজার কাছে চলে গিয়েছিল। কথাটা শুনে থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল।

সানগ্লাসটা বাঁ হাত দিয়ে অল্প তুলে মিষ্টি হেসে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেলভিন ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। নিজেকে সে একজন বোকা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারল না। একি তার বিভ্রান্তি? হেলেনাকে সে চিনতে পারল না। ছিঃ ছিঃ।

পরদিন বেশ ভোরেই মেলভিন ঘুম থেকে উঠল। পাশে শুয়ে হেলেনা গভীর ঘুমে অচেতন। কাল রাতে ওরা অনেকক্ষণ জেগে ছিল। হেলেনা ওর জীবনের অনেক কথাই শুনিয়েছিল। ওর বাবার কথা, অপেরা গায়িকা মায়ের কথা। বাবার কথা খুব একটা মনে পড়ে না, মায়ের কথা বেশ মনে আছে।

মা অপূর্ব সুন্দরী ছিল। ছেচল্লিশ সালে ওর বয়েস ছিল বারো, এখন আঠাশ, ছেচল্লিশের বসন্তে ওর মা আত্মহত্যা করেছিল। অবশ্য ওর ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তারপর কটা বছর ওর অনাথ আশ্রমে কেটেছে। ষোলটা বছর জীবনের অলিতে গলিতে অনেক হোঁচট খেয়েছে। মেলভিন উঠে বসে আলো জ্বালিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ওর গা থেকে চাদরটা সরে গিয়েছিল। ঠিক করে দিতে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। জেগে উঠে ওর দিকে চেয়ে হাসল হেলেনা ঘুম জড়ানো গলায় বলল, কখন উঠলে?

অনেকক্ষণ। হাসল মেলভিন। বলল, বসে বসে তোমাকে দেখছিলাম।

যাও, চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিল হেলেনা। ওর গাল দুটো লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

মেলভিন ভাবল, এর নাম কি ভালবাসা? কাৎ হয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। গভীর গলায় বলল, বড় ভাল লাগছিল দেখতে।

কথাটা শুনে হেলেনা চোখ বুজল। এ লোকটা একটু অন্য ধরনের। কথায় কথায় সুন্দরী সুন্দরী বলে অনেকের মতো তোষামোদ করার কোন চেষ্টা নেই, সরলভাবে বলল, দেখতে ভাল লাগছিল। হেলেনা বলল, সবাই কিন্তু আমাকে সুন্দরী বলে।

বলে বুঝি? মুচকি হাসল মেলভিন। বলল, তারা ভাগ্যবান।

হেলেনা যেন আহত হল। বলল, তোমার চোখে আমি তাহলে সুন্দরী নই।

তোমাকে অসুন্দর বলার মত স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু সুন্দরী কাকে বলে আমার জানা নেই।

আমাকে একথা বিশ্বাস করতে বল?

সত্যি আমি জানি না। মেলভিনকে ছেলেমানুষের মতো মনে হল। বলল, আমার কথায় দুঃখ পেও না। আমি আমার মনের কথাই তোমাকে বলছি।

হেলেনা দু' হাতে ওর গলা জড়িয়ে মাথাটা চেপে ধরল বুকের গভীরে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তোমার জন্যে আমার কষ্ট হবে।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না। সাবধান থেকো। কাউকে বিশ্বাস কোর না।

তোমাকেও না?

না। হেলেনা ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে বসলো। বলল, এখানে বিশ্বাসের কোন প্রশ্ন ওঠে না। যদি দরকার হয় আমি নিশ্চয়ই তোমাকে খুন করতে পারবো।

আমি কিন্তু পারবো না।

কেন?

ফোঁটা গোলাপ আমার দেখতে ভাল লাগে।

নিজের কথা ভেবেছো?

ভেবেছি বই কি? হাসল মেলভিন। কথা দিচ্ছি, যদি কোনদিন সুযোগ পাই, তোমাকে আমার কথা শোনাব। মৃত্যুর ভয়টা আমার একটু কম। ককেশাসের পর্বত আমাকে মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করতে শিখিয়েছে। ভাল লাগা জিনিস কেউ নিজের হাতে ভাঙতে পারে। তুমিই বল?

হেলেনা বলবে কি, সে অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। পরম মমতায় হেলেনার নগ্ন শরীরটায় চাদর জড়িয়ে দিল মেলভিন। সকাল হোল। বিদায় নেওয়ার সময় হল। সংক্ষিপ্ত বিদায় মুহূর্ত। কেউই কথা বলল না।

মেলভিন যখন সিডনি জেক্সের অফিসে পৌঁছাল, তখন মার্থা রূপসজ্জায় ব্যস্ত। আঁকা ভ্রূ বাঁকা করে একটু গম্ভীর ভাবেই বলল, মিঃ রজার্স আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আপনি বসুন।

মেলভিন বসল। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল আপ্রাণ চেষ্টায় সুন্দরী হয়ে ওঠা মার্থাকে। মার্থা রূপসজ্জা শেষ করে কয়েক মুহূর্ত দেখল তাকে। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বিবাহিত মিঃ রজার্স?

মেলভিন জানাল সে বিবাহিত নয়।

মার্থা গম্ভীর হল। বলল, আমার তিন বছর হল দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দু-চারজন আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু আমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি। আচ্ছা অপনিই বলুন মিঃ রজার্স, এই স্বাধীন জীবনটা কি সুন্দর না?

মেলভিন কি উত্তর দেবে সহসা ঠিক করে উঠতে পারল না। মার্থা হাসল। বলল, অবশ্য দু-চারজন বন্ধু আমার আছে। যাক্ ওসব কথা পরে হবে এখন বলুন কি খাবেন, চা-না কফি?

মেলভিন জানাল তার কোনটাই প্রয়োজন নেই।

মার্থা ক্ষুণ্ণ হল কিনা বোঝা গেল না। মৃদুকণ্ঠে বলল, এগারোটার সময় ডেনিস আপনার জন্য, গাড়ি নিয়ে আসবে, তার সঙ্গেই আপনি যাবেন। মিঃ সিডনি সেই মত বলে গেছেন আমাকে।

এগারোটার কিছু পরেই ডেনিস নামের নিগ্রো যুবক গাড়ি নিয়ে এল। প্রায় বারোটার সময় উইলিয়াম সোমেকারের ভিলা ভিউয়ে পৌঁছে গেল মেলভিন।

মিসিসিপি নদীর কোলেই 'ভিউ'য়ের অবস্থান। বেশ বড় ভিলা। গেট পার হতেই ফুলের বাগিচা। টেনিস কোর্ট। একতলা ভিলা। কয়েক একর জমি নিয়ে আয়তন। চারদিক কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

ডেনিস বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুবার হর্ণ দিল। দারোয়ান গেট খুলে দিল। একটু এগিয়ে গাড়িটা পার্ক করে গাড়ী থেকে প্রথমে ডেনিস পরে মেলভিন নামল। ডেনিস তার সাদা সাদা দাঁত বার করে একগাল হেসে বলল, সোজা চলে যান মিঃ রজার্স। আমার বিশ্বাস মিঃ সোমেকার এখনও তাঁর লাইব্রেরী ঘরেই আছেন। আর টিকো শয়তানটা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আপনার জন্য ওৎ পেতে আছে। কিন্তু খবরদার, মাদামকে যদি দেখতে পান, ভুলেও তাঁর দিকে তাকাবেন না।

ডেনিসের কথা শুনে মেলভিন মনে মনে একটু চমকালেও মুখে কিছু বলল না। মোরাম বিছানো পথ ধরে ভিলার বারান্দায় পৌঁছে গেল। টিকো নামের শয়তানটারও দেখা পেল।

সাদা চামড়ার মানুষটা কোন কথা না বলে হাত চেপে ধরল। লোকটার দৈহিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। দু' মিনিটে পৌঁছে দিল লাইব্রেরী ঘরে।

মেলভিন সোমেকারকে দেখল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা বিবিয়ে উঠল। মানুষের মুখ যে এত কদাকার হতে পারে এ ধারণা তার ছিল না। যেন সাক্ষাৎ শয়তান। কিন্তু সে শয়তান যখন হেসে আহ্বান জানাল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেল সে। নির্দেশ মতো বসলো।

একটা সোফায় বাঁ পা-টা লম্বা করে দিয়ে বসেছিলেন উইলিয়াম সোমেকার। একটু দূরে আর একটা সোফায় সিডনি জেকস্।

সিডনি জেকস্‌ই কথা বললেন, মেলভিন, মিঃ সোমেকার জানতে চান তোমার ভাই রডনি যতদিন না ফেরে তুমি কি এখানে কাজ করতে রাজি আছ?

মৃদু কণ্ঠে মেলভিন জানতে চাইল, কাজটা কি?

সোমেকার কথা বললেন, তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

তা আছে। বলল মেলভিন।

অস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কি রকমের?

একেবারেই নেই। মিথ্যা বলল মেলভিন। সামান্য অভিজ্ঞতা যে নেই তা নয়। অবাক হলেন

সোমেকার। অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু পরখ করলেন তাকে। বললেন, কথাটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কেন?

আমি প্রশ্ন করা পছন্দ করি না। যেন ধমক দিলেন সোমেকার। বেশ কড়া মেজাজ। বললেন, এত বলিষ্ঠ যার চেহারা সে .....। থেমে গেলেন তিনি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, টিকো তোমাকে দু'দিনে শিখিয়ে দেবে। শোন, টিকো সম্পর্কে তোমাকে একটু বলে দেওয়াই ভাল। টিকো কথা বলতে পারে না ঠিক কিন্তু ওর অনুভূতি বড় প্রখর। আর শোন, তোমাকে টিকোর পছন্দ হয়েছে। কি টিকো তাই না?

দরোজার কাছে অপেক্ষামান টিকো এক গাল হাসল। সোমেকার ইঙ্গিত করতে চলে গেল সে। সোমেকার বললেন, মাইনের কোন প্রশ্ন আমার কাছে নেই। প্রয়োজনীয় অর্থই আমি দিয়ে থাকি। কাজকর্ম টিকোই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। আচ্ছা, এখন তুমি যাও। তোমার থাকার ইত্যাদি ব্যবস্থা তুমি দেখে নাও গে।

উঠে বাইরে এল মেলভিন। বেরিয়েই টিকো হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। দেখিয়ে দিল থাকার ঘর। সব ব্যবস্থা। দিনটা কেটে গেল এবং রাত্রি। তার পর দিনটাও। বিকালের একটু আগে সোমেকার তাকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন, তুমি তোমার কাজ বুঝে নিয়েছো নিশ্চয়ই?

নিয়েছি স্যার।

কেমন লাগছে এখানে?

খুব একটা খারাপ নয়।

হাসলেন সোমেকার। কুৎসিত মুখটায় শিশুর সারল্য মাখা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের জন্য চিন্তিত?

নিশ্চয়ই, মেলভিন বলল, আমি তার কাছে আসছি এ কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, সেও আমাকে আসবার কথা লিখেছিল সে চিঠি আমি মিঃ জেকস্‌কে দেখিয়েছি। ভাবছি কি হল তার ; কোথায় গেল?

চিন্তা কোর না। যেন সান্ত্বনা দিলেন সোমেকার। বললেন, শোন, যে জন্যে আমি তোমাকে ডেকেছি। আজ খানিক পরে আমি নিউইয়র্ক রওনা হবো। টিকো আর গিউসেপ আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

সত্য সত্যই কিছুক্ষণ পরে সোমেকার টিকোকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। ডেনিস তাঁদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এল। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি ঘনাল। শীতটাও একটু বেশি আজ। ভিলায় মাত্র ছ-জন প্রাণী। মেলভিন নিজে, ডেনিস, ইনা, দুজন গার্ড আর একজন বাবুর্চি। রাত দশটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সারা হয়ে গেল। ডেনিস ফূর্তির গলায় বিদায় নিয়ে বলল, কর্তা নেই, আজ একটু জব্বর নেশা করবো ঘরে গিয়ে। ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার।

মোটর গ্যারাজ ঠিক নদীর কিনারার কাছে। তিনখানা গাড়ি। একখানা ছোট গাড়ি অবশ্য ইনা নিজেই চালায়। শুধু সে যখন বাইরে যায় টিকো অথবা গিউসেপ তার সঙ্গে থাকে। পথের সঙ্গী অথবা বিপদের সাহায্যকারী। গ্যারাজের পাশেই ডেনিসের সুন্দর কোয়ার্টার। মেলভিন পেয়েছে লাইব্রেরী ঘরের পাশেই দেড়খানা ঘর। শোবার এবং বসবার। কিন্তু তার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরী ঘরে আসতে গেলে বেশ কিছুটা ঘুরে প্রথমে বসবাস ঘর তারপর খাবার ঘর পার হয়ে তবে লাইব্রেরী ঘরে পৌঁছানো যাবে।

ভিলার নক্‌শাটা অদ্ভুত। অনেকটা দ'য়ের মতো। ভিলাটাকে ঘিরে সূক্ষ্ম তারের জালের বেড়া। ফুলের বাগান। গোল করে সৌখিন কাঠের বেড়া। সারা রাত সেখানে ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়ায় কটা ভয়ঙ্কর কুকুর রাতের প্রহরী হয়ে।

ফূর্তি করার আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে মেলভিন বলল, ফেরার উপায় থাকলে যেতাম।

ডেনিস বলল, মনে ছিল না। আচ্ছা চলি।

ডেনিস চলে যাবার পর মেলভিন তার ঘরে ফিরে এল। বেশ চিন্তিত সে। ডেনিস ফূর্তিবাজ ছোকরা ঠিক কথা কিন্তু সূক্ষ্ম তারের জালে যে বিদ্যুতের মরণ ফাঁদ পাতা আছে তা ও নিশ্চয়ই জানে। এবং তা জানা সত্ত্বেও তাকে নিজের কোয়ার্টারে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ইনার মুখটাও মনে পড়ল একবার। সকালে মাত্র একবার দেখেছে তাকে।

মেলভিনের ঘুমটা যখন ভাঙল তখন অনেক রাত। ঘরে আলো জ্বলছে, চমকে বিছানায় উঠে বসল সে। তার স্পষ্ট মনে পড়ল সে আলো নিভিয়েই শুয়েছিল। অবাক হল সে। ভাবল ভুতুড়ে কাণ্ড নয় তো?

কিন্তু মেলভিনের অবাক হওয়ার তখনও অনেক বাকি ছিল। ইনাকে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে দেখে সে চমকে উঠল। ইনা স্পষ্ট গলায় বলল, মেলভিন, তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে?

সে যন্ত্র চালিতের মতো ঘাড় নাড়ল। বিছানা থেকে নেমে ইনাকে অনুসরণ করল। ডেনিসের ঘরে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখল তাতে ভয়ের চেয়ে আতঙ্ক জাগল তার মনে। দেখল ডেনিস ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সামান্য একটু রক্ত।

ইনা বলল, একে আমার ঘরে নিয়ে যেতে হবে মেলভিন। এই নাও গ্লাভস দুটো হাতে পরে নাও।

ইনার দেওয়া গ্লাভস দুটো হাতে পরে নিল মেলভিন। তারপর তার নির্দেশ মতো ডেনিসের মৃতদেহটাকে পৌঁছে দিল। ইনাই তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিল। বলল, তোমার এই উপকারের জন্যে ধন্যবাদ। উত্তরে একটি কথাও বলতে পারল না মেলভিন। স্থানুর মতো বিছানার একধারে চুপ করে বসে রইলো। ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করল। চকিতে একটা কথাই তার মনে হল ভিলায় নিশ্চয়ই গোপন পথ আছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ইনা আবার ফিরে এল। এখন সে অনেক স্বাভাবিক। বলল, কি হল মেলভিন বসে আছো যে?

মেলভিন শুধু একবার মুখ তুলে দেখে চোখ নামিয়ে নিল।

ইনা হাসল। দেওয়ালের ছোট্ট আলমারীটার কাছে গিয়ে সেটা থেকে মদের বোতল গ্লাস বার করল। মেলভিনকে একগ্লাস দিয়ে বলল, এটা খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে।

এবার ও কোন কথা না বলে ইনার দেওয়া মদটুকু খেয়ে নিল।

ইনা জানতে চাইল, আর খাবে?

মেলভিন বলল, না।

ইনা আলমারি বন্ধ করে এসে একটা সোফায় বসল। বলল, দেখ মেলভিন, তুমি এতক্ষণ যা দেখেছো এবং করেছো সবই সত্যি। ওই কুত্তাটাকে আমি খুন করেছি। কেন করেছি জান, ওই কালো কুত্তাটা একদিন জোর করে আমাকে ধর্ষণ করেছিল। সোমেকারকে বলেও কোন প্রতিকার পাইনি। কারণ কুত্তাটা সোমেকারের ডানহাত ছিল। আজ আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

কিন্তু পুলিশ .... কথাটা শেষ করতে পারল না মেলভিন।

একটু ম্লান হাসল ইনা। বলল, পুলিশ নিশ্চয়ই আসবে। আমিও সত্যি কথা বলবো। আমার নিশ্চয়ই জেল হবে।

কথাটা শুনে মেলভিনের কষ্ট হল। এই প্রথম ওর দিকে ভাল করে তাকাল। সুন্দরী মেয়ে। বয়েস পঁচিশের মধ্যে। কষ্ট হল তার। জিজ্ঞাসা করল, তোমার জেলে যেতে ভয় করবে না?

ভয়। ইনার গলাটা একটু উদাস্ শোনাল। স্থির চোখে মেলভিনকে একটু দেখল। একটু যেন মৃদু হাসির সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠল ওষ্ঠে। বলল, না মেলভিন, আমার ভয় করবে না। মেলভিন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল ওকে। এক সময় ইনা যেমন ভাবে এসেছিল তেমন ভাবেই চলে গেল। ঘরের গোপন দরোজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সার্জেন্ট ডন আজকাল কিছুটা অস্থির থাকে। অফিসে এলি ছোকরাটাকে একটা জব্বর ঘুঁষি হাঁকবার লোভ অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছে।

ছোকরা দারুণ ফিচেল। অবশ্য স্যামেরও কিছুটা দোষ ছিল। তাই বলে যখন তখন ঠাট্টা সে পছন্দ করে না। ওপরওয়ালার ঘরে মিটিং শেষ হতে প্রথমে স্যাম বেরিয়েছিল।

সুপার গ্রেস রবার্টসন তাকে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করেছিলেন। মিনিট পাঁচেক তাঁর সঙ্গে কথা বলে বেরুতেই দেখে এলি আর স্যামের মধ্যে কিছুটা তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। এলির কণ্ঠস্বর কানে এসেছিল। ছোকরা স্যামকে বলছে স্যাম তোমার ইস্তফা দেওয়া উচিত। সামান্য দুটো খুনের কিনারা করতে পারলে না। অথচ জবরদস্ত সার্জেন্ট বলে কত নাম তোমার।

স্যাম বলেছিল, দেখ টেবিল বয়, এসব ব্যাপারে তোমাকে কথা বলতে আমি বারণ করেছি।

এলি মুচকি হেসে বলেছিল, টেবিল বয় বলছো বল, কিন্তু একটু শুনে রাখ, বুদ্ধিটা কিন্তু খুব একটা ভোঁতা নয় আমার।

তুমি নিজেকে তাহলে খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে কর? উত্তেজিত হয়েছিল স্যাম।

আমি এইটুকুই বলতে পারি যে আমার বুদ্ধিটা ভোঁতা নয়। একটা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে এলি বলেছিল, এখন তুমি যা মনে কর।

তুমি আমাকে বোকা বলছো? রুখে উঠেছিল স্যাম।

এলি ভালমানুষী মুখে মুচকি হেসে বলেছিল, তুমি ভুল করছো স্যাম। তোমাকে বোকা বলার মত স্পর্ধা আমার কোনদিন হবে না। আমি নিজের কথাই বলেছি।

গুম হয়ে গিয়েছিল স্যাম।

এলি কিন্তু চুপ করেনি। দুঃখিত গলায় বলেছিল, স্যাম তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে আমি কিন্তু কথাটা বলিনি। তবু আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোর।

অদূরে দাঁড়িয়ে ডন এলির কথাগুলো শুনছিল, অধৈর্য হয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল ; কয়েক মুহূর্ত ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে।

এলি ডনের দৃষ্টিতে ভয় পেয়েছিল, সঙ্কুচিত হয়েছিল। আঘাত করার দুরন্ত ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমন করেছিল। এলি শুধু সুপারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে বলে নয়, উত্তেজনার মাথায় কিছু করাটা অন্যায়। শান্ত এবং সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, স্যাম, তুমি কি এখন এখানে থাকতে চাও?

স্যাম বলল, না, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে ডন।

দু'জনে অফিস ঘর ছেড়ে বাইরে এল। বাইরে এসে স্যাম বলল, তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে ডন।

হ্যাঁ উঠেছিলাম। স্বীকার করল ডন। বলল, ছেলেটা দিন দিন বড় বেশি ফিচেল হয়ে উঠছে। কথাটা শুনে স্যাম হেসে ফেলল। অপরাধী গলায় বলল, ডন, একটু আগের পরিস্থিতিটার জন্যে আমি কিছুটা দায়ী।

কি রকম? জানতে চাইল ডন।

এলি ছেলেটা ভালই বুঝলে। স্যাম হাসল। বলল, আমি জানি তোমাকে ও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। আজকের ব্যাপারটা কিন্তু আমার দোষেই ঘটেছে। কৌতুকের সূত্রপাতটা কিন্তু আমিই করেছিলাম। অর্থাৎ সামান্য একটু খোঁচা প্রথমে আমিই দিয়েছিলাম।

তাই বল। হাসল ডন। বলল, যাক বিশ্রী একটা পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচলাম। এখন বল, তোমার কাছে বন্দর এলাকার কিছু খবর আছে?

না, তেমন কিছু নেই। ভাল কথা, সিডনি জেকসের অফিসের মার্থা নামের মেয়েটা কিন্তু বেশ চাপা প্রকৃতির।

মিঃ সিডনির কেসপত্তর এখন কেমন কোন খোঁজ নিয়েছো?

নিয়েছি।

কিছু জানতে পারলে?

বিশেষ কিছু নয়। এখন ভদ্রলোক আদালতে প্রায় যান না বললেই চলে।

বটে। গম্ভীর হল ডন। কপালের ভাঁজে চিন্তার স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল। দু'জনে পাশাপাশি

পথ হাঁটছে। বলল, তাহলে ভদ্রলোকের চলে কেমন করে? একটা অফিস চালানোর খরচ আছে। একজন রক্ষিতাও রেখেছেন।

স্যাম শক্তিতই অবাক হল। দাঁড়িয়ে ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখবর কোথায় পেলে?

ডন বলল, পেয়েছি কোন সূত্রে। ভদ্রলোক প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে এ্যাডভাইসার হয়েছেন। ভাল কথা, তুমি একটু ভাল করে লক্ষ্য রাখ। আর নদীর ওপারে ভিলা-ভিউ-য়ের আশপাশটা একটু ঘুরে এসো।

কেন বলতো?

মিঃ সিডনি ওই ভিলার মালিক মিঃ উইলিয়াম সোমেকারের ম্যানেজার স্যাম।

তাহলে কি ....

তাকে থামিয়ে দিল ডন। বলল, রিচার্ড কুখ্যাত গুণ্ডা ছিল। রিচার্ডের সঙ্গে সহমরণে যে গেছে সে অজ্ঞাতকুলশীল কিন্তু তার পার্সে সিডনি জেকসের ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। মিঃ সিডনি যা বলেছেন তাও খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না আমার। এবং তুমি সতর্ক থেকো।

ডন, তুমি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।

মিথ্যে ভয় করে লাভ নেই। আমি তোমাকে সতর্ক থাকার কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।

তুমি কি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছো?

চিন্তা করছি না বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে আমি যে বেশ কিছু ব্যাপারে ব্যস্ত সেটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়?

তা আমি জানি। বলল, স্যাম। আশা করি প্রয়োজনে তোমার সাহায্য পাব?

অবশ্যই পাবে। বিদায় জানিয়ে দু'জনে দু'দিকে চলে গেল। স্যাম একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসল। সে এখন তার ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে।

ডন হাঁটতে হাঁটতে হোটেল মুন লাইটের সামনে পৌঁছাল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিন্তু হোটেলে সে ঢুকলো না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে আলো ঝলমল পাম অ্যাভেনিউয়ের পথ ধরল। বার দুই দাঁড়াল। সিগারেট ধরাল। তার সন্দেহটা মিথ্যে নয়। একজন বুড়ো নিগ্রো তাকে অনুসরণ করছে।

আজ তার নাইট ডিউটি। পরণে সাধারণ পোশাক কিন্তু তার পরিচয় পরিচিতদের কাছে অজানা নয়। ডন সতর্ক হল। মনে মনে হাসল। রবিনসকে দূরে রাসেল রোডে ঢুকতে দেখা গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাসেল রো শান্ত।

এটা বনেদি অঞ্চল। আনমনা কিছুটা হেঁটে একটা বড় বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ডন। মিনিট তিনিকের মধ্যে বুড়ো নিগ্রোটা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিগ্রোটার কিছু করবার আগেই তার পিস্তলটা কেড়ে নিল। কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমি কে?

উত্তরে শুধু দাঁত বার করে হাসল প্যাস্থার।

দূরে রবিনসকে দেখা গেল। বনেদি পাড়ার একটা বাড়ির আড়ালে সে দাঁড়িয়েছে।

ডন আবার কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, আমাকে অনুসরণ করছিলে কেন?

প্যাস্থার এবার কথা বলল, ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল, রাস্তায় হাঁটলে অনুসরণ করা হয় না।

বটে? বিদ্রুপ করে উঠল ডন। হোটেল মুনলাইট ছেড়ে কি আমার পিছনে হাওয়া খেতে আসছিলে তুমি?

আমি আপনার পেছনে আসিনি

তাহলে আমার দু'বার দাঁড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তুমিও দাঁড়িয়ে পড়েছিলে কেন?

সেটা আমার ইচ্ছা।

ইচ্ছা! ঠিক আছে পুলিশ স্টেশনে চলো সেখানেই বোঝাপড়া হবে।

আপনি জোর করে আমাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে পারেন না।

আমি জোর করেই তোমাকে নিয়ে যাব। চল।

প্যাহ্বার বাধ্য হল ফিরতে। আগে সে, পিছনে ডন। কয়েক গজ মাত্র এগিয়েছে হঠাৎ একটা মোটর আসার শব্দ কানে এল ডনের। শুনতে পেল বাঁশির শব্দ। গুলির আওয়াজ। ছিটকে লাফিয়ে পড়ল ডন। মোটরটা পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল।

রবিনস দূর থেকে ছুটে এসেছে। সেই বাঁশি বাজিয়ে ডনকে সতর্ক করে দিয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এবারও অল্পের জন্যে রক্ষা পেল। কালো দেহটা এক ঝাঁক গুলিতে ক্ষতবিক্ষত। ডন রবিনসকে শান্ত কণ্ঠে বলল, রবিনস আমি এখানে অপেক্ষা করছি, তুমি থানায় একটা ফোন করে দাও।

ভোর হবার আগেই মিঃ সিডনি ভিলা-ভিউতে এলেন। সোমেকার দুপুরে পৌঁছালেন। একা। এক সময় লাইব্রেরী ঘরে মেলভিনের ডাক পড়ল। সোমেকার তাকে বসতে বললেন। জানতে চাইলেন, সে কিছু জানে কি না।

মেলভিন বলল, সে সকালে শুনেছে ডেনিস মারা গেছে।

কি করে মারা গেল সে, তার কিছু শুনেছো?

না। অস্বীকার করল সে।

কথাটা শুনে সোমেকার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পাইপে নতুন তামাক ভরলেন। পাইপ ধরিযে বললেন, যাক অযথা চিন্তা কোর না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ডেনিসের মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা। শোন, আমাকে কিছুক্ষণ পরেই চলে যেতে হবে। তোমার তো ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। আজ সন্ধ্যায় তুমি ইনাকে নিয়ে বেরুবে। ইনা যেখানে যেতে চাইবে তাকে নিয়ে যাবে। আমি আগামী পরশু নিশ্চয়ই ফিরে আসবো।

মেলভিন নীরবে মাথা নাড়ল।

সোমেকার বললেন, আর শোন, তোমাব ভাই রডনির খবব পাওয়া গেছে।

কোথায় সে?

তাকে আমার এক পুরনো বন্ধু কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।

কেন?

সেটা এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না। তবে খবর যা পাওয়া গেছে তাতে তার কোন ক্ষতি ওবা কবেনি। আচ্ছা তুমি এখন এসো।

মেলভিন নিজের ঘরে চলে এল। তার বুক কাঁপছে। সোমেকারের শান্ত কণ্ঠস্বরটা মনে পড়তেই সে চমকে উঠল। তাহলে কি সে ধরা পড়ে গেছে? ভাবতে পারল না। নিজেকে তার বড়ই অসহায় মনে হল।

দিন শেষ হল। সন্ধ্যায় মোটর নিয়ে জাহাজ ঘাটায় গেল। ইনা অপূর্ব সাজে সেজেছিল। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল। ইনা কিন্তু নীরব। তার সাথে বেশি কথা বলেনি। শুধু কোথায় যেতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছিল।

নিজের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া খাবার সে খেল। মুখে কোন স্বাদ নেই, খাবারেরও রুচি ছিল না। ডেনিসের কি হল সে জানে না। পুলিশও আসে নি। অবশ্য পুলিশ আসার কথা ভেবে বেশ কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিল।

সকাল সকাল শুয়ে পড়ল মেলভিন। ঘড়িতে তখন সবে রাত নটা। দুটো ঘুমের ওষুধ খেয়েছে কিন্তু চোখে ঘুম এল না। শুধু সামান্য ঝিমুনি অনুভব করল। একটু তন্দ্রার মতো ভাব। অসহ্য। বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ইনার দেখিয়ে দেওয়া দেওয়াল-আলমারী খুলে বোতল গ্লাস বার করে সামান্য পান করল। বিছানায় এসে শুলো। ঘড়িতে দেখল রাত এগারোটা।

একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল কিন্তু জেগে উঠল। ঘরের ভেতরে দেখতে পেল ইনাকে। তাকে জেগে উঠতে দেখে ইনা হাসল।

শুয়ে থাকা অবস্থাতেই তার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল, ডেনিসের কি হল?

প্রশ্নটা শুনে ইনা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, কি হবে ডেনিসের?

বিছানায় উঠে বসল মেলভিন। বলল, আমি তার মৃতদেহটার কথা জানতে চাইছি।

তাই বল। সোফায় গিয়ে বসল, ইনা বলল, মৃতদেহটার সৎকার করা হয়ে গেছে।

কে করলো?

মিঃ সিডনি। গম্ভীর হল ইনা। বলল, আমি কিন্তু চেয়েছিলাম পুলিশে একটা খবর দেওয়া হোক।

ওঃ, বলে চুপ করে গেল মেলভিন।

ইনা একটু অপেক্ষা করল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় মেলভিনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, গাঢ় কণ্ঠে ডাকল, মেলভিন!

বল?

তুমিও নিশ্চয়ই চেয়েছিলে পুলিশ আসুক?

না। দুঃখিত গলায় বলল মেলভিন।

কেন নয়? কিছুটা উৎসুক দেখাল ইনাকে।

মেলভিন চুপ করে রইলো।

ইনা বলল, কেন নয় মেলভিন?

মেলভিন। মাথা নেড়ে জানাল জানি না। আসলে তার চিন্তাশক্তি জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি বলছো?

সত্যি আমি চাইনি তোমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাক।

কিন্তু আমি তো খুনি। নিজের হাতে আমি ডেনিসকে গুলি করে মেরেছি!

হয়তো।

হয়তো বলছো কেন, তুমি তো সাক্ষী ছিলে।

কিন্তু.......

কিন্তু কি মেলভিন?

তুমি যে বলেছিলে তোমাকে ডেনিস ...... কথাটা শেষ করতে পারল না মেলভিন।

সত্যি কথা। স্বীকার করল ইনা। অনেকক্ষণ চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল। মেলভিন ওকে চেয়ে দেখছে। ইনা সুন্দরী। হঠাৎ-ই তার ফ্লোরার কথা মনে পড়ে গেল। ইনার দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা স্পষ্ট কানে এল তার। ইনা বলল, তবু আমি ভুল করেছি। এই জীবনটাকে আমার একদম অসহ্য হয়ে গেছে। মেলভিন তুমি আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পার। কাল রাত থেকে আমার দু'চোখে একটুও ঘুম নেই। অনেক চেষ্টা করেছি। আমি একটু ঘুমাতে চাই—একটু শান্তি!

ইনা মেলভিনের মুখোমুখি বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল। সারা শরীর থর-থর করে কাঁপছে। দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বুক ওঠা-নামা করছে।

মেলভিন ওকে দেখছে। দু'জনের মধ্যে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরত্ব। তার ভেতরে আলোড়ন জাগছে। সে উঠে দাঁড়াল। ওর কাঁধে হাত রাখল। প্রথম ওর নাম ধরে ডাকল, ইনা!

বল! যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল ওর কণ্ঠস্বর।

শান্ত হও ইনা। সান্ত্বনার সুরে বলল, উত্তেজনায় জ্ঞান হারিও না।

কিন্তু মেলভিন........

কি ইনা?

ইনা ওর বুকে ঘন হল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আমার ভয় করছে।

কিসের ভয়।

জানি না। বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল ইনা। দু'হাতে ওকে ধরল।

মেলভিনের শরীরে মুহূর্তে শিহরণ জাগলো। কে যেন তাকে সতর্ক করে দিল। ফাঁদ নয়তো? কিলানিন তাকে সর্তক করে দিয়েছেন। হেলেনার হুঁশিয়ারীটাও মনে পড়ল।

কিন্তু ইনার দেহের গন্ধে যেন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তাজা যৌবনের গন্ধ। ইনা কি ওর সাথে অভিনয় করছে? ডেনিসের মৃত্যুটা কি পূর্ব-পরিকল্পিত? কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারল কামনার পোকাগুলো ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে।

ইনা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল মেলভিন।

বল। সাবধানী গলা সাড়া দিল তার।

অমি মিঃ সোমেকারের রক্ষিতা। উনি একটা কদর্য বৃদ্ধ। আমার ঘেন্না করে। তুমি জান না আমাকে কি নির্যাতন সহ্য করতে হয়। সোমেকার একটা শয়তান, একটা রাক্ষস। আমার দেহের ক্ষত চিহ্ন গুলো দেখলে তুমি ভয় পাবে।

মেলভিন নীরব। তার মুখে কোন কথা নেই।

ইনা বলল, মনে হচ্ছে তুমি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছো না, তাই না?

তা নয় ইনা।

তাহলে?

কথা বলতে একটু সময় নিল মেলভিন। বলল, আমি ভাবছি, তুমি তাহলে চলে গেলেই তো পার?

ইনার ঠোটে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, চলে যাবার রাস্তা থাকলে নিশ্চয়ই চলে যেতাম। কিন্তু কোন উপায় নেই।

কেন?

পালাবার চেষ্টা করলে সোমেকারের লোকরা আমাকে নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে। খোঁড়া লোকটা যে কি ভয়ঙ্কর তা তুমি জান না। আমার স্থির বিশ্বাস ও নিশ্চয়ই তোমার ভাই রডনিকে খুন করে ফেলেছে। আর জান ডেনিসকে মেরে ভুল করেছি।

এ কথা বলছো কেন?

কেন যে বলছি তা তুমি বুঝবে না। আমি একদিন নিশ্চয়ই সোমেকারকে খুন করবো, কথাগুলো বলে ইনা সোফায় গিয়ে বসল। তাকে উত্তেজিত এবং পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

মেলভিনের বুকটা মমতায় ভরে গেল। সেও ওর পাশে গিয়ে বসল। নীরবে ওর একটা হাত হাতে তুলে নিল। ইনা একটু হাসল। মেলভিন ওকে দু'হাতে কাছে টেনে নিয়ে দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিল ওর ঠোটে।

দু'জনেই নীরব। অনেকক্ষণ পরে ওর নগ্ন শরীরটা ঘরের উজ্জ্বল আলোয় দেখে সত্যি সত্যিই যেন ভীষণভাবে চমকে উঠল। সে দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন আঁকা রয়েছে।

ইনা ওর চমকে যাওয়া লক্ষ্য করে বলল, কি দেখছো মেলভিন?

মেলভিন চুপ করে রইলো। আমার শরীরের এগুলো হ'ল পুরুষের সোহাগ চিহ্ন, ম্লান একটু হাসল সে। বলল, দেখে যে তোমার কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু এই দেহটাকে ব্যথায় যন্ত্রনায় কাতর করে মিঃ সোমেকার নামের শয়তানটা বড় আনন্দ পায়।

তবু মেলভিন নীরব। সে ভাবছে। তার চিন্তা নতুন বাঁকে মোড় নিয়েছে। এ ভিলার রহস্যময়তা সামান্য জানা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। ডেনিসের আস্তানার নীচে মিসিসিপির জলরাশি। নদীতে যাওয়ার গোপন সুরঙ্গ পথ। গ্যারেজের মেঝের পাটাতন তুলে দেখেছে একটা মোটর বোট। গিয়েছিল কৌতুহল বশে, খুনী খুন করে খুনের জায়গার আকর্ষণে ঘুরে-ফেরে কাছাকাছি। সেও কি তাই? ডেনিসের বিছানার পাশে ব্রা-য়ের আবিষ্কার তাকে চমকে দিয়েছিল কিছুটা। অবাক হয়নি।

ইনা নিশ্চয়ই কাল রাতে ডেনিসকে মারার আগে দেহ দিয়েছিল। পরিকল্পনা মতো পরিতৃপ্ত করে হত্যা করেছিল। কিন্তু কেন?

রহস্য নিশ্চয়ই আছে। অন্ধকারে। যদিও ইনা বলেছে ডেনিস সোমেকারের অনুপস্থিতিতে একদিন জোর করে ধর্ষণ করেছিল। সোমেকারকে বলেও প্রতিকার মেলে নি। মিথ্যা কথা। ইনার রূপের আড়ালে নিশ্চয়ই কিছু সর্বনাশা অভিসন্ধি ছিল। ওর পরিচয় সোমেকারের রক্ষিতা। এটা সব নয়। আরো কিছু আছে। কিন্তু সেটা কি? তার সত্য পরিচয় কি?

মেলভিন। ইনার গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা কানে এল তার।

বল? যেন সে স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠল। ওকে দেখল। ঘরের মধ্যিখানে নগ্ন নারীমূর্তি। যেন

কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পরম যত্নে গড়া ভাস্কর্য। তাতে শুধু কালের ক্ষতচিহ্ন পড়েছে। তবু কালো চোখের তারা, সোনালী চুলে অপূর্ব দেখাচ্ছে তাকে।

কি ভাবছো মেলভিন?

কিছু না। সজাগ সতর্ক মেলভিন সুন্দর করে হাসল। আর টাকা চাই।

তাহলে.....

উঠে দাঁড়াল মেলভিন। রক্তে আলোড়ন জাগাতে চাইল। ওই দেহটাকে তৃপ্ত করতে জানে। এ ভিলার অনেক কিছুই ও জানে। কাছে গিয়ে দু'হাতে ওকে তুলে নিল। পাখির পালকের মতো হালকা নরম আর সুন্দর দেহটাকে।

ইনা দেখাল সে বুঝি এজন্যে প্রস্তুত ছিল না। অভিনয়! একটু ছট্‌ফট্ করল। নিজেকে ছাড়াতে চাইল। পুরুষকে জাগিয়ে তোলার—নিজে জেগে ওঠার কৌশল। মনে মনে হাসল মেলভিন, মুক্তি দিল প্রায় একঘন্টার কিছু পরে।

ক্লান্ত তৃপ্ত ইনা বলল, তুমি শয়তান।

হাসল মেলভিন, পরিণতি তো তোমারই হাতে।

কি? কেঁপে উঠল ইনার গলাটা।

ডেনিসের যা হয়েছিল। না-না। ইনা দু'হাতে কান ঢাকল। বলল, মেলভিন, দোহাই। দোহাই তোমার ওকথা মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। দুঃখটা ভুলে যেতে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

কেমন করে? জানতে চাইল সে।

আমাকে তুমি ভালবাস। আমি জানি, ডেনিসের হত্যাকারিনীর দেহটাকে তুমি শুধু ভোগ করেছো। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, বিকৃত গলায় বলল, কিন্তু ভালবাসার স্পর্শ ছিল না।

এ তুমি কি বলছো ইনা?

সত্যি কথাই বলছি মেলভিন। কারণ, আমরা মেয়েরা বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো তোমাকে দেখেই আমি ভালবেসেছি।

কিন্তু তুমি তো আমার সামনে আসনি?

আসিনি ইচ্ছে করেই কিন্তু সোমেকারের কাছে চাকরি কেন নিলে?

আমার চাকরির বিশেষ দরকার ছিল। অবশ্য হাতে কিছু টাকা এলেই আমি একাজ ছেড়ে দেব। টাকা নিয়ে আমার জন্মস্থান রুমানিয়ায় চলে যাব। ইচ্ছে আছে একটা ফার্ম কিনে অথবা লিজ নিয়ে বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেব।

একলা?

যদি নিজের করে কাউকে পাই নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে যাব।

ইনা একটু ভাবল। ওকে দেখল। ওর বলিষ্ঠ দেহ, চওড়া কাঁধ, বিশাল বুক। দেখলে কঠিন মনে হয়। নরম মনের পরিচয়ও পেয়েছে! মৃদু কণ্ঠে বলল, যদি সম্ভব হয় নিশ্চয়ই আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ইনা পোশাক পরে নিল। মেলভিন বলল, চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না-না।

না, কেন?

আমি একলাই যেতে পারবো।

ইনাকে ও বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, না, আজ আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

কিন্তু ফিরবে কেমন করে?

কেমন করে আবার?

গম্ভীর হল ইনা। তার চোখে মুখে চিন্তার স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তা হয় না মেলভিন।

কেন হয় না ইনা?

সোমেকারের এই ভিলাটা শয়তানের আখড়া। কি নেই এই ভিলায়? তোমার, আমার, সকলের প্রতিটি পদক্ষেপ—কথাবার্তা, সব ধরে রাখা হচ্ছে ক্যামেরা আর টেপে।

বল কি? আঁতকে উঠল মেলভিন।

তার ভঙ্গি দেখে ইনা খিলখিল করে হেসে উঠল। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলল, না-না, তোমার ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। সব কিছুই আমি কাল রাত থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। সব কিছুই অচল হয়ে আছে। টিকো ফিরে এসে না সারালে কিছুই চলবে না আর।

টিকো কি মেকানিক?

টিকো একটা জিনিয়াস।

কিন্তু ওতো কথা বলতে পারে না।

মুচকি হাসল ইনা। বলল, বোবা সেজে থাকে ও।

কথাটা শুনে মেলভিন চুপ করে রইলো। ইনাকে তার ঘরে পৌঁছে দিল। গোপন পথের রহস্য জানা হল। ফেরার পথে লাইব্রেরীর সামনে সে থমকে দাঁড়াল। দুষ্প্রাপ্য সব সংগ্রহ। দু'চোখে ঘুম নিয়ে দেখতে লাগল। কত প্রিয় কবি আর সাহিত্যিকদের বিখ্যাত বই। টেবিলে, ঘরের এখানে ওখানে আগোছালো হয়ে কত বই পড়ে রয়েছে।

সে টেবিলের ওপর থেকে একটা মোটা বই তুলে নিল। জীব বিজ্ঞানের ওপর লেখা বই। পাতা ওল্টাতে লাগল একে একে। আরে! বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। একি সত্যি না, সে ভুল দেখছে। দু'হাতে নিজের ছোখ দু'টোকে বগড়ে নিল সে। না ভুল নয়, সত্যি। বাজার ঐশ্বর্যেব সন্ধান!

মেলভিন আরো একটা বই তুলে নিল। আবার সন্ধান পেল। আবার—আবার। সেকি পাগল হয়ে গেল? নিজেকে সে নিজেই প্রশ্ন করল।

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করতে সফল হল। একে একে বইগুলো গুছিয়ে রাখল। বুক ঠেলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মাতালের মতো টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এল। আর আশ্চর্য, বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অঘোবে ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ কিলানিনের শান্ত সুন্দর মুখটা বড বেশি গম্ভীর। প্যাম্বাবের মৃত্যু—আভেরির আঘাত পাওয়া, একটু ঘাবড়ে গেছেন তিনি। হোটেল মুনলাইটে নিজের ঘরে ওদের ঘিরে তিনি পায়চারী করছিলেন। মার্শাল, টনি চুপচাপ বসে আছে।

কর্তার মেজাজ মর্জি যে বিলক্ষণ খারাপ বুঝতে পারছে তারা। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই তাদের। টনির মেসিনগানের গুলিতেই প্যাম্বারের শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আভেরি গাড়ী চালিয়েছিল। ওর চোট খাওয়া হাতে স্টিয়ারিংটা যদি একটু বেঁকে না যেত, তাহলে, টনি হলপ্ করে বলতে পারে সার্জেন্টটার রেহাই ছিল না। টনির দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

অবশ্য প্যাম্বারের মৃত্যুর জন্যে ও এতটুকু দুঃখিত নয়। মানুষ মারতে না পারলে ওর দিনগুলো বড় খারাপ হয়ে যায়।

যেমন মার্শালের মেয়ে মানুষ ছাড়া একটা দিনও চলে না। আপশোস একটু হলেও কাল রাতে টনি পেট ভরে খেয়েছে মদ আর ঘোড়ার মাংসের সুরুয়াটা খুবই ভাল লেগেছিল।

কিলানিনের গলাটা কানে এল টনির, টনি, তুমি কিছুদিন কোথাও থেকে একটু ঘুরে এসো।

কথাটা শুনে টনি বেশ অপমান বোধ করল। ইচ্ছে হল একটা কঠিন উত্তর দেয়। নিজেকে কষ্টে সামলে নিল।

হাসলেন কিলানিন। নিজের জায়গায় এসে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মনে হচ্ছে কিছুদিন তোমার মনটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। কি তাই না টনি?

টনি বলল, কিছুটা।

হাসলেন কিলানিন। বললেন, আমি ঠিকই ধরেছি। প্যাম্বারের মৃত্যুর জন্য অবশ্যই আমার মনটা একটু বিষণ্ণ বলতে পার। ও অনেকদিন আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমি এও বুঝি তুমি যা করেছো অথবা ঘটে গেছে, তা ছাড়া তো কিছু করার ছিল না তোমার।

আমি শুধু ভেবে পাচ্ছি না প্যাষ্ট্রার অত অভিজ্ঞ হয়ে অমন কাঁচা কাজটা করতে গেল কেন? সার্জেন্টকে অনুসরণ করার তার কি দরকার ছিল?

মার্শাল বলল, নিয়তি।

তা অবশ্য ঠিকই। মার্শালের কথায় সমর্থন জানালেন কিলানিন। বললেন, তবু তার অমন ভুল করা উচিত হয়নি। এখন বল, গত কালের সাপ্লাই ঠিকমতো এসেছে কিনা?

ঠিকই এসেছে। ভালদিমির ক্যাপ্টেন কিন্তু বলছিল কিছু বাড়াতে।

অর্থাৎ

বলছিল ঠিক পোষাচ্ছে না।

না পোষায় ছেড়ে দিক। সোনার বাজার মন্দা। ক'কয়সা থাকবে আমার। এ তো শুধু বসে না থেকে ব্যাগার খাটা। ঠিক আছে আমি তার সঙ্গে কথা বলবোক্ষণ। আজ অবশ্য ইণ্ডিয়া থেকে একটা ভাল চালান আসার কথা। ওটা সতেরো নম্বর গুদামে থাকবে। এ চালানটা বাইরে যাবে। মার্শাল তুমি আজকের চালানটা নেবার ব্যবস্থা করবে।

আচ্ছা ঠিক আছে। বলল মার্শাল।

কিন্তু আভেরি এখন আসেছে না কেন? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন কিলানিন। বললেন, তার তো এতক্ষণে এসে পড়ার কথা। আমাকে কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

আপনি কি আজকেই ফিরবেন? জানতে চাইল টনি।

আজ হয়তো সম্ভব হবে না, তবে কাল সকালের ফ্লাইটেই আমি পৌঁছে যাব। আমি শুধু আভেরির জন্যে অপেক্ষা করছি।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আভেরি এল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ওভারকোট খুলতেই তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাঁ হাতটা বেরিয়ে পড়ল। অবশ্য সেদিনের আঘাত খুব একটা গুরুতর কিছু হয়নি।

কিলানিন তাকে দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

আভেরি হাসল। বলল, শবরীর প্রতীক্ষা বল।

আভেরি এটা ঠাট্টার সময় নয়। বিরক্ত হলেন কিলানিন। কিছুটা কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

আভেরি ঠাণ্ডা গলায় বলল, ঠাট্টা জিনিসটা আমিও পছন্দ করি না।

কিন্তু আমাকে এখনি যেতে হবে।

আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ধরে রাখিনি।

আভিরি, কঠিন গলাতেই ধমকে উঠলেন কিলানিন।

চোখ রাঙিয়ো না জন। দেরি হয়েছে ঠিক কথা। আমি কিন্তু তোমার কেনা গোলাম নই। এ কথাটা তুমি ভুলে যেও না।

কেনা গোলাম যে নও তা আমিও জানি। কিলানিনের মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পেল। গম্ভীর গলায় বললেন, কিন্তু তোমরা সকলেই আমার যাওয়ার কথা জানো। তাহলে দেরি করো কেন?

কিন্তু মিঃ তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন আমি একজন সৎ এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিক। আভিরির কণ্ঠস্বর যেন বিদ্রূপে ঝলসে উঠল। পুলিশের চোখটা তো এড়িয়ে চলতে হবে?

তাই বল। মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেলেন কিলানিন। বললেন, ঠিক আছে আমি না হয় পরের ফ্লাইট-ই ধরবো।

মার্শাল বলল, আমি তাহলে এখন উঠি জন।

এসো।

মার্শাল এবং টনি দু'জনেই চলে গেল।

ওরা চলে যেতে কিলানিন শান্ত কণ্ঠে বললেন, এবার বল কি খবর?

আভেরি ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খবর ভালই। আমি হেলেনাকে এখানে আসার জন্যে ফোন করেছি।

তার কি দরকার? হাসতে চাইলেন কিলানিন।

দরকার আছে বন্ধু। মৃদু হেসে বলল আভেরি। সেই তো হবে তুরুপের তাস।

অর্থাৎ!

সে এখন থেকে শুধু রাতের শয্যাসঙ্গিনী নয়, কিছু কিছু কর্মসঙ্গিনীও হবে।

বুঝলাম। মৃদু মাথা নাড়লেন কিলানিন। কিন্তু একটা কথার উত্তর দাও তো। সত্যি পুলিশ তোমার পিছু নিয়েছিল?

তোমার কি মনে হয়?

মাঝে মাঝে তোমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হয়।

তাহলে বিশ্বাস কোর না।

রাগ কোর না আভেরি।

কথাটা বলা তোমার ঠিক হল না জন। হাসল আভেরি। কিলানিনের দিকে মিষ্টি মিষ্টি চোখে তাকিয়ে বলল, কি ভাগ্যি তুমি বলনি, অভিমান কোর না ডার্লিং।

হেসে ফেলতে গিয়েও কিলানিন নিজেকে সামলে নিলেন। দরোজায় টোকা পড়ল। বললেন, ভেতরে এসো।

দরোজা ঠেলে হেলেনা ভেতরে ঢুকলো। সারা অঙ্গে সবুজের সমারোহ। মুখটা ঝরা শিউলির মতো।

আভেরি বলল, বসো হেলেনা, তোমার সাথে কিছু কথা আছে।

হেলেনা নীরবে বসলো।

আভেরি তার দিকে একটা রিভলবার এগিয়ে দিল। বলল, এটা তোমাকে এখুনি এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।

হেলেনা বলল, কোথায়?

সকাল প্রায় এগারোটা বাজে, রাজহাঁসের মতো সাদা ছোট্ট একটা মোটর ভিলা-ভিউয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। ঝলমলে সবুজের ঢেউ তুলে মোটর থেকে হেলেনা নামল। রাজেন্দ্রানীর মতো বীর গমনে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন প্রহরী স্টীভের ডিউটি। চোরাপথে গাড়িটা আসা থেকে মেয়েটার নামা পর্যন্ত সব কিছুই সে লক্ষ্য করছিল। সত্যি বেশ ভাল চেহারার মেয়ে। এমন মেয়ের সঙ্গলাভ জীবনে তার কোনদিনই ঘটেনি। এখন সে হপ্তার ছুটির দিনে নদীর ওপারে প্যারাডাইস ক্লাবে যায়। সেখানে মদ ও মেয়েমানুষ দুই-ই পাওয়া যায়। কিন্তু একদিনও মনের মতো মেয়েমানুষ পেল না। এখন মেয়েটাকে দেখে তার লোভের সিংহটা জেগে উঠতে চাইল। এমন মেয়ের জন্যে যথেষ্ট অর্থ খরচ করতে সে রাজি।

তার সঞ্চিত অর্থ খুব একটা কম নেই! হাজার দশেক ডলার তো হবেই। একদিনের জন্যে হলেও সে সঞ্চয়ের অর্ধেক অথবা তারও বেশি খরচ করতে প্রস্তুত। শিকারী নেকড়ের মতো স্টীভ ছোট্র গেটটার সামনে এসে দাঁড়াল। হেলেনা তখন সেখানে পৌঁছে গেছে। স্টীভ ক্ষুধার্ত দৃষ্টি তুলে যুবতীর মুখের দিকে তাকাল। ভারিক্কী চালে প্রশ্ন করল, কাকে চান মড্যাম?

প্রশ্নটা শুনে হেলেনা মিষ্টি করে হাসল। বলল, ম্যাডাম নই মিস্, মিস মার্থা।

সরি মিস। লজ্জিত হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলল স্টীভ। জিজ্ঞাসা করল, কাকে চান মিস মার্থা?

আমি মিঃ সোমেকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কিন্তু তিনি তো শহরের বাইরে গেছেন।

তা আমি জানি। দু' চোখ বন্ধ করে মিষ্টি হাসল হেলেনা। বলল, তিনি নিউইয়র্ক গেছেন আমি জানি। তিনি যে আজ থাকবেন না, সে কথা তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন। মিস ইনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু মিস ইনাও তো একটু আগে বাইরে গেছে।

এখুনি ফিরবেন নিশ্চয়ই?

তা ঠিক আমি জানি না।

ঠিক আছ আমি তাহলে তার জন্যে গাড়িতে বসেই অপেক্ষা করছি। কারণ তার সঙ্গে আমার জরুরী প্রয়োজন আছে। অবশ্য আমার হাতেও খুব বেশি সময় নেই। আমি আধ ঘন্টার

মতো এখানে আপেক্ষা করবো। তার মধ্যে তিনি যদি না ফেরেন আমাকে ফ্লোরিডা রওনা হতে হবে।

স্টীভ সুন্দরী যুবতীর কথা শুনছে আর মুগ্ধ হচ্ছে। কি অপূর্ব কণ্ঠস্বর, কি সুন্দর বাচনভঙ্গী। গাড়িতে না পাঠিয়ে যদি এখানে বসান যায়, তাহলে কিছু কথা বলেও সুখ? বিনীতভাবে বলল, মিস মার্থা, আপনাকে আমার ভেতরে ড্রয়িংরূমে বসানোই উচিত কিন্তু আপনি বুঝতেই তো পারছেন আমার অবস্থা। যদি কিছু মনে না করেন আপনি এখানে বসে অপেক্ষা করতে পারেন।

হেলেনা হাসল। সুন্দর মোহিনী হাসি। বলল, আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি স্বচ্ছন্দেই এখানে অপেক্ষা করতে পারবো। ভাল কথা, আপনার নামটাই তো এখানো জানা হয়নি।

আমার নাম স্টীভ। বলল স্টীভ। বড় ভাল মেয়ে। বনেদী এবং ধনী বলেই মনে হয়।

মিঃ স্টীভ আমি কিন্তু একটু জল খাব।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, গলে গেল স্টীভ। বলল, ভাল বীয়ার আছে, দেব?

না, সাদা জল। হেলেনা হাসল। বীয়ার যে খাই না এমন কথা বলছি না। কিন্তু এখন খাব না।

জল দিল স্টীভ। সুন্দর হাতের ছোঁয়ায় তার ভেতরটা কেঁপে উঠল।

ছোট ঘরটা গায়ের গন্ধে ভরে আছে। সত্যি কি ভাগ্যবান! কত সুন্দর ব্যবহার। পরিচয় জানে না। কিন্তু কর্তার রক্ষিতাটা। সেও সুন্দরী কিন্তু বড় অহঙ্কারী। ইনার কথাই সে ভাবছে। গতকালের ব্যাপারটাও তার অজানা নয়।

আচ্ছা মিঃ স্টীভ!

বলুন মিস?

আচ্ছা আপনি এখানে কতদিন চাকরি করছেন?

ছ'মাস হল।

আপনার স্ত্রী পুত্র?

বছর তিনেক হল স্ত্রী মারা গেছে। একটা ছেলে আছে। সে আমার এক বোনের কাছে থাকে।

মিঃ সোমেকারের ভিলাটা কিন্তু বড় সুন্দর। তিনি অবশ্য আমাকে সে কথা জানিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর এখানে কাটানোর ইচ্ছে। মিঃ সোমেকার আমার বাবার বন্ধু হন। ওঁদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। আমি ফ্লোরিডা যাব আমার মামীর কাছে। ইচ্ছে আছে ফেরার সময় আবার আসবো।

নিশ্চয়ই আসবেন, বলল স্টীভ।

আমাকে আসতেই হবে। তিনি সেকথাই বলেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি ফোন করেছিলেন। আচ্ছা মিঃ স্টীভ, আমি যদি সামনের দিকটায় একটু ঘুরে বেড়াই আপনার আপত্তি আছে?

না-না, আপত্তির কি আছে? তাড়াতাড়ি বলল স্টিভ। আমি বুঝতে পারছি আপনার এখানে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

কষ্টের কি আছে। হাসল হেলেনা। বরং আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালই লাগছে। দু-মিনিট একটু ঘুরে আসি কি বলেন।

হেলেনা উঠে বাগানে চলে গেল। স্টীভ তাকে দেখছে। অপূর্ব সুন্দর দুটি পা। পিছনের গঠন চমৎকার। সে যদি তাকে এখানে ....। চমকে উঠল সে। ছিঃ ছিঃ, একি ভাবছে। এত সুন্দর মেয়ে। আর ....

ঝন্‌ঝন্‌ করে টেলিফোন বেজে উঠল। স্টীভ গিয়ে ধরল। রং নাম্বার।

হেলেনা ফিরে এল।

স্টীভ জিজ্ঞাসা করল, দেখলেন?

হেলেনা হেসে বলল, পাঁচ দশ মিনিটে কি সব দেখা যায়। তবে যতটুকু দেখলাম তাতে আপনার মালিকের সুরুচির প্রশংসা করতে হয়।

অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছ দিয়ে তিনি তাঁর ভিলাকে সাজিয়েছেন দেখলাম।

স্টীভও সে কথাই বলল। হেলেনা ঘড়ি দেখল, প্রায় কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে। স্টীভ জানতে চাইল আপনি অনুগ্রহ করে একটু চা বা কফি খাবেন? আমার এখানে সব ব্যবস্থাই আছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি করে খাওয়াতে পারি।

হেলেনা সাগ্রহে রাজি হল। উৎসাহিত স্টীভ মিনিট তিনেকের মধ্যে ধূমায়িত কফির কাপ ধরিয়ে দিল হেলেনার হাতে। এবারও হেলেনার হাতের ছোঁয়ায় স্টীভের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। হেলেনা হাসিমুখে জানতে চাইল, আপনার কফি?

আমারও আছে। নিজের কফির কাপটা নিয়ে এল স্টীভ। যদিও তার খুব লজ্জা করছিল কেননা পেয়ালাগুলোর অবস্থা মোটেই ভাল না।

কফিতে চুমুক দিয়ে হেলেনা খুশি খুশি মুখের ভাব করল। বলল, বাঃ বড় সুন্দর কফি তৈরির হাত তো আপনার মিঃ স্টীভ।

কথাটা শুনে স্টীভ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। তাকে বোকা বোকা দেখতে লাগলো। বলল, ভাল হয়েছে?

নিশ্চয়ই। সুন্দর হাত। কফিটুকু দু'চুমুকে শেষ করে কাপটা স্টীভের হাতেই ফেরত দিল হেলেনা। অনিচ্ছায় যেন একটু বেশিক্ষণ ওর হাতে হাত রাখল। হাসল অকারণে। ঘড়ি দেখল। তিরিশ মিনিট পার হয় হয়। ডাকল, মিঃ স্টীভ।

হ্যাঁ বলুন।

আজ কিন্তু আমার পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব নয়।

চলে যাবেন?

যেতে হবে মিঃ স্টীভ। সময় মতো না পৌছাতে পারলে আমার মাসী খুবই চিন্তা করবে।

তাহলে কর্তা অথবা মিস ইনা এলে তাঁকে কিছু বলতে হবে কি? জানতে চাইল স্টীভ।

চিন্তা করল হেলেনা। বলল, না আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি ফ্লোরিডায় পৌছে মিঃ সোমেকারকে ফোন করে দেব। আর দু-একদিনের মধ্যেই আমি ফিরবো। সেই সময় বরং এখানে দু'দিন থেকে যাব।

তাহলে তো খুবই ভাল হয়।

হাসল হেলেনা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ কি মনে হতে সবুজ ব্যাগটা খুলল সে। একগোছা ডলারের নোট নিয়ে জোর করে স্টীভের হাতে গুঁজে দিল। বলল, না বলবেন না মিঃ স্টীভ, বড়দিনে ওই টাকায় আপনার ছেলেকে কিছু উপহার কিনে দেবেন।

কিন্তু মিস্ ..... কিছু বলতে চাইল স্টীভ।

হেলেনা যেন একটু গম্ভীর হল। তারপর হেসে বলল, ছোট বেলায় মাকে হারানোর দুঃখ যে কি আমি জানি মিঃ স্টীভ। যদি সে কিছু জানতে চায় তাকে বলবেন তার এক অচেনা মাসী দিয়েছে।

বিদায় নিয়ে হেলেনা নিজের গাড়িতে স্টার্ট দিল। স্টীভ একটু চেয়ে চেয়ে দেখল। টাকাগুলো গুনে দেখল একশ ডলারের কিছু বেশি। টাকা থাকার খুবই মজা কিন্তু এভাবে দিতে জানে ক'জন। তার মনে মার্থার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল। মনে পড়ল প্রথম দেখে কি মনে হয়েছিল তার। সে একটু লজ্জিত হল।

ওদিকে হেলেনা সতর্ক দৃষ্টিতে গাড়ি চালাচ্ছে। ব্রীজের কাছটা দেখা হয়ে গেল। ইনা গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে মেলভিন বসে আছে। দেখে হেলেনার বুকের ভেতরটা একটু কেমন করে উঠল। একটু কষ্টের ভাব। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল সে।

মেলভিনও হেলেনাকে লক্ষ্য করেছে। সে শুধু বুঝতে পারল না ও সফল হয়েছে কিনা। ভিলায় ফিরে এল ওরা।

মোটর থেকে নেমে ইনা ভেতরে চলে গেল। মেলভিন গাড়িটা গ্যারাজে তুলে দিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নির্দেশ দেওয়া জায়গাটায়। তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। হেলেনা সফল হয়েছে। কি করে সফল হল সেই জানে।

স্টীভ ভয়ঙ্কর রকমের কড়া ধাতের মানুষ। সিগারেট বার করে জ্বালাতে গিয়ে লাইটারটা

তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল। লাইটারটা কুড়োবার ফাঁকে ছোট প্যাকেটটা পকেটে পুরে নিল সে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে গেল নিজের ঘরের দিকে।

সিডনি জেকস্‌ তাঁর অফিস ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। একসময় তিনি নিজেকে ক্লান্ত বোধ করলেন। ধপ্‌ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। বেল টিপলেন। মার্থা এসে সামনে দাঁড়াল। তিনি ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকালেন। বললেন, হ্যারিকে একটু পাঠিয়ে দাও।

দিচ্ছি স্যার।

আর শোন, ইনার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করো। তাকে বলবে সে যেন ঘন্টাখানেক পরে আমার সঙ্গে রয়েলে দেখা করে। হয়তো সে অসুবিধের অজুহাত তুলবে। হয়তো বলবে, তার বেরুবার অসুবিধে আছে তাহলে বলবে, তাকে আসতেই হবে।

সিডনি জেকস্‌কে বেশ উত্তেজিত দেখাল, বললেন, হ্যারিকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি একবার চার্লির আস্তানায় যাবে। সে যেন আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করে। তাকে বলবে খুবই জরুরী দরকার, বুঝলে?

আচ্ছা স্যার। মৃদুকণ্ঠে বলল মার্থা। জানতে চাইল, আমি এখন যাব?

হ্যাঁ যাও। বেরুবার আগে রয়েলে একটা ফোন করে সতেরো নম্বর কেবিনটা এক ঘন্টার জন্যে বুক করো।

যদি সতেরো নম্বর কেবিন আগে থেকে বুক করা থাকে স্যার?

সিডনি জেকস্‌ বিরক্তির চোখে মার্থার দিকে তাকালেন। ধমকের সুরে বললেন, যদি আগে থেকে বুক করা থাকে তাহলে কি করতে হবে তা তোমার অজানা নয় মার্থা। তুমি কি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছো?

মালিকের মেজাজ দেখে মার্থা কিছুটা যেন ভয় পেল। তাড়াতাড়ি বলল, ঠিক আছে স্যার, আমি এখুনি ফোন করে দিচ্ছি।

সে বাইরে বেরিয়ে এল, কান্না পাচ্ছে তার। সিডনি জেকসে্‌র কাছে অনেক দিন কাজ করছে সে কিন্তু আজকের মতো এমন উত্তেজিত তাঁকে সে খুব কমই দেখেছে। ওই হ্যারি নামের বাউন্ডুলে ছোকরাটা যত নষ্টের মূলে।

মার্থা ছোকরাটাকে দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। আগে দু-চারবার এখানে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল কোন যমালয় থেকে। তারপরই শিস্‌ দিতে দিতে হাজির। চোখ টিপে হেসেছিল তাকে দেখে। মার্থার দৃঢ় বিশ্বাস ছোকরা তার ছেলের বয়েসীর বেশি কিছুতেই হবে না। ঘেন্না-ঘেন্না! মার্থা দেখল হাড় জ্বালানেটা পা নাচাতে নাচাতে সিগারেট টানছে। বলল, ওহে শুনছো?

হ্যারি কান খাড়া করে ছিল। একগাল হেসে মার্থার মুখ নয়, বুকের দিকে তাকাল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, ম্যাডাম আমার নাম হ্যারি।

ওই হল। খিঁচিয়ে উঠল মার্থা। বলল, তোমার নাম জেনে আমার দরকার নেই।

অবশ্যই। এক গাল হাসল হ্যারি। বলল, আপনি যে আমাকে বিশেষ পছন্দ করেন না তা আমি জানি।

বিশেষ নয় তোমাকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ধমক দিল মার্থা।

কিন্তু ম্যাডাম আপনাকে আমার বেশ ভালই লাগে। বিশ্বাস করুন ঈশ্বরের দিব্যি।

কথাটা শুনে মার্থার মুখটা যে একটু রাঙা হল না, তা নয়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে কঠিন গলায় বলল, এটা অসভ্যতা করার,জায়গা নয়। যাও মিঃ সিডনি তোমাকে ডাকছেন।

কথাটা শুনেই হ্যারি ছিটকে উঠে দাঁড়াল। একগাল হেসে সিডনি জেকসের ঘরে ঢুকে গেল।

সিডনি জেকস্‌ তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন। হ্যারিকে ঢুকতে দেখে গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকালেন। বললেন, বসো।

হ্যারি কোন কথা না বলে বসল।

মেয়েটাকে দেখতে কেমন? সে সব ঘটনার কথা বলল। ভিলা ভিউয়ের সামনে সকালে সে

যা দেখেছে হুবহু বর্ণনা করল। শুনতে শুনতে সিডনির কপালে ভাঁজ পড়ল। হ্যারিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি খুবই বোকামীর কাজ করেছো হ্যারি।

কেন স্যার?

চার্লিকে একটা ফোন করে দেওয়া উচিত ছিল তোমার।

কথাটা শুনেই হ্যারি মুখে আপশোসের শব্দ করল। সত্যি খুবই অন্যায় করেছে সে। অপরাধী গলায় বলল, সত্যি স্যার আমার এতটা মাথায় আসেনি।

তা আসবে কি করে? কঠিন কণ্ঠে বললেন সিডনি জেকস্। মেয়ে দেখলে তুমি তো মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেল। শোন, যা বলছি এবার থেকে তাই করবে। তুমি এখুনি ভিউয়ের কাছে চলে যাও। সতর্ক থাকবে—বুঝলে?

আচ্ছা স্যার।

যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানাবে।

জানাবো স্যার।

জানিও। হঠাৎ-ই হাসলেন সিডনি জেকস্। বললেন, কিন্তু কাল রাত এগারোটা থেকে এগারোটা চল্লিশ পর্যন্ত তুমি তোমার ডিউটিতে ছিলে না। কি তাই না?

কথাটা শুনেই হ্যারির বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল। মুখটা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। সিডনি জেকসের মুখের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে অপলক চেয়ে রইলো। উত্তরে একটি কথাও বলতে পারল না সে।

তুমি কোথায় গিয়েছিলে তা আমার অজানা নয়। সিডনি জেকস্কে ভয়ঙ্কর দেখাল। বললেন, কাজের অবহেলা আমি পছন্দ করি না। এবারের মতো তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। ভবিষ্যতে আর যেন এমন না হয়।

আচ্ছা স্যার। কাঁপা গলায় বলল হ্যারি।

তুমি এখন যাও।

হ্যারি উঠল, তার পা কাঁপছে। দরোজা খুলে বাইরে এল। মার্থা অবাক চোখে ছেলেটার দিকে তাকাল। শুকনো একটু হাসি হাসল হ্যারি। বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

সিডনি জেকস্ উঠলেন। তাঁর অনেক কাজ। বাইরে এসে মার্থাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফোন করেছিলে?

মার্থা বলল, হ্যাঁ, রয়েলে ফোন করেছিলাম। বললে সতেরো নম্বর কেবিন বুক। অবশ্য ম্যানেজার আশ্বাস দিয়েছেন আপনার জন্যে তিনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন। তিনি মিনিট পনেরো পরে ফোন করে জানাবেন বলেছেন। যদি সম্ভব না হয় বলেছেন, এবারটা আপনি যেন তাঁকে তাঁর অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা করে দেন।

মার্থার একটানা কথা বলায় সিডনি জেকস্ স্পষ্টতই বিরক্তি বোধ করলেন। বললেন, আঃ মার্থা, তোমার বকবকানিটা একটু থামাও। আমি জানতে চাইছি তুমি ইনাকে ফোন করেছিলে কিনা?

ফোন করেছিলাম স্যার।

কি বললো সে?

কিছু বলেনি। আপনি আমাকে যা-যা বলতে বলেছিলেন আমি সবই তাকে বলেছি। কোন উত্তর না দিয়ে সে শুধু শুনে গেল আমার কথা।

কিছুই বলেনি? আশ্চর্য এবং গম্ভীর হলেন সিডনি জেকস্। বললেন, ঠিক আছে, আমি বেরুচ্ছি। তুমি চার্লির আস্তানায় চলে যাও।

সিডনি জেকস্ অফিস থেকে বেরিয়ে সামান্য একটু হেঁটে পার্কিং স্ট্যান্ডে রাখা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ঘড়িতে দেখলেন বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট। হাতে পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে।

তিনি গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। পাম অ্যাভেনিউয়ে গিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট দশেক পরে একটা ছোট্ট প্যাকেট হাতে নিয়ে আবার গাড়িতে এসে উঠলেন।

লিকন সরণিতে রয়েল রেস্তরাঁর সামনে যখন পৌঁছালেন ঘড়িতে তখন একটা বাজতে দু'মিনিট বাকি। ভেতরে ঢুকে কাউন্টারের সামনেই ম্যানেজারকে দেখতে পেলেন।

ম্যানেজার ম্যাকলিন তাঁকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন। চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার মিঃ জেকস্, হঠাৎ জরুরী তলব?

হাসলেন সিডনি। জানতে চাইলেন, কেবিন রাখা আছে তো?

নিশ্চয়ই। একটু আগেই আপনার পি.এ-কে ফোনে সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। গলাটা আরো খাটো করলেন ম্যাকলিন। বললেন, আমাদের যোগান হঠাৎ এত কমিয়ে দিলেন কেন?

সিডনি সতর্কভাবে চারদিকটা দেখে নিয়ে বললেন, কড়াকড়ি প্রচণ্ড বেড়েছে।

ব্যবসা কি তাহলে তুলে দেবো?

না-না, আশ্বাস দিলেন সিডনি। আশা করছি আজকের মধ্যেই একটা বড় চালান এসে পড়বে।

এবার কিন্তু আমাদের কিছু বেশি দেবেন।

নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। পাশ কাটিয়ে সিডনি এগারো নম্বর কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলেন। দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখলেন কেউ আসেনি। ঘড়ি দেখলেন, একটা বেজে পাঁচ মিনিট। চিন্তার ঢেউ আছড়ে পড়ল মনে। সিগারেট ধরালেন।

বয় এসে জানতে চাইল, কিছু দেবে কিনা!

বললেন, দশ মিনিট পরে।

বয় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইনা এল। ম্লান ক্লান্ত চেহারা একটি কথাও না বলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তিনি তাকে একটু সময় দিলেন। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

ইনাই প্রথম কথা বলল, তাঁর দিকে ক্লান্ত চোখ তুলে জানতে চাইল, বল মিঃ সিডনি, কি জন্যে ডেকে পাঠিয়েছো?

বলছি বলছি। হাসলেন সিডনি জেকস্। বললেন, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এখন বল কি খাবে?

এখন আমার কিছুই খাবার ইচ্ছে নেই।

কিছুই খাবে না?

না, মিঃ সিডনি।

অন্ততঃ একটু বীয়ার খাও।

বীয়ার? মাথা নাড়ল ইনা। বলল, ঠিক আছে যখন বলছো এককাপ কফি বলে দাও।

সিডনি জেকস্ বয়কে ডেকে অর্ডার দিলেন। নিজের জন্যে স্কচ আর ইনার জন্যে কফি। বয় পানীয় দিয়ে গেল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে সমবেদনার কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ইনা।

সত্যিই আমি ভীষণ ক্লান্ত মিঃ সিডনি।

ধকলটা কি খুব বেশি যাচ্ছে?

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইনার চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত পিষে সে বলল, মিঃ সিডনি, এ প্রশ্নটা করতে তোমার অন্ততঃ লজ্জা বোধ করা উচিত ছিল।

সিডনি জেকস্ স্থির দৃষ্টিতে ইনার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন। অসম্ভব গম্ভীর তাঁর মুখ। কিন্তু মুহূর্ত পরেই সে মুখের পরিবর্তন হল। বললেন, উইলিয়াম যে অতখানি নিষ্ঠুর আমি জানতাম না ইনা।

ইনা ফুঁসে উঠল, নিষ্ঠুর নয় শয়তান। পা কাটা বুড়োটা আমাকে দিয়েই ইনজেকসনটা দিইয়ে নেয়। অথচ আমার অন্ধ মাকে তুমি কথা দিয়ে এসেছিলে আমি সুখেই থাকবো।

তোমাদের পরিবারের টাকার প্রয়োজনের কথাটা ভেবেই আমি কথাটা বলেছিলাম। কল-গার্লের পেশায় তুমি মাসে কত ডলার পেতে সেটা চিন্তা করে দেখ। তাতে কি তোমার অন্ধ মা, বুড়ো বাপ, আর দুটো পঙ্গু ভাইয়ের ভরণপোষণ চলতো? তোমার মার সঙ্গে আমার অতীতের সম্পর্কের কথা বাদ দাও। তিনি আমাকে কোন দিনই পাত্তা দেননি।

আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম, যার জন্যে আমার পক্ষে জীবনে সংসার করা সম্ভব হয়নি। আর কটা দিন তোমাকে একটু কষ্ট সহ্য করতেই হবে। এখন বল, মেলভিন নামের ছোকরাটার সঙ্গে তোমার কি দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

তার সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছো?

হ্যাঁ পেরেছি, সে রডনির ভাই নয়।

এটা পুরানো কথা। ও কিলানিনের লোক। আমি আসল কথাটা জানতে চাই।

কি কথা? সিডনি জেক্সের দিকে তাকাল ইনা।

সে কি সোমেকারের সম্পদের হদিস পেয়েছে?

কথটা শুনে ইনা একটু চিন্তা করল। মাথা নেড়ে বলল, আমার মনে হয় পায়নি।

কি করে বুঝলে?

ইনা আবার চিন্তা করল। তার মেলভিনকে মনে পড়ল। সুন্দর মানুষ। এমন মানুষ কেন যে লোভের ফাঁদে পা দিল? ভাবতে পারল না সে। অমন সহজ সরল আবেগবান পুরুষ ইনা তার জীবনে একজনকেও পায়নি। অমন মানুষকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কোমলে কঠিনে মেশানো একজন পুরুষ।

সিডনি জেকস্ ইনাকে দেখছেন। ওর মায়ের সঙ্গে একদিন তার প্রণয় ছিল। যদিও সে প্রণয় কোনদিনই পূর্ণতা লাভ করেনি। ইনার মা যোয়ান একদিন বিয়ে করে চলে গিয়েছিল বার্লিনে। বহুদিন পরে আবার দেখা। যোয়ানের মেয়ে কল-গার্ল। সোমেকারের রক্ষিতা করে রেখেছেন নিজের-ই স্বার্থে। তাঁর অর্থ চাই। সম্পদ কে না চায়? সোমেকারের অর্থের কোন অভাব নেই। তবু ..।

ইনা বলল, মিঃ সিডনি এবার আমাকে উঠতে হবে।

কথাটা শুনে সিডনি ইনার দিকে তাকালেন। হেলেনাব কথা মনে পড়ল তার। মেয়েটা ঠিকানা বদল করেছে। তিনি বললেন, বেশ। তবে সতর্ক থাকবে। উইলিয়াম আজ বিকালের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে। সে ফিরলে তুমি আমাকে একটা খবর দিও।

ইনা উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘাড় নেড়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

জন কিলানিন এক এক করে সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। মার্শাল, টনি, আভেরি, তিনি সকলকেই দেখলেন, বললেন, তোমরা শুনে রাখ আজ হচ্ছে শুক্রবার, আগামী মঙ্গলবার দিন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

তিনি বললেন বটে কথাটা কিন্তু কেউ-ই কোন উত্তর দিল না।

কিলানিন জানতে চাইলেন, তোমাদের কিছু বলার আছে?

মার্শাল বলল, কোথায় যাবে তুমি?

আপাততঃ ঠিক করেছি নিউজিল্যাণ্ডে। সেখানে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে। অবশ্য তোমরা নিয়মিতই খবরাখবর পাবে। তবে কিছুদিনের জন্যে কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। তোমাদের হিসাব মিটিয়ে দিয়ে যাব। তোমরা তিনজন তাহিতি চলে যাও।

আমাদের কাজটা কবে হবে? জানতে চাইল টনি।

এখনো ঠিক আছে রবিবার ভোরে। তোমরা সবাই তৈরি আছো তো?

আভেরি কথা বলল। হাসি মুখে জানতে চাইল, আমাদের প্রতি কি তোমার বিশ্বাসটা এখন পুরোপুরি কাজ করছে না জন?

একথা বলছো কেন?

তোমার প্রশ্নের ধরন দেখে।

হাসল আভেরি, বলল, অবশ্য আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না জন। ইদানিং আমাদের বেশ কিছু কাজ প্রায়ই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমাকে বিরাট লোকসানের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সবই আমরা জানি। আর সেই জন্যেই এবার আমাদের সফলতা চাই।

আভেরির কথাগুলো শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়েছিলেন কিলানিন। বললেন, তোমাদের প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে আভেরি।

এখন বল, সিডনি জেকস্ সম্বন্ধে কি করবে তুমি?

তাকে সোমেকারের সঙ্গে পেলে খুবই ভাল হয়।

কিছু ভেবেছো?

মেলভিন কি বলেছে তোমাকে? আভেরির দিকে তাকিয়ে কিলানিন জানতে চাইলেন।

সে যা বলেছে তা সম্ভব নয়। তবে হেলেনা আমাদের প্রধান ভরসা।

হ্যাঁ, সেই। বললেন কিলানিন। আজ তো তার তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা?

হ্যাঁ, আভেরি বলল, রাত দশটায় সে রয়াল রেস্তরাঁয় সাত নম্বর কেবিনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। সেখানেই তার সঙ্গে আমার কথা হবে।

মার্শাল বলল, তাকে এখানে আসতে বললে না কেন?

আভেরির উত্তরটা কিলানিন দিলেন। বললেন, সেটা সম্ভব নয় মার্শাল। পুলিশ বড় বেশি উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের সন্দেহের তালিকায় হেলেনাও আছে। সেইজন্যেই নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

কিন্তু জন, সিডনি শয়তানটার প্রধান আড্ডা তো রয়াল রেস্তরাঁ?

হাসলেন কিলানিন। বললেন, সেইজন্যেই তো সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাল কথা, আভেরি, সেখানে হেলেনা কি একলাই যাবে?

আমার তো মনে হয় না। সেই রকমই একটু আভাস দিয়েছিল ও।

কিলানিন ঘড়ি দেখলেন, রাত সাড়ে নটা বাজে। আরো মিনিট পনেরো পরে আভেরি যদি বেরোয় তাহলে দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আজ রাতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে?

আজ আর হয়তো সম্ভব হবে না। বলল আভেরি, তবে কাল খুব সকালেই তোমাকে সব জানাব।

মার্শাল ব্যাজার মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো, কিলানিন কথা দিয়েছিলেন। হেলেনা অফ হয়েছে কিন্তু যোগাযোগ এখনো হয়নি।

অবশ্য না হওয়ার কারণও আছে, কটা দিন তাদের বেশ ঝামেলার মধ্যেই কেটেছে। নিউ অর্লিয়েন্সের পুলিশরা যে হঠাৎ-ই এমন করিতকর্মা হয়ে উঠবে এটা তারা ভাবতে পারেনি। তুলো নিতে আসা জাহাজগুলোতে যে সোনার খনি নিয়ে আসে, এ টনক নড়লো কেমন করে ভাবতে পারল না সে। সোনার খনি কিন্তু সোনা নয়—সোনার চেয়েও দামী। সোনা আসে ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও দামী জিনিস আফিং—কোকেন ইত্যাদি।

আভেরি দশটা বাজার একটু আগে বেরুল।

কিলানিন টনির দিকে তাকালেন।

টনি উঠে দাঁড়াল। অভ্যাস বশে একবার কোমরে হাত দিল।

কিলানিন বললেন, টনি খুব হুঁশিয়ার।

টনি শুধু একবার তার কড়া চোখের দৃষ্টি তুলে কিলানিনের দিকে তাকিয়ে ধীরে সুস্থে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রেস্তরাঁ রয়ালের সামনে পৌঁছে আভেরি একমুহূর্ত দাঁড়াল। হাসি পেল তার। জন কিলানিন নিজেও বিশ্বাস করেন না। ঠিকই করেন। সে নিশ্চিন্ত মনে দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। সাত নম্বর কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আভেরিকে দেখে হেলেনা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে গেছে। বলল, এই তোমার নটা বাজল?

গম্ভীর মুখে আভেরি বলল, নটা নয় দশটা।

অসম্ভব, হেলেনার গলা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল, তুমি আমাকে ন'টায় টাইম দিয়েছিলে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি দশটাতেই ....

হেলেনা তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে ফুঁসে উঠল, মিথ্যে বলো না আভেরি। মিথ্যে বললে তোমার নরকেও ঠাঁই হবে না। মেয়েদের কষ্ট দেওয়া মহা পাপের কাজ তা জান?

আভেরি হাসল, বলল, হেলেনা তুমি ক্ষমা করো। সত্যি আমি যদি তোমাকে ন'টায় আসার কথা বলে থাকি ভারি অপরাধ হয়ে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করেছো?

আভেরির বলার ভঙ্গি দেখে হেলেনা হেসে ফেলল। বলল, থাক আর ন্যাকামী করতে হবে না। পুরুষগুলো হচ্ছে এক একটি শয়তান, এখন যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল, আমাকে ফিরতে হবে।

না ফিরলে চলবে না?

না চলবে না। গম্ভীর গলায় বলল হেলেনা। বেশি রাত করলে রাস্তায় মোটর থামাতে কতক্ষণ!

ঠিক আছে, মাত্র দশ মিনিট সময় নেব। আর নিশ্চিন্ত হও জেনে, রাস্তায় তুমি কোন বিপদে পড়বে না।

তুমি সাথে যাবে?

না আমি যাব না। তবে কেউ না কেউ তোমার সঙ্গে যাবে। এখন কাজের কথায় এসো।

বল। হেলেনা তার চেয়ারটাকে আভেরির পাশে টেনে নিয়ে এল। আভেরি তাকে একে একে সব কিছু বুঝিয়ে দিল। শুনতে শুনতে বার বার সে শিউরে উঠল, আভেরি থামতে বলল, আমি পারবো?

তোমাকে পারতেই হবে হেলেনা।

বেশ। গম্ভীর হল হেলেনা। সে চিন্তা করছে।

আভেরি বলল, কালকের দিনটা তুমি কোথাও বেরিও না। পরশু সকালে আমি আবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। বাইরে একটু লক্ষ্য করলেই নিশ্চয়ই টনিকে দেখতে পাবে। আচ্ছা, শুভ রাত্রি।

হেলেনা উঠে দাঁড়াল।

সে সময় দশ নম্বর কেবিনে বসে সার্জেন্ট ডন ও সুপার গ্রেস খাচ্ছিলেন। গ্রেস খেতে খেতে এক সময় খাওয়া থামিয়ে ডনের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, মিঃ ডন, কি হল?

ডন ঘড়ি দেখল, দশটা কুড়ি। সে চিন্তিত দৃষ্টিতে গ্রেসের মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বলতে যাবে, হঠাৎ-ই আলোটা নিভে গেল। মাত্র আধ মিনিট। চেঁচামেচি শুরু হওয়ার আগেই আলো জ্বলে উঠল। রয়েলের সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অবশ্য এমন ঘটনা ঘটে না বললেই চলে।

আলো জ্বলে উঠতেই গ্রেস এবং ডন কেবিনে উপস্থিত আগন্তুকের দিকে তাকালেন। বৃদ্ধ লোকটি মৃদু গলায় বলল, বসতে পারি মিঃ গ্রেস?

ওঃ নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। গ্রেস সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, আমরা তোমার জন্যে একটু চিন্তিত ছিলাম ঠিক কথা কিন্তু তুমি যে আসবে সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় নিশ্চিত ছিলাম। কি তাই না ডন?

ঠিক কথা। সায় দিল ডন। বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, এখন তোমার কথা বল।

আমার হাতে বলবার মত সময় নেই বললেই চলে। বলল বৃদ্ধ লোকটি। আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে। তবে তোমাদের কাজের যাতে সুবিধা হয় তার কিছু ব্যবস্থা আমি করেছি।

লোকটা পকেট থেকে কটা কাগজের টুকরো বার করে গ্রেসের সামনে টেবিলের ওপর রেখে বলল, কাগজের লেখাগুলো পড়লেই আপনারা সব কিছু জানতে পারবেন। তারপর কি সিদ্ধান্ত নিলেন সেটা আমাকে জানিয়ে দেবেন।

গ্রেস জিজ্ঞাসা করল, সেটা কি করে সম্ভব হবে?

বৃদ্ধ লোকটি হাসল। বলল, সার্জেন্ট ডনের স্ত্রী মিসেস রেবেকা নিশ্চয়ই আগামী কাল মার্কেটিং-য়ে বেরুবেন, আমি তার কাছ থেকেই জেনে নেব।

গ্রেস নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডনের দিকে তাকালেন। ভাবখানা এই, তাই নাকি হে?

ডন বলল, এবারের ব্যাপারটায় কিছু কিছু সাহায্য করছে স্যার।

কথাটা শোনার পর গ্রেসকে কিন্তু বেশ চিন্তিত দেখাল। তিনি বললেন, বুঝলাম ডন কিন্তু আমার মনে হয় তুমি বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছো?

সেটা অবশ্যই। ডন স্বীকার করল গ্রেসের কথাটা। বলল, এছাড়া কিন্তু দ্বিতীয় কোন উপায় আমি খুঁজে পাইনি। আর প্রস্তাবটা দিতেই আমার স্ত্রী সানন্দেই কাজটুকু করতে রাজি হয়েছিলেন।

বৃদ্ধ লোকটি বলল, তাহলে ওই কথাই রইলো?

গ্রেস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কিছু খাবে?

কিছু খেয়ে নিতে পারলে ভালই হোত কিন্তু খাবারের মতো যথেষ্ট সময় আমার হাতে নেই। বৃদ্ধ লোকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ডন ও গ্রেসের সাথে করমর্দন করে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। টনি তখনও রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মিঃ সোমেকার শনিবার বিকালের ঠিক পরেই ফিরে এলেন।

সন্ধ্যার পর টিকো এসে মেলভিনকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে গেল। তিনি বসবার ঘরে ছিলেন। তাকে দেখে হাসি মুখে বললেন, এসো মেলভিন, বসো।

মেলভিন বসল। সোমেকারের সাদর অভ্যর্থনায় তার শরীরটা একটু শিরশির করে উঠল। সে আড়চোখে একবার সোমেকারের মুখের দিকে তাকাল। লোকটা কুৎসিত কিন্তু তাঁকে খুশি খুশি মনে হল। ইনা একটু দূরে একটা কৌচে বসে একমনে উল বুনছিল।

সোমেকার বললেন, টিকো, লাইব্রেরী ঘরে আমাদের সবার জন্যেই কফি দিতে বলো। ইনা তুমি মেলভিনকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে বসাও। আমি যাচ্ছি।

ইনা সোমেকারের কথামত উঠে দাঁড়াল। মেলভিন তার পেছু পেছু গেল। গত দু-রাত্রি তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে। ইনার রুদ্ধ যৌবন বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মেলভিনকে।

ইনা নিজেও ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু ইনা আর হেলেনায় অনেক তফাৎ। সত্যি মিথ্যে যাই হোক হেলেনা তার অতীত জীবনের অনেক কথাই বলেছিল। ইনার মুখ থেকে কিন্তু একটা কথাও বেরোয়নি। ইনা শুধু তার বর্তমানের দুঃসহ এবং বিকৃত জীবনটার কথাই বলেছে।

সোমেকার তার নারীদেহটাকে নিয়ে পৈচাশিক উল্লাসে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। নগ্ন দেহটার ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালায়। স্তন, জঙ্ঘা, উরুদেশে নখরাঘাত করে। ফুটে ওঠে রক্তের ক্ষীণ রেখা। লালসার দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে সোমেকার।

বৃদ্ধ পিশাচটা নিত্য নতুন খেলায় মাতে। সে খেলায় আদর বা সোহাগের কোন চিহ্ন থাকে না। আদেশ করে ক্লীব বৃদ্ধ শয়তানটা। সে আদেশ পালন করতে বাধ্য হয় সে। অসহ্য ক্লেদাক্ত জীবন। স্বাদ-গন্ধ-বর্ণহীন।

কটাদিন ইনা মেতে উঠেছিল যৌন লীলায়। নিজেকে উজাড় করে দিয়ে যেন প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। একটা পুরুষকে নিয়ে মেতে উঠেছিল ভয়ঙ্কর এক নেশায়।

মেলভিন লাইব্রেরী ঘরে পৌছে দাঁড়িয়ে ছিল। এঘরে লুকানো রয়েছে রাজার ঐশ্বর্য। যার সন্ধানে তার গোপন পরিচয়ে এখানে অনুপ্রবেশ। যদিও সেটা হেলেনার জন্যে সম্ভব হয়েছে। তার জন্যে অবশ্য কম মূল্য দিতে হয়নি। তাকে সিডনি জেকসের শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়েছে। সিডনি জেকস্ উইলিয়াম সোমেকারের বন্ধু এবং ম্যানেজার। হেলেনার কথাগুলোর মধ্যে যে কতটা সত্যতা আছে তা অবশ্য মেলভিন জানে না।

কিন্তু সে নিজে কেন এল? অর্থের জন্যে? তার জীবনে উচ্চাশা কিছু কম ছিল না। ছাত্রজীবন ছিল কৃতিত্বে ভরা। জীবনে সাফল্যের পথও খুঁজে পেয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ-ই পতন যদিও ফ্লোরাকে তার ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্যে কিছুটা দোষী করে। হয়তো তা নয়। এ তার নিয়তি অথবা ভাগ্যলিপি।

যদিও এসবে সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করেনি। একটা ভদ্রস্থ চাকরির জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে একটা যা তা চাকরিও

তার জোটেনি। শেষে একান্ত বাধ্য হয়েই সব কিছু লুকিয়ে উঞ্ছবৃত্তি শুরু করেছিল। যদিও কোন কাজই ছোট নয়।

আভেরির সঙ্গে যোগাযোগটা প্রথমে অকস্মাৎ মনে হলেও পরে চিন্তা করে দেখেছে, অকস্মাৎ হতে পারে কিন্তু পরিকল্পনাহীন ছিল না। অবশ্য সেটা আভেরির দিক দিয়ে। জন কিলানিন একটা সাক্ষাৎ শয়তান। সোমেকারকে একটা ক্ষুধার্ত হায়না বলে তার মনে হয়। সিডনি জেকস্ যেন একটা রক্তচোষা বাদুড়। কিন্তু তার অর্থ চাই। বিবেকের চেয়েও জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তাটা নিষ্ঠুর সত্যের মত। স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এক-একটা মাইল-ষ্টোনের মতো। কঠিন এবং নির্মম।

কি হল, তোমরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে কেন? সোমেকারের কণ্ঠস্বর। কুৎসিৎ দেখতে লোকটার গলাটা কি সুরেলা, মিষ্টি। নিজে একটা সোফায় বসে বললেন, তোমরা বোস।

মেলভিন এবং ইনা বসলো। মেলভিনের শরীরের মধ্যে আবার শিরশিরানি স্রোতটা বয়ে গেল। ককেশাসের পর্বতের ওপর থেকে ঝর্ণার দিকে চেয়ে ছোটবেলায় তার এমনি অনুভূতি জাগতো শরীরের মধ্যে। ভয় নয়। কেমন যেন অস্থিরতা বোধ করতো।

সোমেকার হাসলেন, ডাকলেন, মেলভিন!

মেলভিন তাঁর দিকে তাকাল। মুখে হাসি কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই কেমন যেন শিউরে উঠল সে। তার অনুভূতি বিপদের আভাস পেল। তার পিস্তলটা নিয়ে আসা উচিত ছিল।

মেলভিন, তোমার সাথে আমার কিছু আলোচনা আছে। ইনা, ইচ্ছে করলে তুমিও থাকতে পার কিন্তু তার আগে এককাপ করে কফি খেয়ে নেওয়া যাক। বাইরে আজ ঠাণ্ডাটাও বেজায় পড়েছে—তাই না? কথাগুলো থেমে থেমে শেষ করলেন সোমেকার।

টিকো কফি নিয়ে এল। কফি খেতে খেতে সোমেকার হালকা মেজাজে অনেক কথাই বললেন। তারপরই হঠাৎ তাঁর মুখ এবং কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটলো। মেলভিনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ এবং কৌতুক ঝরে পড়ল। বললেন, মিঃ মেলভিন রজার্স, আপনি যে জন্যে এখানে এসেছেন তার হদিস তো পেয়েছেন?

মেলভিন হতবাক। বুকটা বারেক কেঁপে উঠল তার। পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিল। কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ সোমেকার?

বুঝতে পারছেন না? কৌতুকে নেচে উঠল সোমেকারের দুই চোখ।

আমার কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন। মেলভিনের কণ্ঠস্বরটা একটু কেঁপে গেল কি?

হুঁ। গম্ভীর হলেন সোমেকার। বললেন, ঠিক আছে পরে বলছি। তার আগে আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিই, আপনার ভাই রডনি গতকাল মারা গেছে। মারা গেছে বলতে জন কিলানিন নিজের হাতে তাকে খুন করেছে। জন কিলানিনকে নিশ্চয়ই তুমি চিনতে পারছো?

পারছি। স্পষ্ট গলায় বলল মেলভিন। সেই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে হঠাৎ-ই মরীয়া হয়ে উঠল।

জানি। হাসলেন সোমেকার, বললেন, এক সময়ে সে আমার বন্ধু ছিল বলতে পার। বন্ধুত্বটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে হয়েছিল। আফ্রিকার গহন অরণ্যে আমরা একটা ব্যাপারে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম। তুমি কি ব্যাপারটা জান?

কিছু কিছু শুনেছি। আশ্চর্য এবং স্পষ্ট গলায় কথা বলছে মেলভিন, এতটুকু জড়তা নেই।

পা-টা সেই শেষ করেছিল। অবশ্য সবাই জানে শত্রুর আক্রমণে। হাসলেন সোমেকার। বললেন, কিন্তু আমি আশ্চর্যভাবে বেঁচে উঠলাম। এবং আরো আশ্চর্য কি জান যার জন্যে আমাকে শেষ করার চেষ্টা করেছিল তা কিন্তু সে পেল না। ধর পঞ্চাশ লক্ষ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ।

কিন্তু সে যদি আমার সাথে শত্রুতা না করতো অন্ততঃ কিছু তাকে আমি দিতাম। যাক ওসব কথা। মিঃ রজার্স ওই আলমারীর বইগুলো কিন্তু এক একটা সোনার খনি।

আমি জানি। বলল মেলভিন।

হাসলেন সোমেকার। বললেন, আপনি সবই জেনে গেছেন এবং বড় তাড়াতাড়ি অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন। অবশ্য সুযোগটা আমারই করে দেওয়া। তাই না মিঃ মেলভিন?

কিছুটা।

অর্থাৎ নিজের কৃতিত্বটা অস্বীকার করতে চান না?

আপনি হলেও চাইতেন না।

ঠিক বলেছেন। হেসে ফেললেন সোমেকার। জিজ্ঞাসা করলেন, আর কিছু জানেন?

কিছু কিছু জেনেছি।

যেমন?

আপনি মাদকদ্রব্যের চোরা চালানে জড়িত এবং মিঃ সিডনি জেকস্ আপনার সহযোগী।

বাঃ বাঃ, প্রশংসা করলেন সোমেকার। আপনি তো দেখছি খুবই বুদ্ধিমান পুরুষ।

আমি যে বোকা নই তা আমার জানা আছে।

তবু কিছু কিছু বোকামী আপনি করে ফেলেছেন মিঃ রজার্স। সোমেকার গম্ভীর হয়ে বললেন, সত্যিই কিছু বোকামী করে ফেলেছেন আপনি। টেবিলের ওপরে একটা খাম পড়ে ছিল সেটা তুলে তিনি মেলভিনের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, ওতে কিছু ফটোগ্রাফ আছে, দয়া করে একটু খুলে দেখুন।

সত্যিই তাই। বার করে দু' একটা ফটো দেখেই মেলভিন চমকে উঠল। একি? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কি হল মঃ রজার্স, চমকে উঠলেন কেন? দেখুন দেখুন। ওতে বিশেষ বিশেষ কিছু ফটো আছে। সব নয়।

খামটা মেলভিন টেবিলের ওপর রেখে দিল। হাতটা তার একটু কেঁপে গেল।

সোমেকার বললেন, টেবিলের ওপর ওই বইটা দয়া করে আমাকে দেবেন মিঃ রজার্স।

মেলভিন হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে বইটা দিল। বইটা আজ হাল্কা মনে হল তার। সোমেকার বইটা নিয়ে বললেন, এ বইটা আপনি দেখেছিলেন। আজও দেখুন। বইটা খুললেন তিনি, বইয়ের মধ্যে আজ শুন্য গর্ত ছাড়া আর কিছু নেই। হাসছেন সোমেকার। বললেন, দেখলেন তো, আজ কিছুই নেই। ম্যাজিক, সব ভ্যানিস করে দিয়েছি।

এখন শুনুন, এই ভিলার যেখানে সেখানে অদৃশ্য চোখ আছে। সে চোখ ক্যামেরার চোখ। ইনার ডেনিসকে হত্যা করার আগে দেহদান, তারপর ডেনিসকে খুন, আপনার ডেনিসের মৃতদেহ ইনার ঘরে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে ক'দিন ইনার সঙ্গে আপনার যৌনলীলা আমার এই ভিলার অদৃশ্য প্রহরী সব ধরে রেখেছে।

আজকের রাত, কালকের দিন এবং রাতটুকু আমি এখানে থাকছি। সোমবার ভোরেই আমি চলে যাব। ইনা অবশ্য আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু মিঃ মেলভিন তোমার ব্যাপারটা আমি এখনো কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি।

আজকেও যেতে পারতাম কিন্তু সিডনি একটু কাজে গেছে। আগামীকাল বিকেলে সে ফিরবে। তার সঙ্গেও আমার কিছু লেনদেন বাকি আছে। সবকিছু মিটিয়েই আমি চলে যাব। ধর সোমবার সকালে এখানে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু থাকবে না। টিকো!

ডাকামাত্র টিকো হাজির।

একে নিয়ে যাও।

টিকো নিঃশব্দে মেলভিনের একটা হাত ধরল।

সোমেকার হাসলেন। বললেন দুঃখিত মেলভিন। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। আমি কথা দিচ্ছি এই দুটো রাত্রি তোমার কোন কষ্ট হবে না। শুধু একটা কথা ঘরের বাইরে আসবার চেষ্টা করলে কিন্তু বিপদে পড়বে। আমার শান্ত কুকুর তিনটে কিন্তু আমাকে আর টিকোকে ছাড়া আর কাউকেই বিশেষ পছন্দ করে না।

টিকো মেলভিনকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মেলভিন নির্বিকার। কোনদিকেই একটি বারের জন্যেও তাকাল না।

সোমেকার এবার ইনার দিকে ফিরলেন। জরিপের চোখে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। ইনা ভীত হরিণীর মতো জড়সড়ো। বিহুল দৃষ্টি। দেখে হাসি পেল তাঁর কিন্তু হাসলেন না। ধীর গলায় বললেন, ইনা, ডার্লিং, আমার সব কথা শুনলে তুমি।

ইনা বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ল।

তুমি তোমার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও। অবশ্য খুব বেশি কিছু সঙ্গে নেবার দরকার নেই। আমি সবকিছুই তোমাকে নতুন করে কিনে দেব।

আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? ইনা অনেক কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করল। তার বুক কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ।

হাসলেন সোমেকার। বললেন, গেলেই সেটা দেখতে পাবে ইনা। তবে, তোমাকে কথা দিতে পারি, সেখানে গেলে তুমি খুশিই হবে। ছোট্ট একটা দ্বীপ। তোমার জন্যে অনেক যত্নে বহু টাকা খরচ করে মনের মতো করে সাজিয়েছি।

ইনা কথাটা শুনে একটু চুপ করে রইল। এক সময় বলল, আমি যদি না যাই?

যাবে না কেন ইনা? অবাক হলেন সোমেকার। বললেন, তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

না, আমি খুবই সত্যি কথা বলছি। ইনার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সোমেকার কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, যেতে যে তোমাকে হবেই ইনা, ডার্লিং।

জোর করে নিয়ে যাবে?

জোর? হেসে ফেললেন সোমেকার। বললেন, না-না, তা কেন? তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল ইনা। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সোমেকারের কদাকার মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলো।

দরোজার সামনে টিকোকে দেখা গেল।

সোমেকার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, ঘাড় নাড়ল টিকো।

কিলানিনের গোপন আস্তানায় হঠাৎ-ই দুরন্ত রাগে ফেটে পড়লেন তিনি। বিদ্রূপে ঝলসে উঠল তাঁর কণ্ঠ। টনির দিকে তাকিয়ে বললেন, মুর্খ শয়তান এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে তুমি আভেরিকে রয়েল রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখনি।

টনি আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে বলল, বিশ্বাস করো আমি ....

অপদার্থ। তাকে থামিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলেন কিলানিন, তুমি নিশ্চয়ই নেশা করার লোভ সামলাতে না পেরে কোথাও গিয়েছিল। সেই ফাঁকে সে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

না জন। আমি কোথাও যাইনি। টনি দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করল।

মিথ্যে বোল না টনি।

তুমি বিশ্বাস করো।

আমি বিশ্বাস করি না। তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমরাই আমাকে ডোবাচ্ছ।

টনি মরা মাছের মতো চোখে কিলানিনের দিকে তাকিয়ে রইলো। সত্যি-সত্যিই সে মিথ্যা কথা বলেনি। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তার, কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শান্ত। বলল, জন, আমি মোটেই মিথ্যে কথা বলিনি।

আলবৎ মিথ্যে কথা বলেছো। কিলানিনের কণ্ঠস্বর হিস্-হিস্ করে উঠলো।

ঠিক সেই সময়ে একটি বৃদ্ধ লোক দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। অপরিচিত লোকটিকে দেখে কিলানিন চমকে উঠলেন। ভেবে পেলেন না লোকটি এখানে ঢুকলো কি করে? কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, কে তুমি?

বৃদ্ধ হাত তুলে কিলানিনকে উত্তেজিত হতে বারণ করলেন। ধীরে সুস্থে একটা চেয়ারে বসে

পড়লেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, মিঃ কিলানিন, আপনি কিন্তু মিথ্যেই টনিকে সন্দেহ করছেন, সে সত্যি কথাই বলছে।

কিলানিন ধীর পায়ে বৃদ্ধের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

বৃদ্ধ লোকটি কিলানিনের দিকে তাকালেন। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, আমাকে চিনতে পারলেন না?

তুমি এখানে ঢুকলে কি করে? বৃদ্ধের কথা কানে না নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন কিলানিন।

বলছি বলছি। হাসলেন বৃদ্ধ লোকটি। বললেন, খুব সহজে। মিথ্যে কথা।

না, মিঃ কিলানিন। ঘন ঘন মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ লোকটি। সবাই মিথ্যে কথা বলে এ ধারণা আপনার কিন্তু ঠিক নয়।

অসহ্য রাগে কিলানিন আঘাত করার জন্যে হাত তুলেছিলেন কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেলেন তিনি। বৃদ্ধ লোকটির মধ্য থেকে মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করল আভেরি ব্রাগেজ। বলল, জন, তুমি একটা মারাত্মক ভুল করার হাত থেকে রক্ষা পেলে।

কিলানিন নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। মুখ গম্ভীর করে বললেন, আভেরি, তার আগে আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি দুটো দিন তুমি কোথায় ছিলে?

সব বলবো জন। আভেরি বলল, তার আগে শুনে রাখ মেলভিন ধরা পড়ে গেছে।

বল কি?

হ্যাঁ জন। তার ধরা পড়ার খবর আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছি।

তাহলে উপায়?

আমাদের খুব বেশি দেরি করা উচিত হবে না।

আজ-ই?

না আজ নয়। মেলভিনের পাঠানো খবর থেকে যা জানা গেছে, তাতে আগামীকাল শেষ রাতে সোমেকার নিউ অর্লিয়েন্স থেকে পাততাড়ি গোটাবে। আমরা তার আগেই তার ওপর আক্রমণ করতে চাই। এখন আমি ক্ষুধার্ত এবং পরিশ্রান্ত। তোমার সঙ্গে সব আলোচনাই করবো।

কিন্তু একটা কথা।

বল জন?

তুমি টনির চোখকে কি করে ফাঁকি দিয়েছিলে?

হাসতে গিয়েও গম্ভীর হল আভেরি। বলল, কাজটা একটু কঠিন ছিল ঠিকই কিন্তু আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। হেলেনাকে বলাই ছিল, সে তার ভ্যানিটি ব্যাগে ছদ্মবেশ ধারণের সব সামগ্রিই নিয়ে এসেছিল। এই বুড়ো লোকটা টনির পাশ দিয়েই হেঁটে গিয়েছিল। কিন্তু জন, তুমি টনিকে আমার পেছনে লাগিয়েছিলে কেন সেটা কি তোমার বলতে আপত্তি আছে?

কেন লাগিয়েছিলাম সেটা কি তুমি বুঝতে পারছো না? পাল্টা প্রশ্ন করলেন কিলানিন।

হাসল আভেরি। বলল, বুঝেছি জন।

তাহলে প্রশ্ন করাটা তোমার বোকামীর পরিচয় বল?

নিশ্চয়ই। হাসল আভেরি। হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, সত্যি জন, তোমার তুলনা হয় না।

কিলানিন কোন কথা না বলে আভেরির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন!

মেলভিন নিজের বাঁ হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল। এটা হেলেনার দেওয়া উপহার এবং এটার গোপন রহস্যের কথা সেই বলে দিলেছিল। হেলেনার সুডৌল বুকের গভীরে যে লকেটটা শোভা পায় সেখানেও একই রহস্য।

মেলভিন সাংকেতিক বার্তা পাঠিয়েছিল। উত্তর এসেছিল। বিনিময় করেছে বার্তা। অথচ পুরো একটা দিন রাত্রি সে এই আশ্চর্য রহস্যের কথা ভুলেই ছিল। মৃত্যু ভয়ে? না, ঠিক তা নয়। কেমন যেন আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে তার একটা গোটা রাত এবং পুরো দিন কেটেছিল।

গত রাত্রে খাবার এসেছিল, সেদিকে ফিরেও তাকায়নি। আজ দিনের বেলাতেও খেতে ইচ্ছে

করেনি। পেটে আগুন জ্বলছে কিন্তু মুখে রুচি নেই। রাতের খাবার তাই অবহেলায় সরিয়ে রাখতে পারেনি। খেতে খেতেই গোপন রহস্যের কথাটা মনে পড়েছিল। ঘন্টা দুয়েক আগে খবর পাঠিয়েছে।

আজই শেষ রাত। আঠাশ বছরের এই জীবনটাতে সকালের সূর্যোদয় আর একটিবার দেখতে পাবে। অথচ মৃত্যুর কথা ভাবতে তার ভাল লাগছে না। মৃত্যু ভয়টা মনকে আর এতটুকু ছুঁতে পারছে না।

এটা ঘর নয় জেলখানা। কাঠের তৈরি, সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। পাশেই তিনটে ভয়ঙ্কর কুকুরের আস্তানা। ঘরখানা লোহার শক্ত জাল দিয়ে ঘেরা আছে। তিনটে কুকুর সারাদিন পাহারায় থেকেছে। এখন রাত্রিতে তারা সমস্ত ভিলাটা চরে বেড়াচ্ছে। তাদের ক্রুদ্ধ গর্জন মাঝে মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসছে।

মেলভিন বিছানার ওপর বসলো। তার ঘুম পাচ্ছে। হেলেনার উষ্ণ শরীরটার কথা বার বার মনে পড়ছে। ইনার সাথেও ক'বার সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল ঠিক কথা কিন্তু হেলেনার সান্নিধ্য ছিল অনেক আন্তরিক।

—ইনা কেবল তার যৌন ক্ষুধা মিটিয়েছে।

মেলভিনের ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে সে। অনেকদিন পরে স্বপ্ন দেখল। ফ্লোরা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভুল করার জন্যে ক্ষমা চাইছে। ফ্লোরার ঢলঢলে মুখখানার সে লাবণ্য আর নেই। আর আশ্চর্য সুন্দর চোখ দু'টোতে ক্লান্তির ছাপ।

তার ঘুমটা ভেঙে গেল। বাইরে গভীর রাত, শীত, এই ঘরে হিটারের ব্যবস্থা নেই। দুটো কম্বল ভাল করে জড়িয়ে নিল সে। স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল। কিন্তু আজ আর কিছুই হল না তার।

অর্থের প্রয়োজনে এপথে আসা এখন একটা ছোট্ট চিঠি লিখে বেশ কিছু ডলার যদি ফ্লোরাকে পাঠিয়ে দিতে পারতো। একটা সিপিং লাইনের মালিকের নামে স্টেনো হলেও কার্যত রক্ষিতা হয়েছে ফ্লোরা, মালিকের বয়স বাষট্টি। বাষট্টির যৌবন নিশ্চয়ই ফ্লোরাকে তৃপ্তি দিতে পারবে না কিন্তু ডলার পারবে।

কথাটা মনে হতেই সে বিছানায় উঠে বসলো। মাথাটা গরম হয়ে উঠল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিল ক'বার। ভাল লাগলো না। মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। টাকরাটার মধ্যে জ্বালা জ্বালা ভাব। সংসারে অর্থই সব।

শুয়ে পড়ল সে। আর একটা দিন। অর্থের জন্যেই মৃত্যু! ব্যর্থতা, তবু দুঃখ পেল না। কিছু অর্থ শুধু রয়ে গেল স্থানীয় একটা ব্যাঙ্কের ভল্টে।

রাত প্রায় নটা। ভিলা ভিউ থেকে কিছুটা তফাতে একটা টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্রেস সার্জেন্ট ডনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। গ্রেস বললেন, ডন, আমি এটা বুঝতে পারছি না যে আমরা কেন ভিলায় ঢুকবো না? ডন বলল, নিশ্চয়ই ঢুকবো স্যার। তবে সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

ডন তুমি কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি করছো।

কেন স্যার?

ওইটুকু ভিলা তার জন্যে তুমি সমস্ত পথ আটকাবার ব্যবস্থা করেছো। যদিও আমিই অনুমতি দিয়েছি; নদীটাও তুমি ঘিরে রেখেছো।

ডন মৃদু কণ্ঠে বলল, আমি সেইরকমই নির্দেশ পেয়েছি স্যার।

কিন্তু নির্দেশটা যে কার তা তুমি জানলেও আমি জানতে পারলাম না।

ভুল করছেন স্যার। আপনি যা জানেন আমি হয়তো তাও জানি না।

ঠাট্টা কোর না ডন।

বিশ্বাস করুন স্যার। আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি। শুধু ব্রিজের দিকটাকে ফাঁকা রাখতে বলা হয়েছে।

তা তো আমিও জানি।

কিন্তু কেন, তা আপনার আমার কারোর জানা নেই।

কিন্তু ডন, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। মিঃ সোমেকার একজন স্মাগলার এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মিঃ জন কিলানিন, এবং মিঃ সিডনি জেকস্ সম্পর্কেও ওই কথা বলা চলে স্যার।

তাইতো ভাবছি। গ্রেসের কণ্ঠস্বর চিন্তিত শোনাল। বললেন, পরে না ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি ডন। এ নিয়ে আবার পার্লামেন্টে না সোরগোল ওঠে। কেননা, কাগজওলোকে আমি বড় ভয় পাই।

ঠিক কথা স্যার। সমর্থন করল ডন। কি করবেন বলুন?

ফিরে যাওয়াও তো চলে না?

তা অবশ্য ঠিক।

চিন্তিত কণ্ঠে গ্রেস বললেন, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি বল? কোন উত্তর দিল না ডন। সে একটা মোটরের আলো দেখতে পেল।

সোমেকার সিডনি জেকস্‌কে দেখে হাসলেন। বললেন, সিডনি তোমার এত দেরি হল?

একটু দেরি হয়ে গেল।

ওদিকের খবর কি বল?

সব ঠিক আছে উইলি। আমি দু'জন বিশ্বস্ত লোক ঠিক করেছি। তারা তোমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তারা কোথায়?

তারা নদীতে লঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করবে। আমি তাদের সব নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি।

ভালই করেছো। দু'দিনের জলযাত্রায় রক্ষী নিয়ে যাওয়াই ভাল। তুমি কি বল?

আমি তোমার ইচ্ছে মতই ব্যবস্থা করেছি। বললেন সিডনি জেকস্। মনে মনে ভাবলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থাই তিনি করেছেন। নতুন দ্বীপে সোমেকার যাতে পৌঁছাতে না পারেন সেই মতো ব্যবস্থা। হ্যারি চার্লির দল শুধু মেকসিকো উপসাগরে পড়ার অপেক্ষাটুকুই করবে। মিসিসিপি নদীটুকু পার হলেই স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

সোমেকার বেশ আনন্দেই আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সিডনি তুমি কি ইনার সাথে একবার দেখা করবে?

কেন? জানতে চাইলেন সিডনি জেকস্।

যদি তাকে তোমার কিছু বলার থাকে?

কি বলবো বল। তোমার দেওয়া চেক্‌টা আমি নিজের হাতে ওর মাকে দিয়ে এসেছি।

তবু তুমি একবার তার সাথে দেখা করো। আমার অনুরোধ। মেয়েটা বড্ড কান্নাকাটি করছে। তুমি অন্ততঃ তাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে যাও।

সিডনি একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, বেশ বলছো যখন তাই হবে। তবে আমার দেখা করার ইচ্ছে নেই।

কেন বলতো?

কেন? গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেললেন সিডনি জেকস্। বললেন, তোমার রক্ত স্বাক্ষর যে মেয়ের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, সে মেয়েটা তো আমার কথায় বিশ্বাস করে .... একটু থামলেন তিনি। বললেন, অবশ্য তুমি প্রতিদান দিয়েছো। আর আমার দুঃখ অথবা অভিযোগ কিছুই নেই। কিন্তু উইলি তুমি হঠাৎ সব ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন?

এবার বিশ্রাম দরকার। একমুহূর্ত দেরি না করে বললেন সোমেকার। প্রকৃতপক্ষে পলায়ন। বাঁচতে হলে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শুধু মাত্র মাদক দ্রব্য, সোনার চোরা চালানের জন্যেই নয়, তিন-তিনটে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন।

পুলিশ শিকারী কুকুরের মতো অপরাধীকে খুঁজছে। শুধু সন্ধান পেতে পারছে না। অথবা এতদিনে পেরেছে। বললেন, সিডনি ইনাকে তুমি তার ঘরেই পাবে।

আজকে রাতের প্রহরী স্টীভ হেলেনাকে দেখে অবাক হল। গেটের ওধার থেকেই বলল, আপনি?

হ্যাঁ স্টীভ, আমি। এইমাত্র ফ্লোরিডা থেকে ফিরছি। আঙ্কেলের সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে যাব।

আমি কি কর্তাকে খবর পাঠাব?

কেন তুমি আমাকে ঢুকতে দেবে না?

তা নয়। হুকুম নেই কিনা। ইতস্ততঃ করল স্টীভ। আর সন্ধ্যের পর তিনি কারো সঙ্গে দেখাও করেন না।

ওঃ তাই বল। গম্ভীর হল হেলেনা। বলল, ঠিক আছে, তাঁকে বিরক্ত করে কাজ নেই। আমি যাচ্ছি।

স্টীভ হেলেনাকে দেখল, হেলেনার সুন্দর মুখটা। বলল, ঠিক আছে আপনি ভেতরে আসুন। আমি কর্তাকে খবর দিচ্ছি। স্টীভ দরোজা খুলে দিল।

হেলেনা দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে তার হাতের প্যাকেট দুটো স্টীভের দিকে এগিয়ে দিল।

স্টীভ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওতে কি আছে মিস? তোমার জন্যে একটা পুলওভার আর তোমার ছোট্ট আর সুন্দর ছেলেটার জন্যে একটা জ্যাকেট। বড়দিনের আমার সামান্য উপহার। প্লীজ স্টীভ, তুমি আর দেরি কোর না প্যাকেট দুটো রাখ। তুমি একবার খবর দাও। জোর করে প্যাকেট দুটো হেলেনা স্টীভের হাতে গুঁজে দিল।

প্যাকেট দুটো রাখার জন্যে ফিরল স্টীভ আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার পেছন দিকে প্রচণ্ড আঘাত পেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল দেহটা।

দরোজার পাশ থেকে আভেরির মুখটা উঁকি দিল।

হাতের ঘড়ি থেকে সঙ্কেত জানিয়ে দিল। মেলভিন বিছানায় বসেছিল দ্রুত উঠে দাঁড়াল। দ্রুতগতিতে মেঝের পাটাতন সরিয়ে ফেলল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। ভিলা ঘিরে জালের বেড়ার বিদ্যুৎ-এর মেন সুইচ অফ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল তিনটি নরখাদক। তারপরেই একে একে মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বিখ্যাত চোরাকারবারী উইলিয়াম সোমেকারের ভয়ঙ্কর কুকুর তিনটি।

কে যেন ডাকছে, মেলভিন, মেলভিন!

মেলভিন ওপরে উঠে এল। দেখতে পেল আভেরিকে।

আভেরি বলল, শোন মেলভিন, কথা বলার সময় বেশি নেই। একটু পরেই কিলানিনের দলের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তুমি খুব সাবধানে এখান থেকে বেরুবে। তুমি ব্রিজের রাস্তা নিশ্চয়ই চেনো। ব্রিজের ওপারে হেলেনা তোমার জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। তুমি ওর সঙ্গে চলে যাবে।

কোথায় যাবো?

আপাততঃ সে নিউইয়র্ক যাবে। সে তোমাকে ভালবাসে। কাজ শেষ করে যদি আমি পৌঁছাতে পারি, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছ, আমি নিশ্চয়ই তোমার যোগ্য একটা চাকরি ঠিক করে দিতে পারবো।

কিন্তু — কিন্তু .....। মেলভিন কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর কিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আভেরি মেলভিনের বাঁদিকের কাঁধটা খামচে ধরল। হাসল, বলল, আমি তোমাকে আমার পরিচয় মিথ্যে বলেছি মেলভিন। আমি একজন সরকারী গোয়েন্দা। শয়তানগুলোকে পাকড়াও করার জন্যে আমি দীর্ঘদিন এদের দলে ভিড়ে আছি।

হেলেনা একজন নাম করা মডেল। রাষ্ট্রের স্বার্থে সেও বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছিল। দেখা হলে তখন সব কথা বলা যাবে। চলি বন্ধু।

মেলভিনের হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে আভেরি বেরিয়ে গেল।

সোমেকার কুকুরতিনটের মৃত্যু আর্তনাদে চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ডাকলেন, টিকো—টিকো।

টিকো সামনে এসে দাঁড়াল।

টিকো তুমি শুনতে পেয়েছো?

পেয়েছি। কথা বলল টিকো। তার চোখে মুখে ভয়।

তুমি একবার দেখো। সবাইকে প্রস্তুত হতে বলো। মনে হচ্ছে ভিলায় শত্রু ঢুকেছে।

টিকো লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখল। তার বুক কাঁপছে। একটু ভুল হলেই বিদ্যুৎ বির্পযয়ে মরতে হবে। সে কাঠের ঘরটা দেখতে গেল। ওখানে মেলভিন রজার্স বন্দী হয়ে আছে।

হঠাৎ আলো নিভে গেল। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারে এক ঝলক আগুনের শিখা চোখে পড়ল তার। টিকোর বিশাল দেহটা যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ল।

মিঃ সোমেকার! কেউ যেন অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলল।

কে? চমকে উঠলেন সোমেকার।

জন কিলানিন নামে কাউকে চিনতেন বলে মনে পড়ে কি তোমার?

তুমি কে?

আমি জন কিলানিন। আমার হিসাব বুঝে নিতে তোমার কাছে এসেছি।

কিসের হিসাব?

মধ্যপ্রাচ্যের সেই গুপ্তধনের। এছাড়াও তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছো।

কি ক্ষতি?

আমি ভেবেছিলাম শুধু আমিই বে-আইনী ব্যবসা করি। করি কারণ আমার অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তুমি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েও এপথে কেন এলে বলতো? তুমি যা পেয়েছিলে তাই দিয়েই তো তোমার জীবনটা রাজার হালে চলে যেত ; কি তাই না?

সোমেকার অন্ধকারে চুপ করে বসে আছেন। কিলানিনের প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

কি হল, উত্তর দিচ্ছ না কেন মিঃ সোমেকার?

সোমেকার সামান্য একটু শব্দ করে হাসলেন। বললেন, অর্থ থাকলেই যে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা থাকবে না এটা তুমি কি করে ভেবে বসলে কিলানিন?

ঠিক কথা। মনে মনে স্বীকার করলেন কিলানিন। জিজ্ঞাসা করলেন ফ্লোরিডা ছেড়ে এখানে এলে কেন?

ব্যবসার ধর্ম বাজার ঘুরে দেখা।

আমার হিসেবটা তাহলে মিটিয়ে দাও।

কত?

যা পেয়েছিলে তার অর্ধেক।

দিতেই হবে? শান্ত কণ্ঠস্বর সোমেকারের।

হ্যাঁ, হবে। কঠিন গলায় বললেন কিলানিন। আমি তোমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে যদি না পাই ....

মেরে ফেলবে তো?

হ্যাঁ, তাই। রুক্ষ হয়ে উঠল কিলানিনের কণ্ঠস্বর। বললেন, তোমার লোকজনদের ডেকে আমার হিসাব মিটিয়ে দিতে বল।

কিন্তু জন, তুমি খুবই ভুল করেছো। খুবই শান্ত কণ্ঠে বললেন সোমেকার। এ ভিলায় লোকজন নেই বললেই চলে। আর অর্ধেক হিসেব যে তোমাকে দেব তারও কিছুই নেই। ওই আলমারী দুটো ভরা ছিল, এখন ফাঁকা। বল কি দিই তোমাকে?

হঠাৎ-ই ভিলাটা তীব্র আলোয় ঝলসে উঠল। গুলির আওয়াজ।

সোমেকার বললেন, পুলিশ।

সিডনি জেকস্ ছুটে এসে বললেন, উইলি পুলিশ।

সোমেকার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, জন, পরে হিসেব নিও। যদি বাঁচতে চাও তো আমার সঙ্গে এসো।

কিলানিন মুহূর্ত চিন্তা করলেন। হাতের পিস্তলটার দিকে তাকালেন। ছুটে বাইরে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, মার্শাল, ফায়ার।

আভেরি চলে যাবার পর মেলভিন বেশ খানিকক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাবছে। আভেরির কথাগুলো বার বার মনে করার চেষ্টা করছে। হেলেনা তার জন্যে ব্রিজের ওপারে অপেক্ষা করবে।

টিকোকে সে দেখতে পেয়েছিল। হঠাৎ আলো নিভে গেল। টিকোর বিশাল দেহটা পড়ে গেল।

মেলভিন ঘর থেকে বেরুল। বেড়ার ধার ধরে নীচু হয়ে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো। চারিদিকে অন্ধকার। তার ভয় করছে। অর্থের জন্যে এসেছিল। এখন মুক্তির পথ খুঁজছে। ভিলার গেট পার হয়ে ব্রিজের দিকে ছুটবে। হেলেনা অপেক্ষা করছে। আভেরি বলেছে, হেলেনা নাকি তাকে ভালবাসে।

ভালবাসা! স্নিগ্ধ, কোমল, নিষ্ঠুর সত্য আর যন্ত্রণা।

মেলভিন এগুচ্ছে! বেড়া শেষ। সামনে ফুল আর বাহারী গাছের বাগান। গৃহকর্তার রুচির পরিচয়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। পুলিশ! ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

আবার এগুলো। আর মাত্র কয়েক গজ বাকি। গেট পার হল মেলভিন।

ব্রিজের ওপারে হেলেনা অপেক্ষা করছে।

এগুতে গিয়েও সে পিছিয়ে এল। অন্ধকারে কারা যেন ছুটে আসছে। চলে গেল ভেতরে।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ। একের পর এক।

মেলভিন উঠে দাঁড়াল। তার আভেরির কথাটা মনে পড়ল। ব্রিজের ওপারে হেলেনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মেলভিন দৌড়তে শুরু করল। তাকে ব্রিজের ওপারে পৌঁছতেই হবে। রাস্তা তার চেনা। হেলেনা বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাকে দাঁড়াতে হল। ভুল হয়েছে তার। পথ ভুল করেছে।

ছুট-ছুট। দিশাহারা মেলভিন। মনে পড়ল হেলেনার মুখটা। আবার ছুটতে শুরু করল।

এক সময়ে মেলভিনের ছোটা শেষ হল। সামনে একটা পুলিশের গাড়ি। ক্লান্ত মেলভিনের বুক লক্ষ্য করে ছুটে এল একটা তাজা বুলেট। মেলভিন ছুটছে। ছুটছে এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে। হেলেনার কাছে তাকে পৌঁছাতেই হবে।

তার মনটা ছুটছে। দেহটা শুধু আছড়ে পড়ছে পথের ধূলায়!

হেলেনা স্টীয়ারিংয়ে মাথা রেখে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠল। দেখল ভিলা-ভিউ দাউ দাউ করে জ্বলছে। শেষ রাতের আকাশের তারাগুলো ম্লান হচ্ছে। মেলভিন আসেনি।

গ্রেস, ডন আর আভেরি আসছে। দুঃখটা আভেরির সবচেয়ে বেশি। সে ভাবতে পারেনি মেলভিন অমন মারাত্মক ভুল করবে।

শুধু সিডনি জেকস্‌কে ধরা সম্ভব হয়েছে। সোমেকারের ভরা লঞ্চটার দখল নিয়েছে পুলিশ। সোমেকার সহ বাকি সকলের মৃত দেহগুলো ভিলাটা ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন.হয়ে গেছে। সোমেকার ভিলা ধ্বংসের জন্যে টাইম বোমা রেখেছিলেন।

তিনজনে এসে হেলেনার মোটরের পাশে দাঁড়ালেন।

হেলেনা নীরব দৃষ্টিতে একবার শুধু ওদের দেখল।

আভেরি ডাকল, হেলেনা!

আমি জানতাম।মৃদুকণ্ঠস্বরহেলেনার। মোটর স্টার্ট নিল। শক্ত হাতে স্টীয়ারিং চেপে ধরল। ওরা তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওয়ান থিং অন্ মাই মাইন্ড

।। এক ।।

কিংফোর্ড ইন্সুরেন্স কোম্পানী থেকে নোরার চাকরী চলে গেল আর এদিকে আমি হাবার ব্রাদার্স জুয়েলারীর দোকানে সেলসম্যান-এর কাজ করে সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার পাই। কিন্তু এই টাকা বাড়ী আর খাওয়া খরচের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেজন্য সান্‌ডে টাইমসে নোরার জন্য চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখতাম। একদিন একটা ভাল বিজ্ঞাপন নজরে এল। সেখানে লেখা ছিল ব্রুকলিন সার্জেন-এর জন্য একজন সেক্রেটারী-রিসেপশনিষ্ট প্রয়োজন। অবশ্য তাকে ভাল টাইপ জানতে হবে আর সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল ন'টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত হল চাকরীর সময় সীমা, বেতন ষাট ডলার ঠিকানা আভেরী স্টিরেন, ৫-৯৯২৯।

সোমবার সকালে নোরা ডাক্তারকে ফোন করল। কারণ আমি অসুস্থ হয়ে বাড়িতে শুয়েছিলাম। নোরাকে লিফট্ দিতে গিয়েই আমার এই অবস্থা হয়। সেদিন আমি নোরাকে ওসান্ এভিন্যুর ঠিকানায় পৌঁছতে গিয়েছিলাম। যেতে যেতে সে বলছিল ব্রুকলিনে কাজটা পেয়ে গেলে খুব ভাল হবে। কারণ আমাদের পনেরো নম্বর এভিন্যু অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সেখানে যেতে মাত্র কুড়ি মিনিট লাগে আর কোন অলি গলি দিয়ে তাকে যেতে হবে না।

যখন আমি রাস্তায় লাল আলো জ্বলবার অপেক্ষায় গাড়ী থামালাম তখন নোরা বলে উঠল কাজটা পাওয়া গেলে সে সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় পাবে।

আমি মাথা নীচু করে নোরার কথা শুনলাম আর আড় চোখে তাকে এক নজর দেখলাম। তার পরনে একটা প্রবাল রঙের সোয়েটার, একটা খুব চাপা কাল স্কার্ট আর পায়ে হাই হিলের জুতো। অন্যদিনের তুলনায় ঠোটে আরো বেশী লিপস্টিক লাগিয়েছে সে।

আমি তাকে বললাম এরকম পোশাক পরার কি দরকার ছিল তার। নোরা নিজেকে ভাল করে দেখল তারপর হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল। গত ছ'মাসে তাকে এরকম পোশাকে আমি খুব কম দেখেছি। সে অগ্রাহ্য ভরে তার সোয়েটারের দিকে তাকাল, তার গালে একটা গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়ল।

নোরা বলল সে চাকরীর খোঁজে যাচ্ছে। যদি সে শ্রীমতী এড সাইমন না হত তাহলে তার কাজ করার দরকার হত না কিন্তু যেহেতু সে শ্রীমতী এড সাইমন তাই সে অন্য মহিলাদের মত বাড়ীতে বসে থাকতে পারে না। কারণ অন্য মহিলাদের স্বামীরা জানে একটা সুন্দর জীবন যাপনের জন্য কিভাবে উপার্জন করতে হয়। কিন্তু তার স্বামী সেটা জানে না।

আমি চুপচাপ গাড়ী চালাচ্ছিলাম, কারণ আমার কিছু করার ছিল না। আর কীই বা বলতাম আমি। আমাদের বিয়ের পর থেকে গত তিন বছর ধরে সে আমার চেয়ে অনেক বেশী উপার্জন করেছে।

নোরা একটু পরে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বলল, সে এসব বলতে চায়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে যে তার কী হয় তা সে নিজেই জানে না।

মিনিট পাঁচেক পরে আমি গাড়ীটাকে একটা সাদা দোতলা বাড়ীর সামনে থামালাম, যেটা ডাক্তারের বাড়ী এবং অফিস। নোরা তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামল। আমি তার জন্য অপেক্ষা করব জানালাম। নোরা আমাকে বারন করল, বলল যেন আমি দোকানে যাই, সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার পাওয়াও কিছু কম নয়।

নোরা চলতে শুরু করল। আমি গাড়ীতে হেলান দিয়ে বসে নোরাকে ডাকলাম। সে কাছে এলে আমি তাকে সব কিছুর জন্য দুঃখ জানালাম।

সে মাথা নীচু করে হাসল। তারপর হেঁটে বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে গেল। তার ছোট্ট সুন্দর

চেহারাটা আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমি দেখতে লাগলাম। আমি যত মেয়েদের চিনি তার মধ্যে নোরাই এখনও পর্যন্ত আমার কাছে সেরা। সুশ্রী এবং মিষ্টি মেয়ে।

যখন আমি প্ল্যাটিনুম এভিন্যুর জুয়েলারীর দোকানে গেলাম তখন সে হাবার একজনের সাথে কথা বলছিল। সে আমাকে দেখে বলল সে ভেবেছিল আমি অসুস্থ। তারপর একটা বড় করে ঢেকুর তুললেন।

আমি কাউন্টারের পাশ দিয়ে ঘুরে তার কাছে গেলাম, জানালাম আমি এখন আগের চেয়ে ভাল আছি। সে আমাকে বাড়ীতে বসে থাকতে বলল, তার চোখ দুটো লাফাতে লাগল। আমি খারাপ খবরটা পেয়ে গেলাম। তবু আমি জিজ্ঞাসা করলাম সে কি বলতে চাইছে। সে বলল তার ব্যবসার অবস্থা এত খারাপ যাচ্ছে যে..........।

পুরো কথাটা শোনার আমার দরকার ছিল না। সে কথা শুরু করার সাথে সাথেই আমি বুঝে গেছিলাম সে কি বলতে চায়। আমার খুব রাগ হচ্ছিল তবুও আমি ধৈর্য্য ধরে তার সব কথা শুনলাম। এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম সে কতক্ষণে দু'সপ্তাহের জন্য অতিরিক্ত ডলার দেওয়ার কথা বলে আর প্রশংসাপত্রের উল্লেখ করে।

মো বলল এই সপ্তাহের মধ্যে যে কোনদিন সে প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে দেবে। সে তার মোটাসোটা হাতটা এগিয়ে দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করল। আমি তার শুকনো আঙুলগুলোতে চাপ দিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম কবে আমার দু'সপ্তাহের জন্য অতিরিক্ত বেতন পাব।

মো ঘুরে দোকানের পেছনে এসে দাঁড়াল। তার মুখটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। তার মুখ থেকে কিছুক্ষণ আগের উদ্বেগ, বন্ধুত্বের মুখোশটা সরে গেল। তার পরিবর্তে সেখানে বিরক্তি ফুটে উঠল।

মো বলতে লাগল দু'সপ্তাহের বেতন দেওয়ার মত বিলাসিতা কেবল বড় কোম্পানীই করতে পারে। আমাকে সে এই ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলল।

আমি তাকে কোনদিনই পছন্দ করতাম না। আর এই কথাগুলো শুনে আমার প্রচণ্ড রাগ হল। আমি দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে আমার কথা শুনতে বললাম।

মো দ্রুত নিজের চারপাশে একবার পাক খেল, তারপর চীৎকার করে আমাকে তার কথা শুনতে বলল। সে বলল যদি এরকম কোন আইনও থাকে তাহলেও সে আমাকে কিছুই দেবে না। এবার কি করব সে আমাকে চিন্তা করতে বলল।

তার কথা শুনে আমি চীৎকার করে তাকে যা তা বলতে লাগলাম। মো আমার গালে চড় মারল। সে অবিবেচকের মত কাজ করেছিল। আমারও রাগ সীমা ছাড়িয়ে গেল, আমি তার বুকের মধ্যে একটি ঘুঁষি মারলাম। মো হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল আর বমি করতে লাগল। আমি রেজিস্টারী বইটার কাছে গেলাম। সে আমাকে থামতে বলল।

মো অনেক কষ্টে শ্বাস টেনে আমাকে যেতে বলল। আমি একটুও নড়লাম না। সে গলা ঝেড়ে আমাকে আবার যেতে বলল আর আমার যা দরকার নিতে বলল। আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি ড্রয়ার বন্ধ করে কাউন্টারের পাশ দিয়ে ঘুরে সামনের দরজায় গেলাম।

মো উঠে দাঁড়াল, রুমাল দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করে মুছে নিল। সে বলল, আমি আমার অতিরিক্ত টাকাটা পেয়ে যাব তারপর জোরে হাসল।

সেদিন থেকে আমার শুভ সময়ের সূচনা হল। আগষ্ট মাসের তপ্ত রাস্তা দিয়ে আমি গাড়ী চালাতে লাগলাম আর নোরা কি বলবে ভাবতে লাগলাম।

আমি কিভাবে জুয়েলারীর ক্ষেত্রে অন্য কোন কাজ পেতে পারি মোর হাবারের প্রশংসাপত্র নিয়ে ভাবতে লাগলাম। আর জুয়েলারী কাজ ছাড়া আমি কীই বা করতে পারি। এই উনত্রিশ বছরের মধ্যে আমি তিন বছর আর্মিতে কাটিয়েছি, চার বছর কলেজের ব্যবসা সংক্রান্ত পরিচালনায় কাজে নিযুক্ত ছিলাম, দু'বছর সেলসের কাজে আর দু'বছর হাবার ব্রাদার্সে কাজ করেছি।

মো ঠিকই বলেছিল। আমার বাড়ীতে থাকাই উচিৎ। যদি আমি আমার ধৈর্য্য না হারাই.........

বাড়ী থেকে চারটে ব্লক ঘুরে তেরো নং এ্যাভিন্যুতে আমি গাড়ীটা থামালাম এবং অগ্নি সংযোগ যন্ত্রটাকে কেটে দিলাম। আমার পাকস্থলীকে কি রকম একটা ঠাণ্ডা অথচ জোরাল যন্ত্রণা

চেপে ধরল। আমি জানতাম এটা কি, কারণ এর আগেও এরকম যন্ত্রনা আমার হত। কিন্তু এখন এটা সত্যিই আমার কাছে আতঙ্কের মত লাগল, সেই অসম্ভব ভয়টা আমাকে পেয়ে বসল যেটা আমাকে বাইরে যেতে দিল না, এক কোণে বসিয়ে রাখল। যে যন্ত্রণাটা বলে তোমার কিছু করার নেই, তোমার কোথাও যাওয়ার নেই, যার জন্য শুধু মাথা নীচু করে ঘামতে হয়। আমি ঠিক সেরকমই বসে বসে ঘামছিলাম।

রাস্তাগুলো চলন্ত গাড়ী আর লোকজনের কোলাহলে, গুঞ্জনে ভরে ছিল। এই ভীড়ের মাঝে, এই জীবন্ত প্রাণময়তার মাঝে আমার নিজেকে কোথাও উপযুক্ত বলে মনে হল না।

আমি গাড়ীর চাকা পেছনে গড়িয়ে দিলাম এবং দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে মোরীর বারের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বারের ভেতরটা একদম ফাঁকা এবং ঠাণ্ডা ছিল আর আমি এরকমই একটা পরিবেশ চাইছিলাম। যদি সেখানে বসে আমি কাউকে জোরে কথা বলতে বা হাসতে দেখতাম অথবা অন্য কোনভাবে যদি আমার মনে হত পৃথিবী অতি বিশ্বাসী লোকে ভরা তাহলে আমি অতি অবশ্যই বার ছেড়ে বেরিয়ে আসতাম।

মোরী অ্যাডমসের চেহারা বেঁটে, স্থূল প্রকৃতির, খানিকটা বানরের মত দেখতে। কিন্তু সে উদার মনের মানুষ ছিল, তার মুখটা ছিল প্রশান্তিতে ভরা। সে আমাকে দেখে আমার সামনে একটা গ্লাস রাখল আর জানতে চাইল আমি ছুটিতে আছি কিনা।

আমি একটা টুল টেনে মেহগনি কাঠের ওপর কনুই দিয়ে হেলান দিলাম। তারপর মোরীকে একটা বীয়ার দিতে বলে জানালাম আমি ছুটিতে নেই, আসলে আমার চাকরীটাই চলে গেছে।

মোরী আমাকে এক গ্লাস বিয়ার দিল। আমি তাকে পনের সেন্ট দিলাম। সেটা নিয়ে সে আমাকে বলল এবার একটা নতুন কোন চাকরীর খোঁজ করতে। পুরো শহরে অনেক গয়নার দোকান আছে। কোন একটাতে আমি নিশ্চয়ই চাকরী পেয়ে যাব বলে সে আশা দিল।

আমি এক নিঃশ্বাসে অর্ধেক গ্লাস শেষ করলাম, সেই আতঙ্কটা আবার আমাকে চেপে ধরল। হঠাৎ বিয়ার খেতে আমার বিস্বাদ লাগল। আমি মোরীকে জিজ্ঞাসা করলাম তার কোন সহকারীর প্রয়োজন আছে কিনা। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল তারপর সে আমাকে ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে বলল আর আমাকে বেশী ছট্‌ফট করতে বারণ করল।

তার কথাটা শুনে আমার রাগ হল। আমি তাকে বললাম সে আমাকে ছটফট করার মত কী দেখল, আমি শুধুমাত্র একটা বাজে চাকরী হারিয়েছি, ছটফট করার মত কোন ব্যাপার ঘটে নি।

মোরী মাথা নত করে বলল সেও তাই বলতে চেয়েছে, আমার চেহারা দেখে আমি খুব আছি বলে তার মনে হচ্ছে না। সে আরও বলল যে আমার কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিৎ, আমি যাতে আমার স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যাই, তাহলে আমি সুস্থ ও সতেজ হয়ে আবার নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারব।

এই কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার নোরার ইন্টারভিউয়ের কথা মনে পড়ল, সম্ভবত সে চাকরীটা পেয়ে গেছে। আমার নিজেকে সহজ, সুস্থ করে তুলতে সপ্তাহখানেক বা তার চেয়ে একটু বেশী সময় লাগতে পারে ভাবলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম আর বিয়ার নেব না এবং আগেরটা শেষ করলাম।

অনেক দূর যেতে হবে একথা বলে আমি দরজার দিকে এগোতে লাগলাম। মোরী ডেকে বলল আমাকে এর মধ্যেই আগের থেকে অনেক ভাল লাগছে।

পনেরো নম্বর অ্যাভিন্যুতে পৌঁছে আমি একটা গাড়ী দাঁড় করানোর জায়গা দেখতে লাগলাম যদিও পার্কিং করা এখানে কোন সমস্যার ব্যাপার নয়। বোরো পার্ক এলাকাটায় খুব একটা লোকজনের, ভীড় নেই কারণ এখানকার,সব বাড়ীগুলোতে একটা অথবা দুটো করে পরিবার থাকে। রাস্তাগুলো খুবই চওড়া, সেখানে সারি সারি গাছ লাগান। আর বাড়ীগুলো অতীতের গৌরবের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এই জায়গাটাতে একটা বিশাল টালি-পাথরের দালান আছে আর একটা লিফটও আছে। ব্রুকলিনের সাঁইত্রিশ বছরের পুরোন বাড়ীগুলোতে লিফট্ আছে এবং কেউ কেউ বলে যে ত্রিশ দশকের আগে সেখানে একটা চন্দ্রাতপ আর একজন উর্দিপরা দ্বাররক্ষী ছিল।

পঞ্চান্ন নম্বর রাস্তার ডান দিক থেকে আড়াআড়ি ভাবে চতুর্দিকে প্রায় এক ডজন বা তারও বেশী পুরনো ম্যানসন ছিল। কিন্তু কয়েকটা ছাড়া আর সবকটার অবস্থাই খারাপ ছিল। কয়েকটা ম্যানসনকে গোঁড়া ইহুদীরা ধর্মীয় স্কুল হিসাবে ব্যবহার করত। অন্যগুলোতে বারান্দার স্তম্ভে পেরেক দিয়ে বাড়ী ভাড়ার সাইনবোর্ড ঝোলান আছে, আর কতগুলো খারাপ হয়ে ভেঙে চুরে পড়ে আছে, সেগুলোর দরজা-জানলায় কাঠের তক্তা লাগান রয়েছে।

বোরো পার্ক জায়গাটাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপরই একতলা বা দোতলা ভাড়া বাড়ীগুলো তাদের হাতে চলে গেছে। এখানকার লোকেদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইহুদী আর ইতালীয় জাতির লোক। এই জায়গাটাকে খুব সুন্দর মনে করে লোকেরা বস্তি এলাকা থেকে এখানে চলে আসছিল। আমি জানি আমিও কিছু সময়ের জন্য এটা করেছিলাম। যত দিন যাচ্ছে এই জায়গাটা তত জীর্ণ, পুরোনো আর দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে বলে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলাম।

পনের নম্বরের সামনে আমার বাড়ীর সামনেই আমি গাড়ী পার্ক করার জায়গা পেলাম। আমি গাড়ীটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দালানের দিকে হেঁটে গেলাম। পরিষ্কার, রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিনের মত সেদিনও দালানে অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল। কম বয়সী গৃহিনীরা তাদের বাচ্চাদের গাড়ীতে করে ঘোরাচ্ছিল, মধ্য বয়সী মহিলাদের কেউ ম্যাগাজিন পড়ছিল, কেউ পুরোনো ব্যাগপত্র সেলাই করছিল তাদের তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে। ইউরোপীয়ানরা বিভিন্ন রকম অঙ্গ ভঙ্গী করে গান করছিল। তারা সবাই ফুটপাতে গোল হয়ে চেয়ারে বসেছিল। আর পাগলের মত উঁচু নীচু স্বরে বাগ্ বিতন্ডা করছিল।

মিসেস কাজান আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি মাথা ঘুরিয়ে সেই পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রমহিলার থলথলে মুখের জিজ্ঞাসু চাউনির দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ বললাম। মহিলা পাঁচ তলায় থাকেন এবং খুব বেশী বকবক করেন। আমি উত্তর দিয়েই আবার হাঁটতে লাগলাম।

আমি দালানের দরজার দিকে চোখ রেখে হাঁটছিলাম। সারিবদ্ধ বাসিন্দাদের সম্ভাষণের উত্তরে আমি আমার মুখে উদাসীনতার সঙ্গে স্বল্প হাসি ফুটিয়ে রেখেছিলাম। দালানে খুব ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু আমি তখনও পর্যন্ত ঘামছিলাম। যাই হোক, আমি লিফটের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সারাদিন বাড়িটার সামনে লোকজন উবু হয়ে বসে আজে বাজে গল্প করে। আমার চাকরী চলে গেছে এই কথাটা সবাই জানতে পারার আগেই যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে একটা কাজ খুঁজে পেতেই হবে। কিন্তু আমি কি করে তাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য রাখব, কি করে বুঝব তারা জানতে পারছে কিনা।

বিশেষত, যেহেতু এটা ব্রুকলিন শহর তাই আমি আশা করেছিলাম লোকজনের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করবে কেউ একজন। এটা ব্রুকলিন বলেই আমি আশা করেছিলাম অন্তত পক্ষে এই জায়গাটা অন্য জায়গার থেকে আলাদা হবে, এটা হয় দ্বীপের মত অথবা জার্সির কোন ছোট শহরের মত হবে। আমি সব সময় পরিকল্পনা করেছিলাম যে যখন আমি নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারব তখন অবশ্যই কোন শহরতলির এলাকায় থাকব।

আমার নিজস্ব ব্যবসার কথাটা ভেবেই আমার মনে হল আমার কোন চাকরী নেই, এমন কি ব্যাঙ্কে তিনশ টাকা পড়ে আছে, এই দিয়ে আমি কীই বা করতে পারি। কিন্তু নিজের ব্যবসা শুরু করার জন্য এটাই সবচেয়ে ভাল সময় ছিল।

লিফট্ এসে পৌঁছল। আমি তার মধ্যে ঢুকে ছ'নম্বর বোতামটা টিপলাম, সবচেয়ে উঁচু তলায় যাওয়ার জন্য। এই তলাটা গ্রীষ্মকালে খুব গরম আবার শীতকালে খুব ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু আমি এখানে সবসময় থাকব না, এখান থেকে চলে যাবার রাস্তা খুঁজতে হবে।

তারপর সেই পুরোনো দিবা স্বপ্নটা আমার মনে জুড়ে বসল। আমি দেখলাম যেকোন ভাবেই হোক পঁচিশ হাজার ডলার আমার কাছে আছে, তবে টাকাটা কিভাবে পেয়েছি সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। যাইহোক, আমার পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে আমি ব্যবসা করব ভাবলাম। একদিন আমি একটা লম্বা দ্বীপ বা জার্সির ছোট্ট একটা শহরের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠাণ্ডা বিয়ার খাওয়ার জন্য গাড়ীটাকে আমি একটা বারের সামনে দাঁড় করালাম। হঠাৎ আমি লক্ষ্য

করলাম বারের পেছনে একটা দরজা আছে, সেটা দিয়ে অনেক লোক যাতায়াত করছে। শেষ পর্যন্ত আমি বারের মালিককে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করলাম।

লোকটা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল সেখানে বড় রকমের জুয়া খেলা চলে। আমার কাছে একশ ডলার ছিল তাই আমি ঠিক করলাম আমার ভাগ্যটাকে যাচাই করব। আমি পিছনের দরজা দিয়ে ঘরটার ভিতরে ঢুকে দেখলাম অনেক ভাগ্যান্বেষী লোক একটা লম্বা টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একদম শেষ প্রান্তে একজন লোক একটা সবুজ রঙের রৌদ্র নিবারক শিরস্ত্রাণ পড়ে দাঁড়িয়েছিল, সিনেমাতে যেমন লাগে তাকেও সেরকম লাগছিল। আমি কিছুক্ষণ খেলাটা লক্ষ্য করলাম। তারপর একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক, ছোটখাটো, গোলগাল ভদ্রলোককে দেখলাম, তার পরণে সুন্দর পোশাক, ডান হাতের আঙুলে হীরের আংটি রয়েছে। সে ট্রেটাকে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঁচশ ডলার হারাল। এবার আমার পালা, আমি একশ ডলার দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথমে দু'শ ডলার এবং পরে চারশ ডলার পেলাম। এইভাবে খেলতে খেলতে অল্পক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ আমি ছ'হাজার চারশ টাকার মালিক হয়ে গেলাম। আমি কিছু বলার আগেই সেই ধনী ভদ্রলোক জানালেন তার কাছে আর কোন টাকা নেই। কিন্তু তিনি যে আরেকবার তার ভাগ্য পরীক্ষা করাতে চান এটা আমি জানতাম। আমার এই ভাবনাটাই যথেষ্ট ছিল কারণ সেই ভদ্রলোক আমাকে তার সাথে বাইরে যেতে বললেন। আমি টাকাগুলো পকেটস্থ করলাম, তারপর আমরা দু'জনে বড় রাস্তায় গেলাম।

সেখানে গিয়ে ভদ্রলোক আমাকে তার এ বছরের নতুন মডেল কনভারটিবলটা দেখালেন, যেটা আমি সব সময় চাইতাম। তিনি এটার দাম হিসাবে আমার কাছে ছ'হাজার ডলার চাইলেন। এরপর আমরা বারের ভেতরে গেলাম এবং আবার আমি পাশা ঝাঁকিয়ে গড়িয়ে দিলাম এবং যথারীতি জিতে গেলাম। ভদ্রলোক হেসে মাথা ঝাঁকালেন আর আমি গাড়ীর মালিকানা, বিক্রির বিল এবং সমস্ত আইন সঙ্গত জিনিষ পকেটস্থ করলাম।

আমি যখন বাইরে বেরোতে গেলাম তখন বারের মালিক আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি বড় রকমের বাজি ধরতে চাই কিনা। সে আরও জানাল যে সে বারের মালিক এবং একজন জুয়ারীও বটে। সে প্রয়োজন হলে তার বারও বাজি রাখতে রাজী। আমি বুঝলাম যে আমি আমার ব্যবসা খুঁজে পেয়েছি এবং আমার ভাগ্যও আমার সহায় হয়েছে। আবার আমি পাশা খেললাম, এবারও আমি জিতলাম এবং আশি হাজার টাকা নগদ পেলাম। বারের লোকটাকে দেখে একজন মৃত মানুষ বলে মনে হল, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ভদ্রলোক টেবিলের উপর তার হাতটা সোজা করে রেখে কি যেন বললেন কিন্তু তিনি এত ক্ষীন স্বরে কথা বলছিলেন যে তার কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। যাই হোক্, তিনি আরেকবার পাশা খেলতে চাইলেন এবং নিজের বার, শহরের ভাল জায়গায় সুন্দর বাড়ী, সব আসবাব বাজি রাখলেন। এই বারটা খুব ভাল জায়গায় অবস্থিত এবং বছরে এখানে দশ থেকে পনের হাজার ডলার আয় হয়। আর এর দাম কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ডলার হবে। বারের মালিক সমস্ত আইনসঙ্গত কাগজ টেবিলের ওপর রাখলেন এবং পাশার গুটি ঝাঁকিয়ে গড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তার মুখের বলা সংখ্যার সাথে গড়ান গুটির দান মিলল না। সুতরাং তিনি যেসব সম্পত্তি বাজি ধরেছিলেন সব হারালেন। তারপর তিনি তাঁর জিনিষপত্র সমেত তাঁকে ফ্লোরিডায় আমার গাড়ী করে পৌছে দিতে বললেন যাতে সেখান থেকে তিনি ট্রেন ধরতে পারেন। আমি তাকে আমার পুরণো প্রাইমার্ডথটা দিয়ে দিলাম এবং আমি মনে মনে এক ধরণের আনন্দ অনুভব করলাম তাঁকে গাড়ীটা দিয়ে। কারণ আমি কখনই কোন খারাপ পরিণতি চাই না।

আমার এই অনুভূতিটা, যেটা কখনই কোন খারাপ পরিণতি চায় না, তার জন্যই আমার স্বপ্নটা সব সময় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আমি আবার স্বপ্নের মোড়ক থেকে বেরিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি হলাম এবং এটা ভেবে হয়রান হলাম যে আমি যা ভাবছি সব যদি সেইরকম নিয়ম মাফিক হয়ে যেত। এই চিন্তাটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল এবং আমি ঘামতে শুরু করলাম। আমি শান্ত হতে চেষ্টা করলাম, এবং এই কথাটাই বিশ্বাস করতে চাইলাম যে আমি ঠিক আছি। কিন্তু আমি বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারলাম না, যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমি এটা ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিলাম

যে আমি পঁচিশ হাজার ডলার কখনই একসাথে পেতে পারি না, কারণ ব্যাপারটা অসম্ভব। এই কথাগুলো ভেবেই আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। নিজেকে অসুস্থ বলে মনে হল। এভাবে দিবাস্বপ্ন দেখে সময় নষ্ট করার জন্য মনে মনে লজ্জিত হলাম। এবং ভেবে দেখলাম শুধু শুধু স্বপ্ন না দেখে এই সময়টাতে যদি সামান্য কোন কাজও করতাম তাহলে আমার স্বপ্নের কিছুটা সত্যি হোত।

লিফট্ থেকে বেরিয়ে, আমার ঘরের দরজার বাইরে হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি স্বপ্নটা সম্বন্ধে ভাবতে লাগলাম। এইভাবে আরও কিছুটা সময় গেল। তারপর একসময় আমি নিজের চাবি দিয়ে ঘরের দরজাটা খুললাম। নোরা চেয়ারে বসেছিল, তার পেছনে জানলা দিয়ে ঘরে আলো ঢুকছিল। আমি তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ধীরে ধীরে আমি নোরার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল।

আমি নোরাকে চাকরীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল যে সে চাকরীটা পেয়েছিল কিন্তু মাত্র ঘন্টাখানেকের জন্য সেটা টিঁকেছিল। এবার আমার বলার পালা। আমি বলতে শুরু করার আগেই নোরা আমাকে সংক্ষেপে বলতে বলল। আমি জানালাম যে আমি জুয়েলারীর দোকানে গিয়েছিলাম এবং মি. হার্বার আমাকে কি বলেছে। যখনই আমি তাকে বললাম আমি কে সেই মুহূর্তে হাবার বলল কোনভাবেই সে আমাকে আর রাখতে পারবে না। একথাটা শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। নোরা এর পরের ঘটনাটা জানতে চাইল। তার গলার স্বর কাঁপছিল। সে জিজ্ঞাসা করল আমার চাকরীটা চলে গেছে কিনা। আমি মি হার্বারের সাথে মারামারি করেছি কিনা। আমি নোরাকে বললাম যে এছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না।

আমার গলায় সেই আতঙ্কটা নোরা চিনতে পারল, সে আমার হাতের কাছে এগিয়ে এল। আমি তাকে চেপে ধরলাম এবং হার্বার প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলতে আমার ইচ্ছে হল না। আমি নোরার গায়ে হাত বোলাতে লাগলাম।

নোরা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে আমার থেকে দূরে সরে গেল। সে আমাকে কথা বলতে বারণ করল। তারপর শুধু মাথা ঝাঁকাতে লাগল। আর কোন কথা সে বলতে পারছিল না। আমি কিন্তু জানি যে নোরা ঠিকই বলছে। আমি রান্নাঘরে গেলাম এবং ফ্রিজ থেকে এক বোতল বীয়ার নিলাম। তারপর সেটা খুলে আবার ঘরে চলে এলাম, নোরা চেয়ারেই বসেছিল। আমি তাকে কি ঘটনা ঘটেছিল সব বললাম। নোরা তার ঠোঁট কামড়ে বলল আমাদের মাত্র তিনশ ডলার আছে। কিন্তু আমরা ঠিক এই মুহূর্তে বেকারত্বের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারব না। যাই হোক, আগামীকাল সকালে এমপ্লয়ম্যান্ট সংস্থাগুলোতে চেষ্টা করা যাবে। আমি নোরার সাথে একমত হলাম এবং বোতল থেকে পান করতে লাগলাম। নোরা আমাকে বলল এবার আমাকে বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে।

আমি উঠে জানলার কাছে গেলাম, এবং ছ'তলা থেকে নীচে উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। কয়েকটা বাচ্চা বল খেলছিল, তাদের গলার স্বর আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দূর থেকে তাদের সরু, সুখী কণ্ঠস্বরগুলো আমাকে একটা পুরোনো হৃত স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দিল। আমি আমার শৈশবে ফিরে গেলাম। এই ক্ষুদে ক্ষুদে খেলোয়ারদের গলার স্বরের মধ্যে পনেরো, কুড়ি বছর আগেকার ছোট্ট আমার গলার স্বর যেন আমি শুনতে পেলাম। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন খুব হাসতাম। আমার মনে পড়তে লাগল যখন মা-বাবার ঝগড়া হোত আমি ভয়ে ভয়ে থাকতাম এবং সম্পূর্ণ একা আমার সময় কাটাতাম। আজ আর আমার সেকথা ভাবতে ইচ্ছে করে না কিভাবে আমি একা একা বন্ধু বান্ধব ছাড়া, সবার থেকে আলাদা হয়ে শুধু নিজেকে নিয়ে সময় কাটাতে শুরু করলাম। কখন, কেন, কিভাবে এটা শুরু হল এখন সে কথাটা মনে করা খুবই কঠিন এবং এসব আমি আর মনে করতেও চাই না। কিন্তু সেই বাচ্চাগুলোর গলার স্বর আমাকে শৈশবের দিনগুলোর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, যে দিনগুলোতে আমি খেলা ছেড়ে দিয়েছিলাম, বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে ছিলাম এবং একটা শান্ত ঘরে নিজেকে বন্দী করে রাখতাম, কখনও কোথাও যেতাম না। আমি কি করতে চাই তার স্বপ্ন দেখতাম। সত্যি সত্যি ক্লাসের ভাল ছাত্র হওয়া, বা পাঞ্চ বলে ঘুঁষি মারা অথবা কোন বাচ্চার সাথে মারামারি করার চেয়ে অনেক সহজ

আর নিরাপদ হল এই স্বপ্ন দেখা।

আমার মনে হয় একটা আতঙ্ক আর অবমাননার অভিজ্ঞতার পর থেকেই আমার এই দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু হয়। যখন আমার বয়স সাত কি আট বছর তখন ওয়ারেন মেলিশ নামে একটা মোটাসোটা বাচ্চা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর আমি তাকে না মেরে কাঁদতে শুরু করেছিলাম। আর আমি মনে মনে ওয়ারেন মেলিশকে মারার একটা পরিকল্পনা করেছিলাম, এ ব্যাপারে আমি স্বপ্নও দেখতাম। কিন্তু আমি কোনদিন তাকে ছোঁওয়ার সাহসও করিনি। এবং পরের বছর সে আমাদের ওখান থেকে চলে গেল। সুতরাং এই দিবাস্বপ্নটাই আমার আত্মসম্মান বজায় রাখার একমাত্র রাস্তা ছিল। এতে খুব ভাল ফল হোত। যখন আমি অঙ্কে ফেল করতাম তখন ভাবতাম কিভাবে আরোও ভাল করে পড়াশোনা করে আমার বাবা-মা বন্ধু বান্ধব এবং শিক্ষকদের অবাক করে দেব। এইভাবে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সবসময় আমি একটার পর একটা পরিকল্পনা করে যেতাম। একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম আমার বাবা বেশ বড়লোক হয়ে গেছেন। এভাবে বিভিন্ন রকম ব্যাপার নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম আর কাজের কাজ কিছুই করতাম না।

কিন্তু একথাটা সম্পূর্ণ সত্য ছিল না। আমি বাচ্চাদের মত খুব মজা করতে পারতাম। আমার বাড়ীর লোকেরা গরীব ছিল, এখনও তাই, কিন্তু নিউইংটসের বেশীর ভাগ লোকেদের তুলনায় আমাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ছিল। আমার তের বছরের জন্মদিনে আমি একটা বাইকও পেয়েছিলাম। গরমকালে পাহাড়ের উপর দিয়ে সাইকেলটাকে হেঁচকে টেনে নিয়ে যেতাম অথবা রাস্তায় খেলা করতাম। আবার কখনও বাগানের মধ্যেকার রাস্তাটাকে যেখানে আমরা টেবিল পেতে ছিলাম সেখানে বসে গরম শস্য খেতাম। সত্যিকথা বলতে, এই উঠোনের খেলোয়ার বাচ্চাগুলোর মত আমারও কিছু করার ছিল, আমিও অনেক মজা করতাম।

কিন্তু যখনই আমি ভয় পেতাম অথবা হেরে যেতাম তখনই আমি দিবাস্বপ্ন দেখতাম। বাবা-মার ঝগড়ার জন্য তাদের ওপর আমার কোন অধিকার ছিল না। এই কারণেই আমি দিবাস্বপ্ন দেখার নেশা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। যদি আমি আবার আমার শৈশবে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমি অন্য কোন উপায়ে কিছু করার চেষ্টা করতাম। আমি আমার বাবা-মার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতাম। ওয়ারেন মেলিশের সঙ্গে লড়াইও করতে পারতাম, আর স্টিকবল ও পাঞ্চবল অভ্যেস করতে পারতাম। এমনকি আমি অনেক বাড়ীর কাজ করতাম, আর কখনও দিবাস্বপ্ন দেখতাম না।

আমার মজাগুলো অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে যেত না এবং আমি একজন সত্যিকারের সুখী, সার্থক মানুষ হতে পারতাম। আমি বিমান বাহিনীর সৈন্য হিসাবে যোগাদান করে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারতাম এবং কলেজে পড়াশোনা করে ডাক্তার বা পদার্থবিদ অথবা একজন ইংরেজীর অধ্যাপক হতে পারতাম।

নোরা হঠাৎ চীৎকার করে আমাকে স্বপ্ন দেখতে বারণ করল। সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল আমার অনেক দায় দায়িত্ব আছে। সে আমাকে কথা দিতে বলল যে আমরা দু'জন পরদিন ঠিক সকাল আটটায় বাড়ী ছেড়ে দেব। আমি ঠিক আছে বললাম। নোরা আমাকে বলল শুধু ঠিক আছে বললে চলবে না। অন্য সব লোকেদের মত নোরা আমাকে এডি বলে ডাকে না। এ ব্যাপারে তার একটা অন্য ধরণের অনুভূতি আছে। আমি যখন মাঝে মাঝে শিশু সুলভ আচরণ করি তখন নোরা ভয় পেয়ে যায় আর আমাকে এড বলে ডেকে ওঠে। তার এই ডাকটা শুনলে আমি সচেতন হয়ে যাই।

নোরা আমাকে বলতে লাগল যদি আমরা কিছু ডলার রোজগার করতে না পারি আর যদি কিছু জমাতে না পারি তাহলে একটা পরিবার হয়ে থাকা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

আমি ঘুরে নোরার দিকে তাকালাম ওকে একটা অসহায় শিশুর মত লাগল। যদিও আমি নোরাকে খুবই ভালবাসি কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার কি যেন হল, আমি তার দিকে আমার ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে চীৎকার করে তাকে চুপ করতে বললাম। বোতলটা ফাঁকা টেবিলের ওপর রেখে আবার চুপ করতে বললাম।

নোরা মাথা নুইয়ে কাঁদতে লাগল। আমারও কান্না পেল, বুঝলাম এটা আমারই ভুল। আমার

যে কখন কী হয় আমি নিজেই সেটা বুঝে উঠতে পারি না। কোন কিছুই আমার ভাল মনে হয় না। আমি কোন একটা কাজও সম্পূর্ণ উৎসাহের সাথে করতে পারি না। সব সময় একটা ভাল কিছু হবে বলে অপেক্ষা করতে থাকি, আমার সুদিন শুরু হবে বলে আমি অপেক্ষা করি কিন্তু এভাবে শুধু মিছিমিছি সময়ই নষ্ট হয়।

নোরা যখন রুমাল দিয়ে তার চোখদুটো মুছল তখন আমি তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলাম, আমি বললাম যে আমি আসলে এসব কথা বলতে চাইনি। আমি নোরার সোফার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং তার পাশে বসলাম। আমি তাকে ছুঁতে চেষ্টা করলাম না, ভাবলাম ও এমনিই বুঝুক আমি ওকে কত ভালবাসি। শেষ পর্যন্ত সে আমার কাছে সরে এল এবং তার হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

নোরা জানতে চাইল আমার কিছু হয়েছে কিনা। কেন এভাবে আমি নিজেকে আর ওকে আঘাত দিই। সে আরও বলল যে আমি তো বোবা নই আর আমি চাইলে কিছু কাজ করতে পারি তাহলে কেন আমি মাঝে মাঝে এরকম করি।

আমি বললাম এক সপ্তাহের মধ্যে দু'জনকেই কোন কাজ পেতে হবে। আমার মনে হয় আমরা কিছুদিন ছুটিতে থাকতে পারি। এবং বীচের পাশে একটা ঘর ভাড়া করতে পারি। নোরা বলল এটা তাব কাছে খুব একটা উচিৎ বলে মনে হচ্ছে না কারণ আমাদের টাকাও কম এবং কোন চাকরীও নেই। সে জানাল আমি যখন বলছি তখন তার আর কিছু বলার নেই। আমি কাঁধ ঝাকিয়ে বললাম অন্তত একদিন মানে আগামীকাল আমরা পাহাড়ের ওপর সময় কাটাতে পারি এবং বুধবার থেকে চাকরী খুঁজতে শুরু করব।

নোরা একটা রবারের বলের মত লাফিয়ে উঠল, তারপর সোজা হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল রাতে আমরা মার কাছে গিয়ে খাবার খাব। নোরার বাবা বা মা কেউই বেঁচে নেই। তার দুই ভাই সিন্‌সিন্নাটিতে একত্রে মুদির কারবার করে। তাই মার কাছে বলতে নোরা আমার মার কথা বলল। যাই হোক, আমি তার প্রস্তাব শুনে বেশ খুশী হলাম।

রান্নাঘর থেকে নোরা আমাকে বলল আমি তার কী হয়েছে একবারও জিজ্ঞাসা করিনি। আমি বললাম যে আমি ভুলে গেছিলাম, সে আমাকে বলেছিল বটে যে চাকরীটা সে পেয়েছিল এবং মাত্র এক ঘন্টার জন্য সেটা টিকেছিল। নোরা জ্বলন্ত স্টোভের ওখান থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মুখের ভাব ছিল খুব অমায়িক তাকে দেখে কিছুটা আনন্দিত মনে হল। নোরা বলল ডাক্তার হচ্ছেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কিন্তু তার হাব-ভাব যুবকদের মত। সে আমাকে বলল যে আমি ঠিকই বলেছিলাম, তার সোয়েটার পরে যাওয়া উচিৎ হয়নি, অন্ততঃ এরকম টাইট সোয়েটার না পরলেও পারত। আমার চোখ হঠাৎ তার বুকের দিকে আকৃষ্ট হল আর চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠল।

নোরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল ডাক্তার তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। সে তাকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং তারপর বাড়ী ফিরে আসে।

আমি নোরাকে জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার কি জানে না যে সি বিবাহিতা, তার হাতের আংটি কি ডাক্তারের চোখে পড়েনি। আমার গলার স্বরে রাগ জমে উঠল এবং আমি চুপ করে গেলাম কারণ এই প্রশ্নগুলি খুবই বোকার মত শোনাচ্ছিল। আসলে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ডাক্তার চেষ্টা করেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছে।

ফ্রিজ খুলতে খুলতে নোরা বলল সে একদিনের মাহিনা পেতে পারত। এই একটা ব্যাপারে তার খুব রাগ হচ্ছে যে সে ডাক্তারের কাছ থেকে একটা পুরো দিনের মাহিনা পেল না, যদি আমি জোর গলায় দাবী করতাম তাহলে হয়ত এক সপ্তাহের মাহিনা আদায় করতে পারতাম। নোরা ডাক্তারের কথা বলে যেতে লাগল। সে যখন তাকে ধাক্কা দিয়েছিল তখন তার মুখ কেমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কি রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আমি নোরার সাথে এক সপ্তাহের টাকা পাওয়ার ব্যাপারে একমত। আইনসঙ্গত ভাবে বা অন্য কোনভাবে আমি মো হার্বারের কাছ থেকে একটা পয়সাও আদায় করতে পারি নি। কিন্তু নোরা ভীত ডাঃ স্টিরেনের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারত।

আমি নোরাকে জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার ভদ্রলোক তো বয়স্ক, কিন্তু তিনি বিবাহিতা কিনা। এটা একটা সহজ স্বাভাবিক প্রশ্ন, নোরাও সহজভাবে উত্তর দিল ভদ্রলোক বৃদ্ধ নন, তিনি আমাদের তুলনায় বয়স্ক। তার বয়স বছর পঞ্চাশ।

আমি ঘরে ফিরে টি.ভি চালিয়ে বসলাম। নোরা কফি টেবিলের ওপর খাবার ডিশ সাজিয়ে রাখল। আমরা এই টেবিলে আমাদের খাবার খাই। কারণ আমাদের আলাদা কোন খাবার ঘর নেই।

আমরা শুয়োরের মাংস, ডিম এবং সেদ্ধ বীন আর ঠাণ্ডা বিয়ার খাচ্ছিলাম। নোরা বিয়ার পছন্দ করে। যখন সে তার ওজন নিয়ে চিন্তিত থাকে না তখন সে বিয়ার খায়। আমরা খেতে খেতে টি.ভিতে একটা পুরোনো খেলা দেখছিলাম যেটা এবেট মাঠে হচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে কথাও বলছিলাম। কিন্তু আমরা কি বিষয়ে কথা বলছিলাম সেদিকে আমার মন ছিল না অথবা টি.ভিতে খেলায় কি হচ্ছিল সেদিকেও খেয়াল ছিল না আমার, আমি শুধু ডাঃ স্টিরেনের কথাই ভাবছিলাম।

।। দুই ।।

আমরা দু'জনে দুপুর বেলাটা একটা এয়ার-কন্ডিশন্ড হলে বসে সিনেমা দেখে কাটালাম। আমরা যখন হল থেকে বেরিয়ে এলাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। আমরা গাড়ীর দিকে এগোতে লাগলাম। একটা মিছরির দোকানের সামনে নোরা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি তার দিকে তাকিয়ে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলাম। নোরা আমাকে মো হার্বারের সাথে কথা বলতে বলল ও মনে করিয়ে দিল আমি কি হারিয়েছি। হার্বার হয়ত এতক্ষণে শান্ত হয়ে গেছে, তার মাথা হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নোরার বক্তব্য আমি যদি এখন তার কাছে আমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাই তাহলে হয়ত সে আমার প্রশংসাপত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

আমি নোরাকে বললাম হার্বারকে আমি যতটা চিনি সে ততটা চেনে না। যাই হোক আমি তার কাছে কোনভাবেই ক্ষমা চাইতে পারব না। নোরা মিনতি ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করল। আমি শেষ পর্যন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালাম। তারপর নোরাব কথায় রাজী হয়ে তাকে অপেক্ষা করতে বলে মিছরির দোকানে ঢুকে গেলাম। সেখানে একটা বুথ দেখতে পেলাম, পকেট থেকে একটা ডাইন বের করে সরু ছিদ্রতে সেটা ঢুকিয়ে দিলাম। তৎক্ষনাৎ ডায়াল টোনের শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। আমি ঠিক করতে পারলাম না যে হার্বারকে কি বলবো, তাই আমার পক্ষে ফোন করা সম্ভব হল না।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম, নোরা মুখে চোখে প্রত্যাশা ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বললাম হার্বার হয়ত আমার উপর রেগে আছে। আমাদের ঐ প্রশংসাপত্রের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

আমি যখন ক্যাটন অ্যাভিন্যু দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সে কিছুই বলছিল না, আমি রেডিও চালিয়ে বিষণ্ণ নীরবতাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করলাম। রেডিওতে পুরনো গান বাজছিল। বিশেষতঃ এই গানটা আমার খুব প্রিয়। এই গানটা আমাকে এমন একটা জায়গায় পৌছে দেয় যা কেবলমাত্র কয়েকটা জনপ্রিয় গানই করতে পারে।

এক সময় আমি নিউলটের একটা মেয়ের সাথে দেখা করতাম, সেটা আমার কিশোর বয়সের প্রেম ছিল, মেয়েটাকে আমি খুব ভালবাসতাম। মেয়েটাকে আমি সবসময় দেখতে পেতাম না কিন্তু এই গানটা শুনলে আমি মনে মনে তাকে দেখতে পেতাম। এডি সাইমন মানে আমার যখন ষোলো বছর বয়স ছিল তখন মেয়েটা আমার একটা অংশে পরিণত হয়েছিল, এইভাবে নিউলট্সও আমার একটা অংশ হয়ে যায়। গ্রীষ্মের রাতগুলোতে, ফুটবল খেলার সময়, বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন, হাইস্কুলের যাওয়ার সময় আমি আশা করতাম আমার জীবন সুন্দর, সার্থক হয়ে উঠবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে গানটা শুনে আমার পেটের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এটা শুনতে আমার

আর ভাল লাগছিল না। আমার হঠাৎ খুব কান্না পেল, কাউকে খুব জোরে ঘুঁষি মারতে ইচ্ছে হল।

তিনটে ব্লক ছাড়িয়ে ক্যাটন অ্যাভিন্যু যেখানে লিন্‌ডেন বোলিভার্ডে এসে মিশেছে সেখানে যখন পৌঁছলাম হঠাৎ একটা বাইক রিভিয়েরা সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে হঠাৎ জোরে রাস্তার মধ্যে এল। তার সাথে যাতে ধাক্কা না লাগে সেজন্য আমি ঝনাৎ করে ব্রেক কষলাম। তারপর আমি গ্যাস পেডেলে চাপ দিয়ে, গাড়ীটাকে উল্টো রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলাম। রাস্তাটা এই মুহূর্তে একদম ফাঁকা, সুতরাং আমি তার ঠিক পাশাপাশি চলছিলাম।

লোকটা অত্যন্ত ইডিয়ট, আমি নোরার পাশ দিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম আমি এবার জোরে চীৎকার করে তার কানে তালা ধরাতে বাধ্য হব। আমি প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে লাগলাম, হয়ত কিছুটা অকারণ রাগ। আমার ইচ্ছে করল হাত বাড়িয়ে মোটা বড় লোকটাকে টেনে ফেলে দিই।

নোরা ফিসফিস করে আমাক চুপ করতে বলল। বাইকের লোকটা মুহূর্তের জন্য মাথা ঘুরিযে আমাকে দেখে নিল। তার দ্রষ্টব্যের মধ্যে শুধু আমি ছিলাম না, নোরা এবং আমার প্লাউমাউটোও ছিল। তারপর হঠাৎ সে তার বাইকটা এমন স্পীডে ছোটাল যে আমি তার সাথে পাল্লা দিতে পারলাম না। আমি তার লাইসেন্স প্লেটে নাম্বারের আগে যে 'এম ডি' লেখা থাকে সেটাকে ধরে ফেললাম।

আমি বলতে লাগলাম তারা সব পেতে পারে, তারা গাড়ী, টাকা পয়সা জামাকাপড় সব পেতে পারে যাদের বাবারা রুটি বা লুচির নেচি বানায়।

নোরা আমাকে বলল আমি যদি আজ রাত্রে আবার আমার বাবাকে বিরক্ত করি তাহলে সে সেখানে থেকে বেরিয়ে বাড়ী চলে যাবে। আমি কোন উত্তর দিলাম না।

নোরা এবার আমাকে শপথ করতে বলল এই বলে যে আমি যেন কোনভাবেই আমার বাবাকে বিরক্ত না করি। আমি নোরার দিকে ফিরে হাসলাম, বললাম সে কি চায় যে মারামারি হোক। নোরা আমার দিকে তাকালও না এমনকি হাসল না পর্যন্ত। একটু পরে সে বলল মাঝে মাঝে তার মনে হয় সিনসিন্নাটিতে তার দুই ভাই কার্ল আর লুইয়ের কাছে সে যদি থাকতে পারত তাহলে ভাল হত।

আমি নোরাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে আজকে এভাবে কথা বলছে কেন। নোরা কোন উত্তর দিল না এবং মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল এটাই হয়ত স্বাভাবিক। নোরা আর আমি যদি আলাদা থাকি, একে অপরের থেকে যদি পৃথক হয়ে যাই তাহলে আর অন্য কোন বাড়ী খুঁজতে হবে না, একে অপরকে জানার চেষ্টা করতে হবে না। এরপর আমরা ইচ্ছামত অন্য কারও সাথে দেখা করতে পারব। আমরা দু'জন দু'জনের কাছে সম্পূর্ণ আগন্তুক হয়ে যাব, যদি রাস্তা দিয়ে চলার সময় আমাদের হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাহলে আমরা শুধু মাথা নোয়াব নয়ত অন্য দিকে তাকিয়ে চলে যাব।

মিনিট খানেক পরে আমি বুঝতে পারলাম নোরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে আমার কাছে টেনে নিলাম। নোরার চোখে জলে ভরে উঠল এবং সে আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল।

আমি গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিউলটসের দিকে চালাতে লাগলাম। নোরা বলল আমাদের মনোরোগ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে। আমরা দু'জনেই জানতাম যে সে শুধু আমার কথাই বোঝাতে চেয়েছে। হয়ত বা সে একথা বলতে চায়নি। কিন্তু তারপর সে আবার বলতে লাগল স্নায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যাক্তিদের মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা কিভাবে সাহায্য করেন। আমি বুঝলাম হয়ত বা তারা সব রকম ব্যাপার আমার কাছে বিশ্লেষণ করবেন। তার ফলে আমার হয়ত অনেক পরিবর্তন হবে। বাকী জীবন আমি হয়ত যে কোন একটা ছোট কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেই সন্তুষ্ট হব। আর এভাবেই হয়ত বা আমি সুখী হব।

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ কেউ আমার ভেতর থেকে বলে উঠল আমি নিজেকে পরিবর্তন করতে চাইনা আর সারা জীবন শুধু কাজ করলে আমি কোনদিন সুখী হতে

পারব না। কাজের ফাঁকে আমি ছুটি চাই যেরকম স্কুলে পড়াশোনা করাকালীন অন্ততঃ দশ সপ্তাহ করে গরমের ছুটি পেতাম। যদি আমার নিজের ব্যবসা থাকত তাহলে প্রত্যেক বছর দু'মাসের জন্য ঘুরে বেড়ানোই আমার পুরস্কার হোত। আমি আমার মাথাটা ঝাঁকালাম।

যাই হোক, যখন আমরা পুরোনো শক্ত লোহার আর কাঁচ দিয়ে তৈরী দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন আমি এক নজরে নোরাকে দেখে নিলাম। তার মুখে সামান্য বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছিল। যখনই আমি আমার লোকেদের সাথে দেখা করতে আসি প্রত্যেকবারই নোরার মুখের এই ভাবটা আমি লক্ষ্য করেছি। নোরা কিছুতেই সহজ হতে পারে না, সে ভাবে নিউলট একটা বস্তি। আমি আন্দাজ করতে পারি যারা এখানে বড় হয়নি তাদের যে কোন কারোরই এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমার কাছে তো এই জায়গাটা কখনই বস্তি বলে মনে হয় না। এই জায়গাকে আমার ব্রুকলিনের বেড হক বিভাগ বা বেডফোর্ড স্টাইভেসান্ট এলাকা অথবা ম্যানহাটনের হারলেম জঙ্গলের মত মনে হয় না।

আমরা মার ঘরের সামনে গিয়ে দরজা নক করলাম। মা দরজা খুলে আমাদের দেখতে পেয়ে হাসলেন। তাঁকে দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর লাগছিল। তাঁর চুলগুলো লালচে বাদামী, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। তাঁর মুখটা ছোট, গাল উঁচু এবং স্পষ্ট, চিবুকটা খুব ধারাল চশমার কাঁচের পেছনে তাঁর চোখগুলো দীর্ঘায়ত এবং ধূসর। তিনি লম্বায় প্রায় ৫ ফুট তিন ইঞ্চি, হয়ত বা তার থেকেও একটু বেশী নিউলটাসে্ আমার মায়ের মত স্লিম চেহারার ভদ্রমহিলা দেখা যায় না বিশেষত তাঁর এই বয়সে।

বাবা রান্নাঘরের টেবিলে বসেছিলেন, ইউরোপীয়ান স্টাইলে চিরাচরিতভাবে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে সিগারেটটা ঠোঁট থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ধরে রয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এভাবে ধূমপান করে যাবেন। তাঁর মাথায় কয়েকগুচ্ছ ধূসর চুল আর বাকিটায় টাক পড়ে গেছে, ঘাড় এবং কপালের পাশে চুল কিছুটা ঘন। তার লোলচর্ম মুখ, তার গায়ের চামড়া দেখলে মনে হয় তিনি যেন সারা জীবন সমুদ্রের ধারে জীবন কাটিয়েছেন। আমাদের দেখে তিনি এডি, নোরা বলে চীৎকার করে উঠলেন, তিনি সবসময় এরকমই করেন।

আমরা আসাতে বাবা এবং মা দু'জনেই খুব খুশী হয়েছেন। তারা আমাদের সাথে দেখা হওয়ার আশাতেই থাকেন। তাদের চোখে সব সময় একটা জিজ্ঞাসা আমি লক্ষ্য করেছি। বুঝতে পারি যে তারা তাদের নাতি বা নাতনির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

যদিও আমি আমার বাবা মার সাথে খুব বেশী কথা বলি না, আমার যতদূর মনে পড়ে তারা দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের মানুষ। তবে বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন তিনি মাকে খুবই ভালবাসতেন এবং মার দিক থেকেও এই একই প্রতিক্রিয়া ছিল। প্রথমদিকে মা বাবার ব্যাপারে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু বাবা এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি অন্য লোকেদের মত বেশী কাজ করতে পারতেন না। মা বাবাকে নিজস্ব কোন ব্যবসা শুরু করতে বললেন, শেষ পর্যন্ত বাব তাই করলেন, ঠিক আমার জন্মের সময় এই ব্যাপারটা হয়েছিল। যাই হোক এটা একটা বড় রকমের ভুল ছিল। বাবার প্রায় দু'হাজার ডলার নষ্ট হয়েছিল যে টাকা খুব কষ্ট করে সঞ্চয় করা হয়েছিল। আর ঠিক এই সময় থেকেই তাদের দু'জনের মধ্যে তিক্ততা শুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত এটা ঘৃণায় পর্যবসিত হল। এর কারণ শুধু ডলার নয়, আসল ব্যাপারটা ছিল ব্যর্থতা, দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত লেগে গেল যা তাদের প্রতি মুহূর্তে নিরাশ করছিল ও দু'জন একগুঁয়ে জেদী মানুষের অনমনীয় মনোভাব গড়ে উঠেছিল আর এর থেকেই দু'জনের মধ্যে অসংখ্য সমস্যা দেখা দিল। তারা পৃথক হয়ে যান নি কারণ পুরনো সমাজে এই ব্যাপারটা অতটা প্রকট ছিল না। তারা মাঝে মধ্যে একে অপরের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতেন আর আমার জন্য একটা নরকের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন।

যখন আমার বয়স বছর সাতের ছিল তখন আমার বাবা-মা খুব বাজে ভাবে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেন। আমার মনে পড়ে প্রথম বাজে ঘটনাটা, যেটা মনে হয় গতকালই ঘটেছে আসলে প্রায় বাইশ বছরের বেশী সময় আগে ঘটনাটা ঘটেছিল। বাবা মাত্র কিছু সময়ের জন্য বাইরে কাজে যেতেন আর মা মনে করতেন এটা বাবার নিজের ভুল। একদিন রাতে খুব জোরে

চীৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি কখনও আমার বাবা-মাকে এরকম অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতে শুনিনি। তাঁরা একে অপরকে নোংরা নাম ধরে ডাকছিল, একজন আরেক জনকে অভিশাপ দিচ্ছিল। মা চীৎকার করতে করতে একসময় কেঁদে ফেললেন আর বাবা কর্কশ ভাবে গর্জন করছিলেন।

তারপর আমি হঠাৎ কিছু একটা ভাঙার শব্দ শুনলাম আর বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে রান্না ঘরের দিকে ছুটলাম। আমি যে দৃশ্য দেখলাম তা দুঃস্বপ্নেরও অতীত। আমার মা হাতে একটা ডিশ নিয়ে বাবার দিকে ছুঁড়লেন, বাবা সেটা ধরে ফেললেন এবং মেঝেতে ছুঁড়লেন আর একদম গুঁড়ো করে ফেললেন। মা তীব্র চীৎকার করে বাবার দিকে আরেকটা ডিশ ছুঁড়ে দিলেন এবং বাবার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন যে তিনিই তার জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শয়তান, সব কিছু তিনি ধ্বংস করেছেন।

বাবার শীর্ণ মুখটা অনমনীয় এবং বীভৎস দেখাচ্ছিল এবং তিনি মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটার পর একটা ডিশ গুড়ো করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন এটা তার যৌবনের জন্য, এটা তার স্বপ্নের জন্য, এটা তার প্রার্থনার জন্য, এটা তার সুখের জন্য, এটা তার জীবনেব জন্য। এভাবে একের পর এক ডিশ ভাঙলেন আর মুখে একটার পর একটা কারণ বলতে লাগলেন।

আমি এসব দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তারা দু'জনেই তখন ফিরে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাইলাম তারা যেন আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন, চুমো দেন আর দু'জনে যাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বাবা কোন সুস্থ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি উল্টে আমার দিকে আঙুল তুলে কাঁপতে কাঁপতে আমাকে অভিযুক্ত করলেন। তাঁর গলার স্বর দুর্বল মোরগের মত শোনাল। তিনি বলতে লাগলেন আমার জন্যই নাকি তিনি মাকে ছাড়তে পারেন নি, আমার জন্যই তিনি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারেন নি একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত। আমার জন্যই তিনি এখানে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু আমার জন্যই তিনি এই নরক ছাড়তে পারেন নি।

আমার মা বাবার মুখে আঘাত করলেন এবং চীৎকার করে আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে লাগলেন, একথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে মা বলছিলেন আমরা চাই যাতে তিনি এই মুহূর্তে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। বাবা আমাকে ধরেছিলেন এবং বাঁ হাতে তিনি তার মুখে হাত বোলাচ্ছিলেন। তারপর তিনি আমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে দেখতে আর বুঝতে বললেন যে আমার মা কী রকম। বাবা মার চারপাশে পাক খেলেন তারপর মাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলেন, মা পেছনে পড়ে গেলেন। আমি তার হাত পা থেকে রক্ত পড়তে দেখে চীৎকার করে উঠলাম। আমি দৌড়ে মার কাছে গেলাম আর বাবা শুধু দেখতে লাগলেন, তার মুখটা উন্মত্ততা আর প্রচণ্ড ঘৃণায় ভরে উঠল।

এই সময় দরজায় কেউ ধাক্কা দিল। বাবা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দরজার ওপাশে আমাদের প্রতিবেশী মিঃ জিমার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কি ব্যাপার জানতে চাইলেন। আবার বাবা বললেন সে রকম কিছুই ঘটে নি। তার গলার স্বর বোঝাই যাচ্ছিল না। বাবা বললেন তার ছেলে দুঃস্বপ্ন দেখেছে আর তাতেই এই ব্যাপার হয়েছে। এই বলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু মিঃ জিমার আমার বাবার মুখ দেখে ছিলেন, এমনকি হয়ত বা মার পায়ের দিকেও তাকিয়ে ছিলেন। যাই হোক তিনি প্রত্যেক মাসে এমনকি সারা বছর ধরেই এই মারামারির আওয়াজ শুনতে পান।

এরপর মা উঠে তার হাত পার কাটা জায়গাগুলো ধুলেন এবং তাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন। বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং দু'দিন বাড়ী ফিরলেন না। আমি বমি করতে লাগলাম আর মা আমাকে বোঝাতে লাগলেন এ সব মারামারি বা ঝগড়া সব বাবা মার মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু তার কথাটা আমি বিশ্বাস করলাম না এবং পরে বুঝতেও পারলাম যে ব্যাপারটা সত্যি নয়। আমি কোনদিন ভুলতে পারব না বাবার সেই আঙুল তুলে কথা বলা আর আমাকে দোষারোপ করার কথা।

আমি আমার চিন্তা ভাবনাকে পেছনে ফেলে দিয়ে বর্তমানে ফিরে আসতে চাইলাম এবং খাবার টেবিলে সবার কথাবার্তায় যোগ দিতে চেষ্টা করলাম। খাবার খুব ভাল হয়েছিল এবং খুব হাল্কা ধরণের কথাবার্তা হচ্ছিল। মার সাথে কথা বলা খুব সহজ কারণ তিনি সব সময় বিভিন্ন রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বাবার সাথে কথা বলাও সহজ , তিনি বিভিন্ন রকম কাহিনী, গল্পের বই পড়েন এবং সিনেমা দেখতে ভালবাসেন।

আমরা যখন কেক আর চা খাচ্ছি, ততক্ষণে বাবার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তিনি একসময় সেলসম্যানের কাজ করতেন এবং ক্যাটারিং-এর দোকানে টাকা আদায়কারীর কাজ করতেন। তিনি খুব ভাল স্প্যানিশ ভাষা বলতে পারতেন এবং ভাবতেন সারা বছর ধরে মক্কেলদের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন।

বাবা বলতে লাগলেন মিসেস চেভেজ তাঁকে বলতেন তাঁর নিজের জন্যই ব্যবসা শুরু করা উচিৎ। বাবা তাঁর হাতের আঙুল দিয়ে আমাকে খোঁচা দিলেন যাতে আমি মন দিয়ে তাঁর কথা শুনি। আবার তিনি বলতে শুরু করলেন, মিসেস চেভেজ স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতেন, খরিদ্দার বা মক্কেলদের মধ্যে কেউই প্রায় ভাল করে ইংরেজীতে কথা বলতে পারতেন না। তাই তাঁকে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে হত যদিও তিনি সেই ভাষাটা খুব ভাল বলতেন, এই কথাটা তিনি আবার আমাদের মনে করিয়ে দিলেন। যাইহোক্ ভদ্রমহিলা নাকি আমার বাবাকে বলতেন, এখানে ওখানে অনেক পরিবার আছে যাদের উপর আমার বাবা নির্ভর করতে পারেন। এবং মজার ব্যাপার হল এই যে অন্য সে সব লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত তারাও এই একই কথা বলত। যদি তিনি হাতে এক হাজার ডলার পেতেন তাহলে......। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম তার আট মিলিয়ন ডলার বলা উচিৎ। কথাটা বলার সাথে সাথেই অনুভব করলাম নোরা তার কনুই দিয়ে আমাকে খোঁচা দিল। কিন্তু আমি চুপ করলাম না। আমি বলতে লাগলাম আমার বাবা কোনদিনই নিজের জন্য ব্যবসা করতে পারেন নি, এমনকি কেউ টাকা দিলেও নয়। কিন্তু এখন বাবা আর আমাকে চুপ করতে বললেন না কারণ এখন তাঁর নিজেকে বিচার করার সময়।

নোরা আমাদের এইসব কথোপকথনে খুবই বিরক্ত বোধ করছিল। সেও আমার মার মত খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সে প্রত্যেক মুহুর্তে আমাদের চুপ করাতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কেবল বরদাস্তই করে গেল।

নোরা এবার বলল সে বাড়ী যাবে আর সে উঠে দাঁড়াল। আমি তার চারপাশে একবার ঘুরপাক খেলাম। তারপর তাকে বললাম গলি পথে দিয়ে যেতে। নোরা বলল সে গলিপথ দিয়েই যাবে এবং তারপর ট্রেন ধরে সিনসিন্নাটিতে যাবে, আমার দিকে তাকিয়ে নোরা বলল সে খুব ক্লান্ত আর তার মনে হয় না যে সে আমার সাথে থাকতে পারবে। আমি বুঝলাম যে নোরা সত্যি কথাই বলছে। সমস্ত পরিবেশে একটা শীতল ক্লান্তিকর ভাব ছড়িয়ে পড়ল যার জন্য নোরার সাথে প্রতারনা করতে পারলাম না। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে ঠিক কি বলব তবু আমি বিড় বিড় করতে লাগলাম। যাই হোক আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং সেটা খুলে ফেললাম।

মা জানতে চাইলেন আমি বাড়ি ফিরব কিনা। আমি কি একটু হেঁটে আবার ফিরে আসব কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি মাথা নাড়লাম তারপর দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় চলে গেলাম। আমি খুব অবাক হলাম যখন আমার গায়ে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ল। এটা ঠিক সে রকম বৃষ্টি হচ্ছিল না। কিন্তু আমার খুব আনন্দ হল।

আমি যখন দুটো ব্লক ছেড়ে এগিয়ে গেলাম তখনই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। আমি একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পেনসিলভেনিয়া এভিন্যুর দিক থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্সকে আসতে দেখলাম হঠাৎ ডাঃ স্টিরেনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি ভেতরে ভেতরে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেলাম। আমার কাউকে নিষ্পেষণ করতে ইচ্ছে হল।

এই অনুভূতিটা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গেল। বৃষ্টিটা এবার একটু কমে এসেছে। আমি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে এলাবামা অ্যাভিন্যুর দিকে আস্তে আস্তে ছুটতে লাগলাম। যেই আমি রাস্তার মোড়টা অতিক্রম করলাম হঠাৎ শুনতে পেলাম কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকালাম। একটা ওষুধের দোকান থেকে স্টান উইনারকে গলা বাড়িয়ে আমার দিকে

তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। আমি দৌড়ে তার কাছে গেলাম এবং সে আমাকে দোকানের ভিতর ঢুকিয়ে নিল। সে এড়ি বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর নোরা কেমন আছে জানতে চাইল, আমি তার সাথে হাত মেলালাম, জানালাম নোরা ভাল আছে। এবার সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল খুব ভাল আর তাকে দেখে মনেও হচ্ছিল যে সে খুব ভাল আছে।

উইনারের চেহারাটা ছিল একটু বেঁটে মত, প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হবে। থামের মত চওড়া শরীর কিন্তু মুখটা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে সে মেয়েদের সাথে ডেটিং করার ব্যাপারে অসুবিধায় পড়ত কারণ তার চেহারাটা মেয়েদের ভাল লাগত না। কিন্তু নিউ জার্সিতে কাকার সাথে গিয়ে সে ব্যবসায় যোগ দিল। অবশেষে সে তার নিজস্ব ইলেকট্রিকের সরঞ্জামের দোকান খুলল ব্রুকলিনে। এখন তার অনেক টাকা, তার পরণে একটা ধূসর রং-এর স্যুট, কালো জুতো ছিল। সবকিছুই নতুন এবং দামী মনে হচ্ছিল।

আমার নিজেকে খুব ক্রোধী আর ঘৃণ্য মনে হচ্ছিল। আবার মার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে হল আমার। কিন্তু সে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়েছিল এবং আমি যাতে কিছু করি সেটাই প্রত্যাশা করছিল। আমি হেসে বললাম ব্যবসা সত্যি খুব ভাল।

স্টান কাঁধ ঝাকিয়ে বলল খারাপ নয়। তারপর জুয়েলারী লাইনটা কেমন জিজ্ঞাসা কবল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম ঠিক আছে। আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করব, অন্য কিছু করার চেষ্টা করব যেটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব হবে। সে বলল এটাই ঠিক কথা, নিজের এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে।

আমি তার মুখে হাসি দেখলাম। আমি তাকে বললাম যে আমি চেষ্টা করব। তারপর তাকে আমি ও নোরা দু'জনে মিলে ড্রিংকস খাওয়াব বললাম। সে দাঁত বের করে হেসে বলল আমি যাতে ওয়াইনারের নামে দুটো ড্রিংকস বানায়। কারণ সে প্রায় চার মাস হল বিয়ে করেছে। কথাটা শুনে আমি তার পিঠে চাপড় মেরে অভিনন্দন জানালাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে যাকে বিয়ে করেছে সে আমার চেনাজানা কেউ কিনা।

স্টান দোকানের পেছনে কাউন্টারে বসে থাকা একটা মেয়েকে দেখাল যে কিনা খরিদ্দারের সাথে কথা বলছিল। আমি তাকে দেখলাম , সে একটা গাঢ় বাদামী রঙের পোশাক পরেছিল এবং তার মাথায় একটা ছোট টুপি ছিল। সে এদিকে তাকাচ্ছিল না তাই আমি বলতে পারছিলাম না যে তাকে আদৌ চিনি কিনা। কিন্তু তার কিছু একটা আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছিল, সম্ভবতঃ তার পা দুটোই। তার পা দু'টো সত্যিই বেশ সুন্দর।

স্টান বলল মেয়েটার কাজ এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আমি তাকে দেখলে নাকি অবাক হয়ে যাব। আমি বুঝতে পারলাম যে এ নিশ্চয়ই পুরনো দিনের কোন চেনাজানা কেউ হবে, এমন কেউ যার জন্য স্টান খুব গর্বিত বোধ করছে। আমি তাকে পেছন থেকে আরেকবার দেখলাম আর এখন আমার তাকে একবার ঘুরে দেখে আসতে ইচ্ছে হল। এবং এটাও চাইলাম যে সেও যেন আমার দিকে তাকায়। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না আমার এরকম কেন মনে হচ্ছে, এটা হয়ত শুধুই আমার একটা অনুভূতি, যে জন্য আমি একবার নিজেকে আরেকবার স্টানকে দেখতে লাগলাম। আমার নিজেকে একটা বিশেষ কিছু বলে মনে হচ্ছিল। আমার একটা উত্তেজনাময় অথচ দুর্বল অনুভূতি হচ্ছিল। এই ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন বলে মনে হল, এমনকি আমার মধ্যে এটা আমি প্রথম বার উপলব্ধি করলাম।

স্টান আবার কথা বলতে শুরু করল। সে জানাল তার বাড়ী সোর রোডে। সে আমাকে তাদের বাড়ী যাওয়ার কথা বলল। আমি তাকে যাব বলে জানালাম। আমি মেয়েটার জন্য মরে যাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম যে সে যেন এবার আমাদের এখানে আসে।

স্টান আমাকে জিজ্ঞাসা করল পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে কারও সাথে দেখা হয় কিনা, আমি অন্যমনস্ক ভাবে বললাম সবসময় হয় না, তার সাথে দেখা হয় কিনা জানতে চাইলাম। সে মাথা নেড়ে বলল তার ঠিক সময় হয় না। এখন জার্সি শহরে তার অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে এবং তাদের সাথেই তার দেখা সাক্ষাৎ হয়। এবার সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে সবসময় আমার কথা ভাবে এবং আমার সাথে নাকি তার প্রায় দেখা করতে ইচ্ছে করত। আমি বললাম আমাদেরও

তার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করত।

স্টান মাথা নীচু করে হাসল, বলল তার আর রুথের বিয়েটা সে রকম কোন অনুষ্ঠান করে হয় নি। পরিবারের কয়েকজনকে নিয়েই সেটা হয়েছিল কারণ রুথ বিয়েতে বড়সড় অনুষ্ঠান করতে চায় নি।

আমি তার পরের কথাগুলো শুনছিলাম না, শুধু রুথ নামটা শুনেছিলাম। আর ভাবতে লাগলাম রুথ নামের কয়েকজনকে আমি চিনতাম। কিন্তু এ কোন রুথ সেটা বোঝার জন্য আমি কাউন্টারের দিকে তাকালাম যেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। মনে হল এ নিশ্চয় রুথ ব্রাউ হবে, যে বেশ সুন্দর দেখতে ছিল, যার বেশ সুন্দর চুল আর সতেজ, সরস শরীর ছিল।

আমার বয়স যখন সতের বছর ছিল তখন একবার আমি সেলার ক্লাবের পার্টিতে তাকে দেখেছিলাম। আমি তার সাথে দেখা করে ডেট নিতে চাইছিলাম কিন্তু সে আমার বিজ্ঞের মত হাবভাব পছন্দ করছিল না। ইত্যবসরে আমি তার সম্পূর্ণ শরীরটার উপর নজর বোলালাম। আমার মনে পড়ল সে কি রকম ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি যখন তার বুক আর পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম, সেই সময় তার বয়স পনেরো বছর ছিল। আমি তার সাথে পরে ফোনে কথা বলেছিলাম। সে প্রথমে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু যখন আমি সেলার ক্লাবে যাওয়ার কথা বললাম তখন সে একেবারে জমে গেল আর জানাল সে রাত্রে ব্যস্ত থাকবে।

এখন সে স্টানকে বিয়ে করেছে। স্টান তাকে সব সুন্দর জিনিষ দিচ্ছে নিশ্চয়ই। স্টান হঠাৎ বলল রুথ আসছে। আমি রুথ ব্রাউকে দেখলাম। তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বারো বছর আগে আমি তাকে শেষবার দেখেছিলাম। তাকে এখন একজন পূর্ণ যুবতী লাগছে।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন সে আমাদের দিকে এগিয়ে এল তখন আমি তাকে জোরে সম্ভাষণ জানালাম। আমি চাইছিলাম সে যেন আমাকে একদৃষ্টে দেখে যেমন বারো বছর আগে আমি তাকে দেখেছিলাম। তাকে আমি একজন যুবতী হিসাবে জানতে চাইছিলাম, স্টানের স্ত্রী হিসাবে নয়।

সে যখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছল, আমাকে দেখল তারপর তার মুখের ভাব একটু বদলে গেল, বুঝতে পারলাম সে আমাকে চিনতে পেরেছে। সে আমার নাম ধরে আমাকে সম্ভাষণ করল। তার কণ্ঠস্বরটা এখন সেই রকম উঁচু, সরু আর শিশুসুলভ রয়ে গেছে। সে স্টানের হাতটা ধরল এবং আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল আমার সাথে আবার দেখা হওয়াতে সে বেশ খুশীই হয়েছে। কিন্তু তার গাল কিঞ্চিৎ লাল রাঙ্গা হয়ে উঠল যেটা এক মুহূর্ত আগেও ছিল না, তার গলার স্বরে সামান্য চাপা বিরক্তি বোধ ছিল।

এখনও পর্যন্ত রুথ সম্পূর্ণ ভাবে বিরক্ত হয় নি। সে যে বিবাহিত এটা আমি লক্ষ্য করিনি বলে সে হয়ত কিছুটা বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু যখন সে আমার দিকে তাকাল তখন তার চোখ দুটোতে আমি এক ধরণের উষ্ণতা লক্ষ্য করলাম।

হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, বুঝতে পারলাম যে কেন সে তার বিয়ের অনুষ্ঠান বড় করে করতে চায় নি, কেন সে তার সব বন্ধুদের এবং তার সব প্রাক্তন প্রেমিকদের নিমন্ত্রণ করে নি। নোরা তার বিয়ের ব্যাপারে গর্বিত ছিল না। আসলে সে মনে করে না যে সে বড় ধরণের কিছু জয় করেছে। রুথ বেশী পরিপাটি, বেশী সাজান গোছান ব্যাপার পছন্দ করে না, কোন দ্রুত চুক্তিই তার বেশী পছন্দ।

রুথ স্টানকে ভালবাসে না। আমার এবং নোরার মধ্যে যে পারস্পরিক ভালবাসা আছে তার বিন্দুমাত্র রুথ আর স্টানের মধ্যে নেই। আমরা আমাদের বিয়ের সময় একটা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলাম।

আমার বিয়ের কথা আমি ভাবছিলাম। এবং তারপর কোন কিছুই স্পষ্টভাবে মনে করতে পারলাম না। আমি অনুভব করলাম আমার পেটের ভেতর একটা কি রকম যেন হতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম রুথ আমার প্রতি কি অনুভব করছে। আরেকবার আমি তার দিকে তাকালাম। তার শরীরের গঠন খুবই সুন্দর, সেটাই তার প্রধান আকর্ষণ। সে এখনও বেশ সরস, সতেজ এবং উত্তেজনাপূর্ণ, আমার মতে তার মুখে কিছুটা ত্রুটি আছে। কারণ মুখটা বেশ ছোট

এবং শিশুসুলভ, ঠোঁট দুটো বেশ পাতলা, কিন্তু তাকে কখনই কোনভাবে এর জন্য লাজুক বা শীতল বলে মনে হয় না, রুথের বিয়ে হয়েছে চার মাস। এতদিনে সে হয়ত জেনে গেছে তার নিজের মানুষকে কি ভাবে ভালবাসতে হয় অথবা নিরাশ করতে হয়।

স্টান তার গর্বিত ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল আমার তাদের নিমন্ত্রণ করা উচিৎ। সে বলতে লাগল আগামী শনিবার ভাল সময়, সে রুথকেও জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই স্টান আমার দিকে তাকিয়ে আমার বাড়ীতে আসবে বলে জানাল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পরি নি তারা যে সত্যিই সত্যিই আসতে চাইবে, অন্ততপক্ষে এত তাড়াতাড়ি আসার কথা বলবে সেটা আমার ধারণার অতীত ছিল। আমি দুঃখ প্রকাশ করে জানালাম যে আমার বাড়ীটা রং করাব বলে ঠিক করেছি এবং দু'সপ্তাহের মধ্যে যে কোনদিন কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। মুখে একথা বললেও আসল কারণটা ছিল অন্য। আমি কিছুতেই তাদের আমার ছোট বাড়ী দেখাতে চাই নি।

তখন রুথ আমাকে বলল আমিই তো তাদের বাড়ী যেতে পারি। আগামী শনিবার রাত আটটার সময় আমাকে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানাল।

আমি যাব বলে সম্মত হলাম। এবং মনে মনে একথা ভেবে অবাক হলাম কি করে ওদের ওখানে যাব, কারণ তারা শোর রোডে থাকে, এবং এই ব্যাপারটা আমার ও নোরার অনুভূতিকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই কারণ ওদেরকে আমি যাব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সেকথা এখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, অন্য ভাবে একথাও বলা যেতে পারে আমার হয়ত তাদের বাড়ীতে যাবার ইচ্ছা ছিল কারণ আমি চাইছিলাম রুথের সাথে আবার দেখা হোক।

স্টান একটা কার্ড আর পেন বের করে তার ঠিকানা লিখে দিচ্ছিল। সে দেওয়ালের দিকে ফিরে লিখতে লাগল, আর এদিকে রুথ আর আমি একে অপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা কোন কথা বলছিলাম না, কিন্তু আমি রুথের দিকে উন্মত্ত আবেগে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখ দুটো রুথের পূর্ণ বক্ষের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আমি আবার চোখ মিট মিট করে রুথের চোখের দিকে তাকালাম।

রুথ তার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করল, মনে হল যেন কিছু বলবে, কিন্তু সে আমার দিকে তাকিয়ে একটা বাঁকা হাসি হাসল, আমি নিশ্চিত যে রুথ বুঝতে পারে নি আমার চোখ টেপার অর্থ কি। আসলে আমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারি না। রুথের হাসিতে একটা অন্য ব্যাপার ছিল, একটা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ছিল।

আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করতে চাইলাম না। আমি এই চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম কিন্তু আমি চিন্তাটাকে পরিপূর্ণ ভাবে বাতিল করতে পারলাম না। স্টান কার্ডটা হাতে নিয়ে ফিরে এল। তারপর আমরা হাত মিলিয়ে, বিদায় জানিয়ে একসাথে বেড়িয়ে এলাম, বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে দৌড়তে লাগলাম।

রুথ কিছুটা অন্য ধরণের। তার সাথে কথা বলার সময় চাকরীর খোঁজ করার কথা আমার মনেই ছিল না।

বাড়ী ফিরে দেখলাম নোরা লাল আরাম কেদারাতে বসে রয়েছে আর আমার বাবা-মা উল্টোদিকে সোফার একপানে বসে রয়েছেন। আমি যখন ঘরে এলাম সবাই আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। আমি জানতাম নোরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমার চাকরী চলে যাবার কথা বাবা-মাকে জানিয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তবে খুব একটা জোরে নয়। আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ভিজে গেছি কিনা, আমার পোশাক বদলাব কিনা। তিনি জানালেন তার কাছে আমার কয়েকটা জামা কাপড় আছে।

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর নোরার দিকে তাকিয়ে বললাম আমরা বাড়ী চলে যেতে পারি, আমার বাবা বিড় বিড় করে বললো এত তাড়াতাড়ি আমরা চলে যেতে চাইছি কেন। তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি কানাস্তা খেলা হবে বলে ভেবেছিলেন। তিনি তাঁর গলাটা ঝেড়ে

পরিষ্কার করে বললেন আমি নিশ্চয়ই আবার একটা ভাল চাকরী পেয়ে যাব।

আমি মনে মনে বাবা-মা এবং নোরার জন্য দুঃখবোধ করলাম। আমি চুপচাপ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম আমি কি ভাবে ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার পর এতটা রাস্তা বেড়িয়ে এলাম। আর ওরা সবাই বিষন্নভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি আমার জ্যাকেটটা খুলে তারপর মাকে আর নোরাকে চুম্বন করলাম এবং বাবাকে সম্ভাষণ করলাম। আমি সবাইকে রান্নাঘরের জানলার পাশে আসতে বললাম এবং আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাডি গাড়ীটাকে দেখতে বললাম।

আমার বাবাও আবার কথা বলতে লাগলেন, কানাস্তা খেলার কথা বললেন। আর আমি অনুভব করলাম যে আমি আবার একটা অন্য ধরণের নতুন স্বপ্নে হারিয়ে যেতে লাগলাম। আমার নিজের উপর নিজের ঘেন্না হতে লাগল। আমার পৃথিবীতে বাবা, মা এবং নোরা আছে এবং তাদের সকলকেই আমি ভালবাসি আর তাদেরকে আমি সাহায্য করতে পারি।

আমি আর বেশী ভাবতে পারছিলাম না, তাই আমি নোরাকে বাড়ী যাবার কথা বললাম।।

।। তিন ।।

সেদিন রাতে কিছুক্ষণ গল্প করে আর টি.ভি দেখে আমরা তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেছিলাম। আমি নোরাকে স্টান আর তার স্ত্রীর সাথে দেখা হওয়ার কথা বলেছিলাম এবং একথাও জানিয়েছিলাম যে তারা শনিবার রাত্রে আমাদের তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে। নোরা শুনে বেশ খুশী হল আবার একই সাথে নতুন লোকেদের সাথে দেখা হবে বলে উদ্বিগ্নও হয়ে উঠল।

আমি নোরাব কাছে একটা কথা গোপন করলাম। আমি ঠিক করেছিলাম পরদিন সকালে ডাক্তার স্টিরেনের সাথে দেখা করতে যাব। রাত্রে আমার ভাল ঘুম হল না। নোরা পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত ওঠানামা করছিল। আমি সাড়ে আটটার সময় জামাকাপড় পড়লাম এবং নিজের জন্য এক কাপ কফি বানালাম।

আমি যখন শোবার ঘরে ফিরে এলাম চাবিটা ড্রয়ার থেকে নেবার জন্য তখন নোরা পাশ ফিরে চোখ খুলে তাকাল। সে বিড়বিড় করে ক'টা বাজে জানতে চাইল, তারপর উঠে বসে বলল যে দিনটা খুব সুন্দর। আমি তাকে বললাম যে ঠিকই বলেছে। জানলার পর্দা সরিয়ে দিলাম তার দেখার জন্য।

মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আকাশে সূর্য উঠেছিল। সকালের তাপমাত্রা যতদূর সম্ভব আশির কাছাকাছি হবে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। নোরাকে বললাম সে যেন তৈরী হয়ে থাকে এবং দুপরের খাবার বানিয়ে রাখে। তার মধ্যেই আমি ফিরে আসব।

নোরা জানতে চাইল আমি কোথায় বেরোচ্ছি। আমি তাকে সত্যি কথাটাই জানালাম, বললাম ডাক্তার স্টিরেনের কাছে যাচ্ছি। কারণ ডাক্তারের উচিৎ ছিল নোরাকে কমপক্ষে একদিনের বেতন দেওয়া। আমি ডাক্তারকে সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি আর এক সপ্তাহের বেতনের কথাও জিজ্ঞাসা করব বলে নোরাকে জানালাম।

নোরা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে তার মাথাটা নত করল, কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি যেন উত্তেজিত না হই বা কোনরকম ঝামেলা না করি।

আমি হেসে তাকে নিশ্চিন্তে থাকতে বললাম। ডাক্তার যদি না বলে তাহলে আমি ফিরে আসব বলে জানালাম।

তারপর লিফটে করে আমি নীচে নেমে এলাম। আমি যে তলায় থাকি সেখানকার একজন বয়স্ক অসুস্থ ভদ্রমহিলা নীচে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসেছিলেন, বোধ হয় সূর্যের প্রথম রশ্মি গ্রহণ করছিলেন, তিনি হেসে বললেন আমাকে নাকি নতুন বরের মত লাগছে।

আমি সিগারেট জ্বালাবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা যে আমাকে লক্ষ্য করেছেন এটা দেখে আমি খুশী হলাম। আমাকে দেখতে বেশ পরিচ্ছন্ন আর সমৃদ্ধশালী লাগাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম কিভাবে শান্ত ও সংযত আচরণের দ্বারা আমি যা চাই তা পাব।

আমার পরণে একটা টাইট প্যান্ট আর স্পোর্ট'স শার্ট ও হাল্কা জ্যাকেট, মাথায় ছিল পানামা টুপি যা সবচেয়ে ভাল গ্রীষ্মের পোশাকের প্রতিনিধিত্ব করছিল। আমার জুতো জোড়া নতুন ছিল না কিন্তু সেগুলো নতুনের মতই চকচক করছিল।

আমি ওসান এ্যাভিন্যুতে ডাক্তারের দোতলা বাড়ীর সামনে পৌছে দ্বিতীয়বার সিগারেট জ্বালালাম। তারপর গাড়ীটাকে এক কোণে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলাম যাতে ডাক্তার কোনভাবেই সেটাকে দেখতে না পায়। যাইহোক, এবার গাড়ী থেকে নেমে পেছনে হেঁটে এলাম : আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাতে লাগল, হাতের নীচ দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। আমি সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে বাড়ীর ভেতর ঢোকার জন্য তৈরী হলাম এবং বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম। তারপর স্থির হয়ে দৃঢ়চিত্তে আমি লম্বা বারান্দাটা পার হয়ে দুটো সিঁড়ি লাফিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং বেল বাজালাম।

আমার মনে হল যেন আমি আধ ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একজন ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন আমি কে। আমি জানালাম আমি ডাক্তার স্টিরেনের সাথে দেখা করতে চাই। ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বললেন ডাক্তার বাইরে কখন বেরোবেন। ভদ্রমহিলার চেহাড়া বেশ লম্বা-চওড়া, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি ,তার পরণে হাউসকোট, চুলগুলো কার্ল করা, মুখটা হলদেটে রং এবং তাতে কোন মেক-আপের চিহ্ন নেই। তিনি আমাকে বললেন, আমি চাইলে ডাক্তার আমার বাড়ীতে যেতে পারেন।

কথাটা শুনে আমি ভীত হলাম, বললাম আমার প্রয়োজনটা খুবই জরুরী, ডাক্তারবাবু যদি আমাকে একটু সময় দেন তাহলে খুব ভাল হয়। মহিলা পিছন ফিরে চীৎকার করে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বললেন একজন ভদ্রলোক তার সাথে এক্ষুনি দেখা করতে চায়।

আমি বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলা ডাক্তারের স্ত্রী। আর নোরার সতেজ সৌন্দর্যে ডাক্তারের তৃষ্ণার্ত হবার কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবণ করতে পারলাম।

যাই হোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা গম্ভীর গলা শুনতে পেলাম, আমি দেখলাম একজন লম্বা বেশ ভারিক্কী চেহারার ভদ্রলোক সিঁড়ির উপবে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর হবে কিন্তু দেখতে বেশ ফিটফাট এবং সতেজ। তাঁকে দেখামাত্রই আমি যা বলব বলে ঠিক করেছিলাম সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

আমি ডাক্তারকে আমার নাম এডওয়ার্ড সাইমন জানালাম, বললাম তিনি নিশ্চয়ই আমার সাইমন নামটার সাথে পরিচিত আছেন। আমি তাঁর সাথে কয়েক মিনিট একান্তে কথা বলতে চাই বলে জানালাম।

ডাক্তারের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার মুখে একটা দুর্বল হাসি ফুটে উঠল। তিনি অবশ্যই আমার সাথে কথা বলবেন বলে নীচে নেমে এলেন। তাকে যথেষ্ট নার্ভাস দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন তাঁর গ্যারেজে যাওয়ার পথে কথা বললে চলবে কিনা।

আমি ডাক্তারকে জানালাম আমি তাঁর অফিসে বসে কথা বলতে চাই। ডাক্তারের স্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছিলেন যে তার স্বামী যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছেন, তিনি বোধ হয় আমাকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলছিলেন। কিন্তু ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁর স্ত্রীকে বললেন যে চিন্তার কিছু নেই, আমি ডাক্তারের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে গেছি।

ডাক্তারের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন সেই মেয়েটার নাম সাইমন ছিল কিনা! আমি বুঝলাম মহিলা নোরার কথা বলছেন, ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন আমি একজন রোগী। সেই মেয়েটার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ডাক্তার বিরক্তভাবে হাত নেড়ে বললেন এ ভাবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

ভদ্রমহিলা কাধ বাঁকালেন এবং সরে দাঁড়িয়ে তার স্বামীকে যাওয়ার জায়গা করে দিলেন। আমি অতঃপর ডাক্তারের পেছন পেছন চলতে লাগলাম এবং একটা ওয়েটিং রুমে এসে পৌঁছলাম। এই ঘরের দরজা দিয়ে আমরা একটা অফিস ঘরে ঢুকলাম। তারপর আবার অন্য একটা দরজা দিয়ে সার্জিকাল ঘরে ঢুকলাম। ডাক্তার আমাদের পেছনের দুটো দরজাই বন্ধ করে দিলেন।

আমি কথা বলতে শুরু করলাম, বললাম আমার স্ত্রী ....। কিন্তু ডাক্তার হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। তিনি ওপরতলায় পায়ের শব্দ থেমে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর দরজার কাছ থেকে সরে এলেন এবং একটা টেবিল আমাদের দু'জনের মাঝখানে রাখলেন। ডাক্তার বললেন এবার ভদ্রলোকের মত আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর গলাটা কাঁপছিল। তিনি বললেন আমার স্ত্রীকে নেওয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু সামান্য একটু স্পর্শ ......

আমি যখন প্রথম ডাক্তারের বাড়ীতে ঢুকলাম তখন আমি কিছুটা ভীত ছিলাম, নিজের ওপর ঠিক আস্থা রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করলাম ডাক্তার কি রকম ভীত হয়েছেন। আমি ভেতরে ভেতরে এক ধরণের উল্লাস অনুভব করলাম। আমি খুব শীঘ্র আমার পরিকল্পনা পরিবর্তন করলাম। ভাবলাম, আগে দেখা যাক ভদ্রলোক কী করেন। আমার বুকের ভেতর ছটফটানি বাড়তে লাগল, আমি ঠিক করলাম তিনি যাই করুন আমি কোন অবস্থাতেই রাগব না।

আমি ডাক্তারের কথার সূত্র ধরে বললাম 'সামান্য স্পর্শ!' আসলে তিনি যেন অধঃপতিত ব্যক্তির মত কথা বলছেন। আমি জানালাম আমার স্ত্রী বাড়ীতে রয়েছেন, ডাক্তারের ঐ ভাবে আঘাত করার পর সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন 'আঘাত', তিনি তার হাত দুটো জোর করে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন যে তিনি শপথ করছেন সে রকম কোন ব্যাপার হয় নি।

আমি তাকে শপথ করতে বারণ করলাম, বললাম তাঁর সাথে আদালতে দেখা হবে। এই বলে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগলাম। ভদ্রলোক আমাকে দাঁড়াতে বললেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তিনি এরকম করবেন।

ডাক্তার আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। তিনি বলতে লাগলেন এই সামান্য ব্যাপারে কোর্টে গিয়ে কিই বা লাভ আছে। আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম, তাঁর মুখের দুঃখী ভাবটা লক্ষ্য করলাম। আমি মনে মনে লজ্জিত হলাম। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করলাম না কারণ আমার সত্যি সত্যি কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। আমি ডাক্তারকে বললাম এই ঘটনাটা যদি তার স্ত্রীর সাথে ঘটত? ডাক্তার তৎক্ষণাৎ একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন তাহলে তিনি আনন্দিত হতেন। আমি তখন বললাম ঠিক আছে, তাহলে তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে নীচে আসতে বলেন।

ডাক্তার আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তিনি তাঁর চোখ দুটো নামিয়ে ফেললেন, বললেন এরকম কোন কিছুই কি নেই যা তিনি করতে পারেন বা বলতে পারেন। কোন ভাবেই কি তিনি নিজের ভুল সংশোধন করতে পারেন না।

আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কি জানেন তাঁর এই সামান্য স্পর্শের কি ফল হতে পারে। আমি তাঁকে জানালাম তার সেদিন ঐভাবে আঘাত করার পর আমার স্ত্রী নিজে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন, সে খুবই মুষড়ে পড়েছিল। ফলে হঠাৎ সে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। অন্য একটা গাড়ীকে সে ধাক্কা মারে। আর এই ক্ষতিপূরণের জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছে। তাই সব কিছুর জন্য দায়ী ডাক্তার স্বয়ং।

ডাক্তারের স্টিরেনের মুখের ভাবে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, তিনি যেন কিছুটা কঠিন হয়ে গেলেন। আমি হঠাৎ সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। ডাক্তার জানতে চাইলেন আমি তাকে সেই দুর্ঘটনার জন্য টাকা দিতে বলছি কিনা। আমি গলায় ক্রোধ ফুটিয়ে বললাম নিশ্চয়ই তাঁর দেওয়া উচিৎ। ভদ্রলোক মাথাটা কিছুটা নুইয়ে জানতে চাইলেন আমি কত টাকা চাইছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম এক হাজার ডলার। তারপর একটু দুঃখিতও হলাম। কিন্তু এর চেয়ে কম বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, ডাক্তার আবার তাঁর মাথাটা নোয়ালেন, তার ঠোঁট দুটো ভেজালেন। আমি বললাম আমার স্ত্রী দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। আমি যেন কথা বলতে বলতে হোঁচট খেলাম, তবুও বললাম যে তাঁকে আমাদের এবং অন্য গাড়ী দুটোরই মেরামতের খরচ দিতে হবে।

ডাক্তার আমাকে এমনভাবে দেখছিলেন যে আমি ঠিক সহ্য করতে পারছিলাম না। তিনি ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলেন। আমি টেবিলের উপর টেলিফোনটাকে দেখতে পেয়ে সেটার

দিকে এগিয়ে গেলাম, বললাম তিনি যদি চান আমি তাহলে পুলিশকে ডাকতে পারি, তিনি নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে খুলে বলবেন তিনি যা যা করেছেন।

ডাক্তার বললেন তিনি পুলিশকে একথাও জানাবেন আমি কি ভাবে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছি। আমি লাফিয়ে গিয়ে ডায়েল করে অপারেটরকে বললাম পুলিশকে লাইনটা দিতে। তারপর আমি ডাক্তারের দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে, একেবারে রক্তশূন্য, বিষর্ণ হয়ে গেছে, হাত দুটো টেবিলের উপর মুঠো করে ধরা আছে। তাঁর নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিল না।

অপারেটর জানতে চাইলেন গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারে ঘটেছে কিনা। আমি তাকে বললাম তিনি যেন কিছু মনে না করেন আসলে এটা একটা ভুল হয়ে গেছে। এই বলে আমি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম, আর বাস্টার্ড বলে চীৎকার করে উঠলাম। আমি নিজেই বুঝতে পারলাম বাস্টার্ড আমি কাকে বললাম ডাক্তারকে না নিজেকে।

ডাঃ স্টিরেন টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হল, মনে মনে কেমন একটা ব্যর্থতা অনুভব করলাম। আমি ঘামতে লাগলাম, আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল টেবিলের পেছনে গিয়ে আমার দু'হাত দিয়ে ডাক্তারের গলাটা চেপে ধরে নিষ্পেষণ করি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই ব্যর্থতার অনুভূতিটা থাকে।

তারপর আমি আভেরী স্টিরেনের কথা শুনতে পেলাম। তিনি বললেন শত্রুতা করে কোন লাভ নেই কারণ আমরা দু'জনেই একটা ভুল করেছি। তিনি যা করেছেন তা অমার্জনীয় কিন্তু আমি যা করেছি সেটা আইনতঃ অপরাধ।

আমি জানি না কেন এরকম হল। আমি মাথা নোয়ালাম তারপর ডাক্তারের দিকে তাকালাম। আমি খুবই অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম মনে হল যেন মরে যাব। আমি ঘুরে দরজার দিকে এগোতে লাগলাম। ডাক্তার হঠাৎ আমার হাতে কিছু একাট গুঁজে দিলেন, বললেন তিনি বুঝতে পেরেছেন আমি কোন পেশাদার অপরাধী নয়। শুধুমাত্র অতি মাত্রায় উত্তেজনাবশতঃ আমি এই কাজ করেছি। তিনি আমার অনুভূতি বুঝতে পারছেন। তিনি বললেন তিনি যা দিলেন তাতে আমার সাহায্য হবে। আবার তিনি একথাও বললেন যে তিনি এই ভেবে ভীত হচ্ছেন যে আমি তাঁর অনুভূতি বুঝতে পারছি না। তিনি আমাকে বললেন আমি যাতে তাঁর বয়সে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তাহলে এই স্পৃহাটা.....

আমি হেঁটে ওয়েটিং রুমে গেলাম, বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ডাক্তার আমার পেছনে এলেন না, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে লাগলাম, এতক্ষণ ধরে যা যা ঘটেছে সব ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম। যাই হোক, আমি তো আর কোন অপরাধী নই। আমি আবার ভাবতে লাগলাম ডাক্তার স্টিরেনের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করার আগে তিনি কি বলেছিলেন। আমি যাতে তাঁর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলেই আমি এই স্পৃহাটা বুঝতে পারব। কিন্তু আমাকে অপেক্ষা করতে হল না, আমি এখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আর যা কিছু ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হলাম।

আমি আমার ডান হাতটা নাড়াতে গিয়ে খেয়াল করলাম আমার হাতে কিছু রয়েছে, ডাক্তার আমার হাতে কিছু দিয়েছিলেন, দেখলাম দুটো পঞ্চাশ ডলারের বিল। তার মানে একশ ডলার।

আমি নিজের মনে হাসলাম, চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম নোরা এই টাকাটা দেখে কি রকম খুশী হবে। আমি যখন তাকে পুরো ঘটনাটা বলব তখন.........।

বাড়ী ফিরে দেখলাম নোরা একটা চেয়ারে বসে আছে। তার পরণে একটা নীল রঙের পেডেল প্যুশর, একটা নীল পোলো শার্ট, আর তার চুল পেছন দিকে টেনে একটা সরু নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা। তবে সে মুখে কোন মেক-আপ নেয়নি আর তার ঠোঁট দুটোও লিপস্টিকের উজ্জ্বল রঙের ছোঁয়া পায় নি। আর তার রাত্রিকালীন ব্যাগটা নীচে মেঝেতে তার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে।

আমার মনে হল নোরা সত্যিই খুব সুন্দর। আমার দৌড়ে তার কাছে যেতে ইচ্ছে করল, তার কোলে আমার হাত দুটো রেখে কাঁদতে ইচ্ছে করল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ভেতর সেই বিশ্রী অনুভূতিটা নষ্ট না হয়ে যায়। কিন্তু আমি তা করতে পারলাম না, ভাবলাম আমি একশ ডলার

আদায় করতে পেরেছি সুতরাং আমার কান্নার কোন কারণ নেই।

নোরা আমার দিকে না তাকিয়ে বলল আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়েছি। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজেছে। এই বলে সে চুপ করল, তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ঘটনা ঘটেছে জানতে চাইল। জোর করে হেসে বললাম আমি, সেরকম কিছু ঘটে নি, আর আমার মনে হয় যে সে ব্যাপারটা শোনার জন্য সত্যি সত্যি আগ্রহী নয়। নোরা নরম গলায় বলল আমাকে দেখে তার অসুস্থ বলে বোধ হচ্ছে। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম অসুস্থ হওয়ার কোন কারণ নেই। নোরা এবার জিজ্ঞাসা করল আমি একদিনের বেতন পেয়েছি কিনা। তার এই তীব্র কৌতূহল দেখে আমার কিছুটা ভাল লাগল। আমি নোরাকে বললাম সে যেন না ভাবে যে আমি শুধু একদিনের টাকা আদায় করেছি? নোরা অবাক হয়ে জানতে চাইল আমি পুরো সপ্তাহের টাকা পেয়েছি কিনা!

আমি নোরার কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলাম। আমি নিজের অভিনয় ক্ষমতাকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। আমি বললাম ডাক্তারকে আমি আমার স্ত্রীর সাথে বোকার মত আচরণ করার জন্য একশ ডলার দিতে বাধ্য করেছি। পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলার দুটো বের করে আমি নোরাকে দিলাম: সে টাকাগুলো নিল, তার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল, সে জিজ্ঞাসা করল এটা আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা। আমি বললাম এতে অন্যায় বা বে-আইনি কিছু হয়নি।

নোরা হাসতে চেষ্টা করল, জিজ্ঞাসা করল কোন ঝামেলা হয়েছিল কিনা মানে ডাক্তার, আমার সাথে নিশ্চয়ই কিছু করে নি। আমি কোমরের বেল্টটা আলগা করলাম, বললাম সব ঘটনা আমি গাড়ীতে যেতে যেতে তাকে বলব।

আমি আমার প্লাইমাউথটা ৫৫ নং রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এসেছিলাম, আর পেছনের রাস্তা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম, একইভাবে বেড়িয়ে এলাম উঠোন দিয়ে যেখানে দুটো বাচ্চা খেলছিল আর তিনজন বসে খেলা দেখছিল। দর্শক তিনজন দেওয়ালের কোণে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। এই সময়টা হাত বলার খেলারই সময়। ছেলেদের বয়স বারো-তেরো বছরের বেশী হবে না। আমার মনে হল তারা হয়ত জানে না যে তারাই সত্যিকারের সুখী।

আমি গাড়ী চালাতে চালাতে নোরাকে বলতে লাগলাম কিভাবে আমি স্টিরেনের অফিসে গেলাম। এবং নিজের পরিচয় দিলাম। আমি বললাম ডাক্তার আমার সাথে কি রকম ব্যবহার করেছেন আর আমিও যথেষ্ট ভদ্রলোকের মত আচরণ করেছি। ডাক্তার আমার স্ত্রীকে বিরক্ত করার জন্য যথেষ্ট লজ্জিত হয়েছিল। তারপর আমি তাকে টাকার কথা বলার আগেই ভদ্রলোক তার ব্যাগ খুলে একশ ডলার বরে করে আমাকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি টাকাটা নিয়ে ডাক্তারকে বললাম তিনি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে আমি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করলাম না, তারপর বেরিয়ে চলে আসি।

নোরার প্রতিক্রিয়া দেখে আমি অবাক হলাম। সে বলতে লাগল তার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ব্যাপারটা এত সহজে হয়েছে। তার মনে হয় আমি নিশ্চয়ই ডাক্তারকে অল্প বিস্তর ভয় দেখিয়েছি। যাই হোক নোরা বলল যে এসব নিয়ে আর ভাববে না কারণ আমরা টাকা পেয়ে গেছি। এবার আমরা একটা সুন্দর দিন কাটাতে পারব।

দিনটা সত্যিই খুব সুন্দর ছিল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবহাওয়াটাও সমুদ্রের বীচে সময় কাটানোর উপযুক্ত ছিল। জলের তাপমাত্রাও সঠিক ছিল, কিছুটা গরম আর আরামদায়ক। আমরা সত্যিই খুব ভাল সময় কাটালাম। আমরা আমাদের দুপুরের খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা সেদিন সূর্য স্নান করেছিলাম আর বালির উপর বসে কানাস্তা আর দাবা খেলেছিলাম একে অপরের সাথে, আমি পরাজয়ের গ্লানি ভুলে চললাম। আর ছেলেবেলার মত আনন্দে ডুবে গেলাম, এবং সত্যিকারের মজা অনুভব করলাম।

আমি রাত্রি আটটা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। তারপর সোডা আর খাবার কিনে গাড়ী করে বাড়ী ফিরে এলাম। নোরা রোজ দিনের মত আজকেও বলতে লাগল আমার এই পুরনো প্লাইমাউথ গাড়ীটার বিভিন্ন রকমের আওয়াজ আর গণ্ডগোলের কথা। অবশ্য নোরা এসব মজা করেই বলে আর আমার ওকে মহিলা মেকানিক বলে মনে হয় ও আমি এতে আনন্দবোধ করি। যাই হোক

আমি মনে মনে বললাম এই বছরে আমি আজকের মত এত সুখী কোনদিন হইনি।

আমরা রাত বারোটার পর পর্যন্ত টি. ভি দেখতে লাগলাম। নোরা বিছানায় যেতে চাইল কিন্তু ঠিক ঘুমোবার জন্য নয়। নোরার চোখে মুখে এমন একটি ব্যাপার ছিল যে আমি তার কাছে গেলাম এবং অবশ্যম্ভাবী খেলায় মেতে উঠলাম আমি যা চাইনি তাও হল, আসলে সব বিবাহিত পুরুষের জীবনেই এই ব্যাপারটা ঘটে।

যাই হোক আমরা আমাদের চাকরী খোঁজার ব্যাপারে কথা বলতে লাগলাম। আমরা বিছানায় শুয়েই কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল আমরা যদি কোন ছোট শহরে চলতি বই বা রেকর্ডের দোকান দিই তাহলে এই নতুন ধরণের কাজে আমরা সুখী হতে পারব। এটা করতে তিন, চার হাজার ডলারের বেশী লাগবে না, বেশী হলে পাঁচ হাজার লাগবে। আর আমরা নিজেরাই আমাদের বস্ হব। কেউ আমাদেব উপর আধিপত্য দেখাতে পারবে না। আমি এ ব্যাপারে নোরার মতামত জানতে চাইলাম।

কিন্তু নোরার কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না। তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি পাশ ফিবে শুলাম এবং ঘুমানোব চেষ্টা করলাম। ভাবতে লাগলাম কতদিন এই পাঁচ হাজার ডলার সঞ্চয় কবা যাবে, বেশী হলে আট কি ন' বছর। আর এর মধ্যে আমাকে ঘামে ভিজে বা শীতে জমে কোন চাকরী করতে হবে, তারপর এই অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে আসতে হবে। আমার বাবা-মা অনিশ্চিত ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের নাতি বা নাতনির জন্য অপেক্ষা করে যাবেন।

আমি এ ব্যাপাবে নিশ্চিত যে আমিও একটা বাচ্চা চাইছিলাম, কিন্তু ঠিক কেন তা আমি নিজেও জানি না। আমার মনে হয় তাহলে আমার ভাল লাগবে, আমি কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারব আর আমার বাবা মাও খুশী হবেন।

আমাব মেজাজটা আবাব বিগড়ে গেল। আমি পেটের ভেতর সেই পুরনো ব্যথাটা টের পেলাম, সেই আতঙ্কটা আমাকে আবাব ঘিবে ধরল। শেষ পর্যন্ত আমি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম তখন আগামী শনিবার রাতের কথা, স্টান আর রুথের সাথে দেখা হওয়ার কথা ভাবতে লাগলাম।

বাট এ শর্ট টাইম টু লিভ

।। এক ।।

হ্যারি যখন কার্ডখানা মোটা স্ত্রীলোকটিকে দিল তখন সে হ্যারির দিকে তাকিয়ে একবার নিজের মনে হাসলো। ওকে বেশ খুশীই লাগছিল কারণ হ্যারি তার ছবি তুলেছিল। কার্ডটা ব্যাগে ভরে রাখবার আগে যত্নসহকারে একবার সেটা পড়ে নিল। হ্যারি বলল, বিকেলে ছবিটা পাবে। তোমায় কিনতে হবে না। সেদিন ওটাই ছিল শেষ ছবি তোলা। ও একশোটা ছবি তুলেছে আর ভাবছিল যে যদি পঁচিশজনও এগুলোর ক্রেতা হয় তবে সে ধন্য হবে।

তবে এসময়ে আর কিছু করার নেই। কারণ তাকে এখন লানোক স্ট্রীটের বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসতে হয় আর মুথীর চেঁচামেচি শুনতে অথবা কোন মদের দোকানে গিয়ে কাগজ পড়তে হয়।

যখন রাস্তার গাড়িগুলো থেমে পড়ল ও রিজেন্ট স্ট্রীট আতিক্রম করে, গ্লাস হাউস স্ট্রীটে পড়ল, তারপর ধীরে ধীরে অতিক্রম করল। একটা সান্ধ্য দৈনিক কিনে সামনের পাতাটা পড়তে পড়তে যেতে লাগলো। তারপর ব্রেওয়ার স্ট্রীটের ওয়েলিংটনের ডিউকের মদের দোকানে ঢুকল। এখানকার পরিবেশ এবং বিয়ারটাও তার ভালো লাগে।

হ্যারি বারে বসে বীয়ার খেতে খেতে চারিদিক দেখল। বারের প্রায় সকলকেই ও চেনে। এককোণে বসে তিনজন লোক বীয়ার খাচ্ছিল। হ্যারি তাদের চেনে না। এদের কথাবার্তার একটি বর্ণও বুঝতে পারল না।

হঠাৎ হ্যারির চোখ গেল একটি সুন্দরী আকর্ষণীয়া মেয়ের দিকে। মেয়েটাকে হ্যারির যে কোন ফিল্মস্টারের চেয়েও সুন্দরী মনে হল।

মেয়েটার জামাকাপড় দেখে মনে হল বেশ দামি। মেয়েটার কাছে একবার যেতে ইচ্ছে হল কিন্তু নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে হ্যারি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মেয়েটিকে হুইসকি খেতে দেখে হ্যারি অবাক হল এবং আঘাত পেল। তারপর ওর পাশে বেঁটে, মোটা, বয়স্ক লোকটাকে দেখতে পেয়ে দ্বিতীয়বার আঘাত পেল।

ওরা কে হ্যারি ভাবতে লাগল। এমন সময় মোটা লোকটা হ্যারির ঘাড়ে এসে পড়ল। লোকটা যে কখন ওর কাছে চলে এসেছে হ্যারি খেয়ালই করেনি।

লোকটা হ্যারির কাছে ক্ষমা চায়। হ্যারি বেশ উৎফুল্লভাবেই জবাব দিল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কোন ক্ষতি তো হয়নি।

হ্যারির কথা শুনে লোকটার খুব ভালো লাগে। সে হ্যরিকে মদ খাওয়াতে চায়। হ্যারি প্রথমে বারণ করে, কিন্তু তারপর লোকটা বারবার বলাতে হ্যারি তার কথা ফেলতে পারে না এবং লোকটাকে সে দুঃখও দিতে চাইলো না।

লোকটা বলল, আমি এমন লোককে বিশ্বাস করি যে সত্যবাদী কিন্তু মুশকিলটা এই যে ওই মেয়েটা সত্যি কথা বলেনা। সত্যিকথার থেকে ওরা দূরে থাকে। আচ্ছা, আমার সঙ্গে মদ খেলে তুমি কি কিছু মনে করবে?

হ্যারি জানালো যে ও কিছুই মনে করবে না। লোকটা দোকানের কর্মচারীকে ডেকে হুইস্কির অর্ডার দিয়ে হ্যারিকে বললো, চলো আমাদের সঙ্গে খাবে।

লোকটি বলল, আমার নাম শ্যাম উইনগেট। হ্যারির নাম জিজ্ঞাসা করায় হ্যারি বলল, হ্যারি রিকস্।

এরপর ওরা মেয়েটার টেবিলের দিকে গেল।

।। দুই ।।

মেয়েটার নাম ক্রেয়ার ডোলান, মেয়েটা ওদের আসতে দেখলো। উইনগেট বললেন, ইনি মিঃ রিক্স্ ওকে একা বসে থাকতে দেখে টেনে নিয়ে এলাম।

ক্রেয়ার হ্যারির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। কিছু বললো না।

হ্যারি ওর পাশে দাঁড়াতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওর ব্যবহার আর হতাশ দৃষ্টি ওর তেমন ভালো লাগল না।

হ্যারি বিব্রত ভাবে বলল, আমি ভাবছি আমার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি।

উইনগেট চেঁচিয়ে বলল, চুপচাপ বসে পড়। আমি বললাম না তোমাকে দেখে ওর ভালো লাগবে, আর তাই হয়েছে দেখ।

ক্রেয়ার হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। নিশ্চয়ই, আমি খুব আনন্দিত, ও ব্যঙ্গের সঙ্গে বললো, তবে আমার মনে হয় আমাদের বিব্রত করা ছাড়াও মিঃ রিক্সের অন্য কাজ আছে।

হ্যারি বলল আমার নাম হ্যারি রিক্স্। উইনগেটের কাছে হ্যারি বিদায় চাইলে উইনগেট প্রচণ্ড রেগে গেলেন।

ক্রেয়ার রেগে গিয়ে বলল, ওহ্। বসুন বসুন। ও ধরনের ব্যাপারে আমার বলা ভাল লাগে না।

হ্যারি বসে পড়ল। উইনগেট বলল, তোমরা কথা বল, আমি একটু চোখ বুজি।

হ্যারি মেয়েটার খালি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কি মদ আনতে বলবো?

মেয়েটি হ্যারির দিকে না তাকিয়েই বলল, না, ধন্যবাদ। আপনার কথাবার্তা বলার আর দরকার নেই।

হ্যারি চুপচাপ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

হ্যারির চাউনিতে বিরক্ত হয়ে মেয়েটা তার দিকে ভ্রূ তুলে তাকিয়ে বলল, ওভাবে কি তাকিয়েই থাকবেন? আপনার আর কিছু করার নেই নাকি?

হ্যারি বলল, কিছু করার চেয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতেই ভালো লাগে। আমার মনে হয় না আর কোনদিন আপনাকে দেখতে পাবো। তাই যদি বলি আপনি খুব সুন্দর তবে কি কিছু মনে করবেন?

হ্যারি দেখল মেয়েটা একটা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আব ওর চাউনি থেকে আগেকার সেই কঠিন, নিরাশ ভাবটা চলে গেছে।

মেয়েটা হ্যারিকে খুব ভালভাবে দেখল। ওর চোখ দুটো কত উজ্জ্বল, কিরকম চওড়া কাঁধ, আর কি সাদা দাঁত। যা অন্যান্য লোকেদের দেখাই যায় না। ও ভাবলো হ্যারিকে দেখতে ভালো।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি এখানে প্রায়ই আসো?

মেয়েটা বলল, এর আগে ও একবারই এখানে এসেছিল যখন লন্ডনে যুদ্ধ চলছিল, সুতরাং ওরা যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে উইনগেট জেগে গেছে, আর একবার মদ খাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলো। ও পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলো ওর টাকার ব্যাগ নেই। ভালো করে হাতড়াতে লাগলো পকেট-টকেট। ওর নড়াচড়া দেখে ক্রেয়ার আর হ্যারি তাদের কথাবার্তা বন্ধ করলো।

উইনগেট বললো, আমার টাকার ব্যাগ চুরি হয়ে গেছে। বারের সকলে উইনগেটের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

উইনগেট খুব কঠিনভাবে রেগে গিয়ে হ্যারির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ও আমার ব্যাগ চুরি করেছে। ওটা ওকে ফেরৎ দিতে বলুন নইলে পুলিশ ডাকব। ঐ ব্যাগের মধ্যে পঞ্চাশ পাউন্ড ছিল।

বাবের লোকটা ওদের ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেল। ম্যানেজার সব কিছু শুনে গোলগাল চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

হ্যারি খুব রেগে গিয়ে বললো, আমি ওই টাকার ব্যাগ সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আর আমি প্রমাণও দিতে পারি।

বলে হ্যারি তার পকেট থেকে সবকিছু টেবিলের ওপর রাখল। ম্যানেজার কর্মচারী, উইনগেট

আর ক্রেয়ার বেশ উৎসাহ নিয়ে দেখলো।

ম্যানেজার ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার মাথাটা সন্দেহজনকভাবে নড়তে লাগল। তারপর উইনগেটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, ও সন্তুষ্ট কিনা।

উইনগেটের মুখ ম্লান হয়ে গেল। এরপর ও ক্রেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল তাহলে এই মেয়েটা নিয়েছে।

ক্রেয়ার ম্যানেজারের দিকে হেসে বললো, আপনি যদি খুঁজে বের করতে না পারেন উনি কিন্তু এর পরে বলবেন যে, আপনি নিয়েছেন।

ম্যানেজার কিছু বলার আগেই ক্রেয়ার ওর হাতব্যাগ থেকে সব জিনিস বের করে টেবিলের ওপর হ্যারির রাখা জিনিসগুলোর পাশে রাখলো।

হ্যারি জিনিসগুলো দেখে অবাক হয়ে গেল। একটা সোনার পাউডারদানী, সিগারেট কেস, একটা সোনার সিগারেট লাইটার, একটা ফাউন্টেন পেন, একটা চেকবই, কয়েকটা নোট, কিছু চিঠি, একটা চিরুনী, একটা রুমাল, সোনার দানীতে রাখা একটা লিপস্টিক আর একটা রিং-এ কয়েকটা চাবি।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন, শেষবার কখন আপনি টাকার ব্যাগটা ব্যবহার করেছিলেন?

উইনগেট বলল, ঠিক মনে পড়ছেনা। ম্যানেজার বললেন বোধহয় টাকার ব্যাগটা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন অথবা এখানে আসার আগে চুরি হয়ে গেছে।

ক্রেয়ার ম্যানেজারকে বলল, মনে হয় আমরা চলে যেতে পারি অথবা উনি কি এখন পুলিশ ডাকতে চান?

ম্যানেজার বললেন, আপনারা যেতে পারেন আর আপনাদের দু'জনের কাছেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি চাই না এখানে এসব কাণ্ড ঘটুক আর আপনারা দু'জনেই এখানে আসবেন।

হ্যারিকে অবাক করে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে ক্রেয়ার দরজার দিকে এগোতে লাগল।

উইনগেট ওদের ডাকল কিন্তু তারা পেছনের দিকে না তাকিয়ে বার ছেড়ে সোজা রাস্তার ওপর গিয়ে পড়ল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হ্যারি ওর হাত ধরলো আর ঠিক তখনই ক্রেয়ার ওর কোটের একটা অংশ ফোলা দেখলো। ও একটু পিছিয়ে যেতেই ওর পায়ের কাছে সেটা পড়ে গেল। ক্রেয়ার তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে ওটা তুলে নিল আর নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরে নিল।

হ্যারি বলল, তুমি ব্যাগ দেখানোর আগে আমার পকেটের মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলে?

ক্রেয়ার বলল, আমি ওকে শিক্ষা দেবার জন্যই কাজটা করেছিলাম। তুমি ভেবো না আমি চোর। আমি ওকে ওটা ফিরিয়ে দেব। ওর ঠিকানা আমি জানি। এখন মাতাল অবস্থায় আমি ওকে ওটা ফিরিয়ে দিতে পারি না।

হ্যারিকে বলল, এখন আমার জায়গায় চলো। আমরা এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি। কাছেই আমার বাড়ি ওখানে আমি তোমাকে বলব কিভাবে ঘটলো ওটা।

হ্যারি ক্রেয়ারের সঙ্গে গ্লাস-হাউস স্ট্রীট বরাবর পিকাডেলীর দিকে এগিয়ে চললো।

।। তিন ।।

পিকাডেলী বরাবর ভিড় ঠেলে যখন তারা এসেছিল তখন ক্রেয়ার কথায় কথায় হ্যারিকে জানিয়ে দিল উইনগেট আর ওর টাকার ব্যাগ-এর কথাটা। এরপর হ্যারির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, হ্যারি কোথায় থাকে?

হ্যারি বলল, ল্যানক স্ট্রীটে স্লোয়ান স্কোয়্যার-এর দিকে বেঁকে।

ক্রেয়ার বলল লং একরে আসার একটা ফ্ল্যাট আছে। তোমার পছন্দ হবে। তারপর বললো, তোমার কি কোন মেয়ে বন্ধু আছে?

হ্যারি বলল, না।

এরপর হ্যারির কাঁধ থেকে ঝোলানো ছোট ক্যামেরাটা ছুঁয়ে বললো, তুমি কি ফটো তোলো?

হ্যাঁ। হ্যারি অবাক হয়ে ভাবল, ওকি আমার পেশা জেনে ফেলেছে।

ক্রেয়ার বলল এটা খুব ছোট ক্যামেরা। এটা কি লিকা?

হ্যারি বলল, হ্যাঁ।

ক্রেয়ার বলল, আমার এক বন্ধুর লিকা ছিল। ও সবসময় আমার নুড ছবি তুলতে চাইতো। তুমি কি কখনো নুড তুলেছো?

হ্যারি মাথা নাড়ল।

আমি এরকম ছবি তোলার জন্য কাউকে পাইনি।

এরপর মেয়েটি থেমে বলল, এই দোকানটার ওপর একটা ফ্ল্যাটে আমি থাকি।

ওরা একটা দরজির দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিল আর হ্যারি জানালা দিয়ে উঁকি মারতে ভেতরে অনেক ভালো ভালো স্যুট ঝুলছে দেখে ওর নিজের খারাপ পোশাকের দিকে তাকাল।

ও একটা চাবি খুঁজে দরজির দোকানের দরজাটা খুলল। বললো, ভেতরে এসো, এটাই শেষ সিঁড়ি।

হ্যারি ওকে অনুসরণ করল। ক্রেয়ার যখন সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছিল হ্যারি লক্ষ্য করছিল যে, ওর চেহারা কত সুন্দর, ওর পা দুটো কত ভরাট আর মেয়েটি যেন হ্যারির মনের কথা বুঝে গেছে এইভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল।

তারপর দরজা খুলে দু'জনে ঘরে ঢুকল। সত্যিই সুন্দর। হ্যারি চারিদিকে তাকিয়ে বললো 'তুমি কতোদিন ধবে এখানে আছো?'

ক্রেয়ার বলল, আজ দু'বছর। ক্রেয়ার কুড়িটা হুইস্কির বোতল আর বারোটা জিনের বোতল নিয়ে এল। হ্যারি এসব দেখে অবাক হয়ে গেছে।

তারপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রে ভর্তি কোল্ড চিকেন, রুটি, মাখন, লেটুস, পনীর আর বিস্কুট নিয়ে এল।

খাবারের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল, এ যে রীতিমত পিক্‌নিক্।

ক্রেয়ার বলল, বোসো এখন পান কর। আচ্ছা, আমি হুইস্কি খাচ্ছি না, হ্যারি চিকেনেরে প্লেট নিয়ে নিজের জানুর ওপর রাখলো। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তোমার কি লোকেদের ওপর দয়া উথলে উঠছে। তাহলে ওদের খাওয়াও গে যাও।

না, না ঠিক তা না, তবে তোমার ব্যাপারটা অন্য তাই না?

ওব মন্তব্য আর চাউনী হ্যারিকে ঐ টাকার ব্যাগটার কথা মনে করিয়ে দিল যেটা ও ভুলে গেছিল প্রায়।

হ্যারি উদ্বিগ্নভাবে বলল, তুমি কি সত্যিই ওর টাকার ব্যাগটা নিয়েছিলে।

নিশ্চয়ই। ক্রেয়ার বললো, ওকে শিক্ষা দেবার জন্য আর সে শিক্ষা ও পেয়ে গেছে। আমি জানি ও কোথায় থাকে আর কালই আমি ওটা পাঠিয়ে দেবো।

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ কাজটা কেন করলে?'

ও হচ্ছে একটা বুড়ো ভাম। ও ভেবেছিল আমি বাজে মেয়ে, তাই আমিও সেভাবেই ছিলাম, যখন ও টাকার ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখেছিল তখন আমার ব্যাগে ওব ব্যাগটা পুরে ফেলেছিলাম। ও এত মদ খেয়েছিল যে ওটার কথা ভুলে গেছিল। আমি ভেবেছিলাম ওকে ভড়কে দেবার পর ওটা ফিরিয়ে দেব কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম।

হ্যাবি বলল, তুমি কি আজ রাতে আমাকে ওটা দিয়ে দেবে? তাহলে আমি ওকে দিয়ে দিতে পারি।

মোটেই না। ও রাগতভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, আজে বাজে কথা বলো না। ওকেই ফেরৎ দেব ওটা, কিন্তু ওর একটু ঘাম বার করার দরকার আছে।

ক্রেয়ার বলল, তোমার সম্বন্ধে কিছু বল, কি করো তুমি?

হ্যারি বলল, আমি লিঙ্ক স্ট্রীটে যূথীর স্টুডিও-য় কাজ করি। আমি ওয়েস্ট এন্ড-এর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে লোকেদের ফটো নিই।

এই করলেই কি চলে? ক্রেয়ার এমনভাবে জিজ্ঞেস করলো যেন ইচ্ছে করলেই হ্যারি একটা ভালো কাজ খুঁজে পেতে পারে যার ফলে অনেক টাকা আয় করতে পারে।

হ্যারি একটু ইতঃস্তত করে বলল, আমি সপ্তাহে ছয় কুইড উপায় করি।

ওর থেকে ভালো কিছু করতে পারো না? ক্রেয়ার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আমি বলতে চাইছি আরো বেশী টাকা উপায় করতে পারো এমন কাজ করতে পারো না?'

হ্যারি বলল, মুশকিলটা হল এই যে ছবি তোলার কাজ ছাড়া আর তো তেমন কিছু আমি জানি না। আমি যখন ইটালীতে ছিলাম আমি একজোড়া ছবি তুলেছিলাম সেটা একটা রবিবাসরীয় কাগজের প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলাম আর প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। ওটাই আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। আমি অন্যান্য প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছিলাম। গত তিনবছরে আমি পুরস্কার বাবদ তিনশ পাউন্ড পেয়েছি।

আমার বস্ মুখী চায় ওই ব্যবসায় লাগাতে, মুখী বলেছে আমাকে পার্টনার করে নেবে আর ব্যবসায় ছবি তোলার ব্যাপারে আমাকে সর্বেসর্বা করে দেবে। তবে ও তো এ সম্বন্ধে কিছু জানে না আর আমাকে দিয়ে স্টুডিওটা সাজাতে চায়।

ক্রেয়ার বললো, খুব ভালো পরিকল্পনা। তুমি করো না?

হ্যারি বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে, লিঙ্ক স্ট্রীটে স্টুডিওটা খোলা উচিত হবে কিনা। মুখী বললো যে ভালোই চালাতে পারবে, তবে আমি এ সম্বন্ধে স্থির নই।

আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে চাই না। যতখানি পারবো সঞ্চয় করার চেষ্টা করবো। তুমিও কি তাই করো না?

ক্রেয়ার হেসে বলল, আমি এক ফার্দিংও জমাইনি। অতীত চলে গেছে ভুলে যাও। আগামী দিন আসছে। বর্তমান সামনে ব্যবহার করতে শেখো। আমি যখনই পারি, এর সদ্ব্যবহার করি।

হ্যারি তেমন কিছু না ভেবেই বলল, মেয়েরা একটু অন্যরকমই হয়। ওরা চায় বিয়ে। সুতরাং এতে এমন কিছু যায় আসে না।

ক্রেয়ার বলল, 'আমি বিয়ে করতে চাই না। এই শেষ কাজ আমি যা করতে চাই।'

ক্রেয়ার বলল, 'তোমার থাকার জায়গা সম্বন্ধে কিছু বল। তুমি বললে না ওটা ল্যানক স্ট্রীটে।'

হ্যারি বলল, হ্যাঁ, তেমন খারাপ না, অবশ্য এরকমও নয়। আমি আর একজনের সঙ্গে ঘরটাতে থাকি।

ক্রেয়ার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, অন্য লোকটা কে?

তার নাম রণ ফিসার। ও লেখে, লন্ডনের একটা রবিবাসরীয় কাগজে লেখার কাজ করে। ও এতে যা টাকা পায় এর বেশির ভাগই স্ত্রীকে পাঠায়। ওরা তো আলাদা থাকে।

ক্রেয়ার বলল, এরকমই হয়। কেবল আমার ক্ষেত্রেই নয়, আমি স্বাধীনতা চাই সব ব্যাপারেই।

হ্যারি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি করো? ক্রেয়ার বললো, আমি একজন মডেল। আমার নাম এজেন্সির তালিকায় আছে। কোন কিছুর বিজ্ঞাপন দিতে যখন ওরা মেয়ে খোঁজে ওরা আমাকে ডেকে পাঠায়। টাকা ভালোই দেয়। গত বছর আমি এম. জি. খেলার গাড়ির বিজ্ঞাপনে পরপর কয়েকটা ছবির বিজ্ঞাপন করলাম আর তার বদলে ওরা আমাকে একটা গাড়ি আর তার সঙ্গে একটা রেডিওগ্রাম দিয়েছিল।

হ্যারির বেশ ভাল লাগল। এতক্ষণ তার যে কৌতূহলটা ছিল সেটার অবসান হল।

এরপর ক্রেয়ার বলল, কিভাবে উইনগেটের সঙ্গে পরিচয় আমার হলো তুমি জানতে চাও না? তুমি জানতে খুব উৎসাহী হয়ে পড়েছ।

আমি পিকাডেলী বরাবর হাঁটতে হাঁটতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, ও আমাকে অনুসরণ করে এসে আমাকে ধরে ফেলল। আমি ভাবলাম ওকে নিয়ে একটু মজা করা যাবে কিন্তু ও এত কর্কশ, নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর যে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আর ঠিক করলাম ওকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। আর তারপরের ঘটনা সবই তো তোমার জানা।

হ্যারি গম্ভীর ভাবে বলল, আমি ভাবতেই পারি না তোমার মত একটা মেয়ের এমন নিঃসঙ্গ জীবন, তোমার অন্ততঃ একশোটা বন্ধু থাকা উচিত।

তারপর হ্যারি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তুমি আমাকে একটা সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দিলে আর আমি ওটা ভোগ করেছি। ঐ খাবার দাবারের জন্যে আর সঙ্গ দেবার জন্যেও ধন্যবাদ।

ক্রেয়ার একটু নীচু হয়ে বললো, আমিও ওটা পছন্দ করি, ও এই কথা বলে দরজার দিকে এগিয়ে

গেল।

হ্যারি বলল, 'আমার মনে হয়, পরের সপ্তাহে দেখা হতে পারে।'

মাথা নেড়ে ক্রেয়ার বলল, পরের সপ্তাহে হবে না, আমার কাজ আছে। তুমি আমাকে ফোন কোরো। আমি তোমাকে ভুলবো না।

ঠিক আছে, বলে হ্যারি অনিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে গেল।

।। চার ।।

হ্যারির পায়ের শব্দ যতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল ততক্ষণ ক্রেয়ার দাঁড়িয়েছিল দরজার কড়ায় হাত দিয়ে।

সুন্দরের মধ্যে ও হেঁটে যায় রাত্রির মতো—আর কেউ ওকে এরকম ভাবে বলেনি আগে তবে কোন লোক তার ঘরে এসে ফিরে যায়নি, ওকে অন্ততঃ একটা চুম্বন না করে।

ও ভাবছিল, ওর মতো একটা ছেলে জীবনকে জীবন করে তুলতে পারে। অন্য লোকের থেকে হ্যারি কত আলাদা। আগে কখনও আর কোন লোকের সম্বন্ধে ও এত ভাবেনি। হ্যারিকে দেখতে বেশ ভালো, স্যুট পড়লে ওকে কেমন লাগবে এটা মনে হতেই ভাবলো ওকে একটা পুরো স্যুট উপহার দেবে।

শোবার ঘরের দরজা খুলতেই ক্রেয়ার শক্ত হয়ে টেবিলের কাছে সরে এল। একটা লম্বা মোটা লোক সিগারেট খেতে খেতে দরজা দিয়ে ঢুকলো।

রবার্ট ব্রাডি।

সোনায় বাঁধানো দাঁতে হাসতে হাসতে ব্রাডি বললো, তোমাকে এত বিষণ্ণ লাগছে কেন?

ক্রেয়াব ওর মুখটা শক্ত করে বলল, 'তুমি কি ওখানেই সব সময় ছিলে?'

ও ঘাড় নাড়ল। বললো, 'তুমি কি ওকে এখানে এনেছো?'

আমি প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম, ও সংক্ষেপে বললো, যদি তুমি সব শুনতে চাও, শুনতে পারো। আমার খুব ভাল লেগে গেছে ওকে।

ও বললো, এটাতো কোন খারাপ কাজ নয়, তুমি কি ওকে চিকেন দিয়েছিলে? আমি নিজে খেতে যাচ্ছিলাম।

ওহ্ থামো! ক্রেয়ার চটপট বললো, তুমি এখানে কিভাবে এলে?

ব্রাডি বললো, তুমি কি জানো না ঐ তালার একটা চাবি আমার কাছে আছে।

ক্রেয়ার বললো, না, জানতাম না। চাবিটা আমাকে এক্ষুণি দিয়ে দাও। তোমার ইচ্ছে মতো আমি তোমাকে ভেতরে ঢুকতে বা বেরোতে দিতে পারি না।

ব্রাডি বলল, যতই হোক এটা তো আমার ফ্ল্যাট।

ক্রেয়ার রেগে গিয়ে বলল, চাবিটা তুমি না দিলে আমি তালা পাল্টাব, আর যতক্ষণ আমি এখানে আছি এটা তোমার ফ্ল্যাট নয়।

ব্রাডি বললো, এ ব্যাপারে ঝগড়া করতে আমার ভালো লাগে না। টাকার ব্যাগটা আমাকে দাও।

ক্রেয়ার নিজের ব্যাগ খুলে টাকার ব্যাগটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল।

ব্রাডি ব্যাগ থেকে নোটগুলো বের করে গুনে দেখল পঞ্চাশ কুইড। তার থেকে ছটা নোট নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে বাকী চারটে নোট ক্রেয়ারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তোমার বুদ্ধির জন্য এগুলো তুমি নাও।

ক্রেয়ার ওর হাত থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল।

ব্রাডি বললো, তোমার বন্ধুটির নাম হ্যারি। ও ওর অন্য নামটা বলেনি। ব্রাডি ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বললো, আমরা অবশ্য ঠিক বের করে নেবো। ও বললো লিঙ্ক স্ট্রীটে মুখীর স্টুডিওতে কাজ করে, তাই না? আমি জায়গাটা জানি।

ও লাফিয়ে উঠে ব্রাডির কাছে গিয়ে ওর হাতটা ধরে রেগে বললো, কি ভেবেছ তুমি? কি মতলব আঁটছো তুমি?

ব্রাডি হেসে বলল, ওর কাছে তিনশো পাউন্ড আছে। আর ওগুলো হস্তগত করা তোমার পক্ষে

খুবই সহজ।

ক্রেয়ার রেগে গেল।

ব্রাডি ওকে কাছে টেনে নিল।

ক্রেয়ার ছাড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু ব্রাডি বেশ শক্ত করেই ওকে ধরে আছে।

ব্রাডি ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল। আর ফিসফিস করে বললো, মনে করো আমি সে, সব বিড়ালকেই অন্ধকারে কালো লাগে প্রিয়তমা আর তোমার তো বেশ ভালোই লাগছে দেখছি।

ওকে আর প্রতিবাদ না করতে দিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

।। পাঁচ ।।

ল্যানক স্ট্রীটের চব্বিশ নম্বর ঘরটা খুলতেই কড় মাছ ভাজার তীব্র গন্ধ নাকে এল। হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেল শ্রীমতী ওয়েস্টার হ্যামের কণ্ঠে একটা অপরিচিত গানের কলি। এরপর তার কানে এল রণের টাইপ করার শব্দ। ও কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করছে। ওর একজন বন্ধুর দরকার। ও ভাবলো মিসেস ওয়েস্টার হ্যাম ক্রেয়ারকে ঠিক ভালো চোখে নেবেন না। রণের ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্তি, রণ প্রায় সময়ই জানালাটা খুলতে ভুলে যায়।

হ্যারি জানালাটার ওপর আর নীচের দিক থেকে কয়েক ইঞ্চি খুলে দিল। তারপর ক্যামেরাটা রেখে বসল। হঠাৎ নোংরা ঘরটার ব্যাপারে হ্যারি ভাবতে লাগল।

একটা মডেল কত টাকা উপায় করতে পারে সেই সম্পর্কে হ্যারির কোন ধারণা নেই।

রণ কাগজগুলো গোছাতে গোছাতে হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল রাতের খাওয়া হয়েছে নাকি?

হ্যারি ওর পা দুটো টান টান করে বলল, তুমি খাওনি?

রণ হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমায় এমন ভোঁদা ভোঁদা লাগছে কেন? তুমি কি প্রেমে টেমে পড়লে নাকি?'

হ্যারি বলল, 'আমি একটা মেয়ের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম আর ও আমাকে চিকেন, লেটুস, পানীয় তার সঙ্গে হুইস্কি খাইয়েছে।'

রণ জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি কে? হ্যারি বলল, ওর নাম ক্রেয়ার ডোলান।

রণ জানতে চাইল কিভাব মেয়েটির সঙ্গে পরিচল হল।

হ্যারি সমস্ত ঘটনা রণকে বলল। কিন্তু টাকার ব্যাগটার কথা হ্যারি তাকে বলল না।

রণ মন দিয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। তারপর শান্তভাবে হ্যারিকে বলল, এই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটু সতর্ক হও। একজন অতি সহজেই ঝুঁটিওয়ালা পায়রা হয়ে যেতে পারে, বিশেষতঃ যখন তুমি যুবক আর ওসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। আমি ওসব ব্যাপারে ভালোভাবেই জানি। সুতরাং খেয়াল রেখো।

হ্যারি বলল, যদি তুমি মেয়েটাকে দেখতে তাহলে বুঝতে ওকে।

রণ পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বললো, আমি একটি মেয়েকে বিচার করি তার কাজ দেখে, রূপ দিয়ে নয়। আমার একটা ব্যাপার খটমট ঠেকছে। যে আধঘণ্টা পরিচয়ের পরেই একটি মেয়ে সম্পূর্ণ তাও আবার নিজে রোজগার করে থাকে, সে এক অপরিচিত লোককে তার ফ্ল্যাটে ডেকে তুলল।

হ্যারি রেগে গেল কিন্তু চুপ করে রইল কারণ রণকে ও বলে বোঝাতে পারবে না কেন মেয়েটা ওকে ওর ফ্ল্যাটে ডেকে নিয়ে গেছিল।

হ্যারি রণকে বললো, 'আমি তোমাকে পছন্দ করি তাই আমি চাই না রঙ্গরসময়ী কোন মেয়ের সঙ্গে তুমি মেশো। ওরা বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

হ্যারি বললো, তুমি সবসময়েই মেয়েদের সম্বন্ধে নিন্দা কর। কারণ তুমি একমাত্র শীলাকেই দেখেছ আর প্রত্যেক মেয়েকে ওরকমই ভেবে নিয়েছ। সবাই শীলা নয় বুঝলে।

রণ বলল, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে। আমি এমন কোন ফার্ম দেখিনি যে একজন মডেলকে এতো মূল্যবান জিনিস দিতে পারে—অন্ততঃ এই যুগে।

আজকের দিনে খুব কম ধনীলোকই আছে যারা কিছুক্ষণ একটা মেয়েকে আটকে রেখে এমন মূল্যবান উপহার দেয়। ওয়েস্ট এন্ডে অসংখ্য মেয়ে আছে যারা নিজেদের শরীর বেচে পয়সা উপায়

করে।

হ্যারি রেগে গিয়ে বলল, তুমি সম্পূর্ণ ভুল বলছো। ওর সম্পর্কে এরকম কথা আর বলো না।

রণ ঘুমোবার অনেক পরেও হ্যারি জেগে থাকে। এরপর অনেক কিছু চিন্তা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

গত চল্লিশ বছর ধরে মুথী তার ভাগ্য ফেরাবার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সে অনেক রকম করে টাকা জমিয়েছে আর নষ্ট করেছে।

তিনবছর পর একটা ফুটবল প্রতিযোগিতায় পাঁচশো পাউন্ড পেয়েছিল, আর এই ছবি তোলার স্টুডিও খুলেছিল, ভেবেছিল এই ব্যবসায় তার ভাগ্য ফিরে যাবে। তিন বছর ধরে ব্যবসাটা ধরেছিল। কিন্তু এখন ও লালবাতি দেখতে পাচ্ছে আর ও ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে পরবর্তী কাজ কি হতে পারে।

হ্যারি যখন ওকে দশ শিলিং বাড়াবার জন্য বলেছিল তখন মুথী হাসতে হাসতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, এটা তো এখন করা যাবে না। আমাকে বোধহয় ও ব্যবসাটা ডকে তুলে দিতে হবে।

এরপর হ্যারিকে বলল, যদি তুমি তোমার কাজটা করতেই চাও তাহলে ও সম্বন্ধে কিছু করতে পারো, আদর্শ ফটোগ্রাফারের চোখ তোমার আছে। তুমি ব্যাকেটের সূক্ষ্ম ব্যপারগুলো বোঝ। যদি আমরা একটা গোর্ব্লেটে স্টুডিও করতে পারি তাহলে রাজা। আমাদের ওই ব্যবসায়ে কোন লাভ নেই।

হ্যারি মাথা নেড়ে বলেছিল, 'আমি দুঃখিত, মিঃ মুথী। কিন্তু আমি আমার টাকার ঝুঁকি নিতে পারি না, কারণ ওই আমার সবকিছু। এটা নতুন করে স্টুডিও খোলার মত তেমন নয়।'

এরপর হ্যারি ডার্করুমে গেল ডোরিস-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

ডোরিস-ওর ভারাক্রান্ত মনোভাব দেখল ও জানলো বিপদটা কোথায়।

হ্যারি বলল, মুথী ওব ব্যবসা আগামী মাসে অন্য দেশে নিয়ে যাবে যদি অবস্থার উন্নতি না হয়।

ডোরিস হ্যাবিকে বলল, 'তুমি কি করবে?'

হ্যারি বলল, আমি জানি না। আমি কুইক ফটোতে কাজের চেষ্টা করব কিন্তু ওদের তো আমাকে দরকাব নেই। কি জানি, আমার মনে হয় এই জায়গায় যাওয়াই আমার উচিত। তুমি কি করবে?

ডোরিস বেশ উৎফুল্লভাবেই বলল, আমি কিছু একটা খুঁজে নেব। তোমার পবিকল্পনা তুমি ওকে বললে না কেন—রাতে ফটো নেওয়ার ব্যাপারে—যা নিয়ে আমরা মাসের পব মাস কথা বলছি। এই হচ্ছে সময়।

হ্যারি বলল, আমি ওর সঙ্গে এবার সোজাসুজি কথা বলবো। যদি এতে ওর লোকসান হয় তবে ওকে শতকরা হিসেবে আমাকে দিতে বলবো।

এরপর হ্যারি এসে মুথীকে বলল, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, সেটা একবার চেষ্টা করা যেতে পারে, দিনেরবেলা থেকে ফটোগ্রাফির কাজটা রাতে করলে কেমন হয়? নতুন কিছু করো না। রাতে ওরা নিজেদের ছবি দেখে খুশীই হবে।

মুথীকে একটু বিষণ্ণ দেখালো। ও বলল, মতলবটা খারাপ নয় কিন্তু এতে বাধা আছে। প্রথম জিনিসটা হচ্ছে তোমার একটা ফ্ল্যাশ গ্লাস দবকার। তারপর ফ্ল্যাশ বাল্বের দরকার আর এ সবের জন্য টাকার দরকার। অথচ আমার খরচ করার মত তেমন টাকা নেই।

হ্যারি বলল, আমার একটা ফ্ল্যাশ গ্লাস আছে। আর আমি বাল্বের জন্যও টাকা দেব। তবে লাভের এক তৃতীয়াংশ আমার চাই। আর মাইনেটাও।

মুথী একটু চালাকি করে বলল, 'আমি যদি বলি কিছুই দেব না, তাহলে তুমি কি করবে?'

হ্যারি বলল, 'আমি কুইক ফটোতে চলে যাবার চিন্তা করব, ওরা আমায় লুফে নেবে।'

এইভাবে মুথীর সঙ্গে হ্যারির কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর মুথী শেষ পর্যন্ত হ্যারির কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

হ্যারি বলল, 'আমি এখন বাড়ি যাবো আর ফ্ল্যাশ-গ্লাস নিয়ে আসবো। আজ রাত থেকেই আরম্ভ করা যেতে পারে।'

।। সাত ।।

জ্যোৎস্নায় ভরা রাত। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল কিন্তু কোনদিকে হ্যারির খেয়াল নেই। সে লিসেস্টার স্কোয়ারটাকে তার কাজের জন্য ঠিক করেছে।

হ্যারি প্রায় পঞ্চাশটা ছবি তুলেছে আর সে নিশ্চিত যে শতকরা পাঁচ ভাগ প্রকৃত কাজ হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটে ছবি তুলতে লোকেদের ভালো লাগবে।

হ্যারি ফিল্ম-এর রিল গোটাতে গোটাতে বলল, এটা মুথীকে খুশী করবে।

এরপর হ্যারি ওয়ারসার সিনেমার বিপরীত দিকে একটা ল্যাম্পপোস্টে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখতে পেল দূরে লন্ডন-ওকর থেকে ফেরা এক পুরুষ এবং এক মহিলাকে। ওরা যখন হিপোড্রোসের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে এল তখন হ্যারি মেয়েটাকে চিনতে পারল—ক্রেয়ার।

এখন ওরা মাত্র কয়েক গজ দূরে। হ্যারি ক্রেয়ারকে ক্যামেরায় দেখা পেতেই সাটার টিপল। সাদা আলো মুখের ওপর ঝলকাতেই ক্রেয়ার হ্যারির দিকে তাকালো, তারপর হাসলো।

ক্রেয়ার হ্যারির একটা কার্ড দিল। হ্যারি ওর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতেই সেই লম্বা মোটা লোকটা হ্যারির পাশে এসে দাঁড়াল।

হ্যারি কার্ডটা ওই মোটা লোকটাকে অর্থাৎ ব্রাডিকে দিয়ে বলল, 'যদি তুমি ওই ঠিকানায় আসো তবে প্রিন্টটা দেওয়া যাবে। কেনবার কোন দরকার নেই।'

ব্রাডি কার্ডটা কুচিয়ে দিয়ে বললো, 'যদি তুমি আবার আমাকে বিরক্ত করো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবো আমি।'

এই ঘটনাটায় হ্যারির সন্ধ্যেটা মাটি হয়ে গেল। ক্রেয়ার বোধহয় হ্যারিকে চিনতে পারেনি যদি চিনতে পারতো তবে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে একটা কথা না বলে যেত না।

হ্যারি লিসন্ স্ট্রীট দিয়ে এগোতে লাগল। হঠাৎ এক কোণ থেকে দু'জন মাঝবয়েসী দম্পতি তাকে ডাকলো।

আচমকা একটা মোটা লোক অন্ধকারে বেরিয়ে এলো।

আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন? হ্যারি এমনভাবে বললো, যেন উনি অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না আর হ্যারিকে বোধহয় জিজ্ঞেস করবেন উনি কোথায়?

উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এইমাত্র ফটো তুললে?'

হ্যারি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, কেন হ্যাঁ। কোনকিছু...

হঠাৎ অন্ধকারে একটা ঘঁষি এসে পড়ল হ্যারির মুখে আর ও ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল। এরপর মাথায় আঘাত লাগল। তারপরই অন্ধকারে কেমন যেন শ্বাসকষ্ট হতে হতে জ্ঞান হারালো সে।

।। আট ।।

ক্রেয়ার হ্যারিকে চিনতে পেরে ব্রাডিকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে দিল এবং নিজে ও ওর কাছ থেকে সরে এল যেন হ্যারিকে চিনতেই পারেনি। কারণ ক্রেয়ার এইজন্যে উদ্বিগ্ন ছিল যে ব্রাডি হ্যারিকে জানে না। ও নিশ্চিত ব্রাডি হ্যারির ঐ তিনশ পাউন্ডে হাত দেবে না আর যে কোনভাবেই হোক ওগুলো দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

ক্রেয়ার লিসন্ স্ট্রীট ধরে অমিয়ামি ক্লাবের দিকে এগিয়ে গেল। বার একেবারে খালি।

ক্রেয়ার হুইস্কির অর্ডার দিল। টয়লেট থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে দুলতে দুলতে ক্রেয়ারের দিকে এগিয়ে এল।

ও একটা সিগারেট নিয়ে বলল, টেডি কোথায়? এসে যাবে, ক্রেয়ার কাউন্টারের দিকে একটা দশ শিলিং বাড়িয়ে বললো, মদ খাবে?

খাশা একটা বড় হুইস্কি।

এরপর হুইস্কি ঢালতে ঢালতে ক্রেয়ার ব্যাবসকে বলল, কিরকম আছো? তোমাকে একটু ক্লান্ত লাগছে?

ব্যাবস্ বলল, আমি ভীষণ ক্লান্ত। কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। আমি কখনও কখনও বিশ্রী

ধরনের যন্ত্রণা পাই। তবে টেডি বলেছিল বদহজম হয়েছে, ও খুব ভালো, ও আমার জন্য অনেক কিছু করে।

এরপর ব্যাবস্ ক্রেয়ারকে বলল, তোমারও টেডির মত একটা বাঁধাধরা ছেলে দরকার।

ক্রেয়ার খানিক আগেই ব্যাবস্‌কে বলেছিল বোকা কারণ ও টেডির মতো একটা ছেলেকে ধরে রেখেছে কিন্তু এখন সে সম্বন্ধে আর কিছু ভাবছে না। ও ওর মন থেকে হ্যারিকে মুছে ফেলতে পারবে না। যতই ও ওর সম্বন্ধে চিন্তা করছে ততই তাকে ওর পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাবস্ যা বলেছিল তা সত্যি, হ্যারির মতো ছেলেকে ধরে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

।। নয় ।।

মুথী চেয়ারের ওপর বসে ঢুলছিল। দরজায় দ্বিতীয়বার আওয়াজ হতেই মুথী এগিয়ে গেল। ও ভাবলো হ্যারি এসেছে।

কিন্তু দরজা খুলতেই সামনে পুলিশ দেখে অবাক হয়ে গেল।

পুলিশটা জিজ্ঞাসা করলো, মিঃ মুথী? মুথী শ্রদ্ধার সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, আমিই। কি ব্যাপার?

হ্যারি রিক্স তোমার দোকানে কাজ করে? মুথী বলল, কেন, ওকে নিয়ে আবার কি হয়েছে?

পুলিশ বললো, ওকে কেউ দারুণভাবে আঘাত করেছে। তোমার একবার পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে।

কে ও? মুথী বললো আমি আশা করি আপনারা ওকে ধরেছেন।

পুলিশটা বললো, আমি কাউকে ধরিনি। মুথী হঠাৎ থেমে পড়ে পুলিশের হাতটা চেপে ধরে বললো, ওর ক্যামেরাটার কি অবস্থা বলুনতো?

পুলিশটা বললো, ক্যামেরাটার সম্বন্ধে আমি ঠিক জানি না। যদি আপনি তাড়াতাড়ি হাঁটেন তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি।

তাকে একটা বড় অফিসে নিয়ে এলো। দু'জন সাধারণ পোশাকের পুলিশ একটা উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। হ্যারি চেয়ারে বসেছিল।

মুথী হ্যারির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, কেমন আছো? ওরা তোমাকে কি করেছিল?

হ্যারি ওর দিকে তাকালো। ওর কপালে একটা প্লাস্টার আর ওকে খুব ফ্যাকাশে আর লাজুক লাগছিল।

ঠিক আছি, মিঃ মুথী। ওরা খুব একটা খারাপ কিছু করেনি।

একটা মোটা সাধারণ পোশাকের পুলিশ এগিয়ে এসে মুথীকে বলল, ওর মাথায় দারুণভাবে চিড় ধরেছে। ওকে হাসপাতালেই পাঠানো উচিত।

মুথী বললো, হ্যারি তুমি কি ক্যামেরাটা হারিয়েছো নাকি?

হ্যারি বলল, না, আমি ওটা পেয়েছি বটে তবে ফিল্মের রোলটা হারিয়েছি।

মুথী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, এতে কিছু এসে যায় না। ক্যামেরার জন্যই আমি চিন্তিত ছিলাম।

ইন্সপেক্টর পার্কিন বললেন, আমি আমার ঐ বন্ধুর কাছ থেকে কেবল একটা কথা শুনতে চাই। তারপর উনি বাড়ি যেতে পারেন।

মিঃ রিকস্, উনি হ্যারিকে বললেন, এ ব্যাপারে বোধহয় তুমি আমাদের সাহায্যই করবে। যে লোকটা তোমাকে মেরেছিল তুমি বললে তাকে দেখতে বেঁটে আর মোটা। তুমি তার মুখ দেখোনি, তাই না?

হ্যারি বলল, হ্যাঁ ঠিকই।

তুমি কি আরো বেশি কিছু বলতে পার? কিরকম পোশাক ছিল ওর?

হ্যারি বলল, আমি তেমন ভালো করে দেখিনি। তবে খুব কালো কিছু পরেছিল। মনে হচ্ছে কালো স্যুটের সঙ্গে একটা ঘন নীল অথবা কালো সার্ট পরেছিল। আর হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে একটু তোৎলাও ছিল আর একটু খোনা ছিল।

পার্কিন বলল, 'আমার মনে হয় তুমি ওর ফটো তুলেছ আর ফিল্মটা বাগাতে ও তোমাকে

মেরেছিল।'

হ্যারি বলল না, আমি নিশ্চিত যে আমি ওর ছবি তুলিনি। আমাকে আক্রমণ না করা পর্যন্ত ওকে আমি দেখিনি। কেউই আমাকে বাধা দেয়নি। ওর মনে এলো ক্রেয়ারের সেই মোটাসোটা সঙ্গীটির কথা। কিন্তু ও চাইলো না ক্রেয়ারের কথা পুলিশকে বলতে।

পার্কিন বলল যদি তোমার কিছু মনে পড়ে তাহলে আমাদের জানাবে। তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ; মিঃ মুথীও তোমার সঙ্গে যাবেন।

ঠিক আছে বলে হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ওরা যখন চলে গেল, পার্কিন ভাওসনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার মনে হয় ওর দিকে একটু নজর রাখা দরকার। ছোকরা যা বললো তার থেকেও বেশি কিছু জানে বলে মনে হল। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি ও মিথ্যে কথা বললো কেন? জেঙ্কিনকে কিছুদিনের জন্য ওর ওপর নজর রাখতে বলো। আমি ভাবছি ওর বন্ধুগুলোকে খুঁজে বার করতে হবে।

।। দশ ।।

আঘাত ততটা গুরুতর না হলেও হ্যারি কিছু দুর্বল হয়ে পড়লো। তাই মুথী যখন ওকে সপ্তা দুয়েক বিশ্রাম নিতে বললো ও আপত্তি করেনি।

শ্রীমতী ওয়েস্টার হ্যাম হ্যারিকে খাবার দেন ; রণ ওর টাইপরাইটারটা ক্রবীট স্ট্রীটে ওর এক বন্ধুর অফিসে নিয়ে গেল।

হ্যারিকে বললো, বিশ্রাম নাও আর ঘুমোও। দু'দিন পরে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু হ্যারির ঘুম আসছে না। ক্রেয়ারের জন্যে ওর চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু ওটা কি সম্ভব যে ক্রেয়ারেরই সঙ্গী গত রাতে এই ব্যাপারটা ঘটিয়েছে? ক্রেয়ার কি লোকটাকে হ্যারির কাছ থেকে ফিল্মটা আনতে বলেছে? যদি তাই হয়, কেন?

সকালটা যেন আর ফুরোতেই চায় না। ঠিক দুপুরের আগে হ্যারি সামনের দরজায় যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তারপর দরজায় টোকা পড়তেই হ্যারি বলল, ভেতরে এসো।

দরজা খুলতেই ক্রেয়ার ঢুকলো। ওর সঙ্গে আছে একটা পার্সেল।

ক্রেয়ার দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এল।

ক্রেয়ার হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, মাথাটা কেমন আছে?

হ্যারিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ক্রেয়ার বললো, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার আসাটা উচিত হয়নি।'

হ্যারি বলল, 'তুমি আমাকে অবাক করলে। তুমি তাহলে এসে কি করবে? কিভাবে জানলে আমি এখানে?'

হ্যারির বিছানার কাছে এগিয়ে এসে ক্রেয়ার বলল, 'তুমি কি আমাকে দেখে খুশী হওনি?'

হ্যারি বলল, 'নিশ্চয়ই হয়েছি। ক্রেয়ার বলল, কেমন আছ?'

হ্যারি বলল, আমি ঠিক আছি। আর সেই মুহূর্তেই মনে হল যে ওর পায়জামা পুরোনো আর ওর ঘরটা খুব বাজে ভাবে সাজানো। আমার এই ব্যাপারটা তুমি কিভাবে জানলে?

কাগজে দেখলাম। তারপর আমি তোমার স্টুডিওয় ফোন করেছিলাম, আর মিঃ মুথী আমাকে তোমার ঠিকানাটা দিয়ে দিলেন।

ক্রেয়ার হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল, কে এমন কাজটা করলো?

হ্যারি বলল, জানি না। মনে হয় আমিই করেছিলাম। যে ফিল্মের রোলটা আমি নিয়েছিলাম ও ওটা বাগানোর ধান্ধায় ছিল। আর ও রাতে ফটো তোলার কথাটা ক্রেয়ারকে বললো, এ ব্যাপারে তার কৃতকার্য হওয়ার কথাটাও বললো। আর ও বললো কিভাবে ঐ লোকটা ওকে আক্রমণ করেছিল।

ফিল্ম ছাড়া আর কিছুই চুরি যায়নি। পুলিশ ভেবেছে আমি বোধহয় ক'রো ছবি তুলেছিলাম আর ও ওটা নিতে চেয়েছিল।

ক্রেয়ার পার্সেল খুলতে খুলতে বললো, তুমি...তুমি পুলিশের কাছে গিয়েছো?

ওরা আমাকে দেখে কৌশলে নিয়ে যায়। ইন্সপেক্টর বললেন যে, আমি বোধহয় ঐ লোকটার ছবি তুলে ফেলেছিলাম আর জিজ্ঞেস করলেন যে, কেউ ফটো তোলার ব্যাপারে বাধা দিয়েছিল কিনা। হ্যারি এই মুহূর্তে ক্রেয়ারকে ভালভাবে লক্ষ্য করলো। কিন্তু তার মুখভঙ্গী পাল্টালো না।

ক্রেয়ার কথায় কথায় বলল, কেউ দিয়েছিল কি?

আমি ইন্সপেক্টরকে বললাম কেউই দেয়নি, কিন্তু এটা সত্যি নয়।

ওটা কি সত্যি নয়? ক্রেয়ার বললো। কেউই বাধা দেয়নি?

ও হ্যারিকে জরীপ করে নিল দু'চোখে। তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে বললো তুমি তো গতরাতে ফটো তুলেছিলে? আমি কিন্তু তোমাকে সত্যিই চিনতে পারিনি। আর এজন্য আমি সত্যিই ভীষণভাবে দুঃখিত।

হ্যারি হেসে বললো, ঠিক আছে আমি ঐ সময় অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আমাকে অগ্রাহ্য করে গেলে।

ক্রেয়ার ওর হাতটা তুলে নিয়ে বললো, আমি ওরকম করিনি, তুমি বিশ্বাস করতে পারো হ্যারি।

হ্যারি ইতস্তত করে বলল, নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি, যা ঘটলো তা নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু চায়নি।

ক্রেয়ার শুধু হাসলো।

কে রবার্ট? ওহ্ ওকে নিয়ে কিছু চিন্তা কোরোনা। ও এইরকমই। তুমি কি পুলিশকে সমস্ত ঘটনাটা বললে?

ঐ একরকম। আমি ভেবেছিলাম যে, ওরা বোধহয় আমাকে প্রশ্ন করবে তবে আমি তোমার নাম করিনি ওদের কাছে।

ক্রেয়ার বললো, ওতে কিছু যায় আসে না। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তোমাকে তার কিছু করার নেই ও ব্যাপারে।

হ্যারি সচেতন হয়ে বললো, আমি তার সম্বন্ধে ভাবছি না। কিন্তু তুমি তো জানো, পুলিশরা কি। কিন্তু লোক কে ক্রেয়ার, জিজ্ঞেস করতে পারি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারো, উনি আমার বস। ওনার নাম কেন্ট ব্রাডি।

উনি কি আমার সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছেন?

ক্রেয়ার বললো, বিন্দুমাত্র না। আমি ভেবেছিলাম আমি যখন রাস্তা দিয়ে যাবো তখন উনি একটা দৃশ্যের সূচনা করবেন। উনি সবসময়ই তাই করেন।

হ্যারি বলল, তাই নাকি? আচ্ছা আবার যদি ওর কাছে যাই...

ক্রেয়ার বলল, তোমার উচিত নয়। ওর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখা তোমার উচিত নয়। যদি উনি জানতে পারেন আমি তোমাকে দেখতে এসেছি তাহলে খুব রেগে যাবেন।

হ্যারি বলল, যদি উনি তোমার বস হন তাহলে তো তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওনার নাক গলানো উচিত নয়।

উনি ভাবেন যে সে স্বাধীনতাও উনি পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত ওতে কিছু যায় আসে না।

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। আচ্ছা তুমি কি আসোনি এখনও? হ্যারি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, ওর আঙুল হ্যারির পায়জামার পকেটে। যদি তুমি আমাকে দেখতে চাও তাহলে আমিও তোমাকে দেখতে চাই।

হ্যারি প্লেটটা টেনে নিয়ে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলো দু'হাতে। যখন নিজের কাছে আনলো ওকে, তখন বুঝলো যে ও কাঁপছে, ওর মুখ হ্যারির মুখের উপর।

।। এগারো ।।

পরের তিনদিন সকালে ক্রেয়ার হ্যারিকে দেখতে এল। ঐ তিনদিনের কয়েক ঘণ্টা ওরা একসঙ্গে কাটিয়েছিল। একটা বন্ধন এসে গিয়েছিল দু'জনের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মতোই সে বন্ধন। উভয়ে উভয়কে চায় অথচ কেউ মুখে প্রকাশ করছে না।

শনিবারের মধ্যে হ্যারি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। আর ওর কপালে একটা চিহ্ন ছাড়া আর কিছু ছিল না।

ক্লেয়ার বললো যে কাজে যাবার আগে একদিন শহরে থাকা উচিত তার, রবিবার ও গাড়ি নিয়ে আসবে বললো।

রণ ক্লেয়ারের আসার ব্যাপার সবই শুনেছে কিন্তু কোনদিন ওকে দেখেনি। রবিবার সকালে যখন ক্লেয়ার হ্যারিকে ডাকতে এলো তখন রণ ওকে দেখল। আর তক্ষুণি বুঝলো কেন হ্যারি এত মজে গেছে ওকে দেখে।

ঐরকম চাউনির একটা মেয়ে, হ্যারি যখন গাড়িতে উঠছিল ও ভাবলো, যে কোন লোককে কব্জায় আনতে পারে। যাইহোক ওদের খুব ভালো দেখাচ্ছিল। আমি আশা করি, ওটা টিকে থাকুক।

চল্লিশ মিনিট দ্রুত গাড়ি চালাবার পর ক্লেয়ার একটা সরু গলিতে গাড়িটাকে আনলো। গলিটার চারপাশে ছিল বন-জঙ্গল আর ঘাসে-ঢাকা গহ্বর, এত শান্ত জায়গাটা যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে কেবল প্রাণী বলতে ঐ দুটি লোকই আছে।

ক্লেয়ার গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললো, আমরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে খেয়ে নেবো।

হ্যারি বলল, ক্লেয়ার আমি তোমাকে কি দিতে পারি? প্রায় একশোজনের প্রেমে পড়েছো তুমি। আমাকেই বা তাদের মধ্যে থেকে বাছলে কেন?

ক্লেয়ার বলল, 'তোমার সঙ্গে অন্য লোকেদের অনেক পার্থক্য। আর তোমার জন্যে আমাকে কিছু করতে দিও।'

হ্যারি উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, মুস্কিলটা ঐখানেই। তুমি আমার জন্য অনেক বেশিই করেছো। তোমার জন্য কিছু করতে চাই। আমি চিন্তা করছি। আমাকে একটা ভালো কাজ নিতেই হবে।

ক্লেয়ার হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, কেন?

কারণ তা না হলে তোমাকে ভালো জিনিস দিতে পারবো না। আর আমি তোমার মত সব জিনিস তোমাকে দিতে চাই।

ক্লেয়ার বলল, 'আমি তোমার কাছ থেকে ওসব চাইনা। যারা আমাকে বলে টাকা দেবে, উপহার দেবে সেই সমস্ত লোককে দেখলে আমি বিরক্ত বোধ করি।'

আর প্রথমেই এটা ভালো নয় যে, আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি, বিয়ের ব্যাপারে আমি তোমাকে আমার মতামত জানিয়ে দিয়েছি। আমি স্বাধীনতা চাই। আমার কথাবার্তা শুনে তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো অথবা আমাদের এইরকম দেখাসাক্ষাৎ হওয়াই ভালো।

হ্যারি বলল, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। অবশ্য এখনই নয়, যখন আমি একটা ভালো কাজ করবো, অনেক টাকা উপায় করবো তখন।

ক্লেয়ার বলল, আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে টাকার কথা চিন্তা করতে হবে না। আমি শুধু তোমাকে চাই। আমি খুব একা আছি। কথা বলবার মতো, নির্ভর করার মতো, আমি একজনকে চাই, আর হ্যারি ওটা নিশ্চয়ই একতরফা হয় না। তুমি যখন যখন চাইবে তখনই আমি তোমাকে সব কিছু দিতে পারি।

হ্যারি হতাশভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্লেয়ার বলল, তোমার এই ধারণাটা ভুল। যদি দু'জন পরস্পরকে ভালবাসে তাহলে বাঁচবার উপায় থাকে। এরপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, পাহাড়ের ওপর চলো, একটা ফটো তোলা যাক।

হ্যারি ক্লেয়ারকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালবাসো?'

তুমি তো জানোই আমি তোমাকে ভালবাসি। ধৈর্য ধরো হ্যারি। আমাকে আমার মত থাকতে দাও।

হ্যারি বলল, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলে ভয় পাচ্ছো না।'

ক্লেয়ার বলল, আমি ভয় পাচ্ছি না। ওটা কোন কথাই নয়। তবে এতে কিছু হবে না। যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে আর কাজ করতে পারবো না।

হ্যারি শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে পহাড়ে উঠল। ক্লেয়ার কোনকিছুই লুকোয়নি, কিন্তু হ্যারি ভাবলো কিভাবে রবার্ট ব্রাডি ক্লেয়ারকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে।

ক্রেয়ার কিছু বলুক আর না বলুক হ্যারি কিন্তু ওকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে অটল রইলো।

ও নিজেকে বোঝালো যে ব্যাপারটা হচ্ছে যথেষ্ট টাকার দরকার। ওর যদি অনেক টাকা হয় তাহলে ও ক্রেয়ারের কাছে যেতে পারবে আর সে যা চায় তা মেটাতে পারবে আর তারপর তাকে বিয়ে করতে পারে। আর ব্রাডির কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য যা করার দরকার ও তাও করবে।

মাঠের মধ্যে ওরা চা খেল, ক্রেয়ার হঠাৎ হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যারি, তুমি সুখী?

হ্যারি বলল, হ্যাঁ। বিকেলটা বেশ ভালোই কাটলো। আমাদের ফেরার পর তুমি কি মুভিতে যাবে?

ক্রেয়ার বলল, না। ফ্ল্যাটে আমার প্রচুর খাবার পড়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফিরে যাবো।

হ্যারি হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে মুভিতে যাবে না এটা একেবারে ঠিক। ক্রেয়ার ওকে বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে এল, প্রেমিকের কর্তব্য হিসেবে হ্যারিরও ওকে কিছু ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করল।

ক্রেয়ার বলল, ফ্ল্যাটেই যাওয়া যাক্। ওখানে দু'জনে মিলে বেশ কাটানো যাবে সময়টা।

হ্যারি বলল, ঠিক আছে, তাহলে এখনই যাবার দরকার নেই আমাদের। এখন তো সবে পাঁচটা বাজলো। এখনই কি তুমি যেতে চাও?

না, আমি এখন থাকতে চাই, আচ্ছা হ্যারি...

হ্যারি ওর দিকে তাকাল, ওর চোখে কি যেন দেখলো হ্যারি যার ফলে ওর বুকের ভেতর টিপটিপুনি শুরু হয়ে গেল।

ক্রেয়ার হ্যারিকে ধরে নিজের কাছে টেনে এনে ওর মুখটা দু'হাতে ধরে চুম্বন করলো।

এরপর খুব দৃঢ়ভাবে বলল, আর দেরী করা উচিত নয়।

।। তের ।।

হ্যারি ওর মত পাল্টিয়েছে শুনে মুথী অবাক হন। যদি মুথীর ইচ্ছে থাকে তবে হ্যারি ওর সঙ্গে ব্যবসায়ে অংশ নেবে।

মুথী বুঝেছিল হ্যারিই দোকানটাকে টিকিয়ে রেখেছিল, আর অপর দু'জন ফটোগ্রাফারের ওসব বালাই নেই।

আর ও যখন ব্যবসা উঠিয়ে দেবার কথা চিন্তা করছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই হ্যারি টাকা দেবার প্রস্তাব করলো। মুথীও ওর উদ্যম ফিরে পেল নতুন ভাবে।

হ্যারি ওকে বললো, মিঃ মুথী, তুমি যা বললে সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি। আর যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তবে আমি একশ পাউন্ড দিতে পারি। আমি কোনকিছুই রাখছি না।

মুথী টাকার জন্য এত ব্যস্ত ছিল যে ও যদি ওর অর্ধেক টাকার কথাও বলতো তাহলেও ও নিয়ে যেত। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদেই কথাটা এড়িয়ে গেল না।

মুথী বলল, আরও কিছু বেশি দিতে পার তাহলে ভালো হয়, এখন এটাকে দুশো পঞ্চাশ করো, ক্যামেরার দামই তো ষাট পাউন্ড নিয়ে নেবে।

হ্যারি দৃঢ়ভাবে বলল, ক্যামেরার জন্য এক পেনিও খরচ করতে হবে না, আমরা যে লিফা ক্যামেরাটা ব্যবহার করছিলাম সেটাই ব্যবহার করবো। কেবল আমাদের দরকার একটা ভালো এনলার্জার, আর লাইট।

মুথী বলল, আমার অফিসটাকে স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করার কি দরকার?

হ্যারি বলল, তাহলে ওটা কোথায় হতে পারে। ও সারারাত স্টুডিওর কথা চিন্তা করল। আর রণকে জানিয়ে রাখলো মুথীর ব্যবসায়ে ওর টাকা ঢালা উচিত কিনা।

রণ ওর বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু হ্যারি ক্রেয়ারের কথা চিন্তা করেই ওকে রাজী করালো। ডোরিসের ইচ্ছে পেছনের ঘরটাকে ফটো পরিষ্কারের ঘর হিসাবে রাখবে। বাইরের ঘরটাকে বসবার ঘর, কথাবার্তা বলা কওয়ার ঘর হিসাবে রাখবে। ড্রেসিং রুমের জন্য আমাদের। একটা পার্টিশনের দরকার।

মুথী শূন্যভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে এখন কি করা উচিত? রাস্তায় গিয়ে বসবো?'

হ্যারি বললো, প্রত্যেককেই নিজের নিজের দিকটা সামলাতে হবে। আমি জিনিসপত্র সব কিনেছি, আর এইসব পাল্টাবার জন্য ঋণ করা হয়েছে, দেখাবো আমি।

মুথী বলল, হ্যারি, আমাদের কিছু মূলধনের দরকার, শুক্রবারে টাকা পয়সা মেটাবার মত আমার কাছে তেমন কিছু নেই।

হ্যারি বললো, আমিই মিটিয়ে দেবো। তাহলে এটাই ঠিক হল যে, আমি ব্যবসার অর্ধেক অংশ নিচ্ছি আর তুমি নিচ্ছ অর্ধেক।

এটা মুথীর পক্ষে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে।

মুথী বলল, যদি তিনশো পাউন্ড দিতে পারো তবে প্রস্তাব রাখা যাবে কিন্তু যদি তুমি একশো দাও তাহলে খুব বাজে ব্যাপার হবে।

হ্যারি বলল, এটা ব্যবসা। যদি দু'জন অংশীদার একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করে তবে দু'জনেরই সমান মূলধন ঢালা উচিত। যখন আমি নতুন মূলধন দিচ্ছি তখন লাভের পঁচাত্তরভাগ আমার পাওয়া উচিত।

যদি তুমি রাজী থাক তাহলে আমি ভাবছি আমাদের একজন উকিলের কাছে যাওয়া উচিত। আর ব্যাপারটা পাকা করা উচিত। তাহলে আমি জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করবো, যদি তুমি তাড়াতাড়ি কাজ করো তবে আমরা দু'দিনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করে দিতে পারবো।

মুথী বললো, উকিলের কাছে গিয়ে আমরা খরচ করতে পারবো না। তুমি এবং আমি পরস্পরকে তো বিশ্বাস করি, তাই না?

হ্যারি বলল, যদি আমরা ঠিকভাবে এটা করতে চাই, লিখিত পড়িত ভাবেই এটা আমাদের করা উচিত। আমি অংশীদারের কাজ চাই আর তা দরকারও আমার।

মুথী ওর টুপী পরে আস্তে আস্তে যেতে শুরু করলো।

হ্যারি বলল, আমরা কি যাবো? মুথী ওর কোটটা চাপিয়ে নিল এবং বিষণ্ণ ভাবে বললো, আমাকে একটা টুইড ধার দিতে পারো?

হ্যারি বলল, আমি দুঃখিত। টাকা দিয়ে আমার অনেক কিছু করার আছে।

মুথী নিজের মুঠো হাতটা সিলিং-এর দিকে তুলে বলতে শুরু করলো, মেয়েছেলেরা! ওরা সকলেই সমান! যখনই একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে মিশতে শুরু করে তখন ও শেষ হয়ে যায় আর প্রত্যেকেই ভোগে।

।। চোদ্দ ।।

ক্লান্ত সন্তুষ্ট হ্যারি সাতটা বাজার কয়েক মিনিটের মধ্যে ল্যান্‌ক স্ট্রীটে ফিরে এলো। ক্লেয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যাবার পর যতটা উৎসাহী ওর হওয়া উচিত ছিল ততটা উৎসাহী হতে ওকে দেখা গেল না। ক্লেয়ার ওকে পরের দিন সকালে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিল আর ওকে নিজের ফ্ল্যাটে আবার আমন্ত্রণ জানাল।

হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আশা করেছিল রণ ভেতরে থাকবে। নতুন অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটা ছোট্ট একটু উৎসবের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করতে হবে।

হ্যারি যখন ঘরে ঢুকল তখন রণ বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ও হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি বাইরে যাচ্ছো? ভেবেছিলাম একটু আনন্দ ফূর্তি করবো।

রণ বলল, আমি দুঃখিত। আমি একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি সে আমাকে কিছু খবরাখবর দেবে। তবে নটার আগে তো তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। চলো না আমার সঙ্গে ঘুরে এসে তারপর খাওয়া-দাওয়া করলেই তো পারো?

প্রস্তাবটা হ্যারির বেশ মনঃপূত হলো। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হ্যারি ওর অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটা রণকে বললো।

তারপর ওরা ভীড়ভর্তি মদের দোকানে গিয়ে বারের সামনে এলো। এখানে অল্প কয়জন লোক ছিল আর কাউন্টারের শেষে ওরা দুটো টুল দেখে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ওরা বারের একটা লোককে ডেকে কিছু খাবার দাবার দিতে বললো।

আজ রাতে কি করছো তোমরা? খাবার খেতে খেতে হ্যারি বললো, তুমি কি বলেছিলে যে, তুমি কাজটা করছো?

তা ঠিক, আমি ভাবছি আমি কোনকিছু ভালো কাজ খোঁজার চেষ্টা করব যা আমার মনের সঙ্গে খাপ খায়। রণ খাবার ভরা মুখে বলল, আমি ভাবিনা যে, তুমি জানো, কিন্তু ওয়েস্ট এন্ড-এ একজন কাজ করছে পকেট মারার কাজ। পুলিশ তাদের একজনকেও ধরতে পারেনি। ইন্সপেক্টর পার্কিনের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে কথা বলছিলাম। উনি ভাবেন ওরা জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে ওর মত হচ্ছে মেয়েটাই চুরি করে আর চুরি করা জিনিষগুলো পাচার করে দেয় সঙ্গীকে।

আমি ওদের ব্যাপার ধরবো বলে ওদের দলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম আর কথা বলবার মতো একটা ছেলেকে চেয়েও ছিলাম। আজ রাতেই এথেন্স স্ট্রীটে রেড সার্কেল-এর কাফেতে ওর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

কিন্তু হ্যারিও অংশীদারের পরিকল্পনায় এত ব্যস্ত ছিল যে পকেটমারদের ব্যাপারে কোনরকম উৎসাহই দেখালো না। ওর মনের মধ্যে তখন খেলছিল ও যা করলো সেই ব্যাপারটা ক্লেয়ারকে ওর বলা উচিত কিনা অথবা অপেক্ষা করা আর দেখা অংশীদারের ব্যাপারটা কৃতকার্য হয়, কি না হয়। ও অপেক্ষা করাই ঠিক করলো।

খাবার পর ওরা আলাদা হয়ে গেল, রণ ওয়েস্ট-এন্ডে চলে গেল আর হ্যারি অনিচ্ছাকৃতভাবে ল্যানক স্ট্রীটে ফিরে গেল।

বিছানায় শুয়ে হ্যারি যখন সমস্যাগুলোর কথা ভাবছিল হঠাৎ ওর মাথায় এলো যে ক্লেয়ার-এর ছবিটা থাকলে ভালো হতো। তারপর চিন্তা করলো ও ক্লেয়ারের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরের দিন রাতে কথা বলতে পারে।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে অনেক রাতে তার ঘুম এলো। তারপর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সে জেগে উঠল।

হ্যারি দরজা খুলে দেখতে পেল গাউন পরনে মিসেস ওয়েস্টার হ্যাম কাঁধের ওপর দুটো প্লেট নিয়ে। ওকে দেখতে খুব বিচিত্র লাগছিল আর ওর চোখ দুটো কিরকম ভয় জড়ানো। উনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ওনার পেছনে পেছনে একটা লোকও ঢুকলো।

হ্যারি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? তারপর চিনতে পারলো উনি ইন্সপেক্টর পার্কিন আর হঠাৎই ওর ভয় ঢুকে গেল।

পার্কিন শ্রীমতী ওয়েস্টার হ্যামকে বললো, আপনি শুতে যেতে পারেন। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আর তোমাকেও বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত, মিঃ রিক্স। তোমার জন্য একটা খারাপ খবর আছে। তোমার বন্ধু রোলান্ড ফিসারের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

রণ? হ্যারি প্রায় চিৎকার করেই বলল, কি ঘটেছিল? খুব গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে কি?

ইন্সপেক্টর বলল, বোধহয় তাই। মাথায় গুলির আঘাত পেয়েছে। আমি এখন হাসপাতাল থেকে ফিরছি অবস্থা ভালো নয়।

হ্যারি বলল, আমি কি ওকে দেখতে যেতে পারি?

ইন্সপেক্টর বলল, না। আমার ধারণা বেশ কিছুক্ষণের জন্য ওকে কেউই দেখতে পারবে না। ওর ঘাড়ের পেছনে চেন একেবারে বসে গেছে। আঘাত দেখে মনে হচ্ছে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে। যদি ও বেঁচে ওঠে সারা জীবন অকেজো হয়ে থাকবে।

হ্যারি তবুও বসে রইল। দুর্বল বোধ করল।

পার্কিন বলল, আমি এখানে এসেছি তার কারণ ওর বাক্সে ওই ঠিকানাটা আছে কিন্তু যদি ওর স্ত্রী বা আত্মীয়স্বজন থাকে তো খবরটা দেবার জন্য আমি কাউকে পাঠাতাম।

হ্যারি বলল, আমি ওর স্ত্রীকে খবর দেব, আর ওর এডিটরকেও বলা হবে। কাগজ ওর জন্য কিছু করবে।

পার্কিন বললো, ঠিক আছে। এবার একটু তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাক। মনে হচ্ছে, যে

লোকটা তোমাকে আঘাত করেছিল সেই লোকটাই তোমার বন্ধুকে আঘাত করেছে। কিন্তু কারণটা কি মাথায় আসছে? কেন?

না। আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। ফিসার সোহোতে রাত বারোটার সময় কি করছিল?

ও আমাকে বললো, একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবে যে ওকে পকেটমারদের সম্বন্ধে কিছু বলবে।

পার্কিন বললো, গত সপ্তাহে আমি ওর সঙ্গে ঐ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। ও এই ব্যাপারে কিছু লেখার কথা চিন্তা করছিল আর সংবাদের জন্য আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু আমি ওকে তেমন কিছুই বলতে পারিনি। যে লোকটার সঙ্গে দেখা করেছিল, সে লোকটা কে? কোথায় দেখা করেছিল ওর সঙ্গে?

সোহোয় কোনো কাফেতে, ও নামটা বলেছিল কিন্তু নামটা আমি মনে করতে পারছি না।

পার্কিন বললো, তুমি তোমার নিজের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জানো অথচ আমাকে কিছু বললে না। কেউ কি ঐ রাতে ফটো তুলতে বাধা দিয়েছিল, নাকি দেয়নি?

হ্যারি বলল, কিন্তু এই ব্যাপারে তার তো কিছু করার নেই।

কিভাবে জানলে সেটা?

আমি ওকে জানি, ওর একজন বিজ্ঞাপনদাতা। ওর নাম রবার্ট ব্রাডি।

নামটা বলে হ্যারি থমকে গেল। কারণ ক্লেয়ার যদি রেগে যায়।

পার্কিন বললো, আগে বলোনি কেন ওটা?

হ্যারি ইতস্তত করে বললো, ওর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে। ও আমার প্রেমিকা, নামটা বলতে না পারার জন্য দুঃখিত। আমি ওকে এর মধ্যে জড়াতে চাইনা। তাছাড়া এ ব্যাপারে ওর কিছু করার নেই।

পার্কিন বললো, তুমি ব্রাডিকে চেনো? ঠিক চিনি না তবে ও আমার প্রেমিকার এজেন্ট, ও চায়নি ওর ছবি নেওয়া হোক।

হ্যারি চিন্তা করেও মনে করতে পারলো না যে রণ ওকে কি বলেছিল।

পার্কিন বললো, আমরা দু'জনে এথেন্স স্ট্রীটে রাস্তার দু'দিক ধরে হাঁটবো। আর দেখবো তুমি জায়গাটা ঠিক বলতে পারো কিনা।

হ্যারি বললো, ঠিক আছে। তারপর কোট চাপাতে চাপাতে বললো, আপনি কি মনে করেন যে লোকটা মেরেছিল সে লোকটা দলের মধ্যে আছে?

আমার বলা উচিতও হচ্ছে ওদের একজন পাণ্ডা। আমি ভাবছি ও কেন তোমার কাছ থেকে ফিল্মের রোলটা চুরি করলো। আমার মনে হয়, তুমি ওদের দলের একজনের ফটো নিয়ে ফেলেছো, অবশ্য ওরা হয়তো গোপনে কাজ করেছে, আর তুমি ওদের দেখনি। ওটা এরকম হতে পারে। তুমি কি যাবার জন্য তৈরী?

তারপর দু'জনে বেরিয়ে পড়ল এবং ওরা খুব তাড়াতাড়ি এথেন্স স্ট্রীটে পৌঁছে গেল।

পার্কিন হ্যারিকে বলতে লাগল, ওয়েস্ট এন্ডে মেয়েদের ফাঁদে পড়া লোকগুলোর কথা।

তখন হ্যারির মনে পড়ে গেল শ্যাম উইনগেটের কথা, ওখানেই ক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা হল, আর টাকার ব্যাগটা খোয়া গেল। ও ভাবল, তাহলে ক্লেয়ার কি এই দলের সঙ্গে জড়িত? ওই কি টাকার ব্যাগটা লোকটাকে চালান করে দিয়েছে, কিন্তু তাহলে ওকে সাবধান করে দিতে হবে, ও যেন এধরনের বোকামি না করে।

গাড়ি যখন ডীন স্ট্রীটে ঢুকলো তখন ওরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

হ্যারি রাস্তা বরাবর হাঁটতে লাগলো, রাস্তার একেবারে শেষে একটা আমেরিকান গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যখন এগিয়ে গেলো ও দেখলো দরজার ওপর একটা চিহ্ন আর তখনই ও উত্তেজিত ভাবে বললো, এটাই রেড সার্কেল কাফে, এখন মনে পড়ছে।

পার্কিন বললো, ঠিক আছে। তুমি গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি ভেতরে যাচ্ছি, তুমি আড়ালে থাকলেই কাজটা হবে।

ইন্সপেক্টর কাফের কাছে যেতেই দরজা হঠাৎই খুলে গেল আর চারজন মেয়ে বেরিয়ে এল।

ওরা মদ খেয়েছে, ওরা হাসছিল আর একে অপরকে গাড়ির দিকে ধাক্কা দিচ্ছিল।

একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজাটা খুললো। হ্যারি তখনই লোকটাকে চিনতে পারলো—রবার্ট ব্রাডি। আর গরম কোট পরা মেয়েটাকেও চিনতে পারলো, ক্রেয়ার।

ব্রাডি ক্রেয়ারের হাত ধরেছিল আর ওকে নাড়াচ্ছিল। ক্রেয়ার ওর গায়ে ঢলে পড়ল। তখনও হাসছিল। আর অন্যান্য মেয়ে গাড়ির ভেতর জড়ো হয়ে বসেছিল।

পার্কিন সমস্ত দৃশ্যটা দেখছিল। ব্রাডি ওর সম্বন্ধে ক্রেয়ারকে কিছু বলতেই ওর হাসি থেমে গেল। ও একবার পার্কিনকে দেখে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। গাড়িও খুব দ্রুত চলতে লাগলো।

।। পনেরো ।।

পরের দিন সকালে হ্যারি দেরী করে স্টুডিওতে পৌঁছল। ওর ম্লান, ক্লান্ত মুখটা দেখে মুথী বললো, কি ব্যাপার?

হ্যারি মুথীকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

মুথী ওকে ওসব ব্যাপার থেকে একেবারে দূরে থাকতে বললো।

শ্রীমতী ফিসারের সঙ্গে হ্যারির দেখা করতে হবে। তাই ও মুথীকে স্টুডিও দেখাশোনা করবার ভাব দিয়ে চারিং ক্রসে যাবার বাস ধরলো আর ওয়ালহামা গ্রীনের জন্যে একটা টিকেট কাটলো। ও রণের নোট বই-এ শীলার ঠিকানা দেখেছে।

যাবার সময় রণের থেকে শীলার কথাই বারবার ওর মনে হচ্ছিল। ক্রেয়ারের কথা ভাবতে গিয়েই ও কেমন যেন ভয় পাচ্ছিল। গত রাতে ক্রেয়ারকে যে অবস্থায় ও দেখেছে তাতে মনে মনে আঘাত পেয়েছে। ঐ সময়ে ঐ জায়গায় অত রাতে ক্রেয়ার আর ঐ তিনটে মেয়ে ব্রাডির সঙ্গে কি করছিল?

পার্কিন ওকে দেখেছিল, কিন্তু ওর সম্বন্ধে কোন কথাই হ্যারিকে বলেনি। পার্কিন কাফেতে কিছু পায়নি। কাফের মালিক বলেছিল যে, ও ঐ টান করে কোঁচকানো চুলওয়ালা কোন লোকের সম্বন্ধে কিছু জানে না। আর রণ ফিসারকে ও এখানে দেখেনি।

হ্যারি ওয়ালহাম গ্রীন স্টেশনের রাস্তার পাশে শীলার বাড়ি পৌঁছাল। দরজায় বেল টিপতেই শ্রীমতী ফিসার দরজা খুলল।

হ্যারি কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললো, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

আমার নাম হ্যারি রিকস্, আমি রণের বন্ধু।

শ্রীমতী ফিসার হ্যারিকে ভেতরে ডাকল।

হ্যাবি দেখল ঘরটা এলেমেলোভাবে সাজানো। হ্যারি দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, খবরটা দিতে আপনাকে খারাপ লাগছে, রণের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মেয়েটার মুখ শক্ত হয়ে গেল, বললো ওকি মারা গেছে?

হ্যারি বললো মারা যায়নি, তবে অবস্থা খুব খারাপ ; ওর সেরে উঠতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে।

ও কি চাপা পড়েছে অথবা ওরকম কিছু?

না। একজন বাইসাইকেলের চেন দিয়ে মাথায় মেরেছে।

ওরা কি জন্য মারলো?

হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, 'আমি ঠিক জানি না। তবে আপনার তাতে কি হয়েছে?'

মেয়েটি বলল, 'আমার কিছু যায় আসে না।'

আমার টাকাগুলোর কিছু হয়েছে কি?

হ্যারি বললো, তাও জানি না। ও চারিং ক্রস হাসপাতালে আছে। যদি চানতো দেখতে যেতে পারেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ না যাওয়া পর্যন্ত ওখানে গিয়ে তেমন কোনো লাভ হবে না।

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, ওকে আমি দেখতে চাই না। ও মারা গেলে আমি আবার বিয়ে করবো।

হ্যারি বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ওর ওপর আপনার সামান্যতম সহানুভূতি আছে।'

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললো, 'রণের গুরুত্ব আপনার কাছে যত বেশি আমার কাছে ততটা

নয়।'

এরপর বলল, 'আমি যদি আপনাকে বলি আমার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে তাহলে কি কিছু মনে করবেন? চলে আসুন। অন্য ঘরে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলি। রণ জানতেও পারবে না।'

হ্যারি ওকে দরজার পাশে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলে বললো, 'আমি দুঃখিত।'

ও ক্রুদ্ধভাবে বললো, তাহলে ওকে ভালোভাবে থাকতে বোলো। যদি ও আমাকে কিছু টাকা না পাঠায় তাহলে আমি ওকে কোর্টে নিয়ে যাবো।

হ্যারি এত বিরক্ত হয়েছিল আর রেগে গিয়েছিল যে, একটা কথা না বলে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

হ্যারি টেলিফোন ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপর ক্লেয়ারকে ফোন করলো।

ক্লেয়ারের গলার স্বর শুনতে পেলো আর ঠিক তখনই ক্লেয়ারের মুখের ছবিটা আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। হ্যারি বলল, 'আমি দুঃখিত প্রিয়তমা! আজ রাতে আসবো কি? তোমার কি ভালো লাগবে?'

ক্লেয়ার বললো, 'নিশ্চয়ই আমার ভীষণ ভালো লাগবে। আটটার মধ্যে এসো।'

হ্যারি ফোন রেখে বেরিয়ে এসে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। ও খুব হতাশ হয়ে পড়েছে। প্রতিবারেই ক্লেয়ারেব জায়গায় ও শীলাকে দেখতে পাচ্ছে।

ওর বিরক্তি লাগলো। তারপর ও ট্রেন ধরতে এগিয়ে গেল।

।। ষোল ।।

হ্যারি নির্দিষ্ট সময়ে ক্লেয়ারের ফ্ল্যাটে গেল। ক্লেয়ার ওর হাত ধরে একটা বিরাট সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গেল। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলো।

বললো, আজ রাতে আমি বাইরে যাচ্ছি না। তুমি যতক্ষণ খুশি থাকতে পারো, ইচ্ছে করলে সারারাত থাকতে পারো।

হ্যারি হঠাৎই রণ, ইনস্পেকটর পার্কিন আর রেড সার্কেল কাফের কথা ভুলে গেল। ক্লেয়াব যখন রান্না করছিল, হ্যারি ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য রান্নাঘরে গেল। ক্লেয়ার ওকে ড্রয়ার দেখিয়ে কিছু একটা বের করতে বললো।

হ্যারি ড্রয়ার খুলে একটা ছোট কাগজ বের করে খুলে দেখল ওর ভেতরে তিনটে নেকটাই।

ক্লেয়র বললো, 'ওগুলো তোমার পছন্দ হয়েছে?' হ্যারি বললো, সুন্দর, কিন্তু অনেক দাম নিয়েছে নিশ্চয়ই।

ক্লেয়ার বললো, ওগুলোর বেশীদাম না। আমি কোম্পানীকে চিঠি লিখেছিলাম আর ওরা আমাকে ওগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এরপর ক্লেয়ার ওকে স্যুট দিতে চাওয়ায় হ্যারি আপত্তি করল, বললো, আমি তোমার থেকে তা নিতে পারবো না। এ সময় আমার উচিত তোমাকে দেওয়া, কিন্তু এ পর্যন্ত তুমিই কেবল দিয়ে যাচ্ছো।

ক্লেয়ার বললো, তোমার স্যুটের দরকার আছে। আর আমি যদি তোমাকে তা দিই নেবে না কেন? এমন নয় যে আমাকে অনেক দাম দিতে হচ্ছে।

হ্যারি কঠিনভাবে উত্তর দিল, না, দুঃখিত। আমি তোমার কাছ থেকে আর কোনো উপহার নিতে পারবো না। ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে উপহার নেয় না। তা তুমি জানো।

ক্লেয়ার বললো, কি উচিত আর কি অনুচিত তা কে পরোয়া করে। আমি তোমাকে ভালবাসি। তাই তোমার যা প্রয়োজন তা আমি তোমাকে দিতে চাই।

হ্যারি এবারও আপত্তি করায় ক্লেয়ার রেগে গেল। ও বললো, ঠিক আছে। আমার কাছ থেকে তোমাকে কিছু নিতে হবে না। আর যদি খারাপ লাগে এখানে আর এসো না। বলে ও ছুটে রান্নাঘরে চলে গেল।

হ্যারি ওর পেছনে ছুটে গেল। ক্লেয়ার ঘুরে দাঁড়াতেই হ্যারি ওর চোখে জল দেখতে পেলো।

ক্লেয়ারকে বললো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। আর

তুমি যা চাও আমি তো তাই করি।'

ক্রেয়ার বললো, ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। ও সরে যেতে চেষ্টা করলো কিন্তু হ্যারি ওকে জড়িয়ে ধরলো, আর ঠিক তখনই ক্রেয়ার ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। আমার ইচ্ছে হয় তোমাকে কিছু দিতে।

হ্যারি বলল, 'আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই। আমার যখন টাকা হবে তখন আমি দিতে পারবো।'

ক্রেয়ার ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে বললো, 'আমি তোমার টাকা চাই না, আমি তোমাকে চাই, আমাদের কার কতো টাকা আছে তাতে কি আসে যায়!'

হ্যারি বলল, আমার কিছু যায় আসে, আমি তোমাকে জিনিসপত্র দিতে চাই।

ক্রেয়ার বললো, তোমার যখন অনেক টাকা হবে তখন আমি তোমার উপহার নিতে গর্ববোধ করব। আমি নিশ্চিত যে তুমি উপায় করবেই, তখন তুমি সব শোধ করে দিও।

হ্যারি বললো, যদি সত্যি তুমি আমাকে দিতেই চাও তাহলে কোন গোলমাল করবে না। বারাবাড়ি কোরো না কেমন!

ও জিজ্ঞেস করলো, এতে রাজি?

হ্যাঁ রাজি।

তাহলে আমি তোমাকে চমকে দেব। বলে রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে শোবার ঘরে গেল।

হ্যারিকে বলল, 'আমি তোমার জন্মদিনে কিছু দিতে চাই, কিন্তু অপেক্ষা করতে চাইছি না। আমি চাই এখনই তুমি এটা নাও। এটা আমার বাবার।'

ক্রেয়ার টিসু কাগজটা ছিঁড়ে একটা সোনার কেস ওর হাতে দিল।

হ্যারি কেসটা খুলে দেখল, ভেতরে লেখা আছে হ্যারির জন্যে, আমার ভালবাসা ; ক্রেয়ার।

হ্যারি বলল, ওটা খুব সুন্দর, কিন্তু প্রিয়তমা ওটা যদি তোমার বাবারই হয় তাহলে আমাকে কেন দিচ্ছ ওটা?

ক্রেয়ার বলল, 'আমি চাই তুমি ওটা নাও। খুব যত্ন নিও হ্যারি আর ওটা ব্যবহার করতে করতে সবসময় আমার কথা ভেবো।'

হ্যারি ক্রেয়ারকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

।। সতের ।।

সকালের ধূসর আলোয় চোখ খুলে হ্যারি দেখলো ক্রেয়ার ওর পাশে শুয়ে আছে।

হ্যারি ক্রেয়ারকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। যা গতরাতেই বলা উচিত ছিল।'

ক্রেয়ার বললো, কি ব্যাপার?

হ্যারি বললো, আমার বন্ধু রণকে গতকাল রাতে মাথায় মারা হয়েছিল। আমাকে যে মেরেছিল ঠিক একই লোক ওকেও মেরেছে। পুলিশ আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। ও ইতস্তত করছিল, তারপর বললো, আমি সবই ওদের বললাম।

ক্রেয়ার বালিশ থেকে মাথা উঠিয়ে ওর দিকে তাকালো। ঘরের মৃদু আলোতে মনে হল, ওর মুখ খুব শক্ত হয়ে গেছে।

ক্রেয়ার জিজ্ঞেস করলো, হ্যারি রবার্টের কথা বলেছে নাকি?

হ্যারি বললো, আমি তোমার নাম করিনি। আমি বললাম তুমি—তুমি, আমার প্রেমিকা আর ও ভাবলো ঠিক আছে।

পার্কিন রবার্টের সম্বন্ধে তেমন কিছু মনে করেনি তখন আমি বললাম যে, উনি একজন বিজ্ঞাপনদাতা আর তোমার বস্।

তুমি আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছো, তাই না?

আমার তো মনে হয় আমি তেমন কিছুই বলিনি। দেখো ক্রেয়ার, ওয়েস্ট-এন্ডে পকেটমারদের একটা দল আছে আর রণ ওদের কাছ থেকে খবরাখবর জেনে একটা লেখা লিখবে বলে চেষ্টা

করেছিল। ও সেইজন্যেই সোহোতে রেড সার্কেল কাফেতে গিয়েছিল। পুলিশ মনে করছে ওখানেই ওকে আক্রমণটা করা হয়েছে।

ক্রেয়ার বললো, আমাকে ওসব বলছো কেন? ওসব ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ নেই।

হ্যারি বললো, গত রাতে পার্কিন আর আমি এথেল স্ট্রীটে গিয়েছিলাম। তুমি আর কয়েকটা মেয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে আসছিলে। ব্রাডিও ওখানে ছিল। আমি ভাবিনি যে পার্কিন তোমাকে দেখে ফেলবেন।

যদি দেখেও তাতে কি আসে যায় কিছুক্ষণ নীরবতার পর হ্যারি বলল, তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনা হচ্ছে। কারণ, পুলিশটা ভাবলো, ডাকাতিগুলোর জন্য এই মেয়েগুলোই দায়ী।

তাছাড়া উইনগেটের কথা তোমার মনে আছে, ও যদি ব্যাপারটা পুলিশকে জানাতো তাহলে পুলিশ ভাবতো তুমি ঐ দলে জড়িত। আর টাকার ব্যাগটা আমাকে চালান করে দিয়েছিলে।

তুমি আর কখনো ওরকম কোরো না। আচ্ছা ক্রেয়ার সত্যি ঘটনাটা বলতো। যে লোকটা আমাকে আর রণকে আঘাত করেছিল ও ব্রাডি নয়তো?

ক্রেয়ার বললো, ব্রাডি হতে যাবে কেন? ব্রাডির সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। ভগবানের দিব্যি কেটে বলছি এ নিয়ে পুলিশকে আর কিছু বোলো না, যদি উনি বোঝেন যে আমার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা আছে তাহলে আমি চাকরীটা খোয়াবো। আর রবার্ট যদি শোনে তুমি পুলিশকে ওর কথা বলেছো তাহলে ও খুব রেগে যাবে।

আর যদি পুলিশের সঙ্গে তোমার দেখা হয় তাহলে আমার কথা বলবে না এবং আমার ঠিকানা দেবে না। কারণ ওরা যদি জানতে পাবে যে আমি এখানে একা থাকি তাহলে ওরা আমার পেছন পেছন ঘুরঘুর করবে। আমি ওদের চিনি, ওরা আমাদের মতো মেয়েদের ধরে।

তুমি যদি ওয়েস্ট-এন্ডে থাকো তবে খুব সাবধানে থেকো কিন্তু। ওরা তোমাকে বুঝাবার চেষ্টা করবে যে এটা বেশ্যালয়।

হ্যারি ভাবলো প্রসঙ্গটা পাল্টানো যাক। ও বললো, আমি পোট্রেট-এর কাজে হাত দিতে চাই। আর যদি তোমার পোট্রেটই নিই আর জানালায় রেখে দিই তবে ব্যবসাটা ভালোই হবে। তুমি কি এতে কিছু মনে করবে, ক্রেয়ার?

না, আমি তোমাকে সাহায্য করতেই ভালোবাসি। প্রসঙ্গটা পাল্টানো হলো বলে ক্রেয়ারেরও ভালো লাগল। তুমি কি তোমার ঐ ব্যবসায়ে টাকা ঢালবে ঠিক করেছো?

আমি স্টুডিওটার জন্যে একশো পাউন্ড দিচ্ছি, মুথী আর আমি এখন অংশীদার।

ক্রেয়ার বললো, কখন আসবো, আর কি পরে আসবো?

হ্যারি বলল, যদি গরমের পোশাক আর টুপি পরে আসো তাহলে দারুণ হয়।

হ্যারি সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে রইলো আর ক্রেয়ার পোশাকের পর পোশাক, ফ্রকের পর ফ্রক নিয়ে আসতে লাগলো। তারপর ওগুলোকে একটার পর একটা সাজিয়ে তার ওপর দিয়ে প্যারেড করতে লাগলো।

অবশেষে ক্রেয়ার একটা ফ্রক বাছলো যা পরবে।

ওকে সবকিছু ঠিক করে স্টুডিওতে পাঁচটার সময় আসতে বলা হলো।

মুথী ন'টার পর স্টুডিওতে এসে দেখলো হ্যারি লাইট আর তার ঠিক করছে।

মুথী জিজ্ঞেস করলো, কি করছো?

হ্যারি বললো, একটা মডেল পেয়েছি যার পোট্রেট নেবো।

ঠিকই ধরেছো, ও পাঁচটার সময় আসবে।

ডোরিস কি করছে, তোমাকে সাহায্য করতে পারছে না ও? মুথী নিজেকে কাজের লোক বলে দেখাতে চাইলো।

হ্যারি আলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ও যা চাইছিল তা পেতে একটু সময় লাগবে।

যদি তুমি প্রত্যেকটা ফটো তুলতেই এত দেরী করো তাহলে কোনদিনই পাবে না এটা। ও অভিযোগ করে বললো।

কিন্তু বুঝছো না, ওটা পোট্রেট হতে যাচ্ছে। অবশেষে হ্যারি যখন সন্তুষ্ট হলো আর

আলোগুলো ঠিক ঠিক স্থানে রাখলো ও তখনও মুথীকে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠতে দিল না।

আমি আধ ডজন ফিল্ম তুলে ডোরিসকে ডেভেলপ করতে দেবো।

ঠিক দুপুরের খাবার পর হ্যারি ডার্করুমে গেছে ডোরিস যে প্রিন্টগুলো করেছে তা পরীক্ষা করতে। ডোরিস ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো, তারপর বললো, 'তুমি বেশ কাজ করেছো হ্যারি, খুব সুন্দর পোট্রেট ওটা।'

হ্যারি প্রিন্টটা পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেল। ও ঠিকই বলেছে। এই পোট্রেটাই সবচেয়ে ভালো। কারণ মুথী এত বিরক্ত হয়েছিল যে, হ্যারি ফটো নিচ্ছে কি না নিচ্ছে, সে সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। তবে এই ফটোটা খুব অসাধারণ হয়েছে, যেন মনে হচ্ছে ও জীবন্ত। এই লোকটাকে এখন দেখে মনে হচ্ছে বিরক্ত, দুঃখিত, হতাশ, ভেঙে পড়া, চিন্তিত, দুর্বল আর শোচনীয়। আলগা টাই মাথার পেছন দিকে সরে যাওয়া টুপী, খোলা কোট, পোড়া সিগারেট এইসব নিয়ে ফটোটাকে দারুণ স্বাভাবিক লাগছে।

হ্যারি বললো, তাহলে এভাবে পোট্রেট নিলে অন্যায় হবে না, তখন দেখো। আমরা ছাব্বিশ বাই ছত্রিশ-এর একটা এনলার্জমেন্ট করবো গাভোলুক্স কাগজে আর একটা ফ্রেম করবো। আমরা এটাকে বলতে পারি সুন্দরের বছর ; আর আমরা এটা জানালায় রাখবো। মিঃ বন্ধুনীকে কিছু বলো না।

ডোরিস বললো, আমাদের ওরা তিনটে সীট্ পাঠিয়েছিল স্যাম্পল হিসাবে। আমি কি এর ওপর কাজ করতে পারি?

হ্যারি উত্তেজিত ভাবে বললো, বাকীগুলো নষ্ট কবে ফেলো। যখন তুমি এটা এনলার্জার-এর মধ্যে করবে তখন আমাকে ডেকো। আমরা ঠিকমতো এক্সপোজারটা পাবো, আমি ওরকম একটা সীট্ নষ্ট করতে চাইনা।

হ্যারি জানতো ডোরিসের কাছে এনলার্জারটা অযত্নে থাকবে। ও অফিসে গেল, মুথী ঢুকছিল।

দু'জনে কিছুক্ষণ কথা বলার পর মুথী বলল, এখন নগণ্য সহযোগীর কাজটা করতো।

হ্যারি খুব তীক্ষ্ণ ভাবেই বললো, আমি মোটেই নগণ্য নই।

মুথী চোখ বন্ধ করে বললো, অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য নয়। আমার মনে হয় এই পোট্রেটটা সকলকেই একবার চমকে দেবে। আব ওরা বোধহয় একটা মদের দোকানে ঢুকছে।

দেখো তো তারা কোথায় গেল? রণ তো অক্সফোর্ড স্ট্রীটে কাজ করছে আর জো স্ট্যান্ডে। বোধহয় তোমার বেশীক্ষণ লাগবে না।

মুথী বেশ আতঙ্কিতভাবেই বললো, আমি যাবো?

।। আঠারো ।।

মুথী স্টুডিওতে এসেছিল, হ্যারি তখন আলো নিয়ে শেষ কাজটুকু সেরে ফেলতে ব্যস্ত।

ক্রেয়ার স্টুডিওতে ঢুকলো, ঘরের ভেতরে দু'জন লোককে উদ্দেশ্য করেই বললো, আসতে পারি?

হ্যারি বেশ আগ্রহ দেখিয়ে বললো, তোমাকে বেশ সুন্দর লাগছে।

এরপর মুথী একটু রসিকতা করলো আর ক্রেয়ার হাসতে লাগলো।

ক্রেয়ারকে হ্যারি বললো, এখন আমি তোমাকে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম। আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা তো বেশী। বেশ কয়েক রকম ভঙ্গীমায় ছবি তোলা যাক। ফিল্ম ভর্তি আমার একটা ক্যামেরা আছে আর অনেকগুলো ছবি তোলা যাবে। তোমার মত কি?

ক্রেয়ার বললো, ঠিক আছে, তুমি যা করতে চাও তাই হবে।

হ্যারি বিভিন্ন রকম ভঙ্গীমায় ওর ছবি তুলতে লাগলো। হ্যারি আগে ফটোগ্রাফীর স্কুলে গিয়ে পেশাদারী মডেলারদের ছবি তুলেছিল। ও ভঙ্গীর শিল্প সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছিল। এটা স্পষ্ট যে, ক্রেয়ারের এই বিষয়ে কোন প্রতিভা নেই আর এটা জেনেই ওর ভয় করতে লাগলো।

ক্রেয়ার বললো, তোমার কি ছবি নিতে অনেক দেরী হবে? এই আলোগুলো আমার মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া এখন প্রায় ছটা বাজে বাজে, আমার সাড়ে সাতটায় কাজ আছে কিন্তু।

তাহলে আজ রাতে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

ক্লেয়ার বললো, না আগামীকাল ছ'টার মধ্যে চলে এসো আর সুন্দর হবে আমরা রিচমণ্ডে গাড়ি নিয়ে যাবো। ওখানে নদীটা দেখা যাবে, ভালো লাগবে তো?

হ্যারি বললো, হ্যাঁ। ওর মনটা ঘুরছে, যদি ও একটা মডেল না হয় তবে কি? হ্যারি নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করলো এরকম ভাবে কেন ও...

দরজায় টোকা পড়ল, যুথী ভেতরে ঢুকে বললো, তোমার সঙ্গে ক্রপারের কথা আছে। আমি ওকে বললাম তুমি ব্যস্ত আছো আর ও বললো, ও অপেক্ষা করবে।

হ্যারি ক্লেয়ারকে বললো, তুমি একটু অপেক্ষা করবে কি? ক্লেয়ারের দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারলো ওর মুখের রং পাল্টে যাচ্ছে আর ও দাঁড়িয়ে পড়েছে ওর চোখ দুটো ভীতু ভীতু লাগছিল।

ক্লেয়ার ফিসফিস করে বললো, আমি, এখানে আছি ওকে বলো না। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

ও এমনভাবে কথা বলল যে, যুথী আর হ্যারি ওর দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইলো।

হ্যারি বলল, ঠিক আছে। ও চলে গেলে তুমি নিজেকে পাল্টে ফেল, কেমন।

ইন্সপেক্টর পার্কিন রাস্তার ধারের ঐ বিরাট ফটোটা লক্ষ্য করছিলেন।

হ্যালো মিঃ রিক্স উনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যিই বেশ ভালো। আমি ওই ছবিটা দেখছিলাম আমি এখানে দু'জন বড়ো খদ্দেরকে দেখে এসেছি।

হ্যারি বললো, আপনি কি আমাকে খুঁজছিলেন? আমি একটু ব্যস্ত আছি।

খুব?

না, ঠিক তেমন প্রয়োজনীয় নয়, আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তারপর ভেতরের দিকে তাকালাম আর কি। তুমি আমাদের ঐ টানা চুলওয়ালা লোকটাকে আর দেখনি?

হ্যারি বললো, যদি দেখা পাই তবে আপনাকে জানাবো।

পার্কিন বললো, আমারও ধারণা তুমি বলবে। আচ্ছা ঐ রাতে আমরা যখন রেড সার্কেল কাফেতে গিয়েছিলাম একজন লোককে একটা বড় আমেরিকান গাড়ির মধ্যে দেখেছিলাম, ওর সঙ্গে চারজন মাতাল বেশ্যামেয়ে দেখেছিলাম মনে আছে?

হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, ওরা বেশ্যা নয়, অন্ততঃ আমার কাছে তা মনে হয়নি।

পার্কিনের চোখ দুটো দেখে মনে হলো উনি রেগে গেছেন। ও ওর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে দেখলো সিগারেট নেই। হ্যারিকে বললো, তোমার কাছে আছে কি?

অধৈর্য হয়ে হ্যারি ওর সোনার কেসটা খুলে একটা সিগারেট বের করে দিল। সিগারেটটা নিয়ে পার্কিন বললো, গাড়ির মধ্যে যে লোকটাকে দেখলাম ওর নাম কি, ব্রাডি?

হ্যারি বললো, আমি ওকে চিনি না।

চেনো না? পার্কিন কেসটা ওর হাতে দেখে বললো, বেশ সুন্দর তো, কোত্থেকে পেলে? হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, সেটা দেখা আপনার কাজ নয়, আমি কি ওটা পেতে পারি না।

পার্কিন কেসটা খুলে ভেতরের লেখাটা পড়লো।

এই মেয়েটার আলাদা নাম কি?

হ্যারি বাধা দিয়ে বললো, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে দয়া করে আমার হাতে এটা দিন।

পার্কিন বললো, গত সপ্তাহে এই কেসটা পিকাডেলীতে চুরি হয়েছিল। আমাদের কাছে এর পুরোপুরি বিবরণ আছে। আর মেয়েটার বর্ণনাও ওর কাছ থেকে পেয়েছি আর তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন মেয়েটা কেসটা তোমাকে দিয়েছে তাই না?

হ্যারি বললো, আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাইছেন। ওর সন্দেহটা তাহলে ঠিক। মেয়েটা একটা দলের হয়ে কাজ করছে। আমি তোমাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছি কারণ তুমি ব্রাডির সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলেছো। আমরা তাকেও খুঁজছি। ও ওদের মধ্যে একজন, তুমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছো, তাই না? আমরা তোমাদের সবকিছু জানি রিক্স্, মেয়েটা তোমাকেও দলে ঢোকাচ্ছে।

ক্লেয়ার দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বলে উঠলো, আপনি কি বাজে কথা বলা

থামাকেন? আমি কেসটা নিয়েছিলাম। আমি ওকে এটা উপহার দিয়েছিলাম। ও জানে না এটা চুরি কবা হযেছে। ও এ সব ব্যাপারে কিছুই জানে না। ওকে আপনি ছেড়ে দিন।

।। উনিশ ।।

ঠাণ্ডা সকাল, ঘড়িতে এখন আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট। হ্যারির চোখে ভাসছিল ঐ লোহার দরজা দুটো, যেখান থেকে ক্রেয়ারের সঙ্গে ও ন'মাসের মধ্যে আলাদা হয়ে গেছে। এর মধ্যে হ্যারি ওকে দেখেনি আর ওর কাছ থেকে কোনরকম ফোনও পায়নি।

শেষ বারের মতো কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলেছিল ক্রেয়ারের সঙ্গে।

ওকে খুব শীঘ্র ওয়েলেসবারীর জেলে পাঠানো হবে। ও হ্যারিকে বলেছিল আমাকে আর দেখতে এসো না, আর কখনও চিঠি দিও না। আমি তোমাকে মনে রাখতে চাই না।

হ্যারি তাই করেছিল। কারণ ও ক্রেয়ারের কথাটার মানে বুঝেছিল।

কিন্তু হ্যারি ক্রেয়ারকে বলেছিল, আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না।

ক্রেয়াব ওদের দলের সম্বন্ধে কিছুই বলেনি শুধু বলেছে যে এক বছর ধরে ওদের সঙ্গে চুরি করে বেড়িয়েছে।

ওকে জেলে নিয়ে যাবার পর থেকে আর কোন পকেটমার হবার খবরও পাওয়া যায়নি। দল টুকরো হয়ে গেছে।

এই ব্যাপারে ব্রাডিব সঙ্গে ক্রেয়ারের যোগ আছে কিনা পার্কিন অনেক চেষ্টা করেও তা জানতে পারেনি। আর ব্রাডিকেও ধরতে পারেনি।

ক্রেয়ার বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যারি তখন ওকে রক্ষা করার জন্য বেশি টাকা উপায় করার চেষ্টায় ব্যস্ত। ক্রেয়ারের কথামতো হ্যারি ওর গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে। ওর গয়না পুলিশ নিয়ে গেছে। পুলিশ দোষী সাব্যস্ত করার পর কিছু কাপড়-চাপড়, কিছু বই, একটা কলম, একটা হাতব্যাগ। হ্যারি ওর ঘরে রেখে দিয়েছিল এগুলো।

হ্যারির এই অংশীদারের ব্যবসাটায় তেমন লাভ হলো না। টম আর জো চলে গেছে। ডোরিস অবশ্য যায়নি, অর্ধেক টাকা ও পাচ্ছে। মুথী আত্মহত্যার পথে, ও হ্যারিকে বলে গেছে দোকান বন্ধ করে দিতে।

ওকে মুথীর সঙ্গে এক দুপুরে দেখা গিয়েছিল দোকানে। দরজায় দাঁড়িয়ে ও আকাশের রং দেখছিল। সেইসময় ভালো পোশাক পরা একজন লোককে দেখতে পেল, লোকটা জানালায় টাঙানো ফটোটা দেখছিল। তারপরেই হ্যারির চোখে চোখ পড়তে জিজ্ঞাসা করলো, ছবিটা কে তুলেছে?

হ্যারি জবাব দিল, আমি।

লোকটা বললো, আপনি কি আমার কিছু পোট্রেট করে দেবেন। বলে লোকটা হ্যারিকে একটা কার্ড দিল।

হ্যারি কার্ডটা নিল, অ্যানাল সিম্পসন, লন্ডনের সবচেয়ে বিখ্যাত থিয়েটার প্রযোজক।

সিম্পসন বললো, আপনার ব্যাগ নিয়ে কাল বিকেলে আমার থিয়েটারে চলে আসুন। আপনি কি রাজী আছেন?

ঘটনাটা পাঁচ মাস আগের। হ্যারি এখন সিম্পসনের তত্ত্বাবধানে কাজ করে। সপ্তাহে পঁচিশ পাউন্ড পাচ্ছে। ওকে বিজ্ঞাপনের জন্যে থিয়েটারের বাইরের কাজ-টাজ করতে হতো। সিম্পসন ওকে চুক্তি করিয়ে নিয়েছিল যে হ্যারি ওর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ করতে পারবে না।

ক্রেয়ার ওকে বলেছিল হ্যারি যেন ওকে ভুলে যায় কিন্তু হ্যারি পারছে না। ও ক্রেয়ারের সঙ্গে দেখা করবার ব্যাপারে মুথীকে বলেছিল। মুথী ওকে পছন্দ করতো। ও যে হ্যারিকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজে জেলে গেছে এ ব্যাপারটাও মুথীর ভালো লেগেছিল।

মুথী হ্যারিকে বলেছিল একটা মেয়ে এ সবই করতে পারে, যাও আবার ওর সঙ্গে দেখা করো।

তাই ও সেদিন বৃষ্টি ভেজা সকালে মরিস গাড়িতে বসে জেলখানার সামনে অপেক্ষা করছে ওর প্রেমিকার জন্য। ক্রেয়ার একা জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে অপেক্ষারত গাড়ির দিকে দ্রুত

এগিয়ে আসতে লাগল।

হ্যারির বুকের ভেতরটা এত দ্রুত লাফাচ্ছিল যেন ওর শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল, ও যখন গাড়ি থেকে পনের গজ দূরে তখন হ্যারি দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো।

ক্রেয়ার হ্যারিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললো, কি জন্যে এখানে এসেছো?

হ্যারি বলল, আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।

ক্রেয়ার বলল, আমার কোন বাড়ি নেই। হ্যারি ওকে গাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। ও যখন গাড়িটা চালাতে চেষ্টা করছিল তখন দেখলো ক্রেয়ার ওর ওপর ভর করে কাঁপছে। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিজেকে চেষ্টা করেও সংযত করতে পারলো না।

হ্যারি ওর হাতে হাত রেখে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললো, আমি তো আছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। সবকিছু ঠিক আছে।

।। কুড়ি ।।

শ্রীমতী ওয়েস্টার হ্যামের ঘরের সামনে একটা খালি ঘর ছিল, হ্যারি ওটা দু সপ্তাহের জন্য ভাড়া নিয়েছিল। ও মুথী আর ডোরিস ওরা ওঘরে সময়টা সুন্দরভাবে কাটাতো।

হ্যারি ক্রেয়ারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ক্রেয়ার ঘরের দিকে তাকালো। তারপর টুপিটা নীচে রেখে ব্যাগটা বিছানার ওপর ফেলে জানালার কাছে গেল। লন্ডন থেকে ফেরার পথে ওরা খুব কমই কথা বলেছে। ও জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল। লোকজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকদিন এসব দেখেনি।

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি পরিষ্কার হয়ে নিয়ে আমার ঘরে চলে এসো। আমি কফি তৈরী করেছি। তখন সাড়ে নটা বাজে।

হ্যারি আধ ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করে তারপর ক্রেয়ারের ঘরে গিয়ে দেখলো ও তখনও জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি ওকে কাছে টেনে নিল।

ক্রেয়ার হঠাৎ বললো, আমি ভাবছি তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাকে যখন গাড়ির বাইরে দেখলাম আমি বিশ্বাস করিনি। আমার জীবনে বোধহয় ওটাই সুন্দরতম মুহূর্ত।

হ্যারি বললো, আমি তোমাকে ভুলিনি। আমি কেবল দিন গুণছিলাম। যেদিন তুমি চলে গেলে তার পরদিন থেকে রোজই ক্যালেন্ডারের ওপর দাগ দিচ্ছি।

ক্রেয়ার দেখলো হ্যারি একটুও পাল্টায়নি, একদম আগের মতো আছে।

কিন্তু হ্যারি দেখল ক্রেয়ারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

হ্যারি বললো, যা হবার হয়ে গেছে আর এটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো। এখন তোমার জন্য কফি তৈরী করছি, আমার ঘরে এসো।

ওকে। ক্রেয়ার হঠাৎ একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, বেশ দেখতে তো।

হ্যারি কফি ঢালতে ঢালতে বললো, রণ ফিসার।

কিছুক্ষণ পর ক্রেয়ার বললো, ওর কি হয়েছিল?

হ্যারি বললো, ওর ব্রাইটনে একটা বাড়ি আছে। একটা কাগজ চালাতো ও। ও আর ভালো হতে পারবে না।

ক্রেয়ার বলল, যে লোকটা একাজ করেছিলো ওরা তাকে ধরতে পারেনি? হ্যারি বলল, না।

আমার ধারণা তুমি জানতে চাও আমি ওকে কিছু করেছি কি না?

হ্যারি বলল, না, আমি অতীতের কোনকিছু জানতে চাই না।

ক্রেয়ার বললো, তুমি এখন কি করছো?

হ্যারি আলফ্ মুথীর পোর্ট্রেট-এর ব্যাপারটা বললো, আর কিভাবে অ্যালান সিম্পসন এই পোর্ট্রেটটা দেখে ওর সাথে চুক্তিতে এলো সেকথা ও বললো।

আমি এখন সপ্তাহে পনের পাউন্ড উপায় করছি। আমি ভাবছি যখন আমার চুক্তি শেষ হয়ে যাবে তখন আমি ভালো সুযোগ পাবো।

ক্রেয়ার সামান্য হেসে বললো, তাহলে তুমি আমার থেকে এখন বেশি উপায় করছো। এখন

তোমার পালা হ্যারি তাই না?

হ্যারি ওর হাতটা ধরে বললো, তবে তোমার মনে করবার তেমন কিছু নেই। তোমার মনে আছে একবার তুমি তোমার সঙ্গে অংশীদার হতে বারণ করেছিলে। যাক্, অতীতের কথা ভুলে যাও, আমি চাই আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। তুমি কি আমাকে বিয়ে করে আমার যাবতীয় সব কিছুর অংশীদার হবে?

ক্লেয়ার বললো, আমি তোমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারি তবে তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না।

কিন্তু কেন? আমরা যদি বিয়ে না করি তবে আমাদের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তুমি বিয়ের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাচ্ছো কেন?

তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানো না। কিভাবে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো? আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই আর বিয়ে করলে দুঃখই শুধু বাড়বে, আমি ভালো না, আমি কখনো ভালোছিলাম না আর আমি ভালো হবোও না।

হ্যাবি বললো, আমি যা জানতে চাই সবই জানি। আমরা নতুনভাবে শুরু করবো। যদি তুমি বুঝতে পাবো কোনটা ভালো আব কোনটা খারাপ তাহলে তুমি তোমার সঠিক পথটা বেছে নিতে পারবে।

ক্লেয়ার বললো, আমার নিজের পথ থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। সবসময়েই আমাকে ঝুট-ঝামেলা সহ্য করতে হবে। এরপর ক্লেয়ার ওর জীবনী বললো—আমার বাবা একজন রেলের মজুব ছিলেন। আমবা কাউন্সিল হাউসে থাকতাম। আমার যখন পনের বছর বয়স তখন বাবাকে দেখলাম এক রাতে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরছে। এরপর মাকে সিঁড়ির নীচে ঠেলে দেওয়ার ফলে মায়ের পিঠের হাড় ভেঙে গেল। তারজন্য বাবার জেল হল পাঁচ বছর এবং আরও পাঁচ বছর জেল একটা দুষ্কৃতি কর্মের জন্য। আমি বাড়ি থেকে চলে গেলাম। একটা লন্ড্রীতে কাজ নিলাম। এরপর আর একটি দোকানে চাকরী নিলাম। কিছুদিন পর সেই চাকরী ছেড়ে দিলাম। তারপর একজন আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো। যতদিন তিনি ছিলেন আমার সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তিনি তাঁর এক সঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে থাকতে লাগলাম। আমি ভাবতে লাগলাম উনি আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। এরপব আমি আর একটি লোকেব খপ্পরে পড়লাম। ও হচ্ছে একটা জোচ্চর। ও আমাকে পকেট মারতে শিখিয়ে দিল। এরপর আমি অনেক ভালো সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু আরামদায়ক পথটাই বেছে নিলাম। তারপর দেখা হল তোমার সঙ্গে। এরপরের ঘটনা তো তুমি সবই জানো। তাই বলছি বিয়ের কথা তুলো না, খুব বাজে ব্যাপার।

হ্যারি বললো, তুমি যা করেছো তা আমি বাস্তবিকই তেমন গ্রাহ্য করিনা। যে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত তা হলো তুমি আমাকে ভালোবাসো। আর যদি তুমি আমাকে সুখী করতে চাও তাহলে আমাকে বিয়ে করো।

তুমি কি সত্যিই বলতে চাইছো আমাকে বিয়ে করবে? ক্লেয়ার শূন্যদৃষ্টিতে বললো।

আমি বিয়ে করবোই। আমি তোমাকে ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই চাই না।

ক্লেয়ার বললো, ঠিক আছে, যদি তাই চাও তো হবে। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিলাম। আমি কিন্তু ভালো নই আর ভালো হবোও না কখনোও।

হ্যারি এটা বিশ্বাস করতে চাইলো না।

।। একুশ ।।

পরের তিনটে সপ্তাহ হ্যারি ব্যস্ত থাকলো। ডোরিসের সহায়তায় কেনসিংটন স্ট্রীটে দুটো ঘর সমেত একটা ফ্ল্যাট পেল। ভাড়া সপ্তাহে চারগিনি।

এজেন্ট বললো, যদি আপনার স্ত্রী ফ্ল্যাটটা দেখাশোনা করতে চান তাহলে তিনি গিনির বিনিময়ে ওটা পাবেন।

কিন্তু হ্যারি ক্রেয়ারকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছে যে, ওকে বাড়ির কাজ করতে হবে না। ডোরিস ক্রেয়ারকে পছন্দ করে আর ও বুঝলো যে বাড়ির কাজ করতে ক্রেয়ার বিশেষ অভিজ্ঞ নয়।

হ্যারি যা উপায় করেছিল তার বেশির ভাগই খরচ হয়ে গেল।

হ্যারি কখনও কখনও অ্যানাল সিম্পসনের দেখা পেত। সেইজন্যই সিম্পসনের ব্যবসা সংক্রান্ত ম্যানেজার সিম্পসনের ভাই লেহ্মানের কাছ থেকে কাজটাজ জানতো।

হ্যারি বললো, এই মাসের শেষে আমার চুক্তি মেয়াদ ফুরোবে। অনেক সময় পেয়েছি আর আমি আমার জন্য পোর্ট্রেট-এর কাজটাজ করতে পারি।

লেহ্মান বললেন, উনি বাইরের কাজ করে এমন কর্মচারীদের পছন্দ করেন না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রটা আলাদা। ধরো, আমি তোমার মাইনেটা বাড়িয়ে দিলাম? তাহলে কি করবে?

হ্যারি ইতস্তত করতে লাগলো। তারপর বললো, আমি যদি পারি প্রাইভেট কাজই করতে বেশি পছন্দ করি। আমি আমার উপার্জিত প্রতিটি শিলিং নিজের কাছে রাখতে চাই।

লেহ্মান বললেন, ঠিক আছে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলবো।

কেনসিংটন রেজিস্ট্রিতে বিয়েটা সম্পন্ন হল। বিয়ের দিন সকালে হ্যারি যখন দাড়ি কামাচ্ছিল তখন ক্রেয়ার ঢুকলো।

ওর মুখ দেখে হ্যারি বললো, কি ব্যাপার ও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার পরিবর্তে হ্যারির দিকে হতাশভাবে চেয়ে রইলো। এরপর ক্রেয়ার বললো, বিয়ে না হলেও আমি তোমার সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু তুমি তা চাইলে না। এরজন্য পরে অনুশোচনা কোরো না।

দুপুরে ওদের বিয়ে হলো। ওরা যখন রেজিস্ট্রি করে বেরিয়ে এলো সূর্যের কিরণ তখন ওদের ওপর দারুণভাবে বর্ষিত হচ্ছিল, কিন্তু ওদের দু'জনের মনেই ভয়ের ভাব ঢুকে গিয়েছিল।

মুখী আর ডোরিস ওদের দু'জনকে অনুসরণ করতে লাগলো।

ওরা শেপাতির ঝোপের মধ্যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। ওরা যখন হোয়াইট সিটির দরজার কাছে এলো ওদের গাড়ি বিকট একটা শব্দ করে থেমে গেল।

হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর বললো, আমরা ফেসে গেছি ডার্লিং। ও যখন হুডটা বন্ধ করছিল অন্য গাড়ির আলো এসে পড়লো ওর গাড়িটার ওপর। গাড়ির ড্রাইভার জানালা দিয়ে বললো, হ্যালো রিক্‌স, তুমি কি বিপদে পড়েছো? যদি চাও তবে তোমাকে লিফ্‌ট দিতে পারি।

হ্যারি ক্রেয়ারকে দেখিয়ে বললো, আমার স্ত্রী। যদি একটা লিফ্‌ট দেন তাহলে ভালো হয়।

সিম্পসন বললো, আপনার স্বামী একটা ভালো পোর্ট্রেট করেছেন।

ক্রেয়ার বললো, হ্যাঁ, হ্যারি এসব কাজে বেশ পটু। আপনার ওকে দিয়ে একটা ছবি তোলা উচিত।

হ্যারি একটু ভীত হয়ে পড়ল। কি বলছে ও? ও খুব দ্রুত সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে ওর মনের প্রতিক্রিয়াটা বোঝার চেষ্টা করলো। সিম্পসনেব বেশ আনন্দ লাগলো।

সিম্পসন হ্যারিকে বললো, তুমি কোথায় থাকো? তোমার স্ত্রীকে বাড়িতে পৌঁছে দেবো কি?

হ্যারি আপত্তি জানাতে ক্রেয়ার ওকে বাধা দিয়ে বললো, আমাদের কেনসিংটনে একটা ফ্ল্যাট আছে। আপনি কি সত্যিই আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চান? খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে আর ভিজতে আমার ভালোই লাগে। ও হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোমার জন্যে ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করবো।

হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

।। বাইশ ।।

প্রায় ছটার পর হ্যারি ফ্ল্যাটে পৌঁছলো। তিনবার বেল টিপেও কোন সাড়া পেল না। হ্যারি একজন মিস্ত্রিকে নিয়ে গেল গাড়িটার কাছে। মিস্ত্রি পরীক্ষা করে বললো, সারানো যাবে না।

হ্যারি বাড়ি ফিরে ক্রেয়ারকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে রেগে গেল। তারপর আবার ভাবলো হয়তো কোনো কারণে আটকে গেছে।

হ্যারি যখন রান্নাঘরে ঢুকে সবকিছু ধোওয়া মোছা করতে লাগলো তখন ক্রেয়ারের পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

ক্রেয়ার বললো, আমি দুঃখিত হ্যারি, আমি বুঝতে পারিনি এত দেরি হয়ে যাবে। ক্রেয়ার যখন ওকে চুম্বন করলো তখন হ্যারি ওর মুখ থেকে হুইস্কির গন্ধ পেল।

হ্যারি বললো, তুমি কোথায় ছিলে? ক্রেয়ার বললো, আমরা রিজেন্ট থিয়েটারের বারে পুরোটা সময় কাটিয়ে এলাম। লোহ্‌মানও ওখানে ছিল। আমি ওর কাছে একটা চাকরি চেয়েছিলাম।

হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, কী চাকরি?

ক্রেয়ার বললো, আমি যে কাজে দক্ষ সে কাজই করতে চাই, আর তা হলো পকেট মারা। আমি বছরের পর বছর এই কাজ করে গেছি, এই আশায় যে একদিন স্টেজে নামতে পারবো। উনি এটা বিশ্বাস করলেন, তারপর আমরা যখন ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম আমি ওর সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলাম। আমি যখন ওর সঙ্গে রিজেন্ট থিয়েটারে গেলাম তখন উনি আমাকে বললেন লেহ্‌মানের পকেট কাটতে। সিম্পসন বললেন, আমার অনুভূতি শক্তি আছে। উনি আমাকে সপ্তাহে তিরিশ পাউন্ড দিতে রাজী আর আমি বড় কাজ-টাজ করলে উনি এটা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেবেন। আগামীকাল আমি ওর মহড়া শুরু করবো।

হ্যারি বললো, তুমি কি এই কাজই করতে চাও, ক্রেয়ার? আমার সঙ্গে বাইরে যাবে না?

ক্রেযার বললো, আমাদের এখন টাকা চাই, আমাদের অনেক জিনিসের প্রয়োজন আছে। একটা গাড়ির প্রয়োজন আছে আমাদের।

যাইহোক, এসো আমরা এবার আনন্দ-ফূর্তি করি। মোটের ওপর এটা আমাদের বিয়ের দিন।

ক্রেয়ার বললো, আমরা বাইরে গিয়ে দশ পাউন্ডের প্রতিটা পেনি উসুল করে ছাড়বো। তারপর আগামীকাল আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো। এটাই আমার নীতি।

হ্যারি দৃঢভাবে বললো, আমরা বিবাহিত, ওভাবে থাকা উচিত নয়। তুমি যে টাকা আয় করবে তা নিজের জন্যে রেখো। আমি আমাব জন্য তোমার টাকা খরচ করতে বলবো না।

আমাদের মধ্যে একজনের যদি টাকা থাকে তাহলে এতে কি আসে যায় বলে ক্রেয়ার শোবার ঘরে চলে গেল। হ্যারি কি করবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলো। ক্রেয়ার ওর চেয়ে চার গুণ উপায় করতে পারবে এটা ঠিক। ওরা তাহলে বড় ফ্ল্যাটে থাকতে পারবে। কিন্তু ও খুব অসৎ উপায়েই টাকাটা উপার্জন করবে, তাই হ্যারি দুশ্চিন্তায় পড়লো।

ক্রেয়ার বললো, মোটের উপর বিয়ে ব্যাপারটাতো পরস্পরের সব কিছুর ভাগীদার হওয়া।

হ্যারি ভাবলো, ক্রেয়ার ঠিকই বলেছে। হ্যারি বললো, আমরা এখন বাইরে গিয়ে আনন্দ করতে চাই।

।। তেইশ ।।

পরেব দিন সকালে হ্যারি লেহ্‌মানের কাছ থেকে টেলিফোন পেলো। ও হ্যারিকে থিয়েটারে যেতে বলছে।

ক্রেয়ারও ওর সঙ্গে যাবে বলে ঠিক করলো।

ওরা ট্যাক্সি করে পোর্টল্যান্ড স্ট্রীটে পৌঁছল। গাড়ির ব্যবসায়ী মরিস ক্রেয়ারকে পুরনো বন্ধুর অভ্যর্থনা জানালো। ক্রেয়ার পরিচয় করালো ও হ্যারি রিক্স্, আর ওর স্বামী নয় সে। হ্যারি অবাক হয়ে গেল। মরিস ক্রীম তার লাল রং-এর গাড়ি দেখিয়ে বললো, ওতে রেডিও লাগানো আছে। আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি। ওটা নিয়ে একটু পরীক্ষা করুন।

ক্রেয়ার বললো, আমরা রিজেন্ট যাচ্ছি। আমি চালাবো।

হ্যারি পেছনে বসলো। যখন ওরা অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে যাচ্ছিল তখন মরিস আর ক্রেয়ার দু'জনে খুব গল্পগুজোব করছিল। এরপর দু'জনে তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল, ক্রেয়ার গাড়িটার জন্য আটশো পাউন্ড দেবে।

মরিস গাড়ি থেকে নেমে একবার হ্যারির দিকে তাকালো, আর একবার ক্রেয়ারের দিকে তাকালো।

লেহ্‌মান বললো, হ্যালো হ্যারি আমাদের কিছু কাজ আছে। এই স্কেচগুলো দেখো। তারপর বললো, সিম্পসন একচেটিয়া ব্যবসাটা ভাঙবেন না। তিনি বলেছেন যদি তোমার সঙ্গে একাজ করতে হয় তবে অন্যান্যদের সঙ্গেও একাজ করা যেতে পারে।

এখন মিঃ সিম্পসন ক্লেয়ারকে বলেছেন, সপ্তাহে ষাট পাউন্ড করে দেবেন যদি ও ঠিকঠাক কাজ করতে পারে। হ্যারি নিরসবাবে চিন্তা করে চললো।

কয়েক মিনিট পরে ক্লেয়ার ঢুকলো। লেহ্‌মান বললো, ওমানকে বলে দেবো উনি তোমাকে ঠিক দেখিয়ে দেবেন। খুব ভালো লোক উনি। ওঁর অফিসে গিয়ে বোলো আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। মিঃ সিম্পসনের সঙ্গে ওর কথা হয়ে গেছে।

ক্লেয়ার ডেস্ক থেকে উঠে বললো, ঠিক আছে। তারপর জানালা দিয়ে গাড়িটা দেখিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললো, সুন্দর হয়েছে তাই না?

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকলেন অ্যানাল সিম্পসন।

সিম্পসন বললেন, রিক্‌সকে ফটো মনটেজ-এর কথা ব্যাপারটা বলেছো?

লেহ্‌মান বললো, এখনও বলা হয়নি। সিম্পসন হ্যারিকে বললো, আজ বিকেলেই মেয়েদের ছবি নিতে হবে। ভ্যান তোমাকে দেখিয়ে দেবে কিরকম ভাব-ভঙ্গীতে নিতে হয়। তুমি তোমার প্রয়োজনীয় ব্রোমাইড কাগজ পাবে, আর তোমার যা দরকার তাই পাবে।

হ্যারি সিম্পসনকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল যে উনি ওঁর একচেটিয়া ব্যবসাটাকে ভাঙবেন কিনা কিন্তু ওঁর স্নায়ুর চাপে শেষ পর্যন্ত বলতে পারলো না।

হ্যারি স্টেজের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলো মুথী স্টেজের একজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছে।

হ্যারি মুথীকে বললো, আমি আমার পকেট থেকে আর তোমাকে টাকা দিতে পারছি না। তোমাকে লেহ্‌মানের কথাটা রাখতে হবে অথবা অন্য কিছু খুঁজতে হবে।

মুথী বললো, আমি ভাবছি কেন এরকম করা হচ্ছে। ভুলে যেওনা হ্যারি, আমি না হলে তুমি চাকরীটা পেতে না। আমি তো তোমার জন্য কিছু করেছি আর সেজন্যই আমি আশা করি তুমি এ ধরনের নীচ কাজ করতে পারবে না। তোমার টাকার দরকার কেবল সেজন্যই নয়, ক্লেয়ার শিগ্‌গিরই উপায় করবে আর অনেক টাকা তোমাদের আসবে। আর আমাকে দারিদ্রতার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিচ্ছ—আমি এটা কখনো বিশ্বাস করি না।

হ্যারি লজ্জাবোধ করতে লাগলো। বললো আমি দুঃখিত, এটা বলা আমার উচিত নয়।

মুথী বললো, ঠিক আছে।

হ্যারি বললো, ভুলে যাচ্ছি আলফ্‌ আমরা এখন সবাই ব্যস্ত আছি। ওরা একটা নতুন থিয়েটার আরম্ভ করতে যাচ্ছে। আমি ভাবছি তুমি বোধহয় কোডাকের সঙ্গে দেখা করবে আর আমার সম্বন্ধে বলবে। মিঃ সিম্পসনও এটা চান। আমি পুরো ব্যাপারটা লিখে জানাবো।

মুথী আতঙ্কিতভাবে বললো, আমাকে নিয়ে?

।। চব্বিশ ।।

ক্লেয়ার বাইশতম ক্লাবে খুব নাম করলো। ও মুখোস পরে অভিনয় করেছিল। মুখোসটা ওর সাফল্য এনে দিল। ও এখন আলোচনা গুঞ্জনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো।

এর এক মাস পরে ক্লেয়ার ঠিক সময় মতো ফ্ল্যাটে চলে এলো। তারপর শোবার ঘরে বসে কাঁদতে লাগলো। হ্যারি জেগে উঠলো।

ক্লেয়ার বললো, আমি রিজেন্টে একটা নতুন নাটক করছি।

হ্যারি অবাক হয়ে বললো, কিন্তু ক্লেয়ার তুমি কি এই চাও? নাইট ক্লাবের মতো?

ক্লেয়ার বললো, নিশ্চয়ই, আমি রিজেন্টে যাবো সাড়ে আটটার সময় আর এগারোটা না বাজলে আমি বাইশতম-তে যাবো না। আমি এটা সহজেই করতে পারি। আমি চুক্তিপত্রে সই করে ফেলেছি। দুটো কাজের জন্য সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ পাবো।

হ্যারি যেমন অবাক হলো, তেমনি বিরক্তও হলো।

ক্লেয়ার রাতের পোশাক গায়ে চাপাতে চাপাতে বললো, আমরা অন্য জায়গায় ফ্ল্যাট দেখবো। অ্যালান বলছিল যে পার্ক লেনে একটা ফ্ল্যাট আছে। সপ্তাহে বোধহয় পনেরো পাউন্ড ভাড়া।

ক্লেয়ার বললো, আমি ভ্যানের সঙ্গে তোমার ব্যাপারে কথা বলেছি, ও বলছে তুমি যদি নিজের কাজ করে যাও তবে ভালো করবে। ভ্যান বলছে ওরা তোমাকে সেই একই টাকা দেবে আর ওরা আরও বেশী দিতে পারে। তুমি অন্য কাজও করতে পারো।

হ্যারি বললো আমি এই কাজ থেকে সরে যেতে পারবো না। যদি আমি ওটা পাল্টাই তবে সপ্তাহে পনের পাউন্ড পাবো এটা নিশ্চিত।

কিন্তু পনেরো পাউন্ড দিয়ে কি হবে? ক্লেয়ার অধৈর্য ভাবে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো নিজের কাজ করেও একশো পাউন্ড পেতে পারো।

হ্যারি বললো, আমি পারি না, আমাদের মধ্যে একজনের সতর্ক হওয়া উচিত, আমি ওয়েস্ট-এন্ড-এ স্টুডিও করতে চাই।

ক্লেয়ার বললো, আমি তোমাকে টাকা দেবো, তারপর তুমি নিজেকে ঠিক করে নিতে পারবে।

কিছুদিন পরে ক্লেয়ার হ্যারিকে বললো, ও গ্র্যাফটন স্ট্রীটে একটা স্টুডিও দেখেছে আর ওরা দেখে এসেছিল সেটা। ওর পার্কলেনের ঐ ফ্ল্যাটটাও পছন্দ হয়েছে। দু' জায়গায় অনেক ভাড়া সত্ত্বেও হ্যারিকে রাজী হতে বলেছে।

হ্যারির মতে স্টুডিও হবে যেরকম একটা স্টুডিও হওয়া উচিত কিন্তু ভাড়ার ব্যাপারটা ওকে ভাবালো।

ক্লেয়ার বললো, আমরা ওটা নিতে পারি আর তুমি খুব শীঘ্রই ওর দশগুণ আয় করবে।

হ্যারি ভাবলো, ওটা যে কোন লোককেই চিন্তায় ফেলতে পারে। ক্লেয়ার ক্যাডিলক এনে নিজেই মাসে দুশো পাউন্ড দিয়েছে। একমাসে একশো কুড়ি পাউন্ড ওকে ভাড়ার খরচ হিসাবে দিতে হবে।

স্টুডিওর কথাটা হ্যারির মাথায় খেলছে। ক্লেয়ারের উদ্যম আর জেনি রাও-এর কথায় ভালো কাজই হলো ওর কিন্তু ডোরিসের মাইনে আর ভাড়া শোধ করার পর হাতে খুব সামান্যই থাকে। সিম্পসনের কাছে থাকতে যা পেতো তার চেয়ে বেশ কয়েক পাউন্ড বেশি পাচ্ছে এখন ও।

মুথী ড্রাই ক্লিনিং ব্যবসায় নেমে পড়েছে। ক্লেয়ার ওর সঙ্গে কথা বলার পর ও হ্যারির কাছে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে।

মুথী হ্যারি বললো, তুমি একটা বিরাট ভুল করেছো। সিম্পসনের কাজটা ছেড়ে একটা ব্যবসায় ঝুঁকি নেওয়ায় তুমি বোকার মত কাজ করেছো। যদি তুমি চাকরি পেতে চাও আমাকে জানিও।

হ্যারি ক্লেয়ারের দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই পায়। কেবল রবিবারে ওদের দেখা হয় আর তখন ক্লেয়ার সন্ধ্যেবেলাটা দারুণভাবে উপভোগ করে।

ক্লেযার একদিন থিয়েটারে যাবার পোশাক পরতে পরতে বললো, বোধহয় স্টুডিওটা আমাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে আর আমি যাওয়াও ছেড়ে দেবো।

হ্যারি বললো, সময় নেবে। আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে খুব। কারণ আমার চারিদিকে অনেক চিত্রগ্রাহক আছে আর তারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত।

ক্লেয়ার বললো, আমরা একটা টেলিভিশন সেট কিনবো।

হ্যারি লাফিয়ে উঠে বললো, এসব আজেবাজে খরচা বন্ধ করতে হবে। এরকমভাবে চললে আমরা কিছুতেই পেরে উঠবো না, এমনিতেই দেনায় ডুবে আছি।

ক্লেয়ার ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললো, ঠিক আছে, উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমি কেবল ভাবছিলাম, তুমি বোধহয় এটা পছন্দ করো।

ক্লেয়ার চলে যাবার পর হ্যারি রণ ফিশারের কথাটা চিন্তা করছিলো আর ওর মনে পড়লো সেই রাতের কথাটা, যে রাতে ও রণকে ক্লেয়ারের সঙ্গে প্রথম দেখা হবার ঘটনাটা বলে।

ক্লেয়ারের অভিনয় এখন তুঙ্গে। লেহ্‌মান বলেছিল থিয়েটারটা আর এক বছর চলবে। তাহলে কি হবে? সেই সময় স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু তাই হবে কি? ও ওর মন থেকে

চিন্তাগুলো তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর অধৈর্য হয়ে বইটা রেখে একটা সিগারেট ধরাতেই দরজায় কলিংবেল বেজে উঠলো।

ও সামনের দরজাটা খুলে দিল। এক মুহূর্তের জন্যে সে লম্বা, মোটা লোকটাকে চিনতে পারলো না। কেননা তাড়াতাড়ি ওর নেভিব্লু রঙের টুপিটা দিয়ে একটা চোখ ঢেকে নিল রবার্ট ব্রাডি।

।। পঁচিশ ।।

হ্যারি ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা বললো যেন ও নিজের গলার স্বর নিজেই ঠিক চিনতে পারলো না।

হ্যারি বললো, কি চাও তুমি। আমার তোমাকে কিছু বলার নেই, আর আমি তোমার কথাও শুনতে চাই না।

ব্রাডি বললো, যদি তুমি এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করো তবে তোমার মনে হবে আমি তোমার কাছে ঝামেলা করতেই এসেছি। তার চেয়ে যা বলতে চাই তা শোন তোমার পক্ষে বেশ ভালো নয় কি?

হ্যারি বলল, ঠিক আছে, ভেতরে এসো। ব্রাডি হ্যারির নাগালের বাইরে গিয়ে ওকে সাবধান করে দিল, নিজেকে নাটকের নায়ক ভেবে নিওনা। নিজের মস্তিষ্ক খাটাতে চেষ্টা করো আর আমি ভাবছি তুমি যতই চেষ্টা করোনা কেন মুক্তি পাবে না।

ব্রাডি কার্পেটের উপর সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে বললো, তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমার একটি কথায় ক্রেয়ারের ঐ থিয়েটারের চাকরিটা ছুটে যাবে? তারপর তুমি এরকম সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে না, পারবে কি?

হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, কিসের সম্বন্ধে একটি কথা?

আচ্ছা, মোটের উপর জেনেছিল ও। খবরের কাগজগুলোতো মুখ বাঁচিয়েই আছে। একজন যদি স্টেজের আকর্ষণ হতে পারলো। আমি ভাবতেই পারি না ওর পরেও সিম্পসন ওকে অভিনয় করার সুযোগ দেবেন।

আমি যখন ওকে প্রথম দেখি তখন ও ছিল শেপার্ড মার্কেটের একটা ঘরে। এক পাউন্ডের বিনিময়ে যে কেউ ওকে পেতে পারতো। আমি ওকে উদ্ধার করে লং একরে একটা ফ্ল্যাটে রাখলাম। ওকে পকেট মারতে শেখালাম। খুব চটপট শিখে গেল ও। আমি বুঝতে পারছি না ও কি করে তোমাকে বেছে নিল। ক্রেয়ার স্বভাবতই যে ছেলের টাকা আছে তার কাছেই যায়।

আমি ওকে গত সপ্তাহ থেকে লক্ষ্য করছি। সপ্তাহে একদিন দু'দিন ও সিম্পসনের ফ্ল্যাটে যায় এবং সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটায়। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে কি করে ও নাইট ক্লাবে চাকরিটা পেল।

হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, তোমাকে আর বলতে হবে না, বেরিয়ে যাও।

ব্রাডি শান্তভাবে বললো, তোমাকে বলার সব অধিকারই আমার আছে। আমিও ওর স্বামী। পাঁচ বছর ধরে আমি ওর স্বামী ছিলাম। প্রথম বছরের পর অবশ্য আমরা আর একসঙ্গে থাকতাম না। যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস না করো তবে সমারসেট হাউসে যেতে পারো। ওখানে গিয়ে একবার রেকর্ডগুলো দেখতে পারো। ও তখন নিজেকে ক্রেয়ার সেলউইন বলে পরিচয় দিত। আমি ভাবতাম, ওটা ওর মার নাম।

হ্যারি রাগে ফেটে পড়লো। ও দরজার কাছে এগিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললো, বেরিয়ে যাও।

ব্রাডি বললো, আমি অবশ্য টাকা চাই। যতক্ষণ ও টাকা দিচ্ছিল আমি শান্ত ছিলাম। তারপর দরজার দিকে গিয়ে সামনের দরজাটা খুললো। হ্যারির দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নেড়ে চলে গেল।

।। ছাব্বিশ ।।

ক্রেয়ার ঘরে ঢুকল। হ্যারিকে জেগে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো শুতে যাওনি।

হ্যারি ক্রেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললো, ব্রাডি এসেছিল। ক্রেয়ারের চাউনি দেখে হ্যারির এখন

ওকে বেশ্যা বলে মনে হচ্ছে।

ক্রেয়ার জিজ্ঞেস করলো, কি চায় সে? ওর গলার স্বর কর্কশ শোনালো।

ঝামেলা পাকাতে এসেছিল। হ্যারি বললো, তুমি ওকে পাঁচ বছর আগে বিয়ে করেছিলে? এটা কি সত্যি?

হ্যাঁ এটা সত্যি। দুঃখিত হ্যারি তুমিই এটা আমাকে বললে। আমি চাইনি তোমাকে হতাশ করতে।

হ্যারি বললো, ও টাকা চায়। আগামীকাল বিকেলে তোমাকে দেখতে আসবে।

ও আরো বললো, এটা নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেইল, আমরা পুলিশের কাছে যাবো।

ক্রেয়ার বললো, আমাকে এক মুহূর্ত ভাবতে দাও।

হ্যারি বললো, তুমি নাকি প্রায়ই সিম্পসনের ফ্ল্যাটে যাও। ও আরও বলছিল, তুমি আর লেহ্‌মান...সত্যি নাকি?

ক্রেয়ার কর্কশভাবে বললো, আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমি খারাপ হয়ে গেছি তোমাকে বলেছিলাম। আর আমি এ নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাই না।

আমার রিজেন্ট-এর কাজ নিয়ে তুমি কি ভাবছো। হ্যারি জানতে চাইল। তুমি কি বুঝতে পারছো না ওরা আমাকে কিছু করেনি। তুমি আমার জীবনে একমাত্র লোক। যেদিন থেকে তোমাকে দেখলাম সেদিন থেকেই আমি তোমার কাছে আমার সবকিছু বিলিয়ে দিলাম।

আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছো। তুমি কি করতে চাও এখন? তুমি কি আমাকে রেখে চলে যেতে চাও?

আমি যা কিছু করেছি সবই তোমার, তুমি যদি নাও। যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও তবে সেটা এখনই বলো।

হ্যারি বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না। আমি যদি সেরকম কিছু বলে থাকি তবে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। তবে তোমার এই টাকার খিদেটা রেখো না আর তাহলে দেখো আমরা সুখী হবো।

ক্রেয়ার বললো, তুমি কি ভাবছো এই কাজ না করলে ব্রাডি আমাকে ছেড়ে দেবে। ও টাকা চায় আর আমাকে তো আয় করতে হবে।

হ্যারি বললো, আমরা পুলিশে যাবো।

ক্রেয়ার ওর গলার স্বর চড়িয়ে বললো, আমি তো দু'বার বিয়ে করেছি কিভাবে আমরা পুলিশে যাবো? তুমি কি ভাবছো আমি আবার জেলে যাবো?

হ্যারি ভাবলো, যদি ওরা একটা উপায় বার করতে না পারে তবে ক্রেয়ারকে হয় জেলে যেতে হবে নতুবা যেমন করেই হোক ব্রাডিকে টাকা দিতে হবে।

আমার সঙ্গে কি এখন শোবে? ক্রেয়ার হঠাৎই বললো, বুঝেছি তুমি আমার সঙ্গে শুতে চাইছো না। হ্যারি জানে রেগে যাবার বা করুণা দেখাবার সময় আর নেই। ক্রেয়ার বিপদে পড়েছে। মহৎ হবার এই তো সময়। হ্যারি ওর কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো।

।। সাতাশ ।।

পরদিন বিকেলে সামনের দরজায় যথারীতি কলিংবেল বাজলো। ক্রেয়ার শব্দ শুনে চমকে উঠলো। ও উঠতে যাচ্ছিল, হ্যারি ওকে থামিয়ে দিয়ে নিজে দরজায় এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ব্রাডি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ওর পাশে বেঁটে, চৌকো কাঁধে চুলের গোছা, চৌকো চিবুক, ধারালো চোখ একটা লোক দাঁড়িয়ে।

হ্যারি ওর চুল দেখে তক্ষুনি চিনে ফেললো, ওই লোকটাই ওকে বাইসাইকেলের চেন দিয়ে মেরেছিলো আর রণকেও বোধহয় এই-ই মেরেছিল।

ব্রাডি হেসে বললো, এ হচ্ছে হোয়েলাল। তোমার সঙ্গে আগে ওর দেখা হয়েছিল মনে হয়?

ব্রাডি হ্যারিকে অতিক্রম করে বসবার ঘরে এগিয়ে গেল।

হ্যারি ঘরে ঢুকলে ব্রাডি বললো, কেমন আছে ক্রেয়ার?

ক্রেয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওকে বিবর্ণ লাগছিল আর মনে হচ্ছে ও ঘাবড়ে গেছে।

হোয়েলাল শোবার ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ব্রাডি বললো, এসো একটু মদ-টদ খাওয়া যাক।

হ্যারি জিন, হুইস্কি আর গ্লাসগুলো আনলো।

আর ওই যুবকটির ব্যবসা আছে প্রাক্টন স্ট্রীটে, ব্রাডি হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলো, ভাবতে দারুণ অবাক লাগছে কেমন জুটিতে আছো তোমরা। শেষবার যখন তোমাদের দেখলাম তখন আমি তোমাদের রাস্তায় কাজ করতে দেখেছিলাম। তবে দারুণ সাফল্য লাভ করেছো তোমরা।

ব্রাডি ক্রেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলো, কত উপায় করছো এখন?

ক্রেয়ার চটপট জবাব দিল, কর বাদ দিয়ে একশো।

ব্রাডি পাশ-বুক দেখতে চাইলে ক্রেয়ার বললো, ওটা ব্যাঙ্কে আছে।

ব্রাডি বললো, চালাকি কোরো না। তুমি যদি পাশ-বুকটা অথবা তোমার আয়ের একটা প্রমাণ না দেখাও তাহলে আমি ভেবে নেবো তুমি সপ্তাহে দুশো উপায় করছো।

ক্রেয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ডেস্কের কাছে গিয়ে ডেস্কটা খুললো। ওখান থেকে একটা খাম বার করে ওর হাতে তুলে দিল।

ব্রাডি পাশ-বুকটা খুলে দেখলো সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ। তাহলে এবার শর্ত করা যাক।

যেহেতু তুমি তোমার স্বামী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও আর একজনকে বিয়ে করেছো তাই এটা একটা রফায় আসা যাক। বেন প্রত্যেক শনিবার সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করবে আর তুমি ওকে পঞ্চাশ পাউন্ড দিয়ে দেবে। যদি এটা করো তাহলে আমি চুপচাপ থাকবো। এটা আমার প্রস্তাব।

ক্রেয়ার আপত্তি জানালে ব্রাডি ওকে নানারকম ভয় দেখায়।

শেষ পর্যন্ত ক্রেয়ার ওর প্রস্তাবে রাজী হয়।

ব্রাডি হ্যারিকে বললো, তোমার কাছে আমার একটু কাজ আছে। আমার কাছে কিছু নেগেটিভ আছে সেগুলো প্রিন্ট করাতে হবে। বেশ বড় কাজ ওটা। প্রত্যেকটার পাঁচ হাজার করে। প্রত্যেকটা বিক্রি হবে পাঁচ শিলিং করে। যদিও তুমি এই কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাবে না তবে মনে রেখো যে ক্রেয়ারকে জেলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবো। পুলিশ তোমার এই সম্মানজনক স্টুডিও সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করবে না। নেগেটিভ পাওয়াটা খুব শক্ত নয় কিন্তু প্রিন্ট পাওয়াটাই শক্ত। যদি ওগুলো ভালো দামে বিক্রি হয় তাহলে তুমিও কিছু পাবে। পরের মাস থেকেই লেগে যাও।

ক্রেয়ার চিৎকার করে উঠলো ও করবে না ওটা। তুমি এখান থেকে আর কিছু আশা কোরো না। আমি যদি জেলে যাই তাহলে তোমাকেও জেলে পাঠাবো। তুমি বাড়াবাড়ি করছো। আমি আজই পুলিশের কাছে যাবো।

ব্রাডি বললো, চলে এসো বেন। আমাদের অন্য কাজ আছে। হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, যদি ও পুলিশকে জানায় তবে বেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থাই নেবে। মেয়ের মুখ পাল্টে দেবার পক্ষে অ্যাসিডই যথেষ্ট। এখন তোমরা মন ঠিক করো। আমি কি করবো তা ঠিক করে ফেলেছি।

হ্যারি ব্রাডিকে বললো, বেরিয়ে যাও।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর ক্রেয়ার বললো, এখান থেকে সবে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি বুঝতে পারছি ও তোমাকেও ওর দলে টানবে। আমাদেব পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

হ্যারি বললো, আমরা একসঙ্গেই থাকবো। আমরা এখান থেকে চলে যাবো। তাড়াতাড়ি সবকিছু গুছিয়ে নাও। আমরা শুধু জামাকাপড়গুলো নিয়ে যাবো। আর কিছুই নেবো না। হোয়েলালকে নিয়ে কিছু ভেবো না। পুলিশ যদি পারে তো ধরুক। ব্রাডি ভাবতেও পারবে না আমরা সবকিছু ছেড়ে চলে যাবো। আমরা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবো আর কেউ আমাদের

খুঁজেও পাবে না।

ক্রেয়ার বললো, একটু সবুর করো চিন্তা করতে দাও কি করা উচিত আমাদের।

হ্যারি ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, এখন যাও। জিনিসপত্র বেঁধে ফেলো গিয়ে। আমি ব্যাঙ্কে যেতে চাই। মুথীর সঙ্গে কথা আছে। ও বলেছিলো আমি যদি ঝামেলায় পড়ি তাহলে ও আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। আমাদের নতুন আইডেনটিটি কার্ড আর রেশন বই-এর প্রয়োজন আছে। ও জানতে পারে এগুলো কোথায় পাওয়া যায়।

আমি বেরিয়ে পড়ি। টাকার জোগাড় করতেই হবে ক্রেয়ার।

ক্রেয়ার খুব তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলো। ওর হাতে সোনা-দানা, গয়না-পত্তর।

যাও। খুব বেশি নেই কিন্তু ওগুলোর বদলে সত্তর পাউন্ড নিয়ে আসবে।

হ্যারি ওগুলো পকেটে রাখলো। তারপর বললো, আমরা একেবারে এই ক্লাব ছেড়ে চলে যাবো, আর ফিরে আসবো না।

হ্যারি বললো, লেহ্‌মানকে ফোন করে বলে দাও আমরা দূরে বেড়াতে যাচ্ছি, কি ঘটেছে জানিও না ওকে।

হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে নেমে দ্রুত হেঁটে গেল। হোয়েলাল বেন যে থামের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে সেটা ও দেখতে পায়নি। কিন্তু হোয়েলাল ওকে ঠিক দেখেছে।

।। আঠাশ ।।

মুথী ড্রাইক্লীনিং-এর দোকানটা ফুলহাম প্যালেস রোডে করেছিল তিনটে মেয়ে নিয়ে। যাদের বয়স ষোলোর কিছু বেশী।

হ্যারি দোকানের দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলো, মুথী কি বাড়িতে আছেন?

ছোট মেয়েটা অফিসের দরজাটা খুলে দিল।

হ্যারি দেখলো মুথী চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপর পা দুটো তুলে ঘুমোচ্ছে। হ্যারিকে দেখে সামনে ঝুঁকে বসলো।

মুথী বললো, কি ব্যাপার? কোনকিছু চিন্তা করছো বলে মনে হচ্ছে? আমি কি করতে পারি?

হ্যারি বলল, আমরা খুব ঝামেলায় পড়েছি। আমরা চোখের আড়ালে বেরিয়ে পড়তে চাই আর সব সময়ই চোখের আড়ালে থাকতে চাই। নতুন আইডেনটিটি কার্ড আর রেশন বইয়ের দরকার আমাদের। তুমি কি জানো ওগুলো কোথায় পাওয়া যায়?

মুথী বললো, জানি। আমার মনে হচ্ছে আমি করলে খুব তাড়াতাড়ি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে। এর জন্য দরকার তিরিশ পাউন্ডের।

হ্যারি টাকার থলিটা বের করে ডেস্কের ওপর পঁয়ত্রিশ পাউন্ড রাখলো।

হ্যারি একটি চেক দিয়ে বললো, এতে পঞ্চাশ পাউন্ডের কথা লেখা আছে। আগামীকাল ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকাটা তুলে নিয়ে এসো। ডোরিসকে পঁচিশ দিয়ে বাকি পঁচিশ তোমার জন্য রেখো।

মুথী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি ওর জন্য টাকা নিতে পারি না। ডোরিসকে আর আমাকে দেবার চাইতে ওটা তোমার অনেক কাজে লাগবে।

হ্যারি দৃঢ়ভাবে বললো, আমি যা বলছি তাই করো। এখন তুমি ঐ আইডেনটিটি কার্ডগুলো নিয়ে এসো।

আর পুলিশ হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। খুব খারাপ অবস্থা হলেও তো তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে না?

মুথী বললো, সেটা তোমাকে বলতে হবে না। ক্রেয়ারের জন্যেই, তাই না? তোমার জন্যে না।

মুথী মেয়েগুলোকে বললো, আমাকে বাইরে যেতে হবে। আমি না আসা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে একজন থাকবে। আমার সাড়ে ছ'টার বেশি হবে না। যদি মিঃ জিমান ফোন করেন তবে ওনাকে বলো আমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছি।

মেয়ে তিনটেই ওর দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে মিঃ মুখী।

হ্যারি বন্ড স্ট্রীটে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে পড়ে প্রাক্টন স্ট্রীট বরাবর হাঁটতে লাগলো। ও দেখলো ডোরিস একটা এনলার্জমেন্ট নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

হ্যারি বললো, ডোরিস একটা ঝামেলায় পড়েছি। আমি বাইরে যাচ্ছি। আমাকে ও ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, আমি হতাশ হয়ে যাচ্ছি।

ডোরিস বললো, হ্যারি তোমরা বেরিয়ে যেতে পারো না।

হ্যারি বললো, আমি যাচ্ছিই। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি আমার সাধ্যমতো পঁচিশ পাউন্ড তোমাকে দিলাম, আমার মনে হয় এটা তোমার কাজে লাগবে।

ডোরিস বললো, ওকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয়নি। ও ভালো মেয়ে নয়, ও কোনদিনও ভালো কিছু করতে পারে না। ওকে ত্যাগ করো। ওকে ভুলে যাও, ওকে নিজের মনে যেতে দাও আর তুমি তোমার কাজ করে চলো।

হ্যারি বললো, আমি ওকে ভালবাসি। আমি ওর সঙ্গেই থাকবো, আমরা যদি ঝামেলায় পড়ি দু'জনেই পড়বো।

এখন পাঁচটা, হ্যারি পিকাডেলীর পথে এগোতে লাগলো। তাবপব পার্ক লেন ফ্ল্যাটে ফোন করল।

ক্রেয়ার ফোন ধরলো।

হ্যারি বললো, সবকিছু ঠিক আছে, মুখী আমাদের জন্য সবকিছু করছে। আমি সাতটার আগে ফিরছি না।

ক্রেয়ার বললো, আমি সবকিছু গোছগাছ করে নিয়েছি, মোরিসের কাছে চিঠি লিখেছি। আর ভ্যানের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ও খুব রেগে গেছে। ও আমাকে চুক্তি খেলাপের অভিযোগ করেছে। আমি ওকে আদালতে আবেদন করতে বললাম।

হ্যারি বললো ঠিকই বলেছো। তারপর ও ওয়েলিংটনে ডিউকের কাছে পা বাড়ালো।

ম্যানেজার বার-এ ছিল। হ্যারিকে দেখতে পেয়ে ভেতরে আসতে বললো। তারপর বীয়ার দিতে দিতে বললো, ওই মেয়েটার কি হয়েছিল? ওকি আপনার বন্ধু?

হ্যারি বললো, না, আমি আর কখনো ওকে দেখিনি।

ম্যানেজার বললো, কিছু মনে করবেন না। মেয়েটা ভগবানের আশীর্বাদে সবকিছুই পেয়েছে। তবে ভীষণ যেন কেমন।

হ্যারি গম্ভীর মেজাজে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড-এর একটা সংখ্যা বের করে বড় বড় হরফের লেখাগুলোতে চোখ বুলোতে লাগলো।

ম্যানেজার হ্যারির সঙ্গে আবার দেখা হবে এই কথা বলে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বার ক্রমশঃই লোকজনে ভরে গিয়েছিল। হ্যারি কাগজটা রেখে চারিদিকে তাকালো, সেই পুরানো চেনা মুখ ও দেখতে পেল।

হ্যারি অতীত আর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলো। ঠিক সওয়া ছ'টার সময় মুখী এল।

মুখী একটা মোটা খাম হ্যারিকে দিয়ে বললো, পকেটে রেখে দাও। ওটার দিকে এখন তাকিও না।

হ্যারি খামটা পকেটে রেখে দিয়ে বললো, তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

মুখী বললো, এখন উঠবে তো? তাহলে তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না। যদি আর কখনও আমাকে প্রয়োজন মনে করো তবে এই নম্বরে ফোন করো। ও হ্যারিকে একটা কার্ড দিল। একটা ছেলে আমার কাছে থাকে, দেখাশুনো করে। ওকে কিছু বোলো না।

ট্যাক্সির মধ্যে হ্যারি খামটা খুলে রেশন বই আর আইডেনটিটি কার্ডগুলো বার করলো। আর একটা খামে কিছু লেখা ছিল। ওতে লেখা আছে, আমি ডোরিসকে পঁচিশ পাউন্ড দিয়ে দেবো। আর আমি যদি তোমার টাকাটা রাখি তবে মনে শান্তি পাবো না। তাছাড়া ভাবছি তোমাকে হয়তো টানাটানি করে চলতে হতে পারে, ভগবান তোমাকে দয়া করুন।

খামের ভেতর পঁচিশটা এক পাউন্ডের নোট ছিল।

।। উনত্রিশ ।।

হলের মধ্যে চারটে স্যুটকেশ ছিল আর একটা টুপির বাক্স ছিল। টুপির বাক্সেই ছিল ক্লেয়ারের কোটটা।

হ্যারি বসবার ঘরে ঢুকলো। দেখলো, ক্লেয়ার একটা চেয়ারের ওপর বসেছিল, বেশ মদ খেয়েছে ও। ক্লেয়ার হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর চুলটা এলোমেলো।

হ্যারির মনে হলো যেন ওর সামনে কোন অপরিচিত কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ওর মনের মধ্যে হঠাৎই সেই পুরানো কথাগুলো ফিরে এলো। ও অন্ধকার দরজাটার কাছে দেখলো যেন একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক খবরের কাগজ দিয়ে নিজেকে মুড়ে খবরের কাগজ পড়ছে। ওর হাতে জিনের বোতল।

হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার ক্লেয়ার?

ক্লেয়ার বললো, আমি আমার হাত পুড়িয়ে ফেলছি।

হ্যারি দেখলো ওর হাতে সিগারেট, ও চীৎকার করে সিগারেটটা ওর হাত থেকে দূরে ফেলে দিল।

ক্লেয়ার বললো, তুমি ছেলের বাবা হতে চলেছো। ওর মদ্যপ মুখ চালাকিতে ভরা, তুমি যদি আমাকে একটা ছেলে দিতে তাহলে ওরা আমাকে স্পর্শও করতো না।

হ্যারি বললো, কি সব বলছো? ঠিক করে কথা বলো, আমাদের যেতে হবে।

ক্লেয়ার হঠাৎ কেঁদে ফেললো, খুব ভয় করছে, ও গোঙানীর সুরে বললো, আমি জানি না আমি কি করতে যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই একটা ছেলে আমাকে দেবে হ্যারি। ওরা গর্ভবতী কোন মেয়ের গায়ে হাত দেয় না।

হ্যারি ভাবলো, ওকি পাগল হয়ে গেল! হ্যারি ওকে সরিয়ে দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ক্লেয়ারের ঠাণ্ডা, ভীত চোখ দুটো দুর্বল লাগলো।

ক্লেয়ার বললো, আমি জানি না কিভাবে এটা হল। আমি রান্নাঘরে গিয়েছিলাম আর ও আমার পেছনে পেছনে এলো। টেবিলের ওপর ছুরিটা ছিল। আমি তুলে নিলাম ওটা...ক্লেয়ার হঠাৎ এই পর্যন্ত বলেই কাঁপতে লাগলো।

হ্যারি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যেতে গিয়ে দরজার কাছে গিয়ে থেমে পড়লো। তারপর ধীরে ধীরে পেছনে ফিরতে লাগলো।

বেন হোয়েলাল মেঝের উপর পড়ে আছে। ওর হাত দুটো ভেসে যাচ্ছে রক্তের স্রোতে। ওর মৃত শূন্য চোখ দুটো সিলিং-এর দিকে ফেরানো।

।। তিরিশ ।।

ফেরার ফিল্ড রোডের তেতাল্লিশ নম্বরের রাস্তাটা ছিল শ্রীমতী জেনিফার বেটস-এর, যিনি কুড়ি বছর ধরে ঐ রাস্তাটার মালিক ছিলেন। উনি রান্নাঘরে চা হাতে নিয়ে খবরের কাগজটা পড়ছিলেন। উনি পার্ক লেনের খুনের ব্যাপারটা পড়ছিলেন। দারুণ একটা অনুভূতি হচ্ছিল ওর।

পার্ক লেনের আভিজাত্যপূর্ণ একটা ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে একটা লোককে ছুরি মারা হয়েছে। পুলিশকে খবরটা জানিয়েছে মিঃ রিক্স। ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর নাম ক্লেয়ার রিক্স্। ও পকেট মারার দুর্ধর্ষ অভিনয় করছিল স্টেজে আর দেড়শো পাউন্ড আয় করতো সপ্তাহে। লোকটার নাম হ্যারি রিক্স্। ও পোট্রেট স্টুডিও করেছিল গ্রাফটন স্ট্রীটে। ওরা দু'জনেই অদৃশ্য আর পুলিশ ওদের দু'জনকেই খুঁজছে। ঘটনার তদন্ত করছেন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ক্লাউড পার্কিন। উনি বলেছেন খুন হওয়া লোকটার নাম হোয়েলাল। সন্দেহ করা হচ্ছে ওয়েস্ট-এন্ড-এর পকেট মারদের সঙ্গে ওর যোগ আছে, উনি খুনের ঘটনাকে ব্ল্যাকমেইল-এর ব্যাপার বলে মনে করছেন।

শ্রীমতী বেটস্-এর মাথায় যখন ঐ খুনের ব্যাপারটা ঘুরছিল ঠিক সেই সময়ে দরজায় বেল বাজলো। উনি দরজা খুলতেই দেখলেন এক তরুণ দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে।

উনি ওদের ঘর দুটো এমনভাবে দেখিয়ে দিলেন যেন উনি ওদের ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নন।

তবে মজার ব্যাপার এই যে, ঐ মেয়েটা চার পাঁচ সপ্তাহ হয়ে গেল যাবার নাম করছে না। কেন্ট বলেছিল ও অসুস্থ। যাই হোক এটা ওঁর ব্যবসা। শ্রীমতী বেটস্-টাকা পেয়ে যেতে কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। যুবকটি প্রতিদিন ব্যবসায় বেরোয় কিন্তু একবার ফিরলে ও ঘরের মধ্যেই থাকে, আবহাওয়া গরমই হোক আর সুন্দরই হোক।

চার পাঁচ সপ্তাহ পরে যখন খবরের কাগজে আর পার্ক লেনের খুন নিয়ে কিছু লেখা হলো না তখন মেয়েটা বেরিয়ে গেল।

হারানো দম্পতিকে আর পাওয়া গেল না। আর একটা খুন হওয়ায় শ্রীমতী বেটস পার্ক লেনের খুনটা ভুলে গেলেন। নতুন খুনটার দিকে মনোযোগ দিলেন। ওয়েস্ট এন্ড হোটেলে একটা মেয়েকে টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। রান্নাঘরে ছুরি বিদ্ধ খুনের চেয়ে এটা চাঞ্চল্যকর, উনি আবার উৎসাহ ফিরে পেলেন।

ওরা ঘরের মধ্যেই যেন নতুন খুনের ঘটনাটা পড়তে পড়তে দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলো। তার মানে ক্রেয়ার আর হ্যারি রিক্স্-এর কাছ থেকে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে।

।। একত্রিশ ।।

ছয়মাস পরেও হ্যারি নিরাপদ ভাবলো না, পুলিশকে দেখলেই ভয় করতে লাগলো ওর।

এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে পুলিশ এত দিনে ওদের কোন কিনারা করতে পারলো না। অবশ্য হোয়েলালের বডিটা পাওয়ার আগেই ওরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, ওরা ফ্ল্যাট ছাড়ার পর আটদিন হ্যারির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ক্রেয়ার দারুণ ভয় পেয়ে গেছে, ওকে আবার স্বাভাবিক করতে ও হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে হ্যারির ওপর রেগে যেতো।

ক্রেয়ারের প্রতি হ্যারির একনিষ্ঠ ভালোবাসা ছিল বলেই বোধহয় ও ক্রেয়ারের সবকিছু সহ্য করতো। ও এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি যে ক্রেয়ার যা কিছু করেছে সব ওর জন্যেই। ওরা পার্ক লেনের ফ্ল্যাট থেকে একটা স্যুটকেশ জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই আনতে পারেনি। আর তার ফলে ওদের এখন কাপড় জামার অভাব যাচ্ছে।

ক্রেয়ার গয়না বন্ধক রেখে কেবল তিরিশ পাউন্ড পেয়েছে কিন্তু তাতো ক্রেয়ারের এক সপ্তাহের জিন খাবার খরচ। হ্যারি ওকে সাবধান করে দিয়েছিল যে টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছে আর জিন খাবার পয়সা নেই। কিন্তু ক্রেয়ার রাগে জ্বলে উঠতো।

প্রথম প্রথম হ্যারি ওদের নবাগত ভাবী সন্তানকে নিয়ে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্রেয়ার খুব তাড়াতাড়ি ওর মোহ ভেঙে দিল।

ক্রেয়ার বললো, হ্যারি আমাদের কি হবে? ধরো আমাদের ছেলে হলো, তারপর ওরা আমাদের দেখবে তো। আর ওরা আমাকে ঠিক ফাঁসিতে ঝোলাবে, দেখো, আমি এত ভীরু হয়ে গেছি, কখনো কখনো মনে হয় কি জানো—মনে হয় মরে যাই। আর মরে যাওয়াটাই বোধহয় ঠিক হবে।

হ্যারি ভাবতো যে, যদি ক্রেয়ারকে একা একা না থাকতে হতো তবে ওর মনের অবস্থাটা এরকম হতো না। হ্যারি ওকে বাইরে যেতে বলতো, প্রথমে চিনে যাবার ভয়ে ক্রেয়ার না করত। কিন্তু দু'সপ্তাহ পরে যখন খবরের কাগজে আর খুন নিয়ে কিছু লেখা হলো না তখন সাহস ফিরে পেল ও।

ওরা যখন সন্ধ্যের সময় ক্যাসলন-এর দিকে যেতো সেখানে কোন পুলিশের লোককে দেখতে পেতো না ওরা। পাহাড়ের উপর বসে ধ্বংসপ্রাপ্ত বন্দরটার দিকে, সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতো দু'জনে।

তারপর একদিন হ্যারি ওর ফাউন্টেন পেন হারিয়ে ফেললো। ওটা খোঁজার জন্য অসতর্কভাবে ক্রেয়ারের ড্রয়ার খুলে যা দেখলো তাতে ওর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ও বসবার ঘরে গিয়ে দেখলো ক্রেয়ার নখ কাটতে ব্যস্ত।

হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, এটা কোথায় পেলে? তারপর চামড়ার হাত ব্যাগটা দেখিয়ে বললো,

আমি এটা ড্রয়ারের মধ্যে পেলাম। তারপরে বলল, বোকা কোথাকার। তুমি জানো না পুলিশ তোমাকে খুঁজছে! ওরা তোমার চালাকি ধরে ফেলেছে। এই জিনিসটাই ওদের তদন্তের সুবিধে করে দিতে পারে তা জানো। ওরা আরও চালাক, যে দোকান থেকে ওটা চুরি করেছো সেই দোকানদার যদি পুলিশকে জানায় ওটা তবে তোমার উপরই ওদের সন্দেহ হবে। বুঝতে পারছো না এটা?

আমি কি সারাজীবন এভাবেই থাকবো?

হ্যারি বললো, আমাকে সময় দাও। আমাকে কিছু করতেই হবে।

এ মুহূর্তে হ্যারির কাজ হলো যে শিশুটি আসছে আগে তার থাকার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় ও বাড়ি দেখতে বেরোয় কিন্তু কোনদিনই ওর বাড়ি দেখা হয়ে ওঠে না। কেউই নবাগত শিশুকে চায়না।

যখনই হ্যারি ফিরতো ক্রেয়ার বলতো, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, একা একা সারাটা দিন যে কি ভীষণ বিশ্রী ভাবে কাটে, তুমি তো বেরিয়ে যাও...

ধৈর্য নিয়ে ও যা বলতো ও যা করতো, ক্রেয়ার রেগে গিয়ে বলতো, ঘাবড়াচ্ছো কেন?

হ্যারির বেশ ভয় করতে লাগলো। বললো, তুমি এরকম করতে পারো না ক্রেয়ার এটা তোমারও ছেলে।

ক্রেযার বললো, আমাকে মায়ের স্নেহ দেখিও না। তুমি কি ভাবছো আমি ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবো? আমি শিশুদের ঘৃণা করি। আমি স্পর্শ করি না। আমি সমুদ্রের মধ্যে ওকে ফেলে দেবো।

দোকানের একটা ছেলের সঙ্গে হ্যারির খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। ওর নাম লিওনার্ড উইলকিনস।

উইলকিন হ্যারিকে তিনটে ঠিকানা জানালো। তার মধ্যে একটা শ্রীমতী হ্যামিলটনের বাড়ির আমি ওর সঙ্গে দেখা করবো।

শ্রীমতী হ্যামিলটনের বাড়িটা ক্যাসন স্ট্রীটে। হ্যারি দরজাটা টানলে শ্রীমতী হ্যামিলটন সাড়া দিলেন। হ্যারি ওকে বললো যে ও ঘরের সন্ধানে ঘুরছে, আর ওর স্ত্রীর খুব শীঘ্র ছেলেপিলে হবে। উনি ভেতরে আসতে বললেন।

শ্রীমতী হ্যামিলটনের দুটো ঘর আছে। ঘরগুলো ছোট কিন্তু পরিষ্কার। সপ্তাহে দু'পাউন্ড ভাতা দিতে হবে। তার জন্য উনি রাতে ওদের মাছ দেবেন তবে দুপুরের খাবার দিতে পারবেন না।

জানালা দিয়ে সমুদ্রের সামনেটা দেখা যায়। তেতাল্লিশ নম্বর ফেয়ারফিল্ড রোডের বাড়ির চেয়ে এখানকার দৃশ্যটা ভালো, কিন্তু ছেলেগুলোর চীৎকারে হ্যারির বিরক্ত লাগলো। ও কল্পনা করতে পারে ক্রেয়ার কিভাবে এটা সহ্য করবে।

ও বললো, ওর আরো দুটো জায়গা দেখতে হবে।

হ্যারি ফেয়াবফিল্ড রোড যাবাব বাস ধরলো। ও ঘরে ঢুকে দেখলো ক্রেয়ার বেরিয়েছে। ঘর দুটো অপরিষ্কার। হ্যারি ঘর দুটো পরিষ্কার করলো। তারপর ওয়ারড্রোবে রাতের পোশাক রাখতে গিয়ে দেখলো চামড়ার একটা বর্ষাতি। এটা নতুন আর বেশ দামী বলে মনে হলো। ও নিশ্চিত যে ক্রেয়ার আবার চুরিটুরি করচে। হ্যারি ওর ড্রয়ার, কাপবোর্ড সমস্ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। দেখতে পেলো অনেক জিনিসই চুরি করা হয়েছে।

হ্যারি জিনিসগুলো বিছানার উপর রেখে ওগুলোর দিকে চেয়ে দেখছেলো। ঠিক সেই সময় ক্রেয়ার ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বিছানার দিকে তাকিয়ে ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওরা অনেকক্ষণ ধরে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ও বললো, আবার গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে। হ্যারি কোন কথা না বলে জানালার দিকে এগিয়ে গেল।

ক্রেয়ার বললো, আমার ওরকম বলা উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।

হ্যারি বললো, ঠিক আছে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। সাতটার মধ্যে আসবো।

ক্রেয়ার বললো না, যেও না। আমি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি হাত ব্যাগটা দেখার

তবে মজার ব্যাপার এই যে, ঐ মেয়েটা চার পাঁচ সপ্তাহ হয়ে গেল যাবার নাম করছে না। কেস্ট বলেছিল ও অসুস্থ। যাই হোক এটা ওঁর ব্যবসা। শ্রীমতী বেটস্-টাকা পেয়ে যেতে কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। যুবকটি প্রতিদিন ব্যবসায় বেরোয় কিন্তু একবার ফিরলে ও ঘরের মধ্যেই থাকে, আবহাওয়া গরমই হোক আর সুন্দরই হোক।

চার পাঁচ সপ্তাহ পরে যখন খবরের কাগজে আর পার্ক লেনের খুন নিয়ে কিছু লেখা হলো না তখন মেয়েটা বেরিয়ে গেল।

হারানো দম্পতিকে আর পাওয়া গেল না। আর একটা খুন হওয়ায় শ্রীমতী বেটস পার্ক লেনের খুনটা ভুলে গেলেন। নতুন খুনটার দিকে মনোযোগ দিলেন। ওয়েস্ট এন্ড হোটেলে একটা মেয়েকে টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। রান্নাঘরে ছুরি বিদ্ধ খুনের চেয়ে এটা চাঞ্চল্যকর, উনি আবার উৎসাহ ফিরে পেলেন।

ওরা ঘরের মধ্যেই যেন নতুন খুনের ঘটনাটা পড়তে পড়তে দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলো। তার মানে ক্রেয়ার আর হ্যারি বিক্স-এর কাছ থেকে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে।

।। একত্রিশ ।।

ছয়মাস পরেও হ্যারি নিরাপদ ভাবলো না, পুলিশকে দেখলেই ভয় করতে লাগলো ওর।

এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে পুলিশ এত দিনে ওদের কোন কিনারা করতে পারলো না। অবশ্য হোয়েলানের বডিটা পাওয়ার আগেই ওরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, ওরা ফ্ল্যাট ছাড়ার পর আটদিন হ্যারির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ক্রেয়ার দারুণ ভয় পেয়ে গেছে, ওকে আবার স্বাভাবিক করতে ও হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে হ্যারির ওপর রেগে যেতো।

ক্রেয়ারের প্রতি হ্যারির একনিষ্ঠ ভালোবাসা ছিল বলেই বোধহয় ও ক্রেয়ারের সবকিছু সহ্য করতো। ও এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি যে ক্রেয়ার যা কিছু করেছে সব ওর জন্যেই। ওরা পার্ক লেনের ফ্ল্যাট থেকে একটা স্যুটকেশ জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই আনতে পারেনি। আর তার ফলে ওদের এখন কাপড় জামার অভাব যাচ্ছে।

ক্রেয়ার গয়না বন্ধক রেখে কেবল তিরিশ পাউন্ড পেয়েছে কিন্তু তাতো ক্রেয়ারের এক সপ্তাহের জিন খাবার খরচ। হ্যারি ওকে সাবধান করে দিয়েছিল যে টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছে আর জিন খাবার পয়সা নেই। কিন্তু ক্রেয়ার রাগে জ্বলে উঠতো।

প্রথম প্রথম হ্যারি ওদের নবাগত ভাবী সন্তানকে নিয়ে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্রেয়ার খুব তাড়াতাড়ি ওর মোহ ভেঙে দিল।

ক্রেয়ার বললো, হ্যারি আমাদের কি হবে? ধরো আমাদের ছেলে হলো, তারপর ওরা আমাদের দেখবে তো। আর ওরা আমাকে ঠিক ফাঁসিতে ঝোলাবে, দেখো, আমি এত ভীরু হয়ে গেছি, কখনো কখনো মনে হয় কি জানো—মনে হয় মরে যাই। আর মরে যাওয়াটাই বোধহয় ঠিক হবে।

হ্যারি ভাবতো যে, যদি ক্রেয়ারকে একা একা না থাকতে হতো তবে ওর মনের অবস্থাটা এরকম হতো না। হ্যারি ওকে বাইরে যেতে বলতো, প্রথমে চিনে যাবার ভয়ে ক্রেয়ার না করত। কিন্তু দু'সপ্তাহ পরে যখন খবরের কাগজে আর খুন নিয়ে কিছু লেখা হলো না তখন সাহস ফিরে পেল ও।

ওরা যখন সন্ধ্যের সময় ক্যাসলন-এর দিকে যেতো সেখানে কোন পুলিশের লোককে দেখতে পেতো না ওরা। পাহাড়ের উপর বসে ধ্বংসপ্রাপ্ত বন্দরটার দিকে, সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতো দু'জনে।

তারপর একদিন হ্যারি ওর ফাউন্টেন পেন হারিয়ে ফেললো। ওটা খোঁজার জন্য অসতর্কভাবে ক্রেয়ারের ড্রয়ার খুলে যা দেখলো তাতে ওর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ও বসবার ঘরে গিয়ে দেখলো ক্রেয়ার নখ কাটতে ব্যস্ত।

হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, এটা কোথায় পেলে? তারপর চামড়ার হাত ব্যাগটা দেখিয়ে বললো,

আমি এটা ড্রয়ারের মধ্যে পেলাম। তারপরে বলল, বোকা কোথাকার। তুমি জানো না পুলিশ তোমাকে খুঁজছে! ওরা তোমার চালাকি ধরে ফেলেছে। এই জিনিসটাই ওদের তদন্তের সুবিধে করে দিতে পাবে তা জানো। ওবা আরও চালাক, যে দোকান থেকে ওটা চুরি করেছো সেই দোকানদার যদি পুলিশকে জানায় ওটা তবে তোমার উপরই ওদের সন্দেহ হবে। বুঝতে পারছো না এটা?

আমি কি সাবাজীবন এভাবেই থাকবো?

হ্যারি বললো, আমাকে সময় দাও। আমাকে কিছু করতেই হবে।

এ মুহূর্তে হ্যাবির কাজ হলো যে শিশুটি আসছে আগে তার থাকার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় ও বাড়ি দেখতে বেবোয় কিন্তু কোনদিনই ওর বাড়ি দেখা হয়ে ওঠে না। কেউই নবাগত শিশুকে চায়না।

যখনই হ্যাবি ফিরতো ক্রেয়াব বলতো, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, একা একা সারাটা দিন যে কি ভীষণ বিশ্রী ভাবে কাটে, তুমি তো বেরিয়ে যাও. .

ধৈর্য নিয়ে ও যা বলতো ও যা করতো, ক্রেয়ার রেগে গিয়ে বলতো, ঘাবডাচ্ছো কেন?

হ্যারিব বেশ ভয় করতে লাগলো। বললো, তুমি এবকম করতে পাবো না ক্রেযাব এটা তোমাবও ছেলে।

ক্রেযার বললো, আমাকে মায়ের স্নেহ দেখিও না। তুমি কি ভাবছো আমি ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবো? আমি শিশুদেব ঘৃণা করি। আমি স্পর্শ কবি না। আমি সমুদ্রের মধ্যে ওকে ফেলে দেবো।

দোকানেব একটা ছেলেব সঙ্গে হ্যাবিব খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। ওব নাম লিওনার্ড উইলকিনস।

উইলকিন হ্যারিকে তিনটে ঠিকানা জানালো। তাব মধ্যে একটা শ্রীমতী হ্যামিলটনের বাড়ির আমি ওর সঙ্গে দেখা কববো।

শ্রীমতী হ্যামিলটনেব বাড়িটা ক্যাসন স্ট্রীটে। হ্যারি দরজাটা টানলে শ্রীমতী হ্যামিলটন সাড়া দিলেন। হ্যারি ওকে বললো যে ও ঘরেব সন্ধানে ঘুরছে, আর ওর স্ত্রীব খুব শীঘ্র ছেলেপিলে হবে। উনি ভেতরে আসতে বললেন।

শ্রীমতী হ্যামিলটনের দুটো ঘব আছে। ঘবগুলো ছোট কিন্তু পরিষ্কাব। সপ্তাহে দু'পাউন্ড ভাতা দিতে হবে। তার জন্য উনি রাতে ওদের মাছ দেবেন তবে দুপুরেব খাবাব দিতে পারবেন না।

জানালা দিয়ে সমুদ্রেব সামনেটা দেখা যায়। তেতাল্লিশ নম্বব ফেয়াবফিল্ড রোডের বাড়ির চেয়ে এখানকার দৃশ্যটা ভালো, কিন্তু ছেলেগুলোর চীৎকাবে হ্যাবির বিরক্ত লাগলো। ও কল্পনা করতে পারে ক্রেয়ার কিভাবে এটা সহ্য করবে।

ও বললো, ওর আরো দুটো জায়গা দেখতে হবে।

হ্যারি ফেয়াবফিল্ড বোড যাবাব বাস ধবলো। ও ঘবে ঢুকে দেখলো ক্রেযাব বেবিয়েছে। ঘব দুটো অপরিষ্কাব। হ্যারি ঘর দুটো পরিষ্কার করলো। তারপব ওয়াবড্রোবে রাতের পোশাক রাখতে গিয়ে দেখলো চামড়ার একটা বর্ষাতি। এটা নতুন আর বেশ দামী বলে মনে হলো। ও নিশ্চিত যে ক্রেয়ার আবার চুরিটুরি করচে। হ্যারি ওর ড্রয়ার, কাপবোর্ড সমস্ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। দেখতে পেলো অনেক জিনিসই চুবি কবা হয়েছে।

হ্যাবি জিনিসগুলো বিছানার উপর রেখে ওগুলোর দিকে চেয়ে দেখছেলো। ঠিক সেই সময় ক্রেয়ার ঘরেব মধ্যে ঢুকলো। বিছানার দিকে তাকিয়ে ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওরা অনেকক্ষণ ধবে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ও বললো, আবার গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে। হ্যাবি কোন কথা না বলে জানালার দিকে এগিয়ে গেল।

ক্রেয়ার বললো, আমার ওরকম বলা উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।

হ্যারি বললো, ঠিক আছে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। সাতটার মধ্যে আসবো।

ক্রেয়ার বললো না, যেও না। আমি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি হাত ব্যাগটা দেখার

সরু গলি দিয়ে হাঁটতে লাগলো।

হ্যারি একটা নেভি-ব্লু হাত ব্যাগ ক্রেয়ারের হাতে দেখতে পেল। ও তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, এটা এখানে কি করে এলো?

ক্রেয়ার ব্যাগের ভেতরটা দেখতে দেখতে বললো, গাড়ির মধ্যে ছিল ওটা।

হ্যারি চড়া গলায় বললো, তুমি ওটা ঐ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে চুরি করলে? তুমি কি পাগল? উনি তো রিপোর্ট করবেন, উনি আমাদের কথা জানাবেন। উনি পুলিশকেও বলতে পারেন।

ক্রেয়ার বললো, আমাদের টাকার দরকার তাই না? তারপর ব্যাগ খুলে দেখলো পাঁচ শিলিং। হ্যারি টাকাটা তুলে ব্যাগের মধ্যে রাখলো। বললো, আমি ক্লাবের বাইরে ওটা ফেলে দেবো।

হ্যারি গলফ ক্লাবের কাছে গেল, পুলিশকেও দেখতে পেল না, ভদ্রমহিলাটিকেও দেখতে পেল না। হ্যারি ওটা রাস্তার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর ক্রেয়ারের কাছে ছুটে এল।

হ্যারি বললো, ওরকম আর কোরো না, আমাদের রাতটা কাটাবার জন্য একটা জায়গা দেখতে হবে।

ক্রেয়ার ক্লান্তভাবে বললো, কোথায়? আগামীকাল কি হবে? আমরা কি করবো?

হ্যারি বললো, আমরা লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি। মুথী নতুন আইডেনটিটি কার্ড পাবে, আমরা আবার নতুন করে আরম্ভ করবো। অন্ধকার হলে আমরা মুথীকে ফোন করবো। আমাদের ভাগ্য ভালো হলে ওকে খুঁজে পাবো। আমি ওকে টাকা নিয়ে আসতে বলবো।

ক্রেয়ার হ্যারিকে বললো, তুমি চলে যাও। আমি তোমার অনেক ক্ষতি করেছি। এখন তুমি চলে গেলে আমি ভাবতে পারবো তোমাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

হ্যারি ওর কদাকার দেহটাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমাদের একটা আস্তানা খুঁজতে হবে। ওরা আমাদের খুঁজে বার করার আগে আমাদের অনেক কথা আছে।

।। চৌত্রিশ ।।

ওরা একটা গুহা পেল। দুজনে সেখানে বসলো।

ক্রেয়ার বললো আজ রাতটা এখানেই কেটে যাবে। কিন্তু পরের দিন কি হবে?

হ্যারি বললো, আজ রাতেই মুথীকে ফোন করতে হবে। আমি আশা করি মুথী আমাদের সাহায্য করবে।

এরপর হ্যারি ক্রেয়ারকে বললো, তুমি চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়ো।

কিছুক্ষণ পর দেখলো ক্রেয়ার ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যারি ভাবলো মুথী একমাত্র ওর ভরসা। ও এখন ফোন করতে যাবে বলে মনস্থ করলো। ক্রেয়ার জেগে উঠবার আগে ওকে ফিরে আসতে হবে।

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ও হাঁটতে লাগলো। কান খাড়া রাখলো।

প্রায় এক মাইল হাঁটার পর ও একটা বাক্স দেখতে পেল। তাও আবার তালা মারা।

হ্যারি একটা বড় পাথর খুঁজে পেল যা দিয়ে ডালাটা ভাঙা যেতে পারে।

হঠাৎ ছায়ার মতো কেউ একজন ওকে বললো, রিক্স্ ওটা কোরো না।

বিস্ময়ে ওর হাত থেকে পাথরটা পড়ে গেল। ও দৌড়তে গেল। কিন্তু ওর সামনে দু'জন পুলিশ। ওদের মধ্যে একজন ওর হাতটা চেপে ধরলো।

পার্কিন বলল, ঠিক আছে। ও কোন গোলমাল করবে না।

এবার বলতো মেয়েটা কোথায়? কোথায় ওকে ফেলে এলে?

গলার স্বর সংযত করে হ্যারি বলল, আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আমি জানি না, এখন ও কোথায়।

পার্কিন বলল, তোমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ো আর লক্ষ্য রেখো ও কাছাকাছিই কোথাও আছে।

একটা গাড়ি হ্যারির পাশে এসে থামলো, পার্কিন বললো, ঢুকে পড়ো, কোনরকম কিছু মতলব

করবে না। হ্যারি ক্লেয়ারের কথাই ভাবছিল। ওর কথা কি ওদের বলা উচিত হবে? ও ক্লেয়ারকে একা মরতে দিতে পারে না।

পার্কিন ওর পাশে বসেছিল। ও বললো, আমার মনে হচ্ছে, ক্লেয়ার আবার ওর পুরনো ব্যবসাটা আরম্ভ করেছে। প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশনই ওকে খুঁজছে, ওকে একা ফেলে আসা তোমার উচিত হয়নি। ওতো আবার অন্তঃস্বত্বা, তাই না?

হ্যারি বললো, আমি কি করে জানবো, ক্লেয়ার ওকে মেরে ফেলবে?

পার্কিন বললো, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ব্রাডি তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। ওর পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। ও বলেছে হোয়েলাল যখন খুন হলো তখন তুমি মুথীর সঙ্গে একটা মদের দোকানে দেখা করেছো। আমি মুথীকে জিজ্ঞেস করেছি। আর ও ওটা সমর্থন করেছে। যখন তুমি ওর কাছ থেকে ফিরে ফ্ল্যাটে গেছ তখন ক্লেয়ার ওকে খুন করে ফেলে দিয়েছে। ক্লেয়ার কোথায় বলো সবকিছু আমাদের গোলমাল করে ফেলো না।

আমি তোমাকে বললাম তো, আমি জানি না। আমরা আলাদা হয়ে গেছি।

আমরা ভাবছি ঐ গুহাগুলোর একটার মধ্যে আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই জোয়ার আসবে।

গাড়িটা আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করলো, কিছুক্ষণ পর হ্যারি বললো, আমরা খুব কাছেই চলে এসেছি।

গাড়িটা থামলো। পার্কিন টর্চ জ্বালাল, হ্যারি দেখলো, ক্লেয়ার গুহার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে।

ক্লেয়ারের সরু গলা শোনা গেল। হ্যারি ওখানে নাকি?

হ্যারি চিৎকার করে বললো, আমি এখানে। লাঠি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ঠিক আছো তো তুমি?

ক্লেয়ার বললো, আমি লাফাতে যাচ্ছিলাম, সবই আমার দোষ।

ক্লেযার! হ্যারি চিৎকার করে এগিয়ে যাচ্ছিল। পার্কিন ওকে ধরে ফেলল।

ক্লেয়ার চীৎকার করে উঠলো, ওকে আপনারা সাহায্য করুন, ও পড়ে যাবে যে।

পাথরের গা বেয়ে পড়া বৃষ্টির জল ক্লেয়ারের মুখের উপর পড়তে লাগলো আর তখনই হ্যারির পা ফস্‌কে গেল। ওর হাত পা শূন্যে ঝুলতে লাগলো। ও কিছু আগাছা ধরে ঝুলছে।

ক্লেয়ার গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওকে ধরতে গেল।

হ্যারি চিৎকার করে উঠলো, চলে এসো ডার্লিং, আমরা একসঙ্গেই যাই।

ক্লেয়ার বললো, আমি আসছি।

হ্যারি ঠিক থাকতে পারছিলো না। আগাছাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ও পা দুটো দিয়ে কোনমতে নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করলো। ও ভাবছিলো ওর ভাবী ছেলের কথা। কিন্তু আর পারলো না, হ্যারি, ও ক্লেয়ারকে ঝাঁপ দিতে বললো।

কিন্তু ক্লেয়ার ঝাঁপ দিলো না। ও হ্যারিকে ঝাঁপ দিতেও দেখলো না। ভয়ে অন্ধ হয়ে ও পথের ওপর হাঁটতে লাগলো। পার্কিন ওর দিকে এগোতে লাগল।

ডেথ ট্রাঙ্গেল

।। এক ।।

পাহাড় থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মুহূর্তে গর্জনের ধ্বনি কানে বাজছিল। হুড়মুড়িয়ে পড়া ধ্বংসাবশেষ আমায় পিষে ফেলছে। আমার লক্ষ্য গড়ানো বলের দিকে। ভাগ্যিস বিস্ফোরণের সময় পিছনে সরে এসেছিলাম। ভয়ে বা দ্বিধা দ্বন্দ্বের সময়টা কেটে গেছে। সময় মতো নিজেকে বের না করলে নির্ঘাত মারা পড়তাম।

বস্তুটা লাফিয়ে আমার নৌকার পিছনে এসে পড়ল। মেঝের আবর্জনার মধ্যে পায়ের টো-ভর দিয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে দিলাম। ফেনিলশুভ্র জলের মাথায় বস্তুটি ভেসে উঠতে তারপর বিপদজনক সীমা অতিক্রম করতে দেখলাম। পিছনে ফেনিল জলোচ্ছ্বাস ফেনায় ফেনায় নাক ভরে যায়। ঢেউ যেন কারুকার্যময় সিমেন্টের। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঁ কাঁধে।

একটা টানেল দেখা যায়। ডানদিকে ধেয়ে আসা উত্তাল ঢেউ বাঁদিকে জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ে।

ফেনোল্লাস জলরাশির ঔদ্ধত্যের জবাব দিতেই যেন আমি ক্রমশ সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের দিকে ছুটে চললাম। নৌকায় দুপায়ে ভর দিয়ে আমি আমার চেহারাটার ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছিলাম।

লহমায় এক ঢেউ এসে আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। পরক্ষণেই রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম। রৌদ্রঝলক সাময়িক অন্ধ করে দেয়। মুহূর্তে দুর্বল লাগে নিজেকে।

এই অভিযানে বহুকাল পর দারুণ রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা হল। দশগজ দূর থেকে দেখা যায়—তীরের বালুকাবেলায় জোনা যেন ঠিক এক বালিকার মতই ছুটতে ছুটতে আসছে। নৌকা থেকে লাফ মেরে এই দূরত্বটা অতিক্রম করি দ্রুত চারটি স্ট্রোকে। জোনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে ভালই সাঁতার জানতাম, কিন্তু আমাকে প্রতিযোগিতামূলক স্তরে সাঁতার ও ভয়ঙ্কর সব অভিযানের শিক্ষা দিয়েছে। আগে থেকে এমন আরো বেশী ক্ষিপ্ত।

সম্প্রতি প্লাস্টিক সার্জারি হওয়াতে আমার চামড়া নোনা জলের স্পর্শে শিউরে কাঁপতে থাকে। জোনার কাছাকাছি যেতেই টের পাই এ কাঁপন শুধুই যৌনাবেশ। ওর চোখ আমায় বলে দেয় সেও এর অংশীদার।

ওর তামাটে দুবাহু আমায় ছুঁয়েছে। বিকিনি ভেদ করে ভারী স্তনদ্বয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ওর কাঁধের বিকিনির ফিতেগুলি খুলে দিই আমি এবং আমার ভিজে পোশাক খুলে আঁকড়ে ধরি, জোনা গা ঘষতে থাকে।

বালিয়াড়িতে পড়ে যাই দু'জন। ও কোমর বেঁকিয়ে এগিয়ে দেয় উন্নত দৃঢ় স্তন। গ্রীবা আরক্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুট শব্দ তুলে সে মাথা পিছনে হেলায় এবং এই ভিজে বালিয়াড়িতে আমার ভীষণ ইচ্ছা করে...

অনুভব করি বিজন সৈকতে আমরা একা। পাঁচ গজ দূর হতে পেছনের বালিয়াড়িতে দূরাগত এক আওয়াজ কানে আসে। জোনার কাছ থেকে উঠে যাই। আমার ভেজা পোশাকের কাঁধের কাছে গোপন খোপের স্টিলেটো বের করে ফিরে আসি। দেখি, বালুতট থেকে জোনা তুলে নিচ্ছে সেলোফেন মোড়া পয়েন্ট আটত্রিশের পুলিশী পিস্তল।

আক্রমণের জন্য আমরা প্রস্তুত। বালুকাবেলায় এখন শুধু বাতাসের ফিসফিস, কে যেন দূরে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করার প্রতীক্ষায় স্থির।

বালির চড়াই থেকে কাশির শব্দ আসে। লোকটা খুব সামনেই। আবার কাশির শব্দ।

ওখানে কে? নিজেকে যেন প্রশ্ন করি। দ্রুত জবাব আসে—আমি পয়েন্ডেক্সচার। তুমি ঠিক আছো তো এনথ্রি? জোনার দিকে তাকাই। দেখি পিস্তল নামিয়ে রাখছে। নিশ্চিত হবার জন্যে

চীৎকার করে বলি—পয়েন্ডেক্সচার মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।

যদিও জানি, লোকটা পয়েন্ডেক্সচার, তাছাড়া কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনেছি। জোনা লাজুক মুখে বলে—দুঃখিত কি? আমি জানতাম উনি আসছেন। তবু এখানে ওকে আশা করিনি। তুমি বলোনি কেন আমাকে?

তোমাকে হতাশ করতে চাইনি। তাই শেষ মুহূর্তের জন্য বলছিলাম। জোনা বিকিনি পরে নেয়। আমি টের পাই, ওর গহনে হাজারো গ্রন্থি শেষ মুহূর্তের অন্বেষী কামনায় অধীর। খুব শীঘ্র আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হবে। পয়েন্ডেক্সচার সামনে আসতে বললাম এ এক্স, ই (আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা) পশ্চিম উপকূলবর্তী প্রতিটি আউটপোষ্টে পৌঁছে গেছে।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত, কেন? এ এক্স, ই নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করছি বলে?

এখানে তোমার সঙ্গে ভূগোল নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি এনথ্রি।

পয়েন্ডেক্সচার বলতে থাকেন দুঃর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ ম্যাক আমায় তোমার শরীরের খবরাখবর নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ডেভিড ম্যাক হলেন আমার বস। আমি যতোদূর যানি, ওয়াশিংটনে আমাদের অফিসগুলি, সংযুক্ত সংবাদ সংস্থা ও বেতার ব্যবস্থার ওপর তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তিনি পরবর্তী কাজে আমায় চুক্তি পাঠালেন। কারণ আমি কিলমাস্টার এন থ্রি আমাদের কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমী, সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। যাইহোক মাস দুয়েকের মধ্যে আমাকে কাজে নামতে হবে।

ক্ষতবিক্ষত করছিল এক বিস্ফোরণ। আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছি জোনার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অনেক দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার ও নানাবিধ অভিযানে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছি। স্বাস্থ্য পুনরদ্ধারের কাজে শেষ দিকে লা কোস্ট রেভারলি হিল্-এর প্লাস্টিক সার্জেনার এতোটুকু কষ্ট না দিয়ে কড়তলের চামড়া বদলে দিয়েছে। অনায়াসে মুখের নানা অংশ নানা অপারেশন করে দিয়েছে। আমার ভুরুর চুল একেবারে পুড়ে গিয়েছিল. ডাঃ গ্রীনশপান সেখানে চুল পুনঃ সংযোজিত করেছেন। ডাঃ হেন্‌স্ আমার খর্বাকৃতি নাকের পরিবর্তন ঘটিয়ে তীক্ষ্ণ করেছেন। ডাঃ মেরিলেজ চিবুকের চামড়ায় ছুরিকাঘাতের ক্ষত চিহ্ন মিলিয়ে দিয়েছেন। শরীরের আরো কিছু মেরামতের পর অবিকল নিক কার্টারের মুখের আদল আবার ফিরে পেলাম।

অন্যান্য বিপক্ষ গোয়েন্দা সংস্থার পুস্তিকাতে আমার যেরকম ভয়াভয় খুনী খুনী চেহারার বর্ণনা রয়েছে, সেরকম নয়। এই নতুন আমি যেন সেই পুরানো আমি।

বাস্তবিক আমি জোনার আগ্রহেই ক্যালিফোর্নিয়াতে চুল ও দাঁড়ি বড় হতে দিয়েছি, আমার বয়স দশবছর কমিয়ে দিয়েছে।

দূরে-বালিয়াড়ি ভেঙে জোনা ও পয়েন্ডেক্সচার সৈকতনীড়ে ফিরে উরুর ওঠানামা এবং রংচঙা পোশাকের থপ্ থপে অন্তরালে পয়েন্ডেক্সচারের বিশাল দোদুল্যমান স্ফীত কাঁধ দেখা যাচ্ছে। জোনা ইতিমধ্যে আমার শরীরী কর্মকুশলতার ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে।

তারপর একসময় আমরা সৈকতনীড়ে পৌঁছে যাই। আমাদের জন্য চা আনতে জোনা ভেতরে যায় পয়েন্ডেক্সচার প্লেয়ারটি চালু করলেন। পর্দায় ফুটলো এক দণ্ডায়মান পুরুষের ছবি। পরণে টুইডের জ্যাকেট প্যান্ট। তিনি চেয়ারে বসে দীর্ঘ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। তার মুখের একাংশ ক্রমে অন্তর্হিত, সিগারেটটা শুধু দেখা যাচ্ছে। এখন কেবল কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

শুনলাম নাকি তোমার শারীরিক পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ। আবার আগের মত তোমাকে কাজে লাগাতে বলেছে জোনা। হ্যাঁ অন্যদিকে কিছু জটিলতাও দেখা দিয়েছে। কাজটা তোমার জন্য ধরে রেখেছি নিক।

কাজের নির্দেশ একেবারে ওপরতলা থেকে এসেছে। ম্যাক বলতে চান হোয়াইট হাউজ থেকে কাজের নির্দেশ এসেছে।

তুমি কি হ্যারল্ড চানকে চেন?

হাওয়াই থেকে গণতান্ত্রিক সাংসদ সদস্য হয়েছেন যিনি?

—ঠিক এবং খুব শীঘ্র ভাইস প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনাও আছে। ইতিমধ্যে তাঁর ছেলে

আইল্যান্ডের উগ্রপন্থী একটি দলে চলে গিয়েছে। সম্ভবতঃ সে আন্ডার গ্রাউন্ডে আছে।

কিসের জন্য?

অন্তর্ঘাত। হ্যাঁ স্যাবোটাজ, ভয়ঙ্কর পাইপ বোমার সাহায্যে। সামরিক ব্যবস্থাকে আকেজো করে দেওয়াই ওদের উদ্দেশ্য। চানের দল এক নতুন ও আরো গোপনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাতে মনে হয় আইল্যান্ডের কাহুলাউই ও অন্যান্য যেসব অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর হাতে ছিল মানে যেসব স্থান তারা অধিগ্রহণ করে রেখেছিল টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য হাওয়াইবাসীদের সেইসব গোপন জায়গা থেকেই যুব-চান দল বিদ্রোহ শুরু করতে চায়। বাস্তুসংস্থানের দাবী তার ইস্যু। ভালরকম পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছে চক্রান্তকারীর জায়গাটি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এতো কেবল রাজনীতির ব্যাপার নয়।

এর আগে বোমা বিস্ফোরণের প্রচেষ্টা কার্যকর হল না, তখন মনে হয় ওরা এক নতুন চাল চালবে। কাহুলাউইতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একদল সম্মানীত ব্যক্তি যাবার আবেদন মঞ্জুর করেন গতমাসে। চারজন সৈনিককে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। কোথাও কোন তাজা বোমাটোমা লুকানো আছে কিনা। ঐ চারজনকে পরদিন অদ্ভুত বিষক্রিয়ায় মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়, আর যাঁরা যাবেন বলে ঐ যায়গায় রওনা হয়েছিলেন তাঁরাও পরদিন ফিরে এলেন। এখন ওপরওয়ালার আদেশ—আইল্যান্ডের পুরো ঘটনার তদন্তের রিপোর্ট তাদের দিতে হবে। ওখানকার উত্তেজনা প্রশমিত করতে হবে। এখন তোমার প্রধান কাজ জিমি চানকে খুঁজে বের করে আনা ও তাব বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং প্রয়োজনে সংবাদ দিয়ে তাকে সাহায্য করা। আর কি সেই বিষ খুঁজে বের করা? যাইহোক শহরে জোনার অফিসে জিমি চানের ওপর পুস্তিকা ও কিছু দলিলপত্র তোমার জন্য রাখা আছে পড়ে নিও। তদন্ত শেষ হলে ছুটি—হ্যাঁ আর কিছু জানতে চাও?

না স্যার। কাজে ফিরে যেতে আমার ভালো লাগছে। উত্তরটা যখন দিই, পয়েন্ডেক্সচার বোকার মত আমার দিকে চেয়ে থাকে। একটু থেমে ম্যাক বলতে থাকে—মনে রেখো নিক, এখন থেকে তোমার পরিচয় হচ্ছে টেব্রি গিলিয়াম। প্রশান্ত সাগরের দ্বীপগুলিতে পৌঁছে যাচ্ছো এ সপ্তাহে।

কিছু আগে জোনার সঙ্গে কোন কথা না বলে সৈকতনীড় পেরিয়ে এলাম। ক্রমশঃ বিষণ্ণতা হচ্ছে ভারী। কিন্তু হায়, একাজের ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই। ঢেউগুলির প্রতি আমি আরো বেশি মনোযোগী হই এবং এমন কিছু উত্তাল ঢেউ-এর মাথায় চড়ি যা আগে কখনো চড়তে চেষ্টা করিনি। আমার সময়জ্ঞান দারুণ। কয়েকটি ঢেউ-এর মাথায় চড়া বেশ ভাল হয়। সমুদ্রের ঢেউগুলি যখন ভাঙে, সমান্তরাল জলে তখন নৌকা থেকে দেখি, স্থির জলের দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছায়। চোখদুটি কালচে ধূসর, অন্তর্ভেদী।

প্যাডেল করে নৌকা তীরে ভেড়াই। ফিরে আসি সৈকতনীড়ে, আজ জোনার কাছ থেকে কিরকম ব্যবহার পাবো জানিনা। যখন আমাদের প্রথম দেখা হয়, তখন আমি এক প্লাস্টিক সার্জন থেকে আরেক প্লাস্টিক সার্জনের কাছে ছোটাছুটি করছি।

আমি খুব আলাপী নই। জোনা কাজে ব্যস্ত ছিল পুরোপুরি, হয়তো সেই কারণেই সে হয়ে উঠেছিল পশ্চিম উপকূলের 'ব্যুরোচীফ' তথা মুখ্য অধিকর্তা। যে নিপুণ দক্ষতায় সে আমাদের প্রাথমিক বৈঠকগুলি পরিচালনা করতো তাতে তার অভূতপূর্ব খ্যাতির সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে। ফিজিক্যাল থেরাপী নেবার সময় থেকেই আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে শুরু করি। আমিই ঠিক নতুন উদ্যমে কাজে নেমেছিলাম। যেন অফুরন্ত প্রাণীশক্তি আমার। ওর দিকেও পরিবর্তনের লক্ষ্য করছি একটা। বিশেষতঃ হলিউড-এর বুঙ্গালো দফতর ছেড়ে আমরা যখন ওর ব্যক্তিগত সৈকতনীড়ে কাজ করতে আসি।

অফিসে তাকে দেখেছি—চোখে চশমা, পিছন দিকে টেনে চুল বাঁধা। কাজে আত্মমগ্ন। চতুর্দিকে গাম্ভীর্যের ঘেরাটোপ।

অথচ সমুদ্রসৈকতে বিবসনা ওই নারীর কি অপরূপ রূপ। সেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সুধা পান করেছিলাম।

দরজা খোলার মুহূর্তে আমি জানিনা কি দেখবো, অনুরাগ অথবা অভিমান।

সে এর কোনটাই প্রকাশ না করে আমায় অবাক করে দিল, রাজকীয় আসনে সাম্রাজ্ঞীর মাতা

বসে। চোখ নিমিলীত যেন ধ্যানস্ত, প্রশান্ত এবং অপার্থিব।

আমি দেখি, ধ্যান যখন ভাঙে ওর মুখে চেষ্টাকৃত হাসির ঝিলিক। আমার বিমর্ষতা তখনও কাটেনি। ভেবেছিলাম, ওর কাছে এই বিচ্ছেদ বেদনা হবে সহজ।

পয়েন্ডেক্সচারের সঙ্গে দেখা করতে অফিসে যেতে হবে আমাদের।

মুখের রেখা সরল রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে ও। তথাপি ওর নিচের ঠোঁটে বিস্তৃত হয়, ওপরের ঠোঁট থরো থরো কাঁপে, কুঞ্চিত হতে থাকে চিবুক, চোখে ভীড় করে জল।

কেঁদে উঠতে আমি ওকে ধরি। এই স্পর্শ ভালোবাসার, ওর গাল থেকে অশ্রুবিন্দু শুষে নিই। ফোঁপানীতে কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর মাথা। আমি পেছনে সরে আসি কানের সব অনুস্থানে ঠোঁট রাখি। স্থানটি রক্তিম হয়, যেন অতিদ্রুত রক্ত এসে জমা হয়। আমার জিভ ওর কান ঘুরে যায় পরিক্রমা করে।

নিবিড় আমন্ত্রণ জানায় পেছনে মাথা ঠেলে, কণ্ঠহাড় ওর শরীরের একমাত্র কঠিন অংশ। বাকীটা নরম। এ এক কামার্তা নারীর মিষ্টি তাজা শরীর। ধীরে ধীরে জিভ নিচে নামে—টের পাই, স্তনদ্বয় উত্তেজনায় লাফাচ্ছে—জোনার হাত আমার গলা জড়িয়ে পিঠে—তার নখ পিঠে বিঁধছে—সহসা চুলের মুঠি ধরে আমার মুখ নিজের বুকে গভীর আবেষে টেনে নেয়।

ওর নিভাঁজ স্তনবৃন্তে রাখি মুখ। মুখ নামে আরো নীচে—বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে ভালোবাসার ছোট্ট একটি দুটি দংশন এঁকে দিই। তারপর উপল বনভূমি দুই উরুর ফাঁকে উন্মত্ত আমন্ত্রণ। কামনায় ছটফট করে জোনা। কণ্ঠে ঝরে সুখ বিহ্বলতা, ওর ডাকে আমিও হারিয়ে যাই।

শহরে যাবার পথে আমরা কেউ কাউকে বিদায় সম্ভাষণ জানাই না। জোনা তার আলফা রোমিও গাড়ি চালাচ্ছিল পাগলীর মত। চুল উড়ছে, মুখ শান্ত ও ভারী। নিশ্চয়ই সে অন্যমনস্ক হতে চাইছে না। অফিসে কাজের সময় সর্বদা এরকম থাকে। বিদায় বেলায় আমিও মানুষের মতই ব্যবহার করতে চাই। গাড়িতে তেল ভরে তবে চেপেছি।

অফিসে পৌঁছতে প্রবেশ দ্বারে পয়েন্ডেক্সচারের অভ্যর্থনা এবং হ্যান্ডসেক যেন নতুন ঘটনা।

গোল ধাতুর পিং পং বলটা ঢুকিয়ে রেখেছি যেটা আমার ট্রাউজারে চলে গেল। ট্রিগার টিপলে বস্তুটি থেকে নির্গত হত মারাত্মক গ্যাস। এরকম ভয়ঙ্কর বস্তু শরীরের সবচেয়ে গোপন, তাঁদের ঠিক পাশেই নিয়ে বহন করতে ভয় লাগে। তবু আমি সুরক্ষিত। জিনিষটার আকৃতি অবয়ব অবস্থান এমন যা আমার নিত্য দৌড় ঝাঁপেও শরীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে হয়। এতো শক্ত জায়গা থাকতে সে এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে।

রুদ্ধকক্ষে বসে পয়েন্ডেক্সচার শুরু করে—এনক্সি, তোমার অভিযানের জন্য এক বিশেষ নৌকা প্রতিক্ষা করছে। ভয় করোনা অন্য কিছু নয়। বেশীর ভাগ প্রতিযোগী নৌ আরোহীদের এরকম বিকল্প নৌকা আছে। প্রয়াত মিঃ গিলিয়ামের নির্দেশেই আমরা এটা গ্রহণ করেছি।

ওনার কি হয়েছিল হুইলি?

পয়েন্ডেক্সচারকে সম্মানিত করতে আমি তার ডাক নাম ব্যবহার করি।

পুস্তিকাতে সবই পাবে।

এখন আমরা অন্য এক বিষয়ে জরুরী আলোচনা করবো। তুমি কি একটু মনোযোগী হবে এনক্সি?

আমি সবই শুনছি, মাথা নাড়িয়ে বললাম।

বেশ, তাহলে দ্যাখো, এই লোকটি—ওর যদি একটা দাঁত ভেঙে যায় তাহলে অসুবিধা নেই। তাছাড়া এই দেখো, নৌকার ভেতরেই একটা ফিউজ লুকানো আছে। পয়েন্ডেক্সচার হাতল ধরে পিছনে টানলো তারপর সামনের দিকে ঠেললো। নৌকার পিছন দিকটায় বেরিয়ে এল দুইঞ্চি গভীর এক ফুট লম্বা এক ড্রয়ার। যার ভেতরে ডজন দুয়েক প্লাস্টিক শিশি বোতল। সব কিছু যথাস্থানে রয়েছে। পুরো কিটটা কত অল্প জায়গায় তৈরী। এক কোণে রয়েছে ফিউজের বাক্স। পয়েন্ডেক্সচার জিনিষগুলি এনে আমায় প্রশ্ন করে—আমি জানতে চাই যে ঐ শিশি বোতলগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হয়।

আমি বললাম, না।

পয়েন্ডেক্সচারের হাত থেকে আমি একবার নৌকার হাতলে চাবি পরিয়ে টানতেই খুব মসৃণ ভাবে সেটা কাজ করতে থাকল, এমন সময় অ্যালুমিনিয়ামের একটা রড দিয়ে নৌকার সামনে ঘোরাতে বুঝলাম তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সেটা কোনোদিক সূচিত করছে না। পয়েন্ডেক্সচার ব্যাখ্যা করতে থাকলো—এই নৌকাটি বিশেষ উন্নত মানের তৈরী। ভয়ানক ক্ষেপণাস্ত্রের মারাত্মক সোজা আঘাত ও যা প্রশংসনীয় ভাবে প্রতিহত করতে পারে।

অতঃপর পয়েন্ডেক্সচার তার জ্যাকেট গেঞ্জিগুলোর কাজে মনো নিবেশ করে। ডাণ্ডিহীন চশমাটি পরে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যেন মনে হয় পাঠশালার প্রৌঢ় পণ্ডিত। বলতে থাকে, ওরা যে বিষ তৈরী করেছে, তা জানার জন্য এনক্সি, তোমার অর্গ্যানিক কেমেস্ট্রির বিষয়ে কিছু জ্ঞান দরকার। আজ আমরা প্রাথমিক ব্যবহারের প্রতিযোগিতা নিয়েই আলোচনা করবো, তাতে নিশ্চয়ই রাত ফুরিয়ে যাবে। এরপর একটা অ্যাটাচিকেস খোলা হয়—তার মধ্যে, নানা যন্ত্রাংশ ফ্লাস্ক, টেস্টটিউব, আর মাইক্রো মিলিগ্রাম পর্যন্ত বস্তু মাপার নিপুণ যন্ত্রপাতি মজুত আছে। নৌকা থেকে বোতলগুলি তুলে এনে আমরা বসে যাই নানারকম রাসায়নিক নিরীক্ষাতে। সময় বয়ে চলে যায়।

রাত ভোর হয়ে যায় পয়েন্ডেক্সচারকে আরো সতেজ উৎফুল্ল লাগে। সত্যি সে ঐরকম একটা বিস্ফোরক বল তৈরী করতে পেরেছে।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পয়েন্ডেক্সচার। অফিস দিশেহারা। অবশেষে সূর্য ওঠে।

অ্যাটাচিকেসে আমরা শিশি বোতল ধুয়ে ভরে রাখি। তারপরে যথাস্থানে রেখে দিই। ট্রে ভর্তি স্তূপাকার ডিম, হ্যাস টোস্ট ও চা নিয়ে ঢোকে জোনা। মেয়েটি নিরামিশাষী। কিন্তু সে আমাদের ভাল প্রাতঃরাশ দিতে একটুও কার্পণ্য করে না। রাতভোর আমি কফি খেয়েছি। জোনার তৈরী চা বুঝি তৃষ্ণা দেয় বাড়িয়ে। আমি খেতে শুরু করি। পয়েন্ডেক্সচার তিক্ততার কাছাকাছি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের জরিপ করতে করতে লেবু-চিনি বা ক্রিমহীন চা-এ চুমুক দেয়।

জোনা আমাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সমুদ্র বালকের মত চুলে ব্লিচ্ করেছে, চমৎকার সোনালী রঙে দাড়ি ডাই করিয়েছে।

ডাই করার প্রথমাংশেই আমি টেরি গিলিয়ামের মধ্যে সেধিয়ে গিয়েছি। পরে সমস্ত চুল ব্লিচ্ করার পর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দর্পণে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখি। জোনা বললো, ঠিক আছে নিক একদম মানিয়ে গেছ। প্লেনে চড়ার আগে একটা ছবি তোলো না কেন?

এই পুস্তিকার কি হবে?

প্লেনে পড়ে নিও। একেবারে পিছন দিকের সিট নিও যাতে তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে কেউ ওগুলো পড়তে না পারে। আমি তোমার কাজ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। দেখো কেউ যেন তোমার পাশে না বসে। ওটা তোমার চরিত্রের সঙ্গে মানাবে না, কারণ গিলিয়াম ছিল ভারী একলা স্বভাবের।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি কোন বড় প্রতিযোগিতায় যাবার আগে তিনি অন্ততঃপক্ষে একজন নারীর সান্নিধ্যে কাটাতেন।

জোনার কোমর ঘিরে আমার বাহু। আমার পাঁজরে মৃদু খোঁচা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় জোনা এবং আমাকে বেডরুমে ঠেলে দিয়ে বলে—একা, তুমি তোমার সৌন্দর্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখো, যাতে আলোকচিত্রীদের কাছে তোমার ছবি প্রাণবন্ত হয়। আর ভুলে যেওনা তোমার ছদ্মবেশ, এখন তুমি টেরি গিলিয়াম। অবশ্য কেউ তোমায় চিনে উঠতে পারবে না যদি একটা জিনিস করো।

সেটা কি? আমি উৎগ্রীব।

হাসি। মেয়েটির উত্তর।

জোনার কথাই ঠিক। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। আমাদের মধুময় স্মৃতি, আমার পথচলার পাথেয় আমার এগিয়ে চলার প্রেরণা। হয় তো এটাই আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে একদিন। এয়ারপোর্টে ঢুকতেই আশ্চর্য হয়ে যাই। পাগলাগারদ বুঝি মূল টারমিনাল। বড় বড় নৌকার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কোম্পানীর প্রতিনিধি, ম্যাগাজিন ও দৈনিক-এর সাংবাদিক ও

প্রতিবেদকের ভিড়ে ভীড়ক্কার। সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। টেরি গিলিয়াম নামের জনপ্রিয়তাই আমাকে চিনিয়ে দেয়। লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ি বিপুল জনতার। সহজেই ভীড় থেকে সরে যাচ্ছে নির্মাতাদের প্রতিনিধিরা। ওরা অধিকাংশই স্বনির্মিত জলযানের নক্শা ও বিভিন্ন আকার নিয়ে উপস্থিত।

সার্ফকলোনি হল স্থানীয় কুটির শিল্প, যা উঠতি তারকাদের অনেক সাহায্য করে। তারা হয়তো ভালো নৌকা তৈরী করতে পারে না। আকার ও ওজন অনুপাতে নৌ-বিহারের কৌশল অনুযায়ী লাইন এবং ব্যালান্স আন্দাজ তৈরী করে।

নৌকা নির্মাণে এহেন বহুবিধ আকার পরিবর্তে যতই ব্যাখ্যা থাক ওদের কাছে, আমার কাছে তার চেয়েও মূল্যবান সেন্ট ও ডলারের মূল্য। মস্ত ভারী এক নৌকা নিয়ে আমি বহু জায়গা পাড়ি দিয়েছি। সে ছিল সেকেলে নৌকা আর আমিও ছিলাম পুরানো দিনের বিলাসী। এতক্ষণে স্বচ্ছন্দে শ্বাস ফেলে মুক্ত হওয়া গেল, যখন আমাকে ছেঁকে ধরা প্রতিবেদকরা বুঝলো এবং নতুন প্রতিভার সন্ধানে তারা অন্যত্র সরে গেল।

সাংবাদিকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুব সহজ নয়। আমি খুব অক্লেশে মন্তব্য নয় বলায় ইতিউতি সাংবাদিকরা সেটাই দ্রুত লিপিবদ্ধ করে নেয়। একদঙ্গল লোকের মাঝে ক্যামের ফ্ল্যাস জ্বলে উঠতেই বিদঘুট গিলিয়ামের ছদ্মবেশী আমি একজনের মাথার পিছনে নিজেকে আড়াল করে রাখি।

হাতের অ্যাটাচিটা যথাসম্ভব সহজ ভাবেই আমি বহন করছিলাম, তবু সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকে আমাকেও দেখছে। পুরো দৃশ্যটা কেমন অস্বস্তিতে ফেলে। চার্টার বিমানের শেষ তিনটি আসনের একটিতে বসে আমি পুস্তিকাটি খুলে পড়ি।

টেরি গিলিয়াম। জন্ম-কোটুকু। উত্তবাঞ্চলীয় বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয়ে গিলিয়াম তার পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চারণ ভুলে যায়। তবে U C L A গিয়ে সে ওখানকার মূল ভাষাগুলিতে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। সেটা ছিল উনিশশো পঞ্চাশের শেষ দিকে।

উনিশশো বাষট্টিতে তার পরিচয় কৃষক নেতা হিসাবে। দৈনিক 'দ্য ম্যাক' ভেলজি, ফ্রেড ভন ডিউক-এর সঙ্গে সঙ্গে সেও হয়ে ওঠে ভাল অভিযাত্রীদের অন্যতম নায়ক। উনিশশো সাতষট্টির কোনো এক সময়ে সে অন্তর্হিত হয়। ষাট দশকের শেষে গিলিয়ামের সব কাহিনী ছাপিয়ে ওঠে ওর সত্যিকারের দুর্দান্ত খেলা।

বোনডাই পাইপ লাইনের তার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা অষ্ট্রেলিয়ার অগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিপজ্জনকভাবে রণপোত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে সাউথ আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় তার ভূমিকা নিয়ে। তবে টেরি গিলিয়াম কখনোই অনুপুঙ্খ চিহ্নিত হননি কারো কাছেই। কারণ তাঁর ঘনিষ্ঠ বলতে কেউ ছিল না।

কেউ নয়। কিন্তু ডেভিড ম্যাক।

বিভিন্ন ভাষার ওপর দখল, অকুস্থলের অদৃশ্য বস্তুকে নাগালে আনার দুর্বল ক্ষমতা গিলিয়ামকে এ. এক্স. ই. তে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিকই হয়েছে। এরপর গিলিয়াম তার স্বভাবসুলভ নীরবতার কাজ করে শেষাবধি উনিশশো তিয়াত্তর সালে মারা যায়।

কাগজের মাথায় ছেতরানো লাল কালিতে ম্যাক লিখেছে প্রায়শঃ তার কারণে তোমায় খুব বেগ পেতে হয়েছে নিক।

নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনুভব করছি ইতিমধ্যে। মাথা ঢাকা একটি মজবুত গাড়ি বরাদ্দ হল নিরাপত্তার জন্য। গাড়িটি হনুলুলু থেকে আমদানি করা। সেখানকার বিমানবন্দর থেকে অধিকাংশ খববাখবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগর টপকে পৌঁছে যায়। জামাইকার নেটওয়ার্ক আইল্যান্ড-কে কেন্দ্র করে ছড়ানো। তথ্যানুসন্ধান ও তথ্যসরবরাহের কাজ হয় ডাবল বা ট্রিপল এজেন্ট মারফৎ।

কে কি করছে পুস্তিকার বিবরণ আমাকে বুঝি বর্তমান হাওয়াই দ্বীপের কোণে এক দৃশ্যে পৌঁছে ছিল। সেখানে যেন আমি দুজন এ, এক্স. ই-র লোককে খুঁজে ফিরছি—চক্রান্তকারী দলের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কোনরূপ। অবশ্যই আমি ওদের কাছে নিজেকে টেরি গিলিয়াম

হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইছি। তৎপর আমি একবার উঠে যাই বাথরুমে।

ফিরে এসে নিজের আসনে বসে আবার পুস্তিকা খুলি—

পয়েন্ডেক্সচারের পাঠানো তথ্য জানাচ্ছে-হাওয়াই দ্বীপে বিদ্রোহ পাহাড়ী উগ্রপন্থী ও কাহলাউই দ্বীপের ছোট ছোট গোষ্ঠীদের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছে। বিষপানে মারা পড়েছে দুজন। এরপর হ্যারল্টচানের রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আর কোনো তথ্য দিয়ে তোমায় সাহায্য করতে পারবো না। তার বাবার পদোন্নতি ঘটার সময় থেকেই জিমি পলাতক। আসলে মেধাবী জিমি চান এম. আই. টি পড়তে পড়তে ছেড়ে দেয়। সে কয়েক বছর ধরে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো নথিপত্র বা সাক্ষ্য, নিখুঁত প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি। তবে সবচেয়ে উল্লেখজনক ঘটনা এই যে সে ছিল সামরিক গুপ্তচর এবং অতীতে গিলিয়ামকে জানতো হয়তো। ম্যানিলায় একটি ছবি পাওয়া যায় ছাপবিহীন এক খামে। ঐ ছবিতে জিমির ছোট বোন মাইদা চানকেও এত সুন্দরীকে দেখা যায়।

মাথা হেলান দিয়ে কাগজগুলোর চূড়ান্ত খবরের ওপর দৃষ্টি দিয়ে সামান্য বিশ্রাম নিই। গুপ্তচরদের হিজিবিজি কাহিনী সব ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। এ নতুন দুর্বোধ্য ভাষা যার কিছু শব্দ আগে কখনো শুনিনি।

ক্যাথি লঙ্গো আছে এরই এক পাশে। সে সমুদ্র বিহার ছেড়ে নৌকোয় বেরিয়ে পড়েছে। আমার মত বয়স। অন্যান্যদের ছেড়ে সেই একাকী আমার দৃষ্টি গোচর হয়। দেখতে পাই সুগঠনা মেয়েটি বিশ্রামরতা। ঠোঁটদুটি ঈষৎ ফাঁক। পরণে খোলামেলা পোশাক শুধুই তার স্পন্দিত স্তনদ্বয়কে ঢেকে রেখেছে। সেই স্বচ্ছ পোশাকের ভেতর বুঝি সবকিছুই দেখা যায় সত্যি! এই সাজ পোশাকেই সে যদি আমায় এত পাগল করে তাহলে ওকে বিকিনি পরা অবস্থায় দেখলে আমার কি হবে?

মনে আছে সাতই ডিসেম্বরের কথা। জাপানীদের পার্ল হার্বার-এ নামলাম। অদ্ভুত ভালো লাগায় আমার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে আছে। এখানে আগেও এসেছিল আইল্যান্ড কথিত ম্যালহিনি কিন্তু না আর না। নিক কার্টার নয়, এখন আমি টেরিগিলিয়াম, নৌ-প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ববি কাহানে আমার জন্য নিয়ে এল জলভর্তি বীয়ার। তার চেহারা বিশাল, থাবার মত শক্ত হাত, মস্ত পেট যেন পাথর।

তাঁকে অভিবাদন জানালাম পুরানো বন্ধুর মত। ইতিমধ্যে আমার চোখ ক্যাথিল দোঁ ও আরেক পরিচিতা মুখের দিকে আটকে গেছে।

সেই মুখ মাইদা চান-এর। আমার আগ্রহ দেখে ববি বলে—সেনেটরের মেয়ে। ওরে বাব্বা! ও আশা ছাড়ো বন্ধু। আমি জানি মেয়েটি খুব ছটফটে আর দুর্বলচিত্তের। ওর ওপর নজর রেখো।

বিমানবন্দরে ক্ষণিক দেখা। ভাবলাম ওর সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু দু একটি বাক্যে বিনিময়ে কাজ সেরে মাইদা বিমানবন্দরের টারমিনাস ছেড়ে চলে গেল। আমরাও টারমিনাস ছেড়ে ফ্লাইট ধরতে চলেছি ওয়াই কিকি অভিমুখে। সেখানে বিমানবন্দরের কাউন্টারে আবার দেখা।

টেবিলে দুটি ফ্লাইট ছাড়ার বিজ্ঞপ্তি-একটি যাবে আইল্যান্ডের হিলে হয়ে হাওয়াই। অন্যটি কাউই হয়ে লিহুই।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে আমি অনাবশ্যক খবরের কাগজ দেখি। ববি অন্যান্যদের সঙ্গে চলে যায়। বলে যায় আমি যেন তাকে নিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হই।

মাদাই টিকিট নিয়ে কাউন্টার ছাড়ে, আমি অনুসরণ করি।

আরো আধঘণ্টা দেরী ছিল কালুই-র বিমান ছাড়তে। যাত্রী বিমান এক্ষুণি ছাড়বে, অর্থাৎ মেয়েটি ধরবে হিলে অভিমুখী বিমান। 'হিলে'—যেটা মৌনালোয়া শহরের কাছে। মৌনালোয়া এখন অগ্নিগর্ভ। সেখানে সম্প্রতি মারা গেছে দুজন। বাস্তবিক ক্রেটাস পার্ক-এ চেন নামক ল্যাবরেটারীতে দুজন নৃত্যবিদ বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন। যদি ওর দাদা জিমিচানের সাহায্যে মাইদা সেখানে গিয়ে পড়ে—তাহলে! ব্যাপারটা জানার ইচ্ছে করে। তবু এ খেলাটা তোলা থাক ভবিষ্যতের জন্য। এখন আমার অন্য কাজ আছে।

ভাড়া গাড়িতে আমি, মা কিকি পাহাড়ের কাছে স্থানীয় মুখ্য অধিকর্তা বি. ডি. ফিল্ডারের বাড়ি।

—আশাকরি আমার প্রতীক্ষায় ছিলে, আমি ঠাট্টা করি।

—ঠিক বলেছো নিক। বহুদূর থেকে ইনফ্রা-রেড সেনসরে ধরা পড়েছে তোমার গাড়ি। র‍্যাডার তোমার প্রতি মুহূর্তের খবর পাঠাচ্ছে। তাছাড়া ক্লোজ সার্কিট টি. ভি. তে তোমায় দেখছি। এটোর প্লেটে ধরা পড়েছে তোমার সঙ্গে তিন অস্ত্র—গ্যাস বোমা—পেরী ক্ষুরধার ছুরি হুগো, আর আগ্নেয়াস্ত্র ওয়েল হেলমিনা। ইনফ্রারেড মাপছিল তোমার চেহারা ও ওজন, বাকীগুলো বাদ দিলাম।

এ তথ্য থেকে আপনি জানলেন আমি আসছি, তাই না শার্লক হোমস?

আরে এই সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিই তো সত্যকে উন্মোচিত করে। এসো এসো, ভেতরে এসো। তা তুমি কি নিয়মানুযায়ী নিজেকে চেক করিয়ে নেবে?

সত্য বলতে কি আমার একটা প্রশ্ন আছে।

করো?

আমাকে এক বস্তা লাগেজ দিয়েছে পয়েন্ডেক্সচার। যার চারিদিকে সামান্য গ্যাসীয় আবরণ চাই। সহজে কি করে বিষ সনাক্ত করা যায় সে বিষয়ে বলুন।

হুম্, যদ্দুর মনে হচ্ছে তুমি স্বাদ, গন্ধ, রঙের বর্ণনা সব জানো।

এই তো কিছু আগে জেনেছি। তাছাড়া এটা নতুন বিষ।

ম্যাক শিক্ষানবিসীর যে কোর্স তোমার করা দরকার, তা সম্ভবতঃ আজ করা যাচ্ছে না।

বুঝতে পারছি। আমরা কি কোন ছোটখাটো পরীক্ষা করতে পারিনা। যে পার্সেলটা বয়ে বেড়াচ্ছি সেটা যে বিচ্ছিরি রকমের বড়।

বি. ডি. আগামীকাল কি আমি ওখানে পৌঁছাতে পারি? আমার প্রশ্ন।

নিশ্চয়ই তোমাব হোটেলের অনতিদূরে ফোর্ট-এর কাছাকাছি হেলিকপ্টার তৈরী থাকবে।

না, আমি সামরিক গোয়েন্দার মতো নিজেকে প্রকাশ করতে চাই না।

বেশতো! আত্মগোপনের জন্য পাবে কালো আর মুখ ঢাকার মুখোশ।

আর গগ্‌লস, জলে নামার পোশাক, নিঃশ্বাস নেবার যন্ত্র, ডুবুরীর যন্ত্র? ওগুলো ফোর্ট রজার বন্দরের কাছাকাছি পেলে ভালো হয়।

অর্থাৎ নাগালের মধ্যে। বেশ তাই হবে। তোমার জন্য রাখা হেলিকপ্টার ইকারাস সেডেনকে আরো উন্নত মানের তৈরী করেছে। ওটা আবার লৌহ মানব মুকাহলোর স্থান।

সে কি পাইলট হয়ে যাবে?

আশা কবি।

এখন সবচেয়ে বেশী দরকার টেরি গিলিয়াম হিসেবে প্রথম কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা। আগামী দিনগুলো কেটে যাবে প্রাকৃতিক দিনগুলোর শোভা দেখে এবং কেনাকাটা করে। এরই মধ্যে গোপনে কাজকর্ম সেরে ফেলতে হবে। তার পরই দেখা যাবে।

আমরা রুম মেট, নিজে পরিচয় দিয়েছে ছব্বি নামে, আমাকে তার ঘরে জায়গা দিতে বাধ্য হয়েছে বলে সে দুঃখিত। নৌকা প্রতিযোগিতায় আমার সঙ্গে সে যোগদান করতে চায়। আমি জানি, প্রতিযোগিতায় আমাকে হয়তো রাখা হবে শীর্ষে। একাই প্রতি দ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সাবধান করে দিয়েছে ছব্বি আমাকে, অন্য কিছুতে আমি হাত দিতে পারবো না যতক্ষণ না সে পরদিন ভোরে উঠে দৌড়তে যাচ্ছে।

আমি প্রশ্ন করি ভোর বলতে ক'টা?

সে বলে, পাঁচটা।

সকাল ছ'টায় লৌহমানবের সঙ্গে আমার দেখা, সুতরাং সময় ঠিক আছে। এবং বেরুবার সময় উপযুক্ত।

স্নান লুয়ুয়ু। সময় সন্ধ্যা।

বর্ণাঢ্য নৌকা রাখা আছে। কয়লার উনুনে ঝলসানো হচ্ছে শুয়োর। তার ওপর ঢাকা গাছের দু একটি পাতা। অন্য দিকে রাখা আছে লোন সলমলি ও অন্যান্য জাপানী কাঁচা মাছ। মাছে প্রচুর বরফকুঁচো ছড়ানো। তাজা আম, আপেল, পেঁপে আর স্যালাড।

টাটকা ফল বা সুস্বাদু পেয়ারা দেখলে লোভ সামলানো দায়। জেলেদের ধরা তাজা মাছও আছে। অবশ্য ঝলসানো, তবে হাওয়াইদের শিককাবাব আমি এড়িয়ে গেলাম। এসব দ্বীপবাসীদের প্রিয় খাদ্য। কালোচুলের খাদ্য পরিবেশনকারী মেয়েটি, আমার খাওয়া দেখে মনে হল, অসন্তুষ্ট। তাকে চলে যেতে দেখি। আঁটো পোশাকে তার খাটো শরীরের প্রতিটি ভাঁজ ফুটে উঠেছে। টর্চ নিয়ে সে ছায়ার আড়ালে কিছু আগে ঘুরলো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

ও আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল, তারা শুধু ভালোবাসার জন্য তৈরী। টর্চের ইতিউতি আলো, বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ।

ঘরে এলো ক্যাথি। শুধুমাত্র সাদা পোশাকে সে এসেছে। মৌমাছিরা বুঝি ছেঁকে ধরতো যদি সে কেবল ফুলছাপা পোশাকেও আসতো। ছব্বি এগিয়ে ক্যাথিকে নিয়ে পা বাড়ালো। শুরু হল নাচ-হুল্লা। নাচের জন্য পা বাড়িয়ে আমি অভিভূত। নৃত্য-ঈশ্বরীর মত মেয়েটির অপরূপ নাচ দেখছি অপলকে। আজ রাতে ক্যাথির সঙ্গ পাবার সম্ভাবনা নেই। আনন্দের সময় অনেক আছে। এখন কাজের সময়। কে বলতে পারে, হয়তো ক্যাথির সঙ্গে কাজের মাধ্যমে খোঁজ পেয়ে যাবো মাইদা চান-এর এবং সেই সূত্রে জিমির কাজটা বড় জটিল। তাড়াহুড়া করে সব গুবলেট করে দিতে চাই না। ক্যাথির চোখে উত্তেজনার রোশনাই। ঘরের বাইরে ওদের সঙ্গে দেখা হয়। নিজে সংযত হই। টেরি গিলিয়ামের সামনে অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব এবং ঘরে ফেবার তাড়া।

ভোর।

ছব্বির যখন ঘুম ভাঙ্গয় তখন দিনের আলো ফোটেনি। আমি ছিলাম গভীর ঘুমে। জগিং-এর প্যান্ট-সার্টের অন্তরালে ছিল অস্ত্রশস্ত্র। শক্ত সমর্থ হাওয়াই ছেলেটির দেহ মজবুত, পেশীবহুল দুটি পা বহন করে নিয়ে যায় তার দেহভার। সে চায় ডায়মন্ড হেড-এর দিকে যেতে। আমি এলামোনা পার্কের দিকে যেতে অনুরোধ করি।

নরম বালির ওপর ভালই ছোটে ছব্বি। আমরা এলামোনা পার্কের ভেতর প্রশস্ত পথে পা বাড়ালাম। আমার গতি বেশ মন্থর। কংক্রীটের রাস্তায় মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছি, পায়ের শিরায় টান ধরছে।

এলি ওয়াই ক্যানেল অতিদূর হনুলুলু থেকে ওয়াইকিকিকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ঐ ক্যানেল এসে মিশেছে ইয়াচ বেসিন-এ। ছোট্ট এক সাঁকো পেরুলেই এখানে পৌঁছানো যায়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অর্ধেক পথে এসে আমি বসে পড়ি। ছব্বিকে বলি পায়ে ভীষণ ব্যাথা। আমার ফিরে যাওয়াই ভালো।

অগত্যা ছব্বি আমাকে ফেলে চলে যায়। ছব্বি চলে যেতে আমি ইয়াচ বেসিনে ছুটে আসি। সেখানে এ, ওস্ক. ই-র কাঠের ভেলাটি আমার জন্য ঠিকঠাক রাখা আছে। আমি ছদ্মবেশ পরে নিই। কাঠের ভেলায় চুপিসারে জলে নামি। এগিয়ে যাই বন্দরের অভিমুখে।

এই ক্যানেল গেছে বন্দরের দিকে। ক্যানেল কাদা মুক্ত নয়। জলে নেই সেই নীল স্বর্পিল সৌন্দর্য যে রকম দেখা যায় ভ্রমণ পোস্টারে। স্রোত ছিল অনুকূলে, সুতরাং ঝরঝর করে এগিয়ে গেলাম।

তীরে দাঁড়িয়ে আছে আয়রনম্যান, সূর্যোদয় দেখছে। হাতদুটি পিছনে, কাঁধের পেশী শক্ত। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে এগিয়ে যাই। নিঃশব্দে। আরো কাছে এসে দেখতে পাই লোকটার চোখদুটো সূর্যোদয়ের মতই রক্ত রাঙা। না আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এমন সুঠামস্বাস্থ্য নিয়েও কেউ কেউ মদ্যপানের জন্য বিখ্যাত হতে পারে।

কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। ভেলা ছেড়ে আমি সামনে আসি। সৈকতে পা রাখতে চোখের কোন দিয়ে আমায় দেখতে পায় লৌহমানব।

—কে? নিকি?

—হ্যাঁ, লৌহমানব আমি বলে ওর পেটে ঠাট্টার চাপ্পড় মারি এবং তাতে ওর পেটের মাংসপেশী একচুলও কাঁপে না। এখনো সে তার আয়রনম্যান নামে মাহাত্ম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আমরা হেলিকপ্টারে উঠে ছেড়ে দিই।

. বেলগ্রেড রেল প্ল্যাটফর্মে লৌহমানবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, চোখদুখানি রক্তাভ। শত্রুরা ভেতর ও বাইরে উভয় দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সেদিন যদি আমি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত না থাকতাম ওকে ওখানেই শেষ করে দিত শত্রুরা। তারপর লৌহমানবকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একটি জীবন বাঁচানো ছাড়াও সেদিন দেখেছিলাম কিভাবে গোটা দলটা ধ্বংস হয়ে গেল। লৌহমানবকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা তুমি কি একটু ভদ্রস্থ হতে পারো না?

কিন্তু আমি...

হ্যাঁ, তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি হয় তুমি ঘুম থেকে উঠেই শুরু করেছো নয়তো এটা গতরাতের হ্যাঙ ওভার।

ওঃ চোখ! বি.ডি. ফিল্ডার আমাকে আইড্রপ দিয়েছিল যা চোখের ওপর জমাট রক্ত দেয়।

কিসের জন্য?

এতে দৃষ্টিভ্রম ঘটায় না অথচ মাতাল দেখায়।

কেন এরকম সেজে থাকো?

শেষ দিকে আমায় দ্বিগুণ কাজ করতে হয়েছে। সুজিকিউ ও স্যামন লাউঞ্জ থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করেছি। ওরা ভেবেছিল আমি একেবারেই উচ্ছন্নে গেছি।

—ব্যাটাদের খুঁজে পাওয়া গেছে, চিনেগুলো নেশায় বুঁদ হয়েছিল। আমরা আরো ওপরে উঠেছি, নিচে জল চিক্‌চিক্ করে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওপরে সুদূর নীলিমার কত উজ্জ্বল বাহার। কত রকমের তার রঙ, সাদা ও লালের সংমিশ্রণ। হনুলুলুর সৌন্দর্য এখনো পুরোপুরি সরে যায়নি।

নিচে ঢেউ কেটে নৌকা চলছে। কাইলুয়া থেকে ডায়মন্ড হেড হয়ে হনুলুলু। কতোগুলি ডলফিন লাফ দিয়ে আবার জলে ডুব দিলো। লাভার দীর্ঘ কালো আঙুল আজও আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে পড়ে। তখন মনে হয় সমুদ্র জীবন থেকে সভ্যতার দূরত্ব খুব বেশী নয়।

হেলিকপ্টারের ছায়া নীল সমুদ্রে আর কিছু দেখা যায় না। আমরা পেরিয়ে যাই মোলোকাই আর মাউই। কী অপরূপ সৌন্দর্যের রাশি মাউনা কিলাউয়ার এর মাথায় দেখি তুষার টুপি। পিছনে ফেলে আসি মাউনা লোয়া।

আমাদের গন্তব্য কিলাউয়ার কাছাকাছি বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ঘাঁটি। আইল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব ঘুরে বাতাসের অভিমুখে উড়ে যায় আমাদের বায়ুযান।

ওয়াহু থেকে একশো কুড়ি মাইল এগিয়ে আমরা দ্রুতবেগে উড়ে চলেছি। এক ঝটকায় আরো আশী মাইল পেছনে ফেলে এলাম, এখানে বাতাসে যেন ঝড়। টর্পেডোর মত আছড়ে পড়ে। ঝরা পাতার মত আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

বায়ুযান নিচে নামছে। আমাদের কারুর কাছে কোন প্যারাসুট নেই নামার সময় কোনো যান্ত্রিক গণ্ডগোল হলেই বিপদ।

নিচে অন্ধকার পৃথিবী। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাই যাতে হেলিকপ্টার ভালভাবে ল্যান্ডিং করে। অবশেষে সমতল থেকে প্রায় একশো গজ নিচে আমায় নামিয়ে দিলো হেলিকপ্টার।

নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষকরা যদি এখন কর্মরত থাকে তবে ওদের চোখে হেলিকপ্টার নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। চিন্তার বিষয়। তবে এ নিয়ে আমি তেমন বিব্রত নই। লৌহমানব পাহাড়ের বেশ খানিকটা নিচে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত বোকামী করলো।

উঁচুনিচু খাঁজকাটা পাহাড়গুলোর মাঝে এসে পড়েছি। সহসা একঝলক পাহাড়িয়া বাতাস বইল। আর তাতে আচমকাই বায়ুযানটি উড়তে শুরু করলো। ভাগ্যিস ধরে সেটাকে নিচে নামাই।

অতিদূর থেকে পর্যবেক্ষণের তীব্র সাদা রেখা পড়ে এসে পড়ে হেলিকপ্টারের ওপর। ধূসর রেখা এসে ঢেকে দেয় কিছু রেখা ও সমতল ভূমি। মনে হয় এই ধোঁয়া ভরিয়ে দেবে বায়ুদূতটিকে। আমিও দ্রুত ডুবে যাচ্ছি। নিচের পর্বতশ্রেণী শুধুই এবড়ো থেবড়ো নয়, তপ্ত এবং হয়তো বা লাল উষ্ণ। যুদ্ধবাজ দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা এমন আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেনি।

সূর্যমুখী ফুলের গন্ধ ভাসে। বুঝি বাতাসে ওৎ পেতে আছে মৃত্যুর ঘ্রাণ। নীল মুখোশ পরে নিই, যেন ভেসে ভেসেই এগিয়ে যাই। বি. ডি. আই গ্যাস তেমন মারাত্মক নয়। অবশ্য আমি

কখনো দেখিনি কিভাবে বিষাক্ত মিশ্র গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ মরে যায়। এখানে কোথাও অলক্ষ্যে তৈরী হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত গ্যাস।

দূর পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসে দুটি মূর্তি। পরণে রাত, পোশাকের মতো ছদ্মবেশ, লাভায় আবৃত। একজনের হাতে ক্রোম পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলভার গর্জে ওঠে। অপরজনের হাতে মেশিনগান।

তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টারে উড়ি। ওদের দুজনের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। হেলিকপ্টার ভাসিয়ে নিয়ে যাই ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে। গরম বাতাসে প্রবল ধোঁয়ার মধ্যে হঠাৎই ভাসমান যন্ত্রটি গতি হারায়। দেখছি পয়েন্ট থার্টি এইট বন্দুকধারীর কপাল ভালো। অগত্যা আমাকে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

ওদিকে লৌহমানব এতক্ষণে বোধহয় ওদের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি বিস্ফোরণ আর বুলেটের দাগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এখানে চূড়ান্ত আঘাত হাসছে সে। লোকদুটো তখনো পালায়নি। আমাকে আক্রমণ করছে, আমি যথাসম্ভব তার প্রত্যুত্তোর করছি। এই ভূখণ্ড আমায় যথেষ্ট সুরক্ষা দিচ্ছে।

পয়েন্ট থার্টি এইট গর্জে উঠল। সরে এসে আমি মাথা বাঁচালাম। এবার মেশিনগানধারীর পালা। দম দেওয়া পুতুলের মত সে লাফিয়ে উঠল, হাতে তার নতুন ম্যাগাজিন। আমি নিপুণ হাতে ছুঁড়ি হুইল হেলমিনা। ওদিকে ছোট একটা বিস্ফোরণ। লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল।

মুহুর্মুহু বুলেট ছুটে আসছে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে।

দুর্গম শৈলশিখরে কালো গলিত লাভা। ছুরির ফলার মত তীব্র নিচে থেকে উত্থিত হচ্ছে আগ্নেয় শিলা। আর কিছুক্ষণ এই অগ্নিপাত চললে আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো। অতএব ঝামাপাথরের নিম্নফুট গভীর গহ্বরে লুকিয়ে থাকি। ওপরের শিলা ও ধোঁয়ার আস্তারণ আমার ওপর অদ্ভুত আচ্ছাদন তৈরী করেছে। পঁচিশ ফুট দূর থেকে মেশিনগানধারী তখনও ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করে চলেছে। ঘন গ্যাসের কুণ্ডলি ক্রমশঃ হেলিকপ্টারের দিকে ভেসে যাচ্ছে। আমি গ্যাস মাস্ক পড়ে অপেক্ষা করছি। যদি লৌহমানব দূর থেকে আগুন দেখতে পায়। ইচ্ছা হলে বাঁদিকের ঢাল বেয়ে আমি প্রস্তর চূড়ার উপর উঠতে পারি।

এমন সময় পাহাড়ের চূড়ায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল। নজরদারী ঘাঁটি থেকে উড়ে গেল কমলা রঙের ধোঁয়া। হেলিকপ্টার থেকে যেন পাথরফাটার শব্দ ধ্বনিত হল। আমার ডান পায়ের চাপে একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। শত্রুরা মোটেই তা খেয়াল করেনি।

লৌহমানব পাহাড়ের অন্যপ্রান্ত থেকে ওদের দারুণ চাপের মধ্যে রেখেছে। সামনের পাহাড়ের কৌণিক দেওয়াল আমাকে আড়াল করছে। আর লৌহমানব ওদের পিছন থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার পেছনের গহ্বর থেকে জেগে উঠল একটা মাথা, সম্ভবতঃ শত্রুদের ইঙ্গিতে সেই জেগে ওঠা মাথার মেয়েটির হাতের যন্ত্র গর্জন করে উঠল।

ঠিক তখনই আমি গুলি চালাই। মেয়েটি ফের গহ্বরে ঢুকে যায়। আমার প্রত্যুত্তর দিতে পয়েন্ট থার্টি এইট বেরিয়ে আসে। ব্যারল বাগিয়ে আমিও ট্রিগার টিপি। গুলি ছুঁটতে থাকে। বিকট আওয়াজে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে যায়। আরো একবার কালো পাথরের বৃষ্টি। পায়ের তলায় ভূখণ্ড সরে যায় ও আমি আরো খানিক নিচে গড়িয়ে যাই। তার সামান্য ওপরে শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তির মৃতদেহ। রক্তাক্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভূলিণ্ঠিত। কার? বলতে পারি না। ইতিমধ্যে আমরা গিরিশৃঙ্গে উঠে পড়েছি। লৌহমানব ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে খুঁড়ে বার করছে একটি দেহ। দেহটি মহিলার, ওদের নেত্রী। মাইদা চানকে চিনতে আমার এতোটুকু সময় লাগেনি। খুব ধীরে, হেঁচকি তুলতে তুলতে শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি। আয়রনম্যান তার জামা খুলে দেখে কোথাও হাড়গোড় ভেঙ্গে গেছে কিনা। গ্যাসমাস্ক খুলে ফেলে আমি মাইদাকে ধরি। তার শরীর আমার শরীরে মিশে মৃত্যুর শিহরণ জাগায়। আমি মানুষের মৃত্যু দেখেছি, তথাপি এ সমাপ্তি, বড় রহস্যময়। অন্যরকম এক বিস্ময় জাগায়।

মাইদার দুচোখে ঘৃণা। তবু সে আমাকে প্রেমিকার মত জড়িয়ে আছে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর বিকৃত ক্লিষ্ট মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আমি তোমাকে, তোমাদের সবকিছুকে, ঘৃণা করি। আমার

বাবা আর এই জঘন্য দেশের জন্য—

মাইদার কথা বলতে প্রবল কষ্ট হয়। আমি বলি, মাইদা আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কি আছে ঐ ভণ্ড লোকগুলোর কাছে?

সেই যা আমার মধ্যেও আছে। এখনো সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়নি। শুয়োরের বাচ্চাদের ওপর প্রয়োগ করার মত এখানে সব কিছু অবশিষ্ট আছে।

আমাদের বলো মাইদা সেটা কি? আমরা তোমাদের বাঁচাবো।

তুমি কি ভাবো, আমি মরতে ভয় পাই? আমি স্বেচ্ছায় এই অনিচ্ছুক শরীর ছেড়ে যাচ্ছি। আর তোমার মত কিছু লোক আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে।

কেন তোমাকে বাধ্য করেছে?

জবাব নেই। শেষবারের মত কেঁপে ওঠে সে। তারপর ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় নিথর হয়ে যায়। মাইদা চান-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে রইলাম। এই স্বেচ্ছাচারী মেয়েটি কোষ্টা ব্রাভা থেকে স্প্যানিস বিমানে উড়ে গিয়েছে একাকী, তার আগে দলকে সাহায্য করার জন্য। মৃত্যুর আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়। তারপর বিষপ্রয়োগে অতি দ্রুত মৃত্যু জানিয়ে আসে। আমি যখন পৌঁছুই তখন বড় দেরী হয়ে গেছে।

কি বিষ প্রয়োগে মারা গেছে সে? এই অল্পসময়ের মধ্যে, প্রচণ্ড শক্তিশালী সায়ানাইড বা বিষাক্ত গ্যাস মিশ্রণে ও তো মিনিট দুয়েক সময় লাগে। মাইদাকে রেকর্ড সময়ের মধ্যে খুন করা হয়েছে। সম্ভবত আসামী তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। ভয়ঙ্কর সেই বিষ এমন মারণাস্ত্র। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল মাইদার বায়োপসি করে দেখতে। আমার অনুমান সত্যি কিনা। কিন্তু সেনেটর-কন্যার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ খুব সহজ কাজ নয়। ববি আমার হাত ধরে টানতে, আমি ফিরে চললাম।

আমরা চলে যাচ্ছি। কামনা করছি, মাইদার মৃত্যুর গোপন রহস্য যেন ফাঁস না হয়। যেন খবর যায়, আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্‌গীরণই মাইদার মৃত্যুর কারণ। নীরবে হেলিকপ্টারের দিকে হেঁটে যাই ববি ও আমি।

বাতাসে মৃত্যুর ঘ্রাণ সহসা ছুঁয়ে যায় আমাকে।

আগ্নেয়গিরির ঢালুপ্রদেশে রাখা ছিল হেলিকপ্টার ভালোভাবে তৈরী দীর্ঘপ্রপাত যেন হ্যালিপ্যাড। আমি জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি নজর ঘাঁটির সেই রূপোলী পেটিটা দেখেছো?

অ্যাঁ? সেটা তো তোমার কাছে ছিল তাই না?

কই না? আমি অবাক। ববিও। সে বলে, বিস্ফোরণের আগে তুমি যখন পাহাড়ের কিনারে চলে গেলে তখন তোমার হাতে একটা রূপোলী পেটি ছিল না?

কক্ষনো না। তুমি যখন বলছো, তখন আমি পাহাড়ের কিনারে আদৌ পৌঁছুইনি।

যাক্‌গে। বস্তুটা নিয়ে তোমায় দেখলাম মনে হল।

না। চলোতো ফিরে গিয়ে দেখি ভগ্নস্তূপের কাছাকাছি পড়েছে কিনা।

তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। হেলিকপ্টারে উঠে ছেড়ে দিই। ভেতরে সন্দেহের কাঁটা খচ্‌খচ্ করে। আমি ববিকে বলি নজর ঘাঁটির কাছে, তুমি বললে একজন লোক ছিল?

হ্যাঁ লক্ষ্য করেছি, লোকটা চলে গেল। ববি গভীর প্রত্যয়ের সুরে বলে। এই পাহাড় ছেড়ে চলো আমরা আরেক পাহাড়ের চূড়ায় যাই। দেখি লোকটা যদি তার জায়গা বদলে থাকে।

পাক খেয়ে উড়ে যায় হেলিকপ্টার। পাথর-পাহাড়-ভগ্নস্তূপ—না এখানে কোনো জীবন নেই। তাহলে ববি, যাকে দেখেছে সে কোথায়? সেকি যুদ্ধে হত ঐ চক্রান্তকারীদের মত মুছে গেল?

গভীর নীল জলের উপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে বায়ুযান। ববি জোর গলায় বলে ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু লোকটাকে অবিকল তোমার মত দেখতে। সেইজন্য আমি আক্রমণ করিনি। ব্যাপারটা আমাকে আশ্চর্য করে দিল।

এবং আমাকেও।

সময় মতই হোটেলে পৌঁছে গেছি। একদল লোকের ভীড় কাটিয়ে ভেতরে ঢুকি।

বাস্তবিক প্রত্যেক নবিকই সন্ধ্যার পর বেরোয়। বার-এর মুখে তখন অসম্ভব ভীড় লেগে যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

আমি ঐ দারুণ ভীড়ে অনায়াসে হেঁটে গেলাম, ভীড় দুভাগ হল, মধ্যে আমার যাবার পথ। মনে হলো আমি যেন সেই মোজেস, বিভক্ত লাল নদীর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আটজন কিশোরী চোখে ভালাবাসার প্রদীপ জ্বেলে দেখছে।

বারের ভেতরে পা রাখতেই কে এক তন্বী আমার কাঁধ ছুঁয়ে অদৃশ্য হল।

ভেতরটা গরম। আগ্নেয়গিরির সেই উষ্ণতা ফাঁদ-মেশালি উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে বুঝলাম, গুলি ছোঁড়ার শব্দ।

ভীড়ে ভীড়াক্কার। বেশীর ভাগ লালমুখো মাতাল। ঐ তো সেই অস্ট্রেলিয়ান, যাকে নৌকা প্রতিযোগিতায় হারাতে হবে আমায়, আরেকজন সুবেশ জাপানী, সবার নজর করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

আমি সব ফাঁক জায়গাগুলি খুঁজছিলাম। এককোণে বসে আছে ক্যাথি লঙ্গো। একা, ঠিক এই মুহূর্তেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। ভীড়ের মধ্যে এগুতে থাকি। দেখি আরেকজন ক্যাথিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ক্যাথি তাকে পাশ কাটিয়ে ঘুরে বসে। এহেন ক্যাথিকে বাগে আনা শক্ত। ভীড় ঠেলে তার কাছাকাছি আসি। কিন্তু ওর মুখে পাথুরে দৃঢ়তা, আমার হাতে ছিল ছোট্ট গ্লাস ভরা হুইস্কি ও ফেনায়িত বীয়ার।

গ্লাসদুটো ওর টেবিলে রেখে চেয়ার টেনে নিই।

এখানে কি মনে করে? ক্যাথির প্রশ্ন।

চোরা হাসির সঙ্গে জবাব দিই, এই তোমার টেবিলে যোগ দিতে এলাম।

কিসের জন্য?

সহজে ও আমাকে ছাড়বে না।

যাতে তোমাকে এক পাত্র মদ কিনে দিতে পারি।

অনুমোদিত নৌকা চালকের মদ এখানে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে এ আমার ভদ্রতা, আমি তোমাকে একপাত্র মদ কিনে দিতে চাইবো আর তুমিও আমাকে আন্তরিকভাবে বসতে বলবে।

মিথ্যে ছলনা করো না। তুমি মোটেই বসতে ও মদ খেতে আসনি। তুমি কেন বলছো না সত্যি কি চাও?

এই দ্যাখো সামান্য একটা 'হ্যালো' ডাকাতের মতো কি অর্থ করে নিচ্ছো? ঘরে বেশী লোক এখন আমাদের কথোপকথন শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব।

ক্যাথি বলে, বলে যাও, এরপর কি বলবে।

আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়, নারী তুমি দারুণ সুন্দরী, আর আমি তোমার একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রার্থী, ঠিক আছে? পাঁজরে আলতো খোঁচা মেরে ও বলে, আমি জানি না এমন কিছু বলো।

মেয়েটি যদি আমার সঙ্গে অভিনয় করে, দেখা যাক, কতদূর অভিনয় জানে। কত শক্ত হতে পারে সে। তার কানের কাছে মুখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলি, এমন কিছু বলবো যা তুমি সত্যি জানো না।

একটু থেমে বলি, তোমার বন্ধু মাইদা চান আজ সকালে মারা গেছে।

পানশালার বাইরেও হয়তো আমাকে অভিনয় চালিয়ে যেতে ধৈর্য রাখতে হবে। টেরি গিলিয়াস পারতো। নিক কার্টার পারবে না?

কেউ কেউ এসব অবস্থায় নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ক্যাথিও ভেঙে পড়ল। শোক সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে ভেঙে পড়ল। পানশালার বাইরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। সিংহী এখন আহত, নারী বড় আকুল অসহায়। তাকে দেখা দরকার।

ক্যাথির হাঁটু দুর্বল। মাথা আমার কাঁধে। দুটি বাহু জড়িয়ে ধরে আমার গলা। কান্না আটকাবার ছলে এ যেন সোহাগলিপ্সা।

আমি ক্যাথিকে নিয়ে বেরিয়ে আসি। ভালই হয়েছে। আমার সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। একজনের মর্মন্তুদ দুর্ভাগ্য আমাকে ঠেলে দিয়েছে আরেক কামনামদির নারীর ঘনিষ্ঠতায়।

· আমার নির্ভরতা এবং সাহচর্য ক্যাথির দুটোই প্রয়োজন।

ও প্রশ্ন করে, ব্যাপারটা ঘটলো কিভাবে?

আমি জানাই—শুনেছি আইল্যান্ডের পাহাড়ে ওঠার দুর্ঘটনায়।

কিভাবে পড়ে গেল টেরী? আইল্যান্ডের কোথায়?

শুনেছি কিলায়ু আর তার কাছাকাছি উত্তর হাওয়াই-এর সানুপ্রদেশের—আচ্ছা, তার সঙ্গে তোমাকে এয়ারপোর্টে কথা বলতে দেখেছি না? হ্যাঁ, ভারী অদ্ভুত মেয়ে। আমার কেমন মনে হয়েছিল—ওর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এর মতো জেদী এতো প্রাণোচ্ছল, যাবার জন্য এমন তাড়া করছিল...

ওই মুখে এমন উদ্ভ্রান্ততা বোধ হয় ভাল হয়। দুর্বলভাবে আমার কথায় সমর্থন জানায় সে। ক্যাথি শোকে মুহ্যমান। তাকে রেখে পাশে বসে বলি ক্যাথি নৌকা বাইতে বড় বড় ঢেউ-এর মাথায় চড়া বিপজ্জনক।

ঠিক বলেছো, প্রতিযোগিতার থেকে আমি সবে আসতে পারি।

ধূওব, প্রতিযোগিতা।

আমি ওর চিবুক ধরে নেড়ে দিই। ও মুখ তোলে। আমার দিকে তাকায়। বোধ হয় এই প্রথম—দুঃখী মুখে নিবিড় চোখে চেয়ে বলে, মাইদার খবরের জন্য ধন্যবাদ। সত্যি বলতে কি ও ওই ভাবে এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাওয়াতে আমার খুব খারাপ লেগেছে। গত দুদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগও করেনি। আমার গলায় সহানুভূতি ভেবেছিলাম ঘটনাটা তোমার জন্য দরকার।

ক্যাথি ফেব ধন্যবাদ জানায়, এবার চুম্বন সহ। আমিও প্রতি চুম্বন দিই। ওর নরম ঠোঁটে জিভ রাখি, গাল থেকে চেটে নিই অশ্রুর নোনা স্বাদ। আমাকে জড়িয়ে কেঁপে ওঠে। বন্ধ হয় চোখ গভীর প্রত্যাশায়। জিভ ঘুরে বেড়ায় সারা শরীরে—পা থেকে মাথা পর্যন্ত গভীর সুখে ভরে ওঠে ফুপিয়ে। ওব চুলের গভীরে শ্বাস নিতে নিতে এই জিভ কান ঘুরে গ্রীবা ছোঁয়। বিছানায় ও চিৎ হয়। কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। ক্যাথির স্তনভার সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত আমার মুখ স্পর্শ করে। জিভ নেবে আসে নিচে আরো নিচে.....। মাইদার চিন্তায় ক্যাথির মেজাজ হঠাৎ বদলে যেতে পারে। ভেঙ্গে যেতে পারে ভালোবাসার বাতিঘর। ঠিক করলাম কিছুতেই ওর মেজাজ খারাপ হতে দেবো না।

ঘবে সোহাগ-ধ্বনি বিলম্বিত সুরে মূর্চ্ছনার মত বাজতে থাকলো।

আমার ঘর থেকে জিনিসপত্তর সব আনিয়ে সে রাত ক্যাথির সঙ্গে কাটিয়ে পরদিন ভোরে আমরা বেরুলাম নৌকা বাইতে। ঠিক ছটা তিরিশ, অল্প কিছু খাবার বেঁধে রওনা দিলাম আমরা। আমাদের মতো আরো অনেকেই প্র্যাকটিসে নেবেছে। সূর্য-চন্দ্র পৃথিবী এক সরল রেখায় এলে কি হয সঠিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে এক নাটক। পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে-মেয়েরা বুকে ভাসা রাবারে জল ভাসি নিতে মত্ত।

প্রথম প্রচেষ্টাব ফল ভাল হল না। নেতা গোছের এক নাবিক জিতল।

খাবার সময় হয়েছে, আইসক্রিম ট্রাক থেকে ভেসে আসছে সিক্সো ও সোল মিউজিক। আমি সাধারণতঃ ভীড় এড়িয়ে চলি, সেইজন্য বেছে নিই কম জনপ্রিয় সৈকতগুলি। সূর্য অস্ত গেছে। বোনজাই পাইপ লাইন জনাকীর্ণ। ভাড়া করা ভক্সওয়াগন চালাচ্ছে ক্যাথি। সঙ্গে আমি।

একটি অচেনা পাখি গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে।

অবশেষে আমরা যথাস্থানে পৌছে গেলাম। শক্ত পাথরের দীর্ঘ চাতাল এখানে জেটির চেহারা নিয়েছে। আর দুপা এগোলে গভীর জল, মস্ত ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। কবেকার কোন সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা তৈবী করেছে এই সৈকতভূমি, কে জানে। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

শুরু হলো নৌকা চালানোর প্র্যাকটিস। কত বিভিন্ন রকমের জলযান কত বিচিত্র আকার ও রঙ। এক হাওয়াইবাসি নিয়েছে 'গা' নামের বৃহৎ নৌকা। পয়েগেুঙ্কচার দুম করে আমার নৌকায় চড়ে বসলো। সেটা হয়ে উঠলো ভারী। ডিঙির মত কিছু নৌকা আছে। এতা ছোটো আমি চাপলে, আমার ভারে ডুবেই যাবে। আমি ওগুলো ঠিক পছন্দ করিনি, কিন্তু ঐ নৌকাগুলো সাবমেরিনের কাজ ক'রে। আবার প্যাডেল করে ঢেউ কেটে যাবার ব্যবস্থাও আছে।

ক্যাথিও বেঁটেখাটো এরকমই নৌকা নিয়ে জলে ভেসেছে। আমার ভেলাটি হাওয়াইদেব কম্বুকের মত নয়, বরং মোটা ও ভারী। আরেকটু হাল্কা হলে ভালো হত। তীর ছাড়তেই বুঝলাম জলে বেশ টান আছে। প্রত্যেকটা ঢেউ চ্যালেঞ্জের মত। এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা আমার জীবনহানি ঘটাতে পারে। অতএব সন্তর্পণে প্রথমে ছোট ঢেউ ও তার পিছনে দৈত্যাকার ঢেউগুলোর মোকাবিলা করতে থাকি। ক্যালিফোর্নিয়ায় এর চেয়ে উঁচু ঢেউ-এর মাথায় চেড়েছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যে নৌকা ও জলের সঙ্গে নিজেকে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিলাম।

ঢেউ ভেঙে হাওয়াই ছোকরা দেখি, সোজা এগিয়ে আসছে। দুর্ভাগ্য উত্তাল জলরাশির কাছে তার কেরামতি কাজে লাগে না। সে ক্রমে পিছিয়ে পড়েছে ক্যাথিদের কাছাকাছি। জলে অজস্র নৌকা, তীর জনাকীর্ণ। অতিকায় ঢেউ যেন ফুঁসছে গজরাচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী তো বৈঠা বাঁধার আংটায় হাঁটু বেঁধে রেখেছে। যাতে জলের ধাক্কায় পড়ে না যায়, পাঁচটা ক্যামেরা আমায় লক্ষ্য করছে, তার মানে বিপরীত তীর এসে গেছে যেটা ছুঁয়ে আমাকে ফিরে আসতে হবে। সান দিয়াগো থেকে আসা আমেরিকান ছেলেটি ক্ষিপ্র গতিতে দশফুট অন্তর স্পিন দিয়ে এগুচ্ছে। তার থেকে লোকে তাকে বাহ্‌বা দিচ্ছে। সে আমাকে সাবধান করে দিল—সামনে মস্ত ঢেউ। আমি প্রস্তুত হলাম। প্যাডেল করতে করতে শুনলাম, ছেলেটা বলছে—ঐ আসছে।

ফেনিল জলোচ্ছ্বাস আমাকে বাচ্চার খেলনার মত অনেক উঁচুতে তুলে ছুঁড়ে দিল। আরেক উত্তুঙ্গ ঢেউসারি রকেটের গতিতে আছড়ে পড়ে গ্রাস করে নিল আমাকে। কোনরকম নৌকা সামাল দিতে দিতে দেখলাম আমেরিকান ছেলেটি নৌকা থেকে জলে পড়ে যাচ্ছে। এদিকে আমার নৌকা ফিরে পেয়েছে তার উদ্দাম গতি। দাঁতে দাঁত চেপে নৌকা আঁকড়ে ভেসে চলছি। নায়গ্রা জলপ্রপাতের মত যতদূর ঢেউ আছড়ে পড়লো—পেছনে সরে এসে বৈঠা দুটি নিপুণ হাতে বাইলাম। পেছনে কাৎ হয়ে নৌকা ঠিক ভেসে উঠল এবং এভাবেই ফিরে আসছি। চোখ জ্বলছে লোনা জলে। দেখতে পাচ্ছি সবাই তীরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে, লফাচ্ছে কেউ কেউ বাতাসে মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ছে।

তীরে নামতেই জমায়েত মানুষেরা ঘিরে ধরলো। আমি চাইনি এই সাফল্য নিয়ে সবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। এরা আমার নাম হয়তো শুনেছে। আমাকে দেখে সসম্মানে বললো, এই যে এই যে।

এই সামান্য মনোযোগই আমার জয়মাল্য। এখনই অনুষ্ঠান শুরু হবে, না প্রশংসা গুঞ্জন থেকে পালাতে হবে। ফিরে যেতে হবে কাজে।

এরপর কি করণীয় ববি? আমি প্রশ্ন করি।

এখানে থেকে কয়েক মাইল দূরে ডিলিংহাম এয়ারপোর্ট, আমি একটা গ্লিডার প্লেন ঠিক করে রেখেছি।

আবেক গ্লিডার? কিসের জন্যে?

কাহুলাউইতে নেভীর লক্ষ্য রাখছে। আমরা তাদের চোখে পড়তে চাই না। তাছাড়া গ্লিডারে ওড়া আমার শখ। প্লেনটা এয়ারপোর্টে রেখেছি। ওখান থেকে উড়লে কেউ সন্দেহ করবে না।

কিন্তু একটা গ্লিডারে আমরা কি করে কাহুলাউইতে পৌঁছুবো?

—অসুবিধে নেই। অতীতে কোরিয়ার যুদ্ধে এই গ্লিডারে তিনজন ট্রেনার যাত্রা করেছিল। আমি এতে ভোক্সওয়াগন এঞ্জিন লাগিয়েছি। এখন এটা দারুণ শক্তিশালী, প্রতি গ্যালন তেলে দুশো মাইল যায়।

ববির জীপে আমরা এয়ারপোর্ট রওনা হলাম। গাড়িতে আমার হাতে খামে ভরা এক গুচ্ছ ছবি দিয়ে ববি বললো, ছবিগুলো দেখো, তোমার কাজে লাগবে।

ছবি দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলাম, আগ্নেয়গিরির গহ্বর কিভাবে চেনা যায়?

ববি জানালো, গর্তের মুখে মুখে ছাগলের মৃতদেহ দেখলেই বোঝা যায়।

সত্যি সত্যি একটা ছবিতে ছাগলের মৃতদেহ দেখা গেল, পাহাড়ি গর্তের মুখে—

লাল জায়গাটার গভীরতা দেখেছো? ববি প্রশ্ন করে। আমি মাথা নাড়ি। বাস্তবিক অগ্নিগর্ভ, রুক্ষ পাথর, বড্ড জলশোষক এবং রক্তিম।

দ্যাখো ম্যাক, ববি বলতে থাকে, তুমি যেমন কাজ করছো করে যাও। তবে মনে রেখো কাহুলাউইর অবস্থা বেশ জটিল ও ভয়াবহ। বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষায় ভাঙা নারকেলের মত ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হতে পারে।

দ্যাখো সব বিদেশীরাই আইল্যান্ডের ক্ষতি করতে আসে না। ববি কাহানে আমার বন্ধু, কারণ সে ভাল নৌকা বাইতে জানে। তোমাদের মতই সে দ্বীপবাসীকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। নৌকা চলানো একটা স্পোর্টস। একে বন্ধু কোরো না, আমরা পরস্পরের পাশে থাকবো।

আমি ওদের প্রতিবাদপত্রে সই করে দিতে পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। যতই হোক ওদের কাছে টেরিগিলিয়াম নামের মর্যাদা আছে। পথ অবরোধ সরে গেছে। গাড়ি ছুটছে অবাধে। ববি আমার দিকে রাগত-ভাবে তাকিয়ে বললো, আশা করেছিলাম, তুমি ঐ কাগজে সই করবে না।

দূর। আমাদের পালাবার দরকার ছিল।

এটা কিন্তু ওদের আগুনে তেল ঢালা হোল। তোমার সহযোগিতা ভাঙিয়ে ওরা প্রতিযোগিতা বয়কট করতে চাইবে। আমি পড়বো ঝামেলায়।

শোনো, বয়কট এক বা দুদিনের বেশী হবে না। হাওয়াইবাসীরা সমুদ্রে ভাসতে খুব ভালোবাসে। আমরা ঐ সময়ে তদন্তের কাজ সেরে ফেলতে পারি। আর ওরা যদি ভাবে আমরা ওদেব আছি তাহলে ওরা আমাদের কাজে বাধা দেবে না। বাস্তবিক বিদ্রোহীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমিও ঘনিষ্ঠ হতে চাই।

দেখা যাবে। আমার দিকে রূঢ় কুপিত দৃষ্টি ফেলে গাড়ি চালাতে থাকলো ববি।

এয়ারপোর্টে পৌঁছতে, ম্যানেজার ববির হাতে বাতাসের গতিপথে একটা নক্সা তুলে দিল। তাতে দেখা যাচ্ছে—সূর্যাস্তের পর কহুলাউই-এর পোড়ো মাটির উত্তাপ কমবে। সুতরাং গন্তব্যে যাওয়াব পক্ষে রাত্রিব সময়টা সবচেয়ে ভাল। গ্লিডারের যন্ত্রপাতি ভালো করে পরীক্ষা করে নেয় ববি। আমি জিপে এসে নিয়ে যাই আমার সেই ভেলা নৌকা। যতক্ষণ না এ নৌকা চুরি যায়, আমি একে বদলাবো না। ভেলাটি আমাদের তিন আসনের বায়ুযানে ঠিক আমার আসনের পাশে বাখি।

যে যার আসনে বসতে গ্লিডার ছাড়া হল। রানওয়ে পেরিয়ে কয়েক মিনিটে বাতাস, রোদ ও মেঘে আমরা উড়লাম।

পশ্চিমের সূর্য আড়াল কবে দাঁড়িয়ে গিরিশৃঙ্গ মালা। আকাশ পীতাভ রঙের আল্পনা মুছে এখন গাঢ় নীল। আগ্নেয়গিরির লাভা বাতাসে মিশে যে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে তাতে আমাদের যাবার সুবিধা।

লোনা বাতাস ছুঁয়ে যায় ককপিট। সূর্যাস্তের বর্ণাভা লাভার কালচে বাদামী ধোঁয়া পিছনে ফেলে উড়ে যাই নিচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথরের চর চিহ্নিত করে সৈকত।

ভোক্সওয়াগনের স্যুইচ টিপে দেয় ববি। নির্মল বাতাসের প্রশান্ত গতি সে আওয়াজ মুছে দেয়। চোখে পড়ে কাহুলাউই। স্তব্ধ কবা হয় এঞ্জিন। বন্ধ হয় কথোপথন। খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাই। কোথাও কোনো র‍্যাডার আছে কি? রাতের নজরদারী খুব প্রখর নয় বলেই আস্থা করা যায়।

গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গ্লিডারের দরজা বন্ধ করে দিই। অবজারভেশন টাওয়ার যেন সিল্যুট ছবি। অন্ধকার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। আকাশে কয়েকটি তারা। চাঁদ নেই।

ইনফ্রারেড আলোয় সব স্পষ্ট। আমরা চাই অগ্নিগর্ভ স্থানগুলো ক্রিসমাস ট্রির মত ঝলমল করে উঠুক।

বাইনোকুলার তুলে আমি দ্বীপের দিকে তাকাই। টাওয়ার পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঝলকে ওঠে রঙ। মনে মনে ভাবি, এবার অবতরণ করে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতির গভীরে আত্মগোপনে সারতে হবে যাবতীয় কাজ। এখন সাবধানে পদার্পণই একমাত্র বিবেচ্য।

আচমকা দুম্ দুম্ শব্দ। মিনিটে ৪৫০টি শেল ফাটতে শুরু করেছে। জ্বলন্ত রকেটগুলো গ্লিডারের আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ববি ঘাপটি মেরে চালাচ্ছে। অতি সন্তর্পণে, আলোর ঝলকানিতে তার গলায় উৎকণ্ঠ দেখা যায়। সে ঘুরে পেছনে তাকায়। মুখে ঘাম চিক্‌চিক্ করছে।

মিসাইল থেকে উৎক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে ডাইনে ও বামে। অবিরাম। হঠাৎ

একটা শেল ফাটে কেবিনে। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল ছাদের আস্তরণে। ববি কোথায়? ওকি আগুন নেভাতে ব্যস্ত। তখুনি উদয় হয় ববি, পিঠে তার আমূল বিঁধে আছে ছাদ ভাঙা শিক। হয়তো খুবই যন্ত্রণাদায়ক, তবু সে বুড়ো আঙ্গুল তুলে জানায় আমি ঠিক আছি।

গ্লিডারের খোলা কক্‌পিটে বাতাস বইছে অবাধে। অতএব আস্তে চালাতে হচ্ছে। ববি ফের ভোক্সওয়াগনের এঞ্জিন চালু করে দিল। শুরু হল বিধ্বংসী আক্রমণ। শেল যা আমাদের মাথার চাল সাফ করে দিয়ে গেছে, এবার তার চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। কামান ধোঁয়া কুণ্ডলির মত গতিতে তীব্র বেগে ছুটে এসে মারাত্মক আঘাত হানে। প্রথমে গ্লিডারের মুখের দিকে কিছুটা গড়িয়ে দিল। তারপরের আঘাতে অসংখ্য ছিদ্র করে দিল। গ্লিডার যেন স্যুইস চীজ-এর মতই জালি জালি হয়ে গেল।

আমি আমার নৌকাটি ডান দিকে রেখে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করছি। ববি একটা প্যারাস্যুট ছুঁড়ে দিয়ে বললো—ঝাঁপ দাও। কি বোকা, কামানের গোলায় নাইলনের ছাতা শুদ্ধ আমি উড়ে যেতে পারি। বাঁধা প্যারাসুটটি এখন এই বিচূর্ণ উড়োজাহাজের মতই অকেজো।

ববিকে দেখে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠি। তার একটা পা বিচ্ছিন্ন। প্লেনের বাইরে ঝুলছে। একঝাঁক গুলি তার জামা ভেদ করে বুক, পেট, কাঁধ ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বুলেটবিদ্ধ পাখির মত নেতিয়ে পড়ছে সে। কেবিনে ফুটবল আকারের গর্ত। ববি জানে এই উড়ন্ত গ্লিডার তার কফিন। এখানেই তার শেষ শয্যা পাতা। তথাপি সে বলে এক মিনিট অপেক্ষা করো নিক এখানে কিছু নতুন ফিল্ম আছে, ডেভালপ কোরো। আমি গ্লিডারটা আস্তে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। যখন এটা এক জায়গায় স্থির হবে, লাফ দিও।

ববি যেমন বলেছিল, সেভাবেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। বায়ুযান প্রায় স্থির অবস্থায় এলে আমি, মুখে ফিল্ম শরীরে ভেলা বেঁধে একশোফুট ওপর থেকে প্যারাস্যুটে বাতাসের অনুকূলে নিজেকে ভাসিয়ে দিই। ডুবুরির মত হাত সোজা রাখি। শরীর তীরের মত সমতল।

জলে এমন গোঁত্তা খাই মনে হয় মাথা বুঝি ফুটে গেল। বাঁচা ও শ্বাস নেবার আদিম ইচ্ছায় ডুব সাঁতার দিই। একবার মাথা তুলে দেখি ডানাভাঙা বিধ্বস্ত গ্লিডার আইল্যান্ডের দিকে ভেসে যাচ্ছে। দেখতে পাই অবজারভেশন টাওয়ার জেগে আছে। আপাততঃ দূরে ছিটকে পড়া আমার সঙ্গী ভেলাটির প্রয়োজন। যাতে ভেসে সামলানো যায়, তাতে দূরে মাউই কিংবা কাছাকাছি কোনো তীরে উঠতে পারি। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল নেভিদের হেলিকপ্টার। খুব সম্ভব ওরা নতুন আগন্তুককে খুঁজছে। তবু হায় ওদের কী দুর্ভাগ্য। চক্রান্তকারীরা তলে তলে নিজেদের কাজ গুছোচ্ছে, সুযোগ পেলে আমি হতভাগাদের বুদ্ধির গোড়ায় আগুন জ্বেলে দেবো।

জলে ভাসতে ভাসতে টাওয়ার ছেড়ে টানেলে ঢুকলাম। আর একশো গজ দূরে আমার ভেলা দেখা যাচ্ছে। উজান আমাকে পৌঁছে দিল নৌকায়।

নৌকায় উঠে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে এলিয়ে দিলাম।

আঙ্গুলের ডগায় বালি, কাগজের খস্‌খস্ শব্দ, ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। চোখ মেলে দেখি জলমগ্ন চড়ায় পড়ে আছে। সূর্যরশ্মি চোখে এসে পড়েছে।

অবজারভেশন টাওয়ার থেকে খুব দূরে এসে পড়িনি। দূরে দেখা যাচ্ছে আইল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের সীমান্ত।

নৌকায় এলিয়ে সূর্যের উষ্ণতা বুক ভরে নিই। জল আছড়ে পড়ে পায়ে। বড় শান্ত ঢেউ।

আমার গন্ধ পেয়ে হাজির হয় অতিকায় হাঙর।

হাঙরের অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি আছে। জলের ওপর জেগে ওঠা ডানা নিয়ে আমার অবস্থান লক্ষ্য করে। তাকে দেখে মনে হলো না জল'খাবারের জন্য খুব ব্যস্ত। নৌকাটি ঘুরপাক দিয়ে অতি ধীরে এগিয়ে এল। আমি হাত-পা সহ নিজেকে যথাসম্ভব নৌকার মাঝামাঝি রাখলাম। টের পেলাম হাঙর তার পিঠের পাখনা দিয়ে নৌকার পিছনে ধাক্কা মারছে। উল্টে দেবে না কি? মাঝে মাঝে ঢেউ এসে ঢেকে দিচ্ছে তার পিঠের ধূসর কালো পাখনা।

মস্ত হাঁ করে কামড়ে ধরলো নৌকার পাটাতন। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে চুরমার করতে চাইল কাইবার গ্রাসের নৌকা। হাঙরের চোখে চোখ রাখতে বুঝলাম কী ভীষণ শক্তিতে সে চাপ দিচ্ছে।

সে চাপে দুলে ওঠে নৌকা। সহসা নিচে পড়ে যাই এবং কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ নৌকায় লাফিয়ে উঠে পড়ি। নৌকা ছেড়ে এবার পেছনে সরে এল সে। তারপর এক ঝাপটা।

আমি সরে বসলাম এবং দেখতে থাকলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশেষে প্রকাণ্ড এক অঙ্গ তুলে হাঙররা চলে যায়।

অবজারভেশন টাওয়ার থেকে লঞ্চ পাঠানো হয়েছে। গত রাতের সংঘর্ষের পর সামরিক পর্যবেক্ষণ। যদি আমি র‍্যাডারে ধরা না পড়ে থাকি। এখন তো পড়বোই।

এখন আমি ক্লান্ত শ্রান্ত এক নাবিক। সমুদ্র কিনার থেকে বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত। এই তোমাদের দেখে খুশী হলাম, ঐ লঞ্চের উদ্দেশ্যে বলি।

লঞ্চ থেকে ভেসে আসে প্রশ্ন, এখানে তুমি কি করছো?

উপযুক্ত প্রশ্ন, উত্তরটা ভাবছি ওরা নিজেদের মধ্যে আমাকে পেয়েই আলোচনা করছে। একজন আমাকে সাহায্যের কথা বলেছে, অন্যজন (জাপানি ও হাওয়াই মিশ্র) তাকে ধমক দিয়ে থামালো। তারপর আমাকে চীৎকার করে জানালো, আমাদের প্রশ্নের উত্তর চাইছেন বস্। বলেই আর কালক্ষেপ না করে চেনে বাঁধা হুক ছুঁড়ে দিল। ফলে আমার নৌকা লঞ্চের সঙ্গে স্কি করতে করতে চললো টাওয়ার অভিমুখে।

লেকের জলে স্কি করা যায়, কিন্তু সমুদ্র? যেমন কষ্টকর তেমনি ভয়াবহ। প্রতিটি ঢেউ এসে জলে ভরিয়ে দিয়ে যায়।

চারটি স্টিলের স্তম্ভের ওপর টিনের চালাঘর—এই হল টাওয়ার। মাথার দিকে উঁচিয়ে আছে এক র‍্যাডার। প্রবেশ দ্বারে কামান রাখা আছে তার পাশে দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

বড় বড় পাত্রে সংকীর্ণ ভেতরের পথ। ঘরের মেঝেতে স্তূপীকৃত বীয়ারের বোতলের আড়ালে একজন সৈনিক টেবিল চেয়ারে বসে। মাথায় টুপি পরেছে খাকি বস্ত্র। বীভৎস সিফিলিস তার অর্ধক নাক খেয়ে ফেলেছে। আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক, শেষে গোটা শরীরটাই অকেজো করে দেবে। টেবিল থেকে পা নামিয়ে সৈনিক বলে, আসুন আলাপ হোক। তা অনেকটা পথ আসা হল। হ্যাঁ মাউইতে এক প্রতিনিধি আমাকে ছেড়ে দেয়। তারপর সেখান থেকে ধাক্কা খেতে খেতে গতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতই—জ্ঞান ছিল না। তার ওপর এক বাচ্চা হাঙর তো আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল।

চুপ করো মিথ্যেবাদী। আচ্ছা তুমি কি কিছু ঘটতে দেখেছো?

হ্যাঁ দ্বীপই তো লক্ষ্য। এরা এই দ্বীপ থেকে ওদের উচ্ছেদ চায়।

তুমি ঠিক বলছো।

খানিকটা, আগন্তুক, জানো যুদ্ধের সময় আমি কামান দাগতাম, জাপানীদের আমরা তাড়িয়েছি। এখন আমাদের সুসময়। গতরাতে আমি বিমানে ধ্বংস করে দিয়েছি।

এমন সময় লঞ্চের ক্যাপ্টেন এসে সৈনিককে বললো, আচ্ছা একে নিয়ে কি করা যায় বলতো?

ভালো প্রশ্ন দানো, বলে সৈনিক একটু কি চিন্তা করে বললো, আমি ওকে কামানের সামনে রেখে উড়িয়ে দিতে চাই।

না ক্যাপ্টেন, অত কষ্টের কি আছে। ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাও যেন দুর্ঘটনা বলে মনে হয়, দানো বললো।

এই, তোমরা কি ঠিক করেছো?

কথাটা বলতেই বেঁটে লোকটা সাব মেশিনগানের নল দিয়ে আমায় মেরে বসলো। অস্ত্রটি ছোট, আঘাতটি বেশ মোক্ষম। আমি এমনভাবে কুঁকড়ে গেলাম যেন সত্যি কামান দাগা হয়েছে। ওরা ততক্ষণে আমাকে ভীতু ও বোকা ঠাউরেছে। লম্বা হাওয়াই লোকটা ঝুঁকে আমার মুখে এক চড় কষালো। সৈনিক আমার মাথায় পাত্রের তলানি মদটুকু ঢেলে দিল এবং গায়ে থুতু ছিটিয়ে আমার কিডনি লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়লো। এমনিতে তার শারীরিক শক্তি নিঃশেষ। লাথিটা জোরালো হলো না। হাল্কা পালকের মত লাগলো।

দুহাত চেপে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, যেন আমার গোপন অঙ্গে লেগেছে। আরেক লাথি এসে পড়লো পাঁজরে। আমি পাশ কাটালাম।

আমার দেহ জানলার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে বেশ ভারী বোধ হওয়ায় ওরা আমাকে ভেতরের ঘরে ফেলে পালিয়ে গেল। এই ঘরটা টাওয়ারের একমাত্র ভেতরের অংশ। একটু পরেই ওরা ফিরে এলো। এবার ওরা আমায় নিশ্চয়ই ছাড়বে না। কিন্তু তার আগেই আমি প্রস্তুত। দানোর গলায় মোক্ষম কনুই চালাতে সে পড়ে গেল। তার কণ্ঠনালী বুঝি ভেঙ্গে গেল। বেঁটেটো মেশিনগান তুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই তাঁর কাঁধের ওপর দিকে সজোরে ঘুষি চালালাম। ব্যাস্ ধপ্ করে সে সিঁড়ির ওধারে পড়লো। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

লঞ্চে উঠে খুঁজি কোথায় গেল আমার নৌকা। এর সঙ্গে তো বাঁধা ছিল। লঞ্চেও চাবি দেওয়া। তাহলে উপায়? এক্ষুণি এখান থেকে পালানো দরকার।

লোকটাকে খতম না করে এসো না।

শত্রুপক্ষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শুনতে পাই ধাতব স্তম্ভটির কাছ থেকে এক জোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। নোঙরের সীমান্তে দাঁড়িয়ে দেখি ওরা ফের সংঘবদ্ধ হয়েছে। লঞ্চের দিকে তীব্র আক্রমণ হানতে উদ্যত। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে চ্যালাদের উৎসাহ দিচ্ছে।

হঠাৎ মাথার মধ্যে এক বুদ্ধি খেলে গেল। লঞ্চের বায়ু নির্গত করার দড়ি বাঁধা ছিল ডেকের কামানেব সঙ্গে। দড়ির বাঁধন খুলে দিতেই ভলকে ভলকে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরুতে থাকলো। সেই সুযোগে জলে লাফ দিলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষিত হতে লাগলো। ডুব সাঁতারে লঞ্চ থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছি। ওরা লঞ্চের আশেপাশে অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে।

লঞ্চ দুলে ওঠে, এঞ্জিন চালু হয়। আমি আরো তফাতে সরে যাই। মুহুর্মুহু গুলি ছোটে। প্রপেলারের ঘুরন্ত চাকার তিন ফুট দূরে আমি কেঁপে উঠি।

লঞ্চ ধীরে ধীবে চলতে শুরু করে। অর্থাৎ ওরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

বেঁটে লোকটা বলে, চল এখান থেকে যাওয়া যাক। ওকে বেরিয়ে আসতে দিই।

সঙ্গীটি বলে, দাঁড়াও বাছাধন কাছাকাছি কোথাও আছে।

চটপট সাঁতার কেটে লঞ্চের তলায় লুকিয়ে আমি অপেক্ষা করতে থাকি।

এখন থেকে একটি পথ গিয়ে মিশেছে লঞ্চের ডেকে। একবার জলের ওপর সামান্য মাথা তুলতেই ফের বৃষ্টির মত ধেয়ে এল এক ঝাঁক গুলি। আমি আবার লঞ্চের তলায়। ক্যাপ্টেনের হাতে নয় এম এম মেশিনগান। কাকে বকাঝকা করছে। অনেকক্ষণ পর লঞ্চ ঘুরলো। ফলতঃ তলায় সেঁটে থাকা আমাকেও ঘুরতে হল। জলের চাপ আমাকে ভাসিয়ে তুলতে চায়। কোনরকমে আঁকড়ে থাকি। অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ মেশিনগানধারীর কাছ থেকে তফাৎ না যাই। ডুব সাঁতার দিয়ে খানিকটা এগোই।

বেশী দূরে নয়। কারণ জলের তলায় পাতা মাইন আমাকে যখন তখন উড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। কিছুদূর যেতে বুঝলাম আমার সন্দেহ অমূলক নয়। লঞ্চের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ গজ ভেসে এসেছি।

হঠাৎ লঞ্চেব ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গ্যাস বেরুতে শুরু কবেছে। সর্বনাশ! বিধ্বস্ত লঞ্চের তলায় এখন আমি বিধ্বংসী আগুনের মুখোমুখি, কাঁধের কাছে কিসের স্পর্শ? দেখে হালকা এক ডিঙ্গি। না, এটা আমার সেই প্রিয় ভেলা নৌকা নয়। কেননা ভয়ানক বিস্ফোরণে সেটা শুধু আক্রান্তই হয়নি, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক এই হাল্কা ডিঙ্গিতে উঠেই দ্রুত প্যাডেল করে লঞ্চের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কারণ যে পথে মাইন পাতা সে পথে লঞ্চ যাবে না। আর লঞ্চটিকে অনুসরণ করলে আমিও নিরাপদ।

ঢেউ ও গতির বিপরীতে যেতে পারে। এ যাত্রা শ্লথ ও বড় কষ্টকর।

এখন পরিষ্কার দেখা যায় মাইনগুলো জলে ভাসছে। আকারে বেশ বড়। যেমনটি বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের পোতাশ্রয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল। যত দূর যাই—নীল টলটলে জলের ওপর নিরেট গোলাকার কালো মাইনগুলো জেগে থাকে। এইমাত্র এরকম দুটি গোলা পাশ কাটিয়ে গেলাম। চর্তুদিকে প্রাকৃতিক শোভা। প্রবাদে আছে আইল্যান্ড মৃত্যুর দ্বীপ। মাউই থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরের কাহুলাউই-র এই অংশটি পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে তুলনীয়। যেখানে বাতাসে মৃত্যুর প্রাণ বোমা ফেটে চলেছে আজও। বস্তুতঃ গত ১৯৪১ সাল থেকেই আইল্যান্ডের প্রতিটি অঞ্চল

বড় বড় বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত। আমি টাওয়ারের দিকে তাকাই।

ক্যাপ্টেন এতক্ষণে আমায় দেখে থাকবে। কিন্তু তাকে আমি আব কোনো সুযোগ দিতে রাজী নই। তাই যথাসম্ভব লুকিয়ে হিয়াউর দিকে যাত্রা করি।

দূবের পাহাড়গুলা দেখা যায় আগ্নেয়গিবির অগ্নিপাতে পাহাড়ের ওপর বালির ধসে লাভা আর বালিব আস্তারণে আবৃত এবং ঐ অগ্নিপাতের ফলে যে বিষাক্ত গ্যাসেব উদ্ভব হয় তা পাঁচ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত চারপাশের বায়ুমণ্ডল ঘিরে থাকে।

টাওয়ারেব দিক থেকে এদিকে উড়ে আসছে হেলিকপ্টার। হিয়াউর দ্বীপে তীর বরাবর কয়েকটা বুনো ছাগল চরছে। হেলিকপ্টার এগিয়ে আসে কাছে—আরো কাছে। ডিঙি তীরে ভিড়িয়ে আমি ঐ জন্তুদের মাঝে ঝাঁপ দিই, যা আত্মহত্যারই সামিল। অতিকায় হিংস্র দাঁতাল এইসব ছাগল আজ মাংসাশী।

সেই অনিকেত অপ্রস্তুত মুহূর্তে হেলিকপ্টার তীরে ছায়া ফেলে উড়ে যায়। ত্রিশ গজ দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসে মেশিনগানের গুলির ছররা।

পয়েন্ট পঞ্চাশ ক্যালিবারের গুলিবৃষ্টি হিয়াউর প্রান্তটি বুঝি ছারখার করে দেয়। ছুরির ফলার মত পাথরের টুকরো ছিটকে লাগলো হাঁটুতে। সৌভাগ্যবশতঃ দাঁতাল ছাগলগুলো পালিয়েছে। আমি কোমরে ভর দিয়ে নামতে থাকি। সহসা দুলে ওঠে সমস্ত পাহাড় পর্বত। অসহায় দেখে আমাকে লক্ষ্য করে ঘুবে আসে হেলিকপ্টার। নিক্ষিপ্ত হাফ টন বোমার পতনে এক পাথরের টুকরো তিনফুট উঁচুতে লাফিয়ে ওঠে। কায়মনে প্রার্থনা করি বোমাটি যেন ফাটে। যেন নিষ্ক্রিয় হয়।

পাহাড় ভাঙছে পিছনে। কোনোক্রমে নিষ্ফল বোমাটি তুলে একলাফে ডিঙিতে উঠতেই ৫০ ক্যালিবাবের গুলি আমার হাত ঘেঁসে ডিঙি ফুটো করে বেরিয়ে গেল, এবার আমি প্রস্তুত।

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আবাব এগিয়ে আসে হেলিকপ্টার। এদিক ওদিক করে মাথা বাঁচাই। সামান্য অসাবধানতা এখন মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

হঠাৎ মনে হল, আরে ববি নামের ছবিতে হেলিকপ্টাবের ঐ লোকটাকে যেন দেখেছি। হ্যাঁ ওর ছাগল দাড়িই তো চিনিয়ে দেয়। মাথা নিচু করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি লোকটার সারা দেহ অদাহ্য প্লাস্টিকে মোড়া। কয়েক ইঞ্চি তরল আর সবুজ পদার্থে আবৃত ঐ প্লাস্টিক। বুঝতে পারি পাতলা তরল ঐ প্লাস্টিকের আবরণে এক গ্যাসীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড।

আমার ছোঁড়া বোমাটি হেলিকপ্টারসহ লোকটাকে ছেঁড়া তুলোর মত খণ্ড খণ্ড করে উড়িয়ে দেয়।

পায়েব কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল যন্ত্রণায়। উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখতে গেলাম চালকের কি অবস্থা হয়েছে। মাইদার অবস্থা কি হয়েছে দেখেছি।

ঐ খুনেটা তার প্লাস্টিকের আবরণ থেকে গুলি ছোঁড়েনি। সেজন্য তাকে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার। বস্তুত সে ভেবেছিল আমি ফাঁদে পড়ে গেছি।

অতি আত্মবিশ্বাস হেলিকপ্টারের গতি কমিয়ে দিয়েছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎগারণের ভয়ে আমি তখন সরে এসেছি। পাশের কর্দমাক্ত লাভায় গুলি লেগে আচমকাই আমার মুখ কাদায় ভরে গিয়েছিল, সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

জেগে উঠে দেখি. প্লাস্টিক ফেটে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। পচা ডিমের গন্ধ। সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করার সরঞ্জাম অল্প দূরেই পড়েছিল। তখনও গ্যাস প্রস্তুত করে যাচ্ছে।

কাহলাউই থেকে ৪৫ মাইল দূরে, এখানে নেভীদের নজরদারী হয়তো শিথিল হয়েছিল। সেই চার সামরিক সৈন্য এখানেই কাছাকাছি কোথাও মারা গেছে।

মনস্থির করলাম নেভী অধ্যুষিত স্থানগুলি এড়িয়ে যেতে হবে। মালপত্র ডিঙিতে চাপিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিত্যাগ করলাম। আমি যখন তীর থেকে ডিঙি ছাড়ি, তখন এক গোয়েন্দা বিমানকে এই বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসতে বললাম। ওরা এখন ছবিটবি তুলুক এবং তদন্তে ব্যস্ত থাকুক। আমি এগিয়ে যাই। শুধু মনোযোগ রাখি, যাতে মাইনগুলো সযত্নে পাশ কাটিয়ে

যেতে পারি। এখন ভাঁটার সময়, সুতরাং নজর রাখা সহজ। অবশ্য একটা ব্যাপার ভয়ের, বিধ্বস্ত লঞ্চের মারাত্মক তেল যেন ভেসে না আসে। তাছাড়া ঐ লঞ্চের নিচে একটা মাইন অনায়াসে খাপ খেয়ে যায়। ঢেউ-এর টানে ও দুটো একই সঙ্গে ভেসে আসতে পারে। সামনেই একটা মাইন ভেসে যাচ্ছিল। আমি একটা চৌম্বক দণ্ডের সাহায্যে সেটা ধরার চেষ্টা করলাম। কাছে আসতেই তুলে নিলাম। এটা পুরানো, হয়তো অস্থায়ী মাইন।

ধীরে সন্তর্পণে প্যাডেল করে ডিঙ্গি নৌকাটি ভাসিয়ে নিয়ে চললাম মৃত্যু দ্বীপ আইল্যান্ড ছেড়ে—দেখি মাউইর কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলা যায় কিনা।

বহুদূরে ঢেউ-এর মাথায় জেগে উঠছে জাহাজের মাথা, এদিকে আসছে।

নব্বই ফুটের মতো বিরাট জাহাজ। মানুষ চালিত গীয়ার। কাছাকাছি এসে পড়লো। দেখা যাক একে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি।

ডাইন ও বাঁয়ে দুই অপরূপ যুবতী। কারা এই উদ্ধারকারিনী? স্বর্গ থেকে নেমে আসা অপ্সরী। ঝাঁকড়া চুলের চেহারাটি দারুণ আঁটো বিকিনি উপচে পড়ছে সুদৃঢ় স্তনভার। অন্যজন আমার বাহুতে নখ বিঁধিয়ে জানিয়ে দিলো তার উপস্থিতি। জাহাজের কেবিন থেকে ভেসে এল হাল্কা হাসির অভ্যর্থনা—এই যে কেউ আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না। আমি হলাম হাওয়াই দ্বীপবাসিনী—

আমি বলি, কেমন আছো? আমি—

টেরি গিলিয়াম আমরা জানি তোমাকে। কথার মাঝে বলে ওঠে ঝাঁকড়া চুলের মেয়েটি। অপর যুবতী বলে, কিন্তু ক্যাথি যেমন বলেছে, এ লোকটি তার চেয়ে সুন্দর।

ক্যাথির কণ্ঠে অভিমান, আমি তোমাদের কোনকিছু বিশ্বাস করতে বলিনি।

আমার চোখ কান বিস্মিত। সুঠাম পায়ে ক্যাথি হেঁটে যাচ্ছে কাঠের ডেক-এ নগ্ন পায়ে। ফুলবিহীন চুলে তার সৌন্দর্য বুঝি আরো পল্লবিত।

ক্যাথির অভাবিত আগমনের সত্যি খুব প্রয়োজন ছিল। যদিও মনে হয় ক্যাথি শত্রুপক্ষের স্পাই।

জাহাজে ভিড়লো এক পেট্রলবাহী নৌকা এবং নৌকা থেকে নেভী অফিসার ক্রুসাইন রিচার্ড অনুমতি নিয়ে আমাদের জাহাজে উঠলো।

কাহুলাউই-এর যে অংশে আমরা আছি জায়গাটা সাধারণের নিষিদ্ধ। মেয়েদের অবস্থাটা ভালোভাবেই সামাল দিল। ক্যাথির স্বচ্ছ পোশাকের আড়ালে তার দেহবল্লরী পরিস্ফুট। ক্যাথির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দৃষ্টি সরিয়ে নেভি অফিসার বলল, জাহাজের তল্লাসি নেওয়া হবে। সমুদ্রবক্ষে কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। গণ্ডগোল খুঁজে বের করতেই আমরা এসেছি। হাওয়াইবাসি বলে তার মধ্যে আমরা পড়ি?

হতেও পারে। তোমরা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে এসে পড়েছো। পুরো জায়গাটা ভরে গেছে বিস্ফোরক গোলাগুলিতে।

কিসের গোলাগুলি? বিস্মিত বড় বড় চোখে ক্যাথির প্রশ্ন।

বোমা মাই ডিয়ার। আমরা শুধু একবার নীচে যাবো। নিয়মানুযায়ী তল্লাসী সেরেই ফিরে আসবো। তারপর তোমরা যেতে পারো। আচ্ছা তোমরা কোথা থেকে আসছো?

হাওয়াইবাসি জানায়, মাউই। ক্যাথি বলে মোলোকিনি। অন্যান্য মেয়েরা, কেউ বলে হনলুলু, কেউ বলে ওয়াহু।

কুঁচকে তাকায় অফিসার। ক্যাথি দ্রুত সামলে নেয়। ওহে আমরা ওয়াহু থেকে আসছি। ভেবেছিলাম মোলোকিনিতে কদিন কাটিয়ে তারপর যাবো মাউই।

ও তাই নাকি। তাহলে মোলোকিনিতে ক'দিন কাটিয়ে তারপর যাবে মাউই। এখন তোমাদের কেবিনগুলো দেখতে দাও। যাতে সময় নষ্ট না হয়। তোমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে পারি।

সম্মতির হাসি হেসে ক্যাথি আমন্ত্রণ জানায়। ক্যাথির পিছু পিছু পোষা কুকুরের মতো সে কেবিনে গিয়ে ঢোকে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমি ওপরে উঠে আসি।

সামান্থা বলে, আশাকরি, এখন আমরা মোলোকিনি যেতে পারবো।

আমি বলি, কেন? মোলোকিনি নিয়ে কি হল?

অন্য চিনা মেয়েটি যার নাম লিলি, সে বলে, না। সেখানকার সমুদ্র সৈকত খুব ছোটো।

বলেই মেয়েটি হাসল, সেই হাসিতে ফুটলো তার মিষ্টি সৌন্দর্য। কিন্তু তুমি যদি সেখানে যেতে চাও টেরি আমরাও যাবো।

আমি বলি, বুঝতে পারছি না। তোমরা ঠিক কোথায় যাচ্ছো?

অনুযোগের সুরে লিলি বলে, ক্যাথিই তো আমাদের পথ নির্দেশ দিয়েছে।

সে কি বলেছিল, আমি এখানে আছি।

ঘটনাটা এরকম আমরা শুনেছি, ক্যাথি প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে। তাই উত্তর সীমান্তের সৈকতগুলি দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বিমান বন্দরের কাছাকাছি তীরে—

আমরা দেখলাম নেভীদের নৌকা ছেড়ে দিল। অফিসার চলে যাচ্ছে। মেয়েরা হৈ চৈ করে উঠল। সামান্থা বললো, অফিসারকে আর কিছুক্ষণ থাকতে বললি না।

ক্যাথি রাগতস্বরে বললো, তোমাদের কাছে তো কোকাকোলা ছিল তোমরা ওকে একটা দিতে পারলে না? নাকি ভুলে গিয়েছিল?

লিলি বলে, তুমি কি ভালো! তুমি আমাদের বাঁচিয়েছিল।

অ্যাঁ বাঁচাইনি? ক্যাথি চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর চলে যায় কেবিনে। সামান্থা এক বোতল শ্যাম্পেন ছুঁড়ে দেয় ওর গন্তব্যপথে। মোলোকিনিতে জাহাজ ভেড়ে। মাউই ও কাহুলাউইর মাঝে বিচ্ছিন্ন এখন বালির দ্বীপ। বাতাস বইছে, অপরূপ জলরাশি। তীরে এসে ভাবলাম ক্যাথিকে বলি চলো একটু ঘুরে আসি। কিন্তু সে যে কেবিনে গোঁসাকরে খিল দিয়েছে। অগত্যা আমায় একাই যেতে হবে।

এই ভীড়ে অসহ্য লাগছে। তাছাড়া ফিল্মটা ডেভালপ করা দরকার।

দেওয়াল জুড়ে বিপুল অ্যাকুয়ারিয়াম। ক্যাথি শুয়েছিল চৌকিতে।

আমায় দেখে বললো, দুঃখিত টেরি। তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

আমাকে অনুসরণ করো কেন?

তোমার জন্য ভয় হয়। তুমি যখন সৈকত ছেড়ে গেলে, তখন তাড়াতাড়ি আমি বুঝেছিলাম, কিছু গোলমাল হয়েছে।

কি করে জানলে আমি কাহুলাউই যাচ্ছি?

আমি জীপে তোমায় ফলো করে বিমানবন্দর পর্যন্ত গেছি। সেখানে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তোমার বন্ধু আইল্যান্ডের বাতাসের গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছে।

অমনি তুমিও বেরিয়ে পড়লে?

শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছিল, তুমি কোনো ঝামেলায় পড়েছো। তাই এদের সঙ্গে নিয়ে তোমায় ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম। ক্যাথি কৌচের নিচে হাত ঢুকিয়ে আমার ব্যাগ বের করে আনলো। ব্যাগের মাথার বোতাম টিপলেই ভেতরের অস্ত্রশস্ত্র উন্মোচিত হল। ক্যাথি আবার বললো—

ঠিক এইজন্যই আমি ওদের এ জায়গায় পুরোপুরি তল্লাসি চালাতে দিইনি। আমি অবাক। এ অস্ত্রগুলো তুমি কোত্থেকে পেলে?

রিচি কুইনটারের নাম কখনো শুনেছো?

না।

ব্রিটিশ গায়ক। গত দু'বছর তার সঙ্গে কাটিয়েছি।

সে কি করে পেল আমার ব্যাগ?

সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় সে, ড্রাগ থেকে সোনা সবকিছুই চোরাচালান করে। কাষ্টমস-এর কাউন্টার থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে ছেড়ে এসেছি। ভেবেছিলাম, নৌকাবিহার অনেক কম ঝামেলার কাজ। এখনো এই নিয়েই আছি। তোমার মত ভয়ঙ্কর বদমাইসেরা আমাকে সবসময় আকর্ষণ করে এবং আমি বাধা দিতে পারি না। টেরি প্রিজ নিজের দিকে নজর দাও। তুমি যে আমার

কি—তা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

মাথা নেড়ে আমি কাছে আসি হাত বাড়াই।

না না। ক্যাথি পেছনে সরে আসে। এখন নয়, এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ঠিক আছে।

ক্যাথির কথায় গভীরতা আছে। চাইনিজরা সত্যি ভালো। সে মিথ্যে বলেনি—রুখে যাওয়া টেরিগিলিয়ামের প্রেমে পড়েছে সে। সে মিথ্যা বলেনি—আশ্চর্য! আমি ভাবলাম থাক। তার এই মিথ্যে ধারণা ভেঙে দেবো না। যতই হোক হারানো অস্ত্রগুলো ফেরৎ পেয়েছি। তাছাড়া কাহুলাউই থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যও আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। করিডোর দিয়ে হাঁটছি। নিজের কেবিনে লিলি তালা দিচ্ছিল। যাবার পথে আমার শরীর তার নিতম্ব ছুঁয়ে যেতে সে আমার পশ্চাতে ঠেলে দেয়। অস্বীকার করবো না আমিও সামনে চাপ দিয়েছি। লিলি বোঝে যৌন সংকেত। চোখে চোখে কথা হয়। তার নোখ আমার কাঁধে খামচে ধরে। সারা দেহে মৃদু শিহরণ বয়ে যায়। লিলি এখন মন নয়, আমার শরীর পেতে পারে অক্লেশে। পরে সে কি ভাববে না ভাববে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

লিলির কেবিনে ঢুকে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।

সেই চিরন্তর ইভ-আদম হয়ে যাই আমরা। কামনার আপেলে মুখ রেখে মেতে উঠি যৌন খেলায়।

খুব শীঘ্র আমরা দক্ষিণের সমুদ্রতট লানাই পৌঁছে যাই। জিনিসপত্র নামিয়ে সমুদ্রতটে এসে এয়ারপোর্টে যাবার গাড়ি খুঁজি। ক্যাথি ও লিলি এখনো কেবিনে। সামান্থা আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। সামনে একটা জিপে আসছে। আমি হাত দেখাই। তরুণ দম্পতি আসছে ক্যানসার থেকে। ওরা আমাকে দয়া করে পৌঁছে দেয় এয়ার পোর্টে। কিন্তু কপাল মন্দ। এখন কোনো প্লেন নেই।

পরবর্তী হাওয়াই জেট ছাড়বে আগামীকাল দুপুরে। যে করেই হোক এখান থেকে এক্ষুণি পালাতে হবে। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম। গন্তব্য কাউলামাপুই-র বন্দর। বন্দর পৌঁছতে সময় লাগে না। তীর থেকে দেখা যায় বড় বড় জাহাজ, ছোট রণতরী। এছাড়া অসংখ্য প্রমোদ তরীও আছে।

জলের সীমান্তে দেখা গেল সামান্থা ও লিলি অঙ্গভঙ্গি করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। ছোট ছোট ডিঙির ভীড়ে ওদের প্রমোদ তরীটি আটকে পড়েছে।

সারাদিনের ক্লান্তি মুছিয়ে দেয় সূর্যাস্ত। সহসা ইচ্ছে হয় জলে নেবে যাই। ধরে আনি জিমি চান-কে। তারপর ফিরে এসে কোনো একদিন অবাধে সূর্যাস্ত দেখবো। ট্যাক্সি থেকে নামতেই দেখলাম দুই বিহ্বলা রমণী এদিকে আসছে। সামান্থা ও লিলি।

ভারী মনোরম বিকেল।

বন্দর সীমান্তে মেয়েরা চীৎকার চেঁচামেচিতে হাট বসিয়ে দিয়েছে। আমি মনস্থির করেছি গিলিয়ামের গাম্ভীর্যে ঢুকে যাবো। এই সব বালখিল্য চপলা মেয়েদের খুশীমত নৌকা নিয়ন্ত্রণ করতে দেবো না।

লিলি আমাকে জানিয়েছে যে হোউই উপকূলে নেটিভনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ক্যাথি চলে গেছে। সামন্থা এখনো আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে যতদূর সম্ভব আমরা ডেকে উঠে একটু অন্তরাল খুঁজে দুই সুন্দরীর গলা আদরে জড়িয়ে ধরি। এবং যুযুৎসুর সামান্য প্যাচে ওদের দুজনকেই ঘুমের জগতে পাঠিয়ে দিলাম। ডেক-এর পাটাতনে ওদের ফেলে রাখলাম। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু ওদের শরীরে লাগুক। ইতিমধ্যে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকি। পূর্ব এ পশ্চিম মাউই-এর মধ্যবর্তী মালাইয়া অভিমুখে নৌকা ভাসাই।

নৌকা প্রতিযোগিতায় খেলাকে ক্যাথি বেশ জটিল করে তুলেছে। যদি সে মাউই-এ কোনো ফাঁদ পেতে থাকে, আমি ঠিক ধরে ফেলবো। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। টের পাচ্ছি একজন মানুষ অথবা কারো কটুবুদ্ধি আমার বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তদের লেলিয়ে দিচ্ছে।

মালাইয়াতে নৌকা ভেড়ালাম। লিলি ও সামান্থকে কেবিনে পুরে বন্ধ করে দিলাম। ডেকে ফিরে

এলাম। চারদিক ভাল করে দেখে নিলাম। সব ঠিক-ঠাক আছে। এখান থেকে তীরে পা রাখতে দু মিনিট। তারপর একটা ছবির দোকান খুঁজে নেওয়া সহজ। জাপানী মালিক আমাকে তার দোকান খুলে দিতে রাজি হল না। কাঁচের জানালা দিয়ে কারেন্ট নোট দোলাতেই তার মত পরিবর্তন হল। আমি বোঝালাম, আধঘণ্টার জন্য তাকে ডেভলাপের কাজে ছেড়ে দিতে হবে। ততক্ষণে আমি আমার ফিল্ম রোল প্রসেস করে নেবো। নিজেই। আশা করি ববির ছবিতে নতুন কিছু পাবো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে এনলার্জারে দারুণ ছবি পেলাম।

প্রথম ছবিতে কাউকেই-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরা আছে। উইমিয়ার কাছাকাছি এক উচ্চভূমিতে রাখা আছে বজরা। সেখান থেকে নিচে, মোটর বোটে মাল খালাস করা হচ্ছে।

আরেকটা ক্লোজ আপ দেখা যাচ্ছে। মোটর বোট ঐ স্থান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথমা শের ছবিগুলো এখানেই শেষ। পরের ছবিগুলোর একটাতে বজরার অবস্থিতি ধরে রাখা আছে। অপর ছবিতে দেখা যাচ্ছে মোটর বোট বিপরীত দিকে ফিরে যাচ্ছে। লিহাউর উপর বিস্তির্ণ ফাঁকা পিনাউ-এর ল্যান্ডস্কেপ—বহুদূর থেকে তোলা। জায়গাটা দেখছি—ডাকু রবিনসন পরিবারের অবাধ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নিষিদ্ধ জনতার কিয়দংশ এখানে ঘাঁটি গেড়েছে, যাদের আরপিত নাম নিষিদ্ধ দ্বীপ।

মোটরবোট তথা লঞ্চ আরোহী হাওয়াই বাসীদের ফাঁড়ির আড়ালে লঞ্চটি লুকিয়ে রাখতে। জায়গাটা যে রাস্তায় মিশেছে তা এক সময় চিনি তৈরীর কারখানা ছিল। প্রচুর গাছ, পাশে ঢালু প্রদেশ। বিস্তব বাঁশের স্তূপ জড়ো করে রাখা। এস্থানে এক গোপন আচ্ছাদন। দেখা যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে এক্ষুণি ঐ আচ্ছাদন ছিঁড়ে ওদের গুপ্ত কর্মকাণ্ডের মুখোশ খুলে দিই। জাপানী দোকানদার এমন সময় দরজা ধাক্কিয়ে জানান দিল—আধঘণ্টা হয়ে গেছে। তখন নৌকায় ফিরে আসি এবং দেখে নিই আমার অস্ত্রশস্ত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা। দেখতে পাই ড্রয়ারে রাখা আমার জিনিস পত্তর সব তছনছ। এমন কি নৌকাটিও। সম্ভবত এই জন্যই পয়েন্ডেস্কচার ওয়াই কি কির সেফ হাউসে আমার জন্য আরেকটি নৌকা মজুত রেখেছে। তাড়াতাড়ি আমি প্রতিযোগিতার আসরে ফিরে আসি। ছবির দোকান থেকে পাওয়া খবরের কাগজটা খুলি। প্রথম পাতায় খবর—ববিকে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যান্য উদ্যোক্তারা একত্রে প্রতিযোগিতা পিছিয়ে। নেওয়ার উদ্যোগ করেছে আপাতত এই বয়কট প্রতিযোগিদের উৎসাহিত করেছে। দ্বিতীয় খবরের প্রকাশ—পাহাড়ে ওঠার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মাইদা চানের। আমি অবাক হতাম যদি সত্যি খবরটা বেরুতো। আমি কাগজে মগ্ন হয়ে যাই, যতক্ষণ আমার প্রবেশ ঠিক সেরকম যেমনটি ববির ছবিতে আছে। ছবির মতই সাদা মোটরবোট কূলে ভিড়ছে। ওরা যদি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় চ্যানেলের উপরে আমাকে দেখতে পাবে আমি তীরের দিকে এগিয়ে যাই, ফাঁড়ির কাছে ওদেব নজরে পড়ার আগেই পৌঁছে যেতে চাই। মোটরবোট তখনই আমার দিকে আসতে থাকে। একলাফে তীরে উঠি। এক হাঁটু কাদায় পা ডুবে যায়, সৃষ্টি হয় আরেক প্রতিবন্ধকতা। অনতিদূর হাট থেকে হাওয়াইবাসীদের গান ভেসে আসে, সন্তর্পণে এগিয়ে যাই হাটের দিকে। একদঙ্গল বুড়ো গান ধরেছে। ধর্মীয় সঙ্গীত। স্নিগ্ধ বাতাসে আমি কোনো সাদা চামড়ার মানুষ দেখা যায় কি না।

এরা সাধুসন্ত গোছের লোক। এখনো প্রাচীন কুসংস্কারে আবদ্ধ। চলতি ধারার সঙ্গে মিশে যায়নি। হাটের দেওয়ালে ঝুলছে নানান অস্ত্র—এগুলো কিন্তু ধর্মীয় অঙ্গ। কাউকে হত্যার জন্য নয়। দলপতি, অল্পক্ষণ পরেই গা থেকে খসিয়ে দিল কাপড়ের আবরণ ওহিয়া গাছে কাঠের মোলায়েম তক্তাপোষে গাছ-পালার মাদুর তার আসন। সেখানে রাখলো তার আসন। লাল ও সোনালী পালকের লম্বা গোলাকার শিরস্ত্রান। জণকণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠে শেষতারে বাঁধা পড়ছিল। এবার ক্লাইমেক্স।

হঠাৎ বিস্ফোরণ। ভেঙে গেল জনসমাবেশে। কী দুর্ভাগ্য মোটরবোটের আরোহীরা আমার নৌকা দেখতে পেয়ে গেছে। এবার ওরা আমাকে মারার জন্য হয়তো গোটা জায়গাটাই উড়িয়ে দেবে। আমি পালাবার আগেই দলপতির নজরে পড়ে গেলাম।

কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলো এখন মাতাল। হাতের মুঠোয় পেলে আমায় শেষ করে দেবে সন্দেহ নেই। ওরা ভেবেছে আমার উপস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে ওদের দেবতা কোনে ইঙ্গিত পাঠাচ্ছে।

এক ঝটকায় গোপন স্থান থেকে ডান হাতে এসে গেল আগ্নেয়াস্ত্র। বাঁ হাতে ঝটতি বের করে নিলাম ছুরি। ছোটখাটো পাথর ডিঙিয়ে পথ খুঁজে পেলাম। কিন্তু সামনে যে লম্বা ধূসর চুলের মানুষটি। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। হাতে হাতুড়ি। আঘাত হানলো, সহজেই এড়ানো গেল সেটা। আচমকা বুড়োকে দিলাম মোক্ষম দাওয়াই, ইশ। অতটা খারাপ ভাবে মারতে চাইনি। শুধু তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

পেছনে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ। মোটরবোটের আরোহীরা এদিকে ছুটে এল চোখ বড় করে। হাঙর-দাঁত যেই পেছন দিকে চেয়েছে, অমনি আমি তার কানের পিছনে গুলি ফুঁড়ে দিলাম সে তৎক্ষণাৎ পড়ে গেল। যদি বাকি সঙ্গীদের নিয়ে বুড়ো লড়াইয়ের জন্য ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে আমার পথ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় নৌকাটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আমার গন্তব্য এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। নোংরা কর্দমায় রণ-পা ফেলে আমি দৌড়বাজের মত ছুটতে থাকি। এরপর আমি জানি ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়বে। বাদামী সবুজ ডাল পালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বইবে বাতাস। সমুদ্রতীর থেকে ধেয়ে আসবে ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। জমায়েত পনেরো বিশ ফুট দীর্ঘ বাঁশগুলো পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়বে তরোয়ালের মত।

ডালপালার সারিব নিচে মেদুর জ্যোৎস্নায় এখন আমার চোখ সয়ে গেছে। আমার মাথা লক্ষ্য করে সশব্দে ছুটে আসছে রূপোলি ধাতব কোনো বস্তু। গুলির কোনো শব্দ পাইনি। নিজেই গড়িয়ে পড়ি এবং ইঞ্চি ইঞ্চি করে গড়াতে থাকি। লোকটা দুম করে কাছে এসে পড়তে আগ্নেয়াস্ত্র তোলার সময় পাই না। সে দ্বিতীয় বার আঘাত হানার চেষ্টা করে এবং মুহূর্তের অমূল্য সময় নষ্ট করে।

দ্রুত এক পাশে সরে এসে তার দুই পাঁজরের মাঝে ছুঁড়ে মারি ছুরি। রক্তাক্ত মানুষটা ধপাস করে পড়ে যায়। ছুরিটা টেনে নিয়ে এক লাথি মেরে তাকে দূরে ফেলে দিই, দেখি বিস্ফোরক বস্তুটি জলে পড়ে আছে। মাথার ওপর দিয়ে এসে পড়ে এক ঝাঁক গুলি। মোটর বোটের পেছনে আচ্ছাদিত স্থান থেকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের গর্জন ভেসে আসে।

ঐ দিক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। এবং সেই সঙ্গে বিস্ফোরক পদার্থটি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিই। ব্যস্, এবার প্রথম প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার। পেছনের জঙ্গলের লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফের বন্দুকের গুলি। পেছনে একটা গুলি ছুঁড়ে সামনে ছুটে যাই।

এক এক, এক হাজার, দুই এক হাজার এভাবে ৩৫ সেকেন্ড পর্যন্ত গুণে যাই, তারপর নেবে আসি। এখন আমি নিরাপদ। মুখ অন্ধকারে রেখে আরো দু-মুহূর্ত সময় কাটাই। কিন্তু একি? বোমাটা যখন ছুঁড়ি তখন ফিউজ স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছিল? ফাটছে না কেন?

দ্বিতীয় প্রতিরোধ উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে এন্তার গুলি বর্ষিত হয়। তারপরই বোমাটি ফাটে এবং আমার মাথায় পরিষ্কার হয়ে যায়। চোখ দুটো নাতোরদামের ঘণ্টার মত নাচতে থাকে।

বাঁশের জ্বলন্ত টুকরো চাঁদের দিকে উড়ে গেল রকেটের মত। উড়ে গিয়ে ফের নিচে এসে পড়ল ঐ ঘাটির ধাতব ও প্লাস্টিকের চালে। মাথা তুললাম যখন, দেখি বাঁশ ঝাড় লণ্ডভণ্ড। যেন প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে যে যেদিকে পেরেছে বিভিন্ন কোনে বিভিন্ন আকারের পড়ে আছে। পেছনে চিনির পাত্র গুলোতে আগুন জ্বলছে, যেন কত বছর ধরে জ্বলছে এই নিঃসীম আগুন। ওপরে ওঠার চেয়ে নিচে নামার পথটাই বুঝি সহজতর। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিই। হাটের নিকটবর্তী সীমান্ত রেখার কাছে মোটরবোট নোঙর করা। ছোট্ট বন্দরের এক কোণে রয়েছে এক জোড়া কামান। হাট থেকে মাঝে মাঝে নানারকম বন্দুকের বিভিন্ন গুলির আওয়াজ কানে আসছে। চক্রান্তকারীরা চোরা পথে পাহাড়ে উঠে আসছে। দেখতে পাচ্ছি ওরা ফাঁড়ি পেরিয়ে গেল।

যুব বিদ্রোহীর দল পুরোনো পথ ধরে হাট থেকে ফিরে আসছে। অদৃশ্য পথে গুলি ছুঁড়ে বুড়োকে দেখাতে দেখাতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা ভেবেছে আমি বোধহয় মৃত।

এই রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরি। পাথুরে কাঁটা বাহুতে বেঁধে, তথাপি ছুটে চলি। তারপর বাঁশঝাড়ের পেছনে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকি। ওরা তিন হাওয়াই বাসী আমার পাশ দিয়ে অকুস্থলের দিকে চলে গেলে আমি ফের ছুটতে থাকি।

এইতো গুপ্ত ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আর বারো গজ দূরে নিচে জলে বাঁধা মোটর বোট। একজন সান্ত্রী বোট পাহারা দিচ্ছে।

তার বন্দুকের নলটা দৃশ্যমান। তাল গাছের পাতা জায়গাটা ঢেকে রেখেছে। তার একটিতে বাঁদরের মত উঠতে থাকি। সামান্য ঝাঁকুনিতে একটা তাল পড়ে যেতে পারে। আর তাহলেই আমার অবস্থিতি ওরা টের পেয়ে যাবে। হাল্কা বাতাস বইছে, তাল গাছের মাথায় যখন পৌঁছালুম মনে হল ঘরের মতই নিরাপদ।

সান্ত্রী বোটের ওপর ভারী স্থির ভঙ্গিতে শুয়ে। ধৈর্যই একজন স্পিনারের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। তার পরে পর্যবেক্ষণ। আমি বন্দুকে ফের নিশানা লাগাই। মাত্র একটি বুলেট তার বাম চোখ ভেদ করে মাথার খুলি ফুটো করে উড়ে গেল। ডেক-এ মাথার ঘিলু সমেত রক্তাক্ত তরল ছড়িয়ে পড়ল।

সমুদ্রতীরের পাহাড়ে পা দিতে তূর্যনাদ বেজে উঠল। এই ধ্বনি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণের। পাহাড়ের খারাই রেখে উঠতে পাঁচ রাইফেলধারী ঘিরে ফেললো। মাথার ওপর হাত ভাঁজ করে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করি। লক্ষ্য করলাম আমি যেমন ওদের কাছে ওরা তেমন আমাকে ভীষণ সচেতন ভাবে ট্রিট করছে।

ওদের মুখে মুখোশ। কেউ কোনো কথা বলছে না। শুধু মাত্র বন্দুকের নলের ইঙ্গিতে—ওরা আমাকে বেঁধে ফেললো এবং আপাদমস্তক ঢেকে দিল।

আমি পালাবার পথ খুঁজছিলাম।

আমার চোখ বেঁধে গাড়িতে অনেকটা রাস্তা নিয়ে যাওয়া হল। অতঃপর এক স্থানে থেমে রুক্ষ হাতগুলি আমাকে স্ট্রেচার থেকে নিচে নামাতে থাকলে। এরপর কিছুদূর নৌকাযাত্রা। যখন আমাকে নামানো হচ্ছে জলের কলস্বরে মনে হল এটা হয়তো সেই খাঁড়ি, যেখানের ছবি তুলে ববি আমাকে দেখাতে চেয়েছিল। হাড়ে কন্‌কনে শীতল স্পর্শ? স্ট্রেচারে বাঁধা। শুয়ে আছি। সময় ধীরে বয়ে যাচ্ছে। কোনো চেষ্টাতেই এখন মুক্ত হতে পারবো না। অতএব চুপচাপ শুয়ে আছি।

অন্ধকার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, মিস্টার গিলিয়াম। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে কি আপনি প্রস্তুত।

উত্তর দিই, প্রস্তুত। তার আগে আমাকে মুক্ত করুন। এখানে আমি যে পিষে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, ওর বাঁধন খুলে দাও। কণ্ঠস্বর আদেশ দেয়, কিন্তু ঢাকা খুলো না।

এইই চোখের পট্টি খুলে দাও।

বেশ ওর চোখের বাঁধনও খুলে দাও।

এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। খাঁড়ির ভেতরের একদিকে কিছু বাক্স—যেমন ছিল নিহাউতে। কণ্ঠস্বর বলে, প্রথমে বলুন গিলিয়াম সত্যি আপনি কে?

তার মানে? বোকার মত প্রশ্ন করি। হাওয়াইর লোকটা ছোট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আমার রগে সজোরে মারলো, লেগেছিল সপাটে, তবে আমাকে ফেলে দিতে পারেনি। অন্ধকারের কণ্ঠ বলে।

আরেকবার বলি, আমি জানি আপনি শুধুই নৌকা চালক গিলিয়াম নন। আপনি কে?

অন্ধকারে ছিল মানুষটার মুখ। নইলে সে মুখে দেখা যেত কঠোরতা। হয়তো আমি তাকে দেখেছি সার্ফ হোটেলে, হয়তো বা সমুদ্রতীরে। হাতে একটা ক্লু পেলাম তাহলে এই নৌ প্রতিযোগিতা সত্যি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওরা আমাকে যতই ঘাঁটাক আমি ভান করবো যেন হাতের সব তাসই আমার কাছে আছে। কাঠের হাতুড়ি ফের আঘাত করলো।

বললাম, বেশ। হাওয়াই পঞ্চাশ এর সদস্য আমি। আমি সি. আই. এ।

খুব ভালো। আচ্ছা আপনি কি জানেন আপনি কোথায় এসেছেন?

চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলি আলবাৎ। উইয়ামিয়ার ফাঁড়িতে আপনাদের বেড়াজালের মধ্যে। বাস্তবিক আমাকে একজন লক্ষ্য রাখছে এবং সেই একজন এই ফাঁড়ি আপনাদের শুদ্ধু উড়িয়ে দিতে পারে।

চীৎকার করে ওঠে কণ্ঠস্বর, ওর অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা কর। আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি। লোকটা আর অনুচরেরা হঠাৎ একটা ভুল করে বসলো। আতঙ্কিত চোখে ওদের একজন আমার গ্যাস বোমাটি নিয়ে গেল। লোকটা বললো, আমি ভাবতে পারিনি এত বড় ট্রান্সমিটার হতে পারে! ভেবেছিলাম ওটা একটা বোমা। আর তাই এ নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। যাক আর

প্রশ্ন করতে হলো না।

লোকটা মুখ ঢাকতে চেষ্টা করছে, অনুচরেরা এতো দ্রুত কাজ করছে যেন ছুটছে। পেটিগুলি তুলে ওরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ফের বলে, আপনাকে খুন করার আগে আপনার কিছু বলার আছে মিষ্টার সি. আই. এ?

উত্তর দিই, আপনার ভুঁইফোঁড় গ্যাস তৈরীব এই শেষ চালান। এই খাঁড়িতে আপনার সংগঠনের এই সব সভ্যরাই শেষতম মানুষ। আপনারা প্রস্তুত হন। বিষাক্ত গ্যাস তৈরী করা বন্ধ করুন। আসুন এক সমঝোতা করি।

খ্যাপা কুকুরের মতই দাঁতে দাঁত ঘষলো হাওয়াই লোকটা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই লোকটাকে আমি দলীয় শীর্ষস্থান থেকে গারদে পুরে দিতে পারি। নোংরা কাজের মানুষ, কিন্তু এখানে সে দলছুট। আমি তাকে যথাসম্ভব উত্তেজিত করে কথা বার করে নিতে চাই।

আপনারা কেবল ধরা ও মারা ছাড়া আর কি করতে পারবেন? তাছাড়া আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

না। আপনাকে দেবো যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। সেই আপনার শাস্তি।

এ সময় একজন তাকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, না না প্লিজ এখনই খতম করে ফেলা যাক।

হাওয়াই মানুষটি পেছনে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে, বোট-এ আরেক পার্সেলের মত কাকে যেন তোলা হল।

আমরা খাঁড়ি দিয়ে অনেকটা হেঁটে উইমিয়ায় এসে নৌকায় চড়ি। একসঙ্গে বিস্তর মানুষ ও কাঠের বাক্স বোঝাই ছোট নৌকা। সবাই যাবার জন্য ব্যস্ত। নির্দেশ পেতেই নৌকা চললো সমুদ্রাভিমুখে। নৌকার বা মোটর বোটের ভার হাল্কা করার জন্য দুজনকে সাঁতরে ফেরৎ পাঠানো হল। কটি নির্দিষ্ট বাক্স জলে ফেলে দেওয়া হল। আমার বোমাটি পথে নিক্ষিপ্ত হল এবং আমাকে নৌকায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। লোকটা দেখতে যেন হুবহু আগেকার সময়ের আয়রণম্যান। আমাকে মস্ত ধাঁধায় ফেলে দিল। খুব তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট খাঁড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা। লাভার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। জলে আমাকে ঘিরে রেখেছে। হাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল। ঝুলন্ত আমি অর্ধেক জলের নিচে অর্ধেক ওপরে বড় অসহায় লাগে। ঢেউ মাঝে মধ্যে আমাকে এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে আছড়ে ফ্যালে। উঁচু থেকে শয়তানরা বলে এবার কেমন লাগছে। ওরা মাঝে মাঝে দড়ি ধরে ঝাঁকাচ্ছে। আমি সারা দিচ্ছি না। একবার মনে হয় দড়িটা পাহাড়ের ঘষা লেগে বোধহয় ছিঁড়ে গেল। কিন্তু না দীর্ঘকালের জল বয়ে যাওয়ার গহ্বরের ওপরের টিউব পাহাড়টি ধার গুলো বেশ পিছিল হয়ে আছে। না, কোনো আশা নেই। তৃতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা সামলে উঠতে পারলাম না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলুম। এবার দড়ি ধরে ঠেলে আমাকে জলের সামান্য ওপরের দিকে বন্দুক তাক করে ট্রিগার টিপলো। ৯ এম এম গুলি দড়িতে লাগলে দড়ি ছিঁড়ে জলে পড়ে গেলাম।

এতক্ষণে বুকভরা শ্বাস নিলাম।

সাঁতার কাটতে শুরু করলাম গতির বিপরীতে। যদি জলের ধাক্কায় একবার পেছনে সরে আসি ঐ হাওয়াই লোকটা এবার চূড়ান্ত গুলিটি সাফল্যের সঙ্গে ছুঁড়বে।

পাথরের গায়ে কালো গহ্বর জলে ভরা। তার ভেতরে সাঁতরে ঢুকি। জলের ভেতরে অন্ধকার সুরঙ্গ দিয়ে হঠযোগে অভ্যস্ত আমি প্রায় পাঁচ মিনিট শ্বাস বন্ধ করে সাঁতরে চললাম।

এবার শ্বাস না নিলেই চলছে না। সামনে বন্ধ পাথুরে দেওয়াল। আপ্রাণ শক্তি দিয়ে ঠেললাম। পাথর সরলো। কিন্তু সেই জলের ভেতরে সুরঙ্গের শেষ দেখতে পাচ্ছি না। বেরোবার পথ কোথায়? পাগলের মত হাতড়াচ্ছি। ঢেউ এসে তীব্র গতিতে আমাকে রকেটের মত সামনে ঠেলে দিল। অবশেষে জলের ওপর মাথা তুলতে পেরে বুক ভরে অক্সিজেন গ্রহণ করলাম। বিস্তীর্ণ পাথরের ওপর পথের রেখা। কানে আসছে মানুষের গুঞ্জন, কী আশ্চর্য! সেই হাওয়াই-এর লোকগুলো। ওরা আমাকে পালাতে দেখেছে, ওরা আমাকে এভাবে ছেড়ে দেবে কেন? জলের নিচ পাথুরে ফাটলের সুরঙ্গের কথা ওরা নিশ্চয়ই জানতো আর এদিক দিয়ে আমি বেরুতে পারি ওরা আন্দাজ

করে নিয়েছিল।

ছুটে পালানোর বদলে আমি ওদের কণ্ঠ অনুসরণ করে এগুলাম। আত্মগোপনের বহুবিধ উপায় আছে। শত্রুর সামনে লুকানোব চেয়ে পেছনে লুকিয়ে থাকা ঢের ভালো।

বহুদূর নিচে ফ্ল্যাসলাইট কাকে যেন খুঁজছে। আমি বেড়ালের মত এদিক ওদিক সরে যাচ্ছি। আমার কাছাকাছি চলে এসেছে। চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রগতিতে লম্বা ঝাঁপ দিয়ে দলপতির ঘাড়ে পড়লাম। কিছু না হোক বন্দুক ও ছোরা ছিনিয়ে নেব। দলপতির মুখ মুখোশহীন চশমার আড়ালে চোখদুটো নির্ভিক। এক লাথিতে দেহবক্ষীকে দূরে ছিটকে ফেলে তাকে ধরলাম। তৃতীয় ব্যাক্তিটি ইতিমধ্যে কেটে পড়েছে। প্রথম লাথির চোটে বন্দুক ছিটকে গেল ও হাত ভাঙল। দলপতি নিচু হয়ে পড়তে আরেক লাথি তলপেটের কিডনী লক্ষ্য করে। এবার পব হাতটি ধরে কাঁধের কাছে এক মোচড়ে হাত ভেঙে তন্তুসহ কনুই থেকে হাতটি বিচ্ছিন্ন করে দিই। হা হা করে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সে। মাটিতে পড়ে যায়। চোখ দুটো আতঙ্কে বড় বড়। এরপর সে আর কারো ক্ষতি করতে যাবে না।

কাটা হাতের অকেজো মুঠো থেকে টেনে নিই ছুরিটা। ওর বন্দুকটা আমার হাতে ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যায। এমন সময় দুজন হাওয়াই লোক এসে পড়ে। ভূপতিত দলনেতাকে আদেশ দিই, ওদের বলো—

যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে বলে, ওকে গুলি করো না।

কাস্টমের স্যুটে পরিহিত ওরা দুজন থামে। ওরা হল ভাড়াটে খুনে। ওরা আমাকে আক্রমণ করছে না তাব কারণ ওরা দলপতিকে হারাতে চায় না এবং সেই সঙ্গে তার পয়সাও।

দলপতিকে সামনে ধরে ওদের দিকে ঘুরে টানেলের পেছনদিকে ফিরে যাই।

বাইরে বেরিয়ে দেখি দুটো সাদা ভ্যান অপেক্ষমান। কটির বুক পকেট হাতড়ে চাবি পেলাম না।

পাহাড়ের ওপর থেকে গুণ্ডারা বন্দুক তাক কবে আছে। সুতবাং হাওয়াই দলপতিকে সামনে রেখেই দ্বিতীয় গাড়ির দিকে গেলাম। না এ গাড়িরও চাবি নেই। ক্রেদাক্ত রাস্তার ধারে তৃতীয় একটি নীল গাড়ি পার্ক কবা। স্থানটি মনোরম। প্রেমিক। প্রেমিকাদের গাড়ি পার্ক করাব পক্ষে দারুণ জায়গা। হলফ করে বলতে পারি গাড়িটা খানিক আগে এখানে পার্ক হয়েছে এবং সম্ভবতঃ আমাকে নিয়ে ফেরার জনাই। তবে এই গাড়ির আরোহীরা সি. আই. এ নয় বা শত্রুও নয়।

গাড়িটাই একমাত্র ভরসা। দলপতিকে ছেড়ে গাড়ির দিকে ছুটে যাই। পিছনে ছুঁড়তে থাকি অজস্র গুলি, যতদূর সম্ভব ততদূর। গুলির শব্দে গাড়ির পেছনের সিট থেকে দুই অর্ধনগ্ন প্রেমিক-প্রেমিকা আচমকা লাফিয়ে উঠে নিচে নামে, তারপর দে দৌড় পাহাড়ের দিকে।

গুলি ছুটে আসছে গাড়ির দিকে। গাড়িতে বসে চাবি ঘোরাতেই এক ছটাক কাদা উড়িয়ে উড়িয়ে টায়ার ঘুরতে শুরু করে। চতুর্দিকে এবড়ো খেবড়ো বন্ধুর পথ। গাড়ি ছুটছে পুরানো পথ ধরে।

থরথর করে কাঁপে গাড়ি। পঁচানব্বই কি.মি বেগে সশব্দে ছুটে চলে। চেষ্টা করেও এব চেয়ে বেশি স্পীড তোলা যাচ্ছে না। অসম্ভব শান্ত প্রকৃতির দৃশ্য। কোকি পার্ক-এ প্রবেশ করতেই গ্যাসের কাঁটা জানাল শূন্য। প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। কালালাউ ভ্যালির দিকে যাওয়া যেতে পাবে, বাঁ দিকে ধোয়াশার বুনো পাহাড়ের চূড়া, তারপর গহীন জঙ্গল। ডানদিকে পাহাড়ি উপত্যকায় আলাকাই হ্রদ। সেখানে কোনো ডিঙ্গি বা ভেলা পেলে ভেসে যাওয়া যাবে।

কিন্তু পাহাড়ে উঠবো কি। গ্যাস যে নিঃশেষিত! ঘন জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি ছুটছে জলাশয়ের দিকে। তেল শেষ। ৯০ কি. মি. বেশি গাড়ি আনা যাচ্ছে না। সামনে গভীর খাদ, পত্রশোভিত। দীর্ঘশ্বাস নিলাম। কে জানে হয়তো এটাই শেষ নিশ্বাস। লাফ দিল গাড়ি। পেছনের সিট আঁকড়ে শুযে আছি। ঝরঝর করে গড়িয়ে পডল। গায়ে গরম এঞ্জিনের ভাঙা যন্ত্রাংশ এসে পড়েছে। শুনতে পাচ্ছি গাড়ির তলায় অ্যাস্টিল ট্রান্সমিসন চেসিসের তলায় যন্ত্রপাতি ভাঙার শব্দ।

পেছনে ফেলে এসেছি অর্ধেক জঙ্গল। গাড়ি এসে পড়ল শীতল পুকুরের জলে। আমি ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে জলে লাফ দিয়েছি। লিলি ফুলের পাতা একটু নড়ে উঠল। এখানে গাড়ি ঢুকছে। জলে ভাসমান গাছগাছালি আমাকে খুব জোরে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বিগত দু ঘণ্টায় কোনো মানুষের মুখ

দেখিনি। সহসা ঘেউ ঘেউ ডাক। কুকুর তো নয় যেন নেকড়ের চিৎকার। কুকুরটা আমায় খুঁজছে। সম্ভবত গন্ধ পেয়েছে। আর লুকিয়ে থাকা নিরাপদ নয়। কুকুরটা ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে। তীরের কাছাকাছি আসতে থাকি। শীর্ণ কুকুরটি আরো জোরে ডাকতে থাকে কাহলাউইর ছাগলের মতো এই কুকুরগুলো ভারী বুনো ও বেপরোয়া।

তীরে পা দিতেই তেড়ে এল কুকুরটা। তত্ক্ষণাৎ ছুরি বার করে ছুঁড়ে দিলাম। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত অবস্থায় সে ছটফট করছে। আমার পায়ে উষ্ণ রক্ত। এসব জন্তুদের ডাক বিভিন্ন রকমের। তার অর্থও ভিন্নভিন্ন। ওরা বিপদের গন্ধ পায়। এখন ভয়েতে অদ্ভুত করুণ ডাক ছেড়েছে।

সামনে প্রশস্ত রাস্তা। সেখান দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে গাড়ি চলছে। প্রত্যেক গাড়িতে একজোড়া মানুষ। অর্ধেক নববিবাহিতা জাপানী দম্পতি। বাকি অর্ধেকে সতীর্থরা গান গাইতে গাইতে চলেছে। মূল গাড়িটা চমৎকার ভাবে সাজানো। রামধনু পোশাকের এক ব্যক্তি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুনেছি আইল্যান্ডের কোথায় আজ ওদের উৎসব কিসের জানি। শেষ গাড়িতে একজন মাত্র চালক। চেহারা আমার মতই। বুঝতে পারি ওরা সবাই নেপচুন ক্লাবের সদস্য। পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সিটের চালককে ফেলে আমি জায়গা নিলাম। ওর জামাকাপড়ে আমায় বেশ মানিয়ে গেল। তারপর এক লাথি মেরে লোকটাকে জঙ্গলে ফেলে দিলাম।

পেছনের ঝোপ থেকে তিনজন পুরুষ ও একটি কুকুর বেরিয়ে এল। তারা জঙ্গলে ফেলে দেওয়া উলঙ্গ লোকটাকে তারপর শেষ গাড়িতে আমাকে দেখে তাদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কুকুর ডাকতে থাকলো। একজন অস্ত্র তুলেছিলো অন্যজন বন্দুকের নল নিচে নামিয়ে দিল। এভাবে গুলি ছুঁড়লে মিছিলের অন্য লোকের গায়ে লাগার সম্ভাবনা আছে। কয়লার আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছিলো খুনীদের চোখ। তালপাতা ছাওয়া প্রাচীর বেষ্টিত জায়গায় আমরা প্রবেশ করলাম। মাঝখানে পামগাছগুলিতে বসানো বিশাল মূর্তি। একদল সদস্য আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে অথিতিরা সবাই সুসজ্জিত। প্রাথমিক দেখা সাক্ষাতে উদ্যোক্তরা যাতে আমাকে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য সজাগ থাকি। তারপর তো খুনীরা আসবেই। শীঘ্রই সমাবেশটি জমে গেল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে ল্যারি কোথায়?

কি, আমি বুঝতে চেষ্টা করি।

এখানে কি করতে এসেছো? প্রেম করতে?

মিথ্যে নয়।

অন্তত একটি আলিঙ্গনের বড়ই প্রয়োজন। কারণ সভার মধ্যে খুনীরা ঢুকে পড়েছে, আমাকে খুঁজছে, আমি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরি। দড়ি সমেত আমার দেহটাকে ওর শরীরের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করি। এবং এভাবেই মূল মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যাই। তখন বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ হাওয়াই মিউজিক। মেয়েটি তারস্বরে আপত্তি জানাচ্ছে। সে যখন চেঁচাতে যায় তাকে সজোরে চুম্বন করি। তথাপি সে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। সারা পথ মেয়েটার ডান কানের পাশে মোটা আঙুল ছুঁইয়ে হাঁটছি। মুখে তোষামোদ। মেয়েটিকে যথা সম্ভব উত্তেজিত করার চেষ্টা করি। এক সময় তার আর দরকার হয় না। তার জিভ আমার জিভে-ঠোঁটে চেপে ধরে। স্তনদ্বয় উষ্ণ হয়ে ওঠে। সুতীর সারং পোষাকের নিচে কামনায় থরোথরো কাঁপতে থাকে। কণ্ঠস্বর হয় রোমান্টিক ও মোলায়েম। দুর্দান্ত ছন্দে মিশে যায় দুটি শরীর। ভীড়ের মধ্যে মিশে আমরা নাচতে থাকি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে চোখ তুলে তাকাতে ফিস ফিসিয়ে বলি, তোমার সাহায্য চাই। এই ঘর ঘরে, ভীড়ে মিশে খুনীরা আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে কি করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারি?

জলে স্কি করার জন্য আমাদের একটা পাওয়ার বোট অর্থাৎ লঞ্চ আছে, আর প্রাকৃতিক শোভা দেখার জন্য আছে হাইড্রো প্লেন।

লক্ষ্মী মেয়ে। কোথায় আছে সেই প্লেন?

সমুদ্র পারে।

ঠিক আছে। আমাকে স্পিডবোটের চাবি দাও যাতে প্লেনটাকে পেতে পারি। এই দ্যাখো ঐ তিনজন লোক থেকে সাবধান।

বেশ। ওদের থেকে দূরেই থাকবো। আমার এক পরিকল্পনা আছে শোনো। পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে জানিয়ে ও চলে গেল চাবি আনতে। মনে পড়ল মেয়েটার নাম কি? এখনো জানি না। সবুজ চোখের ঈশ্বরী ফিরে এল চাবি নিয়ে। জনসমাগণ থেকে খুব কৌশলে বেরিয়ে এলাম আমরা। মেয়েটা চলে গেছে চাবি দিয়ে। উন্মুক্ত বালির ওপর পা ফেলে হেঁটে যাই ডকে। স্পীড বোটের কাছে আরো দুটো জলযান। লঞ্চটি বাঁধন মুক্ত করতেই খুনীদের চোখে পড়ে গেল।

দারুণ দুর্লভএক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মেয়েটির। যার কথা সব লোকেই শোনে, মানে। নেপচুন ক্লাবের এই অঞ্চলের হয়তো ওই দলনেত্রী।

একজোড়া জাপানী দলপতি জুতো ফেলে মজার দৃশ্যে যোগ দিল।

ততক্ষণে আমি লঞ্চ চালু করেছি। এর মধ্যে তৃতীয় খুনেটা তার কুকুর সহ ছুটে এল। গুলি চালাচ্ছে ব্যাটা। সমুদ্রতট ছাড়লো লঞ্চ। কুকুরটা লাফ দিল। ঘুরন্ত প্রপেলারে এসে পড়ল তার লেজ ও থাবা একবার জেগে উঠল। আর দেখা গেল না। তখনও এক নাগাড়ে গুলি ছুঁড়ছে খুনীটা।

পেছনে তাকাই। সেই সবুজ নয়না বালিকা। হাত নাড়ছে। বিদায়। তার উষ্ণ কোমল স্তনদ্বয় দুলেছে। সঠিক জায়গায় প্লেন খুঁজে পাই। নেপচুন ক্লাবের ওপর এক চক্কর ঘুরে ফিরে যাই। ইচ্ছা আছে আবার একদিন এখানে ঠিক ফিরে আসবো সবুজ নয়নার গাঢ় নয়ন গভীরে ডুব দেবো।

প্লেন উড়ছে ধীরে। রাস্তা সোজা। সহ পাইলটের আসনে দোমড়ানো দ্বিপ্রাহরিক কাগজ তুলে নিই। একজন পাইলট খুন হয়েছে। প্রতিযোগিতার খবর—গতরাতের ঝড়ঝঞ্ঝার ফলে নৌ-প্রতিযোগিতা বাতিল হয়েছে। প্লেন উড়ছে ধীরে।

যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও দ্রুততায় ওয়াহুতে ফিরে এলাম। মাকাহাতে নৌকা প্রতিযোগিতা বানচাল করা হয়েছে। ব্যাঙ্কোয়েট হলে সেজন্য মিটিং ডাকা হয়েছে।

মস্ত হলঘর। ফাঁকা। ক'ডজন ভাঁজ করা চেয়ার পড়ে আছে। ভাবলাম জায়গাটা লুকিয়ে থাকার পক্ষে দারুণ, কিন্তু স্তূপীকৃত চেয়ারের ওধার থেকে একজন মাথা তুলে আমায় দেখে কাছে এসে আলাপ জমালো।

হেই গিলিয়াম। আমি হলাম জনি অ্যাঞ্জেল। কলোম্বোর মত চেঁচিয়ে উঠল সে। যেন ব্রুকলিন বক্তৃতা ঝাড়ছে।

শুনলাম তুমি প্রায় খালি হাতে লড়ে গেছো। কোন হাওয়াই ছুঁতে পারেনি। ববি কাহানে পালিয়ে গেছে। তার কোন পাত্তাও নেই। কি নোংরা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি।

হুম, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি।

কি করে। তোমার ভুলের শুরু নৌকায় নৌকায় ছুড়িগুলো ছেড়ে দেওয়া থেকে।

কোন ছুঁড়িগুলো? কোন নৌকা?

ওঃ গিলিয়াম...গিলিয়াম...তুমি তো ঘাঘু লোক। তুমি ঐ নৌকা ছাড়তে পারলে কি করে।

এখনো নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখলে না। বিশ্বাস করো ওরা তোমায় ফলো করছে।

তারপর ফিসফিস করে গোপনীয় কথা বলার মত করে বললো, শোনো তোমার গলার ফাঁস আমরা মুক্ত করতে চাইছি।

আমি বললাম, আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই।

গিলিয়াম খোকা। সত্যি তুমি এক চরিত্র বটে। সাংবাদিকদের স্বপ্ন। সাধারণ নাগরিকের বিস্ময়। আমরা একদিকে একসঙ্গে কাজ করছি। যাক সে কথা, শোনো অস্ট্রেলিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া আর সাউথ আফ্রিকা থেকে আমরা দল আনিয়েছি। হোটেল ভাড়া দিচ্ছি। লুয়ায়ু-র পুরো নক্সা তৈরী। এখন জেতার জন্য শুধু তোমার মত কিছু নামের দরকার।

কি করে বুঝলে তেজী তরুণদের চেয়ে এক বুড়োর নাম জয়যুক্ত হবে।

বারোজনকে আমরা বেছে খুব গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। আমরা লড়াইয়ের জন্য তৈরী।

সে তোমার খেলা।

খেলা নয় কাজ। এখন এখান থেকে পালাও। কাল হনুলুলু এয়ারপোর্টে ৪১ নম্বর গেট-এ সকলে দশটায় এসো।

এসে কি দেখবো? আমার প্রশ্ন।

দশটা বিরাট পুরস্কারের অর্থমূল্য। আরো বেশি পেতে পারি, সঙ্গে তুমি থাকলে। ব্যাপারটা তখনই ঠিক করবো যদি তুমি আইল্যাখে ছেড়ে আসো। নইলে ঐ পিশাচরা তোমাকে ফের ঠেলে দেবে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি এসবের মধ্যে।

ঠিক আছে পুলিশ ছাড়াই তোমাকে ওখানে দেখতে চাই।

ছাড়ো তো। আমি কারো চর নই, তাহলে আসছো তো?

যদি তুমি খাঁটি লোক হও তাহলে তোমার গাড়িটা একবার দাও। আমি অনুরোধ করি।

অ্যাঞ্জেল জবাব দেয়, সামনেই পাবে বাইক। এই নাও চাবি।

সি ইউ, ভদ্রতাবশতঃ বলি। বেরিয়ে আসি। আমার আগামী কর্মসূচী বাতিল করে দিই, তাড়াতাড়ি স্থান পরিত্যাগ না করলে আজীবন ওদের দাসত্ব করতে হবে। যা প্রচলিত সপ্রযাংশ ধারণার সঙ্গে আমার হিসেব মিলবে না। সর্বদা খ্যাতি বজায় রাখা বড় কঠিন। তাছাড়া আমার দুই ভূমিকা। কার্টার ও গিলিয়াম এবং আমাব জন্য একজনই চিন্তা করে—সে বি. বি. ফিল্ডার। অ্যাঞ্জেলের চেয়ে ঢের বেশি মূল্য দিয়ে সে আমায় কিনে রেখেছে। যে পচা ডিমের গন্ধ তার ঘরে বসে বিশ্লেষণ করেছি, তারই মোকাবিলা করতে হয়েছে মাসরুম পরিদর্শন কালে। ঘটনাটা হয়তো কাকতালীয়! তবু আমার সন্দেহ হয়। ফিল্ডার গ্যাস জঙ্গলে। ফিল্ডার আমার বন্ধু। তবু সে. .না। মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নজরদারী যন্ত্রের সামনে দিয়ে দরজায় পা রাখি।

সামনে এসে পড়ে এক ফাঁকা বাক্স। বি.ডি.র গলা পাই—তোমার অস্ত্রগুলো এতে রাখো। আমার মনে হয় তোমার কিছু প্রশ্ন আছে।

ঠিক বলেছো বি. ডি.। বলে আমার বন্দুক ছুরি বাক্সে ফেলি। বাক্স বন্ধ হয়, সেই সঙ্গে সম্মুখের ধাতব দরজা সামান্য ফাঁক হয়। পেছনে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত যন্ত্র দৃশ্যমান। বি. ডি. ফের বলে, ঢোকার আগে হাতল চেপে ধরবে, নইলে জীবন হানির আশংকা আছে।

নির্দেশ পালন করে কবিডোরে পা রাখি। নিচেব কবিডোর বরাবর বিদঘুটে সব রাসায়নিক পরীক্ষাগার। যেমন সিনেমার ভয়ঙ্কর দৃশ্য থাকে আর কি।

পাগলা বৈজ্ঞানিকের কাছে পৌঁছতে দেখি চাকাওলা আর্ম চেয়ারে বসে আছে বি. ডি.। হাতে পাইপ. সুবেশ পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোকের ছবি।

তোমাকে বসতে বলেছি নিক। অবশ্য ঐভাবে তোমার দাঁড়ানো ভঙ্গি সুন্দর। তবে আমি তোমার পুরো চেহারাটা দেখতে চাই—গ্যাস বোমা সহ।

ওঃ বিস্ময়ের কারণ এটাই।

খেলছো কেন বি ডি.।

একটু আগে তুমি সঙ্গে কি খেলা খেললে নিক? আমাকে বিশ্বাস হলো না, তোমরা তাই না?

না খোলাখুলি বলছি—তোমরা নিরেট কঠোর, তাই আমাকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিয়েছ।

হ্যাঁ, প্রিয়বন্ধু আমরা সর্বদাই কঠোর। কিন্তু আমি নিজেব কাজের কৈফিয়ৎ তোমাকে কিংবা ম্যাক কিংবা অন্য কাউকে দেবো না। আমি তো উদ্যোক্তাদের কেউ নই।

বিশেষতঃ সবই যখন বহুরঙা লাগছে।

না না। এই দ্যাখো তুমি কত আবেগ প্রবণ। কোনো বিচ্ছিন্নতার জন্য কি?

মানুষ যতক্ষণ বিপন্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে ততক্ষণ আমি বিচ্ছিন্ন নই।

কিন্তু আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারি। এখানে এই চেয়ারে বসে কে ঠিক আর কে বেঠিক পরোয়া না করেই তোমার উদ্দাম গোলাগুলির খবর শুনে যাই।

কোনো বিবেকের দংশন নেই।

না আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নই। এ এক আকর্ষণীয় খেলা। অনেক খেলোয়াড় খেলছে। প্রথমে ভালো খেলছিল শেষে মস্ত ভুল করে বসলো।

ভুল?

হ্যাঁ, ওরা টের পেয়ে গেছে, তুমি সবসময় গিলিয়াম ছিলে না।

—তুমি একমাত্র তা জানো।

নিক আমি তার কারণ ব্যাখ্যা করতে চাই না। গিলিয়ামের অনেক পুরোনো খ্যাতি ছিল। যা তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রচার করে দিচ্ছিল। জানি বি ডি এবার ক্যাথির প্রসঙ্গে আসবে। সম্ভবতঃ সেটাই আমার ভয়ের কারণ। আমি জানাই।

প্রথমে মেয়েটি ছিল বরফ-ঠাণ্ডা এবং ভীষণ নিরুৎসাহী।

—না। ওটা মূল কারণ নয়। তুমি যা ভাল বুঝেছো করেছো।

—তাহলে কার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছো?

—বাস্তবিক এক জনের উপর নয়। যা ঘটেছে আমি তার বিশদ ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

—ব্যাখ্যায় যা অবশ্যই নেই তাহলে তোমার তৈরী বিষাক্ত গ্যাস যা অন্যান্য মানুষদের ওপর ব্যবহার করা হয়েছে, ধোঁকা দিয়ে।

মন্দ বলনি কার্টার। প্রথমেই আমি জিমি চান-এর মার্সরুম এক্সপেরিমেন্টে সহযোগিতা করেছিলাম। ছেলেটি প্রচণ্ড মেধাবী। রাজনৈতিক ব্যাপারে বিভ্রান্ত। অবশ্য আমার লক্ষ্য ছিল অন্যত্র। আমি ওই ভুই ফোঁড় গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাসেব চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছিলাম। চেয়েছিলাম এর বিকল্প জীবাণু যেন না থাকে। কিন্তু ওরা ভীষণ চালাক। শত চেষ্টা করেও এর সমকক্ষ মাবণ গ্যাস তৈরী করতে পারবে না।

ওটা কত শক্তিশালী?

ওহ্ দারুণ নৃশংস। ঐ সামান্য জীবাণু দিয়েই ঐ ছেলেই সান ফ্রানসিস-কো এবং সান দিয়োগো থেকে এল এ.-দের মুছে দিতে পারে।

জিমির কাছে কি জীবাণু আছে?

ওর সঙ্গে ওর বন্ধুর বিচ্ছেদ হবার আগে তো ছিল। এখানেই ধাঁধার প্রশ্ন। জিমি আত্মগোপন করে আছে। তাব কাছে যাওয়াও বিপজ্জনক। তুমি দুঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে এসে ভালোই করেছো।

সে ছিল নৌকা বিহারের আগে গা-গরম করা।

এর বেশি আর বলতে চাই না। তোমাকে বহু কিছু জানিয়েছি। হিন্টস দিয়েছি। কারণ নিক আমি তোমায় পছন্দ করি। তুমি এতো ক্ষিপ্র এবং দুর্ধর্ষ যে তোমায় যদি আর কিছু জানাই তুমি ব্যাপারটা গুবলেট করে দেবে, আমার খেলা ভেঙে যাবে।

কিভাবে ঐ জীবাণু থেকে প্রথম গ্যাস নির্গত হয়?

বাজি রেখে বলছি ওগুলো তুমিই প্রথম দেখেছো। আমার মনে হয় না জিমি ঐ আবর্জনা নিয়ে কিছু করতে পারবে। এ খেলার কর্মসূচী আমার জানা। ফলাফলও এখন তোমার দায়িত্বে। তুমি দেখো আমি নির্দোষ এবং তোমাকে প্রতারণা করছি না।

সমস্ত কমপ্লেক্সটা আমরা ঘুরে ফিরে দেখলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বি. ডি 'রিপোর্ট কন্ট্রোল নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। যদিও আমাকে একা ছাড়েনি। অতটা বিশ্বাস করে না। এছাড়াও সে আমাকে কিছু কাজের সূত্র দিয়ে দিল। যা আমার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

দবজার বাইরে পা দিয়ে ফিরে পেলাম আমাব অস্ত্র দুটি। এখন আমাব চলে যাওয়ার ছবি—ক্লোজ সার্কিট টি. ভি. তে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে বি. ডি.।

ওর যুক্তি অনুযায়ী ক্যাথি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে। এখনই আমার ক্যাথিকে দরকার। তাকে খুঁজে পাওয়ার অসুবিধা নেই। লোকমুখে অ্যাঞ্জেল শুনেছে, সে আছে হনুলুলুর এক হোটেলে। পালাবাব আগে ক্যাথিকে ধরা চাই। বাইকে চড়ে সঠিক হোটেলে খুঁজে নিতে সময় লাগল না। সদ্য নির্মিত অপ্রশস্ত হোটেল। ভেতর যকৃত অর্থাৎ কিডনি আকারের সুইমিং পুলের ধারে বরাবব রঙীন ছাতার সারি। তার ছায়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়াই, তাতে আত্মগোপন এবং ক্ষণিক বিশ্রাম দুই-ই হয়। বাতাসে জলের ক্লোরিণের গন্ধ। দুই মাঝ বয়সী কোঁকড়া চুলের মহিলা জলে ড্রাইভ দিলেন। আচ্ছা যদি চোখের সামনে ঐ মহিলাদের চুলের রঙ সবুজ হয়ে যেতো হঠাৎ। যদি বদলে যেত। আমি এরকম ভাবি।

ক্যাথিকে দেখতে পেয়ে সজাগ হয়ে উঠি। সুইমিং পুল ছেড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলা উঠছে।

তার পেছনে পেছনে এবং খুবই সন্তর্পণে বিড়ালের পায়ের মতো নিঃশব্দ চরণে আমি অল্প দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে যাই। ওপরের চাতালে পা রাখতেই ক্যাথি অদৃশ্য। তাইতো! মেয়েটা

যে কর্পূরের মত উবে গেল। কিন্তু যাবে কোথায় নিশ্চয়ই সিঁড়ির শেষ ধাপের পাশেই তার ঘর, নচেৎ দীর্ঘ বারান্দায় তাকে দেখতে পেতাম।

আশেপাশের ব্যালকনির পিছনে সুইমিং পুলের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিই। সহসা দেখি পার্শ্ববর্তী সামনের ঘর থেকে। টুক করে বেরিয়েই ব্যালকনি ধরে হাঁটতে থাকলাম।

পর্দা যতোটুকু ফাঁক হয়েছে তার মধ্যে ক্যাথিকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। ওপর তলার ২১ নম্বর রুমে ঢুকে গেল সে। বন্ধ দরজার কাছে আসি। খুব আস্তে কান পাতি। ভেতরে কি ক্যাথি একা আছে?

দুম। আচমকা পয়েন্ট ২২-এর গুলির আওয়াজ। সেই আওয়াজে দ্রুত ভেতরে ঢুকেই বুঝি ক্যাথি আমাকে বোকা বানিয়েছে। রাগের চোটে এর এক ধাক্কায় বন্দুকটা ওর হাত থেকে ফেলে দিই সেটা কার্পেটে ছিটকে পড়ে। এবং বন্দুকটা তুলতে তুলতে আমি ক্যাথির দিকে দৃষ্টি রাখি।

এটাই বিষম ভুল।

আর তখনই পেছন থেকে আয়রণ ম্যানের কণ্ঠস্বর। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে হিম প্রবাহ বয়ে যায়।

আয়রন ম্যানের হাতে ম্যাগনাম ৪৪—বন্দুকে ফেলে দুহাত উপরে তোলো নিক।

আমি ধীরে হাত তুলি। ক্যাথি কেড়ে নেয় আমার ছুরি আর বন্দুক। সেগুলি ব্যালকনি দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হলো।

—তোমাকে আমরা বিগ আইল্যান্ডে ঐ বীজ সংগ্রহ করতে দেখেছি। ওখানে অতিরিক্ত চালান বন্ধ করতে চেয়েছিলে তুমি। সম্প্রতি শুনেছি তোমার হাতে আদৌ কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই।

আমি বলি—তোমরা যদি হাওয়াই মুক্তিকামি মানুষের সহযোদ্ধা হও। তাহলে কেন জানতে পারলে না, সঠিক কোথায় আছে সেই জীবাণু বাহিত গ্যাস?

—তামার মুখে বাস্তু সমস্যার ধুয়ো তুলে আমাকে উদ্দীপ্ত করতে দেখে অবাক হচ্ছি। ম্যাক যতই নিতিকথা শোনাক, আমি অন্য শক্তিধরদের সঙ্গেই আছি।

তারা কারা? রাশিয়া না চায়না? আমার প্রশ্ন।

—সেটা তোমার জানার নয়। নিক খুব শীঘ্র মারা যাবে তুমি।

খতম করার আগে কেড়ে নাও ওর বোমাটি। কি যেন নামটা—হ্যাঁ পেরী।

ওটা আছে ট্রাউজারে। পেছনের থেকে গিয়ে বের করে নাও। আমি সামনে লক্ষ্য রাখছি। তুমি হাত তোলো।

ক্যাথির হাত আবার প্যান্টের ভেতরে। তার লম্বা স্পর্শকিতার আঙুলগুলো ইতস্তত করে। সময়টা উত্তেজনার। আয়রণ ওর পেছনে বন্দুক উঁচিয়ে যাতে তার রেঞ্জ থেকে কেউ বাইরে না যায়। বোমাটি শক্ত হয়ে বসে আছে। প্যান্ট খুলে সন্তর্পণে বার করে আনতে হবে।

আয়রণ ম্যান চেঁচায়, নিচে ওর অণ্ডকোষের কাছে দ্যাখো—তাড়াতাড়ি—উত্তেজনা বাড়ে। আয়রণের মুখ থেকে জোরে ক্যাথির স্তন আমার নিতম্বে ঘষা যায়। একটি মধুর রাত মনে এসেই মিলিয়ে যায়। সহসা ক্যাথি অস্ফুট শব্দে ডান হাতটি মুক্ত করে আনে। তার হ্যাঁচকায় বোমাটি আমার দু পায়ের নিচে ঝুলতে থাকে।

গোড়ালির কাছে পড়ে। ভয়ে ক্যাথি সরে আসে। কেঁদে উঠে আয়রণের পায়ে পড়ে বলে, প্লিজ এখন ওকে যেতে দাও। আমাকে বেরুতে দাও।

সাপের মত হিংস্র চোখে আয়রণ ম্যান তাঁর দাঁত খিঁচোয়। ক্যাথিকে মাটিতে ফেলে গলার হারটা ধরে রাখে। দুপা দিয়ে বোমাটি ধরে আমি কয়েক পা পিছিয়ে ব্যালকনির দিকে আসি। আয়রণ জানে আমি কি করছি। বলে, নিক্ আবার আমি হেরে গেলাম। কেউ কখনো তো জানবে না। এঘরে আমরা সবাই মরতে চলেছি। যাওয়ার সময় এনথিকে খতম করে যাওয়াটা মন্দ নয়।

না, ক্যাথি দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে। সে প্রথমে পর্দা তারপর কাঁচের দরজার লাফিয়ে পড়ে। কাচ ভেঙে যায়। আয়রণ গুলি ছোঁড়ে। প্রচণ্ড রাগে তার গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। আমি এগিয়ে ধূমায়িত বোমাটি এক লাথিতে ঘরের মধ্যে ফেলে পালাই। আর কিছুক্ষণের মধ্যে বোমা ফেটে মারা যাবে আয়রণ ম্যান। আমি অলিম্পিক দৌড়ে পুল পেরোই। সাপের মত হিংস্র চোখে আয়রণ ম্যান।

পিছু ফিরে দেখি, ব্যালকনির ধারে পর্দা জড়িয়ে ঝুলছে ক্যাথি। পর্দা ভারী হয়ে উঠেছে তার সরু নিতম্ব ও ভাঙ্গা কাচের টুকরোয়। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ৪৪-এর বুলেট ভেদ করে গেছে তার কাঁধ। ব্যান্ডেজের মত পর্দা তার কাঁধ জড়িয়েছে। যেখানে খেলা করতো আমার আঙ্গুল, একটা সুন্দর শরীর এখন কী রক্তাক্ত। ইচ্ছে হল ফিরি, ওকে বাঁচাই। হরেক কথা মনে পড়ল, একজন নারীই তোমার জীবনে অন্তিমলগ্ন ডেকে আনতে পারে।

ফিরে যাচ্ছি। পথে কুড়িয়ে নিলাম ব্যালকনি থেকে ফেলে দেওয়া আমার বন্দুক ও ছুরি। বাইকে চড়ে সোজা সেফ হাউস-এ আসি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ক্যাথি কি করে জড়িয়ে পড়েছিল? না আর আশ্চর্য হই না। ফিল্ডারের যুক্তি শেষ পর্যন্ত আমাকে সহযোগিতাই করলো বলতে হবে।

ক্যাথি হয়তো বাঁচবে। কিন্তু আগের মত কি? সেফ হাউসে ফিরে এলাম।

ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবসন্ন। তালায় চাবি ঢুকিয়ে খুলতে গিয়ে থামলাম। পাতলা কাঠের আড়ালে দু'ধারে চীনা ভাষার সংলাপ কানে এল। ওরা কি বলাবলি করছে? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। নায়কের মত ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় নয় এটা বরং জানা দরকার ওরা কজন আছে। ওরা বোধহয় ঘাপটি মেরে আমার প্রতীক্ষা করছে। কিংবা ওরা হয়তো খুঁজছে সেই রূপালী পাত্রটা। যার থেকে সামান্য অংশ বের করতে পারলেই পরবর্তী নির্দেশের জন্য ফিরে যাবে ওরা। কে ঐ নির্দেশ পাঠাচ্ছে—তাকে আমরা চাই। বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হলাম। এখান থেকে গোটা লানাই দেখা যায়। পর্দার ওপাশে এক তীব্র ফ্লাসলাইট পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা পুরোনো চেভি গাড়ি পেয়ে যেতে তাতে উঠে বসলাম। এমন আত্মগোপনের জায়গা বুঝি আর হয় না, কি আরাম। ঘুম পাচ্ছে। ওদিকে ফ্ল্যাসলাইটের ঘোরাফেরা, ওরা বোধহয় ফিরে আসছে। ঘরের বড় আলোটা জ্বলে উঠল। নিভে গেল। ওরা বেরিয়ে আসছে। আগেই ভেবেছিলাম ওরা বোধহয় জন-তিনেক হবে। ওরা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত হলাম। দরজা খুলে বেরুতে এক ঝলক আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল লানাই-এর অন্ধকারে। সেই আলোর পিছনে গাঢ় অন্ধকার ঢেকে দিল তিন মূর্তি। এবং হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ওরা। স্টার্টারের তারে তার ছোঁয়াতেই জীবন্ত হলো পুরানো চেভি গাড়িটা। আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো। খুব অসতর্ক চালকের মনযোগ কেড়ে নেয় এ এমন গাড়ি।

এ তিনজন লবি ছেড়ে আসার আগেই আমি এলাহুউ বাগিচার মধ্যের প্রশস্ত পথে গাড়ি ছোটালাম।

এখান থেকে লবির দরজা দেখতে পাচ্ছি। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওদের ভোক্সওয়াগনও দেখতে পাচ্ছি। যা আশঙ্কা করছিলাম, ঠিক তাই। ভোক্স-ওয়াগন আমায় ধাওয়া করছে। ব্লক পেরিয়ে প্রথম মোড়ে ওরা কোন দিকে যাচ্ছে খেয়াল করিনি। যদি হনুলুলুর দিকে যায় তাহলে আমি যে পথে যাচ্ছি তার সমান্তরালে এসে পড়বে। অপর পক্ষে ওরা যদি পূর্ব দিকে যায় তাহলে আমার ব্লক ঘুরে যেতে কিছু সময় লাগবে। নাহ, তারিফ করার মতই গাড়ি বটে চেভি। শহরের বাইরে খোলা পথ। হু হু বাতাস। ওদের আগে যথেষ্ট ব্যবধানে আমার গাড়ি। গাড়িতে গোয়েন্দা গিরির পক্ষে এই নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখাই হল আসল কাজ। ওরা তিনজন। রোগা যুবকটি চালকের আসনে মাঝবয়সী প্রায় টেকো মাথা পিছনের সিটে এবং ধূসর স্যুটের বৃদ্ধ ভদ্রলোক সামনের যাত্রী আসনে বসে। ব্লক পেছনের দিকে ফেলে ডান দিকের রাস্তা ধরলো ভোক্সওয়াগন। এল উট-এর পথে গাড়ি ছোটাতে ছোটাতে দেখতে পাই কিরকম দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে ওদের গাড়ি। তিন তিনেট ব্লক পেছনে ফেলে দেখলাম ওরা ৪৫ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে সামনের রাস্তা ক্রশ করে হুস করে বেরিয়ে গেল। আমি খুব শীঘ্রই ক্যানেলের সামনে এসে পড়বো। যার আকার অনেকটা বোতলের গলার মত ক্রমশঃ সরু হয়ে যাওয়া। এবং তখন আমি যে কোনো গাড়ির পেছনে গাড়ি থামাবো। আমি বাঁদিকে মোড় নিতে ওরাও গাড়ির গতি দ্রুততর করলো।

কোনাকুনি গাড়ি চালাতে চালাতে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমায় বলে দিল, ওরা আমাকে লক্ষ্য রাখছে।

পায়রার মত আমার ব্রিজে উঠছে। উত্তেজনায় স্নায়ু টানটান।

না। যে ছ জোড়া দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ তারা ওরা নয়। এরা দুজন লোক এবং একটি স্থানীয়

গাড়ির হেডলাইট। ব্রীজের ঢালু বেয়ে নামছে গাড়ি। ব্রীজের জোরালো ট্রাফিক সিগন্যাল। লাল আলোর সামনে ভক্সওয়াগন ও আমার গাড়ির সাথে চারটে গাড়ি থামলো।

ঢালু পথে গাড়ি গর্জাচ্ছে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়। জ্যামে সমস্ত প্রায় নিশ্চল। এমনকি পেছনের। ভোক্সওয়াগনের হর্ণ আমার সতীর্থদের গুঞ্জন কানে ভেসে আসছে।

তখনই এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটল। দুটো লোক আমার হর্ণের তাড়নায় আমাকে একটু সাইড দিচ্ছিল। সেই সুযোগে এক গাড়ি টপকে তাই ওরা আমাকে ধরেছে।

ঘাড় নিচু করে আমি খুবই নম্র হওয়ার চেষ্টা করছিলুম। বস্তুত কোনো ঝামেলার এখন আর নিজেকে জড়াতে চাই না। একজন তো গাড়ি থেকে নেবে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তার অভিযোগ আমি তার গাড়ি চুরি করেছি।

আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম। কাঁচের ওধারে সে তখনও হম্বিতম্বি করে যাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে। পেছনে পেট্রল গাড়ির বরফ নীল ঘুরন্ত আলো জ্বলে উঠল। ওরেব্বাবা। এল পুলিশের গাড়ি। ঐ গাড়ি থেকে ড্রাইভার নেবে এসেছে। এই লোক থুরি পুলিশটি, ড্রাইভারকে পুলিশের গাড়িটা এগিয়ে আনতে নির্দেশ দিল। অর্থাৎ আমার গাড়ির কাছে। সময় বড় কম এর মধ্যে যা করার করতে হবে। সামনের সরু গলি। রাস্তার ওপাশে বাচ্চাদের খেলা-ধূলার সামান্য একটু জায়গা ফাঁকা। প্রথমে সামনে তারপর পিছনে গাড়িটাকে নিপুণ হাতে পরিচালনা করলাম ফলে ভোক্সওয়াগনের সামনের গাড়িগুলি একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। মাত্র দু চাকায় ভর দিয়ে বাঁদিকে ঘেঁষে এক অসম্ভব তীব্রও উর্দ্ধগতিতে গাড়ি ছুটলো আমার—যেন পক্ষীরাজ। ব্রীজে উঠল গাড়ি। পিছনে পুলিশের চার চাকার গর্জন এবং সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ। তারা আমাকে ক্রশ করে সামনে আসতে চায় এবং আন্দাজ করি তারা সোজা কালাকাউয়ার দিকে যাবে। একটু পরেই দৃষ্টি গোচর হয়, আমার ধাক্কা খাওয়া পুলিশের গাড়ি কাপিওলানির দিকে যাচ্ছে। এ ঘটনায় এখনো আমার চামড়া তির তির করে কাঁপছে উত্তেজনায়, যে কাঁপুনি উদ্দাম চেভির ভাই ব্রেশনের চেয়ে কিছু কম নয়। গাড়িটা সত্যি খুব মজবুত এঞ্জিন যেন উত্তপ্ত বার্নার। অনুভব করি ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে। তৎসত্ত্বেও পুলিশ দুটির কথা চিন্তা হয়। ওরা এখন অদৃশ্য হলেও নিজেদের কাজে গাফিলতি কবার লোক ওরা নয়। বাস্তবিক আমি ওদের মোটেই আন্ডার এস্টিমেট করি না। যথা সম্ভব শীঘ্র ওদের কাছ থেকে আমাকে বহু দূর চলে যেতে হবে।

ক্যালেন পেরিয়ে আমাকে কোথাও আত্মগোপন করতে হবে। চায়নাটাউনের কাছের রাস্তাগুলিই এখন আমার পক্ষে নির্ভর যোগ্য স্থান।

কিছুদূরে শুরু হয় নেভী কলোনী। আর হাওয়াই পুলিশের চেয়ে নেভীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ঢের ভালো। ম্যাক মিলিটারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু ব্যবস্থা নিতে পারবে হাওয়াইবাসীদের সে যথা সম্ভব বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারে কিন্তু তাতে আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবে।

পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে সামনের দিকে। তীব্র তার গতি। পাশ কাটাবার জায়গা বড় কম। হতে পারে ভেবেই ১৯৫৯-এর চেভি গাড়িকে ঘণ্টায় ১১০ মাইল বেগে ঠিক ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরালাম। অর্থাৎ ঠিক ইংরাজী "S" এর মতো টান নিয়ে ঘোরালাম। আমার সামনের গাড়িটির সামনের জানালায় ঘা খেয়ে অন্য ধার থেকে আসা আরেকটা গাড়ি মোড় নেবার মুহূর্তে সজোরে ব্রেক কষে আচমকা থেমে পড়লো। এবং থামতে থামতে স্লিপ কেটে আমার গাড়ির সামনে থেকে সরে গিয়ে কাছের অগ্নি নিবারণী জলটাওয়ারের দেওয়ালে সশব্দে ধাক্কা খেল। হুড়মুড় করে কয়েকটি ইঁট খসে পড়লো। এবং ভাঙ্গা টাওয়ার থেকে জল স্রোতের মত বইতে থাকলো এই সুযোগে আমি শেষ মোড়টা ঘুরে গাড়ি ছোটালাম। আমার গাড়ির সামনের ডান চাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ফুটপাতের কানায় ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়িটা। ডানদিকে ঘোরার উপায় নেই। সামনের রাস্তার ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যাত্রীদের জানালা দিয়ে চোখ দেখা যায় রাত এখনও যথেষ্ট নীল এবং মায়াবী। আরো দুটি পার্ক করা গাড়ি ঢুঁ মেরে মাথার একদিকের চাল খুইয়ে ছুটে চলেছে আমার পক্ষীরাজ। অবশেষে যখন গাড়ি পড়ল রাস্তার মাঝখানে, অবশ্যই এটা চড়াই, তখন গাড়ির ইঞ্জিনে যে আগুন লেগেছে। ডেসবোর্ডের নিচে মেঝেতে আমি বুঝি পিষে যাচ্ছি।

আবার সাইরেন! সর্বনাশ! কান খাড়া করে শুনি গোঁ গোঁ শব্দ। পুলিশের গাড়ি প্রথমে মোড় ঘুরলো। উঠে সিটে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। দূর থেকে বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখা যায়। সেটা ঘণ্টায় প্রায় ৮০ মাইল বেগে জল টাওয়ারে ধাক্কা মেরেছে আমি মোড় ঘোরার কোনো উপায় পাইনি। এক মুহূর্তের জন্যেও জলের ধারা আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল এবং আমার জীবন হানির আশঙ্কা তাতে ছিল।

পেছন ফিরে দেখি কোনের বাড়িগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পুলিশের গাড়িটা নিচের কপিওলানি থেকে ভেসে আসছে আরেক সাইরেন।

পায়ের কাছে দুটি বিচ্ছিন্ন তারকে আমি পুনঃ সংযোজিত করি। হুড-এর তলা থেকে গাড়ির পিছনে একরাশ ধোঁয়া মুহূর্তের জন্য সবকিছু ঢেকে দেয়। এঞ্জিনের শব্দ বাড়তে থাকে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আমি, নড়াচড়ার জায়গা নেই। স্টিয়ারিং হুইলের বাঁ দিকে এক ইঞ্চি দূরত্বে দরজা, আমি ক্লাচ ধরে টান দিলাম। ক্ষণিকের জন্য পুলিশগুলোর চিন্তা আমার মাথা থেকে মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ গুলির শব্দ। খুব নিচু যান থেকে আসা গুলি কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক পলক তাকাতে দেখি কোণের দিকে একজন পুলিশ। সম্ভবতঃ সেই প্রথম গুলিটা ছুঁড়েছে। ইতিমধ্যে আমি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা কবছি লিভারে চাপ দিতে।

এদিকে হয়েছে কি, আমার গাড়ির বাঁদিকের চাকা আচমকা ডানদিকে ঘুরতে গিয়ে একটু আগেই ফেটে গিয়েছে। তাছাড়া আমার দুর্দান্ত স্পীডে গাড়ি ছোটাবার ফলে টায়ার পুড়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পুলিশটা গুলি চালিয়েছে। এবং গুলিটা আমার ডান কাঁধের একটু নিচের সিটে এসে বিঁধেছে।

ট্রান্সমিশন নিশ্চয়ই জগাখিচুড়ি হয়ে গিয়েছে। কেননা তৃতীয় গীয়ার কিছুতে আসছে না। পিছনে দেখতে পাচ্ছি অন্য পুলিশের গাড়িটা আমাকে থামাবার জন্য গাঁক গাঁক করে ছুটে আসছে। যাই হোক কোনরকম বাধা বিপত্তি ছাড়া এরপর আমি পরবর্তী কোণায় চলে এলাম। ড্যাস বোর্ডের দিকে তাকালাম, বড্ড এলোমেলো। রেডিওর পাশেই হাতে তৈরী একটা স্যুইচ বসানো। টিপলাম। এটা হাইড্রলিক লিফটারের কাজ করে বোধ হয়। হয়তো কোনো দুধের ট্রাক থেকে খুলে এনে বসানো হয়েছে।

স্যুইচ টেপায় কিছু কাজ হল। একটা চর্ম বা আবরণের সৃষ্টি করলো। আর কিছু করার নেই বাতাসে রবার পোড়া গন্ধ। হাতের কাছে ভাঙা রেডিয়েটর।

গাড়ির গতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মোড়ে পৌঁছতে বুঝলাম গাড়ি ছুটছে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে।

মোড় নেবার সময় তৃতীয় গীয়ারে চাপ দিতে চমৎকার ছুটল আমার পক্ষীরাজ। ঠিক যখন মোড় নিচ্ছি তখন পুলিশ দুটো ফের গুলি ছুঁড়লো। এবং তারা দ্বিতীয় পুলিশ গাড়ির এক পুলিশের সঙ্গে একত্রিত হয়েছে ড্রাইভারটিকে দেখে মনে হচ্ছে না সে গাড়িটা স্টার্ট নিতে সক্ষম হবে। সৌভাগ্যে খুশি হয়ে উঠে স্টিয়ারিং হুইলেই এক চাপর মেরে বসি।

তথাপি ওরা আমাকে ধরতে চায়, ওদের কাছে আমি খুবই আকাঙ্খিত।

মাত্র পাঁচ-ব্লক দূরে থেকে ভেসে আসা সাইরেন শুনতে পাচ্ছি। চারদিকে ধোঁয়া। ঠিক কোন জায়গায় এসেছি বুঝতে পাচ্ছি না। তবু মনে হচ্ছে চায়না টাউনের কাছে এসে পড়েছি। শয়তানের ছদ্মবেশে আমার দিকে ধেয়ে আসছে তীব্র গতিতে—আরো কাছে। দূরত্ব কমছে—হুডের ওপর নীল ঘুরন্ত আলো, সাইরেন বাজছে।

এক লহমা অপেক্ষা করে হঠাৎ আমি বাঁদিকে পার্শ্ব রাস্তায় ঘুরে গেলাম। ওদের যা গতি আমার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এভাবে গাড়ি ঘোরানো সম্ভব হবে কি?

গুলি ছুটে আছড়ে পড়ে। বিদ্ধ হয় গাড়িতে। ঘুরে যাওয়া চাকার পিছে পিছে। গুলি ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ওরা আরো কাছাকাছি। হাইড্রোলিক লিফটারের স্যুইচ অফ করে দিই। দু হাজার পাউন্ড শক্তিশালী গাড়ির শরীর ভেঙে পড়ে মাটিতে। ওদের গাড়ি আমার গাড়িকে ধাক্কা মেরে ঘুরে ফের টেলিফোন বুথে ধাক্কা মেরে মুখ থুবড়ে পড়ে।

এই সংঘর্ষের ফল আমাকে রাস্তার দিকে ঠেলে দেয়।

সামনের জানালা খুলে আমি এক লাফে বাইরে বেরিয়ে আসি। ধোঁয়া আর বাষ্প। হাঁটতে থাকি ফুটপাত ঘেঁষে।

এমন সময় দ্বিতীয় সাইরেন বাজে। আমার পড়ে থাকা গাড়ির ওপর গুলি বিদ্ধ হয়। ধোঁয়া আর বাষ্পের মিহি পর্দার আড়ালে হেঁটে যাই।

মোড়ের কাছাকাছি এসে বুঝতে পারি, হ্যাঁ এটাই চায়না টাউন।

একজন হাওয়াই বাসীর পক্ষে জায়গাটা মোটেই শুভ নয়। ঘুরে আমি পাশের রাস্তায় ছুটতে লাগলাম।

দুটো ব্লকের মোড়ে এক পুলিশ দাঁড়িয়ে। আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হল ফের ঘুর পথে অত্যন্ত নোংরা রাস্তা ধরা। এক শতক আগে একটি গুলির শব্দে পুরোনো চিনা টাউন সচকিত হয়ে উঠতো। আর এখন? গুলিগোলারই জায়গা যেন এটা।

এই নতুন প্রজন্মের খুব বিষাক্ত প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে এখানে। অনেক বাড়ির ছাদে এখনো রয়েছে পুরোনো করোগেটের টিনের চালা। পুরোনো চিনা টাউনের সঙ্গে নতুনের এই একমাত্র মিল যা সত্যিই খুব আশ্চর্যের। অনতিদূরে ভক্সওয়াগন পার্ক করা দেখলাম। সামনে বাড়ি। যার মাথায় প্রজ্বলিত আলোয় লেখা—'সামনে লাউঞ্জ।'

আমার পেছনে আরেক ফ্ল্যাস লাইট জ্বলছে। ঘুরন্ত বরফনীল। সাইরেন বিহীন। দুজন মানুষ। লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল। একজন যুবক দ্বিতীয়টি বক্সার, যাকে আগে দেখেছি। তার ট্রাকের সামনে এসে লোকটা থমকে দাঁড়ালো। মুখে ফুটলো অদ্ভুত রহস্যময়তা। আমার দিকে ছুটে এল সে এবং আমার কাঁধ চাপড়ে বাহবা জানালো। এরাই আমাকে বহুদিন হারিয়ে যাওয়া ভাই ঠাউরেছে।

বক্সার তার কর্কশ কণ্ঠে বলে, ইয়াঙ্কি অফ ব্রিজে তোমাকে ড্রাইভ করতে দেখেছি। দারুণ চালাও তুমি। পুলিশের গাড়িটা দ্যাখো কেমন ভাজা ভাজা হয়ে পড়ে আছে। বেচারা! ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের বেশি গতি পায়নি।

ওদের কথায় সম্বিত ফিরে আসে। ওদের সঙ্গে আমিও লাউঞ্জের দিকে পা বাড়াই। হয়তো পুলিশ আমায় চিনে রেখেছে। স্থানীয় কোনো মিটিং-এ যাওয়ার পথে ওরা কি আমায় ধরবে না? কে জানে।

বার-এ পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে গেলে। চীনা টাউনের স্যামন লাউঞ্জে যখন ঢুকলাম এক নতুন বিপত্তি দেখা দিল। টেবিলের ওপাশে উপবিষ্ট শত্রু পক্ষের নেতা লিন-চি কোয়ান। শুনেছি তিনি আসছেন অত্যাচার বিভাগ তথা শেসনে। সেই কারণে জোনা-কে এই কর্মক্ষেত্রের বাইরে রাখা হয়েছে লিন অন্য প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট ও তাদের সেরা বন্ধু—ভাবতেই মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠে আমার। গুঞ্জন আর ধূমায়িত ঘরে লিনকে দেখে হৈ চৈ লাগিয়ে দিল যুবকেরা। খোলা দরজা দিয়ে তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়েই আলোচনা করছিলেন। ভয় হচ্ছিল যদি ওরা আমার কিয়ৎকাল আগের গাড়ির ঝামেলার কথা বলে? যদি আমাকে নিক কার্টার বলে জেনে যায়। তাহলেই বিপদ।

লিন আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোনো পানীয় চাই কিনা? এর আগে লিনের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। এবার তাই ছদ্মবেশে আর কণ্ঠস্বর বদল করে কথা বলতে হচ্ছে। লিন একজন পানীয় পরিবেশনকারিণীর দিকে এগিয়ে গেলেন। পরিবেশনকারিণীর কাছে আসতে দেখতে পেলাম বার-এ দুজন পুলিশ ঢুকছে, ওদের দেখে লিন আমার কাছে এসে বললেন—পেছনের ঘরে বসে মদ্য পান করতে আপনার আপত্তি আছে কি? আমি বললাম না।

ওরা যদি ভালো করে আমার তল্লাশি নেয়, তাহলেই গেছি। আমার সমস্ত অ্যালার্ম র‍্যাডার বিপদ সংকেত জানাচ্ছে—বিপ্ বিপ্ বিপ্। মূল ঘরের পেছনে শেষ বুথ পেরিয়ে যেতে যেতে আমি আমার বন্দুকটা ঝটতি ডান হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলাম। আমার আগে মুষ্ঠি যোদ্ধাটি পর্দা ঠেলে ঢুকলো। আর যে লোকটা পেছন পেছন আসছিল লিন তাকে বললেন পুলিশ দুটোর ওপর নজর রাখতে। দলের নেতা এই ছোট্ট ঘরে আয়েস করে বসলেন। আমি ঢুকতে তার চোখে ফুটলো

ভয়। তাড়াতাড়ি তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, যোদ্ধা তখনই পেছনে হটলো। সে কি আমায় ধরে ফেলেছে? আমার বাঁ হাতে অতর্কিতে নেবে এল ছুরি। একবার মুষ্টি যোদ্ধার ফুসফুস ও কণ্ঠনালী লক্ষ্য করলাম ব্যাস মুহূর্তের মধ্যে আর্তস্বরে কঁকিয়ে উঠল সে। আমার ক্ষুরধার ছুরির আঘাতে তার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল—কণ্ঠনালী দুফাঁক। গলগল করে রক্ত পড়ছে। উষ্ণ তাজা। কিন্তু তাকে মাটিতে পড়তে দিলাম না। বর্মের মতো ধরে রাখলাম আমার সামনে। লিন বুড়ো লোকটাকে খিঁচিয়ে উঠলো—ওই যত নষ্টের গোড়া।

বুড়ো জানালো পুলিশ চলে গেছে। আবার আমার ছুরি আমূলে বিঁধে গেল তার বুকে। ফিনিক দিল রক্তধারা। মৃত্যু পথ যাত্রীর শেষ আক্রোশ তাঁর উত্তোলিত হাতে গর্জে উঠল পিস্তল।

বুড়োটা ফের ছুরি বাগিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই আমার ৯ এম. এম. বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিলাম আর ঠিক তখনই ঝুপ করে নামলো অন্ধকার। বিদ্যুৎ শিখার মত অন্ধকারে আলোর ঝলকানি। অন্ধকারের তামসে একটি গুলি বৃদ্ধের শরীর তাকে করে ঢেকে দিল মৃত্যু মুখোশে।

পর্দার ওদিকে দেখতে পাচ্ছি লোকজন টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

অন্যান্যরা জমায়েত হয়েছে মূল হল ঘরে। ক্রমে পিছু হটতে থাকি। অন্ধকার দরজার দিকে যথাসম্ভব দ্রুত এগুতে গিয়েই থমকে দাঁড়াই। দরজার সামনে লিন এসে দাঁড়িয়েছেন। আর কাল। আমি জানি পেছনে পুলিশ আছে।

অন্ধকারে গুলির শব্দে আমি কোণের দিকে ঝাঁপ দিয়ে তখনই যেন কিসের স্পর্শ। ধাতব। হ্যাঁ আমার বন্দুকটাই কুড়িয়ে পেলাম। পেছনের ঘরে হৈ-হট্টগোল।

চীৎকার চেঁচামেচি। একটা চোঙাতে মুখ রেখে ঘোষণা করা হচ্ছিল, আমি যেন দুহাত ওপরে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। মৃত মুষ্টিযোদ্ধাকে তুলে তার পেছনে দুহাত তুলে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না ওরা ছুরিটা দেখতে পায়। তারপর দেহটা ফেলে দিলাম। ঘরের মধ্যে টিয়ার-গ্যাসের সেল ফাটে। গ্যাসে চোখ জ্বলে আলোচনার সূত্রপাতের জন্যই সেই মৃত্যুঘরের দরজা দিয়ে টিয়ার গ্যাস-এর ধোঁয়ায় ভেসে ভেসে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

লাল চীনাদের হাতে এখন আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদিও তাদের প্রাক্তন কর্মী লিন চি কোরপন মৃত্যু গ্যাস-এর ব্যাপারে আগ্রহী।

পুলিশ মহলের ভরা রাত আজ। সন্দেহ হয় এখানেও পেছনে একদল পুলিশ মজুত আছে। সামনের ঐ লোকটা বোধহয় আসলে দমন রক্ষণ বিভাগীয় কর্তা বা পাহারাদার গোছের কিছু হবে। তার অন্যান্য মৈত্ররা আমাকে খোঁজ করছে। কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেতে হবে। তারপর চিনা টাউন থেকে যে করে হোক পালিয়ে কোথাও একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। কেননা পরেব দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নৌকা প্রতিযোগিতার দিন।

আমি 'লো মিন' খাবারের অর্ডার দিলাম। বস্তুটি সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে ভালো। গ্রোগ্রাসে গিলতে থাকলাম।

ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি বারের সামনে এনে রাখা হয়েছে।

পুলিশ যখন ঢুকলো তখন নুডুলসগুলোর সুতোর মত মাথা ওপর তুলে আমি মুখে পুরছি।

একজন সামনে আসতেই তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে এক চড়, মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। খুবই আস্তে মেরেছিলাম। ওর চোখে মুখে অদ্ভুত খুশির চেহারা দেখেছি—সে কি ভুল?

আর কি আশ্চর্য! এক চড়ে পলকের মধ্যে লোকটা পড়ে গেল এবং কেমন ঘুমিয়ে পড়ল অথচ শরীরটা দু টনের মত ভারী ইঁট।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরপর কোথায় যাবো কি করবো কিছুই মাথায় আসছে না। এত ঘটনা ঘটে গেল অথচ ঐ খদ্দেরটা কিন্তু দিব্যি খোস মেজাজে তার খাবারের শেষ টুকরো পর্যন্ত খেয়ে উঠলো। এখন আইসক্রীমের শেষটুকু চাটতে চাটতে মাথা তুলে আমাকে বললো, খুব কাছেই আমার গাড়ি আছে যদি প্রয়োজন লাগে...

আমাকে সাহায্যে করতে চাইছেন কেন আপনি?

আরে খদ্দের হল লক্ষ্মী। তারপর চোখ কুঁচকে বললো, হয়তো আপনি একটু বেশি পয়সা দেবেন হয়তো আপনি ভাল যাত্রী।

ঠিক আছে। চলো।

বলে বেরিয়ে এলাম। লোকটা ভারী অদ্ভুত! যতই খতরনাক এক আদমি হোক কুছ পরোয়া নেই। ও যতক্ষণ না আমাকে আক্রমণ করছে ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত। ও হাওয়াই চোর ছোটো খাটো ডাকাত যাই হোক না কেন কোন মতলব এঁটে থাকলে রাস্তায় পুলিশ ওকে ধরে জেলের ঘানিতে ফ্রায়েড রাইস বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

ভাড়া গাড়ি ছুটল সেফ হাউসের দিকে। ড্রাইভারটিকে বললাম সেফ হাউস থেকে আমার নৌকাটি সংগ্রহ করে আনতে। সে নৌকা নিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে এলে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে চললাম। মিলিটারীদের অঞ্চল ও এয়ার পোর্টের মাঝামাঝি টাকা মিটিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলাম, যাতে ব্যাটা বুঝতে না পারে আমি ঠিক কোথায় যাচ্ছি।

তারপর আরেকটা ট্যাক্সি চড়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম।

এয়ারপোর্টে বিশেষ কড়াকড়ি নেই। জনী অ্যাঞ্জেল দলবল সহ আমাকে অভিনন্দন জানালো।

কুলি আমার নৌকাটি বয়ে নিয় যেতে চাইলে আমি দিলাম না। নৌকা প্রতিযোগিতায় বিপুল প্রচার চায় সে। আরো ছজন প্রতিযোগি এসে পৌঁছাল। কফি রঙের এক দারুণ রমণী চোখের তারা নাচিয়ে আমার অর্ডার নিল ডিম টোস্ট আর কফি।

সাউথ আফ্রিকার লোকটি বিরক্তির সঙ্গে বললো, আমার পানীয়ের সামনে থেকে আপনারা রুক্ষ কালো কনুইটা সরাবেন? আমেরিকা, মানুষটি উত্তর করলো, হুকুম চালাবেন না, এখানে কেউ আপনার চাকর নেই।

খুব আস্তে ধীরে ধীরে বলছিল সে। সময় মত ফিরে এল অ্যাঞ্জেল। এবং ঘোষণা করলো প্রত্যেকের জন্য সোনা অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে সাত, হ্যাঁ বিশ্বাস করুন সাতই হল সেই ম্যাজিক নাম্বার। এর মধ্যে ৫টি পুরস্কারের অর্থমূল্য আমাদের হাতে আছে। বাকি দুজন যোগ দিচ্ছে না। প্রত্যেকেরই আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। সুযোগ সবারই আছে। এখন চলুন আমার ১১ নম্বর গেট-এ যাই। সবাই এগিয়ে যায়।

জলযোগ সেরে বিমানের ওঠার পথটুকু প্রচুর সংবর্ধনা কুড়োতে কুড়োতে পেরিয়ে গেলাম।

বিমানে মোলাকাই পর্যন্ত সবাই বিরক্ত ও নিশ্চুপ। উত্তেজনা চরমে, যদি প্রতিযোগিতায় তেমন কিছু না ঘটে তাহলে ম্যাকের কাছে কি রিপোর্ট পাঠাবো? পিছনে বিশাল বালিয়াড়ি। অ্যাঞ্জেল বলেছিল, ১৯২৭ সাল থেকে আমি নৌকা চালিয়ে আসছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আমি কখনো মলোকাই ছাড়িনি। এই বিস্তীর্ণ বেলাভূমি থেকেই ১৯৬৩ সালে আমি প্রথম নৌকা ভাসাই।

বর্তমানে ফিরে আসা যাক।

পাহাড়ের শেষদিকের জলপথটি বিপদসংকুল, ঐখানে একজায়গায় ফোয়ারার মত তীব্রবেগে জল নির্গত হচ্ছে। যখন তার নৌকাটি ওখানে পৌঁছায় জলবেগে ঘুরন্ত চাকার মত নৌকাটি পাক খায়। ইতিমধ্যে এসে দেখি ছুবিধর আমরা নৌকা ফুটো করতে ব্যস্ত।

স্বচ্ছ জলের নীচে বর্ণাভ প্রবালের তীক্ষ্ণ বাহু জেগে উঠছে। ভাঙা ক্ষুরের মত ধারালো প্রবাল ঘুরছে চারিদিকে। জলের ধাক্কায় দুই প্রবাল নখরের মাঝে আটকা পড়ে গেলাম। আমার দড়ি চুলের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাজার বুদ্‌বুদ। ফুসফুসের শেষ নিঃশ্বাসটুকু নিঃশেষিত করে দিই, সমুদ্রের লবনাক্ত জলের নাকি অক্সিজেন আছে। চোখ বুজলাম আবার যখন তাকালাম—সব অন্ধকার।

অন্ধকার কেটে গেছে, সূর্যের আলোয় জেগে উঠলাম। পাকস্থলীর নোনা জল ও অ্যাসিড বমি হয়ে বেরিয়ে গেল। দৃষ্টি স্বচ্ছ। মাথা টিপটিপ করছে। প্রবাল-বাহুর উপর উঠে দাঁড়াই, পা দুটো বেশি জখম হয়নি। হাত ভাঙেনি। ছুবিধর অবস্থা সাংঘাতিক। সে তার নৌকা সমেত তীরে পরে আছে। ডান কাঁধে ভীষণ চোট। বোধহয় কম্পাউন্ড চোট হয়েছে। মুখ থেতলানো। চোয়ালের একটা কোন লেগে আছে, আরেকটা কোন ঝুলছে। কাছেই ভাসছিল আমার নৌকা। দ্বীপ থেকে দু পা এগিয়ে সেটা নিয়ে ফিরে এলাম। ক্যাম্পো কি করে টিকে আছে সেটাই আশ্চর্য। আমার জলযানটি [illegible] করে ফিরে আসার সময় তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

যেতে দাও, আমি বললাম এবং সৈকত অভিমুখী দলের সঙ্গে হাঁটতে থাকলাম। আমাদের বৃদ্ধ পথপ্রদর্শকটি পায়ে পা তুলে কিছু দূরে বসেছিল। চক্ষুনির্মিলিত—যেন সমুদ্রের ধ্যানে নিমগ্ন। আমার অপ্রত্যাশিত আগমণের চমকে তার ধ্যান বুঝি বিঘ্নিত হয়।

বললাম, দুঃখিত। ভাল ফল করতে পারিনি।

কোন উত্তর নেই।

তার চোখ ঢেউ-এ ওঠা পড়ায় নিবদ্ধ। যেন তা তার অন্তঃস্থলের বিমর্ষতা মুছিয়ে দেবে, ছুব্বির সঙ্গে সংঘর্ষে তার স্থানটি করেছে। আর অ্যাঞ্জেল? শুধু সর্বশক্তিমান ডলার সম্বন্ধেই আগ্রহী সে। তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আমাকে নীরবে উপেক্ষা করে সে চলে গেল।

অন্যান্য নাবিকরা ছুব্বিকে ফাইবার গ্লাসের স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল। আমার নৌকার মতই তার নৌকা ঢেউ-এর আঘাত প্রতিহত করতে পেরেছে। ক্যাম্পো ঠিক বলেছে, সেখানে মজার কিছু ঘটেছিল।

আমি ইতিমধ্যে জেনে গেছি ছুব্বির নৌকার সঙ্গে যুক্ত ছিল ধারালো স্টীলের দীর্ঘ পাত। তরোয়ালের চেয়ে কম নয়। ছুব্বির নৌকা এক ধাঁধার মত। একমাত্র গিলিয়ামই এমন উঁচুমানের নৌকাব নক্সা তৈরী কবতে পারে। পুস্তিকায় পড়েছি—পুরোনো নৌকা বাওয়ার দিনগুলিতে নাকি গিলিয়ামকে জানতো। অর্থাৎ জিমি চান হয়তো আমাকে ব্যবহারের এই নৌকা ছুব্বিকে দিয়েছে। তাব মানে ফিল্ডারের এক বড় সূত্র আমায় ধরিয়ে দিয়েছে। সে বলেছে শুরু থেকেই আমি নাকি আসামির কাছাকাছি চলে এসেছি। কে সে? ববি ছাড়া অপর হাওয়াই, ব্যক্তির সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা। সে ছুব্বি। তাহলে এটা কি সম্ভব ছুব্বি আর জিমি চান আসলে একই ব্যক্তি? নৌ প্রতিযোগিতায় হয়তো সেই চাবি যা এসব ফাঁস করে দিতে পারে। ছুব্বিকে নিয়ে একদল পাহাড়ের ওপর উঠে যাচ্ছে। আমি ওদের অনুসরণ করি।

সদ্য উন্মত্ত গাড়ি পার্ক করার প্লেসে নির্বাচকদের একটা ভোক্সওয়াগন দাঁড়িয়ে ছিল যা আমাদের জীপের চেয়ে ঢের ভালো।

ছুব্বিকে পেছনের সীটে বসান হল। আমরা নৌকা বগলদাবা করে আমি পিছনে উঠে যাবো—সাউথ আফ্রিকান নাবিক ইচ্ছাকৃত আমার পা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল।

এ তার কেমনতর প্রতিবাদ?

এক লাথি ঝেড়ে তার ব্যবহাবের পুরস্কার দিলাম। মেঝেতে পড়ে বলতে লাগলো— এরকম উগ্র ব্যবহারের জন্য আমাকে কেন প্রতিযোগিতা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল না?

অগত্যা। শান্তস্বরে বললাম—আমি দুঃখিত।

যাবার জন্য তোড়জোর শুরু হল। অ্যাঞ্জেল বসলো যাত্রী আসনে। পিটার ক্যাম্পো ঠিক তার পাশে। এবং বসে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে নৌকার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকালো। অন্যান্য নাবিকেরা বুড়ো হাওয়াই লোকটাকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুনয় করতে লাগলো।

ভারী মুশকিল হল দেখি স্টেশন ওয়াগনের পেছনে শুয়ে। এক একটা বাষ্প আসে আর রক্ত ঘূর্ণির ময়লা বালি আমাকে আবৃত করে দিয়ে যায়। ছুব্বির মত পিটার ক্যাম্পো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার আগে আমি ব্লেডটা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলাম।

আমার নৌকার পাশেই ছুব্বির নৌকা রেখে দিলাম। এমনভাবে রাখলাম যাতে তার মুখ থাকে আমার দিকে। এইখানে ধাতব রডের এক হাতল আছে। খুব বড় নয়, হাতল ধরে ডান দিক দিয়ে পিছনে টানলো নৌকার তলদেশের একটা খোপ খুলে গেল। সাফল্যে আমি আত্মহারা। খোপ ভর্তি আবর্জনা আর খুচরো প্রবাল টুকরো।

পায়ের বুড়ো আঙুলে যখন চলছে আমার এই নারীর অনুসন্ধান তখন আমার চোখ লক্ষ্য রাখছে সামনের আসনে বসা যাত্রীদের দিকে। গাড়ি ছুটছে মন্থর গতিতে। এক সময়ে ছুব্বির দিকে তাকাই। ভাঙ্গা চোয়াল নিয়ে সে কিছু বলতে চেষ্টা করছে।

চোখে তার বেদনার চাপ। যন্ত্রণায় নীল তার মুখ চেতনা ফিরে পাবার কী অক্লান্ত চেষ্টা। চোখ খুললো সে চোখ জলে ভরা। অশ্রু গাল বেয়ে ক্ষতস্থানে গড়িয়ে পড়ছে।

মানুষের সচেতনতা অদ্ভুত জিনিস। এরকম সাংঘাতিক রক্তক্ষরণের মধ্যেও তাকে ঘুরতে দেখলাম। হৃদয়ের সমস্ত ঘৃণা নিয়ে আমাকে দেখছে। এখন আমার মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছি ঐ তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখদুটি। চশমা তার ঐ তীব্র দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কমাতে পারেনি। খু-উব কাছ থেকে দেখছি। ঐ দুটি চোখও দেখছে আমাকে।

হ্যাঁ। জিমি।

জিমি এবার আমাকে চিনতে পেরেছে। সে জানে আমিও তাকে চিনেছি। পরক্ষণেই প্রবল যন্ত্রণার সঙ্গে যুঝতে না পেবে ফের জ্ঞান হারায় সে। গাড়ি ছুটছে মাকানালুয়া পেলিনসুলা, যে পাবলিক হাসপাতালের হ্যানসেন রোগের চিকিৎসা হয়। হ্যানসেন?

হ্যানসেন রোগ মানে কি? অ্যাঞ্জেলের প্রশ্ন।

ক্যাম্পো আঁতকে উঠে বললো। হতচ্ছাড়া কুষ্ঠ! না। আমি ঐ কুষ্ঠদের কাছে যাবো না।

সুতরাং গাড়িতেই রয়ে গেল ক্যাম্পো। আমরা গাড়ি থামিয়ে হাসপাতালে ঢুকলাম। জিমিকে এক্ষুণি অপারেশন করতে হবে। ঠিক হল তার ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া হবে। সে সময়ে অন্যান্য ডাক্তাররা আমার ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে দিল। যেখানে যেমন প্রয়োজন দু একটি স্টিচ্ দিয়ে দিল।

ওরা যখন স্টিচ্ করছে আমি ছিলাম নিশ্চুপ। একটুও মুখ বিকৃত হয়নি যন্ত্রণায়। তা দেখে ডাক্তাররা তাজ্জব। লম্বা মুখের ডাক্তারটা আমার পিঠ চাপড়ে বললো, ষাঁড়ের মতই স্বাস্থ্য আপনার।

নার্স জানালো, জিমির অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে।

আমি বললাম সে কি জেগেছে?

আমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

এই অবস্থায়! যে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে আছে।

না মানে, আমরাই জন্য তো দুর্ঘটনাটা ঘটলো, তাই ক্ষমা চাইতে চাই।

—তাকে অ্যানাসথেসিয়া দেওয়া হয়েছে। আপনার কথা উনি হয়তো কিছুই শুনতে পাবেন না। আপনি যদি এতে শান্তি পান তবে যেতে পারেন। করিডোর পেরিয়ে জিমির ঘরে গেলাম। জীবাণুমুক্ত ধবধবে সাদা ঘর, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অস্পষ্ট মুখ। তার আড়ালে আছে বুদ্ধি দীপ্ত মস্তিষ্ক। বললাম, জিমি, ফিল্ডার আমাকে এই জঘন্য কাজে পাঠিয়েছে। এখন বলো ঐ জীবাণুগুলো নিয়ে তুমি কি করবে?

জিমি কথা বলতে পারছে না। নার্স-এর কাছ থেকে কাগজ কলম এনে দিলাম। সে অতিকষ্টে লিখল—পাহাড়ি শুয়োরদের ধ্বংস। তারপর লিখলো--তোমার যদি যথেষ্ট প্রভাব থাকে তবে তাকে আটকাও সেই স্বৈরতান্ত্রিক শুয়োরকে। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। দেখি স্টেশন ওয়াগন তখনো দাঁড়িয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পো এক জনের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার একদা কুষ্ঠ হয়েছিল এবং তাতে তার ডান হাতের কিয়দংশ গেছে ক্ষয়ে। লোকটা লিফ্‌ট চাইছিল। আর ক্যাম্পো প্রচণ্ড ভয়ে পিছিয়ে আসছিল। ক্যাম্পোর আপত্তি ও ভয় সত্ত্বেও আমি লোকটাকে লিফ্‌ট দিতে চাইছিলাম। লোকটা উঠল না। আমাদের শান্তিরক্ষার জন্য সে ফিরে গেল। স্টেশন ওয়াগনের পেছনের দরজা খুলে এক লাফে উঠে জিমির নৌকা তুলে নিলাম। ঘোরালো হাতলে চাপ দিতেই পেছনের দিকটা খুলে গেল। দেখা গেল একটা নয় দুটো ক্যানেস্তরা রয়েছে। বহুকাল আগে আমি যখন বড় আইল্যান্ডের আগ্নেয়গিরিতে গিয়েছিলাম, এ দুটো যেন তখনকার। যেমনটি ভেবেছিলাম ক্যানেস্তার দুটি তার চেয়ে একটু বড়ো ও পেট মোটা। এর প্রথমটা আমি দেখেছিলাম এক অস্পষ্ট ফটো তথা ছবিতে। এবং দ্বিতীয়টি তখন বুলেটের আড়ালে লুকানো ছিল। ছুব্বির কি করে পেলো ক্যানেস্তারা?

তার সঙ্গে চীনাদের যোগাযোগও রহস্যময়। যেটা পরিষ্কার তা হলো, পেটি গুলো ছিল আসল কারণ, যা আমিও খুঁজেছি।

এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি ছাড়লাম। পথে গাড়ি থামিয়ে শহরের দোকান থেকে নতুন জামা কাপড় কিনলাম। এতক্ষণে দাড়িওয়ালা গিলিয়ামের সমস্ত বিবরণ বেরিয়ে গেছে খবরেরর কাগজে। তাই ভোল পাল্টাতে হবে। দাঁড়ি কাটতে হবে। বস্তুত এই জীবাণু এবং অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে নিয়ে

যাওয়ার জন্য এই সাধনা।

প্লেন ছাড়তে কুড়ি মিনিট দেরী। এই অবসরে জোনাকে সাংকেতিক চিঠি লিখি—পুনরুদ্ধারে জটিল কাজে এসো—শ্রেণীকে সনাক্ত করা গেছে—প্রস্থান।

কে যেন কাঁধে হাত দিলো।

এই যে টেরি চিনতে পারছো। আন্তরিক সৌজন্য মাখানো। কণ্ঠে হাওয়াই দ্বীপবাসী লোকটা বলে উঠলো, মনে আছে ১৯৬৬ সালে আমরা বেলি গিয়েছিলাম। জানো আমি এতোদিন শুনে আস্‌ছি তোমার নাকি অনেক দাঁড়ি গজিয়েছে এবং তার আড়ালে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। তাই প্রত্যেক দাঁড়িওলা মুখের দিকে তাকিয়ে তোমাকে খুঁজছিলাম। এখন দেখছি লোকটা আমাকে তার পুরোনো বন্ধু গিলিয়াম ভেবে অনেক বকে গেল। আমিও চুপচাপ শুনলাম। যার সঙ্গে কোন দিন দেখা হয়নি সেই বন্ধুর কাছ থেকে পুরানো রোমাঞ্চের গন্ধ নিয়ে এয়াবপোর্ট ত্যাগ করলাম। ভাড়া করা গাড়িতে সেফ্ হাউজে এলাম। স্নান সেরে পোশাক বদলে নিলাম। কিছুক্ষণ লাগলো ক্যালিফোর্নিয়ায় সাংকেতিক খবরটা লিখতে। বেতার গ্রাহক যন্ত্র দ্বারা সাংকেতিক চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম পুনরায় মিলিয়ে দেখবার জন্য। এটা আইল্যান্ডের বাইরে বিমানরক্ষীদের কাছে খুব গোপন অনুরোধ। ক্যানেস্তারা দুটো ও অস্ত্রগুলো সঙ্গে রাখলাম। সেফ হাউজ থেকে ট্যাক্সি ধরলাম। পাল হারবারের প্রবেশ দ্বারে প্রতিরক্ষা বিভাগের লোক এসে আমাকে নিয়ে গেলো দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনের কাছে। পাইলটের সঙ্গে পরিচয় হল। আমি আমার কার্ড দেখালাম। সে জানালো জোনা আমার খবরের উত্তর পাঠিয়েছে। তাহলে সব ঠিক আছে। কেবিনের দিকে যেতে যেতে সে বললো, চটপট দাড়ি কেটে পোশাক বদলে নিন। আশা করি আপনি প্রথমেই বাড়ি যেতে চাইবেন।

খটকা লাগলো। বিমান ছাড়লো। এই বিশেষ ছয় যাত্রীর প্লেনটি কিছু উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচাবীদের জন্য।

অনুমান করি, জোনা আমার হুবহু বিবরণ ওদেরকে দিয়েছে।

প্লেন যখন আকাশে উড়লো তখন আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে। কানের পাসে বন্দুকের নল। আমি অবাক। নড়ছিনা। কিন্তু মৃত্যু এতো সহজে আসে না।

আমার সম্মুখে যে এসে বসলো সে ভুতো। আমারি ছায়া। প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই এর ছবি দেখে আসছি। কিন্তু এ আমি নই। এ আসল টেরিগিলিয়াম। এতো বিস্মিত যে কথা বলতে ভুলে গেলাম।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি তখনো কপালে সে এম. এম. ৯-এর বুলেটের বন্দুক ধরে আছে ঢোক গিলে বলি, আপনি কি সব সময় আমাকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছেন?

না নিক। তুমি যখন আগ্নেয় পাহাড়ে উঠেছিলে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম। খুঁজছিলাম কি করে ঐ মহার্ঘ ক্যানেস্তারা পাওয়া যায়। সেগুলো তুমি নিয়ে চলে গেলে। অবশ্য আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার জন্য তোমার লোকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাউলাইতে আমার লোকদের বলে দিয়েছিলাম তারা যেন তোমাকে সে সম্মান না দেখায়। বস্তুত তারা তোমাকে যত্নই করেছে।

আচ্ছা আপনি কি করে বুঝলেন আমি বেঁচে আছি? ক্যাথি জানিয়েছিল আমি লানাই যাচ্ছি?

—না লানাই-এর দুর্ঘটনাটা ক্যাথির সাজানো। দ্যাখো সে এবং আয়রণ ম্যান ছিল মাইদার দলে। তারা চীনাদের হাত মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। ঠিক তখন আমি তোমার জন্য কাউয়াই-এ প্রস্তুত ছিলাম।

ভেবেছে আরো, ভালো লোকটা তুমি। মনে হচ্ছে সে ভুলই ভেবেছে।

তাহলে এরপর আপনি কি করবেন?

এসো নিক নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হোক। যাকে বলে সফিসটিকেটেড ব্লাক মেইল। আমরা যদি তোমায় ধরি জানবে আমরা টেক্কা দিয়েছি। আমাদের পশ্চাতের জঞ্জাল সাফ হবে—এগিয়ে চলার পথ হবে সুগম। বেঁচে থেকেই আমাদের সাহায্যে করতে হবে।

হায়? কি অন্ধকারে খেলে গিয়েছি এ তাসের খেলা। আমার অবস্থা পড়ে গেছে—সে বিষয়ে অতি নিশ্চিত টেরি এখন আমার তল্লাস নেবে। কিন্তু আমি হার মানছি না। জীবন সংকটপূর্ণ তবু

শেষ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাবো। দেখা যাক কি হয়।

প্রিয় নারীর কাছে যাওয়ার দুর্মর বাসনায় ছোটাই সাইকেল।

এক ঝাঁক বাতাস মধুর ঝাপটা দিয়ে যায়। আলো তখন সবুজ, কাছে আসছে। কাছে, আরো কাছে...সহসা বিধ্বংসী এক আলোড়নে ছিটকে পড়লাম। বাতাস কাঁপিয়ে উড়ে চলে গেল জেট বিমান। আকাশ থেকে রকেট মানবের এ কেমন হলিউডীয় চমক? ধীরে সাইকেলের কাছে ফিরে এলামে পাশ দিয়ে ঝলক ঝলক আলো ফেলে ছুটে যাচ্ছে দ্রুতগামী গাড়ি। আবার সাইকেল। আবার বিরামহীন গতি...।

আবছায়ায় দেখা যায় গিলিয়াম এগিয়ে আসছে। তার হাতে বন্দুক। এখানে পালাবার কোনো দরজা জানালা নেই চারদিকে দেওয়াল বিহীন উন্মুক্ততা। আমার পেছনে খাড়াই পাহাড়ের মৃত্যু শেষ সীমান্ত। পায়ের কাছে পড়ে আছে দুর্মূল্য অ্যাটাচি। নড়া চড়ার চেষ্টা করা বৃথা। শরীর বিঁধে আছে ঝোপে। গিলিয়াম কাছে আসে। অবশেষে নিক কার্টারকে হত্যার দুর্লভ সম্মান পেলাম। বলেই যন্ত্রণায় কাৎরে ট্রিগার টিপে। ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক শব্দ যেন বলে নিঃশেষিত।

বন্দুকের ঘোড়া যতটা গুলি ছোঁড়ার দরকার ছোঁড়ে না। ফিসফিসিয়ে সে বলে।

হ্যাঁ টেরি। কিন্তু কে গোনে?

হয়তো তুমি গোনো। যাইহোক এ তোমারই জিত শক্ত মানুষ। পরের বার তোমায় দেখে নেবো।

দেখে নিও।

আমি বললাম এবং অনুভব করলাম আমার হাতে গিলিয়াম একটু একটু করে মারা যাচ্ছে।

দুই মাতাল এদিকে আসে। শোনা যায় তাদের কথোপকথন। একজন বলে দ্যাখ তোকে বলেছিলাম এখানে দুজন আছে।

অন্যজন প্রশ্ন করে, এখানে কি ঘটছে বলতো?

কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বললাম তোমাদের কাছে কোনোরকম পানীয় আছে। আমি আহত।

কথাটা সত্যি। বুড়ো লোকটা পুরানো বন্ধুর মত হুইস্কি এগিয়ে দিল। হুইস্কিতে বড় জ্বালা। কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হল। কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পা ভাঙেনি।

যুবকটি বললো, এই লোকটা ওই সুন্দর গাড়ি থেকে বোধহয় পড়ে মারা গেছে।

মাতাল দুটো যথেষ্ট খবর দিয়ে সাহায্য করেছে। ওদের হাতে কিছু ডলার দিয়ে দিলাম। টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে জোনাকে জানালাম, আমি ঠিক আছি। আসছি।

ভিড় ঠেলে পুলিশ এদিকে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি একজনের টুপি নিয়ে নিজের মাথা ঢাকি। পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি ফোল্ডিং সাইকেল নিয়ে কোনো লম্বা চুলের লোককে যেতে দেখেছেন?

না অফিসার।

বলেই তার সামনেই ঢক ঢক করে হুইস্কি পান করতে থাকি। বুঝতে পারছি টুপি সরে গিয়ে আমার চুলের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। পুলিশটা আমার দিকে মজার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়।

চানকে স্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মদ্যপ ড্রাইভারটিকে হয়তো জেলে পোরা হবে। চান-এর কাজকর্ম বিষয়ে খোঁজখবর নেবেন প্রেসিডেন্ট। নিশ্চয়ই এবার তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে। আর এসব অপকর্মের কুখ্যাতি আগামী নির্বাচনে তিনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবেন। ফটোগ্রাফাররা সেনেটরকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার ছবি তুলে নেয়।

হাতে অ্যাটাচি। ধীরে হাঁটছে। পয়সা পেতে মাতাল দুটো মদ খেতে চলে গেছে। রোলস গাড়িটা যেখানে আমাকে ধাক্কা মেরে ছিল—ফোল্ডিং সাইকেল থেকে যেখানে আমি পড়ে গিয়েছি—সেখানে পড়ে আছে ছোট্ট পেটির মত বস্তু। তুলে দিলাম। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে অ্যাটাচি দোলাতে দোলাতে চললাম। বস্তুটি জোনার অফিসে ঘণ্টা দুয়েক লুকিয়ে রাখতে হবে।

ধাতব সাটার উঠে যাচ্ছে। হক নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে। কেসটার সমাধান হয়ে গেছে, তখনও

রয়েছে নকল দেওয়াল। বুগেনভিলিয়া ঢেকেছে বুলেটের ক্ষত। দূর থেকে বাড়িটা হলিউডের বাংলোর মত লাগে। দরজা খুলে কোনো কথা বলার আগেই জোনার চুম্বন। আমি ধাতব সাটার টেনে দিয়ে তার নরম উষ্ণ শরীরে নিজেকে সঁপে দিলাম।

জোনার আদরচুম্বনে ও আমার প্রতি চুম্বনে সমস্ত কাটা-ছেঁড়া-পোড়া ক্ষতের কথা নিমেষে ভুলে যাই। সাওয়ারের নিচে দাঁড়াই, জোনা স্নান করিয়ে দেয়। ওর হাত সাবানে ভর্তি। বলে, নিচের ভল্টে সব ফাইল সরিয়ে রেখেছি। আগামীকাল হয়তো চিফ্ ম্যাক্স মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে ঘর খালি করে দিয়ে যাবেন। তারপর বিচ হাউসে কয়েকদিন ছুটি। অন্ততঃ যতদিন না আমার নতুন অফিস ওরা ঠিক করে দেন।

ব্যাপারটা দারুণ উৎসাহজনক। জোনাকে জাপ্টে ধরি। ওর শরীরের প্রতিটি রেখা আমার শরীরে মিশে যায়।

এক মিনিট হয়নি, জোনা বলে চুল আগে ড্রাই করে আগের চেহারা ফিরিয়ে দিই। কিছু খাও দাও। তারপর ..

তারপর ?

ধ্যাত। কনুই দিয়ে পাঁজরে দুষ্টু খোঁচা মারে সে। পোশাক পরে দাঁড়ি কমিয়ে চুল ড্রাই করে যখন বসলাম তখনই পুলিশ এলো। ঘুরে ফিরে আপত্তিকর কিছু পেল না। তখন একজন অফিসার বললো, এই দ্যাখো দেওয়াল যেমন কে তেমন দাঁড়িয়ে। দরজায় ঢাকা নেই। কিছু নেই। লোকটা নির্ঘাৎ মাতাল ছিল।

লোকটা সেনেটর জ্যাক, আমরা বরং ভালো করে তল্লাস নিই, বলে দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার আমার দিকে ঘুরলো—গ্রীলটা দেখতে পারি ?

আমরা সরে এলাম। লক্ষ্য করলাম, সমস্ত জিনিষপত্র সরানো হয়েছে। এমন কি গুলিবিদ্ধ গাড়িটাও দূরে গাছের ছায়ায় ঢাকা।

পুলিশ দল হতাশ হয়ে চলে যায়। রাত এখনো যুবতী। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে মাছ ভাজার শব্দ। আমরা তা পুড়ে যেতে দিলাম।

আমাদের মধ্যে জ্বলে উঠল এক অন্যতর আগুন।

ইভ

ইভের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার বিবরণ দেওয়ার আগে, সংক্ষেপে নিজের সম্পর্কে এবং সেই সমস্ত ঘটনাবলী বলতে চাই যার ফলে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছে।

ওই সময়ে আমার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। আমি জাহাজ কোম্পানীর কেরানীর চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। চাকরি না ছাড়লে ইভের সঙ্গে পরিচয় হত না। সেই অসহনীয় অভিজ্ঞতাও হত না, যার ফলে আমার জীবনযাপনও হয়ে উঠেছিল অন্যরকম। উঃ, কী সর্বগ্রাসী মোহ বিস্তার করেছিল ইভ আমার ওপব! যদিও দু'বছরের ওপর ইভের সঙ্গে আমার আর কোনরকম যোগাযোগ নেই— তবুও ওর সর্বগ্রাসী অস্তিত্ব টের পাই।

এখন আমি সমুদ্রের কাছে এই শহরে আছি। কিন্তু আমার বর্তমান অথবা ভবিষ্যত জীবন নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমার অতীত জীবন। এ গল্প অতীত জীবন নিয়েই। আগেই বলেছি যে, আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

আমার নাম ক্লাইভ থার্স্টন। 'রেইন চেক' নামের বহু বিখ্যাত নাটকের তথাকথিত নাট্যকার আমি। নাটকটি নিজে না লিখলেও, প্রকৃতপক্ষে আমি তিনটি উপন্যাস লিখেছি।

'রেইন চেক' মঞ্চস্থ হওয়ার আগে, কেউ আমার নাম জানত না। এখনকার মত আমি ছিলাম সাধারণের একজন। জাহাজ কোম্পানীতে কেরানীর চাকরি ছিল। লণ্ডবীচে একটা বড় বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম। রোজকার রুটীন ছিল, সকালে নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাত্যাগ, কাজে যাওয়া, সস্তা খাবার খাওয়া। সব সময় চিন্তা খরচ সামলানো যাবে কিনা এবং অর্থের সঙ্গতি থাকলে কখনও স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে আসা।

তারপর ভাড়াটে হিসাবে এলেন জন কোলসন্। উনি লেখক ছিলেন। তিনি জানালেন যে, অসাধারণ একটি নাটক তিনি লিখেছেন। নাটক লেখার কৌশল আমি জানতে পারলাম। নাটক যদি মঞ্চে জমে যায়, প্রচুর অর্থ নাট্যকারের পকেটে আসবে।

উনি মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলেন— নাটকটা যেন ওর এজেন্টের কাছে পাঠানো হয়। জন কোলসন শয্যাশায়ী। তার ওঠার কোন রকম ক্ষমতা নেই।

আমি জানতে পারি যে এজেন্ট নাটকটা সম্পর্কে কিছুই জানে না। উনি আর আমি ছাড়া কেউ কিছুই জানেনা।

পরের দিন ঘরে কোলসনকে মৃত্যুর মুখোমুখি দেখতে না পেরে সমুদ্র তীরে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম ছোট ছোট সব নৌকা, নৌকা চালনা প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত। বিজয়ী পাবে সোনার কাপ।

একটা বিশেষ পালতোলা নৌকা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দু'জন লোক নৌকায় বসে। একজন খালাসী মুটে অন্যজন নিঃসন্দেহে নৌকার মালিক। মুটের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি শেষবারের মতো নৌকার সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন।

হঠাৎ হৈ হৈ শব্দে আমি ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্য করি যে, বন্দরের ওপর আছড়ে পড়েছে মুটে ; ওর দু'পা মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। এই দুর্ঘটনাই আমার জীবনের ধারাকে আমূল বদলে দেয়। নৌকা চালনা সম্পর্কে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল। মুটের জায়গা দখল করি এবং সোনার কাপ জিতি।

রবার্ট রোয়ান অত্যন্ত খুশি হয়ে বার বার আমাকে ধন্যবাদ জানান। জানতে পারি ওনার নাম রবার্ট রোয়ান। উনি থিয়েটার গিল্ডের পেছনে অন্যতম ক্ষমতাবান ব্যক্তি। ওঁর নিজের দখলে আট নটা থিয়েটার হল। নিজের নামাঙ্কিত কার্ড দিয়ে বলেন, কখনও প্রয়োজন হলে যেন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি।

আপনারা বুঝতেই পারছেন রবার্ট রোয়ান আমার লোভকে খুঁচিয়ে দিয়ে গেলেন। বাড়ি ফিরে দেখি, কোলসন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। পরের দিন উনি মারা যান। ওঁর লেখা নাটক আমার দেরাজে গচ্ছিত। মনস্থির করতে আমার সময় লাগে না। বিবেকের দংশন কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আমি প্যাকেট খুলে নাটকটা পড়তে শুরু করি।

যদিও নাটক সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা নেই। কিন্তু নাটকটি পড়ে মনে হল, এর তুলনা নেই। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে নানারকম কথা ভাবি। উহুঁ, কেউ আমাকে ধরতে পারবে না।

আমি নাটকটির নাম বদলে দিলাম। জন কোলসন লিখিত 'বুমেবাং'-এর বদলে লেখা হল — ক্লাইভ থার্ষ্টন লিখিত 'রেইন চেক'। পবের দিন মিঃ রবার্ট রোয়ানের কাছে ডাকে নাটকটি পাঠিয়ে দিলাম।

এক বছবেব আগেই 'রেইন চেক' মঞ্চস্থ হল। তারপব যখন অনেক অর্থ হস্তগত হল, আমার অবস্থাই বদলে গেল।

যখন বুঝলাম যে, নাটকটি মঞ্চে অনেকদিন ধরে চলবে এবং এর থেকে ক্রমাগত অর্থ আসবে, আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে হলিউডের দিকে পাড়ি জমাই। মনে হল আমার বর্তমান খ্যাতি আমাকে সম্ভবত সিনেমার কাহিনীকাব হিসেবে উঁচু জায়গায় নিয়ে যাবে। সপ্তাহে দু'হাজার ডলার পাচ্ছি রয়ালটি হিসেবে। সুতরাং সানসেট বুলেভার্ডে ছিমছাম একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করতে দ্বিধা হল না।

ফ্ল্যাটে থিতু হয়ে বসার পর পরপর তিনটে উপন্যাস লিখে ফেললাম। উপন্যাসগুলো বেশ ভালো বিক্রি হলো। কয়েক মাস পরে মনে মনে স্থির করি যে একটা নাটক লিখতে হবে। পবিকল্পনাব পরেই কাজে বসলাম। কিন্তু আশ্চর্য ... অনেক চিন্তা ভাবনার পরেও আমার মাথায় আকর্ষণীয় কোন প্লট এলো না। আমার চিন্তা বেড়ে যায়। এদিকে ব্রডওয়েতে দীর্ঘকাল মঞ্চস্থ হবাব পব 'রেইন চেক' এখন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনও অর্থ আসছে নাটকটা থেকে। কিন্তু আর কতদিন? একটা সময় আসবে যখন রয়ালটি কমে যাবে। আমার বর্তমান জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে যাবে, কল্পনা করতে পারি না। তাই বিরক্ত হয়ে নাটক লেখাব ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেললাম। তার চেয়ে আর একটা উপন্যাস লেখার কথা মনে হল।

লেখা শেষ করে প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। দু'সপ্তাহ পরে প্রকাশককে বোঝালাম যে, তাড়াহুড়ো করে বইটা লিখেছি। লেখার সময় অনেক বাধা এসেছে। যাইহোক, কিছুদিনের মধ্যেই ভালভাবে লিখে নতুন উপন্যাস পাঠাবো।

শান্তিতে উপন্যাস লেখার জন্য একটা মনোমত জায়গা খুঁজতে লাগলাম। অনেক খোঁজার পর থ্রি পয়েন্টে ছোট্ট একটা কেবিন ভাড়া নিলাম।

ভেবেছিলাম লেখার পক্ষে থ্রি পয়েন্ট হবে আদর্শ জায়গা। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। ধূমপান আর কয়েক লাইন টাইপ। পছন্দ হয় না। ছিঁড়ে ফেলি। বিকেলে লস এঞ্জেলসে গাড়ী নিয়ে চলে যাই। কথাবার্তা হয় সিনেমার কাহিনীকারদের সঙ্গে। অভিনেতাদের লক্ষ্য করি। সন্ধ্যের পর আবার চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যর্থ পরিশ্রম।

জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্তে ইভের সঙ্গে পরিচয় হয়। একগুঁয়ে উদাসীনতা ওর চরিত্রের সবচেয়ে কঠিন দিক। ওর সঙ্গে মেলামেশার সময় প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে—কি এমন শক্তি আছে ওর মনের গভীরে, যার ফলে ও এমন দৃঢ় আর অবিচলিত থাকতে পারে! ওর আত্মা বলে কিছু ছিল কী?

এ পর্যন্ত যথেষ্ট বলা হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ তৈরী। গল্প এখন শুরু করা যেতে পারে। এই কাহিনী বলার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। আগেও চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। এবার হয়ত সফল হতে পারি।

।। দুই ।।

সান বারনারডিনোর গ্যাস স্টেশনে পৌঁছে শুনি প্রচন্ড ঘূর্ণী বায়ুর আগমন ঘটতে পারে। গ্যাস স্টেশনের লোকটি রাত্রের জন্য আমাকে সান বারনারডিনোয় থাকার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ওর

কথা শুনি না।

পাহাড়ে ওঠার পর প্রচন্ড বাতাস শুরু হয়। গাড়ির ওপর প্রচন্ডবেগে বৃষ্টির জল পড়ছে। বাতাসের তীব্র শব্দ এবং প্রচন্ড বৃষ্টি। বাঁ দিকে পাহাড় শ্রেণী। ডান দিকে গভীর খাদ। কোনক্রমে দ্বিতীয় বাঁকে আসার পর চোখে পড়ল, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুটি লোক। ওদের একজন কাছাকাছি এলে গাড়ী থামাই। তাদের হাতে হ্যারিকেন — হ্যালো মিঃ থার্স্টন। থ্রি পয়েন্টের দিকে যাচ্ছেন? ওকে চিনতে পেরে বলি, হ্যালো টম। যেতে পারবো কী!

— ঘন্টা দু'য়েক আগে একটা বড় প্যাকার্ড গাড়ি গেছে, এখনও ফিরে আসেনি। হয়ত এখনও রাস্তা ঠিক আছে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সাবধানে এগিয়ে যাই। থ্রি পয়েন্টের থেকে কিছু দূরে এসে দেখি একটা বড় প্যাকার্ড গাড়ি অচল অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। রাস্তার ওপর কোমর পর্যন্ত জল। গাড়িটাকে চাবি লাগিয়ে দুটো ছোট্ট ব্যাগ তুলে নিয়ে জলে নামলাম।

দূর থেকে দেখি আমার বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। মুহূর্তে মনে পড়ল প্যাকার্ড গাড়ির ড্রাইভারের কথা। ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবি, লোকটা কিভাবে কেবিনে ঢুকল!

পা টিপে টিপে অগ্রসর হই। লোকটা যেন আমার উপস্থিতি টের না পায়। জানলা দিয়ে ঘরে উঁকি মারি।

কেবিনের তালা ভেঙে যেই ঢুকুক না কেন, চুল্লীতে আগুন ধরিয়েছে। রান্নাঘব থেকে সেই মুহূর্তে একটা বেঁটে খাটো লোক আমার স্কচ হুইস্কির বোতল আর দুটো গ্লাস এবং একটি বক্রনল নিয়ে ঘরে ঢুকলো, লোকটার নীল দু'চোখে কুৎসিত দৃষ্টি, হাত দুটো বেশ লম্বা। লোকটাকে দেখেই ওর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। বয়স চল্লিশের ওপর। দেখে মনে হয় না যে, সে প্যাকার্ড গাড়ির মালিক। পরনের পোশাক ময়লা। শার্টের রং দেখে বোঝা যায় রুচিবোধ কোন স্তরের।

বাতিদানের ওপর দ্বিতীয় গ্লাস কেন? এর অর্থ হল, এই অনধিকার প্রবেশকারী লোকটিব সঙ্গে অন্য কেউ আছে। পরনের ভিজে পোশাকে দাঁড়িয়ে না থেকে ব্যাগ হাতে তুলে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকি।

ভাবছি বাথরুমে যাব না বসবার ঘরে গিয়ে লোকটার কাছে নিজের পরিচয় দেব। সেই মুহূর্তে বসবার ঘরের দরজার কাছে লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কুৎসিত দৃষ্টিতে লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কী ব্যাপার? এখানে কী চান?

লোকটার দিকে তাকিয়ে বলি, গুড ইভনিং। আশা করি আপনাকে বিরক্ত করিনি। কিন্তু এই কেবিন আমি ভাড়া নিয়েছি। লজ্জা পাবেন না, মদ্যপান করুন। রান্নাঘরে হুইস্কির বোতল আছে। চানটা সেরে আবার আসবো আমি।

লোকটার হাঁ করা দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে আমি শোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করি। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে আমার। ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারি লোকটির সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন মহিলা। ঘরের চারধারে মেয়েদের পোশাক ছড়ানো। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

এই অবস্থা দেখে লোকটার ওপর খুব রাগ হল, বেরিয়ে এসে বললাম, এসব কী ব্যাপার? এটা কি হোটেল?

লোকটা অপ্রস্তুতভাবে বলে, দেখুন, রাগ করবেন না। জায়গাটা খালি দেখে আমরা ...।

অতিকষ্টে রাগ চেপে বাড়তি বাথরুমে চান সারলাম। গরম জলে স্নানের পর মেজাজ শান্ত হয়। তারপর তৈরী হয়ে এসে বসবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি।

।। তিন।।

স্ত্রীলোকটিকে দেখলাম পাতলা গড়ন। আগুনের সামনে উঁচু হয়ে বসে দু'হাত গরম করছে। মাথার চুল কালো। পরনে ড্রেসিং গাউন। হাতের আঙুলে বিয়ের আংটি। যদিও সে টের পেয়েছে ঘরে কেউ একজন ঢুকেছে, তবুও মুখ ফেরায় না স্ত্রীলোকটি।

আমার জানাশুনা স্ত্রীলোকদের পাশাপাশি ওকে বিচার করছিলাম। ওরা বরং উলঙ্গ হয়ে আমার

কাছে উপস্থিত হবে, কিন্তু কখনও ড্রেসিং গাউন পরিহিতা হয়ে নয়!

সুন্দরী ও সুসজ্জিতা স্ত্রীলোকেরা আমাকে সর্বদা আকৃষ্ট করেছে। ওরা চেয়েছে আমার অর্থ, আনন্দ আর দামী উপহার, অন্যদিকে আমি চেয়েছি ওদের কাছে কয়েক ঘণ্টার জন্যে মোহমুক্ত উল্লাস।

অবশ্য ক্যাবল এই সমস্ত মহিলাদের থেকে আলাদা। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নিউইয়র্কে। 'রেইন চেক' মঞ্চস্থ হওয়ার জন্যে দিন গুনছি। সেই সময় ক্যারল ছিল মিঃ রোয়ানের পার্সোনাল সেক্রেটারী। আমরা দুজনে দুজনকে পছন্দ করতাম। হলিউডে আসাব জন্যে ক্যারলই আমাকে উৎসাহিত করেছে। এখন ক্যারল হলিউডে সিনেমার জন্যে গল্প লেখে।

হলিউডে আসার আগে, অনেক সময় ভেবেছি ক্যারলকে বিয়ে করার কথা। অনেক মহিলার সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু ক্যারলের মত বুদ্ধিমতী আর কাউকে মনে হয়নি।

আমি যখন স্ত্রীলোকটিকে দেখতে থাকি, তখন লোকটা বলে আমার নাম হার্ভে ব্যারো। আপনার এখানে এভাবে আসার জন্যে লজ্জিত।

লোকটার সম্পর্কে আমার কোনরকম উৎসাহ ছিল না। আমি স্ত্রীলোকটিকে ভালভাবে দেখতে থাকি। তারপর বলি, আচ্ছা বলুন তো, আপনার স্ত্রী কী বোবা? কানে কম শোনে?

ব্যারোর মুখের ভাব বদলে যায়। ওর লাল মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। আমার কানের কাছে মুখ এনে নিচুগলায় বলে, শুনুন, মহা ঝামেলায় পড়েছি। স্ত্রীলোকটি আমাব বউ নয়। মেয়েছেলেটার মাথায় ছিট আছে। বৃষ্টিতে ভিজে .. ওর মত মেয়েছেলে বৃষ্টিতে ভেজা পছন্দ করে না।

আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কী একটু মদ্যপান করবেন না?

আশা ছিল, আমার কথায় স্ত্রীলোকটি তাকাবে। কিন্তু তা হয় না। বরং স্ত্রীলোকটি কার্পেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে চুল্লীর পাশে একটা খালি গ্লাসের দিকে আঙুল তুলে বলে, ওই দেখুন ... দু'পেগ খাওয়া হয়েছে।

ব্যারো এগিয়ে এলো। বলল, ওর নাম ইভ।

মার্লো! স্ত্রীলোকটির দু'হাত কোলের ওপর কাঁপতে থাকে।

ব্যারো তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, হ্যাঁ ... ব্যারোর নাম মনে রাখা আমার পক্ষে যাচ্ছেতাই ব্যাপার।

আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন বুঝি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ব্যারো উত্তর দেয়, লস এঞ্জেলস্।

ইভের উদ্দেশ্যে বলি, লস এঞ্জেলস্ অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু কী ব্যাপার, আপনার সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি কেন?

ইভ কঠিন চোখে আমাকে দেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, জানি না।

ব্যারো সম্ভবত আমার মতলব বুঝতে পেরে থাকবে। তাই তাড়াতাড়ি ইভের কাঁধে টোকা মেরে বলে, শোন, তোমার এখন শুতে যাওয়াই উচিত।

ইভ শুতে চলে যায়। আমি বলি, দেখি, ওর আর কিছু লাগবে কিনা এবং ব্যারো নড়াচড়ার আগেই আমি ইভকে অনুসরণ করি।

ইলেকট্রিক হিটারের সামনে ইভ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে ওর মুখের চেহারা কুঁচকে যায় এবং দু'চোখের দৃষ্টি অন্য রকম হয়ে ওঠে।

আমার মনোভাব যদি ইভ জানতে পারে খুব ভাল হয়। অনেক ঝামেলা কমে যাবে। অনর্থক সময় নষ্ট হবে না।

হঠাৎ আয়নার সামনে থেকে সরে দাঁড়ায় ইভ। ড্রেসিং গাউন নিজের শরীরের সঙ্গে ঘন করে আঁকড়ে ধরে। নাকের ওপরে দুটো গভীরে কুঞ্চন রেখা সজীব হয়ে ওঠে। ওকে দেখতে আটপৌরে হলেও ওর মুখের জেদী ভাব থাকা সত্বেও ইভ আমাকে প্রচন্ড কৌতূহলী করে তোলে।

ইভ যুগপৎ দরজা এবং আমার দিকে তাকায়। দু'বার এরকম হওয়ার পর বুঝতে পারি, নিঃশব্দে ইভ আমাকে চলে যেতে বলছে। আমার পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না।

আমি এখন শুয়ে পড়বো ... মনে কিছু করবেন না। ইভ দূরে সরে যায়।

কোন রকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেই। নেই ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজনীয়তা, আমার ঘর ব্যবহারের জন্য। পরিবর্তে ঘাড় ধাক্কা!

বসবার ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করি ব্যারো গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। চেয়ারে বসার জন্য ও এগিয়ে যায়। ওর পা টলছে। চেয়ারে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, শুনুন, ইভের ব্যাপার থেকে দূরে থাকুন! আজ রাতে ও আমার আপনার মতলব জানে। শুনুন, আপনাকে কিছু বলবো।

আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে বেঁটে ও মোটা আঙুল তুলে ব্যারো বলে, ইভকে আমি কিনেছি। একশো ডলার দিয়ে কিনেছি। বুঝতে পেরেছেন? সুতরাং ইভের ছায়া মাড়াবেন না!

আমি ওর কথা বিশ্বাস করি না। বলি, এভাবে কোন স্ত্রীলোককে আপনি কিনতে পারেন না। বিশেষ করে আপনার মত একজন বাজে টাইপের লোক!

কার্পেটের ওপর হুইস্কি ফেলে দেয় ব্যারো। বলে, কী বললেন? নোংরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় ব্যারো।

বলেছি যে, আপনি অর্থাৎ আপনার মত বাজে টাইপের লোক কোন স্ত্রীলোককে কিনতে পারে না।

ব্যারোর কপালে দুটো শিরা ফুলে ফুলে ওঠে। সে বলে, আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে। আপনাকে দেখামাত্র মনে হয়েছে, আপনি ঝামেলা শুরু করবেন। ইভকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চান, তাই না?

আমি হেসে বলি, কেন ছিনিয়ে নেব না? আপনার কিছুই করার নেই।

চেয়ারের হাতলের ওপর আঘাত করতে করতে ব্যারো বলে, কিন্তু ইভকে আমি কিনে এনেছি। আমি আগেই ওকে একশো ডলার দিয়েছি। ওকে পাবার জন্যে আট সপ্তাহ অপেক্ষা করেছি। আমার সঙ্গে আসতে বলায় ইভ জানিয়েছে — ঠিক আছে। পরে যখন ওর ডেরায় গিয়েছি ওর আয়া জানিয়েছে, ইভ বেরিয়ে গেছে। চারবার ওর ডেরায় গিয়েছি। প্রতিবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ও আমার সাথে আসতে রাজী হয়েছে। আপনি না আসা পর্যন্ত সব ঠিক-ঠাক ছিল। এখন আপনি বা অন্য কোন বাঁদর আমাকে ঠেকাতে পারবে না!

ব্যাগ থেকে একশো দশ ডলার বের করে ব্যারোর পায়ের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, কেটে পড়ুন! সুদ সমেত দিয়েছি।

ব্যারোর মুখ ফ্যাকাসে দেখায়। দু'হাত সামনে এগিয়ে তেড়ে এলো আমার দিকে। আমি মারামারি করতে চাই না। ব্যারো যদি একান্তই চায়— আমার কিছু করার নেই।

আমি সরে না গিয়ে ওর মুখে একটা ঘুষি মারি। ওর মুখ চিরে যায়। ব্যারো পিছিয়ে গেলে আবার আমি ওর নাকের ওপর ঘুষি মারি।

আর আঘাতের দরকার নেই। ব্যারোর হাঁটু কাঁপে। মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। আমি এগিয়ে যাই। নিচে শক্ত লাথি কষাই। কার্পেটের ওপর ব্যারোর শরীর যন্ত্রণায় ছটফট্ করে। ওর আর কিছুই করার নেই।

দরজার সামনে ইভ দাঁড়িয়ে। ওর দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

ইভের দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, ঠিক আছে ... চিন্তার কিছু নেই। আপনি শুতে যান। ব্যারো এক্ষুনি চলে যাবে।

চলে যায় ইভ। সশব্দে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়।

কোন রকমে উঠে বসল ব্যারো, দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।

আমি বললাম, বিগ বিয়ার লেকে পৌঁছতে আপনার দু'ঘণ্টা লাগবে, রাস্তা আপনার ভুল হবে না। নিচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে যাবেন। লেকে যাওয়ার পথে হোটেল পাবেন। ওখানে আপনার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন!

এরপর ব্যারো যা করল, তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ব্যারো কেঁদে

উঠল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

একশো দশ ডলার কুড়িয়ে আমি ব্যারোর হিপ পকেটে গুঁজে দিলাম।

ব্যারো আমাকে ধন্যবাদ জানায়। অপদার্থ আর কাকে বলে!

ওকে ধরে সামনের দরজার দিকে নিয়ে যাই। তারপর বৃষ্টির মধ্যে ওকে ধাক্কা মারি।

আপনার মত উজবুক আমার পছন্দ নয়। আমি বলি, আর কোনদিন আমার সামনে আসবেন না!

দরজা বন্ধ করে লবিতে দাঁড়াই। মদ্যপান কবা দরকার। কিন্তু তার আগে দরকার আর একটা ব্যাপার জানা। শোবার ঘরে যাই।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে ইভ দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে স্তন ঢাকা। ওর চোখ দুটো সতর্ক হয়ে ওঠে।

দবজার সামনে দাঁড়িয়ে বলি, ব্যারো চলে গেছে। ও আপনার কাছে একশো ডলার পেত। ওকে আমি দিয়েছি। ওর জন্যে কী আপনার দুঃখ হচ্ছে না?

ঘৃণায় কঠোর দেখায় ইভের মুখ। বলে, একটা লোকের জন্যে কেন আমার দুঃখ হবে?

ইভ যখন একথা বলে তখন বুঝতে পারি, ব্যারো কিছুই মিথ্যে বলেনি।

ইভ বারবনিতা। ইভের মত মেয়ে যাকে সমাজ ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছে — ওর এত বড় স্পর্ধা যে, আমাকে অবজ্ঞা করে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ কবে বলি, ব্যারো তোমাকে কিনেছে। একশো ডলার, তাই না? যাই হোক আমি তোমাকে কিনে নিয়েছি। মনে কোর না, একশো ডলারের ওপর তুমি আর কিছু পাবে। হ্যাঁ, তোমার দাম কোন মতেই এর বেশি হতে পারে না।

ইভ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখের কঠোর ভাব বদলায় না। ওর দু'চোখ কুঁচকে যায় ড্রেসিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইভ। ওর ছোট্ট সাদা হাত ভারী ছাইদানীর ওপর।

ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলি, ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। কাছে এসো। দেখি, তুমি আমাকে কী দিতে পার!

ওকে যেই ধরার জন্যে হাত বাড়াই, হঠাৎ ইভ ছাইদানী তুলে প্রচন্ড জোরে আমার মাথায় আঘাত করল।

।। চার ।।

এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি শোনার পর। আপনারা হয়ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মানুষ হিসেবে আমি অত্যন্ত বিরক্তিজনক। আপনারা হয়ত ভেবে নিয়েছেন আমি নীতিহীন, দাম্ভিক এবং অপদার্থ। অবশ্য আমার স্বীকারোক্তির ফলে আপনারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

সামাজিক ভাবে আমার সঙ্গে মিশলে যদি আমার বন্ধু হন, অন্য বন্ধুদের চেয়ে আমাকে আরও ভালো মনে হবে। কারণ, মেলামেশার সময় আমার আচার-আচরণ সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সতর্ক থাকি।

আপনারা হয়ত ভেবে ভেবে কোন কুল কিনারা পাবেন না — কেন ক্যারল আমাকে ভালবেসেছিল! ক্যারল ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। ওর ন্যায়পবাযণতা ছিল অতি উচ্চস্তরের, আমার মত একজন মানুষকে ও ভালবেসেছিল — সুতরাং ওর চরিত্র আর কতটা নির্ভরযোগ্য হবে, এভাবে ওকে বিচার করবেন না।

থ্রি পয়েন্টে ইভের সঙ্গে দেখা হওয়ার দু'দিন পরে আমি হলিউডের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ক্যারলের সহানুভূতির কথা আমার মনে ছিল।

সান বারনারডিনোর পেট্রল পাম্প আমার গাড়ীর ভার নিয়েছে। ওরা জানায় যে, প্যাকার্ড গাড়ীটাও মেরামত করে দিয়েছে।

বিগ বিয়ার লেক থেকে পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে আসার পথে আমার চোখে পড়ল, পথের আবর্জনা মুক্ত করছে একদল লোক। ওদের ফোরম্যান আমার পরিচিত। ওর লোকজন

পথের ওপর কাঠ ফেলে আমার গাড়ি ওপরে তুলে পিছিল পথ পার করে দেয়।

প্রায় সাতটার সময় আমি ক্যারলের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাই। ওর আয়া ফ্রান্সেস জানায় কিছুক্ষণ আগে স্টুডিয়ো থেকে ফিরে ক্যারল পোশাক বদলাচ্ছে। ঘরে নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সেস আমাকে পানীয় দেয়।

চেয়ারে বসে আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ফ্রান্সেসকে বলি, যখনই এ ঘরে ঢুকি ভীষণ ভালো লাগে। ঐ ঘরের ডিজাইনটা দিতে মিস রাইকে বলবো।

কথা বলার মাঝখানে ক্যারল এলো। ওর পরনে শিথিল পোশাক। ওকে বেশ সুন্দরী মনে হল। আসলে ওকে হলিউডের মানদন্ড অনুযায়ী সুন্দরী বলা যায় না। ওকে দেখে আমার অড্রে হেপবার্নের কথা মনে পড়ল। ক্যারলের গায়ের রঙ কিছুটা বিবর্ণ। ফলে মুখের হাড় প্রকট। ওর চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বড় বড় দু'চোখ। সজীব এবং কৌশলী।

লঘু গলায় ক্যারল বলে, এই যে ক্লাইভ ... কেমন আছ? তিন দিন কোথায় ছিলে? ক্যারল একটু থেমে আমার কপালের আহত স্থানের দিকে তাকিয়ে বলে, কী করছিলে?

ক্যারলেব হাত ধরে ওকে সোফার দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলি, বুনো একটা মেয়েছেলের সঙ্গে লড়াই কবেছি! ক্যালিফোর্ণিয়ার সবচেয়ে বন্য স্ত্রীলোক। থ্রি পয়েন্ট থেকে আমি এসেছি ওর সম্পর্কে তোমাকে ওয়াকিবহাল করতে।

ফ্রান্সেসের উদ্দেশ্যে ক্যাবল বলে, আমাকে পানীয় দাও। মনে হচ্ছে মিঃ থার্স্টনের গল্প আমাকে রীতিমত আঘাত দেবে।

বাজে বকো না! আমি বলি, শুধু তোমাকে খুশি করার জন্যে বলা। আর কিছু নয়। বরং আঘাতটা আমিই পেয়েছি।

ক্যারলের পাশে বসে ওর দু'হাত ধরে বলি, আজ সারাদিন খুব কাজ করেছো, তাই না? চোখের নিচে কালো দাগ হয়েছে। কিন্তু তুমি কী অবশেষে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে উঠলে? চোখের জল ফেলার অর্থ কী?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাবল বলে, প্রচুর কাজ আমার। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হবার মত সময় নেই। এবার তোমার বুনো মেয়েমানুষ সম্পর্কে কিছু বল। তুমি কী ওর প্রেমে পড়েছো?

তুমি ব্যাপারটা এভাবে ভাবছো কেন? যত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার দেখা হবে, আমি কী সবার প্রেমে পড়বো? আমি তোমাকে ভালবাসি।

আমার হাতে আলতো চড় মেরে ক্যারল বলে, তাই নাকি? তিনদিন তোমাকে না দেখে মনে হয়েছে — ভাবছিলাম তুমি হয়ত আমাকে ত্যাগ করেছো।

আমি চেয়ারে বসে ক্যারলকে সব বলি। ঝড়, ব্যারো এবং ইভের কথা। অবশ্য অনেক কিছু গোপন রাখি।

ক্যারল বলে, তা তোমার ওই স্ত্রীলোকটি কি করল, তোমার মানিব্যাগ নিয়ে উধাও হয়েছিল?

উহুঁ, মানিব্যাগ ছাড়াই উধাও হয়েছিল। সে কোন কিছু সঙ্গে নেয়নি।

একদিক দিয়ে আমি ওই স্ত্রীলোকটির প্রশংসা করি। কেননা, সে তোমার দাম্ভিক মাথায় আঘাত করেছিল। স্ত্রীলোকটির সঙ্গের লোকটা কে ছিল, জান তুমি?

ওর নাম ব্যারো। ওর সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। ওকে দেখতে ছিল ভ্রাম্যমান বিক্রেতার মত। ওই রকম লোক যারা পয়সার বিনিময়ে মেয়েমানুষকে উপভোগ করে।

ক্যারল সোফা ছেড়ে জানলার সামনে যায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, পিটার টেনেট এখানে আসবে। তুমি কী রাত্রে আমাদের সঙ্গে যাবে?

আমি বলি, আজ রাত্রে সময় হবে না। অনেক কাজ আছে। মিঃ পিটার কী কোন কাজের আলোচনার জন্যে আসছেন?

আমার হাতে কোন কাজ নেই, কিন্তু আজ সন্ধ্যেটায় আমার অন্য মতলব আছে।

পিটার টেনেটকে ভাল ভাবেই জানি ক্যারলের বন্ধুদেব মধ্যে কেবলমাত্র ওর সম্পর্কেই আমার মনে হীনমন্যতা বোধ আছে। কিন্তু ওকে ভালো লাগে। অত্যন্ত ভালো মানুষ। আমাদের পরস্পরের বোঝাপড়ায় কোন খুঁত নেই। কিন্তু ওর প্রতিভাকে ঠিক সহ্য করতে পারি না। পিটার

একাধারে প্রয়োজক, পরিচালক, সিনেমার কাহিনীকার এবং শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেষ্টা। এ পর্যন্ত যা কিছুতে ও হাত দিয়েছে তাতেই সফল হয়েছে। ওর হাতে জাদু আছে। ও স্টুডিয়োর এক নম্বর লোক। এক বছরে ওর সাফল্য দেখে, ওকে ঠিক সহ্য করতে পারি না।

সম্প্রতি ক্যারল আমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বহু লোককে অনুরোধ করেছে। ব্যাপারটা আমাকে বিরক্তিকর করে তুলেছে।

ব্যগ্র কণ্ঠে ক্যারল বলল, তুমি কী সত্যিই আসতে পার না? আরও বেশি করে পিটারের কাছাকাছি তোমার আসা উচিত। তোমার জন্যে ও কিছু করতে পারে।

জোর করে হেসে বলি, আমার জন্যে কিছু করবে? পিটার কী করতে পারে? ক্যারল, আমি দিব্যি আছি ... আমার কোন রকম সাহায্যের দরকার নেই।

আমি দুঃখিত, ক্যারল বলে। জানলার দিকে ওর মুখ ফেরানো। আজ রাত্রে সবই ভুলভাল বকছি, তাই না?

ক্যারলেব কাছে গিয়ে বলি, মোটেও না জান। এখনও আমার মাথায় যন্ত্রণা। আমি অসুস্থবোধ করছি।

ঘুরে দাঁড়ায় ক্যারল। বলে, ক্লাইভ, তুমি এখন কী করবে? মানে কী কাজ করছো এখন? দু'মাস থ্রি পয়েন্টে ছিলে। কাজ কতদূর এগিয়েছে?

একটা উপন্যাস ... খসড়া তৈরী করছিলাম। এ বিষয়ে ক্যারলের সঙ্গে কোনরকমে আলোচনা এড়াতে চাইছিলাম। পিটার এসে পড়ায় আমি রেহাই পাই।

ক্যারলকে দেখে পিটারের গম্ভীব চিন্তামগ্ন মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!

এখনও পোশাক পরে তৈরী হওনি! ক্যারলের হাত ধরে পিটার বলে, কিন্তু তোমাকে চমৎকার লাগছে বাইরে খাবার খেতে নিশ্চয়ই তোমার ক্লান্ত লাগবে না?

হলিউডের অন্যতম সফল ইংরেজ ব্যক্তি পিটার। ওর পোশাক এখনও লন্ডন থেকে তৈরী হয়ে আসে। ওব চওড়া কাঁধ আর সরু কোমরে ওই পোশাক চমৎকার খাপ খায়।

ক্যারল বলে, ক্লাইভ, ওকে পানীয় দাও। আমি ততক্ষণে পোশাক পাল্টে নিচ্ছি। বেশী সময় লাগবে না। দেখ না ক্লাইভের মেজাজটা ভাল নেই আজ। ও আমাদের সঙ্গে বেরোতে চাইছে না।

সে কি! তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে — বিশেষ একটা উপলক্ষে আজকের পার্টি। খববটা কী ক্যারল তোমাকে বলেছে?

পিটারের দিকে হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে বলি, উহুঁ .. কী খবর?

ক্যাবলকে স্ক্রিপ্ট লেখার ভার দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ সকালে। ইমগ্রামের উপন্যাস থেকে স্ক্রিপ্ট তৈরী করবে।

আমার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য, আমি জানি, ইমগ্রামের উপন্যাসের বিষয় আমার পক্ষে বিরাট ব্যাপার। কিন্তু ক্যারলেব মত একটা অল্পবয়সী মেয়ে কিনা স্ক্রিপ্ট লিখেবে — আঘাতটা আমি সহজে সামলাতে পারি না।

আনন্দের ভান করে বলি, তাই নাকি, দারুণ খবর! উপন্যাসটা আমি পড়েছি! মহৎ কাহিনী। ছবিটার প্রয়োজক কী তুমি?

মাথা নেড়ে পিটার বলল, অনেক দিক ভাবতে হচ্ছে। ঠিক ঐরকম গল্পই আমি খুঁজছিলাম। আমি চেয়েছিলাম ক্যারল স্ক্রিপ্ট লিখবে, কিন্তু ভাবিনি যে, গোল্ড রাজী হবে। অবশ্য অনেক শর্ত থাকবে। অনেক অর্থের ব্যাপার ... সিনেমার সাফল্যে ক্যারল আরও সুযোগ পাবে যদি স্ক্রিপ্টটা ভালো হয়। আমি জানি ও ভালো স্ক্রিপ্ট তৈরী করবে। ক্যারল রীতিমত প্রতিভাশালিনী।

পিটার এগিয়ে আমার সামনে একটা চেয়ারে বসল। মনে হল ও আমার হতাশা বোধ হয় টের পেয়েছে। এখন তুমি কী লিখছো?

আমার লেখালিখির প্রতি এই ধরনের কৌতূহল দেখানো আর ভালো লাগে না। সংক্ষেপে বলি, একটা উপন্যাস। তোমার পক্ষে উৎসাহিত হওয়ার ব্যাপার নয়।

পিটার বলল, বাজে বকো না! জান ক্লাইভ, তোমার কোন কাহিনী আমি সিনেমায় কাজে লাগাতে চাই। গোল্ডের জন্য কোন কাজ করার কথা ভেবেছো কী? ওর সঙ্গে তোমার আলাপ

করিয়ে দেব।

কী দরকার পিটার? তুমি তো জান, কাবুর জন্য আমি কাজ করতে পারি না। ক্যারলের মুখে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, তোমার স্টুডিয়োতে কাজ করা প্রায় নরক যন্ত্রণার মত ব্যাপার।

অর্থের ব্যাপারটা ভুলে যেয়ো না। অনেক ডলার ... যাইহোক, ভালভাবে ভেবে দ্যাখ। বেশি দেরী কোর না। মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল। আর হলিউডে, কে কাকে মনে রাখে।

পিটার আমার দিকে তাকায় না। ওর কথাবার্তার পেছনে প্রচ্ছন্ন সতর্ক করে দেওয়ার ব্যাপার টের পাই।

সিগারেট ধরিয়ে আপন মনে ভাবতে থাকি। একটা ব্যাপার কখনও অন্য কোন লেখক অথবা হলিউডের প্রযোজকদের বলতে নেই। বলতে নেই যে, নতুন কিছু লেখার খোরাক তোমার মাথায় নেই। ওরা তোমাকে সহজেই ধরে ফেলবে।

আমি জানি, থ্রি পয়েন্টে ফিরে গেলে একই ব্যাপার ঘটবে অর্থাৎ গত দু'দিন যে-ভাবে আমার সময় কেটেছে। ইভের কথা মনে পড়বে।

জানলার শার্সী ভেদ করে সূর্য আমার মুখের উপর এসে পড়েছে। আমি নির্জন কেবিনে ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর পড়ে আছি। সেই মুহূর্ত থেকে ইভের চিন্তা আমার মন থেকে দূর হয়নি। অনেক চেষ্টা করেছি ওকে ভুলতে পারি নি।

মনের এই অবস্থায় কাউকে ইভের কথা না জানিয়ে স্বস্তি ছিল না। তাই হলিউডে এসেছি ক্যারলকে দেখতে। কিন্তু ক্যারলের সঙ্গে কথা বলার পর মনে হল, আসল ব্যাপারটা ওকে বলতে পারি নি। পিটারকেও বলা সম্ভব হয়নি। ওদের বলতে পারিনি কিভাবে ইভ আমার মনকে আলোকিত করেছে। বললে, ওরা আমাকে পাগল ভাবতো!

ইভ আমার অহঙ্কারে আঘাত দিয়েছে। ওর শীতল নিস্পৃহতা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। মনে হয়েছে ইভ বসবাস করছে পাথরের দুর্গে। আমাকে ওই দুর্গ চূর্ণ করতে হবে। ভেঙে ফেলতে হবে দেয়াল।

ইভকে হাতের মুঠোয় আনা সহজ হবে না। ইভ অজ্ঞাতসারে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ওর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। কি হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। অনেক ঝড় উঠবে। তার জন্যে চিন্তা করি না। সময় মত হাল সামলাবো।

ক্যারল ঘরে ঢোকায় আমার চিন্তাস্রোত বাধা পায়। ওদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল মনে। কিন্তু আরও প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে আমার সামনে।

আমি বলি, পরে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। তোমরা কোথায় বসবে?

পিটার জবাব দেয়, ব্রাউন ডার্বিতে। আচ্ছা, এখন যাওয়া যাক। ক্লাইভ, তুমি কী আমাদের পথে যাবে নাকি?

আমি ব্যাখ্যার ভঙ্গিতে বলি রাত আটটায় প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাই। পানীয় শেষ করে কয়েকটা ফোন করব।

ওরা চলে গেলে টেলিফোন গাইডের পাতা ওলটাই। মার্লো নামে অনেক লোক। হঠাৎ ওর নাম দেখে উত্তেজনায় বুক ধক্ ধক্ করে ওঠে। লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভে বাড়ির ঠিকানা। জায়গাটা আমি চিনতে পারি না।

কয়েক মুহূর্ত আমি দ্বিধায় চুপ করে থাকি। তারপর আমি টেলিফোন তুলে ইভের নাম্বার রিং করি। ক্রিং ক্রিং শব্দ শুনি। স্ত্রীলোকর কণ্ঠস্বর। ইভ নয়। 'হ্যালো।'

— মিস মার্লো আছে?

— কে কথা বলছেন! কণ্ঠস্বর বেশ সতর্ক।

— মিস মার্লো আমায় নামে চিনবে না।

তারপর কিছুক্ষণ বিরতির পর স্ত্রীলোকটি বলে, মিস মার্লো জানতে চান, আপনার দরকার কীসের।

আমি বলি, মিস মার্লোকে টেলিফোন ধরতে বলুন। আমাকে ফোন করতে বলেছিল।

তারপর ইভ ফোন ধরতে নিচু গলায় কথা বলি যাতে ইভ আমার কণ্ঠস্বর না চিনতে

পারে —

আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি কী? এই আধ ঘণ্টার মধ্যে?

আসুন। সন্দেহের গলায় ইভ বলে, আপনাকে কী আমি চিনি?

বড়ই সঙ্কট মুহূর্তের মুখোমুখি এই আলোচনা। হেসে বলি, আপনার অনেক দিনের চেনা আমি।

ইভও হাসে। বলে, চলে আসুন।

কত সহজেই না ব্যাপারটা ঘটে যায়!

।। পাঁচ।।

লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভের রাস্তা সরু। আস্তে আস্তে গাড়ি চালাই। চোখে পড়ল সাদা গেটের গায়ে ইভের বাড়ির নম্বর। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ি। হেঁটে আমি সামনের দরজা পর্যন্ত যাই। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমি দরজার সামনে দাঁড়াই। তারপর কড়া নাড়ি। আমার বুক চাপা উত্তেজনায় ধক্ ধক্ করে কাঁপে।

দরজা খুলে যায়। বূঢ় প্রকৃতির একজন স্ত্রীলোক দরজার সামনে দাঁড়ায়।

গুড ইভনিং, আমি বলি, মিস মার্লো কোথায়?

প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যায় স্ত্রীলোকটি এবং একটি দরজা খুলে বলে, স্যার এদিকে আসুন।

বড় নয় ঘরটা। আমার মুখোমুখি একটা ড্রেসিং টেবিল — চালু কাচ লাগানো। বাঁদিকে ছোট দেরাজওয়ালা সিন্দুক যার ওপব ছোট ছোট কাচের তৈবী জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি। অনেকটা দূরে ডান দিকে সস্তা পোশাকের আলমারি। একটা ডিভান ঘরের বাকী জায়গা জুড়ে।

শূন্য আগুনেব চুল্লীর সামনে ইভ দাঁড়িয়ে। ওর সামনের টেবিলে রয়েছে বাতিদান এবং অসংখ্য বই।

আমি ভেবেছিলাম ইভ আমাকে দেখে অবাক হবে কিন্তু ইভের মুখের চেহারা বদলায না। সন্দেহ আর নিস্পৃহতায় ভরা মুখ।

আমি বলি, আমাকে দেখে তুমি অবাক হওনি?

মাথা নেড়ে ইভ জবাব দেয়, আপনার কণ্ঠস্বর আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাছাড়া আপনার ফোন আসবে, জানতাম।

আমি বলি, তুমি আমাকে প্রত্যাশা করছিলে কেন?

মাথা নেড়ে ইভ বলে, বলবো না। সে অস্বস্তির সঙ্গে ঘরের চারদিকে তাকায়, ইভ নিজেকে রক্ষা করতে তৎপর। টের পাই ইভ নার্ভাস। কি করবে বুঝতে পারছে না।

দুঃখ হয় তোমাব হাবভাব লক্ষ্য করে। তোমাকে এসব মানায় না।

সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় নিজেকে লক্ষ্য করে ইভ। — কেন? আমাকে কি খারাপ দেখাচ্ছে?

খারাপ দেখাবে কেন ... কিন্তু তোমার কী ওরকম বিশ্রী ভাবে না সাজলেই চলে না?

মেকআপ ছাড়া আমাকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাবে।

তুমি একজন চিত্তাকর্ষক স্ত্রীলোক। তোমার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সচরাচর অনেক স্ত্রীলোকর মধ্যে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

ওর মুখের ভাব কঠোর হয়ে ওঠে। আমি একজন চিত্তাকর্ষক স্ত্রীলোক, এই বলতেই কী আপনি এসেছেন?

আমি হেসে জবাব দিলাম, কেন নয়? কেউ যদি আগে তোমাকে না জানিয়ে থাকে —, অনেক দেরী হলেও আমি জানাচ্ছি। স্ত্রীলোকের যা প্রাপ্য, তাকে তা দেওয়া উচিত।

ওর বিরক্তি মেশানো হাবভাব দেখে টের পাই, ও ঠিক বুঝতে পারছে না আমাকে নিয়ে কি করবে। ওকে এবারে ধরে রাখতে পারলে আমার অধিকার বজায় থাকবে।

কপালের ক্ষত স্থান স্পর্শ করে বলি, এর জন্যে তুমি কী দুঃখ প্রকাশ করবে না?

কেন দুঃখ প্রকাশ করবো? আপনার যা পাওনা, তাই পেয়েছেন।

হেসে বলি, হয়তো তাই। তেজী স্ত্রীলোক আমার পছন্দ। তুমি কী সবসময় পুরুষদের সঙ্গে এমন আচরণ কর? অর্থাৎ ওরা যখন তোমাকে বিরক্ত করে, তখন মাথায় আঘাত দিয়ে ওদের ধরাশায়ী কর বুঝি?

এবার ইভ মুখ টিপে হাসে। বলে, মাঝে মাঝে তাই করি।

তোমার মনে কোন কষ্ট হয় না?

উহুঁ।

ইভকে লক্ষ্য করি। কদাকার ভঙ্গিতে ও বসে আছে। মাথা সামনের দিকে বাড়ানো এবং ওর সরু কাঁধ ঘোরে। আমার দু'চোখের দৃষ্টি টের পেয়ে আবার সে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকায়।

বিরক্তির সঙ্গে ইভ বলল, ওভাবে বসে কেবল আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন না। এখানে কেন এসেছেন?

আরাম করে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে জবাবে বলি, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে কী কথা বলতে পারি না? তোমার কী তাতে অদ্ভুত মনে হবে?

ভ্রূকুটির সঙ্গে তাকায় ইভ। ও বুঝতে পারছে না, আমি ওর সময় নষ্ট করছি কিনা অথবা এখানে এসেছি মজা লুটতে। বলা বাহুল্য, নিজের অধৈর্যকে ইভ অতিকষ্টে সংযত রাখছে।

শোন ইভ, কিছু মনে কর না ... কিন্তু আমাকে তুমি আর পাঁচজনের সঙ্গে তুলনা কর না। আমার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা চাপা থাকে না।

অবাক চোকে তাকায় ইভ। বলে, নিজের সম্পর্কে দেখছি আপনার খুব উঁচু ধারণা তাই না?

কেন থাকবে না? নিজের সম্পর্কে তোমার কী ভালো ধারণা নেই?

জোরে মাথা নেড়ে ইভ বলল, কেন থাকবে? আর আমি দাম্ভিক লোকেদের পছন্দ করি না।

আশা করি তুমি সেই ধরনের স্ত্রীলোক নও যারা হীনমন্যতায় ভোগে।

শূন্য চুল্লীর দিকে তাকিয়ে থাকে ইভ। ওর হাবভাব সহসা ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে।

নিজেকে আমার তেমন মনে হয়। ইভ সন্দেহের চোখে তাকায়, আপনার কাছে বুঝি অদ্ভুত মনে হচ্ছে?

না অদ্ভুত মনে হচ্ছে না। তবে তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে, তার জোরেই তুমি আমার কাছে আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছ। তোমার চেহারায় বৈশিষ্ট্য আর ব্যক্তিত্বের ছাপ। তোমাব মধ্যে অসাধারণ চমক আছে।

ইভ নিজের ছোট চ্যাপ্টা দুটো স্তনের ওপর হাত রাখে। ওর দু'চোখে ক্রোধের ঝিলিক দেখা যায়। — 'আপনি ভীষণ মিথ্যেবাদী! কখনও মনে করবেন না যে, আপনার ওই সব আজেবাজে কথা বিশ্বাস করেছি! বলুন তো, আসলে আপনি কি চান?

বিষয় পাল্টে আমি টেবিলের ওপর বইগুলো দেখে বলি, তুমি কি অনেক বই পড়?

হতবুদ্ধি ইভ জবাব দেয়, ভালো বই পেলে পড়ি।

আমার প্রথম বইয়ের নাম করে জানতে চাই, তুমি কী 'অ্যাঞ্জেলস্ ইন স্যাবেলস্' বইটা পড়েছো?

পড়েছি ... ভালো লাগেনি।

হতাশ ভঙ্গিতে বলি, ভালো লাগেনি? কেন? বইটা কী তোমার কাছে নিরস মনে হয়েছে?

মনে পড়ছে না। এত তাড়াতাড়ি পড়েছি যে কিছুই মনে করতে পারছি না।

বইটা মনে করতে না পারায় আমি ইভের ওপর বিরক্ত হই। ইচ্ছে ছিল, বইটা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করবো, ওর প্রতিক্রিয়া জানতে পারবো। এমন কি যদি ওর বইটা অপছন্দেরও হয়।

সংশয়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে ইভ বিছানায় বসল, বলুন, আর কি জানতে চান?

নিজের সম্পর্কে কিছু বল। একটু ঝুঁকে ওর একটা হাত ধরে বলি, তুমি কী বিবাহিতা অথবা এই সব লোক দেখানো? ওর আঙুলে বিয়ের আংটি নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করি।

আমি বিবাহিতা।

একটু অবাক হয়ে বলি, তোমার স্বামী কী দেখতে সুন্দর? খুব ভালো?

মুখ ফিরিয়ে ইভ বলে, হুঁ।

কোথায় আছেন উনি?

ইভ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সেটা আপনার না জানলেও চলবে।

ঘড়ির দিকে তাকাই, এ ঘরে ঢুকেছি প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলি, অত ঘন ঘন ভ্রূ কুঁচকে থাকা ঠিক নয়। শান্ত হয়ে থাকতে পার না?

ওর দিকে এগিয়ে যাই। ইভের দু'চোখ থেকে সংশয়ের ভাব মুছে গিয়ে ফিরে এলো আত্মবিশ্বাস আর গোপন আনন্দের আভাস।

ইভ ড্রেসিং গাউনের দড়ি খোলে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বলি, এখন আমি যাবো।

মুহূর্তে ইভের দু'চোখ থেকে আত্মবিশ্বাস মুছে যায়। ওর ধারণা অনুযায়ী ওর সঙ্গে মিলিত না হওয়াব জন্য খুশি হই। যতক্ষণ আমার আবরণ অন্যান্য পুরুষদের চেয়ে অন্য রকম থাকে, ইভকে আমি হেঁয়ালিব মধ্যে রেখে দেব।

দেরাজেব পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি দশ ডলারের দুটো নোট কাচেব মূর্তির মধ্যে রাখি।

ইভ দ্রুত ডলারের দিকে তাকায়। ওর মুখের তিক্ততা দূর হয়ে যায়।

দবজার কাছে দাঁড়িয়ে বলি, একদিন তুমি আমাকে অবশ্যই আপ্যায়িত করবে। আর ভুল হয়না যেন . পরের বার এসে যেন তোমাকে মেকাপে না দেখি। ওতে তোমাকে মোটেও ভালো দেখায় না। আচ্ছা, চলি!

ইভ সঙ্গে এলো। হাসি মুখে বলল, আপনাকে ধন্যবাদ উপহারের জন্য।

ঠিক আছে। শোন আমাব নাম ক্লাইভ। তোমাকে কী খুব শীঘ্র ফোন করবো?

মুখ টিপে হাসে ইভ। আপনার কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পারবো। গুড বাই ক্লাইভ।

মাথা নেড়ে আমি দরজার দিকে এগিযে যাই। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সোজা ডাইন স্ট্রীটে পানশালায় পৌঁছাই। ব্রাউন ডার্বির কাছাকাছি।

নিগ্রো বারম্যানেব কাছ থেকে পানীয় নিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে বসি। কারণ আমি চাই চিন্তা করতে। তারপর একটা সিগারেট ধরাই।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি স্থির করি গত এক ঘণ্টা বেশ মজায় কেটেছে। ইভকে চমকে দিয়েছি। ইভ বোকা নয়। ও বুঝতে পেরেছে যে, ওকে নিয়ে আমি বুদ্ধির খেলায় নেমেছি। কিন্তু কোন সূত্র রেখে আসিনি। ওকে কৌতূহলী করে এসেছি। ও আর যুবতী নেই। প্রৌঢ়াও বলা যাবে না। যদি ওর বয়স তেত্রিশও হয় — ওকে আরও বেশি বয়স্কা দেখায়। ওর পেশায় বয়সটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হুইস্কি শেষ করে সিগারেট ধরাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

আমার কিছু একটা ঘটেছে — এটা স্পষ্ট। কয়েকদিন আগে আমি কোন বেশ্যার সংস্পর্শে আসার কথা কল্পনাও করিনি! ওদের কাছে যারা যায়, তাদের আমি সর্বদা ঘৃণা করেছি। তবুও ঐরকম একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটু আগে আমি প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি। ওর সঙ্গে আচবণ করেছি এমনভাবে যেন ও আমার আর পাঁচজন বান্ধবীর মত। সর্বোপরি, আমি কুড়ি ডলার ব্যয় করেছি ফালতু আলাপের জন্য।

আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি মিশেছি প্রতিভাবান লোকেদের সঙ্গে। ওদের তুলনায় আমি নিষ্প্রভ। কিন্তু সাফল্য কাকে বলে ইভ জানে না। আমার জানা ইভই একমাত্র স্ত্রীলোক যাকে আমি অনুগ্রহ করতে পারি। যতক্ষণ অর্থ আছে — আমি ওর প্রভু। এখন আমার মনে হয় ঐরকম একজন সঙ্গিনী একান্তই প্রয়োজন যে সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে আমার চেয়ে খাটো, এছাড়া নিজের ওপর আস্থা রাখা সম্ভব হবে না।

এসব যত ভাবতে থাকি, আমার মনে হয় আমাকে থ্রি পয়েন্ট ছেড়ে চলে আসতে হবে। ঘন ঘন ইভের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে।

সিগারেট ছাইদানীতে গুঁজে আমি টেলিফোন বুথে ঢুকে টেলিফোন করি।

রাসেলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে, বলি, আমি রাতের দিকে থ্রি পয়েন্টে ফিরবো, তুমি একটা কাজ কর। খুঁজে দ্যাখ আমার বইটা 'ফ্লাওয়ারস্ ফর ম্যাডাম।' আমি চাই বইটা মিস ইভ মার্লোর বাসস্থানে খুব তাড়াতাড়ি পাঠানো হোক। কোন কার্ড অথবা কে পাঠিয়েছে জানাবার দরকার নেই।

ইভের ঠিকানা জানিয়ে বলি, কাজটা করবে তো?

হ্যাঁ, আপনার নির্দেশ পালন হবে। রাসেলের কণ্ঠস্বরে ছিল সামান্য অপছন্দের সুর। ক্যারল ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার মেলামেশা ও বরদাস্ত করতে পারে না।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আমি ব্রাউন ডার্বির দিকে রওনা হলাম।

।। ছয়।।

বাদক দলের ডায়াস থেকে দূরে একটা টেবিলে বসেছে ক্যারল এবং পিটার। ওদের সঙ্গে একজন মস্ত বড় চোহারার ভদ্রলোককে দেখি।

ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে আসার সময় পিটার আমাকে লক্ষ্য করে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এই যে ক্লাইভ, শেষ পর্যন্ত তুমি এলে।

চেয়ারে বসতে পিটার বলে, তোমার সঙ্গে রেক্স গোল্ডের নিশ্চয়ই আলাপ হয়নি।

ভারিক্কী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে পিটার বলে, ইনি থার্স্টন ক্লাইভ ... একজন লেখক।

এই ভদ্রলোক তাহলে রেক্স গোল্ড। হলিউডে উনি সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ক্যারলের দিকে চোখ মটকে তাকিয়ে ফিসফিস গলায় বলি, তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি না।

ফিস্‌ফিস্ করে ক্যারল বলে, প্রকাশকের সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়নি?

মাথা নেড়ে বলি, ফোন করেছিলাম। খুব জরুরী ব্যাপার না হওয়ায় আগামী কাল ওদের সঙ্গে দেখা করবো।

এতক্ষণ মিঃ গোল্ড একমনে স্যুপ খাচ্ছিলেন। স্যুপ খাওয়া শেষ করে চামচ টেবিলের ওপর রাখলেন। ক্যারলের উদ্দেশ্যে বললেন, রাতে তুমি ক্লাবে আসছো তো?

কিছুক্ষণের জন্য। বেশী দেরী করবো না। কাল আমার অনেক কাজ।

গোল্ড বললেন, কাজের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকেও ভাগ করে নিতে হয়। তোমার কথায় মনে পড়েছে ইমগ্রাম কাল সকালে আমার অফিসে হাজির হবেন। পিটার, ওঁর সঙ্গে তুমি দেখা করবে।

নিশ্চয়ই, পিটার বলে, চিত্রনাট্যের ব্যাপারে ইমগ্রামকে কী খুব জরুরী মনে হয়?

উহুঁ। ওঁকে যদি তোমরা ঠিকমত বাগে আনতে ব্যর্থ হও আমাকে জানাবে। হঠাৎ গোল্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, মিঃ থার্স্টন, সিনেমার জন্যে কী আপনি কিছু লিখেছেন?

জবাবে বলি, না এখনও কিছু লিখিনি, মাথায় অনেক ভাবনা গিজ্‌গিজ্ করছে। সময় পেলে কাজে লেগে যাবো।

ভাবনা? কীসের ভাবনা? গোল্ড মুখটা সামনে এনে বলেন, আমার কাজে লাগবে কিছু?

আপ্রাণ চেষ্টা করি কিছু ভাবতে, কিছুই মনে পড়ছে না। শেষে ধাপ্পা দেবার জন্যে বলি, কিছু কিছু ভাবনা আছে ... আপনাকে দেখাবো যদি আপনি উৎসাহিত হন।

গোল্ডের দু'চোখ যেন আমাকে চিরে ফেলে। উনি বলেন, কী দেখাবেন? কিছুই বুঝতে পারছি না।

বর্ণনা ... ব্যবহার। হঠাৎ বিরক্তিতে মন ছেয়ে যায়। বলি, সময় পেলেই আমি কাজে লেগে যাবো। তারপর আপনার কাছে পেশ করবো।

ক্যারলের দিকে গোল্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, বর্ণনা .. ব্যবহার, ওসবে আমার উৎসাহ নেই। আমি চাই গল্প। আপনি একজন লেখক, তাই না? আমি গল্প শুনতে চাই। এখন একটা গল্প শোনান।

এখানে না এলেই ভাল হত। মনে হল পিটার কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। ক্যারলের মুখে আলতো উত্তেজনা।

আমি বলি, এখানে গল্প বলা যাবে না। যদি আপনি সত্যিই কিছু শুনতে চান, আমি আপনার সঙ্গে পরে দেখা করবো।

সেই মুহূর্তে কয়েকজন ওয়েটার এসে আমাদের টেবিলে খাবার দিতে শুরু করে। গোল্ড এখন খাওয়ায় ব্যস্ত। সুতরাং আলোচনা বন্ধ। আমরা সবাই চুপচাপ খেতে থাকি।

খাওয়া শেষ হতে হঠাৎ ক্যারল জিজ্ঞেস করে, আপনি কী ক্লাইভের বই 'অ্যাঞ্জেলস এন্ড স্যাবলেস্' পড়েছেন?

ভ্রূ কুঁচকে গোল্ড বলেন, তুমি তো জান, আমি কিছু পড়ি না।

আপনি পড়ে দেখবেন। সিনেমার জন্যে হয়ত প্লটটা ঠিক উপযুক্ত নয় ... কিন্তু আইডিয়াটা ভাল।

আমার কাছে এই সংবাদ নতুন। আমি ক্যারলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাই। ক্যারল আমাকে এড়িয়ে যায়।

গোল্ডের হলুদ মুখ উজ্জ্বল দেখায়। বলেন, কীসের আইডিয়া?

ক্যারল জবাবে বলে, কেন মানুষেরা পছন্দ করে স্বেচ্ছাচারিতা!

হোঁচট খাই আমি। কেননা বইটার মধ্যে ও ধরনের কোন ব্যাপার আছে বলে আমার মনে পড়ছে না।

পিটার নরম গলায় বলে, মানুষেরা তাই চায় নাকি?

নিশ্চয়ই। গোল্ড বলেন, ক্যারল ঠিকই বলেছে। তার কারণ তোমাকে বলছি। স্বেচ্ছাচারিতা পুরুষেরা পছন্দ করে কারণ একজন ভালো স্ত্রীলোক অত্যন্ত বিরক্তিকর!

মাথা নেড়ে ক্যারল বলে, আমি সে রকম মনে করি না। ক্লাইভ, তোমার কী ধারণা?

জানি না, কি বলবো। এ বিষয়ে আমি চিন্তা করিনি। ইভের কথা মনে এলো। ইভ আর ক্যারল। ইভ স্বেচ্ছাচারী। অন্যদিকে ক্যারল ভদ্র। সে আন্তরিক। নৈতিক গুণের অধিকারিণী। আমার সন্দেহ, ইভ জানে না, নৈতিক গুণ বলতে কী বোঝায়।

আস্তে আস্তে বলি, স্বেচ্ছাচারীর এমন কিছু গুণ আছে যার অভাব দেখা যায় ভদ্র স্ত্রীলোকের মধ্যে। প্রকৃতিকে দমন করার ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে পুরুষেরা। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের যতদিন নিয়ন্ত্রিত রাখবে — স্বেচ্ছাচারীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে পুরুষেরা। যাইহোক, একজন পুরুষ বেশিদিনের জন্যে কাবুর ফাঁদে পড়ে থাকতে চায় না। অসতী স্ত্রীলোক আজ এখানে — কাল চলে যায় অন্য কোথাও।

গলা চড়িয়ে ক্যারল বলে, সব রাবিশ! ক্লাইভ, এসব বাজে কথা! ওর দু'চোখের ভাব দেখে বোঝা যায়, আমার কথায় ও আঘাত পেয়েছে। ও রেগে গেছে।

আমি বলছি কেন পুরুষেরা স্বেচ্ছাচারিতা পছন্দ করে অধিকাংশ পুরুষ সম্পর্কে বলা যায় যে, যদি তাদের রাশ আলগা হয়ে যায়, তারা বল্গাহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। যারা সংখ্যায় অল্প, তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত রাখে নৈতিক আচরণের দ্বারা, এদের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই।

ক্যারল আমার দু'চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, দাম্ভিক পুরুষেরা স্বেচ্ছাচারিতা পছন্দ করে। একজন অসতী স্ত্রীলোক স্বভাবতই শোভাপ্রদ। সে চতুরা এবং প্রলুব্ধদায়িনী। এ ধরনের স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে মানুষ যেতে চায় বন্ধুদের মনে ঈর্ষা জাগাবার জন্যে। স্বেচ্ছাচারী স্বভাবতই মস্তিষ্কশূন্য। অবশ্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না অসতী স্ত্রীলোকদের। ওর দরকার শুধু সুন্দর মুখ, একজোড়া সুগঠিত পা, জাঁকালো পোশাক আর ইচ্ছুক হওয়া।

গোল্ড জানতে চান, স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি না থাকলে কী পুরুষদের সুবিধে হয় ... তুমি তাই মনে কর, ক্যারল?

ক্যারল ছোট্ট করে বলে, ব্যাপারটা আপনি ভালই জানেন। আমার চোখে আপনি ধুলো দিতে পারবেন না! ওই সব পুরুষদের চেয়ে আপনি কোন অংশে ভালো নন। বিশ্রী লাগে যখন দেখি বাজে মেয়েছেলেকে নিয়ে মাতামাতি করে পুরুষেরা. স্ত্রীলোকের চেহারা, পোশাক আর শরীর — এই তো চায় পুরুষেরা!

ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। স্বেচ্ছাচারীদের সম্পর্কে বল। পিটারের দু'চোখের তারা উৎসাহে চকচক করে।

বলছি, কোন পুরুষ পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রী তাব চেয়ে বেশি কিছু জানে। ফলে একজন অসতী স্ত্রীলোক জিতে যায়। নিজের সম্পর্কে বলা ছাড়া আর কোন বিষয় তারা জানে না। তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না। অসতী স্ত্রীলোকটি চায় মজা লুটতে আর লোকটিকে নিংড়ে অর্থ আদায় করতে।

গোল্ড বলেন, এর মধ্যে ছবির আইডিয়া কোথায়?

ক্যারল জবাবে বলে, মানুষের ওপর ব্যঙ্গ। ক্লাইভ পারে তো ওই বিষয় অর্থাৎ ব্যঙ্গ নিয়ে কিছু লিখুক। বিষয়টা খুব ধরবে স্ত্রীলোকদের মনে.. ওদের ভালো লাগলেই আমাদের ছবি চলবে।

আমার দিকে তাকিয়ে গোল্ড জানতে চান, আপনার কী মনে হয়?

ক্যারলই আমার মাথায় ভাবনাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও বেশি। ও আমার কল্পনা শক্তিকে খুঁচিয়ে দিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি আমি কি করবো। ইভের গল্প আমাকে লিখতে হবে। ওর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বকে ধরতে হবে।

উত্তেজনায় আমি বলি, হ্যাঁ, ভাল আইডিয়া। আমি পারবো।

চেয়ার পেছনে ঠেলে ক্যারল হঠাৎ বলল, আমাব প্রচন্ড মাথা ধরেছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি এখন যাব।

আমি দাঁড়িয়ে বলি, ক্যারলেব সঙ্গে যাচ্ছি'। যুগপৎ রাগ আর ভীতিভাব আমাকে আক্রমণ করে। এসো ক্যারল।

মাথা নেড়ে ক্যারল বলল, তুমি মিঃ গোল্ডের সঙ্গে থাক। পিটার, আমি বাড়ি যেতে চাই।

ক্যারল যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। ওর হাত ধরে বলি, কী হল? আমার কথায় বাগ করেছো?

ওর দু'চোখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ক্যারল সব জানতে পেরেছে। ওর কাছে কোন কিছু লুকানো যাবে না।

পিটারের সাথে ক্যারল চলে যাবার পর আবার আমি চেয়ারে বসি।

গোল্ড বলেন, স্ত্রীলোকেরা কেমন অদ্ভুত ধরনের তাই না? অবশ্যই আপনাদের মধ্যে কোন ব্যাপার ঘটেছে।

বিরস গলায় বলি, কিছুদিন যাবত আমরা পরস্পরকে জানি।

গোল্ড বলেন, ক্যারলের আইডিয়া মন্দ নয়। আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপরটা দেখছেন?

আমি বলি, একজন স্বেচ্ছাচারীর প্রতিকৃতি ওর জীবনে বহু পুরুষের আনাগোনা, ওর ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ওর অন্তিম পরিবর্তন। একজন অসতী স্ত্রীলোকের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে একজন পুরুষ। তাকে যদি ভালবাসা যায়, বাধা হবে অপসারিত। তারপর তাকে ইচ্ছেমত বদলানো সম্ভব।

স্বেচ্ছাচারী সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন, গোল্ড বলেন।

তার সম্পর্কে আমার মনের ধারণাই বলতে পারি। তাকে জানি বলেই কেবলমাত্র তার সম্পর্কে উৎসাহিত হতে পারি। তার অস্তিত্ব আমার কাছে বাস্তব। সে জীবনযাপনের জন্য বহুগামিনী। সে করুণভাবে স্বার্থপর এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ। অর্থ ছাড়া পুরুষদের আর কোন সার্থকতা নেই তার কাছে।

ঐ ধরণের স্ত্রীলোক কখনও ভালবাসতে পারে না। ঐ ধরনের স্ত্রীলোককে আপনি জানেন নাকি?

তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাকে আমি জানতে চাই। লেখার জন্যেই ওর সঙ্গে আমার মেলামেশা। লিখতে গেলে সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে।

আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে যে, আপনার ধারণা সঠিক হবে, যদি না প্রকৃতপক্ষে আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপারটা যাচাই করেন। মনে হয় আপনার ধারণা ঠিক নয়। যেমন চরিত্রের স্ত্রীলোকের বর্ণনা দিয়েছেন — সে প্রেমে জড়াতে পারে না। এমন ব্যাপার আমার কাছে যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। আর আপনি কিনা নিছক থিয়োরী কপচাচ্ছেন।

আমি হঠাৎ টের পাই যে মিঃ গোল্ড আমাকে ধরার জন্যে জাল পেতেছেন। হয় আমাকে

পিছিয়ে যেতে হবে অথবা স্বীকার করতে হবে আমার পরিকল্পনার কথা।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে গোল্ড বলেন, আপনার উপন্যাস আমার ভাল লেগেছে। আইডিয়াটা চমৎকার, বক্স অফিসের পক্ষে এমন ছবি রীতিমত ভালো।

মিঃ গোল্ড বলতে থাকেন, যাতে ঘটনা আছে এমন গল্প আমার পছন্দ। আপনার গল্পের আইডিয়াটা আমার ভালো লেগেছে। স্ত্রীলোকটি আপনার পরিচিতা। আপনার কলমে সে সজীব হয়ে উঠবে— কারণ, সে বেঁচে আছে। আপনার কাজ হচ্ছে ওর চরিত্রকে তুলে ধরা। আমি চাই আপনি আবও একটু এগিয়ে যান। নিজেকে বসান নায়কের জায়গায়। আর লেখার আগে নিজে নায়কের ভূমিকায় অভিজ্ঞতা লাভ করুন। ও যাতে আপনার প্রেমে পড়ে—সেই চেষ্টা করুন। ব্যাপাবটা তাহলে পরীক্ষা নিরীক্ষা হিসেবে চমকপ্রদ হবে।

আমি কিছু বলি না। আমার পরিকল্পনার কথাই বলছেন মিঃ গোল্ড। তবে এ ব্যাপারে আমার অস্বস্তি হয। কাবণ ক্যারলের কথা মনে পড়ে আমার।

শান্ত ভঙ্গিতে মিঃ গোল্ড বলতে থাকেন, স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে যাচ্ছেন এ ঘটনা যেন অন্য কেউ জানতে না পারে। আমার আর আপনার মধ্যেই এটা গোপন থাক।

মিঃ গোল্ড টের পেয়েছেন যে, ক্যারলের ব্যাপারে আমাব অস্বস্তি আছে।

তাহলে আপনি গল্পটা লিখছেন। খুব সংক্ষেপে গল্পটা আমাকে বলুন।

এক মূহুর্ত চিন্তা করে আমি বলতে থাকি, পুরুষকে শিকার করে যে স্ত্রীলোক দিনযাপন করে, —এমন একজন স্বেচ্ছাচারীর গল্প। পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকটির সম্পর্ক আমি বিশ্লেষণ করবো। এই স্ত্রীলোকটি শুধু সেই রকম পুরুষদের কাছ থেকে অর্থ আর উপহার নেয় যারা ওর প্রতি মোহান্ধ। এমন সময় স্ত্রীলোকটির জীবনে এলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একজন পুরুষ। এখান থেকেই আসল নাটক শুরু হবে। প্রথমে এ লোকটি আন্যানাদেব মতই স্ত্রীলোকটির দিকে ঝুঁকবে। কিন্তু আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে জানার পর লোকটি বুঝবে যে, স্ত্রীলোকটি আসলে ভণ্ড প্রকৃতির। সে ওকে অগ্রসর হতে দেবে। পবিণামে স্ত্রীলোকটিকে কাবু করে ফেলবে নায়ক। তাবপর এমন খেলায় আসরে ক্লান্তি আসবে তখন নায়ক তাকে ত্যাগ করে অন্য কারুর সন্ধানে চলে যাবে।

মিঃ গোল্ড মাথা নেড়ে বলেন যদি স্ত্রীলোকটি আপনার বর্ণনানুযায়ী সে বকম খারাপ ধরণের হয় —সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে উঠবে।

ঠিক আছে . . . পরীক্ষা করে দেখা যাক্। আপনিইতো বলেছেন, পরিণামে যাই হোক না কেন —গল্পটা ছবির পক্ষে চমৎকার হবে।

হ্যাঁ, ... মনে হয়, তাই হবে। চিন্তামগ্ন মিঃ গোল্ড বলেন, আমি আপনাকে গল্পের কাঠামো তৈরীর জন্যে দু'হাজার ডলার দেব। যদি বুঝি আমার পছন্দ হচ্ছে গল্পটা —তখন আপনাকে আরও পঞ্চাশ হাজাব ডলার দেব। আমার স্টুডিয়োর লোকজনের সবরকম সাহায্য আপনি পাবেন। এই প্রস্তাব লিখিত দেবার জন্য আমার লোকজন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

তিন মাস কী আপনি অপেক্ষা করবেন? যদি তিন মাসের মধ্যে আমার গল্প তৈরী না হয়..... সেক্ষেত্রে আরও বেশি সময় ব্যয় করা হবে অপচয়।

মিঃ গোল্ড মাথা নেড়ে বলনে, তিন মাস পর্যন্ত আমি দেখবো। বাস্তব জীবনে অমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে বড়ই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। শুনুন মিঃ থার্স্টন আপনার আগামী দিনগুলি কেটে যাবে দারুণ উত্তেজনার মধ্যে।

মিঃ গোল্ড বেয়ারাকে ডাকেন। বলেন, মিঃ থার্স্টন, আমি এখন ক্লাবে যাবো। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন নাকি?

আমি বলি ধন্যবাদ। উঁহু ... . আমি যেতে পারছি না। অনেক কিছু আমাকে ভাবতে হবে। অনেক পরিকল্পনা করার আছে।

।। সাত।।

—পরের দুসপ্তাহ ক্যারলের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। রোজ ফোন করেও পাচ্ছি না। জানি

না, ক্যারল আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে নাকি চিত্রনাট্য নিয়ে ব্যস্ত। ক্যারল আমার ওপর রেগে আছে। ওর জন্যে আমি চিন্তিত। দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি ক্যারলকে আহত করেছি। অবশ্য স্টুডিওতে গিয়ে ক্যারলের সঙ্গে দেখা করতে পারি। কিন্তু আগে ফোনে কথা বলতে চাই। কেননা আগেই বলেছি, ক্যারলের কাছে মিথ্যে বলা কঠিন।

বর্তমান বাসস্থানে থাকা রাসেলের পছন্দ নয়। আমি ইভকে নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। আমাদের সাক্ষাতের তৃতীয় রাত্রে গাড়ী নিয়ে ইভের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে আসি। ওর বাড়িটাকে দেখে অদ্ভুত এক ধরণের আনন্দ পাই।

চতুর্থ দিনে দুপুরে ইভের বাড়িতে ফোন করি কিন্তু ওর পরিচারিকা আমার পরিচয় জানার পর বলে, মিস মার্লো এখন ব্যস্ত। পরে ফোন করব বলে ফোন ছেড়ে দিই।

মধ্য রাত্রে আমি ইভকে আবার টেলিফোন করি। —হ্যালো .... । ইভের কণ্ঠস্বর।

হ্যালো ইভ! টের পাই আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

ক্লাইভ, এখন অনেক রাত।

বইটা পেয়েছো? পড়তে ভালো লেগেছে তোমার?

অনেকক্ষণ পর ইভ জবাবে বলে, এখন আমি কথা বলতে পারছি না...... খুব ব্যস্ত আমি।

রেগে আমি বলি, তুমি কী দিনরাত ব্যস্ত থাক?

ইভ ততক্ষণে টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

পরের দিন সকালে রাসেল ডাইনিংরুমে জলখাবার দেয়। রাসেল ক্যারলকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসে। ও চায় না আমি অন্য কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসি। ক্যারলকে কেন্দ্র করে রাসেলের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। ওকে আমি খুব বকি। বেচারী চলে যায়।

মিঃ গোল্ডের কাছ থেকে কোন চিঠি না পেয়ে আমি একটু চিন্তিত। এদিকে আমার ব্যাঙ্কে জমানো অর্থ কমে আসছে। অনেক বিল জমে গেছে। পরিশোধ করতে হবে।

মেজাজ ঠিক থাকে না আমার, টেলিফোন করি আমার এজেন্ট মার্লি বেনসিনগারকে।

শোন মার্লি ... হেরন চেকের কী হলো? এ সপ্তাহে আমি পেমেন্ট পাইনি।

এক সপ্তাহের জন্যে নাটকটা বন্ধ আছে। জানেন তো, কুড়ি সপ্তাহ ধরে নাটকটা একনাগাড়ে চলেছে। আর উপন্যাসের...সেপ্টেম্বরের আগে হিসেব হবে না।

দূর ছাই! তুমি একটা অপদার্থ! একটা খবর শোন। মিঃ গোল্ডের কাছে আমি একটা অফার পেয়েছি। গল্পের জন্যে উনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবেন।

দারুণ ব্যাপার, নতুন বইটা কেমন লিখেছেন?

নতুন বই ... ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না!

কী বলছেন? সেলিক আশা করছে যে, এ মাসের শেষে বইটা লেখা হয়ে যাবে।

সেলিক গোল্লায় যাক্! গোল্ডের পঞ্চাশ হাজার ডলার আমার চাই।

একটু থেমে মার্লি বলে, শুনুন, মিঃ ক্লাইভ। 'ডাইজেস্ট' পত্রিকার জন্যে একটা লেখা তৈরী করবেন? বিষয়টা হলো — য়ুমান অফ্ হলিউড। তিন হাজার ডলার দেবে। পনেরো শো শব্দের মধ্যে লেখাটা হওয়া চাই। লেখাটা খুব তাড়াতাড়ি দরকার।

ঠিক আছে, দেখছি। ফোন ছেড়ে দি।

রাসেলকে বললাম তিনটের সময় মিস সেলবির সঙ্গে দেখা করা বাতিল করে দাও। উইলবারদের সঙ্গে আমি রাত্রে ডিনার খাব।

ওপরে পোশাক পরতে যাই। তখন প্রায় বারোটা বাজে। ইভকে ফোন করলাম। অনেকক্ষণ পরে ইভ ধরল। ও ঘুমুচ্ছিল। বারোটা পর্যন্ত ঘুমায়। বললাম — দুঃখিত, তোমাকে ডেকে তোলার জন্য। ইভ, যদি বলি আমার সঙ্গে সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাও, রাজী?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইভ নিরুত্তাপ গলায় জবাব দেয়, ঠিক আছে, যদি আপনি তাই চান।

আমরা থিয়েটারে যেতে পারি। এ সপ্তাহে হলে কেমন হয়?

আপত্তি নেই।

উঃ, ইভ যদি কথাবার্তায় একটু খুশির ভাব দেখাতো! রাগ হয় কণ্ঠস্বরে বিরক্তি চেপে বলি, ভেরী গুড! কোথায় বসে খেতে চাও?

আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন। একটু থেমে ইভ বলে, কতকগুলি জায়গায় বসার অসুবিধে আছে। ইভ অনেকগুলি রেস্তোরাঁর নাম করলো।

তাহলে কোথায় বসবে? ব্রাউনডার্বিতে অসুবিধে কীসের?

সম্ভব নয়। ইভ বললো, টের পাই বলার সময় ওর নাকের ওপর দুটো কুঞ্চন রেখা তিরতির করে কাঁপছে, যে সব জায়গার নাম করলাম, ওখানে বসা চলবে না।

ঠিক আছে। আমি আর এ নিয়ে কথা বলি না। তাহলে শনিবার তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কী বল?

— ঠিক আছে, ফোন রেখে দেয় ইভ। ওকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ পাই না।

।। আট ।।

গাড়ি চালিয়ে যখন ফেয়ারফ্যাক্স এবং বীভারলিতে পৌঁছাই — চোখে পড়ল একটা বড় জটলা। মনে হল কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। গাড়ি একপাশে রেখে নেমে এগিয়ে যাই।

রাস্তার মাঝখানে একটা ছোট্ট রোডস্টার গাড়ি। সামনের একটা মাডগার্ড দুমড়ে গেছে। চারজন লোক একটা বড় প্যাকার্ড গাড়ি ঠেলে রাস্তার পাশে নিয়ে যাচ্ছে। হেডলাইট ভাঙা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিটার টেনেট তর্ক করছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে বলি, কি হল পিটার?

আমাকে দেখে পিটার বলল, তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে? আমাকে একটু স্টুডিওতে পৌঁছে দেবে? রাস্তার ধার থেকে যখন গাড়িটা বের করে আনছিলাম, আমার এই বন্ধু তার গাড়ি হঠাৎ হাজির করে আমার গাড়ির সামনে।

ভিড় ঠেলে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিটার বলল, কী ব্যাপার ক্লাইভ অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। কোথায় ছিলে?

এধার ওধার ছিলাম। আমি বলি, ছবির কাজ কেমন চলছে?

হাত নেড়ে পিটার বললো, লেগে আছি। প্রথম কয়েক সপ্তাহ বেশ কষ্টকর। ছবিটা যে কি দাঁড়াবে, এখনই বলা মুস্কিল। ক্লাইভ, আমি ভীষণ খুশি যে, তুমি মিঃ গোল্ডের জন্যে কাজ করছো। উনি আমাকে বলেছেন যে, তুমি ক্যারলের ধারণার ওপর ভিত্তি করে কিছু লিখবে। উনি অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলেননি। ব্যাপারটা কী?

গল্পটা হবে মানুষের ওপর ব্যঙ্গ নিয়ে। আমি বলি, গল্পটা কিছুটা এগিয়ে যাক। তোমাকে দেখাবো।

স্টুডিওতে ঢুকে অফিসের দিকে গাড়ি এগিয়ে যায়। পিটার বলে তোমাকে মিছিমিছি টেনে নিয়ে এলুম।

গাড়ি থামিয়ে বলি, যদি কিছু মনে না কর, এখানেই তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি! আমার হাতে এখন অনেক কাজ।

আর কিছু বলতে পারি না। ক্যারল সামনে দাঁড়িয়ে। আমি হেসে বলি, এই যে ডুমুরের ফুল...।

গাড়ির দরজা খুলে বাইরে এসে বলি, তুমি কী জান যে, রোজ দু বেলা তোমাকে ফোন করেছি?

পিটার কাঁচে ঢাকা ঘরে ঢুকে গেলে ক্যারল হঠাৎ আমার হাত চেপে বলে, দুঃখিত ক্লাইভ। তোমার ওপর রেগে ছিলাম আমি।

রাগ করতেই পার। অন্য কোথাও চল, কথা আছে। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি।

আমিও তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। আমার ঘরে চল। কথা বলা যাবে।

সেই মুহূর্তে একজন বেয়ারা ছুটে এসে খবর দেয় মিঃ হাই আমস্, ক্যাবলকে এখুনি ডাকছেন।

ক্যারল বলে, কী জ্বালাতন দ্যাখ! আমার সঙ্গে চলো। মিঃ ইমগ্রামের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। জেরী হাইআমস্ একজন ক্ষমতাবান লোক। উনি আমাদের প্রোডাকশান চীফ — ওঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার।

আর কি করা যায়। ঘরে ঢুকে দেখি পিটার হাঁটুর ওপর এক গোছা কাগজ নিয়ে বসে আছে। আর জানলার সামনে চেয়ারে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক।

ক্যারল বলল, ইনি ক্লাইভ থার্স্টন। 'আঞ্জেলস্ ইন স্যাবেলেস' এবং নাটক 'রেইন চেক' ইনি লিখেছেন।

আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলেন, আপনাব কথা আমি শুনেছি। মিঃ গোল্ড জানালেন যে, ওঁর জন্যে আপনি একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে বলেন, স্ক্রিপ্টের বিষয়টা কী? মিঃ গোল্ড রহস্যজনক আচরণ করছেন।

ক্যারলকে দেখিয়ে বলি, ওর আইডিয়াটা কাজে লাগাচ্ছি।

ক্যারল বলে, হ্যাঁ, আমি প্রস্তাব দিয়েছি ক্লাইভ মানুষের ওপর ব্যঙ্গ নিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট তৈরী করুক। নাম দিক 'অ্যাঞ্জেলস্ ইন স্যাবেলেস্'। এবার মিঃ গোল্ড আপনাকে টেক্কা দিতে চান। ক্যারল হেসে বলল, তাই ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছেন।

হাইআমস্ বলেন, হয়তো তাই হবে। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, শুনুন বন্ধু, আপনাকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার জানাতে চাই। মিঃ গোল্ডকে দেখাবার আগে আপনার স্ক্রিপ্ট আমাকে দেখাবেন। অনেক দিক থেকে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো। আপনার বই করব আমি আর পিটার — মিঃ গোল্ড নন। মিঃ গোল্ড যদি স্ক্রিপ্টের কোন অংশ পছন্দ না করেন — সর্বনাশ হবে। আগে আমাকে দেখাবেন — আমি আপনার হয়ে সুপারিশ কববো। মিঃ গোল্ডের কথায় এমন সুন্দব জিনিসটা নষ্ট করবেন না। আমাব কথা বুঝতে পেরেছেন তো?

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিক আছে। টের পাই, ওর সাহায্যের খুব প্রয়োজন হবে আমার।

সেই সময়ে একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢোকেন। হাইআমস্ পরিচয় করিয়ে দেন, ইনি ক্লাইভ থার্স্টন। মিঃ ক্লাইভ, এঁর নাম প্রাঙ্ক ইমগ্রাম।

চেয়ার থেকে উঠে আমি হাত বাড়াই। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিঃ ইমগ্রাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উনি আমাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেন। নার্ভাস হয়ে হাসেন, পরে মুখ ফিরিয়ে হাইআমস্‌কে বলেন, শুনুন মিঃ গোল্ড ভুল করেছেন। সকাল থেকে ব্যাপারটা ভাবছি। ল্যানসিংকে কখনও ভালবাসতে পারে না হেলেন। যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে। ল্যানসিংয়ের মত জটিল চরিত্রের একটা লোকের জন্যে কোন রকম অনুভূতি থাকতে পারে না হেলেনের। ব্যাপারটা নিছক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যে মধুর মিলনে সমাপ্তি ঘটবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাই আমস্ বলেন, ঘাবড়াবেন না। মিঃ গোল্ডের সঙ্গে আমি কথা বলবো।

দেখতে দেখতে ক্যারল, পিটার, হাইআমস্ সবাই ইমগ্রামের আলোচনায় যোগ দেয়। ইমগ্রামের ওপর সবার মনোযোগ আর সহ্য করতে না পেরে ক্যারলের দিকে তাকিয়ে বলি, আমার অনেক কাজ বাকী। দেখা করার তারিখ ঠিক কর।

ক্যারল হতাশ ভঙ্গিতে বলল, তুমি চলে যাবে? আজ বৃহস্পতিবার, তাই না? কাল সন্ধ্যেবেলায় চলে এসো। আজ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ আছে।

তাই হবে। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাইরে এলাম। সঙ্গে এলো ক্যারল ...

গাড়িতে বসতেই শুনি ইমগ্রাম সম্পর্কে ক্যারল বলছে, উনি খুব সৎ আর আন্তরিক। মিঃ গোল্ড বলেন মিঃ ইমগ্রামের কোন আইডিয়া নেই। কথাটা ভুল। ওঁর স্টকে প্রচুর আইডিয়া। যদি মিঃ ইমগ্রামকে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেই — উনি পিটার অথবা হাইআমসের চেয়ে সহজ ছবি করবেন। কিন্তু মিঃ গোল্ড কেবল হস্তক্ষেপ করেন।

হবে। আমি গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে বলি, বেশি পরিশ্রম কোর না। কাল রাত আটটায় দেখা হবে।

ক্লাইভ! ক্যারল আরও কাছে এগিয়ে এলো, মিঃ গোল্ড তোমার জন্যে কী ব্যবস্থা করেছেন? ওই স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে গল্প তৈরী করতে বলেছেন, তাই না?

সীটে নড়ে বসি। বলি, কোন্, স্ত্রীলোক?

ক্যারল ধীরে ধীরে বলে, যখন আমি আইডিয়াটা বলি, জানতাম না এত বড় ভুল করে ফেলবো। ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখার জন্য তুমি ওকে নিয়ে কিছু লেখার ভান করছো। ব্যাপারটা

আসলে অন্য কিছু। আরও জটিল ব্যাপার। সাবধান হও! আমি তোমাকে বাধা দিতে পারবো না। কিন্তু সাবধান হও।

পেছন ফিরে ক্যারল ছুটতে থাকে।

বাড়ি ফিরে মনে মনে অস্বস্তি টের পাই। যদিও মনে মনে বলি, ব্যাপারটার সঙ্গে ক্যারলের কোন সম্পর্ক নেই — কিন্তু বুঝতে পারছি, আমি সাঙ্ঘাতিক খেলায় মেতে উঠেছি। ভালো হবে ইভকে মন থেকে মুছে ফেললে। কিন্তু আমি জানি ইভের সান্নিধ্য থেকে আমি দূরে থাকতে পারবো না।

ইন্টারন্যাশনাল পিকচার্স থেকে একটা চিঠি এসেছে। মিঃ গোল্ডের অনুরোধ যে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। চিঠিতে পরিষ্কার লেখা — 'এ্যাঞ্জেলস্ ইন স্যাবেলস্'-এর ছবির উপযোগী স্ক্রিপ্ট তৈরী হলে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া হবে। অবশ্যই স্ক্রিপ্ট ওঁর পছন্দ হওয়া চাই!

চিঠির সঙ্গে আমার মন্তব্য লিখে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলাম আমার এজেন্ট মার্লি বেনসিনগারের কাছে। তারপর আমি মন দিলাম 'ডাইজেস্ট' পত্রিকার লেখার দিকে।

'উইমেন অফ হলিউড' আপাতদৃষ্টিতে সহজ বিষয়। কিন্তু এ জাতীয় লেখায় আমি অভ্যস্ত নই।

সিগারেট ধরিয়ে ব্যাপারটা ভাবি। মন দেওয়া সহজ হয় না। ক্যারলের কথা মনে হচ্ছে। ক্যারলকে হারাতে চাই না। তারপর ক্যারলের চিন্তা মন থেকে উবে গিয়ে ইভ এসে যায়। সপ্তাহ শেষের ছুটির কথা ভাবি। ইভকে কোথায় নিয়ে যাব? ইভ কেমন ব্যবহার করবে? খবরের কাগজ দেখে অনেক চিন্তার পর স্থির করি, ওকে 'মাই সিস্টার এলিন' নাটকটা দেখালে ভালো হবে।

টাইপ মেসিনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। প্রবন্ধটা কিভাবে শুরু করবো, তার কোন ধারণাই নেই। ছটা পর্যন্ত কাগজে কোন আঁচড় পড়ে না। খানিকটা ভীত হয়ে উঠি।

টাইপ মেসিনটা সামনে টেনে আমি টাইপ শুরু করি। আশা রাখি, কিছু একটা ঘটবে। বোধগম্য কিছু একটা তৈরী হবে। সাতটা পর্যন্ত টাইপ করি। তারপর পৃষ্ঠাগুলি একত্র করে পিন দিয়ে গাঁথি। ঠিক করলাম, উইলবারস্ থেকে ফিরে পড়ে দেখব কেমন লেখা হলো।

রাত একটা পনেরোর আগে উইলবারস্ থেকে ফিরতে পারি না। চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। শ্যাম্পেন একটু বেশী মাত্রায় খাবার ফলে মাথাটা কেমন ভারী বলে মনে হচ্ছে। প্রবন্ধের কথা বেমালুম ভুলে সোজা বিছানায় চলে যাই আমি।

পরের দিন সকাল নটায় রাসেলের ডাকে ঘুম ভাঙে। ও প্রবন্ধের কথা তুলতে মনে পড়ে। একবার দেখতে হবে। রাসেল দিয়ে গেলে লেখাটা পড়তে শুরু করি। তিন মিনিটে আমি বিছানা ত্যাগ করে ছুটে যাই পড়ার ঘরে। এ লেখা কিছুতেই মার্লির কাছে পাঠানো যাবে না। যাচ্ছেতাই লেখা হয়েছে।

আবার টাইপ মেশিন চালাই। মাথায় যন্ত্রণা। দুটো টাইপ জুড়তে পারি না। প্রচন্ড রাগে টাইপ মেশিন থেকে কাগজ তুলে ছুড়ে ফেলি।

এগারোটার সময় আমার মাথা প্রায় ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। মেজাজ বিক্ষুব্ধ। চারিদিকে কাগজের টুকরো। প্রবন্ধ লেখা হবে না। আতঙ্কে আর রাগে ইচ্ছে করছিল টাইপ মেশিনটা আছড়ে ভেঙে ফেলতে।

তখন টেলিফোন বাজে। মার্লির সরল কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—'ডাইজেস্ট' পত্রিকার প্রবন্ধের জন্য অপেক্ষা করছি।

অপেক্ষায় থাকুন, আমি বলি, আমাকে কি মনে করেন? ওইসব ছাইভস্ম লেখা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই? 'ডাইজেস্ট' কাগজ .. গোল্লায় যাক। ওরা নিজেরাই লেখা তৈরী করুক।

।। নয়।।

সন্ধ্যে ছ'টায় যখন আমি ইভের সঙ্গে দেখা করতে বেরোব, ক্যারলের ফোন এল।

ক্লাইভ তুমি আসছো তো? আমি হাই-আমসের সঙ্গে 'রেইন চেক' সম্পর্কে কথা বলেছি। বার্নসটেন একটা গল্প খুঁজছেন। ওঁরা দুজনেই আমার ফ্ল্যাটে আসছেন। তুমি থাকলে ভলো হয়। ওঁদের তুমি গল্পটা বলতে পারবে। জেরীকে বলেছি যে, তুমি থাকবে।

ক্যারল কী জানে যে, আমি ইভের কাছে যাচ্ছি ? তাই ও বোধহয় আমাকে বাধা দিতে চায়। যদি বার্নসটেন বস্তুতই 'রেইন চেক' সম্পর্কে উৎসাহিত থাকেন,এই সুযোগ ছাড়া বোকামী হবে। জেরীর পরেই বার্নসটেনের নাম করা যায় যিনি ছবি করার জন্য বিখ্যাত।

ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলি, অসম্ভব ! শোন ক্যারল, আজ রাতে আমি ব্যস্ত । বার্নসটেনের সঙ্গে কী সোমবার দেখা হতে পারে না?

ক্যারল জানায় বার্নসটেনকে ছবির জন্য গল্প খুব তাড়াতাড়ি বাছতে হবে। মিঃগোল্ড অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আর দুটো গল্প বার্নসটনের বিবেচনাধীন। আমরা ঠিকমতো অগ্রসর হলে 'রেইন চেক' গ্রহণীয় হতে পারে।

ক্যারল অনুরোধের সুরে বলে, 'রেইন চেক'-এর গল্প বার্নসটনের পছন্দ হয়ে যাবে যদি ওঁকে বোঝাতে পারো। জেরীও সাহায্য করবেন। ক্লাইভ, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর।

কিন্তু ইভ-কে আজ নিয়ে বেবোতে না পারলে হয়তো ভবিষ্যতে আর বেরোতেই পারব না।

অধৈর্য গলায় বলি, আজ যেতে পারবো না। আমাব কথা বুঝতে পারছো না কেন? আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে।

ক্যারল রেগে বলল, ক্লাইভ, তুমি কি বুঝতে পারছো না, তুমি না গেলে ওরা কি মনে করবেন? আমি ভেবেছিলাম যে, নিজের স্বার্থ তোমার কাছে অগ্রাধিকার পাবে। ঠিক আছে ক্লাইভ, তোমার সময়টা যেন মজায় কাটে।

ফোন কেটে দিল ক্যারল। আমি ফোন রেখে গাডি নিয়ে ইভের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই। বাড়ীর সামনে পৌছে হর্ন বাজাতে কিছুক্ষণ পরে ইভ নেমে আসে। ঘড়িতে বাজে তখন ছ'টা।

ওর পরনে ঘন নীল রঙের কোট আর স্কার্ট। গায়ে সাদা সিল্কের শার্ট, মাথায় টুপী নেই। হাতে ধরা বড় ব্যাগ। ইভকে অত্যন্ত স্মার্ট দেখায়।

হেসে বলি, খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে তোমাকে। আজ নিজেকে আমার ঠিক রাখা মুস্কিল।

ইভ তীব্র স্বরে বলে, মিথ্যে বলবেন না! আমি জানি, ওটা আপনার কথার কথা।

উহুঁ...... ধোঁকা দিচ্ছি না। যদি জানতাম তোমাকে এমন টেরিফিক দেখাবে, গতকালই চলে আসতাম।

গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিতে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আমাব দিকে তাকায় ইভ। বলে, বাজী রেখে বলতে পারি—আপনি ভেবেছিলেন, আমাকে বেশ্যার মত দেখাবে, তাই না।

হেসে বলি, স্বীকার করছি।

যাই হোক, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

প্রথমে ম্যানহাটান গ্রীলে। তারপর দেখতে যাব 'মাই সিস্টার এলিন' নাটকটি। ঠিক আছে?

আশা করি দেয়াল ঘেঁষে আমাদের টেবিল বুক করেছেন। কেননা আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। ক্লাইভ, আমার স্বামীর বন্ধুরা ....

অনেক ব্যাপার এখন পরিষ্কার হয়। বলি, তাই বুঝি ব্রাউন ডার্বি এবং অন্যান্য ভালো রেস্তোরাঁয় যেতে চাওনি। তোমার স্বামী কী আমাকে দেখলে রেগে যাবে?

আপনার সম্পর্কে আমার স্বামীকে আগে বললে আর কোন ঝামেলা হবে না। কিন্তু আগেই আমার স্বামীর কানে কেউ কথাটা তুলুক, চাই না। আমাব স্বামী আমাকে বিশ্বাস করে।

তাই নাকি? তোমার স্বামীর কাছে আমার কী পরিচয় দেবে? এমনকি তুমি জান না, কে আমি।

ভেবেছিলাম আপনি নিজের সম্পর্কে জানাবেন।

তোমার অন্যান্য পুরুষ বন্ধুরা কী নিজেদের সম্পর্কে জানায়?

অন্য কারুর সঙ্গে আমি বাইরে যাই না। জানেন তো, আমাকে সতর্ক থাকতে হয়।

যাই হোক, তোমার স্বামী কোথায় থাকে? কী কাজ করে?

আমার স্বামী হঠাৎ কোনদিন এসে পড়লে ব্যাপারটা খুব ঝুঁকির হবে, তাই না?

কেন? আমাকে যেখানে দেখেছেন ওটা আমার ব্যবসার জায়গা। আমার আসল বাড়ি লস এঞ্জেলসে।

সুতরাং তোমার স্বামী এই বাড়ীর কথা জানে না। তোমার কতদিন বিয়ে হয়েছে?

মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকায় ইভ, বলে অনেকদিন। আর প্রশ্ন করবেন না।

ঠিক আছে, প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বলি, তুমি কী দামী স্কচ আর সোডা পান করবে আজ?

মুখ টিপে হাসে ইভ। বলে, বেশি সহ্য করতে পারি না। তিন পেগই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

বিশ্বাস করতে পারি না ইভের কথা, ব্রাউন ডার্বির কাছাকাছি একটি ছোট্ট পানশালায় গাড়ী থেকে নেমে ঢুকি।

ওখানে গিয়ে বসো, আমি তোমার জন্য পানীয় আনছি। ইভের দিকে তাকিয়ে বলি।

ইভ মাথা নেড়ে দেয়াল ঘেঁষা একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়, লক্ষ্য করি অনেকেই ইভকে দেখছে। টেবিলে পৌঁছানো পর্যন্ত ওরা ইভের চলে যাওয়া লক্ষ্য করে।

বারম্যানকে বলি, দুটো ডবল হুইস্কি আর শুকনো আদা দাও।

বারম্যান কাউন্টারের ওপর দুটো গ্লাস রেখে কীচেনের দিকে যায়। আমি ইভের দিকে পেছন ফিরে ওর গ্লাসে আরও হুইস্কি ঢালি। তিন পেগে যদি ইভ কাত হয়ে যায় —চার পেগে ওর অবস্থা কেমন হয়, দেখা যাক্। আদা মিশিয়ে দুটো গ্লাস নিয়ে টেবিলে আসি।

এক চুমুকে গ্লাসের অর্ধেক খালি করে মুখ বিকৃত করে ইভ বললো, উঃ, কত হুইস্কি ঢেলেছে গ্লাসে!

বারম্যান অনেক ঝাঁকুনি দিয়েছে — ফলে হুইস্কির পরিমাণটা বেশি দেখাচ্ছে। নাও শেষ কর.. ... ... আর এক দফা হবে, তারপর আমরা যাব।

যখন রাস্তায় এলাম আমরা, ইভের দিকে তাকাই হুইস্কির কোন প্রতিক্রিয়া ওর ওপর হয়েছে কিনা বুঝতে পারি না। ইভ আট পেগ পান করেছে। কিন্তু ওর হাবভাব একদম শান্ত।

ম্যানহাটান গ্রীলে পৌঁছে আমরা গ্রীনরুমে প্রবেশ করি। পানশালায় বেশ ভিড়। ইভের দু'চোখ ভিড়ের দিকে।

ইভের কনুই ধরে ভিড় ঠেলে অগ্রসর হই। রেস্তোরাঁয় যাওয়ার পর দেয়াল ঘেঁষে একটা সোফায় বসল ইভ। ওকে আনন্দিত মনে হয়।

তুমি তো কেবল আমার সঙ্গে বাইরে এসেছো। তোমার অন্যান্য পুরুষ বন্ধুরা তোমাকে তো বাইরে নিয়ে আসে না। তবে সবর্দা এরকম তুমি কর কেন?

ইভ বললো, কখনও কখনও ওরা আমাকে বাইরে আনে। আপনি কী আশা করেন যে, রোজ রাত্রে আমি বাড়িতে বসে থাকবো?

ইভের সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে সত্য কতটা আছে বুঝতে পারি না। তিন পেগে নাকি ইভের নেশা হয়, সেখানে আট পেগের পরেও কোন ভাবান্তর নেই। তারপর পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে আসার ব্যাপারটা।

আমি বলি, আমাদের পরস্পরের পরিচয় হওয়া দরকার। আমার নাম ক্লাইভ থার্স্টন।

আমার নাম শোনা মাত্র ওর ভাবান্তর হয়। বলে, তাই আপনি জানতে চেয়েছিলেন 'অ্যাঞ্জেলস্ ইন্ স্যাবেলস্' পড়ে আমার কেমন লেগেছে? আপনার নাটক 'রেইন চেক' দেখেছি ... জ্যাক নিয়ে গিয়েছিল।

জ্যাক? চমকে আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার স্বামী।

ওর কী ভালো লেগেছে?

হ্যাঁ, আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য দ্বিধার সুরে বলে ইভ, নিজের পরিচয় দেওয়া যাক। আমি, আমি মিসেস পলিন হার্স্ট।

ইভ নয়?

আপনার খুশির জন্যে ইভ।

তাই বুঝি! পলিন নামটাও সুন্দর।

ডিনার শেষে আমরা থিয়েটার দেখতে যাই। নাটকটা দেখে ও মজা পায়। বিরতির সময় আমরা কয়েকবার পান করি। শেষবার যখন আমরা পানশালা থেকে ফিরছিলাম, টের পাই কে যেন আমার হাত ধরে টানছে। মুখ ফিরিয়ে দেখি ফ্রাঙ্ক ইমগ্রাম আমার পেছনে দাঁড়িয়ে।

নাটকটা আপনার ভালো লেগেছে? হেসে জিজ্ঞেস করলেন ইমগ্রাম।

ইচ্ছে করছিল ওকে খুন করি! নির্ঘাৎ ইনি আমার আর ইভের কথা জানাবেন ক্যারলকে।

ভালোই, মাথা নেড়ে ওঁকে বলি, এবং অভিনয়ও চমৎকার।

ইমগ্রামের দু'চোখ ইভের উপর স্থির, কী বলেন, নাটকটা ভলো, তাই না?

তারপর ভিড আমাদের আলাদা করে দেয়, আমরা সীটে ফিরে যাই।

দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে ইভ বলে, আপনার পরিচিত কেউ, তাই না?

উনি ফ্রাঙ্ক ইমগ্রাম। 'দি ল্যাণ্ড ইজ ব্যারেন'-এর লোক।

নাটকের শেষটা দেখে মজা পাই না। মনে মনে ভাবি, ব্যাপারটা জানতে পারলে ক্যারলের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে।

নাটক শেষ হতে বাড়ি ফেরার আগে গলা ভেজানোর জন্যে আবার সেই পানশালায় ঢুকি। গাড়ি চালাতে হবে বলে আমি বেশি পান করি না। ইভ ব্রাণ্ডি জল না মিশিয়ে পান করলো।

তারপব ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা ইভের বাড়ীতে পৌঁছই। শোবার ঘুরে ঢুকে ইভ আলো জ্বালায়।

ইভের হাত ধরে সামান্য নাড়া দিলাম।

ওকে খানিকটা লজ্জিত দেখায়। তারপর ওকে কাছে টানি।

এক মুহূর্তের জন্যে ইভ সরে যাবার চেষ্টা করে। তারপর সে আস্তে আস্তে দু'হাত দিয়ে আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরলো।

।। দশ ।।

জেগে ওঠার পর এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়লো না কোথায় আছি ; তারপর চোখ পড়ল পাশে শুয়ে থাকা ইভের ওপর।

গুটিয়ে শুয়ে আছে ইভ। ওর একটা হাত মাথার ওপর। দুচোখ বন্ধ থাকার ফলে ওর মুখের চেহারায় তারুণ্য নেমেছে। কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে আমি ওকে দেখতে থাকি। ঘুমের মধ্যে ওর ভাব দেখে মনে হয় ও যেন একজন অত্যাচারিতা স্ত্রীলোক যার ইন্দ্রিয়গুলি সহজেই উত্তেজিত।

মাথার ওপর থেকে ওর হাত সরাই। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইভ দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলে, ডার্লিং আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না! ইভ ঘুমে আচ্ছন্ন। অবশ্যই ও সজ্ঞানে আমাকে কিছু বলেনি। সম্ভবত ও ওর স্বামী অথবা প্রেমিকের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আমি চাই — ইভ আমাকেই বলুক, ওকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে। ইভ জেগে উঠে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, হ্যালো .. কটা বাজে?

হাতের ঘড়ি দেখে বলি পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

হায় ভগবান, ইভ অবাক হয়ে বললো, আপনি ঘুমোবেন না? ঘুমিয়ে পড়ুন।

মুখে বিস্বাদ টের পাই। মনে হয় রাসেলকে টেলিফোন কবে কফি দিতে বলি।

ইভ আমাব দিকে তাকিয়ে বলে, কফির দরকার কী? কেটলি চাপিয়ে দিন। মার্টি সব ব্যবস্থা করে গেছে। ইভ তার চিবুক পর্যন্ত লেপ তুলে দেয়।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে হিটার জ্বেলে কেটলী চাপিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকি। বাথরুমের পাশে দুটো ঘর অগোছালো। মেঝের ওপর ধুলোর আস্তরণ, মনে হয় এখানে কেউ অনেক দিন ঢোকেনি। কফি তৈরী করে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি বিছানায় বসে ইভ। ওর ঠোঁটে সিগারেট।

ইভকে কফি দিয়ে বিছানায় বসি।

ইভ আমাকে সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলে, কফি শেষ হলে আবার আমি ঘুমোতে চাই। সুতরাং কোন কথা নয়।

ঠিক আছে। জবাবে বলি। খারাপ হয়নি কফি।

বিলীয়মান তারা দেখতে থাকে জানলা দিয়ে ইভ। হঠাৎ সে বলে, আপনি আমার প্রেমে পড়ে যাননি তো?

আমার হাত থেকে কাপ প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো, বলি, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

ইভ আমার দিকে তাকায়। ওর মুখ বেঁকে যায়। দু'চোখ ফিরিয়ে সে বলে, যদি প্রেমে পড়ে থাকেন ... মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে। পরে বলবেন না যেন আপনাকে সাবধান করিনি। আমার জীবনে মাত্র একজন লোক ... হ্যাঁ, জ্যাক, ও আমার সব কিছু। সুতরাং ভাববেন না, আপনার সম্পর্কে আমার কোনরকম দুর্বলতা আছে।

বিরক্তি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। দমিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু ইভের যে-রকম মনের অবস্থা, যদি ওর সঙ্গে হাল্কা গলায় কথা না বলি, নির্ঘাৎ ঝগড়া হয়ে যাবে।

ঠিক আছে। কফি শেষ করে ঘুমিয়ে পড়। আমি এই বলে ড্রেসিং গাউন খুলে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ি। একটু চুপ করে থাকার পর বলি, মনে থাকবে, জ্যাক তোমার কাছে সব কিছু।

ভীষণ রাগে গা জ্বলছে। ওর ওপর রেগেছি কারণ ও আমার ভেতরটা দেখতে পেয়েছে। ওর ইচ্ছাকৃত নিস্পৃহতা আমাকে ওর প্রতি আরও আকৃষ্ট করেছে। আমার এই ইচ্ছা যৌনতার উর্ধ্বে। আমাদের মধ্যে যে প্রাচীর তৈরী করেছে ইভ — আমি তা ভেঙ্গে ফেলতে চাই। আমি চাই, ইভ আমাকে গুরুত্ব দিক।

যখন ঘুম ভাঙ্গে দেখি ইভ আমার বাহুরমধ্যে।

তারপব সে দু'চোখ খোলে। বলে, হ্যালো। আপনার ঘুম হয়েছে তো?

ঘুমিযেছি। .. তোমার মাথায় যন্ত্রণা নেই তো?

ঠিক আছে। আপনার কী খিদে পেয়েছে? আপনার জন্যে কিছু খাবার আনি। বলে ইভ বিছানা থেকে নেমে রান্নাঘরের দিকে যায়।

আমি বাথরুম থেকে এসে দেখি ইভ বিছানার ধারে টেবিলের ওপর ট্রে-র মধ্যে তাজা কফি এবং এক প্লেট ভর্তি মাখন লাগানো রুটি নিয়ে বসে আছে।

ড্রেসিং গাউন খুলে ইভের পাশে বসে ওর হাত ধরি আমি। ওর হাতের তালুতে মাংস নেই এবং শক্ত। ওব হাতের তালুতে তিনটি তীক্ষ্ণ রেখা চোখে পড়ে। আমি বলি, তুমি স্বাধীনচেতা। এবং এটা তোমার চরিত্রের মূল চাবিকাঠি।

হ্যাঁ, আমি স্বাধীনচেতা। ইভ স্বীকার করে। আর কী দেখলেন? ইভ জানতে চায়।

তুমি খামখেয়ালী, খিটখিটে।

মাথা নেড়ে স্বীকার করে ইভ, বলে, আমার উগ্র মেজাজ। রেগে গেলে আমি বিশ্রী ব্যবহার করি। জ্যাক আমাকে সব চেয়ে বেশি রাগিয়ে দেয়।

কেন?

ঠোঁট বেঁকিয়ে ইভ কাঁধ নাড়ে। বলে, বলবেন না, জ্যাক আমাকে নিয়ে হিংসে করে। আমিও তাই। আমরা পরস্পর মারপিট করি। শেষবার ওর সঙ্গে বাইরে গেছি ডিনার খেতে। ও একজন স্ত্রীলোকের দিকে বারবার দেখছিল। আমি বলেছি, ইচ্ছে করলে জ্যাক মেয়েটার কাছে যেতে পারে। জ্যাক বলেছে আমি যেন বোকার মত কথা না বলি। কিন্তু জ্যাক মেয়েটাকে বার বার দেখতে ছাড়ে না। তখন আমি ক্ষেপে গিয়ে টেবিল ক্লথ ধরে সবকিছু উল্টে দিয়েছি। ইভ কফির কাপ রেখে হাসতে থাকে। বিশৃঙ্খল অবস্থা, হৈ চৈ চিৎকার। আর জ্যাকের মুখের অবস্থা যা হয়েছিল! তারপর আমি জ্যাককে ছেড়ে চলে এসেছি। বাড়ি ফিরেও আমার রাগ পড়েনি। কী দারুন ব্যাপার! ফলে বসবার ঘরের অনেক জিনিস ভেঙে ফেলেছি।

জ্যাক যখন ফিরে এলো — ও তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত। শোবার ঘরে ভেতর থেকে বন্ধ করে আমি লুকিয়ে থাকি। জ্যাক দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। ভেবেছি ও হয়তো আমাকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু জ্যাক স্রেফ ওর ব্যাগ নিয়ে চলে যায়। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

এবং তারপর থেকে জ্যাকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি, তাই না?

জ্যাক আমাকে জানে। আমি কি রকম তা ওর অজানা নয়। যার রাগ নেই তার সঙ্গে আমার...।

এতক্ষণে টের পেয়েছি ইভ মিথ্যে বলতে ওস্তাদ। কিন্তু ও যা বলেছে তার সবটা মিথ্যে নয়।

দশ বছর আগে ইভের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে, অনুমান করতে পারি , ও ছিল বুনো স্বভাবের। জ্যাকের সঙ্গে ওর একটা পার্টিতে দেখা। প্রথম দৃষ্টিতেই ওরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওদের বিয়ে হয়ে যায়।

ঐ সময় ইভের নিজস্ব অর্থ ছিল। কত অর্থ তা ইভ বলেনি। কিন্তু অনুমান করা যায় অর্থের পরিমাণ মোটামুটি ভালোই ছিল। জ্যাক মাইনিং এন্‌জিনীয়ার হওয়ার ফলে কার্যোপলক্ষে ওকে নানান জায়গায় যেতে হয়েছে। তাই ইভের পক্ষে প্রথম চার বছরের বিবাহিত জীবন ছিল নিঃসঙ্গ ও একঘেয়েমিতে ভরা। অবশ্যই ইভ ছিল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত। সহজেই উত্তেজিত হয়ে উঠতো। ওর ছিল খুব খরচের হাত। জ্যাকের রোজগার ছিল সীমিত। জ্যাক জানতো যে, ইভের নিজস্ব অর্থ আছে।

আরও অন্যান্য দোষ ছিল ইভের । সে জুয়া খেলত। জ্যাকও। জ্যাক নিপুণ খেলোয়াড় হওয়ার ফলে হারের চেয়ে জিত হত বেশী।

দু'বছর আগে জ্যাক ছিল পশ্চিম আফ্রিকায়। ইভ শুরু করল অতিরিক্ত মদ্যপান আর ঘোড়ার পেছনে অজস্র অর্থ ব্যয়। মন্দ ভাগ্য ইভের। কিন্তু জুয়ো খেলা বন্ধ হয়নি। সব সময় ইভের মনে হত—একদিন মোটা অর্থ জিতে সুদে-আসলে সব উঠে আসবে। তারপর একদিন সকালে সে টের পায়, সব অর্থ নিঃশেষ। টের পেলে জ্যাক ভীষণ রেগে যাবে। ফলে জ্যাককে কোন কিছু সে জানায় নি। ইভের আকর্ষণ ছিল পুরুষদের কাছে। আর্থিক অনিশ্চয়তাই ইভকে টেনে নেয় বর্তমান পিচ্ছিল পথে।

গত ছ'বছর ইভ অনেক পুরুষদের কাছে দেহদান করেছে। অসন্দিগ্ধ জ্যাকের এখনও ধারণা যে, ইভের নিজস্ব অনেক অর্থ আছে। স্বামীর এই বিভ্রান্তিকে পুরোপুরি বজায় রেখেছে ইভ।

তুমি এসব ছেড়ে দাও না কেন? আমি প্রশ্ন করি।

আমার অর্থের দরকার ... তাছাড়া সারাদিন কী নিয়ে থাকবো? এমনিতেই বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। শুধু ম্যারি ছাড়া আমার কেউ নেই।

কিন্তু তোমার অনেক বন্ধু, আছে .. তাই না?

ইভ নিস্পৃহ গলায় বলে, কেউ নেই। কাউকে চাই না আমি।

এমন কি এখন আমার সঙ্গে পরিচিত হবার পরও?

ইভ আমাকে ভালভাবে দেখে বলে, আপনার ব্যাপারটা ধরতে পারছি না। আপনার মনে কোন ইচ্ছে আছে। সেটা প্রেম-ফ্রেম না হয় ... তাহলে কী?

আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।

আমার সাহয্যের দরকার নেই।

আচ্ছা, তুমি কী আমাকে পছন্দ কর?

নিস্পৃহ কণ্ঠে ইভ জবাব দেয়, আপনি ... খারাপ কি! ক্লাইভ, আর প্রশ্ন করবেন না।

হেসে বলি, আজ রাত্রে সিনেমায় যাব আমরা। দুপুরে কোথায় খাওয়া যায়?

যে কোন জায়গায় ... আমি কিছু মনে করবোনা ।

তাহলে ঐ কথা রইল। টেলিফোনে জানাই বারবেক রেস্তোরাঁয় দেয়াল ঘেঁষে যেন জায়গা রাখে।

দিনের বাকী সময় দ্রুত কেটে যায়। মনে হল ইভের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছি। ইভ জানায় পুরুষ সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞতা ওর আলোচনায় স্বামীর পরিসঙ্গ বাদ যায় না। কিন্তু টের পাই এর বেশী অগ্রসর হতে পারবো না। ইভ ওর রোজগার কত, জানায় না। জিজ্ঞেস করতে বলে প্রতি সোমবার ব্যাঙ্কে গিয়ে সে তার রোজগারের অর্ধেক জমা রাখে। ওই অর্থে সে কখনও হাত লাগায় না।

ওর একটা কথায় আমি খুশি হই। আমার বোগার্টের সাম্প্রতিক ছবি দেখার পর ফিরছি। ইভ বলে, ম্যারি বলেছে যে, কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গ আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠবে। ও অবাক হবে, যখন দেখবে, আমি আপনাকে তাড়িয়ে দেইনি।

ইভের গায়ে হাত রেখে বলি, তুমি কী আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার?

বিরক্তিকর মনে হলে, দিতাম।

ইভের বাড়িতে ফিরে অন্ধকারে শুয়ে আমরা কথা বলি। ইভ অন্তহীন স্রোতের মতো কথা বলে গেছে। তার বেশির ভাগ ছিল জ্যাককে কেন্দ্র করে।

জ্যাক আর ইভের জীবন অন্তহীন কলহে পরিপূর্ণ। আর আদিম যৌন সঙ্গম। মাঝে মাঝে ইভকে ধরে জোর প্রহার করে জ্যাক। ইভ তাতে ক্রুদ্ধ হয় না। শুধু জ্যাক যেন অন্য স্ত্রীলোকের ছায়া না মাড়ায়। জ্যাকের বিশ্বস্ততায় কোনরকম সন্দেহ করে না ইভ। জ্যাকের এ ধরণের আচরণ নাকি ইভের কাছে ভালবাসার ব্যাপার।

আমি জিজ্ঞেস করি, সহানুভূতিশীল আচরণ কী তুমি পছন্দ কর না?

ইভ বলে, দুর্বলতাকে আমি ঘৃণা করি, ক্লাইভ। জ্যাক মরদের বাচ্চা! সে জানে তার কী দবকার। তার ইচ্ছাকে কেউ দমাতে পারে না।

যে সব পুরুষেরা ওর কাছে আসে, ইভ তাদের নাম উচ্চারণ করেনা। ওর এই মনোভাবকে প্রশংসাব যোগ্য মনে করি। অন্ততঃ ইভ কখনও আমার প্রসঙ্গে কারোর সঙ্গে আলোচনা কববে না।

।। এগারো।।

দুপুরে বাড়ি ফিরে বাসেলের কাছ থেকে জানতে পারি ক্যারল আমার বসার ঘরে অপেক্ষা করছে। আমাব ব্যাগ শোবার ঘরে রাখতে বলে বসার ঘরের দিকে পা বাড়াই।

'হ্যালো।' আমি দরজা বন্ধ করে বলি, কাজে যাওনি?

তোমাব সঙ্গে দেখা করা দরকার, তাই ..

তাই নাকি? বেশ, ঐ সোফাটায়া বসে পড়। কোনো খারাপ সংবাদ নেই তো?

সকালে মার্লি বেনসিনগারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমার সম্পর্কে ও চিন্তিত।

ঠাণ্ডা গলায় বলি, আমার ব্যাপার নিয়ে যদি মার্লি বেনসিনগার তোমার সঙ্গে আলোচনা করে ক্যারল কোন বকম মন্তব্য করা মার্লির অনুচিত।

শান্ত গলায় ক্যারল জবাব দেয়, মার্লি তোমার সম্পর্কে কোনরকম বিরূপ মন্তব্য করেনি। তুমি যাতে কাজে মন দাও, তোমাকে যাতে আমি বোঝাতে পারি — তাই মার্লি আমাকে অনুরোধ কবেছে।

ক্যারল, কোন লেখককে লেখার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে নেই। ব্যাপারটা তুমি ভালোই জান। 'ডাইজেস্ট' পত্রিকার জন্যে ছাইভস্ম লিখি, তাই চেয়েছিল মার্লি। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। তাই মার্লি বেগে আছে।

'ডাইজেস্ট' সম্পর্কে মার্লি কিছুই বলেনি। যাইহোক ওর কথা ছাড়। ক্লাইভ, বার্নসটেইন-এর কথা হচ্ছে।

তার ব্যাপারটা আবার কী?

তুমি তো জান, উনি গত শনিবার আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব তা করেছি। তোমার নাটকের অংশবিশেষ ওঁকে পড়ে শুনিয়েছি। এমন কি চেষ্টা করেছি, যাতে উনি তোমার নাটকটা নিয়ে যান। যদি তুমি নিজে উপস্থিত থাকতে, ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে উঠতে পারতো। ক্লাইভ, তুমি একটা মস্ত বড় সুযোগ হারালে।

যদি বার্নসটেইন সত্যি সত্যিই 'রেইন চেক' নাটক অবলম্বনে ছবি করতে চান, উনি তাই করবেন, গল্প গছাবার জন্যে বেশি কথাবার্তা বলে কোন ফল হয় না। গল্প বিক্রীর জন্যে ইমগ্রামকে কী মিঃ গোল্ডের কাছে অনেক কথাবার্তা বলতে হয়েছে?

তীক্ষ্ণ গলায় ক্যারল বলে, 'রেইন চেক' এবং 'দি ল্যান্ড ইজ ব্যারেন' -এর মধ্যে অনেক তফাত। পর মুহূর্তে আমার মুখ দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে, ক্লাইভ আমি দুঃখিত। আমি কিছু ভেবে কথাটা

বলিনি।

আমি রাগের সুরে বলি, ঠিক আছে .. আমার লেখা তেমন সুবিধের নয় ... তাই আমাদের দরকার বার্নসটেইনকে পটানো যাতে তাঁর মন জয় করা যায়। ক্যারল, আমি ওভাবে আমার গল্প বিক্রী করতে চাই না। যদি বিক্রী করার ব্যাপার হয়, লেখাটা নিজস্ব গুণে বিক্রী হবে, আমি রাস্তার কলম-বিক্রেতার মত নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারি না। সুতরাং বার্নসটেইন গোল্লায় যাক্।

ঠিক আছে ... ক্লাইভ, কিন্তু তুমি করছোটা কী? কোন্‌দিকে যাচ্ছ?

আমি ঠিক আছি। তুমি আমার সম্পর্কে ভাবা বন্ধ করতে পারছো না? অবশ্যই আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। কিন্তু আমার কাজ আমাকে করতে দাও।

গত দুবছরে তুমি কিছুই লেখনি। অতীতের গরিমায় তুমি বেঁচে আছ। হলিউডে এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। এখানে একটার পর একটা বই আর ছবি ছাড়া লেখকের কোন দাম নেই।

দ্যাখ ক্যারল, অযথা আশঙ্কার কোন কারণ নেই। মিঃ গোল্ড আমাকে কাজ দিয়েছেন। সুতরাং আমি কোণঠাসা নই।

চুপ করো ক্লাইভ। ভান কোর না। লোকজন নানারকম কথা বলছে। ক্যারল সোফা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বলে, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা ঠিকঠাক হয়ে আছে, তাই না?

এ ব্যাপারটা নিয়ে বাদানুবাদের ইচ্ছে নেই। বলি, কী বলতে চাইছো ... লোকে কী বলছে?

আমার মুখোমুখি হয় ক্যারল। বলে, এই সপ্তাহ শেষের ছুটির ব্যাপারটা নিয়ে। ক্লাইভ, কিভাবে তুমি এমন কাজ করতে পারলে? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ক্লাইভ, অনেক সময় তোমার আচরণ ঘৃণার যোগ্য। তুমি কী সমস্ত স্ত্রীলোককে কেন ঐ জাতীয় স্ত্রীলোককে বেছে নিয়েছো? এই ব্যাপার তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, ভেবে দেখেছো কী?

ক্যারল অনেক কটু কথা বলেছো তুমি। অতি কষ্টে নিজের রাগ চেপে রাখি। আমার যা মনের অবস্থা, আর বেশি কিছু শোনা সম্ভব হবে না। আমরা এমন কথা বলতে চাই না যার জন্যে পরে আমাদের অনুতাপ করতে হয়।

ক্যারল বড় শ্বাস ফেলে অনেকটা সহজ ভঙ্গিতে বলে, ক্লাইভ আমি দুঃখিত। যা বলেছি ভুলে ... যাও। এসব তুমি বন্ধ করতে পার না? ক্লাইভ, এখনও কিন্তু দেরী হয়নি। হঠাৎ ক্যারল প্রশ্ন করল, ওকে নিয়ে সপ্তাহ শেষের ছুটিতে কোথাও গেছ? ও কী তোমার প্রতি এখনও মুগ্ধ হয়নি?

হঠাৎ আমি দাঁড়িয়ে বলি, যথেষ্ট হয়েছে ক্যারল, তুমি এখন যেতে পার। নইলে যে কোন মুহূর্তে, আমরা পরস্পরকে আক্রমণ করবো।

রেক্স গোল্ড আমাকে বিয়ে করতে চান। এসব কথা এখন তোমাকে বলা ঠিক হবে না। ব্ল্যাকমেইল মনে হবে। তাই না? উহুঁ, তোমাকে এখন ..

গোল্ডের কথা আমার মনে হয়নি। ভাবিনি গোল্ড .. । কেন নয়? ক্যারল দেখতে সুন্দর। কাজকর্মে পটু। গোল্ডের উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারবে।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর বলি, তুমি কী করবে?

জানি না। ভেবেছিলাম, তুমি আর আমি ... এক মুহূর্ত থেমে সে পরমুহূর্তে বলে, তুমি সমস্ত ব্যাপারটা কঠিন করে তুলছো আমার পক্ষে।

ক্যারল আমি তোমাকে ভালবাসি। ক্যারলের হাত ধরতে গেলে ও সরে যায়। বলে উহুঁ, আমাকে স্পর্শ কোর না। তোমার কাছ থেকে অনেক আঘাত আমি পেয়েছি। কিন্তু দু'বছর আগের সেই ঘটনা ভোলা যায় না সহজে। রবার্ট রোয়ানের কাছে এসেছিলে তুমি। প্রথম দর্শনেই তোমাকে ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল নাটকে যে এমন আবেগ সৃষ্টি করতে পারে — ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে সে নিশ্চয়ই দয়ালু আর চমৎকার। রোয়ানের কাছে যারা এসেছিল তাদের চেয়ে তোমাকে অন্য রকম মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল ... তুমি বড় কিছু করবে। তাই তোমাকে নিউইয়র্ক ছেড়ে এখানে আসতে বলেছিলাম। তখন আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগতো। তুমি আমাকে বিয়ে করার কথা বলেছিলে — আমি সম্মতি জানিয়েছি। কিন্তু পরের দিন সকালে তুমি ব্যাপারটা ভুলে গেছো। কিন্তু মনে কোর না, এ কারণে আমি তোমাকে ধরে রাখতে চাই। ওভাবে আমি তোমাকে পেতে

চাই না।

ক্যারল ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা না করলেই ভালো হত। একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শনিবারের আগে ক্যারলকে ভালবাসতাম। এখন জানি না। ক্যারলকে আমার দরকার। ওকে এভাবে কথা বলতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

অধৈর্য হয়ে বলি, দারুণ বক্তৃতা দিয়েছো ... যাক্‌গে এবার বল, গোল্ডকে কী বিয়ে করবে?

চোখ বন্ধ করে ক্যারল জবাব দেয়, জানি না। চাই না। যদিও অনেক সুযোগ সুবিধে পাব। উনি আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেবেন। অনেক মহৎ ছবি তোলা সম্ভব হবে। গোল্ডকে অনেক ব্যাপারে রাজী করাতে পারবো। উনি আমার কথা শুনবেন।

এখন ক্যারলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। নাহলে ওকে হারাতে হবে। আমি বলতে থাকি, তোমাকে আমি ভালবাসি। অনেকদিন ধরে তোমাকে ভালবাসি। এই মুহূর্তে কিছুই করতে পারছি না। কোথাও কি যেন ভুল হয়েছে। আর লিখতে পারি না। যদি তাড়াতাড়ি কিছু না ঘটে — আমার শোচনীয় অবস্থা হবে। এই সঙ্কটের মুহূর্তে তোমার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না।

ক্যারল বলে, এর এক মাত্র কারণ হল তুমি প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকে দূরে সরে আছ। এক সময় তোমার অত্যন্ত সুসময় ছিল। এমন জায়গায় কেন তুমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে গিয়েছিলে যেখানে তোমাদের দেখা যাবে?

রাগে আমার গা জ্বলে যায়। বলি, সেই নচ্ছার সফল লেখক বুঝি চুকলি কেটেছে, তাই না? জানতাম, ও কেচ্ছা গেয়ে বেড়াবে।

বিরক্তির সঙ্গে ক্যারল বলে, জেরী হাইআমস্‌ও তোমাদের দেখেছেন।

কী হয়েছে তাতে? হাইআমস্ জানেন কেন আমি ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা করি। এ'কাজে আমাকে গোল্ড নিয়োগ করেছেন, স্ত্রীলোকটিকে ভালোভাবে না জানলে ওকে নিয়ে লিখবো কিভাবে?

ক্লাইভ আমার কিছু আসে যায় না। তোমার বান্ধবী সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি ক্লান্ত। বেশ্যা স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাই না। যতক্ষণ না ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করছো, আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাত না হওয়াই ভাল।

আতঙ্কিত গলায় আমি বলি, ক্যারল, তুমি কী চাও না আমি বড় কিছু করি? গোল্ড এর জন্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবেন। শোন ক্যারল। এর মধ্যে মারাত্মক কিছু নেই। কেবল গল্পের জন্যে ওর সঙ্গে মিশতে হয়। এটা তুমি বিশ্বাস করতে পার না কেন?

ক্যারল বলে, সতর্ক থাকতে ভুলে যেয়ো না। তুমি আঘাত পাবে। ঐ স্ত্রীলোকটি জানে কিভাবে তোমার মত মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। তুমি বিপদ ডেকে আনছো। ভয় হচ্ছে, তুমি বিপদে পড়বে।

আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। বলি, কোন কিছুর জন্যে তোমার ভয়ের কারণ নেই। তারপর ক্যারলকে রাগাবার জন্যে বলি, তোমার বিয়েতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ো। অবশ্যই আমি যাব না। কিন্তু ঐ সময় গোল্ডকে অপমান করার সুযোগ পাব। কিন্তু ওঁর পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাকে পেতেই হবে!

ফ্যাকাসে মুখে ক্যারল বলে, মনে হয় স্ত্রীলোকটি তোমাকে আঘাত দিয়েছে। আঘাত পাওয়া তোমার দরকার। ওই রকম স্ত্রীলোক তোমার দরকার যে তোমার নীচ অহমিকাকে আঘাত দিতে জানে। ওই স্ত্রীলোকটিই পারবে!

তুমি নিতান্তই একটি মেয়ে। ফলে মনে মনে যা ভাবছি — তা করা সম্ভব নয়।

মনে হয় আমার মুখে ঘুষি মারতে পারলে তুমি খুশি হও। তাই না?

ঠিক, ওই রকমই ইচ্ছা।

গুডবাই, ক্লাইভ। ক্যারল চলে যায়।

দরজা বন্ধ হওয়ার পর ঘরটা ভীষণ ফাঁকা লাগে। আমি খানিকটা হুইস্কি পান করি। বোতল নামাই না। আরও পান করি। চার বার গ্লাসে হুইস্কি ঢালি। তারপর হেঁটে যাই লবিতে। কিছুটা মাতাল মনে হয় নিজেকে। কাঁদতে চাই।

যখন মাথায় টুপী পরছি, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো রাসেল। ওর চোখেমুখে শোকের চিহ্ন।

আস্তে আস্তে বলি, মিঃ গোল্ডকে বিয়ে করবে মিস ক্যারল। তুমি তো রেক্স গোল্ডকে জান, তাই না? ওঁকে বিয়ে করছে ক্যারল, কেন জান? কারণ, তার ফলে মহৎ ছবির মাধ্যমে নীচুতলার মানুষদের শিক্ষিত করতে পারবে ক্যারল।

তারপর ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই। রাস্তায় নেমে গাড়িতে উঠি। গাড়ি নিয়ে চলে এলাম রাইটার্স ক্লাবে। ক্লাবে তেমন ভিড় নেই। স্টুয়ার্ডকে বলি, হ্যালো! তারপর চলে যাই পানশালায়। টুলে বসে ডবল হুইস্কি দিতে বলি।

ভাবতে থাকি গোল্ডকে যদি আমার গল্প কেনাতে না পারি, খুব শীঘ্রি আমার অবস্থা হবে এই বারম্যানের মত। অর্থের অভাবে যে কোন কাজ আমাকে গ্রহণ করতে হবে।

হুইস্কি শেষ করে বলি, আরও দাও।

এই সময়ে পিটার আর ফ্যাঙ্ক ইমগ্রামকে আসতে দেখি। ওরা না এলে ভাল হত। একে তো রাগে অস্থির আমি, তার ওপর বেশ নেশা হয়েছে।

পিটার আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, হ্যালো ক্লাইভ, আমার সঙ্গে বসে একটু পান করবে? ফ্রাঙ্ক ইমগ্রামের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে, তাই না?

নিশ্চয়ই। হলিউডের কেচ্ছা লিখিয়ে, তাই না? তারপর আমার হাত বিদ্যুৎবেগে আন্দোলিত হয়। ইমগ্রামের মুখ সরাবার সময় ছিল না। উনি পেছনে ছিটকে পড়েন। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকেন। ইমগ্রামের অবস্থা দেখার জন্যে অপেক্ষা না করে পানশালা থেকে বেরিয়ে এলাম। এরপর ওরা আমাকে ঘৃণা করবে। মার্লি বেনসিনগার, ক্যারল এবং এখন ফ্রাঙ্ক ইমগ্রাম। সম্ভবত পিটার টেনেটও। যা কান্ড করলাম ... এভাবে চললে আর দেখতে হবে না! সম্ভবত কেউ আমার সঙ্গে কয়েক দিন কথা বলবে না। ক্লাব থেকে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে। কুছ পরোয়া নেই .. আমার ইভ আছে!

হঠাৎ ইচ্ছে হল ইভের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। রাস্তার এক পাশে গাড়ি রেখে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকি ফোন করার জন্যে।

ম্যারি ফোন ধরে। আমি বলি, মিস মার্লো ..।

কে কথা বলছেন?

আমি বলি, চাঁদে গিয়েছে যে মানুষ — সে কথা বলছে!

একটু বিরতির পর ম্যারি বললো, দুঃখিত . মিস মার্লো বাইরে গেছেন।

আমি রেগে বলি, উহুঁ, বাইরে যায়নি। ওকে জানাও, মিঃ ক্লাইভ কথা বলতে চায়।

খুব দুঃখিত, মিস মার্লো এখন কাজে ব্যস্ত।

কাজে ব্যস্ত? আমি বোকার মত বলি, কিন্তু এখনও দুটো বাজেনি। কিভাবে ইভ কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে? তুমি কী বলতে চাইছো যে, ইভের কাছে এখন লোক রয়েছে? খুব অসুস্থ মনে হয় নিজেকে।

আপনার কথা মিস মার্লোকে বলবো। ম্যারি ফোন ছেড়ে দেয়। রিসিভার নামিয়ে রাখি আমি। মেজাজ ভীষণ খিঁচড়ে যায়।

।। বারো।।

গভীর ঘুম থেকে জাগার পর টের পাই মাথায় যন্ত্রণা। জিহ্বায় কোন সাড় নেই। রাসেল জানায়, মিঃ টেনেট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, উনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

ইমগ্রামের কথা মনে পড়লো আমার। ফ্ল্যাটে ফিরেছি প্রচন্ড মাতাল হয়ে। কিভাবে বিছানায় শুয়ে পড়েছি মনে পড়ছে না। নিশ্চয়ই ইমগ্রামের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছে পিটার।

বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে মাথার যন্ত্রণা কমে যায়। পোশাক পরে বসবার ঘরে এলাম।

হ্যালো পিটার। তোমাকে বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত।

পিটার জবাব দেয়, ঠিক আছে।

ইমগ্রামের ব্যাপার, তাই না? আমি বলি।

হ্যাঁ ... মনে হয় তুমি অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ ছিলে, যাক আমি সমালোচনা করতে আসিনি। যদিও আমি অত্যন্ত অবাক হয়েছি যে, তোমার দ্বারা এমন কাজ করা সম্ভব। বলতে এসেছি, ইমগ্রাম আহত। উনি কয়েকদিন কাজ করতে পারবেন না। ফলে স্টুডিয়োর আর্থিক ক্ষতির কথা ভেবে গোল্ড ক্ষিপ্ত। উনি তোমার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করতে চান।

গোল্ড নালিশ করতে চান? এ'রকম পরিস্থিতি হতে পারে কখনও কল্পনা করিনি। হঠাৎ আনন্দে মন ভরে যায়। বেঁটে উকুনটাকে কয়েকদিনের জন্যে আহত করতে পেরেছি ... আঃ।

মিঃ গোল্ড তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারেন না। পারেন কেবল ইমগ্রাম। গোল্ড দেখা করেছেন ইমগ্রামের সঙ্গে। কিন্তু ইমগ্রাম নালিশ করতে চান না। উনি মিঃ গোল্ডকেও তাই জানিয়েছেন।

ওই উকুনটা যদি নালিস করে করুক, আমি কী ভয় পাই? ক্ষিপ্ত হয়ে বলি।

শোন ক্লাইভ এরকম উত্তেজিত হওয়া ঠিক না। কী করেছো তুমি বুঝতে পারছো না? গোল্ডের বিরুদ্ধে তুমি চলে গিয়েছো। তোমার এ ঘুষি অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করেছে। জানি না কেন তুমি ইমগ্রামকে ঘুষি মেরেছো। জানতেও চাই না। এর ওপর আবার ক্যারল কাজে মন বসাতে পারছে না। আমার বিশ্বাস তোমার জন্যে ওর এমন অবস্থা।

আমি বিষাক্ত গলায় বলি, মনে হচ্ছে সব কিছুর জন্যে আমাকে দায়ী করা হবে। এখন আমি কী করতে পারি?

পিটার বলে, কয়েকদিনের জন্যে হয় শহরের বাইরে চলে যাও অথবা গা ঢাকা দাও যাতে মিঃ গোল্ডের সামনে না পড়। আর আমরা এদিকে চেষ্টা করছি মিঃ গোল্ডকে শান্ত করতে। যাতে উনি তোমার বিরুদ্ধে আর অগ্রসর না হন।

নিশ্চয়ই। শোন পিটার ... তুমি তো জান, আমি মিঃ গোল্ডের জন্যে একটা গল্প লিখছি। ইমগ্রামের ঘটনা কী ব্যাপারটার ক্ষতি করবে?

কাঁধ নেড়ে পিটার বলে, পারে, তবে গল্পটা যদি ভালো হয় — কোন ঝামেলা হবে না। ভালো গল্প উনি হাত ছাড়া করবেন না। যাই হোক গল্পটি খুব ভালো হওয়া দরকার।

এখন বুঝতে পারি, ইমগ্রামকে ঘুষি মেরে কী বোকামীই না করেছি। এই ঘটনা আমার ভবিষ্যত জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।

পিটার হঠাৎ প্রশ্ন করল, ক্যারল তোমাকে ভালবাসে ক্লাইভ। ওর সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করা উচিত। একটা সময় ছিল যখন ভাবতাম যে, তোমরা দু'জনেই খুব সিরিয়াস। যদিও আমার কথা বলা ঠিক না ... আসলে ক্যারলের অবস্থা দেখে চুপ করে থাকা যায় না।

পিটার চলে যেতে ঘরে ফিরে এলাম। ক্যারলের কাছে যাওয়ার কথা মনে হয়। কিন্তু মুখ দেখাবো কিভাবে! ওকে প্রচন্ড আঘাত দিয়েছি। ইমগ্রামের জন্যে চিন্তা করি না। ভয় গোল্ডকে নিয়ে। উনি ইচ্ছে করলে আমার বিপদ ঘটাতে পারেন।

ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে দিনের পর দিন বন্দী করে রাখার কথা ভাবলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এখন কয়েক ঘণ্টা একা থাকার চিন্তা অসহ্য মনে হয়।

ঘড়ি দেখি। পৌনে বারটা বাজে। ইভের কথা মনে হয়। এখন ওকে ডাকবো। ও যেন দুপুরে আমার সঙ্গে খাবার খায়। ভাবা মাত্র আমার মন হাল্কা হয়। ইভ আমার পাশে থাকলে, কোন কিছুর জন্যে পরোয়া করি না।

পৌঁছে যাই লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভে। দরজায় আঘাত করতে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়।
—ক্লাইভ! ও মুখ টিপে হাসে, কী ব্যাপার ... হঠাৎ এমন অসময়ে?

হেসে বলি, হ্যালো ইভ। ভাবলাম হঠাৎ এসে তোমাকে চমকে দেব। ভেতরে আসতে পারি?

ইভ হাই তুলে বলে, স্নান করতে যাচ্ছিলাম। ক্লাইভ, উঃ, আপনাকে নিয়ে আর ... অন্তত ফোন করতে পারতেন?

চল আজ আমার সঙ্গে বাইরে কোথাও বসে খাবে।

ইভ মুখ বিকৃত করে বলে, না! আমাকে জ্বালাতন করবেন না। আর ভাল লাগে না! অপ্রসন্নতায় ওর মুখ কালো হয়ে ওঠে। পোশাক পরা কী ক্লান্তিকর! উহুঁ, আমি যাব না।

ওকে কাছে টেনে দৃঢ় গলায় বলি, তুমি বেরোবে। কী পোশাক পরতে চাও?

পোশাকটা আমাকেই বাছতে দিন।

বেশ। তুমি স্নান সেরে তৈরী হও। আমি গাড়িতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ইভ এলো একটা ধূসর রঙের পোশাক পরে, ওকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। গাড়িতে বসে ও বললো, কোথায় আমরা যাচ্ছি?

নিকাব্বস্। বলি, ঠিক আছে?

হুঁ। ইভের ঠোঁট কেবল সামান্য নড়ে।

গতকাল বেলা দু'টোয় তোমায় ফোন করেছিলাম। ম্যারি জানায়, তুমি নাকি ব্যস্ত। দিনরাত তুমি নিশ্চয়ই কাজে ব্যস্ত থাক।

ইভ বললো, এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন না। পুরুষেরা কেন যে এ ব্যাপারে কথা বলে!

দুঃখিত . । তোমায় সম্পর্কে আমি রহস্যে হাবুডুবু খাচ্ছি ইভ। আসলে তুমি কঠিন প্রকৃতির নও। তোমাকে সহজেই আঘাত দেওয়া যায়।

আমার সম্পর্কে আপনাকে আমি জানতে দেব না। ইভ বলে ওঠে।

তুমি অদ্ভুত। সবাই তোমার শত্রু, তাই মনে কর। তুমি আমাকে তোমার বন্ধু ভাবতে পার।

অধৈর্য হয়ে ইভ জবাব দেয়, বন্ধু চাই না। পুরুষদের সম্পর্কে আমি খুব বেশি জানি।

তার কারণ তুমি কেবল জান পুরুষদের নীচ দিকটা।

এসব বাজে কথা ছাড়ুন! আমার কাছে আপনি বিশেষ কেউ নন। বারবার এ'কথা জানিয়েছি .. কেন আপনি চুপ করতে পারেন না? যদি আপনার মতলব জানতে পারতাম! আপনার কোমল ব্যবহারের পেছনে কিছু একটা আছে। ক্লাইভ, আপনি কী চান?

শুধু বলি, তোমাকে, তোমার জীবনে আমার একটু জায়গা চাই। আর কিছুই চাই না।

ইভ অধৈর্য হয়ে বলে, আপনি পাগল। বহু স্ত্রীলোককে আপনি জানেন, আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

হ্যাঁ .. ওকে নিয়ে টানাটানি কেন? যখন আমার ক্যারল আছে? কঠিন দেয়ালে কেন বারবার আঘাত করা? কেন সময় নষ্ট করা? যতবার দেখা হয় — পরিষ্কার বুঝতে পারি, ইভ আমাকে গ্রহণ করবে না। বলি, অন্য স্ত্রীলোকদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি আমার কাছে প্রয়োজনীয়। তোমার কীসের চিন্তা? তুমি আমার সঙ্গে এসেছো কেন?

ইভ কঠিন চোখে তাকায়। তারপর হঠাৎ সে মুখ টিপে হেসে বলে, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে না, কী বলেন?

মনে হল আমার মুখের রক্ত শুকিয়ে গেছে। আমার যা কিছু সন্দেহ ছিল, কিন্তু মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলাম না, ঐ ঘৃণ্য বাক্য সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দেয় — 'আমাকে বেঁচে থাকতে হবে না, কী বলেন?'

আমরা নিকাব্বস্-এ প্রবেশ করি। দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিলে বসি। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে হঠাৎ বলি, জ্যাকের কোন খবর জান?

ওর খবর প্রত্যেক সপ্তাহে পাই।

ও ঠিক আছে তো? বাড়ি আসছে?

হুঁ .. চমৎকার আছে।

কতদিন থাকবে?

আঃ, এক সপ্তাহ ... দশদিন, আমি জানি না।

তোমার স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

ইভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। বলে, তাই নাকি? ওকে আপনার পছন্দ হবে। ইভের চোখে সজীবতা ফিরে এলো। ও বলে, সকলেই ওকে ভালবাসে ... কিন্তু কেবল আমিই ওকে

প্রকৃতপক্ষে জানি। ওরা মনে করে জ্যাক চমৎকার মানুষ। জ্যাকের চারদিকে মানুষের ভিড় দেখে রাগে গা জ্বলে যায়। যদি ওরা জানতো কেমন ব্যবহার জ্যাকের আমার প্রতি।

খাবার নিয়ে এলো ওয়েটার। ইভ প্রায় ছোঁয় না। আমি বলি, খাচ্ছ না কেন?

কাঁধ নেড়ে ইভ বলে, খিদে নেই।

অধৈর্যের সঙ্গে প্লেট সরিয়ে বলি, আমার জন্যে কী তোমার দুঃখ হচ্ছে?

উহুঁ .. ইচ্ছে না থাকলে আসতাম না।

প্রশংসাসূচক কিছু বলা বোধহয় তুমি শেখনি, তাই না?

প্রয়োজন নেই। আমি যেমন, সে-ভাবেই আমাকে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে পারেন।

তোমার পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে কী সর্বদা এমন আচরণ কর?

নয় কেন?

সেটা নিশ্চয়ই খুব বিচক্ষণতার পরিচয় নয়, কী বল?

জানি না। ওরা সবাই আবার ফিরে আসে। সুতরাং আমার চিন্তা কীসের?

ওকে আঘাত দেবাব জন্যে বলি, একটা সময় আসবে যখন কেউ তোমার ছায়া মাড়াবে না।

পুরুষ ধরার জন্যে নতুন করে কলা কৌশল আয়ত্বের প্রয়োজন নেই। এখনও পর্যন্ত কোন পুরুষের পিছনে ছুটিনি। আর ইচ্ছেও নেই।

এই জীবনযাপন তোমার কী ভালো লাগে? এসব ত্যাগ কর না কেন? জ্যাক কী এভাবে নানা জায়গায় শুধু ঘুরে বেড়াবে? তোমার জন্যে কী ও কোথাও বাড়িটাড়ি বানাবে না?

ইভ হঠাৎ বলে, আপনি বিশ্বাস করবেন না ... কাল রাত্রে আমি কেঁদেছি! আমার পক্ষে কাঁদা .. বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই না?

কেন কেঁদেছিলে?

নিঃসঙ্গ ছিলাম .. যাচ্ছেতাই ভাবে দিনটা কেটেছে। আপনার ধারণা নেই, কিছু সংখ্যক মানুষ কত নীচে নামতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। ওরা সবাই পাওযার জন্যে ব্যস্ত! হঠাৎ প্লেট দূরে সরিয়ে ইভ বলে, এখন আমাদের ফেরা উচিত।

ওয়েটাবকে হাতের ইশারায় ডাকি। বলি, শোন ইভ, মাঝে মাঝেই আমরা একসঙ্গে খাবার খাবো। এটা তোমার পক্ষে ভালো হবে। হয়তো বন্ধুর কোন প্রয়োজন তুমি মনে কর না — কিন্তু বন্ধু পেলে নিজেকে প্রকাশ করাব সুযোগ পাবে। তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুর মত মিশতে চাই। যা আর কেউ চায়নি। একটু অন্য রকমভাবে মেলামেশা তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

মুখ কুঁচকে ইভ বলে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ ক্লাইভ। তাই হবে।

মনে হল আমি যেন বিরাট যুদ্ধ জয় করেছি। বলি এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা .. আগামী সপ্তাহে তোমাকে ডাকবো। তারপর আবার আমরা একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসবো।

ইভ বলে, আজকের খানাপিনায় আনন্দ পেয়েছি। ক্লাইভ, আপনি অদ্ভুত, তাই না?

হেসে বলি, তাই নাকি? তোমার অন্য পুরুষবন্ধুদেব তুলনায় তাই মনে কর?

ইভের বাড়ির কাছে আমরা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াই। ইভ হেসে বলে, আসবেন না?

মাথা নেড়ে বলি, উহুঁ ... আজ থাক। বুঝতে পারি ইভ আমার ব্যবহারে হতাশ। ও চায় অন্য কিছু। ওর সান্নিধ্যের জন্যে নগদ অর্থ। কিন্তু আমার পরিকল্পনা মাফিক আমি অগ্রসর হব। ইভকে সুসময় দেব। ওর মুখ থেকে জ্যাকের গল্প শুনবো। কিন্তু ইভকে আর অর্থ দেব না।

ইভ হতাশ মুখে বলে, আবার আমাকে ফোন করবেন।

হুঁ। গুড বাই ইভ। আর কান্নাকাটি কোর না।

মুখ ফিরিয়ে ইভ তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়।

গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে আস্তে আস্তে চালাই। মোড় ঘোরার সময় লক্ষ্য করি একটা লোক আমার দিকে হেঁটে আসছে। এক মুহূর্তের জন্যে ওকে চিনতে পারি না। তারপর চোখে পড়ে হাঁটু পর্যন্ত নামানো লোকটার লম্বা হাত। লোকটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই। চিনতে পারি — হারভে ব্যারো।

রাস্তার একপাশে গাড়ি থামাই। এখানে হারভে ব্যারো কী করছে? সঙ্গে সঙ্গে টের পাই

ও কেন এখানে এসেছে। ইভের কাছে যাচ্ছে ব্যারো। কিন্তু ব্যাপারটা স্বীকার করতে পারি না। ছুটে যাই আমি। ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে ওকে ডাকি। ছুটে ওর কাছে গিয়ে এক ঘুষিতে ওকে ধরাশায়ী করি। ওর কুৎসিত মুখ রক্তাক্ত করি। পারি না। বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করি।

ইভের বাড়ির সামনে ও থামে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করে। তারপর গেট খুলে দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটে।

।। তেরো।।

হারভে ব্যারোকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। থ্রি পয়েন্টে ইভ ওর সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছিল। আমি ওকে প্রচন্ড রকম অপমান করেছিলাম। ভাবাই যায় না। এরপর কোন্ মুখে ব্যারো দেখা করবে ইভের সঙ্গে। তবুও ব্যারো এসেছে। আব ইভকে ভোগ করবে। আর ভাবতে পারি না।

বাড়ি ফিরতে রাসেল বলে, মিস বেনসিনগার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি বললেন, কাজটা জরুরী। সুতরাং দশ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করবেন না।

নিশ্চয়ই খুব জরুরী কাজ। কেন না মিস বেনসিনগাব কোন অবস্থাতেই তার অফিস ছেড়ে বাইরে যায় না।

বসবার ঘরের দিকে প্রায় ছুটে যাই। হ্যালো মার্লি অবাক হচ্ছি আপনাকে দেখে! মার্লি, ডাইজেস্ট পত্রিকায় লেখার ব্যাপারে আমি দুঃখিত ..।

ডাইজেস্ট পত্রিকার কথা ছাড়ুন। ওই ঘটনা ছাড়াও আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে। একটা কথা বলুন, আপনি কী ফ্রাঙ্ক ইমগ্রামকে ঘুষি মেরেছেন?

চুলে আঙুল বুলিয়ে বলি, ধরুন, ব্যাপারটা তাই ঘটেছে। আপনার তাতে কী?

মার্লির দু'চোখ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শুনুন থার্স্টন, আপনি কালা হয়ে গেছেন। ব্যাপারটা কতদূর গুরুতর, জানেন? জানেন, আপনার ঘুষি কার বিরুদ্ধে গেছে! হলিউডের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি মিঃ গোল্ডের বিরুদ্ধে। উনি আপনাকে খতম করে দেবেন।

আমার আর গোল্ডের মধ্যে কি ধরণের চুক্তি হয়েছে? গোল্ডকে যা খুশি তাই কী করতে দেওয়া যায়?

কীসের চুক্তি। ওঁর যদি গল্প পছন্দ না হয় ..সব শেষ।

আমি কী করবো? আপনি আমার এজেন্ট..কোন প্রস্তাব নেই?

কোনও প্রস্তাব নেই। উপন্যাস লেখা ছাড়া আর কোন পথ নেই আপনার কাছে, সিনেমা এবং নাটক থেকে দূরে থাকুন।

হঠাৎ বেগে বলি, দূর, তা হয় না! গোল্ড এরকম করাতে পারেন না। এমন পাগলামি গোল্ডের পক্ষে ...।

পাগলামী? হতে পারে। আমি জানি গোল্ডের দ্বারা কী সম্ভব। হলিউডে উনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে কব্জা করা শক্ত। কিন্তু একজনের দ্বারা কিছু করা সম্ভব। আপনার বান্ধবী ... মিস ক্যারল। শুনুন, ক্যারল আপনার একটা সুরাহা করতে পারে। ওরা দু'জন বিয়ে করছে সেটা নিশ্চয়ই জানেন? গোল্ডের যা মনের অবস্থা এখন ক্যারল ওঁর কাছ থেকে যে-কোন কাজ আদায় করতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেজাজকে শান্ত রাখার চেষ্টা করি। বলি, মার্লি, আপনাকে ধন্যবাদ। প্রস্তাবটা ভেবে দেখছি।

ইতিমধ্যেই আপনার কিছু ঋণদাতা বলতে শুরু করেছেন যে গোল্ডের সঙ্গে কোন বিরোধ করছেন কিনা। ওঁদের আমি ধাপ্পা দিয়েছি। কিন্তু বেশিদিন পারবো না।

দরজার কাছ থেকে পেছন ফিরে মার্লি বলে, আর একটা কথা। আপনি নাকি একটা বেশ্যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনার কী মাথা খারাপ! বেশ্যা মাগী ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না? থার্স্টন, লোকে আপনার সম্পর্কে নানারকম কথা বলছে। একজন লেখকের পক্ষে এধরণের কেচ্ছা খুব খারাপ। নিজেকে সংযত করুন। নইলে আমাদের একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে না।

আমার মুখের রক্ত উবে যায়। রেগে বলি, আমি কার সঙ্গে মিশবো, সে আমার ব্যাপার, পছন্দ না হলে আপনি যা ভালো হয় করবেন।

ভেবেছিলাম আমরা দু'জনে মিলে অনেক অর্থ কামাবো। ভুল ভেবেছিলাম। বেশ, যা ইচ্ছে করুন ... আমার তাতে বয়েই গেল। আপনার দিন শেষ, যদি ঐ মাগীকে না ছাড়তে পারেন, ভগবানের দোহাই, ওকে নিয়ে বাইরে ঘুরবেন না! লুকিয়ে ওর সঙ্গে মজা করুন।

এত রাগ হল যে আর একটু হলেই মার্লিকে মেরে বসতাম। যাই হোক, অতি কষ্টে রাগ চেপে দরজা খুলে বলি, ঠিক আছে মার্লি আমার কাজ দেখাশুনার জন্যে লোকের অভাব হবে না। আপনাকে আর আমার প্রয়োজন নেই।

মার্লি চলে যাওযার পর রাসেলকে দিয়ে হিসেব করিয়ে দেখি আমার কাছে বিভিন্ন দোকান তের হাজার ডলার পাবে, আর পাসবুক খুলে দেখি তাতে পনের হাজার ডলার জমা আছে। মার্লির কথা যদি ঠিক হয় এবং আমার ঋণদাতারা চিন্তিত হয়ে ওঠে — আমার বারটা বাজার আর দেরী নেই।

হলিউডে আসাব পর এই প্রথম সন্দেহ জাগে মনে। এই পর্যন্ত 'রেইন চেক' নাটক থেকে নিয়মিত অর্থ পেয়ে এবং বইগুলো বিক্রীর আয়ে ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু আর কতদিন অর্থ আসবে? গোল্ডের জন্যে গল্পটা আশাতীতভাবে ভালো হওয়া দরকার। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

এবপব তিনদিন স্ক্রিপ্টেব প্রাথমিক পরিকল্পনার কাজে লেগে থাকি। কঠোর পরিশ্রম করি। কিন্তু তিনদিনেব মাথায় লক্ষ্য করি, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর কারণ, অভূতপূর্ব আশঙ্কায় কাজে মন বসাতে পারিনি। ফলে আবোল-তাবোল লেখা হয়।

অবশেযে টাইপ মেশিন সরিয়ে ড্রিঙ্ক করতে বসি। ঘড়ির দিকে তাকাই। সাতটা দশ। কোন কিছু চিন্তা না করে টেলিফোনে ইভকে ডাকি।

সঙ্গে সঙ্গে ইভ জবাব দেয়, হ্যালো।

ওর কণ্ঠস্বর শুনে বুকের ভার কমে যায়। বলি, হ্যালো, কেমন আছ?

ঠিক আছি, ক্লাইভ। আর আপনি?

চমৎকার। শোন ইভ, আমার সঙ্গে ডিনারে বসবে? এখনই তোমার কাছে যাব কী? আমি তোমাকে দেখতে চাই।

উহুঁ ... অসম্ভব।

টের পাই মাথায় রক্ত জমা হচ্ছে। নাছোড়বান্দার মত বলি, কিন্তু আজ রাত্রে তোমাকে দেখতে চাই।

ক্লাইভ, আজ রাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না।

রেগে বলি, অর্থাৎ আর কারোর সঙ্গে ডিনারে যাচ্ছ? ঠিক আছে, ডিনারের পরে কী তোমার দেখা পাওয়া সম্ভব হবে?

অনিচ্ছার সঙ্গে ইভ বলে, হবে। প্রায় সাড়ে ন'টার সময়।

ডিনার থেকে ফেরার পর আমাকে ফোন করবে। সঙ্গে সঙ্গেই আমি চলে যাব।

তাই হবে।

ইভকে আমার টেলিফোন নম্বর দিলাম। বললাম, আমি অপেক্ষায় থাকবো।

ইভের কথাবার্তায় কোন রকম উৎসাহ ছিল না। ফোন রাখতে রাসেল ঘরে ঢোকে।

রাসেলকে বলি, খুব খারাপ ব্যাপার চলছে। ক্যারল আমাকে ত্যাগ করেছে। কেটে পড়েছে মিস বেনসিনগার। স্ক্রীপ্ট লেখার কাজও হচ্ছে না। কাঁধে চেপে বসেছে ঋণ। বুঝতে পারছো, কেমন অবস্থায় আছি?

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে টাক-মাথা ঘষে রাসেল বলে, মিঃ ক্লাইভ, আপনার কী হয়েছে, জানি না। একটা সময় ছিল যখন সমস্ত দিন আপনি কাজ করতেন। এখন কাজের জন্যে কতটা সময় দেন, জানি না। যদি অপরাধ না নেন তো বলি, মিস মার্লোকে বই পাঠাবার পর থেকেই গণ্ডগোল শুরু।

সবাই দেখছি মিস মার্লোর ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে। রাসেল, তোমাদের ধারণা ভুল। ইভকে বাদ দিয়ে আমি কী করবো, জানি না।

সামান্য হেসে রাসেল বলে, আশা করি, আমার কথায় আপনি রেগে যাননি। স্যার, ওই স্ত্রীলোকের সংস্রব আপনি ত্যাগ করবেন। মিস ক্যারলের কথা ভাবুন। চমৎকার মহিলা। ওর সঙ্গে কেন দেখা করছেন না। ওঁকে সব বলুন। ওঁর কাছে সাহায্য চান। উনি আপনাকে বিমুখ করবেন না।

ইভের কথা আমি ভাবি। আজ রাত্রে ওর সঙ্গে দেখা হবে। রাসেলের ফালতু বক্‌বক্‌ শোনা অর্থহীন। হয়তো রাসেল ঠিকই বলছে। কিন্তু ইভের সঙ্গে এতটা অগ্রসর হওয়ার পর আর পিছিয়ে আসা এখন সম্ভব নয়।

আমি বলি, তোমার কথা ভেবে দেখবো, রাসেল। হয়তো ক্যারলের সঙ্গে দেখা করবো, রাসেল. গাড়ি প্রস্তুত রাখতে বল, যে কোন মুহূর্তে আমি বাইরে যাব।

রাসেল চলে যায়। আমি চোখ বুজে অপেক্ষা করি। দশটা বেজে গেছে। আর অপেক্ষা নয়। ইভকে ফোন করি। ফোন বেজে যায়। কোন উত্তর নেই। ফোন রাখি। মনে মনে গালাগাল দিই ইভকে। আমার সঙ্গে ইভের এমন ব্যবহার বিশ্বাস করা যায় না। স্বার্থপর মেয়েছেলে! ও কথা দিয়েছিল আমাকে ফোন করবে। আমার জন্যে ওর বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।

সাড়ে দশটায় আবার আমি ফোন করি কোন জবাব নেই। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে পায়চারী করি। ওকে উচিত শিক্ষা দেব। বেশ্যা মাগী! দশ মিনিট অন্তর টেলিফোন করে যাই। সাড়ে এগারোটায় ইভের গলার আওয়াজ শুনতে পাই।

হ্যালো . ক্লাইভ ।

ইভের নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলি, তোমার জন্যে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি! তুমি বলেছিলে সাড়ে নটা। এখন ক'টা বাজে? ইভ, তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সব কিছুতেই আপনি বাড়াবাড়ি করেন। আমি খুব ক্লান্ত। আমি এখন কথা বলতে পারবো না।

শোন, ফোন ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি ক্লান্ত থাক . ঠিক আছে, আমি দুঃখিত, একবার টেলিফোন করলে না কেন? সপ্তাহ শেষের ছুটির সময় আমাদের মেলামেশার কথা কী মনে পড়লো না? তুমি কী একটু অন্যরকমভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করতে পার না?

ইভ হঠাৎ চিৎকারে ফেটে পড়ে, আঃ চুপ করুন। যদি চান এখনই আসুন। কিন্তু গজ্‌গজ করবেন না। বেশি রাত হয়নি, কী বলেন? কথা বন্ধ করে চলে আসুন।

আর দ্বিধা করি না। ফোন রেখে তখনই ইভের বাড়ির দিকে রওনা হই।

দরজায় আঘাত করতেই খুলে যায়। ইভের গা দিয়ে হুইস্কির তীব্র গন্ধ। আমাকে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, আপনি একটা যাচ্ছেতাই ধরনের লোক? আপনার কী ব্যাপার বলুন তো? এই তো কয়েক দিন আগে আমাদের দেখা হয়েছে। বিছানায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ইভ। মাথা বালিশে রেখে ও আমার দিকে তাকিয়ে বলে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ও অতি কষ্টে দু'চোখ খুলছে।

হঠাৎ আমার ইভের প্রতি বিরাগ জন্মায়। রেগে বলি, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কিভাবে তুমি করতে পারলে। আমি অপেক্ষা করতে করতে .. তোমার কী অনুভূতি বলতে কিছু নেই?

ইভের দু'চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। বলে, অনুভূতি আপনার জন্যে? কী মনে করেন নিজেকে? ক্লাইভ, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ... শুধুমাত্র এক জনের জন্যে আমি ভাবি। সে হচ্ছে জ্যাক ... হ্যাঁ, জ্যাক।

তুমি বলতে চাইছো, আমার কথা তোমার মনে ছিল না?

উহুঁ। মনে ছিল। ইচ্ছে করে আপনার অহঙ্কারে আঘাত দিয়েছি। আর কখনও হয়তো আমার কথা আপনি বেদবাক্য হিসেবে ধরবেন না।

ইভকে আমি মারতে পারতাম। বলি, ঠিক আছে, এভাবেই যদি তুমি ভেবে থাকো মনে হয়,

চলে যাওয়াই ভাল।

কোন রকমে বিছানা থেকে উঠে ইভ, আমার গ্রীবা জড়িয়ে বলে, বোকামী করবেন না, ক্লাইভ! থাকুন ... আমি চাই, আপনি থাকুন ।

বেশ্যা মাগী! তুমি আমার অর্থ চাও, ইভকে ঠেলে বিছানায় ফেলে দিলাম। তোমার মাথার ঠিক নেই। ভাবিনি যে এত মেলামেশার পর আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে।

আমার প্রেমে পড়তে আপনাকে নিষেধ করেছি, মনে আছে? মানুষেরা আমার প্রেমে পড়ুক — ভাবলেও আমার বিতৃষ্ণা হয়। আমি ওদের চাই না। ওরা কেন আমাকে রেহাই দেয় না?

আমার মত অন্যান্য পুরুষদের সাথেও যদি তুমি নির্দয় ব্যবহার কর, তবে সবাই তোমাকে পরিত্যাগ করবে। আজ জ্যাক আছে তাই তুমি এইরকম বড়াই কর। ধর, জ্যাকের যদি কিছু হয়? তখন কী করবে?

আমি নিজেকে শেষ করবো। একবার নিজেকে মেরে ফেলার জন্যে এক বোতল লাইসল্ খেয়েছিলাম। মরতে পারিনি। কয়েক মাস লেগেছিল শরীর সুস্থ হতে। আর আমাকে কথা বলাবেন না! আমি ক্লান্ত। বিছানায় আসুন।

হঠাৎ অন্য বালিশটার দিকে দৃষ্টি যায়। অস্পষ্ট চর্বির দাগ। নোংরা। অন্য পুরুষের ব্যবহৃত বিছানায় শুতে ডাকছে ইভ। ফলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম। ওর দিকে না তাকিয়ে ওপর তলার বাথরুমে যাই। বাথটবের একপাশে বসে সিগারেট ধরাই। সব সম্পর্কের শেষ আমাদের মধ্যে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ইভের প্রকৃত স্বরূপ আমার কাছে স্পষ্ট। যাই বলি না কেন ইভ নিজেকে বদলাবে না। ওর কাছে আমি একজন খদ্দের ছাড়া কিছু নই। ওই নোংরা চাদর আর বালিশ দেখার পর আমার মোহ কেটে গেছে।

নিঃশব্দে শোবার ঘরে এসে ঢুকি। ইভের নাক ডাকার শব্দ শুনি। কদর্যভাবে ইভ বিছানায় শুয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। বিরক্তি ছাড়া আমার মনে আর কিছু নেই। কুড়ি ডলারের দুটো নোট রেখে দিলাম দেরাজের ওপর। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।

।। চৌদ্দ।।

বিছানায় শুয়ে ইভের কথা ভাবি। ইভের সঙ্গে আমার মেলামেশা অনেকদিন বজায় ছিল। ওর প্রতি আমার দুর্বলতাকে ভেঙে দেবার জন্যে ইভ যথাসাধ্য নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে। চরম স্বার্থপরের মত ব্যবহার আর সীমাহীন নিস্পৃহতায় ইভ নিজেকে দূর সরিয়ে রেখেছিল। ওর প্রতি আমার প্রবল মোহ ছিল।

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। কী হতে পারতো, ভাবলেও ভয় হয়। উঃ, কী মূর্খই না ছিলাম। ইভকে ত্যাগ করার মত মনোবল যখন আছে, সেক্ষেত্রে নিজের আত্মসম্মান এবং লেখক হিসেবে আমার মর্যাদা ফিরিয়ে আনার মত সময় নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি।

কিন্তু এই কাজ আমার পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। একজন আমাকে সাহায্য করতে পারে। অবশ্যই ক্যারলের সঙ্গে দেখা করবো। ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। ওকে আর আঘাত দেব না। ভাবতেই পারি না, গোল্ডকে বিয়ে করবে ক্যারল! ওর সঙ্গে আজ দেখা করবো।

রাসেল সকালের কফি নিয়ে আসতে ওকে বলি, রাসেল, আমি ভীষণ বোকা। প্রায় সারারাত আমি ভেবেছি যে নিজেকে চাঙ্গা করতে হবে। আর একটু পরে দেখা করছি মিস ক্যারলের সঙ্গে। আজ থেকে আবার কাজে লাগছি। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। ইভের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই।

রাসেলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওর খুশির ভাব চাপা থাকে না।

সাড়ে ন'টার পর পৌঁছে যাই ক্যারলের বসবার ঘরে। কয়েক মিনিট পরে এলো ক্যারল। ওকে বিবর্ণ দেখায়। ওর দু'চোখের নিচে কালো দাগ।

তোমার আসায় আমি খুশি হয়েছি। ক্যারল চেয়ারে বসে কোলের ওপর দু'হাত রাখে।

আমাকে আসতেই হোত। হঠাৎ ভয় পাই ক্যারল আমাকে যদি ...। ক্যারল, খুব বোকার মত কাজ করেছি। তোমাকে আজেবাজে কথা বলার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমার মাথার ঠিক

ছিল না। জানতাম না, কখন বলেছি।

হাত তুলে ক্যারল বলে, ওসব কথা থাক। তুমি বিপদে পড়েছো, তাই না ক্লাইভ?

বিপদ? গোল্ডের কথা বলছো? উহুঁ, ও নিয়ে ভাবি না। গোল্ড কি করবেন — পরোয়া করি না। আমার গল্প উনি পছন্দ না করলেও কিছু যায় আসে না। বস্তুত, ওই গল্প আর লিখতে পারবো না। ও ব্যাপার থেকে সরে এসেছি। আমি এসেছি তোমাকে বলতে যে তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং আরও বলতে চাই, দু'এক দিনের মধ্যে আমি কাজে লেগে যাব।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যারল বলে, যদি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম! ঐধরনের কথা তুমি অতীতে অনেক বার বলেছো।

এই আমার প্রাপ্য। তোমার প্রতি অনেক অবিচার করেছি, ক্যারল, ওই স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে আমি দুঃখিত। এখন সব শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর স্ত্রীলোকটির জীবনযাপন আমি বুঝতে পারিনি।

ক্যারল আমাকে বাধা দিয়ে বলে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো ক্লাইভ।

ওর কাছে গিয়ে বলি, ক্যারল তোমাকে আমি নিবিড়ভাবে চাই। তুমি আমার কাছে অনেক কিছু।

মৃদু ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে ক্যারল বলে, ক্লাইভ, তুমি আর আমি জ্যামে পড়েছি। গোল্ড জানেন তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা। উনি আমাকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু পথের কাঁটা হয়েছো তুমি। তোমাকে সরাবার জন্যে গোল্ড সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ওঁকে আমি ভয় করি।

ক্যারলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি, ক্যারল আমি খুব নিঃসঙ্গ। নিজের ওপর আস্থা নেই। তুমি যদি আমার পাশে থাকো, আমি কোন কিছুর জন্যে পরোয়া করি না।

মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে ক্যারল বলে, ভীষণ বোকা তুমি। সর্বদাই তোমাকে ভালবেসেছি।

ক্যারলের মুখের ভাব দেখে আমি খুশি হই। ওকে চুমু খেয়ে বলি তাহলে ঐ কথাই রইলো। ক্যারল আমার মুখের দিকে তাকায়। ওর দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে না কোন কথা?

আমাদের বিয়ে। এক সপ্তাহের জন্যে স্টুডিয়ো থেকে ছুটি নাও। মধুর ভাবে এক সপ্তাহ আমাদের কাটবে। তারপর তুমি স্টুডিয়োতে ফিরে যাবে মিসেস থার্স্টন ক্লাইভ হিসেবে। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তুমি গোল্ডের সঙ্গে দেখা কোর না। চল, আমরা থ্রি পয়েন্টে যাই। এখনও খালি পড়ে আছে। ওখানে কাজ করতে পারবো। স্টুডিয়ো থেকে বেশি দূরে হবে না। তোমার পক্ষে বেশ সুবিধের হবে।

ক্যারল মাথা নেড়ে বলে, ওভাবে ছুটি নেব না। গোল্ডকে সব বলবো। ওঁর কাছে এক সপ্তাহের ছুটি চাইবো, কেন ছুটি চাইছি, কারণও জানাবো। ডার্লিং বুঝতে চেষ্টা করো। আজকেই আমাদের বিয়ে হতে পারে না। আমাদের অনুমতিপত্র নেই।

টিয়া জুয়ানায় যাচ্ছি আমরা। সেখানে আমাদের অনুমতিপত্রের দরকার নেই। দরকার মাত্র পাঁচ ডলার আর তোমার মত সুন্দরী একটি মেয়ে। যাও, টুপী পরে এসো। এখন আমরা টিয়া জুয়ানায় যাব।

ক্যারল হেসে বলে ওঠে, তুমি পাগল! কিন্তু তোমাকে ভীষণভাবে চাই। তারপর প্রায় ছুটে ঘর থেকে যায়। আমি টেলিফোন তুলে রাসেলকে ডাকি।

রাসেল, সামনে তোমার অনেক কাজ। আমাদের জন্যে এক সপ্তাহের উপযোগী জিনিস গুছিয়ে নাও। থ্রি পয়েন্টে গিয়ে সব গুছিয়ে ফেলো। টেলিফোনে এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। এখনও ভাড়া হয়নি। তারপর আমাদের ফ্ল্যাট। জনি নিউম্যান নিতে ইচ্ছুক। ওর সঙ্গে আলোচনা কর। রাসেল, এখন থেকে আমরা থ্রি পয়েন্টেই থাকবো। সব বন্দোবস্ত করতে পারবে তো?

নিশ্চয়ই স্যার, রাসেলের কণ্ঠস্বরে চাপা আনন্দ। বলে, ইতিমধ্যেই আপনার ব্যাগ গুছানো হয়েছে। কী হতে পারে আমি টের পেয়েছিলাম। বিকেলে আপনার এবং মিসেস থার্স্টনের জন্যে সব কিছু তৈরী থাকবে। আন্তরিক ভাবে আশা করি আপনারা সুখী হবেন।

সব কিছু তৈরী। আমাদের ব্যাগ গাড়ির পেছনে, আমরা যাচ্ছি টিয়া জুয়ানাতে। বিয়ের আগে

গোল্ডের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে ক্যারল, আমি বোঝাতে পারবো!

ক্যারল চলে গেছে গোল্ডের সঙ্গে দেখা করতে। কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। আমি চিন্তিত।

হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ জাগে। যদি ক্যারলের চাকরী চলে যায়? যদি আমার অবস্থা না ফেরে। তখন আমরা কী করবো? দূর! সিগারেট ফেলে ভাবি, ওই রকম অসহায় অবস্থার মুখোমুখি আমরা কিছুতেই হব না। ক্যারল পাশে থাকলে অসাধারণ কিছু লেখা লিখতে পারবো। আমরা একে অন্যকে সাহায্য করবো। একসঙ্গে থাকলে আমাদের ভয় নেই।

চমকে উঠি। ক্যারল কখন চুপি চুপি ফিরে এসেছে। বলে, চিন্তার কোন কারণ নেই। হ্যাঁ, খবরটা শুনে নিশ্চয়ই গোল্ড আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু উনি সহজভাবে খবরটা গ্রহণ করেছেন। উনি যদি আমাকে এতটা পছন্দ না করতেন। ক্লাইভ মানুষকে আঘাত দেওয়া আমি ঘৃণা করি। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলে, ক্লাইভ, গোল্ড তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

উনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? উনি এখন চুক্তি থেকে সরে আসতে চান। এভাবে আমার ওপর তিনি প্রতিশোধ নেবেন!

উহুঁ ... গোল্ড এ ধরনের কিছু করতে পারেন না।

তবে কী আমাকে ডেকে লেকচার দেবেন কিভাবে তোমার সঙ্গে আমার ব্যবহার করা উচিত?

অসহায় চোখে ক্যারল বলে, গোল্ড একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং ... অবশ্য যা ভালো মনে করবে, তোমার যা ইচ্ছে —

সশব্দে গাড়ির দরজা খুলে নেমে গোল্ডের অফিসের দিকে এগোই।

দরজার মুখোমুখি একটা বড় আরাম কেদারায় বসে আছেন গোল্ড।

বসুন মিঃ থার্স্টন।

টের পাই বুকের দ্রুত ঢিবঢিব শব্দ। জিভ শুকিয়ে যায়। নরম নিচু গলায় গোল্ড বলেন, মিঃ থার্স্টন, আপনি আর ক্যারল আজ বিকেলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন, তাই না?

সিগারেট ধরিয়ে বলি, ঠিকই শুনেছেন।

কাজটা কী ভালো হচ্ছে? ক্যারলকে আমি জানি অনেকদিন থেকে। ওকে অসুখী দেখতে চাই না।

অতি কষ্টে রাগ দমন করে বলি, আপনার মনোভাবের জন্যে ধন্যবাদ। নিশ্চিত থাকুন, ক্যারল সুখী হবে। ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে কী ক্যারল সুখী হতো?

গোল্ড নিস্পৃহ ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকান। বলেন, অবাক হয়ে ভাবি, আপনার মত একজন অপদার্থ লোকের প্রেমে কিভাবে পড়লো ক্যারল। আপনার কোন শিক্ষা-সংস্কৃতি নেই। হঠাৎ একটা সুযোগে আপনি সাফল্যের মুখ দেখেছেন। আপনার প্রথম নাটকটা চমৎকার। যদিও উপন্যাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে ভাবাবেগের ওপর। অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি, ঐ রকম একটা চমৎকার নাটক কিভাবে আপনি লিখলেন! মিঃ থার্স্টন, যখন শুনলাম যে আপনি ক্যারলের প্রিয় লোক, আপনার জন্যে কিছু করার কথা ভেবেছি।

দাঁতে দাঁত ঘষে বলি, এর বেশি আর কিছু শুনতে চাই না। মিঃ গোল্ড, আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেউ কোন রকম মন্তব্য করবে, সেটা আমার অপছন্দ।

ঠাণ্ডা গলায় গোল্ড বললেন, আপনার জীবনের সঙ্গে ক্যারল নিজেকে জড়িয়েছে। ফলে আমার কাছে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছু নেই। মিঃ থার্স্টন, আপনি শুধু যে একজন নিকৃষ্ট লেখক তাই নন, আপনার কোন ভবিষ্যৎ নেই। আপনার চরিত্রও অত্যন্ত বিরক্তিজনক। মিঃ থার্স্টন মার্লো নামের ঐ মেয়েছেলেটির থেকে দূরে থাকবেন। ওর সঙ্গে মেলামেশা করে আপনি নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। আপনি বোকার মত ঐ স্ত্রীলোকটির প্রতি মোহান্ধ হয়েছেন। এটা কী অধঃপতন নয়?

আমার সম্পর্কে গোল্ড অনেক কিছু জানেন। যুগপৎ লজ্জা আর ক্রোধের সঙ্গে বলি, মনের সুখে অনেক কথা বলেছেন। আশা করি বলে আনন্দ পেয়েছেন। আমি যাচ্ছি। বিয়ে করছি ক্যারলকে। মিঃ গোল্ড, আমার কথা আপনার মনে পড়বে। বলবেন, থার্স্টনের জায়গায় আজ আমিও ক্যারলকে বিয়ে করতে পারতাম!

জবাবে গোল্ড বলেন, কোন সন্দেহ নেই, আপনাদের দু'জনের কথা আমার মনে পড়বে। আপনার জন্যে যদি ক্যারল অসুখী হয় — আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে। মিঃ থার্স্টন, এ ব্যাপারে আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি।

।। পনেরো।।

অপরিষ্কার ছোট ঘরে বসে যখন আমি পেছনে তাকাই, আমার মনে পড়ে বিয়ের পর প্রথম চারদিন ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে শুভ মুহূর্ত। ক্যারল আমাকে সাহস জুগিয়েছে। ও আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আনন্দ দিয়েছে।

সকাল দশটায় ঘুম থেকে জেগে আমরা বারান্দায় বসে চা খেতাম। সকালের জলখাবারের পর আমরা পোশাক পরে গাড়িতে হাজির হতাম লেকে। ক্যারল সাঁতার কাটতো। বোটে বসে ওকে দেখতাম। আমিও ক্যারলের সঙ্গে সাঁতারে মেতে উঠতাম। তারপর ফিরে আসতাম আমরা। বারান্দায় আমাদের দুপুরের খাবার দিত রাসেল। কথা বলতে বলতে আমরা আহার করতাম। তারপর আমরা অরণ্যে ঘুরে বেড়াতাম। সন্ধ্যেবেলায় আমরা গান শুনতাম। বড় একটা সেটীতে শুয়ে চাঁদের আলো পান করতাম।

আমার অতীত জীবনের অনেক কথা বলেছি ক্যারলকে। ইভ অথবা জন কোলসনের প্রসঙ্গ অবশ্য বাদ গেছে। রাত জেগে রাত্রে ক্যারল আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, পরের দিন সূর্য ওঠা পর্যন্ত।

এত শান্তি আর আনন্দ সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে, কোথায় যেন একটা শারীরিক অসন্তোষ। পরে টের পাই, ইভ যে ধরনের শারীরিক তৃপ্তি আমাকে দিয়েছিল, সেই ধরনের উত্তাপ আর পাচ্ছি না। আমার অনুভূতিতে ইভের চিহ্ন অশোচনীয়?

ঐ চার দিন আর রাত্রি, ইভের কথা আমার মনে হয়নি। কিন্তু জানতাম, নিষ্ফল যুদ্ধ শুরু করেছি আমি। ক্যারলের সান্নিধ্য আমার বেশিদিন ভালো লাগবে না। পরিবর্তনটা এলো চতুর্থ দিনের রাত্রে অকস্মাৎ।

চমৎকার রাত। পাহাড়ের মাথায় বিশাল উজ্জ্বল চাঁদ চুইয়ে পড়ছে লেকের জলে। উষ্ণ জলে আমরা এক ঘন্টা সাঁতার কাটি। তারপর ফিরে আসি থ্রি-পয়েন্টে রাত একটার পর। শোবার ঘরে যখন আমরা পোশাক ছাড়ছি, তখন টেলিফোন বাজে। আমরা পরস্পরের দিকে অবাক চোখে তাকাই। হঠাৎ আমার দম বন্ধ হয়ে এলো।

এ সময়ে আবার কে টেলিফোন করছে? নিশ্চয়ই বং নম্বর। কেউ জানে না, আমরা এখানে আছি।

আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলি।

হ্যালো .. কে বলছেন?

হ্যালো ... চিনতে পারছেন? ইভের গলা।

গলা শুকিয়ে যায়। নিচু গলায় বলি, ইভ ... কী ব্যাপার? শোবার ঘরের দিকে এক পলক তাকাই।

বাথরুমে ক্যারল। জল পড়ার শব্দ শুনি। আমাদের কথাবার্তা শোনার আশঙ্কা নেই।

কেমন ভদ্দরলোক আপনি .. হঠাৎ এভাবে আমাকে ছেড়ে গেলেন কেন? জেগে ওঠার পর আপনাকে না দেখে আঘাত পেয়েছিলাম। শুনুন, আপনার ফালতু অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছি। চাই না। আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। টেলিফোনে ডাকবেন না। ম্যারিকে বলেছি যে আপনাকে যেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে না দেয়। আপনার ফোন যেন না ধরে।

আমার মন সম্পূর্ণ তেতো হয়ে যায় ইভের কথা শুনে। গত চার দিনের সমস্ত শুভ মুহূর্তগুলি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়।

জোরে রিসিভার চেপে বলি, ইভ বিচলিত হবে না। আমি তোমার কাছে আবার যেতে চাই।

ক্লাইভ, আসবেন না। নিজেকে আপনি হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। আগেও আপনাকে সাবধান করেছি। মনে হচ্ছে আমার কথায় আপনি কান দেন নি। আর হ্যাঁ আপনার অর্থ খামে ঢুকিয়ে

রাইটার্স ক্লাবে পঠিয়ে দিয়েছি। ঐ ক্লাবের মেম্বার আপনি, তাই না? আমাদের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ আমি চাই না।

অতি কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত করে বলি, এ ব্যাপারে চরম কিছু বোল না! কাল কী তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

এ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে মেলামেশা চলতে পারে না! এই নিরর্থক ব্যাপার বন্ধ হওয়া দরকার। আমাকে আপনি খুব সহজলভ্যা ভেবেছেন। আপনাকে আর দেখতে চাই না। গুড বাই।

ইভ ফোন ছেড়ে দেয়। হাতাশা আমাকে গ্রাস করে । এভাবে সব শেষ হতে পারে না। ইভের সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে। এভাবে ইভ আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না। নিজের ওপর বিশ্বাস আর নেই।

শোবার ঘর থেকে ক্যারল প্রশ্ন করলো, কে কথা বলছিল, ক্লাইভ?

পরিচিত এক ভদ্রলোক। আমার গলা কেঁপে যায়, মনে হয় উনি অনেকটা বেসামাল।

ক্যারলের দু'চোখে অনেক প্রশ্ন। জোর করে হেসে বলি। চল, শোয়া যাক। আমি ক্লান্ত। ওকে জড়িয়ে ধরি। অন্ধকারে বিছানায় আমরা শুয়ে থাকি। কেউ কোন কথা বলি না। মনে মনে নিজেকে বলি, নির্বোধ কোথাকার! সুখকে তুমি দূরে সরিয়ে দিচ্ছ।

তুমি পাগল! পাঁচদিনও তোমার বিয়ে হয়নি। আর এর মধ্যেই শুরু করেছো প্রতারণা করতে। তোমার বুকে জড়ানো এই স্ত্রীলোক তোমাকে ভালবাসে। ও তোমার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত। কী করবে ইভ তোমার জন্যে? কিছু না!

কোন রকম গণ্ডগোল হয়েছি কী? ক্যারল প্রশ্ন করে।

কিছু না। এবার ঘুমিয়ে পড়।

ঠিক আছে, ক্যারলের কণ্ঠস্বরে সন্দেহ চাপা থাকে না। যদি কোন গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়, আমাকে জানাবে তো?

নিশ্চয়ই।

ভাবি, কতবড় শয়তান আমি! ইচ্ছে করে মিথ্যে বলছি! আমি ক্যারল আর ইভ, দু'জনকেই চাই।

পরের দু'দিন কেটে যায় শ্লথগতিতে । উভয়েই টের পাই, কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। কিন্তু সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি না। ব্যাপারটা আমার জানা। ক্যারল বলে, এভাবে যদি আমরা সর্বদাই সুখে থাকতে পারি, চমৎকার হবে, তাই না ক্লাইভ?

ডার্লিং, আমরা সর্বদাই সুখে থকবো।

জানি না। মাঝে মাঝে ভয় হয় ... কিছু একটা ঘটতে পারে ... আমাদের সুখ হয়তো চিরস্থায়ী হবে না!

চিন্তা কোর না। আমি নীল জলের দিকে তাকিয়ে বলি, কী ঘটতে পারে?

ভাবি, ক্যারল বুঝি আমার মনের হাবভাব আন্দাজ করতে পেরেছে।

ক্লাইভ, যদি তুমি আমাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ওঠ, যদি তুমি অন্য কোন স্ত্রীলোককে চাও, আমাকে বলবে কী? বললে আমি সহ্য করতে পারবো ... কিন্তু যদি প্রতারণা কর আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো। কোনদিন তোমার মুখ দেখবো না, হেসে বলে ক্যারল।

ঠাট্টার সুরে বলি, চমৎকার! জানতে পারলাম, কিভাবে তোমার হাত থেকে রেহাই পাব।

থ্রি-পয়েন্টে ফিরে এসে দেখি বড় একটা প্যাকার্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে।। বারান্দায় বেঁটে মোটা এক ভদ্রলোক বসে আছেন। ওঁর সামনে টেবিলের ওপর মদের গ্লাস। উনি ক্যারলের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে উঠে দাঁড়ান।

নিচু গলায় ক্যারলকে জিজ্ঞেস করি, লোকটা কে?

ইন্টারন্যাশনাল পিকচার্সের স্যাম বার্নসটেইন। উনি কি ব্যাপারে এসেছেন, বুঝতে পারছি না।

আমরা একসঙ্গে বারান্দায় যাই, স্নেহের সঙ্গে আঁকড়ে বলেন, হুঁ, আপনিই থার্স্টন। আপনার নাটক আমি পড়েছি। নাটকটা খুব ভালো, ভালো ছবির পক্ষে নাটকটা উপযোগী। এব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। আসুন আমরা নাটকটা থেকে একটা ছবি তৈরী করি।

চকিতে ক্যারলের দিকে তাকাই। আমার হাত চেপে ক্যারল বলে, ক্লাইভ, বলেছিলাম না স্যামের নাটকটা পছন্দ।

একটু ঝুঁকে বার্নসটেইন বলেন, একটা কথা ... এমন কিছু নয়, আবার অনেক কিছু। আপনি বলতে পারেন —আপনার বিরুদ্ধে গোল্ডের কী অভিযোগ? আমাকে পরিষ্কার করে বলুন। আপনার সঙ্গে চুক্তি হবে। কিন্তু তার আগে গোল্ডের সঙ্গে আপনার বিরোধ মেটানো দরকার।

তিক্ত কণ্ঠে বলি, কোন সুযোগ নেই। গোল্ড আমার সহিসকে ঘৃণা করেন। উনি ক্যারলকে ভালবাসেন। আমার বিরুদ্ধে ওব কী অভিযোগ থাকতে পারে, এবার বুঝেছেন?

বার্নসটেইন হাসতে শুরু করেন। বলেন, চমৎকাব। আমি জানতাম না। গোল্ডের জায়াগায় আমি থাকলে আপনাকে ঘৃণা করতাম। ঠিক আছে আপনি স্ক্রিপ্ট লিখুন। গোল্ডকে বলবো আমি ছবিটা তৈরী করছি। আমার কথা উনি শোনেন, কিন্তু আগে স্ক্রিপ্ট তৈরী হওয়া দরকার।

আগে চুক্তি হওয়া দরকার।

বার্নসটেইন ভ্রূ কুঁচকে বলেন, উহুঁ ... চুক্তিপত্রে সই করবেন গোল্ড। আমার কিছু করার নেই। স্ক্রিপ্ট তৈরী হলে আপনার সঙ্গে চুক্তি হবে। এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করছি।

ক্যারল বলে, ক্লাইভ, চিন্তার কিছু নেই। স্যামের কথাই প্রতিজ্ঞা বলে ধরে নিতে পার।

বার্নসটেইনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলি, স্ক্রিপ্ট লিখছি। ওটা আপনি গোল্ডের কাছে বিক্রি করবেন। ঠিক আছে?

ঠিক। আমরা একসঙ্গে কাজ করবো। ভালো স্ক্রিপ্ট লিখুন। সোমবার স্টুডিয়োতে আমাব সঙ্গে দেখা করুন তারপর আমরা কাজে লেগে যাব।

বার্নসটেইন চলে যাবার পর ক্যারল আমাকে জড়িয়ে বলে, আঃ .. আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ডার্লিং তুমি কী খুশি নও? কী ব্যাপার?

সেটীতে বসে বলি, হ্যাঁ . নিশ্চয়ই খুশি। কিন্তু মুশকিল কি জান ... আমি কখনও স্ক্রিপ্ট লিখিনি। বরং বার্নসটেইন স্ক্রিপ্টটা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে ...। মনে মনে ভাবি কোলসনের ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া মস্ত বড় ভুল হয়েছে! একটু ভুল হলেই আমি ধরা পড়ে যাব। গোল্ড ইতিমধ্যেই সন্দেহ করেছেন। নইলে ওভাবে তিনি বলবেন কেন যে অবাক হয়ে ভাবি, এমন নাটক আপনি লিখলেন কিভাবে।

যদি আমি স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করি — ওঁরা মুহূর্তে বুঝতে পারবেন যে, নাটকটি আমি লিখিনি। ধরা পড়লে কী হবে ... ভগবান জানেন!

ক্যারল আমার হাত ধরে বলে, বাজে বকো না! তুমি নিশ্চয়ই স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। সংলাপ লেখার ক্ষমতা তোমার অসাধারণ। আমি জানি খুব ভালো স্ক্রিপ্ট তোমাব হাত দিয়ে বেরোবে। আমরা আজই কাজ শুরু করব।

আজকের মতো থাক। তাড়াতাড়ি বারান্দায় চলে আসি। ক্যারলের চোখের দিকে তাকাতে পারি না। আকাশে চাঁদ। দেখি লেক, উপত্যকা আর পাহাড়। এসব আমার মনে কোন রেখাপাত করে না।

ক্যারল আমার পাশে দাঁড়ায়। আমাকে জড়িয়ে বলে, চমৎকার, তাই না?

ওকে দেখতে পাচ্ছ? বাগানে সিটে বসা লোকটার দিকে আঙ্গুল তুলে জিজ্ঞেস করি, লোকটা কে? ওখানে কী করছে?

কী বলছো ক্লাইভ? কোন লোকটার কথা বলছো? আমি হঠাৎ কেঁপে উঠি। বলি বাগানে কেউ বসে নেই কী?

ক্যারল চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ডার্লিং, ওখানে কেউ নেই।

অদ্ভুত ব্যাপার। আমি বলি, হয়তো কোন ছায়া দেখে অবিকল মানুষের মত দেখাচ্ছিল।

ক্যারলকে কাছে টেনে বলি, চল ভেতরে যাওয়া যাক, ঠাণ্ডা লাগছে।

রাতে অনেকক্ষণ আমি ঘুমোতে পারি না।

।। ষোল।।

স্যাম বার্নসটেইন চশমা খুলে হাসি মুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। বলে, আমি এই চাই। অবশ্য স্ক্রিপ্টটা ঠিক হয়নি অনেক ঘষা মাজা করা দরকার। আরম্ভ হিসেবে ভালোই।

আলাপ আলোচনার সুবিধার জন্যে স্ক্রিপ্টটার একটা খসড়া তৈরী করেছি। আপনার নিজের একটি মতামত আছে। তাই সংক্ষিপ্ত আকারে খসড়া তৈরী।

এখন স্ক্রিপ্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আমার মতে আপনি স্ক্রিপ্টটা নিয়ে গিয়ে ঢেলে সাজান। যখন স্ক্রিপ্টটা সম্পূর্ণ হবে, আমাকে দিয়ে যাবেন। তারপর আমি গোল্ডের কাছে যাব।

হতাশ ভঙ্গিতে বলি, গোল্ডেব কাছে গেলে আপনি বিপদে পড়বেন।

হেসে ফেলেন বার্নসটেইন। বলেন, ও ব্যাপারটা আমি সমলাবো। গত পাঁচ বছর গোল্ড আর আমার মধ্যে ছোটখাট অনেক বিষয়ে ঝগড়া হয়েছে। ওতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। কারণ সব শেষে আমাব কথা মতই কাজ হয়।

ঠিক আছে। ব্যাপারটা আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে স্ক্রিপ্টটা আবার লিখে দিতে বেশি সময় লাগবে না।

বার্নসটেইনের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলি, মনে হয় আজ ক্যারল সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাকবে।

দেখুন না, ক্যারল কি করছে। জেরী হাইআমস্-এর অফিস চেনেন তো?

চিনি। ঠিক আছে ... চলি।

তাড়াতাড়ি হাঁটি কবিডোর দিয়ে। হাইআমসের অফিসের সামনে না থেমে করিডোরের শেষ প্রান্তে টেলিফোন বুথে গিয়ে ঢুকি। ইভকে ফোন করব। বুক কাঁপে টেলিফোন করার সময়।

ইভ .. কেমন আছ?

গুড মর্নিং ক্লাইভ। খুব তাড়াতাড়ি ফোন কবেছেন, তাই না?

ইভের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠি। ওর কথাবার্তায় বন্ধুত্বের ছাপ। তোমার সঙ্গে কখন দেখা হবে?

কখন আসতে চান?

হঠাৎ আমি খুব চমকে যাই! বলি, ইভ ব্যাপারটা কী ... সেদিন বললে আর আমার মুখদর্শন করবে না! সত্যিই ভেবেছিলাম যে আর তুমি আমার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখবে না। আমি এখুনি আসছি। ইভ, দুপুরে আমার সঙ্গে খেতে চল।

সেদিন আপনার ওপর ভীষণ রেগেছিলাম। তাই আর আপনার মুখ দেখতে ইচ্ছে হয়নি। তবে ক্লাইভ, আপনি একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে আমার কাছে আসতে পারেন। কিন্তু বাইরে কোন রেস্তোরাঁয় আপনার সঙ্গে খেতে যাব না।

ঠিক আছে দেখা হওয়ার পর এ সম্পর্কে কথা বলা যাবে।

ইভ ফোন রেখে দেয়। আমি ফোন রেখে দিয়ে ক্রিসলার গাড়ি স্টুডিয়োর গেট দিয়ে আস্তে আস্তে চালাই। মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ইভকে কব্জা করতে পারবো।

রাইটার্স ক্লাবে গিয়ে চিঠির খোঁজ করি। কয়েকটা চিঠি পাই। পলকে চিঠিগুলিতে দু'চোখ রাখি। ইভ কিছু পাঠায় নি। ইভকে টেলিফোন করি।

ইভ জানায় খামে ঢুকিয়ে সে ডলার ফেরত পাঠিয়েছে রাইটার্স ক্লাবের ঠিকানায়।

কোথাও গণ্ডগোল আছে। ইভ বলছে পাঠিয়েছে কিন্তু আমি দেখছি আসেনি। আমি জানি ওর লোভ অত্যন্ত বেশি। ও ভেবেছে ওর কথা আমি বিশ্বাস করবো। এভাবে ইভ আমার ওপর খেলো ধরনের প্রতিশোধ নিতে পারবে।

একটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে যাই। লরেল ক্যানিয়ন ড্রাইভে। ইভের বাড়ির বাইরে গাড়ি থামিয়ে হর্ন বাজাই! তারপর গাড়ি থেকে নেমে দরজায় আঘাত করি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মনে হল বাড়ির ভেতর থেকে কোন শব্দ আসছে না। সাধারণতঃ দরজায় আঘাতের পরমুহূর্তে প্যাসেজে ম্যারির পদশব্দ শুনি।

চারবার দরজায় আঘাতের পর ফিরে যাই গাড়ির কাছে। গাড়িতে উঠে আস্তে আস্তে চালাই। অনেকটা দূরে যাবার পর হঠাৎ আমার হার্ভে ব্যারোর কথা মনে হয়। ইভের কোনরকম অনুভূতি

নেই। ও ম্যারিকে পাঠাতে পারতো, বিশ্বাসযোগ্য কোন মিথ্যে বলতে। কল্পনায় ইভকে দেখতে পাচ্ছি—শোবার ঘরে মাথা একদিকে হেলিয়ে ও দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনছে। ওর কাছাকাছি ম্যারি দাঁড়িয়ে। ওরা পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করে নীরবে হাসছে। ওকে দরজায় আঘাত করতে দাও। ফিস্‌ফিস করে ইভ বলেছে। শীঘ্র ও বিরক্ত হয়ে ফিরে যাবে।

সামনের ওষুধের দোকানে ঢুকে ইভের বাড়িতে ফোন করি। অনেকক্ষণ রিং হয়ে যায়। কেউ ফোন ওঠায় না।

কল্পনায় দেখি ইভ ফোন ধরতে গিয়েও থেমে যায়। ও জানে কে ফোন করতে পারে। হঠাৎ ইভকে খুন করার ইচ্ছা হয়। তারপর আতঙ্ক জাগে মনে।

যাই হোক, ইভকে খুন করলে আনন্দ পাব। এ ছাড়া অন্যভাবে ওকে ছোঁয়া যাবে না। ওর আত্মরক্ষার বর্ম অনেক শক্ত। আবার মনে হল কেউ খুন করেছে ইভকে। এ কাজ ওর যে কোন পুরুষবন্ধুদের পক্ষে করা সম্ভব হতে পারে।

থ্রি-পয়েন্টে ফেরার পরও আমাব মনের অসংযত আনন্দ কমে না। তিনটে বেজে গেছে। রাসেলকে ডেকে ব্যালকনিতে স্যান্ডউইচ্ আর হুইস্কি দিতে বলি। নিজেকে সংযত করতেই হবে। পায়চারি করি আর ভাবি—ইভ আমার পক্ষে ক্ষতিকারক। পরাজয় মেনে ওকে ভুলে যাওয়াই ভালো। ইভ যদি আমার মনের ওপব প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, ভবিষ্যতে কোন বকম কাজ করা সম্ভব হবে না। এই ঝামেলা বন্ধ হওয়া দরকার।

টেবিলের ওপর ট্রে রাখতে রাসেলকে বলি, টাইপ মেশিনটা নিয়ে এসো। কিছু কাজ করতে হবে।

বার্নসটেইনের নোট পড়তে শুরু করি। কিন্তু মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। ইভের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার অপমান ভুলতে পারি না। গোল্লায় যাক্ ইভ্! গ্লাস সরিয়ে টাইপ মেসিন টানি নিজের দিকে।

বার্ণসটেইনের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম দৃশ্য লেখার চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর টাইপ মেশিন থেকে টান মেরে কাগজ খুলে রাগে টুক্‌রো টুকরো করে ছিড়ে ফেলি।

ক্যারল ঠিক সময়ে ডিনারে আসে। গাড়ি থেকে নেমে ও লন পেরিয়ে আমার দিকে ছুটে এলো।

ওকে দেখে আমাব মনেব বোঝা অনেক হালকা হয়। ক্যারলকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে থাকি।

হেসে বলি, কাজ কেমন চলছে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যারল জবাব দেয়, আমি ক্লান্ত। একটানা কাজ চলছে। আমাকে পানীয় দাও। তোমার খসড়া কী স্যামের পছন্দ হয়েছে?

নিশ্চয়ই। তুমিই তো তৈরী করেছো, তাই না?

ক্যারলেব চোখে অস্বস্তি দেখা যায়। সে বলে, ডার্লিং আমবা দু'জনে মিলে তৈরী করেছি। তুমি নিশ্চয়ই ও ব্যাপারে বিরক্ত হওনি, তাই না? আমি বলতে চাই ... যদি তুমি না চাও আমি ..

সংক্ষেপে বলি ও কথা ভুলে যাও। ছবির চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে আমি খুব পটু নই। কিন্তু শিখতে বাধা নেই। তবে দ্বিতীয়বাব লেখার কাজে খুব সফল হচ্ছি না। শোন ক্যারল, আমি চাই এ কাজে অন্য কাউকে যদি বার্নসটেইন ঠিক করেন, ভালো হয়। আমি কাজে ঠিকমত অগ্রসর হতে পারছি না। সমস্ত বিকেল চিত্রনাট্য লেখার কাজে ব্যয় করেছি। কিচ্ছু হয়নি!

ক্যারল কাছে এগিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বলে, চিন্তা করো না ক্লাইভ, কাজে তোমার মন বসবে। আচ্ছা আমার হাতে কিছু কাজ আছে। কয়েকটা দৃশ্যের খসড়া তৈরী করতে চাই। তুমি ব্যালকনিতে গিয়ে বস। কাজ শেষ হলেই তোমার কাছে বসবো।

অন্ধকার ব্যালকনিতে বসে অনেকক্ষণ ভাবি কোলসনের কথা। ওর নাটক থেকে সিনেমা করা বড় বাজে ব্যাপার। কিন্তু এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর আর থামা যায় না। প্রথমতঃ, ওর নাটক চুরি করা উচিত হয়নি। কিন্তু চুরি না করলে আজকের অবস্থায় আমি পৌঁছাতে পারতাম না।

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যতম সুন্দর জায়গায় কেবিন ভাড়া করা সম্ভব হোত না। দেখা হোত না কখনও ক্যারলের সঙ্গে। গভীর শ্বাস ফেলে ভাবি —কখনও পরিচয় হোত না ইভের সঙ্গে।

ব্যালকনিতে পা দিয়ে ক্যারল বলে, অন্ধকারে বসে কী করছো? অনেকক্ষণ ... তিন ঘন্টা বসে আছো। এখন রাত বারোটার ওপর।

উঠতে উঠতে বলি, চিন্তা করছিলাম। সময়ের খেয়াল ছিল না। তোমার কাজ শেষ হয়েছে?

আমার গলা জড়িয়ে ক্যারল আমাকে চুমু খেয়ে বলে, রাগ কোর না, ডার্লিং। দ্বিতীয়বার চিত্রনাট্যের খসড়া তোমার জন্যে তৈরী করছিলাম। এবার তুমি পারবে।

যে কাজে আমি ব্যর্থ হয়েছি — অথচ ক্যারল কত সহজেই করতে পারলো! আমি ঈর্ষান্বিত চোখে ওর দিকে তাকাই। বলি, ক্যারল আমাদের দু'জনের কাজ তুমি করতে পার না। অসম্ভব ব্যাপার! এর পরে তোমার রোজগারের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে।

ক্যারল অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, রাগ কোর না। আমি আর কি এমন করেছি। কেবলমাত্র তোমার এবং বার্নসটেইনের ধারণাকে কাগজের ওপর টুকে রেখেছি —এ কাজ তো একজন স্টেনোর দ্বারাও সম্ভব। কাল তুমি আমার লেখার ওপর কলম চালাবে। সংশোধন করবে, তারপর স্যামকে দেখাবে। গোল্ড দেখার পর অনুমোদন করলেই তোমার আসল কাজ শুরু হবে। আমাকে একটা চুমু দাও! মুখের ভ্রূকুটি মুছে ফেলো।

ক্যাবলকে চুম্বন কবি। ও আমাকে আলিঙ্গন করে বলে, বিছানায় চল। কাল সকালে উঠতে হবে।

যাচ্ছি। মনে মনে বিপর্যস্ত বোধ করি।

।। সতেরো।।

পরেব চারদিন আস্তে আস্তে টের পাই আমি, থ্রি পয়েন্টে বসবাস করা আমার ভুল হয়েছে। এর ফলে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এখন আনন্দ ছাড়া স্বেচ্ছাকৃত নির্জনতায় আমি ক্লান্ত। ভেবেছিলাম এমন নির্জন পরিবেশে নতুন একটি উপন্যাস লেখায় হাত দিতে পারবো উপযুক্ত সময়ে — কিন্তু এখন দেখছি, কোন রকম উৎসাহ টের পাচ্ছি না।

অনেক কষ্টে ক্যারলের দ্বিতীয় বার লেখা চিত্রনাট্যের ওপর ঘষামাজা করেছি। যা কিছু করার প্রায় সবই বেরিয়েছে ক্যারলের কলম থেকে। আমি শুধু সামান্য পরিবর্তন করেছি। প্রধান কাজ হয়েছে কপি করা। যদিও আমার কাজে সৃষ্টিশীল কোন ব্যাপার ছিল না, তবুও টাইপ মেশিনের সামনে বসতে হয়েছে। কাজের সময় অনেকবার মনে হয়েছে, একজন স্টেনোকে ডেকে কাজটা তাকে শেষ করতে বলি। যাইহোক কাজটা শেষ করার পর তুলে দিয়েছি স্যামের হাতে। গোল্ডের মতামত শোনার জন্যে আমার মনে বিচিত্র ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে।

আমার ইচ্ছা গোল্ড যদি গল্পটা অনুমোদন করেন, আমি বলবো চূড়ান্ত চিত্রনাট্য লেখার ভার অন্য কাউকে দেওয়া হোক। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। সংলাপ লেখা, বিশেষ করে সিনেমার উপযোগী, চমৎকার ভাবনাকে চিত্রনাট্যে আনা সহজ নয়। যদিও আমি চেষ্টা করি — গোল্ডের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারবেন যে মূল নাটক আমার লেখা নয়।

আর্থিক ব্যাপারে আমি বিচলিত হচ্ছি। জমানো অর্থ ফুরিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক সপ্তাহে প্রাপ্য রয়ালটি কমে আসছে। ঋণ বাড়ছে। ক্যারলকে কিছু জানাই না। ও জানতে পারলে অর্থ সাহায্য করতে চাইবে। ওর উপার্জন কম নয়। পকেট খরচা বাবদ কিছু রাখে। তাছাড়া পোশাক আশাকের পেছনেও খরচ আছে। কিন্তু আয়ের বেশির ভাগ ও খাটায় ব্যবসায়ই ; আমার যত রকম দোষই থাক। ওব কাছ থেকে এক ডলারও নেব না, স্থির করা আছে।

ক্যারল স্টুডিওতে থাকাকালীন দিন কাটে না। লাইব্রেরীতে বসে থাকি ঘন্টার পর ঘণ্টা। যখন নিঃসঙ্গতা অসহ্য মনে হয়, চলে যাই বনের মধ্যে, একা একা হাঁটি, মন ভরে থাকে হাতাশায়। ইভ এবং জন কোলসন কখনও উধাও হয় না আমার চিন্তা থেকে।

'রেইন চেক'- এর চিত্রনাট্য লেখার যখন চেষ্টা করি, টের পাই ঘরের মধ্যে জন কোলসনের অস্তিত্ব। উনি বসে আছেন আমার পাশে, আমাকে লক্ষ্য করছেন। আমার অবস্থা দেখে হাসছেন।

ব্যাপারটা অদ্ভুত। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারি না।

তিনদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করি। উহুঁ, ইভকে ফোন করবো না। কিন্তু চতুর্থ দিনে, ক্যারল স্টুডিওতে যাবার পর, নিজেকে সংযত করতে পরি না।

রাসেল কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে চলে গেছে তার এক অসুস্থ নায়িকাকে দেখতে। পান শেষ করে টেলিফোনের কাছে যাই। ইভ সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে।

হ্যালো।

ইভ যে রকম জঘন্য ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে অথচ কি আশ্চর্যের ব্যাপার। ওর কণ্ঠস্বর আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ইভ ... কেমন আছ?

হালকা গলায় ইভ জবাব দেয়, আচেনা অতিথি কোত্থেকে ফোন করছেন? এতদিন কোথায় ছিলেন?

ওর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল, কোন কারণে ওর মেজাজ এখন ভালো।

বিদ্রূপের সুরে বলি, অন্যের সঙ্গে তুমি নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছ না তো? আমি ক্লাইভ বলছি। সেই লোকটি যে তোমাব দরজায় বারবার করাঘাত করা সত্ত্বেও — যার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাওনি!

মুখ টিপে হাসে ইভ — আমি জানি।

হুঁ, বলি, তোমার কৌশলটা অত্যন্ত জঘন্য। রেস্তোরাঁয় খাবারের বন্দেবস্ত করেছিলাম।

ইভ জবাব দেয়, মাঝ রাত্রে ফোন করাও জঘন্য ব্যাপার। তাছাড়া, আপনার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় যেতে চাইনি। কেউ আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করাতে পারবেনা। আশাকরি, এ ঘটনা আপনাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে।

দাঁতে দাঁত ঘষে বলি, তুমি সর্বদাই আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা কর।

আপনার মত এর আগে কাউকে দেখিনি, যাকে এড়ানো এত শক্ত ব্যাপার।

হুঁ .. তুমি আমাকে এড়াতে চাও বুঝি? একদিন তুমি সফল হবে। তখন তোমার দুঃখের সীমা থাকবে না।

ইভ হেসে জবাব দেয়, আপনি তাই মনে করতে পারেন।

ইভের এমন মেজাজ নতুন। বলি, আজ সকালে তোমার মেজাজ যেন ভালো মনে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আজ দেখা হবে না। বাড়িতে থাকবো না। আসবেন না। যদি আসেন, আমার দেখা পাবেন না।

ঠিক আছে ... কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

জানি না। যদি আসতে চান কয়েকদিন পরে ফোন করবেন।

আমি কিছু অনুমান করি। বলি, জ্যাক আসছে কী?

হ্যাঁ। এখন আপনি খুশি তো?

ঈর্ষাবোধ করি। মিথ্যে করে বলি, আমি খুশি। মনে হচ্ছে তুমি অন্য বাড়িতে যাবে, তাই না? কতদিনের জন্যে?

জানি না। শুনুন, আর প্রশ্ন করবেন না। জানি না, জ্যাক কত দিন থাকবে।

জ্যাকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার কথা ভুলে যেয়ো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইভ বলে, ভুলবো না। তবে এবার নয়। গুডবাই। ইভ ফোন ছেড়ে দেয়।

ইভ ওর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবে — এই চিন্তা মাথায় নিয়ে সারাদিন কেবিনে থাকা কষ্টকর। আমি পাগল হয়ে যাবো।

তাই স্থির করি, স্টুডিয়োতে গিয়ে খোঁজ নিলে হয় — বার্নসটেইন আমাকে কোন সংবাদ দিতে পারে কিনা।

দুপুরের আগে স্টুডিওতে পৌঁছে যাই। প্রধান অফিসের সামনে গাড়ি থামাই। ক্যারল সিঁড়ি

বেয়ে নেমে এলো।

ক্যারল আমাকে চুমু খেয়ে বলে, হ্যালো ডার্লিং। তোমাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করছিলাম।

তীক্ষ্ণ গলায় বলি, কোন খারাপ খবর আছে?

উঁহু . আসলে আমরা যাচ্ছি ডেথ ভ্যালিতে। কাল সকালের আগে ফিরতে পারবো না। মরুভূমির প্রকৃত পরিবেশের জন্যে আমাদের ওখানে যেতে হচ্ছে। ফ্রাঙ্ক এবং আমি এখনই রওনা হচ্ছি। তোমাকে দেখার জন্যে রাসেলও থাকবেনা। কী করা যায় বল?

নিজেকে আমি অলস মনে করি না। আমার জন্যে চিন্তা কোর না। তাছাড়া আমার হাতে অনেক কাজ।

ক্যারল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, তুমি একা থাকবে, ভাবতেই বিশ্রী লাগছে। যদি আমাকে যেতে না হোত অথবা আরও ভালো হয়, আমাদের সঙ্গে গেলে। যাবে তুমি?

ইমগ্রামের কথা ভেবে মাথা নেড়ে বলি, আমি থ্রি-পয়েন্টে ফিরে যাব। যাকগে, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক থাকবো। এখন বার্ণসটেইনের সঙ্গে কথা বলবো।

দূব থেকে ইমগ্রাম আর হাইআমস-কে আসতে দেখি। ওদেব সঙ্গে দেখা করতে চাই না। ক্যারলকে চুমু খেয়ে বলি, ভলোভাবে থেকো। গুডবাই।

স্যাম বার্নসটেইনের অফিসের দিকে এগিয়ে যাই। সেক্রেটারীর কাছে জানতে পারি মিঃ বার্নসটেইন আমাকে খুঁজছেন।

উৎফুল্ল হয়ে উঠি। মনে হয় কিছু সুখবর আছে।

অফিসে ঢুকে বলি, হ্যালো।

চেযার থেকে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন বার্নসটেইন। বলেন, ফোনে আপনাকে ধরার চেষ্টা করেছি। ব্যাপাবটা ঠিক আছে — গোল্ড রাজী হয়েছেন। কী হয়েছে জানেন? একশো হাজার ডলারের চুক্তি।

ড্রয়ার খুলে ফর্ম বের করে বললেন বার্নসটেইন, চুক্তিপত্র—আপনি নিজের চোখে দেখুন।

কাঁপতে কাঁপতে আমি চুক্তিপত্র পড়তে শুরু করি। হঠাৎ আমি টের পাই, আমার সর্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় তোতলামির সুরে বলি, এখানে বলা আছে যে চিত্রনাট্য আমাকে তৈরী করতে হবে।

নিশ্চয়ই। বার্নসটেইন উচ্ছল মুখে বলেন, এটা ছিল ক্যারলের প্রস্তাব। ফলে গোল্ড সেইভাবে চুক্তিপত্র তৈরী করেছেন। ওঁর মতে ছবি মোটেও ভালো হবে না আপনার চমৎকার সংলাপ ছাড়া।

জবুথবু হয়ে বসে থাকি। গোল্ড তাহলে জানতে পেরেছেন। তাই একশো হাজার ডলারের চুক্তি! উনি জানেন আমার দ্বারা চমৎকার সংলাপ লেখা সম্ভব নয়।

বার্নসটেইন অবাক হয়ে বলেন, আপনি খুশি হননি? কোন গন্ডোগোল আছে কী? আপনি কি সুস্থ বোধ করছেন না?

ক্লান্তস্বরে বলি, আমি ঠিক আছি। এই ব্যাপার .... ব্যাপারটা আমার কাছে রীতিমত উত্তেজক।

সঙ্গে সঙ্গে বার্নসটেইন উচ্ছল মুখে বলেন, নিশ্চয়ই। এতটা আপনি আশা করেন নি। নাটকটা দারুণ! চমৎকার ছবি তৈরী হবে।

আমি বুঝতে পারি ঠিক জায়গায় গোল্ড আমাকে কব্জা করেছেন! পরের কয়েক ঘন্টা উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি চালাই। গোল্ডের কৌশল আমাকে বিহ্বল করেছে। কিভাবে ক্যারলকে বোঝাবো যে চিত্রনাট্য তৈরী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

যে ভাবেই হোক অর্থ রোজগার করতে হবে। অর্থ ছাড়া এভাবে চলা যায় না। তখন আমার মনে পড়লো লাকি স্ট্রাইকের কথা।

হলিউড যখন প্রথম আসি তখন আমি জুয়ারী ছিলাম। ক্যালিফোর্নিয়া বীচের কাছে জাহাজে জুয়ো খেলতাম। আইন এড়াবার জন্যে জুয়ো খেলার জন্যে অনেক জাহাজ ছিল। লাকি স্ট্রাইকে অনেকবাব গিয়েছি। ওখানে আবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করবো।

ভাগ্যে আস্থা আছে অথবা কোন কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যাবে। ফলে নতুন উৎসাহে চলে যাই রাইটারস্ ক্লাবে। এবং এক হাজার ডলার তুলে নিলাম।

হাল্কা খাবার খেয়ে রাত ন'টায় গাড়ি চালিয়ে যাই সান্টা মনিকোতে। জেটির সামনে গাড়ি থামাই। তিন মাইল দূরে লাকি স্ট্রাইক। জাহাজটা আলোকিত। ইতিমধ্যেই জাহাজের দিকে যাচ্ছে জুয়াড়ীরা ট্যাক্সি বোটে চেপে। লাকি স্ট্রাইকে যেতে লাগে দশ মিনিট। আমার সঙ্গে পাঁচজন যাত্রী। চারজন সুসজ্জিত। দেখে মনে হয় ধনী মধ্যবয়স্ক ব্যবসায়ী ; অন্যজন একটি মেয়ে। লম্বা। লাল চুল মাথায়। ওর গায়ের রঙ সরের মত। হলুদ পোশাকে ওর শরীর বেশ আঁটাসাঁট। মেয়েটি ইন্দ্রিয় সর্বস্ব এবং কামুক। ওর হাসি অনেকটা হিস্টিরিয়া রুগীর মত।

মেয়েটিব উল্টোদিকে বসেছি। ওর দুটো পা সুগঠিত। যদিও হাঁটুর ওপরে হঠাৎ সরু। মেয়েটির সঙ্গে বসা একজন খাঁড়া নাকওয়ালা ভদ্রলোক। মেয়েটি যখন হেসে উঠছে ভদ্রলোক লজ্জা পাচ্ছে। মেয়েটির দিকে তাকাই। মেয়েটিও আমাকে দেখলো। আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে হঠাৎ মেয়েটা হাসি থামিয়ে হাঁটুব নিচে স্কার্ট টেনে নামায়।

প্রচণ্ড ভীড় জাহাজে। ভীডেব মধ্যে মেয়েটি হারিয়ে যায়। ভিড়ের মধ্যে পরিচিত কাউকে দেখি না। এক গ্লাস হুইস্কি খাওয়ার পর ভিড়ে আর পাওয়া সম্ভব নয় দেখে জুয়া খেলার জায়গায় যাই।

পাঁচ মিনিট খেলা দেখি। তাবপব ছক এলো আমাব কাছে। খেলতে থাকি। বোর্ডে বাজী ধরি। খেয়াল হয় লাল চুলওয়ালা মেয়েটি আমাব পাশে দাঁড়িয়ে। ওর পাছা আমার শবীরে গোঁজা। ওর দিকে ঝুঁকি। কিন্তু তাকাই না। আবার ছক এলো আমার কাছে। আবার বাজী ধরি। আবার হারি।

লাল চুলওয়ালা মেয়েটি বলে, অনেক হেরেছেন আপনি।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে এদিক ওদিক তাকাই খাঁড়ানাকের লোকটিকে দেখার জন্যে। ভদ্রলোক আমাদের টেবিলেব উল্টোদিকে। ফলে মেয়েটিব কথা শুনতে পাবে না।

ওই লোকটিকে আপনার পছন্দ হয়? এক সঙ্গে দশ ডলার বাজী ধরি। এবাব জিতে যাই।

মেয়েটি আমার শরীর ঘেষে দাঁড়িয়ে। সে বলে, কী আসে যায় তাতে?

অনেক কিছু । আবার বাজী ধরি।

আপনার ভাগ্য ফিরিয়ে এনেছি আমি। মেয়েটি বলে, আমার লাল চুলের জন্যে।

পরের বার জিতে বোর্ড থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার পকেট ডলারে ভরা। ওকে বলি, চল, অন্য কোথাও যাই। এখানে কী আগে কখনও এসেছো?

সব জায়গা আমি জানি, মেয়েটি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো।

খাঁড়া নাকওয়ালা লোকটি খেলায় ব্যস্ত। ভিড ঠেলে মেয়েটির কাছে যাই। তারপর আমরা ডেকের দিকে অগ্রসর হই। অন্ধকার জায়গাটা। আমবা দু'জনে ছাড়া আর কেউ নেই। আমার পেছনে রেলিং। মেয়েটি আমাকে চেপে ধরেছে।

মেয়েটি বলে, যে মুহূর্তে আপনাকে দেখেছি .... আমাকে চুমু খান। মেয়েটি আমার কোটের মধ্যে হাত ঢোকায়। আমি ওকে জড়িয়ে ধরি।

এভাবে আমরা পরস্পর লেপটে থাকি এক মিনিট।

তারপর মেয়েটি সরে যায়। বলে, দূর হাওয়া খেতে এসেছি।

আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হয় মেয়েটির প্রতি। ওকে আবাব ধরতে যাই। মেয়েটি মুখ টিপে হেসে বলে, এত তাড়াহুড়ো করবেন না। ধৈর্য ধরুন। তারপর আমাকে কামড়ে দেয় মেয়েটি।

নীচে ডেকে কে যেন হেসে ওঠে। ওই হাসি আমি চিনি। ইভ ছাড়া আর কেউ ওভাবে হাসতে পারে না। রেলিং এর ওপর ঝুঁকে নীচে তাকাই। অত্যন্ত ভিড়। ইভকে দেখা যায় না।

মেয়েটিকে গালাগাল করে চলে আসি।

নীচে ডেকে নেমে ইভের খোঁজ করি। অবশেষে ওর দেখা পাই। ও আলোকিত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ওর পাশে একজন লম্বা লোক। মুখে রুক্ষতা প্রকট। পরনে সুসজ্জিত পোষাক। লোকটাকে আমি চিনি। ওদের কাছে যাবার জন্যে অগ্রসর হলে ওরা জুয়াখেলার ঘরে ঢুকে যায়। ইভের কনুই ধরে আছে ওরা। ইভকে সুখী দেখাচ্ছে।

।। আঠারো।।

আমি চাইনি ইভ আমাকে দেখুক, সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যাই। অনেক ঠেলাঠেলির পর প্রথম টেবিলে ইভকে দেখতে না পেয়ে অন্য টেবিলের কাছে যাই। জ্যাক হার্স্টের পেছনে ইভ দাঁড়িয়ে আছে। ইভ ঝুঁকে সীটে বসে হার্স্টের কানে কিছু বলে। ওর দু'চোখ বেশ উজ্জ্বল। ওকে প্রায় সুন্দরী মনে হয়।

এই লোকটির জন্যে ইভ পাগল! ইভকে দোষ দেই না। লোকটি প্রকৃত অর্থে পুরুষ মানুষ। যাই হোক, আমি ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছিলাম। নিজের সঙ্গে ওর তুলনা মোটেও সুখপ্রদ নয়। হার্স্ট আমার চেয়ে দেখতে ভালো। হার্স্ট জিতছে। অস্ফুট গলায় ইভ বলে হার্স্টকে — বাজী ডবল কর।

চুপ কর! হার্স্ট বলে।

আমি এগিয়ে একশো ডলারের তিনটে নোট বাজী ধরি। ইভ মুখ ফেরায়। আমরা পরস্পরকে দেখি। ইভের মুখের ভাব কঠিন হয়ে ওঠে। সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঠিক আছে ছিনাল মাগী .. আমি দেখে নেব!

আমি বাজী জিতি। হার্স্ট প্রায় পঞ্চাশ ডলার হারে। আবার বাজী ধরি, আবার জিতি। আমি জিততে থাকি। হার্স্ট ইতিমধ্যে প্রায় দু'শো ডলার হেরেছে। আমি জিতেছি প্রায় আটশো ডলার।

আবার খেলতে যায় হার্স্ট। ইভ আতঙ্কিত গলায় বলে, আর খেলতে হবেনা। চল, আমরা যাই।

আবার বাজী ধরা হয়। এবার হার্স্ট জেতে। এভাবে পনেরো মিনিট কেটে যায়। টেবিলে জড়ো হয়েছে বাহান্ন শো ডলার। অর্থ সংগ্রহকারী লোকটি আর চাকা ঘোরাতে বাজী হয় না।

একটা লম্বা লোক টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। সে বলাতে আবাব চাকা ঘোরে। হার্স্ট জিতে যায়।

সবাই আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। হাঁটু কাঁপে।

ভিড় ঠেলে আমি পানশালার দিকে এগিয়ে যাই। আধ ঘণ্টা ধরে প্রচুর মদ্যপান করি। ইভকে লাল চুলওয়ালা মেয়েটির সঙ্গে দেখি। ইভের চোখ মুখ বেশ প্রাণবন্ত মনে হয়। দু'জনে কথা বলছে।

আমি ওদের অনুসরণ করি। কিন্তু জুয়াখেলার ঘরে ঢুকে হার্স্ট অথবা ইভকে দেখতে পাই না। চোখে পড়ে না লাল চুলওয়ালা মেয়েটিকেও। তাস খেলার ঘরে যাই। ওরা নেই। ডেকে যাই। ওরা নেই।

চারদিকে তাকাই। ওদেব না দেখে উঁচুতলার ডেকে যাই। লাল চুলওয়ালা মেয়েটিকে দেখি।

হ্যালো। মেয়েটি বলে।

বেলিংয়ের কাছে যাই। ওকে বলি, তোমার সঙ্গের লোকটিকে খুঁজে পাওনি?

চলে গেছে। এখানে এসে তাই চাঁদ দেখছি। ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াই। বলি, তুমি ফিরবে কিভাবে?

বোটে। ... আপনি কী আশা করেন সাঁতরে?

মেয়েটি হাসে। ওর সঙ্গে হাসি আমিও। আমার বেশ নেশা হয়েছে। যে কোন ব্যাপার এখন আমার কাছে মজার। এমন কি দশ হাজার ডলার হারার পরও।

মেয়েটিকে কৌশলে রেলিংয়ে চেপে ধরি, বলি, ঐ মেয়েটি কে, যার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে?

ইভ মার্লো? আর ... ও একটা বেশ্যা মাগী।

ওই মেয়েটিকে তুমি চিনলে কি ভাবে?

ইভ মার্লো?

আমি কী জানি?

তুমিই তো ওর নাম বললে?

তাই নাকি?

এসব ফালতু কথা বাদ দাও। চল, কোথাও বসে মদ্যপান করা যাক।

মন্দ নয়। কোথায় বসবেন?

আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। চল, এই বোট থেকে আমরা কেটে পড়ি।

মুখ টিপে হাসে মেয়েটি। বলে, আমার পেছনে অর্থ ঢালতে হবে আপনাকে।

নিশ্চয়ই ঢালবো। ব্যাগ খুলে দেখি দেড়শো ডলার আছে। পাঁচশো ডলার জিতেছি। মন্দ নয়। মেয়েটিকে চল্লিশ ডলার দিলাম। এটা অগ্রিম দিলাম পরে আরো দেব।

জেটিতে ফিরে আমরা গাড়িতে বসলাম।

হঠাৎ মেয়েটি বলে, আপনার ওপর কী আপনার স্ত্রী গোয়েন্দাগিরি করেন?

মাথা ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাই। বলি, কী সব ফালতু বকছো? কে বললে আমার স্ত্রী আছে।

মুখ টিপে হাসে মেয়েটি। বলে সাবা সন্ধ্যে একটা লোক আপনাকে অনুসরণ করছিল। দেখেননি লোকটাকে? মনে হয় আপনার স্ত্রী ডিভোর্স চায়।

জোর গলায় জিজ্ঞেস করি, কোন লোকটা?

লোকটা অপেক্ষা করছিল আমাদের চলে যাওয়াব জন্যে।

কিভাবে জানলে যে লোকটা আমাব ওপর নজর রাখছিল?

বোটে আসার পর থেকে আপনার ওপব থেকে লোকটা নজর সরায়নি। লোকটা অপেক্ষা করছে আপনাব চলে যাওযাব জন্যে, যাতে সে আপনাকে অনুসরণ করতে পারে। এক মাইল দূর থেকেও একজন গোয়েন্দার অস্তিত্ব আমি টের পাই।

মনে পড়ল শেষবারে দেখা হওয়ার সময় গোল্ডেব কথা। 'আপনাদের দু'জনের কথা আমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে। বস্তুত ; আপনাদের দু'জনকে ভুলবো না। আপনার জন্যে যদি ক্যারল অসুখী হয়, আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে। এ সম্পর্কে আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি, মিঃ থার্স্টন।'

হুঁ, খচ্চরটা আমার পেছনে ফেউ লাগিয়েছে। রাগে গা জ্বলে যায়। তবুও ঠাণ্ডা গলায় বলি, এখানে অপেক্ষা কর .. লোকটাকে একটু শায়েস্তা করা দরকাব।

হাততালি দিয়ে মেয়েটি বলে, দারুণ ব্যাপার! আমাব তরফ থেকে একটা ঘুঁষি ছুঁচোটাকে দেবেন।

এগিয়ে যাই আমি। আমাকে দেখেই লোকটি দু'পকেট থেকে হাত ওঠায়।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ওর মুখ দেখাব চেষ্টা কবি। অন্ধকারে চশমা মোটা নাকের ওপর বসানো।

আমি বলি, শুভ সন্ধ্যা। মিঃ গোল্ড কী আমার ওপর নজর বাখার জন্যে আপনাকে নিয়োগ করেছেন?

লোকটা থতমত খেয়ে কি যেন বলতে যায়, আমি ওকে থামিয়ে বলি, থাক আর বানিয়ে বলতে হবে না। মিঃ গোল্ড আপনার কথা আমাকে বলেছেন।

লোকটাকে রাগী দেখায়। ও বলে, যদি মিঃ গোল্ড আপনাকে বলেই থাকেন, আমাকে ফালতু জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, কেউ আমার ওপর নজর রাখুক পছন্দ করি না। ভালো হয় যদি আপনি চশমা দুটো খুলে নেন।

লোকটা ভয় পেয়ে যায়। এধার ওধার তাকায। এগিয়ে গিয়ে আমি খপ করে লোকটার চশমা খুলে দূরে ছুঁড়ে দিলাম।

প্রায় আর্তনাদের সঙ্গে লোকটা বলে, চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

লোকটার কলার ধরে বলি, খুব খারাপ ব্যাপার।

ওর মুখে ঘুষি মারি ; মানুষের মুখে ঘুষি মারতে আমি ওস্তাদ হয়ে উঠছি। লোকটা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে। কিন্তু ওকে সহজে রেহাই দেব না। ওর হাত ধরে ওকে দেয়ালে আঘাত করি। ওর মাথা ঠুকে দিলাম দেওয়ালে।

ওকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলি, এরপর নিশ্চয়ই আমার ওপর নজর রাখার জন্যে আপনি উদ্বিগ্ন

হবেন না। এরপর যদি আপনাকে দেখি, দেয়ালে ঠুকে আপনার মাথার ঘিলু বের করে দেব!

লোকটাকে জোরে ধাক্কা দিলাম। ও টাল সামলাতে না পেরে ছিট্‌কে পড়লো। তারপর কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধের মত রাস্তা দিয়ে ছোটে।

গাড়িতে ফিরে আসতে শুনলাম, মেয়েটি বলছে, উঃ কী ধোলাই দিলেন ছুঁচোটাকে! আপনি এক কথায় ভীষণ বন্য।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবি মেয়েটি ইভকে জানে। আশা করছি, ইভ সম্পর্কে এতদিন যা জানতে চাইছি — মেয়েটি আমাকে বলবে।

মেয়েটিকে বেশ কয়েকটি পানশালায় ঢুকিয়ে ভালো করে মদ খাওয়াই। হয়ত মদ্যপ হলে মেয়েটি ইভ সম্পর্কে মুখ খুলবে।

ওকে আমি লক্ষ্য করি। আস্তে আস্তে মেয়েটি মাতাল হয়ে উঠছে। ওকে আরো কিছুটা মদ্যপান করাতে পারলে মুখ খুলবে। বুঝতে পারবে না, কি বলছে। আরো হুইস্কির অর্ডার দিলাম। মদ্যপানের সময় চমৎকার একটা চিন্তা মাথায় এলো। ওকে থ্রি পয়েন্টে নিয়ে যাব। চমৎকার প্ল্যান। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। মেয়েটি ইভের কথা বলবে। সেই সঙ্গে ওর সাহচর্য আমি পাব। সাবা বাত একা থ্রি-পয়েন্টে কাটাবার কথা ভাবতে পারি না। কেন কাটাবো না? ক্যারল আর রাসেল হঠাৎ আমাকে ছেড়ে অন্যত্র বেড়াতে গেল? ওরা ভাবলো না, আমি একা থাকতে পারবো কিনা।

আমার মনেব কথা মেয়েটিকে বলতে, মেয়েটি বলে, মন্দ কি ... কিন্তু খরচা করতে হবে। অগ্রিম কিছু ছাড়ুন।

ওকে চল্লিশ ডলার দিলাম। তাবপর ওকে টেনে বের করলাম পানশালা থেকে। গাড়িতে খানিকক্ষণ বক্‌বক্ করার পর মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ে। ও জাগে না, যতক্ষণ না আমি গাড়ি থ্রি-পয়েন্টেব গ্যাবেজে নিয়ে এলাম।

হাই তুলে মেয়েটি আমার পেছন পেছন এলো কেবিনে যাওয়ার সরু পথ ধরে। আমার একটা হাত ও আকড়ে ধরেছে। একটু পরেই পাহাড় থেকে উড়ে আসা হাওয়া ওকে প্রকৃতিস্থ করে তোলে। মেয়েটি চারদিকটা দেখতে শুরু কবে।

আঃ! বিস্ময়ের সঙ্গে মেয়েটি বলে, চমৎকার, তাই না? নিজেব মনে বিড়বিড় করে মেয়েটি।

ঘরে এসে চারদিক দেখে বলে, এমন ঘর ... অনেক অর্থ খরচ হয়েছে. এমন সাজানোগোছানো ঘর আমি কখনও দেখিনি। দারুন!

মেয়েটিকে কিছুটা সময় দিলাম পরিবেশেব সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে। পরে কথা বলা যাবে।

মেয়েটি এগিয়ে এল এবং ধপ করে আমার পাশে সেটীতে বসলো। আমার গলা জড়িয়ে ও আমার কান কামড়ানোর চেষ্টা করে। ওকে সরিয়ে দিলাম।

মেয়েটি পিট্‌পিট্ করে তাকায়। — কী ব্যাপার? হঠাৎ ওর ওপর বিরক্ত হয়ে বলি, 'ব্যালকনিতে চলো।' আমি চাই ও ইভের কথা বলে কেটে পড়ুক।

মাথা হেলিয়ে মেয়েটি বলে, এখানেই বেশ আছি।

হুইস্কি নাও? ওর দিকে গ্লাস এগিয়ে দিলাম সেটীতে টানটান হয়ে শুয়ে মেয়েটি বলে জানেন, আপনার আগে কেউ আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেনি। বাজী রেখে বলতে পারি, আপনার বউ ক্ষেপে যাবে।

চুপ কর ... ছিনাল কোথাকার!

যদি আমি আপনার স্ত্রী হতাম, আর দেখতাম যে ঘরের মধ্যে বাইরেব মেয়েমানুষ এসেছে, আমি ক্ষেপে যেতাম। এভাবে বাড়িতে মেয়ে আনা জঘন্য কৌশল!

ঠিক আছে। হয়তো জঘন্য কৌশল হবে। মেয়েটির পা জড়িয়ে সেটীতে বসে বলি, আমি নিঃসঙ্গ। আমাকে একা ফেলে বউ চলে গেছে। ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই জঘন্য, তাইনা?

কয়েক মুহূর্ত ভেবে মেয়েটি বলে, ঠিক বলেছেন, স্বামীকে একা ফেলে কোন স্ত্রীর অন্য জায়গায় যাওয়া উচিত নয়।

মুখ টিপে হাসলো মেয়েটি।

আলগোছে আমি বলি, বাজী রেখে বলতে পারি, ইভ মার্লো কখনও স্বামীকে ফেলে কোথাও যায় না।

মুখ টিপে হাসে মেয়েটি — ইভ মার্লো স্বামীকে ফেলে যায় না .... দূর। আপনি কিচ্ছু জানেন না।

কী বলছো? আজ রাতেও স্বামীর সঙ্গে ছিল ইভ।

কি? বাজে কথা বলবেন না ! লোকটা ইভের স্বামী নয়।

নিশ্চয়ই ওর স্বামী।

আপনিই ঘোড়ার ডিম জানেন।

তর্ক করো না। ইভকে আমি তোমার চেয়ে ভালো জানি। আমি বলছি, ঐ লোকটাই ওর স্বামী!

মেয়েটি বলে, শুনুন, ইভকে আমি অনেক বছর যাবৎ জানি। ওর স্বামীর নাম চার্লি গিবস্। সাত বছর আগে স্বামীকে ত্যাগ করেছে ইভ। লোকটার একমাত্র অপরাধ, ওর যথেষ্ট অর্থ ছিল না।

হুঁ, কিছু জানতে পারছি। ওকে বলি, ইভের সম্পর্কে কিছু বলো।

বলার কিছু নেই। ইভ একটা বেশ্যা মাগী। বেশ্যার সম্পর্কে আপনি কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ, ইভের সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাই।

আপনাকে বলতে যাচ্ছি না।

তুমি বলবে। কেননা তোমাকে আমি একশো ডলার দেবো। বলবে না?

একশো ডলারের একটা নোট মেয়েটির নাকের ডগায় রেখে বলি, আগে বলো, প্রতিজ্ঞা করছি, বললেই তুমি পাবে এটা।

মেয়েটি মাথা কাত করে নোটের দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে। ইভ সম্পর্কে আপনি কী জানতে চান?

সব কিছু।

।। উনিশ ।।

মেয়েটির কাছ থেকে শোনা ইভের গল্প আপনাদের কাছে বলার কোন অর্থ হয় না। প্রথমে সে গল্পটাকে মনোরম করার জন্যে ঘটনার সঙ্গে কল্পনার অবাধ মিশেল দিয়েছে। আসল তথ্য জানার জন্যে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছি। আমার ইতিপূর্বের জানা আর মেয়েটির গল্প থেকে সংগ্রহ করেছি ইভ সম্পর্কে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য।

মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। একশো ডলারের নোট ওর মোজার মধ্যে গোঁজা। মেয়েটির বলা গল্প ভাবতে থাকি। আমি জানি, ইভের অস্বাভাবিক ব্যবহারের মূলে ওর হীনমন্যতা-বোধ। কিন্তু জানতাম না, কেন ও হীনমন্যতায় ভোগে? যখন জানতে পারলাম যে ইভ অবৈধ সন্তান এবং এ সম্পর্কে সে বাল্যকাল থেকেই সচেতন — ফলে এখন বুঝতে পারি অনেক কিছু, যা আগে আমার কাছে ধাঁধা মনে হত।

জারজত্বের কলঙ্ক শিশু মনের ওপর প্রচণ্ড ক্ষতিকর হয়। যদি বাবা-মা এমন আচরণ প্রকাশ করে যে শিশুটি অবাঞ্ছিত।

ইভ সম্পর্কে ওর বাবা-মার কোন ধৈর্য ছিল না। ইভকে ঘৃণা করতো ওর বিমাতা। ইভ যেন ওর বাবার ব্যাভিচারের নিদর্শন। ইভকে ওর বিমাতা চাবুক মেরেছে। ইভকে ঘরে রেখেছে তালা বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা, যখন সে রীতিমত বড় হয়ে উঠেছে।

বারো বছর বয়েসে ইভকে পাঠানো হয় কনভেন্ট স্কুলে। ওখানে সিনিয়র মাদার ইভের বিদ্রোহী আত্মাকে শায়েস্তা করার জন্যে ওর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করেন। সিনিয়র মাদার কেবলমাত্র ধর্মকামী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বাজে ধরণের মনস্তত্ত্ববিদ। ফলে ইভের মানসিকতা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ষোল বছর বয়সে কনভেন্ট স্কুল থেকে পালিয়ে যায় ইভ। নিউইয়র্কে একটি রেস্তোরাঁয় সে

পরিচারিকার কাজ নেয়। এরপর চার বছর ওর জীবনের কোন কিছু জানা যায় নি। পরে ওকে দেখা যায় অভ্যর্থনাকারিণী হিসেবে ব্রুকলিন শহরের একটা হোটেলে। চার বছর ওর অনেক কষ্ট গেছে। কঠিন পরিশ্রমে ইভ অসুস্থ! এসময়ে ওর জীবনে চার্লি গীবস্ এলো। গীবস্ বিয়ে করলো ইভকে।

গীবস একজন ট্রাক ড্রাইভার। ইভের মেজাজ এবং কঠিন আত্মা গীবস্‌কে পিষে দেয়। ঘন ঘন ঝগড়া, চরম অশান্তি চলে উভয়ের মধ্যে। এই ভয়াবহ দিনগুলি বিভীষিকার মত তাড়া করেছে গীবসকে বহু বছর পরেও। ইভ স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসে ব্রুকলিন হোটেলে।

কিছুদিনের মধ্যেই ইভ একজন ধনী ব্যক্তির রক্ষিতা হয়! ভদ্রলোক ইভের থাকার জন্যে ছোট্ট একটা বাড়ি ঠিক করেন। ইভকে চিনতে তাঁর বেশিদিন লাগে না। ভদ্রলোক ইভকে কিছু অর্থ দিয়ে সরে পড়েন।

ইভের কোনরকম নৈতিকতা বোধ না থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবে ও খারাপ রাস্তায় যায়। বেশ্যাবৃত্তি হয়ে ওঠে ওর কাছে হীনমন্যতা-বোধ প্রতিষেধকের মত। এখন ইভের ব্যবসা জাঁকালো। লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভে আলাদা বাড়ি, আয়া আর টেলিফোন।

ইভ বসবাস করছে দুটো জগতে। একটা ওর নিকৃষ্ট পেশা অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি, অন্যটা তার গোপন ইচ্ছা, সম্মানিত জীবনযাপন।

জ্যাক হার্স্ট, যাকে ইভ নিজের স্বামী হিসেবে দাবী কবে— মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার নয়, হার্স্ট পেশাগত জুয়াড়ী। একটা পার্টিতে উভয়ের আলাপ হয়। ফলে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। হার্স্ট বিবাহিত। স্বামীর ধর্ষকামী ব্যবহারে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে যায়।

যত বেশি হার্স্টের আচরণ নির্দয় হোত তত বেশি ওকে শ্রদ্ধা করতো ইভ। হার্স্টের কোনো আচরণই খারাপ লাগতো না ইভের কাছে। হার্স্ট ছাড়া আর কাউকে ইভ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। ইভের মনে কোন রকম অনুভূতি নেই। কেবলমাত্র বিকৃত ভাবাবেগ ছাড়া। ইভের ভালবাসার মত হৃদয় মরে গিয়েছিল। বিশ্বাস করি না, হার্স্টকে ভালবাসে ইভ।

সামনে অথবা পেছনে তাকানোর কোন ব্যাপার ছিল না ইভের। ফলে সে ওর চারদিকে গড়ে তুলেছিল বিভ্রান্তিকর জগৎ। ও বিশ্বাস করতে ভালবাসত যে ও বিয়ে করেছে একজন পেশাদার লোককে। ও বিশ্বাস করতে পছন্দ করতো যে ও দুটো বাড়িতে থাকে না, বরং লস এঞ্জেলসে্ ওর একটা বাড়ি আছে। এইসব বিশ্বাস যদিও কোন দিন বাস্তবে রূপ নেয়নি। এই সব ওর হীনমন্যতা-বোধের ওপর প্রলেপ লাগাতো।

ইভ যেভাবে মিথ্যার জাল বুনেছে আমার কাছে — এমন কি এখনও আমি অবাক হয়ে ভাবি, লাল চুলওয়ালা মেয়েটি আমাকে সত্য কথা বলেছে কিনা! জোরালো ভাবে ইভ বলেছে যে লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভের বাসস্থানের অস্তিত্বই জানে না হার্স্ট। ও জানে না কিভাবে ইভ অর্থ রোজগার করছে।

ওকে এখন ফাঁদে ফেলা খুব সহজ। লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভে ফোন করে জেনে নিলেই হয়, ইভ এখনও ওখানে আছে কিনা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত বারোটা পনেরো। বসবার ঘরে লাল চুলওয়ালা মেয়েটির অস্তিত্ব আমি ভুলে যাই। ইভকে ফোন করি। শুনতে পাই ইভের কণ্ঠস্বর, হ্যালো।

ব্যাপারটা তাহলে সত্যি। ওর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ওর আসল ব্যাপার যে আমার জানা, এটা বলার জন্যে ছট্‌ফট্ করে উঠি।

জিজ্ঞেস করি, তোমাকে কী ঘুম থেকে জাগালাম নাকি?

আঃ ক্লাইভ! আপনি কী পাঁচ মিনিটের জন্যেও আমাকে একা থাকতে দেবেন না!

তোমার স্বামী কী আছে?

হুঁ ... ও ঠিক আছে।

আমি বলি, তোমার এ জায়গার কথা ওর জানা ভাবি নি।

কিছুক্ষণ ইভ কিছু বলে না। আমার হাসি পায়। বেশি বক্‌বক করা ওর ঠিক হয়নি, নিশ্চয়ই

ইভ এখন বুঝতে পেরেছে।

অবশেষে ইভ বলে, মাতাল হওয়ার জন্যে কিছু না ভেবে ওকে এখানে এনেছি। ও ভীষণ রেগে গেছে ... মনে হয়, আমাদের সম্পর্কের বারোটা বেজে গেছে!

প্রায় হেসে ফেলেছিলাম। বলি, ইভ, তুমি নিশ্চয়ই সত্য কথা বলছো না। তুমি তাহলে কী করবে?

জানি না। ইভের কণ্ঠস্বরে শঙ্কা প্রকাশ পায়। কিন্তু ওর ভান ধরতে পারি। প্লীজ ফোন ছেড়ে দিন। ভীষণ মাথা ধরেছে, আজ সবকিছু ভুল হয়ে গেছে।

তোমার স্বামী কী অনেকক্ষণ থাকবে?

না না! এরপর ... ও কালকেই চলে যাবে।

আমি বলি, তাহলে ও সব কিছু এখন জানতে পেরেছে?

এখন কথা বলতে পারছি না। ইভের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে। আমি এখন যাব ... ও আমাকে ডাকছে। ফোন ছেড়ে দেয় ইভ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লাল চুলওয়ালা মেয়েটি বলে, আপনাকে আমি চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ওকে এখনই বাইরে ছেড়ে আসতে হবে। চেয়ার ছেড়ে বলি, চল তোমাকে গাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। এসো ... চল, যাওয়া যাক।

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলে, আপনি কী পাগল? আমি শুতে যাচ্ছি। দূর! অতটা পথ এখন ফিরে যেতে ভালো লাগবে না। বড্ড ক্লান্ত আমি। রাত কাটাবার কথা আপনি বলেছেন। সুতরাং আমি থাকছি।

আমি কঠিন গলায় বলি, উঁহুঁ .. তুমি থাকতে পারবে না। তোমাকে এখানে আনাই উচিত হয়নি। চল, যাওয়া যাক।

মেয়েটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কাঁধ নেড়ে বলে, ঠিক আছে। আমার উদ্দেশ্যে ও খারাপ কথা বলে। আমাকে হুইস্কি দাও ... খেয়ে চলে যাব।

ব্যালকনিতে যাই স্কচের বোতল আনতে। ঘরে ফিরে দেখি মেয়েটি নেই। টের পাই মেয়েটা শোবার ঘরে, টের পাই আমার মাথায় রক্ত জমছে। শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা মারি। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

চিৎকার করে বলি, বেরিয়ে এসো। শুনতে পাচ্ছ?

মেয়েটি জবাব দেয়, চলে যান .. আমি ঘুমোতে চাই।

হিংস্র গলায় বলি, যদি তুমি বেরিয়ে না আসো, তোমাকে খুন করবো।

চিৎকার করে মেয়েটি জবাব দেয়, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। আপনার মত একজন জঘন্য মাতালের কথা মত বাইরে আসবো না!

একটা মতলব মাথায় এলো। দরজায় কান রেখে বলি, যদি তুমি বাড়ি যাও, তোমাকে পাঁচশো ডলার দেব।

সত্যি? শুনতে পাই বিছানা ছেড়ে উঠছে মেয়েটি। দরজার নীচ দিয়ে ঠেলে দিন। তবেই আপনাকে বিশ্বাস করবো।

এই নাও, বলে আমি কার্পেটের ওপর দিয়ে নোট ভেতরে ঢোকাতে শুরু করি।

মেয়েটির যেন তর সয় না। সে দরজা খুলে দেয়। ওর পরনে ক্যারলের পাজামা আর কোট। তখন কোন কিছু ভেবে আমি মুখ ফেরাই।

লবিতে দাঁড়িয়ে ক্যারল আমাদের লক্ষ্য করছে। ওর দু'চোখে আহত বিস্ময়! ও কাঁপতে কাঁপতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। লাল চুলওয়ালা মেয়েটি আমার আর ক্যারলের দিকে তাকায়।

মেয়েটি ক্যারলের উদ্দেশ্যে রুক্ষ গলায় বলে, আপনি কী চান? আমি আর আমার বয়ফ্রেন্ড এখন ব্যস্ত। কোট দিয়ে উদ্ধত বুক ঢাকতে ঢাকতে দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্যারলের মুখের চেহারা আমি কখনও ভুলবো না। ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাই। কিন্তু ক্যারল চট্ করে সরু প্যাসেজ ধরে ছুটে যায়। সামনের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়।

ওকে ধরবার জন্যে আমি ছুটি। দরজা খুলি। ক্যারলের গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

অন্ধের মত আমি চাঁদের আলোয় গাড়ির পেছনে ছুটতে থাকি। চিৎকার করে বলি। ফিরে এস ক্যারল! ফিরে এসো ... আমাকে ছেড়ে চলে যেও না!

অনেক দূর পর্যন্ত আমি ছুটে যাই। সানবারানার জিনার দিকে রাস্তাটা চলে গেছে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি হাঁফাতে থাকি। এই রাস্তা একমাইল পর্যন্ত সোজা চলে গেছে। তারপর পাহাড়ের খাড়া পথ।

খুব দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে ক্যারল। রাস্তাটা কি ধরনের আমি জানি। হঠাৎ আমি ছুটতে শুরু করি। চিৎকার করি, ক্যারল, খুব জোরে চালাচ্ছো গাড়ি। ক্যারল ডার্লিং ... খুব জোরে চালাচ্ছো ... বাঁক নিতে পারবে না। আস্তে চালাও ... ক্যারল গাড়ি ঘোরাতে পারবে না!

অনেক দূর থেকেও শুনি টায়ারের আর্তনাদ। মোড় ঘোরার সময় ক্যারলের গাড়ির হেডলাইট বাঁ দিকে ঘোরে। শুনতে পাই পাথর ছিটকে পড়ার শব্দ। টায়ার পিছলে যাচ্ছে।

ছোটা বন্ধ করি। আমার হাঁটু দুমড়ে যায়। টায়ারের আর্তনাদ শুনি। তারপর হঠাৎ গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে সোজা ছুটে যায় গোঁজের বেড়া ভেদ করে। মড়মড় শব্দ শুনি। লক্ষ্য করি, কয়েক সেকেন্ডেব জন্যে গাড়ি মধ্য গগনে ঝুলে থাকে। তারপর গড়িয়ে পড়ে অন্ধকার উপত্যকার মধ্যে।

।। কুড়ি ।।

হ্যাঁ, ইভের জন্যেই প্রথম থেকেই এসব ঘটেছে। ও না থাকলে কোন কিছুই ঘটতো না।

লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভে হেঁটে যাই আমি। ইভের বাড়ির সামনে দাঁড়াই। কোন আলো দেখা যায় না। মধ্যরাত, হয়ত ইভ ঘুমিয়ে। আমাকে দেখতে হবে, ইভ কোথায় আছে।

রাস্তার এদিক ওদিক তাকাই। জন কোলসনকে দেখা যায়। উনি রাস্তার ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে। উনি আমাকে লক্ষ্য করছেন।

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকি। দরজার কাছে যাই। দরজা খুলে প্যাসেজে দাঁড়াই। কান খাড়া করি, কোনরকম শব্দ শুনতে পাই না।

আমি নিশ্চিত যে বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু তবুও আমি সতর্ক। সতর্ক পায়ে অগ্রসর হই ইভের শোবার ঘরের দিকে দরজা খোলা।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাই। ইভের বিছানায় একটা বড় ফটো। হাতে তুলে নিলাম ফটোটা। ছুড়ে ফটোটা ভেঙে ফেলতে চাই। ঠিক সময়ে নিজেকে সংযত করে যথাস্থানে ফটো রেখে দিই। মনে মনে ভাবি। ইভের মৃত্যুতে হার্স্ট কোনরকম পরোয়া করবে কিনা।

হাত ঘড়িতে দেখি রাত বারোটা বেজে কুড়ি। যে কোন মুহূর্তে ইভ ফিরতে পারে। ইভের পোশাক দেখে মনে পড়ে প্রথমদিন ইভকে দেখার কথা। তারপর কত কিছু ঘটে গেল!

মনেই হয় না, পাঁচ রাত আগে ক্যারল মারা গেছে! দু'ঘণ্টা লেগেছিল পাহাড়ের ধারে পৌঁছতে। ভাঙা গাড়ি দেখে বুঝেছিলাম, ক্যারল বেঁচে নেই। মৃত্যু ঘটেছিল দ্রুত।। ক্যারলের সুন্দর শরীরটা তালগোল পাকিয়ে গাড়ীর পাশে পড়েছিল। ওর মাথা কোলে নিয়ে বসেছিলাম। তারপর ওরা এসে আমাকে সরিয়ে নিয়েছিল।

এরপর কোন ব্যাপারে আমার সায় নেই। এমন কি গোল্ডের ব্যাপারেও আমি নিস্পৃহ থেকেছি। গোল্ড তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছেন। আমার কোন দুঃখ হয়নি। যে ভাবেই হোক গোল্ড জানতে পারেন কোলসনের ব্যাপারটা। ফলে আমার বিরুদ্ধে রাইটার্স ক্লাবে অভিযোগ করেন গোল্ড। রাইটার্স ক্লাব জানায়, আমি যদি সমস্ত রয়ালিটি ফেরত দিই — আমার বিরুদ্ধে মামলা আনবে না! ওরা কাগজ পাঠায়। আমি সই করি। পঁচাত্তর হাজার ডলার আমাকে দিতে হবে। আমার ব্যাঙ্কে জমানো অর্থ ছিল না। সুতরাং ওরা আমার গাড়ি, বই ফার্নিচার, পোশাক — সব কিছু ছিনিয়ে নেয়।

ক্যারলকে যদি মৃত্যুর আগে বলতে পারতাম, যে লাল চুলওয়ালা মেয়েটির অস্তিত্ব আমার কাছে কিছুই নয়!

আলো নিভিয়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বাথরুমের পাশের ঘরে ঢুকি। ঘরটা

অগোছালো। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাই। রাস্তায় গাড়ি থামার শব্দ শুনি। ট্যাক্সি থেকে ইভ নামছে।

রেলিংয়ে ঝুঁকে দেখি ইভ শোবাব ঘরে ঢুকবে। আমার সর্বাঙ্গে ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়িটার নিস্তব্ধতা এমন গভীর যে ওর কোট খোলার শব্দ শুনি। তারপর ইভ শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে যায়। সকাল বেলার জন্যে কফি তৈরী করবে। রেলিংয়ে ঝুঁকে লক্ষ্য করি একটা বিড়ালকে কোলে তুলে ইভ শোবার ঘরে যায়।

তারপর বিছানার মড় মড শব্দ শুনি। বুঝতে পারি ইভ শোওয়ার আয়োজন করছে। আলো নিভে যায়। আমি পা বাড়াই। ইভ ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত আমি বসে থাকি সিঁড়িতে।

অস্পষ্টভাবে কানে এলো ইভের নাক ডাকার শব্দ। শীতল ক্রোধ ফির এলো। দাঁড়িয়ে দু'হাতের আঙুল মুঠো করি। এখন ইভের সব যন্ত্রণা দূর কবতে পারবো। এই মুহূর্তের জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম।

ঘরে ঢুকে যাই এবং নিঃশব্দে বিছানাব দিকে এগোই। বিছানায় সন্তর্পণে বসি। অন্ধকারে আমার হাত এগিয়ে যায়। ওর চুল স্পর্শ কবি। এখন হাতের মুঠোয় ইভ। গভীর শ্বাস ফেলে দাঁতে দাঁত ঘষে আলো জ্বালি।

পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। ওকে বেশ যুবতী আর সুন্দরী মনে হচ্ছে। আমাব হাত অসাড় হয়ে ওঠে। টের পাই আমার ক্রোধ দূরে সরে যাচ্ছে।

হঠাৎ ইভ দু'চোখ খোলে। ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকায়। ওর দু'চোখে তীব্র ঘৃণা। আমরা পরস্পবের দিকে প্রায় এক মিনিট তাকিয়ে থাকি।

ওর হাত ধরতে যাই। বলি, ঠিক আছে ঘাবডাবার কিছু নেই ..।

ইভ বিছানা থেকে দ্রুত নেমে ড্রেসিংগাউন হাতে দবজার দিকে এগিয়ে যায়। বলে আপনি কী চান?

তোমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হল তোমার সঙ্গে দেখা কবি। এসো ইভ .. বসে পড। কোন ভয় নেই।

ইভ বলে, আপনি ভেতরে এলেন কীভাবে?

একটা জানলা খোলা বেখেছিলে তুমি, ঠাট্টার গলায় বলি। ফলে তোমাকে চমকে দেবার লোভ দমন করতে পারিনি।

ইভের দু'চোখ জ্বলে ওঠে। বলে, অর্থাৎ আপনি জোর করে ঢুকেছেন! চিৎকার করে ওঠে, বেবিয়ে যান।

কাতর ভঙ্গিতে বলি, প্লীজ, ইভ .. আমার ওপর রাগ কোর না। এভাবে আমি চলে যেতে পারি না। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে আসবে। তোমার জন্যে আমি সব কিছু করবো!

ইভ এগিয়ে এলো। তারপর আমাকে কুৎসিত গালাগালির সঙ্গে বলে, নির্বোধ কোথাকার।

প্রচণ্ড ক্রোধে আমি জ্বলে উঠি। বলি, আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি। আমি তোমাকে শেষ করবো। আর কোনদিন তুমি কোনো পুরুষকে কষ্ট দিতে পারবে না!

আমার দিকে থুথু ছিটোয় ইভ। আমি ওর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। ওর কাছাকাছি হতেই ইভ তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আমার মুখে আঘাত করে। নাক আর গালে নখরাঘাতের যন্ত্রণায় আমি রাগে অন্ধ হয়ে উঠি। ওকে আঘাত করি। ও দ্রুত সরে যায়। দেয়ালে আমার ঘুষি ছিটকে পড়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি। ইভের দিকে এগিয়ে যাই। ওর চোখমুখে ভয়ের চিহ্ন নেই।

ইভ হাত ওঠায়। ওর হাতে চাবুক। আমার মুখে চাবুক চালায়। আমি দু'হাত উঁচু করি। চাবুক কেড়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করি। চাবুকের ক্রমাগত আঘাতে আমি প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ি। আমার কান বেয়ে রক্ত পড়ে। টের পাই কে যেন আমাকে টেনে তুলে ধরে।

যন্ত্রণায় আমি প্রায় কেঁদে উঠি। হার্ভে ব্যারো আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

ইভ কঠিন গলায় বলে, ওকে বাইরে ফেলে দাও।

আমার কলার চেপে ধরে ব্যারো দেঁতো হাসির সঙ্গে বলে, কী মশাই, চিনতে পারছেন? আপনার কথা মনে আছে। আসুন একটু হাঁটা যাক। আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে প্যাসেজে নিয়ে

যায় ব্যারো। সামনের দরজার কাছে পৌঁছে আমি মুখ ফিরিয়ে ইভকে দেখি। ওর মুখে বিজয়িনীর হাসি। ব্যারো এক ধাক্কায় আমাকে রাস্তায় নিয়ে এলো। ওই শেষবার আমি ইভকে দেখি।

হলদে দাঁত বের করে ব্যারো বলে, আর কখনও এখানে আসবেন না। ইভের ছায়া মাড়াবেন না। আমার মুখে ঘুষি মারে ব্যারো।

রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি আমি। আমার ওপর ঝুঁকে ব্যারো বলে, এটা আপনার পাওনা ছিল। আমার কাছে আপনার আরও কিছু পাওনা আছে।

একশো আর দশ ডলারের দুটো নোট আমার পাশে রাখে ব্যারো।

নোটের দিকে হাত বাড়াতেই শুনি জন কোলসনের হাসি।

।। একুশ ।।

কাহিনীর শেষ নেই—

পুকুরে একটা পাথর ফেলে দিন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পাথরটি জলের তলায় ডুবে যাবে। কিন্তু তাতে ব্যাপারটা ফুরিয়ে যায় না। জলে আলোড়ন জাগে। ঢেউ ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে। পুকুরের নিস্তরঙ্গভাব ফিরে আসতে সময় লাগে অনেক।

নোংরা ঘরে আমি টাইপ মেশিনের সামনে বসে। দিনের কাজ শুরু করার জন্যে রাসেল ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষারত। আমাদের একটি বোট আছে। গত এক বছর আমরা শত শত টুরিস্টদের নিয়ে গেছি সমুদ্র তীরবর্তী ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে। বোট চালাই আমি। রাসেল টুরিস্টদের গল্প শোনায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওই সব টুরিস্টদের ভেড়া সদৃশ মুখের দিকে তাকাই না। ওদের বক্‌বকামি আমার আরও অপছন্দ।

আমাদের রোজগার বেশি হয় না। কিন্তু চলে যায়। এই শহরে কেউ আমার নাম শোনেনি। টুরিস্টদের কাছে আমার নামের আলাদা কোন তাৎপর্য নেই। কিন্তু এই বই যদি কখনও ছাপা হয়, ছাপার অক্ষরে আমার নাম আবার দেখতে পাবো। অদ্ভুত ব্যাপার হল, কেউকেটা না হওয়ার জন্যে আমি কিছু ভাবি না। প্রথম দিকে খারাপ লাগলেও কিছুদিন যাওয়ার পর বুঝতে পারি, নতুন কোন নাটক অথবা উপন্যাস লেখার জন্যে আমাকে আর চিন্তিত হতে হবে না। আর কোন হ্যাপা সহ্য করতে হবে না। সাধারণ একজন হয়ে আমি এখন সুখী।

রাসেলের কাছে আমি সবকিছুর জন্যে ঋণী। রাসেলই আমাকে আহত অবস্থায় ইভের বাড়ির বাইরে দেখতে পেয়েছে। আমার মাথার ঠিক ছিল না। ঐ সঙ্কটজনক মুহূর্তে রাসেল আমাকে উদ্ধার না করলে, আমি হয়তো আত্মহত্যাই করে বসতাম! রাসেলই নিজের পকেট থেকে অর্থ দিয়ে বোট কিনেছে। এই বোট কেনা ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু রাসেলের কাছে তা মনে হয়নি। সে বলে, বাইরের মুক্ত আবহাওয়া আমাকে নাকি চাঙ্গা করে তুলবে। তাছাড়া, টুরিস্টদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো রাসেলের খুব পছন্দ।

ঐ সময়ে নিজের কী হবে ভাবতাম না। নতুন ভূমিকায় নামার আগে আমাদের সামনে ছিল একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার, অর্থাৎ বোটের নামকরণ নিয়ে। আমি নাম দিতে চেয়েছি ইভ। রাসেল আমার কথা শোনেনি। ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি! পরের দিন সকালে বোটের নাম দেখে চমকে উঠেছি। লাল অক্ষরে ক্যারলের নাম জ্বলজ্বল করছে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর আমি জেটির নির্জন জায়গায় গিয়ে বসেছি। এরপর থেকে আমাদের মধ্যে আর কোন রকম বিরোধ হয়নি।

এভাবে আর কতদিন চলবে। জানি না। এই বইটা সফল হবে কিনা। হলে আমি হলিউডে ফিরে যেতে পারি। ক্যারল ছাড়া হলিউডের আবহাওয়া আমার কাছে অস্বস্তিকর লাগবে। আবার আমি লড়াই করতে পারবো কিনা জানি না। ক্যারলের মৃত্যু আমাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়েছে। এখন বুঝতে পারি, ওর মূল্য কতখানি ছিল আমার কাছে।

দু'বছরের ওপর হল ইভকে দেখেছি। এখনও ওর কথা মনে হয়। কিছুদিন আগে হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল ওর সম্পর্কে খোঁজ করতে। সম্পর্কের নতুন বোঝাপড়া নয়। নিতান্ত কৌতূহলে জানতে চেয়েছি, ইভ কিভাবে বেঁচে আছে।

লরেল ক্যানিঅন ড্রাইভের ছোট্ট বাড়িটায় কেউ ছিল না। পাশের বাড়ির কেউ বলতে পারেনি, ইভ কোথায় চলে গিয়েছে।

এখন ইভকে খুঁজে বের করার কোনো রাস্তা নেই। দুঃখজনক ব্যাপার। ইচ্ছে ছিল ইভের অজ্ঞাতসারে ওর খোঁজ রাখবো। ওর পরিণতি কি রকম হবে, জানি না, ইভ কী বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দেবে? ও কী ফিরে যাবে চার্লি গীবসের কাছে? অথবা ওর অবস্থা কী শেষপর্যন্ত রাস্তার বেশ্যাদের মত হয়ে উঠবে।

সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে ভলটেয়ারের বই 'ক্যান্ডি'। এই বইয়ের কোন কোন অংশের সঙ্গে ইভের ভবিষ্যত মিলে যায়। শুধু ইভ নয় — ওর মত যাঁরা বেশ্যাবৃত্তিকে আঁকড়ে জীবনযাপন করছে তাদের সবার।

'ওই ঘৃণ্য পেশাকে আমি আঁকড়ে থেকেছি। পুরুষেরা মনে করে এই পেশা খুব আনন্দদায়ক। আমাদের মত অসুখীদের কাছে এই পেশার মত যন্ত্রণাদায়ক আর কিছু নেই। হ্যাঁ, মহাশয়, আপনি কী জানেন, সবরকম পুরুষদের সঙ্গে শোয়া কেমন ব্যাপার? চোর, গুন্ডা, সাধু, ব্যবসায়ী — সবার সঙ্গে শোয়া? ওদের নানা খেয়াল আর কটূক্তি হজম করা? ...'

ইভের ভাগ্য অথবা পরিণতি নির্ভর করছে ওর নিজের হাতে। ইভ নরম ধরনের স্ত্রীলোক নয়। আমারই মত ইভ একদিন ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবে।

মাঝে মাঝে ভাবি, কেন ইভের বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি! ওর ভালবাসা না পেলেও অন্তত যদি ওর বিশ্বাস লাভ করতে পারতাম। ইভ সাধারণ স্ত্রীলোক ছিল না। আমার আরও ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। খুব তাড়াতাড়ি আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দু'বছর আগে ইভের সঙ্গে আমার মেলামেশার দিনগুলিতে ও আমাকে যথেষ্ট দুঃখ আর যন্ত্রণা দিলেও — অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আমি ভুলতে পারবো না। বিশ্বাস করি, আমার মত ইভ ওই কয়েকটা দিনের আনন্দ জীবনে ভুলতে পারবে না। কিন্তু ভুল করেছি মেলামেশাকে দীর্ঘ করতে গিয়ে। ওই আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার পর আমার উচিত ছিল ইভের সঙ্গে আর দেখা না করা।

কিন্তু আক্ষেপের কী প্রয়োজন? অতীত থেকে লাভ করেছি অভিজ্ঞতা। ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন আমার গল্প থামানো উচিত। আমার জানালার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে রাসেল। ওর হাতের ঘড়িতে সূর্যের আলো ঝকমক করছে। বোটে গিজ গিজ করছে টুরিস্টদের ভিড়। আমার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা।

এ লোটাস ফর মিস ন্‌হান

।। এক ।।

জানুয়ারী মাসের একটা রবিবার দুপুরে বেজায় গরম পড়েছিল, এমন সময় ও দৈবাৎ হীরেগুলোকে পেল।

ব্যাপারটা হল এই — দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ও ওপরতলার ঘরে সামান্য দিবা-নিদ্রার চেষ্টায় গিয়েছিল। সাধারণতঃ হাজার শব্দের মধ্যেও দুপুরের ঘুমটি হতো, কিন্তু আজ ঘুমোনো অসম্ভব মনে হলো। হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে, সেটি ধরিয়ে বিমর্ষ চিন্তার কবলে ও নিজেকে সঁপে দিল।

সাইগনে যখন প্রথম এসেছিল, এখানকার সামাজিক জীবনের চক্রটিকে বেশ মজার লাগত, এখন বিরক্তি ধরে যায়।

ও একটা জাহাজ কোম্পানীতে কাজ করত। মাইনে ভালো পেত।

এখন খাটে শুয়ে শুয়ে ও চিন্তা করছিল যে আর তিন দিন বাদে স্ত্রীকে আরেকটা চেক পাঠাতে হবে। এদিকে ব্যাঙ্কে মাত্র ৮০০০ পিয়াস্তর সম্বল। মাস শেষ হতে এখনো অনেকদিন বাকি। ছবিটা কেনা উচিত হয় নি। এটা শুধু একটা অ-দরকারি বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। ছবিটা তেলরঙে আঁকা একটি ভিয়েতনামী মেয়ের ছবি। মেয়েটিকে দেখে ন্‌হানের কথা মনে পড়ে।

ঠিক সেই সময় মনে পড়ল ছবিটার মোড়কই খোলা হয় নি, দেয়ালেও তো টানানো দরকার। নিচের ঘরের দেওয়ালে ছবিটা ঝোলালে কেমন লাগবে তা দেখতে বড় ইচ্ছে হল। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে বসবার ঘরে গেল। ঘরের বেয়ারা হাউম ধীরে-সুস্থে খাবার ঘরের টেবিলে পালিশ করছিল। জ্যাফ ঘরে ঢুকতেই সে চমকে গিয়ে মুখ তুলে চাইল। জ্যাফ তাকে বলল, হাতুড়ি, পেরেক আর সিঁড়ি নিয়ে আসতে। একটা ছবি কিনেছি দেয়ালে ঝোলাব।

হাউম সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো নিয়ে এল। তারপর কৌতূহলী হয়ে ছবি দেখবার জন্য হাউম জ্যাফের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

হাউম ছবির দিকে তাকাতেই জ্যাফ হাউমের দিকে তাকাল। জ্যাফ জানত ওর যে একজন ভিয়েৎনামী প্রণয়িনী আছে, এ ব্যাপার হাউমের পছন্দ নয়। আসলে যে কোন লোকের ওর সম্বন্ধে কি ধারণা, তাতে ও গুরুত্ব দিত। কিন্তু সাইগন শহরটা এমন যে কোনো কিছু গোপন রাখা অসম্ভব, বিশেষ করে কোনো নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষের সম্পর্কটা।

চোলনের প্যারাডাইস ক্লাবে জ্যাফের সঙ্গে একজন ভিয়েৎনামী ট্যাক্সি-ডান্সারের অর্থাৎ টাকা দিলে যারা ক্লাবের সকলের সঙ্গে নাচে, এমন একজন মেয়ের আলাপ হয়েছে। জ্যাফ তার প্রেমে পড়েছে। এবং সেই মেয়ে নিত্য ওর বাড়িতে গোপনে যাওয়া-আসা করা সত্ত্বেও খবরটি এমন তাড়াতাড়ি সাইগনের ইয়োরোপীয় সমাজে রটে গেল যে জ্যাফ যেমন বিরক্ত, তেমনি বিস্মিত।

চাকরবাকররা নিজেও ভিয়েৎনামী বলে জ্যাফের ইয়োরোপীয় বন্ধুদের চাইতে ওরা আরো বেশি অনুদার আর খুঁতখুঁতে ছিল। হাবভাবে মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে ওরা নীরবে ওকে বুঝিয়ে দিত যে প্রণয়িনী রূপে একজন ভিয়েৎনামী মেয়ে পছন্দ করে নেওয়াতে ওদের চোখে ও মান খুইয়েছে, অথচ হাতের কাছে এত বিবাহিত এবং অবিবাহিত ইয়োরোপীয় মহিলা ছিল, যাদের একবার ডাকলেই পাওয়া যেত।

জ্যাফ যখন প্রথম সাইগনে এসেছিল, স্ত্রী সঙ্গের জন্য ওর প্রবল বাসনা হতো। প্রথম দু-তিন মাস ওখানকার ইয়োরোপীয় মহলের সর্বজন স্বীকৃত প্রথা মতো ও নানান বিবাহিত ইয়োরোপীয়

মহিলার সঙ্গে সহবাস করেছিল।

চার্লস মেহিউ বলে ওর একজন বন্ধু ছিল। সে ওকে পরামর্শ দিয়েছিল একজন ভিয়েৎনামী কিম্বা চীনে মেয়েকে রক্ষিতা করে রাখতে। বলেছিল এখানকার আবহাওয়া যেমন, প্রত্যেক মানুষেরই একজন করে নারী দরকার হয়। ইয়োরোপীয় মহিলারা এখানে এসে দেখে সারা দিন তাদের ছুটি, কাজেই তেমন-তেমন মরজি হলে তারা একজন বন্ধনহীন পুরুষ মানুষ খুঁজে বেড়ায়। এইসব মেয়ে হতে সাবধান।

তবে ইয়োরোপীয় মেয়েদের চাইতে এশিয়ার মেয়েদের জটিলতা কম, দাবি কম, খরচও কম আর শয্যাসঙ্গিনী হিসাবেও দক্ষ বেশি। ব্ল্যাকিলীর সঙ্গে কথা বলে দেখ। ওই কাউকে খুঁজে দেবে। জ্যাফ বলেছিল, তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, তবে আমার ও সব চলবে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সপ্তাহ শেষের শূন্যতা আর নৈঃসঙ্গই জ্যাফকে প্যারাডাইস ক্লাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেছিল।

এরপর জ্যাফ নিয়মিত ক্লাবে যাতায়াত শুরু করল। কি করে সন্ধ্যাটা কাটানো যায়, সে সমস্যা সহজেই ঘুচে গেল। মাস খানেক বাদে কথায় কথায় ব্ল্যাকিলী বলেছিল জ্যাফের একজন নিজস্ব মেয়ে রাখা উচিত। সে একজন মেয়ের কথা জ্যাফকে বলেছিল।

জ্যাফ বলেছিল, কি জানি, কেমন হবে বুঝতে পারছি না। তবে কৌতূহলও যথেষ্ট ছিল, একবার দেখাই যাক্ না। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছবি টানাবার পেরেক যেখানে ঠোকা হবে সেই জায়গাতে একটা পেন্সিলের দাগ দিতে দিতে ন্‌হান লী কুঅনের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ল।

তারপব জ্যাফ পেন্সিলের দাগের ঠিক ওপরে পেরেকের ডগা বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেরেকের মাথায় জোরে বাড়ি দিল।

এইভাবে জ্যাফ হীরেগুলো পেয়েছিল। পেরেকের মাথায় হাতুড়ির বাড়ি লাগতেই দেয়াল থেকে ছয় ইঞ্চি চারকোণা মতো একটা টুকরো ভেঙে বেরিয়ে এলো, ধুলো আর পলেস্তারা ঝরে পড়ল, একটা গভীর গর্ত দেখা গেল।

জ্যাফ অতি সাবধানে গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। ছোট একটা চামড়ার থলি বের করে আনল। তবে তলাটা পচে গিয়ে ছিল এবার সেটি ফেঁসে গেল আর ভিতর থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট ঝকঝকে জিনিস নিচেকার নক্সাকাটা কাঠের মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

জ্যাফ চিনতে পারল খুদে জিনিসগুলো হীরে। হাউম একটা হীরে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। এরপর দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। জ্যাফের চাপা উত্তেজনা দেখে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে হাউম মৃদু হাসল।

হাউম বলল, হীরেগুলো স্যার জেনারেল ভুয়েন ভ্যান থোর সম্পত্তি। বহু বছর ধরে পুলিশ এগুলোর সন্ধানে আছে। জেনাবেল খুব বেশী ধনী লোক ছিলেন। সবাই জানত উনি হীরে কিনেছেন, তারপর বোমা খেয়ে মরলেন। হীরেগুলো পাওয়া গেছে শুনলে হিজ্ এক্সেলেন্সি দারুন খুশী হবেন।

জ্যাফ জিজ্ঞাসা করল, কি সব বকছ? কোন্ জেনারেল?

হাউম বলল, জেনারেল ভুয়েন ভ্যান থো। তিনি ফরাসীদের টাকা খেয়েছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীর টাকা মেরেছিলেন, তাই দিয়ে এই হীরেগুলো কিনেছিলেন। কিন্তু পালিয়ে যাবার পূর্বেই বোমাটা ফেটে ছিল।

জ্যাফের মনে হল এই তো ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। এই হীরেগুলো যে ঐ জেনারেলের সম্পত্তি তাই বা তোমার মনে হচ্ছে কেন? হঠাৎ মনে পড়ল হাউম বর্তমান কর্তৃপক্ষের উৎসাহী সমর্থক।

জ্যাফ ভাবল হীরেগুলো আত্মসাৎ করতে হলে...এবং সেই রকমই ওর মতলব...খুব সাবধানে পরিস্থিতিটার মোকাবিলা করতে হবে। সাবধান না হলে হাউম হয়ত এখন সটান গিয়ে ওর পেয়ারের প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেবে।

কায়দা করে কিছু টাকা দিলে হাউম যে সেটা নিতে অস্বীকার করবে, এমন কথা জ্যাক কল্পনাও করতে পারেনি। [illegible]

হয়নি এমন ভাবে হাউমের কাছে গিয়ে খামটা খুলে ধরে বলল, এর মধ্যে, হীরেগুলো রাখো।

হাউম একটু ইতস্ততঃ করে, হীরেগুলোকে খামের ভিতর ঢেলে দিল। হাউমের বাদামী মুখে একটু উদ্বেগের ভাব দেখা দিল। সে বলল, পুলিশ ডাকাই ভালো, স্যার। ওরা দেওয়ালটা দেখতে চাইবে। আমি ওদের বলব কিভাবে আপনি হীরেগুলো খুঁজে পেলেন। এভাবে চললে পরে কোন গণ্ডগোল হবে না।

আর হীরেগুলো যদি জেনারেলের হয়, ওগুলো উদ্ধার হওয়াতে হিজ এক্‌সেলেন্সি ভারি খুশী হবেন আর আপনিও খুব সম্মান পাবেন।

জ্যাফ বলল, বড় বেশি তাড়াতাড়ি কিছু করে কাজ নেই। তাছাড়া পুলিশরা তো বলবেই ওগুলো জেনারেলের সম্পত্তি। ওরা কি রকম হয়, সে তো, জানই।

কথাটা বলেই বুঝতে পারল যে ভুল করল। হাউমের মুখ থেকে উদ্বেগের ভাবটা মুছে গিয়ে বিদ্বেষ দেখা দিল।

হাউম বলল, জেনারেলের সম্পত্তি হোক বা না হোক হীরেগুলো আমাদের সরকারের। ওগুলো নিয়ে কি করা হবে সেটা সরকার ছাড়া আর কারো স্থির করবার অধিকার নেই।

জ্যাফ বলল, সেটা তোমার মত হতে পারে। আমি এই হীরেগুলো বিক্রি করে দিতে পারি। বলা বাহুল্য তোমাকেও একটা ভাগ দেব। তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ কিছুই জানতে পারবে না।

হাউম কাঠ হয়ে উঠল, চোখ বিস্ফারিত করে বলল, ওগুলো সরকারের সম্পত্তি। ওগুলো বিক্রি করা বে-আইনী কাজ হবে। মাপ করবেন, স্যার। এ বেলা আমার ছুটি, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। ঝপ্ করে জ্যাফের মনে হলো এ-ঘর থেকে একবার বেরুলেই, হাউম প্রথমে গিয়ে বাবুর্চি ডং হামকে হীরের কথা বলবে। তারপর থানায় খবর দিতে ছুটবে। আর দশ মিনিটের মধ্যে পুলিশে বাড়ি ভরে যাবে। হাউমকে বাধা দিয়ে জ্যাফ বলল, এই বিষয়ে একটা কথা কোথাও বলেছ কি তোমার গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেব।

জ্যাফের বিশাল চেহারা দেখে হাউম ভয় পেয়ে গেল। ওর মনে এখন একটি মাত্র চিন্তা এঘর থেকে বেরিয়ে পুলিশে খবর দিতে হবে। ও দরজার দিকে পাগলের মতো দৌড়ে গেল।

হাউমের ঘামে ভেজা আঙুল দরজার হাতল খামচে ধরার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাফের বলিষ্ঠ আঙুল ওর কাঁধ ধরে ওকে ঘুরিয়ে দিল। হাউম চিৎকার করার চেষ্টা করলে জ্যাফ ওর মুখ চেপে ধরে ছিল। হাউম ওর বজ্র মুষ্টি থেকে বেরুবার জন্য নানান চেষ্টা করলে জ্যাফ ওকে হিংস্র ভাবে ঝাঁকানি দিয়েছিল।

কেমন একটা শুকনো শব্দ কানে এসেছিল, যেন একটা কাঠি মটকাল। জ্যাফের আঙুলে ধরা হাউমের মুণ্ডুটা হঠাৎ কেমন ভারি মনে হলো, যেন ওর সরু গলা থেকে খুলে আসছে। জ্যাফ দেখল হাউমের চোখ উল্টে গেছে। জ্যাফ ভয় পেয়ে মুঠি খুলে দিতে হাউমের দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আধ খোলা মুখটা থেকে একটুখানি টকটকে লাল রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। জ্যাফের গা শিউরে উঠল, সে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে ওর বর্তমান অবস্থান ওর কাছে প্রকট হলো। হাউম মারা গেছে আর জ্যাফ ওকে হত্যা করেছে।

।। দুই ।।

জ্যাফের বুকটা প্রচণ্ড জোরে টিপটিপ করছিল। হাউমের কুঁকড়ে যাওয়া দেহটার দিকে সে চেয়ে রইল, সে মরে গিয়েছে। তার জন্য আর কিছুই করার নেই। এই মুহূর্তে নিজের কথা ভাবতে হবে।

হঠাৎ দেয়ালের ঐ গর্তটার দিকে চোখ গেল। ঐ গর্ত দেখামাত্র পুলিশ সন্দেহ করবে ওখানে কিছু লুকোনো ছিল। তারপরেই ওদের মনে পড়বে এক সময় এই বাড়ির মালিক ছিল, জেনারেল ভুয়েন ভ্যান থোর রক্ষিতা মাই চাং। দেয়ালের গর্তে যে জেনারেলের হীরেগুলো লুকোনো ছিল এ কথা অনুমান করতে ওদের খুব বেশি দেরি হবে না।

খুনের দায় থেকে বাঁচার জন্য জ্যাফ নানান চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে স্থির

করে ফেলল যে, কোন কিছুর বিনিময়েই সে হীরেগুলো হাতছাড়া করবে না।

হীরে নিয়ে যদি কোন মতে হংকং পৌছনো যায়, সেখানে গা ঢাকা দিতে কোন কষ্ট হবে না। এখন প্রশ্ন হল, হংকং যাওয়া যায় কি উপায়ে?

ইচ্ছে মতো যখন তখন ভিয়েৎনাম ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। প্রথমেই দেশ ছেড়ে যাবার ভিসা, অর্থাৎ অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করতে হবে। এটি পেতে এক সপ্তাহ লাগে। তারপর মুদ্রা স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে অনেকগুলো ফর্মায় লিখতে হয়। কতকগুলো ফটো জমা দিতে হয়। দশ দিনের আগে দেশ ছেড়ে যাবার আশা নেই, ততদিনে হাউমের মৃতদেহের কি অবস্থা হবে? এই সব চিন্তার মধ্যে একটা শব্দ শুনে জ্যাফ আড়ষ্ট হয়ে উঠল, কে যেন পিছনের দরজায় টোকা দিচ্ছিল।

জ্যাফ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আবার মৃদু টোকা শোনা গেল তারপর ক্যাঁচ করে পিছনের দরজাটা কেউ খুলে দিল। জ্যাফ রান্নাঘরে ঢুকে বসবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাবুর্চি ভং হাম পিছনের সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিল, পিছনের দরজাটা আধ খোলা, সন্তর্পণে সে রান্নাঘরে উঁকি মারল।

ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। বাবুর্চি ভং হামের জল ভরা কালো চোখ দুটো জ্যাফের মুখ থেকে বসবার ঘরের দরজাটার দিকে গেল।

তারপর দরজাটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল যাতে জ্যাফ বাইরের উঠোন আর রান্নবাড়ি ভালো করে দেখতে পায়। রান্নাবাড়ির ছায়ায় একজন ভিয়েৎনামী মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতেই জ্যাফ হাউমের বাগদত্তাকে চিনতে পারল। মেয়েটি যে রকম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর ত্রস্ত ভাবে তাকিয়েছিল, জ্যাফের মনে হলো নিশ্চয়ই ও আর্তনাদটা শুনতে পেয়েছে। তবে হাউমের গলার স্বর চিনতে পেরেছিল কি?

হঠাৎ খেয়াল হলো যে বুড়ো লোকটি আর ছেলেমানুষ মেয়েটি দু'জনেই ওর দিকে সন্দিগ্ধ বিদ্বেষপূর্ণ ভাবে চেয়ে আছে। যদিও উভয়ের মনই অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভরা। মাথায় প্রথম যা এল জ্যাফ তাই বলে বসল, হাউম বেরিয়ে গেছে। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রাতে ডিনার পার্টি আছে। ওদের সাহায্য করতে ওকে পাঠিয়েছি। ওর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। অনেক রাতের আগে ও ফিরবে না।

ধীরে ধীরে ভং হাম পিছু হেঁটে রান্নাঘরে যাবার তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে গেল। জ্যাফ আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। তারপর খড়খড়ি আঁটা জানালার কাছে গিয়ে, ফাঁক দিয়ে উঠানের দিকে তাকাল, বুড়োটা ভাবশূন্য মুখে দরজার দিকে চেয়েছিল। মেয়েটিও দরজার দিকে তাকিয়েছিল। কি যেন ভাবল সে, ধীরে ধীরে মাটিতে পা ঘষতে ঘষতে বুড়ো ওর কাছে গেল, দুজনে মিলে বকর-বকর করতে লাগল। উত্তপ্ত উঠোনের নীরবতার মধ্যে ওদের গলার স্বর কেমন কর্কশ আর জোরে শোনাল।

জ্যাফের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে ওরা দু'জন অপেক্ষা করে দেখবে হাউম ফেরে কি না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সম্ভবতঃ মেয়েটি পুলিশে খবর দেবে।

বসবার ঘরে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে হাউমের মৃতদেহের দিকে জ্যাফ চেয়ে রইল। ইচ্ছে হচ্ছিল কারো কাছে গিয়ে সাহায্য চায়।

এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে বলল, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। তারপর হাউমকে তুলে নিয়ে জ্যাফ ওপরে নিজের শোবার ঘরে গেল। মেঝেতে আস্তে হাউমকে নামিয়ে রেখে কাপড় রাখার বড় আলমারিটা খুলে তলার জিনিস সরিয়ে জায়গা করে নিয়ে, সেখানে হাউমকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখল। তাড়াতাড়ি আলমারির দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে, চাবিটা পকেটে পুরল।

ঘরটা বেশ ঠাণ্ডাই ছিল, তবু জ্যাফ তাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটার কাছে গিয়ে পুরো বেগে চালিয়ে দিল। তারপর নিচে বসবার ঘরে গেল। কাঠের মেঝের ওপর খানিকটা রক্ত শুকোচ্ছিল। মুখ বিকৃত করে জ্যাফ একবার রক্তের দিকে তারপর দেয়ালের গর্তটার দিকে আর মেঝের ওপর ধুলো আর পলেস্তারার রাশির দিকে তাকাল। মনে মনে বলল, এ সব পরিষ্কার করে ফেলতে

হবে? যদি কেউ আসে জ্যাফ রান্নাঘরে গেল। কিন্তু ধুলো তুলবার বা রক্ত মুছবার মতো কিছু পেল না। তারপর নিজের রুমাল জলে ভিজিয়ে রক্তের চাপটা মুছে ফেলল। কিন্তু পালিশ করা কাঠের মেঝেতে একটা মেটে দাগ থেকে গেল। বেশ কয়েক মিনিট রগড়িয়েও সেটাকে তোলা গেল না।

ময়লা রুমালটাকে স্নানের ঘরের ড্রেনে ফেলে শিকল টেনে দিল। পলেস্তারার টুকরোগুলো খবরের কাগজে জড়িয়ে প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রেখে দিল। তারপর ফুঁ দিয়ে ধুলোগুলোকে ঘরময় ছড়িয়ে দিল। তারপর গর্তটার ওপরে পেরেকটা দেয়ালে ঠুকে দিয়ে ছবিটা তাতে ঝুলিয়ে দিল। গর্ত ঢাকা পড়ে গেল।

পিপাসা পেতে বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিল। গেলাসটা মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় টেলিফোন বাজল। জ্যাফের হাত থেকে গেলাস মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

জ্যাফ টেলিফোনের দিকে চেয়ে রইল, আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডটা যেন কুঁকড়ে গেল। ভয়ের চোটে টেলিফোন ধরল না। টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘন্টা বেজেই চলল। শব্দে যেন ওর স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সহসা ফোনটা থেমে গেল। ঘরের হঠাৎ নীরবতা বোঝার মতো বুকের ওপর চেপে বসল। মনে মনে ভাবল এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। এখানে আর এক মিনিটও থাকা সম্ভব নয়।

চট করে ওপরে গিয়ে স্নান করে নিল। তারপর মানিব্যাগে টাকা গুনতে গিয়ে মাত্র একশো পিয়াস্তব দেখে হতাশ হয়ে গেল। আরো টাকার দরকার । কোনো হোটেলে গিয়ে চেক ভাঙাতে হবে।

ঘর থেকে চলে যাবার মুখে মনে পড়ল হীরেগুলো শার্টের পকেটে রয়ে গেছে। শার্টের পকেট থেকে খামটা বের করে নিল। তারপর ঐ হীরেগুলো রাখবার জন্য খামটার চাইতে মজবুত কিছু খুঁজতে লাগল। শেষে টাইপ রাইটারের রিবনের একটা খালি বাক্সয় হীরেগুলো ভরে বাক্সটা পকেটে পুবে ফেলল। চেকবই বের করে ওয়ালেটে ভরল, তারপর বান্নাঘবে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উঠোনের অন্য ধারে তাকাল।

রান্নাঘরে দরজার সামনে বসে ভং হাম শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েছিল। আর উল্টোদিকে ফুটপাথের ধারে উবু হয়ে বসে মেয়েটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

স্পষ্টই বোঝা গেল এরা আহলে কিছু একটা সন্দেহ করছে। শেষ একবার ঘরের চারদিক দেখে নিয়ে জ্যাফ পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। ভং হামের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, আমার ফিরতে দেরি হবে। রাতে বাড়িতে খাব না। প্রথম যখন সাইগনে এসেছিল, জ্যাফ একটা লাল ডফিন গাড়ি কিনেছিল। ঐ গাড়িটা নিয়ে ছোট পথটি ধরে, ডবল ফটকের কাছে পৌঁছাল। তারপর গাড়ি থামিয়ে জ্যাফ গেট খুলল, টের পেল মেয়েটা ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

তারপর আবার গাড়িতে বসে সবেগে গাড়ি চালিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে চলল।

।। তিন ।।

ম্যাজেস্টিক হোটেলের বাইরে শ্যাম ওয়েত (দ্বিতীয় সচিব ঃ তথ্য, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস) ওর ক্রাইসলার গাড়ি থামিয়ে ভারি শরীরটাকে তুলে, ফুটপাথে নামল। ভিয়েৎনামী মেয়েদের প্রতি ওর শ্রদ্ধার শেষ ছিল না। কাজে সে-রকম কোনো অসাধারণ প্রতিভা না দেখালেও সবাই ওকে পছন্দ করত আর সবাই জানতো যে মহিলাদের এবং রঙচঙে নক্সাকাটা হাওয়াই শার্টের প্রতি ওর দারুণ দুর্বলতা।

ম্যাজেস্টিক হোটেলের জনশূন্য বার-এ ঢুকে প্রসন্নতার চোটে একটা ঘোঁৎ শব্দ করে শ্যাম তার ভোঁদা শরীরটা একটা চেয়ারে নামাল। তারপর চেয়ারে ঠেস দিয়ে সে বাইরের রাস্তার কর্ম ব্যস্ততা দেখতে লাগল।

জ্যাফ ফুটপাথ পেরিয়ে বার-এ এসে ঢুকল। ওকে দেখে ওয়েতের মনে হলো মুখখানা কেমন

শুকনো, উদ্বিগ্ন।

মোটা একটা হাত তুলে অভিবাদন করতে গিয়ে, জ্যাফের চোখে চোখ পড়ল। জ্যাফ প্রথমে ইতস্তত করল, তারপর এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল।

জ্যাফ-এর ডাবল বার-এ আসাটা ঠিক হয়নি। সোজা ডেস্কে গিয়ে চেক্ ভাঙিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। মনে রাখা উচিত ছিল ম্যাজেস্টিকে গেলে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হতে বাধ্য।

জ্যাফ ওয়েডের পিছনে পথের দিকে তাকিয়েছিল। হোটেলের বাইরে দু'জন পুলিশ দিব্যি আয়েস করছে, জ্যাফ তাদের দেখছিল আর মনে মনে ভাবছিল হাউমের খুনের কথাটা যদি ওয়েডকে বলি তাহলে কি রকম প্রতিক্রিয়াটা হবে।

কিছুক্ষণ পর ওয়েড হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। সাতটা বাজতে তিন মিনিট বাকী। আমাকে এবার যেতে হয়। আবার দেখা হবে ভাই।

ওয়েড চলে যেতেই জ্যাফ চেক্ বই বের করে চার হাজার পিয়াস্তরের একটা চেক্ কাটল। তারপর রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করল ওটা ভাঙাতে পারবে কিনা। হাসিখুশি ভিয়েৎনামী ক্লার্ক জ্যাফকে চিনত। ওকে বসতে বলে ম্যানেজারের ঘর থেকে আটটা পাঁচশো পিয়াস্তরের নোট জ্যাফকে দিল।

জ্যাফ নোটগুলো মানি ব্যাগে গুঁজে হোটেল থেকে বেরিয়ে টু ভো ধরে গিয়ে ক্যারাভল হোটেলের সামনে গাড়ি রাখল। এখানকার রিসেপ্‌শন ক্লার্কও ওকে চিনত। সেও চারহাজার পিয়াস্তরের চেক্ ভাঙিয়ে দিল জ্যাফকে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে সদর দরজায় লাল ডফিনের পাশে ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ওর গাড়িটা পরীক্ষা করছে মনে হতে জ্যাফ থমকে দাঁড়াল, পাঁজরার ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস্ করে উঠল।

জ্যাফ চুপ করে দাঁড়িয়ে পুলিশটাকে দেখতে লাগল। লোকটা আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে নম্বর প্লেটটা দেখল তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে আরেকটা গাড়ি পরখ করতে লাগল।

নিশ্চিন্ত হয়ে জ্যাফ জোরে একটা নিশ্বাস নিল। তারপর গাড়িতে গিয়ে বসল। ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিট। জ্যাফ গাড়ি নিয়ে ডাফ যাবার পুলের দিকে এগিয়ে গেল। পুলের পাশে শৌখিন বাগান তার সামনে গাড়ি রেখে ভিতরে গেল। খানিকটা ছায়ার মধ্যে গিয়ে বসল। মনে মনে বলল কি করবে স্থির করার এই হল সময়। সঙ্গে কিছু টাকা আছে ভিয়েৎনামের বাইরে যেতে হবে। কিন্তু নকল পাসপোর্টের জন্য কার কাছে যাওয়া যায় ভাবতে লাগল। হংকং বা সাইগনে তবে এমন কারো কথা মনে পড়ল না। তারপর হঠাৎ প্যারাডাইস ক্লাবের মালিক ব্ল্যাকিলীর কথা মনে এল। ও কি এই ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবে?

জ্যাফ বুঝতে পারছিল হট্ করে কাজটা হবে না। দু'সপ্তাহের আগে এ দেশ থেকে বেরুবার সুদূর সম্ভাবনাও কম। কাল সকালের মধ্যে পুলিশ নিঃসন্দেহে ওর পেছনে লাগবে। আজ রাতেই ওকে গা ঢাকা দিতে হবে। কিন্তু কোথায়? ওকে যারা সাহায্য করতে পারে তাদের মধ্যে প্রথম হল ন্‌হান। কিন্তু ন্‌হানের নানারকম বিপদের সম্ভাবনা ভেবে জ্যাফ তাকে এব্যাপারে জড়াতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল।

তারপর মনে মনে বলল, এভাবে শুধু সময় নষ্ট করছি। ওর ওপরেই নির্ভর করতে হবে। ওর সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে হবে। এরপর জ্যাফ উঠে গাড়ির দিকে চলল।

।। চার ।।

চীনেপাড়ায় চোলনের অসংখ্য বাসিন্দা ফুটপাথে উপচে রাস্তার মাঝখান অবধি পৌঁছে আত্মঘাতীর সম্ভাবনা নিয়ে ভাগ্যদেবীর পায়ে নিজেদের সঁপে দিচ্ছিল।

অনেক মাস ধরেই জ্যাফ এই অঞ্চলে গাড়ি চালাচ্ছিল, কাজেই যানবাহনের ঐ দারুণ ভিড়ের ভিতর দিয়ে ভ্রাম্যমান বাসিন্দাদের বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়ি চালাতে ওর খুব অসুবিধা হল না।

শেষ পর্যন্ত প্যারাডাইস ক্লাবের একশো গজের মধ্যে গাড়ি পার্ক করলো তারপর প্যারাডাইস ক্লাবের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল।

ক্লাবের সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় কানে এলো ফিলিপিনো নাচের বাজনা আর একজন মেয়ের খিচ্ খিচ্ কণ্ঠস্বর। নাচের হলের দরজার পরদাটা জ্যাফ একটু সরাল। অমনি একজন লম্বা চীনে মেয়ে ওর কাছে এগিয়ে এলো। এই মেয়ে হলো ব্ল্যাকির স্ত্রী ইউ লান। জ্যাফকে চিনতে পেরেই সে মৃদু হাসল, সরু সরু আঙুল জ্যাফের হাতে বুলিয়ে সে বলল, ন্‌হান এখনো আসেনি। এইবার এসে পড়বে...বলে ইউ লান ওকে ব্যান্ড থেকে দূরে এক কোণে নিয়ে গিয়ে একট চেয়ার টেনে দিল।

জ্যাফ বলল, ব্ল্যাকি আছে না? আমি শুধু বরফের ওপর হুইস্কি খাব।

সে বলল, এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি। ইউ লান চলে গেলে, জ্যাফ বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ব্ল্যাকি লী এসে জ্যাফের পাশের চেয়ারে বসল। জ্যাফের দিকে একটি বিচক্ষণ দৃষ্টি দিয়েই ব্ল্যাকি টের পেল একটা কোনো গোলমাল হয়েছে। অমনি তার ক্ষিপ্র মন সজাগ হয়ে উঠল, জ্যাফকে ওর ভালো লাগত।

বিনা ভূমিকায় জ্যাফ জিজ্ঞাসা করল, হংকং এ তোমার কি যোগসূত্র আছে?

হংকং? সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে। কি ধরণের যোগসূত্রের কথা বলছেন?

ওকে ইতস্তত করতে দেখে উৎসাহ দিয়ে ব্ল্যাকি বললো অনেকগুলি বন্ধু ছাড়া আমার ভাইও সেখানে থাকে।

জ্যাফ জনাকীর্ণ নাচের জায়গার দিকে তাকিয়ে মন ঠিক করবার চেষ্টা করতে লাগল। ব্ল্যাকিকে বিশ্বাস করা যায় কি যায় না।

শেষটা বললো, একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ; ভারি গোলমেলে ব্যাপার এবং অত্যন্ত গোপনীয়। আমার এক বন্ধুর একটা নকল পাসপোর্টের দরকার হতে পারে।

ব্ল্যাকি চমকে উঠল। তোতা পাখির মতো বলল, পাসপোর্ট? যেন কথাটা কখনো কানেও শোনেনি।

জ্যাফ যেন কতই কথাচ্ছলে বলল, এখানের চাইতে সেখানেই বোধ হয় পাওয়া সহজ। ভাবছিলাম তুমি এমন কাউকে চেন কি না, যে ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

মার্কিনী পাসপোর্ট চান?

ব্রিটিশ হলে আরো ভালো।

ব্ল্যাকি বলল, যদি বন্দোবস্ত করা যায়, অনেক টাকা লাগবে।

কিন্তু বন্দোবস্ত করা যায় কি?

করা যায়। অনেক টাকা লাগবে, আমাকে কিছু খবর নিতে হবে।

জ্যাফ বলল, খুব জরুরী ব্যাপার। কত শীগগির জানতে পারবে?

ভাইকে লিখতে হবে। জানেন তো এখানে অনেক সময় চিঠি পরীক্ষা করা হয়। চিঠিটা হাতে করে ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেবে, আবার উত্তরটা হাতে করে আমাকে দিয়ে যাবে এমন লোকের খোঁজ করতে হবে। এসবে সময় লাগে।

হঠাৎ জ্যাফ উপলব্ধি করল সমস্ত ব্যাপারটা কি শক্ত। আগে ভেবেছিল দশদিনে সরে পড়তে পারবে, এখন হঠাৎ মনে হলো সেটা নিতান্ত দুরাশা। হয়তো একমাস লুকিয়ে থাকতে হবে। কিম্বা আরো বেশি।

ব্ল্যাকি বলে চলল, বন্ধু বোধহয় বিপদে পড়েছেন।

জ্যাফ সংক্ষেপে বলল, খুঁটিনাটি দিয়ে কাজ নেই। তুমি যত কম জান, তোমার পক্ষে তত নিরাপদ।

ও কথা একেবারে ঠিক নয়। গোলমালটা যদি খুব গুরুতব হয় আর জানাজানি হয় যে আমি তার মধ্যে আছি, আমিও বিপদে পড়তে পারি। তাছাড়া বিপদ যদি খুব মন্দ হয় পাসপোর্টের দামটার ওপরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। বন্ধুকে আরো বেশি টাকা দিতে হবে।

ব্ল্যাকির দিকে না তাকিয়েই জ্যাফ বলল, বন্ধুর সঙ্গে আবার কথা বলে দেখতে হবে। তোমার কাছে এ. বিষয়ে কিছু খুলে বলার আগে তার মতটা নেওয়া দরকার।

জ্যাফ ভাবল, লোকটা ঠিক বুঝেছে পাসপোর্টটা আমার জন্য। তাই স্বীকার করব নাকি?

কালকের কাগজ পড়লেই তো জানতে পারবে। নাঃ, না বলাই ভালো। এখনো হাতে একটু সময় আছে। আগে ন্‌হানের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

ব্ল্যাকি চলে যাবার পর জ্যাফ হাত ঘড়ির দিকে তাকালো তখন সাড়ে নটা। সাড়ে দশটার আগে ন্‌হানের আসার সম্ভাবনা কম। হঠাৎ খেয়াল হলো যে বড্ড খিদে পেয়েছে।

রাস্তার ওপারে একটা চীনে রেস্তোরাঁয় ও খেতে গেল। খাওয়া শেষ হলে জ্যাফ বিল্ চাইল।

বিলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে জ্যাফ শ্যাম ওয়েডকে দেখতে পেল। একজন চীনে মেয়ের সঙ্গে একটা পর্দার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ওরা দু'জন সিঁড়ি দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর, জ্যাফ বিল মিটিয়ে ন্‌হানের সন্ধানে এগিয়ে চলল।

।। পাঁচ ।।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় জ্যাফ ন্‌হানকে দেখতে পেল। ওর মুখে কেমন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।

জ্যাফ হর্ন বাজাতেই ন্‌হান ওর দিকে ফিরে চাইল। লাল ডফিন গাড়িটা দেখে আনন্দে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ও ছুটে কাছে এলো।

ন্‌হান যে ওকে এমন সর্বান্তঃকরণে ভালবাসে তাতে ওর আত্মাভিমান পরিপুষ্ট হতো, তবু সঙ্গে সঙ্গে ও কুণ্ঠিত হতো। কারণ জ্যাফ জানত ওর নিজের দিক থেকে ন্‌হানকে অতখানি ভালবাসার সাধ্য নেই।

জ্যাফ বলল, ব্ল্যাকিকে বলে এসো আজ আর কাজে যাবে না। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। মানিব্যাগ বের করে ওর হাতে কিছু টাকা দিয়ে জ্যাফ আরো বলল, নাও ধরো। ওকে দিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি কর কেমন? ন্‌হান সিঁড়ি দিয়ে উঠে ক্লাবে ঢুকল।

তারপর ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করতেই জ্যাফ গাড়িতে স্টার্ট দিল।

পুলের ধারে শৌখীন বাগানের কাছে পৌছে জ্যাফ গাড়ি থামাল। গাছের তলায় একটা বেঞ্চিতে গিয়ে ওরা বসল।

ন্‌হান ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে স্টীভ?

জ্যাফ টের পেল ওর মুখের ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে।

জ্যাফ প্রথমে ইতস্তত করছিল। তারপর বুঝেছিলো এভাবে শুধু সময় নষ্ট করা হয়। তাই বলেছিল, একটা ব্যাপার ঘটেছে। ভীষণ বিপদে পড়েছি। কিছু জানতে চেয়ো না। মোট কথা পুলিশের সঙ্গে ভীষণ গোলমাল। যেমন করে হোক এদেশ ছেড়ে যেতে হবে।

ন্‌হান দীর্ঘ একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, সবটা আমাকে বুঝিয়ে বলো।

একটু দোমনা করে তারপর সব কথাই জ্যাফ ওকে খুলে বলল। আরও বলল, এখান থেকে সরতে না পারলে আমার সর্বনাশ হবে।

ন্‌হান বলল, কিন্তু ওটা তো একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। তুমি এক্ষুনি পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা বল। হীরে পেয়ে ওরা বেজায় খুশী হবে।

রাগতভাবে জ্যাফ বলল, আমি পুলিশের কাছে যাব না আর হীরেগুলোও দেব না। একবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই হীরেগুলো বিক্রি করা যাবে। ওগুলোর দাম হবে দশ লক্ষ ডলার, হয়তো আরো বেশি। এ জীবনে এমন সুযোগ আর আসবে না। অনেক অনেক টাকা করব, চিরকাল আমার এই বাসনা।

নিদারুণ ভয়ে যন্ত্রণায় ন্‌হানের শরীর কম্পিত হলো। আর্তনাদ করে বলল, যদি পালিয়ে যাও তাহলে ওরা ভাববে তুমি সত্যি ওকে মেরে ফেলেছো, এমন কাজও করো না।

জ্যাফ বলল, যেমন করে হোক, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। তবে তার ব্যবস্থা করতে কিছু সময় নেবে। হপ্তা খানেক থাকার মতো আমার একটা নিরাপদ জায়গা দরকার, যার কাছে যাওয়া যায় এমন কাউকে চেনো? সাইগনে নয় তার বাইরে কোথাও।

ন্‌হান বলেই চলল, না না, লুকোতে হবে না। পুলিশের কাছেই যাওয়া দরকার।

এক মিনিট জ্যাফ ওকে বকে যেতে দিল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল, বেশ, তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে না চাও তাহলে অন্য কাউকে বলতে হবে। কিন্তু থানায় আমি যাব না আর হীরেগুলোও ছাড়ব না। তোমাকে কিছু বলাই ভুল হয়েছে।

ন্‌হান লাফিয়ে উঠে ওর গলা জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো ওকে আঁকড়ে ধরে বলল, আমিই তোমাকে সাহায্য করব। যখন যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তুমি যা চাও তাই আমি করব।

হঠাৎ সে বলল, থুডোমাস-এ আমার দাদামশায়ের একটা বাড়ি আছে। সেখানে তুমি নিরাপদে থাকতে পারবে। দাদামশাইকে বোধ হয় রাজি করাতে পারব।

জ্যাফ লম্বা একটা নিশ্বাস নিল। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। বলল, আমি জানতাম তুমি সাহায্য করতে পারবে। সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। তিন চার মাসের মধ্যে তুমি আমি হংকং-এ পৌঁছে যাব। আমরা বড়লোক হয়ে যাব।

প্রথমে তোমাকে একটা মিঙ্কলোট কিনে দেব আর মুক্তো। তারপর একটা গাড়ি কিন্তু এতে ন্‌হানের কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না বরং ঐ যে এই একটি সমস্যার এখনো কোনোই সমাধান পাওয়া যায়নি তারই ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

জ্যাফ বলল, তোমার দাদামশায়ের সঙ্গে কথা বলে আসি। ওঁকে যথেষ্ট টাকা দেব। পুলিশের কথাটা ওকে না বলে এইভাবে বললে ভালো হয় যে আমার একজন রাজনৈতিক শত্রু আছে। সে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ন্‌হান সরলভাবে বলল, দাদামশাইকে সত্যি কথাটাই বলব, উনি যেই শুনবেন আমি তোমাকে ভালোবাসি, অমনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

এই মতলবের বিপদ কোথায় জ্যাফের হঠাৎ খেয়াল হলো। জ্যাফ বলল, ঐ পথে পুলিশের ঘাঁটি আছে, মুশকিল হতে পারে।

ন্‌হান নির্বাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল যেন এই সমস্যা সমাধানের জ্যাফই একটা ব্যবস্থা করবে তার অপেক্ষায়। একমুহূর্তে চিন্তা করে জ্যাফ বুঝল যে পুলিশ ঘাঁটির হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হোল, নিজের গাড়ির বদলে অন্য গাড়ি নেওয়া। ও জানত যে দূতাবাসের সি. সি লেখা গাড়িগুলোকে স্কটিশ পুলিশ থামায় । সঙ্গে সঙ্গে স্যাম ওয়েডের আর তার প্রকাণ্ড ক্রাইস্লার গাড়ির কথা মনে হলো। ওটাকে যদি কোনো রকমে ধার নেওয়া যায়। তাহলে আর পিছু নিতে পারবে না।

স্যাম ওয়েডের সঙ্গে যে চীনে মেয়েটি ছিল তার বর্ণনা দিয়ে ন্‌হানকে জিজ্ঞাসা করল, ও মেয়েটাকে চেনে কিনা?

ন্‌হান বললো, চিনি, ও লার্ক অঁ সিমেলে নাচে । ওর নাম অ্যান ফাই ওয়া। আমার ধারণা হং থাপ টুতে ঐ মেয়েটা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে।

জ্যাফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল।

বুঝতে না পেরে ন্‌হান চেয়ে রইল। তারপর রেগে বলল, তুমি অ্যান ফাই ওয়ার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাও? ওর কাছে গেলে আমি কিন্তু সঙ্গে যাব না।

জ্যাফ বলল, চল, পথে যেতে যেতে সব বুঝিয়ে বলছি।

শহরের মধ্যিখানে যাবার পথে ওয়েডের গাড়ির কথা জ্যাফ বললো। তোমাকে কিন্তু গাড়িটা ফিরিয়ে আনতে হবে। পারবে তো?

দৃঢ়স্বরে,আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ন্‌হান বললো, খুব পারবো।

একটা শৌখিন ফ্ল্যাটবাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড গাড়িটাকে ওরা দেখতে পেল। ন্‌হানকে গাড়িতে বসে থাকতে বলে জ্যাফ ক্রাইসলার গাড়িটার কাছে গেল। তারপর বাড়িতে ঢুকে হলঘরে নামের তালিকা দেখে বুঝল, ঐ মেয়ে চার তলায় থাকে। লিফটে করে ওপরে উঠল। ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে দশ মিনিট।

কিছুক্ষণ দরজায় কান পেতে শুনল, মৃদু নাচের বাজনা কানে এলো। ঘণ্টি টিপে অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপচাপ, আবার ঘণ্টি টিপল জ্যাফ।

সামনের দরজা একটু খুলে একজন চীনে মেয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাল। জ্যাফ বলল, স্যামের সঙ্গে কথা ছিল। খুব দরকারী। ভেতর থেকে স্যামের গলা শোনা গেল। ও বাইরে বেরিয়ে এলো।

ওয়েড একটু মাতাল হয়েছে মনে হচ্ছিল। ঢুলু ঢুলু চোখে জ্যাফের দিকে চেয়ে বললো, কি দরকার শুনি? আমি এখানে এসেছি তোমাকে কে বলল?

জ্যাফ বলল, তুমিই বলেছিলে মনে নেই? আমি বড়ই ঠেকায় পড়ে গেছি, শালার গাড়ি বিকল হয়েছে, একটি মেয়ে নিচে অপেক্ষা করছে তাকে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে দিতে হবে। তোমার গাড়িটা নিতে পারি? ঘন্টা দুই বাদে ফিরিয়ে দেব?

ওয়েড বলল, ট্যাক্সি নিতে পারোতো।

জ্যাফ চতুর হাসি হাসল। এই মেয়ে নিয়ে আমি যা করতে চাই তাতো আর ট্যাক্সিতে হয় না। এসো একটু স্পোর্টিং হও। নইলে শেষটা ও যদি মত বদলে ফেলে। আমিও তোমার জন্য এটুকু করতাম।

ওয়েড হঠাৎ ঢিল দিয়ে জ্যাফেরই মতো করে হেসে ফেলল। তারপর চাবি বার করে দিয়ে বলল, কাল সকাল সাতটার মধ্যে যেন ফেরত পাই।

চাবি নিয়ে জ্যাফ বললো, ধন্যবাদ স্যাম। তুমিই প্রকৃত বন্ধু। এই বলে জ্যাফ লিফটের দিকে চলল।

জ্যাফ চলে যাবার পর ওয়েড আবার ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

।। ছয় ।।

গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে ন্হান দেখতে পেল জ্যাফ আসছে। সে ডফিন গাড়ি থেকে নেমে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। জ্যাফ ওকে ওয়েডের গাড়ির কাছে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ক্রাইসলারটা এইখানে ফিরিয়ে আনতে হবে। একা একা পথ চিনে আসতে পারবে তো?

পারব। ফুটপাথ থেকে সরিয়ে আস্তে আস্তে জ্যাফ গাড়ি ছাড়ল। ন্হানকে বলল, আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাব। কিছু কাপড়চোপড় নেব।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা জ্যাফের বাড়ির রাস্তায় পৌঁছে গেল। জ্যাফ বলল, তুমি ডাইনে দেখ আমি বাঁয়ে দেখছি।

গাড়ির বেগ কমিয়ে জ্যাফ জিজ্ঞাসা করল, ঠিক আছে তো, কাউকে দেখতে পেলাম না। পাশের গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে জ্যাফ থামল। ন্হানকে বললো, এখানে অপেক্ষা করো। আমি হেঁটে গিয়ে আরেকবার পিছনের দিকটা দেখে নিই। সব যদি ঠিক থাকে তো ভিতরে গিয়ে একটা ব্যাগ গুছিয়ে নেব। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। মোড় অবধি হেঁটে গেল জ্যাফ। খানিকক্ষণ ধরে দীর্ঘ জনশূন্য রাস্তাটাকে নজর করে দেখল। তারপর বাড়ির কাছাকাছি এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকে চাইল। পথ একেবারে ফাঁকা। তারপর নিঃশব্দে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। তারপর পেছনে গিয়ে চাকরদের ঘরের দিকে তাকাল, কোথাও আলো দেখা গেল না। রান্নাবাড়ির দোর বন্ধ।

জ্যাফ আবার সদর দরজার কাছে ফিরে এলো। দরজা খুলে ভেতরের গুমোট অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। আলো না জ্বেলে হাতড়ে হাতড়ে দোতলায় নিজের শোবার ঘরে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালল।

আলমারির মাথায় ক্যাম্বিসের আর চামড়ার একটা হোল্ডঅল ছিল। সেটাকে নামিয়ে খাটের ওপর রাখল। স্নানের ঘরে গিয়ে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, সাবান, দুটো তোয়ালে সংগ্রহ করে হোল্ডঅলে ভরল। দেরাজ থেকে রুমাল, মোজা, তিনটে শার্ট নিল। শার্ট বের করার সময় বন্দুকটার ওপর চোখ পড়ল। গোড়ার দিকে যখন সাইগনে বিমান আক্রমণ হতো, সেই সময় একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে বন্দুকটাকে কিনেছিল। ওটা যে কখনো কাজে লাগতে পারে তা অবশ্য ভাবেনি। সেটাকেও জ্যাফ হোল্ডঅলে ভরল। তারপর মনে জোর করে কাপড়ের আলমারির কাছে গিয়ে, দরজাটা খুলল। তাড়াতাড়ি তাকের ওপর থেকে একটা গাঢ় রঙের ট্রপিকেল, সুট, খাকি ড্রিলের পেন্টেলুন আর কোর্ট শার্ট তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে, চাবি ঘুরিয়ে দিল।

কাপড় চোপড় গুলো হোল্ডঅলে ভরে নিয়ে আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ঠাণ্ডা শোবার ঘর থেকে উনুনের মতো গরম হলঘরে বেরিয়ে আসতেই সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল। হঠাৎ একটা পানীয়ের প্রয়োজন বোধ করল।

বসবার ঘরে ঢুকে জ্যাফ আলো জ্বালল, তাড়াতাড়ি এক পেগ হুইস্কি খেয়ে নিয়ে প্রায় ভরতি বোতলটা হোল্ডঅলে ভরছে এমন সময় রাস্তা থেকে গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল। যা দেখল তাতে আতঙ্কে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো। রাস্তায় অলোর নিচে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে হাউমের বাগদত্তা আর একজন পুলিশ, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা বসবার ঘরের জানলার দিকে দেখাচ্ছিল। জ্যাফের খেয়াল হলো ওরা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেয়েছে। জ্যাফ ওদের লক্ষ্য করছিল। মেয়েটা খানিকক্ষণ বকে চলল, কিন্তু জ্যাফ পুলিশের লোকটাকে লক্ষ্য করে বুঝল মেয়েটা বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না।

হঠাৎ পুলিশের লোকটি মেয়েটার দিকে ফিরে যেন চটে গিয়ে বকাবকি করতে আরম্ভ করল। কিন্তু কি বলছে তা বোধগম্য হল না।

এদিকে মেয়েটার ওপর কথাগুলোর অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হলো। সে কুঁকড়ে সরে গেল। পুলিশের লোকটা ওকে ধমকে চলল। অবশেষে ভীষণ তাড়া দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে চলে যেতে ইশারা করল।

আর একবার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েটা পথ ধরে এগিয়ে গেল। জ্যাফ একটা স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। দেখল পুলিশের লোকটা নোটবই বের করে বহুকষ্টে কি যেন লিখতে লাগল। নোট লেখা হলে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে চাইল।

জ্যাফ সবে ভাবছে পিছনের দরজা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পাশের বাড়ির বাগানের ভিতর দিয়ে ন্‌হানের কাছে পৌঁছবে কিনা। এমন সময় ওর বাড়ি সম্বন্ধে যেন নিরুৎসাহ হয়ে পুলিশের লোকটা ধীরে সুস্থে মেয়েটা যেদিকে গিয়েছিল অর্থাৎ ক্রাইসলারটার ঠিক উল্টোদিকে চলে গেল।

জ্যাফ হোল্ডঅল তুলে নিয়ে আলো নিবিয়ে অন্ধকার বাগানে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সদর দরজায় চাবি দিয়ে সন্তর্পণে গেটের কাছে গিয়ে রাস্তাটা দেখে নিল। পুলিশের লোকটা সাদা পোশাক পরে দূরে চলে যাচ্ছে আবছা দেখতে পেল। গেট খুলে নিঃশব্দে ক্রাইস্‌লারটার কাছে চলে গেল।

গাড়ির পাশে ন্‌হান আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর দু'জনে ভিতরে ঢুকে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

জ্যাফ বলল, তোমার কি মনে হয় যে ব্ল্যাকি কী আমাকে সাহায্য করবে? একথা বিশ্বাস করা যায়? ও আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে বলে মনে হয়?

ন্‌হান বলল, কি জানি, ওর বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

জ্যাফ বলল, একটা গুরুতর বিষয়ে তোমাকে সাবধান হতে হবে ন্‌হান। যেই খবরটা রটে যাবে, ব্ল্যাকির মনে পড়বে আজকের রাতটা তুমি আমার সঙ্গে কাটিয়েছিলে। সম্ভবতঃ ও তোমাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করবে। এমনও হতে পারে যে, পুলিশের লোকরাও তোমাকে প্রশ্ন করবে। তখন তুমি বলবে আমি তোমাকে গাড়ি করে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে ঘন্টা দুই তোমার সঙ্গে গল্প করেছিলাম। তারপর এগারোটা নাগাদ তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম।

কর্কশভাবে জ্যাফ ওকে বলল, ভগবানের দিব্যি ন্‌হান, ওরা যেন আবার তোমাকে ফুসলে আমার গোপন আস্তানাটা বের করে না নেয়। ন্‌হান কাঠ হয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে বললো, কাউকে বলব না। কখনো না। কেউ আমাকে দিয়ে সে কথা বলাতে পারবে না।

হ্যাঁ, আরেকটা কথা, হীরের কথাও কাউকে বলবে না, দাদা মশাইকেও না।

ন্‌হান বলল, ওকে বলার কোনো দরকার-ই হবে না যে। শীগগিরই আমাদের বিয়ে হবে। হংকং এ যখন পৌঁছব তার আগেই আমাদের বিয়ে হওয়া দরকার। তাই মনে হয় না, স্টীভ?

ন্‌হান বললো, ঘাঁটিতে নিশ্চয় সাইকেল আছে।

জ্যাফ পুলিশ ঘাঁটির কাছে গিয়ে দেখল বিধ্বস্ত বাড়িটার পিছনে লম্বা ঘাসের মধ্যে তিনটে সাইকেল পড়ে আছে। দুটোকে ঠেলে রাস্তার ওপর তুলে আনল। বলল, পারবে তো চালাতে, নাকি আমার সামনে বসিয়ে নেব?

ন্‌হান এগিয়ে ওসে ওর কাছ থেকে সাইকেল নিল, আমি ঠিক আছি।

জ্যাফ গাড়ির পিছনে থেকে হোল্ডঅলটাকে সংগ্রহ করে সাইকেলে চাপাল। তারপর ন্‌হানের সাইকেল চড়া দেখতে লাগল। প্রথম ছয় সাত গজ ল্যাগ-ব্যাগ করে এগোলেও তারপরেই সাইকেলটাকে বাগ মানিয়ে নিয়ে সোজা পথে চলতে লাগল।

জ্যাফ এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলল। দুজনে থুডোমটের রাস্তা ধরল।

যেতে যেতে জ্যাফ ভাবল, সকাল সাতটার মধ্যে গাড়ি না পেলে স্যাম ওর বাড়িতে যাবে তারপর যাবে থানায়। তবে স্যাম গাড়ি হারাবার খবর পাবার আগেই সম্ভবতঃ পুলিশের লোকেরা গাড়িটা খুঁজে পাবে। তারা দূতাবাসে খবর দেবে; দূতাবাস থেকে স্যামের খোঁজ করবে।

তারপর আরেকটা কথা মনে পড়াতে জ্যাফ উত্তেজিত হয়ে উঠল, মনকে বোঝাল যে যখন সবাই জানবে যে আমি ঐ গাড়িতে ছিলাম এবং গাড়িটা যখন পাওয়া যাবে ওরা ধরে নেবে যে ভিয়েৎমিনের লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে গেছে। ঐ কথা মনে হওয়াটাই সব চাইতে স্বাভাবিক।

দু'জন মার্কিনী ভ্রমণকারীর কথা মনে পড়তেই জ্যাফের মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ওরা গাড়ি করে আংকারের দিকে গিয়েছিল তারপর তাদের গাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তাদের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। ভিয়েৎমিনের কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন যে ওদের নিশ্চয় ভিয়েৎমিনের গেরিলা ধরে নিয়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে এদের কিছু করার নেই।

এর মানে এটাই হতে পারে যে ওর জন্যও খুব জোর তল্লাশী চালানো হবে না। হীরে পাবার পর এই প্রথম জ্যাফের মনটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে উঠল।

।। আট ।।

সদর দরজায় একটানা ঘন্টির আওয়াজ শুনে অ্যান ফায়ওয়া চমকে জেগে সটান খাটে উঠে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা বাজতে পঁচিশ মিনিট।

তারপর স্যামকে ডাকতে লাগল। স্যামও ঘন্টির আওয়াজ শুনতেই উঠে বসল।

অ্যান ফায়ওয়া খাটে নেমে ওর নগ্ন দেহে রেশমী কাপড় জড়াতে জড়াতে বলল, বাড়িশুদ্ধ সবাই জেগে যাবে। এসো আমার সঙ্গে।

ওয়েড বলল, চুলোয় যাক, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক। ততক্ষণে ঘর পেরিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অ্যান বসবার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়েড শার্ট পেন্টেলুন পরে দরজার কাছে গিয়ে শুনতে পেল একটা পুরুষ কণ্ঠ। তারপর অ্যান ফায়ওয়া কিছু বলল, তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

স্যাম পায়ে জুতো গলাচ্ছে এমন সময় শোবার ঘরের দরজা ঠেলে অ্যান ফায়ওয়া ঢুকল। রাগের চাপে ওর মুখটা এমনি শক্ত হয়ে উঠেছিল যে স্যাম কুঁকড়ে গেল। বলল, পুলিশ এসেছে। তোমাকে চায়, ভীষণ রেগে দরজা দেখিয়ে দিল অ্যান ফায়ওয়া, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ওর পাশ কাটিয়ে স্যাম বসবার ঘরে গিয়ে দেখল খুদে একটা লোক ঘরের মধ্যিখানে ঠিক যেন একজন অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

ওয়েড আসাতে লোকটা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলো, মিস্টার ওয়েড?

ওয়েড বলল, হ্যাঁ, তুমি কে? কি চাও?

আমি সিকিউরিটি পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর ভক-লিন। এলাম বলে মাফ করবেন। এমনিতে বিরক্ত করতাম না। কিন্তু ব্যাপারটা বড় জরুরী।

সিকিউরিটি পুলিশ শুনে স্যাম অবাক হয়ে গেল। খানিকটা ঘাবড়াল ও তারপর জোর গলায় [illegible], কোথা থেকে শুনলে যে আমি এখানে আছি?

ইন্সপেক্টর বলল, আমার একজন লোক কাল রাতে আপনাকে ঐ চীনে মহিলার সঙ্গে দেখেছিল। আগে আপনার বাড়িতে খোঁজ করে , তারপর এখানে এলাম।

স্যাম জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি চাও তুমি আমার কাছে?

আপনার গাড়ি চুরি গেছে। গাড়িটাকে ভাঙা অবস্থায় বিয়েন হোয়া পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

আমার গাড়ি? ভাঙা অবস্থায়? ভুল বলছ, গাড়ি চুরি যায় নি, একজন বন্ধুকে ধার দিয়েছিলাম। কোথায় আছে সেটা? আজ কোনো সময় গিয়ে উদ্ধার করে আনতে হবে। তারপর একটা কথা মনে পড়াতে জিজ্ঞাসা করল, কেউ আহত হয়েছে নাকি?

ইন্সপেক্টর বলল, কেউ গাড়িতে ছিল না, পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, শুনে রাগে ওয়েডের গা জ্বলে গেল। ভাবল গাড়ি ভেঙে পালিয়েছে। আমাকে একটু ফোন করে খবর দেবার ভদ্রতাটুকুও হল না। কাকে গাড়ি ধার দিয়েছিলেন মিস্টার ওয়েড?

ওয়েড বলল, স্টিভ জ্যাফকে গাড়ি দিয়েছিলাম। জ্যাফের ঠিকানাও দিয়ে দিল। পুলিশটা ঠিকানাটা তার নোট বইতে টুকে নিল। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য বড়ই দুঃখিত, পরে হয়তো আবার বিরক্ত করতে হবে। দূতাবাসে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?

ওয়েড বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই কিন্তু সাড়ে দশটার আগে নয়, আর এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমাকে জড়াবার চেষ্টা করো না। আমি শুধু গাড়ি দিয়েছিলাম। কারণ ওর নিজের গাড়ি বিগড়ে গিয়েছিল আর ওর এয়ারপোর্টে যাবার দরকার ছিল।

ইন্সপেকটর বলল, দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বিয়েন হোয়া রোডে। আপনি তো জানেনই সেটা হলো এয়ারপোর্টের উল্টোদিকে।

স্যাম বলল, যা বলেছিল তাই বললাম। ওর সঙ্গে কেউ নাকি ছিল।

স্যাম ওয়েডকে বলল, আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, এই বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে আসতেই স্যাম ওয়েড হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শোবার ঘরের দিকে ফিরে দেখল অ্যান ফায়ওয়া দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, তুমি আমার বাড়িতে পুলিশ ঢুকিয়েছ। আর কখনো এখানে এসো না।

ওয়েড শোবার ঘর থেকে কোটটা নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল। হেঁটে যখন বাড়ি পৌছল তখন দেখল অ্যান ফায়ওয়া কোন্ ফাঁকে সমস্ত টাকাকড়ি সুদ্ধ মানিব্যাগটা সরিয়েছে।

।। নয় ।।

ইন্সপেক্টর ভক-লিন জ্যাফের বাড়িতে গেল। জ্যাফকে পাবে আশা করেনি, ভাঙা ক্রাইস্‌লারের চালকের কি হয়েছে সে বিষয়ে ওর মনে একটা ধারণা আগেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তবু একেবারে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

জ্যাফ আর ন্‌হান সাইকেল চড়ে বিদায় হবার পনোরো মিনিট বাদে পুলিশ ঘাঁটির উপর হামলার খবর পাওয়া যায়।

দু'জন পুলিশ রাস্তায় টহল দিচ্ছিল, দূর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে তারা যত তাড়াতাড়ি পারে অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছিল, টেলিফোনটা ভালো কাজ করছিল তাই কুড়ি মিনিটের মধ্যে ইন্সপেক্টর ভক-লিনের তত্ত্বাবধানে একদল সিকিউরিটি পুলিশ এসে উপস্থিত হলো।

এতাবৎ ক্রাইস্‌লারটার উপস্থিতির কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি ইন্সপেক্টর। এতক্ষণে যখন জানা গেল ওয়েড জ্যাফকে গাড়ি দিয়েছিল তখন ভক-লিনের মনে কোনোই সন্দেহ রইল না যে জ্যাফ হয় মারা গেছে, নয়তো ওকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।

সদরের ঘন্টি টিপে কোনো উত্তর না পেয়ে একটুও আশ্চর্য না হয়ে সবে ফিরে যাচ্ছিল এমন সময় দেখতে পেল ভং হাম বাড়িটার পাশ দিয়ে ঘুরে রান্নাবাড়ির থেকে এদিকে আসছে।

ভং হামের সব কথা শুনে কিছু বুঝল না বলে ব্যাপারটাকে আরো রহস্যজনক মনে হলো। শেষে জিজ্ঞাসা করল, আর মিঃ জ্যাফ? উনি কি বাইরে গিয়েছিলেন।

ভং হাম বলল, উনি গাড়ি নিয়ে ছ'টার সময় বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

যা কিছু শোনা গেল মনের মধ্যে সেগুলো নেড়েচেড়েও ইন্সপেকটর তার কোনো মানে বুঝল না।

শেষটা জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে বাড়ির চাবি আছে? ভং হাম চাবি দিয়ে দিল।

হাতের চাবি নিয়ে ইন্সপেকটর ভাবতে লাগল এবার কি কর্তব্য। একজন মার্কিনীর ভাড়া নেওয়া বাড়িতে ঢোকা একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা। কিন্তু যে সব কথা এক্ষুণি শুনল তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হলো যে এ ক্ষেত্রে বাড়িতে ঢুকে বেয়ারাটা আছে কি নেই, সেটুকু দেখাই উচিত কাজ।

ভং হামকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলে ইন্সপেক্টর চাবি দিয়ে খুলে রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর বসবার ঘরে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে দেখল। সব কিছু সেখানে পরিপাটি করে গুছানো। খালি নিচে একটা ভাঙা গেলাস পড়ে আছে আর মেঝের খানিকটা জায়গা ভিজা হুইস্কি পড়েছিল হয়তো।

হলে ঢুকে সদর দরজা খুলে ভং হামকে ইশারা করতেই সে খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে এলো।

ইন্সপেকটর জিজ্ঞাসা করল, এর আগে কখনো এখানে এসেছ?

ভং হাম জানাল যে সে আসবাব সরাতে হাউমকে সাহায্য করবার জন্য দুবার এসেছিল। আচ্ছা ঘরে ঢুকে বলো দেখি অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাও কিনা।

ভং হাম বসবার ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ছবিটা দেখিয়ে সে জানাল আগে কখনো ওটাকে দেখিনি ইন্সপেক্টর ছবিটাকে নজর করে দেখল একটুও পছন্দ হল না। এবার বোঝা গেল হাউম কেন হাতুড়ি আর সিঁড়ি এনেছিল। এই ছোট সমস্যার সমাধান করে খানাতল্লাশী শুরু করল। রান্নাঘরের আর বসবার ঘরের আলমারি খুলে কৌতূহলজনক কিছুই পেল না। তারপর ভং হামকে হল ঘরে বসিয়ে রেখে সে ওপর তলায় গেল।

স্নানের ঘরে একবার দেখে নিয়ে তারপর জ্যাকের শোবার ঘরের কাছে গেল। দরজায় চাবি দেওয়া। দরজায় টোকা দিয়ে কিছু শুনতে পেল না। তখন পকেট থেকে তালা খোলার খুদে একটা যন্ত্র বের করে শোবার ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল।

তারপর ঘরে ঢুকল প্রকাণ্ড কাপড় রাখার আলমারিটার দিকে চেয়ে ইন্সপেকটরের সজাগ দৃষ্টি ঈষৎ কম্পিত হলো।

দরজা টেনে দেখল বন্ধ। তখন সেই যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলল।

অন্ততঃ আধ ঘন্টা পর ইন্সপেকটর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। ভং হামকে বলল, আমি আবার আসব। এর মধ্যে কেউ যেন বাড়িতে না ঢোকে। তার মানে তুমিও ঢুকবে না। তারপর ইশারা করে ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে পিছন পিছন নিজেও বেরিয়ে পিছনের দরজায় চাবি দিল। তারপর উর্দি পরা চালককে বললো তুমি এখানে থাকবে। দেখবে কেউ যেন ভিতরে না ঢোকে। কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায় যদি না তাদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দিতে হয়। দু'তিন ঘন্টা পরে হলেও আমি আবার আসব। এই বলে ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

।। দশ ।।

কর্নেল অন-দিন-খুক সিকিউরিটি পুলিশের অধিকর্তা, একটা প্রচুর কারু কার্যকরা উচুঁ চেয়ারে বসে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে মৃদু নিশ্বাস নিচ্ছেলেন।

ছয় বছর ধরে লৌহ মুষ্টিতে সিকিউরিটি পুলিশের হাল ধরেছিলেন। তবে কয়েকজন ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদ তাঁকে বিদায় করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং তিনি সেটা জানতেন।

এই সোমবার সকালে একজন ভীতত্রস্ত চাকর তাঁকে আফিং-এর ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। ভক্‌লিন তাকে একাজে বাধ্য করেছিল।

কর্নেল খুক মনে মনে বলেছিলেন ভক্‌লিন যদি অতিশয় জরুরী ছাড়া আর কোন কাজে এসে থাকে তাহলে তাকে আমরণ অনুতাপ করতে হবে।

রেশমী বিছানা থেকে উঠে নিঃশব্দে খালি পায়ে তাঁর পড়ার ঘরে এসে ঢুকলেন. ইন্সপেকটর

যেখানে অপেক্ষা করছিল।

কর্নেল নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

ইন্সপেকটর ঘটনাটি সংক্ষেপে বলল। কর্নেল খুক কোনো বাধা না দিয়ে আগাগোড়া শুনলেন। ইন্‌সপেক্টর থামার পরেও কর্নেল খুক ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন, অবশ্য ওকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মস্তিষ্ক তখন নতুন পাওয়া তথ্য নিয়ে অতি ব্যস্ত ছিল। এটি হল এমন একটা বিষয় যা নিয়ে খুব সাবধানে খুব সযত্নে অনুসন্ধান করা দরকার। এমন কাজ করার নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ ছিল। কর্নেল স্থির করলেন হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং মার্কিনী দূতাবাস কিছু জানবার আগেই ঐ কারণটি আবিষ্কার করতে হবে।

জানতে চাইলেন, হাউমের সম্বন্ধে কি জানা গেছে? ইন্সপেক্টর বলল, সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে চলে এসেছি স্যার ওর রেকর্ড কার্ড দেখবার সময় পাইনি।

কর্নেল তার ডেস্কে রাখা একটা ঘন্টি টিপলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে তাঁর সেক্রেটারী লাম-থান ঘরে এলো।

ছোটখাটো মানুষটা একটু খুঁড়িয়ে চলে। লোকে বলত এমন কোন মন্দ জঘন্য বা নোংরা কাজ নেই যা ও কর্নেলের জন্য করতে প্রস্তুত ছিল না। এমনকি ঘুষের ব্যবস্থাও ওই করত যার জোরে কর্নেল এত ধনী হয়ে উঠেছিলেন।

কর্নেল লাম-থানকে বললেন, স্টীভ জ্যাফ সম্বন্ধে যত তথ্য তোমাদের জানা আছে সব চাই। লোকটা আমেরিকান শিপিং ইনসিয়োরেন্সে কাজ করে। ওর বেয়ারা হাউম, রাঁধুনে ভংহাম, হাউমের প্রণয়িনী মাই লাং এদের সকলের বিষয়ে জানতে চাই। তারপর ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বললেন, এখানে অপেক্ষা করো।

কর্নেলের পিছন পিছন লাম-থানও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কুড়ি মিনিট পর কর্নেল খুক ফিরে এলেন। ঘড়িতে তখন ছয়টা বেজে পাঁচ মিনিট। ইন্সপেক্টর ভক লিন, কর্নেল খুক ও লাম থান তিনজনে পিউজিনো গাড়ি করে আমেরিকানটির বাড়িতে গেল।

খুক বললেন, হাউমের বিষয়ে কি জানা গেছে?

লাম-থান বলল, ভালো নাগরিক, রাজনীতি পড়ছিল। বর্তমান সরকারের সমর্থক। কখনো টাকা ধার করত না। ওর বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়নি।

ওর কি সমরতির অভ্যাস ছিল? মোটেই না। ওর বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়া যায় নি।

রাঁধুনেটা বেজায় বুড়ো। গত কুড়ি বছরের মধ্যে রাজনীতির ধারে কাছে যায়নি। ফরাসী আমলে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে রাঁধত। ফরাসী প্রীতি আছে বলে কেউ কেউ সন্দেহ করে তবে বেশি কিছু ওর বিরুদ্ধে জানা যায় নি।

আর মেয়েটার রাজনৈতিক কিছু নেই। তবে গুজব শোনা যায়, ওর বাপের নাকি ওর সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ ছিল। লোকটা একেবারে গোল্লায় গেছে।

কর্নেল বললেন, এবার আমেরিকানটির কথা বলো।

লাম-থান বলল, হুবহু মামুলী আমেরিকানদের মতো। বড্ড বেশী মদ খায়, মেয়ে মানুষদের পেছনে ছোটে। রাজনীতি শিক্ষা একদম নেই। ওর বিয়ে ভেঙে গেছে। টাকাকড়ির টানাটানি। যৌনক্ষুধা নিবৃত্তি করবার জন্যে প্যারাডাইস ক্লাবে যায়।

কর্নেল মনে মনে প্রশ্ন করলেন, তাহলে ছোকরাটাকে মারা কেন? তার কি কারণ থাকতে পারে?

এরপর কয়েক মিনিট বাদে ওরা জ্যাফের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল।

লম্বা রাস্তাটায় জনপ্রাণী ছিল না, চকিতে একবার ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির সামনের পথটুকু পার হলেন কর্নেল। পিছন পিছন এলো লাম-থান আর ইন্সপেক্টর।

কর্নেলকে দেখেই গাড়ির চালক সামরিক কায়দায় খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, ভয়ের চোটে চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল, কেউ এসেছিল নাকি?

ড্রাইভার বলল, একজন মেয়ে এসেছিল। তার নাম মাই-লাং। বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চাইছিল। কারণ, ও বলছিল ওর বাগদানকারীর কিছু হয়েছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে বাড়ির মধ্যেই আছে। তাই বুড়োটাকে আর ওকে বুড়োর শোবার ঘরে চাবি-বন্ধ করে রেখেছি।

এরপর ইন্সপেক্টর পিছনের দরজার চাবি খুলে পথ দেখিয়ে ওদের বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

কর্নেল আর লাম-থান ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলেন সঙ্গে সঙ্গে লাম-থান যেখানে মেঝের ওপর ভাঙা মদের গেলাস পড়েছিল, সেখানে গিয়ে নজর করে দেখতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বলল, সম্ভবতঃ মদ খাচ্ছিল। সেই সময় এমন কিছু ঘটেছিল যাতে ও চমকে উঠেছিল, হাত থেকে গেলাস পড়ে গিয়েছিল।

এরপর ছবিটার দিকে কর্নেলের নজর গেল। ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কি কোনো বিশেষ বান্ধবী ছিল?

ইন্সপেক্টর বলল, তা জানি না, তবে খবর নিচ্ছি।

তাই কর। খবরটার গুরুত্ব থাকতে পারে।

ইঁদুরের গন্ধ পেলে বেড়াল যেমন ঘোরে, লাম-থানও ঘরময় সেইভাবে ঘুরছিল।

হঠাৎ বলল, এখানে অনেক প্লাস্টারের গুঁড়ো রয়েছে। এরপর লাম-থান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকে তাকাল, তারপর ইন্সপেক্টরকে বলল, এ-ঘর থেকে তুমি চলে গেলে বাধিত হব। ওর তিক্ত কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ শোনাল।

ইন্সপেক্টর আড়ষ্ট হয়ে উঠে কর্নেল খুকের দিকে তাকাল। খুক ইশারা করে ওকে চলে যেতে বললেন। ইন্সপেক্টর ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এরপর লাম-থান একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ছবিটা নামাল। আর তখনি গর্তটা ওদের নজরে এলো। লাম-থান গর্তে হাত ঢোকাল, কিন্তু কিছুই পেল না।

কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন, কি ছিল ওতে?

লাম-থান বলল, এখানে এক চীনে মহিলা থাকত, তার নাম মাইচাং। এক সময় সে জেনারেল ভুয়েন-ভ্যান-থোর রক্ষিতা ছিল।

কর্নেল বলল, তার মানে তুমি কি বলতে চাও সেই হীরেগুলো এখানে লুকানো ছিল?

লাম-থান ওর দিকে চেয়ে হাসল, তাই মনে হয় না কি কর্নেল?

কর্নেল খুক অনেকক্ষণ তাঁর সেক্রেটারির দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ঐজন্য তাহলে ছোকরটাকে মেরেছিল, আমি হলেও তাই করতাম।

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতার পর লাম-থান বলল, এখন খুঁজে বের করতে হবে আমেরিকানটাকে ওরা সত্যি ধরে নিয়ে গেছে নাকি, না ও কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে হীরে সুদ্ধ।

যদি হীরে নিয়ে কোথাও গুম হয়ে থাকে, ওকে খুঁজে বের করে হীরেগুলো দিয়ে দিতে রাজী করাতে হবে। শুনেছি ওগুলোর দাম কুড়ি লক্ষ মার্কিনী ডলার। ঐ নিয়ে সুখে অবসর গ্রহণ করা যায়। কয়েকটা মুখ অবশ্য বন্ধ করতে হবে। যেমন — রাঁধুনেটার, ঐ মেয়েটার আমেরিকানটার আর ইন্সপেক্টরের।

এরপর লাম-থান ছবিটাকে আবার টাঙিয়ে চেয়ারটাকে যথাস্থানে রেখে দরজা খুলে ইন্সপেক্টরকে ইশারায় ডাকল।

।। এগার ।।

ভোর ছটায় থুডোমট সাইগন বাস ঝড়-ঝড় করতে করতে রাজপথ ধরে সাইগনের দিকে চলেছিল। কালো পোষাকপরা চাষীরা টিনের মধ্যে সার্ডিন মাছের মত ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। তাদের মাঝখানে চেপ্টে বসে নৃহান গাড়ির ঝাঁকানি খাচ্ছে।

এত কষ্ট কিন্তু সে প্রায় টেরই পাচ্ছিল না, রাতের ঘটনার কথা মনে করে ওর মনটা আর ক্ষীণ দেহটি তখনো ভয়ে জমে ছিল।

দাদামশায়ের বাড়ি পৌঁছে প্রাণটা জমিয়ে ছিল। তিনি খুব ভালো ব্যবহার করলেন, স্টীভের কথা শুনেও তিনি সেই ছেলেবেলার মত আদর করলেন।

তারপর স্টীভ ঘরে এসে দাদামশায়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, ন্‌হান পাশের ঘর থেকে ওদের নিচু একটানা স্বর শুনতে পাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ বাদে দাদামশাই এসে বলেছিলেন, উনি স্টীভকে আশ্রয় দেবেন, ওর দুশ্চিন্তার করবার কিছু নেই।

স্টীভ বলেছিল, ওকে যত তাড়াতাড়ি পারে সাইগনে ফিরে যেতে হবে। সকাল ছ'টায় একটা বাস আছে আর এক ঘণ্টা বাদে। ওটাকে ধরতে হবে। মাকে কিম্বা মামাকে কিম্বা তিন ভাইকে যেন কোন কারণেও না বলে ও কোথায় গিয়েছিল। ন্‌হান দেয়ালে ঠেস দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। যতক্ষণ স্টীভ কথা বলছিল ওর দিকে তাকিয়েছিল।

স্টীভ বলল, শুধু এটুকু বলবে আমরা নদীর ধারে গিয়েছিলাম, গল্প করেছিলাম। এগারোটার সময় তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর গাড়ি করে চলে গিয়েছিলাম, সেই অবধি তুমি আর আমাকে দেখনি।

ন্‌হান বললো রাত এগারোটা থেকে ও বিছানায় শুয়েছিল একথা মামা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।

স্টীভ বলল, বাস ছাড়তে এখনো এক ঘণ্টা বাকী। আশা করি বিকেলের বাস ধরে আসতে পারবে। সঙ্গে খবরের কাগজ আনতে ভুলো না।

তুমি আসার আগেই হয়তো আমি ঠিক করে ফেলব কি করা যায়। ব্ল্যাকিলীর বিষয় সাবধান হয়ো। ও নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে। ওকে বিশ্বাস করা যায় কিনা সেটা স্থির করতে হবে। তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু কক্ষনো বলবে না আমি কোথায় আছি।

সবে আকাশে আলো ফুটছে। বাস ছাড়তে দশ মিনিট বাকি, স্টীভ ফিরে এসে জানিয়েছিল সাইকেল দুটোকে ও নদীতে ফেলে দিয়ে এসেছে।

সাইগন সেন্ট্রাল মার্কেটের কাছে যখন বাস এলো, স্টীভের কাছ থেকে বিদায় নেবার কথা ভাবছিল ন্‌হান। হঠাৎ কেমন স্নেহশীল হয়ে উঠেছিল স্টীভ, কিন্তু তাতে ন্‌হানের ভয় কমেনি। ও কাছে থাকলে ন্‌হানের মনে হতো ও সব কিছু করতে পারে। কিন্তু একা একা এই প্রতারণা চালাবার কথা ভেবে ওর মন হতাশায় ভরে যাচ্ছিল।

কর্নেল খুক ইন্সপেক্টরকে বলছিলেন, তাঁর ধারণা স্টীভ জ্যাফকে ভিয়েটমিন ধরে নিয়ে যায়নি। এতাবৎ অজানা কারণে জ্যাফ তার চাকরকে খুন করেছে। এটা একটা নির্ধারিত তথ্য। ইন্সপেক্টরকে অনুসন্ধান চালাতে হবে। কর্নেলকে প্রমাণ এনে দিতে হবে যে হয় জ্যাফকে ধরে নিয়ে গেছে, নয়তো সে লুকিয়ে আছে। যদি কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তার লুকোবার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজে পেলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করার কোনো চেষ্টা করা হবে না। শুধু কর্নেলকে জানিয়ে দিতে হবে জায়গাটা কোথায়। কি করতে হবে না হবে তিনি নিজেই স্থির করবেন।

ভংহাম আর মাই-লাংকে সিকিউরিটি পুলিশের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হবে। যতক্ষণ না কর্নেল ওদের ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ততক্ষণ কারো সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হবে না, আলাদা রাখা হবে।

কর্নেল প্রেসিডেন্টের কাছে বিবৃতি দেবেন যে আমেরিকানটি অপহৃত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্ট সে কথা মার্কিনী রাষ্ট্রদূতকে জানাবেন। এই শোচনীয় ঘটনাটি গোপন রাখতে হবে। এতে দেশের মঙ্গল হবে।

তারপর একটু থেমে কর্নেল আরো বলল, ছোকরার মৃতদেহটা যেন বিধ্বস্ত পুলিশ ঘাঁটির কাছে পাওয়া যায়। তাহলে সকলে ধরে নেবে যখন গেরিলারা ওদের আক্রমণ করে তখন ও আমেরিকানটির সঙ্গে ছিল। তাকে ধরে নিয়ে গেছে, একে মেরে ফেলেছে, কথাটা বুঝলে?

ইন্সপেক্টর অবিচলিত কণ্ঠে বলল, বুঝেছি স্যার, ওরা চলে যাবার পর ইন্সপেক্টর চিন্তিত মুখে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর ছবিটার ওপর চোখ পড়াতে চেয়ার টেনে নিয়ে ছবিটা তুলল। তারপর কিছুক্ষণ দেয়ালের গর্তটার দিকে তাকিয়ে থেকে ছবিটা আবার যথাস্থানে ঝুলিয়ে

দিল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকল।

এদিকে শহরের ধারে প্রায় আসবাব শূন্য ছোট একটা ঘরে ন্‌হান, তার মা আর মামাকে আরেকবার বুঝিয়ে বলল যে পুলিশ যদি এসে গতরাত্রে ন্‌হানের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে কি বলতে হবে।

ধীরে ধীরে বলল, পুলিশ এলে তাদের বলতে হবে আমি এগারোটার সময় ফিরে শুয়ে পড়েছিলাম। এই রকম বলার খুব দরকার আছে।

মামা একগুঁয়ের মতো বলল, আমি পুলিশকে সত্যি কথা বলব, তাহলে তোমার গণ্ডগোলে আমি জড়িয়ে পড়ব না। তোমার মাকেও সত্যি কথাটাই বলতে হবে।

হতাশ হয়ে ন্‌হান বলল, আমার কথামত যদি তোমরা কাজ না করো তাহলে আমার চাকরি যাবে, আমি জেলে যাব। হপ্তার শেষে ঘরে টাকা আসবে না, মাকে আবার ফুল বিক্রি করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ন্‌হানের মা এবং মামা তার কথাই মেনে নিল।

সকাল সোয়া আটটার সময় লাম-থান, কর্নেল অন-দিন-খুক একটা টাইপ করা প্রশ্নোত্তরের তালিকা দেখছিলেন। হেডকোয়ার্টারে ফেরার পর কাজ অনেক এগিয়েছিল। ভংহাম আর মাই-লাংকে জেরা করা হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ কর্নেলের পরামর্শমতো সব কাজ ঠিক ঠিক করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পুলিশের তিনজন অফিসার অকুস্থলে গিয়ে ফটো তুলতে ক্রাইস্লার গাড়িটা পরীক্ষা করতে এবং ভিয়েৎনামী পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ব্যস্ত ছিল।

লাম-থানের প্রশ্নের ভংহাম কি উত্তর দিয়েছিল কর্নেল তাই দেখছিলেন। শেষে কাগজটা নামিয়ে রেখে বললেন, এতো বিশেষ কিছুই দেখছি না। তবে যে মেয়েটির কথা বলেছে তার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে। ভক্‌লিনাকে এই ক্লাবটাতে খবর নিতে বলো। তারা হয়তো মেয়েটার নাম জানে।

মেয়েটার রিপোর্টেও তেমন কিছু নেই। দুঃখের বিষয় ওর ধারণা বেয়ারাটা এখনো ঐ বাড়িতেই আছে। তবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ওরা একটা ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে। আমেরিকান পুলিশ যদি ওদের জেরা করবার সুযোগ পায়, পরিস্থিতিটা বেশ জটিল হয়ে উঠতে পারে।

এই অসুবিধার কথা লাম-থান আগেই ভেবে রেখেছিল। সে বলল, বুড়োটার কোনো আত্মীয় স্বজন নেই। ও কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে কোনো গোলমাল হবে না। মেয়েটার বাবা-মা আছে তবে বুদ্ধি করে ব্যবস্থা করলে ওকে সরালেও কোনো গণ্ডগোল হবে না।

কর্নেল বললেন, ওসব তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম, যা হয় বন্দোবস্ত করো। কোনো ঝামেলার সৃষ্টি না হলেই দেশের মঙ্গল।

এগারোটার একটু পরে ইন্সপেক্টর ভক্‌-লিন প্যারাডাইস ক্লাবে গিয়ে পৌঁছল।

ইড-লান ওকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই একটা সুইচ টিপল, অমনি ব্ল্যাকির ঘরে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। ইন্সপেক্টর এসে দেখল সে সকালের কাগজ পড়ছে। ব্ল্যাকি উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

এরপর ইন্সপেক্টর চা খেতে-খেতে চায়ের গুণের তারিফ করবার পর ব্ল্যাকিকে বলল, মিঃ জ্যাক বলে কোনো আমেরিকান ভদ্রলোককে চেনেন?

ব্ল্যাকি এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবু বলল, চিনি বৈকি। প্রায়ই এখানে আসেন।

কাল রাতে এসেছিলেন?

মনে হচ্ছে নটা নাগাদ এসেছিলেন, ঠিক সময়টা লক্ষ্য করিনি।

একটু থেমে ব্ল্যাকি জিজ্ঞাসা করল, ওঁর কিছু হয়েছে নাকি? তাহলে আমি সত্যি দুঃখিত।

ভিয়েৎমিন দস্যুরা ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে। দেখবেন কালকের কাগজে বেরিয়েছে।

ব্ল্যাকি তাজ্জব বনে গিয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে চেয়ে রইল। আর পাখি পড়ার মত বলল, ভিয়েৎমিন দস্যুরা ধরে নিয়ে গেছে? কোথায় ঘটল এমন ঘটনা?

ইন্সপেক্টর বলল, কালকের কাগজেই সব পাবেন। এই আমেরিকানটি সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। ওঁর চাকরের কাছ থেকে জানা গেছে এখানে যে মহিলার সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন অর্থাৎ ওঁর একজন বিশেষ কাউকে পছন্দ ছিল তার নাম জানতে চাই।

ব্ল্যাকি বলল, উনি এখানে আসতেন, যেদিন যাকে পছন্দ হতো টাকা দিয়ে তার সঙ্গে নাচতেন, বিশেষ করে কারো সঙ্গে মিশতেন বলে তো জানি না। পারলে আপনাদের অবশ্যই সাহায্য করতাম।

ইন্সপেক্টর উঠে পড়ে বলল, আপনি ঠিক বলছেন তো মেয়েটাকে চেনেন না? যদি পরে প্রকাশ পায় আপনি চেনেন অথচ সে কথা জেনে শুনে গোপন করেছেন তাহলে খুব বিপদে পড়বেন। এই ক্লাব বন্ধ করে দেওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

ব্ল্যাকির মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে যে-সব মেয়েরা ক্লাবে কাজ করত, তাদের মধ্যে কেউ নৃহানের নাম প্রকাশ করবে না। যে কজন আমেরিকান ঐ ক্লাবে আসত, তারা হয়ত জ্যাফের সঙ্গে নৃহানকে দেখেছে কিন্তু ওর নাম নিশ্চয়ই জানে না। ইন্সপেক্টরের ধাপ্পা অগ্রাহ্য করার কোনো বিপদ আছে এমন মনে হলো না।

অম্লানবদনে বলল, বেশ আপনার যদি সুবিধা হয়, আমি কিছু খোঁজখবর নেব। আমার চেনাজানা কেউ হয়তো সাহায্য করতে পারে। নামটা পেলে আপনাকে ফোন করব।

ইন্সপেক্টর চলে যেতে ব্ল্যাকি নৃহানের বাড়ি গেল। তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে।

ব্ল্যাকি দরজায় টোকা দিতেই নৃহান দরজা খুলল। ব্ল্যাকি দেখেই বুঝল ও খুব কান্নাকাটি করেছে আর কেমন যেন ভীতত্রস্ত হয়ে আছে।

ব্ল্যাকি ঘরে ঢুকে বলল, সকালে পুলিশ এসেছিল, ঐ আমেরিকানটির বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছিল। যে মেয়েটি আমেরিকানটির বাড়িতে যায় তার নাম জানতে চাইছিল। ওরা বলছে দস্যুরা নাকি ওকে ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু এ-আমি বিশ্বাস করি না।

নৃহান চুপ করে রইল, কোন কথা বলল না।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ব্ল্যাকি জিজ্ঞাসা করল, কাল ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

নৃহান বলল, গাড়ি করে নদীর ধারে এগারোটা অবধি গল্প করলাম, তারপর ও আমকে বাড়ি পৌঁছে দিল, আমি শুয়ে পড়লাম।

উনি এখন কোথায়? অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নৃহান বলল, আমি জানি না।

ব্ল্যাকি বলল, পুলিশ ওঁকে খুঁজছে, তোমার নাম না বলায় আমাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে গেছে। পুলিশ যদি বুঝতে পারে তুমি মিথ্যা কথা বলছ তাহলে ওরা তোমাকে সত্যি কথা বলবার ব্যবস্থা করবে। খুব সাহসী লোকেরাও শেষ পর্যন্ত ওদের কাছে সব কিছু বলে ফেলে, তুমি কি খুব সাহসী নৃহান?

নৃহান শিউরে উঠে বলল, ওদের কাছে আমার নাম বলো না, লক্ষ্মীটি।

তুমি জান উনি কোথায়? একটু ইতস্তত করে নৃহান বলল, না আমি জানি না, কিন্তু ওর গলার স্বরে প্রত্যয়ের এতই অভাব যে ব্ল্যাকির ওর জন্য দুঃখ হল।

ব্ল্যাকি বলল, কাল রাতে উনি আমার কাছে গিয়েছিলেন জাল পাসপোর্টের জন্য। ওঁর নিজের জন্য সেটা না বললেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আর তাতেই বুঝলাম উনি এদেশ থেকে চলে যেতে চান, কারণ কোনো গণ্ডগোলে পড়েছেন। ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে বলে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস উনি কোথাও লুকিয়ে আছেন। সাহায্য না পেলে শেষপর্যন্ত নিশ্চয়ই ধরা পড়বেন। হয়তো আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কিন্তু তার আগে জানা দরকার গণ্ডগোলটা কি আর উনি আমার সাহায্যের জন্য কত টাকা খরচ করবেন। গুরুতর কিছু হলে খরচটাও বেশি লাগবে। হয়তো উনি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাই যদি করেন তাহলে ওঁকে বলবে কি আমি সাহায্য করতে উদগ্রীব?

নৃহান একটি কথা না বললেও ব্ল্যাকি ওর চোখ দেখে বুঝল যে ও সব বুঝেছে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার মতে তোমার ক'দিন ক্লাবে আসাটা বুদ্ধির কাজ হবে না। টাকার দরকার হলে আমি খুশী হয়েই দেব। আর স্টীভের সঙ্গে দেখা হলে আমি যা যা বললাম তাঁকে বলতে ভুলো না।

এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় গেল। তারপর একটা পুশ পুশ ডেকে ছোকরাকে বলল, ওকে ক্লাবে নিয়ে যেতে।

চারপাশে চাষীরা মুগ্ধ হয়ে তা দেখতে লাগল।

ল্যাক্কার কারখানায় বাস থামতেই ন্‌হান নেমে পড়ল। ছোকরা ওর পিছন পিছন এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখল ন্‌হান একটা ছোট কাঠের বাড়িতে ঢুকল।

ন্‌হান দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে জ্যাফের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অধীরভাবে ওকে চুমো খেয়ে জ্যাফ ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে শিরোনামগুলো দেখতে লাগল। সেখানে কিছু না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

জ্যাফের হাত ধরে ন্‌হান বললো, বড় ভাবনা হচ্ছে। ব্ল্যাকির কাছে পুলিশের লোক গিয়েছিল। ন্‌হান ওকে ওদের বাড়িতে ব্ল্যাকিলীর আসার কথা এবং সে কি বলেছে না বলেছে সব বলল। শুনতে শুনতে জ্যাফের মুখ কঠিন হয়ে উঠল, চোখে অস্বস্তি ফুটে উঠল।

ন্‌হান বলল, ব্ল্যাকিকে বিশ্বাস করতেই হবে। নইলে আর কাউকে চিনি না, যাকে বিশ্বাস করা যায়। ওর সঙ্গেই কারবার করতে হবে। একটা কোথাও দেখা হওয়া দরকার। একটু ভেবে ন্‌হান বলল, কাছেই একটা পুরনো মন্দির আছে। এখন ওটা ব্যবহার হয় না। ওখানে দেখা করতে পার। মন্দিরটা ঠিক কোথায় ন্‌হান বুঝিয়ে দিল।

জ্যাফ বলল, খুব ভালো। আজ রাত একটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো ঐ মন্দিরে। জ্যাফ চোখ নামিয়ে ন্‌হানের দিকে তাকাল, হঠাৎ বুঝতে পারল ও বেশি সুন্দরী। ওর সঙ্গে এখনি মিলিত হবার প্রবল বাসনা জাগল।

কাপড় ছাড়িয়ে জ্যাফ ওকে তুলে নিল। অমনি ওর উরুতে একটা শক্ত দাগড়া মত জায়গায় হাত পড়ল। সোনালী দেহে দগদগে আঘাতের চিহ্ন দেখে ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সেই অন্ধ ক্রুদ্ধ মুহূর্তে জ্যাফ হঠাৎ উপলব্ধি করল এই মেয়েটিকে ও ভালবাসে।

প্রচণ্ড কর্কশ স্বরে জ্যাফ জানতে চাইল কে এমন করেছে। ন্‌হান লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

জ্যাফ জানালা দিয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে ন্‌হানের কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। একবার টের পেলনা যে সিগারেটটা ফেলার সময় ইয়োইয়ো ওকে দেখতে পেয়েছে।

একটু পরে কান্না থামিয়ে ন্‌হান ওকে আঁকড়ে ধরে বলল, মামা মেরেছে।

আরো বলল, ওটা ওঁর কর্তব্য। তখন ওঁর মনে হবে উনি স্বচ্ছন্দে পুলিশের কাছে মিছে কথা বলতে পারবেন। এইতো ভালো।

জ্যাফের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণে জ্যাফ বুঝতে পারল ন্‌হানও একটা আবেগ উদ্বেগে ভরা মানুষ। জ্যাফের বড় লজ্জা হল।

সেই মুহূর্তেই জ্যাফ মনে মনে ঠিক করে ফেলল যত শীঘ্র সম্ভব ন্‌হানকে বিয়ে করে ও হং কং নিয়ে যাবে।

ইয়ো ইয়ো যখন ন্‌হানকে ও বাড়ি ছেড়ে বাস-স্টপের দিকে রওনা দিতে দেখল তখন প্রায় সাতটা বাজে।

ও তখুনি উঠে ওর পিছন পিছন গড়িমসি করে চলল।

ওর খানিকটা কৌতূহলও হয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে থাকার সময় মনে হয়েছিল ব্ল্যাকি লী কেন নিজের ক্লাবের একজন মেয়ের পিছনে চর লাগিয়েছিল। জানালায় যে আমেরিকানটাকে দেখেছিল সে কে?

সাইগনের দিকে ঝড়-ঝড় করতে করতে বাস চলেছিল আর ইয়ো-ইয়োর মনে হচ্ছিল এ প্রশ্নগুলোর জবাব দরকার।

সেন্ট্রাল মার্কেটে ন্‌হান বাস থেকে নেমে একটা পুশ পুশ নিয়ে ক্লাবে গেল। ইয়ো ইয়োও ওর পিছন পিছন গেল। ও তাজ্জব বনে গিয়েছিল।

ন্‌হান নাচঘরে ঢুকে দেখল ব্ল্যাকিলী নাচের ব্যান্ডের কর্তার সঙ্গে কথা বলছে। ন্‌হানকে দেখতে পেয়ে ব্ল্যাকি ওর কাছে এসে বলল, তোমাকে না আসতে বারণ করেছিলাম? চলে যাও।

ন্‌হান বলল, মিঃ জ্যাক সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা আছে। ওর গলার স্বরের দৃঢ়তা শুনে ব্ল্যাকি অবাক। সঙ্গে সঙ্গে ওর কৌতূহল হল। ও ন্‌হানকে ডেকে নিয়ে অফিস ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ

করে দিল। তারপর বলল, বলো কি ব্যাপার?

ন্‌হানও সন্তর্পণে বসে পড়ল। তখনো তার মন আনন্দে পূর্ণ। কারণ এবার সে নিশ্চিত হয়েছে জ্যাফ ওকে ভালবাসে, ওদের বিয়ে হবে।

ন্‌হান বলল, ব্ল্যাকির সঙ্গে জ্যাফ কথা বলতে চায়। বিয়েন হোয়া রোডের পুরনো মন্দিরে ব্ল্যাকি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে।

দু-এক মুহূর্ত ব্ল্যাকি ইতস্তত করছিল, সে কোথায় লুকিয়েছে? তারপর বলল, বেশ যাব। তুমি এখন কেটে পড় আর সরে থাক।

ন্‌হান চলে যাবার কয়েক মিনিট বাদে ইয়ো ইয়ো এল। ও ব্ল্যাকির কাছে দুপুরের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলল, ছোট বাড়িটার দোতলার জানালায় ও একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে দেখেছে। আর ঐ বাড়িটা ঐ মেয়েটার দাদামশায়ের।

ব্ল্যাকি মাথা দোলাল। তারপর মানিব্যাগ থেকে পাঁচটা দশ পিয়াস্তরের নোট বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আবার দরকার হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

ইয়ো ইয়ো মাথা নেড়ে রাস্তায় নেমে এল। আরেক বাটি চীনে সুরুয়া কিনে খেতে খেতে স্থির করলো ব্ল্যাকির পিছু নিতে হবে।

কিছুদিন থেকেই ওর মনে হচ্ছিল ব্ল্যাকির কারবারের অনেক কিছুই অনুসন্ধানযোগ্য। যদি ওব বিরুদ্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাহলে অনেক বেশি আয় হবে। কাজটা যেমন লাভজনক, তেমনি বিপজ্জনকও বটে। খুব সন্তপর্ণে এগোতে হবে।

।। চোদ্দ ।।

রাত বারোটা বাজতেই জ্যাফ তার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আস্তে আস্তে ছিটকিনি খুলল। তারপর দাদামশায়ের সাইকেল নিয়ে তাতে চড়ে নির্দিষ্ট স্থানে ব্ল্যাকি লীর সঙ্গে দেখা করতে চলল। সঙ্গে বন্দুকটাও নিল। টিনের বাক্স থেকে দুটো ছোট হীরে নিয়ে কাগজের কুচিতে পাকিয়ে, শার্টের পকেটে নিল আর বাকী হীরে সমেত কৌটোটা প্যান্টের হিপপকেটে ভরে রেখেছিল।

বিয়েন হোয়ার বড় রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চেপে যেতে জ্যাফ মনে মনে মহড়া দিয়ে নিল ব্ল্যাকিকে কি বলবে। কাগজে কি বিবৃতি বেরুবে জানলে ভালো হতো, ব্ল্যাকির সঙ্গে সাবধানে কারবার করতে হবে। ওকে ভাবতে দিলে চলবে না যে জ্যাফ ওকে অবিশ্বাস করে, কিন্তু তাই বলে সত্যি কথাটাও ওকে বলা যাবে না। প্রথম সিকি মাইল পথ একেবারে জনশূন্য ছিল তবু জ্যাফ চোখ কান খাড়া রেখেছিল। একবার আঁৎকে উঠেছিল কারণ জলকাদায় শুয়ে থাকা একটা মোষ ওর আসার শব্দ শুনে ফোঁস ফোঁস করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। পরে দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখে সাইকেল থেকে লাফিয়ে পড়ে ভিজে ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়েছিল, যতক্ষণ না গাড়িটা ওকে পার হয়ে গেল।

একটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগেই জ্যাফ গন্তব্যস্থলে পৌঁছল। ঠিক একটার সময় ব্ল্যাকিলী তার মস্ত আমেরিকান গাড়ি নিয়ে এল।

জ্যাফ গাড়ির সামনে এগিয়ে গেল। ব্ল্যাকি গাড়ি থেকে নামলে জ্যাফ বলল গাড়িতে বসে কথা হবে। এই বলে সে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসল।

ব্ল্যাকি ঠিক করেছিল জ্যাফকে ও জানতে দেবে না যে ও এ বিষয়ে কিছু জানে, ব্ল্যাকি জ্যাফকে বলল, আমার সঙ্গে এখানে কেন কথা বলতে চান আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে সব বুঝিয়ে বললে খুশী হই।

উত্তরে জ্যাফ বলল, আমি খুব বিপদে পড়েছি। জাল পাসপোর্ট আমি নিজের জন্য চাই। যত তাড়াতাড়ি হয় আমাকে এ-দেশ থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ব্ল্যাকি বলল, আমি আন্দাজ করেছিলাম পাসপোর্টটা আপনার জন্য, বোধহয় আমি সাহায্য করতে পারব, তবে অনেক টাকা লাগবে। কিন্তু যদি না আপনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিম্বা রাজনৈতিক অপরাধ করে থাকেন। তাহলে একটা ব্যবস্থা করা তেমন কঠিন নয়।

জ্যাফ বলল, দৈবাৎ আমি আমার চাকরটাকে মেরে ফেলেছি। আমার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করছিল। আমি ধরে ফেলেছিলাম। পালাবার চেষ্টা করছিল, ধস্তাধস্তির মধ্যে ওর ঘাড়টা মটকে ফেললাম।

ব্ল্যাকি বলল, পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলার বিষয়ে ভেবেছেন?

জ্যাফ বলল, ভেবেছি। এই ভিয়েৎনামিরা আমেরিকানদের পছন্দ করে না। দেবে ঠুসে গারদে, আর ওর মধ্যে আমি নেই।

ব্ল্যাকি ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না।

তবু জিজ্ঞাসা করল মৃতদেহটার কি হলো?

জ্যাফ বলল, বাড়িতে একটা কাপড়ের আলমারিতে পুরে রেখেছি। পুলিশের লোক তোমার কাছে গিয়েছিল না?

ব্ল্যাকির কৌতূহলও হচ্ছিল, ধাঁধাও লাগছিল। ও ভাবছিল, জ্যাফ যদি মৃতদেহটা বাড়িতে রেখে আসে তাহলে সেটা মরা দস্যদের পাশে নালার মধ্যে কি করে গেল? বাড়ি থেকে নালা পর্যন্ত কে ওটাকে টেনে নিয়ে গেল? পুলিশ? কেনই বা ওরা খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে হাউমকে দস্যুরা মেরে ফেলেছে?

ব্ল্যাকি বলল, পুলিশ আমার কাছে এসেছিল। আমার সঙ্গে যা কথা হয়েছে তার সবই আপনি ন্‌হানের কাছে শুনেছেন।

জ্যাফ বলল, এর সঙ্গে ন্‌হানের কোনো সম্পর্ক নেই। কালরাতে ওর সঙ্গে দেখা হবার আগেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। ও একেবারেই এর মধ্যে নেই।

ব্ল্যাকি কিছু বলল না, তবে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ন্‌হান অনেক কিছুই জানে। যা বোঝা যাচ্ছিল না সেটা হল পুলিশ কেন হাউমের দেহটা সরাল। সকালের কাগজে পুলিশ সবই জানতে পারবে। তাই ব্যাপারটা গোপন না করে ব্ল্যাকি বলল, আজ বিকেলের দিকে একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে কিন্তু বলছে পুলিশ থেকে বলল হাউমকে দস্যুরা মেরেছে। আপনি যে গাড়িটা চালাচ্ছিলেন তার কাছেই ওর লাশটা পাওয়া গেছে।

জ্যাফ সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আর খবরের কাগজের খবরের জন্য অপেক্ষা করার আগেই ব্ল্যাকির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্য নিজের ওপর ভীষণ রাগ হলো।

ব্ল্যাকি বললো, বালির মধ্যে হাউমের লাশ পাওয়ার কি অর্থ করেন আপনি?

জ্যাফ সতর্ক হয়ে বলল, ওরা হয়তো ঘটনাটাকে একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে দাঁড় করাতে চায় না। অথবা ওরা হয়তো লাশ সরায়নি। আমার রাঁধবার লোক আর সেই মেয়েটা সরিয়েছে।

ব্ল্যাকি বলল, মাই-লাং-তোকে জেরা করবার জন্য হেডকোয়ার্টার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফিরবার সময় একটা গাড়ি মেয়েটাকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে পালিয়ে যায়। আর ভং হামেরও কোনো পাত্তা নেই।

ব্যাপারটা কি হতে পারে সেই বিষয়ে ব্ল্যাকি মনে মনে অনেক কিছু চিন্তা করছিল। তারপর বলল, আপনি যখন বন্ধুর গাড়ি নিয়েছিলেন তখন কি পালাবার তালে ছিলেন?

জ্যাফ বলল, ভেবেছিলাম সি সি প্লেট লাগানো গাড়ি, ধাপ্পা দিয়ে যদি কোনো মতে কাম্বোডিয়া পৌছতে পারি। আমিও পুলিশ ঘাঁটিতে পৌছেছি অমনি হামলাও শুরু হয়ে গেল, গাড়ি একেবারে বিকল হলো।

ন্‌হান আপনার সঙ্গে ছিল?

জ্যাফ একটু থেমে বলল, তুমি আমার ব্যবস্থা করে দিতে পার না?

ব্ল্যাকি বলল, দিতে পারলে তো খুশী হতাম। কিন্তু আপনি যা চাইছেন তা একেবারে অসম্ভব। চীনে চরিত্র জ্যাফ এত ভালো করে জানত যে সে বুঝে নিল এই শেষ কথা নয়।

জ্যাফ বলল, আমাকে বেরোতেই হবে, টাকা খরচ করতে রাজি আছি।

ব্ল্যাকি বলল, আপনাকে বের করে নেবার কোনো উপায় ঠাওরাতে যদি বা পারি তার দেদার খরচা।

জ্যাফ বলল, আমার কাছে প্রাণের অনেক দাম, আমি দশ হাজার আমেরিকান ডলারের ব্যবস্থা

করতে পারি।

ব্র্যাকি বলল, ওর চাইতেও বেশি লাগবে। কুড়ি হাজার মতো হলে হয়।

জ্যাফ বলল, অত আমার নেই। তবে বারো হাজারের বেশি দিতে পারব না।

এইভাবে দর কষাকষি করতে করতে শেষ পর্যন্ত সতের হাজারে ঠিক হল। দর কষাকষিতে জ্যাফ জেনে শুনেই এগোচ্ছিল। পরাজয়ের ভঙ্গী করে এবার বলল, তাই সই, সতেরো হাজার, কিন্তু ন্‌হানও আসবে, মিনি মাগনা।

শুনে ব্র্যাকি অবাক হল, মেয়েটাকে নিতে চান? চাই, কেমন, পাকা কথা কিনা?

ব্র্যাকি বলল, পাকা, তবে হলফ করে কিছু বলতে পারছি না। আপনার জন্য আমরা যথাসাধ্য করব। তার বেশি কথা দিতে পারি না।

জ্যাফ বুঝিয়ে বলল, আমি হংকং না পৌঁছে টাকা দিতে পারব না। এখানে আমার অত টাকা নেই। কাজেই আমাকে বের করে না দিলে, টাকাও পাবে না।

ব্র্যাকিও তার জন্য তৈরি ছিল। বলল, গোড়ায় কিছু খরচ আছে। এখনি কিছু টাকা লাগবে। ভাইয়ের প্লেন ভাড়া ইত্যাদি বাবদ উপস্থিত খরচের জন্য আমাকে হাজার ডলার না দিলে আমি এ কাজ হাতে নেবার কথা ভাবতেও পারি না।

জ্যাফ বলল, হাজার মার্কিনী ডলার নেই বটে, তবে গোটা দুই হীরে আছে, কয়েক বছর আগে হংকং এ কিনেছিলাম। একজন মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল, ভেবেছিলাম তাকে একটা আংটি বানিয়ে দেব। সে দুটোর দাম অন্ততঃ হাজার ডলার হবে। এই কথা বলে জ্যাফ পাকানো কাগজের মোড়কটা ব্র্যাকিকে দিল।

ব্র্যাকি হীরে দুটো পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো উঁচু দরের। তবে ওগুলোর দাম হাজার ডলার কিনা একমাত্র চার্লিহি বলতে পারবে। সে বলল, তাহলে সেই কথাই রইল, এখন আমি ফিরে গিয়ে ভাইকে কেবল করব। ওর সঙ্গে কথা না বলে তো কিছু করার উপায় নেই।

এইখানে বুধবার এই সময়ে আবার দেখা হবে। ততদিনে বলতে পারব আপনাকে সাহায্য করতে পারব কিনা।

আমি আসব, এই বলে জ্যাফ গাড়ি থেমে নেমে পড়ল, তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

।। পনের ।।

নিখোঁজ জ্যাফের জন্য গত বারো ঘন্টা ধরে অনবরত খোঁজাখুজি করা হয়েছিল। জ্যাফ যখন ব্র্যাকিলীর সঙ্গে দেখা করতে চলেছিল তখন সিকিউরিটি পুলিশের হেডকোয়ার্টারে একটা মিটিং ভাঙছিল। তাতে নিখোঁজ ব্যক্তিকে আবিষ্কার করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা কর্নেল ব্যক্ত করেছিলেন। পল্লী অঞ্চলে তখনও পর্যন্ত পাঁচশো সিপাই সমস্ত জায়গাটাকে গোরু খোঁজা করে ফেলেছিল। ভিয়েৎমিনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছয়জন লোককে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার এবং জেরা করা হয়েছে। আমেরিকান নাগরিকটিকে ফিবিয়ে দিলে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হবে বলে নোটিস ছাপা হয়েছে।

প্রকাশ্য বিরক্তির সঙ্গে লেফটেনান্ট হ্যামব্রি এ সব কথা শুনছিল। অবশেষে যেই কর্নেল থামলেন হ্যামব্রি বলল, জ্যাফকে যে কেউ ধরে নিয়ে গেছে সে কথার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমার তো মনে হয় রহস্যময় এবং খারাপ একটা কিছু পাকিয়ে উঠছে।

কর্নেল বললেন, আমেরিকান রাষ্ট্রপতি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, যে জ্যাফকে খুঁজে বের করতে কোনো চেষ্টাই বাকি থাকবে না।

হ্যামব্রি বলল, সে আশা করছে কাল থেকে কিছু খরচ পাবে। এই বলে সে বিদায় নিল। কর্নেল ইন্সপেক্টরকে বললেন, এই লেফটেনান্ট যথেষ্ট অসুবিধা পাকাতে পারে। ওর সঙ্গে সাবধানে কাজ করো। এখন যাও মেয়েটাকে খুঁজে বের করো।

ইন্সপেক্টর চলে যেতে কর্নেল লাম থানকে ডেকে বললেন, লেফটেনান্ট হ্যামব্রি হয়তো কাল জ্যাফের বাড়ি গিয়ে, আরেকবার তল্লাশী করবেন, উনি যেন কোনমতেই দেয়ালের গর্তটা দেখতে না পান। আর ভক্ মিন এখনো মেয়েটাকে খুঁজে পায়নি। বলতে পার তাকে কি করে খুঁজে বের

করা যায়?

লাম-থান একটু হেসে বলল, তিনঘন্টা হলো গর্তটাকে মেরামত করা হয়েছে।

আর মেয়েটার খবর একমাত্র প্যারাডাইস ক্লাবের মালিকই বলতে পারবেন। ওকে এখানে আনতে পারলে নির্ঘাৎ মুখ খোলানো যায়।

কর্নেল বললেন, ওকে এখন গ্রেপ্তার করা বিপজ্জনক। আগে দেখ মার্ক ভক্ নিল তাকে খুঁজে পায় কিনা। তিনি আরও বললেন, আমেরিকানটা এদেশে থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবে নাতো?

লাম থান বলল, আমাদের লোকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বেরোবার সব রাস্তায় নজর রাখা হচ্ছে। আর হীরেগুলো যদি ওর সঙ্গে থাকে তাহলে আমি সেগুলো উদ্ধার করে দেব।

।। ষোল ।।

পরদিন সকালে ন্‌হান নটার বাস ধরে থুডোমট রওনা হলো। সঙ্গে একটা টুকরিতে কয়েকটা মার্কিনীপত্রিকা, তিনটে চটি উপন্যাস আর সেদিনের খবরের কাগজ। কাগজগুলো পড়ে ন্‌হানের কিছুটা ভয় ভেঙে গিয়েছিল।

এদিকে জ্যাফ ন্‌হানের আগমনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। তারপর ন্‌হান আসতেই প্রথম ওকে জড়িয়ে কিছুক্ষণ আদর করল।

তারপর খাটের ওপর বসে খবরের কাগজে বিশ্রী করে বসানো টাইপগুলোর ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল।

জ্যাফ বুঝতে পেরেছিল যে, পুলিশে ওকে গোপনে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আশা করছে জীবন্ত অবস্থায় ধরতে পারবে। জ্যাফের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে কর্তৃপক্ষীয় কেউ হীরেগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছে এবং যতক্ষণ না প্রমাণ পাচ্ছে জ্যাফ মরে গেছে আর হীরেগুলো হাতছাড়া হয়েছে ততক্ষণ ওরা ওকে খুঁজতে থাকবে।

ন্‌হানের ভয় কিছুটা ভেঙে গিয়েছিল, দেখেছে জ্যাফ। যে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সে সম্বন্ধে ওকে কিছু বলল না। ওকে ব্ল্যাকির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সমস্ত কথা বলল। শেষে বলল, ব্ল্যাকি তোমাকে সঙ্গে নিতে দেবে, দশদিনের মধ্যে কিম্বা আরো আগে আমরা হংকং পৌঁছে যেতে পারি।

কিন্তু ন্‌হান ওর মা, মামা ও তিন ভাইয়ের কথা চিন্তা করছিল। জ্যাফ বলল, ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

যখন ওরা এইসমস্ত কথা বলছিল তখন হ্যামব্রি জ্যাফের বাড়িটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করছিল যা দেখে ইন্সপেক্টরের অস্বস্তি লাগছিল।

ইন্সপেক্টরের দিকে হ্যামব্রি বলল, ছিনতাই ছাড়াও এর মধ্যে আরো কিছু ব্যাপার আছে এ আমি জানতাম। এ লোকটা পালিয়ে যাচ্ছিল। জ্যাফ অ্যামেরিকান খবর নিয়েছি কিনা, কি মালপত্র নিয়ে প্রথম এখানে এসেছিল তার হিসাব পেয়েছি। ওর তিনটে স্যুটকেস ছিল। একটা নেই। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নেই। যাবার সময় ওর সব টাকা ও নিয়ে গেছে। ও সরে পড়েছে। বাড়ি ফিরবার ওর মতলবই ছিল না। তাই ওয়েডের গাড়ি চেয়ে নিয়েছিল। ভেবেছিল সি-সি প্লেট দেখিয়ে ধাপ্পা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

ইন্সপেক্টর ভাবছিল এই অতি চালাক লোকটা যদি এই পথে অনুসন্ধান চালায় তাহলে তো আর দেখতে হবে না। ওকে বোঝাতে হবে যে ওর ধারনাটা একেবারে ভুল।

ইন্সপেক্টর বলল, যতদূর মনে হয় আপনি দুমাস হলো এসেছেন। আমাদের শত্রুদের মনমেজাজ আর কর্মপদ্ধতি বুঝবার পক্ষে দুমাস বড়ই কম সময়।

সাইগনে এসে অবধি হ্যামব্রি নিজেও টের পাচ্ছিল যে ভিয়েৎনামীদের মন- মেজাজ বুঝে ওঠা দায়।

তবু আগ্রহের ভাব নিয়ে বলল, এসবের মানে বুঝলাম না। আপনি কি বলতে চাইছেন?

ইন্সপেক্টর বলল, এইসব দস্যু নিয়ে আমাদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। আমরা জানি ওদের

সমস্ত কারসাজির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি করা। আপনি কাল রাতের মিটিং-এ বলেছিলেন বিষয়গুলো যেমন রহস্যময় তেমনি ভীতিপ্রদ। রহস্যজনক নিঃসন্দেহে কিন্তু ভীতিপ্রদ নয়।

হ্যাম্‌ব্রি বলল আপনার কি মনে হয় না আপনাদের হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোবার সময় ঐ মেয়েটার মৃত্যু, রাঁধুনের নিখোঁজ হওয়া এসব ভীতিপ্রদ ব্যাপার বলে?

ইন্সপেক্টর গম্ভীর মুখে বলল, রাঁধুনে তো নিখোঁজ হয়নি। কয়েক ঘন্টা আগে ওকে মৃত অবস্থায় নদী থেকে তোলা হয়েছে। আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে মোটেই ভীতিজনক নয়। সহজেই কল্পনা করা যায় যে কতকগুলো ঘটনার পারম্পর্যের ফলে এ-সব ঘটেছে।

জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে হ্যামব্রি বলল, অতই যদি জানেন, তাহলে বলুন ব্যাপারটা কি?

ইন্সপেক্টর বলল, হাউম, ওর প্রণয়িনী আর ভং হাম এরা সবাই ছিল ভিয়েৎমিনের গুপ্তচর।

হ্যামব্রির মনে হলো, তার আত্মপ্রত্যয় কমে গেল। তীব্রকণ্ঠে বলল, মিটিং-এ একথা বললেন না কেন?

জানলে নিশ্চয়ই বলতাম, মাত্র আজ সকালে খবর পেলাম। সাইগনে অনেক ভিয়েৎমিন গুপ্তচর আছে। তাদের মধ্যে কারো কারো মাঝে মাঝে মনে হয় হ্যানয়ের চাইতে এখানকার জীবন অনেক সুখের। তারা আমাদের দলে চলে আসে। তাদের কাছ থেকেই কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। যতদিন হাউম, ঐ মেয়েটি আর ভং হাম বেঁচে ছিল ওদের বিরুদ্ধে খবর দিতে এই বিশেষ চরটির আপত্তি ছিল। কিন্তু যেই শুনল ওরা মারা গেছে অমনি এসে আমাকে জানাল ওরা ভিয়েৎমিনের খুব কর্মতৎপর চর।

হ্যাম্‌ব্রি মনে মনে বিপদ গুনল। ও ঠিক বুঝেছিল, এ সমস্তই বানানো কথা। তবু এখন থেকে সাবধানে চলতে হবে। এই অবিশ্বাস্য কাহিনীতো সত্যিও হতে পারে।

হ্যামব্রি কোন দিনও জ্যাফের সঙ্গে কথা বলেনি। দুই মাস ধরে এখানে ওখানে, বারে নাইটক্লাবে বারকতক দেখেছিল। ওর সম্বন্ধে আসলে ও কিছুই জানে না। ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও কিছু জানে না।

ইন্সপেক্টর খুশী হল যে এই অতি চালাক লোকটাকে দিব্যি কোণঠাসা করে আনা যাচ্ছে। এখন আর ওর মধ্যে আগের মতো আত্মপ্রত্যয় দেখা যাচ্ছে না।

কথা বলতে বলতে ইন্সপেক্টর কয়েকটা মোক্ষম ভেবে রেখেছিল, এবার তীর একটি ঝাড়ল।

আপনি না বলেছিলেন, মিঃ জ্যাফ ব্যাঙ্ক থেকে তাড়াহুড়ো করে সব টাকা তুলে নিয়েছিলেন রবিবার সন্ধ্যায়, দুটো হোটেলের সাহায্যে ; ব্যাঙ্ক তো বন্ধ ছিল। তাতে আপনার মনে হয়েছিল উনি পালাবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু এ কথা বলা যায় না কি, টাকা তোলার তাঁর অন্য কারণ ছিল?

হ্যামব্রি চমকে উঠল, বলতে চান ব্ল্যাকমেল! ঠিক তাই। তবে দুঃখের বিষয় মিঃ জ্যাফ যে একজন বিকৃতরুচি মর্যাদাচ্যুত লোক ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই?

ইন্সপেক্টর বলল, কিন্তু এতে তো বোঝা গেল না হাউম কেন এর মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ল। জ্যাফকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল, ও কেন সঙ্গে বন্দুক নিয়ে গিয়েছিল, ব্যাগ গুছিয়েছিল। আপনি কি বলতে চাইছেন ও কোনো মেয়েকে বিপদে ফেলে কেটে পড়া স্থির করেছিল।

না, ব্যাপারটা আরো জটিল, শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন হাউম লোকটা ছিল সমকামী, হোমসেকসুয়াল।

আমার মতে বেশ কিছুদিন আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল মিঃ জ্যাফকে ছিনতাই করে নিয়ে গিয়ে তাঁর মুক্তির জন্য টাকা দাবি করা হবে।

হাউম যখন চেক ভাঙানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন হাউমকে হয়তো টেলিফোন যোগে হুকুম দেওয়া হয়েছিল মিঃ জ্যাফকে বিয়েন হোয়া পুলিশ ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে। অনেকবছর দস্যুদের সঙ্গে কারবার করে এইরকম একটা কিছু হয়েছিল বলে অনুমান করছি। আমার মতে হাউম জানত মিঃ জ্যাফের একটা বন্দুক আছে, সেটিকে হাতিয়ে হয়তো ওঁকে পুলিশ ঘাঁটিতে যেতে বাধ্য করেছিল। সেখানে হামলা চালানো হলো, গণ্ডগোলের মধ্যে মিঃ জ্যাফ বোধহয় পালাবার চেষ্টা করছিলেন। তখন হয়তো

ধস্তাধস্তির মধ্যে হাউমের ঘাড় মটকে দেন। তারপর মনে হয় মিঃ জ্যাফকেও খুন করা হয়েছে। এ-কথা মনে রাখবেন যে মিঃ জ্যাফের কাছে আট হাজার পিয়াস্তর ছিল।

খেঁকিয়ে উঠল হ্যামব্লি, ওকথা বলছেন কেন? আপনার কথাই যদি ঠিক হয় তাহলে তো টাকাটা ও তুলেছিল ছোকরাকে দেবার জন্য। জ্যাফকে ঘাঁটিতে যেতে বাধ্য করার আগেই নিশ্চয় ছোকরা টাকাটা নিয়ে নিত?

ইন্সপেক্টর নিজেকে সতর্ক করে নিল। এ ছোকরাকে যত বোকা ভেবেছিল, আসলে মোটেই তা নয়, কার কাছে টাকা ছিল তাতে কিছু যায় আসে না। মনে হয় বন্দুক নিয়ে হাউম ওঁকে ভয় দেখাবার সময় মিঃ জ্যাফের কাছেই ছিল। হয়তো বলেছিলেন সবটা যোগাড় হয়নি। বোধহয় দস্যুরা যখন দেখল উনি হাউমকে হত্যা করেছেন ওরা ওঁকে তল্লাশী করে টাকাটা বের করে নিয়ে ওকেও মেরে ফেলেছিল। হেড কোয়ার্টারে যাবার আগে সম্ভবতঃ টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল।

হ্যামব্লি বলল, তাহলে স্যুটকেস আর দাড়ি কামাবার জিনিসগুলোর কি হলো?

ভিয়েৎমিনের অভিপ্রায় ছিল ওঁকে অপহরণ করে টাকা আদায় করা। ওঁর যদি যত্নই করত ওরা তবে কাপড় চোপড়, দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের দরকার হতোই। মিঃ জ্যাফ বাড়ি ফেরার আগেই হাউম হয়তো সেসব গুছিয়ে রেখেছিল।

আর ঐ মেয়েটা আর রাঁধুনে ওদের দলের প্রতি আস্থাহীন ছিল। সম্ভবতঃ হ্যানয়ের হুকুমে অন্য আস্থাহীন সদস্যদের শিক্ষা দেবার জন্য ওদের হত্যা করা হয়েছে।

তবে আপনাদের দূতাবাস নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে এই শোচনীয় ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না।

আর এদিকে আমি যে মিঃ জ্যাফের মৃতদেহের অনুসন্ধান চালিয়ে যাব, সে বিষয়েও নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

হ্যামব্লি বলল, বেশ তাই হোক আবার দেখা হবে। এই বলে সে বিদায় নিল। ইন্সপেক্টর বাড়ি ছেড়ে সিকিউরিটি পুলিশের হেডকোয়ার্টারে গেল।

।। সতেরো ।।

সাইগন বিমানঘাঁটির বাইরে নিজের গাড়িতে বসে ব্ল্যাকিলী অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করছিল কখন হংকং থেকে সদ্য আগত বিমানযাত্রীরা কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনের বাধা অতিক্রম করে বাইরে এসে পৌঁছবে।

চার্লি যে ওর সাহায্য প্রার্থনার এমন চটপট জবাব দিয়েছে, তাতে ব্ল্যাকির মন থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল।

কিন্তু এই ধরণের একটা কাজে অর্থাৎ আমেরিকান ভদ্রলোকের হংকং-এ নিয়ে যাবার সমস্যা সমাধান করতে চার্লির চাইতে উপযুক্ত কারো কথা মনে পড়ল না।

ব্ল্যাকি দেখতে পেল চার্লি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে।

এরপর আমেরিকান গাড়িটা দেখতে পেয়ে চার্লি এগিয়ে আসতেই ব্ল্যাকি নেমে ওকে সম্ভাষণ জানাল। কয়েক মিনিট ওরা কড়া রোদে দাঁড়িয়ে কথা বলল।

তারপর ধীরে সুস্থে ক্লাবে ফিরে এলো। পথে চার্লির ব্যবসার বিষয়ে কথা হচ্ছিল। ক্লাবে আসতে ইউলান চার্লিকে সাদর সম্ভাষণ জানাল।

দুপুরে খাবার সময় বিশেষ কোনো কথা হল না। তারপর দুই ভাই ব্ল্যাকির অফিস ঘরে গেল। তারপর চার্লি বলল, বোধ হচ্ছেং তোমাব জন্য আমি কিছু করতে পারি।

তখুনি ব্ল্যাকি কাজের কথা পাড়ল। প্রশংসনীয় ভাবে স্পষ্ট করে সে জ্যাফের কাহিনীর বিবৃতি দিল। নিজের চিন্তা ও মতামত দিয়ে ব্যাপারটাকে জটিল করে না ফেলে। যাবতীয় খুঁটিনাটি সহ সব কথা ব্যক্ত করল।

ব্ল্যাকি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চার্লি ব্যাপারটার সাংঘাতিক বিপদের দিকটা বুঝে নিল। এই যে বিষয়টা নিয়ে ব্ল্যাকি বকে যাচ্ছে— সিকিউরিটি পুলিশের সারি দেওয়া বন্দুকের সামনে তার

সমাপ্তি ঘটতে পারে।

বহুকাল সাইগনে বাস করেছিল চার্লি, তাই ভিয়েৎনামী হালচাল ওর ভালো করেই জানা ছিল। ও জানত যে কোন চীনে যদি আইনের হাত থেকে ফেরারী কাউকে পালাতে সাহায্য করে, তবে কঠিনতম সাজা হবে।

ব্ল্যাকি বলল, মার্কিনী ভদ্রলোককে বাইরে নিয়ে যেতে পারলে আমাদের পনেরো হাজার মার্কিনী ডলার দেবে। ভেবেছিলাম তোমার পাঁচ আমার দশ হলে ন্যায্য ভাগ হয়। কি বল?

শান্তকণ্ঠে চার্লি বলল, আমার প্রাণের দাম পাঁচ হাজার মার্কিনী ডলারের চাইতে বেশি।

ব্ল্যাকি নিরাশ হলো। ভেবেছিল, অতগুলো টাকা পাবার আশায় দাদা নেচে উঠবে।

তবে তুমি কি বলতে চাইছ? চার্লি বলল, কাজটা বড়ই বিপজ্জনক। আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু এত বড় বিপদের ঝুঁকি নেবার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।

দাদার সঙ্গে কেমন ভাবে কারবার করতে হয় ব্ল্যাকির জানা ছিল। পকেট থেকে হীরে দুটো বের করে বলল, মার্কিনী ভদ্রলোক দিয়েছেন, এর দাম নাকি এক হাজার ডলার। এতে আমাদের উপস্থিত খরচ মিটে যাবে। হংকং পৌছেই আমাদের আরো পনেরো হাজার মার্কিনী ডলার দেবেন। এই বলে হীরে দুটো ব্লটারের ওপর রাখল।

মণি মাণিক্য সম্বন্ধে চার্লি বিশেষজ্ঞ ছিল। একসময় সাইগনের এক জহুরীর বাড়িতে ও হীরে কাটত। সোনা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় অলঙ্কার ব্যবসায় ওর ইতি পড়ে যায়।

হীরে দুটোকে চার্লি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বলল, সে পেল কোথায়?

ব্ল্যাকি বলল, হংকং-এ। একজন মেয়ের জন্য কিনেছিল পরে মত বদলেছিল।

চার্লি বলল, এর দাম যদি বলি তিন হাজার ডলার তুমি কি খুব আশ্চর্য হবে? এগুলোকে ও হংকং-এ কেনেনি। ও-সব মিছে কথা । ওগুলো ও তোমাকে দিয়েছে কারণ ও নিজেই ওগুলোর দাম জানে না। তার মানে কখনোই কেনেনি।

ব্ল্যাকি বলল, কেনেনি তো পেল কোথায়? চার্লি বলল, চুরি করেছে কি অদ্ভুত মিল দেখ। ছয় বছর আগে আমি নিজে ও গুলো কেটেছি। আমার সঙ্কেত দেওয়া আছে। এই হীরেগুলোর মালিক জেনারেল ভুয়েন ভ্যান থো। কুড়ি লক্ষ মার্কিনী ডলার দিয়ে কিনেছিলেন।

ওরা পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ব্ল্যাকি বলল, জ্যাফ অবশ্য ঐ জেনারেলের রক্ষিতার বাড়িতে থাকত। জেনারেল তাহলে ঐখানে হীরেগুলো লুকিয়েছিলেন। জ্যাফ খুঁজে পেয়েছিল। তাই ছোকরাকে খুন করে, যে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল জ্যাফ হীরে পেয়েছে।

চার্লি ভাবছিল, এই তো সেই মওকা, যার জন্য এতকাল রাজার ঐশ্বর্য, অবশেষে সত্যি পেলাম।

ব্ল্যাকিকে বলল, ওকে দেশের বাইয়ে নিয়ে যাব। ও হীরেগুলো সঙ্গে নেবে। সব ঝুঁকি ওব। আমরা হংকং-এ অপেক্ষা করব। তারপর ও পৌছলে ওর কাছ থেকে হীরেগুলো নিয়ে নেব, ওকে বলে দিতে পারো আমরা ওকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাব।

ব্ল্যাকি বলল, কিন্তু কি উপায়ে?

চার্লি চোখ বুজে বলল, সে বিষয়ে একটু ভাবতে হবে।

ছিনতাই হবার আগেই জ্যাফ কোথায় কোথায় গিয়েছিল সে বিষয়ে হাজার পিয়াস্তর পুরস্কার দেওয়া হবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার পরেই সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারের বাইবে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল।

যতসব বাউণ্ডুলে কুলি, পুশ পুশ ওয়ালা ফেরিওয়ালা ইত্যাদি নানান কাহিনী নিয়ে ছুটে আসবে পুরস্কার পাবার লোভে, ইন্সপেক্টর ভক্‌ লিন এই রকমই কিছু প্রত্যাশা করেছিল।

একটা লোক জানত জ্যাফ কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, কিন্তু সে লেখাপড়া শেখেনি বলে খবরের কাগজে প্রকাশিত পুরস্কারের কথা ও শুনতে পায়নি। ইন্সপেক্টর যখন তার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ব্যস্ত, ইয়ো ইয়ো তখন প্যারাডাইস ক্লাবের বাইরে বসেছিল। ও চার্লিকে দেখতে পেল। আন্দাজ করল হয়তো ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তক্ষুনি ইয়ো ইয়ো আঁচ করে নিয়েছিল একটা গুরুতর ব্যাপার ঘনিয়ে উঠেছে।

মার্কিনী দূতাবাসে লেফটেনেন্ট হ্যামব্লি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্বিগ্ন মুখে তার অফিসে বসে স্যাম ওয়েডের জন্য অপেক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত যখন হ্যামব্লি একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বসতে বলে বলল—এই জ্যাফের ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়েছি। তুমি তো ওকে ভালো করে চিনতে?

চিনতাম তবে খুব বেশি ভালো করে নয়। একসঙ্গে গলফ খেলতাম। চমৎকার খেলত। বেশ ভালো লোক।

হ্যামব্লি বলল, ওর বিকৃত রুচি ছিল নাকি? নাকি ওর চাকরের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল?

ওয়েডের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো, বলল এমন অদ্ভুত কথা কোথায় শুনলে? ওর মুখে ঘৃণা দেখা দিল। এমন গুজব যে রটায় তার পশ্চাতে পদাঘাত করা উচিত। এইরকম একটা জঘন্য মিথ্যা কথা ছড়িয়ে তার কি লাভ?

হ্যামব্লি ইন্সপেক্টরের বিবৃতির কথা বলল।

ওয়েড বলল, সব মিথ্যে কথা। আমি ভালো করেই জানি জ্যাফের একজন প্রণয়িনী ছিল। মেয়েদের পিছনে ও মোটেই লাগত না, আমার গাড়ি কেন নিয়েছিল সে বিষয়ে যা শুনেছ সব গাঁজাখুরি গল্প।

হ্যামব্লি বলল, তাহলে ঐ মেয়েটি কে?

ওয়েড বলল, তা জানি না। এটুকু জানি সে সপ্তাহে বার তিনেক জ্যাফের বাড়ি যেত।

হ্যামব্লি বলল, ওর ঐ বান্ধবীটিকে কোথায় পাই বলতো?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ওয়েড বলল, রবিবার রাতটা যে চীনে মেয়েটার সঙ্গে কাটিয়েছিলাম সে একটা চোর বজ্জাৎ মেয়েমানুষ হলেও তারই জানবার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশি।

হ্যামব্লি পনেরো মিনিটের মধ্যে মেয়েটার বাড়িতে পৌঁছে গেল। দরজার ঘন্টি টিপল। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি দরজা খুলে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

স্যালুট করে হ্যামব্লি বলল, হ্যামব্লি মিলিটারি পুলিশ, এক মিনিটের জন্য ভিতরে আসতে পারি কি?

মেয়েটি ইশারা করতে হ্যামব্লি বসবার ঘরে ঢুকল। মেয়েটি বলল, আপনি কিছু চাইছিলেন? হ্যামব্লি বলল, আজকের কাগজ দেখেছেন? এই বলে সামনে ঝুঁকে পড়ে বড় হরফে যেখানে জ্যাফের অপহরণের বিবৃতি বেরিয়েছিল যে জায়গাটায় টোকা দিল।

হুঁ-ম-ম-ম মেয়েটি মাথা দোলাল। আপনি জ্যাফকে চিনতেন? মাথা নাড়ল সে। হ্যামব্লি বলল, তার একজন বান্ধবী ছিল। ক্লাবের পেশাদার ক্লাবের নাচিয়ে। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি কি জানেন সে কে, আর কোথায় থাকে?

হয়তো জানি।

অ্যান-ফাই-ওয়া জিজ্ঞাসা করল, কেন জানতে চান?

আগে পর্যন্ত শেষ কোথায় কি করেছিলেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করছি। আমাদের বিশ্বাস ঐ মেয়েটি আমাদের সাহায্য করতে পারে।

খবরের কাগজটা তুলে দেখে অ্যান-ফাই-ওয়া বলল, একটা পুরস্কার দেবে দেখেছি। আমি যদি বলি কে ঐ মেয়ে, আমি পুরস্কারটা পাব?

পেতে পারেন। সিকিউরিটি পুলিশ ওটা দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে।

আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আপনার সঙ্গে বলতে চাই। আমাকে কুড়ি হাজার পিয়াস্তর দিলে ও মেয়ে কে, আমি বলে দেব।

হ্যামব্লি বলল, দেখুন আপনাকে টাকা দেবার ব্যাপারে আমার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু যোগ্য উপায়ে আপনার দাবি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারি। কে ঐ মেয়ে?

অ্যান-ফাই-ওয়া বলল, কি জানি, ভুলে গেছি। সরি।

এই তো? এবার তবে আসি, হ্যামব্লি হঠাৎ কড়াভাবে বলল, আমাকে নয়তো সিকিউরিটি পুলিশকে আপনাকে বলতেই হবে।

অ্যানের মুখে ভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। সে বলল, আর পুরস্কারটা?

ঐ যে বললাম, আপনার হয়ে দাবি জানাব। পাবেনই বলতে পারছি না, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
একটু ইতস্ততঃ করে অ্যান বলল, ওর নাম ন্‌হান লী বু অন। কোথায় থাকে তা জানি না, মার্শাল লি ভ্যান দুয়ের সমাধিক্ষেত্রে ওর মামা হাত গোণে। মোটা দাড়ি আছে। অনেক ধন্যবাদ, এই বলে হ্যামব্রি দরজার দিকে এগোল।
মেয়েটি বলল, একদিন সন্ধ্যায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন না।
এক গাল হেসে হ্যামব্রি বলল, তা আসতেও পারি, হ্যামব্রির কোটের ওপরের বোতামটা ধরে অ্যান পরীক্ষা করতে লাগল। ওর মুখখানা হ্যামব্রির মুখের বড় কাছে এলো। সে বলল, তিনটের আগে ওর মামা ঐ মন্দিরে আসে না। এখনও অনেক সময় আছে। এখানেই একটু বসতে ভালো লাগতে পারে।
হ্যামব্রি ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, অন্য সময় হবে এখন অনেক কাজ আছে। থাকতেও ইচ্ছা করছিল।
দরজাটা অর্ধেক খুলে ওর দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখল হ্যামব্রি। ওর কালো চোখে প্রতিশ্রুতির আভাস। দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিয়ে হ্যামব্রি বলল, বেশ থেকে গেলেও হয়।

।। আঠারো ।।

খাবারওয়ালার নাম ছিল চিয়ং সু; অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশেষে সে ইন্সপেক্টরের সামনে পৌঁছেই বলল, সে পুরস্কারের দাবি জানাতে এসেছে।
সে বলল, রবিবার রাতে ঐ আমেরিকান লোকটিকে আমি প্যারাডাইস ক্লাবের বাইরে ওর গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছি। তখন দশটা বেজে গিয়েছিল।
পাঁচ ঘন্টা টেবিলে বসে থেকে এই প্রথম জ্যাফের শেষ গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু পাকা খবর পাওয়া গেল।
ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল, কি রকম গাড়ি?
চিয়ং সু বলল, ছোট একটা লাল গাড়ি।
কতক্ষণ বসেছিল?
আধঘণ্টা হতে পারে, তারপর অনেক ভেবে আস্তে আস্তে বলল, মেয়েটা আসতেই ও গাড়ি থেকে নেমে ওকে কিছু টাকা দিল মেয়েটা ক্লাবে গিয়ে পাঁচ মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল, তারপর দু'জনে গাড়ি চড়ে কোথায় চলে গেল।
যেন কিছুই নয়, এমনভাবে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল, কোন্ মেয়ে?
চিয়ং সু বলল, তা জানি না, কত মেয়ে আসে যায়। আজকাল আর ওদের দিকে তাকাই না।
ইন্সপেক্টর বলল, ব্যস আর কিছু বলবার নেই তোমার?
মনে হলো চিয়ং সু চটে গেছে। জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল, আবার কি চান? আমি পুরস্কার নিতে এসেছি।
ইউনিফর্ম পরা একজন কনস্টেবলের দিকে ইশারা করতেই সে লাঠি দিয়ে চিয়ং সুকে মারতে লাগল, চিয়ং সু এক দৌড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।
ইন্সপেক্টর ভাবল, এখনি কর্নেলের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তিনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এখনি ব্ল্যাকি লীকে গ্রেপ্তার করে বিশেষভাবে জেরা করতে হবে।
এদিকে ব্ল্যাকি অফিস ঘরে ঢুকে দাদাকে আশান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কিছু হলো?
চার্লি বলল। হলো মনে হয়। তবে আরো কিছু টাকা লাগবে, হীরে বেচে যা পাওয়া যাবে, তাতে কুলোবে না, একটিমাত্র উপায়ে ওকে বের করে নেওয়া যায় সে হলো আফিং চালানের সঙ্গে।
ব্ল্যাকি বলল, কত টাকা?
চার্লি বলল, অন্ততঃ তিন হাজার মার্কিনী ডলার, তাছাড়া অন্যান্য খরচও আছে। আমেরিকান ভদ্রলোককে ক্রেটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হেলিকপ্টর ভাড়া করতে হবে। এখানে প্লেন নামবার নিরাপদ জায়গা নেই। হেলিকপ্টার লাগবে। পাঁচ হাজার মার্কিনী ডলার মতো লাগবে।
চার্লি বলল, ওর সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে?

কাল রাতে, আজ রাতে হলেই ভালো হতো, পাঁচ হাজার দেবে কিনা জেনে নিও, আরো হীরে দিতে চাইলে নিয়ে নিও। দরে একবার বনলে, ওয়াটনকিন্দের সঙ্গে কথা বলে যোগাযোগ করব।

ব্ল্যাকি ঘড়ির দিকে তাকাল, তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট। বলল, যাই মেয়েটাকে বলি গিয়ে, এক্ষনি সব ব্যবস্থা করে ফেলুক।

এদিকে কর্নেল অন-দিন-খুকের পড়বার ঘরে ইন্সপেক্টর তার বিবৃতি দিচ্ছিল। ব্ল্যাকিকে বিশেষ জেরার জন্য ধরে আনার অনুমতি চাইল।

কিন্তু কর্নেল খবর পেয়েছে চার্লি লী এসে পৌছেছে। উনি জানতেন ব্ল্যাকিকে ধরলে চার্লি গোলমাল করবেই। এই ভেবে তিনি ইন্সপেক্টরকে বললেন, এখনো নয়, কিন্তু ওর ওপর চোখ রাখ। তোমার সব চাইতে ভালো দু'জন লোক লাগাও। দু কাঁধ তুলে ইন্সপেক্টর লোক ঠিক করতে চলে গেল। একটু দেরি হয়ে গেল, কারণ ততক্ষণে ন্‌হানের সঙ্গে দেখা করে ব্লাকি ফিরে আসছিল আর ন্‌হানও থুডোমট যাবার পাঁচটার বাস ধরতে ছুটেছিল।

ইয়োইয়ো লক্ষ্য করেছিল ব্ল্যাকি তার গাড়ি পার্ক করে ক্লাবে ঢুকল। ওর খিদে পেয়েছিল। একবার চিয়ং সুকে খুঁজল তারপর হঠাৎ দেখতে পেল কাঁধে বাঁশের বাঁকে উনুন আর সুপের টিন ঝুলিয়ে আসছে।

চিয়ং সু ফুটপাতের ধারে যথাস্থানে বসল। ইয়ো ইয়ো কাছে আসতেই বুড়ো ইনিয়ে বিনিয়ে পুলিশের নামে লম্বা নালিশ জুড়ে দিল। ওরা ওকে ফাঁকি দিয়ে পুরস্কার দেয়নি ইত্যাদি। ওর মুখে আমেরিকান শব্দটা শুনে ইয়ো ইয়োর কৌতূহল হল।

ইয়োইয়ো খেঁকিয়ে বলল, কোন্ আমেরিকান, কি পুরস্কার? কোঁচকানো মচকানো কাগজটা এনে বুড়ো দেখাল। ইয়োইয়ো যে পড়তে জানে সে কথা সে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তাই রেগেমেগে বুড়োকে বলল ওটা পড়ে শোনাতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে খদ্দেরের ভিড় জমে যাওয়ায় ইয়োইয়োকে অপেক্ষা করতে হলো।

ইয়োইয়ো ভাবছিল তবে কি থুডোমটের বাড়িতে ও যে মার্কিনী ভদ্রলোককে দেখেছিল, তাকেই পুলিশ খুঁজছে? তাই যদি হয় তাহলে তো এর মধ্যে ন্‌হান বলে মেয়েটি আর ব্ল্যাকিকে ব্ল্যাকমেল করার সুযোগ খুঁজছিল, এইতো সেই সুযোগ। চিয়ংসুর অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে ইয়োইয়ো এত ব্যস্ত ছিল যে ব্ল্যাকি যে কখন ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়ল তা সে লক্ষ্যই করল না। তখন সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট। থুডোমট যাবার আগে একজন ধনী চীনে জহুরীর সঙ্গে ব্ল্যাকির দেখা করার ইচ্ছা ছিল। জ্যাফের দেওয়া হীরে দুটো সে কিনতে পারে। জ্যাফের সঙ্গে রাত এগারোটায় দেখা করতে হবে। তাই যথেষ্ট সময় হাতে নিয়েই ব্ল্যাকি বেরিয়েছিল।

অবশেষে যখন চিয়ং সুকে দিয়ে জ্যাফের অপহরণের প্রতিবেদনটা পড়ানো গেল, তখন ইয়ো-ইয়োর মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে সেই লোকটাকে ও জানলা দিয়ে দেখেছিল। সে-ই পুলিশের কাছে গিয়ে পুরস্কার দাবি করবে, কিন্তু তার পরেই চিয়ং সুর দুভার্গ্যের কথা মনে পড়াতে ও স্থির করল আগে ব্ল্যাকির সঙ্গে কথা বলতে হবে। হয়তো ব্ল্যাকি কুড়ি হাজার পিয়াস্তরের চাইতেও বেশি দেবে। কিন্তু ক্লাবে গিয়ে দেখল ব্ল্যাকি নেই।

এদিকে লেফটেনান্ট হ্যামব্রিও কোনো সুবিধা করতে পারে নি। বেলা চারটের সময় সে প্রায় এক সপ্তাহের মাইনে গচ্চা দিয়ে অ্যানফাইওয়ার বাড়ি থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। তারপর মার্শ্যাল লি-ভান দুয়েতের মন্দিরে সেই রহস্যময়ী ভিয়েৎনামী মেয়ের মামাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভাষা না জানাতে কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারেনি।

অবশেষে অফিসে ফিরে এসে স্থির করল ব্যাপারটা কাল পর্যন্ত মুলতুবি থাক।

।। উনিশ ।।

রাত দশটার কিছু পরে ব্ল্যাকি ক্লাবে ফিরল। দু-হাজার নয়শো মার্কিনী ডলার দিয়ে হীরে দুটো বিক্রি করেছিল। লোহার সিন্দুকে টাকাটা তুলে ব্ল্যাকি নাচঘরে গেল, থুডোমট যাবার আগে ইউলানকে দুটো কথা বলে যাবার জন্য।

এরপর ক্লাব থেকে বেরিয়ে ব্ল্যাকি গাড়ির সামনে গেল। ব্ল্যাকির গাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে

দুজন ভিয়েৎনামী একটা গাড়িতে বসেছিল। ব্ল্যাকি গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া মাত্র ওরাও স্টার্ট দিল।

যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ওরা ব্ল্যাকির পিছন পিছন চলল, যতক্ষণ না বিয়েন হোয়া থুডোমট রাজপথে গিয়ে পড়ল। দুজনেই অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, ওরা জানত এর পরে পথে যানবাহন থাকবে না, ব্ল্যাকিও অমনি টের পেয়ে যাবে ওর পিছনে লোক লেগেছে। কাজেই চালক গাড়ির বেগ কমিয়ে দিল, দুই এক মিনিটের মধ্যেই ব্ল্যাকির গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যেতে চালক কাছেই যে পুলিশ বক্স ছিল সেখানে গিয়ে বিয়েন হোয়া ঘাঁটিতে ফোন করে ব্ল্যাকির গাড়ির বর্ণনা ও নম্বর দিয়ে দিয়ে দিল।

সেখানকার টহলদারকে বলে দিল যে একটু দূর পর্যন্ত গাড়ির পিছন পিছন গিয়ে তারপর বড় রাস্তার সব পুলিশ ঘাঁটিতে যেন খবর দিয়ে দেয় সাইকেলে লোক তৈরী রাখতে। তারা ঐ গাড়ির গন্তব্য স্থল দেখে আসবে। নির্জন বড় রাস্তায় পৌঁছে ব্ল্যাকিও সতর্ক হয়ে গেল। কিন্তু ওর দুশো গজ পিছনে যে মোটর সাইকেলে চেপে টহলদার চলেছে সেটা ব্ল্যাকি লক্ষ্যই করল না। টহলদার আলো জ্বালেনি।

বিয়েন হোয়া ঘাঁটি থেকে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ব্ল্যাকি যখন থুডোমটের দিকে চলল, এক মাইল আগে আরেকজন পুলিশের লোক বাই সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে ঘাঁটিতে গিয়ে থুডোমাট থানায় ফোন করে দিল যে ব্ল্যাকি আসছে।

ব্ল্যাকি মন্দিরের পথে গাড়ি ঘোরাল তখন ঠিক এগারোটা বেজেছে।

আরো সিকি মাইল দূরে অপেক্ষমান পুলিশটি লক্ষ্য করল যে দূরে ব্ল্যাকির হেড লাইট হঠাৎ নিভে গেল। তার মিটিমিটি সাইড লাইট দেখে সে আন্দাজ করল ব্ল্যাকি তাহলে বড় রাস্তা ছেড়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে।

অমনি সেও সাইকেলে চেপে সেদিকে চলল। মন্দিরের ফটক দিয়ে বড় গাড়িটা ঢুকিয়ে ব্ল্যাকি থামল। দেখল অন্ধকারের ভিতর থেকে জ্যাফ এগিয়ে আসছে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে জ্যাফ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কি খবর? কদ্দুর কি হল?

ব্ল্যাকি বলল, দাদা এসেছে, ও আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। নৃহান কি বলেছে আরো টাকা লাগবে?

রেগে গিয়ে জ্যাফ বলল, এক হাজার ডলার তো দিয়েইছি। আরো টাকা কোথায় পাব শুনি?

ব্ল্যাকি আঁৎকে উঠে বলল, আরো দু'হাজার ডলার চাই। সেটা পেলেই আপনাকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারব।

জ্যাফ জানতে চাইল, কি করে পারবে?

ব্ল্যাকি ওকে সমস্ত বিবরণ বলল। জ্যাফ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, তুমি টাকাটা দিয়ে দাও। আমি হংকং এ গিয়ে মিটিয়ে দেব। ব্ল্যাকি রাজী না হওয়ায় জ্যাফ একটা হীরে বের করে দিয়ে বলল, হাজার ডলার দাম বাকীটা পরে শোধ করে দেব।

ব্ল্যাকি বলল, এতে তো মোটে পাঁচশ ডলার পাবে। তাতে কি করে কুলোবে?

জ্যাফ ওর মস্ত একটা হাত দিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরে ওকে ঘুরিয়ে দিল। বলল, যদি ওরা আমাকে ধরে আমি তোমার কথা বলে দেব। আমার বন্দোবস্ত তোমাকে করে দিতেই হবে, নয়তো আমার সঙ্গে তুমিও ডুববে। তিনটে হীরে পেয়েছ। হংকং এ পৌঁছবার আগে আর কিছু পাবে না।

জ্যাফের ভয়ঙ্কর মুখের ভাব ব্ল্যাকি দেখল। খানিকটা ইতস্তত করার ভান করে তার পর রাজী হয়ে গেল। বলল, পরশু যাবার জন্য তৈরী থাকবেন। আমি অথবা দাদা এসে রাত এগারোটায় আপনাকে নিয়ে যাব। নৃহানকেও সঙ্গে আনব।

জ্যাফকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে তবে ব্ল্যাকি গাড়িতে স্টার্ট দিল। ব্ল্যাকির কেমন অস্বস্তি লাগছিল। হঠাৎ মনে হচ্ছিল এ ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়লেই ভালো ছিল। টহলদার দিন বুঅং-খুন যখন ব্ল্যাকিকে গাড়ি নিয়ে সাইগনের দিকে ছুটে যেতে দেখল সে জানত তিন মাইল দূরে আরেকজন লোক ব্ল্যাকির জন্য অপেক্ষা করছে। সে ভাবছিল এত রাতে ব্ল্যাকি ভাঙা মন্দিরে কি করছিল।

সবে উঠতে যাবে এমন সময় নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো, আবার ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়ে

মন্দিরের দিকে খুন তাকিয়ে রইল।

জ্যাক কটক থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগাল সাইকেলটা কোথায় রেখেছে —ভাবছিল আর দুটো দিন, তারপর হং কং। এরপর কিছু না ভেবে একটা সিগারেট ধরালো, খুনের ঐদিকে চোখ ছিল। দেশলাইয়ের ছোট্ট শিখাটি সে দেখতে পেল। মনে মনে বলল ঐ সেই আমেরিকান জ্যাফ, ঐ বিশাল দেহের সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। অমনি খুন খাপ থেকে রিভলভার বের করে নিল।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে হামা দিয়ে খুন সাপের মতো মাথাটাকে সামান্য তুলে এগোতে লাগল।

কর্কশ ঘাসের ওপর দিয়ে জ্যাফ রওনা হল। ঘাসের মধ্যে প্রায় ঢাকা অবস্থায় সাইকেলটাকে পেয়ে তুলে নিলো, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই খুন গুলি ছুড়ল, জ্যাফের মুখের সামনে দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল। জ্যাফ আপনা থেকেই চমকে গিয়ে পিছু হয়ে, টাল সামলাতে না পেরে ঘাসের ওপর পড়ে গেল। পা সাইকেলে জড়িয়ে থাকল।

খুন ভাবল নিশ্চয় ওর গায়ে গুলি লেগেছে। তবে মরে গেছে কিনা সঠিক বলা যাচ্ছে না।

জ্যাফের প্রথম মনে হয়েছিল সাইকেল ফেলে উঠে দাঁড়াবার, কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিল। এখন যদি সে নড়ে তাহলে অমনি দ্বিতীয় গুলি ছুটে আসবে। জ্যাফ খুব সাবধানে হিপ পকেট থেকে বন্দুকটা বের করে এনে সেফটিক্যাচ সরিয়ে দিল।

খুন যেমন ছিল তেমনি রইল। হঠাৎ তার মনে হল যদি সে জ্যাফ না হয়ে অন্য কোন আমেরিকান হয়? এদিকে কান খাড়া করে রেখে জ্যাফ ভাবতে লাগল কে তাকে গুলি করেছে? হঠাৎ জ্যাফ ওকে দেখতে পেল, কালো ঘাসের ওপর সাদা পোশাক ফুটে উঠল, সাপের মত গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিল, জ্যাফের কাছ থেকে পনেরো গজের বেশি দূরে নয়।

খুনও জ্যাফ কোথায় দেখতে পেয়েছিল কালো ঘাসের ওপর ওর খাকি পোশাকও প্রকট। খুন সেই অস্পষ্ট আকৃতির দিকে চেয়ে দেখতে লাগল এতটুকু নড়ে কিনা।

শুয়ে শুয়ে খুন মনস্থির করবার চেষ্টা করতে লাগল কি করবে। ততক্ষণে জ্যাফের বন্দুক তোলা হয়ে গেছে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। খুন আশ্বস্ত বোধ করতে লাগল। মনে মনে ভাবল নিশ্চয় মরে গেছে। লোকটা জ্যাফ কিনা দেখতেই হবে। তারপর ভয়ে ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সাবধানে লোকটার দিকে এগোতে লাগল।

খুন যখন পাঁচ মিটার দূরে তখন জ্যাফ ঘোড়া টিপল। ক্যাপের ওপর ফায়ারিং পিন টক করে নেমে এলো কিন্তু গুলি বেরোল না।

শব্দটা কানে যেতেই খুন এক লাফে এক পাশে পড়ে গেল। দেখল মাটি থেকে বিশাল দেহটা ওর দিকে তেড়ে আসছে। অন্ধের মতো খুন গুলি ছুঁড়ল।

জ্যাফের বাহু ওর কেঠো পা জাপটিয়ে ধরল। জ্যাফের কাঁধ ওর কুঁচকিতে প্রচণ্ড আঘাত করল, জ্যাফের বদ্ধ মুষ্ঠি খুনের মাথার পাশে লাগল। তার ক্ষীণ দেহ নেতিয়ে পড়ল। জ্যাফ টের পেল সে মারা গেছে।

কয়েক মিনিট ঐ ভাবে ঝুলে হাঁটু গেড়ে জ্যাফ বসে রইল। নড়বার শক্তি পাচ্ছিল না। অবশেষে সে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল। ভাবল এই লাশটাকে এখানে পেলে ওরা হয়তো এই জায়গাতেই ফাঁদ পেতে রাখবে। ব্র্যাকি পরশু এইখানে আসবে। লাশটা সরাতে হবে।

মনে আতঙ্ক নিয়ে জ্যাফ সাইকেলের কাছে ফিরে গেল। এরপর খুনকে কাঁধে তুলে সাইকেল ঠেলে জ্যাফ বড় রাস্তার দিকে এগোল। বড় রাস্তায় পৌঁছবার ঠিক আগেই জ্যাফ খুনের সাইকেলটা পেল, সেটাকে ও নিয়ে চলল। তারপর চার-পাঁচ মাইল গিয়ে এক নালার মধ্যে খুনের দেহ আর সাইকেল ফেলে দিল। আসবার আগে খুনের বন্দুক আর কার্তুজের বেল্ট খুলে নিল।

।। কুড়ি ।।

একটা বাজতে কুড়ি মিনিট, ব্র্যাকি লী ক্লাবে এসে পৌঁছল। ক্লাবের দিকে এগোতে যাবে এমন সময় দেখে একটা অন্ধকার দরজার সামনে থেকে একটা ছায়ামূর্তি উঠে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ইয়ো-ইয়োকে চিনতে পেরে বিরক্ত হয়ে ব্ল্যাকি ভ্রূকুটি করল।

ইয়ো ইয়ো বলল, আপনার সঙ্গে কথা ছিল। ঐ জ্যাফ নামের আমেরিকান ভদ্রলোক সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ চাই।

এই লোকটাকে যে ব্ল্যাকি নৃহানের পিছনে লাগিয়েছিল সে-কথা ভুলেই গেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, জ্যাফ? জ্যাফ আবার কে?

মুখে একটা বিদ্রুপের ভাব নিয়ে ইয়ো ইয়ো বলল, ঐ যাকে ধরে নিয়ে গেছে।

ব্ল্যাকি একটু ইতস্তত করে বলল, ওপরে এসো, অফিসঘরে গিয়ে ব্ল্যাকি বলল, কি হয়েছে বলো?

ইয়ো-ইয়ো বলল, ঐ আমেরিকান ভদ্রলোকের খবরের জন্য ওরা কুড়ি হাজার পিয়াস্তর দেবে বলেছে। ও কোথায় আছে আমি জানি। ভাবলাম পুরস্কার চাইবার আগে আপনার কাছে আসি। আমার জন্য আপনার বিপদ হয় এ আমি চাই না।

ব্ল্যাকি বলল, আমি কেন বিপদে পড়তে যাবো? তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা ফেলে দেবার সময় বলল, পুলিশের কাছে না যাওয়াই ভালো। মেয়েটার জন্য ভাবছি। পারলে আমাদের মেয়েদের কাউকে বিপদে পড়তে দিই না। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এবার তোমার একটা ধরাবাঁধা কাজ করা উচিত। কাল এসে দেখা কোর। একটা ভালো কিছু ব্যবস্থা করে দেব।

ইয়ো ইয়ো বলল, বাঁধা চাকরি আমি চাইনা। কুড়ি হাজার পিয়াস্তর চাই। গলার স্বরটা বেশ কঠিন শোনাল।

দীর্ঘ এক মিনিট ওর দিকে চেয়ে ব্ল্যাকি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে অপেক্ষা করো। আমার জিনিষপত্রে হাত দিয়ো না।

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর চার্লির শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ব্ল্যাকি দরজা বন্ধ কবতেই চার্লি চোখ খুলে উঠে বসল। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

ব্ল্যাকি নিচু গলায় জ্যাফের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলল। তারপর ইয়ো-ইয়োর কথা বলল।

চার্লি বলল, ওকে টাকা দিতে হবে। বলা বাহুল্য আরো চাইবে। হীরেগুলো পেয়ে গেলে ওর বিষয়ে একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু তার আগে নয়।

ব্ল্যাকি বলল, আমারো তাই মনে হয়েছিল।

চার্লি বলল, টাকা নেবার পরে ও পুলিশের কাছে যাবে মনে হয়? এর পরও পুরস্কারটা বাগাবার লোভ হতে পারে!

ব্ল্যাকি বলল, না, তা করবে না।

চার্লি বলল, তাহলে ওকে টাকাটা দিয়েই দাও।

।। একুশ ।।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি নৃহান-এর। তিন ভাইকে স্কুলে রওনা করিয়ে দিয়ে মামা উঠবার আগেই নৃহান মার্শাল লি-ভ্যান-দুয়েতের সমাধিতে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করার পর মনটা অনেকখানি শান্ত হল।

সেখানে এক বুড়ো গণৎকার নৃহানকে দু'দিন কি করে না করে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে বলেছিল। বলল, তোমার জীবনে এই দুটি দিন সব চাইতে সঙ্গীন সময়। তারপর আর কোন ভয় নেই। কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে এই দুই দিন কেবলি প্রার্থনা করে কাটালে ভালো।

বাড়ি না ফিরে নটার বাস ধরে নৃহান থুডোমট গেল। থুডোমটের বাস যে সময়ে সেন্ট্রাল মার্কেট ছেড়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনি লেফটেনান্ট হ্যামব্রি অফিসে এসে পৌঁছল। কাজ নিয়ে বসবার সময় মনে হল এ সময় মার্শ্যাল-লি ভ্যান দুয়েতের সমাধি মন্দিরে গিয়ে নৃহান লী কুঅনের মামার সঙ্গে আলাপ করবার কথা ছিল।

মনে মনে হ্যামব্রি বলল, সবতো আর করা সম্ভব নয়। ইন্সপেক্টর ভক-লিনকে ফোন করে ওর নামটা জানিয়ে দিল।

লেফটেনান্ট হ্যামব্লিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্সপেক্টর ফোনটা নামিয়ে রাখল। তারপর অনেকক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকার পর টেলিফোন তুলে কর্নেল-অন-দিন-খুককে সব কথা জানাল।

কর্নেল বললেন, আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলব। তাকে চুপচাপ গ্রেপ্তার করে আমার কাছে এখনি নিয়ে এসো।

ন্‌হানের ঠিকানা জানতে বেশি সময় নিল না। হেড-কোয়ার্টারে ট্যাক্সি-ডালারদের নাম লেখা রেজিস্টার ছিল। দু'জন সাধারণ পোশাক পরা লোক নিয়ে ভক্‌-লিন গাড়ি করে ন্‌হানের বাড়ি গেল।

ন্‌হানের মা বলল, মেয়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে সে জানে না। তবে সন্ধ্যে ছটার মধ্যে অবশ্যই ফিরবে।

ইন্সপেক্টর বাড়িতে একজন লোক রেখে চলে গেল। বলে গেল ন্‌হান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আর মা যেন কোনো অছিলাতেই এই সময়ে বাড়ি থেকে না বেরোয়।

এদিকে ঘরের দরজা খুলে ন্‌হান ঢুকতেই জ্যাফ যেমন অবাক তেমনি খুশী। জ্যাফ ওকে ব্ল্যাকির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলল, কিন্তু পুলিশটার কথা বলল না। আরো বলল, আমরা কাল যাচ্ছি। পরদিন সকালে হংকং পৌছে যাব।

একটু ইতস্তত করে ন্‌হান বলল, আর দু'দিন অপেক্ষা করা যায় না স্টীভ? তাহলে ভালো হয়। তারপর সে সকালে মন্দিরে ভাগ্য গণনার কথা জ্যাফকে বলল।

জ্যাফ বলল, অসম্ভব, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ঐ নিয়ে মাথা ঘামিও না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল রাত দশটায় ব্ল্যাকি তোমাদের বাড়ি যাবে। তোমাকে নিয়ে আসবে। সব ঠিক হয়ে গেছে।

ন্‌হান বলল, আমি তৈরী থাকব।

।। বাইশ ।।

ন্‌হান যখন বাস ধরে থুডোমট যাচ্ছিল আর লেফটেনান্ট হ্যামব্লি ইন্সপেক্টর ভক-লিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিল, ব্ল্যাকি তখন তার দাদাকে সাইগন বিমানঘাটিতে পৌছে দিচ্ছিল। আফিং চালানির পাইলট লী ওয়াট কিঙ্গকে সে আগেই তার করে দিয়েছিল সে যেন নম-পেন বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত থাকে।

ব্ল্যাকি চার্লিকে বলল, হীরে নিয়ে হংকং পর্যন্ত জ্যাফকে যেতে দেওয়া নিরাপদ নয়। হীরে হাতাবার সময় হলো ক্রেটি পৌছলে। তবে বাইরের লোককে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না। তারা হীরেগুলো গাপ করবে। আমি বলি তুমিও জ্যাফের সঙ্গে ক্রেটি যাও।

চার্লি শিউরে উঠে বলল, আমার মনে হয় ওটা তোমারই করা উচিত।

ব্ল্যাকি বলল, কিন্তু তাতে অনেক অসুবিধা। সে চার্লির ওপরই এই কাজের ভার দিল। এবং কাজটা কিভাবে করতে হবে তার সম্পূর্ণ বিবরণ চার্লিকে বোঝাতে লাগল।

চার্লিরও ফন্দিটাতে সমর্থন ছিল। তবে আপত্তির ভান করছিল ভাগের টাকা বাড়াবার জন্য। সে বলল, সমস্ত ঝুঁকি যখন আমার তখন আমার মনে হয় আমার তিন ভাগ, তোমার এক ভাগ হওয়া উচিত।

ব্ল্যাকি বলল, আরে আমরা যে পার্টনার হব। ঐ টাকা দিয়ে হংকং-এ একটা নাচ-ঘর খোলা হবে, দু'জনারই লাভ হবে। তুমি না হয় মূলধন থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিও, বাকিটা সমান ভাগ হবে।

চার্লি বলল, না হয় এক লাখই নিলাম, আর ক্লাবের মুনাফার শতকরা ষাট ভাগ।

ব্ল্যাকি একটু ইতস্ততঃ করে তারপর রাজী হয়ে গেল। প্লেন ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ব্ল্যাকি সাইগনে ফিরে গেল। ঘুনাক্ষরেও টের পেল না যে যাবার সময় ওর পেছনে লোক ছিল এবং ফেরবার সময়ও সিকিউরিটি পুলিশের দু'জন গোয়েন্দা পিছু নিয়েছিল। ব্ল্যাকিকে ক্লাবে ঢুকতে দেখে একজন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে ফোন করতে গেল, অন্যজন ক্লাবের ফটক থেকে কয়েক গজ দূরে গাড়ি রেখে গাড়ির মধ্যেই বসে রইল। গোয়েন্দা ইয়ো-ইয়োকে

লক্ষ্য করল না, কিন্তু ইয়ো-ইয়ো গোয়েন্দাকে লক্ষ্য করছিল। তারপর কয়েক মিনিট চিন্তা করে ইয়ো ইয়ো ক্লাবে ঢুকল। ইয়ো-ইয়ো ব্ল্যাকির অফিস ঘরে ঢুকতেই ব্ল্যাকি জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

ইয়ো-ইয়ো বলল, কিছু জরুরী খবর বেচতে চাই। খবরের দাম পাঁচ হাজার পিয়াস্তর। খবরটা হলো আপনাকে আর পুলিশকে নিয়ে।

হঠাৎ ব্ল্যাকির হৃৎপিণ্ড জমে বরফ হয়ে গেল। বেশিক্ষণ সময় নষ্ট না করে মানি ব্যাগ থেকে পাঁচ হাজার পিয়াস্তর বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কি খবর?

ইয়ো-ইয়ো নোটগুলো তুলে নিয়ে তারপর সে যা যা দেখেছে বলল। এবং বলল, এখনো সিকিউরিটি পুলিশের গোয়েন্দা বাইরে ওদের গাড়িতে বসে আছে। কালো একটা সিট্রোয়েন গাড়ি।

এরপর ইয়ো-ইয়ো চলে যেতে ব্ল্যাকি উঠে জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সাবধানে বাইরে তাকাল। একটু দূরে রাস্তার উপর সিট্রোয়েন গাড়িটা দেখতে পেল। ভিতরে কে ছিল দেখা গেল না। যেই হোক সে সিগারেট খাচ্ছিল। পুলিশ কেন ওর ওপর নজর রেখেছে এই নিয়ে ব্ল্যাকি নানান কথা ভাবতে লাগল। তারপর আলমারি থেকে হুইস্কি বের করে খানিকটা ঢেলে নিয়ে আবার ডেস্কে বসে তাড়াতাড়ি একটা চিরকুট লিখল। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে চিরকুটের সঙ্গে খামে ভরে, খাম সীল করে ওপরে ঠিকানা লিখে দিল।

তারপর নাচ-ঘরে গিয়ে ইউ-লানকে বলল, এই চিঠিটা ফাটয়োর কাছে নিয়ে যাও। একটা বাজারের চুপড়ি নিও, ফাটয়ো তোমাকে একটা পার্সেল দেবে। কিছু ফলতরকারি কিনে সেটাকে তা দিয়ে চাপা দিয়ে এখানে নিয়ে এসো।

ইউ-লান একটু ইতস্তত করেছিল, কিন্তু তারপর যেতে বাধ্য হয়েছিল।

ইউ-লান ফিরে আসতেই ব্ল্যাকি প্যাকেটটা নিয়ে অফিসে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে তবে পার্সেলটা খুলল। একটা অটোম্যাটিক আর লম্বামতো সাইলেন্সার দেখে সে মহা খুশী। তারপর সেগুলো লোহার সিন্দুকে তুলে রাখল। জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ি তুলে আরেকবার দেখল, সিট্রোয়েনটা তখনো রয়েছে।

গাড়িটার দিকে চেয়ে ব্ল্যাকি যখন ভাবছিল এই পুলিশের নজরের মানেটা কি, ঠিক সেই সময় ইন্সপেক্টর ভক্-লিন কর্নেল অন-দিন-খুকের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে থুডোমট রোডে একটা নালার মধ্যে একজন পুলিশের মৃতদেহ আবিষ্কারের বিবৃতি দিচ্ছিল।

মৃত পুলিশের লোকটা সম্বন্ধে কর্নেলের কোনো কৌতূহল দেখা গেল না। সকালে লাম-থানের সঙ্গে বড়ই অশান্তিকর কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল। লাম-থান ওঁকে সাবধান করে দিয়েছিল যে ওঁর সময় ঘনিয়ে আসছে। এখনি তাঁকে বরখাস্ত করে দেওয়া হতো, কিন্তু ওর ওয়ারিশ তখনো প্যারিসে। তিন দিন বাদে সে না ফেরা অবধি কর্নেলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

আর তিনটি দিন। কর্নেল ভাবছিলেন এই গুজব যদি সত্যি হয় তাহলে তিনদিনের মধ্যে হীরেগুলো হাতিয়ে এ দেশ থেকে সরে পড়তে হবে। বললেন, ঐ ট্যাক্সি-ডান্সার কোথায়? আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

ইন্সপেক্টর বলল, সে ছটায় বাড়ি ফিরবে। ছটা দশে এখানে হাজির হবে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ইন্সপেক্টর সকালে চার্লির নম-পেন যাওয়ার কথা বলল। তারপর বলল, ব্ল্যাকি ও চার্লি জ্যাফ সম্বন্ধে কিছু জানে। ওদের গ্রেপ্তার করে জেরা করলে ভালো হয়।

কর্নেল মাথা নেড়ে না করলেন। বললেন, শুধু মেয়েটাকে দাও, ব্যস। যা জানতে চাই সেই বলে দেবে।

।। তেইশ ।।

গভীর নিঃস্বপ্ন ঘুম থেকে নৃহান জেগে উঠল। পাশের টেবিলে রাখা স্টীভের হাতঘড়িটা দেখল চারটে বেজেছে। সাইগনের বাস ছাড়বে সোয়া পাঁচটায়।

জ্যাকও ঘুম থেকে জেগে উঠল। তারপর দু'জনে হংকং ফিরে কি করবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। ন্‌হানের চোখে দুশ্চিন্তা ঘনাতে দেখে জ্যাফ বলল, হংকং পৌঁছে প্রথম কাজ হবে তোমার আত্মীয়স্বজনের একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য একজন উকীল ঠিক করা। ওদের জন্য ভাবছ তাই না?

ন্‌হান বলল, একটু আমি চলে গেলে ওদের বড় দুঃখ হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জ্যাফ আবার বলল, মত বদলে আমার কাছে থেকে যাও না। তোমার দাদামশাই ওদের গিয়ে বলে আসবেন, তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলে চলে যাচ্ছ।

ন্‌হানের থাকতে বড় লোভ হচ্ছিল। কিন্তু সে সাইগন ছেড়ে চলে যাবে এ খবর দাদামশায়ের মুখে না শোনাই ভালো। ওরা ওর ওপর নির্ভর করে থাকে। কেন যাচ্ছে সেটা বুঝিয়ে বলা ওর কর্তব্য।

ন্‌হান বলল, কাপড় চোপড় পরি, বাসটা ধরতে হবে।

জ্যাফ বলল, কাল রাত দশটায় ব্ল্যাকি তোমাকে আনতে যাবে। ও তোমাকে ভাঙা মন্দিরে নিয়ে যাবে। আমিও সেখানে রাত এগারোটায় পৌঁছব।

ন্‌হান ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা জিনিষ নিয়ে জ্যাফকে দিয়ে বলল, আমি চাই আমাদের আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত এই জিনিষটা তুমি রাখ।

জ্যাফ দেখল, হাতির দাঁতে খোদাই করা, ছোট্ট একটা বুদ্ধমূর্তি।

ন্‌হান বলল, এটি আমার বাবার ছিল। ও তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

ওর সরলভক্তি জ্যাফের মনকে স্পর্শ করল। সে বলল, নিশ্চয় রাখব।

ওকে বুদ্ধমূর্তিটা দিয়ে ন্‌হান যে কতখানি স্বার্থত্যাগ করল, সে-কথা জ্যাফের একেবারে মনে হলো না। সারা জীবন ন্‌হান এই ছোট্ট হাতির দাঁতের মূর্তিটি কাছে রেখেছিল। ঐ মূর্তিটিই ছিল ওর সান্ত্বনা এবং ভরসা।

এরপর ন্‌হান বাস ধরবে বলে বেরিয়ে পড়ল। নিজেদের ফ্ল্যাটে বাড়ির কাছে এসেও সদর দরজা থেকে কয়েক গজ দূরে রাখা কালো সিট্রোয়েন গাড়িটা ওর চোখে পড়ল না। ন্‌হানকে ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকতে দেখে দৃষ্টি বিনিময় করল।

ন্‌হান দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বসবার ঘরে ঢুকল।

ইন্সপেক্টরও ঘরে ঢুকল। ওর দিকে চেয়ে বলল, তুমি ন্‌হান লী অন? প্যারাডাইস ক্লাবে নাচ?

হ্যাঁ।

তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে বলে ইন্সপেক্টর ওর বাহু ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। গোয়েন্দা আগে আগে চলল, তারপর ন্‌হান, সবার পিছনে ইন্সপেক্টর।

ন্‌হান গাড়িতে উঠল, গাড়িটা রওনা দিয়ে বেগে হেডকোয়ার্টারের দিকে চলল। তখন ছটা বেজে দশ মিনিট।

ন্‌হানকে যখন কর্নেলের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল তখন ছটা বেজে চোদ্দ মিনিট। ডেস্কে বসে কর্নেল অপেক্ষা করছিলেন। জানলার কাছে আরেকটা ডেস্কে একটা ফাইল নিয়ে লাম-থান ব্যস্ত ছিল। ন্‌হান যখন ঘরে ঢুকল, সে মুখ তুলে চেয়েও দেখল না।

ইন্সপেক্টরকে বিদায় দিয়ে কিছুক্ষণ পর কর্নেল ন্‌হানকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ন্‌হান লী কু অন? প্যারাডাইস ক্লাবে নাচ?

ন্‌হান মাথা দোলাল।

স্টীভ জ্যাফ বলে একজন আমেরিকানের সঙ্গে তোমার মেলামেশা আছে?

এতক্ষণে ন্‌হানের বুদ্ধি সজাগ হল। এই লোকটি জানতে চায় স্টীভ কোথায়। ন্‌হানের যাই হোক না কেন ও লোকটি যেন স্টীভের নাগাল না পায়। সে বলল, হ্যাঁ।

শেষ কখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

রবিবার সন্ধ্যায়। তারপর আর দেখা হয়নি।

কোথায় সে?

আমি জানি না।

আজ দুপুরে কোথায় গিয়েছিলে?

বেড়াতে।

কর্নেল বললেন, আমি জানি তুমি মিথ্যা কথা বলছ। যদি সত্যি কথা বল তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব। আর না বললে বলতে বাধ্য করাব। অতিশয় একগুঁয়ে লোককেও কথা বলাবার অনেক উপায় আছে।

ন্‌হান ভাবছিল আর উনত্রিশ ঘণ্টা চুপ করে থাকতে পারলে কেউ স্টীভের নাগাল পাবে না।

কর্নেল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমেরিকানটি কোথায়?

ন্‌হান বলল, আমি জানি না।

কর্নেল একটা বোতাম টিপলেন, যে দুটো লোক এক বালতি জলে ভং হামকে ডুবিয়ে মেরেছিল তারা ঘরে ঢুকে দরজার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

কর্নেল বললেন, এই মেয়ে কিছু তথ্য জানে সেটা আমার এখনি দরকার। ওর একগুঁয়েমি ভেঙে দাও। আর যাই করো প্রাণে মেরো না।

।। চব্বিশ ।।

তিন ঘণ্টা হয়ে গেল। এখনো কোন প্রত্যাশিত খবর পাননি বলে কর্নেল আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর লাম-থান এসে বলল, মেয়ে মানুষটি কথা বলতে প্রস্তুত। আপনি নিজে জেরা করতে চান নাকি?

কর্নেল অফিস থেকে বেরিয়ে ন্‌হানকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে গেলেন ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলো জ্যাফ কোথায়?

ন্‌হান আস্তে আস্তে চোখ খুলে বিড়বিড় করে কি বলল কর্নেল শুনতে পেলেন না। খুদে লোক দু'টোর একজন এসে ন্‌হানের গালে চড় মারল। জ্যাফ কোথায়?

ন্‌হান বুঝেছিল একটু বিরাম না পেলে আর সে যন্ত্রণা সইতে পারবে না। তাই এই লোকটাকে বোঝাতে হবে স্টীভ থুডোমট থেকে অনেক দূরে কোথাও আছে। যতক্ষণ ওরা এখানে স্টীভকে খুঁজবে ততক্ষণে শরীরে নতুন অত্যাচার সহ্য করবার শক্তি সঞ্চয় করা যাবে।

ফিস্‌ফিস্ করে ন্‌হান বলল, দালাতে।

ভুরু কুচকে কর্নেল বললেন, দালাতে কোথায়?

একজন আমেরিকানের বাড়িতে। রেল স্টেশন ছাড়িয়ে তৃতীয় বাড়িটা লাল ছাদ হলদে ফটক।

কর্নেল বললেন, এখনো সেখানে আছে জ্যাফ?

আছে।

যদি দেখি মিথ্যে বলেছ, তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। খুদে লোক দুটোকে কর্নেল বললেন, ওকে জল খেতে দাও। বিশ্রাম করুক। আলো নিভিয়ে দাও। ঘণ্টা দশেক বাদে ফিরে এসে স্থির করব ওকে নিয়ে কি করা হবে।

অফিসে ফিরে এসে লাম-থানকে বলল, ভর্ক-লিনকে ডাকতে। ও আর আমি দালাত যাব। হীরেগুলো পেলে ওকেও সরাতে হবে। বলব আমেরিকানটা ওকে মেরে ফেলেছে আর ওকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি আমেরিকারনটাকে মারতে বাধ্য হয়েছি।

লাম-থান বলল, আমার এখনো মনে হচ্ছে মেয়েটা মিথ্যা কথা বলছে।

কর্নেল খেঁকিয়ে উঠে বললেন, মেয়েটা মিথ্যে কথা বলেনি।

।। পঁচিশ ।।

দালাত পৌঁছতে পাঁচ ঘণ্টা লাগল। রেলস্টেশনের আশেপাশে কোথাও লাল ছাদ হলদে ফটক দেওয়া কোনো বাড়ি নেই একথা বুঝতে কর্নেলের আধ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগল। যখন কর্নেল টের পেলেন যে ন্‌হান মিথ্যা কথা বলেছে তখন প্রচণ্ড রাগ দেখে ইন্সপেক্টর শিউরে উঠল। গাড়িতে চড়ে ইন্সপেক্টরকে চেঁচিয়ে বললেন, সাইগন ফিরতে।

ইন্সপেক্টর যতটা বেগে পারে গাড়ি চালাল। কিন্তু কর্নেলের পছন্দ হলনা। তিনি নিজেই স্টিয়ারিং ধরলেন। অসম্ভব বেগে গাড়ি চালাতে লাগলেন। গাড়ির চাকা পিছলে গেল, সামনের

ডান দিকের টায়ার ফেটে গেল। গাড়ি গিয়ে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেল।

দু'জনেরই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লেগেছিল কেউ আহত হয়নি। সুস্থ হতে কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল, পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল গাড়িটা মেরামতের বাইরে। ইন্সপেক্টর জানত এত ভোরে ও পথে কোন গাড়ি যাওয়া আসা করে না। নিকটতম পুলিশ ঘাঁটি ত্রিশ মাইল দূরে।

সাত ঘন্টা বসে রইল দু'জনে। অবশেষে একজন চীনে চাষীর পুরনো লড়ঝড়ে সিট্রোয়েন গাড়ি এল। তখন বেলা দশটা। সেই গাড়িতে চেপে পুলিশ ঘাঁটিতে পৌছতে দু'ঘণ্টা লেগেছিল। সেখান থেকে ইন্সপেক্টর টেলিফোন করে পত্রপাঠ একটা দ্রুতগামী গাড়ী চেয়ে পাঠালেন।

বেলা দেড়টায় সিকিউরিটি পুলিশের হেডকোয়ার্টারে পৌছলেন। কর্নেলের স্নান খাওয়া যখন শেষ হল তখন দুটো বেজে কুড়ি মিনিট।

এরপর কর্নেল ন্‌হান যে ঘরে ছিল দরজা খুলে ঢুকে আলো জ্বাললেন। সেই নিষ্ঠুর তীব্র আলো চোখে পড়তেই ন্‌হানের চোখ ঝলসে গেল। তারপর দেখল ওর দিকে তাকিয়ে কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন। তার মুখের চেহারা দেখে মরমে মরে গেল ন্‌হান। মনটাকে শক্ত করল। মনে মনে বলল, ও আমাকে কিছুতেই কথা বলাতে পারবে না।

কর্নেল নিচু হয়ে ওর গায়ে হাত দিতেই ন্‌হান চিৎকার করতে আরম্ভ করল।

এদিকে বেলা আড়াইটার সময় নম-পেনের ডাকোটা প্লেন সাইগনে পৌছল। দাদা আসার অপেক্ষায় ব্ল্যাকি লী গাড়িতে বসেছিল। কালো সিট্রোয়েন গাড়িটাও অন্য ধারে পার্ক কবা ছিল। ওটা ক্লাব থেকে ওর পিছন পিছন এসেছিল।

চার্লি লী এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে ব্ল্যাকির গাড়িতে উঠল। গাড়িটাকে ব্ল্যাকি বড় রাস্তায় তুলল। পিছনের গাড়িটা সম্বন্ধে চার্লিকে কিছু বলল না। এখন লী ওয়াটকিন্সের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত হয়েছে সে কথা ব্ল্যাকি শুনতে লাগল। চার্লি বন্দুকের কথা জানতে চাইলে ব্ল্যাকি জানালো সে এনেছে। ব্ল্যাকি বলল, আগে একটু বিশ্রাম করে তারপর ন্‌হানের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে এসো।

ক্লাবের বাইরে গাড়ি থামল। ব্ল্যাকি লক্ষ্য করল সিট্রোয়েনটা আগেই এসে একটু দূরে থেমেছে। কিন্তু ইয়ো-ইয়ো যে ওদের দেখছে সেটা চোখে পড়ল না।

ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলে ইয়ো-ইয়ো ক্লাবে ঢুকল। নিঃশব্দে পা ফেলে ব্ল্যাকির অফিস ঘরের দরজার সামনে এলো। দরজায় কান লাগিয়ে সে ওদের কথা শুনতে লাগল।

ব্ল্যাকি চার্লিকে সিকিউরিটি পুলিশের সব কথা বলল। চার্লি বলল, আমার একটুও ভালো লাগছে না।

ব্ল্যাকি বলল, আমারও না। এই সেফে আমার দশ লাখ পিয়াস্তর আছে। তুমি টাকাটা সঙ্গে নিয়ে গেলে ভালো হয়। যদি কোন গণ্ডগোল হয় তাহলে ইউ-লান কোনমতে হংকং পৌছতে পারলে ওর কিছু সংগতি থাকবে। এটুকু আমার জন্য করবে তো?

চার্লি বলল, নিশ্চয় করব। তুমিও সঙ্গে এলে ভালো হত। যদি ওরা টের পেয়ে থাকে যে তুমি হীরের কথা আর জ্যাফ কোথায় লুকিয়েছে সে কথা জান তোমাকে শেষ করে দেবে।

এরপর চার্লি ন্‌হানের সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে দাঁড়াল। ব্ল্যাকি বলল, তোমার দিকে ওদের নজর নেই তবু দেখো যেন পিছু না নেয়।

অফিসে ফিরে ব্ল্যাকি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখল, দাদাকে কেউ দেখল বলে ওর মনে হল না।

পিছনে শব্দ হতেই ব্ল্যাকি চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল ইয়ো-ইয়ো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওর দিকে চেয়ে হাসছে। ব্ল্যাকি বলল, কি চাও তুমি?

ইয়ো-ইয়ো বলল, আমি সব শুনেছি। আপনার সেফের ঐ দশ লাখ পিয়াস্তর না দিলে আমি বাইরের গোয়েন্দাদের বলে দেব জ্যাফ কোথায় আপনি জানেন। ব্ল্যাকি আগেই স্থির করেছিল এই ছোকরাকে মারতেই হবে। ধীরে সুস্থে এগোতে এগোতে ব্ল্যাকি বলল, কি বলছ তুমি?

ইয়ো-ইয়ো হিপ-পকেট থেকে একটা ছোরা বের করে বলল, আর কাছে আসবেন না। শুধু টাকাটা দিয়ে দিন।

ব্ল্যাকি প্রথমে একটু ইতস্তত করার ভান করল। তারপর টাকা বের করার ভান করে বন্দুক নিয়ে ব্ল্যাকি যেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় ইয়ো-ইয়ো ছোরা মারল। বন্দুক হাত থেকে ফস্কে গেল। ব্ল্যাকি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

।। ছাব্বিশ ।।

পাঁচটার একটু পরেই লাম-থানের অফিসের টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন তুলতেই একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এলো। যা শুনল তাতে লাম-থান চেয়ারে বসে কাঠ। সব শুনে লাম-থান ফোন নামাল।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত বসে থেকে তারপর কর্নেলের ঘরে গেল। ঘর খালি দেখে সে বুঝে নিল কর্নেল কোথায়।

লাম-থান তাড়াতাড়ি জেরা করার ঘরে গিয়ে কর্নেলকে বলল, আপনাকে এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। মাই-লাং-তো নামক মেয়ে মানুষটিকে খুন করার দায়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট আধ ঘণ্টা আগে সই হয়ে গেছে। যদি বিয়েন-হোয়া এয়ারপোর্ট পৌঁছতে পারেন তাহলে এখনো আপনার আশা আছে। এরা হয়তো এয়ারপোর্টে খবর দেবার কথা ভাবেনি। এরপর মেয়েটার কথা জিজ্ঞাস করায় কর্নেল বললেন, যাই করলাম না কেন, কিছুতেই বলল না। হয়তো মেয়েটা সত্যিই জানত না।

তার কথার মধ্যে প্যাসেজ থেকে ভারি পদশব্দ শুনে লাম-থান কর্নেলের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। দরজা খুলে গেল। দোর গোড়ায় ইন্সপেক্টর ভ ক-লিনকে দেখা দিল। তার পিছনে চারজন রাইফেলধারী পুলিশের লোক।

পুলিশের লোকেরা কর্নেলকে ঘিরে ফেলতেই ইন্সপেক্টর বলল, রিপাবলিকের নামে মাই-লাং-তোকে হত্যা করার জন্য আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি। ন্‌হান লী অনকে হত্যা করার জন্য তোমাকে দায়ী করা হবে। তারপর লাম-থানের দিকে ফিরে বলল, উভয় খুনের সহযোগিতার জন্য তোমাকেও গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশের লোকদের আদেশ দিল, এদের নিয়ে যাও।

দরজার কাছে একজন ঘাতক দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিল। তাকে ডেকে ইন্সপেক্টর বলল, একটা কম্বল এনে এই মেয়েটিকে ঢাকা দাও।

ইন্সপেক্টরের বয়স কম বলে এখনো তার মনে কিছু দয়ামায়া ছিল। তাই ন্‌হানের দেহের ওপর শূন্যে সে যীশুর কৃপা ভিক্ষা করে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিল।

।। সাতাশ ।।

ছোট ভাইয়ের অফিসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চার্লি লী খোলা সেফের সামনে ব্ল্যাকির মৃতদেহ দেখে ও যেন চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। নিজেকে বড় দুর্বল, নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব মনে হতে লাগল। দু'হাতে মুখ ঢেকে একটু কেঁদেও নিল। ভাই ছাড়া ভবিষ্যতটা কেমন হবে ভেবে পেল না।

কিন্তু একটু পরে স্তম্ভিত ভাবটা কেটে যেতে সেফটার কাছে গিয়ে ভেতরে চেয়ে দেখল চার্লি। বন্দুকটা দেখতে পেয়ে সেটি বের করে নিল। তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল ব্ল্যাকির দশ লাখ পিয়াস্তর খোয়া গেছে।

সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ন্‌হানের মামার সঙ্গে কথা বলে চার্লি জেনেছিল ন্‌হানকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিকিউরিটি পুলিশের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে তাড়াতাড়ি কাজ করলে তখনো হীরেগুলো বাগাবার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। ব্ল্যাকির গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি চার্লি থুডোমট গিয়ে জ্যাফকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবে। সেইখানে হেলিকপ্টার আসা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে।

কিন্তু ইউলান ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে আর অপেক্ষা করা যায় না। চার্লি ক্লাব থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চালিয়ে চলে যাবার সময় ফিরে দেখল কালো সিট্রোয়েনটা নড়েনি।

পাঁচটার পর চার্লি থুডোমট পৌছল। জানলা থেকে জ্যাফ ওকে দেখতে পেয়েছিল। ব্ল্যাকির সঙ্গে ওর এত মিল যে দেখলেই চেনা যেত। জ্যাফ ভাবতে লাগল এসময় ও এখানে কেন?

জ্যাফ দরজা খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকে চার্লি পরিচয় দিল।

জ্যাফ জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে কেন? কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

বিশেষ কিছু নয়। পথে আসবার সময় কি কি মিথ্যা কথা বলতে হবে চার্লি সব তৈরী করে এনেছিল। বলল, এখুনি আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আপনার গোপন আস্তানা সম্বন্ধে জানাজানি হয়ে গেছে। পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য রওনা হয়ে গেছে।

জ্যাফ ন্‌হানের কথা জিজ্ঞাসা করায় চার্লি বলল, সে নিরাপদেই আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে।

জ্যাফ একটু ইতস্তত করে তারপর উপরে উঠে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে হলঘরে চার্লির কাছে ফিরে এল। জ্যাফকে অপেক্ষা করতে বলে চার্লি দরজার কাছে গাড়ি আনতে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যাফ ভাবতে লাগল তার জন্য ন্‌হানের দাদামশাই আর বাড়ির লোকেদের কষ্ট পেতে হবে। এদের কি সর্বনাশটাই না সে করল। এই বলে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

চার্লি জ্যাফকে ইশারা করতেই সে গাড়ির পিছনের দিকে উঠে নিচে শুয়ে পড়ল।

বেগে গাড়ি চালিয়ে চার্লি ছুটে চলল। ম্যাপ দেখে নেবার জন্য চার্লিকে দু-একবার থামতে হয়েছিল। অবশেষে যখন ঠিক জায়গাটা চিনে বের করল তখন প্রায় সাতটা বেজে গিয়েছিল। চার্লি বলল, হেলিকপ্টরের শব্দ শুনলেই দুটো বড় বড় ধুনিতে আগুন জ্বেলে দিতে হবে। নইলে জায়গাটা খুঁজে বের করতে পাইলটের অসুবিধা হবে।

এবার জ্যাফ বুড়োর বাড়িতে লুকিয়ে আছে পুলিশ কি করে জানতে পারল তা চার্লি জ্যাফকে বলল। ওর জন্য ভাববেন না। ওকে ওরা কিছু করবে না।

জ্যাফ খানিকটা আশ্বস্ত হল। এবার ধুনির ব্যবস্থা করতে দু'জনে দু'দিকে গিয়ে কাঠ কুঠো সংগ্রহ করতে লাগল।

কাজ করতে করতে চার্লি ভাবছিল ন্‌হানকে ফেলে যেতে জ্যাফকে রাজি করানো যাবে কিনা। ও হয়তো রাজি হবে না। তাই হেলিকপ্টর আসার আগে ওকে মেরে ফেলতে পারলে ভালো হয়। ওয়াটকিন্সকে বলবে যাত্রীর মত বদলেছে সে আসেনি। ওয়াটকিন্সের সঙ্গে চার্লি ক্রেটি যাবে। কাল এই সময়ের মধ্যে নিরাপদে হংকং পৌছে যাবে, কুড়ি লাখ টাকার হীরে নিয়ে।

রাত আটটার ঠিক পরেই কাজ শেষ হয়ে গেল। ততক্ষণে এত অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল যে গাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হচ্ছিল।

জ্যাফের মুখের সিগারেটের লাল আলো দেখে চার্লি টের পেল জ্যাফও ক্ষেতের ওধার থেকে আসছে। গাড়ির দরজা খুলে চার্লি মেঝের ওপর হাতড়াতে লাগল, তারপর ড্যাশলাইট জ্বেলে নিচে খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোথাও ব্রীফকেসটা খুঁজে পেল না।

গাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে ওর কাছে এসে জ্যাফ বলল, ক'টার সময় ন্‌হান আসবে?

চার্লি ভাবল জ্যাফ যদি ওটাকে হাতে করে তোলে, পাতলা চামড়ার ভিতর দিয়ে বন্দুকটা হাতে লাগবে। একটু এগিয়ে গেল চার্লি। জ্যাফ দরজা পর্যন্ত আসবার আগেই জ্যাফের কাছে পৌছল।

চার্লি বলল, এগারটার একটু আগেই পৌছে যাবে। আরো তিনঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। বরং গাড়িতে বসা যাক।

চালকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চার্লি বলল, ওপাশে যান বেশি আরাম হবে।

চার্লি নীচু হয়ে ঘাসের উপর হাতড়াতে লাগল। যতদূর নাগাল পায় গাড়ির তলায় খুঁজল, কিন্তু কিছুই হাতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ কানে এলো জ্যাফ বলছে, একি এটা আবার কি?

চার্লি বুঝতে পারল নামবার সময় ওর পায়ের ধাক্কা লেগে ব্রীফকেসটা ছিটকে গিয়ে অন্যদিকের দরজা দিয়ে নীচে পড়ে গেছিল। জ্যাফ সেটি খুঁজে পেয়েছে।

চার্লি সেদিকে ছুটে গিয়ে বলল, ওটা আমার ব্রীফকেস আমাকে দিন।

জ্যাফ বলল, এর মধ্যে একটা বন্দুক আছে। ওটা দিয়ে তুমি কি করবে?

মরীয়া হয়ে চার্লি বলল, ওটা পাইলটের জিনিস। ব্ল্যাকি ধার নিয়েছিল আমি ফিরিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম দয়া করে দিন।

জ্যাফ বলল, না, আমিই দিয়ে দেব। তারপর চার্লিকে গাড়িতে উঠতে বলল।

চার্লি গাড়ির দরজা খুলে উঠে পড়ল। জ্যাফ বলল, এ বন্দুকটা দেখছি খুন করার পক্ষে আদর্শ। আশা করি আমাকে খুন করার তালে ছিলে না?

এমন কথা আমার মনেও আসনি। আপনাকে কেন খুন করতে যাব?

জ্যাফ কড়াভাবে চার্লিকে বসতে বলায় চার্লি ঘাড় গুঁজে বসে পড়ল। কোন শক্তিই রইল না।

জ্যাফ ভাবছিল হয়তো ন্হানের কোন বিপদ হয়েছে। কিন্তু ওরা আসে কিনা সেই অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া উপায় কি?

জ্যাফ কেবলই ঘড়ি দেখছিল। যখন এগারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি, জ্যাফ আর চুপ করে থাকতে পারল না। হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বলল, ও কোথায় বলো? আসছে না কেন? আমার মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তোমার মতলব ছিল আমাকে খুন করে হীরেগুলো নিয়ে নেবে। ন্হানের কি হয়েছে? না বললে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

চার্লি বলল, এতক্ষণ ভয়ে বলিনি। ন্হান আসবে না। কাল ওকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেছে।

জ্যাফ হঠাৎ ওকে ছেড়ে দিল, টলতে টলতে চার্লি মাটিতে বসে পড়ল।

জ্যাফ জিজ্ঞাসা করল, ব্ল্যাকি? চার্লি বলল, ব্ল্যাকি মরে গেছে। মেয়েটাও বোধ হয় এতক্ষণে মরে গেছে।

জ্যাফ ভাবতে লাগল সে ফিরে ন্হানকে উদ্ধার করবে। এর বিনিময়ে হীরেগুলো দিয়ে দেবে। আবার ভাবল যদি মারাই গিয়ে থাকে তাহলে ফিরে গেলে নিজের প্রাণটাও ফেলে দেওয়া হবে।

ঠিক সেই সময়ে আকাশযানের শব্দ শোনা গেল। ঘড়ির দিকে তাকাল জ্যাফ। এগারোটা বাজতে দশ মিনিট।

চার্লিও শব্দ শুনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধুনি দুটো জ্বালাতে হবে।

জ্যাফ মনে মনে ভাবছিল এই আমার ত্রাণ পাবার একমাত্র সুযোগ। মেয়েটা বোধ হয় প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে। ওর বিষয়ে ভেবে কোন লাভ নেই।

চার্লি ততক্ষণে অন্য ধুনিটাও জ্বেলে ফেলেছিল। হেলিকপ্টর নেমে আসছিল। মধ্যিখানে হেলিকপ্টর নামল। লী ওয়াটকিন্স কেবিনের দরজা খুলে দিতেই চার্লি সেদিকে দৌড়ল।

বন্দুক বের করে জ্যাফও ছুটল। চার্লির আগেই হেলিকপ্টরের কাছে সে পৌছল।

ওয়াটকিন্স জিজ্ঞাসা করল, আপনাকেই ক্রেটি নিয়ে যেতে হবে নাকি?

জ্যাফ বলল, তাই।

ওয়াটকিন্স বলল, উঠে পড়ুন। এখনি রওনা হয়ে যেতে চাই।

হাঁফাতে হাঁফাতে চার্লি এসে পৌছল। জ্যাফ ওর বুকে বন্দুকের খোঁচা মেরে বলল, তুমি আমার সঙ্গে আসছ না। এখান থেকে সরে পড়।

বন্দুক দেখে আৎকে উঠে চার্লি পিছু হটে গেল।

জ্যাফ কেবিনে উঠে পড়ল। এঞ্জিনের আওয়াজের ওপর গলা তুলে ওয়াটকিন্স বলল, ও আসবে না?

জ্যাফ বলল, না ও আসবে না। বন্দুকটা একপাশে রেখেছিল যাতে ওয়াটকিন্স দেখতে না পায়।

ওয়াটকিন্স চার্লিকে বিদায় জানিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। নিদারুণ নৈরাশ্যে চার্লি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

এদিকে জ্যাফের বিবেক ধিক্কার দিতে লাগল। তেরিয়া হয়ে জ্যাফ চেঁচিয়ে উঠল, চল, চল রওনা হওয়া যাক।

মিশন টু ভেনিস

বিপদ সংকেত

।। এক ।।

ছাইরঙা স্কার্ট ও কোটপরা লম্বা মতো সুন্দরী মেয়েটি পাথর বাঁধানো গলি, আপার ব্রুক নিউজ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছিলো। মারিয়ান রিগবির চুল ও চোখ কালো, চ্যাপটা লাল টুপির সামনেটা পাখার মতো ছড়ানো।

এই অঞ্চলটায় বিত্তবান লোকেদের বসবাস। পিছনের এই রাস্তাটির দু-পাশে তাঁদের রোলস রয়েস, ডেলমা, বেন্টলে প্রভৃতি গাড়ির গ্যারাজ। গ্যারাজগুলির উপরে ড্রাইভারদের থাকবার ঘর। তারা যার যার গাড়ি ধোয়ামোছা ও পালিশ করে অবসর সময় কাটায়।

গলির শেষপ্রান্তে আমেরিকান অ্যামবাসি। আর পিছনে একটা ছোট দোতলা বাড়ি। সামনে সাদা-রঙের উপর সবুজ খড়খড়ি, জানলায় নানারকম ফুলগাছের টব সাজানো, সবুজ সাদা ডোরা কাটা ছাউনি—যে কোন পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

এ বাড়িতে থাকেন লক্ষপতি মার্কিন যুবক ডন মিকলেম। সান্ধ্য সংবাদপত্রগুলিতে প্রায়ই এঁর নানাবিধ ক্রিয়া-কলাপের কথা পড়া যায়।

এঁরই ব্যক্তিগত সেক্রেটারী মারিয়ান রিগবি। দুপুরে মিকলেমের মাসখানেকের জন্য ভেনিসযাত্রা করার কথা। তাই সেদিন সকালে মারিয়ান কিছু আগেই আসছিলো।

পঁচিশ-এ, বাড়িটার সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে মারিয়ান চাবির জন্য ব্যাগ হাতড়াচ্ছিলো। একজন ড্রাইভার একটি কাদা-মাখা রোলস-রয়েস সাফ করছিল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টুপি ছুঁয়ে মারিয়ানকে অভিবাদন জানালো।

মর্নিং মিস।

গুড মর্নিং টম, উত্তর দিলো মারিয়ান। তার হাসিতে যেন সারা গলিতে আলো ছড়িয়ে পড়ল।

মারিয়ান এগিয়ে গেল। ড্রাইভারটি তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মারিয়ানকে তার খুবই পছন্দ। রোজই সকালে দুজনের দেখা হয় এবং এ ধরনের দু-একটি বাক্য বিনিময় হয়ে থাকে।

ড্রাইভারটি গাড়ী ধুতে ধুতে ভাবছিল, মিকলেমের ভাগ্য ভালো—এইরকম একটা মেয়েকে কাজের জন্যে পেয়েছে। তবে মিকলেমেব ভাগ্য জন্ম থেকে ভালো। বাবার মৃত্যুর পর পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের অধিকারী হয়েছে সে। ভেনিস, নিউইয়র্ক এবং লিসে নিজস্ব বাড়ী ছাড়াও লন্ডনের এই ছোট্ট বাড়িটি তো আছেই। একজন লোকের পক্ষে প্রাপ্যের বেশীই বরাত বলা যায়। তবে তার জন্যে ড্রাইভারটির মনে কোন ঈর্ষা নেই মিকলেমের প্রতি।

হ্যাবক্যাপের উপর জল ছেটাতে ছেটাতে সে ভাবল, যদি সব আমেরিকানরা ওর মতো হতো, তাহলে আমাদের রাশিয়ানদের পশ্চিম জোট ভেঙে দেওয়া বা মাথামুণ্ড যাই হোক—তার পরোয়া করতে হতো না। মিকলেম লোকটি দিলদরিয়া। এদিক দিয়ে গেলেই গল্প করে যান। এখানকার বড়লোকেরা সব স্বার্থপর, অহঙ্কারী। মিঃ মিকলেম ওদের থেকে আলাদা। ওঁকে কাজকর্ম করতে হয়না ঠিকই, কিন্তু কখনও চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে ঘোড়ায় চড়তে বেরোন। ঘুমোন খুবই অল্প সময়। ওঁর মতো জীবন কাটাতে হলে আমি তো এক হপ্তাতেই মারা যাবো। আর লোকজনদের খাওয়ানো, হোমরাচোমরা লোকেদের আনাগোনা তো লেগেই আছে। গতকাল রাত্রে এসেছিলেন হোম সেক্রেটারী আর মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তার আগের রাতে এসেছিলেন ডিউক আর এক চিত্র-তারকা।

হাতে পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড, অবাধ স্বাধীনতা আর মিস্ রিগবির মতো সুন্দরী সেক্রেটারী পেলে জীবনটা কি বিলাসিতায় না কাটাতো! কল্পনা করার চেষ্টা করল সে। কিছুক্ষণ পরে মনে হল—নাঃ, যেমন আছি খাসা আছি।

টুপিটা মাথা থেকে খুলে, হলের আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নিয়ে দ্রুতপদে ডন মিকলেমের অফিসে ঢুকে পড়ল মারিয়ান।

ঘরের দেওয়ালগুলো বইয়ের তাকে মোড়া, মাটিতে বোখারা কার্পেট, মোটা গদীওয়ালা চেয়ার, মস্ত মেহগনীর টেবিল, তার ওপরে টাইপ রাইটার ও টেপ রেকর্ডার—সব মিলিয়ে ঘরটি চমৎকার।

একটি ইজিচেয়ারে, কোলে একতাড়া চিঠি নিয়ে, গা ডুবিয়ে বসেছিলো মিকলেম। অধৈর্যভাবে সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো সে। মরিয়ানকে ঘরে ঢুকতে দেখে তার তামাটে মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

প্রায় ছ ফুট ছ-ইঞ্চির কাছাকাছি লম্বা, তামাটে-রঙ, হেভিওয়েট বক্সারের মতো গড়ন মিকলেমের। সরু গোঁফ আর গালে কাটা দাগটা তার চেহারায় একটু শয়তানী ভাব এনে দিয়েছে। বাদামী পোলো সোয়েটার আর ব্রিচেস পরেছিল সে। পাশের টেবিলে ট্রেতে কফি এবং কমলালেবুর রস ও টোস্টের অবশিষ্টাংশ দেখে বোঝা যায় এইমাত্র প্রাতরাশ সমাধা করেছে।

এই যে, এসে গেছ। চিঠিগুলো জড়ো করে টেবিলে রেখে বলল, আমি ভাবছিলাম শেষে আমাকেই না পড়তে হয় ওগুলো। সিগারেট ধরিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে মারিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে আজ। নতুন জামা নাকি?

মারিয়ান বলল, না, জামাটা কাল-পরশু দু-দিন পরেছি। অভ্যস্ত দৃষ্টিতে চিঠিগুলো পড়ে যেতে লাগল। বলল, আপনার প্লেন ছাড়ছে বারোটায়। মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময় হাতে, অথচ অনেক কাজ।

জানি, জানি, শান্তগলায় বলল ডন, চেরি আমাকে পাগল করে দিচ্ছে সকাল থেকে। আচ্ছা, আমি বাইরে গেলেই তোমরা দুজনে এরকম হুলুস্থূল কেন কর বল তো? আমি যেন ইচ্ছে করে দেরি করছি, চেরির ভাবখানা এমন। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে নেপোলিয়ন একটা দেশ জয় করে ফেলতেন।

কিন্তু আপনি তো নেপোলিয়ন নন। তাছাড়া আপনি নিজেও জানেন প্রত্যেকবার কোথাও যাবার সময় শেষ মুহূর্তে কিছু না কিছু ঘটে। ভয়ানক গণ্ডগোল হয়ে যায়। এবারে আপনাকে অন্তত দশ মিনিট হাতে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছতেই হবে।

ডন আর্তনাদ করল। বলল, সত্যি ভেনিসে একমাস কি আরামেই না কাটবে। ওখানে খিটখিট করার কেউ থাকবে না। তবে দুঃখের বিষয় চেরিকে সঙ্গে নিতে হচ্ছে। আমি চলে গেলে তুমি কিভাবে সময় কাটাবে?

আমি বিশ্রাম করব। এই দুমাস যা ব্যস্ততা গেছে!

তা গেছে বটে! কিন্তু বেশ কেটেছে।

ডন উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলল, এবার স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে নিলে হয়। তারপর চিঠিগুলো পড়া যাবে। আর কিছু করার নেই তো?

আছে বৈকি। আপনি ভালো করেই জানেন চারটে টেলিফোন করতে হবে। মিঃ স্টাডলে ইউনিয়ন স্টীলে যোগদান সম্বন্ধে আপনার মতামত চান। হারবার্ট বলে ঐ মেয়েটাকে আপনি চিঠি দেবেন বলেছিলেন।

তুমি ওকে "হারবার্ট বলে মেয়েটি" যে কেন বলো জানি না। ভারী মিষ্টি মেয়েটি।

বুদ্ধির তো ছিটেফোঁটাও নেই।

তা হোক ফিগারটা সুন্দর। বুড়ো লেওয়েলিন ওকে পেয়ে গলে যাবে। ওর তো বুদ্ধি বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। দুজনে মিলবে ভালো।

মারিয়ান একটা চিঠি পড়তে পড়তে ডনের দিকে বিষদৃষ্টি হেনে বলল, লেডি স্টেনহ্যাম আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর ছেলে এখন ভেনিসে এবং আশা করছেন ভেনিসে গেলে ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

ওঁকে জানিয়ে দিও তার দর্শন যদি আমি পাই, তবে সেই হবে শেষ দেখা। যাই জামাকাপড় ছেড়ে আসি, মনে হচ্ছে সারাদিনের অনেক কাজ জমে আছে। সময়ে শেষ হবে তো?

করতেই হবে শেষ, মারিয়ানের গলায় দৃঢ়তা।

মিনিট দশেক পরে হালকা ছাই রঙা লাউঞ্জ স্যুট পরে ডন আবির্ভূত হল, পিছনে পিছনে চেরি—তার সর্বকাজের করিৎকর্মা খাস চাকর।

চেরিকে দেখলে যে কেউ ভয় পাবে। আর্চ বিশপের মতো নৈর্ব্যক্তিক তার হাব-ভাব। লম্বা চওড়া চেহারা, চিবুকের খাঁজ বিরক্ত হলে কাঁপতে থাকে। পুরোনো আদবকায়দার মানুষ সে। কুড়ি বছর ডিউক অফ ওয়ালসিংহ্যামের কাছে চাকরি করে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে সব সে ভালোই বোঝে। সর্বদাই সে এইসব ব্যাপারে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে থাকে। অনেকে তাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। চেরি যে ডনের ব্যবহার পছন্দ করতো তা নয়, তবে ডনের সম্পর্কে তার একটা মোহ ছিল। অতীতে ডিউকের চাকরিতেও এত নিত্য নতুন অতিথি, এত বিভিন্ন রকম জায়গা আর এত আরাম ছিল না। আজ ভেনিসে তো একমাসের মধ্যে নিউইয়র্ক। লন্ডনে ক্রিসমাস কাটিয়ে জানুয়ারীতে নিস শহরে। চেরি বিদেশে ভ্রমণের সঙ্গে বিদেশী আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা পছন্দ করত। ডনের কাণ্ডকারখানায় মাঝে মাঝে তাজ্জব বনে গেলেও লক্ষপতির কাছে কাজ করার একটা নিরাপত্তা আছে, যতই হোক।

বয়স হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডিউক ট্যাক্সেব চাহিদা মেটাতে তাঁর দুর্গ আড়াই শিলিং দক্ষিণায় জনসাধারণের কাছে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সারা বাড়ি তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চমৎকার খাস জমি স্যান্ডউইচের কাগজ ফেলে নোংরা করছে—এ দৃশ্য চেরির কাছে অসহ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে তল্পিতল্পা গোটাতে হল।

ইজি চেয়ারে বসে ডন বলল, তুমি বরং টিকিট আর পাসপোর্টগুলো চেরিকে দিয়ে দাও। ও আগে গিয়ে মালপত্তরগুলো তোলার ব্যবস্থা করুক। খানিকটা সময় বাঁচবে।

মারিয়ান চেরির হাতে কাগজপত্রগুলো দিতেই চেরির চোখে আগ্রহ ঝিকমিক করে উঠলো।

আরে? এ কে আসছে? জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ডন বলল।

বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। তার মধ্যে থেকে নামল একটা মেয়ে। সে যতক্ষণ ভাড়ার জন্যে ব্যাগ হাতড়াতে লাগল ডন তাকে তীক্ষ্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

শহরতলীর বাসিন্দা, ছিমছাম, মধ্যবিত্ত, দেখতে ভালই। মনে হচ্ছে সম্প্রতি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। চিন্তিত মনে হয়। ডন মারিয়ানের দিকে তাকাল।

মারিয়ান হতাশভাবে তাকে দেখছিল। বলল, কেমন, ঠিক বলেছি? না কি ওর ঐ ফ্যাকাশে ভাবটা রক্তহীনতা রোগের জন্যে?

জানি। জানবার ইচ্ছেও নেই। আপনি কি এই চিঠিগুলো একটু দেখবেন?

এখানে আসছে। কি চায় ও কে জানে!

চেরি শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে। তাকে মারিয়ান বলল, ওকে বলে দাও মিঃ মিকলেম ব্যস্ত আছেন উনি এখনই বিদেশ যাচ্ছেন, ডিসেম্বরের আগে ফিরবেন না।

আশ্বস্ত মুখে দরজার দিকে যেন হাওয়ায় ভেসে গেল চেরি।

ডন কড়া গলায় বলল, আগে জেনে নাও, মেয়েটি কে? কি চায়? আমার ওকে দেখে ভালো লেগেছে।

মারিয়ান ও চেরির মধ্যে হতাশ দৃষ্টি বিনিময় হলো। চেরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চিঠিগুলোর দিকে একটু মন দেবেন? তা না হলে শেষ হবেনা—মারিয়ান বলল।

ঠিক আছে—অনামনস্কভাবে চিঠিগুলো তুলে নিল ডন। ইতিমধ্যে মেয়েটি দরজায়ঘণ্টা বাজিয়েছে। সেদিকে মন দিয়ে ডন বলল, চেরিকে লেখ ওর জন্যে একটা ঝাড় লন্ঠন এনে দেব, যদিও ঝাড় লন্ঠন ওর কি প্রয়োজন তা জানি না। এই সাদার্বি নামের মহিলাকে লিখে দিও ডিনারের সময় হবেনা। এই চারটে চিঠির উত্তর খুব ভদ্রভাবে লিখে দিও 'না' আর মিসেস ভ্যান রায়ানের নেমতন্ন রক্ষা করতে পারবো না। এই তিনটে চিঠির উত্তর হবে 'হ্যাঁ'।

চেরি মুখ গম্ভীর করে ঘরে ঢুকে বলল, মেয়েটির নাম মিসেস টেগার্থ। ভয়ানক জরুরী...

ব্যক্তিগত কাজ।

টেগার্থ? নামটা শোনা-শোনা। শুনে তোমার কিছু মনে পড়ছে মারিয়ান?

না। মারিয়ান কঠিন গলায় বলল, কিন্তু এবার বেরোতে হয়। হ্যারি গাড়ী নিয়ে এসে গেছে।

জানলা দিয়ে দেখা গেল, ডনের ড্রাইভার হ্যারি মেগল বিশাল কালো বেন্টলে গাড়ীখানা চালিয়ে নিয়ে আসছে।

ওহ্, নিরুত্তাপ গলায় ডন বলল, হ্যারি সব সময়ই আগেভাগে এসে হাজির হয়।

তাহলে কি আমি মিসেস টেগার্থকে বলব আপনি ব্যস্ত আছেন? চেরি জিজ্ঞেস করল।

দাঁড়াও। যুদ্ধের সময় টেগার্থ বলে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—দারুণ লোক। হয়ত তার স্ত্রী এসেছে। মারিয়ান ও চেরি আবার চোখাচোখি হল।

কি করে হবে? টেগার্থ তো সাধারণ একজনের নাম, মারিয়ান তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হয়ত চাঁদা-ফাঁদা চাইতে এসেছে। আমি কি ফোনে মিঃ স্টাডলেকে ধরার চেষ্টা করব? উনি কোম্পানীর বিষয়ে কিছু জানতে চান।

ডনের মন তখন অন্য জগতে। সে বিড়বিড় করতে লাগল। টেগার্থ—বোধহয় সেই। ওর সঙ্গে দেখা করব, লম্বা পা ফেলে সে লাউঞ্জের দিকে হাঁটা দিল।

বিরক্ত হয়ে মারিয়ান কলমটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝাঁজের সুরে বলল, এখন লেট না হয়েই যায়না, যত্তো সব!

হ্যাঁ মিস। চেরির চিবুকের খাঁজ ততক্ষণে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

* * *

ডন ঘরে ঢুকে দেখল হিলডা টেগার্থ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। ডনকে দেখেই তার ক্লান্ত চোখে আশার আলো ফুটে উঠল।

ধন্যবাদ, মিঃ মিকলেম। ওরা বলছিল আপনি নাকি ব্যস্ত আছেন।

ডন হাসিমুখে তাকে বসতে বলল, বসুন। আপনার স্বামী কি জন টেগার্থ?

আপনার তাহলে মনে আছে? আমি ভেবেছিলাম আপনি ভুলে গেছেন।

ও ঠিক ভোলার মত চরিত্র নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুশী হলাম। জনের মত লোক হয়না। যখন ওকে রোমে নিয়ে যাই তখন ওর সঙ্গে একবারই দেখা হয়েছিল। শত্রুদের দেশে যারা নেমে পড়ে তাদের সাহস আছে বলতে হবে। আপনার স্বামীও খুব সাহসী।

মেয়েটি বসে পড়ে বলল, ও আপনার কথা প্রায়ই বলে। আপনার মত ভালো পাইলট ও আর দেখেনি।

ভালো। ডন মেয়েটির ফ্যাকাশে মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার মিসেস টেগার্থ? কোনো বিপদ আপদ...?

হ্যাঁ। আপনাকে বিরক্ত করতে আসা আমার হয়তো অন্যায় হয়েছে। কিন্তু কালকের কাগজে যখন দেখলাম আপনি ভেনিস যাচ্ছেন তখন আমাকে আসতেই হল। ভাঙা গলায় কথা বলে মেয়েটি রুমাল খোঁজার অছিলায় ব্যাগ হাতড়াতে লাগল।

উতলা হবেন না। ব্যাপার কি খুলে বলুন, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

জন নিঁখোজ, মিঃ মিকালেম। একমাস আগে ও ভিয়েনা গেছে। তারপর থেকে ওর আর কোনো খবর পাচ্ছি না।

ভিয়েনা? পুলিশে খবর দিয়েছেন?

পুলিশ কিছু করবে না। জনের কি হল তাতে ওদের কি এসে যায়? আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। নিশ্চয় কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। আমি নিজেই ভিয়েনা যাব বলে পাসপোর্ট রিনিউ করাতে দিলাম, সে আর ফেরত এল না। ওরা বলছে হারিয়ে গেছে। আমাকে এখন সবসময় চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। এখানেও আমাকে পিছু ধাওয়া করে এসেছে ওরা।

ডন কিছু না বলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, মেয়েটা পাগল নয় তো? ডনের চোখের দৃষ্টি পড়ে নিয়ে মেয়েটা বলল, আমি পাগল নই মিঃ মিকলেম। তবে আমার মনে হয়

সাহায্য না পেলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো। এটা দেখুন, দেখলেই সব বুঝতে পারবেন আমি জনের স্ত্রী কিনা।

ব্যাগ থেকে কিছু কাগজপত্র ও ফটো বার করল। বিয়ের সার্টিফিকেট। ছবিটা ডন দেখলো, বেঁটে-খাটো চেহারা, থুতনী এগিয়ে থাকা জন গম্ভীরভাবে তার স্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটা দেখে ডনের আর কোনো সন্দেহই রইল না।

ধন্যবাদ, কাগজপত্রগুলো ফেরত দিয়ে দিলো ডন। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজতে পাঁচ। এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার কথা বারোটায়। এইটুকু সময়েই সে স্থির করে ফেলল, ভিয়েনা যাওয়ার চেয়ে তার কাছে হিলডা টেগার্থের আকর্ষণই বেশী মনে হল। অন্য দিন প্লেন ধরা যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটির মুখে পুরো ঘটনা না শুনে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

মিসেস টেগার্থ, আপনি কি করে ভাবলেন আমি আপনার উপকারে আসতে পারি?

উপকার আপনি করবেন কিনা জানি না। তবে জনের ধারণা, করবেন। ব্যাগ থেকে একটা রঙীন পোষ্টকার্ড বার করে ডনকে দিলো, বলল, এটা কাল পেয়েছি।

ভেনিসের দীর্ঘশ্বাস সেতু—সাধারণ ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড। ডন উল্টে ইটালীর ছাপটা দেখল। ঠিকানায় লেখা—মিঃ অ্যালেক হাওয়ার্ড, ১৩৩ ওয়েষ্টব্রুক ড্রাইও, ওয়েস্ট অ্যাকটন। ছোট্ট পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আছে :

"এখানে খুব গরম। যা ভেবেছিলাম তা হল না। বেরোতে পারছিনা। ডন মিকলেমকে আমার কথা বোল। ইতি—

এস. ও. স্যাভিল।"

চিঠিটা পড়ে অবাক হয়ে তাকালো জন। বলল, এটা তো আপনার স্বামীর লেখা নয় আর আপনাকেও লেখা নয়।

হাতের লেখা জনের। জনের কারখানার ম্যানেজার অ্যালেক হাওয়ার্ড ওর হাতের লেখা চিনতে পেরে কার্ডটা আমার কাছে নিয়ে এসেছে। বিয়ের আগে জনের মায়ের পদবী ছিল স্যাভেল। ভেতরের অর্থটা বুঝতে পারছেন না? দীর্ঘশ্বাস সেতু পার হলে প্রত্যেকের জীবনে অমঙ্গল নেমে আসে। ও বলতে চাইছে ও বিপদে পড়েছে। ছবিটা সেজন্যে পাঠিয়েছ। চিঠির শেষে এস. ও এস। ও আপনার সাহায্য চাইছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডন পোস্টকার্ডটার দিকে আর একবার তাকালো। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে শীতল স্রোতে নেমে গেল। যুদ্ধের সময়ে বিপদের কাছাকাছি এলে তার যেমন অনুভূতি হত। ডন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটু বসুন। সবটা গোড়া থেকে বলুন। দাঁড়ান, আমি একটু আসছি। ঘর থেকে বেরিয়ে ডন দেখে চেরি তার মালপত্র নামাচ্ছে।

আমি এয়ারপোর্ট যাচ্ছি স্যার, করুণ মুখে চেরি বলল, প্লেন ছাড়তে আর মাত্র একঘণ্টা সময় আছে।

এইসব মালপত্র ওপরে নিয়ে যাও, হাত নেড়ে বলল ডন, আমরা যাচ্ছি না। মারিয়ান, টিকিট ফেরৎ দিয়ে দাও। দেখো যদি কালকের রিজার্ভেশন পাও। এই বলে সে একবার লাউঞ্জে ফিরে গেল।

মারিয়ান অস্থিরভাবে হাত ছুঁড়ে বলতে থাকলো, নাঃ, এইভাবে চলতে থাকলে আমি ঠিক—বলতে বলতে চেরিকে দেখে থেমে গেল সে। একটু থেমেই বলল, যাক গে, যা হবার হবে। হ্যারিকে খবর দাও।

চাপা আহত গলায় চেরি বলল, ঠিক আছে মিস।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল মারিয়ান। চেরি খানিকক্ষণ মালপত্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও কেউ নেই দেখে মোটা পা দিয়ে একটা লাথি কষাল হ্যান্ডব্যাগে।

*　　*　　*

নিজের কবর খোঁড়া

।। দুই ।।

ইজিচেয়ারে বসে হিলডার দিকে চেয়ে ডন বলল, আচ্ছা, এবারে আপনি ধীরেসুস্থে বলুন তো, তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

আমি যদ্দুর জানি আপনার স্বামী যুদ্ধের সময় নাশকতামূলক কাজ করতেন। শেষবার যখন ওঁকে দেখি তখন উনি প্লেন থেকে রোমে লাফ দেন অন্ধকারের মধ্যে, বিদ্রোহীদের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে। তারপর কি হয়েছিল?

তা ঠিক বলতে পারব না, তবে উনি বেঁচে যান। কখনো যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলতে চাইতেন না। ইতালীতে যুদ্ধের পর একবছর থেকে যান, তারপর দেশে ফিরে উনি আমার শ্বশুরের কাঁচের কারখানায় যোগ দেন। শ্বশুর মারা যাবার পর উনি পুরো কারখানার ভার পান। প্রত্যেক বছর তিনমাস উনি একাই ইউরোপের বিভিন্ন কাঁচশিল্প কেন্দ্রে ঘুরে বেড়ান। পাঁচ হপ্তা আগে উনি ১লা আগস্ট ভিয়েনা যাবার জন্যে বেরোন। ৬ই আগস্টের একটা চিঠি পাই। তারপর থেকে আর কোনো খবর নেই।

চিঠি পড়ে কি মনে হয়েছিল বিপদ ঘটেছে?

না। সাধারণ চিঠি। কাজের ব্যাপার—ভিয়েনাতে একমাস থেকে প্যারিসে যাবেন লিখেছিলেন। পরের সপ্তাহে কোন চিঠি পেলাম না। ভাবলাম হয়ত ব্যস্ত আছেন। আমার দ্বিতীয় চিঠিটা ফেরত এলো। দেখলাম খামের ওপর লেখা—চলে গেছেন, ঠিকানা দিয়ে যাননি। প্যারিসে যে হোটেলে সাধারণত উনি ওঠেন, সেখানে চিঠি দিলাম। সেটাও ফেরত এল। টেলিফোন করলাম। ওরা জানাল, উনি কোন রিজার্ভেশন করেননি। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি নিজে ভিয়েনা যাব বলে পাসপোর্ট রিনিউ করতে পাঠালাম। অনেকদিন অপেক্ষা করার পর খোঁজ নিয়ে জানলাম ওটা নাকি হারিয়ে গেছে। ওরা খুব অভদ্র ব্যবহার করল আমার সঙ্গে। আমার পুরো ব্যাপারটাই কিরকম যেন ঠেকল। জন আমাকে খুব ভালোবাসে, যেখানে যায় চিঠি দিতে ভোলে না। কিছু ভেবে না পেয়ে পুলিশের কাছে গেলাম।

স্থানীয় পুলিশ না স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড?

না, স্থানীয় পুলিশ। ইন্সপেক্টর ওর বন্ধু ছিলেন। জনের সঙ্গে একসঙ্গে ক্লাবে ক্রিকেট খেলেন। উনি আমায় আশ্বস্ত করে বললেন, উনি এখনই খোঁজখবর নিচ্ছেন। শুনে মনটা হালকা হলো। ভাবলাম উনি হয়তো কিছু করবেন। দুদিন কেটে গেল। কোন খবর না পেয়ে আবার গেলাম। গিয়ে শুনলাম ইন্সপেক্টর বেরিয়ে গেছেন।

তখন আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম। প্রথমবারে ওরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছিল, কিন্তু এখন এমন ভাব দেখালো যেন আমাকে চেনেই না।

সার্জেন্ট বলল, ওরা কোনো খবর পায়নি, পেলে জানিয়ে দেবে।

সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে ডন একটু দাড়ি চুলকে নিয়ে বলল, এটা কবেকার কথা?

চারদিন আগের। পরের দিন ফোন করলাম, ইনস্পেক্টর কথা বললেন না। সার্জেন্ট আমাকে ইনস্পেক্টরকে বিরক্ত করতে বারণ করলেন। উঃ, কি অবস্থা! আমি বুঝলাম, ওরা কিছুই করবে না। তখন আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গেলাম।

আপনার কি এমন কোনো বন্ধু বা আত্মীয় নেই যে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে?

বন্ধুদের কাছে হয়তো যাওয়া যেত, কিন্তু ভাবলাম নিজের ঝামেলার মধ্যে ওদের আর জড়াই কেন? স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক জনের কাছে গেলাম, তাঁর হাবভাব মোটেই সুবিধের নয়। আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, জনের সঙ্গে কি কর্তৃপক্ষের কোনো মনোমালিন্য হয়েছে? উনি বললেন, ওঁরা কিছু জানেন না। খবর পেলে জানাবেন। তখন আমার প্রায় পাগলের মত অবস্থা। আমি বৈদেশিক দপ্তরে গেলাম। ওঁরা বললেন, এটা পুলিশের ব্যাপার—ওদের কাছে কেন? আমি তখন মরিয়া হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে বললাম, ঠিক আছে, আমি তাহলে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে ওদের সব কথা জানাচ্ছি।

মেয়েটির সাহস দেখে ডন চমৎকৃত হয়ে বললেন, ভালোই বলেছিলেন। ওরা তখন কি করল?

তখন মনে হল, ওখানে একটা বোমা ফাটলো। সেক্রেটারী তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলে গিয়ে কিসব পরামর্শ করে, আমাকে সার রবার্ট গ্রাহামের অফিসে নিয়ে গেল। উনি বললেন, ইচ্ছে হলে আমি খবরের কাগজের অফিসে যেতে পারি। কিন্তু তার ফল খুব খারাপ হবে। জনের পক্ষেই খারাপ হবে।

আমাকে বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হল। আমি যদি বেশি খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করি, তবে বিপদ হবে। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ বিভ্রান্তের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। হঠাৎ বুঝলাম কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে কেনসিংটন গেলাম। একটা কালো গাড়ী পিছু নিল। এই সেই গাড়ীটার নম্বর। ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ডনের দিকে এগিয়ে দিল হিলডা।

দেখা যাক, খুঁজে বার করতে পারি কিনা। আচ্ছা, তারপর?

পাতাল রেলে চেপে বাড়ি গেলাম। পুলিশের মতো দেখতে একটা লোক আমাকে সমস্ত রাস্তা অনুসরণ করল। কিছুদিন পরে জনের ম্যানেজার মিঃ হাওয়ার্ড এই পোষ্টকার্ডটা নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। উনি নাকি চিঠিটার কোন অর্থ বুঝতে পারছেন না। আমি ওঁকে বললাম, জন হয়তো ঠাট্টা করেছে। উনি কিন্তু তা ভাবলেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কোন চিঠি পেয়েছি কিনা। আমি ওঁকে বললাম, হয়তো আজ রাতে পাবো। উনি অবশ্য তা বিশ্বাস করলেন না। গতকাল রাত্রে কাগজে আপনার ভেনিস যাওয়ার কথা পড়ে ভাবলাম আপনি যদি কিছু খোঁজ-খবর নিতে পারেন। জন নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য চাইছে। ওর কি হয়েছে আমাকে জানতেই হবে, মিঃ মিকলেম। হিলডার চোখে জল ভরে এলো।

কিছু চিন্তা করবেন না। আমি খোঁজ খবর নেব। একটা প্রশ্ন, আপনার স্বামী হঠাৎ কেন উধাও হলেন এ বিষয়ে আপনার কিছু মনে হয়?

হিলডা চমকে উঠে বলল, না তো!

আন্দাজ করতে পারেন?

না।

কিছু মনে করবেন না, ও কি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে?

না। জন সেরকম নয়। আমরা দুজন পরস্পরকে ছাড়া বাঁচতে পারবোনা। এ সব ব্যাপারে ভান করা যায় না।

বেশ। আপনার কি মনে হয় আপনার স্বামী এখনো গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছেন, যখন ইউরোপে যান?

অসহায়ভাবে মেয়েটি বলল, আমি জানি না। তবে এখন মনে হচ্ছে হয়তো তাই। ও কখনো আমাকে নিয়ে যেতো না। এখন ওরা আমার সঙ্গে এমন অদ্ভুত ব্যবহার করছে! কোনো গুপ্তচর ধরা পড়লে তার সরকার তার সঙ্গে সব সম্পর্ক অস্বীকার করে, তাই না?

মোটামুটি তাই। তবে ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। এক কাজ করুন, আপাতত আপনি আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান। তারপর জনকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার। ওকে আমি খুব পছন্দ করি। স্যার রবার্ট গ্রাহামকে আমি খুব ভাল করে চিনি। ওঁর সঙ্গে আমি খুব শীঘ্রি দেখা করব। উনি যদি কিছু বলতে না চান তাহলে চিফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডিকস্—স্পেশাল ব্রাঞ্চের। সেও আমার বিশেষ বন্ধু, তার কাছে যাবো। মোট কথা, আজ রাত্রের মধ্যেই আমি আপনাকে কিছু খবর দিতে পারছি। ঠিকানাটা দিন, আমি ফোন করব কিম্বা যাবো।

হঠাৎ হিলডা মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ডন উঠে গিয়ে আলতো ভাবে তার কাঁধে হাত রাখল।

ডন বলল, ভেঙে পড়বেন না। খুব বিপদ, স্বীকার করছি। আমার ওপর ভরসা রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দুঃখিত। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো। এ কদিন যা গেছে! এখন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করছি।

হিলডা চলে যাবার পর ডন চিন্তিত মুখে অনেকক্ষণ সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনে হচ্ছে টেগার্ট বেশ ঝামেলায় পড়েছে। বৈদেশিক দপ্তর এবং পুলিশ ওর বিরুদ্ধে, ওর ব্যাপারে অসহযোগিতা করছে। তাহলেও বেশ সাবধানে এগোতে হবে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডন। চেরিকে গাড়ী বার করতে বলল।

* * *

স্পোর্টসম্যানস ক্লাবে নিজস্ব আরাম চেয়ারটির দিকে শব্দ করে অগ্রসর হলেন স্যার রবার্ট গ্রাহাম। পাশেই চওড়া জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেন্ট জেমস পার্ক।

দীর্ঘ মেদহীন চেহারা, ঈষৎ হলদেটে রঙের মুখ, ঝুলেপড়া সাদা গোঁফ, ধূর্ত নীলচোখ, মরনিং কোট আর উঁচু কলার—সব মিলিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্যার গ্রাহামের। সাবধানে চেয়ারে বসে পা-টা ছড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। ওয়েটারের দিকে ইশারা করতেই পাশের কফি টেবিলে সে একগ্লাস পোর্ট নামিয়ে রেখে গেল।

ডন অপেক্ষা করছিল লাউঞ্জের অন্য দিকে। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হয়েছে। স্যার রবার্টের মেজাজটা আশা করা যায় এখন ভালো থাকবে। ওঁ পোর্টে কয়েক চুমুক দেবার পর ডন ওঁর কাছে এগিয়ে গেল।

এই যে। বসতে পারি?

ডনকে দেখে সার রবার্টের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। নিশ্চয়। হাত দিয়ে একটা চেয়ার দেখালেন। তারপর বললেন, কি খবর? আমি ভেবেছি তুমি এখন ভেনিসে।

আশা করছি কাল নাগাদ পৌঁছে যাবো।

প্লেনে যাবে নিশ্চয়ই। ভালো ভালো। আমি অবশ্য প্লেনে তেমন নিরাপদ বোধ করিনা। প্লেনে আমি একবারই মাত্র চড়েছি, ভালো লাগেনি। আজকাল সকলের কেবল সময় বাঁচাবার চেষ্টা।

পকেট থেকে সিগার কেস বার করে ডন রবার্টের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো চোখে দেখতে পারেন, সাধারণ সিগারের চেয়ে অনেক ভালো।

বয়সের তুলনায় তোমার সিগারের পছন্দ ভালোই বলতে হবে। পোর্ট চলবে!

না থাক। ধন্যবাদ। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডন প্রশ্ন করল, কেমন আছেন?

চলে যাচ্ছে। আগের মত কি আর। হপ্তাখানেক বাদে লর্ড হেডিসফোর্ডের ওখানে শিকারে যাচ্ছি। আসবে নাকি?

আমি ডিসেম্বরের আগে লন্ডনে ফিরতে পারবো কিনা বলতে পারছিনা। ভেনিসের পরে যাব নিউইয়র্কে।

এরপরে দুজনের মধ্যে ভেনিসের অপেরা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা হল। হঠাৎ ডন বলল, আপনি একটা ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন?

মোটা ভ্রূ-জোড়া ওপর দিকে উঠে গেল, রবার্ট প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার?

জন টেগার্থের ব্যাপারে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডন রবার্টকে লক্ষ্য করছিল। তাঁর মুখে ভাবান্তরের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। সিগারটা ঠোঁট থেকে বার করে তার জ্বলন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

টেগার্থ? হুম, তার ব্যাপারে তোমার কি?

যুদ্ধের সময় আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করেছি। ১৯৪২-এ যখন তাকে রোমে নামানো হল, আমি সেই প্লেনের পাইলট ছিলাম। খুব সাহসী লোক ছিল। ও নিঁখোজ শুনছি।

শুনেছি। সার রবার্ট পোর্টের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, আগের মতো নেই। আমাদের বাবাদের সময়ে—

তাঁকে বাধা দিয়ে ডন জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ওর?

কার কি হয়েছে?

অন্যমনস্ক হবার ভান করে লাভ নেই। টেগার্থ নিখোঁজ। আমি জানতে চাই তার কি হয়েছে।

তা আমি জানি না। যাক এবার আমি চলি, সাতটার আগে বাড়ি ফিরতে হবে। গিন্নিকে নিয়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে। কি সব আজেবাজে নাটক—আজকালকার মেয়েদের যা পছন্দ!

ও কি বিপদে পড়েছে?

তুমি তো মহা ছিনে জোঁক হে। হতে পারে বিপদে পড়েছে। ওতে আমার...সত্যি বলতে কি কোন আগ্রহ নেই, আমি কিছু জানিনা।

ডন তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বলল, একটু দাঁড়ন। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি মোটেই মাপ চাইছি না। টেগার্থ ভালো লোক, যুদ্ধের সময় ও অনেক কাজ করেছে। আপনার কাছ থেকে খবর না পেলে আমাকে অন্য কোথাও দেখতে হবে।

স্যার রবার্টের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। কঠোর কণ্ঠে বললেন, ভালো চাও তো বলি, এর মধ্যে নিজেকে জড়িও না। ভেনিস যাও, ফূর্তি কর। ব্যাস।

ডনের মুখের কাটা দাগটার তলায় পেশীগুলো দপদপ করতে লাগল অর্থাৎ তার মেজাজ এবার গরম হচ্ছে।

রুক্ষ গলায় ডন বলল, আমি টেগার্থকে খুঁজে বার করবই—আপনি সাহায্য করুন আর নাই করুন।

স্যার রবার্ট ডনের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি আস্তে আস্তে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তোমাকে আমি সাহায্য কবতে পারছিনা। শুধু এটুকু বলতে পারি টেগার্থ বোকার মত কাজ করেছে। কেউ ওর জন্যে কিছু করতে পারবে না, করেও লাভ নেই। আর কিছু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আশা করি, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছ।

বুঝলেও আপনার এই উত্তরে আমি সন্তুষ্ট নই। একটা লোক ভালো কাজ করেছে। সে এখন নিঁখোজ অথচ আপনাদের তার জন্যে কোন মাথা ব্যথা নেই? কি ভয়ানক? টেগার্থের স্ত্রীব সঙ্গে আপনার ডিপার্টমেন্ট আব পুলিশের লোকেরা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যবহার করেছে।

আমাদের দোষ নয়। টেগার্থের উচিত ছিল তার স্ত্রীর কথা ভাবা। চলি।

ধীর পদক্ষেপে স্যার রবার্ট এগিয়ে গেলেন। ডন আবার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

অন্তত এটুকু জানা গেল যে বৈদেশিক দপ্তর টেগার্থের ব্যাপারে জানে। সার রবার্ট আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন এটা গোপন ব্যাপার। ঠিক আছে, ওরা কেউ কিছু না কারুক, আমি করব। ডন ভাবল, এবারে তাহলে স্পেশাল ব্রাঞ্চেব ডিকসকে ধরতে হবে। কোনো লাভ হয়তো নেই কিন্তু বলা যায় না, কোনো অসতর্ক মন্তব্য মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে কাজ হতে পারে। ক্লাব থেকে বেরিয়ে ডন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে যাত্রা কবল।

* * *

চিফ সুপার-সুপারিনটেনডেন্ট পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন, আরে আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ভেনিসে। কাগজে মনে হচ্ছে দেখেছিলাম।

একটা বাধা পড়ল। কাল যাব আশা করছি। তবে আমি আপনার কাছে গালগল্প করতে আসিনি। আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। বলুন কি করতে পারি?

হিলডার দেওয়া কাগজের টুকরোটা ডেস্কের ওপর রাখল ডন।

এটা কার গাড়ী? ডন প্রশ্ন কবল।

ডিকসের চোখ কপালে উঠল। বললেন, এটা আমাদের গাড়ী। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

আপনার লোকেরা মিসেস টেগার্থকে অনুসরণ করছে কেন?

যদি কিছু মনে না করেন মিঃ মিকলেম, এটা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে। টেগার্থ কোথায়?

তার ব্যাপারে আগ্রহের কারণ?।

আমরা এক সঙ্গে যুদ্ধের সময় কাজ করেছি। ওর স্ত্রী আমার কাছে এসেছিল। তার সঙ্গে আপনারা নাকি ভালো ব্যবহার করেননি। ভাবলাম, এখানে এসে হয়তো কিছু আঁচ করতে পারবো।

দুঃখিত মিঃ মিকলেম। এই কেসটা সার রবার্ট গ্রাহাম দেখছেন। আমাদের হাতে নেই।

ডনের মুখ শক্ত হলো।

ডিকসের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, তবু ওরা মিসেস টেগার্থকে বলেছেন, এটা

পুলিশের এক্তিয়ারে পরে।

ডিকসের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই।

অসহায় ভাবে বললেন ডিক্‌স, আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে ওনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতাম, কিন্তু এটা আমাদের আওতায় পড়ে না।

তাহলে আপনার লোক কেন মিসেস টেগার্থকে অনুসরণ করছে?

করছে বুঝি? আমি জানতাম নাতো। কে কি করছে সব খবর কি রাখা সম্ভব?

ডন বুঝল এই পথে আর এগিয়ে লাভ নেই। সে মিনতি করে বলল, আপনি নিশ্চয় ওর ব্যাপারে কিছু জানেন, বলুন না আমাকে। আমি ওকে খুঁজে বার করতে চাই।

দুঃখিত, কিছুই বলতে পারছিনা। তবে ভাল কথা বলছি শুনুন, নিজেকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলবেন না। সার রবার্টও এটাই চাইবেন।

তা চাইবেন বৈকি। সময় নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত। উঠে দাঁড়াল ডন।

চিন্তিতমুখে ফিরে এল ডন। বিশেষ কোনো খবরাখবর জানা যায়নি। তবে তার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। স্যার রবার্ট বলছিলেন, টেগার্থ বোকার মত কাজ করেছে। কিন্তু টেগার্থ তো ঠিক বোকার মত কাজ করার লোক নয়। যাই হোক, আর কি সংবাদ সংগ্রহ করা যায় দেখতে হবে।

পুলিশ মিসেস টেগার্থকে কেন অনুসরণ করছে? ও যে দেশ ছেড়ে পালাবে না পুলিশ তো ভালভাবেই জানে। ওরা কি ভাবছে টেগার্থ ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে?

পোস্টকার্ডের কথাগুলো মনে পড়ল ডনের—

"এখানে খুব গরম। যা ভেবেছিলাম তা হলো না। বেরোতে পারছি না।"

তাহলে কি ও ইতালিয়ানদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা পাকিয়েছে। মনে হয় সেজন্যে গা ঢাকা দিয়েছে। না কি জেলে?

শিরদাঁড়ায় সেই ঠাণ্ডা স্রোত অনুভব করলো ডন। অনেক দিন তো গড়িমসি করে কাটলো। এবার একটু সত্যিকার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

ভেতরে ঢুকেই মারিয়ানের সঙ্গে দেখা।

এখুনি পিছনে লেগো না। দাঁড়াও, দু-একটা কাজ সেরেই আসছি। দেরি হবে না।

চাপা সংযত গলায় মারিয়ান বলল, ক্যাপ্টেন হেনেসি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বললাম আপনি বাড়িতে নেই। শুনলেন না উনি, তাও বসে আছেন।

ক্যাপটেন হেনেসি মার্কিন সৈন্যদলের গোপন বিভাগের লোক। লম্বা, চওড়া চেহারা, লালচে মুখ। ইজি-চেয়ারে বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিলেন। ডনকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই যে।

ব্যাপার কি? অনেক দিন পর?

এটা অফিসের কাজ। খামোকা ঝামেলা না পাকিয়ে তুমি ভেনিসে যাচ্ছো না কেন?

ঝামেলা পাকাচ্ছি নাকি? তারপর হালকা সুরে বললেন, একটু ড্রিঙ্ক চলবে?

তা মন্দ বলনি। ছটার আগে আমি অবশ্য ড্রিঙ্ক করি না। তবে আমার ঘড়িটা বোধহয় স্লো। ডন দুটো ড্রিঙ্ক মেশালো।

তারপর ক্যাপ্টেন হেনেসির দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, অফিসের কাজ? তার মানে কি?

তুমি এমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছো, যার সঙ্গে তোমার বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাকে সাবধান করে দিতে বলা হয়েছে আমায়।

তাই নাকি? কে আসতে বলল?

বুড়ো নিজে।

অ্যামবাস্যাডার?

হ্যাঁ। এ দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর ওঁকে জানিয়েছে তুমি অসুবিধে সৃষ্টি করছো। তাই তোমাকে কেটে পড়তে বলা হচ্ছে।

ঠাট্টা করছো না আশা করি। ডনের গলা শুনে হেনেসি বুঝল ব্যাপার গুরুতর।

আহা, চটছো কেন? তোমাকে কেটে পড়তে তো আমরা বাধ্য করতে পারি না, তবে অনুরোধ করতে পারি। পররাষ্ট্র দপ্তরকে আমরা ঘাঁটাতে চাই না। মনে হচ্ছে এটা খুব উঁচু মহলের ব্যাপার।

কি ব্যাপার?

সে কি, তুমি জানো না?

এইটুকু জানি যে ১৯৪২ সালের চেনা আমার একজন বন্ধু হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার স্ত্রী আমার কাছে এসেছিলো। এর মধ্যে পররাষ্ট্র দপ্তর বা তোমাদের বুড়োর কি সম্পর্ক?

হেনেসি ঘাড় চুলকে বলল, সার রবার্ট অবশ্য বুড়োকে সব খুলে বলেছেন। কি বলেছেন তা জানিনা। তবে আন্দাজ করছি টেগার্থ সটকেছে। রাশিয়ায় পালিয়েছে। কথাটা অবশ্য খুবই গোপনীয়।

ডন বলল, বাজে কথা। কাঁচের কারখানার মালিকের কাছে এমন কি থাকতে পারে, যাতে রাশিয়ানদের স্বার্থ আছে? সে কেন রাশিয়ায় পালাবে?

শুনলে অবাক হয়ে যাবে, টেগার্থ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধুরন্ধর গুপ্তচরদের অন্যতম। ইওরোপের কোথায় কোন গুপ্তচর আছে, সব তার নখ দর্পণে। রাশিয়ানরা ওকে পেলে তো হাতে চাঁদ পাবে।

ওঁর মুখে একথা শুনে ডন অবাক হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

সত্যি বলছো?

সত্যি। কিন্তু কথাটা যেন আর কেউ জানতে না পারে।

কি থেকে তোমার ধারণা হয়েছে যে টেগার্থ রাশিয়াতে পালিয়েছে।

পালিয়ে গেছে বলছি না, তবে আন্দাজ করছি।

হয়তো ধরাও পড়েছে।

কিন্তু বুড়োর কথা শুনে তো মনে হল ধরা পড়েনি। নিজেই গেছে। বুড়ো খুব ঘাবড়েছে। টেগার্থের মতো অভিজ্ঞ লোকের জ্যান্ত ধরা পড়ার কথা নয়। মনে হয়, সে বেঁচে আছে আর অনেক খবর ফাঁস করে দিয়েছে।

ভেনিস থেকে পাঠানো পোস্টকার্ডটার কথা মনে পড়লো ডনের। টেগার্থ কোথায় আছে বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবল, সে কথা জানাবার আগে আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

সব তো বলেই দিলাম। হেনেসি বলল, বুড়োকে গিয়ে তাহলে বলবো তো যে তুমি নিজের চরকায় তেল দেবে বলেছো?

তা হয় না। আমি এর থেকে সরতে পারবো না। কারণ ওর স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি, টেগার্থকে খুঁজে বার করবো।

সে তো সব ব্যাপার জানত আগে। অবস্থাটা জটিল। ইচ্ছে করলে আমরা তোমার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করতে পারি।

কিরকম শুনি? হেসে বলল ডন।

তোমার পাসপোর্ট নিয়ে নিতে পারি। হেনেসি উঠে দাঁড়াল। বলল, কি দরকার ঝামেলায় জড়াবার? ওসব মাথা থেকে বার করে দাও।

ভেবে দেখব।

তাহলে তুমি ভেনিসে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, কাল।

ভালো। তুমি যাতে জার্মানী যাবার ভিসা না পাও সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবো। তুমি ভেনিসে থাকলেই বুড়ো খুশি হবে।

ডন চুপচাপ রইল।

স্যার রবার্টের ধারণা টেগার্থ রাশিয়ায়। সুতরাং আমি বুড়োকে বলছি, তুমি শুধু ভেনিস যাচ্ছো। বুড়ো কথাটা ওকে জানিয়ে দেবে, কি বলো?

ঠিক আছে।

চলি। ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ। আশা করি সময়টা ভালো কাটবে। দরজার কাছে থামলো

হেনেসি। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ডনের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কথা, নেহাতই যদি মাথা গলাবার লোভ হয়, তাহলে যেন কনসালের কাছে আশ্রয় নিতে দৌড়িও না। আমরা এই ব্যাপারে জড়াতে চাই না। যা করবে নিজে করবে। নিজের কবর খুঁড়তে ইচ্ছে হলে খুঁড়ো। বুঝলে?

বুঝেছি।

* * *

ছটা বেজে কয়েক মিনিট। হ্যাম্পডেনে নিউটন অ্যাভিনিউ-এ একটা ছোট বাড়ির সামনে ডন তার গাড়ী থামালো।

প্রায় একশো গজ দূরে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ীর ভেতর দুজন লোক। একজন একটু ঘুরে ডনকে লক্ষ্য করল। ডন গেট খুলে বাড়িটায় ঢুকে গেল।

লোকটার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ডন ঘণ্টি টিপল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলো হিলডা টেগার্থ। মুখ শুকনো।

খবর আছে, নীচুগলায় বলল ডন, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, তবে খবর।

ভেতরে আসুন। হিলডা তাকে সাধারণ ভাবে সাজানো বসার ঘরে নিয়ে গেল।

স্যার রবার্ট আর ডিকসের সঙ্গে দেখা করেছি। কতটা আপনাকে বলব তাই ভাবছিলাম। তবে সত্যি কথা বলাই ভালো। সত্যিটা সহ্য করার সাহস আপনার আছে।

হিলডার মুখ সাদা হয়ে গেল, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, জন কি খুব বিপদে পড়েছে?

হ্যাঁ। যতদূর জেনেছি ও ব্রিটিশ সরকারের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করছিলো।

চোখ বন্ধ হয়ে এল হিলডার, হাত মুঠিবদ্ধ। এক মুহূর্ত পরে চোখ খুলে বলল, আমারও সেই রকমই সন্দেহ হচ্ছিল। আচ্ছা, ও কি ধরা পড়েছে?

বলা যাচ্ছে না, ডন একটু ইতস্তত করে ঠিক করে ফেলল সত্যি কথাটা বলে ফেলাই ভালো। বলে ফেলল, ধরা পড়লে পোস্টকার্ডটা কি করে পাঠাল? অবশ্য জোর করে পোস্টকার্ডটা ওকে দিয়ে লেখানো হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। যাতে আমরা ভুল পথে চালিত হই। তবে আমার মনে হয় ও ধরা পড়েনি, লুকিয়ে আছে।

ওর জন্যে এরা কিছু করবে না?

না।

আপনি কিছু লুকোচ্ছেন। ওরা আমার ওপর নজর রেখেছে কেন? ওরা ভাবছে ও শত্রুপক্ষের দলে চলে গেছে—তাই না?

ডন মাথা হেলিয়ে সম্মতি জনাল।

আপনি তো ওকে ভালো করে চেনেন। ওর হাবভাবে কি সেরকম মনে হত? ডন জিজ্ঞেস করল।

হিলডার চোখ ঝলসে উঠলো, কক্ষণো ওদের দিকে যাবে না।

আমারও তাই মনে হয়।

কিন্তু ওদের এরকম মনে হবে কেন? কোনো প্রমাণ আছে?

জানি না। কিছু বলতে চায়না ওরা। জানেন শুধু স্যার রবার্ট। উনি তো মুখে তালাচাবি এঁটে রেখেছেন। মনে হয়, যা খোঁজ পাবার ভেনিসে পাব। ওখানে কাল আমি যাচ্ছি। আপনার স্বামী কি আগে কখনো ভেনিসে গেছেন?

প্রতিবছর। ভেনিসে কাঁচের শিল্প নামকরা।

ওখানে ওর এমন কোনো বন্ধু-বান্ধব কেউ আছে যে বিপদে সাহায্য করতে পারে?

ঠিক বলতে পারবো না। আমাকে ও কাজের বিষয় কিছু বলতো না। তবে সান মারকোর কাছে ম্যানরিকো রসির কাঁচের দোকান আছে—তার সঙ্গে ওর কারবার ছিল। হয়তো আরো আছে, তবে ও আমাকে কখনো বলতো না।

নামটা লিখে নিল ডন। তারপর জিজ্ঞেস করল. আপনার স্বামী কোথায় উঠতেন ভেনিসে গিয়ে?

মডার্নোতে। রিয়ালটো ব্রিজের কাছে।

আপনার কাছে ওর কোনো ভাল ফটো আছে?

আনছি।

কোয়ার্টার সাইজের একটা ফটো নিয়ে এলো হিলডা। ডন দেখল টেগার্থকে ছবিতে অনেক বয়স্ক লাগছে। চুলে পাক ধরেছে। তবে চোখে আগের মতো সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব।

ছবিটা ব্যাগে পুরে নিলো ডন।

ঠিক আছে। আপনি কি আপনার স্বামীকে চিঠি দিতে চান? যদি দেখা হয়।

হিলডা ভেঙে পড়ার মত করল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, আপনি বড় ভালো, মিঃ মিকলেম। সব দিক ভেবে দেখে চিঠি দিচ্ছি, আপনি একটু বসুন। তার দু-চোখে জল।

কুড়ি মিনিট পরে একটা বন্ধকরা খাম নিয়ে ঘরে ঢুকল হিলডা।

খামটা ব্যাগে ভরে নিয়ে ডন বলল, ঠিক আছে। এটা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে আপনি অনর্থক দুশ্চিন্তা করবেন না। পুলিশ আপনার চিঠিপত্রের দিকেও নজর রাখছে। কাজেই আমি আপনাকে কোন চিঠি দেব না। কিছু বলার থাকলে কোনো বন্ধু মারফৎ বলে পাঠাবো।

বুঝতে পেরেছি।

ডন গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল টেগার্থ এখন কি করছে? স্ত্রীর কথা ভাবছে কি? স্যার রবার্ট বলেছিলেন কেউ ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। স্ত্রীর কথা ওর ভাবা উচিত ছিল।

টেগার্থ এখন কি করছে কে জানে। অন্ততঃ তার স্ত্রীর কথা ভেবে তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। স্যার রবার্ট, পুলিশ বা এড হেনেসি কেউই তাকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

* * *

সাদা কালো

।। তিন ।।

সান মেরিয়া ডেলা সালিউটের গম্বুজের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গ্রান্ড ক্যানালের তেলতেলে সবুজ জলে হালকা গোলাপী আভা। জানলায় দাঁড়িয়ে ডন নিচের ব্যস্ত পথের দিকে তাকিয়েছিলো।

বুঝলে চেরি, পৃথিবীতে এর কোনো তুলনা নেই। সূর্যাস্তের দিক একবার চেয়ে দেখ। কতবার দেখেছি। তবু প্রতিবারই নতুন লাগে।

খুব সুন্দর স্যার। চেরি বলল, ডিউকের কাছে একটা এই সূর্যাস্তের ছবি ছিল। আসল দৃশ্যটা কোনোদিন দেখব বলে ভাবিনি।

ডন চাবি, ব্যাগ, সিগারকেস ইত্যাদি পকেটে পুরতে পুরতে জানাল, আমি আর খেতে ফিরবো না। দেরি হতে পারে। তুমি যদি চাও কোথাও ঘুরে আসতে পারো।

ধন্যবাদ স্যার। চেরি তারপর একটু কেশে বলল, কিছু চিঠি এবং কতকগুলো নিমন্ত্রণপত্র এসেছে। আপনাকে সেগুলো একটু দেখতে হবে।

ডন হেসে বলল, হবে এখন। আপাতত অন্য অনেক কাজ আছে।

চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে নীচের জলে নেমে গেল ডন। চার বছর আগে প্রথম ভেনিসে আসে ডন। এসে তার এত ভালো লেগে যায়, শেষপর্যন্ত একটা বাড়ি কিনে ফেলে। বাড়ির নাম পালাজো ডেলা টোলেটা। বাড়ির অবস্থানও চমৎকার। সান সোভিনোর বিখ্যাত শিল্পকর্ম লাইবেরিয়া ভেকিয়া থেকে মাত্র শ-দুই গজ দূরত্বে। সামনে গ্র্যান্ড ক্যানাল আর হর্জিয়ের দ্বীপের মনোরম দৃশ্য।

দু-ঘন্টা আগে ভেনিসে এসে পৌঁছেছে ডন। এসে প্রথমে স্নান করে পোশাক বদল করেছে। তারপর ইতালিয়ান ভৃত্যদের সঙ্গে খানিক কথাবার্তা বলে। তার নিজস্ব গণ্ডোলার মাঝি গুইসেপের সঙ্গে কথা বলে এবারে টেগার্থকে খোঁজার কাজ আরম্ভ করতে চলেছে।

প্রথমে মানরিকো রসির সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর কাছে হয়তো টেগার্থের খবর পাওয়া যেতে পারে। না গেলে যেতে হবে মডার্নো হোটেলে।

খালের ধারের ভীড় রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগলো ডন। গণ্ডোলার আসা-যাওয়া, সবজি আর তরমুজে বোঝাই মাল-নৌকো, মার্বেলের মধ্যে কাজকরা ঘাট।

পিয়াজ্জো সান মার্কোতেও লোক গিজগিজ করছে। কাফেগুলোর টেবিলগুলো ভর্তি, কেউ দোকানের জানলায় সাজানো জিনিষ দেখছে, কেউ পায়রাকে দানা খাওয়াচ্ছে, কেউ আড্ডা মারছে।

রসির কাঁচের দোকানটা সরু গলির মধ্যে, রিঅ্যালটো ব্রিজের কাছে। ওখানে পৌঁছতে ডনের একটু সময় লাগলো।

দোকান থেকে একদল টুরিস্ট ঘামতে ঘামতে বেরোচ্ছে, যা দেখবার তা এইরকম ভাবেই দেখতে হবে। ডন সবাই বেরিয়ে যাবার পর দোকানে ঢুকলো।

সরু অন্ধকার দোকান। মনে হল যেন কোন ঝলমলে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ছাদ থেকে অসংখ্য ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। দেওয়ালে অপূর্ব সব কাঁচের কাজ।

দোকানে লম্বা বেঞ্চে বসে কাজ করছে তিনটে মেয়ে। প্রত্যেকের সামনে গ্যাসের আগুন জ্বলছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে রঙিন কাঁচের নল, সেগুলো আগুনে গরম করে নানারকম জীবজন্তু বানাচ্ছে তারা দক্ষ হাতে।

ওদের ঐ কারিগরি দক্ষতা দেখবার জন্যে একটু দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন রোগামতো মেয়ে বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলো। হাতের নলটি গরম করে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার আকার দিলো।

ডন দেখতে লাগলো। ঘোড়াটা তৈরী হবার পর ঠাণ্ডা করার জন্যে পাশে সরিয়ে রাখলো মেয়েটি। মনে হল মেয়েটি যেন চোখের ইঙ্গিতে তাকে কিছু বলতে চাইছে। পরক্ষণেই মেয়েটি একটা রঙীন নল তুলে নিয়ে ক্ষিপ্রহাতে একটা নকশা বানালো। ডন নকশাটা লক্ষ্য করতে অবাক হয়ে গেল। নকশার মধ্যে 'জে' এবং 'টি' অক্ষর দুটো বেশ স্পষ্ট এবং পড়া যাচ্ছে।

অক্ষর দুটো পড়তে না পড়তেই মেয়েটি খপ করে সেটা তুলে নিয়ে আবার আগুনে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যে নকশাটা একটা ছুটন্ত ঘোড়ার আকারে পরিণত হল।

ডন অবাক হয়ে ভাবল, একি আমার কল্পনা? জে-টি অর্থাৎ জন টেগার্থের নামের আদ্যক্ষর। পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, এই যে সিনর আপনি আমাদের কাজ দেখছেন?

পিছন ফিরে ডন দেখল একজন লম্বা, মোটাসোটা লোক, চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, মুখখানা একেবারে ইটালিয়ান ছাঁদের। ওর দিকে তাকিয়ে পাকা দোকানদারের মতো হাসছে। ঠোঁটের ফাঁকে গোটাকয়েক দাঁত সোনা বাঁধানো।

হ্যাঁ। ডন বলল।

আপনি যে এখানে এসেছেন এতে আমরা সম্মানিত বোধ করছি সিনর মিকলেম। আপনি গত চার বছর ধরে ভেনিসে আসা-যাওয়া করছেন, এই প্রথম আমার দোকানে এলেন।

এখন তো এসেছি, ডন হেসে বলল। ভেনিসের লোকেরা তাকে দেখেই চিনে ফেলে—এতে ডন অভ্যস্থ। একজন মার্কিন লক্ষপতি তাদের শহরের গ্র্যান্ড ক্যানালের ধারে প্রাসাদে বাস করবেন আর সেই শহরের ব্যবসাদাররা তাকে মনে রাখবে না, চিনবে না এ তো সম্ভব নয়।

তাহলে আমার ভালো ভালো কিছু জিনিষ আপনাকে দেখাই সিনর?

আমার এক বন্ধু ঝাড়-লণ্ঠন কিনতে চায়, সেজন্য দেখতে এসেছি।

ঝাড় লণ্ঠন! বেশ আসুন আমার অফিসে আসুন। আপনাকে অনেক ভালো ভালো নকশা দেখাচ্ছি। আপনার বন্ধু যে কোন একটা নকশা পছন্দ করলে আমরা আমাদের কারখানায় সেটা বানিয়ে দেব।

মোটা লোকটার সঙ্গে তার অফিসে গিয়ে ঢুকল ডন। লোকটা নকশা ভর্তি একটা মোটা ব্যাগ হাতড়াতে লাগলো। ডন জিজ্ঞেস করল, আপনারই নাম ম্যানরিকো রসি?

হ্যাঁ সিনর। কেউ বোধহয় আমার কথা আপনাকে বলেছে?

হ্যাঁ। আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে আপনিও চেনেন।

একতাড়া ডিজাইন বার করে ডনের দিকে এগিয়ে দিলো রসি।

আপনার সেই বন্ধুর নাম কি?

জন টেগার্থ। ডন রসির চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো।

নামটা শুনে লোকটার মুখের হাসি স্থির হয়ে গেল। চমকে গিয়ে হাতের কাগজগুলো খসে

পড়ে গেল মাটিতে। সেগুলো তুলে রসি যখন আবার মাথা তুলল ডন দেখল তার মুখের আগের ভাবটা কেটে গেছে, কিন্তু মুখটা তখনও বিবর্ণ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সিনর টেগার্থ। ও আমাদের বিশেষ বন্ধু। তবে অনেকদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, প্রায় একবছর হয়ে গেল।

তার চোখের চাউনি দেখেই ডন বুঝল সে মিথ্যে কথা বলছে।

ও ভেনিসে আছে নাকি? দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে? জিজ্ঞেস করল ডন।

না, না। বলতে বলতে একবার ডনের দিকে তাকিয়েই—অন্যদিকে তাকাল। বলল, সিনর টেগার্থ ভেনিসে নেই। উনি প্রত্যেক বছর জুলাই মাসে আসেন।

ডন তিনটে নকশা বেছে আলাদা করে সেগুলো চেরি র‍্যাটক্লিফকে পাঠিয়ে দিতে বলল। রসি নাম ঠিকানা টুকে নেবার পর ডন উঠে দাঁড়ালো।

আপনার নিজের জন্যে কিছু নেবেন না?

এখন নয়। এক মাস এখন এখানে আছি। পরে আবার আসব।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ডন আবার ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, সিনর টেগার্থের এখানে কোনো বন্ধু-বান্ধব আছে কিনা বলতে পারেন?

বন্ধু? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওঁর এখানে বন্ধু-বান্ধব আছে।

আপনি তাদের কাউকে চেনেন?

না, সিনর। আমাদেব কেবল কাজের কথাবার্তা হত। দোকানের বাইরে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হত না।

গলি দিয়ে এগোতে লাগল ডন। পিছনে রসি। ডন বলল, যদি ওর সঙ্গে আপনার এর মধ্যে দেখা হয় তো বলে দেবেন আমি এখানে আছি। অনেকদিন দেখা হয়নি।

ঠিক আছে। তবে মনে হয়না দেখা হবে বলে। উনি জুলাই মাসে আসেন, সেপ্টেম্বরে নয়। হয়ত সামনের বছর আসবেন।

ওরা দুজনে দোকানের ভেতর ঢুকল। সেই মেয়েটা আগুনের সামনে বসে একইভাবে কাজ করে চলেছে। ডনের দিকে সে না তাকালেও তার হাত থেকে কাঁচের রডটা পড়ে গেল। ডন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ডন রসিকে জিজ্ঞেস করল, এখানে রাত অবধি কাজ হয়?

হ্যাঁ, করতেই হয়। টুরিস্টরা রাত্রেই বেশী আসে। আমরা সাড়ে এগারোটা অবধি কাজ করি।

তাই নাকি? ঐ সময় আমি ফ্লোরিয়ানে একটা ব্র্যান্ডি নিয়ে বসব। ডন মেয়েটাকে শোনানোর জন্যে উঁচু গলা করে বলল।

না তাকিয়েই মেয়েটি খুব সামান্য মাথা ঝাঁকালো।

গলির গুমোট গরমে বেরিয়ে এল ডন। খুব একটা কিছু খবর পাওয়া যায়নি তবে যোগাযোগ খানিকটা করা গেছে। রসি যে অনেক কিছুই জানে সে তো ওর চোখ-মুখ দেখেই বোঝা গেল। মেয়েটি তো তাকে স্পষ্টই সাহায্য করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অত গোপনীয়তা কিসের? রসি কি অন্য পক্ষের লোক? যাই হোক, ডন মেয়েটিকে জানিয়ে দিতে পেরেছে, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। আর তিনঘণ্টা পরে সে পিয়াজা-সান মার্কোতে গিয়ে মেয়েটির জন্যে অপেক্ষা করবে। এখন সে মডার্নো হোটেলে গিয়ে টেগার্থের খোঁজ করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু ডন এটা লক্ষ্য করেনি যে দোকনের দরজায় দাঁড়িয়ে রসি একটা কালো স্যুট, কালো টুপি পরা মোটা লোককে কি যেন ইঙ্গিত করতেই লোকটা ডনকে অনুসরণ করল। রিআলটো ব্রিজের কাছাকাছি সাদা স্যুট আর সাদা টুপি পরা একটা রোগা লোক উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারী করছিল। মোটা লোকটা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ডনের দিকে আঙুল দেখিয়ে সংকেত করল। রোগা লোকটাও পঞ্চাশ গজ দূরত্ব বজায় রেখে ডনকে অনুসরণ করতে লাগলো।

ডন এসব কিছুই জানতে পারলো না। সে তখন মডার্ন হোটেলের দিকে পা বাড়িয়েছে।

* * *

সাড়ে-এগারোটা নাগাদ ফ্লোরিয়ানের কাফের বাইরে একটা খালি টেবিল পাওয়া গেল।

পিয়াজা-সান-মার্কোতে তখন প্রচণ্ড ভীড়। ওদিকে জোরালো ছন্দের ব্যান্ডের তালে তালে ডন পা ঠুকতে লাগল। প্রত্যেকটি টেবিল ভর্তি টুরিস্টরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

ডন একটা ব্র্যান্ডির অর্ডার দিলো। তারপর পা-টা টানটান করে একটা সিগারেট ধরালো।

মডার্নো হোটেলের ম্যানেজার তাকে নতুন কোন খবর দিতে পারেনি। টেগার্থ প্রতি বছর জুলাই মাসে আসে, তবে এ-বছর সে আসেনি।

কিন্তু টেগার্থ ভেনিসেই আছে। পোস্টকার্ডটা ভুয়ো বলে তার মনে হয় না। আর হলেই বা সেটা সোজা হিলডা টেগার্থের কাছে পাঠান হয়নি কেন? এবং সেভিল নামে সই করাই বা কেন?

সব কিছুই নির্ভর করছে কাঁচের দোকানের মেয়েটার ওপর। সে না এলে ডনের সমস্যা জটিলতর হবে।

ডনের কাছ থেকে একটা মোটা লোক বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। অন্ধকার থেকে সাদা টুপি পবা লোকটা বেরিয়ে এসে সেই টেবিল দখল করল। ব্র্যান্ডির অর্ডার দিয়ে সামনে খবরের কাগজটা মেলে ধরল সে।

ডনেব মনে পড়ল মর্ডানো হোটেল থেকে বেরোনোর সময় ঐ লোকটাকে সে দেখেছিল। রসির দোকানের কাছেও তাকে দেখেছে বলে ডনের মনে হল। চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে সতর্কভাবে বসলো সে, যাতে লোকটার দিকে নজর রাখা যায়।

লোকটার খাঁড়ার মত নাক, চকচকে চোখ দুটো কোটরগত। চেহারাটা রোগা কিন্তু দেখলে বোঝা যায় পায়ে প্রচণ্ড জোর। দেখতে ইতালীয়ানদের মত নয়, মিশরী। লোকটা ঘাড় ফেরাতেই ডন দেখলো তার কানে সোনার মাকড়ি।

সাদা টুপি পরা লোকটা নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়ছে, একবারও এদিকে তাকালো না। ডন ভাবলো হয়তো ভুল সন্দেহ করেছিলাম।

ক্লক টাওয়ারের বিশাল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে ডন হিসেব চুকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর টেবিলের ভীড়ের পাশ দিয়ে ধীরেসুস্থে জানালার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল সে। কিন্তু সাদা টুপিপরা লোকটা একবারও তার দিকে তাকালো না দেখে ডনের সন্দেহ দূর হল।

রাস্তার খিলানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কালো স্যুট পরা লোকটার তীক্ষ্ণ নজর তখন ডনের দিকে।

অনবরত লোকজনের যাওয়া আসা ভীড়ের মধ্যে মেয়েটির চোখ ডনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ ডন দেখতে পেল মেয়েটিকে।

ভীড় ঠেলে মেয়েটার কাছে যাবার চেষ্টা করল ডন। সাদা টুপি পরা লোকটার দিকে ফিরে তাকাতে ডন দেখলো সে তখনো নিবিষ্ট মনে কাগজের মধ্যে ডুবে আছে। মনে হল ডনের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই।

ইতিমধ্যে কালো স্যুটপরা লোকটা মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে অনুসরণ করতে শুরু করেছে। রাস্তাব ঐ দিকটায় ভীড় কম থাকায় ডনের মতো তারও বেশী সময় লাগল না যেতে।

মেয়েটা একটু অপেক্ষা করল। ডন তার চল্লিশ গজের মধ্যে পৌঁছতেই সে নিছক ফিরে ক্লক টাওয়ারের তলা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ডন মেয়েটার পিছনে,মোটা লোকটা ডনের পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

ডনকে খিলানটা পেরিয়ে চোখের আড়াল হতে দেখেই সাদা টুপি চট করে বিল মিটিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্লক টাওয়ারের দিকে এগিয়ে গেল।

মেয়েটি দৃষ্টি সোজা রেখে হেঁটে চলেছে। ডন বুঝল। মেয়েটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলতে চায়, তা না হলে ওর জন্যে অপেক্ষা করত। তাই সে মেয়েটির কাছে পৌঁছবার কোনো চেষ্টাই করল না।

বাজারের আলোকিত অঞ্চল ছেড়ে মেয়েটি এবার একটা আবছা অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করল। ডন একবার পিছনে তাকাল। না, কেউ নেই। কিন্তু মোটা লোকটা অনুসরণে এতই দক্ষ যে ডনের দৃষ্টি সীমার বাইরে থেকে, শুধুমাত্র পায়ের শব্দ শুনে অনুসরণ করছিল।

ইতিমধ্যে সাদা টুপি, কালো কোর্তার কাছে এসে পৌঁছেছে। কালো কোর্তা, সাদা টুপিকে বলল, চট করে পিছন দিয়ে চলে যাও। পাশের সমান্তরাল গলি দিয়ে রোগা লোকটা ছুটল।

ডন তখন দেখল গলি জনশূন্য। সুতরাং সে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে মেয়েটার পিছু নিল।

মোড় ঘুরতেই দেখল মেয়েটা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কাছে আসতেই সে বলল, সিনর, আপনিই কি ডন মিকলেম?

হ্যাঁ, তুমি?

আমি লুইসা পেকেটি, মেয়েটা রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। বলল, কেউ কি আপনার পিছু নিয়েছে!

ডনের সাদা টুপির কথা মনে পড়ল। কিছু না বলে সে বলল, মনে হয় না। তুমি আমাকে টেগার্থের নামের প্রথম অক্ষর দেখিয়েছিলে?

হ্যাঁ। মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে গলির এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত দেখতে লাগল। কাঁপা গলায় বলল, ওর খুব বিপদ। ওরা ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি খুব সাবধান।

কারা ওকে খুঁজছে?

পাশের গলি থেকে দ্রুত দৌড়ে আসাব পায়ের শব্দ শুনে মেয়েটি ডনের হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল, ঐ শুনুন। কেউ আসছে।

ভয় নেই। কেউ তোমাকে কিছু করবে না। কিন্তু ঐ টেগার্থ কোথায়?

৩৯ নম্বর মনজেলার গলিতে যান—, তার কথা মোটা লোকটাকে জোর কদমে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মাঝপথে থেমে গেল।

মেয়েটি ডনের কব্জিটা শক্ত করে ধরল। ঝুঁকে পিছনে সরে গেল সে। ডন তার সামনে সরে গিয়ে মোটা লোকটাকে পাশ কাটাবার জায়গা করে দিল। কিন্তু লোকটা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, দেশলাই আছে, সিনর? তার হাতে নিভে যাওয়া চুরুট ধরা।

আছে, পকেট হাতড়াতে লাগল ডন। মোটা লোকটা তার আরও কাছে ঘেঁষে এল। আচমকা তার ডান হাতের মুঠো বিদ্যুৎবেগে ডনের পেটের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারল।

ডন খানিকটা অনুমান করে আগে থেকে পেটের পেশীগুলোকে শক্ত করে নিয়ে সাবধান হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে মারাত্মক ভাবে জখম হতো। তবুও সে যন্ত্রণায় ঝুঁকে পড়ল। পাশের দিকে হেলে পড়ায় মোটার অন্য ঘুঁষিটা চোয়ালের পাশ ঘেঁষে বেড়িয়ে গেল।

হাঁফাতে হাঁফাতে ডন প্রাণপণ শক্তিতে লোকটার বুকে একটা ঘুঁষি কষাল। লোকটা ঘোঁৎ করে পিছিয়ে গেল।

আগের ঘুঁষির জেরে কাহিল হয়ে পড়া ডনের ওপর মোটার আর একটা ঘুষি আছড়ে পড়ল। আধো জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করল মেয়েটা গলি দিয়ে দৌড়চ্ছে।

কোনমতে টাল সামলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে মোটা লোকটা ডনের চোয়ালে আর একটা ঘুঁষি কষাল। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। তার পরেই শানবাধানো গলিতে সে আছড়ে পড়ল।

* * *

একটি মেয়ের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যেন কানে এল ডনের, মারা যায়নি আশা করি? নরমহাতে কে যেন স্পর্শ করল বুঝতে পেরে ডন একটু নড়েচড়ে উঠল।

না অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, এবার এক পুরুষের গলা।

ডন এতোক্ষণে চোখ খুলে দেখল ইভনিং ড্রেস-পরা একটি লোক তার দিকে ঝুঁকে আছে।

নড়াচড়া করবেন না। হয়ত হাড় ভেঙ্গে গেছে আপনার, লোকটি বলল।

আমি ঠিক আছি। উঠে বসে চোয়ালে হাত বোলাতে ডন অনুভব করল জায়গাটা বেশ ফুলেছে আর প্রচণ্ড ব্যথা। পেটের পেশীগুলোও দপদপ করছে। ভাগ্য ভালো, যে তার ব্যায়ামচর্চা করা শরীর, তাই এতটা আঘাত সহ্য করতে পেরেছে। উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না, তখন বলল, একটু টেনে তুলবেন?

কষ্টে উঠে দাঁড়াল সে লোকটির গায়ে ভর দিয়ে। উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল দেহে বল ফিরে আসছে।

গলির এদিক ওদিক তাকিয়ে ডন বলল, ঠিক আছি। লোকটা ছাড়া সে সাদা ডিনার গাউন পরা একটা মেয়েকে আবছা ভাবে দেখতে পেল। বলল, এদিকে কাউকে দেখেছেন?

না, আমরা রি-আলটো যাবার রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে এদিকটায় এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আপনাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে। আচ্ছা আপনি সত্যি ঠিক আছেন তো?

হ্যাঁ, ধন্যবাদ। পকেটে হাত দিতে ডন বুঝল তার ব্যাগ উধাও। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল তার। বাইরে প্রকাশ করল না। লুইসা পেকেটির কি হল কে জানে। নিজের বোকামির জন্যে ডনের নিজের ওপর রাগ হলো। দেশলাই চাওয়ার ছুতোটাও সে ধরতে পারেনি।

ডাকাতে ধরেছিল নাকি? কিছু নিয়েছে? লোকটি জিজ্ঞেস করল।

তাই মনে হচ্ছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখতে না পেলেও উচ্চারণ শুনে মনে হল লোকটি জার্মান।

এই হতভাগা ইতালীয়ানগুলো যে কী! লোকটা রেগে বলল, চলুন, এখান থেকে বেরোই। আপনার একটা ড্রিংক দরকার। আমরা গ্রিটিতে উঠেছি। এ হচ্ছে আমার বোন মারিয়া। আমার নাম কার্ল নাটজাকা। আপনি যদি আমাদের হোটেলে আসতে চান তাহলে আপনাকে ভালো ব্রান্ডি খাওয়াবো।

মেয়েটি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে উঠল, না, না কার্ল, ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার।

ডন মেয়েটিকে নমস্কার জানিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। চলুন আমি আপনাদের হোটেলের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। তবে ভেতরে ঢুকব না, মাপ করবেন। জামা-কাপড়ের একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। আমি বরং আমার বাড়িতে এখন ফিরে যাই। আমার নাম ডন মিকলেম।

তাই চেনা-চেনা লাগছিল। আপনার একটা প্রাসাদ আছে, তাই না?

ডন হাসবার চেষ্টা করল। বলল, শুনে যা মন হয়, তেমন কিছু নয়। ডন তখন মনেপ্রাণে আশা করছে, এই লোক দুটি এবার বিদায় নিক। তার মন জুড়ে কেবল লুইসা পেকেটির চিন্তা, কি হল তার? সবিনয়ে বলল ডন, চলুন আপনাদের রাস্তা দেখিয়ে দিই।

কিছু দূর হাঁটতেই তারা বাজার অঞ্চলে এসে পৌঁছল। সেখানে প্রচুর আলো।

এবারে চিনতে পারবেন তো? সোজা গেলেই সান-মার্কো।

এতক্ষণে সঙ্গী দুজনকে ভালো করে লক্ষ্য করল ডন। দুজনই বেশ সুশ্রী। কার্ল নাটজাকা বেশ হাসিখুশী, রোদেপোড়া রঙ, চুল বাদামি। বয়স বড়জোর পঁচিশ।

মারিয়া হয়ত তার ভাইয়ের চাইতে বছর খানেকের বড়ই হবে। সুন্দর লম্বা চেহারা, উজ্জ্বল কালো চোখ, কাঁধ অবধি কালো চুল, মুখে-চোখে বেশ একটা দৃঢ়-ভাব। সাদা ইভনিং ড্রেসে চুমকি বসানো।

ডন জীবনে অনেক সুন্দরী রমনী দেখেছে কিন্তু মারিয়ার সৌন্দর্যে অতিরিক্ত কিছু আছে—যা আকর্ষণ করে আর প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর।

আপনি হোটেলে ঢুকবেন না? কার্ল জিজ্ঞেস করল।

না, ধন্যবাদ। আমি ফিরেই যাই। কার্ল করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল। হেসে বলল, আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কি হয়েছিল জানতে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে। তবে এখন নয়, পরে কোনো সময় বলবেন।

হ্যাঁ বলব। এখন চলি। মারিয়ার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল সে।

আপনি খুব সাহসী আর গায়েও খুব জোর। ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন আপনি। ডন লক্ষ্য করল মারিয়ার ইংরিজি কথায় কোনো বিদেশী টান নেই।

ডন দুঃখেও হাসল। বলল, আপনাদের কাছে বীরত্ব দেখাচ্ছি আর নিজের ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসব।

বাড়ি ফিরে ডন নিজের ঘরে ঢুকে ময়লা জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলে গাঢ় নীল প্যান্ট, ম্যাচকরা শার্ট ও একটা জ্যাকেট পরল। পায়ে পরল একজোড়া সোল কেডস।

ড্রয়ার থেকে একটা ছোট্ট চ্যাপ্টা টর্চ বার করল। আর একটা চামড়ার থলের মধ্যে তালা ভেঙে

বাড়িতে ঢোকার বিভিন্ন সরঞ্জাম নিল। এই দুটি জিনিষ প্যান্টের হিপ পকেটে রেখে, জ্যাকেটের পকেটে একতাড়া টাকা গুজে নিলো।

ডনের মাথায় চিন্তা ঘুরছিলো মোটা লোকটার সঙ্গে টেগার্থের নিখোঁজ হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। নাকি ওকে আহত করে টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা সাধারণ ডাকাতির ব্যাপার? লুইসার এখন খুব বিপদ। ওরা ওকে খুঁজছে। লুইসার কথাগুলো মনে পড়ল ডনের—আপনি খুব সাবধান।

যারা ওকে খুঁজছে, মোটাটা কি তাদেরই একজন। সেটাই বার করতে হবে।

একটা অসাবধানতায় ডনের একটা শিক্ষা হল। এরপর থেকে ওকে যথেষ্ট সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে হবে। ৩৯ মনডেলোর গলিতেই কি টেগার্থ লুকিয়ে আছে? জায়গাটা কোথায়? ভেনিস শহর তো অলিগলিতে ভর্তি। হয়তো গণ্ডোলা-চালক গুইসেপ জানতে পারে। ওকেই সঙ্গে নিলে হয়।

ঘরের সব আলোগুলো নিভিয়ে ডন জানলার পর্দা সরিয়ে খাল পারের দিকে তাকালো। যদিও তখন রাত পৌনে একটা তবু সান মার্কের দিকে টুরিস্টদের ভীড়।

সেদিকে খানিকক্ষণ নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল। তারপর ডনের মুখে কঠিন হাসি ফুটে উঠল।

খালের দিকে পিছন করে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই সাদাটুপি পরা লোকটা। ভাবখানা এমন যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে লোকজনের চলাফেরা দেখছে।

* * *

।। চার ।।

উনচল্লিশ মনডেলার গলি

খাল বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ডন আড়চোখে দেখল সাদা টুপি রেলিং ছেড়ে তাকে অনুসরণ করল।

ডন যে তার অনুসরণের ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে সেটা বুঝতে না দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে গণ্ডোলার ঘাটে গিয়ে পৌঁছল।

সেখানে মাঝিরা জটলা করছে। সরু ঘাটে লম্বা কালো গণ্ডোলাগুলো নোঙর করা রয়েছে। ডনকে এদিকে আসতে দেখে গুইসেপ এগিয়ে এল।

আপনি কি আমার খোঁজ করছেন সিনর? কোথাও যেতে হবে?

নৌকোতে নয়। এসো আমার সঙ্গে।

ঘাটের পিছনে একটা ছোট্ট কাফেতে তারা দুজন গিয়ে বসল। কফির অর্ডার দিয়ে ডন গুইসেপকে একটা সিগারেট দিল। ওটা পেয়ে গুইসেপের উত্তেজনা দেখে তার মজা লাগছিল।

গণ্ডোলার মাঝি হিসাবে গুইসেপের খুব নাম-ডাক। গত তিন বছর সে গণ্ডোলা রেস জিতেছে। নিজের শক্তির বাহাদুরী ফলানোই তার স্বভাব। লম্বা, চওড়া গোঁফ, সেগুন কাঠের মত শক্ত দেহ—কালো শার্ট ও কালো দেহ—কালো শার্ট ও কালো প্যান্টে তার চেহারাটা খোলেও ভালো। ডন তাকে নিয়মিত মাইনে দিয়ে থাকে, সেজন্য অন্য মাঝিদের ঈর্ষার পাত্র ও।

মনডেলোর গলি কোথায় জান? জিজ্ঞেস করল ডন।

গুইসেপ অবাক চোখে তাকিয়ে ঘাড় হেলাল।

নিশ্চয়ই জানি। খালের উল্টো দিকে রি-আলটে ব্রিজের কাছে। কামপো সান পোলোর দিকটায়।

আমরা ওখানে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে একটা লোকের ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে।

মেরে ফেলতে হবে? গুইসেপের চোখ বিস্ফারিত হল।

দূর বোকা। মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে দিতে হবে। সারা সন্ধ্যেটা লোকটা আমার পিছু নিয়েছে, একটু শিক্ষা দিতে পারলে ভালো হয়।

ডনের চিবুকের কাটা দাগটার দিকে তাকিয়ে গুইসেপ প্রশ্ন করল, সিনর কি মারামারি করছিলেন নাকি?

ও কথা থাক। আমি যা বলছি শোন মন দিয়ে।

বলুন সিনর! কোথায় সেই লোকটা?

খুব সম্ভব আমার জন্যে হয়ত অপেক্ষা করছে। লম্বা, রোগা, সাদা কোর্তা, সাদা টুপি মাথায়। এখন কি করতে হবে শোন। তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি সান মিরাকেলির দিকে এগোবো। মিনিট খানেক পর তুমি ওকে আমার পেছন পেছন যেতে দেখবে। আমি শিস দিতেই তুমি আর আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু সাবধান লোকটা সুবিধের নয়।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে গুইসেপ বলল, এই আমি লোকটাও সুবিধের নয়। আপনার কোন চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা করে দেব। এতো আনন্দের কথা। হৃদয় ঘটিত ব্যাপার নাকি সিনর? এ-লোকটা সিনিয়োরার ভাই কিম্বা বাবা?

ওসব কিছু নয়। কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ডন। বলল, মনে রেখো, আমি শিস দেওয়ার আগে কিছু কোরনা।

বাইরে বেরিয়ে ডন লোকটাকে দেখতে পেলনা। নিশ্চয়ই আনাচে-কাচাচে কোথাও ওৎ পেতে আছে। ডন কান খাড়া রেখে আবছা অন্ধকার গলি দিয়ে এগোতে লাগল। প্রায় পঞ্চাশ গজ যাবার পর মনে হল পিছনে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডন পিছন দিকে না তাকিয়ে চলতেই থাকল। সে ক্রমশ একটা সরু নির্জন গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ শিস দিয়েই বিদ্যুৎ গতিতে পিছনে ছুটল।

সাদা টুপিপরা লোকটা শিসের আওয়াজ শুনেই পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। গুইসেপ কালো পোষাক পরা ছিল বলে অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। গুইসেপ পিছু হটে একটা দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সাদা টুপি লোকটা ওর সামনে দিয়ে দৌড়বার সময় গুইসেপ শক্ত হাতে তার ঘাড়খানা চেপে ধরে দেওয়ালেব সঙ্গে ঠুকে দিল।

লোকটা হাঁটু দুমড়ে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে গুইসেপ আর একখানা ঘুঁষি কষাতেই ডন সেখানে এসে পৌঁছে গেল।

বাঃ চমৎকার, লোকটার অনড় দেহ পরীক্ষা করে ডন মন্তব্য করল।

আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি। গর্ব ভরে নিজেব হাতেব মুঠো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল গুইসেপ। বলল, লোকটা এখন অনেকক্ষণ ঘুমোবে।

লোকটাব পকেট হাতড়ে একটা ছোড়া ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। ডন লাইটারটা জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করল, একে আগে কখনো দেখেছো গুইসেপ?

না সিনর। অচেনা মনে হচ্ছে।

যাক গে। এবার আমাকে মনডেলোর গলিতে নিয়ে চলো।

ডনের লুইসাব কথা মনে পড়ল। ও সাবধানে থাকতে বলেছিল। সুতরাং আবার তাদের কেউ অনুসরণ করছে কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।

তুমি আগে যাও। একটু শব্দ করতে করতে যেও। সোজা ঐ গলিতে চলে যেও না। আমি দেখতে চাই কেউ আমাদের পিছু নিচ্ছে কিনা। বুঝেছ?

গুইসেপ মনে মনে দারুণ উত্তেজনা বোধ করছিল। গণ্ডোলা চালাবার চেয়ে এই-কাজ তার ঢের ভালো লাগছে।

আপনি একা ঠিক থাকবেন তো?

বকবক কোর না। যাও।

গুইসেপ আর কোন কথা না বলে ব্রিজ পার হয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। একটু অপেক্ষা করে ডনও ঐ পথে চলল। ব্রিজের কাছ বরাবর পৌঁছে সে খিলানের তলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেল, না কেউ কোথাও নেই। খালের ওদিকে গুইসেপকে দেখতে পেল ডন। আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। তারপরই সে শুনতে পেল কার যেন পায়ের শব্দ। অন্ধকারে মিশে গিয়ে সে দেখবার চেষ্টা করল। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলনা সে, তারপর দেখল সেই মোটা লোকটা ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

তাহলে লোকটা চোর ডাকাত কেউ নয়, একই দলের হয়ে কাজ করছে।

মোটা লোকটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর একখানা পায়ের শব্দ কোথায় গেল ভাবল। তারপর দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা ভেবে সে নিঃশব্দে এগোতে থাকল। সে যখন—ব্রিজের মাঝখানে এসেছে, ডন তখন চুপিসাড়ে বেড়িয়ে এসে ওর কাঁধে টোকা মারল।

আশ্চর্য, লোকটা একটুও চমকাল না। ঘুরে গিয়ে এক ঘুঁষি কষাল সে, কিন্তু ডনের জুডো ভালোরকম জানা থাকায় ঘুঁষিটা যথাস্থানে পড়ার আগেই কবজি ঘুরিয়ে এক হ্যাঁচকা টান লাগালো।

আর্তনাদ করে লোকটা ডনের পায়ের কাছে রাস্তার পাথরে মাথা ঠুকে পড়ল, তারপরেই সে অজ্ঞান।

এর পকেট থেকে ডনের ব্যাগটা আর একটা ছোরা পাওয়া গেল। এছাড়া এমন কিছু পাওয়া গেল না যাতে লোকটার পরিচয় জানা যায়।

লোকটাকে খিলানের অন্ধকারে ফেলে ডন দৌড়ে গুইসেপের কাছে গেল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে আর একটা গলি, তার দুপাশে জীর্ণ বাড়ি। কোথাও একফোঁটা আলো নেই।

এসে গেছি সিনর। গুইসেপ বলল।

টর্চ জ্বালাল ডন। ঊনচল্লিশ নম্বর আরো আগে হবে। বেশ কয়েক গজ যাওয়ার পর ডন আবার টর্চ জ্বাললো।

এই তো। দেখে তো কেউ বাস করে বলে মনে হচ্ছে না। সরু একটা তিনতলা বাড়ি। দেওয়ালগুলো চটাওঠা।

এইসব বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা হবে। গুইসেপ বলল, কেউ থাকে না এখানে।

ডন দরজার কবজাগুলো লক্ষ্য করছিল। মনে হয় কবজাগুলোতে সম্প্রতি তেল দেওয়া হয়েছে। হাতল ঘোরাতেই নিঃশব্দে খুলে গেল।

তুমি এখানে দাঁড়াও। চারদিকে নজর রাখো, আমি ঢুকছি, ডন বলল।

মেঝেয় পুরু ধুলো। ধুলোর ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ। সাবধানে ডানদিকের দরজাটা খুলতে ক্যাঁচ করে শব্দ হল। টর্চ জ্বাললো। খালি ঘর, ধুলো আর মাকড়সার আড্ডা। ভ্যাপসা গন্ধ।

দরজাটা বন্ধ করে ডন এবার সিঁড়ির দিকে নজর ফেরাল। শতজীর্ণ কাঠের ধাপ, অর্ধেকের বেশী রেলিং নেই। তবে সিঁড়ি দিয়ে লোক ওঠা-নামার প্রমাণ আছে।

দেওয়ালে যতটা সম্ভব পিঠ ঘেঁষে ডন উপরে উঠতে লাগল। গুইসেপ শঙ্কিত মুখে দেখতে লাগল।

দোতলায় দুটো ঘর। কান পেতে শুনলো, কোনো শব্দ পেলনা। তখন প্রথম দরজাটা খুলে ফেলল।

আবার সেই বিশ্রী গন্ধ নাকে এলো। হঠাৎ কাগজের মড়মড় শব্দ পেয়ে মনে হল কে যেন দৌড়ে পালাল। ডন তাড়াতাড়ি টর্চ নিভিয়ে দিল। আবার সেই শব্দ। শব্দটা শুনে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ইঁদুর। এরকম পোড়ো বাড়িতে ইঁদুর তো থাকবেই।

আলো দেখে মস্ত এক ধেড়ে ইঁদুর এদিক-ওদিক দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি, করতে লাগল। এক মুহূর্ত পরেই সে কোনো এক অন্ধকার গর্তে গিয়ে সেঁধোল।

ডনের নজর সেদিকে ছিলনা।

ডন টর্চের আলোটা ঘরের মাঝখানে ফেলল। দেখল, মেঝেতে পুরু ধুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে লুইসা পেকেট। তার ব্লাউজের সামনেটা রক্তে ভেজা।

দেওয়ালের কাগজ ইঁদুরে কেটে স্তূপাকার করেছে। তার তলা থেকে একটা মাকড়সা বেরিয়ে এসে আবার অন্ধকারে মিশে গেল।

তখন ঘামে ডনের জামা ভিজে উঠেছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে টর্চের আলো মৃত মেয়েটির মুখের ওপর ফেলে রেখেছে।

মেয়েটার ডান হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা লাগাবার দাগ।

প্রাণপণে রাগ চেপে ডন মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। গাল স্পর্শ করে দেখলো সব এখনো গরম। আধ ঘণ্টা আগে তার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হল ডনের।

লোক দুটো সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে ওর কাছ থেকে টেগার্থের খবর জেনেছে। ও কোথায় লুকিয়ে আছে তা জানত মেয়েটা। তাই সে ডনকে এখানে আসতে বলেছিল। মেয়েটার মৃতদেহ দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা ওকে কথা বলতে বাধ্য করেছিল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ডন। তারপর ঘাম মুছে ভাবল, ওরা কি তাহলে টেগার্থকে পেয়ে গেছে?

ডন এ-ঘর থেকে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরখানা দেখে কোনো সন্দেহই রইলনা সে টেগার্থ এই ঘরেই লুকিয়ে ছিল। একটা ক্যাম্প খাটের ওপর মোটা দু-খানা কম্বল, একটা প্যাকিং কেস—সেটা টেবিল হিসাবে ব্যবহৃত হত, আর একটা বাক্স রাখা আছে, সম্ভবত সেটা চেয়ারের কাজ করত। আর একটা আধজ্বলা মোমবাতি বোতলে আঁটা।

ডন মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দেখল ঘরে কেউ নেই। বিছানার পাশে একটা ঝুড়িতে কিছু টিনের খাবার, আঙুর, ওয়াইনের বোতল আর রুটি। পোড়া সিগারেটগুলো ডন দেখে বুঝল সেগুলো ইংল্যান্ডে তৈরী।

এক কোণে একটা চামড়ার সুটকেশের জিনিষপত্র উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। সুটকেশের উপর দুটি অক্ষর লেখা রয়েছে জে. টি। মেঝেয় কিছু রুমাল, জামাকাপড়, টুথব্রাশ, চুল আঁচড়াবার ব্রাশ ও দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে হয়ত কেউ কোনো দামী কাগজ-পত্রের জন্যে জিনিষপত্রগুলো ঘেঁটে দেখেছে।

ডন ভাবতে লাগল, লুইসা পেকেটির সঙ্গে জন টেগার্থের সম্পর্ক কি? এই মুহূর্তে টেগার্থ কোথায়? ডন ছড়ানো জিনিষগুলো সুটকেশে ভরে উঠে দাঁড়িয়ে ভাবল পুলিশের জন্যে সুটকেশটা এখানে রেখে দরকার নেই। ওরা লুইসা খুনের ব্যাপারে টেগার্থকেই আগে সন্দেহ করবে।

কিন্তু আসল সত্যটা কি? সাদা টুপি আর মোটা লোকটা দুজনে মিলে যে লুইসাকে খুন করেছে তার প্রমাণ কই? হয়ত এমনও হতে পারে—

সিনর, চাপা গলায় গুইসেপের ডাক শুনো ব্যাপার গোলমেলে বুঝে ডন তাড়াতাড়ি সুটকেশটা হাতে নিয়ে সিঁড়ির কাছে গেল।

পুলিশ আসছে। ওরা ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেছে। গুইসেপের গলা উত্তেজনায় কাঁপছে।

বাড়িতে একটা মেয়ের মৃতদেহ। এই অবস্থায় পুলিশ ডনকে দেখে নিশ্চয় ছেড়ে দেবেনা। তাকে গ্রেপ্তার করবে।

চট করে দরজায় খিল লাগাও। সুটকেশ হাতে ডন দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।—ওরা চারজন সিনর।

বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়ল।

চলে এসো। ডন পিছনের ঘরের জানলা খুলে বাইরে ঝুঁকল। কয়েক ফুট নিচেই খালের তেলতেলে কালো জল।

এমন সময় দরজা ভাঙার শব্দ হলো।

গুইসেপ তুমি সাঁতার কাটতে পার? জানলার উপর চড়ে বসল ডন।

পারি সিনর।

ভালো করে? এই সুটকেশশুদ্ধ আমাকে বইতে পারবে?

জলে লাফ দিলো ডন, বুকের উপর সুটকেশ। গুইসেপের জামাটা চেপে ধরে ডন বলল, চল, এখান থেকে শিগগির কেটে পড়ি।

গুইসেপ সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল। সঙ্গে ডন। পায়ের তলায় মাটি পেয়ে ডন উঠে দাঁড়াল। সারা গা দিয়ে জল ঝরছে। সুটকেশটাও জলে ভিজে গেছে।

এবার বাড়ি যাওয়া যাক। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। দুজনে অন্ধকার গলির মধ্য দিয়ে ফিরে চলল।

ওরা যখন গ্র্যান্ড ক্যানাল পার হল তখন সান মার্কোর বড় ঘড়িতে তিনটে বাজছে।

গুইসেপকে ডন বলল, কাল আবার আমার সঙ্গে দেখা কোর। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।

বেশ মজা হল সিনর।

দেখো, তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে। লুইসা পেকেটি বলে একটা মেয়ে রসির কাঁচের দোকানে কাজ করে, তার সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতে হবে। সে কোথায় থাকে, তার আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা। তবে সতর্ক থেকো, পুলিশও হয়ত ওর খবর চাইছে।

ঠিক আছে সিনর। কালকের মধ্যে খবর জোগাড় হয়ে যাবে।

ভেতরে ঢুকে ডন দেখল চেরি একটা মস্ত চেয়ারে বসে ঢুলছে। মুখ অপ্রসন্ন। দরজা বন্ধ হবার আওয়াজে সে চোখ খুলে তাকাল।

মিঃ মিকলেম। আপনি ভিজে গেছেন!

তাই তো দেখছি, ডনের গলায় স্ফূর্তির ভাব। হাসতে হাসতে ও বলল, তুমি এত রাতে বসে আছো কেন?

আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে নাকি?

না, না। একটু সাঁতার কাটলাম। যাও তুমি শুয়ে পড়।

আপনার সঙ্গে যাই। ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন, নিয়ে নিই।

শুতে যাও বলছি। ভিজে জামা বাথরুমে রেখে দেব।

সিঁড়িতে ভিজে ছাপ রেখে ডন ঘরে চলে এল। জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে, বিছানায় বসে পা ঝুলিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সারাদিনের প্রতিটা ঘটনা প্রথম থেকে ভাবতে লাগল।

অনেক কিছু ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও খুব একটা এগোনো গেলনা। তবে টেগার্থ যে ভেনিসেই আছে, সেটুকু নিশ্চিত খবর পেয়েছি, তবে ও বেঁচে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পুলিশ কি করে অত তাড়াতাড়ি ঐ বাড়িতে পৌঁছল? তবে কি ঐ দুজনের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে খুনের দায়ে চরিয়ে দেওয়া? তার মানে, তৃতীয় কোন ব্যক্তি বাড়ীতে আমাকে ঢুকতে দেখে পুলিশকে খবর দিয়েছে।

নাঃ, গুইসেপ যতক্ষণ না মেয়েটার সম্বন্ধে কোনো খবর না এনে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এগোনোর সব রাস্তাই বন্ধ।

চোখ বন্ধ করল ডন। কিন্তু ঘুম এলো না। কেবলই লুইসার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল সে। স্বপ্নে লুইসাকে নয়, দেখল সুন্দরী মারিয়া নাট্‌কাকে।

* * *

প্যারিস থেকে

।। পাঁচ ।।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ ডন তার স্বাভাবিক কাজকর্ম অর্থাৎ চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, টেলিফোন করা ইত্যাদি সারছিল। ভেনিসে আসার সংবাদে অনেকের কাছ থেকেই নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে। ভদ্রভাবে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে।

শেষ ফোনটি করে ডন চেরিকে বলল, আর কোন ফোন এলে তাকে যেন না দেওয়া হয়। এবারে আমার সামাজিকতা করার অত সময় নেই। ওদের বলে দিও আমার হাম হয়েছে, বা যা খুশী বলে দিও।

চেরি ভীতভাবে তার দিকে তাকাল।

তখন ডন তাকে বুঝিয়ে বলল, আমার দরকারী কাজ আছে। কারো সঙ্গে আমি দেখা করবো না এবার।

তার মানে এবারে আপনি পার্টি-টার্টি দেবেন না?

ডন জানত চেরি বড় বড় পার্টির ব্যবস্থা করতে খুব ভালোবাসে। নিজেকে দোষী মনে হল তার। চেরির চোখ এড়িয়ে সে বলল, চেরি, একজন লোককে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাকে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। জীবন-মরণ সমস্যা।

বুঝেছি। নিরুত্তাপ গলায় চেরি বলল, আমরা এখানে আসবার ঠিক আগে যে কমবয়সী। এসেছিল তার ব্যাপার।

ঠিক। তাই এখন তুমি ঘুরে-টুরে বেড়াও, ছবি দেখো, নৌকো নিয়ে ঘোরো। এখন তোমার ছুটি।

চেরিকে নিঃশ্বাস ফেলার সময় না দিয়ে ডন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণে হয়ত গুইসেপ কিছু খবর যোগাড় করতে পেরেছে। কিন্তু ঘাটে গিয়ে তাকে দেখা গেল না।

বেশী আগে হয়ত এসে পড়েছি—এই মনে করে খালের ধারে ডন পায়চারী করতে লাগল।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা মিষ্টি গলা শোনা গেল।

মিঃ মিকলেম না?

মারিয়া নাটজকা। হালকা নীল জামা আর চওড়া হ্যাটে তাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

এই যে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগছে।

আপনার কাটাটা সেরে গেছে?

হ্যাঁ, ধন্যবাদ। চোয়ালে একটু ব্যথা আছে বটে, তবে কথা বলতে কষ্ট নেই।

এমন সুন্দরী আমি কখনো দেখিনি। মনে মনে ভাবতে থাকল ডন। মন থেকে টেগার্থের চিন্তা কোথায় উধাও হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

আপনার জন্যে আমাদের যা চিন্তা হয়েছিলো! কার্লকে বললাম আপনাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল।

ডন হেসে বলল, আমার জন্যে ভাববেন না। ওসবে আমার অভ্যাস আছে। এখানে সকালে কি করছেন?

ভাবছিলাম কলিত্তনির মূর্তিটা দেখব। ওটা কোথায় বলতে পারেন?

গন্ডোলা নিয়ে যেতে হবে। ওটা গিয়োভালি পাওলো গির্জার পাশে। সেটাও একটা দ্রষ্টব্য বস্তু।

মাবিয়ার মুখে সুন্দর হাসি আর চোখে-মুখে উৎসাহ দেখে ডন আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে চলল, আমাকে দেখলে বুঝবেন না, কিন্তু আমি একজন খুব ভালো গাইড। ইচ্ছে হলে আমাকে সঙ্গে নিতে পারেন।

আমি জানতাম একথা আপনি নিজেই বলবেন। মারিয়া হেসে উঠল। বলল, একবার একলা গন্ডোলায় উঠেছিলাম। মাঝিটা ভাড়া ভাড়া করে এমন বিরক্ত করছিল।

ওসব ওদের চালাকি। আমার সঙ্গে আসুন। সব শিখিয়ে দেব।

ওরা যেদিকে গণ্ডোলাগুলো নোঙর করা আছে, সেদিকে চলতে লাগল। মারিয়ার সুন্দর হাঁটার ভঙ্গির দিকে অনেক আমেরিকান টুরিস্ট হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

একজন মাঝি তাদের দিকে এগিয়ে এল। ডন তাকে গিয়োভালি পাওলোতে নিয়ে যেতে বলল। গাণ্ডোলায় মারিয়ার পাশে সে আরাম করে বসে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিলো। এইভাবে ঘুরতে তার বিবেকে বাঁধছিলো। আবার নিজেকে এটাও বোঝাল যে, যতক্ষণ না গুইসেপ ফেরে ততক্ষণ তো করারও কিছু নেই।

আপনার ভাই কোথায়?

কাজে। আমি ছুটিতে এলেও, ও এখানে এসেছে কাজে।

কতদিন থাকছেন এখানে?

খুব সম্ভব এক হপ্তা। সবই কার্লের ওপর নির্ভর করছে। আপনি ভাগ্যবান মিঃ মিকলেম, আপনাকে অন্যের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়না।

আমাকে ডন বললে আমি খুশী হব। হ্যাঁ, আমি খানিকটা ভাগ্যবান বোধহয়। মারিয়া, তুমিও কি ভাগ্যবান?

সব সময়ে না। তবে অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান বলা যায়। যুদ্ধের সময় আমার বাবার খুব দুঃসময় গেছে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলেন উনি। আমরা উদ্বাস্তু হলাম। পরে অবশ্য আমাদের ভাগ্যটা বদলালো, বাবা ব্যবসাটা গড়ে তুললেন।

বাবা এখনো আছেন?

হ্যাঁ। তবে উনি কাঁচ কিনতে কার্লকেই পাঠান।

কাঁচ। ডন মুহূর্তে সচকিত হল।

অবাক হচ্ছো? নাটমজা কাঁচের খুব বিখ্যাত কারখানা। ডনের শিরদাঁড়া দিয়ে শিরশিরে স্রোত নামল।

অজ্ঞতা মাপ করো। তাহলে তোমার ভাই ভেনিসে কাঁচ কিনতে এসেছে?

হ্যাঁ। হাঙ্গেরীতে আমাদের ত্রিশটা দোকান। আমরা প্রচুর ভেনিসের কাঁচ বিক্রি করি।

ইংল্যান্ডের কাঁচ বিক্রী হয়না?

হ্যাঁ, তাও হয়, কিছু আমেরিকানও। উত্তেজনা চেপে ডন প্রশ্ন করল, ইংল্যান্ডে কাদের সঙ্গে তোমাদের কারবার?

হ্যাম্পডেনের জন টেগার্থের সঙ্গে। মারিয়া সহজ স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলো। আর আমেরিকায় ভ্যান রাইডার।

ইতিমধ্যে গণ্ডোলাটা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। ডন এই জায়গায় আগেও বন্ধুদের সঙ্গে অনেকবার এসেছে। মূর্তিটির ইতিহাস তার ভালোভাবেই জানা। কলিস্তনি সম্পর্কে নানারকম তথ্য শোনাল সে মারিয়াকে। কেমন করে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির গুরু ভেরাচিও এই মূর্তিটির নক্সা আঁকেন, ইত্যাদি।

কথা বলতে বলতেও ডন টেগার্থের কথা চিন্তা করে চলেছে। টেগার্থের সঙ্গে এদের পরিচয় কি নেহাতই কাকতলীয়। যাই হোক, টেগার্থ সম্পর্কে তখনই সে মারিয়াকে আর কোন প্রশ্ন করল না।

গির্জা দেখা শেষ হলে ডন মারিয়াকে বলল, গরম লাগছে। ভেনিসে গরম এড়াবার সবচেয়ে ভালো উপায় জলের ওপর থাকা। চলো আমরা গণ্ডোলায় ফিরে যাই।

গণ্ডোলায় দুজনে গিয়ে বসল। গণ্ডোলাটা যখন চলতে শুরু করল তখন ডন বলল, তুমি একটু আগে জন টেগার্থের কথা বললে না? তুমি ওকে চেন?

কাকে? জনকে? নিশ্চয়ই। ও আমাদের অনেক পুরনো বন্ধু। তুমি একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

আমি ওকে চিনতাম। তবে যুদ্ধের পর আর দেখা হয়নি।

তুমি নিশ্চয়ই সেই আমেরিকান পাইলট? তোমার কথা জন খুব গল্প করে।

ওর সঙ্গে সম্প্রতি দেখা হয়েছে?

তিনদিন আগেও ও এখানে ছিল। হঠাৎ মারিয়ার ঝলমলে মুখে কোমল কালো ছায়া নেমে এল। বলল, ওর জন্যে আমার আর কার্লের খুব চিন্তা হচ্ছে। কিছু একটা বিপদ হয়েছে ওর, মনে হয়।

বিপদ? একথা বলছো কেন?

ও হঠাৎ চলে গেল। খুব বিচলিত মনে হচ্ছিল।

ও কবে ভেনিস ছেড়ে গেছে?

তিনদিন আগে। প্যারিস গেছে।

* * *

ইতিমধ্যে খালি কাঁচের বোতল বোঝাই আর একটা গণ্ডোলা একেবারে সামনে এসে পড়ায় দুটো নৌকার মাঝিদের মধ্যে একচোট চেঁচামেচি, গালিগালাজ বিনিময় হলো। ডনের মাথায় বা কানে কিছুই ঢুকছিল না। তার মাথায় কেবল ঘুরছে তিনদিন আগে টেগার্থ প্যারিস গেছে।

খবরটা সত্যি কিনা কে জানে। মারিয়া আবার মিথ্যেকথা বলছে না তো?

ইস্ ওর সঙ্গে দেখা হলে বেশ হতো। সহজ গলায় ডন বলল।

জনকে আমরা খুব পছন্দ করি। হঠাৎ যে কি হল বুঝলাম না। এমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেল ও, যেন কেউ ওকে তাড়া করেছে।

তুমি ঠিক জানো ও প্যারিসে গেছে?

বাঃ, আমরা ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম।

ও কেন তাড়াহুড়ো করছিল, কিছু জিজ্ঞেস করোনি?

করেছিলাম। ও বলল বলা যাবে না। তবে প্যারিসে গেলেই নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন ভয় পেয়েছিল যে স্টেশনে একা যেতে চাইল না, আমাদের সঙ্গে যেতে হল।

খুব আশ্চর্য তো? ও কতোদিন ভেনিসে ছিল?

বোধ হয় দিন পাঁচেক।

প্যারিসে ও কোথায় উঠেছে জানো?

চ্যাথাম হোটেলে। কার্লের কাজ শেষ হলে আমরাও প্যারিসে চলে যাচ্ছি। তখন আমাদের দেখা হবে।

ডন ভাবল টেগার্থ সম্বন্ধে ও যা কিছু জানে তা মারিয়াকে বলা ঠিক হবে কিনা।

প্রথম যখন এখানে ওকে দেখলে তখন কি ওকে চিন্তিত মনে হয়েছিল?

না। ওটা পরে বুঝলাম। রাত্রে আমরা একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করলাম, পরের দিন সকালে ওর আসার কথা। ও এলো না। তবে আমরা পার্টিতে যাব বলে বেরোচ্ছি সেই সময় ও এসে বলল, ওকে এক্ষুনি প্যারিস যেতে হবে। তখন ওকে খুব বিচলিত মনে হয়েছিল।

তারপর কোনো খবর পাওনি?

না।

ও চ্যাথাম হোটেলেই আছে?

হ্যাঁ, কারণ আমরাও ওখানে উঠব, ঠিক করেছি ।

ভেবে আর কি হবে? দেখা হলেই জানতে পারবে। ডন হাসলো।

আশা করি।

ডন অন্য প্রসঙ্গ তুলল। দুদিকের দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে বলে যেতে থাকল সে। কিন্তু মনে সেই টেগার্থের চিন্তা। হয়ত চ্যাথাম হোটেলে গেলে ওর খোঁজ পাওয়া যাবে। হিলডার চিঠিটা দেবার জন্যে কি ও নিজেই চলে যাবে? কিন্তু টেগার্থ যদি ভেনিসে না থাকে, তাহলে গতকাল রাত্রের ঘটনাগুলোর কি অর্থ? হয়ত আক্রমণের আশঙ্কায় টেগার্থ প্যারিসের ট্রেন ধরেছে। তারপর পরের স্টেশনে নেমে ফের ভেনিসে ফিরে এসেছে। এসে ঐ ভাঙা বাড়িতে আশ্রয় নেবার পর মোটা লোকটা আর সাদা টুপিকে সেখানে হাজির হতে দেখে সেখান থেকে পালিয়েছে টেগার্থ।

মারিয়া তাকে দুপুরের খাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করল। ডন প্রত্যাখ্যান করে বলল পরে যোগাযোগ করবে সে।

মারিয়াকে হোটেলে পৌঁছে দিল ডন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে গুইসেপের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে ওর মন থেকে মারিয়ার সমস্ত চিন্তা মুছে গেল।

গুইসেপকে নিয়ে ও বাড়িতে এল।

সিনর, আপনি কি জানতেন ঐ মেয়েটা কাল রাতে খুন হয়েছে?

হ্যাঁ। ও কোথায় থাকতো জানতে পেরেছো?

ওর বাবার সঙ্গে ফনডামেন্ট নুভে। লুইসির রেস্টুরেন্টের পাশে একটা ছোট্ট বাড়িতে।

ওর বাবা জানে ও মারা গেছে?

হ্যাঁ সিনর। খুব আঘাত লেগেছে লোকটার। বেচারার অ্যাকসিডেন্টে দুটো পাই গেছে। এখন ঐ মেয়েটা রসির দোকানে কাজ করে সংসার চালাত।

পুলিশ বুড়োর কাছে এসেছিল?

হ্যাঁ, আজ সকালে।

জায়গাটা তুমি জান?

হ্যাঁ, আপনি যদি চান আমি নিয়ে যেতে পারি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ডন। একটা বেজে কয়েক মিনিট।

আড়াইটেয় এসো। আমরা একসঙ্গে যাব।

চেরিকে ডেকে খুব তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলল ডন। আহত মুখে চলে গেল চেরি।

ফোন তুলে ডন প্যারিসের চ্যাথাম হোটেলের লাইনটা চাইল।

চেরি ইতিমধ্যে মার্টিনি নিয়ে ঘরে এসে ডনকে বলল, লেডি ডেনিং ফোন করেছিলেন। আজ

রাত্রে অপেরার পর উনি ডিনার দিচ্ছেন। আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ওঁকে বলে দাও আমার অন্য জায়গায় যাবার আছে। তোমাকে তো বলেছিলাম আমি কোথাও যাবো না বলে দেবে। চেরির চিবুকের ভাঁজ কাঁপতে শুরু করল। কিছু যদি মনে না করেন স্যার, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে। এই বাড়িতে আগে কত বড় বড় পার্টি দেওয়া হয়েছে—

চেরি, আমি সব জানি। কিন্তু এবারে অনেক জরুরী কাজ। পার্টি দেবার মত সময় আমার নেই। তুমি আমাকে বিরক্ত কোর না।

অপ্রসন্ন মুখে ঘর থেকে বিদায় নিল চেরি।

ফোন বেজে উঠল।

সিনর, আপনার প্যারিসের কল এসে গেছে।

ফোন হাতে তুলে নিয়ে ডন জিজ্ঞেস করল, আপনাদের ওখানে জন টেগার্থ বলে কেউ উঠেছেন?

একটু ধরুন মঁসিয়ে। হ্যাঁ মিঃ টেগার্থ এখানেই আছেন।

শুনে আশ্চর্য হল ডন। সে ধরেই নিয়েছিল মারিয়া তাকে বাজে কথা বলেছে।

তাহলে ওঁর ঘরে একটু দেবেন?

এক মিনিট, মঁসিয়ে। খানিকক্ষণ পরে একটা ক্লিক শব্দ হলো। ওদিক থেকে একজনের গলা ভেসে এল, হ্যালো, জন টেগার্থ কথা বলছি।

* * *

প্রায় তেরো বছর আগে টেগার্থের সঙ্গে যা কিছুই কথাবার্তা হয়েছে সবই প্লেনের মধ্যে। প্লেনের গর্জনে তার গলা বিশেষ ভাবে চিনে রাখার কোনো উপায় ছিলনা। সুতরাং ফোনে টেগার্থের গলা চেনার উপায়ই ছিল না। এই গলা টেগার্থের হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

আমি ডন মিকলেম বলছি। চিনতে পারছো জন।

একটু চুপ করে থাকার পর উত্তর এলো, হ্যাঁ চিনতে পারছি।

গলার এতটুকু উঁচুনিচু যাতে খোয়া না যায় সেজন্যে ডন রিসিভারটাকে কানে জোরে চেপে ধরল।

কেমন আছো? অনেকদিন পর, তাইনা?

অনেকদিন? তা হবে। আমার কাছে সময়ের কোনো মানে নেই। তুমি কোথায়?

গলা শুনে মনে হচ্ছিল কোনো অশরীরী কথা বলছে। ঠিক মানুষের স্বাভাবিক গলা নয়। ডনের অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমি ভেনিসে। তোমার স্ত্রী তোমাকে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়েছে। সে তোমার জন্যে খুব চিন্তিত।

চিন্তিত? কেন?

এরকম যান্ত্রিক গলা শুনে ডনের রাগ হয়ে গেল।

ছ-সপ্তা হয়ে গেল তোমার কোনো খবর নেই, চিন্তিত হবেনা? মতলব কি তোমার?

কোনো সাড়া নেই।

হ্যালো জন? তুমি লাইনে আছো?

হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে? প্রাণহীন গলা।

গত ছ-সপ্তা তোমার কোনো চিঠিপত্তর না পেয়ে তোমার স্ত্রী খুব দুশ্চিন্তায় আছে। কি করছো কি তুমি? গলা চড়িয়ে বলল ডন।

ছ-সপ্তা। তা, না হবেনা। আমি এর মধ্যে চিঠি দিয়েছি।

তোমার স্ত্রী বলল, তোমার কাছ থেকে সে শেষ চিঠি পেয়েছে ছ-সপ্তা আগে? ব্যাপার কি?

ছ-সপ্তা? হঠাৎ গলার আওয়াজটা কেমন কমে গেল। তারপর কোনো আওয়াজ নেই। চুপচাপ। ডন কিছু বলতে যাচ্ছিল। থেমে গেল। চাপা গলায় লোকটি কাঁদছে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল তার।

জন? কি হয়েছে? শরীর ভালো তো?

অনেকক্ষণ পরে নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি কোথায় আছি, কি করছি কিছুই বুঝতে পারছি না। মিকলেম, ভগবানের দোহাই—এসো, বাঁচাও আমাকে।

মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠল ডন। বলল, কিছু ভেবনা, আমি এখুনি আসছি। তুমি ওখানেই থাকো। আমি লিডো থেকে প্লেন নিয়ে সোজা প্যারিস পৌঁছচ্ছি। চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আসছি।

করুণস্বরে উত্তর এল, তাড়াতাড়ি কর...যত তাড়াতাড়ি পার...।

গলাব স্বরে একটা কৃত্রিম বাড়া-বাড়ির আভাস ডনের কানে ধরা পড়ল। হঠাৎ ডনের কেমন সন্দেহ হল। তার মুখটা রাগে কঠিন হয়ে উঠল। স্বাভাবিক সুরে সে বলল, হ্যাঁ আমি আসছি তাহলে, বলে মাউথপীসের কাছে একটা জোরে আওয়াজ করল, যাতে অপর পক্ষ মনে ভাবে লাইন কেটে গেল।

ডন কিন্তু রিসিভারটা আগের মতই সজোরে কানে চেপে ধরেছিল। তার ফন্দিটা কার্যকর হল।

ফোনের ওপ্রান্তে একটা হাসির শব্দ। টেলিফোনের চেয়ে হাত কয়েক দূরে একজনের গলা বোঝা গেল। কেমন ঠকান ঠকিয়েছি। আর একটি গলায় ধমক, চুপ কর—গাধা কোথাকার। লাইন কেটে গেল।

* * *

পালটা চাল

।। ছয় ।।

অনেকক্ষণ ধরে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে রইল ডন। সে চট করে রাগেনা, কিন্তু এখন তার শরীর রাগে ফুঁসছে। এখন সে স্পষ্ট বুঝেছে, টেগার্থের নিঁখোজ হবার পিছনে যারা আছে তারা ডনকে ভেনিস ছাড়া করতে চাইছে।

মারিয়া তাকে এত সহজে ভোলাতে পারল ভেবে, তার আরো রাগ হতে থাকল। মারিয়ার কথা শুনে ওব বোঝা উচিত ছিল আসলে ওরা দুই ভাই-বোন এ-ব্যাপারে জড়িত আছে। তা না বুঝে সুন্দর মুখের ধাপ্পায় পড়ে গেল। রাগের চোটে টেবিলে এক ঘুষি ঝাড়ল সে।

তবু ভালো সে টেগার্থের সম্বন্ধে বেশি কিছু ফাঁস করেনি।

চেবি ঘরে ঢুকে জানাল খাবার দেওয়া হয়েছে। ডাইনিং রুমে গিয়ে টেবিলে অন্যমনস্কভাবে খাওয়া শেষ করল ডন।

অর্ধেক খাবার ছুঁয়েও দেখল না। উঠে যাবার সময় ডন চেরিকে বলল, তুমি চটপট খেয়ে নিয়ে আমার কাছে এসো। কথা আছে।

চেরি অবাক হল। মিঃ মিকলেম বোধহয় বোঝাতে চাইছেন যে পার্টি-টার্টি কেন দেওয়া যাবে না। যাই হোক, সে ঠাণ্ডাগলায় বলল, আচ্ছা স্যার।

দশমিনিটের মধ্যে এসো, বেশি দেরী কোরনা। খুব জরুরী। এই বলে ডন পড়ার ঘরে চলে গেল। ফোন তুলে পালাজো হোটেলে মরিয়া নাটজকার-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

একটু পরে মারিয়াকে পাওয়া গেল। মারিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

দুঃখিত ডন, তোমার দেরী করিয়ে দিলাম। আমি রেস্টুরেন্টে ছিলাম।

খাওয়ায় বাধা দিলাম বুঝি? শোনো, আমি চ্যাথাম হোটেলে ফোন করে টেগার্থের সঙ্গে কথা বললাম। ওর অবস্থা খুব ভাল ঠেকছে না, ও আমাকে এখুনি ওর কাছে যেতে বলেছে।

তাই নাকি? ওর কি অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি? মারিয়ার গলায় দুঃখের সুর। শুনলে মনে হত তার যেন কতই চিন্তা, কিন্তু ডন আর ওর মিষ্টি কথায় ভুলছে না।

তা মনে হয়না। তবে কোনো কথা ঠিকমত বোঝা গেলনা। মনে হল, মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। কিংবা নার্ভাস ব্রেকডাউন। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলছে। ওখানে কি করছে কে জানে।

কি ভয়ঙ্কর। ওখানে কি ওকে দেখা-শোনার মতো কেউ নেই?

একাই মনে হচ্ছে। আমি লিডো থেকে এয়ার ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে? মেয়েদের সেবা পেলে এই সময় ভালো হতো।

কোনো উত্তর নেই। মনে মনে হাসল ডন। কি অজুহাত দেবে এবার দাও।

আজকে তো আমার পক্ষে যাওয়ার একটু অসুবিধা আছে। কালও হবেনা। কার্ল একটা পার্টি দিচ্ছে। আমাকে সেখানে হোস্টেস হতে হবে।

আমিও তাই ভাবছিলাম, তোমার হয়তো সময় হবে না। তবে তুমি গেলে ভালো হতো। যাই হোক, ওকে নিয়ে আমি সম্ভবতঃ সোজা দেশে চলে যাবো। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি আবার এখানে ফিরে আসছি।

সত্যি, তোমার ছুটিটা একেবারে মাঠে মারা গেল। আমি কার্লকে সব জানাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা প্যারিস রওনা দেব।

আজকে আসতে না পারলে গিয়ে লাভ নেই। ওর অবস্থা সেরকম খারাপ কিছু দেখলে, আজ রাত্রের প্লেনেই ওকে নিয়ে চলে যাব।

তাই ভালো হবে। যা হয় জানিও, আমরা বোধহয় আরো দিন-চারেক এখানে আছি। তারপর আমাদের চ্যাথামে পাবে।

আচ্ছা, আজ তাড়া আছে। ছাড়ছি। দু-তিন দিনের মধ্যেই আবার দেখা হবে।

ফোন নামিয়ে ডন মনে মনে বলল, দেখা তার আগেই হবে দিদিমণি।

দরজায় টোকা দিয়ে চেরি ঢুকল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসো, ডন বলল।

চেরির মুখে ভয়ের প্রকাশ।

কি বলছেন স্যার?

আঃ, ভদ্রতা রাখো। যা বলছি শোন। অনেক কথা আছে। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। বসো বলছি।

চেরি আড়ষ্টভাবে একটা চেয়ারে বসল। ডন তাকে হিলডা টেগার্থের অনুরোধ থেকে শুরু করে রবার্ট গ্রাহামের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত সবকিছু বলল। শুনতে শুনতে চেরির মুখে কৌতূহল জেগে উঠল। তারপর মোটা লোক আর সাদা টুপির কথা শুনে আর লুইসা পেকেটির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা শুনে চেরির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। চেরি রহস্য উপন্যাস পড়তে বড়ই ভালোবাসে। আর এই সমস্ত ঘটনা তার বড়ই মনোমত।

সংক্ষেপে এই হল ইতিহাস। এখন তোমার সাহায্য চাই চেরি। তুমি কি-চাও এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে? এতে কিন্তু বিপদের ভয় আছে। এসব লোকের অসাধ্য কিছুই নেই।

নিশ্চয়ই স্যার, আমি আছি।

ডন হাসল। বলল, আমি জানতাম তুমি অরাজী হবে না। তবে শোন, তুমি প্যারিসে চ্যাথাম হোটেলে গিয়ে জন টেগার্থকে খোঁজ করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আর এখন সেখানে নেই, তবু যদি সে থাকে দেখবে সে সত্যিকারের টেগার্থ কিনা।

হিলডার দেওয়া ফটোটা ডন চেরিকে দিল। বলল, ছবিটা সঙ্গে নাও। লোকটা যদি জাল হয়, তবে তাকে সেটা বুঝতে দিও না। বোলো হঠাৎ একটা জরুরী কাজে আমাকে লন্ডন যেতে হয়েছে, তাই আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। সে যেন সোজা তোমার সঙ্গে চলে যায়। তবে আমার যতদূর মনে হয়, এসব কিছুই করবার দরকার পড়বে না। লোকটা নির্ঘাত এতক্ষণে পালিয়েছে। যদি দেখা না পাও, রিসেপশান ক্লার্ককে ফটোটা দেখিও। এত সব পারবে তুমি?

ঠোঁট চেটে চেরি বলল, হ্যাঁ, স্যার। আমি খুব সাবধানে এগোবো। আমার আগের মনিব আমাকে একটা লুকোনো তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন। সেটা আমি চালানো ভালই রপ্ত করেছি। যে-কোনো আততায়ীকে সামলে নেব আমি।

চেরি তার মোটা দেহ নিয়ে তলোয়ার চালাচ্ছে দৃশ্যটা কল্পনা করতে ডনের হাসি পেল।

আর আপনি কি করবেন স্যার? আপনি শত্রুপক্ষের লোকেদের ধাঁধায় ফেলতে চান, তাই না? ওরা যাতে ভাবে আপনি প্যারিসে গেছেন, কিন্তু আসলে আপনি এখানেই আছেন?

ঠিকই ধরেছো চেরি। চেরি যে ব্যাপারটা এত সহজে ধরে ফেলবে ভাবতেই পারেন নি ডন।

সে বলতে লাগল, গুইসেপ আমাদের মোটরবোটে করে নিয়ে যাবে নিভো এয়ারপোর্ট। সেখানে জাক প্রেডেলকে বলা থাকবে, তার প্লেনে আমরা যাবো পাদুয়া। আমি সেখানে নেমে যাবো, তারপর ভেনিসে ফিরে আসবো ট্রেনে করে। তুমি প্লেনে চলে যাবে প্যারিস। জ্যাককে বলে দেব তোমাকে নামিয়ে যেন সোজা লন্ডন চলে যায়। হ্যারিকে নিয়ে আসবে। আমার মনে হয় ওকে তোমার দরকার হতে পারে।

চেরিকে আগের চেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত দেখালো।

বলল, আমিও সেকথাই বলতে যাচ্ছিলাম স্যার। মেসন মাঝে মাঝে বেপরোয়া গাড়ী চালায়। কিন্তু ও বিশ্বাসী লোক। ও থাকলে আপনার সুবিধাই হবে স্যার।

ঠিক আছে। তৈরী হয়ে নাও। ভেবেছিলাম লুইসা পেকেটির বাবার সঙ্গে আজ দেখা করতে যাবো। আর হলো না।

* * *

গাঢ় নীল কর্ডবয় স্যুট পরা, মাথায় কালো টুপি, লম্বামতো একটা লোক স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। একদল টুরিস্টের সঙ্গে ও নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ডনের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ওকে দেখলে চিনতে পারবেনা। পাদুয়াতে নেমে ও এক থিয়েটারের দোকানে গিয়ে আমেরিকান শিল্পীর ছদ্মবেশ নিয়েছে। দাড়িটা গালের কাটা দাগটা ঢেকে রেখেছিল।

নৌকো থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের মধ্যে দিয়ে সে যাচ্ছিলো সান মারিয়া ফরমোসায়, যেখানে গুইসেপের বাড়ি।

ডন গলির মুখে এসেই দেখতে পেল সেই সাদা টুপিকে। দু-হাত পকেটে পুরে, টুপিটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাঁটছে লোকটা। কানের মাকড়িতে রোদ পড়ে চকচক করছে।

ডনের দিকে সোজা চেয়ে তারপর অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই ডন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

গলির শেষে ওয়াইনের দোকানটায় লোকটাকে ঢুকতে দেখে ডনও এগোল। দোকানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টুরিস্টসুলভ একটু ইতস্তত ভাব করে সেও ঢুকে পড়ল। তারপর বেশ উঁচু গলায় রোজ ওয়াইনের অর্ডার দিলো সে।

সাদাটুপি এক বোতল কিয়ান্তির অর্ডার দিল।

মেয়েটা ডনকে ওয়াইন এনে ডবল দাম চার্জ করল। তারপর সাদা টুপিকে কিয়ান্তি এনে দিল।

সিনর বুসোকে সকালে দেখেছ, জিজ্ঞাসা করল সাদাটুপি।

না, সিনর কার্জিও, আজ সকালে ওকে দেখনি।

কিছুক্ষণ পরে দরজার কাছে একটা ছায়া পড়ল। মোটা লোকটা দোকানে ঢুকল।

আমার দেরি হয়ে গেল। বড্ড মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। কার্ডিওর টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল সে।

চুলোয় যাক মাথা। নিজেরই তো দোষ। এখানে কুড়ি মিনিট ধরে বসে আছি।

পরের বার—

থামো। পরের বার-টার আর নেই। লোকটা প্যারিসে গেছে।

ফিরে আসবে তো।

আমরা তখন এখানে থাকছি না। ওঠো, কাজ আছে।

বুসো আপত্তি জানিয়ে বলল, একটু ড্রিঙ্ক।

না, না, চলো কাজ আছে, দেরি হয়ে গেছে।

ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে গলির মোড় ঘুরতেই ডন ওদের অনুসরণ করল।

মোড় ঘুরতেই ডন ওদেব দেখতে পেল। কার্ডিও একটা উঁচু বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, পকেট থেকে চাবি বের করে ময়লা দরজাটা খুলে দুজনে ভেতরে ঢুকে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

বাড়ির নম্বরটা মনে মনে মুখস্থ করে ডন আবার পা চালাল।

গুইসেপের বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ডন। দরজায় টোকা মারল। গুইসেপ নিজেই দরজা খুলল।

গুড ইভনিং, ভারী গলায় ডন বলল, শুনেছি, এখানে একজন মাঝি বড়াই করে বলে যে তার মতো গণ্ডোলা চালাতে ওস্তাদ ভেনিসে আর কেউ নেই। তাই কি?

গুইসেপ চোখ ঝলসে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই সে। আপনি কে? কি চান?

ডন মুচকি হেসে বলল, জো তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে গুইসেপ বলল, দারুণ ছদ্মবেশ হয়েছে সিনর। আমি ধরতেই পারিনি আপনাকে—

ভেতরে ঢুকল ডন। ছিমছাম, বড়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর।

আমি আপাতত গৃহহীন। তোমার এখানে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতে আসবো। এই দিন দুই-তিনের বেশী নয়।

নিশ্চয়। এতো আপনার নিজের বাড়ি ভেবে নিন। গুইসেপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ধন্যবাদ। আচ্ছা শোনো। কাল যে দুটো লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারা ২২/এ ক্যামপো ডি সালিজাতে ঢুকেছে। ওরা হয়তো ওখানে থাকে। আমি জানতে চাই ঐ বাড়িতে কে ঢুকছে, কে বেরোচ্ছে? এমন কেউ আছে যাকে এ-কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে? বাড়িটার ঠিক উল্টোদিকে একটা কাফে আছে, কাজেই নজর রাখার সুবিধা হবে।

কাফেতে একটা মেয়ে আছে, তাকে দিয়ে হবে। রাত বারোটা অবধি ও নজর রাখবে, তারপর আমি বসব। ওকে কিছু টাকা-কড়ি দিতে হবে।

পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে দশ হাজাব লিরার একটা নোট গুইসেপের হাতে দিয়ে ডন বলল, এই নাও, ওকে দিও। এর মধ্যে তোমার বাড়িভাড়াও আছে।

গুইসেপের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

শোনো, লোক দুটো আমাদের একবার একসঙ্গে দেখেছে, কাজেই আর যেন না দেখে। আপাতত তোমার আর কোনো কাজ নেই। আমি চলি। লুইসার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমি ফিরব।

*　　　*　　　*

ছোট্ট অন্ধকার ঘরটিতে দুটো চেয়ার, একটা টেবিল ও একটা ছেঁড়া কার্পেট। চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে আছে স্টিফানো। তার কুঁচকোন, শুকনো মুখে শোকের কাঠিন্য। দুটি পাই তার নেই। ডন আসতেই পিঠ খাড়া করে সে স্থির দৃষ্টিতে ডনের দিকে তাকাল।

আমাকে মাপ করবেন সিনর। আমার আজ আর কথা বলার মতো অবস্থা নেই।

জানি। আপনার মেয়ের মৃত্যুর সম্বন্ধেও কিছু জানি।

কে আপনি? কি জানেন আমার মেয়ের সম্বন্ধে? বৃদ্ধের সন্ধিহান চোখেমুখে কাঠিন্য আর কৌতূহল উদ্দিপিত হল।

আমি ডন মিকলেম। আপনার মেয়ের কাছে হয়তো আমার নাম শুনে থাকবেন।

আমি তাঁকে দেখেছি। আপনি কই, তার মতো তো দেখতে নন?

তাহলে মিকলেমের ডান গালে কাটা দাগ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয় অবহিত আছেন। এই দেখুন, বলে দাড়ি সরিয়ে মুখটা কাছে নিয়ে গেল ডন।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধ পেকেটি। জিজ্ঞাসা করল, এর মানে কি?

বলছি। তার আগে জিজ্ঞেস করি, জন টেগার্থকে আপনি চেনেন?

নামটা চেনা চেনা। কেন?

আমি টেগার্থের বন্ধু। কার্জিও ও বুসো নামের দুজন লোক এই ব্যাপারে জড়িত আছে। টেগার্থের স্ত্রী আমাকে ম্যানরিকো রসির দোকানে ওর ব্যাপারে খোঁজ করতে বলে। কারণ টেগার্থের সঙ্গে ওর কারবার আছে। আমি দোকানে গিয়ে দেখলাম আপনার মেয়ে কাঁচের কাজ করছে। ও আমাকে চিনতে পেরে একটা সংকেত করে। পরে আমি ওর সঙ্গে একজায়গায় দেখা করি। তখন ও আমাকে একটা ঠিকানা দেয়, ওখানে গেলে, নাকি আমি টেগার্থের খোঁজ পাবো। ইতিমধ্যে বুসো সেখানে হাজির হয়ে আমাকে আক্রমণ করলে আমি জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফিরলে আমি সেই ঠিকানায় যাই। হয়তো সেখানেই টেগার্থ লুকিয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে পেলাম না। পরিবর্তে ঐ বাড়ির ভেতর

দেখতে পেলাম আপনার মেয়ের মৃতদেহ। বুঝলাম তার ওপর খুব অত্যাচারও করা হয়েছে।

বৃদ্ধ দু-হাত মুঠো করে মাথা নিচু করল। তাকে সামলে নেবার জন্যে ডন কিছুটা সময় দিয়ে বলল, আপনার মেয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেব। তাছাড়া টেগার্থকেও আমি খুঁজে বার করতে চাই। তার জন্যে আমার আপনার সাহায্যের দরকার।

আমি? অক্ষম বৃদ্ধ আমি। তবে আমার দ্বারা যদি কিছু হয়, নিশ্চয়ই করব।

আমি কিছু খবর চাই। আপনার মেয়ের সঙ্গে টেগার্থের যে জানাশোনা ছিল তা আপনি জানতেন?

সিনর টেগার্থ আমাদের বিশেষ বন্ধু। যুদ্ধের সময় উনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। সে আন্দোলনে ছিল। টেগার্থ ওদের টাকাকড়ি সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য না করলে আন্দোলন টিকত না।

আপনার ছেলে এখন কোথায়?

ছ-বছর তার কোন খবর নেই।

টেগার্থ কি এখন ভেনিসে?

হতে পারে।

সব ব্যাপারটা খুলে বলুন।

দিন সাতেক আগে রাত দুটো নাগাদ দরজায় টোকা পড়ল। যুদ্ধের সময় আমরা যে সংকেত ব্যবহার করতাম, সেই সংকেত। লুইসা দরজা খুলে দেখে সিনর টেগার্থ। খুব ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে। কেউ ওঁকে অনুসরণ করছে, একথা জানাতেই লুইসা ওকে পিছনের ঘরে নিয়ে গেল আর দরজা বন্ধ করে দিলো। সিনবের হাতে গুলি লেগেছিল। ক্ষতটা পুরোনো, বিষিয়ে গেছে, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। লুইসা ঔষুধ দিয়ে ক্ষতটা ভালো করে বেঁধে দিল। আমি বাইরের জানলায় বসে রাস্তায় নজর রাখলাম। দেখলাম, একটু পরে একটা রোগা লোক চলে গেল। তারা আবার ঐ পথেই ফিরে গেল একটু পরে।

ওদের মধ্যে একজনের মাথায় কি সাদা টুপি ছিল?

হ্যাঁ।

ওরাই আপনার মেয়েকে খুন করেছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

ওদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

শাস্তি ওরা পাবেই। আচ্ছা টেগার্থ এখানে কতদিন ছিল?

মাত্র একদিন। লুইসার সেবায় উনি একদিনেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। লুইসার সঙ্গে ওর কি কথা হয়েছিল জানিনা। তবে, যেটুকু আমি জানতে পেরেছি অর্থাৎ ও আমাকে যা বলেছিল তা হল, ভিয়েনা থেকে টেগার্থকে ওরা অনুসরণ করেছে। মারার চেষ্টাও করেছিল। ভেনিসেও ওরা পিছনে লেগে ছিল। আমাদের বাড়িটা চেনা থাকায় এখানে লুকোতে আসেন।

তারপর কি হল?

পরের দিন রবিবার থাকায় লুইসার ছুটি ছিল। উনি বললেন আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করে আমাদের জীবন বিপন্ন করতে চান না। লুইসা তখন ওঁকে মনভেলোর একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সিনর আমাদের জানিয়ে গেলেন, একটু সুস্থ হলেই তিনি ইংল্যান্ডে চলে যাবার চেষ্টা করবেন।

উনি ইংল্যান্ডে ফিরতে চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন ওঁকে ফিরতেই হবে।

ডন ভাবল, তাহলে স্যার রবার্ট-এর অনুমান ভুল। টেগার্থ তাহলে শত্রুপক্ষের দলে যোগ দেয়নি।

তারপর? ওর শরীর ভালো হল?

না সিনর। বাড়িটার স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়ায় উনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লুইসারও ওঁকে দেখতে যাবার মতো সময় হয়ে উঠতো না। দিন দুই পরে মোটা লোকটা রসির দোকানে এল। ও জানত টেগার্থ একসময় আমাদের সাহায্য করেছিল। তারপর থেকে সর্বাদা আমাদের বাড়ির ওপর এমন নজরদারি শুরু করল যে লুইসার টেগার্থের কাছে যেতে অসুবিধা হতে লাগল। টেগার্থ

ইতিমধ্যে আপনার আসার কথা কাগজে পড়ে ওর স্ত্রীকে চিঠি দেন। লণ্ডনের ম্যানেজারের ঠিকানায়।

টেগার্থের শরীর এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ঐ বাড়ি থেকে তাঁকে সরানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তখন আপনার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া টেগার্থের অন্য কোন রাস্তা ছিল না। আমাদেরও আর করার কিছুই ছিল না।

আমি লুইসাকে ওঁর কাছে যেতে বারণ করে দিয়েছিলাম। পরের দিন দোকানে গেল আর ফিরল না।

টেগার্থ কি পালিয়েছে?

না, সিনর?

যাই হোক, খুঁজে ওকে বের করতে হবেই। আমি আপনার দেখাশোনার জন্যে একজনকে ঠিক করছি। দয়া করে অরাজী হবেন না।

আমি আর বেশীদিন নেই। লুইসার জন্যেই এতদিন বেঁচে ছিলাম। এখন আর বেঁচে থাকার মানে কি? ধন্যবাদ সিনর। আমাকে সুখী করতে হলে ঐ দুটো লোককে শাস্তি দিন।

কথা দিচ্ছি।

সংঘর্ষ

।। সাত ।।

ঘণ্টা খানেক পরে গুইসেপের ঘরে ডন উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে ভাবছিল, এত দেরি হচ্ছে কেন ওর? কোন বিপদ হলো না তো?

মিনিট তিনেক পরে আশঙ্কা দূর হলো। হাঁফাতে হাঁফাতে গুইসেপের প্রবেশ।

দেরি হয়ে গেল সিনর। আনিতার এত কথা বলার ছিল যে ওকে বেশী তাড়া দেওয়া গেল না। ও বলল, প্রথমে ঐ বাড়িতে ও রসিকে ঢুকতে দেখেছে। আনিতা ওকে ভালো করেই চেনে।

আচ্ছা, তারপর।

তারপর দুজন লম্বা-চওড়া লোক দেখে মনে হবে জার্মান। ঐ বাড়িটার সামনে এসে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে ইতস্তত করছিল। তারপর তারা ঢুকেছিল। তাদের একজনের হাতে ছিল একটা সুটকেশ। দেখে মনে হয়, সদ্য স্টেশন থেকে আসছে।

তারপর কি হল?

একঘণ্টা পরে রসি বেরিয়ে গেল। ওকে দেখে খুব বিধ্বস্ত মনে হয়েছিল।

তখন তো অন্ধকার। ও কি করে এত দেখল?

রসি তখন কাফেতে এসে ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল। সে সময় ওর হাত এত কাঁপছিল যে দাম দেবার সময় পয়সাগুলো মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে গেল। তারপর ও চলে গেল। এরপর আরো দুজনের মধ্যে একজন লম্বা-রোগা, চমৎকার চেহারার, দামী পোষাকপরা যুবক ঐ বাড়িতে ঢুকল।

ডন বুঝল এ নিশ্চয়ই কার্ল নাটজকা।

আর অন্যজন?

অন্যজন আনিতার চেনা একজন ডাক্তার। ডাঃ আভানচিনি। ডাক্তারের হাতে রোগী দেখতে যাবার ঔষধের ব্যাগ ছিল।

তাহলে টেগার্থ নিশ্চয় ঐ বাড়িতে আছে। তা না হলে ডাক্তার আসবে কেন? ডন মনে মনে অনুমান করল।

তারপর কি হল?

তারপর তো আমি আনিতার কাছে গেলাম। ওর থেকে সব খবর শুনে এই ছুটতে ছুটতে আসছি।

ডাক্তার তাহলে এখনো আছে?

এতক্ষণে চলে গিয়ে থাকতে পারে।

হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ল। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। ডন ফিসফিস করে বলল, দেখে এসো কে। সাবধানে দরজা খুলো।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে গুইসেপ হেঁকে জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে?

খাস লন্ডনের উচ্চারণে শোনা গেল, সেরেছে! আরেকটা ইতালীয়ান। ইংরাজী কি আসেনা দাদা?

আড়াল থেকে ডন গুইসেপকে বলল, ওকে ঢুকতে দাও জো।

ডনের ড্রাইভার হ্যারি মেসন ঘরে ঢুকে থমকে গিয়ে একবার ডনের দিকে আর একবার গুইসেপের দিকে তাকিয়ে রাফভাবে বলল, কি ইয়ার্কি হচ্ছে? স্পষ্ট শুনলাম মিঃ মিকলেমের গলা।

ঠিকই শুনেছ। হাসতে হাসতে ডন বলল, আমাকে চিনতে পারছ না হাঁদারাম।

হাঁ করে ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ বাদে ঢোক গিলে বলল, আপনি কর্তা? কিন্তু এসব গজালেন কখন?

বেশী কথা নয়, ভেতরে এসো, সব বলছি।

যুদ্ধের সময় হ্যারি কমান্ডো ছিল। চেহারাটা বাজখাঁই বুলডগের মতো। হ্যারির ট্রেনিংও হয়েছিল সেইরকম। ওর মতো লোক বিপদে আপদে পাশে থাকা ভালো। হ্যারি মারপিটে যেমন পটু আর তেমনি তার অটুট সাহস।

সব কথা বলার সময় নেই হ্যারি। সংক্ষেপে শোন। আমার এক বন্ধু গুণ্ডাদের খপ্পরে পড়েছে। গুণ্ডারা ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এইমাত্র তার সন্ধান পেলাম। আমরা ওকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। লোকগুলো অত্যন্ত ভয়ানক। এরই মধ্যে একটা মেয়েকে তারা খুন করেছে। কারণ সে আমার বন্ধুকে সাহায্য করেছিল। পরে সব বলব, এখন আমাদের ওখানে যেতে হবে।

ডনের টেলিগ্রাম পেয়ে হ্যারি একটা ঝামেলার আশঙ্কা বুঝেই এখানে এসেছে। কিন্তু এতটা সে আশা করেনি। দারুণ উৎসাহ বোধ করল।

ডন গুইসেপকে জিজ্ঞেস করল, বাড়িটার পিছন দিকে কোনো রাস্তা আছে?

নদী আছে। আমার নৌকোয় যাওয়া যায়।

চল বাড়িটার পিছন দিকটা দেখে আসি। ইতিমধ্যে তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো খোঁজ নিয়ে এসো ঐ বাড়িতে আর কিছু ঘটেছে কিনা। তারপর শিগগির ঘাটে চলে এসো।

হ্যারিকে নিয়ে যেতে যেতে ডন ওকে ভেনিসে আসার পর যা যা ঘটেছে, যতটা সম্ভব বলল।

পেকেটির কথা থেকে মনে হয় টেগার্থ খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের কাজ হবে ওকে তুলে নিয়ে আসা। কাজটা যদিও খুবই কঠিন তবুও ওকে আমার বাড়ি আনতে হবে। তারপর চিন্তা করা যাবে কি করব।

গুইসেপ ছুটতে ছুটতে হাজির হল। বলল, বাড়ি থেকে আর কেউ বের হয়নি সিনর।

ডাক্তার এখনো আছে?

হ্যাঁ, সিনর।

ভালো, চলো, পিছন দিকটা দেখে আসি। বাড়ির ভেতরে এখন বড্ড বেশী লোক।

সরু কালো গণ্ডোলাটা অন্ধকারে নদী বেয়ে চলতে লাগল। লণ্ঠনের হলদে আলো জলের উপর পড়েছে। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। নদীর দু-পাশে বাড়িগুলোর উপরতলায় সেই আলো পড়েছে। কিন্তু নিচের দিকটা অন্ধকার।

হঠাৎ গুইসেপ বলে উঠল, কাছাকাছি এসে গেছি সিনর। আলোটা নিভিয়ে দিন।

ডন আলো নিভিয়ে দিল। আর একটু দাঁড় বাইবার পর তারা বাড়িটার ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। বাড়ির কোথাও আলো জ্বলছে না। প্রায় দশ ফুট উপরে একটা বারান্দা। তারও প্রায় দশ ফুট উপরে একটা গরাদ দেওয়া জানালা।

বাড়িটার দেওয়াল একেবারে মসৃণ। এমন কিছু নেই যা ধরে ওঠা যাবে।

হ্যারি বলল, শুধু যদি একটা দড়ি আর হুক পেতাম।

ডন মাথা নাড়ল, জানলায় গরাদ আছে না?

হ্যারি বলল, লোকটা যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তো তাকে জানলা দিয়ে বার করা অসম্ভব।

ডন একটু ভেবে বলল, সামনে দিয়ে বেরোতে হবে, যা দেখছি।

ডন গুইসেপকে বলল, দড়ি আর শক্ত হুক চাই।

গুইসেপ বলল, কাফেতে পাওয়া যাবে।

গণ্ডোলা ফিরিয়ে আনল ওরা। গুইসেপ চলে গেল দড়ি যোগাড় করতে। হ্যারি আর ডন অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকল।

ডন হ্যারিকে দেখাতে লাগল, এই সেই বাড়ি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল কার্ল নাট্জকা আর তার পিছনে একজন বয়স্ক মোটাসোটা লোক, সম্ভবত ডাক্তার। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় চলে গেল।

ডন বলল, তার মানে বাড়িতে আছে এখন চারজন। হঠাৎ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ওরা চমকে উঠবে, কাজও হাসিল হবে।

ইতিমধ্যে গুইসেপ কাফে থেকে দড়ি আর হুক নিয়ে ওদের কাছে এল। ডন হ্যারিকে বলল, তুমি আর জো পিছন দিয়ে ঢোক। আমি দশ মিনিট দেরিতে ঢুকছি। নেহাৎ দরকার না পড়লে তোমরা কোনো গণ্ডগোল শুরু কোরো না। বুঝলে?

যদি জানলায় গরাদ থাকে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল, আপনার ওখানে একা ঢোকাটা কি ঠিক হবে?

তাহলে ঘুরে সামনে চলে এসো।

ডন গুইসেপকে বলল, হ্যারি বারান্দায় পৌঁছলেই তুমি নৌকোটা বেঁধে সামনের দিকে আনবে। আমি এখানে থাকব।

ওরা চলে গেল। ডন দেওয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

মনে হল এক ঘণ্টা কেটে গেছে। এবার সময় আসন্ন। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে সে বাড়ির দরজায় বেশ জোরে টোকা মারল।

প্রথমে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আর একবার টোকা দিতে যেতেই কার যেন পায়ের শব্দ পেল ডন। হঠাৎ এক ঝাঁকানিতে দরজা খুলে গেল। বুসো বলে মোটা লোকটা ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, কি চাও কি তুমি?

ডাঃ আভানচিনিকে জরুরী দরকার। উনি এখানে আছেন শুনলাম।

না, নেই—কথাটা আর শেষ করতে পারলো না বুসো কারণ ডনের প্রচণ্ড বেগের ঘুঁষি ইতিমধ্যে তার পেটে সজোরে আঘাত করেছে।

বুসো কুঁজো হয়ে যেতেই, ততক্ষণে চোয়ালে আর একখানা বিরাশি সিক্কার ঘুঁষি পড়েছে।

তোমারই কায়দা মোট্টারাম, বুসোকে আস্তে করে শুইয়ে দিয়ে ডন ভেতরে ঢুকল। সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে একটা দরজা। বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে আর একটা দরজা।

ডন কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করল। অস্পষ্ট কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ডন ভাবল হ্যারিকে সাহায্যের জন্যে এবার দোতলায় যাওয়া উচিত। ইতিমধ্যে দোতলায় দরজা খোলার শব্দ।

কে এসেছে কে বুসো? রেলিং-এ ঝুকে পড়ে জিজ্ঞেস করল কার্ডিও। ডন ততক্ষণে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছে।

কার্ডিও সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে মাঝপথে বুসোকে শুয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ওখান থেকেই ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা করল। তারপর হুড়মুড় করে নেমে এসে বুসোর কাছে নীচু হতেই ডন আত্মপ্রকাশ করল।

মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল কার্ডিও। এক সেকেন্ড দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কিছু বোঝাবার আগেই ডন তার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

বাঁদিকে সরে যাবার চেষ্টা করল কার্ডিও। সেটা অনুসরণ করে ডন এক হাতে তার টুঁটি টিপে ধরল, অন্য হাতে চোয়ালে একটা ঘুঁষি ঝাড়ল।

কিন্তু কার্ডিও অত সহজে কাবু হবার লোক নয়। সে দুহাতে কোনোমতে ঘুঁষিটা বাঁচিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ডনের ঝাঁকুনিতে টাল খেয়ে পড়ার উপক্রম হতেই ডন একটা লাথি কষালো। একটা লাথিতেই সে ধরাশায়ী হল।

হানস! চিৎকার করে উঠল কার্ডিও। বারান্দার ওদিকের দরজা খুলে দুজন লোক প্রাণপণে ছুটে

এল। তাদের মধ্যে একজন বিশালাকার, হয়তো তার নামই হানস। অন্য জনের চুল ফ্যাকাশে।

বারান্দা সরু হওয়ায় ধাক্কাধাক্কিতে ওদের ছুটে আসতে অসুবিধে হচ্ছিল। সেই সময়ের মধ্যে ডন সিঁড়ির দিকে ছুটেছে।

এক লাফ মেরে হানস কার্ডিওকে টপকে ডনকে ধরতে গেল। ডন নীচু হয়ে তার হাত এড়িয়ে উলটো একখানা ঘুঁষি ঝাড়ল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল হানস।

ডন কোনোমতে আরো তিনটে সিঁড়ি উঠতেই, ফ্যাকাশে চুল রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হল। সে ডনের কব্জী মুচড়ে এমন ঝাঁকানি দিলো যে ডনের হাত অবশ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে হানস উঠে এসেছে। তার ঘুঁষিটা ঠিক জায়গায় পড়লে সম্ভবতঃ ডনের মাথাটা দেহের থেকে ছিটকে যেত। কিন্তু ডন সেসময় মাথাটা সরিয়ে নিতে পেরেছিল।

বিশ্রী গালাগাল দিয়ে হানস আবার তেড়ে এলো। তখন সিঁড়ির ওপর হ্যারিকে দেখা গেল। সে ঐ পরিস্থিতি দেখে এখান থেকে মেরেছে এক লাফ।

সশব্দে এসে হানসের ওপর পড়ল। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ডন ইতিমধ্যে ফ্যাকাশে চুলকে লক্ষ্য করে এক লাফ মেরেছে। দুজনেই আছাড় খেয়ে পড়ল। ফ্যাকাশে চুল ডনের গলা টিপে ধরতেই ডন নিজের বুড়ো আঙুলটা ওর চোখে খোঁচা মারতেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল লোকটা।

হ্যারি এরমধ্যে হানসকে তুলে আছাড় মেরে ফেলেছে বারান্দার অন্যদিকে। এটা দেখে কার্ডিও এগিয়ে এলো হ্যারির দিকে।

প্রবলবেগে ঘুঁষি চালিয়ে যাচ্ছে হ্যারি। কার্ডিও তার কাছে আসার চেষ্টা করতে ওর বুকে, পিঠে, চোয়ালে সেরকম কয়েকটা আঘাত লাগতেই কার্ডিও একেবারে চিৎপাত।

ডন তখনো ফ্যাকাসে চুলের সঙ্গে মোকাবিলা করে চলেছে। তাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিয়ে হ্যারি হানসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হঠাৎ বুসোর জ্ঞান ফিরে এলো। দেখল ডন ফ্যাকাসে চুলের বুকের ওপর বসে ক্রমাগত মেরেই চলেছে। আর হ্যারি হানসকে এমন মার মেরেছে ওর মুখ বেঁকে যাচ্ছে।

চুপিসাড়ে ছোরা বার করে ডনের পেছনে এসে দাঁড়ালো বুসো।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল গুইসেপ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গুইসেপকে তাক করেই ছুরি চালাল বুসো। গুইসেপ নীচু হয়ে পাশ কাটালো। পরক্ষণেই তার বিশাল হাতেব একখানা ঘুঁষি মাথায় পড়তেই বুসো চিৎপটাং।

ফ্যাকাশে লোকটাকে কাবু করে ততক্ষণে কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছে ডন।

এদিকে হ্যারি হানসের বুকের ওপর চেপে বসে তার টুটি চেপে ধরল। লোকটা হাত-পা ছুঁড়ে খানিকক্ষণ পরে নেতিয়ে পড়ল। আর হ্যারি পিছিয়ে বসে পরম পরিতৃপ্তিতে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল।

মিনিট কুড়ি ঐভাবে পড়ে থাকবে ব্যাটা, মন্তব্য করে উঠে দাঁড়াল হ্যারি।

হাঁফাতে হাঁফাতে ডন হ্যারির কাছে এসে বলল, সাবাস, হ্যাবি সাবাস।

হ্যারির একটা চোখ ফুলে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। নিজের দিকে কোন খেয়াল না দিয়ে সে বলল, আপনি ঠিক আছেন তো কর্তা?

একদম ঠিক। ওদের এবার বেঁধে ফেলা যাক। আমি চারপাশটা একটু ঘুরে দেখি।

বারান্দার ওদিকের ঘর খালি। ডানদিকের ঘরেও কেউ নেই। একসঙ্গে দুটো-তিনটে সিঁড়ি টপকে ডন দোতলায় উঠল।

দোলতায় দুটো ঘর খালি। তিনতলাতে গিয়ে দেখলো বাইরে থেকে খিল বন্ধ করা একটা ঘর।

ডন সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ফেলল। ছোট ঘরে। মোমবাতির সামান্য আলোয় ডন দেখল একটা ক্যাম্পখাটে খালি গায়ে কে যেন শুয়ে আছে।

মোমবাতি নিয়ে কাছে গেল ডন। অনেক বছর টেগার্থকে সে দেখেনি। তবুও তার বিবর্ণ মুখ, পেকে যাওয়া চুল আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখ দেখে ডনের এতটুকু দেরি হলনা টেগার্থকে চিনতে।

চোখ বোঁজা, নিথর, সাদা হয়ে যাওয়া মুখ দেখে ডনের মনে সন্দেহ হল বেঁচে আছে কিনা।

কিন্তু বুকের ওঠানামা দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। সেই সঙ্গে একটা জিনিষ দেখে ডনের সারা শরীর শিউরে উঠল। ওর সারা গায়ে সিগারেটের পোড়া দাগ। বুকের বাঁদিকে একটা নোংরা, রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ।

এই যে এখানে। অবস্থা খুব খারাপ।

আলতো ভাবে টেগার্থকে ছুঁলো ডন।

জন, শুনতে পাচ্ছো?

টেগার্থ নড়ল না।

হ্যারি এসে ঢুকল ঘরে।

ওঁকে পেয়েছেন কর্তা? হ্যারি উজ্জ্বল মুখে ডনকে জিজ্ঞেস করল।

এই যে এখানে। অবস্থা খুব খারাপ। ব্যাটারা খুব অত্যাচার চালিয়েছে ওর ওপর।

পোড়ার দাগ দেখে শিউরে উঠল হ্যারি।

ওকে কম্বলে মুড়ে গুইসেপ নিয়ে আসুক। গন্ডোলায় নিয়ে যেতে হবে।

গুইসেপ এসে ঢুকল।

ওকে নৌকোয় নিয়ে যেতে হবে জো। তুমি কি পারবে ওকে নিয়ে যেতে।

নিশ্চয় সিনর। ওঁর তো কোন ওজনই নেই। বেঁচে আছেন তো?

আছেন, তবে না থাকারই মত।

কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে অবলীলাক্রমে টেগার্থকে তুলে নিয়ে চলল গুইসেপ। তারপর ওরা দুজন।

ঐ চারজন তখনও অজ্ঞান। ওদেরকে হ্যারি আর গুইসেপ শক্ত করে বেঁধে রেখেছে।

দরজা খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে ডন বলল, ঠিক আছে, চলে এসো।

প্রথমে ডন, তারপর গুইসেপ টেগার্থকে নিয়ে, তার পিছনে হ্যারি গলি পেরিয়ে ঘাটের দিকে চলল। হ্যারি একবার পিছন ফিরে দেখল গলি থেকে দুজন লোক বেরোচ্ছে। হ্যারিকে দেখতেই তাদের মধ্যে একজন অদৃশ্য হয়ে গেল। অপর জন থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

পা চালিয়ে কর্তা। মনে হচ্ছে ওরা এসে গেছে।

* * *

মন্দির

।। আট ।।

অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে তীক্ষ্ণ শিস ভেসে এল।

হ্যারি ফিসফিস করে বলল, দুজন ছিল, তবে বোধহয় আরো আসছে। পায়ের শব্দ শুনে ডন ঘাড় নাড়ল।

কয়েকটা পাশের গলিতে আছে। হয়তো জো-কে ধরে ফেলবে ওরা। দৌড়ও হ্যারি।

দুজনে ছুটতে ছুটতে গুইসেপের কাছে গেল। ডন এগিয়ে গেল ঘাটের দিকে, হ্যারি পিছনে রইল।

হঠাৎ ডন লক্ষ্য করল, নৌকোর পাশে তিনটে লোক গুড়িমেরে বসে আছে। লোকগুলো তখনো ওদের দেখতে পায়নি।

ডন গুইসেপকে বলল, দাঁড়াও। আমি আর হ্যারি ওদের ব্যবস্থা করছি। তুমি সিনরকে সোজা তোমার বাড়ী নিয়ে যাও নৌকোয় করে। আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোর না।

হ্যারি আর ডন ছুটন্ত গুলির মতো ধেয়ে এল লোকগুলোর দিকে। লোক তিনটে ওদেরকে দেখতে পেয়ে প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

অন্ধকারে ছোরা ঝলসে উঠল। তড়িৎ গতিতে ডন সরে গিয়ে প্রথম লোকটার হাঁটু ধরে মারল এক টান। ডিগবাজী খেয়ে পড়েই একেবারে স্থির হয়ে গেল লোকটা।

দ্বিতীয় লোকটাকে হ্যারি সামলাচ্ছে। দুজনেই দুজনের গলা টিপে দিতে চাইছে।

ইতিমধ্যে একটি চতুর্থ লোক উদয় হয়েছে। সে পিছন থেকে ডনের গলা সাঁড়াশির মতো

॥ এই সুযোগে ডনের মুখে মারল

এক প্রচণ্ড ঘুঁষি।

ঘুঁষি খেয়ে ডনের মাথা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। ও প্রাণপণে হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রমশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে। ইতিমধ্যে আর একখানা ঘুঁষি তার মুখে এসে পড়তেই, ডন সমস্ত শক্তি একত্র করে পাশের দিকে লাফ দিতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল নদীর জলে।

যে লোকটা ডনের গলা টিপে ধরেছিল তাকে সুদ্ধ জলে পড়ল। মুঠি শিথিল হয়ে এল। পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে ডন পাড়ে উঠে এল। লোকটা জল থেকে মাথাটা তুলে, মুখ দিয়ে জল ছিটকোচ্ছে আর ইতালিয়ান ভাষায় গালাগালের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে।

ঠাণ্ডা জলের চোবানিতে ডনের সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরল। লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে সে ঐ লোকটার জামা ধরে তাকে জলের তলায় ডুবিয়ে দিল। ওয়াটারপোলো খেলায় ওস্তাদ ডন। প্রতিপক্ষকে সহজেই কাবু করে মাথা তুলল ডন।

কর্তা কোন্‌দিকে? অন্ধকার নদীর মাঝখান থেকে হ্যারির গলা ভেসে এল।

দ্রুত সাঁতার কেটে হ্যারির কাছে পৌঁছল ডন।

ওহ্, অন্তত পক্ষে বারোজন ছিল। যখন দেখলাম আর সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, তখন আপনাকে ঝাঁপাতে দেখে আমিও ঝাঁপ দিলাম।

জো কোথায়?

নৌকো নিয়ে চলে গেছে।

চলো, কোনো শব্দ না করে যাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা নৌকোর শব্দ শোনা গেল। তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

হ্যারি সাবধান। নৌকোটা কাছে এলেই ডুব দাও। ওরা দাঁড়ের বাড়ি মাথায় মারার চেষ্টা করবে।

ডনের কথা শেষ হতে না হতেই একটা বিশাল নৌকো একেবারে ওদের ঘাড়ের কাছে এসে পড়ল। নৌকোটা একেবারে অন্ধকার।

ডন ডুব সাঁতার দিল। পরক্ষণেই ডনের অনুমান অনুযায়ী জলে দাঁড় মারার ছপাৎ আওয়াজ হল।

এক লাথি ছুঁড়ে জলে ভেসে উঠল ডন। কয়েক হাত দূরে হ্যারির মাথা দেখতে পেল সে। নৌকোটা দিগভ্রান্ত হয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেছে। মাঝি লোকটা নৌকোটা ঘোরাচ্ছে এবার।

জলে ফেল ওকে। দুজন দুদিক থেকে। ডন বলল।

আমি ওর নজরে আসার চেষ্টা করছি কর্তা। আপনি পা-টা ধরে টান মারবেন।

নৌকোর কাছে গিয়ে মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে জলে হাত নাড়াল হ্যারি। তৎক্ষণাৎ মাঝিটা দাঁড় তুলে হ্যারিকে মারার জন্যে উদ্যত হল। এতক্ষণে ডন নৌকোর গলুই-এ পৌঁছে গেছে। সে তাক করেই ছিল। মারল মাঝির পা ধরে এক হ্যাঁচকা টান।

হাত থেকে দাঁড় খসে গিয়ে বিকট চিৎকার করে জলে উপুড় হয়ে পড়ল মাঝিটা। হ্যারি সাঁতরে তার কাছে গিয়ে হাজির। সে নৌকোতে ওঠার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মারল হ্যারি, তার দু-চোখের মাঝখানে। লোকটা প্রচুর পরিমাণে বুদবুদ নিঃসরণ করে ডুবে গেল অতলে। দাঁড়টা ভেসে যাচ্ছিল। সেটা ধরে নৌকোতে উঠে পড়ল হ্যারি।

চালাতে পারবেন তো কর্তা? জিজ্ঞেস করল হ্যারি?

দেখই না। জো মনে করে ওর চেয়ে ভালো গণ্ডোলা চালাতে আর কেউ পারবেনা। এবার দেখ আমার চালানো।

মাঝ নদীতে তীরের মতো ভেসে চলল ওদের নৌকো। এখানে কেউ ওদের অনুসরণ করতে পারবে না।

* * *

কোড়ুসির ক্লক টাওয়ারে তখন রাত বারোটার ঘণ্টা বাজছে যখন ডন আর হ্যারি নির্জন গলি পেরিয়ে গুইসেপের বাড়ির দিকে চলেছে।

নৌকোটা এরা সান জাকারিয়ার ঘাটে বেঁধে, কেউ যে ওদের অনুসরণ করছে না, সে বিষয়ে

নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরল। সারা গা দিয়ে জল ঝরছে, তবে আবহাওয়া উষ্ণ বলে অসুবিধা হচ্ছে না।

গুইসেপের ঘরে টোকা মারল ডন।

একটু পরে ভিতর থেকে উত্তর হল, কে ওখানে?

আমরা জো। দরজা খোল।

ভেতরে ঢুকে ডন জিজ্ঞেস করল গুইসেপকে, সিনর কেমন আছে?

সেই একই রকম। চোখ খোলেননি, নড়াচড়াও করছেন না।

টেগার্থকে কম্বলে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেদিকে গেল ডন। ওর নাড়ি দেখে হতাশভাবে মাথা নাড়ল ডন।

ভিজে জামাকাপড় খুলে ফেলুন কর্তা। হ্যারি তার সুটকেশ খুলে ফ্লানেলের প্যান্ট, শার্ট সোয়েটার ছুঁড়ে দিল ডনের দিক। বলল, গায়ে হয়তো একটু টাইট হবে, তবে শুকনো।

ডন তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে লাগল। গুইসেপ ইতিমধ্যে তিন মগ গরম কফি বানাল।

এবার বাঁচলাম। মুখের ব্যথার জায়গাটা হাত বোলাতে বোলাতে বলল ডন, তোমার কি অবস্থা হ্যারি? হ্যারি ফায়ারপ্লেসের উপরে রাখা আয়নায় চোখের কালসিটেটা লক্ষ্য করছিল।

আমি ঠিক আছি কর্তা। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। ওরকম একটু-আধটু চোট লেগেই থাকে। কিন্তু ওঁকে নিয়ে আমরা কি করছি? হ্যারি টেগার্থের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করল।

দেশে নিয়ে যাবো। গ্রেডেলকে দিয়ে আগে একটা প্লেনের ব্যবস্থা করি।

কিন্তু তার আগে তো ওঁকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে হবে। হতভাগাগুলো আমাদের পাকা ধানে মই দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে।

মোটর বোটে যাবো। যতক্ষণ ওরা আমাদের খোঁজ না পাচ্ছে আমরা নিশ্চিন্ত। মোটর-বোটে একবার উঠে পড়লে তখন কে আমাদের থামাবে।

গুইসেপ কফি নিয়ে এল। ডন টেগার্থের কাছে গিয়ে ওকে ভালো করে একবার দেখল। ফ্যাকাশে, রক্তহীন মুখ, চোখ বসে গেছে।

ভাবনায় ফেলল দেখছি। গুইসেপের দিকে ফিরে ডন বলল, তোমার এখানে কোন বিশ্বাসী ডাক্তার আছে?

ডাঃ ভার্গেলেসি ভালো লোক। কাছেই থাকেন, ওঁকে ডেকে আনবো?

টেগার্থের নাড়ি দেখে ডন ভয় পেয়ে গেল। নাড়ি এত ক্ষীণ যে গুইসেপকে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে বলল।

গুইসেপ বেরিয়ে যেতে হ্যারি ডনকে বলল, মোটেই ভালো ঠেকছে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি কর্তা!

একটা চেয়ার নিয়ে টেগার্থের কাছে বসল ডন, বলল, আমিও সেটাই ভাবছি। টেগার্থ কি এমন অপরাধ করেছিল, যার জন্যে ওর ওপর এরকম অত্যাচার করা হয়েছে?

হঠাৎ ডনের এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে টেগার্থের চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল। স্থিরদৃষ্টিতে সে ডনের দিকে তাকালো। ওর ভাবলেশহীন চাউনির মধ্যে জীবনের কোন চিহ্ন নেই। টেগার্থের মাথা একটু নড়ল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

জন। আমি মিকলেম। শুনতে পাচ্ছো? আমি ডন মিকলেম।

খুব আস্তে আস্তে টেগার্থের মাথাটা ডনের দিকে ফিরল।

জন, তুমি এখন বিপদমুক্ত। বেশ জোরে জোরে ডন বলতে লাগল, আমি মিকলেম। জন আমায় চিনতে পারছ?

কেঁপে উঠল টেগার্থ। তার দেহে প্রাণসঞ্জীবনী তার দু-চোখে প্রাণের সঞ্চার করল। এবারে সে স্পষ্ট ডনের দিকে তাকাল।

আলোটা ওর কাছে নিয়ে এসে ডন বলল, তোমার এখন কোনো ভয় নেই। নিশ্চিন্ত হও। এখন কথা বোল না।

হ্যারি বলল, ওঁকে জল মিশিয়ে একটু ওয়াইন দিলে ভালো হয়।

ডন টেগার্থের মাথাটা একহাতে তুলে ধরে মুখে ড্রিংক ঢেলে দিল। একটুখানি গলায় যেতেই

টেগার্থ আবার এলিয়ে পড়ল। ডন আস্তে আস্তে ওকে শুইয়ে দিল।

অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে থাকার পর টেগার্থ আবার চোখ খুলে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। সে একবার ডনের দিকে একবার হ্যারির মুখের দিকে আসতে লাগল।

ডন বুঝল টেগার্থ বোধহয় হ্যারিকে দেখে ঘাবড়ে গেছে।

ডন তখন ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলল, ও আমাদেরই লোক। আমরা দুজনে মিলে তোমাকে উদ্ধার করে এনেছি। তখন টেগার্থের ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠলো। যেন কিছু বলতে চাইছে ও। কিন্তু ডন কিছুই বুঝতে পারল না।

কথা বোল না। এখন চুপ থাকো। আবার কি যেন বলতে চেষ্টা করল টেগার্থ। মাথাটা কাছে নিয়ে যেতে ডন ক্ষীণ কণ্ঠে শুনতে পেল, ডেই ফেবোরি মন্দির—

এটুকু বলে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল টেগার্থ।

ও কিছু বলতে চেষ্টা করছিল। কি যেন...ডেই ফেবোরি মন্দির বলল, তার মানে কি? ডেই ফেবোরি গলি আছে শুনেছি—কিন্তু...হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠল ডন, ঠিক ঠিক ঐ গলিতেই ভার্জিন মাদারের মন্দির আছে।

গুইসেপ লম্বামতো একজন বয়স্ক লোককে নিয়ে ঢুকল।

ইনি ডাঃ ভার্গেলেসি, পরিচয় করিয়ে দিল গুইসেপ।

ডন তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল।

আমি ডন মিকলেম। আমার এক বন্ধু অসুস্থ। একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঝামেলায় পড়েছিল। ঠিক কি ঘটেছিল তা আমি জানিনা। তবে ইতালিয়ান পুলিশের আওতায় পড়েনা। ব্রিটিশ কাউন্সিলারকে জানাতে হবে। আপনি দয়া করে এ-বিষয়ে কাউকে জানাবেন না।

ডাক্তারের ভ্রূ-কুঁচকে গেল। বললেন, দুঃখিত আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদি গুলি লেগে থাকে তাহলে পুলিশকে জানাতে আমি বাধ্য।

আমার বন্ধু ব্রিটিশ নাগরিক। এর সঙ্গে ইতালীয়ান পুলিশের তো কোনো সম্পর্ক নেই।

ঠিক আছে। ব্রিটিশ হলে আলাদা কথা। দেখি, কোথায় তিনি?

টেগার্থকে দেখে ব্যাপারটা অনুমান করতে ডাক্তারের এক মিনিটও সময় লাগল না।

সিনর ভয়ানকভাবে অসুস্থ। এঁকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এঁর নিউমোনিয়া হয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছে। এছাড়া শক্-ও আছে।

ওকে আমার বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা যায় না? খরচের কথা ভাববেন না। হাসপাতালে নিয়ে না গেলেই ভালো।

ডাক্তার অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। ওঁকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ওঁকে প্রাণ বাঁচাতে গেলে যা যা দরকার তার সরঞ্জাম ওখানে আছে। আধঘন্টার মধ্যে ওঁকে অক্সিজেন টেন্টে না ঢোকালে ওঁর মৃত্যু হবে।

ঠিক আছে। ডন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সঙ্গে যাও। সব সময় সঙ্গে থাকবে। আমি ঘণ্টা দুই-এর মধ্যেই আসছি।

ঠিক আছে কর্তা।

ডাক্তার ডনের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে সিন্যরের এখন বিপদের সম্ভবনা আছে। তবে আপনারা পুলিশে খবর দিচ্ছেন না কেন?

তার আগে আমাকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, কিভাবে?

ডাক্তার বললেন, ওকে আপনাদের কেউ গণ্ডোলায় করে নিয়ে যেতে পারেন। আমি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করতে পারি, সময়ের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে।

গুইসেপ বলল, আমি নিয়ে যেতে পারব।

বেশ। তাহলে আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি। আমি আগে যাই, ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওঁকে কি বাঁচানো যাবে ডাক্তার? উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ডন।

আশা করছি। উনি কতটা সহ্য করতে পারবেন তার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

আমি নৌকো অবধি আসছি। ডন বলল গুইসেপকে।

আপনারা পৌঁছবার আগেই আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি। বলে ডাক্তার তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল।

হ্যারি, তুমি এগোও। খুব সাবধান। জো তুমি পারবে তো?

এ তো কিছুই নয় সিনর। অনায়াসে তুলে নিল টেগার্থের হালকা অচেতন দেহ।

নৌকোয় টেগার্থকে তোলা অবধি কারো সঙ্গে দেখা হল না তাদের। যতক্ষণ না ওরা চলে গেল ডন অপেক্ষা করল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ডন চলল ডেই ফেবোরির গলি অভিমুখে।

টুরিস্টদের দ্রষ্টব্যস্থানের মাঝখানে ফেবোরির গলি। ডন সেখানে পৌঁছে দেখে একদল আমেরিকান টুরিস্ট দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিছনে দুজন বৃদ্ধা এবং একজন বৃদ্ধ অপেক্ষা করছে। তাদের পাশে একটি সদ্য বিবাহিত দম্পতি।

দেওয়ালে গাঁথা মাতা মেরির মূর্তিটি কোথায় তা জানা ছিল ডনের। কিন্তু এত লোকের মধ্যে সেখানে খোঁজাখুঁজি করবে কি করে?

মন্দিরের কথা টেগার্থ বলল কেন? ওখানে কি কোনো গোপনবার্তা লুকোনো আছে? ওঁর নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে মন্দিরের কি সম্পর্ক?

ডন অপেক্ষা করতে লাগল। দলটি মূর্তির সামনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু নব-দম্পতিটি ওখানেই থেমে রইল। ডন অধৈর্য হয়ে উঠল।

কি সুন্দর দেখ দেখ জ্যাক, মেয়েটির গলা শোনা গেল।

জ্যাক মেয়েটির কটি বেষ্টন করে বলল, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। যদি সুন্দর কিছু দেখতে হয় তবে আয়নায় নিজের মুখটা দেখ।

মেয়েটি হাসল। বলল, আজ থেকে দশ বছর পরও কি তুমি এই কথা বলবে? দেখা যাবে। এখন চলো, দারুণ খিদে পেয়েছে। কোথাও খাওয়া যাক।

ওরা চলে গেলে ডন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে মূর্তিটির সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখল, দেওয়ালে ঢোকানো এক মেরি মাতার মূর্তি, সামনে ধাতুর পাত্রে কিছু নকল ফুল, তেলের বাতি জ্বলছে সামনে। সামনে লোহার গরাদ।

এসবের সঙ্গে টেগার্থের কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে কিনা ভাবতে লাগল ডন। সে ফিরে এল খানিকটা। আবার মূর্তিটির দিকে গেল। নিশ্চয় কিছু থাকতে পারে যা তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। ধাতব পাত্রটা ছাড়া আর তো কোন গোপন জিনিষ রাখার মতো জায়গা তার চোখে পড়ছে না।

কোন মতো যতটা পারল হাতটা ঢুকিয়ে দিল লোহার গরাদের মধ্যে। পাত্রটা নিজের দিকে কাত করে দেখল ফুল ছাড়াও আরো কিছু আছে বলে মনে হল যেন। ফুলগুলো ওঠাতেই দেখা গেল পাত্রের তলায় ছোট্ট সবুজ তেলা একটা কাগজের প্যাকেট। প্যাকেটটা গরাদের ফাঁক দিয়ে টেনে নিতে নিতে ডন পিছন ফিরে গলির দিকে তাকাল।

ডন দেখল মাথায় সাদা টুপি পরা একজন মানে কার্ডিও, অন্যজন হানস ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

প্যাকেটটা নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল ডন। লোক দুটোও দৌড়তে লাগল। গ্র্যান্ড ক্যানালের ধারে এসে একদল টুরিস্টের মধ্যে ডন মিশে গেল। প্যাকেটটা পকেটে পুরে ফেলেছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কার্ডিও ছ-হাত্তর তফাতে। ওর দিকে তাকিয়ে ডন মুচকি হাসল। কার্ডিওর চোখ রাগে চকচক করতে লাগল। ডন জানে এত ভিড়ের মধ্যে কার্ডিও ওকে আক্রমণ করতে সাহস পাবেনা। ডন ভীড়ের মধ্যে দিয়েই এগোতে লাগল। চলল প্যালেজাডেলা টোলেটার দিকে।

এরপর হঠাৎ ডনের হাঁটার গতি বেড়ে গেল প্যালেজার কাছাকাছি এসে। তারপর ভিড় থেকে বেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে একেবারে বাড়ির দরজায়। দরজা খুলে হলে ঢুকে পড়ে ও একবার

রাস্তার দিকে তাকাল।

কার্ডিও আর হানসকে তার দিকে কোনো লক্ষ্য না দিয়ে হেঁটে চলতে দেখে ডন অবাক হল। এত সহজে ওরা আমাকে ছেড়ে দিল? সম্ভবত ভীড়ে পূর্ণ রাস্তায় কিছু করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছে ওরা।

ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডন। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে। হঠাৎ বাড়িটাকে বড় বেশী নিঃস্তব্ধ লাগল ডনের। চেরির জায়গায় মারিও বলে যে ফুটম্যানটি কাজ করছিল সে কোথায়? তার তো এসময় হলে থাকার কথা। পড়ার ঘরের দরজার তলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

পকেট থেকে প্যাকেটটা বার করে ডন টেবিলে রাখা একটা তামার পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই পড়ার ঘরের দরজা খুলে হাজির হল কার্ল নাটজকা।

গুড ইভনিং মিঃ মিকলেম। এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বড্ড দরকার ছিল।

বাঃ দেখা হয়ে ভাল লাগছে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন নাকি? বলতে বলতে ডন পড়ার ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে ডন দেখল বুসো আর ফ্যাকাশে চুল, লোকটা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুসোর হাতে একটা চ্যাপটা মুখ অটোম্যাটিক পিস্তল।

তা না হলে

।। নয় ।।

দরজাটা বন্ধ করে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কার্ল।

ব্যাপারটা বড্ড বেশী নাটকীয় হয়ে গেল। দুঃখিত, কিন্তু গত কয়েকঘণ্টায় দেখা যাচ্ছে আপনি খুব অহিংস প্রকৃতির লোক নন। বুসোর পিস্তলে আওয়াজ হয় না। প্রয়োজনে ও সেটা ব্যবহার করবে এমন নির্দেশ ওকে দেওয়া আছে। খুব জরুরী কথাবার্তা আছে। তার মধ্যে কোনো বাধা পড়া বাঞ্ছনীয় হবে না।

খুব ভালো কথা। সবথেকে প্রিয় চেয়ারটিতে বসল ডন। তারপর বলল, হ্যাঁ আপনার সুন্দরী বোনের খবর কি?

নাটজকা হেসে উত্তর দিলো, সে আপনার জন্যে একটু ভাবিত। বয়স অল্প, আপনাকে বড্ড মনে ধরেছে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাকে ভয় দেখাতে বাধ্য হচ্ছি। তবে বিশ্বাস করুন আপনার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে এই মুহূর্তে আমার নেই।

বাঃ, আমারও ইচ্ছে তাই। ডন একটা চুরুট ধরাল। জিজ্ঞেস করল, চলবে নাকি?

না থাক। নাটজকা এসে ডনের কাছটিতে বসল।

ধোঁয়াটা উপরের দিকে ছেড়ে ডন বলল, হ্যাঁ, বলুন কি যেন জরুরী কথা বলবেন বলছিলেন?

টেগার্থের বিষয়ে। টেগার্থ ইংরেজ, আপনি আমেরিকান। টেগার্থ রাজনীতির একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে, যেটা সম্পূর্ণ রূপে ব্রিটিশ সরকার এবং আমার দেশের সরকারের ব্যাপার। আপনি তো বুদ্ধিমান লোক, আপনার নিরপেক্ষ থাকা উচিত। এর সঙ্গে আপনার মার্কিন সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই আমি চাইব আপনি ঐ দুটো দেশের সরকারী কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না।

ঠিক কথা। কোনো সরকারী কাজেই আমার হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নেই।

সতর্কদৃষ্টিতে ডনের দিকে তাকাল নাটজকা, বলল, সেক্ষেত্রে আপনি সবুজ তেলা কাগজের প্যাকেটটা আমাদের হাতে তুলে দিন।

কোন্ সবুজ প্যাকেট? আমার কাছে কোনো প্যাকেট আছে আপনাকে কে বলল?

বাজে সময় নষ্ট করবেন না মিঃ মিকলেম। আপনি এইমাত্র বললেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। এই প্যাকেটটা—

দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি তো একবারও বলিনি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব। আমি

বলেছি সরকারী কাজে হস্তক্ষেপ করব না। প্যাকেটটার বিষয়ে কি বলছিলেন? ওটা কি আপনার?

ওটা আমার দেশের সরকারের। আমাদের বিদেশী দপ্তর থেকে টেগার্থ ওটা চুরি করেছিল।

কেন জানতে পারি?

কারণ ওর মধ্যে মূল্যবান তথ্য আছে, যা আমাদের দেশের পক্ষে মূল্যবান। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্যাকেটটি উদ্ধার করতে। আমি তাই করব।

আপনাদের বিদেশী দপ্তর খুব অসাবধান তো? অত দামী জিনিষটা সকলের সামনে হেলাফেলায় ফেলে রেখেছিলেন বলতে হবে। তা না হলে টেগার্থ কি করে নিতে পারল?

অসাবধান ছিলেন বলতে পারেন। কিন্তু অত দামী জিনিষ নেবার পক্ষে টেগার্থও কিন্তু কম চালাক নয়। ভালো কথা, আপনি যেভাবে ওকে উদ্ধার করেছেন, সেই সাহসিকতার জন্যে ধন্যবাদ।

ডন হাসল। বলল, আপনাদের পাহারাদারেরা মারপিটে তেমন ওস্তাদ নয়।

হতে পারে। তবে অন্য গুণ আছে। কি করে লোকের মুখ খোলাতে হয় তা ওরা খুব ভালো জানে।

টেগার্থের মুখ খোলাতে পেরেছিল? পেরে থাকলে আপনি এখানে বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন?

কথা ও ঠিকই বলত। তবে সময়ের ব্যাপার। অসুস্থ বলেই বুসোকে একটু সাবধান হতে হয়েছিল। শক্ত সমর্থ হলে আর একটু বেশী বল প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু যাতে মারা না যায়, তার দিকেও খেয়াল রাখতে হয়েছিল।

তাই বুঝি ওকে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছিল?

অসুস্থ লোক কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে ওটা খুব কাজ দেয়।

প্রচণ্ড রাগ হওয়া সত্ত্বেও প্রাণপণে মুখটা স্বাভাবিক, সহজ দেখাবার চেষ্টা করল ডন। তার ইচ্ছে করছিল তখুনি নাটজকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখটা থেতো করে দিতে। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না।

নাটজ্‌কা আবার বলল, আমরা বিষয় থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছি। মিঃ মিকলেম দয়া করে প্যাকেটটা দিয়ে দিন।

আমাকে এ-বিষয়ে টেগার্থের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনি কাল দেখা করুন। আপাততঃ এখন আপনারা উঠে পড়তে পারলে ভাল হয়। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

ওঠবার চেষ্টা করতেই পিছন থেকে এক ধাক্কা খেল ডন। পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুসো।

মিঃ মিকলেম, কিছু মনে করবেন না। বসে পড়ুন। আপনি পরিস্থিতিটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনি এখন আমার বন্দী, বলল নাটজ্‌কা।

কাঁধটা রগড়াতে রগড়াতে আবার বসে পড়ল ডন।

বলল, তাই নাকি। ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছে কিন্তু, আমারই বাড়িতে।

হাত বাড়িয়ে না দেন, তাহলে খুব শিগগির আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। টেগার্থের সঙ্গে আর কথা বলা হয়ে উঠবে না। কারণ টেগার্থ মারা গেছে।

নাটজ্‌কা একটা সিগারেট ধরাল।

এসব ধাপ্পায় আমি ভুলছি না, ডন বলল।

নৌকো ছাড়ার দুমিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। আপনি যখন ওদের সঙ্গে হাসপাতালে গেলেন না তখনি আমি বুঝেছিলাম, প্যাকেটটা কোথায় লুকোনো আছে টেগার্থ আপনাকে নিশ্চয় বলেছে। আমার বন্ধু ডাঃ ভাগেলেসি খবর দেন আপনারা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার মোটাবোট অপেক্ষা করছিল। ওর নৌকার সঙ্গে মোটরবোটের ধাক্কা লাগায় টেগার্থ ডুবে মারা যায়। আপনি বোধহয় জানেন না আমাদের সংগঠনের শক্তি কত। আমাদের অনুগামীর সংখ্যাও প্রচুর। চোখে দেখা না গেলেও বিশাল এক সৈন্যদলের মতো লোকজন আছে আমাদের। বিনা বাধায় তারা আদেশ পালন করে।

চুপ করে বসে রইল ডন, হাত দুটো মুঠো করা।

নাটজ্‌কা বলে যেতে লাগল, আপনার সঙ্গীরা অবশ্য ওকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু জলে ডোবার শকটা মারাত্মক ছিল। সঙ্গীদের জন্যে ভাবছেন? ওরা টেগার্থের মৃতদেহ নিয়ে সাঁতরে পাড়ে ওঠে। সেখানে টুরিস্টের ছদ্মবেশে আমার লোকেরা তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। এই মুহূর্তে তারা কাছেই একটা বাড়ির কুঠরীর মধ্যে আছে। ভালোই আছে। চিন্তা করবেন না। তবে আপনি যদি বেগড়বাঁই বেশী করেন, তবে ওদের বিপদ হবে। সুতরাং সব পথই আপনার বন্ধ, তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা বের করুন।

অনেকক্ষণ ধরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডন। হিলডা টেগার্থের কথা মনে হচ্ছিল তার। ইংল্যান্ডে সবাই ধরে নিয়েছেন টেগার্থ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। এখন টেগার্থকে নির্দোষ প্রমাণ করার একমাত্র উপায় ঐ সবুজ প্যাকেটটা। ওটা নাটজ্‌কার হাতে চলে গেলে হিল্ডার পক্ষে তাঁর স্বামার নির্দোষিতা প্রমাণ করার কোনো উপায়ই থাকবে না।

হলে যে পাত্রটার মধ্যে প্যাকেটটা রেখে এসেছে সেটা খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে। রাগে হাত ঘামতে লাগল। কি বোকার মত এদের জালে জড়িয়ে পড়েছে সে। এখান থেকে বেরোবার উপায় কি হতে পারে? হান্‌স আর কার্ডিও ওকে অত সহজে যখন ছেড়ে দিল তখনই বোঝা উচিত ছিল যে নাটজ্‌কা নিশ্চয়ই বাড়িতে ওৎ পেতে আছে।

মিঃ মিকলেম, কড়া গলায় বলল নাটজ্কা, প্যাকেটটা।

থাকলে তো দিয়েই দিতাম।

ঠাণ্ডা গলায় বলল নাটজ্‌কা, সময় অনেক নষ্ট করেছি, এবার প্যাকেটটা—

চটে যাচ্ছেন কেন? ওটা আমার কাছে নেই।

খুঁজে দেখ, ফ্যাকাশে চুলকে হুকুম করল নাটজ্‌কা। বুসো পিস্তলের নলটা পিঠে ঠেকিয়ে রইল।

ওঠো।

উঠে দাঁড়াল ডন। ফ্যাকাশে চুল ডনের পকেটগুলো হাতড়ে খুঁজে কিছু না পেয়ে মাথা নাড়াল। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল কার্ডিও। ডনকে দেখে তার দাঁতগুলো বেরিয়ে এল।

একে সমস্তক্ষণ চোখে চোখে রেখেছিলে? ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল নাটজ্‌কা।

নিশ্চয়। দেওয়ালের মূর্তি থেকে কি একটা জিনিষ তুলে নিয়ে আমাকে দেখে দৌড় দিয়েছিল।

টেগার্থ ওখানে কোনোদিন গিয়েছিল? জিজ্ঞেস করল নাটজ্‌কা।

ও যায়নি, তবে ঐ মেয়েটা—লুইসা পেকেটি গিয়েছিল।

ঠিক। বুসো সায় দিয়ে বলল, দুদিন আগে মেয়েটাকে ঐ মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ভাবলাম প্রার্থনা করছে বুঝি।

সিনর মিকলেমের প্যাটেকটা লুকোবার কোনো সুযোগ এসেছিল?

না, আমি আর হান্‌স ওকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করিনি।

প্যাকেটটা। ডনকে বলল নাটজ্‌কা।

দেব না। স্থির গলায় ডন জবাব দিল।

সিগারেটটা ঘষে নিভিয়ে ফেলল নাটজ্‌কা। তারপর আর একটা ধরাল। মুখটা কঠিন, চোখে-মুখে উত্তেজনা ফেটে বেরিয়ে আসছে। নাক দিয়ে গাঢ় ধোঁয়া ছাড়লো।

শোনো মিকলেম, ঐ প্যাকেট আমি ফেরত নেবোই। আমার প্রস্তাব তার বদলে তোমার দুই সঙ্গীর প্রাণ তুমি ফেরত পাবে। দু-মিনিট সময় দিলাম। ভেবে নাও। তার মধ্যে প্যাকেটটা ফেরত পেলে ওরা ছাড়া পাবে। আর না পেলে তোমার চোখের সামনে ওদের গুলি করে মারা হবে।

এতটা ভাবতে পারেনি ডন। ও ভেবেছিল টেগার্থের মত ওর ওপরেও অত্যাচার চালাবে এরা। তার জন্যে ও নিজেকে মনে-মনে প্রস্তুতও করে নিয়েছে। কিন্তু একজন মৃত-লোকের খাতিরে কি করে দুজন বন্ধুর প্রাণ বিসর্জন দেবে সে! কিন্তু নাটজ্‌কা ভাঁওতা দিচ্ছে না তো? সেটা আগে বোঝা দরকার।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি? সত্যিই মারা গেছে কিনা কি করে বুঝবো? অন্তত আমার দুজন সঙ্গীকে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি তোমাকে প্যাকেট ফেরত দিচ্ছি না।

বেশ। ওদের তুমি দেখতে পাবে। প্যাকেটটা ফেরত না দিলে তোমার চোখের সামনে ওরা গুলি খেয়ে মরছে তাও দেখতে পাবে। আর যদি পালাবার চেষ্টা করেছো তো সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ সঙ্গীদের ওপর গুলি চালানো হবে।

আমি পালাবো না। ওরা কোথায়?

এখান থেকে খুব দূরে নয়। চলো।

হলে ঢুকলো নাটজ্‌কা। পেছন পেছন ডন এবং সবার পিছনে বুসো আর কার্ডিও।

হঠাৎ হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে নাটজ্‌কা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। দেখে ডনের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। নাটজ্‌কা বলল, অত হাঙ্গামার দরকার কি? মন্দির থেকে এখানে আসা অবধি তুমি ওটা কাউকে পাচার করার সুযোগ পাওনি। তাহলে ওটা এখানেই কোথাও লুকোনো আছে।

বহু চেষ্টা করে ডন নিজের মুখের স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করল। যদিও এই মুহূর্তে তার সব আশা নির্মূল হতে বসেছে।

তাহলে বলেই ফেলি। ডন বলল, ভীড়ের মধ্যে আমার এক বন্ধুর হাতে প্যাকেটটা দিয়ে দিয়েছি। তোমার লোকেরা দেখতে পায়নি। তবে মেসন আর আমার মাঝিকে না ছাড়া পর্যন্ত সেটা পাবার আশা কোরনা।

নাটজ্‌কা কার্ডিওর দিকে কটমট করে তাকালো।

বলল, ও যা বলছে তা করা সম্ভব?

একটু ইতস্তত করে কার্ডিও বলল, হ্যাঁ, সম্ভব। খুব ভীড়ের মধ্যে আমরা কেবল ওর কাঁধটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

বেশ চালাক দেখছি, শীতল হাসি হাসল নাট্‌জকা। বলল, তাতে অবশ্য পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। বন্ধুর কাছ থেকে প্যাকেটটা নিয়ে আমাদের হাতে দেবার দায়িত্ব তোমার।

ডনের তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের তালটা স্বাভাবিক হল।

বলল, তার আগে আমাকে দেখতে হবে তোমরা সত্যি মেসন আর গুইসেপকে আটকে রেখেছো কিনা।

দেখবে দেখবে। নাটজ্‌কা আবার হলের চারদিকটা চোখ বোলালো। বলল, তবে তোমার ঐ ভীড়ের মধ্যে বন্ধুও তো কাল্পনিক মানুষ হতে পারে, তাই না? যাবার আগে ঘরটা তবে আমরা একটু খানা-তল্লাশী চালাই। বুসোর দিকে তাকিয়ে নাটজ্‌কা বলল, ও একটু নড়াচড়া করলেই গুলি চালাবে। কার্ডিও, তুমি খোঁজ। ওর হাতে সময় খুব কম ছিল, থাকলে কাছাকাছিই থাকবে।

ভাগ্য বিরূপ। ডন ভাবল, আমার যথাসাধ্য করেছি, এখন প্যাকেট ওদের হাতে পড়লে হ্যারি আর গুইসেপের কি অবস্থা হবে। আমারই বা কি দশা হবে? লুইসা পেকেটিকে যখন নির্বিবাদে হত্যা করতে পেরেছে, তখন আমাদের তিনজনকেও সরাতে ওদের খুব বেশী অসুবিধা হবে না। কার্ডিও ঐ তামার পাত্রটার কাছে পৌঁছতেই উত্তেজনা দলা পাকিয়ে গলার কাছে আটকে গেল। হঠাৎ পাত্রটা তুলে উপুড় করে দিল কার্ডিও। দম বন্ধ হয়ে এল ডনের। কিন্তু পাত্রটা থেকে কিছুই পড়ল না।

যেমন আশ্চর্য হল, ততখানিই অবাক হল ডন। পাত্রটা তাহলে খালি!

মিনিট পাঁচেক তন্ন-তন্ন করে খোঁজার পর কার্ডিও হতাশ গলায় বলল, এ ঘরে নেই।

থাকলেই অবাক হতাম। নাটজ্‌কা বলল, তাহলে মনে হচ্ছে মিঃ মিকলেম তোমার বন্ধুর গল্পটাই সত্যি।

শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলালো ডন। এইবারে বিপদ তো আরো বাড়ল। প্যাকেটটা না দিলে তো নাটজ্‌কা তার দুই সঙ্গীকে মারবেই কিন্তু প্যাকেটটা নিল কে? কার্ডিও? ডন পড়ার ঘরে

যাবার পর কার্ডিও এ-ঘরে একা ছিল। তাহলে নাটজ্কাকে চোখে ধুলো দিয়ে প্যাকেটটা নিজেই সরিয়েছে কার্ডিও।

তাহলে মিকলেম। চলো, যাওয়া যাক তোমার বন্ধুর কাছে প্যাকেটটা উদ্ধার করতে, নাটজ্কা বলল।

এক মিনিট। ডন বুঝল যে প্যাকেটটা কার্ডিওর কাছে সত্যি যদি থাকে, তবে ওকে চোখের আড়াল হতে দেওয়া চলবে না। কারণ তাতে ও প্যাকেটটা কোথাও লুকিয়ে ফেলার সুযোগ পাবে এবং সেক্ষেত্রে সেই যে প্যাকেটটা সরিয়েছে, তার কোনো প্রমাণ থাকবে না।

কি হল? অধৈর্যভাবে বলল নাটজ্কা।

বন্ধুর ব্যাপারটা ধাপ্পা। আমি প্যাকেটটা হলঘরেই লুকিয়েছিলাম।

তাই নাকি? এটা তো বুদ্ধিমানের মত কাজ হল না মিঃ মিকলেম।

আমি এই ঘরেই ঐ তামার পাত্রটার মধ্যে প্যাকেটটা রেখেছিলাম। অসহায় ভাবে নিজের কথাটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল ডন।

নাটজকা প্রথমে পাত্রটার দিকে, তারপর কার্ডিওর দিকে তাকিয়ে পাত্রটা উল্টে ধরল।

কঠিন দৃষ্টিতে ডনের দিকে তাকিয়ে নাটজ্কা বলল, মিকলেম এইভাবে সময় নষ্ট করাটা ভালো হচ্ছে না।

প্যাকেটটা আমি এখানেই রেখেছিলাম যখন আমরা পড়ার ঘরে ছিলাম সেই সময় কেউ ওটা সরিয়েছে। তখন একজনই এই ঘরে ছিল। বলে ডন কার্ডিওর দিকে তাকাল। রাগে কার্ডিওর সমস্ত শরীর কঠিন। তার ঠোঁট ফাঁকা হয়ে এল। নাটজ্কা বললে, তুমি আমাদের লোকেদের মধ্যে বিবাদ লাগাতে ছাইছো, না? এসব আমার ঢের জানা আছে।

বুসো পিস্তল দিয়ে ডনের পিঠে খোঁচা মারল।

নিশ্চয় কেউ নিয়েছে প্যাকেটটা। আবার বলল ডন, কার্ডিওর পক্ষেই নেবার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশী। যাবার আগে ওকে খুঁজে দেখলে হয়না? আমি বাজী রেখে বলতে পারি। প্যাকেটটা ওর কাছেই পাওয়া যাবে।

সপাটে এক চড় কষালো কার্ডিও ডনের মুখে। সেই ধাক্কায় ডনের পিছন দিকে পড়ে যাবার উপক্রম হল।

সরে যাও ওর কাছ থেকে, হুঙ্কার দিয়ে উঠল নাটজ্কা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে গেল কার্ডিও। বলল, ওটা বলে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলে বন্ধু। কার্ডিওর আবার রাগ পুষে রাখার অভ্যাস আছে।

ডন তবু ছাড়ে না।

ওকে খুঁজে দেখো নাটজ্কা। বোকামি কোর না। প্যাকেটটা থেকে ও কিছু লাভ করার মতলবে আছে! তোমাকে দিতে যাবে কেন?

নাটজ্কা তীব্র চোখে তাকালো কার্ডিওর দিকে। চোখে অবিশ্বাসীর দৃষ্টি।

তুমি নিয়েছ ওটা?

মিথ্যুক। ও মিথ্যুক। খুঁজে দেখ আমাকে। নিজেই নিজের পকেট থেকে সব জিনিষ বার করে ফেলতে লাগল ও। মুখ রাগে অন্যরকম।

হয়েছে তো?

ডন বলল, ওর জামার ভেতরে কোনো বেল্ট আছে কিনা দেখলে হয় না?

দেখা হল। বেল্ট নেই। তাহলে? নাটজ্কা জিজ্ঞেস করল ডনকে।

ও তাহলে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

তাই নাকি? আমার মনে হচ্ছে তুমি অকারণে আমাদের লেজে খেলাবার চেষ্টা করছো। ব্যাপারটা বিনা ঝামেলাতে ফয়সালা হয়ে যেত, কিন্তু এখন আমি এটার ভার কার্ডিওর ওপরই ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। কার্ডিওর দিকে ফিরে নাটজ্কা বলল, আমি হোটেলে চললাম। দু-ঘণ্টার মধ্যে প্যাকেটটা আমার হাতে চাই। যেভাবে পার যোগাড় করো ওটা।

নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল কার্ডিওর মুখে।

বেশ। দু-ঘন্টার মধ্যে ওটা পৌঁছে যাবে।

নিজের বোকামির জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে মিকলেম।

উপায় নেই। আগেই বলেছি পালাবার বৃথা চেষ্টা কোরনা। বিদায়! আর আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই।

দেখা না হলেই তোমার পক্ষে মঙ্গল।

ওসব বীরত্ব ফলিও না। চললাম তবে মিকলেম।

* * *

অন্ধকারে একটা ভাঙা বাড়ির ঘাটে এসে পৌঁছলো নৌকোটা। কার্ডিওর সঙ্গী ব্রুনো নৌকোটা বেঁধে কূলে নামল।

নাম, কার্ডিও হুকুম দিল। ডন নেমেই ডানদিকে-বাঁদিকে তাকিয়ে নিল। গলি অন্ধকার থাকায় কিছুই দেখা গেল না, কিন্তু তার সজাগ কানে আর একটি নৌকোর ছপ-ছপ আওয়াজ পৌঁছল।

ডনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল কার্ডিও। পিছনে পিছনে চলল বুসো আর ব্রুনো। অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামবার পর ব্রুসো এক ধাক্কা মারল।

হুড়মুড় করে পড়ে গেল ডন। সেটা একটা সেঁতসেঁতে কুঠরী—একটা কাঠের বাক্সের উপর তিনটে বোতলে আঁটা তিনটি মোমবাতি জ্বলছে।

দেওয়ালের দিকে পিঠ করে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে হ্যারি আর গুইসেপ। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল ডন। ও এতক্ষণ ভাবছিল নাটজ্‌কা বুঝি ধাপ্পা মারছে। এইবারে ও অবস্থার গুরুত্বটা বুঝতে পারল।

এই যে কর্তা, বলল হ্যারি, আমরা ভালো করে খেলতে পারিনি। হ্যারির চোখে কালশিটে, মুখের একদিকটা কেটে গেছে, তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে ওর শার্টের কলার আর কাঁধের জায়গাটা ভিজে গেছে।

গুইসেপের অবস্থাও ভালো নয়। তার মুখে, কপালে রক্তমাখা। তবু সেই অবস্থাতেই সে হাসবার চেষ্টা করল।

এদের সঙ্গে ডনকে কথা বলতে দেখে ব্রুনো এগিয়ে গিয়ে হ্যারিকে এক লাথি কষালো। বুসোর পিস্তলের নল ডনের কোমরে ঠেকানো, কাজেই ডন বহুকষ্টে নিজেকে ঠেকালো।

খুপরীর মাঝখানের একটা চেয়ারে ডনকে বসতে হুকুম করল কার্ডিও। বুসো দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ডনের দিকে পিস্তল তাক করে রইল। ব্রুনো পিছন থেকে এসে ডনের কব্জি মুচড়ে হাত দুটো চেয়ারের পিছনে নিয়ে এসে শক্ত করে ধরল।

কার্ডিও ওর সামনে এল, মুখে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা ফেটে পড়ছে।

তুমি আমাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিলে তাই না? আমাকে বিপদে ফেলার ফল জানো? কার্ডিও বলল। পকেট থেকে একটা ময়লা চামড়ার দস্তানা বার করে সেটা ডান হাতে পরে ফেলল সে। তারপর ডনের মুখে ঘুঁষি চালাল। ডন মুখটা একটু সরিয়ে নিতে ঘুঁষিটা কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। টাল সামলাতে না পেরে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার্ডিও। এই সুযোগে ডন তার হাঁটুতে পা জড়িয়ে মেরেছে একটান। হ্যারির কাছে আছড়ে পড়ল কার্ডিও। হ্যারি একটা লাথি কষাতে গেল, কিন্তু কার্ডিও ততক্ষণে গড়িয়ে গেছে।

বুসো ডনের চোয়ালে পিস্তলের বাঁটের বারি এক ঘা মারল কিছুক্ষণের জন্যে মাথাটা ঘুরে গেল ডনের। ততক্ষণে কার্ডিও উঠে এসে ডনের চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি ঝাড়ার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল বুসো।

না, না। ওকে বন্ধুর কাছে যেতে হবে না?

এক ঝটকায় মুঠো খুলে ফেলল কার্ডিও। নিজেকে অনেক কষ্টে আটকালো। রাগে তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। পরমুহূর্তেই বুসোর কথার গুরুত্ব বুঝে বিড়বিড় করতে লাগল।

প্যাকেটটা এনে দেবে কিনা? জিজ্ঞেস করল বুসো।

ডনের তখন মাথা ঝনঝন করছে। সে বুঝল, এই শয়তানগুলোকে প্যাকেটটা কোথায়

জানে না বললে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কার্ডিওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, খুনেটা নির্বিবাদে এদের দুজনকে হত্যা করতে পারে। সুতরাং এখন কেবল কোনোমতে সময় কাটিয়ে যেতে হবে।

ঠিক আছে। এনে দেব।

কোথায় আছে ওটা?

লনড্রা হোটেলে। সেখানে আমার বন্ধু উঠেছে।

নাম কি তার?

জ্যাক মনটোগোমারী। ডনের সেই মুহূর্তে নামটা মনে এসে গেল। ঐ নামে তার পরিচিত একজন ঐ হোটেলে উঠেছে।

কার্ডিও ব্রুনোকে বলল, হোটেলে ফোন করে দেখ ঐ নামে কেউ আছে কিনা।

ব্রুনোও কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ আছে। সে এখন হোটেলেই আছে।

কার্ডি ডনের দিকে তাকালো। বলল, তোমার সঙ্গে ব্রুনো আর ব্রুসো যাবে। কোনো চালাকি করার চেষ্টা করলেই আমি তোমার দুজন সঙ্গীকে গুলি করে উড়িয়ে দেব। তারপর ব্রুসোর দিকে তাকিয়ে বলল কার্ডিও, ওর জন্যে হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করবে। যদি দশ মিনিটের মধ্যে না বেরোয় হোটেল থেকে তাহলে ব্রুনোকে আমার কাছে পাঠাবে।

ডনের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বুসো বললে, ওঠো।

ডন টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। হ্যারি আর গুইসেপ পরম মমতায় তার দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি বলল, আমাদের জন্যে কিছু ভাববেন না কর্তা।

আমি ফিরে আসব—বলল বটে কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ডন কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। আচমকা আক্রমণ হেনে এই দুই গুণ্ডাকে ধরাশায়ী করে হঠাৎ কার্ডিওর উপর হামলা করা যেতে পারে। কিন্তু ওরাও তো প্রচণ্ডভাবে সতর্ক হয়ে আছে। সিঁড়ির মুখে এসে বুসো বলল, দাঁড়াও ব্রুনো দেখে এস বাইরে কেউ আছে কিনা।

ডন পিঠে বুসোর পিস্তলের গুঁতো নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ভাবতে লাগল, নৌকোয় ওঠবার সময়ই ভালো সুযোগ। যদি কোনোরকমে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়—অন্ধকার থেকে ব্রুনোর গলা ভেসে এল, সব ঠিক আছে।

চলো, নির্দেশ দিল বুসো। তার পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচাল ডনকে।

ঘাটের কাছে এসেও নলের খোঁচানির স্পর্শ পাচ্ছে ডন। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ব্রুনো। ঠিক সেই সময় সে আর একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেল, ব্রুসোর দেখতে পাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে।

একটা আলো ঝলসে যেন ডনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই বুসোর একটা চাপা আর্তনাদ শুনতে পেল ডন। বুসোর হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ার শব্দ শুনে ডন লাফিয়ে উঠল।

হাতটা চেপে ধরে নিচু হয়ে বসে আছে বুসো। ঐ অবস্থার সুযোগ নিয়ে ডন ওর চোয়ালে এক ঘুঁষি ঝাড়ল। ধপাস করে পড়ে গেল ও।

ব্রুনো ডনের দিকে এগিয়ে আসছিল।

এগিও না—সাবধান, কোথা থেকে যেন চেরির কড়া কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

একি, চেবি! কি কাণ্ড! ডন তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

হ্যাঁ স্যার, আমি। এই লোকটার পেটের মধ্যে তলোয়ার চালিয়ে দেব নাকি?

তলোয়ার? তোমার তলোয়ার আছে নাকি?

হ্যাঁ স্যার। আপনাকে বলছিলাম।

হঠাৎ ডনের হাসি পেয়ে গেল।

না থাক, ওকে একেবারে খতম কোর না। ওকে আমি দেখছি। বলতে বলতে ডন ব্রুনোর দিকে এগিয়ে গেল। একটা ঘুঁষিতে তাকে ধরাশায়ী করে দিল।

আমার কাছে একটা গদা আছে স্যার, গম্ভীর গলায় বলল চেরি। ওটা আমি নিজে ঠিক ব্যবহার করতে চাই না। বলে চেরি ডনের হাতে মাথায় সীসের ঢাকা দেওয়া একটা ছড়ি দিল। ডন সেটা

হাতে পেয়ে মারল ব্রুনোর মাথায় এক ঘা। অস্ফুট শব্দ করে হাত-পা ছড়িয়ে সে গিয়ে পড়ল বুসোর ঘাড়ের ওপর।

* * *

যে ভাবেই হোক

।। দশ ।।

খুবই 'বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি' নিচু হয়ে ব্রুনোকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করল চেরি।

তারপর কিছু ভেবে আবার সে বলল, তবে আমি চালালে মাথার খুলি দুফাক হয়ে যেত।

ডনের নিজেকে খুব দুর্বল লাগছিল। দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। হঠাৎ চেরির আবির্ভাবে সে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছিল। না।

হ্যারি আর গুইসেপ আটকা আছে। আগে ওদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করি, তারপর তোমার সব কথা শুনব। এখন এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও। মাটি থেকে বুসোর পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল ডন।

আমি আপনার সঙ্গে যাবো স্যার? চেরি বলল।

না, না। তুমি এখানে থেকে ঐ দুটোর ওপর নজর রাখো। নড়চড়া করতে দেখলেই গদার বারি মারবে। মাথার খুলি ফাটে ফাটুক।

পিস্তলহাতে নিঃশব্দে নিচে নামতে লাগল ডন। মাঝপথ থেকে কুঠরীর ভেতরটা দেখা যায়। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারী করছে কার্ডিও। কঠিন হাসি হাসলো ডন।

রেলিং থেকে ঝুঁকে পিস্তল তাক করে চীৎকার করে উঠল ডন, কোনো রকম চালাকি নয়—

কার্ডিও এমনভাবে লাফিয়ে উঠল, যেন কেউ গুলি করেছে। পকেট থেকে পিস্তল বার করতে গিয়ে সে একেবারে স্থির হয়ে গেল।

হ্যারি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, সাবাস কর্তা জানতাম, আপনি শেষ পর্যন্ত পারবেন।

যেখানে আছো চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকো। এতটুকু নড়লেই খতম। কার্ডিওর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ডন।

পিছন ফেরো। ডন হুকুম দিল।

এর জন্যে ফল ভুগতে হবে। হিংস্রভাবে বলল কার্ডিও।

পিছন ফেরো।

আস্তে আস্তে পিছন ফিরতেই ডন পিস্তলের বাঁটের এক বারি ওর মাথার উপর জোরে মারল। মারতেই ঢলে পড়ল কার্ডিও। ডন বুঝেছিল ওকে এই মুহূর্তে আর মারার দরকার নেই। এরপর সে ছুরি দিয়ে হ্যারির হাত পায়ের বাঁধন কাটল।

কি করে ও দুটোকে সামলালেন কর্তা? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

চেরির কীর্তি। সে এক কাণ্ড। ও তলোয়ার আর গদা নিয়ে ঘাটে লুকিয়েছিল। দুর্দান্ত ব্যাপার।

চেরি? হ্যারি হাঁ হয়ে গেল। বলল, ও কি করে জানতে পারল আমরা এখানে আছি?

ডন কথা বলতে বলতে গুউসেপের বাঁধন কেটে ফেলেছে।

ডন বলল, সেটা ওর মুখেই শুনব। তোমাদের কেমন লাগছে এখন?

বিশ্রী, ভিজে ভিজে। হাসতে হাসতে হ্যারি বলল।

গুইসেপ কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ঠিক আছি সিনর। আপনাকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ এল। কার্ডিও লোকটা বড় 'বদমাশ।

সে তো খুব কম বলা হল, হঠাৎ ডনের মনে পড়ে গেল টেগার্থের কথা। এতক্ষণ গুইসেপ আর হ্যারিকে উদ্ধারের চিন্তায় তার কথা মন থেকে বেমালুম উধাও হয়ে গিয়েছিল। তখন ডন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা হ্যারি টেগার্থের কি হয়েছে? নাটজকা বলল ও নাকি মারা গেছে।

ঠিকই বলেছে। আমাদের নৌকোর সঙ্গে ওদের মোটর বোটের ধাক্কা লাগে। তখন অবশ্য [illegible] দেখেছিলাম। যাই হোক তখন আমরা দুজনে ওকে যথাসাধ্য বাঁচাবার চেষ্টা

করেছিলাম, কিন্তু জলে পড়ে গিয়ে উনি শক্ পেয়ে মারা যান। পাঁচ ছয় জন আমেরিকান টুরিস্ট আমাদের জল থেকে তোলে—আসলে ওরা ওদেরই লোক। যখন বুঝতে পারলাম উনি সত্যিই আর বেঁচে নেই, তার পরমুহূর্তেই মাথায় এক ডাণ্ডার বারি পড়ল। তারপর জ্ঞান এলো যখন, দেখি এখানে।

বেচারা। ওর দেহটা কি হল?

ওদের একজন বলছিল শুনতে পেয়েছিলাম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসতে। হ্যারি বলল, ওর মৃতদেহটা লোপাট করার জন্যে ওরা খুব ব্যস্ত দেখলাম।

তাহলে এখন ঐ দুটো শয়তানকে এনে বেঁধে ফেলা যাক। এখনো হাতে ঘণ্টা দুই সময় আছে।

তারা চারজনে মিলে বুসো আর ক্রনোকে কুঠরীতে নিয়ে এসে বেঁধে ফেলল। কার্ডিওকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হল। চেরি চেয়ারে বসে নিজের তলোয়ারটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছিল।

এবারে তোমার সব ঘটনা বল চেরি। এত শিগগির ফিরে এলে কি করে?

প্যারিসের ঐ হোটেলে গেলাম। আপনি যেমন বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে ফোনে যার কথা হয়েছিল, যাচাই করে দেখেছি সে টেগার্থ নয়। লোকটা ছিল না, তবে আপনার জন্যে চিঠি রেখে গিয়েছিল—তাতে লেখা ছিল, ওর ভয়ানক বিপদ, এখনি ওকে ব্রাসেলসে চলে যেতে হচ্ছে। একটা হোটেলের নামও দেওয়া ছিল, আপনি যেন খুব তাড়াতাড়ি ওখানে চলে যান।

বুঝলাম। ভেবেছিল সারা ইউরোপে আমাদের নাকে দাড়ি দিয়ে ঘুরপাক খাওয়াবে। আর ইতিমধ্যে নাটজ্কা নিজের কাজ হাসিল করে নেবে।

আমি তাড়াতাড়ি মিলানের ট্রেন ধরলাম। তারপর প্লেনে করে লিডো। পালাজোতে ফিরে নিজের ঘরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে বাইরে কিছু অচেনা লোকের গলা পেলাম। দেখি পিস্তল নিয়ে তিনজন লোক আমাদের লোকজনদের আটকে রেখেছে। ব্যাপার গুরুতর বুঝে আমি আলমারির মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। ওদের একজন আমাদের লোকজন নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। নাটজকা বলে লোকটা আপনার পড়ার ঘরে ঢুকল। আমি দেখলাম আপনি ঐ তামার বাটিটায় কি যেন লুকিয়ে রাখলেন।

ডন উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, চেরি, তাহলে কি তুমি সেটা সরিয়ে নিয়েছো?

হ্যাঁ, স্যার। দরজায় কান দিয়ে শুনলাম নাটজ্কা আপনার কাছ থেকে একটা প্যাকেট চাইছে। বুঝলাম ওটা ওখানে থাকা নিরাপদ নয়, তাই ওটা নিয়ে নিলাম।

পকেট থেকে সবুজ প্যাকেটটা বের করে ডনের হাতে দিল চেরি। বলল, দেখুন সব ঠিক আছে কিনা।

বাঃ, চেরি বাঃ! তুমি ঠিক কাজই করেছো।

ধন্যবাদ স্যার। তারপর আপনাদের অনুসরণ করে এই ঘাটে এলাম। নৌকো বাইতে অবশ্য একটু অসুবিধায় পড়েছিলাম। সে যাই হোক, দেখি ওদের নৌকো ঘাটে বাঁধা রয়েছে। মতলব খারাপ বুঝে ঘাটে ওৎ পেতে রইলাম। ওদের লোকটা সামনে আসতেই তাকে তলোয়ার দেখিয়ে ভয় দেখালাম, সে তো তাতেই কাত।

তোমার এই সাহসিকতার জন্যে তো সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত চেরি। চল এবার আমাদের এখানে থেকে যাওয়া যাক। গুইসেপ তুমি ওদের নৌকোর নোঙর খুলে ভাসিয়ে দাও। তারপর বাড়ি চলে যেও। চেরি আর হ্যারি তোমরা আমার সঙ্গে এসো। আমরা পালাজোতে ফিরছি।

বাড়িতে পৌঁছে মিনিট কুড়ির মধ্যে পোশাক বদলে ডন একেবারে ফিটফাট। পড়ার ঘরে বসে সে সাবধানে মোড়কটি খুলল, দেখল, তার মধ্যে রয়েছে একটা চামড়ার বাঁধানো খাতা। তার গায়ে জড়ানো একটি খাম ও কিছু লেখা কাগজ। খামটি হিলডাকে লেখা, মুখটা সীল করা। খাতাটা খুলল ডন। প্রথম পাতায় কিছু সঙ্কেতচিহ্ন, বাকিটা খালি। খাতাটা চটপট পকেটে পুরে ফেলে ডন অন্য কাগজগুলো দিকে মন দিলো। একটি চিঠি তাকেই লেখা। নিচে লেখা জন টেগার্থ।

প্রিয় মিকলেম,

যতক্ষণে এই চিঠিটা তোমার হাতে পৌঁছবে—অবশ্য যদি পৌঁছয়, ততক্ষণে আমি সম্ভবত আর জীবিত নেই। মনডেলোর গলিতে একটা খালি বাড়িতে বসে এই চিঠি লিখছি। লুইসা পেকেটির মারফত এই চিঠিটা তোমাকে পাঠাবো। লুইসা বেচারী আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

এই চামড়া বাঁধানো খাতাটা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কি আছে বলতে পারব না। এটা আমি চুরি করেছি। নাটজ্‌কা ও তার দলের লোকেরা এটা ফিরে পাবার জন্যে প্রচুর চেষ্টা করবে। তোমাকে আমি একটা দায়িত্ব দিতে চাই। যে করেই হোক, তুমি এটা স্যার রবার্ট গ্রাহামের হাতে পৌঁছে দিও। খাতাটা ওর কাছে কিভাবে পাঠাবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখনই কাগজে দেখলাম তুমি ভেনিসে আসছো। যুদ্ধে তোমাকে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে প্লেন চালাতে দেখেছিলাম। ভাবলাম, এ কাজে একমাত্র যোগ্য তুমিই হতে পারো। শুধু যে আমার দেশের স্বার্থে এটা পাঠাচ্ছি তাই নয়, আমার স্ত্রীর কথা ভেবেও, কারণ তাকে বোঝানো হয়েছে আমি দেশদ্রোহী।

খাতাটা হাতানোর জন্যে আমাকে ওদের দলে যোগ দেবার ভান করতে হয়েছে। স্যার রবার্ট আমাকে এই কাজে সাহায্য করেছেন। যাতে কেউ না সন্দেহ করতে পারে, তার জন্য আমার স্ত্রীকেও বলা হয়নি। স্যার রবার্ট তুমি আর আমি ছাড়া এ কথা চতুর্থ কেউ জানে না। তবে এখন আমার স্ত্রীকে জানাতে কোনো বাধা নেই। তাকে তুমি আসল কথাটা জানিও।

খাতাটা ডাকে পাঠিওনা, অথবা কাউন্সিলের হাতে সমর্পণ কোর না। এদের চর ডাকের চিঠিও খুলে পড়ে। তুমি নিজের হাতে এটা স্যার রবার্টকে দেবে। নাটজ্‌কা জানতে পারলে তোমাকে শেষ করে দেবে। ওদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে অবহেলা কোরনা। ওরা তোমাকে ইতালী ছাড়তে দেবে না। তুমি যাতে যেতে না পারো তার জন্যে ওরা সবরকম চেষ্টা করবে। ফ্রান্স অবধি ওরা তোমার পিছু ধাওয়া করবে। পুলিস, কাস্টমসে, এয়ারপোর্টে, পেট্রলপাম্পে সর্বত্র ওদের লোক কাজ করছে। হয়তো ওরা তোমার গাড়ীতে তেল দেবেনা। প্লেন ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে। ট্রেনে কোন না কোন ছুতোয় তোমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করবে। তুমি যতই সাবধান হও, ওরা তোমাকে সহজে ছাড়বে না। ওরা ভয়ানক চালাক। তোমার কাজটা যে কতখানি বিপজ্জনক সেটা বোঝাবার জন্যে এত কথা বলতে বাধ্য হলাম।

তোমাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমি নিরুপায়, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। আমি একমাত্র তোমাকেই ভরসা করতে পারি। এই চিঠিটা হিলডাকে দিও। আমাকে আর কোনোদিন না দেখার দুঃখ হয়তো তাতে কিছুটা কমবে।

তোমার যাত্রা শুভ হোক, ভাগ্য তোমার সহায় হোক।

ইতি,

জন টেগার্থ।

ডন সীলকরা চিঠিটা নাড়াচাড়া করছিল, তার দৃষ্টি পালিশকরা ডেস্কের দিকে। তখন তার মন বিভিন্ন চিন্তায় নিমগ্ন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পুরো একঘণ্টা সময় আছে। তারপর নাটজকা ভাবতে আরম্ভ করবে কার্ডিওর কি হলো।

টেগার্থের চ্যালেঞ্জটা নিতে কোনো দ্বিধা হলো না ডনের। তার সামনের দুঃসাহসিক যাত্রার কথা চিন্তা করে সে রোমাঞ্চিত বোধ করল। উঠে দাঁড়িয়ে সিগারটি নিভিয়ে দিয়ে, পড়ার ঘরের দরজা খুলল।

হ্যারি।

বলুন কর্তা, হ্যারি সামনের দরজা থেকে এসে বলল।

যত তাড়াতাড়ি পারো গুইসেপের কাছে যাও আর বলো যে লিডো যাবার জন্যে একটা মোটরবোট যোগাড় করতে। ওকে বোল আমি চাই যেন পেট্রোলে ট্যাঙ্ক ভর্তি থাকে। তাড়াতাড়ি যাও। ভীষণ জরুরী।

হ্যারি দ্রুত দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ডন চেরিকে বলল, কতকগুলো থলি জোগাড় করে একসপ্তাহের ক্যাম্প করার মতো জিনিষপত্র যোগাড় করে থলিতে ভরে নাও। তুমি তো জানো আমার কি কি জিনিষ দরকার। খাবার এবং ব্র্যান্ডি নিও। দেখি তুমি কত তাড়াতাড়ি পারো।

তাই হবে স্যার, বলতে বলতে চেরির চোখ উত্তেজনায় চক্‌চক্ করে উঠল। বারান্দা দিয়ে চমকপ্রদ দ্রুত গতিতে সে যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

ডন তাড়াতাড়ি ওপরে গেল। লাউঞ্জস্যুট খুলে, একটা গলা খোলা উলের সার্ট ও ঘন ব্রাউন রঙের স্ল্যাকস পরে নিলো। তার ওপর চামড়ার জ্যাকেট। টেগার্থের কাছ থেকে পাওয়া চামড়ার খাতাটা সার্টের নীচে পরে নিল। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে হিপ পকেটে রাখল। আর একটা বাক্স থেকে আরও পাঁচটা গুলির ক্লিপ নিয়ে ডন ছুটলো নিচে। চেরি এরই মধ্যে বাক্স পেটরা বেঁধে তৈরী। বাড়তি গুলিগুলো একটা থলির মধ্যে পুরতে পুরতে ডন বলল, চেরি আমি লন্ডন ফিরে যাচ্ছি। কেউ খোঁজ করলে আমি রোমে কাজে গেছি বোল। সপ্তাহের শেষে ফিরব।

তাই হবে স্যার। আপনি কি চান আমি আপনার সঙ্গে যাই, চেরির স্থূল চেহারার মধ্যে হতাশা স্পষ্ট।

ইতিমধ্যে সামনের দরজায় হ্যারি এসে হাজির।

হ্যারি বলল, কর্তা সব ঠিক আছে। গুইসেপ এখন পেট্রোল ভরছে। তাই তৈরী হতে হতে বোটও তৈরী থাকবে ।

ঝড় ঝাপটা সইবে এমন কিছু পরে নাও হ্যারি। তাড়াতাড়ি। আমাদের হয়তো অনেক পথ হাঁটতেও হতে পারে, ডন বলল।

হ্যারি তো মহাখুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ কর্তা। বলেই সে সিড়ি দিয়ে ওপরে ছুটল।

ডন পড়ার ঘরে গিয়ে এয়ারপোর্টে টেলিফোন করল। ঘড়িতে তখন রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট। স্টিফানো পেকেটির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এত কিছু ঘটে গেছে যে সময়টা এত কম ভাবাতেও অবাক লাগে ডনের।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটি ব্যস্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ডন প্লেভেলকে চাইল।

আমি দুঃখিত স্যার। সিনর প্লেভেল এখন এখানে নেই।

তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি জানি না সিনর।

আমি ডন মিকলেম কথা বলছি। আমার এখুনি প্যারিস যাবার একটা প্লেন চার্টার করতে হবে। আপনি একটু ব্যবস্থা করে দেবেন?

চেষ্টা করে দেখছি। একটু ধরুন প্লিজ।

ডন অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ রিসিভার ধরেই রইল।

তারপর সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সিনর আমি দুঃখিত। চার্টার করার মতো প্রাইভেট প্লেন কাল দুপুরের আগে পাওয়া যাবেনা।

আমাকে এয়ারপোর্টের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে দিন।

উনি বাড়ি চলে গেছেন।

গলার স্বরের নির্লিপ্ততা থেকে ডন বুঝল যে এর কাছে সহযোগিতার আশা করে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয়না। ডন ভাবতে লাগল, সত্যিই কি প্লেন নেই নাকি এটাও ঐ দলের চক্রান্ত যার সম্বন্ধে টেগার্থ সাবধান হতে বলেছিল। দলটি এত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করবে?

টেলিফোন নামিয়ে ডন ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একগোছা বড় স্কেলের ম্যাপ বের করল। এগুলো সে হাতের কাছে রাখত সব সময়। তারপর দ্রুতগতিতে বেরিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে হ্যারিও তৈরী।

ডন বলল, আমরা এখুনি লন্ডন যেতে চাই। কিন্তু গুণ্ডাদলের ঐ চক্র আমাদের কিছুতেই এ দেশ ছেড়ে বের হতে দেবে না তার জন্যে তারা কোনো দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবেনা। ট্রেনে ওঠার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না, গাড়ীতে যাওয়াও বিপজ্জনক হবে। প্লেন পাওয়া যাচ্ছে না সামনে

আমাদের কঠিন বাধা। ঐ বাধা পেরোতে আমরা বোটেই পাড়ি দেব। আমরা প্রথমে যাবো চিওগিয়া, তারপর পেরে মোহনা পর্যন্ত। সেখান থেকে নদীর উল্টোদিকে পিয়াসেনজা। সেখানে বোট ছেড়ে দিয়ে আমরা মিলানে যাবার প্লেন ধরার চেষ্টা করব।

কিন্তু কর্তা সে তো অনেক সময় লাগবে, হ্যারি বলল।

হ্যাঁ, কিন্তু আমি মনে করি ঐ গুণ্ডাগুলো কল্পনাও করতে পারবে না যে আমরা ঐ পথে যেতে পারি। ওরা রাস্তা এবং এয়ারপোর্টগুলোর ওপর নজর রাখবে। কপাল ভালো থাকলে ওরা হয়তো নদীর দিকে ততখানি সতর্ক থাকবে না। চলো, যাওয়া যাক?

চেরি এগিয়ে এসে বলল, স্যার আমি যদি কোনো কাজে আসি...

ডন হেসে বলল, চেরি, তুমি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছো, বাকি কাজটা আমাদের। আশা করছি, সাত দিনের মধ্যে দেখা হবে। যদি না এসে পৌঁছুই তবে সব বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেও।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেলেও ঘাটে টুরিস্টদের ভীড় তখনও কমেনি। ভীড় ঠেলেঠুলে ডন আর হ্যারি গুইসেপের নৌকোর দিকে এগোতে লাগল। বোট স্টেশনে গুইসেপ ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এগোতে এগোতে ওরা একটা সরু গলির মুখে এসে পৌঁছল। এই গলিটার অন্য প্রান্তেই প্রাইভেট মোটর বোটগুলি রাখার জায়গা।

সেখানে পৌঁছতেই ডনের কানে এলো গুইসেপ কার সঙ্গে যেন রাগারাগি করছে। কি আবার হল?

মাথার ওপরের ক্ষীণ আলোয় ডন দেখল তার বত্রিশ ফুট লম্বা কেবিন সুদ্ধ মোটর বোটটির ওপর দাঁড়িয়ে গুইসেপ ওবার-অল-পরা একটা মোটা লোকের দিকে ঘুঁষি পাকিয়ে গালিগালাজ করছে আর লোকটা তার হাত বাড়িয়ে কাঁধ ঝাকাচ্ছে।

গুইসেপের পাশে গিয়ে ডন নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

গুইসেপ বলল, সিনর, এই শুয়োরের বাচ্চাটার কাছে পেট্রোল আছে, বলছে নেই। ব্যাটা কুঁড়েমি করে পাম্প খুলে দেখবেনা।

মোটা লোকটা ডনের দিকে ঘুরে অভিবাদন জানাল।

সিনর, বড় আপশোষের কথা, আমার পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে। আর এই বোকা মাঝিটা আমার কথা বিশ্বাস করছে না। কাল সাপ্লাই আসবে। তখন সিনর যত চান দেব।

ট্যাঙ্কে কত পেট্রোল আছে? ডন জিজ্ঞেস করল।

একটা একেবারে খালি, অন্যটা অর্ধেক ভর্তি।

হ্যারি নিঃশব্দে মোটা লোকটার পেছনে গিয়ে পাম্পটার গায়ে একটা হালকা লাথি ঝাড়ল। আওয়াজ শুনে বুঝল যে ট্যাঙ্কটা ভর্তি। বলল, কর্তা ও মিথ্যে বলছে। আমাদের যতটা পেট্রল দরকার, ওর কাছে তার চেয়ে বেশী আছে।

মোটা লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে রেগে গিয়ে ইতালিয়ান ভাষায় তুবড়ি ছুটিয়ে দিল। হ্যারির একবর্ণও বোধগম্য হলনা। সুতরাং ওর বকবকানি মাঠে মারা গেল।

ডন ইশারা করতেই গুইসেপের চওড়া হাতের পাকানো ঘুঁষি মোটা লোকটার মাথায় আছড়ে পড়লো। হ্যারি বিনীতভাবে লোকটির পড়ন্ত শরীরকে ধরে সামনের পাথর বাধানো রাস্তায় শুইয়ে দিল।

ডন দৌড়ে বোটের দিকে যেতে যেতে বলল, নাও চাবি বের করে পাম্প চালাও। জো, তুমি লোকটাকে আড়ালে নিয়ে যাও আর আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ওকে চোখে চোখে রাখো। ডন গুইসেপের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে ওকে দিতে বলল। আর বলল, ওর মুখ বন্ধ রাখার জন্যে ওকে কিছু ভয় দেখানো দরকার।

গম্ভীর মুখে গুইসেপ বলল, ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব। কিন্তু আমি কি আর কিছু করতে পারি না আপনার জন্যে?

না জো অনেক ধন্যবাদ।

গুইসেপ মোটা লোকটাকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে

গেল।

প্রথমে প্লেনে বাধা, তারপর পেট্রোল—ডন ভাবতে শুরু করল। কেউ এই পরিকল্পনার পিছনে না থাকলে এমন যোগাযোগ হওয়ার কথা নয়। মনে ইচ্ছে নাটজ্‌কা আগে থেকেই সতর্ক যাতে সে কোনো দিক দিয়ে পালাতে না পারে।

ট্যাঙ্ক ভর্তি করে বোটে উঠেই ইঞ্জিন চালু করল।

ডন বলল, যতক্ষণ না ঝিলে পৌঁছই ততক্ষণ আস্তে আস্তে চালাও।

বোট সরু নদী দিয়ে এগোচ্ছে, এমন সময় ওরা দৌড়নোর শব্দ পেল। হ্যারি বিড়বিড় করে বলল, একি, আরও গণ্ডগোল! বোটের স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিল। পিছন ফিরে ওরা দেখল ছায়ার মধ্যে দুটো পুলিশ দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে একজন চেঁচাল—

এই, বোট ফিরিয়ে আন।

কর্তা, থামব নাকি?

আস্তে করো, থেমো না। তৈরী থেকো। বলামাত্র যেন পালাতে পার। এই বলে ডন দাঁড়িয়ে রইল। বোটটা পুলিশগুলোর সামনে এলো।

কি ব্যাপার? ডন জিজ্ঞেস করল।

বোট ধারে আনো!

কেন কি ব্যাপার?

বেশ ভালো করেই জানো পেট্রোল চুরি করে কাটছো। বোট ধারে নিয়ে এসো।

ডন দেখলো এদের খপ্পরে পড়লে ব্যাখ্যা করতে করতে প্রচুর সময় নষ্ট হবে। ওকে ভেনিসে ধরে রাখবার এটাও একটা চাল হতে পারে।

ডন বলল, আমার তাড়া আছে। হ্যারি চলো।

বোটটার স্পিড বাড়িয়ে দিল।

ডন বলল, মাথা নিচু করো হ্যারি, ওরা গুলি ছুঁড়বে।

পুলিশগুলো গুলি ছোঁড়ার জন্যে তৈরীই ছিল, কিন্তু হ্যারি মোড় ঘুরিয়ে একটা চওড়া নদীর মধ্যে পড়ে গতিবেগ বাড়িয়ে দিল—বোট যেন জল কেটে উড়ে চলল।

মিনিট কুড়ি পরে একটু কম স্পীডে আর লিডার ঘাট পেরিয়ে পালেস্টিনার দিকে এগোতে লাগল। শর্টওয়েভ রেডিও রিসিভারের সামনে বসে ডন কানে হেডফোন লাগালো। হ্যারি বসল হাল ধরে। ওর ঠোঁট দুটোর মাঝখানে চাপা সিগারেট ও দৃষ্টি সজাগ। ব্যাপারটা খুবই উপভোগ্য লাগছিল। অনেকদিন কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেনি। হ্যারি যেন এই উত্তেজনা পাবার অপেক্ষায় দিন গুনছিল।

ডন হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেডফোন খুলে ফেলল। সিগারেট বার করতে পিছন ফিরে হ্যারির মুখোমুখি বসে ডন বলল, হ্যারি, নৌকো নিয়ে বেশীদূর যাওয়া যাবেনা। একেবারে রিমিনি পর্যন্ত সমস্ত তীরবর্তী শহরগুলোর পুলিশের কাছে এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে আমাদের ধরবার জন্যে। চিওগিয়া পুলিশের দুটো মোটর বোট আছে উপকূল পাহারা দেবার জন্যে আর এতক্ষণে আমাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমরা তো কোন অপরাধ করিনি যে আমাদের ধরবে, হ্যারি বলল।

ডন জবাব দিলো, সেটা কোনো কথাই নয়। আমাদের জোর করে পেট্রোল নিতে বাধ্য করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইতালীর সমস্ত পুলিশ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা দেশ জুড়ে আমাদের খোঁজে তল্লাসী চালাবে। নাটজ্‌কার কাজ তারাই করে দেবে। এই লম্বা বোট বহুদূর থেকে দেখা যায়। এর বর্ণনা শুনলে একজন মূর্খও একে চিনতে পারবে। নিশ্চয় এতক্ষণে রেডিওতে আমাদের বোটের বর্ণনা প্রচার শুরু হয়ে গেছে। পো-পর্যন্ত যাবার আগেই হয়তো আমরা ধরা পড়ব। উপসাগরের পুলিশ বোট দুটো না থাকলে ত্রিয়েস্ট যাবার চেষ্টা করা যেত কিন্তু তাতে বড় বেশী ঝুঁকি। এখন আমার মনে হচ্ছে সব থেকে নিরাপদ হবে মূল ভূখণ্ডে ফিরে গিয়ে বোট ছেড়ে হেঁটে পাদুয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করা। ঐ পুলিশ দুটো নিশ্চয় দূর থেকে আমাদের পোশাক ভালো করে দেখতে পায়নি। সুতরাং আমরা কি পরে আছি সে বর্ণনা দিতে পারবেনা। বোট ছাড়াই আমাদের

পায় পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

হ্যারি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে কর্তা। আমরা চিওগিয়া পৌঁছবার আগে ঘুরে যাবো। আমরা এখনই ঘুরবো, ডন বলল।

হ্যারি হালের মুখ ঘুরিয়ে দিল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডন বলল, স্পীড কমাও। ডনের মনে হল দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। ডন আবার হ্যারিকে বলল, আমার মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোথাও একটা মোটর বোট আছে। এঞ্জিন বন্ধ কর। হ্যারি থ্রটল-ভালব বন্ধ করতে মোটর বোটটা মন্থর গতিতে ঝিলের জল কেটে এগোতে থাকল।

হ্যারি আস্তে আস্তে বলল, কর্তা, ডানদিকে খুব জোরে আসছে।

ততক্ষণে শক্তিশালী এঞ্জিনের স্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

হ্যারি, একটা চালাকি করা যাক, অপেক্ষা করা যাক, ওরা হয়ত আমাদের নাও দেখতে পারে। এই বলে ডন সিগারেট নিভিয়ে দিল। তারা চাপা উত্তেজনায়, কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে থাকল।

হ্যারি হঠাৎ বলে উঠল, মনে হচ্ছে, সোজা আমাদের দিকে আসছে।

সিকি স্পীডে বাঁদিকে চালাও ডন হুকুম দেওয়া মাত্র হ্যারি খানিকটা স্পীড বাড়িয়ে দিল। কিন্তু এঞ্জিনে প্রায় শব্দ নেই বললেই চলে।

পুলিশ বোটের মৃদু শব্দ ক্রমশ গর্জনে পরিণত হল। হঠাৎ সার্চ লাইটের চোখ ধাঁধানো আলোয় কালো জলে সাদা আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ল।

ডন হ্যারিকে বলল, এটা পুলিশের বোট কোন সন্দেহ নেই আমাদের পালাতে হবে। ফুল স্পীড।

বোট দ্রুতগতিতে জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল ওদের ওপর।

ডন বলল, আমাকে হাল ধরতে দাও। আমরা সমুদ্রের দিকে পালাবো। ওরা ধরতে পারবে না।

হ্যারি নিজের সীট ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, আরে বোটটার এত স্পীড হবে ভাবিনি। এই স্পীডে ওরা আমাদের ধরতে পারবে না।

ওদের পিছু নেবার জন্যে পুলিশের বোটকে একটি বড় অর্ধবৃত্তের আকারে ঘুরতে হল, ফলে সার্চলাইটের আলো ওদের হারিয়ে ফেলল। সেই সুযোগে ওরা অন্ধকারে পালাতে লাগল। পর মুহূর্তেই ওদের আলো ডন আর হ্যারির ওপর পড়ল। ডন গুড়ি মেরে বসে বলল, নিচু হও, ওরা যেন আমাদের চিনতে না পারে। হঠাৎ পেছনের বোটে একটা লাল আলোর ঝলকানি দেখা গেল, তারপর এলো বন্দুকের আওয়াজ। মাথার ওপর দিয়ে সাঁ করে একটা কিছু বেরিয়ে গেল। ডন বলল, নজর রাখো, ওরা অন্য বোটকে জানিয়ে দেবে। দুটি বোটের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকায় সার্চলাইটের আলোর ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ কমে আসতে লাগল। পিছনের বোটে আবার আলোর ঝল্কানি দেখা গেল। এবার বুলেটটা গিয়ে লাগল কেবিনের ছাদে—কেবিনের মধ্যে কাঠের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল।

হ্যারি বিড় বিড় করল, কে বলে ইতালীয়ানরা গুলি ছুঁড়তে পারেনা।

ডন থ্রটল-ভালবে চাপ দিয়ে বোটের গতি এবং দিক বদলালো। সার্চলাইটের আলোয় তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না। মনে হয় সেটা বুঝেই আলো নিভিয়ে দিল।

ডন বিরাট একটা চক্কর দিয়ে মূল ভূ-খণ্ডের দিকে ফিরে চলল। ওরা বাঁ-দিকে প্রায় সিকি মাইল দূরে পুলিশ বোটটির লাল বাতি দুটো দেখতে পেল। তারা এগিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে।

ডন বলল, আমরা ওদেরকে ধাঁধায় ফেলেছি ঠিকই, কিন্তু ওরা আবার ফিরে আসবে। তাই শুনে হ্যারি মন্তব্য করল, আমরা মূল ভূ-খণ্ড থেকে আধ মাইলের মধ্যেই আছি। আমরা কি সোজা তীর পর্যন্ত বোট নিয়ে যাবো?

নিশ্চয়ই, যদি না নিতান্ত প্রয়োজন হয়, আমরা পা ভেজাতে চাই না। খানিক বাদে আমাদের

অনেক হাঁটতে হবে।

হ্যারি পিছন ফিরে দেখল, তারপর বলল, ওরা অন্য বোটটাকে খুঁজে পেয়েছে। ওরা দেখতে পেল প্রথম পুলিশ বোট থেকে দ্বিতীয় পুলিশ বোটটার ওপর সার্চলাইট পড়েছে। দুটো বোটই দিক পরিবর্তন করে আবার মূল ভূ-খণ্ডের দিকে ফিরতে শুরু করল।

হ্যারি সরু গলায় বলল, কর্তা সাবধান, সামনে ডাঙা। ডন স্পীড কমিয়ে দিতে বোটটা ঢেউয়ের ওপর লাফাতে লাফাতে এগোতে থাকল। এসে বেলাভূমির কালো রেখা ফুটে উঠল।

ধাক্কার জন্যে তৈরী হও। এই বলে ডন বোটটা সোজা চালিয়ে দিল।

এর অল্প সময় পরেই ওরা বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে সামনের অন্ধকারে মিশে গেল।

* * *

পলাতক

।। এগার ।।

ডন আর হ্যারি দুজনেই হাঁটাতে বেশ ওস্তাদ। মাঝে মাঝে বহু রাস্তা হেঁটে ওরা হাঁটার অভ্যাস বজায় রাখত। তাই সামনের দীর্ঘ যাত্রার কথা ভেবে ওরা চিন্তিত হল না।

মিনিট দশেক এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা একটা রাস্তা পেল। ম্যাপটা দেখে ওরা বুঝল, ওটা 'পিওভ দি স্যাকো' পর্যন্ত গেছে।

খোলা জমি, তাকালে মাইলের পর মাইল দেখা যায়। এই দিনের আলোতে তাদের কোথাও লুকিয়ে থাকা দরকার। কারণ ওদের ফেলে আসা বোটটা এতক্ষণে পুলিশ আবিষ্কার করার পর নিশ্চয়ই তাদের খোঁজাখুঁজি করতে আরম্ভ করেছে।

আমার মনে হয় সোজা পাদেভো গিয়ে কাজ নেই। ডন বলল, পুলিশ নিশ্চয় বড় শহরগুলোতে আগে খুঁজবে। আমাদের গ্রামে আর ছোট শহরে আত্মগোপন করে চলতে হবে।

গাড়ীটা থাকলে কি ভালোই হতো, আফশোষ করল হ্যারি।

এখন নয় হ্যারি। এখন বরং বাসে ওঠা নিরাপদ।

জায়গাটা বড় খোলামেলা। দিনের আলো ফোটার আগে কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে।

আমিও সেটাই ভাবছিলাম। ডন বলল, কোনো খামারবাড়ি চোখে পড়ে কিনা নজর করো।

প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর ডন গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। দুজনেই রাস্তার পাশের একটা গর্তে লাফ দিয়ে লুকিয়ে পড়ল। গাড়ীটা কেবল সাইড লাইট জ্বেলে সাঁ করে চলে গেল। গাড়ীতে পুলিশের টুপি-পরা চারটে লোক। ওরা চলে যাবার পর সোজা হয়ে দাঁড়াল দুজনে। ডন বলল, নাঃ, ওরা বেশী সময় নষ্ট করেনি দেখছি। রাস্তা ছেড়ে মাঠের পথ ধরলেই ভালো হয়।

না কর্তা। আমার মনে হয় রাস্তা বরাবর যাওয়াই ভালো।

ডনের হাতঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কুড়ি। ওরা একটা খামারবাড়ী দেখতে পেল। মাথার ওপর ঝলমলে চাঁদ উঠেছে। চারিদিক মাঠ-ঘাট আলোয় ভেসে যাচ্ছে। রাস্তা থেকে একটু ভেতরে একটা ক্ষেতের মাঝখানে সাদা চুণকাম করা খামার বাড়ী।

দেখব নাকি, কর্তা? ওরা হাঁটার গতি কমালো।

ডন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বাড়ির থেকে আলাদা গোলাবাড়ি, গরুর গোয়াল ইত্যাদি।

ধরে নিতে পারো, পুলিশ আগে থেকেই প্রত্যেকটা চাষীকে সাবধান করে দিয়ে গেছে। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক।

ওরা ক্ষেতের মধ্যে নেমে খামারবাড়ীর একশো গজের মধ্যে আসতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

হলো তো। চলো, আবার রাস্তায় ফিরি।

দাঁড়ান কর্তা। কুকুরদের আমি ঠিক বশ করতে পারি। দেখিই না এটাকে পারি কিনা।

বড্ড দেরী হয়ে গেছে—

খামার বাড়ির দোতলায় এরপর আলো জ্বলে উঠল। কুকুরটা আরো জোরে চেঁচাতে লাগল। যুদ্ধের সময় অনেক সঙ্কটজনক মুহূর্তে হ্যারি শিক্ষা পেয়েছে যে আকস্মিক কিছু করে ফেললে

কল হয়। হ্যারি বলল, চলুন আমরা গোলাবাড়িতে গিয়ে ঢুকি। ওরা ভাববে আমরা কুকুরের ভয়ে পালিয়ে গেছি।

অন্ধকারে গোলাবাড়ির পিছন দিকে ওরা যখন পৌঁছেছে তখন খামার বাড়ির দরজায় শেকল খোলার শব্দ হলো। জানালা দিয়ে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলল, সাবধান বাবা, ভিটিওর আসা অবধি তুমি বরং অপেক্ষা করো।

ওর জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে মরব নাকি? নিশ্চয়ই কুকুরটাকে কেউ খাঁটাচ্ছে।

দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি, একটি ছেলের গলা পাওয়া গেল।

হ্যারি ফিসফিস করে বলল, তার মানে দুজন। বাবা তো কুকুরটাকে ছেড়ে দিলো দেখছি।

ডন বলল, এবার দেখাও তোমার কুকুর বশ করার কেরামতি।

হ্যারি এগিয়ে গেল। তখনি একটা বিরাট কালো কুকুর নিচু গলায় হুংকার ছেড়ে হ্যারির দিকে ছুটে এল।

হ্যারি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কুকুরটা ওকে শুঁকতে লাগল, তারপর আরো কাছে এসে লেজ নাড়তে লাগল। হ্যারি বসে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

ব্রুনো, এদিকে আয়, খুব কাছ থেকে চাষী ওকে ডাকতে লাগল।

যা, যা, হ্যারি আস্তে করে ঠেলে দিতেই কুকুরটা দৌড় দিল।

গোলাবাড়ির দরজাটা খুলে ওরা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। ডন টর্চটা জ্বেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

চলো, ঐ মইটা বেয়ে উঠি। কুঠুরীর ওপরে ওরা দেখল খড় ভর্তি। কুঠুরীর জানলা একটু ফাঁক করে ওরা দেখল নীচে দুটো লোক, লণ্ঠন হাতে। কমবয়সী ছেলেটার গলা পাওয়া গেল, বোধহয় বেড়াল-টেড়াল হবে বাবা। তার বাবা কি যেন বলে পিছন ফিরল।

বলল, কুকুরটাকে ছেড়ে দে। পুলিশকে খুশি করার জন্যে আমি সারা রাত বসে থাকতে পারব না। ওরা আমার জন্যে কি করেছে শুনি?

ওরা দুজন চলে গেল। একটু পরেই খামারবাড়ীর দরজা বন্ধের আওয়াজ পাওয়া গেল আর বাড়ীর আলোও নিভে গেল।

দারুণ দেখালে হ্যারি, ডন বলল, ওরা তো দেখছি শুয়ে পড়ল বোধহয়।

হ্যারি হেসে বলল, তাহলে আমরাও শুয়ে পড়ে একটু ঘুমনোর চেষ্টা করি এবার। কিছু খাবেন নাকি কর্তা?

না, না। এখন ঘুমিয়ে নিই। সম্ভবত কাল সারাদিন এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। কাল রাতের আগে বেরোনো যাবেনা। তারপর পাদোভার ওদিকের পাহাড়ে পৌঁছে গেলে দিনের বেলাতেও স্বচ্ছন্দে হাঁটা যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যারির নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। ডন জেগে জেগে চিন্তা করতে লাগল, এখনো লন্ডন অনেক দূর। তারপর দুটো দেশের সীমান্ত পেরোতে হবে। নাটজ্‌কো প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওদের ইতালীতে আটকানোর জন্যে। তারপরেও থাকছে ফ্রান্সের সীমান্ত পার হওয়া। কোথায়ও এতটুকু ভুল-ভ্রান্তি হলেই ধরা পড়ার ভয়। সুতরাং সামনে এখন কঠিন পথ পার হওয়া বাকী।

হ্যারির ধাক্কায় ডনের ঘুম ভেঙে গেল। কাঠের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। নীচে লোকজনদের কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাপার কি? ডন বলল।

একটা সবজি বোঝাই হবে বলে লরি এসেছে, পাদোভা যাবে। ওতে উঠে পড়লে হয়না?

চট করে উঠে পড়ে জানলা দিয়ে ডন দেখল, ঠিক নিচেই একটা বিরাট দশ-টনী ট্রাকে বাঁধাকপি বোঝাই হচ্ছে। সবুজ ত্রিপল দিয়ে অর্ধেকটা ঢাকা।

বয়স্ক চাষীটার সঙ্গে একটা কমবয়সী ইতালিয়ান। সম্ভবত তার নামই ভি টিওর। সে ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর তিনজনেই খামার বাড়ির দিকে চলে গেল।

ডন আর হ্যারি তড়িৎগতিতে কাঁধে থলে ঝুলিয়ে নীচে নেমে এল। বাক্সগুলো সরিয়ে দুজনে

কোনমতে নিজেদের জায়গা করে নিলো। সবে তারা কোনোমতে ত্রিপল ঢাকা দিয়েছে এমন সময় লোকগুলো ফিরে এলো।

কাল দেখা হবে। ড্রাইভারের গলা।

চাষী ড্রাইভারকে শুভেচ্ছা জানালো। পরক্ষণেই ট্রাকের ইঞ্জিন চালু হল। এবড়ো খেবড়ো মাঠ পেরিয়ে রাস্তা ধরল।

বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে বসে হ্যারি বলল, বাঁধাকপি আমার দু চোখের বিষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই খেয়েই থাকতে হবে।

ডন ম্যাপটা বার করে বসল। ডন বলল, আমরা কি সোজা পাদোভা যাবো, না মাঝপথে নেমে যাব। সেখান থেকে যাবো আবানো, ওটা পাপাড়ী জায়গা। তারপর হাঁটাপথে বারবানো। সেখান থেকে বড়রাস্তা ধরে ভিসেনজা। ভাগ্য ভালো থাকলে রাস্তায় বাস পেয়ে যেতে পারি। ব্রেসসিয়া পৌঁছে গেলে সেখান থেকে মিলান বেশি দূরে নয়। তবে ভালোয় ভালোয় মিলান পৌঁছে গেলেও প্লেনে ওঠার ব্যাপার আছে। যাকগে, আগে তো মিলানে পৌঁছই।

ঝাঁকানি খেতে খেতে আধঘণ্টা ধরে চলল তারা। ম্যাপ দেখে দেখে পথটা মেলাতে লাগল ডন।

আর বেশীদূর নয়! মনে হচ্ছে আর দশ মিনিটের মধ্যে আমরা পাদোভা পৌঁছে যাব।

হ্যারি বাক্সগুলো সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে রাখতে লাগল। নামলেই সমতল মাঠ, সেখানে লোকের চোখে পড়া খুবই সহজ।

কাঁধে থলিটা তুলে নিয়ে দূরের পাহাড়গুলো দেখিয়ে ডন বলল, আমরা সোজা পাদোভা না গিয়ে ঐখানে যাব। তাহলে আর ধরা পড়ার ভয় থাকবে না।

ট্রাকের পিছনের বোর্ডে ওরা পা ঝুলিয়ে লাফাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

রেডি? জিজ্ঞেস করল হ্যারি। তারপর দুজনেই একমুহূর্ত ঝুলে থেকে লাফ দিল। টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই রাস্তার ধারের পাথরের পাঁচিলের দিকে ওরা ছুট দিল। এধারে থাকলে ওরা মাঠের চাষীদের চোখে পড়ে যেতে পারে।

হ্যারি একটা সিগারেট ধরালো, বলল, এ জায়গা তো লুকিয়ে পার হওয়া যাবে না।

পাহাড়ে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে বলে মনে হয়? ডন জিজ্ঞেস করল।

অন্তত এক ঘণ্টা।

ঘড়ির দিকে তাকাল ডন। নটা বেজে কুড়ি।

ডন বলল, গোলাবাড়িতে থেকে গেলেই বোধহয় ভালো হতো। এখন এই চাষীগুলো তো আমাদের দেখতে পেয়ে যাবে।

ওরা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাবেনা। তিরিশ মাইল রাস্তা তো এগিয়ে এলাম, তাই বা কম কি?

পাঁচশো গজ দূরে চাষীরা মাঠে কাজ করছিল। কেউ বীট খুঁড়ছে, কেউ কাস্তে দিয়ে বীটের ডগা ছেঁটে দিচ্ছে, কেউ গাড়ীতে সব্জী বোঝাই করছে। ডন আর হ্যারি বারবার ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে পাঁচিল টপকে মাঠে নামল। কিন্তু চাষীরা কেউ তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজেদের কাজেই ব্যস্ত রয়েছে।

সামনে উঁচু-নীচু ঘাস জমি গিয়ে শেষ হয়েছে একটা ঢালে। তারপর থেকে পাহাড়ের সারি উঠে গেছে। তারপর সারি সারি পাহাড়ের থাক তার ওপারে বাক্‌ শিলিওন নদী।

ঘাস-জমি তখনো ওরা অর্ধেক পার হয়নি এমন সময় দূরে চীৎকার শোনা গেল।

এই সেরেছে! হ্যারি পিছন ফিরে তাকিয়ে ডনকে তাকাতে বলল। তারা দেখল তিনজন চাষী প্রাণপণে দৌড়ে আসছে আর ওদের হাত নেড়ে ডাকছে।

এগোও, এগোও! পুলিশ নিশ্চয় ওদের খবর দিয়েছে নয়তো ওরা নাটজ্‌কার লোকও হতে পারে।

আর একবার পিছন ফিরতেই ওরা দেখল তিনটে লোক আর নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডন বলল, দলবলকে ডাকতে গেছে বোধহয়। দৌড়োও হ্যারি। ওরা ছুটতে শুরু করল, ডন বলল,

পুলিশ এসে পড়ার আগেই আমাদের পাহাড়ে পৌঁছতে হবে। ডন তখন হাফাচ্ছে। ঘাস-জমির শেষে আর একটা পাথরের দেওয়াল। সেটা টপকে রাস্তা পার হয়ে আর একটা দেওয়াল। ঐ জায়গায় পৌঁছে ওরা আবার একটু ফিরে তাকাল।

আকাশের পটভূমিতে তাদের চোখে পড়ল ছ-জন লোক এগিয়ে আসছে। তাদের তিনজনের মাথায় চাষীদের টুপি, অন্য তিনজনকে ঠিক বোঝা গেল না তারা কে!

ওরা এসে গেছে। চলো কি করে দৌড়তে হয় ওদেরকে একটু দেখিয়ে দিই।

দৌড়নোর গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। চড়াইয়ে উঠতে তাদের একটু কষ্ট হচ্ছিল। চড়াই পার হয়ে ওরা আবার পেছন ফিরে দেখল ছয়জন আর এক সঙ্গে নেই। তাদের কয়েকজন উতরাই বেয়ে নামছে, দুজন পাথরের দেওয়াল টপকাচ্ছে। আর হাঁফাতে হাঁফাতে, মাঝে মাঝে থেমে উঠে আসছে একজন লোক।

হ্যারি বলল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এদের পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস নেই। ওরা দুজন ঢাল বেয়ে দৌড়তে লাগল।

আর একটা পাথরের দেওয়াল দেখে দুজনে খানিক দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ ডনের নজরে পড়ল সরু উপত্যাকার মধ্যে দিয়ে সিংগল ট্রাক রেল লাইন চলে গেছে। ডন বলে উঠল, আরে রেলওয়ে। ভুলেই গিয়েছিলাম।

জোর বরাত, হ্যারি কান খাড়া করে বলল, ট্রেন আসছে।

খাড়া ঢাল বেয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে তীর বেগে নেমে গেল ওরা। ওরা পৌঁছতে পৌঁছতে ঘণ্টায় পনেরো-মাইল বেগে টিকিড় টিকিড় করতে করতে একটা মালগাড়ি উদয় হল।

বাঃ, খাসা, হ্যারি বলল, ইঞ্জিনটা পার হয়ে গেলেই আমরা উঠে পড়ছি।

ওরা দুজনে ঝোপের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে রইল যাতে ইঞ্জিনচালক আর ফায়ারম্যান ওদের দেখতে না পায়। কয়েকটা ওয়াগন চলে যেতেই একটা খোলা-ওয়াগন ওদের সামনে দিয়ে গেল। তার উপরে চকচকে একটা ট্রাকটর আটকানো। ওরা দুজন খানিকক্ষণ পাশে ছুটে, একসময় লাফিয়ে উঠে পড়ল।

লুকোও, লুকোও, বলে ডন গড়িয়ে ট্রাকটরের তলায় চলে গেল।

উপত্যকা পার হওয়া অবধি ওরা ট্রাকটরের তলায় শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর ডন বলল, ওরা ঠিক ধরেছে আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি। হয়তো ওরা সামনের স্টেশনে ফোন করে দেবে।

টেলিফোন পেলে তো!

ওরা যদি পুলিশের লোক হয় তো অসুবিধা কিছু হবে না। ট্রান্সমিটার লাগানো গাড়ীই থাকবে। ঐ লাইনের পরের স্টেশনে ক্যাসটেল ফ্র্যাংকো। ওখানে অন্যদিক থেকে একটা রেললাইন এসে মিশেছে। সেটা ভিনসেন্‌জা পর্যন্ত গেছে। সেই লাইনটা ধরতে পারলে ভালো হয়।

এতে কতদূর যেতে পারব?

দশ মাইল। হাঁটার চেয়ে ভালো। এবার একটু খেয়ে নেওয়া যাক। চেরির তৈরী করা এক প্যাকেট স্যান্ডউইচ বার করল ডন।

খিদে যা পেয়েছে—একটা আস্ত ষাঁড় চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি। স্যানডউইচ চিবোতে চিবোতে হ্যারি প্রশ্ন করল, ভিনসেন্‌জা গিয়ে আমরা কি করছি?

শহরের মাঝখানে ঢুকবো না। কিছু খাবার দাবার যোগাড় করতে হবে। তারপর রাতের বাসে যাবো ভেরোনো। যদি বেগতিক দেখি আবার পাহাড়ে পালাবো।

যা বলবেন কর্তা। খাবার যদি কিনতেই হয়, তবে আর একখানা স্যান্ডউইচ দেখি।

* * *

বাসস্টপে ক্রীম আর নীল রঙের বড় সি. আ. টি বাসটা এসে দাঁড়াল। ধোপদুরস্ত পোশাক পরা দুজন চাষী, ভারি সুটকেশ হাতে একজন সেলসম্যান, আর হাতে পুঁটলী নিয়ে একজন স্ত্রীলোক বাসের দিকে এগিয়ে গেল।

বাসে আরও দুজন স্ত্রীলোক বসেছিল। ডন আর হ্যারি উঠে পড়ল। তারা ভেরোনা অবধি টিকিট কেটেছে। ড্রাইভারের পিছনের দুটো সিটে দুজনে বসে পড়ল।

বাস ছেড়ে দিল। ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দুপুর কিছুটা গড়িয়ে যেতে ওরা ভিনসেনজার উপকণ্ঠে পৌঁছাল। তারপর কিছু খাবার দাবার কিনে, সন্ধ্যেটা ওরা একটা সিনেমা হলে কাটালো। অন্ধকার হবার পর ওরা টাইম টেবল উল্টে দেখল, ভেরোনার বাস সাড়ে-নটায় ছাড়ে।

যাক, বাঁচা গেল। ভেরোনায় গিয়ে যদি একটা গাড়ী চুরি করা যায়। দেখা যাক, আবার ভাড়াও করা যেতে পারে। সকালের আগে ব্রেসসিয়া পৌঁছলে যথেষ্ট মনে করা যাবে।

গাড়ী নিয়ে মিলানে যাবেন না? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

মিলান যাবার আগে অটোস্ট্রাডা আছে। সেজন্য একটু ঘাবড়াচ্ছি।

অটোস্ট্রাডা কি কর্তা?

এই অটোস্ট্রাডা আছে মিলান থেকে ব্রাসাসয়া যাবার রাস্তায়। দু-দিকে চেক পয়েন্ট আছে। ঐ রাস্তায় ঢুকতে টিকিট কিনতে হয়। পুলিশ গার্ড থাকে।

তাহলে আগের মতো কোনো লরিতে উঠে পড়লে হয়না?

ওরা আমাদের খুঁজছে, হয়তো লরি থামিয়ে চেক করবে।

ঠিক দশটা বেজে দশ মিনিটে বাস এসে থামল টার্ভানেলে। যদিও ওরা সতর্ক হয়েই ছিল, তবু এমনভাবে আচমকা আক্রমণটা যে এসে পড়বে ওরা ভাবতে পারেনি।

হঠাৎই এক ঝাঁকুনিতে বাসের দরজা খুলে হেলমেট পরা একটা মোটর সাইকেল পুলিশ দরজা জুড়ে দাঁড়াল। কোমরে হলস্টারে রাখা আছে অটোমেটিক পিস্তল। তার হাতলে হাত দিয়ে পুলিশটা এসে দাঁড়াল।

বাসের যাত্রীদের ওপর চোখ বুলিয়ে হ্যারি আর ডনের দিকে তাকাতে তার চোখ আটকে গেল।

বাইরে আসুন, কর্কশ গলায় চীৎকার করে বলল সে।

আমাকে বলছেন, ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করল ডন।

পুলিশও ইংরাজীতে বলল, বাইরে আসুন।

ব্যাপার কি?

বাসের সমস্ত যাত্রীরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ড্রাইভার অস্বস্তিভরে পুলিশটিকে নিরীক্ষণ করছিল।

কাগজপত্র দেখান। পুলিশটা ডনের কাছে গেল।

থলিটা কাঁধে তুলে নিয়ে নিরুপায় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ডন। তারপর পুলিশটার কাছে এগিয়ে গেল।

বাস ড্রাইভার পুলিশটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, অনেকক্ষণ লাগবে নাকি? আমার আজ এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

এই দুজনের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। তুমি চলে যাও।

হ্যারিকে থলে নামাতে সাহায্য করার অছিলায়, ডন নিচু গলায় হ্যারিকে বলল, ব্যাটাকে ঘায়েল করতে হবে। ডান হাতটার দিকে খেয়াল রেখো।

বাস থেকে নামার পর আরো দুটো মোটর সাইকেল পুলিশ দেখে ওরা ঘাবড়ে গেল। বাসটা চলে গেল। প্রথম পুলিশটা মোটর সাইকেলের হেডলাইট জ্বালাতে রাস্তাটা আলোকিত হয়ে উঠল।

আপনাদের কাগজপত্রগুলো?

ডন জ্যাকেটের পকেটে হাত দিল। দ্বিতীয় পুলিশটা ডনের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে রইল। পাসপোর্টটা বার করে একজনের হাতে দিলো।

সেটার দিকে চোখ বুলিয়ে হ্যারির দিকে পাসপোর্টের জন্যে হাত বাড়াল। তারপর বলল, আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল।

কি অপরাধ? বলে ভালমানুষের মত টুপিটা খুলে মাথা চুলকোতে লাগল। আসলে এটা হ্যারির প্রতি একটা ইঙ্গিত।

হ্যারি কালবিলম্ব না করে আর থলিটা গদার মতো ঘুরিয়ে তার বারি মারল বন্দুক হাতে পুলিশটার দিকে। থলের তলায় একজোড়া কাঁটাওয়ালা বুট ছিল। সেই কাঁটা গিয়ে আঘাত করল পুলিশটার নাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল আর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

অন্য দুজন পুলিশ পিস্তলে হাত দেবার আগেই ডনের হাতে পিস্তল এসে গেছে।

নড়বে না, হুঙ্কার দিয়ে উঠল ডন।

হ্যারি বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে আহত পুলিশটার দিকে তাক করে ধরল। বাকি দুজনের দিকে তাকিয়ে ডন হুকুম করল 'পিছন ফেরো'।

ওরা পিছন ফিরতেই ডন ওদের পিস্তল হস্তগত করল।

হ্যারি ততক্ষণে একটা মোটর সাইকেলের স্পার্ক-প্লাগ খুলে নিজের পকেটে রাখল, তারপর অন্য দুটো সাইকেলে স্টার্ট দিল।

ডন তিনটে পিস্তল থেকে গুলি বার করে নিয়ে সেগুলো রাস্তায় ফেলে দিল।

তারপর প্রথম পুলিশটার কোমরে খোঁচা মেরে বলল, পাসপোর্ট দুটো।

পিছন না ফিরে পাসপোর্ট দুটো ডনের হাতে দিয়ে বলল, ভেবো না বেশিদূর যেতে পারবে।

চেষ্টা করেই দেখা যাক না। মুচকি হেসে ডন বলল, যাও মার্চ করতে করতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাও।

তিনজন পুলিশ অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

হ্যারি বলল, তাহলে ইতালীয়ানগুলোকে দেখানো যাক স্পীড কাকে বলে।

চলো, ডন বলল, ট্যাভার্নেল ছাড়িয়ে ঝড়ে গতিতে ওদের মোটর সাইকেল দুটো চলল ভেরোনার দিকে।

* * *

আকাশ ফুঁড়ে

।। বার ।।

অনেক রাস্তা পেরিয়ে ওরা চলে এলো। ইতিমধ্যে মিনিট কুড়ি মোটর সাইকেল চালিয়ে ওরা সি. আই. টি-র বাসকে ছাড়িয়ে এসেছে। ডন হ্যারিকে স্পীড কমাতে বলল। তারপর দু-জনে পাশাপাশি কাঁধে হাত রেখে এগোতে লাগল।

এবার আমাদের রাস্তা ছাড়তে হবে। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই সব মোবাইল পুলিশকে খবর দিয়ে দিয়েছে। এবার বোলতার ঝাঁক এসে উপস্থিত হবে।

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, এতক্ষণ এটা চালাতে বেশ ভালো লাগছিল। দারুণ স্পীড নেয়।

ডানদিকের রাস্তাটা নেব আমরা। ওটা পাহাড় অবধি গিয়ে থেমে গেছে। ওখান থেকে আবার হাঁটা শুরু করব। ওরা ভাববে আমরা ভেরোনা চলে গেছি।

এরপর ওরা ডান-দিকের চড়াইয়ের পথ ধরল। পথ যেমন খাড়া, তেমনি উঁচুনিচু। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল থেকে স্পীড কমিয়ে ওরা খুব ধীরে ধীরে যেতে বাধ্য হলো।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদে পাহাড় আলোয় ঝলমল করছে। ওরা মোটরসাইকেলের হেডলাইট নিভিয়ে দিল। চাঁদের আলোয় চারিদিক ভালোই দেখা যাচ্ছিল।

পাহাড়ের মাথায় উঠে ডন খানিক থেমে দেখল দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

হ্যারি আমরা সুইজারল্যান্ড সীমান্ত থেকে খুব দূরে নেই। এক কাজ করা যাক, মিলানে গিয়ে প্লেন না ধরে আমরা বরং সুইজারল্যান্ড চলে যাই। ওখানকার পুলিশ আমাদের বিরক্ত করবেনা। জুরিখ থেকে সহজেই প্লেন পাওয়া যাবে। ম্যাপ দেখে যা মনে হচ্ছে, চারদিন মতো হাঁটলে আমরা টিরানো পৌঁছে যেতে পারি। ওটাই সীমান্ত। ওখান থেকে একটা গাড়ী নিয়ে নেওয়া যাবে।

বেশ। তাহলে এখন কি করা হবে?

প্রথমে বাইক দুটো কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে। গ্রামের লোকেরা বাইকের আওয়াজ পেলে পুলিশে খবর দেবে।

কয়েক মিনিট খোঁজাখুজির পর একটা ঘন ঝোপ দেখতে পেল ওরা। মোটর সাইকেল দুটো ওখানে রেখে ঘাস পাতা চাপা দিয়ে দিলো ওরা। আবার রাস্তায় ফিরে এল।

চার ঘন্টা ওরা নিঃশব্দে হেঁটে চলল। হঠাৎ ডন থামতে বলল হ্যারিকে। তারপর বলল, এই পাহাড়গুলো পার হলেই আমরা রাস্তাটা পাবো। অবশ্য যদি না আমার হিসেবে ভুল হয়ে থাকে। এই সুযোগে একটু খেয়ে নেওয়া যাক।

পাহাড়ের মাথায় বসে ওরা গোগ্রাসে খেয়ে নিল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল, ওটা কি লেক?

হ্যাঁ, লেক গার্ডা। ওর ওদিক দিয়ে আমরা বেরিয়ে ছোট ছোট পাহাড় পাবো। সেগুলো পার হতে হবে। রাস্তা বিশেষ নেই। তাই এসমস্ত এলাকা পার হওয়া বেশ পরিশ্রম সাপেক্ষ।

হ্যারি পা ছড়িয়ে হেসে বলল, আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে। দেশ দেখা যাচ্ছে এই ফাঁকে।

ডনও ওর কথা শুনে হাসল। বলল, ভাগ্যিস তোমাকে আনিয়ে নিয়েছিলাম। এতটা পথ নাহলে একা একা পার হতে হতো। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো, আরো কিছু দেশ দেখা যাক।

আলা গ্রামের একটু ওপরে ভেরোনা-ট্রেনটো রাস্তা পার হয়ে ওরা যখন এগিয়ে চলেছে, তখন দূরে পাহাড়ের চূড়োগুলো সূর্যোদয়ের আলোয় লাল হয়ে উঠেছে। আরো এক সারি পাহাড় পার হতে সূর্য উপরে উঠে গেল। হাওয়ায় উষ্ণতা অনুভূত হল।

ভিজে ঘাসের ওপর ধপ করে বসে পড়ল ডন। বলল, এবারে ঘুমোবার ব্যবস্থা। দৃশ্যটা কেমন? চোখের সামনে রোদ ঝলমলে লেক গার্ডা। লেকের চারিদিক ঘিরে রয়েছে পাহাড়ের পর পাহাড়। মাঝখানে উপত্যকা, ক্ষেত খামার, গাছপালা।

ওহ্ দারুণ। কিয়ান্তির বোতলে একটা লম্বা চুমুক মেরে হাতের চেটোর উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে, থলি থেকে চাদর বার করে ঘুমোবার উদ্যোগ করতে লাগল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টা পরে একটা ভোঁ ভোঁ শব্দ কানে আসতে ডনের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কুঁচকে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকে জাগাল।

হ্যারি, নাড়াচড়া কোন না—শোনো।

প্লেনের শব্দ না?

হোভার প্লেন...ঐ দেখো।

হ্যারি চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল অস্পষ্ট দুটো বিশাল ফরিঙের মতো প্লেন, তাদের ডান দিকে, মাইল কয়েক দূরে উড়ছে।

পুলিশ নাকি ?

ডন মাথা নাড়ল। বলল, হতে পারে। আবার নাটজ্কার দলের লোকও হতে পারে। তাড়াতাড়ি চাদরের তলায় ঢুকে পড়। আমরা যদি একদম নড়াচড়া না করি তাহলে প্লেন থেকে কিছু বুঝতে পারবে না।

কয়েক মাইল দূর দিয়ে প্লেনটা সাঁ করে উড়ে গেল। তারপর আবার উল্টোদিকে ফিরে গেল।

ডন বলল, নাটজ্কা ছাড়া অন্য কেউ নয়। তন্নতন্ন করে খুঁজছে আমাদের। এরকম দুটো চক্কর দেবার পর একেবারে আমাদের মাথার ওপর এসে পড়বে।

এখন আমরা কি করতে পারি? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

কিছুই না। তবে আমাদের খুঁজে পেতে ওদের মুশকিলে পড়তে হবে। প্লেনটা যখন সবচেয়ে দূরে চলে যাবে তখন আমরা ঐ ঝোপটায় গিয়ে ঢুকব।

এরপর হোভার প্লেনটা ক্রমশ দূরে যেতে যেতে আকাশের গায়ে একটা বিন্দুর মতো দেখাতে লাগল। ওরা ঝটপট ঝোপের ভিতর গিয়ে লুকোলো। মিনিট দশেক পবে প্লেনটা ফিরে এলো। ডন ঝোপের ফাঁস দিয়ে দেখল প্লেন আগের চেয়ে অনেকটা নীচু দিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের চুড়ো থেকে মাত্র কুড়ি ফুট উপর দিয়ে। ডনের মনে হল ওরা খুব একটা নিরাপদে নেই।

হোভার প্লেনটা গোঁ গোঁ করতে করতে ফিরে এসে ওদের দুশো গজের মতো দূর দিয়ে উড়ে গেল লেকের দিকে ।

এবারে ফিরে এলে একেবারে আমাদের মাথার ওপর।

আমাদের দেখতে পেলে তার ব্যবস্থা আছে। হ্যারি বলল, শয়তানটা এমন চমকাবে না!

ডন বলল, ওরা আগে আক্রমণ না করলে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যেও না। বলা যায় না, নাটজ্কার সঙ্গে এর হয়তো কোন সম্পর্ক নেই।

ঐ দেখ এসে পড়ল।

হোভার প্লেনটা আবার ওদের দিকে আসতে লাগল। তারপর একটা ঢিবিতে গোঁত্তা খেয়ে প্রায় কুড়ি ফুট নিচে নেমে এল।

ডনের লুকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল এবার বোধহয় পাইলট ওদের নিশ্চয় দেখতে পাবে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল কেবিনের দরজা খুলে একজন ঝুঁকে আছে নিচের দিকে। সে কার্ডিও।

পরক্ষণেই প্লেনটা তাদের ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ল। প্লেনের হাওয়ার ঝাপটায় ঝোপের গাছগুলো ফাঁকা হয়ে গেল। ঝুঁকে পড়া কার্ডিওর মুখ এক নিষ্ঠুর হাসিতে ভরে উঠল, তারপরেই ক্রিকেট বলের মতো কি যেন একটা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল সে।

গ্রেনেড ছুঁড়ছে। সাবধান! চেঁচিয়ে উঠল ডন। হ্যারির অটোম্যাটিকের আওয়াজ হল। ঝোপের মধ্যে এসে পড়ল গ্রেনেডটা। প্রচণ্ড শব্দে মাটি কেঁপে উঠল। ডনের মাথায় চোট লাগল। মাথা ঘুরে গেল ওর, চোখের সামনে অন্ধকার।

কর্তা, ঠিক আছেন তো? বিবর্ণমুখে জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

ডন মাথায় হাত বোলাতে লাগল। প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেছে। চোখ খুলল সে। কিছুক্ষণের জন্যে সে কিছু মনে করতে পারল না কি হয়েছে। তারপর উঠে বসল। মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

পাথরের টুকরো ছিটকেছে।

এখন নড়াচড়া করবেন না কর্তা।

আমি ঠিক আছি।

দাঁড়ান রক্তটা বন্ধ করি। বলে হ্যারি তার থলি থেকে ফার্স্ট এইডের জিনিষপত্র বার করে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল।

কি হলো?

ছুঁচোটা বোম ছুঁড়েছিল। আমি গুলি মেরে ওর হাত জখম করে দিয়েছি। প্লেনটা উপত্যকায় গিয়ে নেমেছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ডন। নিচের দিকে তাকিয়ে ও দেখল প্রায় দশ মাইল দূরে একটা খামার বাড়ির সামনে প্লেনটা দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে সবুজ খেত।

হ্যারি দূরবীন দিয়ে দেখল প্লেন থেকে পাঁচজন লোক ওখানে দাঁড়িয়ে, তারা কার্ডিওকে নামাচ্ছে।

ডন দূরবীনটা চোখে দিল। এতদূর থেকেও ব্রুনো, বুসো, আর হান্সকে ও চিনতে পারল। খামার বাড়ির দরজায় কালো স্ল্যাকস আর ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া নাটজ্কা। দূর থেকে তার মুখ এবং অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। পাইলটের সঙ্গে কথা বলছিল কার্ল নাটজ্কা।

ঘাসের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে কার্ডিও। তার দিকে কারোর মনোযোগ নেই।

ডন যে পাহাড়টার ওপর দাঁড়িয়ে, পাইলটকে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলছে নাটজ্কা। নাটজ্কা চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তারপর লোক তিনটে ওর কাছে গেল। আবার পাহাড়ের দিকটা দেখিয়ে কি যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ওরা দৌড়ে গিয়ে একটা গাড়ি বের করে আনল। চারজন লোক্ বেরিয়ে এসে প্রথম গাড়ীটায় উঠল। আর বুসো হানস আর ব্রুনো দ্বিতীয় গাড়ীটায় উঠল। গাড়ী দুটো বেশ দ্রুতগতিতে ডনদের দিকে আসতে লাগল।

দূরবীনটা চটপট খাপের মধ্যে পুরে ডন বলল, ওরা আসছে। ওদের গাড়ী এখানে পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক সময় নেবে। তার মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে পিছনের দিক দিয়ে ওখানে পৌঁছতে হবে। হোভার প্লেনটার কাছে পৌঁছে গেলে ওটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

পাহাড় থেকে নামতে ওদের দশ মিনিট লাগল। তারপর ঝোপ-ঝাড় পাথর টপকে

খামারবাড়ীর দিকে যেতে লাগল। প্রায় মাইল সাতেকের পথ। ডনের মাথায় পায়ে যন্ত্রণা করছে। সে বুঝল তার পক্ষে এতখানি পথ পার হওয়া সহজ হবে না।

মাইল চারেক যাবার পর ঢাল শুরু হল। পাহাড়ের ধারে ওরা হামাগুড়ি দিয়ে নিচু হয়ে দেখল গাড়ী দুটো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বুসো একা পাহারায় আছে, অন্যেরা ঝোপ-ঝাড় টপকে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

ডন বলল, হ্যারি, প্রথমে গাড়ি দুটো অকেজো করতে হবে। তার আগে পাহারাদারটাকে সামলানো দরকার।

এখন মোট সাতজন পাহাড়ে উঠছে। হ্যারি আন্দাজ করল ওরা যে ঝোপে এতক্ষণ লুকিয়েছিল সেখান থেকে ওরা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে।

হ্যারি ফিসফিস করে বলল, আগে ওরা পাহাড়ের তলা অবধি চলে যাক। ওখান থেকে আমাদের দেখতে পাবে না।

হ্যারি আর ডন গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদের কানে এলো ব্রুনো বলছে, কি দরকার বাবা এত সব পাহাড় টপকানোর। কার্ডিও তো বলল দুটোই টেঁসে গেছে। মাথার ওপর গ্রেনেড ফেলেছে, আর থাকে। তার চেয়ে আমরা এখানে থাকি, ওরা গেলেই পারে।

বুসো বলছে হয়তো মরেনি। বেশী বকরবকর না করে এগোও দেখি, হাঁফাতে হাঁফাতে অন্যজন বলল। অগত্যা ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ব্রুনো চলল ওর সঙ্গে।

আরো কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর হ্যারি আর ডন নেমে পড়ে রাস্তার দিকে চলল। ওরা দেখল, বুসো ওদের দিকে পিছন ফিরে সিগারেট ফুঁকছে।

হ্যারি ডনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আমি যাচ্ছি কর্তা। আপনি এই ঝোপটার পিছনে থাকুন। সময় মতো আমি হাত তুলব। আপনি ঢিল-টিল কিছু ছুঁড়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

ডন মাথা নাড়ল। তখনো ওর মাথাটা কেমন ভার লাগছিল। ডন জানত, তার চেয়ে হ্যারি মারপিটে বেশী পটু।

হ্যারি বলল, তারপর আপনি গাড়ী দুটো অকেজো করবেন।

বুসো সে সময় উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করছে। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গালাগালি দিয়ে আবার রাস্তার ধারের উঁচু ধাপটায় গিয়ে বসল।

হ্যারি ডনকে খোঁচা দিয়ে নীচু গলায় বলল, আমি গেলাম। থলেটা নামিয়ে রেখে ঝোপের আড়াল দিয়ে ও নেমে গেল।

হ্যারি এত দ্রুত আর নিঃশব্দে নেমে গেল যে ডন চমৎকৃত। বুসো আর ওর মধ্যে যখন প্রায় দশ গজের ব্যবধান তখন ডন বুসোর মাথা লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ল।

পাথরটা বুসোর মাথায় না লেগে কাঁধে লাগল। চমকে উঠেই সামনের দিকে টাল খেয়ে পড়ল বুসো। ওদিকে পাথর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হ্যারি লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে। ও বুসোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই বুসো একেবারে ধরাশায়ী।

হ্যারিকে কয়েকটা ঘুঁষি কষাতে দেখল ডন। তারপর বুসোকে আর নড়াচড়া করতে দেখা গেল না।

এ তো কিছুই না, বলে হ্যারি দৌড়ে গিয়ে একটা গাড়ির বনেট তুলে ডিসস্ট্রিবিউটারের মাথাটা খুলে ফেলল। ততক্ষণে হ্যারির থলেটা তুলে নিয়ে গিয়ে ডন পৌঁছে গেছে।

আমরা অন্য গাড়িটা নিয়ে কেটে পড়ি চলো—বুসোর মস্ত টুপিটা মাথায় চড়িয়ে নিল ডন, তারপর গাড়ীতে স্টার্ট দিল ডন। পাশের দরজা খুলে হ্যারি ঢুকে পড়ল।

দূর থেকে একটা ক্ষীণ চীৎকার ভেসে এল। পাহাড়ের মাথায় যারা পৌঁছে গেছে তারা ওদের ওখান থেকে দেখতে পেয়ে সঙ্গীদের সতর্ক করে দিচ্ছে।

গাড়ীটা খামার বাড়ীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ডন। হ্যারি বলল, ওরা ওপর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছে।

ডন বলল, মাথা নিচু করে থাকো, ধরতে পারবে না। খামার-বাড়ীর ওরা ভাববে বুসো বুঝি ফিরে আসছে।

হ্যারি গাড়ীর মেঝেতে বসে পড়ল। ডন আরো জোরে গাড়ী চালিয়ে দিল। তিন-চার মাইল দূরে খামার বাড়ী। ঐ লোকগুলোর আমাদের কাছে পৌঁছতে কম করেও একঘণ্টা। ঐ সময়ের মধ্যে কার্ল, মারিয়া আর পাইলটকে জব্দ করে প্লেনটা নিয়ে পালাতে হবে।

টুপিটা মুখের ওপর টানতে টানতে ডন হ্যারিকে বলল, এবার আমরা খামারের ভেতর ঢুকেছি। কাঁচা রাস্তায় লাফাতে লাফাতে গাড়ীটা চলতে লাগল। কিছুটা দূরে হোভার প্লেনটা দাঁড়িয়ে আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ডন অনায়াসেই তখন প্লেনে উঠে পড়তে পারতো। কিন্তু তা না করে ভাবলো আগে অন্য লোকগুলোকে বন্দী করতে হবে।

হ্যারি অটোমেটিকটা হাতে নিয়ে রেখেছে। তার আর একটা হাত দরজার হাতলে, যাতে দরকার হলেই লাফিয়ে পড়তে পারে।

খামার বাড়ির সামনে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল। ডনের একটা হাতে স্টিয়ারিং আর এক হাতে পিস্তল। ডন ভেবেছিল নাটজ্কা বুঝি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কেউ এল না।

তুমি এখন আড়ালে যাও হ্যারি। আমি ওদের সামলাবো। কোনো গণ্ডগোল হলে তুমি বেরোবে।

আমিই যাই না কর্তা? হ্যারি অনুনয় করল।

না, যা বলছি শোন।

গাড়ীর দরজা খুলে তিনলাফে দরজার সামনে এসে উপস্থিত হল ডন। হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ছোট হল, সামনে সিঁড়ি, বাঁদিকে দরজা। পাইলট সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ডনকে দেখে সে তো হতভম্ব।

নিচু গলায় ডন বলল, একটি শব্দ করেছ কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি। পিস্তলটা ওর সামনে উঁচিয়ে ধরল।

মাথার ওপর দু-হাত তুলল পাইলট। ভয়ে তার মুখ সাদা।

নেমে এস।

আড়ষ্টভাবে নেমে এল পাইলট।

পেছন ফেরো।

ডন ওর সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দেখল কোথাও কোনো অস্ত্র লুকোনো নেই।

ওরা কোথায়?

দরজার দিকে দেখাল পাইলট।

যাও, কোনোরকম চালাকি করার চেষ্টা কোর না।

পাইলট দরজা খোলামাত্র ডন তাকে পিছন থেকে এক ঠেলা মারল। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাছেই বসেছিল কার্ল নাটজ্কা।

কেউ নড়বে না। ডন বলে উঠল।

জানলার ধারে বসে লাল আর সাদা উল বুনছিল মারিয়া। ডনকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু সে বোনা থামিয়ে দিল না।

নাটজ্কা হাঁটুর ওপর এক বিরাট ম্যাপ বিছিয়ে সেটা পর্যবেক্ষণ করছিল। ডনকে দেখে ম্যাপটা হাত থেকে খসে পড়ল। তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল।

আপনার জন্যে বড় ভাবনায় ছিলাম। মাথায় কি হয়েছে? মারিয়া বলল।

তোমার ভাইয়ের বন্ধুরা গ্রেনেড ছুঁড়েছিল। তবে তারা এমনই আনাড়ী যে বড় একটা লোকসান করতে পারেনি।

ইশ! নাটজ্কার দিকে ফিরে রাগতভাবে বলল মারিয়া, মিঃ মিকলেমের দিকে তোমার লোকেরা কেন গ্রেনেড ছুঁড়েছে। উনি আমার বিশেষ বন্ধু।

মারিয়াকে নাটজ্কা বলল, চুপ কর।

তারপর ডনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এদেশ ছেড়ে যেতে পারছ না বুঝলে? সমস্ত রাস্তায় নজর রাখা হচ্ছে। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। সব সীমান্তে পাহারা বসানো হয়েছে। সুতরাং ধরা তুমি পড়বেই। তার চেয়ে আমার সঙ্গে একটা সমঝোতা কর।

কোনো সমঝোতা তোমার সঙ্গে আমি করতে চাইনা, ডন বলল। সে ভাবছে কার্ডিও কোথায় গেল।

খাতাটা আমার চাই মিকলেম, দাম দিয়ে কিনে নেব, কার্ল বলল।

কি বোকার মত কথা বলছ কার্ল, মিঃ মিকলেম একজন কোটিপতি। মারিয়া ফোড়ন কেটে বলল।

আমার প্রাণ থাকতে ও খাতা তুমি হাতে পাচ্ছো না, ডন বলল।

বারান্দা থেকে হ্যারি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছেন তো কর্তা?

হ্যাঁ। কার্ডিও কোথায় আছে দেখো। চটপট ওর ব্যবস্থা করে এখানে চলে এসো। কথা বলার সময়ও ডনের সতর্ক চোখ নাটজ্কার দিকে নিবদ্ধ।

পাইলট তখনো মাটিতে পড়ে। সে ভয়ার্ত চোখে একবার ডনের দিকে আর একবার নাটজ্কার দিকে তাকাচ্ছে। মারিয়া হঠাৎ হাসতে হাসতে বলল, আপনি আমাদের কি ব্যবস্থা করবেন মিঃ মিকলেম? মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে দেবেন?

একটা দড়ি হলেই যথেষ্ট তারপর আপনার ভাইয়ের বন্ধুরা এসে আপনাকে উদ্ধার করবে।

যাক বাবা। বাঁচালেন। ভাবছিলাম আমার ভাই যা মারাত্মক, কিছু করে না বসে। কার্লের ব্যবহারের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। আসল কথাটা কি জানেন? নিজের প্রাণকে ও বড্ড বেশী দামী মনে করে। ও জানে ঐ পচা খাতাটা আনতে না পারলে ওকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। তার সঙ্গে আমাকেও। কে আর জেনেশুনে গুলি খেয়ে মরতে চায় বলুন? তবে নিজের প্রাণ বাঁচাতে অন্যদের খুন করারও আমি পক্ষপাতী নই।

ডন বলল, আপনি দয়ালু। তবে টেগার্থকে খুন করতে আপনাদের হাত কাঁপেনি। তবে আপনি যতটা বলছেন পরিস্থিতিটা অতটা নাটকীয় নয়। আপনাদের ফিরে গিয়ে হার স্বীকার করার দবকারটা কি? ফিরবেন কেন? কেটে পড়ুন। ডনের কথা শুনে মারিয়া হাসতে লাগল। ডনের মনে হল ওর মতো সুন্দরী আর নেই।

কোথায় লুকোবো আমরা? ওদের তো সর্বত্র দৃষ্টি। আমরা ঠিক ধরা পড়ব। তবে তুমিও যদি খাতাটা ফেরত না দাও, তোমাকেও ধরা পড়তে হবে। তোমাকে আমার ভাল লাগে ডন। আমি চাই না তোমাকে এরা মেরে ফেলুক।

তোমার কথামতো আমাকে ধরে ফেলার আগে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। কাজেই আমার জন্যে শুধু-শুধু দুশ্চিন্তা কোর না।

আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ডন।

হ্যাবি কোত্থেকে একটা দাড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বলল, কার্ডিও দোতলায় ছিল। ঝামেলা বিশেষ কবেনি।

পাইলটকে দেখিয়ে ডন হ্যারিকে বলল, একে বেঁধে ফেল।

নাটজ্কা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, পালাতে তোমরা পারবেনা। যদি খাতাটা না দাও, তাহলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। খাতাটা আমার চাই।

পালাতে পারব না কেন? হোভার প্লেনটাতো আছে। ডন বলল।

তুমি চালাতে পারবে না।

কার্ল, তুমি ভুল করছো, মিঃ মিকলেম একজন ভালো পাইলট, মারিয়া বলে উঠল।

চুপ কর, খিঁচিয়ে উঠলো নাটজ্কা। হ্যারি ইতিমধ্যে পাইলটকে বেঁধে নাটজকার কাছে আসতে নাটজ্কা ওর টুটি টিপে ধরল। নাটজ্কা যে এটা করতে পারে সেটা আগে থাকতে আন্দাজ করে ঝটকা মেরে তার হাত সরিয়ে দিয়ে, ডান হাতে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি কষাল হ্যারি।

চোখ কপালে উঠে, নাটজ্কা পড়ে যাবার উপক্রম হল। হ্যারি তাকে এক ধাক্কায় চেয়ারে বসিয়ে দিল।

মারিয়া মুখ শক্ত করে জানলায় দাঁড়িয়েছিল।

মারিয়া বলল, ডন, ওরা আসছে তাড়াতাড়ি কর।

হ্যারি লাফ মেরে জানলা দিয়ে দেখল। বলল, সত্যিই কর্তা। ওরা এসে গেছে প্রায়। নিশ্চয়ই পথে কোন গাড়ী পেয়ে গেছে।

দ্রুতহাতে মারিয়াকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল হ্যারি। ওকে জিজ্ঞাসা করল, লাগছে না তো মিস?

মারিয়া ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলল, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। এবার ডনের দিকে তাকিয়ে বলল, বিদায়। আশা করি পালাতে পারবে।

ডন একমুহূর্ত দ্বিধাবোধ করল। মারিয়াকে সঙ্গে নেবে কি? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল ভেনিস ছাড়ার চেষ্টা। নাঃ, মেয়েটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

বিদায় তাহলে, ডন বলল।

ওরা দৌড়ে গিয়ে প্লেনে উঠল, ততক্ষণে একটা খোলা গাড়ি করে পাঁচজন লোক মেঠো রাস্তা দিয়ে তীরবেগে এগিয়ে আসছে।

ডন যন্ত্রপাতির প্যানেলটা দেখে নিল। তারপর স্টার্ট দিল। মাথার উপরের এয়ার স্ক্রুটা ঘুরতে শুরু করেছে।

এদিকে হ্যারি কেবিনের খোলা দরজায় হাঁটুগেড়ে বসে মোটরগাড়ী লক্ষ্য করে গুলি চালালো। গাড়ীর কাঁচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। গাড়ী থেকে পাঁচজন লোক বেরিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

প্লেন আকাশে উঠল। বুসো গাড়ীর পেছনে গুড়ি মেরে বসে হ্যারিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। একটা বুলেট হ্যারির মুখের পাশ দিয়ে চলে গেল। আর একটা প্যানেলে লেগে ঘড়িটা ভেঙে দিল।

এরপর নীচের লোকগুলো সবাই একসঙ্গে গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু প্লেন তখন উঁচুতে উঠে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

* * *

কিস্তি

।। তের ।।

এতক্ষণে নিজেদের নিরাপদ মনে হল ওদের। থলি থেকে সলোমি সসেজ বার করল। ছুরি দিয়ে মোটা একটা টুকরো কেটে ডনকে বলল, চালাতে চালাতে খেতে পারবেন তো কর্তা?

খেতে আমি সব সময়েই পারি, ডন উত্তর দিলো।

আমরা কি এখন লন্ডন যাচ্ছি নাকি?

পাগল? কুড়ি মিনিটের পথ যাবার মতো পেট্রোল আছে কিনা সন্দেহ।

তাহলে আবার হাঁটতে হবে?

মনে হচ্ছে তাই। সীমান্তটা পার হতে পারলেই যথেষ্ট মনে করব।

নীচের দিকে পাহাড়ের সারিগুলো ক্রমশঃ এগিয়ে আসা লক্ষ্য করে হ্যারি প্রশ্ন করল, কোনদিকে যাচ্ছেন কর্তা?

টিরেনো। সীমান্ত শহর। ওখান থেকে একটু উত্তরে সেন্ট মেরিজ। পেট্রোল অতক্ষণ থাকলে তবে। একবার সুইজারল্যান্ড পৌঁছে গেলে আমরা নিরাপদ। ওখান থেকে জুরিখের ট্রেন ধরে তারপর প্লেনে লন্ডন।

পেট্রোল মিটারের দিকে তাকিয়ে ডন দেখল কাঁটা ক্রমশ শূন্যের ঘর ছুঁই ছুঁই। আর মিনিট তিন/চারের মধ্যেই ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যাবে।

হ্যারি দেখ তো প্যারাসুট আছে কিনা?

হ্যারি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, না কর্তা, দেখছি না কোথাও।

ঐ দেখ টিরেনো এসে গেছে।

সিটের পিছনে দেখছিল হ্যারি। নিচের শহরটির দিকে তাকিয়ে সে আবার খোঁজা শুরু করল।

ডন হঠাৎ বলে উঠল, ইস্। আমি কি বোকা। একটা বাড়তি পেট্রোল ট্যাঙ্ক তো থাকবার কথা। ডন দু-চারটে সুইচ নাড়াচাড়া করতে লাগল। একটু পরেই দেখা গেল কাঁটা নড়তে শুরু করেছে।

ডন আবার বলল, যাক, অন্তত আরো কুড়ি মিনিটের মতো নিশ্চিন্ত। ম্যাপ বার করো হ্যারি। নামবার মতো একটা জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। পঞ্চাশ ফিট নিচে সুইজারল্যান্ড সীমান্তের বরফঢাকা পাহাড় চুড়োগুলো। ডন আরো উঁচুতে উঠল।

সমতল থেকে কত দূরে আছি আমরা?

দেখে তো মনে হয় অনেক দূর।

ম্যাপটা দেখি। কোনোমতে পৌঁছে যাব, যা মনে হচ্ছে।

আর দশ মিনিট কেটে যাবার পর মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল তারা। পেট্রোলের কাঁটা তখন শূন্যতে ছুঁই-ছুঁই। নীচে সবুজ সমতলভূমি। সেখানে ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। দূরে চাষীদের কাঠের বাড়িগুলো ছবির মতো লাগছে।

সুন্দরভাবে প্লেনটাকে মাটিতে নামালো ডন। সেখান থেকে সিকি মাইল দূরে মোটর রাস্তা পাক দিয়ে পাহাড়ে উঠেছে।

চল, কেটে পড়ি।

নয়তো এখুনি লোকজনরা নানারকম প্রশ্ন করতে পারে। ডন কাঁধে থলি তুলে নিল।

কর্তা, আবার হাঁটা? দুঃখের স্বরে জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

দেখা যাক, যদি কারো গাড়ী পেয়ে যাই।

মাঠ-জমি পেরিয়ে ওরা পাকা রাস্তায় পড়ল। প্লেনটার দিকে তাকালো দুজন। বড় বেমানান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্লেনটা। ঘণ্টা খানেক হেঁটে এগোতে এগোতে ওদের কানে মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ এসে পৌঁছালো। একটা বিশাল লরি ওদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ডন হাত নাড়তে লরিটা থেমে গেল। নীল চোখের ড্রাইভারটা ওদের দিকে আগ্রহ ভরে তাকালো।

ডন ফরাসীতে জিজ্ঞেস করল, আমাদের সেন্ট মেরিজে পৌঁছে দিতে পারেন?

ড্রাইভারটি বেশ দিলদরিয়া লোক। বলল, উঠে পড়ুন। গল্প-টল্প করতে আমি খুব ভালবাসি।

সমস্তক্ষণ ড্রাইভারটা বকর-বকর করে গেল। ও এখুনি আসতে আসতে একটা হোভার প্লেনকে পাহাড় পার হয়ে আসতে দেখেছে, সেই কথা।

চলো, স্টেশনে গিয়ে জুরিখের ট্রেন ধরি। ডন বলল, তারপর সেখান থেকে প্লেনে লন্ডন।

স্টেশনে গিয়ে শুনল এইমাত্র ট্রেন চলে গেছে। পরের ট্রেন একঘণ্টা বাদ।

চলুন কর্তা, একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে একটু খাওয়া-দাওয়া করা যাক। হ্যারি প্রস্তাব দিলো।

ডন রাজি হল না, বলল, না হ্যারি, একমুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। নাটজ্‌কা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্য কোনো মতলব এঁটেছে। তার চেয়ে আমি একটা গাড়ী ভাড়া করার ব্যবস্থা করে দেখি। তুমি শিগগির, মিনিট কুড়ির মধ্যে খাবার কিনে ফিরে এসো।

ডনের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। প্যালেস হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে তার জানাশোনা ছিল। তাঁকে বলে একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করা গেল। বড় কালো বুগাটি গাড়িটা আসতে দেখে হ্যারির তো দন্ত-বিকশিত হয়ে গেল। সে তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সসেজ চিবোচ্ছিলো। যুদ্ধের আগে হ্যারি একজন মোটর রেসিং তারকার গাড়ী সারাতো। কাজেই তার ধ্যান-জ্ঞান ছিল বড়-গাড়ী।

ডন জানত সে যতই গাড়ী চালাক, হ্যারি তার চেয়ে ঢের গুণে বেশী ভালো গাড়ী চালাতে পারে। সেজন্যে সে ড্রাইভারের আসনটা হ্যারিকেই ছেড়ে দিল।

হ্যারি গাড়ী চালাতে লাগল। ডন ম্যাপটা দেখতে দেখতে বলল, ভালো রাস্তা পেলে জুরিখ হল একশো পঞ্চাশ মাইল। এখন বাজে চারটে বাজতে কুড়ি। রাস্তার বাঁক, গাড়ীর ভিড় ইত্যাদি অসুবিধে কাটিয়ে আমাদের ওখানে পৌঁছতে সাড়ে আটটার বেশী হওয়া উচিত নয়।

পেট্রোলের অবস্থা কি? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

ট্যাঙ্ক ভর্তি। এছাড়া দুই গ্যালনের চারটে টিনও নিয়ে নিয়েছি। দরকারের চেয়ে বেশীই আছে। শহর পেরিয়ে সিলভাপ্লামা রোডে পড়ে হ্যারি গাড়ীর খেল দেখাতে লাগল।

দশ মিনিটে তারা পৌঁছে গেল সিলভাপ্লানা—তারপর পাহাড়ের রাস্তায় উঠল গাড়ি।

রাস্তাটা সর্পিল, তাছাড়া ভীড়ও যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পীডে গাড়ী এগিয়ে চলল। হ্যারির অনেকদিনের অভিজ্ঞতা বশতঃ একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যার ফলে সে উল্টোদিকের বাঁক থেকে হঠাৎ কোনো গাড়ী আসছে কিনা অনুমান করে নিতে পারত। ডন দেখল, যে বাঁকে হ্যারি নিজে থেকেই স্পীড কমাচ্ছে সেখানে ঠিক পরমুহূর্তেই ওদিক থেকে একটা গাড়ী এসে উপস্থিত হচ্ছে।

হ্যারি, এয়ারপোর্টে খুব সাবধান হতে হবে, ডন বলল, নাটজ্‌কা জানে আমরা কোনোমতে একবার লন্ডনের প্লেনে উঠে পড়তে পারলে ওর সব জারিজুরি শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং শেষ কামড় বসানোর জন্যে ও তৈরী হয়ে থাকতে পারে। তুমি আমাকে এয়ারপোর্টের বাইরে নামিয়ে দিও। তোমাকে ওরা ততটা চেনে না। তুমি দুটো টিকিট কিনে উঠে পড়ো, আমি একেবারে শেষমুহূর্তে যাবো।

তার চেয়ে আমি নেমে যাই, আপনি গাড়ীতে থাকুন। আমি কোনো বিপদে পড়লে আপনি গাড়ী নিয়ে পালাতে পারবেন।

ঠিক বলেছ, বলল ডন। চল্লিশ মিনিট পরে ওরা চুর নাথের শহরটা পার হয়ে গেল। আরো মাইল দশেক যাবার পর হঠাৎ গাড়ির স্পীড কমে গেলে হ্যারি বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল।

কি হলো? ডন জিজ্ঞেস করল।

পেট্রোল তো ফুরোতে পারে না!

অথচ গাড়ী একেবারে চলছে না। সেন্ট মেরিজেই তো পনেরো গ্যালন নিয়েছি। হ্যারি দরজা খুলে নেমে গেল দেখতে। গোলমালটা আবিষ্কার করতে তার বেশিক্ষণ লাগল না।

কেউ পেট্রোলের মধ্যে জল ঢেলে দিয়েছে, কর্তা।

নাটজকার শেষ চেষ্টা তাহলে আগেই হয়ে গেল, ঠিক আছে। ট্যাঙ্ক খালি করে ফেল, ডন পিছনের ডালা থেকে চারটে পেট্রোলের টিন নিয়ে এল।

ট্যাঙ্ক খালি করতে মিনিট কয়েক সময় লাগল। তারপর একটা টিনের ঢাকা খুলে শুঁকতেই ডনের মুখ গম্ভীর হল, বলল, পেট্রোল নয়। এর মধ্যে কেবল জল ভরা।

হ্যারি ভাবলেশহীন মুখে বলল, ভারী জব্দ করেছে এবার। কিন্তু কিছু তো করতে হয়। গাড়ি থামিয়ে চুর ফেরার চেষ্টা করব এবার?

ডন রেগে গিয়ে বলল, আমার এসব বোকামির কোন তুলনা হয়না। ঠিক পেট্রোল দিচ্ছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত ছিল আমার। গাড়ীটা আমরা ছাড়বনা হ্যারি। চুর গিয়ে পেট্রোল নিয়ে এলে বরং তাড়াতাড়ি হবে।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে দু-হাতে দুটো টিন ঝুলিয়ে ডন চলে গেল। হ্যারি গাড়ীতেই রইল।

মাইল দেড়েক হাঁটার পর একটা ছোট গাড়ী আসতে দেখা গেল, ডন মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমনভাবে হাত নাড়তে লাগল যে ড্রাইভার গাড়ী থামাতে বাধ্য হল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ীর দরজা খুলে দিল লোকটা। বয়স্ক লোক, মোটাসোটা চেহারা। লোকটা সারাটা রাস্তা গজ গজ করতে লাগল, আমার গাড়ীতে লোক তোলার কথা নয়। তারপর একটা ছোট গ্যারাজের সামনে ডনকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ীটা অদৃশ্য হল।

একটা রোগা, ওভারঅল পরা লোক বেরিয়ে এল। তার সন্দেহজনক দৃষ্টি ডনকে সতর্ক করে দিলো।

টিন দুটো দেখিয়ে ডন বলল, ভরে দাও।

আমাদের পাম্প এখন বন্ধ বলে লোকটা পিছন ফিরে ছোট মতো একটা ঘরে ঢুকে গেল। ডন ওর পিছু পিছু ঢুকল। ঢোকার পর দেখে লোকটা একটা রেঞ্চ উঁচিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে। ডনের মাথা লক্ষ্য করে ওটা চালাবার আগেই ডন এক লাফে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডনের হাতে পিস্তল লাফিয়ে উঠল।

পিস্তল দেখে লোকটার চক্ষুস্থির। ভয় পেয়ে মুখটা সাদা হয়ে গেল। তার হাত থেকে রেঞ্চ খসে পড়ল।

অনেক খেল দেখালে, এবার বাধ্য ছেলের মতো এ দুটো ভরে দাও তো। মনে রেখো এখান থেকে গুলি চালালেও তোমার পা ফুটো হয়ে যাবে।

লোকটার পা কাঁপতে লাগল। সে ভয়ে ভয়ে তেল ভরতে লাগল। ডন পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। পাম্পের কাছে দাঁড় করানো ছিল একটা ট্রাক। ডন ওকে বলল, টিন দুটো ঐ ট্রাকে তোলো। তারপর তুমিও ওঠো। আমরা একটু হাওয়া খেয়ে আসি। ব্যাজার মুখ করে লোকটা ডনের আদেশ পালন করল।

স্যারগামস রোডের দিকে চলো। খুব তাড়াতাড়ি। গ্যারাজ পার হয়ে কিছুদূর আস্যার পর ডন জিজ্ঞেস করল, আমাকে পেট্রোল না দেওয়ার জন্যে তোমাকে হুকুম করা হয়েছিল? লোকটা চুপ করে রইল।

ডন পিস্তলটা দিয়ে ওর কোমরে খোঁচা দিয়ে বলল, যদি বেঁচে থাকতে চাও চটপট বলে ফেল।

ওরা ফোন করেছিল। আমি কেবল ওদের হুকুম তামিল করেছিলাম।

কতক্ষণ আগে ফোন করেছিল?

একঘণ্টা আগে।

ডন শুনে চমকে উঠল। তাহলে এতক্ষণে জুরিখ এয়ারপোর্টে ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে। কি করা যায় চিন্তা করতে করতে পথের ধারে হ্যারিকে দেখা গেল।

ঐ গাড়ীটার পাশে থামাও, ডন বলল।

হ্যারি দৌড়ে এসে টিন থেকে ট্যাঙ্কে পেট্রোল ঢালতে শুরু করল। ডন লোকটাকে পেট্রোলের দাম চুকিয়ে বলল, যাও, বেশী কথাবার্তা বলার দরকার নেই।

লোকটা কটমট করে তাকিয়ে গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

ডন আর হ্যারি আবার চলতে শুরু করল। এবারে হ্যারি বেপরোয়া গাড়ী চালাতে লাগল। একঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে।

রোগা লোগটাকে ফোনে হুকুম দেওয়ার কথা ডন হ্যারিকে জানাল।

নাটজ্কা ঠিক জানে আমরা এই পথে যাচ্ছি এবং প্লেনে যাতে আমরা উঠতে না পারি তাবজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

এ গাড়ীটা রাখা কি ঠিক হবে?

না। গ্যারাজের লোকটা তো ফিরে আমাদের বর্ণনা জানিয়ে দিয়েছে। রাস্তাতেই ফাঁদ পাতার চেষ্টা চালাবে ওরা। ভেবে দেখি, তুমি ততক্ষণ চালাও।

জুরিখ লেকের পাশ দিয়ে পচানব্বুই মাইল স্পীডে গাড়ী চলতে লাগল।

ডন হঠাৎ বলল, একটা উপায় আছে। রাত পর্যন্ত কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থেকে, তারপর লুকিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়া।

সেটা খুব সহজ হবেনা।

কিন্তু এ-ছাড়া তো আর কোন উপায়ও দেখছি না। ওরা নির্ঘাত আমাদের জন্যে এয়ারপোর্টে বসে আছে।

হ্যারি একটু চিন্তা করল। তারপর একগাল হেসে বলল, আমরা যদি স্টুয়ার্ড সেজে চলে যাই?

বাঃ, দারুণ আইডিয়া। এয়ার পোর্টের কাছাকাছি কোথাও গাড়ীটা বিদায় করতে হবে। তারপর পোশাক বদলে এয়ার পোর্টে ঢুকব। তারপরের কথা তখন দেখা যাবে। দুজন স্টুয়ার্ডকে আটকে রেখে তাদের বদলে আমরা চলে যাবো।

আটটা চুয়াল্লিশে ওরা জুরিখ পৌঁছাল।

সেন্ট মেরিজের প্যালেজ হোটেলের ম্যানেজার বলেছিল গাড়ীটা ইয়োরোপা হোটেলে পৌঁছে দিতে। ডন হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ম্যানেজার ওর ধূলিধূসরিত চেহারা দেখে প্রথমে কথা বলতে চাননি। তারপর ডনের নাম শুনে বিগলিত হলেন।

ওঃ! মিঃ মিকলেম, ঠিক ঠিক। এখন চিনতে পেরেছি। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?

অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করে ডন বলল, আমাদের কয়েকঘণ্টার জন্যে একটা ঘর দিন আর গরম খাবার পাঠিয়ে দিন ঘরে।

নিশ্চয়ই। এ আর এমন কি।

আর, আপনার কর্মচারীদের দুটো ইউনিফর্ম চাই—সাধারণ কাজ করার পোশাক, সাদা শার্ট, টাই ও হ্যাট। কেন এখন বলার সময় নেই, ভয়ানক দরকার, দাম দিয়ে দেব।

ডনের এই অনুরোধটা হজম করতে খানিকক্ষণ সময় নিলেন ম্যানেজার। অবশেষে তিনি বললেন, হ্যাঁ, হয়ে যাবে।

কেউ যদি ফোনে আমার খোঁজ করে, বলবেন আমি নেই। আর খাবারটা আপনি নিজেই দিয়ে আসবেন। কেমন?

আধঘণ্টার মধ্যে স্নান সেরে ওরা দুজনে চিকেন আর ওয়াইন দিয়ে ভোজন সমাধা করছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ম্যানেজারের গলা, আপনার খোঁজ করছিল। আমার কর্মচারীরা বলেছে আপনি এখানে ওঠেননি।

লোকটার চেহারার বর্ণনা?

শক্ত সমর্থ চেহারা, বেঁটেমতো মনে হয় ইতালিয়ান।

ধন্যবাদ।

টেলিফোন নামিয়ে ডন বলল, পেছনে ঠিক লেগে আছে ওরা। বুসো এসেছিল।

আমরা কখন বেরোচ্ছি?

এগারোটায় একটা লন্ডনের প্লেন ছাড়ে। হাতে এখন দু-ঘণ্টা আছে। আমি যদি নাটজ্‌কা হতাম তো এয়ারপোর্টে কড়া পাহাড়া বসাতাম। হয়ত এয়ারপোর্টে ঢোকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। তবে আমি ভাবছি, ওদের একটু ভুলপথে চালাবার চেষ্টা করব। কথা বলতে বলতে ডন ম্যান্টলপীসের রাখা একটা ছোট বাক্স তুলে নিল।

কি করে?

ডন কোট, শার্ট খুলে ফেলে গায়ের সঙ্গে আঁটা বেল্টের খাপ থেকে সবুজ খাতাটা বের করে সেটাকে ম্যান্টলপীসের বাক্সটা নিয়ে এসে সবুজ প্যাকেটের মধ্যে সেটাকে ভরল। খাতাটা প্যাকেট থেকে বের করে পকেটে রাখলে।

এবার আমরা এখানকার আমেরিকান কনসালের কাছে যাব। যদিও সেটা আমাদের পক্ষে সহজ হবে না। দরজায় টোকা পড়তে হ্যারি দরজা খুলে দেখলে হোটেলের ম্যানেজার ওদের বিল নিয়ে এসেছে।

হ্যারি ওকে জিজ্ঞেস করল, আমেরিকান কনস্যুলেটটা কোথায়?

হোটেল থেকে বেরিলে বাঁদিকে ঘুরে কয়েকটা বাড়ী পেরোলেই দেখতে পাবেন আমেরিকান ফ্ল্যাগ।

পিছনে কোনো দরজা আছে?

সার্ভিস লিফ্‌ট আছে।

ম্যানেজার চলে গেলে ডন একটা চিঠি লিখে, খামে ভরে, সেটা সিলমোহর করে দিল।

এবারে তাহলে যাওয়া যাক। থলেগুলো এখানেই থাক। আশা করি আর দরকার পড়বেনা।

লিফটে নামতে নামতে ডন হ্যারিকে বলল, আমি কনসালকে বলব তাঁরা যেন এই সবুজ প্যাকেটটা লন্ডনের রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠিয়ে দেন। আসল খাতাটা কিন্তু ঐ প্যাকেটে যাচ্ছে না। নাটজ্‌কা ঐরকম কিছু অনুমান করে কনসুলেটে তার লোক নিশ্চয়ই রেখেছে। খবরটা ওদের কানে পৌঁছে গেলে ওরা ভাববে আমার কাছে খাতা নেই। তাহলে আমরা নিরাপদ হবো।

লিফট থামলো। ডন হ্যারিকে বলল, পিস্তল তৈরী রাখো। আমি কয়েক গজ এগিয়ে যাই, তারপর তুমি এসো।

রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোটা যেখানে পড়েছে শুধু সেখানটা ছাড়া বাকী জায়গাটা অন্ধকার যে কেউ ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। পিস্তল নিয়ে এগোতে এগোতে ডন আমেরিকান কনসুলেট দেখতে পেল।

পিছনে হ্যারিকে দেখা গেলনা। রাস্তার ওপরে কে যেন একটা দেশলাই কাঠি-জ্বেলে ছুঁড়ে

দিল রাস্তায়।

ডন বুঝল ওটা একটা সঙ্কেত। ও দৌড়তে শুরু করল। ইতিমধ্যে ওর পেছনে একটা গাড়ীর আওয়াজ। হ্যারি দৌড়ে আসছে। মস্ত এক কালো গাড়ী আলো না জ্বালিয়ে ধেয়ে আসছে। হঠাৎ গাড়ীটা হেডলাইট জ্বালালো। ডনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারপর সে গুড়ি মেরে বসে পড়ল।

ওদিকে হ্যারির পিস্তলের শব্দ, কাঁচ ভাঙার শব্দ। গাড়ীটা একটু আস্তে হল। গাড়ী থেকে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ আরম্ভ হতে ডন একেবারে সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে গুলির আদান প্রদানের শব্দ শোনা গেল। হ্যারি আবার পিস্তল চালাতেই একজনের আর্তনাদ শোনা গেল আর গাড়ীটা চলে গেল।

ডন ওঠবার চেষ্টা করতে ওর মুখের পাশ দিয়ে একটা গুলি চলে গেল। সেদিকে লক্ষ্য করে ডন গুলি চালালো। ল্যাম্প পোস্টের আলোর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা লোক।

লাফিয়ে উঠে পড়ে ডন আর হ্যারি কনস্যুলেটের দরজার দিকে ছুট লাগালো। সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতেই দুজন আমেরিকান পুলিশ দরজা খুলে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল।

কি হচ্ছে কি ওখানে? আমেরিকান উচ্চারণ যেন ডনের কানে মধুবর্ষণ করল।

আমার কনসালের সঙ্গে দরকার আছে। আমাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছিল। আশ্রয় না দিলে ওরা আবার আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে।

আপনি আমেরিকান?

হ্যাঁ, আমার নাম ডন মিকলেম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, আপনার ছবি দেখেছি কাগজে।

পুলিশ দুজন ডন আর হ্যারিকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

* * *

কিস্তিমাৎ

।। চৌদ্দ ।।

কনসুলেটের গাড়ী করে সশস্ত্র পাহারায় ডন আর হ্যারিকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়া হল।

বাইরে মেশিনগানের আক্রমণের খবরে কনসাল জেনারেল এডওয়ার্ড প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। ডন ওঁকে জানিয়েছিল, ব্রিটিশ সরকারের একটা জরুরী কাজ ও করছে। এই প্যাকেটটি এই মুহূর্তে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া ভয়ানক জরুরী।

হেপসন কথা দিলেন তিনি ব্যবস্থা করবেন। উনি ওদের গাড়ী আর পাহারার ব্যবস্থা করলেন।

দূরে এয়ারপোর্টের আলো দেখা যেতে ডন বলল, যাক এ যাত্রা তাহলে পৌঁছে গেলাম। এখন প্লেনে বোমা-টোমা না থাকলেই নিশ্চিন্ত।

বাড়ি ফিরছি ভাবতেও আনন্দ লাগছে।

খাতাটা যথাস্থানে পৌঁছে না দেওয়া অবধি আমার স্বস্তি নেই। জেপসন ফোন করে টিকিটের ব্যবস্থা করেছে। এখন শুধু প্লেনে ওঠা।

রিসেপশনের বাইরে গাড়ী থামলে গাড়ীর দুপাশে দুই মোটর সাইকেল আরোহী পুলিশ দাঁড়াল। ওরাও দাঁড়াল। একজন পুলিশ বলল, একটু দাঁড়ান। প্লেনটা কোথায় আছে একটু খোঁজ নিয়ে আসি।

একটু পরে সে দুটো টিকিট নিয়ে ফিরে এল।

আপনাদের দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। প্লেন আছে বে-ফ্লাইডে আমরা ওখানে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। প্লেনটা সার্চ করার হুকুম আছে।

ভালো করে সার্চ করুন। আমাদের তাড়া নেই। হ্যারি বলল।

রিসেপশানে ওদের গাড়ী করে আনা হল। ওরা ঢুকল।

কি রাজকীয় ব্যাপার। হ্যারি একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আমরা তো আগেই আপনার কনসালের কাছে আসতে পারতাম কর্তা।

ডন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল।

হ্যারি বলল, জানলার থেকে সরে আসুন কর্তা। বলতে বলতে তার মুখভাবের পরিবর্তন হল। উল্টো দিকের দরজা খুলে ৪৫ রিভলবার হাতে উঁচিয়ে কার্ল নাটজ্‌কা।

তুমি আবার কোথা থেকে উদয় হলে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

একজনও যদি নড়েছো তাহলে আর আস্ত থাকবে না। তার পিছন পিছন ঢুকল মারিয়া। সোফায় বসে হাসিমুখে ডনের দিকে তাকাল।

ডন বহুকষ্টে মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে বলল, ভুল সময়ে এসেছ। বাইরে পাহারা, কাছেই আরো দুজন প্রহরী আছে।

বাইরের প্রহরী আমার লোক। খাতাটা দাও বলছি। না দিলে খতম করে দোব।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবে কি করে? সমস্ত এয়ারপোর্টেই কি তোমার লোক?

পালাতে না পারলে খাতাটা পুড়িয়ে দেব। দাও।

মারিয়া বলল, দিয়ে দাও, বেশী বাহাদুরী কোর না।

দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, তারপরেই গুলি করব। নাটজ্‌কা বলল।

বইটা আমি কনসালকে দিয়েছি।

মিথ্যুক।

বিশ্বাস না হয়, আমাকে খুঁজে দেখতে পার।

নাটজ্‌কা দরজা খুলে ডাক ছাড়ল, বুসো। ডন মারিয়ার কোটের হাতটা ছুঁয়ে বলল, কি সুন্দর কোট। পিংক পরলে কুশ্রী মেয়েদেরও সুন্দরী দেখায়।

মারিয়া বলল, তোমার কাছে তবে ওটা নেই। আমিও তাই ভাবছিলাম।

বুসো এল।

নাটজ্‌কা ওদের দুজনকে সার্চ করতে বলল বুসোকে।

ডন মাথার ওপর হাত তুলল। বলল, গোলমাল কোর না হ্যারি। দেখে তো হ্যারির চক্ষুস্থির। ডনের স্যারা দেহ খুঁজে বুসো বলল, নেই সিনর।

অন্যটাকে দেখ।

হ্যারিকেও খুঁজে দেখে মাথা নাড়ল বুসো।

হল তো? মারিয়ার পাশে বসে ডন বলল, ওটা হারিয়ে দিয়েছি। প্যাকেটটা কেউ পাবেনা। আজই ওটা কড়া পাহারায় পাঠানো হচ্ছে।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কথা বলে ভুল করলে, নাটজ্‌কার চোখে আগুনের ঝলক। সে ফোনটা তুলে নিল।

আমেরিকান কনসুলেট? চ্যানিং, একটা ছোট সবুজ প্যাকেট আধঘণ্টা আগে কনসালকে দেওয়া হয়েছে। আজ রাত্রে ওটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে লন্ডন যাচ্ছে। ওটা আমার চাই। নিয়ে আমাদের জায়গায় চলে এসো। তোমার আর কনসুলেটে ফিরে যাবার দরকার নেই। তোমার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে। নাটজ্‌কার চোখে বিজয়ীর হাসি। সে বলল, আমিই জিতলাম। আমার লোক ওটা অনায়াসে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।

ডন জানত শেষ অবধি এই ধাপ্পাতেই চালাতে হবে।

ডন রেগে যাবার ভান করে চেঁচিয়ে উঠল।

জোচ্চর! ভেবেছ এত সহজে পার পাবে?

চটো কেন হে মিকলেম! একজন লোকের পক্ষে কি সম্ভব একটা সংগঠনের বিরুদ্ধে কাজ করা? যাই হোক, আমাকে তোমরা অনেক ভুগিয়েছো। এখন বুসো তোমাদের প্লেনে তুলে দেবে। এরমধ্যে কোন বাঁদরামী করার চেষ্টা কোর না।

চলো, বুসো দরজার দিকে এগোল।

বিদায় মারিয়া। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো ইংল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। ওখানকার ঐতিহাসিক জায়গাগুলো তাহলে তোমাকে দেখাতাম। ভেনিসের মতো লন্ডনও আমি বেশ ভালোই চিনি। আড়চোখে ডন দেখল নাটজ্‌কা বেরিয়ে গেল।

মারিয়া হাসিমুখে বলল, নিমন্ত্রণ মনে রইল। হয়তো কোনদিন যাব।

তোমাকে কি ভাইয়ের সঙ্গে যেতে হবে? না কি আমাকে প্লেন অবধি পৌঁছে দেবে?

তুমি যদি বল!

সুন্দরী মহিলা বিদায় জানাচ্ছেন এই দৃশ্যটা আমি মনে গেঁথে রাখতে চাই।

তাহলে চলো।

হ্যারি অবাক হলো ডনের কাছে খাতা না পাওয়া যাওয়াতে। তার ওপর মারিয়ার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা!

সবচেয়ে পিছনে বুসো। প্লেনের ইঞ্জিন চালু হয়েছে।

একটি এয়ারহোস্টেস ছুটে এসে বলল, মিঃ মিকলেম আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। শিগগির চলুন।

আসছি। হ্যারি তুমি এগোও। মারিয়ার দিকে ফিরে ডন বলল, বিদায় মারিয়া।

বিদায় তো নেওয়া হয়ে গেছে।

ডন মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। বলল, ঠিক বলেছ, আমার সঙ্গে আসবে না? অন্য হাত ওর কোটের পকেটের মধ্যে চলে গেল।

মাথা নেড়ে মারিয়া বলল, বিদায় ডন।

ডন প্লেনে ঢুকে গেল, মারিয়াকে হাত নাড়তে দেখল।

ডন হ্যারির পাশে বসে অন্য যাত্রীদের একটু আড়াল করে হ্যারিকে দেখাল ওর হাতে সেই চামড়া বাধানো খাতা।

বুসো আমাকে সার্চ করার আগে অবধি এটা আমি মারিয়ার কোটের আস্তিনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। ও প্লেন অবধি ওটা আমার হয়ে নিয়ে এল।

হ্যারির মুখটা এতক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে প্লেন লন্ডনে নামল। যাত্রা শেষ।

ডন বুঝেছিল ধাপ্পাবাজিটা ধরে ফেলতে নাটজ্‌কার বেশী সময় লাগবে না। হয়তো এতক্ষণে লন্ডনে ওর চরদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। স্যার রবার্ট গ্রেহামের হাতে খাতাটা পৌঁছবার আগে একটা শেষ চেষ্টা হতে পারে।

প্লেনের ক্যাপটেনকে দিয়ে ডন স্যার গ্রেহামকে খবর পাঠিয়ে দিল যাতে এয়ারপোর্ট থেকে তাকে পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্লেন থামলে ডন বলল, হ্যারি পিস্তল তৈরী রাখো। আগে অন্যেরা নেমে যাক। সবশেষে ওরা নামল। ট্যারম্যাকের উপর কয়েকটি লোকের ছোট একটি দল।

টম ডিকস্ আর মনে হচ্ছে স্যার রবার্ট। হ্যারি বলল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডন রবার্টের সঙ্গে ও ডিকসের সঙ্গে করমর্দন করল।

কি ব্যাপারটা বলতো হে? স্যার রবার্ট জিজ্ঞাসা করল।

টেগার্থকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। ও আপনাকে একটা জিনিষ দিতে দিয়েছে। আপনাকে সেটা দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই। খাতাটা বার করে ওর হাতে দিল ডন।

এটা কি?

ডন বলল, আমি জানি না। টেগার্থ বলেছিল যে করেই হোক ওটা যেন আপনার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই করতে ওর নিজের প্রাণটা গেছে।

ওরা ওকে মেরে ফেলেছে?

হ্যাঁ।

স্যার রবার্ট, এখানে আমাদের দেরি করে লাভ কি? জায়গাটা বড় খোলামেলা, ডিকস্ বলল।

ঠিক কথা। স্যার রবার্ট ওটা ডিকসের হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখো।

ওটা হরাবেন না সুপার। ডন সাবধান করে বলল, ওরা হয়তো এখানে ওটা নেবার চেষ্টা করবে।

কেমন করে নেয় দেখব, আমি এটা কর্নেল হেডারসনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। খবর পেলেই আপনাকে জানাব। অনেক সময় পরের ব্যাপারে নাক না গলালেই ভাল ফল হয়। আচ্ছা মিঃ মিকলেম, গুড নাইট।

রবার্ট বললেন, আমার গাড়ীতে এসো ডন। কথা আছে।

গাড়ীতে বসে স্যার রবার্ট বললেন, তুমি তাহলে টেগার্থকে পেয়েছিলে?

হ্যাঁ পেয়েছিলাম।

তুমি তো আচ্ছা অবাধ্য ছোকরা হে! সব পণ্ড হয়ে যেতে পারত। আমি তোমাকে এর মধ্যে নাক না গলাতে বলেছিলাম।

মাথা না গলালে আপনি কি এটা পেতেন?

তা যা বলেছো। আমরা একটা রিস্ক নিয়েছিলাম। হয়তো সফল হতে পারে এই ভেবে। টেগার্থেরই উৎসাহ ছিল বেশী। ও জোর করে যায়। ওর ধারণা ছিল ও পারবেই।

ব্যাপারটা যে কি আজও আমি জানলাম না। আমার জানার অধিকার নিশ্চয় আছে।

বাড়ি গিয়ে সব বলব। তুমি এখন যা যা ঘটল আমাকে বল। লিখিত রিপোর্ট হেডারসনকে জমা দিতে হবে। আপাতত মুখেই বল।

স্যার রবার্টের কেনসিংটনের বাড়ীতে গিয়ে ডন সমস্ত ঘটনাবলী ওনাকে জানাল। শুনে রবার্ট বললেন, এ যে অবিশ্বাস্য। এসো। জেডসন তুমি মিঃ মিকলেমের সঙ্গীকে আদর যত্নের ব্যবস্থা কর।

ঘরে ঢুকে স্যার রবার্ট বললেন, বসো ডন। কি খাবে? ভালো ব্রান্ডি আছে।

আমাকে বরং হুইস্কি দিন।

বেশ বেশ।

ন-মাস আগে আমরা বুঝলাম, আমাদের এখান থেকে কোনো সূত্রে খবর বাইরে পাচার হচ্ছে। কোনো একজন উচ্চপদস্থ লোক এই কর্ম করছেন। শেষে অবস্থা এমন হলো যে প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানরা পরস্পরকে সন্দেহ করতে লাগলেন। এমন কি আমাকেও।

এর সঙ্গে টেগার্থের কি সম্পর্ক ছিল?

হ্যাঁ বেচারী টেগার্থ! ও আমাদের বড় ভালো গুপ্তচর ছিল। অসম সাহসী। এত সরকারী খবর বাইরে পাচার হতে লাগল যে শেষে আমি ওর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। কে এই সব খবর পাচার করছে? নাটজ্‌কার হাতেই যে খবরগুলো পৌঁছচ্ছে সেটা আমরা জানতাম। টেগার্থ বলল, ও নাটজ্‌কাদের পক্ষে চলে যাবে, তারপর ওখান থেকে এদিকের লোকটির সন্ধান করবে। আমাদের মনে হল কাজটা ফলদায়ক হবে, কিন্তু বিপজ্জনক। টেগার্থকে না হয় ওরা দলে নিল। ও হয়তো খবরটাও জোগাড় করল। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ও ফিরবে কি ভাবে। আমি সেকথা ওকে বললাম, কিন্তু ও এই ঝুঁকি নিতে রাজী হল। ওর স্ত্রীকে দেখেছ?

হ্যাঁ দেখেছি।

বড় ভালো বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওর কথা ভেবে বললাম, ওর প্রতি অন্যায় হবে না? টেগার্থ তখন বলল, এখন ভাবাবেগের সময় নয়। কাজ আছে, করতে হবে।

আমার স্ত্রীর কথা আমি ভাবব স্যার, আপনি তা নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। যাই হোক, ও চলে গেল। এখন এদিকের সেই ব্যক্তিটি যেই হোক, আমাদের কাগজপত্র সে অবাধে দেখতে পায়। কাজেই টেগার্থ যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এটা সকলকে বোঝানো হল। টেগার্থ খুব ভাল কাজ করল। নাটজ্‌কাও ওকে অবিশ্বাস করতে পারেনি। ওর কাছ থেকে আমরা রেডিওতে একটা খবর পাই। বলল ও, নাটজ্‌কার যে সব চর এদেশে কাজ করছে তাদের লিস্টটা ও পেয়েছে। কিন্তু লিস্টটা সংকেতে আছে। সংকেতটা ও বুঝতে পারছে না। ও বলেছিল ওটা আমাকে পাঠিয়ে দেবে?

সে সংকেত আপনি উদ্ধার করতে পারবেন?

দরকার হবে না। চর এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে। সে পালাবার চেষ্টা করলেই আমরা ধরব।

ডন উঠে দাঁড়াল।—তাহলে চলি, একটা কাজ আছে।

সেকি! আমি ভাবছিলাম রাতটা আমার এখানেই থাকবে। এত ধকল গেছে। তোমার বাড়ি তো বন্ধ।

হ্যারি আছে। ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমি কাল পরশুর মধ্যে রিপোর্টটা আপনাকে পাঠিয়ে

দেব। ওরা যাবার আগেই টেলিফোন বাজল।

এক মিনিট। বোধহয় ডিক্স। রিসিভার কানে নিয়ে রবার্ট বললেন, হ্যাঁ কি বললে? আমি আসছি। তার দরকার নেই। ঠিক আছে কর্নেল। সময় পেলে আসুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। খবরের কাগজকে কিছু বলা হবে না। নার্ভাস ব্রেকডাউন ঐ জাতীয় কিছু বলে দিলেই হবে। আমি আপনার অপেক্ষায় রইলাম।

ডনের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, আমার একজন সহকর্মী এইমাত্র আত্মহত্যা করেছেন। তাকে আমি বড়ই বিশ্বাস করতাম। টেগার্থের মৃত্যু তাহলে বৃথা হয়নি।

চলি তাহলে, ডন করমর্দন করল।

কোথায় যাবে এত রাতে?

টেগার্থের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

রাত দুটোয় তাকে ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করবে?

কিছু বিরক্ত হবে না। আপনার গাড়ীটা পেতে পারি?

নিশ্চয়ই ড্রাইভারকে দেব?

না, হ্যারি চালাবে।

কিন্তু সকাল অবধি দেরী করলে হত না? বেচারী ঘুমোচ্ছে?

হিলডা টেগার্থ তার স্বামীকে যেরকম ভালোবাসে তাতে মনে হয় না, তার খুব একটা ভালো ঘুম হচ্ছে। গুড নাইট, স্যার রবার্ট।

হ্যারিকে ডাকতে ডাকতে ডন সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দি ওয়ে ট্রান্সফিগার

।। এক ।।

সিঁড়িতে পদশব্দ।

রাতের অন্ধকারের-নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে শব্দটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসছে। মনে হল কেউ আসছে। কিন্তু এ সময়ে তো কারুর আসবার কথা ছিল না। এমন অসময়ে কেই বা আসবে।

কান খাড়া করে রইলেন মিস্টার কার।

তার ধারণাই সত্য হল। পায়ের শব্দটা তিনি অনেক কাছে আসতে শুনলেন।

মিস্টার কার ব্যস্ত হয়ে দেওয়ালের কাছে নিজেকে হেলান করে নিলেন। ওখান থেকে তাকে দেখা সহজ নয়। কারণ করিডোরের শেষে ভাঙ্গা জানালার দিকে সহজে কেউ দেখেনা। তিনি খুব সুন্দর একটা স্থান পছন্দ করে নিয়েছেন।

মিস্টার জ্যাকসান কার—বড়ো একটি সিনেমা পত্রিকার আলোকচিত্রী। রোগাটে গড়নের বুদ্ধিমান মানুষটিকে প্রায় সকলেই চেনেন এবং তার বুদ্ধির প্রশংসা কেউ না করলেও তিনি অবশ্যই নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। এটা তার একটা আত্মশান্তি, যে যাই বলুক। মিস্টার কার নিজেকে না চিনলে এমন একটা জায়গা তিনি কখনোই বাছতে পারতেন না।

উফ্—ভোর থেকে কি ঝামেলাই না পোয়াতেই হয়েছে। কোনোমতেই মিস্টার ফ্রোয়েড ডোনালকে ধরতে পারছিলেন না। ভদ্রলোক সবসময় ব্যস্ত, এতটুকু অবকাশ তার নেই। কেউ না কেউ তাকে ঘিরে ধরছে। আর ধরবে নাইবা কেন—হাজার হোক মিস্টার ডোনাল হলেন চলচ্চিত্র দুনিয়ার একজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক। অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীই তিনি এই হাত দিয়ে পার করলেন। তাই একটু প্রসাদ পাওয়ার জন্য সবাই মৌমাছির মত তার পিছু লেগে রয়েছে।

সিঁড়িতে পদশব্দ আরো কাছে এল।

মিস্টার কার এবার ক্যামেরাটা উঁচু করে ধরলেন। জানালার খড়খড়িটা অল্প ফাঁক করে ক্যামেরাটা রাখার জায়গা করছে। এরপর তিনি ক্যামেরার লেন্সে চোখ রাখলেন।

লেন্সে চোখ রাখামাত্রই চমকে উঠলেন তিনি। এ তিনি কাকে দেখছেন। লেন্সের মাঝে এক নারীমূর্তিকে দেখতে পেলেন।

মিস্টার কার অবাক হয়ে গেল। যৌবনবতী এই তন্বী যুবতীকে মিস্টার কার চেনেন না তা নয়। চিত্র সমালোচক ও সাংবাদিক হিসাবে তিনি যখন এই কেনস্ ফিল্ম উৎসবে এসেছেন্ তখন এই যুবতীকে না চেনাটাই অপরাধ।

মেয়েটি কোথায় এবং কেন এসেছে? কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, যদি মিস্টার ডোনালর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তবে তিনি তো এখন হাউসে। তিনি তো এখানে নেই।

মিস্টার কার বহুক্ষণ ধরে ক্যামেরার লেন্সে মেয়েটির সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখে নিলেন। এবার নজর রাখলেন সে কোন্‌দিকে যায় সেদিকে।

বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে লুসিল একটু থেমে এদিক ওদিক তাকাল। দারুণ সেজেছে সে। লুসিলের চেহারাতে এমনিতেই একটা আকর্ষণ আছে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই নিজে সহ-অভিনেত্রী হিসাবে নাম করে নিয়েছে। মনে হয় সেই কারণেই মনের কোণের বড় আশাকে সামাল করতে এই গুপ্ত জায়গায় আগমন।

মিস্টার কার এই কথাটা ভেবে নিজে নিজে হেসে উঠলেন।

উহু তুমি।...লুসিল আর সবাইয়ের চোখকে ফাঁকি দিলেও সাংবাদিক কারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ভেবেছিলে গোপনে বাজিমাৎ করবে। কেউ টেরও পাবে না। মিস্টার কার মনে মনে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করল।

এই সব কারণেই পত্রিকার ম্যানেজার তাকে এত এত টাকা দিয়ে পুষছেন।

লেন্সের দিকে চেয়ে রইলো।

তার অনুমান সত্য।

খুব আস্তে-আস্তে লুসিল সাতাশ নম্বর স্যুটের দিকে যাচ্ছে। লুসিলের সমস্ত গতিবিধি সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছে লেন্সে। এই সময়ে কার লেন্সে চোখ রেখে সাতাশ নম্বর স্যুটের দরজায় সামনে দাঁড়ানো অস্থির লুসিলকে দেখতে পাচ্ছেন।

কাঁধ অবধি ছোট্ট করে কাটা সোনালী চুল। মোহময়ী নারীকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে নীল রঙের পোষাক। লুসিলকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

দরজার সামনে দাঁড়িনো লুসিল একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলো। গভীর আশা ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। ব্যাগ থেকে আয়নাটা বের করে একবার নিজেকে দেখে নিয়ে আবার সেটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলো। ক্যামেরাটা আর একটু ঘুরিয়ে কার দেখতে চাইলেন এবার সে কি করবে? সরাসরি মুখটা দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরাটা আর একটু ঘুরিয়ে নিলেন। লেন্সের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে সাতাশ নম্বর লেখা স্যুটের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠলো লুসিল।

মিস্টার কার লেন্সে চোখ রেখে নিয়ম অনুযায়ী হাতের আঙুলটাকে সাটারের কাছে আনলেন।

সুন্দর একটা মুহূর্ত।

কিন্তু লুসিল এই সময় স্যুটে কেন এলো? সে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জানল। কিন্তু তিনি তো এখন স্যুটে থাকবেন না।

সুন্দর সুসজ্জিত প্লাজা...হোটেল এখন মোটামুটি শান্ত। এখন কেউ নেই। কিন্তু সকালেও ব্যস্ত ছিল। শিল্পী জগতের সমস্ত ও গন্যমান্য ব্যক্তিরা এই হোটেলে এসেছেন। তবে সবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষনীয় এই সাতাশ নম্বর স্যুট। এখানে আছেন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ফ্রোয়েড ডোনাল। ভদ্রলোক পরিবারসহ এসেছেন।

একসময় মিসেস ডোনালও ছিলেন নামকরা অভিনেত্রী। মহিলাটি ইতালিয়ান। অনেক ইতালী ছবিতে অভিনয়ের পর চার বছর বাদে তিনি বিয়ে করেছেন মিস্টার ডোনালকে।

মিস্টার ডোনালর থেকে সোফিয়া ডোনালর বয়স প্রায় অর্দ্ধেক। এবং তিনি নিজেও কোনোদিন চিন্তা করেননি যে তার মত একজন বয়স্ক লোককে কোনো সুন্দরী যুবতী বিয়ে করতে পারে। উপরন্তু তার একটি ছেলে আছে। ছেলের বয়সও প্রায় তেইশ বছর। সোফিয়ার চেয়ে এক বছরের ছোট। সেই কারণে ডোনালর মধ্যে একটু কিন্তু ছিল। শোনা যায় পুরো ব্যাপারটা সমাধান করে দিয়েছে সোফিয়া, ডোনালর ছেলে "জোর" সঙ্গে কথা বলে।

তাদের এখন সুখশান্তির সংসার।

সংসারের দিক থেকে কোন অশান্তির সংবাদ পাওয়া যায় না। সোফিয়া বিবাহিত জীবনে সুখের জন্য অভিনয় ছেড়েছেন। তিনি পুরোপুরি সংসারী হয়ে গেছেন। তিনি এখন সর্বত্রই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং সেই কারণে তাকে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও দেখা যাচ্ছে।

মিস্টার কারের চোখ লেন্সের ওপর থেকে সরছে না।

মিস লুসিল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করছে। শেষমুহূর্তের চিন্তা! টানাটানা গভীর চোখের কোলে আশার আলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেয়েটার আশা দেখে মিস্টার কার লেন্সে চোখ রেখেই হাসলেন।

কিন্তু একটা কথা মিস্টার কারকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল যে এইসময় লুসিল সাতাশ নম্বর স্যুটে কেন এলো? মিস্টার ডোনালর তো কেউই ঘরে নেই। কিছুক্ষণ আগে তাদের বেরোতে দেখেছেন। মিস্টার ডোনাল কখন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে জানে! হয়ত বা তারা এখন সিনেমা হলে। কারণ আজ কোরিয়ান ও ভারতীয় একটি ছবি দেখানো হচ্ছে। মিস্টার কার জানেন এই সময় মিস্টার ডোনাল সিনেমা হলে থাকবেন এবং ছবি দু-টি দেখবেন। এতক্ষণ ধরে কে কখন এই সাতাশ নম্বর স্যুটে আসছেন যাচ্ছেন তা তাঁর অজানা নেই। এমন কি মিস্টার কার, মিস্টার ডোনালর সেক্রেটারি স্টোনকেও বাইরে বেরোতে দেখেছেন।

মিস্টার স্টোন লোকটা খুব চালাক। সারাক্ষণ মিস্টার ডোনালর পেছনে আঠার মতো লেগে আছেন। সকালে একটুখানির জন্য ফাঁকা পাওয়া যায়নি। ওনাকে ধরতে পারলে কাজ হবে। এই

কথাটা মিস্টার কার মিস্টার জোর মুখ থেকে শুনেছেন।

এই ছোকরা একেবারে অবাক করে দিয়েছে। যার বাবা ফিল্ম লাইনের জায়েন্ট, সে তার বাবার বিপরীত। ছেলেটা সিনেমা নিয়ে একদম মাথা ঘামায় না। কথাটা সত্য। মিস্টার কার আজ সকালে তাকে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। কে কোথায় গেল, না গেল সে খবর একদম রাখে না। এইরকম বাবার এইরকম ছেলে ভাবাই যায় না। মিস্টার কার ওর কাছে কথা বলে সুবিধে করতে পারেনি। অনেক অনুনয় বিনয় করেও মিস্টার কার কোন কথা সংগ্রহ করতে পারেনি। জো তাকে সরাসরি বলেছেন তিনি এ ব্যাপারে তাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। সে সিনেমার ব্যাপারটা নিজেও বোঝেও না এবং সেই কারণে আলোচনাও করতে চায়না। তিনি বলেছেন এব্যাপারে তাকে মিস্টার স্টোনের সঙ্গে কথা বলতে। উনি হচ্ছেন মিস্টার ডোনালের হর্তাকর্তা। কাজেই কোন সাহায্য পেতে হলে বা কোন খবর পেতে হলে মিস্টার স্টোনের সঙ্গেই আলোচনা করতে হবে।

একমাত্র ভগবানই জানেন, সেই কারণে মিস্টার কার কত সময় অপব্যয় করেছেন ঐ লোকটির পিছনে। আর সেই জন্যই মিস্টার কারের কাছে উপলক্ষ্য বস্তুটিকে খুব দামী বলেই মনে হয়েছে।

কপালে অসংখ্য শ্বেত বিন্দু জমেছে। জামার হাতাটা দিয়ে মুখটা নীচু করে মুছে নিলেন। খুব সতর্ক হয়ে আছেন তিনি। একটু নড়াচড়া করলেই লুসিল শব্দ পাবে এবং সাবধান হয়ে যাবে। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে মিস্টার কার নিজের কথা চিন্তা করছিলেন।

লুসিল দরজায় মৃদু আওয়াজ করতেই মিস্টার কার ক্যামেরার সাটার টানলেন।

দারুণ একটা সময়—ছবিটার নীচে কি ক্যাপসান লেখা হবে, তাও চিন্তা করে নিলেন 'অপোরচুনেটি নকস'। ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মিঃ কার।

ছবিটা যে অমূল্য তাতে সন্দেহ নেই। দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যাবে। ঘটনাটা ভেবে নিয়ে মনে মনে হাসলেন। পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বার করে গলায় ঢাললেন তাড়াতাড়ি। এটা এক ধরনের আত্মতৃপ্তি।

দরজাটা খুলে গেল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে মিঃ কার খুব সাবধানে দেখলেন জো দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ কার জানত না যে কিছুক্ষণ আগে জো ডোনাল ঘরে এসেছে। সে তো এই ঘরে একাই আছে—অবাক কাণ্ড। ওদের কথাবার্তা শোনার জন্য মিঃ কার কান খাড়া করে রাখলো। কথা শোনা যাচ্ছে। জো বললেন, মাদমোজেল ভিতরে আসুন, আপনার জন্য বাবা অপেক্ষা করছেন।

ধন্যবাদ।

লুসিল ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

চমকাবার মতো কথা, এখনও জো-র কথাগুলো কানে ভাসছে মিস্টার কারের। ছোকরার মতলবটা কি, সত্যিই কি ডোনাল ঘরে আছে? এতো অসম্ভব ব্যাপার। মিঃ কার তাকে নিজের চোখে বাইরে যেতে দেখেছেন। এ কি করে সম্ভব? তবে কি জো মিথ্যে কথা বললো।

লুসিল ভিতরে একথা মনে হতেই মিস্টার কারের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেলো মুহূর্তে।

মিঃ কার আবার নিজের মধ্যে জো ডোনালর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলো। ফ্রোয়েড ডোনাল তাহলে ভিতরে মিস লুসিলের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তা কি করে হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও আমি তাদের সিনেমায় যেতে দেখেছি। এখন তো তাদের সিনেমায় থাকার কথা। আমার শোনার ভুল নয় তো।

একটা আশ্চর্য রকম চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। ছেলেটা অন্য কোন উদ্দেশে মেয়েটাকে মিথ্যে কথা বলে ঘরে ঢোকায় নি তো! মিঃ কারের মধ্যে নতুন ভাবনার উদয় হল।

চিন্তার জট খুলতে তিনি আর একটু হুইস্কি মুখে ঢেলে দিলেন।

নতুন করে ভাবতে গিয়ে হঠাৎই একটা কথা মনে পড়লো। প্রথমটায় কথাটায় কেন গুরুত্ব দেয়নি। খুব একটা জরুরী কথা না হলেও প্রয়োজনবোধে এখন স্মরণ যোগ্য।

দুপুরবেলা সমুদ্র সৈকতে মিঃ কারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মিঃ জোর। ওনারা যখন কথা বলছিলেন তখন মিঃ কার লক্ষ্য করেন যে মিঃ জো তার কথা শুনছে না। তার চোখ সামনে কি যেন দেখছে।

মিঃ কারের অভিজ্ঞ চোখ জোর মনের কথা কিছুটা আন্দাজ করেছে। জো বলেছিল, কে বলুনতো ওই মেয়েটি?

মিঃ কারই ওনাকে বলেছিলেন, উনি নবাগতা অভিনেত্রী—নাম মিস লুসিল।

ব্যাস—ওই অবধি। তারপর কার চলে আসেন এবং কিছুক্ষন বাদে লক্ষ্য করেন যে মিঃ জো মিস লুসিলের সঙ্গে কথা বলছেন।

কথাটা মাথায় ছিল। তিনি আবার নতুন করে চিন্তা করলেন। এবং মিঃ ফ্রোয়েড ডোনালই হয়তো ছেলেকে দিয়ে লুসিলকে ডেকে পাঠিয়েছে। আবার এও হতে পারে যে লুসিলকে সিনেমায় নামানোর ব্যাপারে মিঃ জোর উৎসাহ বেশী। হয়ত সেই কারনেই এই অসময়ে লুসিলের এখানে আগমন।

ব্যাপারটা কি তবে সাজানো? মনের মধ্যে পরপর চিন্তাগুলো ঢেউ খেলে যেতে লাগলো।

মিঃ কার দূর থেকে দেখছিলেন। ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোপন কথা হচ্ছে। কিন্তু কি কথা হতে পারে। মিঃ কারের এখন আফশোষ হচ্ছে, কেন তিনি লুসিলকে এই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। যাকগে, যা হয়ে গেছে এখন আর তা ভেবে লাভ নেই। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি, চিন্তাশক্তিকে আরো উন্নত করবার জন্য।

মিঃ ডোনাল যে তার খোঁজ করেছেন এই কথা ভেবে লুসিল খুবই আনন্দিত হয়েছে। উৎসাহিতও হয়েছেন। আর হবেন নাইবা কেন। সবাইতো বড় হতে চায়।

লুসিলকে বাবার সঙ্গে দেখা করার কথা জোই বলেছিল এবং দেখা করিয়ে দেবে জো নিজেই। এবং তা এক্ষুনিই।

হঠাৎ এই প্রস্তাবে লুসিল চমকে উঠেছিল। এতটা সে ভাবতে পারেনি। তাই সে বলেছিল—যদি আমি সন্ধ্যের পরে দেখা করি।

কালো কাঁচের আড়ালে লুকোনো জো ডোনালর দু-চোখের ভাষা বোঝা যায়নি। কেবল দেখা গিয়েছিল মিঃ জো সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো, মিস্টার ফ্রোয়েড খুব মুডি লোক। আজ যদি না যান তবে ওনার মত বদলে যেতে পারে।

তবে কি হবে—তারপর লুসি বলেছিল। আর তাছাড়া মিস্টার ফ্রোয়েড তো সিনেমা হলে বসে আছেন।

জো দেখল—তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো।

বললো, আমার বাবাকে আমি চিনি। আমার বাবা বেশিক্ষণ একজায়গায় বসতে পারেন না। এক্ষুণি চলে আসবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এছাড়া আমি জানি তিনি চারটের সময় এই স্যুটে একবার আসবেন। আমার সঙ্গে তার একটা জরুরী দরকার আছে। ইচ্ছে করলে আপনি ওই সময় যেতে পারেন।

চারটে?

হ্যাঁ, বলে জো ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, সময় খুব একটা নেই।

তাহলে আমি খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসছি।

জো হাসল

মাদমোজেল লুসিল সাঁতারের পোষাক পরে আছেন। তার শরীরের অনেকটাই খোলা। জো তার দুচোখের দৃষ্টি দিয়ে লুসিলের আপাদমস্তক দেখতে লাগল। এক সময় বললো, মাদমোজেল আপনি কি এই হোটেলেই উঠেছেন?

নাঃ। হালকা হাসি হেসে লুসিল বললো, আমি পাশের মেট্রোপোলে উঠেছি।

কথা বলতে বলতে দুজনে এগোচ্ছিল।

খুব একটা দেরী করবেন না।

লুসিল একবার তাকিয়ে দেখল। জো বলল, আপনাকে খুব একটা সেজেগুজে আসতে হবে না। আপনি যে সুন্দরী এটা সবাই জানে।

লুসিল হেসে উঠলো।

বললো, না আমি খুব শীঘ্র আসছি। খুব একটা দেরী হবে না, হলে বড় জোর ত্রিশ মিনিট।

জো তাকে দেখছিল।

খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই জো আবার তাকে পিছু ডাকলো।

শুনুন। মাদমোজেল আপনি যে বাবার সঙ্গে পরিচয় করতে আসছেন, একথা কাউকে বলবেন না। বুঝতেই পারছেন তো, চতুর্দিকে সাংবাদিকরা যেভাবে আড়ি পেতে আছে, কথাটা প্রচার হলে আপনারই অসুবিধে হবে। তাছাড়া কোন কাজ ঠিক হতে না হতেই তা নিয়ে সমালোচনা করা বাবা পছন্দ করেন না। আপনার ভালর জন্যই আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

লুসিল হাসলো এবং বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এই ব্যাপারটা কেউ কখনো জানতেও পারবে না।

জো লুসিলের উত্তরে খুশী হল। অল্প হেসে খুব আস্তে বলল, তাহলে চারটে।

ঠিক আছে—

তিন তলা, সাতাশ নম্বর স্যুট।

ধন্যবাদ।

অপেক্ষায় থাকবো।

লুসিল চলে গেলো।

জো দাঁড়িয়ে দেখছিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ স্থির চোখে দেখে যাচ্ছিল। তারপর একসময় মিলিয়ে গিয়েছিল লুসিল। কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোটটাকে কামড়ে ধরেছিল জো। তারপর খুব আস্তে আস্তে প্লাজা হোটেলে ফিরে এসেছিল। হোটেলে বয়ের কাছ থেকে সাতাশ নম্বর স্যুটের চাবি নিয়ে উপরে উঠে এসেছিল।

মিঃ কারের রোলিফ্লেক্স ক্যামেরায় সেই ছবিও তোলা আছে। সেই ছবি—দরজা খুলে দিচ্ছে জো ডোনাল।

লুসিল ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই মিঃ কারের শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। তিনি কিছুতেই মাথায় আনতে পারছিল না কেন জো লুসিলকে বলল তার বাবা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ফ্রোয়েড ডোনাল এখন সিনেমা হলে রয়েছেন। সোফিয়াও এখন ঘরে নেই। জো শুধু একা। তবে কি ছেলেটার মধ্যে কোন খারাপ মতলব আছে। যদি থাকেও বা, তবে সেটা কি। কি করবে সে। কৌতূহল বাড়তে থাকে মিঃ কারের। আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ান। কাঁধের ওপর ক্যামেরার ব্যাগটা একবার ঠিক করে নিয়ে সে জানলা দিয়ে আর একবার ভাল করে চারদিক দেখে নিলেন। না, কেউ নেই, দরজা বন্ধ। বারান্দাটা একদম ফাঁকা। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে তাকে কেউ দেখতে পায়না অথচ তিনি সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন। এই খড়খড়ি বসানো জানালাটার দিকে বড়ো একটা কেউ দেখে না।

বন্ধ জায়গাটা থেকে পা টিপে টিপে শিকারী বেড়ালের মতো তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেওয়ালের গা দিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন সাতাশ নম্বর স্যুটের সামনে। তিনি কথা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলেন না।

কি করেই বা শুনবেন। দরজা বন্ধ। এছাড়া ভেতর থেকে চাবি দেওয়া। এরকম অবস্থায় বাইরে থেকে ভেতরে কিছু শোনো অসম্ভব। "আইবল" দিয়ে ভেতরে চোখ রাখলেন মিঃ কার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না—তাহলে!

যতই ভাবতে থাকে মিঃ কার, ততই তার মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ব্যাপারটা কি! দুজনে ওরা ভেতরে কি করছে। কি কথা হচ্ছে, ওদের মধ্যে। তাহলে সত্যি-সত্যিই কি মিঃ ফ্রোয়েড ডোনাল ভেতরে আছে। যদি না থাকেন। তাহলে জো কি জন্য মিথ্যে কথা বলে লুসিলকে ভেতরে নিয়ে গেল। কি লাভ? মিঃ কারের প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল ছেলেটাকে। তার চোখে ছিল কালো কাচের চশমা। তাহলে কি লুসিল চশমার আড়ালে থাকা চোখের ভাষা বুঝতে পারেনি। একটু চিন্তা করতে গেলেই বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। ওর কি লাভ এতে।

পুনরায় সিঁড়িতে পদশব্দ। খুব তাড়াতাড়ি খরগোসের মতো নিজেকে গোপন করে নিলেন মিঃ কার। আবার নিজের জায়গায় চলে এলেন। তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। নতুন করে আবার

খড়খড়ির ভেতর দিয়ে চোখ রাখলেন। দেখলেন সোফিয়া ডোনাল খুব তাড়াতাড়ি করিডোর দিয়ে সাতাশ নম্বর স্যুটের দিকে এগিয়ে আসছে।

অবাক কাণ্ড! একটু আগে সোফিয়াকে তিনি মিঃ ডোনালের সঙ্গে সিনেমা হলের দিকে যেতে দেখেছেন। আবার তাহলে ফিরে এলেন কেন—তাহলে কি সিনেমা শেষ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হাতঘড়িটা দেখলেন। না—এক ঘণ্টা হয়েছে মাত্র। এর মধ্যে তো শো শেষ হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া শো শেষ হলে মিঃ ডোনালও ত ওনার সঙ্গে ফিরবেন। সোফিয়া একা। তবে কি জো ঠিক কথা বলেছেন ওদের বাড়িতে ফেরার কথা চারটের সময়। সেইকারণেই কি জো ওকে বসিয়ে রেখেছে। চিন্তা করতে গেলে সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তিনি পুনরায় হাত ঘড়িটা দেখলেন এবং মাথাটাকে ঠাণ্ডা করে রাখলেন। চারটে বেজে দশ মিনিট হয়েছে।

যেইমাত্র সোফিয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়েছেন অমনি মিঃ কার ক্যামেরার সাটারে আঙুল টানলেন।

।। দুই ।।

সোফিয়াকে খুবই অস্থির দেখাচ্ছিল। খুব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসেছিল। একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে হাউস ও হোটেলের জনসমুদ্রের ঢেউ পার হয়ে আসতে হয়েছে তাকে। দর্শকদের এত উচ্ছ্বাস তার ভাল লাগে না। তাছাড়া মন এবং শরীর কোনোটাই ভাল ছিল না। এর পর হোটেল বয়ের কাছে চাবি চাইতে গিয়ে শুনলো জো চাবি নিয়ে চলে গেছে। কিছুক্ষণ আগে।

কথাটা-শোনামাত্রই সোফিয়া অবাক হয়ে গেলো। কিন্তু কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে হোটেল বয়কে ধন্যবাদ জাগিয়ে ওপরে উঠে এল।

সোফিয়া জো'কে ভয় পায়। একা একা থাকে। কি চায় সে কিছুই বুঝতে পারে না সোফিয়া। বিশেষ করে জোর চোখের কাল চশমা তার কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। মনে হয় ঐ কালো চশমাই ওদের মধ্যে একটা দূরত্ব এনে দিয়েছে।

মিঃ ডোনালের মুখেই সোফিয়া শুনেছে যে জোর মার মানসিক রোগ ছিল।

শেষের দিকে অসুস্থতা যতটাই বেড়েছিল ঠিক ততোটাই বেড়েছিল পাগলামোর মাত্রা। এমনকি নিজের ছেলেকেও সে দেখতে পারত না। ওনার ধারণা ছিল সবাই মিলে ওনাকে মেরে ফেলতে চাইছে। শেষের দিকে ব্যাপারটা এতখানি গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে মিঃ ডোনাল ছেলেকে হোস্টেলে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল।

জো হোস্টেলে যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তার মা ক্যামিলা মারা যান। সোফিয়া শুনেছিলেন, মহিলা নাকি মানসিক অসুস্থতার জ্বালায় জানলা থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং শেষপর্যন্ত মারা যান।

ক্যামিলার এই আকস্মিক মৃত্যুতে মিঃ ডোনাল খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন। অনেকদিন তিনি ফিল্মজগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন এবং জোকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

প্রথমদিকে জো অবশ্য আসতে চায়নি। মায়ের এইরকম মৃত্যু তার মনের ওপরও প্রভাব ফেলেছিল। খুবই স্বাভাবিক। এরপর অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

জো তখন থেকেই একা।

বাবার সঙ্গে যোগাযোগটা তার একটু কম। এক সঙ্গে থাকলেও কথা খুব কমই হয়। ডোনালের অনুমান জো তার মায়ের মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক বলে মানতে পারেনি। সে মুখে কিছু না বললেও হাবভাবে সেই কথাটাই প্রকাশ পায়।

সোফিয়ারও অনুমান তাই, তার মনে হয় জো তাদেরকে সন্দেহ করে। মাঝে মধ্যেই সোফিয়ার মনে হয় জোর একটা গুপ্ত রাগ আছে তাদের ওপর। কেন যে জোর এই রাগ সেটা বুঝতে পারেনা সোফিয়া, সেই কারণে আরো ভয় তার।

মিঃ ডোনাল ও সোফিয়ার পরিচয় হয় ইতালিতে। সাত বছর ধরে ডোনাল ইতালিতে একটা ছবির কাজ করছিল। অনেক কথার পর সোফিয়াকে তিনি এই কাজের জন্য বাছেন। এইভাবে তার সঙ্গে সোফিয়ার পরিচয়।

আস্তে আস্তে তারা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

ডোনাল সোফিয়াকে ভালবেসে ফেলেছিল নতুন করে। সোফিয়ার মনও টেনেছিল ডোনালের দিকে, কিন্তু সম্পর্ক অনেকদূর গড়ানো সত্ত্বেও বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেননি ডোনাল সোফিয়াকে। তার সামনে তখন একটাই বাঁধা ছিল জো। জো থাকতে তিনি আবার কি করে বিয়ে করবেন। জো কি এটা মানতে পারবে।

সোফিয়া সেটা বুঝতে পেরেছিল। পরের দিকে জো-এর সঙ্গে কথা বলে বিয়ের ব্যাপারে ডোনালকে রাজী করেছিল।

সোফিয়ার থেকে জো বছর দেড়েকের ছোট। বিয়ের পর থেকে সোফিয়া জোকে দেখছে। কারো সাথে সে বেশী কথা বলে না। সে যেন অন্য জগতের মানুষ। তবে তার ব্যাপারে এখন ডোনালের খুব একটা আগ্রহ নেই। মিঃ ডোনাল ছেলের ব্যাপারে উদাসীন। খুব কমই দুজনে দুজনের মুখোমুখি হয়। এটা হয়ত অনেকদিন হোস্টেলে থাকার ফল। মার অসুখটা যেন জোকেও ভর করেছে। সোফিয়ার এই কথাটা বার বার মনে হয়। তবু ও নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ও একটু অন্যরকম বলে।

মিঃ ডোনাল নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বাড়ির দিকে নজরই দেন না।

হাজার হোক সোফিয়া তার স্ত্রী। সে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে না। তবুও সোফিয়ার ভয় হয়। বিশেষ করে জোর অস্বাভাবিক চলাফেরা তাকে খুব ভাবায়, সে যে কি চায় তাও সে বুঝতে পারে না। ওর চোখের কালো চশমাটা ওকে আরো আলাদা করে রেখেছে। সে কাউকে নিজেকে বুঝতে দেয় না।

খুব তাড়াতাড়ি সোফিয়া ওপরে উঠে আসে।

দরজায় আঘাত পড়লো। কোন সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপার কি ঘরে তো কেউ নেই। দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ। জোর কাছে চাবি। সোফিয়া দরজায় ধাক্কা দিল।

কোন সাড়াশব্দ নেই। সোফিয়ার সন্দেহ হয়।

জো ভেতরে কি করছে। ঘরে কি আর কেউ আছে। ভেতরে কি অন্য কাজ হচ্ছে? উত্তর না পেয়ে সোফিয়ার সন্দেহের মাত্রা বেড়ে যায়। সোফিয়া আরো জোরে জোরে ডাকে, দরজা খোল—

কোথায় গেল জো। দরজা খোলার কোন চেষ্টাই নেই।

শেষ পর্যন্ত ওয়েটার সোফিয়ার হাঁকডাক শুনে এগিয়ে এলো।

ম্যাডাম, কি ব্যাপার আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি? সোফিয়া বললেন, যদি কিছু না মনে করেন এই রুমের একটা চাবি জোগাড় করে দিতে পারবেন আমায়। আমার ছেলে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, ডাকছি শুনতে পাচ্ছে না। ওয়েটার দরজা খুলতে সাহায্য করল। নিজের কাছে রাখা চাবির গোছা থেকে চাবি বের করে দরজার চাবি খুলে দিল।

ওয়েটারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে গেল।

মিঃ কার সবকিছু দেখছিলেন। এমন কি শেষ ছবিটাও সে ক্যামেরা বন্দী করে নিল।

।। তিন ।।

সোফিয়া ঘরে পা দিতেই দেখল জো তার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছে।

সোফিয়া জোকে দেখে অবাক হয়ে গেল। জোও দাঁড়িয়ে পড়লো। সোফিয়ার ভিতরটা রাগে তখন জ্বলছে, সে জোকে কি বলবে ভেবে পেলনা।

জো কাছে এল।

সোফিয়া ডাকল, জো।

জো মৃদু হাসল। সেই গাঢ় কালো রঙের চশমা তার চোখে। সোফিয়ার এটা একদম সহ্য হয় না। সে কিছুতেই ভেবে পায়না কেন এই অভ্যাস। খুব খারাপ অভ্যাস। আচমকা জোর দিকে তাকালে ওকে কপট বলে মনে হয়। দুচোখে যে কি! দেখে তা বোঝা যায় না। সোফিয়ার ভয় হয়।

... এত তাড়াতাড়ি ফিরলে? শরীর খারাপ নাকি?

সোফিয়া কোন উত্তর করল না। তার মনে হচ্ছিল এই ঘরে আর কেউ আছে। কোন মেয়েকে কি জো ঘরে এনেছে। গন্ধে শরীরের মাদকতা টের পাচ্ছিল সোফিয়া। এবং মেয়েলি প্রসাধনের উগ্র গন্ধ টের পাচ্ছিল। সে নিজেও একসময় এইরকম প্রসাধন ব্যবহার করত। এখন তবে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। কোনো উগ্র গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না এখন আর। মাথা ধরে যায়।

জো তাকিয়ে দেখল।

সোফিয়া গম্ভীর গলায় সন্দেহের চোখে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার ডাক শুনতে পাওনি? কি করছিলে কি?

জোও সোফিয়াকে সতর্কিত চোখে লক্ষ্য করল। সোফিয়া তার চোখ দুটি দেখতে না পেলেও জো কিন্তু দেখতে পাচ্ছে।

জো সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি বুঝতে পারছো?

সোফিয়া উত্তরে বলল, হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমি একটা শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি কি করে বুঝবো বলো তুমি এই সময় ফিবে আসবে। তোমাদের তো এখন ফেরার কথা নয়, তোমরা তো ছটায় ফিরবে বলেছিলে।

কথার মধ্যেই জো নিজেই পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বার করলো। ঠিক তখনই জো হাত তোলামাত্রই সোফিয়া রক্তের দাগ লক্ষ্য করল! সোফিয়া চমকে উঠে জোকে জিজ্ঞাসা করল।

তোমার কি কোনজায়গায় কেটে গেছে?

জো উত্তরে বলল, না।

তুমি ঠিকমত লক্ষ্য কর। দেখ রক্ত বেরুচ্ছে।

জো একবার তাকিয়ে হালকা হেসে খুব অবজ্ঞায় পকেট থেকে রুমাল বার করল এবং মুছতে মুছতে বললো, ও কিছু নয়। তুমি হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন? শরীর খারাপ, না সিনেমাটা ভালো লাগেনি।

ঠিক তাই।

সোফিয়া খুব হালকাভাবে কথাটা বলল। সে তখন অন্য চিন্তা করছে।

বাবা এখন কোথায়?

তিনি সিনেমা দেখছেন।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে খুব সহজ ভঙ্গিতে বসলো জো, সোফিয়া ঘরের চারিদিকে ভালো করে দেখল। বাতাসে পারফিউমের গন্ধ। জো নিশ্চয়ই কাউকে এইঘরে এনেছে। না হলে এইরকম উগ্র প্রসাধন তো জো কোনদিন ব্যবহার করে না।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জো বলল, তুমি মনে হচ্ছে কাউকে খুঁজছে?

হ্যাঁ।

কাকে।

সোফিয়া কোনোরকম উত্তর না দিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলো এবং বলল জানালার পর্দাটা কোথায় গেল? আর পর্দা টানানোর দড়িটাই বা খোলা কেন?

জো মনে মনে সোফিয়ার দূরদৃষ্টির প্রশাংসা করল। তারপর সে নিজের প্যান্টের পকেট থেকে একটা পাকানো জড়ির দড়ি বের করে বলল—এটা কি তোমার? তুমি কি এটাকেই খুঁজছ? খুব হালকাছলে কথা বলতে বলতে জো হাতের আঙুলে দড়িটা জড়ালো এবং নাকের কাছে এনে গন্ধ শুকলো।

ওটা তুমি পেলে কি করে? পর্দা থেকে দড়িটা কি তুমি খুলেছ?

হ্যাঁ।

কি জন্য?

ও, সেরকম কিছু নয়। একটু আনন্দ করতে গিয়েছিলাম। যাহোক ওটা তুমি লক্ষ্য করেছ দেখে খুশী হলাম। আমি তো একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। শেষ কথাগুলো জো গুরত্ব দিয়ে না বললেও সোফিয়ার মনে কিন্তু একটু সন্দেহের উদয় হল।

জোকে ভাল করে দেখল সোফিয়া। তার কি রকম ভয় ভয় করতে লাগল। কালো চশমার ভিতর দিয়ে সে সোফিয়াকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করে চলেছে। দু-চোখের দৃষ্টি কঠোর। সোফিয়ার ইচ্ছে করল ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—শত হোক জো ফ্রোয়েডেরই ছেলে। ওর সঙ্গে ফ্রোয়েডেরও জীবন জড়িত। সে ফ্রোয়েডের সহধর্মিণী, তাকে তো এটুকু মানতেই হবে।

সোফিয়ার সন্দেহ বেড়ে যাচ্ছিল। মেয়েলী প্রসাধনের একটা উগ্র গন্ধ বাতাসে ভাসছে। জোর দিকে সোফিয়া এগোতেই সেই গন্ধ আরো বেশী করে নাকে এসে ঠেকল।

তার ইচ্ছে হল জোকে স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু জিজ্ঞেসা করার। সে জানতে চাইবে কি না, কোন মেয়ে এই স্যুটে এসেছে কিনা। বলি বলি করে কথাটা সে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন মেয়েকে কি এখানে এনেছ?

জো কোন উত্তর দিল না।

সে মনে মনে সোফিয়ার প্রশংসা করল।

কি হল তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? বলো আমায়। দেখো আমার দিকে।

জো দেখল।

উত্তাপহীন দৃষ্টি। চোখে মুখে কোন পরিবর্তন নেই। নির্বিকার চিত্ত: সোফিয়ার গলার স্বর-আরো রুক্ষ হল যেন, জো।

বল।

কি ব্যাপার আমার কথা শুনতে পাচ্ছনা তুমি। সোফিয়ার রুক্ষ স্বর এবার জোকে ধাক্কা দিল। সোফিয়া কিছু বুঝতে পেরেছে। জোর এই প্রথম নিজেকে অসহায় মনে হল। তার কালো কাঁচে ঢাকা চোখ দুটো দিয়ে সে সোফিয়াকে দেখল। সে ঠাণ্ডা মেজাজে বলল—

তুমি বুঝতে পারলে কি করে? তারপর সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল এবং বেডরুমের দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না।

জো-র দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাল সোফিয়া। কি সহজ সরল চাউনি এবং কি স্পষ্ট ভাষায় কথার উত্তর দিল এরকম জোরালো প্রশ্নের। জিভে তার এতটুকু আঁটকাল না। সোফিয়ার? মনে হল এর চেয়ে জো যদি প্রতিবাদ করত ভাল হত। স্বীকার করতে ভয় পেত। সেরকম কিছু না করে সোজা কথায় উত্তর দিল। খুব তাড়াতাড়ি নিজের অবাক হওয়ার ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সোফিয়া দেখল জোর দিকে।

আগের মতোই রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি কি এই ঘরে এখনো আছে?

তোমার ধারণা সত্য। সে এখনো এখানেই আছে।

কথাটার উত্তর দিয়ে জো ভেবেছিল সোফিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তার আগেই সোফিয়া খুব তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে এলো। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা।

জো এবার বললো তুমি আমায় বিশ্বাস কর সোফিয়া, আমি আচমকাই ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলেছি। এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

জোর দিকে তাকিয়ে দেখলো সোফিয়া। সন্দেহে ভরা একজোড়া চোখ। কি যে বলবে সে ভাবে পেলনা।

সোফিয়া যে তাকে সন্দেহের চোখে দেখছিল এটা জো বুঝতে পেরেছিল। তার মনোভাবকে সে বুঝতে পারল। সোফিয়ার ঘ্রাণশক্তির অসম্ভব প্রবণতা দেখে জো অবাক হয়ে গেছে। এত দ্রুত যে সে সোফিয়ার কাছে ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। তবু নিজেকে যতটা পারল সংযত রেখে বলল, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, সত্যি সত্যি আমি ঘটনাটার জন্যে লজ্জিত। আচমকাই আমি এমন একটা কাণ্ড করে ফেলেছি। পরে বুঝতে পেরেছি এতটা বাড়াবাড়ি করা আমার ঠিক হয়নি।

সোফিয়া জোর দিকে দেখলো। অস্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করলো, কি ঘটনা ঘটিয়েছ তুমি, যে এমন, সে কথা বলতে পারছ না—তোমাকে বলতেই হবে। তুমি যে ঘটনা ঘটিয়েই থাক না কেন, এখন সবাই জেনে গেলে কি ভাববে বলতো। তোমার বাবা শুনলে ভাববেনই বা কি?

জানি।

তাহলে।

আমার কিছু করার নেই। কথাটা আমারও মনে হয়েছে। সেই কারণে ওকে আমি চলে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই শুনলো না। একটু দম নিয়ে জো বললে, আসলে কি জান। আমি নিজের মধ্যে বড় একাকিত্ব অনুভব করি। আর সেই কারণেই ওকে আমি আমার ঘরে আসতে বলেছিলাম।

জোর মুখের দিকে দেখছিল সোফিয়া। জোর মুখে কোন পরিবর্তন নেই। কোনরকম বাঁধা না পেয়ে সে সোফিয়াকে বলল, আমি যে কিভাবে বেঁচে আছি তা তোমরা জানই। বাবা তার সিনেমার জগৎ নিয়ে আছে। তুমি বাবাকে নিয়ে আছো। কেউ তোমরা আমার দিকে দেখও না, চাওনা। গলার স্বর ভারী করে জো নাটকের ভঙ্গিমায় বললো, একা আমি—আর এই একাকীত্বটা যে কতটা অসহ্য সে তুমি বুঝতে পারবে না সোফিয়া। বুঝতে পারলে আমাকে তুমি এভাবে দোষ দিতে না।

জোর কথাগুলো সোফিয়াকে এবারে খানিকটা ধাক্কা দিল। তার গলার স্বর কিছুটা নরম হয়ে এলো। সে বললো, আমি সব জানি। তবু বলছি কাজটা তোমার ঠিক হয়নি।

কাজটা যে ন্যায় কাজ নয় তা আমি জানি! আমি তো আগেই বললাম। ওকে আমি চলে যেতে অনুরোধ করেছি। বিশ্বাস কর ওকে দূর থেকে যতটা সুন্দরী বলে আমার মনে হয়েছিল, কাছে আসার পর ওকে ঠিক আমার ভালো লাগছিল না। মেয়েরা যে এত বিশ্রী হয় তা আমি জানতাম না। অথচ কিছুক্ষণ আগে যখন ও এল তখন আমার মনে হয়েছিল ওর মতো সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি। ওকে যখন এই কথাগুলোই বোঝাচ্ছিলাম ঠিক সেইসময় তুমি দরজায় ধাক্কা দিলে। তোমার ডাক আমি শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি।

সোফিয়া নিঃশব্দে কথাগুলো শুনছিল। জোকে বড় অসহায় লাগছিল সোফিয়ার। এত অসহায় তো নয় জো। তবে কি সে কোন গভীর অন্যায় কাজ করছে। সন্দেহভরা মন নিয়ে সোফিয়া জোকে প্রশ্ন করে—

মেয়েটাকে কি তোমার বেডরুমে রেখেছ?

না। বাথরুমে তাকে বন্ধ করে রেখেছি।

তার কথার উত্তর না দিয়ে সোফিয়া বলল, তোমার ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এতটা যে হবে আমি ভাবিনি।

একবারতো বললাম আমি আমার ঘটনার জন্য দুঃখিত।

সোফিয়া এবার জো-র দিকে তাকিয়ে বলল যা হবার তা হয়ে গেছে আর যেন এইরকম না হয়।

তোমাকে ধন্যবাদ। আশাকরি তুমি বাবাকে বলবেনা।

না। কথা দিলাম বলব না।

আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আর শোন জো, আমি সাঁতারে যাচ্ছি। সাঁতারের পোশাক পরতেই এসেছিলাম। তুমি বাবার সম্মানের কথা ভেবে যত তাড়াতাড়ি পার মেয়েটাকে ছেড়ে দিও। কথা বলতে বলতে সোফিয়া সাঁতারের পোষাকটা হাতে তুলে নিল।

জো কোন উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে এগোল।

শোন।

জো ডোনাল ফিরে তাকাল।

আমার কথাটা মনে রেখো, এইরকম ব্যাপার যেন আর কখনো না হয়। জো দেখল। সোফিয়া কি যেন একটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে। ব্যাপারটা কি, জোর দিকে তাকিয়ে বলল। এই নেকলেসের ভাঙ্গা টুকরোটা এখানে এল কি করে? জো সহজ ভাষায় বলল, মনে হয় এটা তোমার?

এই ধরনের নেকলেস তো আমার নেই। নীল পাথর বসানো।

জো হেসে বলল, তোমার তো অনেক গয়না! তাই তোমার এটা আছে বলে মনে করতেই পারছ না। এটা আমি অনেকক্ষণ দেখেছি। ভাবলাম তোমার হয়ত।

সোফিয়া জো-র দিকে দেখল।

জো বলল জিনিসটা একবার দেখি। সোফিয়া টেবিলের ওপর সেটা রাখামাত্রই জো সেটা হাতে

তুলে নিল এবং নিজের মনে বলে উঠলো, তার আর একটা টুকরো কোথায় পড়ল? কাছে কোথাও আছে। সে ঠিক করল সোফিয়া বেরিয়ে যাওয়ার পর একবার ভাল করে দেখে নেবে। সোফিয়া তার জিনিষ গুছোচ্ছে।

বড় বেশী ভীতু হয়ে পড়েছে সে। নিজের মধ্যে সাহস আনার চেষ্টা করলো। সোফিয়া কিছু টের পায়নি। অনুমানে যেটুকু বুঝেছে। অনুমান আর সঠিক ঘটনা জানা এক জিনিস নয়। জো দুর্বল হয়ে পড়ো না, শক্ত হও।

জোর দিকে তাকিয়ে সোফিয়া বলল, একঘন্টার মধ্যে আমি আসছি।

জো দরজার লক খুলে দিল। সোফিয়া কথা না বাড়িয়ে চলে গেলো। সারা করিডোর জুড়ে পায়ের আওয়াজ। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো।

পায়ের শব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ঠিক সময়ের ছবিটা তুলে নিতে ভুললো না মিঃ কার। সাতাশ নম্বর স্যুটের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। মিঃ কার লেন্স থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে মুখটা মুছে নিল।

।। চার ।।

সোফিয়া বেরিয়ে যেতেই জো তাড়াতাড়ি অসমাপ্ত কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরী হল। প্রথমেই তার খুঁজে পাওয়া দরকার ভাঙা নেকলেসের টুকরো।

সোফিয়ার ঘরে এসে জো খুঁজতে লাগল এবং নেকলেসের ভাঙ্গা অন্য টুকরোটা চেয়ারের তলা থেকে পেয়ে গেল। সোফিয়া দেখেনি। পকেটে পুরে নিয়ে দেখল আর কোন পুঁথি পড়ে নেই।

পরের কাজ পর্দার দড়িটা বদলে ফেলা। ঘরের চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হল। সন্দেহ হওয়ার মতো আর কিছু নেই। সোফিয়ার দৃষ্টি খুব ধারাল। কোন কিছুই তার চোখ এড়ায় না।

জো সোফিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার ঘরের দিকে গেল। বাবার টেবিলের ওপর একটা ম্যাগাজিন দেখতে পেলো। পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখতে পেলো একটা পাতায় সারা পাতা জুড়ে লুসিলের ছবি। পুরো ম্যাগজিনটা মেয়েটাকে নিয়ে লেখা। খুব তাড়াতাড়ি দেখে নিলো। তার বিষয়ে অনেক গোপনীয় তথ্য তখন জানা দরকার।

মিঃ সারির কথা জো শুনেছে। সারি লুসিলের প্রতিনিধি। এর সঙ্গে লুসিলের সম্পর্ক খুব মধুর। সেই লুসিলের হয়ে সিনেমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জো চিন্তা করল। এখানে আসার খবরটা কি মিঃ সারি জানে। লুসিল কি ওকে কিছু বলেছে। ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে। ওকে একবার ফোন করতে হবে। জো মৃদু হাসলো। লুসিলের ব্যাগ থেকে যে কার্ডটা পেয়েছে তাতেই ফোন নম্বর লেখা আছে। কার্ডটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফোনের দিকে এগিয়ে গেলো।

অন্যদিক থেকে মেয়ের গলা ভেসে এলো।

জো বলল, দয়া করে মঁসিয়ে জেন সারিকে একটু ফোনটা দেবেন, খুব দরকার আছে।

তিনি তো এখন নেই, ওপাশ থেকে বলল। জো স্বস্তি পেল। কণ্ঠস্বরকে আরো গম্ভীর করে বললো, ছটার সময় তিনি বারে আসবেন। উনি ফিরে আসলে বলবেন লুসিল আজ দেখা করতে পারবে না। সে আজ মন্টি মাইলোতে রাত কাটাবেন। আগামীকাল দেখা হবে।

আর কিছু বলার নেই তো?

না।

আপনার নামটা জানতে পারি কি?

জো কোন উত্তর না দিয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখল। তারপর নিজের ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকলো সে। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর বিছানার সামনে এসে দাঁড়ালো। একটি মরদেহ পড়ে আছে বিছানার ওপর।

জো একবার দেখে নিয়ে মৃতদেহের মুখটা ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে। কে বলবে সে মৃত, কিছুক্ষণ আগে সে মারা গেছে। মনে হচ্ছে লুসিল যেন ঘুমুচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যেন জোকে

দেখছে।

জো তাড়াতাড়ি ঘরের চারদিক দেখে নিল। আগে তার দরকার মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলা। দেয়ালের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখল একটা বড় আলমারি। জো আলমারির কাছে গিয়ে আলমারির পাল্লাটা খুলে ফেললো। দরজাটা বন্ধ করার কোন লক নেই। সে তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে এল।

মৃতদেহটাকে তুলতে কষ্ট হচ্ছিল জোর। এত-ভারী হয়ে যাবে ভাবেনি। তবু কোনমতে মৃতদেহটাকে টেনে নিয়ে এলো আলমারির সামনে। তারপর খুব সাবধানে আলমারির মধ্যে মৃতদেহটা রেখে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করল।

নিজেকে ধন্যবাদ জানাল জো। এখন আর তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। জো আর না দাঁড়িয়ে দরজা লক করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো।

জো বাইরে বেরোতেই মিঃ কার অবাক হয়ে গেল। সবাই বেরিয়ে গেল। লুসিল বেরুলো না কেন? সে ঘরের ভেতরে কি করছে?

মিঃ কারের সন্দেহ হল জো ডোনালের মতলবটা কি? লুসিলকে কেন সে একা ঘরে বন্ধ করে রাখল। সে এখন কোথায় গেল? মিঃ কার নিশ্চিত যে, এই ঘরে একা এখনো লুসিল আছে। একা কেন রয়েছে। কিছুক্ষণ আগে সোফিয়াকে চলে যেতে দেখেছে। এখন জো ডোনালও চলে গেল। লুসিলতো বেরুল না। সে একা ঘরে কি করছে?

ভাবতে গিয়ে মিঃ কারের মাথা ঝিম ঝিম করছে। বোতল থেকে একটু জল ঢেলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিল। ভদ্রলোক স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে একটু আনমনা হয়ে গেছে। তবে একথা ঠিক মিঃ কার ঐ সময় অন্যমনস্ক ছিলেন না। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন লুসিল এখনও ঘরের মধ্যেই আছে।

আস্তে আস্তে মিঃ কার ফাঁকা করিডোর দিয়ে হেঁটে এসে মিঃ ডোনালর স্যুটের সামনে দাঁড়ালেন। না, ভিতরে কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে!

পিছনে ফিরতেই মিঃ কার দেখতে পেলেন করিডোরের শেষ প্রান্তে মোটাসোটা গোছের একটি লোক দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে।

মিঃ কার নিজের ক্যামেরাটা ঠিক করে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। সহজ সরল ভঙ্গিমায়। যাতে তাকে সে সন্দেহ না করে।

ব্যাপারটা কি?

লোকটা প্রশ্ন করা মাত্রই মিঃ কার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মিঃ ডোনাল কি ভেতরে আছেন?

না।

কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে আছে।

লোকটি আবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি করে এত জোর দিয়ে বলছেন জানি না। তবে আমি যতদূর জানি তিনি এখন নেই।

কিন্তু আমার যে এখন তার সঙ্গে দেখা করার কথা।

না। তিনি অনেক আগে বেরিয়ে গেছেন। মিঃ জো ডোনালও ছিলেন অনেকক্ষণ। তিনিও এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

ও, ভাল কথা, দয়া করে আমার একটা কাজ করে দেবেন।

বলুন কি কাজ।

ওনাকে আমার একটু প্রয়োজন ছিল। যদি একটা খবর দিয়ে দেন ওনাকে।

এই ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। বরঞ্চ আপনি ওপর পোর্টারকে বলুন। সে যদি কিছু সাহায্য করে।

ধন্যবাদ।

মিঃ কার তাড়াতাড়ি নিচে নেমে হল পোর্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আপনি কি কিছু করবেন?

মিঃ ডেনাল কখন ফিরবেন বলতে পারেন?

সেটা বলা অসম্ভব। কেন বলুন তো?

ওনার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। একটা কাজ করবেন?

বলুন কি কাজ।

মিঃ ডোনালর ফ্ল্যাটে কেউ ফিরলেই দয়া করে আমায় খবর জানাবেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। খুব দরকার। সংবাদটা আমাকে জানাতে ভুলে যাবেন না।

কথাটা বলে মিঃ কার বারে এসে বসলেন। সরাইখানাটা একদম ফাঁকা। মিঃ কার হুইস্কি এবং স্যান্ডউইচের অর্ডার দিলেন।

তাঁর মাথায় তখনো লুসিলের চিন্তা। নিঃসন্দেহ সে মেয়েটা এখনো এ ফ্ল্যাটে আছে। কিন্তু কেন, কেন তাকে ঐ ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।

সোফিয়া ও পরে জো ডোনাল দুজনে কোথায় গেল।

অসংখ্য প্রশ্ন তার মনে ভিড় জমাতে থাকে। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক মেরে নতুন করে ভাবতে থাকেন। কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পান না।

।। পাঁচ ।।

সন্ধ্যের সময় ওরা ফ্ল্যাটে ফেরে। এবং কিছুক্ষণ থেকে মিঃ ডোনাল আবার বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ সারির সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তার। সারি একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান একথা মিঃ স্টেন ডোনালকে জানিয়েছেন। নতুন একটা ছবিতে লুসিলকে কাজে নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন ফ্রোয়েড। এই শর্তে সারি রাজী হলে তবে তিনি লুসিলের সঙ্গে দেখা করবেন। ডোনাল সিনেমা হল থেকে ফিরেই তাই আবার বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ ডোনাল বেরিয়ে যেতে মিঃ জো ডোনাল নিজেকে আবার তৈরী করে নিলেন। সে আগে থেকেই জেনে নিয়েছে রাত পর্যন্ত অটোমেটিক লিফট্ চালু থাকে।

রাত তখন তিনটে। প্লাজা হোটেল অনেকটাই শান্ত হয়ে যায় রাত তিনটের পর। এলিভেটরের সাহায্য তখন আর লাগে না।

মিঃ জো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন তার হিসাবে এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। সোফিয়ার ঘরের দিকে তাকিয়ে জো দেখল সোফিয়া পোশাক বদলাচ্ছে। পুনরায় সে নাইট শো তে সিনেমায় যাবে। অবশ্য তারও সিনেমায় যাওয়ার কথা। মিঃ ফ্রোয়েড নিজে থেকেই জোকে হলে চলে যেতে বলেছেন। এবং সিনেমা হলে তার সঙ্গে সে দেখাও করবেন একথাও বলেছেন।

জো নিজের ঘরে ঢুকে ধীরে ধীরে আলমারির দিকে এগিয়ে গেল। শবদেহটা ঠিক আছে কিনা তা একবার আলমারিটা খুলে দেখা দরকার। রাত তিনটে না বাজলে মড়াটা ঘর থেকে সরানো যাবে না।

মিঃ জো ডোনাল আলমারিটা খুলে মৃতদেহটা পুনরায় বিছানার ওপর শোয়ালো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মৃতদেহটা যে অসম্ভব ভারী হয়ে উঠবে তা জো ভাবেনি। তবু ওজনটা দেখার জন্য লুসিলের মৃতদেহটাকে টেনে তুলল। না, অটোমেটিক এলিভেটর পর্যন্ত টানা সম্ভব নয়। তবু তাকে টেনে নিয়ে যেতেই হবে। কাজটা সহজ করার জন্য সে মৃতদেহটাকে নিয়ে হাঁটাচলার চেষ্টা করল। আহা, সে কি পাগল। এরকমভাবে মৃতদেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে লোকে নিন্দা করবে। তাকে কাজগুলো অত্যন্ত গোপনভাবে করতে হবে। সে মৃতদেহটাকে পুনরায় বিছানায় শোয়ালো।

লুসিলের মৃতদেহটা এবার ঠাণ্ডা পাথরের মত লাগছে। মৃত লুসিলের মুখের ওপর ঝুঁকে জো খুব গভীরভাবে দেখছিল। মেয়েটির রূপের অহংকার খুব। মনে মনে হেসে তার ঠোঁটের ওপর আঙুলটা ছোঁয়ালো হালকাভাবে। এখনও খুব নরম লাগছে। এবার তার চোখ পড়ল উন্নত দুটো [illegible] *ওপর। সেখানে হাত ছোঁয়ানো মাত্র পায়ের শব্দ শুনতে পেল জো। কেউ আসছে নিশ্চয়ই*

[illegible] তাড়াতাড়ি মৃতদেহটাকে আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে জো দরজা খুলে দাঁড়ালো।

[illegible]। একটা আগুন রঙের পোশাক পড়েছে সে। দারুণ লাগছে তাকে।

[illegible] এবং নিজেকে ঠিক

[illegible] থাকবেন

সোফিয়া দেখল।

জোর চোখে একটা অস্বাভাবিক চাউনি।

একটু অপেক্ষা কর। আমি ড্রেস চেঞ্জ করে এক্ষুণি আসছি।

জো হঠাৎ এত কথা বলছে কেন? নিজেকে কি খুব স্বাভাবিক রাখতে চাইছে। সোফিয়ার সন্দেহ বাড়তে থাকে। সেই মেয়েলী প্রসাধনের উগ্র গন্ধটা পেতে থাকে। ঘরটার দিকে এগোয় মেয়েটা কি এখনো আছে? না থাকলেও কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও আছে। সোফিয়ার মনে হয় জো তাকে এখনও ছাড়েনি। কিন্তু সে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না।

সোফিয়া যে কিছু একটা চিন্তা করছে এটা জো লক্ষ্য করে। সে সোফিয়াকে খুব সহজভাবে বলল, তুমি সিনেমায় যাচ্ছ না?

সোফিয়া কোন উত্তর দিল না।

জো চুল আঁচড়ে গায়ে কোট চাপিয়ে নিলো। পকেটের মধ্যে রুমাল। লাইটার, সিগারেট কেস, মানিব্যাগ ভরে নিলো।

সোফিয়া ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে ক্ষুধার্ত হায়নাব মতো চারদিক দেখছিল। এমন সময় সোফিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, জো।

সে চমকে উঠলো।

ব্যাপারটা কি।

জো নিজেকে সংযত রেখে বলল, কিসের ব্যাপার।

তোমাকে দেখে ঠিক ভাল লাগছে না। কি হয়েছে তোমার?

কই কিছু হয়নি তো আমার। এই প্রথম জো কেঁপে উঠলো।

সোফিয়া বলল, তুমি মিথ্যে বলছ।

মেয়েটার সঙ্গে তোমার কি কিছু হয়েছে?

জো এবার সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কোন চিন্তার কাবণ নেই।

কেন?

সে অনেক আগে চলে গেছে।

ও তাই বল। আমি ভেবেছিলাম সে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে।

ব্ল্যাকমেল?

জো এবার হেসে বলল। ওর মতো মেয়ে আমায় ব্ল্যাকমেল করতে পারে না।

কেমন করে জানলে তুমি? সোফিয়া দেখলে জো একটা রঙিন তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছে। সোফিয়া আলমারির কাছে গেল।

সোফিয়াকে জো দেখতে পাচ্ছিল।

সোফিয়া আলমারির কাছে গিয়ে কি যেন একটা দেখল তারপর জোর দিকে তাকিয়ে একটানে আলমারির পাল্লাটা খুলে ফেলল।

সোফিয়া চমকে উঠলো।

জো দেখল লুসিলের মৃত উলঙ্গ হীম শীতল শরীরটা সোফিয়ার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ সোফিয়া কোন কথা বলতে পারল না। সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা কি? জো একটা নিষ্পাপ মেয়েকে খুন করেছে। কিন্তু মেয়েটাই বা কে? মৃত মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠলো সোফিয়া। এতো সেই নবাগত অভিনেত্রী লুসিল বলে মনে হচ্ছে। সোফিয়া ফ্যাকাশে মুখে তাকালো জোর দিকে।

সে জোকে বললো, তুমি খুন করেছো?

জো সহজভাবে বলল, এটা ঠিক খুন নয়, এটা অনেকটা দুর্ঘটনা বলতে পারে।

মানে?

জো এবার সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, যদি আমার কথা বিশ্বাস কর তো বলতে পারি।

ব্যাপারটা কি?

আমি ওকে আসতে বলেছিলাম ঠিকই। কিন্তু ও আসার পর ওকে ভালো করে [illegible]

বুঝলাম, আমি ভুল করেছি। তক্ষুণি আমি ওকে চলে যেতে বলেছিলাম। ও যেতে চাইল না। ও বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। আমি ওকে খুন করতে চাইনি। কিন্তু যখন দেখলাম ও বাবার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না, তখন আমি ভয়ে সমস্ত শক্তি ওর ওপর প্রয়োগ করলাম। যাতে ও চিৎকার না করে তাই ওর মুখটা বন্ধ করেছিলাম। ভাবিনি ও মারা যাবে। অনেকক্ষণ ওর মুখটা ধরে রাখার পর ওকে ছেড়ে দিতে দেখলাম, ও মারা গেছে।

সোফিয়া এবার জোর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমায় বিশ্বাস করি না। তুমি মিথ্যেবাদী। তুমি ওকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছ।

জোর কালো কাঁচের আড়ালে ঢাকা চাউনি ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। মুখে কোন চিন্তার ছাপ নেই। জো সোফিয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, তুমি ঠিক ধরেছ ও গলায় ফাঁস আটকে দম বন্ধ হয়েই মারা গেছে। তবে এটা নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়।

সোফিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, জো যে এরকম একটা কান্ড করবে সে ভাবেনি। তার মাথা ঘুরছে। এরকম অবস্থায় নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে।

তোমার কি শরীর খারাপ করছে? জো তাকাল।

সোফিয়ার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। সে রুক্ষস্বরে বলল, তুমি কেন এরকম করলে?

আমি এরকম কিছু করবো ভাবিনি। সবটাই একটা দুর্ঘটনা।

সোফিয়া বলল, আমার বিশ্বাস হয় না। বেশি কথা না বলে বল এখন কি করবে। তোমার বাবার সম্মান কেনসের এই বড় শহরে জড়িত। এখানে অনেক মানুষের মধ্যে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া মুশকিল। এখন তুমি কি করবে ঠিক করেছ।

ভোরের আগে মৃতদেহটাকে সরিয়ে ফেললেই আমি বেঁচে যাব।

তোমার কি মনে হয় কাজটা সহজ হবে।

সহজ না হলেও সহজ করে নিতে হবে। একটু বাদে জো বললো। সর্বাগ্রে তুমি বল বাবাকে বলবে না।

ঠিক আছে কথা দিলাম। কিন্তু—

অল রাইট। কিন্তু নয়। আমাকে এবার আমার মতো কাজ করতে দাও।

কি করবে তুমি।

ট্রাংকের ভিতরে করে মৃতদেহটা বাইরে ফেলে দিয়ে আসবো।

সোফিয়া বললো, এটা তুমি ভুল বলছো। কেননা অতবড় মৃতদেহটাকে নিয়ে গেলে সবাই সন্দেহ করবে।

জো দেখল সোফিয়া ওর দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে। বলল, কেউ যদি দেখে ফেলে। এছাড়া ও যে তোমার ঘরে এসেছিল একথা অনেকেই জানে নিশ্চয়ই। সবাই তোমাকে দেখেছে?

না।

এতটা নিশ্চিন্ত হলে কি করে।

কারণ আমরা একসঙ্গে তো ওপরে উঠিনি।

ও যদি কাউকে এখানে আসার কথা বলে থাকে।

না, ও বলবে না, কারণ আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলাম।

সোফিয়া বলল, তবুও যদি কেউ দেখে।

আমি নিশ্চিন্ত যে কেউ দেখেনি। সেই সময় কেউ ছিলও না।

কিন্তু পুলিশ যদি আসে ওরা তোমায় ছাড়বে না। ওরা বোকা নয়। তুমি যতটা সোজা ভাবছ ততটা নয়। ওরা যেভাবেই হোক সূত্র পেয়ে যাবে।

সোফিয়া উতলা হয়ে উঠেছিল। জো ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি নিয়ে বললো, ওরা কোন সূত্র পাবেনা। কারণ আমি সেরকম ভুল করিনি।

তাহলে তো ভালই। যাক, ওসব কথা এখন ছাড়। তোমার বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে এখনি বেরোতে হবে। আমি সময় অপচয় করতে পারছি না। কেউ যেন বুঝতে না পারে

সেইভাবে ব্যবস্থা করো।

সোফিয়া যে খুব অসহায় হয়ে পড়েছে একথা ভেবে জো মৃদু হাসলো। সে তাই খুব নির্ভয়ে বলল, আমার দায়িত্ব আমার। তোমার কোন চিন্তা নেই।

তাহলে আমি এখন যাচ্ছি।

তুমি একটু দাঁড়াও আমিও যাব।

আমার পক্ষে অসম্ভব।

সোফিয়া কথাটা বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জো সম্পূর্ণ রেডি।

সোফিয়া ঘরের থেকে বাইরে এসে দেখলো জোও তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দরজা বন্ধ করছে। সোফিয়া আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

জো বারান্দায় এসে দেখল কেউ নেই। সে চিন্তা করল তার আগে মৃতদেহটা সরানো দরকার। সরালেই তার মুক্তি। সে পুলিশের হাত থেকেও বেঁচে যাবে। দরজায় চাবি দিয়ে সে নীচে চলে এলো।

মিস্টাব ডোনাল অনেক রাত করে ফিরলেন এবং নিজের ঘরে শোবার জন্য গেলেন।

রাত তখন তিনটে।

জোর চোখে নিদ্রা নেই।

প্লাজা হোটেলে একমাত্র তার চোখেই নিদ্রা নেই। চারদিক নির্জন। জোর ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। নিদ্রাহীন চোখে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সোফিয়ার ঘরের দিকে গেল। সোফিয়ার চোখও নিদ্রাহীন। সেও উতলা হয়ে জোর জন্য অপেক্ষা করছে। জো দরজায় মৃদু আঘাত করে ঘরে ঢুকতেই সে বিছানায় উঠে বসল। ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি করবে ঠিক করেছ?

জো মৃদুস্বর বলল, ওকে আমি এলিভেটর-এ নিয়ে ওপরে গিয়ে ফেলে রেখে আসবো।

কেউ যদি দেখে ফেলে।

সে ভাব আমার। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ।

আমি মৃতদেহটা নিয়ে আসছি। তুমি শুধু দেখ কেউ যেন এলিভেটরটা ব্যবহার না করে।

এক্ষুনি।

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। যা করার তাড়াতাড়ি কর।

সোফিয়া কথাটা বলে বাইরে এলো। বারান্দায় কাউকে দেখতে পেল না। চারদিক দেখে খুব তাড়াতাড়ি এলিভেটরের সুইচ টিপে দিল। এলিভেটরটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসছে। তিনটে বাজতে কয়েক সেকেন্ড বাকি।

সোফিয়া দরজার দিকে গেল।

জো তাড়াতাড়ি মৃতদেহটা নিয়ে এলিভেটরে উঠে পড়ল। এলিভেটরটা ওপরে উঠে যেতেই সোফিয়া নিজের ঘরে ফিরে এল। সে তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। নিজের মধ্যে একটা রক্তের চাপ অনুভব করল। তার খালি মনে হতে লাগল জোকে কেউ দেখতে পায়নিতো। কিন্তু আগামী কাল কি হবে।

আর চিন্তা করতে পারে না সোফিয়া। সমস্ত কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায়। সে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। জো ফিরে এল কিছুক্ষণ পরেই। ওর চলনে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। সোফিয়াকে বলল, কোন ভয় নেই। সবদিক ঠিক আছে।

কেউ দেখে ফেলেনি তো।

না।

কেউ কি সন্দেহ করেছে।

জো চোয়াল শক্ত করে বললো। তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। আমি এলিভেটর ছেড়ে দিয়ে নিচে নেমে এসেছি।

নামার সময় যদি কেউ দেখে ফেলে।

না। সে ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কথাটা বলে জো নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

মিঃ কারের এখন আপশোষ হচ্ছে। এরকম একটা রহস্যঘন মুহূর্তে ক্যামেরাটাই ঠিক রাখতে পারলেন না। আসলে এমন ঘটনার মুখোমুখি যে তাকে হতে হবে তা তিনি কখনও ভাবেন নি। উত্তেজনায় ওপরে উঠে এসেছেন। এবং লুসিলের মৃতদেহটা যে এলিভেটারের মধ্যে পড়ে আছে তার ছবিও তিনি তুলেছেন।

ঠিক সময়ে আসল ছবিটা তুলতে না পারার জন্য তিনি নিজেকে মনে মনে গালাগাল দিলেন এবং ভাগ্যকে ঠকে যাওয়ার জন্য দোষারোপ করলেন। ওই সময়ের ছবিটা থাকলে ছেলেটা এখুনি হাতেনাতে ধরা পড়ত। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করে লাভ নেই। তাতে করে সেই সমস্যাটা আর ফিরে আসবে না। তার মাথা ও শরীর দুটোই খারাপ হতে লাগল। লুসিল খুন হয়েছে—একথা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। একবার তার মনে হল পুলিশকে ব্যাপারটা জানাবে, আবার মনে হল পুলিশ তো জানতে পারবেই। তখন ছবিগুলো ছাপিয়ে বিখ্যাত হওয়া যাবে। মিঃ কার চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তার মনে হল ফ্রোয়েড পরিবারের প্রচুর টাকা। এমন একটা কলঙ্ক থেকে বাঁচতে তারা তাকে প্রচুর টাকা দিতেও দ্বিধা করবে না। ছেলের জন্য না দিলেও সোফিয়ার জন্য টাকা ব্যয় করতে দ্বিধা করবে না মিঃ ডোনাল।

মিঃ কার টলতে টলতে নীচে নেমে এলেন। ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কুড়ি। মিঃ কার দেখলেন হোটেল পোর্টার জেগে। তিনি বাইরে বেরিয়ে যেতেই পোর্টার লোকটি হেসে বলল—ধূর্ত মাতাল।

।। ছয় ।।

সংবাদটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে এটা ধরা পড়ল হোটেল জমাদারের চোখে। সে চারতলা পরিষ্কার করতে এসেছিল। এলিভেটরের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেছে শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল হোটেলের সহযোগী ম্যানেজার মিস্টার ভেসপিরিন। এছাড়া এলেন হোটেল রক্ষী, পুলিশ অফিসার এমস্টারে রাইট। তিনি চারতলায় গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে টেলিফোনে খবর দিলেন ইন্সপেক্টর মিঃ ডিভারুক্সকে। দশ মিনিটের মধ্যে মিঃ ডিভারুক্স এসে পডলেন। মিঃ ভেসপিরিনি ও মিঃ রাইট তাকে চারতলায় নিয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স একজন অভিজ্ঞ মানুষ। তার বয়স চল্লিশের বেশি, পেটানো গড়ন। কাজের ব্যাপারে তার সুনাম আছে। ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স আসতে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন সহম্যানেজার ভেসপিরিন। মৃত্যুদেহের দিকে লক্ষ্য করেই তিনি বুঝলেন যে মেয়েটিকে অন্য কোথাও হত্যা করে তারপর ওখানে রাখা হয়েছে। এবং এই খুনটা করাও হয়েছে এই প্লাজা হোটেলের পাঁচশো শোবার ঘরের মধ্যে কোন একটি ঘরে। মিঃ ডিভারুক্সের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি ভেসপিরিনকে তার কাজের জন্য একটা ঘর ছেড়ে দিতে বললেন, যেখানে পুলিশ মৃতদেহটিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবেন।

তিনি আরও বললেন, তাড়াতাড়ি একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে এলিভেটরটা ফাঁকা করে দিন। এছাড়া তিনি মৃতদেহের ছবি তোলারও ব্যবস্থা করলেন।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে মিঃ ডিভারুক্স সব কাজ গুছিয়ে ফেললেন। মাদমোজেল লুসিলের ডেডবডি নিয়ে যাওয়া হল চারতলার ছোট্ট একটা ঘরে। সেটাকে ঘর না বলে বাথরুম বলা যায়। প্লাজা হোটেলের সব ঘরই গন্যমান্য অতিথিতে ভর্তি। ছবি তোলার লোকও এগিয়ে এলেন। ইন্সপেক্টর তাদের কাজে লাগিয়ে সহযোগী ম্যানেজারসহ নিচে নেমে এলেন।

ইন্সপেক্টর ডিভারুক্সকে হোটেলের একটি অফিসঘর ছেড়ে দেওয়া হল। টেবিল, চেয়ারও দেওয়া হল তাদের। ঠোটের কোণে পাইপ জ্বালিয়ে, হাতে মোটা কলম নিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স।

নিজের মনে একবার ভেবে নিয়ে তিনি কাজ শুরু করলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আগে তার জানা দরকার লুসিল কখন, কেন এবং কার সঙ্গে দেখা করতে এই হোটেলে এসেছিলেন। মনে হয় এই ব্যাপারে হোটেল দারোয়ানই ভাল খবর দিতে পারবে। তিনি টেবিলের ওপর সাদা কাগজ

রেখে তাকে ডাক দিলেন। ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মেয়েটি কখন হোটেলে এসেছিল তুমি কি জান?

ইন্সপেক্টরের কথায় দারোয়ান উত্তর দিল, আমার যতদূর মনে পড়ছে আমি তাকে চারটের সময় আসতে দেখেছি।

চারটে।

হ্যাঁ, স্যার।

আচ্ছা সে কি এলিভেটর ব্যবহার করেছিল, বলতে পার?

আজ্ঞে না।

কোন্ স্যুটে গিয়েছিল বলতে পার।

না।

সেটাও না। ইন্সপেক্টর চিন্তা করতে করতে কাগজটার ওপর কলম বোলাতে লাগলেন। মেয়েটি দোতলা কিংবা তিনতলার ঘরে উঠেছিল নিশ্চয়ই। কেননা চারতলায় উঠলে সে নিজেই এলিভেটর ব্যবহার করতো। কার কাছে এসেছিল সে?

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটির খোঁজ করতে কেউ এসেছিল?

হ্যাঁ, সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় একজন আলোকচিত্রী তাঁর খোঁজ করতে এসেছিলেন। তাঁর নাম মিঃ জো কার।

তিনি কি বলেছিলেন—

লুসিল হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছে কিনা তিনি জানতে চেয়েছিলেন।

ইন্সপেক্টর মিঃ কারের নামটা কাগজের ওপর লিখে নিলেন। এই লোকটা তাঁর কোন পরিচিত সাংবাদিক নয়। আমেরিকান খেলার কাগজে কাজ করেন। সম্পূর্ণ মাতাল, ভাবতে ভাবতে তিনি প্রশ্ন করলেন, সে কি আর কিছু জানতে চেয়েছিল।

হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন মিঃ ডোনালরা ফিরলেই আমি যেন তাকে খবর দিই—

ডোনালটা কে?

মিঃ ফ্রোয়েড ডোনাল ফ্লিল্ম জগতের একজন বিখ্যাত লোক। তারা সপরিবারে এখানে আছে। দারোয়ানটি ডোনাল পরিবারের কথা একে একে সব বলল। ইন্সপেক্টার এবার তাকে বিদায় দিল। দারোয়ান চলে যেতেই ইন্সপেক্টর মনে মনে, একটা হিসাব করলেন। মেয়েটা কারের কথা অনুযায়ী চারটের কিছু আগে এসেছিল। সন্ধ্যে ছটা সাতটা অবধি এই হোটেলেই ছিল। আর মিঃ কার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কিছু জানেন। রহস্য ঘন হয়ে এল।

চারতলার ঘরে যখন মৃতদেহ নিয়ে পরীক্ষা চলছে, তখন ইন্সপেক্টর খবর নেওয়ার জন্য টেলিফোনটা তুলে নিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন, মাদমোজেল লুসিল ঠিক কখন মারা গেছেন আপনারা কি বলতে পারবেন।

মৃতদেহ অনুসন্ধানরত অফিসার সময়টা জানালে ইন্সপেক্টর সময়টা কাগজে লিখে নিলেন। সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।

দারোয়ানের রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েটি হোটেলে এসছিল চারটের কিছু আগে। অর্থাৎ তাকে খুন করা হয়েছে চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে।

ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি হাতের ছাপ পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল।

হাতের ছাপটা খুবই জরুরী। ঠিক এই সময় হোটেল রক্ষী পুলিশ অফিসার মিঃ রাইট ঘরে ঢুকলেন।

তিনি ইন্সপেক্টরের সামনাসামনি বসতেই ইন্সপেক্টর তার দিকে তাকালেন। রাইট অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা মেয়েটা কখন এই হোটেলে এসেছিল জানেন?

না। আসলে সেইসময় কেউই এই হোটেলে ছিলনা। সবাই তখন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিল।

তা সত্যি। আমার মনে হয় তাকে এই হোটেলের কোন শয়নঘরে খুন করা হয়েছে।

দেখুন, তবুও আমার মনে হয় এই ধরনের দুঃসাহসিক কাজ কেউ করবে না।

ডিভারুক্স হেসে বলে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলে এটাই সম্ভব হয়েছে। তারপর আবার ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা আপনাদের এলিভেটর কতক্ষণ চালু থাকে?

রাত তিনটে পর্যন্ত।

হুঁ। মনে হয় এই সময় খুনী এলিভেটর ব্যবহার করেছে।

আপনি ওই সময় কোথায় ছিলেন?

পেট্রোলে ছিলাম।

কাউকে কি এই সময় হোটেলে আসতে দেখেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন আলোকচিত্রী মিঃ কারকে দেখেছি?

কে?

কার।

ডিভারুক্স তাকালেন রাইটের দিকে। কিছু যেন চিন্তা করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কোন সময় কারকে দেখেন নি?

হ্যাঁ, সাড়ে চারটের সময় তাকে মিঃ ডোনালর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে উনি জানালেন, মিঃ ডোনালর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আপনি তাকে কি বললেন?

তাকে জানালাম, এই স্যুটে কেউ নেই। তার ছেলে জো ডোনালও বেড়িয়ে গেছেন। রাইট আরো বললেন, মনে হয় উনি দরজায় কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছিলেন। তবে আমি সিওর ডোনাল পরিবারের কেউই এই স্যুটে ছিল না?

ডিভারুক্স টেবিলের দিকে তাকিয়ে কাগজে দাগ কাটতে কাটতে চিন্তা করলেন, সে, মেয়েটার খুন হওয়ার সময় একমাত্র মিঃ কারই এই হোটেলে উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে আগে তাকে খুঁজে বার করা দরকার। তিনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।

চিন্তা করতে করতে কাগজের ওপর মিঃ কারের নামটা লিখে নিলেন। মিঃ কার হোটেলে এসেছিলেন চারটের আগে এবং হোটেল থেকে চলে গেছেন রাত তিনটের সময়। এই সময় মেয়েটি খুন হয়েছে এবং খুনী এই সময়ের মধ্যে তার মৃতদেহটা এলিভেটরের মধ্যে রেখে এসেছে। তিনি সাদা কাগজের ওপর ঘটনাটি সাজিয়ে নিয়ে দেখছিলেন।

কিছুক্ষণবাদে ফটোগ্রাফার মিঃ বনেট এসে মিঃ ডিভারুক্সের টেবিলে তদন্তের রিপোর্টটি রেখে বললেন, আমাদের ছবি তোলার কাজ শেষ।

কোন সূত্র পেলেন কি?

মিঃ বনেট অল্প হেসে জানালেন আমার মনে হয় মেয়েটির গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। গলায় সেরকম দাগ পাওয়া গেছে।

আপনার কি অন্য কিছু মনে হয়।

হ্যাঁ। আমাদের মনে হয় কোন পর্দার দুটো দড়িকে একসঙ্গে করে ফাঁসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি দড়ি জড়ির। অবশ্যই দড়ি দুটো সিল্কের ছিল।

ইন্সপেক্টার ডিভারুক্স মিঃ বনেটের কথা শুনে মিঃ রাইটের দিকে তাকালেন এবং বললেন সবই তো শুনলেন, আপনার কিছু কি বলার আছে?

মিঃ রাইট ইন্সপেক্টারের কথা শুনে বললেন, আপনি যে ধরনের দড়ির কথা বলছেন তা দোতলা, তিনতলাতেই ব্যবহার করা হয়।

একটু নমুনা দেখাতে পারেন।

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

কিছুক্ষণ বাদে মিঃ রাইট দড়ির নমুনা নিয়ে এলেন এবং মিঃ ডিভারুক্সকে দেখালেন জিজ্ঞেস করলেন, এই রকম তো।

ডিভারুক্স দড়ি দুটো হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সব ঘরে কি একইরকম দড়ি ব্যবহার করা

না, শুধু দোতলায়।

ডিভারুক্স হাসছিলেন। কিছু হয়ত বলবেন, এমন সময় ফোনটি বেজে উঠল। রাইট ফোনটা ধরলেন। তারপর ইন্সপেক্টারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার ফোন।

ইন্সপেক্টার রিসিভারটা হাতে নিলেন।

অন্যপ্রান্ত থেকে গলার স্বর শোনা গেল। যিনি ফোন করছেন তিনি মৃতা লুসিলের হোটেল থেকে মিঃ সারি করছেন—

...লুসিলের এজেন্ট।

ইন্সপেক্টার টেলিফোনে কথা না বলে মিঃ সারিকে প্লাজায় আসতে বললেন। খুব তাড়াতাড়ি আসতে বললেন। কারণ বিষয়টা খুবই জরুরী। মিঃ সারি জানালেন, তিনি মিনিট দশেকের মধ্যে আসছেন।

মিঃ কার বেপাত্তা।

সমস্ত শহরটা তোলপাড় করেও তাকে খুঁজে পেলনা পুলিশ। পুলিশ বিউরিভেজ হোটেলে খোঁজ করেও তাকে পেলনা। লোকটা গেল কোথায়? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তিনি বিউরিভেজ হোটেল ছাড়া অন্য কোথাও ওঠেন না। মাদাম ব্রোসেটি নামে একজন ভদ্রমহিলা এই হোটেলটার মালিক। তার বয়স মিঃ কারের সমান। সমবয়সী বলে বোধহয় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার পর মিঃ কার কিছুটা ঝিমিয়ে গেছেন। মাঝে মধ্যে এই হোটেলে এসে সময় কাটিয়ে যান। এই হোটেলে একটি ঘর মিঃ কারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। এখানে নির্দিষ্ট কোন বাসিন্দা নেই। রাস্তার নোংরা মেয়েরা রাতে খদ্দের ধবে এনে সময় কাটায় এই ঘরগুলোতে। খরচও খুব বেশী নয়। পুলিশ ব্রোসেটির সঙ্গে কথা বলেছেন। হোটেল সার্চও করেছেন। কিন্তু কোন সুফল হয়নি।

সংবাদটা শুনে ডিভারুক্স একটু দমে গেলেন এবং মনে মনে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর আদেশ করলেন যে গোয়েন্দা বিভাগের দুজন কর্মীকে যেন ওখানে বসিয়ে রাখা হয়। তিনি বললেন, আমি নিশ্চিন্ত মিঃ কার ওই হোটেলেই আছেন নতুবা তিনি একবার এখানে আসবেনই। একমাত্র তিনিই সন্দেহজনক।

।। সাত ।।

সোফিয়াকে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে জো আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং সোফিয়ার দিকে তাকাল।

কঠিন স্বরে সোফিয়া তাকে বলল, তুমি এখনি আমার ঘরে এসো।

ব্যাপারটা কি।

কথা না বাড়িয়ে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

জো আশ্চর্য হয়ে গেলো। তবুও কোন কথা না বলে সে সোফিয়ার পিছু পিছু গেলো। সে ঘরে ঢুকতেই সোফিয়া দরজা বন্ধ করে দিল। সোফিয়াকে জো'র খুব উতলা মনে হচ্ছিল।

শোনো জো, তোমার সঙ্গে খুব দরকারি কথা আছে।

সোফিয়ার সমস্ত চোখেমুখে উত্তেজনা। সে বিছানার ওপর বসে সিগারেট ধরালো। ওর হাবভাব জোকে অবাক করে দিচ্ছিল। কি হয়েছে সোফিয়ার, তবে কি সে কোন খবর পেয়েছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সোফিয়া বলল, আমি 'বিউরিভেজ হোটেল' থেকে আসছি। একটি মহিলা ফোনে আমায় সেখানে দেখা করতে বলেছিলেন।

কি উদ্দেশ্যে?

সোফিয়া বলল, তুমি জাননা লুসিল যখন আমাদের ঘরে এসেছিল সেই ছবি একজন ফটোগ্রাফার তুলেছে।

জানি।

জান, কে বলেছে।

ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স। ওনার সঙ্গে আমার আজ সকালে কথা হয়েছে।

কি বলেছেন?

লুসিলের খবর জানতে চাইছিল।

তুমি কি বললে।

আমি বলেছি, আমার সঙ্গে একবার সমুদ্র-সৈকতে দেখা হয়েছিল।

আর।

ওর নেকলেসটার কথা।

কি বলেছ তুমি।

যা দেখেছি। একটু পরে জো বলল, জান আমি একটা ভুল করছি।

কি ভুল করেছো জো।

আমি যখন সৈকতভূমিতে দেখেছিলাম তখন ওর গলায় নেকলেস ছিল না। যখন ও আমার ঘরে এসেছিল তখন পড়ে এসেছিল। কিন্তু আমি বলেছি ওর গলায় নেকলেস ছিল।

সর্বনাশ।

তবে ভয় নেই, আমি পরে বলেছি ওর গলায় দেখিনি। কথা বলতে বলতে নেকলেসটা পড়ে গেছিল। আমি তুলে দিয়েছি। তখন দেখেছি।

সোফিয়া চুপ হয়ে গেল।

কি চিন্তা করছ, জো বলল সোফিয়াকে। জো জিজ্ঞাসা করল, ফটোগুলো দেখেছ?

হ্যাঁ, ছবিগুলোর কপিও আমাকে দিয়েছে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝার জন্য।

কথা বলতে বলতে সোফিয়া জোর দিকে খামটা এগিয়ে দিল।

খামটা নিতে নিতে জো জিজ্ঞাসা করল, কি বলতে চায় সে।

বুঝতে পারছনা। টাকা চায়।

মানে, ব্ল্যাকমেল, জোকে অসম্ভব রুক্ষ দেখায়।

সেরকমই তো মনে হচ্ছে আমি কাল সকাল অবধি সময় নিয়েছি। আমি যদি তার শর্ত মেনে না নিই, তবে সে ছবিগুলো পুলিশের হাতে তুলে দেবে।

কত টাকা চেয়েছে।

টাকা নয়। আমার হীরের নেকলেসটা।

নেগেটিভগুলো?

ওগুলো সে বেচবে না।

খুব চালাক। দেখি কি করা যায়।

জো উঠে দাঁড়ালো। কালো কাঁচের চশমার আড়ালে জোর চাউনির অর্থ সোফিয়া বুঝতে পারে না।

বলো আমি এখন কি করব। আমি তো আগামীকাল নটা পর্যন্ত সময় নিয়েছি।

ঠিক আছে। আগামীকাল নটা বাজতে এখন অনেক দেরী। তবে আমার মনে হয় এব্যাপারে তোমার নেকলেস কাজে লাগবে না।

জো।

ভয় পেওনা। আমাকে বিশ্বাস করো। আমি আগামীকাল নটার আগেই আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব তোমাকে।

কথাটা বলে জো বেরিয়ে গেল।

সোফিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

।। আট ।।

ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স 'বিউরিভেজ হোটেলে' যখন পৌঁছোলেন তখন সমস্ত হোটেলটা অন্ধকারে ডুবে আছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব।

ইন্সপেক্টরের গাড়ি থামতেই গুইডেট হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন। গুইডেট ও মিঃ লিমন্টের ওপর এদিক্‌কার দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল। তারা মিঃ কারকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছিল। কিন্তু এর মধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেছে। এমন ঘটনা যে [illegible] কেউ টেরও পায়নি।

ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স গুইডেটের দিকে এগিয়ে গেল। গুইডেটের হাতে একটা বাতি জ্বলছে। বাতির আলোয় ইন্সপেক্টর চারদিক দেখে নিলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো অন্ধকার কি করে হলো।

মেন সারকিটে মনে হয় গণ্ডগোল হয়েছে। হঠাৎ আলো নিভে গেছে।

কখন?

আমরা যখন মিঃ কারকে ধরার জন্য ওত পেতে বসে আছি, তখন হঠাৎ ওপরে থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। গিয়ে দেখি মিসেস ব্রোসেটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমরা দরজা আটকাবার আগেই আলো নিভে যায় এবং মিঃ কারকেও মৃত অবস্থায় দেখতে পাই।

ইন্সপেক্টার ডিভারুক্স কথাগুলো মন দিয়ে শুনে গুইডেটের সঙ্গে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল। ওপরে উঠতে উঠতে মিঃ কারের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ইন্সপেক্টর।

লোকটা মনে হয় আত্মহত্যা করেছে। ইন্সপেক্টর ঠোটটা বাঁকালেন। তারপর গুইডেটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি করে বুঝলেন।

আমরা ওকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছি। গুইডেট উৎসাহের সঙ্গে জানালো, প্লাজা হোটেলের ত্রিশ নম্বর স্যুট থেকে যে দড়িটা চুরি গিয়েছিল সেই দড়িতেই মিঃ কার আত্মহত্যা করেছে।

কথাটা শুনে ইন্সপেক্টর সোজা হয়ে বসলেন। ত্রিশ নম্বর স্যুট থেকে দড়িটা যে চুরি গেছে এটা তার মাথায় ছিল। এই নিয়ে তিনি হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে কথাও বলেছেন। তিনি হোটেলের চারিদিকে কড়া পাহারাও দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে গুইডেটের পাওয়া সংবাদ রহস্য আরো বেড়ে যায়। তাহলে মিঃ কার আত্মহত্যা করেছেন। দড়িটা তাহলে তারই। আর একটা সূত্র তার মনে উঁকি দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আর কিছু কি পাওয়া গেছে যা আমাদের কাজে লাগবে।

মিঃ গুইডেট জানালেন, আমরা মিঃ কারের বডি সার্চ করে তার পকেট থেকে একটা পুঁতি পেয়েছি।

সেটা কোথায়?

পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। কোন চিঠি পাওয়া গেছে কি?

না কোন চিঠি পাইনি।

পাননি। ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স কিছু একটা চিন্তা করে নিয়ে বললেন, এই ধরনের আত্মহত্যায় লোকে কিছু চিঠি লিখে রেখে যায়। সেরকম কিছু নয়।

না, ইন্সপেক্টার।

ওরা ওপরে এসে দেখলেন সার সার মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। যেখানে মিঃ কারের মৃতদেহ রয়েছে সেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো।

ডিভারুক্স চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, এতো একেবারে অন্ধকূপ। এই কারণে এখানে সার্চ করে পাওয়া যায়নি তাকে। একবার মিঃ লিমন্টকে ডাকুন তো। ডিভারুক্স বললেন, কোথায় উনি?

ভেতরে আছে। এখুনি ডেকে আনছি।

মিঃ গুইডেট মিঃ লিমন্টকে ডাকতে গেলেন। সেই ফাঁকে ইন্সপেক্টর ভালো করে একবার কেসটা সাজিয়ে নিলেন। মিঃ কার আত্মহত্যা করেছেন বলে তার মনে হলনা। যিনি মিঃ কারকে হত্যা করেছেন, তার মধ্যে কোন রহস্য আছে, এর কারণ কি? কারণটা হল মিঃ কারই হল একমাত্র ব্যক্তি যিনি জানেন, লুসিলকে কে কখন কোথায় হত্যা করেছেন। আর এই হত্যাকারীও জানেন মিঃ কারই এই ব্যাপারটার একমাত্র সাক্ষী আর তার জন্যই তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে হত্যা করা হল। যাতে করে সবাই মনে করে এটা আত্মহত্যা।

এই সময় মোমবাতির আলোয় ডাক্তার ম্যাথুকে দেখা গেল, সঙ্গে লিমন্ট রয়েছে। ওনার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

ডিভারুক্স সহজভাবে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কিছু বুঝলেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এটাকে আমার মোটেই আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে না। কেউ তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখে গেছে।

ইন্সপেক্টর ডাঃ ম্যাথুকে আনন্দের সঙ্গে বললেন, আপনার ধারণাই সত্য।

কি করে বুঝলেন?

অস্বাভাবিক কিছু নয়। মিঃ কারের মাথার পিছনে ডানদিকে কেউ আঘাত করেছেন। ওই আঘাতের ফলে উনি মারা যান। তাই চিন্তা করছিলাম আঘাতটা লাগল কিভাবে? আর একথাও সত্য মিঃ কার লুসিলকে হত্যা করেনি।

এছাড়া লুসিলের গলায় হত্যাকারির যে নখের দাগ পাওয়া গেছে, সেরকম নখ মিঃ কারের নেই।

আর তাছাড়া।

ফিঙ্গার প্রিন্টের রিপোর্টে মিঃ কারের মিল নেই। বরঞ্চ পকেটে রাখা পুঁতির ফিঙ্গার প্রিন্টের সঙ্গে লুসিলের হত্যাকারীর ফিঙ্গার প্রিন্ট এক। তিনি মনে মনে বললেন।

ঠিক এটাই আমি অনুমান করেছিলাম। ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স বললেন, মাদাম ব্রোসেটি, ওর ব্যাপারে কিছু বললেন না।

ওকে দমবন্ধ করে মারা হয়েছে। এবং মারার আগে যে ধস্তাধস্তি হয়েছে দুজনের মধ্যে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ফিঙ্গার প্রিন্টের পরীক্ষা এখনও চলছে? এবার ডিভারুক্স লিমন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা আপনি তো সবসময় বাইরেই ছিলেন। বাইরে থেকে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছেন?

না।

ইন্সপেক্টর লিমন্টের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল মিঃ কার। তাই বাইরে থেকে ভেতরে কেউ আসছে কি যাচ্ছে, তা আমরা দেখিনি।

অপদার্থ সব। এই বুদ্ধি নিয়ে সব পুলিশের টিকটিকিগিরি করছ। যদি ক্ষমতা হাতে পেতাম তাহলে তোমাদের ব্যবস্থা করতাম। যতসব অকর্মার দল। ইন্সপেক্টরকে উত্তেজিত লাগছিল।

ডাঃ ম্যাথু আরো জানালেন যে লুসিলকে যে দড়িটা দিয়ে ফাঁস দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত সেই দড়িটা দিয়েই মিঃ কারকে মারা হয়েছে।

ইন্সপেক্টর কোন উত্তর না দিয়ে কথা বলতে বলতে হোটেলের বাইরে চলে এলেন। চারপাশে প্রচুর মানুষের ভিড়। সবাই আসল ঘটনা জানার জন্য উৎসাহী।

ওনারা পুলিশের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর ডিভারুক্সের সারা মুখে নতুন চিন্তার ছাপ। তিনি অন্য কিছু ভাবছেন।

সমস্ত পথ চিন্তা করতে করতে প্রথমেই তার মনে পড়লো—দড়িটার কথা। দড়িটা ত্রিশ নম্বর ঘর থেকে চুরি গেছে। এই ঘরে মিঃ মেরিল এ্যাডও ছিলেন, তিনি এখন প্যারিসে। এই ঘরেই পাওয়া গেছে লুসিলের নেকলেসের পুঁতি। এই ঘর থেকেই পর্দার লালরঙের দড়িটা চুরি গেছে। মিঃ কার ওই ঘরে যাননি। ওনার সঙ্গে মেরিল এ্যাডের দেখাই হয়নি। মিঃ কারের কাছে পাওয়া পুঁতির সঙ্গে প্লাজা হোটেলে পাওয়া পুঁতির হাতের ছাপ একদম মিলে গেছে। এটা সম্ভব হল কি করে? তিনি একটু চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে, যিনি লুসিলকে হত্যা করেছেন তিনি আত্মরক্ষার জন্য মিঃ কারকেও হত্যা করেছেন। কথাটা মনে হতেই তিন গুইডেটের দিকে তাকালেন।

স্যার কিছু বলবেন?

আচ্ছা, আপনি গতকাল আমায় একবার বলেছিলেন, মিঃ জোকে সকালে ত্রিশ নম্বর স্যুটের দিকে যেতে দেখেছেন।

হ্যাঁ। আমি নিজে চোখে দেখিনি, তবে খবরটা সেরকমই আছে।

ইন্সপেক্টর আর একবার তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মিঃ জো ডোনাল ত্রিশ নম্বর স্যুটে কতক্ষণ ছিল জানেন?

প্রায় দশ মিনিটের মতো ছিল।

মিঃ মেরিল এ্যাড কি প্যারিসে চলে গেছেন। ওনার তো সকালে যাওয়ার কথা ছিল।

ইন্সপেক্টর চোখ বুজে চুপ করে মনে মনে চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, ওই একটাই ভুল হয়ে গেছে।

কি ভুল স্যার?

ইন্সপেক্টর কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে শুনে তাকিয়ে রইলেন। তিনি যে কিছু চিন্তা করছেন বোঝা গেল। গাড়ি চলছে। সারা পথ কোন কথা বললেন না। শুধু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু ধোঁয়া ছাড়ছিলেন পাইপ দিয়ে।

আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাঁর সন্দেহের লক্ষ্য একমাত্র জো ডোনাল। কিন্তু সে মিঃ ফ্লোয়েড ডোনালর একমাত্র পুত্র। তাকে ধরবেন কি করে। ইন্সপেক্টরের হঠাৎ মনে পড়লো, যখন তিনি কথাবার্তার জন্য জো ডোনালকে ডেকেছিলেন তখন জো ডোনাল লা বুল ডিরো হোটেলের একটি মেয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল। ফোন নাম্বারটা তিনি লিখে রেখেছেন। ইন্সপেক্টর ডিভারুক্সের যতদূর মনে পড়ে ঐ টেবিলে জো ডোনালর পর আর কেউ ফোন করেনি, তাই এক্ষুনি যদি ছবি তোলা যায় তাহলে টেলিফোন থেকে জো ডোনালর ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া যেতে পারে।

কথাটা চিন্তা করতেই ইন্সপেক্টর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার খাতায় জো ডোনালই এখন সন্দেহজনক।

প্লাজা হোটেলের সামনে গাড়ি থামতেই ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স লাফিয়ে নেমে ছুটে চলে গেলেন পুলিশ অফিস ঘরের দিকে।

।। নয় ।।

জো ঘরে আসতেই সোফিয়া তার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। জোর চোখের কালো-চশমা দেখে বোঝার উপায় নেই---সে কি বলতে চায়। চোখ তো মনের আয়না। সেই চোখকেই আড়াল করে রাখে জো। সোফিয়া লক্ষ্য করতে পারে না। জো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সোফিয়া জিজ্ঞেস করলো, কি হলো?

জো সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সব ব্যবস্থা করেছি।

কি ব্যবস্থা?

ভয় নেই। সব ছবি আমার হাতে।

মানে।

আমি নেগেটিভ অবধি পুড়িয়ে দিয়েছি।

আমাদের সমস্ত সম্মান তোমার ওপর নির্ভর করছে। ওই মহিলা ভীষণ সাংঘাতিক।

জো সোফিয়ার কথা শুনে হাসলো। ওই হাসি সোফিয়ার সন্দেহজনক লাগল। সোফিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি আবার খুন করেছ?

জো উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকল।

জো তুমি কাকে খুন করেছ? সোফিয়া অনেকবার জিজ্ঞেস করলো। জো উত্তর না দিয়ে সোফিয়াকে অগ্রাহ্য করে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সোফিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথায় কিছু আসছিল না। জো যে আবার কি করেছে বুঝতে পারল না। তবে সে বুঝতে পারে জো সাংঘাতিক কিছু একটা করেছে। ভয় তাকে ঘিরে ধরেছে। কিছুতেই জোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা খুনের হাত থেকে বাঁচতে সেকি আবার খুন করল।

সোফিয়া বাথরুমে গিয়ে স্নান করল।

জো নিজের ঘরে পায়চারি করছিল। বাথরুম থেকে জলের শব্দ পেতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলো। তার মনে হলো সোফিয়াকেও সরিয়ে ফেলা দরকার. জো বাথরুমের দরজায় চোখ রেখে সোফিয়ার উলঙ্গ দেহটা দেখতে পেলো। চোখের পাতা পড়ছে না।

কে?

অবাক কাণ্ড সোফিয়া যে এত সুন্দরী তা জো অনুভব করতে পারেনি। নারীর এই রূপ লাবণ্য জো আগে কখনও অনুমান করেনি। যেন সাদা পাথরের মূর্তি। বাথরুমের ফোয়ারার জলে ধোওয়া

ফিয়া নগ্ন শরীরটা যেন আরো রমনীয় হয়ে উঠেছে। সে শুধু তাকিয়ে দেখে। সে নিজের কাজের কথা ভুলে যায়। সোফিয়া দেখতে পায় না। জোকে এক আশ্চর্য অনুভূতি ঘিরে ধরে। জো যে কতক্ষণ ধরে এরকম ছিল তার মনে নেই।

হঠাৎ আওয়াজ পেতে দুজনেই চমকে ওঠে। জোর মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল বাথরুমের দরজায়। সোফিয়া তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে কিছু বলতে যাওয়ার আগে থমকাল। দেখলো জো ক্ষুধার্ত হায়নার মতো তার দিকে এগিয়ে আসছে। সোফিয়া ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়।

জো।

চেঁচামেচি করে কোন লাভ নেই। জোর হাতে একটা বড় পেপার ওয়েট। সোফিয়া চমকে ওঠে। কিন্তু সেও দেরী করে না। বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে রাখা রিভলবার সে উঁচিয়ে ধরে। কিন্তু সে তো ব্যবহার জানে না। ফ্রোয়েড ডোনাল তাকে রিভলবারটা কাছে রাখার জন্য দিয়েছিলেন। এত দিন সে কাজে লাগায়নি।

আসলে দরকার লাগেনি। তবুও সে রিভলবার সঙ্গেই রাখতো। জোকে সে সবসময় সন্দেহ করত এবং তার চোখের ওই কালো চশমা তাকে বুঝতে দেয়না সে কি চায়।

আজ বাথরুমে ঢোকার সময় রিভলবারটা সঙ্গে এনেছিল। এরকম যে হবে, এই ধারণা তার ছিল।

ভবিষ্যতটা কি হবে এটা বুঝতে পারার ধারণা তার বরাবরই ছিল। ডোনালও জানত। শুধু জানে না জো। সোফিয়ার কাছে গোপন রিভলবার দেখে সে চমকে উঠলো। সোফিয়া উঁচিয়ে ধরা মাত্রই সে থমকে গেল। সোফিয়া কম্পিত স্বরে বললো, আর এগিও না বলছি।

কয়েক মিনিট। জো পেপার ওয়েটটা সোফিয়ার দিকে ছুঁড়ে মারতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সোফিয়ার মুখটা জলের মধ্যে চেপে ধরল জো। কিছুক্ষণের মধ্যে সোফিয়া নিস্প্রাণ হয়ে গেল। জো তাড়াতাড়ি রিভালবারটা তুলে নিল।

এই সময় দরজায় চাবি খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাবা আসছেন। তাড়াতাড়ি জো সোফিয়ার শরীরটা এমনভাবে জলের ট্যাঙ্কে রাখল যেন সে নিজেই পড়ে গেছে মনে হয়। জো তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে চিৎকার করে উঠল। দেখে মনে হয় সোফিয়ার পড়ে যাওয়াতে সে উতলা হয়ে উঠেছে।

জোর চিৎকার শুনতে পেয়ে মিঃ ফ্রোয়েড ডোনাল ছুটে এলেন। সোফিয়াকে বাথরুমের মধ্যে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে জোকে ডাক্তার ডাকতে বলল।

জো বাবার কথা শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

নিজেদের স্যুট থেকে হোটেলের ডাক্তারকে ফোন করে সেইরকম ব্যস্ততায় বাথরুমে ফিরে এলো।

ডোনাল সোফিয়ার গায়ে কোনরকমে পোষাক পড়িয়ে কোলে করে নিয়ে এলো ঘরে। জোও পেছন পেছন এলো।

সোফিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডোনাল তাঁর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করছিল। ডোনাল জোকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা পড়ে গেল কি করে?

জো বলল, আমি ঠিক জানিনা। তবে ওনার পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েই আমি ছুটে এসেছি। ডোনাল আর কথা না বলে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে হোটেলের ডাক্তার এসে গেলেন। জো অচৈতন্য সোফিয়ার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারের কথা শুনছিল সে। সোফিয়া কি মারা গেছে। সে মারা যাক, জো তাই চায়। দেখে শুনে ডাক্তার বললেন, ভঁয়ের কোন কারণ নেই মিসেস সুস্থ হয়ে উঠবেন। ওর বিশ্রামের প্রয়োজন।

মিঃ ডোনাল খুশি হলেন। কিন্তু জো খুশি হতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সোফিয়া বেঁচে যাবে। ওকে বাঁচাতে জো চায়না। ও যাতে মরে যায় সেটাই চেয়েছিল জো। লুসিলের মৃত্যুর সমস্ত সাক্ষীকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ও যদি বেঁচে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বাবাকে বলে দেয়, চিন্তা করতে গিয়ে এই প্রথম ভয় পেল জো। তাড়াতাড়ি

নিজের ঘরে ঢুকে সোফিয়ার রিভলবারটা পকেটে পুরে নেয়। তারপর ফ্রোয়েড ডোনালর ঘরে ঢুকে দেখে ফ্রোয়েড অসুস্থ সোফিয়ার মাথার কাছে বসে আছে। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ফোয়েড ডোনালর মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়।

এদিকে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজগুলো শেষবারের মতো দেখে নিলেন ডিভারুক্স। ঠোটের ফাঁক থেকে মোটা পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাতের কলমটা নাড়তে থাকে।

কিছুক্ষণ আগে পুলিশের ফটোগ্রাফার ছবি তুলে জো ডোনালের ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিভারুক্সের কাছে দিয়ে গেছে।

সাদা কাগজের ওপর জো ডোনালের নামটা লিখে চারদিকে কলম বোলালেন। এখন জোকে তার প্রয়োজন।

মিঃ গুইডেট টেলিফোন করে জেনেছেন, জো এখন বাড়িতে নেই। এখন মিঃ ফ্রোয়েড ডোনাল ও তার স্ত্রী আছেন।

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। জো তাহলে কোথায় গেছে। কিছুক্ষণ আগেও তো ছিল। ইন্সপেক্টর টেলিফোনে জোর বিষয়ে হোটেল ক্লার্কের কাছে জানতে চাইলে, সে বললো এ বিষয়ে কিছু বলা তার পক্ষে অসম্ভব। তবে সম্ভবত তার স্যুটে থাকাই স্বাভাবিক। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি মিস্টার স্টোনকে ফোন করলেন। তিনি জানালেন, এইমাত্র তিনি তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। স্টোন আরও জানাল হয়ত সে কাছাকাছি কোথাও মাছ ধরতে গেছে এখুনি ফিরে আসবে।

মাছ ধরতে।

হ্যাঁ, মাছ ধরাটা তাব চিরদিনের অভ্যাস। টেলিফোন নামিয়ে ইন্সপেক্টার মিঃ গুইডেটের দিকে তাকালেন।

গুইডেট বলল, আমি কি একবার লোকজন নিয়ে খুঁজে দেখব।

ইন্সপেক্টর একটু চিন্তা করে বললেন আপনি ওর লাইনটা আমাকে ধরে দিন, আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। গুইডেট লাইনটা ধরে ডিভারুক্সের হাতে তুলে দিলেন।

হ্যালো, ফ্রোয়েড ডোনাল বলছি।

নমস্কার আমি ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স। আপনার সঙ্গে দেখা করে একবার কথা বলতে চাই। আপনার কি সময় হবে।

এক্ষুনি।

হ্যাঁ, খুব প্রয়োজন।

মানে আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ, তাই বলছিলাম—

কি হয়েছে ওনার?

আমি বলতে পারছি না কি হয়েছে। তবে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল।

প্রেসার আছে?

না।

কিভাবে পড়ে গিয়েছে জানেন আপনি?

না, তবে আমার ছেলে দেখেছে। ও জানে।

জো।

হ্যাঁ। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি, ইন্সপেক্টর।

আমি আপনার বেশি সময় নষ্ট করব না। খুব দরকার বলেই ফোন করলাম। অগত্যা মিঃ ফ্রোয়েড আর আপত্তি করলেন না। তাড়াতাড়ি রিসিভার নামিয়ে তিনতলার সাতাশ নম্বর স্যুটে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন।

মিঃ ফ্রোয়েড ডোনাল দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডিভারুক্সকে নিজের ঘরে নিয়ে বসালেন। কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো।

জো ডোনালের খোঁজে এসেছি। তিনি এখন ঘরে নেই?

না।

গথায় গেলেন বলতে পারেন।

। জানিনা। তবে আমার স্ত্রী অসুস্থ হওয়াতে ওকে খুব অস্থির মনে হল। ও তাই বেরিয়েছে একটু। এখুনি আসবে। কিন্তু কেন বলুন তো? ফ্লোয়েড জিজ্ঞাসা করল।

ওকে আমাদের খুব প্রয়োজন।

ব্যাপারটা কি।

লুসিলের হত্যার বিষয়ে তাকে আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।

মানে!

ফ্লোয়েড চমকে উঠে তাকালেন। ডিভারুক্স কথা বলতে বলতে ক্ষুধার্ত শিয়ালে মত শিকারের খোঁজে চারিদিকে দেখছিল। তবু তিনি সোজা ভাবে বললেন। সকালে উনি কতকগুলো স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, সেগুলো একটু খটকা লাগছে। সেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব, তাই।

আপনারা কি ওকে সন্দেহ করেন?

ঠিক তা নয়, আবার সন্দেহ মুক্তও হতে পারছি না। হঠাৎ ডিভারুক্সের লক্ষ্য পড়ল টেবিলের নীচে পড়ে থাকা একটি মেয়েলি হাতব্যাগের ওপর। মনে পড়ে গেল, মিঃ সারির স্টেটমেন্ট—লোকটা লুসিল বালুর খুব কাছের লোক। সে তার বিষয়ে অনেক কিছু জানে। সেই লুসিল বালুর হাতব্যাগের কথা বলেছিল। মিঃ সারিই ব্যাগটা তাকে দিয়েছিল। পাতলা ছোট্ট ব্যাগ, সোনালি চুমকি বসানো। সৌখিন এই ব্যাগে লুসিল তার সাজগোছের জিনিস রাখত। এটা সেই ব্যাগ নয় তো? ইন্সপেক্টরের কৌতূহল বাড়ছিল। তিনি নীচু হয়ে দেখছিলেন। ব্যাপারটা দেখে মিঃ ডোনাল জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কিছু খুঁজছেন?

হ্যাঁ, লুসিলের হাতব্যাগটা।

হাত ব্যাগ! কোথায়?

এই যে, বলে ইন্সপেক্টর ব্যাগটা তুলে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আর ঘর-সার্চ করতে আপত্তি করবেন না নিশ্চয়ই।

ফ্লোয়েড বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। তার কিছু বলার নেই। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কথা বলতে পারলেন না। অস্পষ্ট গলায় বললেন, বেশ সার্চ করতে চান করুন। তবে আমার ছেলে তো আমায় কিছু লুকায় না। তার গোপনীয়তা বলে কিচ্ছু নেই। এটা আপনাদের নিছক সন্দেহ।

ধন্যবাদ, আপনাকে।

গুইডেটকে ডাকলেন ইন্সপেক্টর। গুইডেট ঘরে আসতেই ইন্সপেক্টর বললেন, মিস্টার মারিকে খবর দিন, আর সবাইকে বলুন ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সার্চ করতে। আর ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে।

গুইডেট তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

ডিভারুক্স ডোনালর দিকে তাকাতেই ডোনাল বললেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আপনি কি বুঝতে চান?

নিশ্চয়ই!

ডিভারুক্স বললেন, আপনি শুনলে দুঃখ পাবেন। আপনার ছেলে লুসিলের হত্যাকারী।

মানে?

মিঃ ফ্লোয়েড ডোনাল তাকাতেই ডিভারুক্স বললেন, আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। কথাটা সত্যি।

আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কি ব্যাপার বলুন তো। আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলুন।

নিশ্চয়ই বলব। তার আগে আমার কাজগুলো পরীক্ষা হয়ে যাক। ওরা এলেই বলব।

এর মধ্যেই মিঃ গুইডেট সারিকে নিয়ে ঢুকল। ওদেব চোখেমুখে সাফল্যের ছাপ।

কি হল?

আপনার ধারণাই সত্য। এতটুকু সন্দেহ নেই। ডিভারুক্স অভিজ্ঞ হাসি হাসলেন মিঃ ডোনালর দিকে চেয়ে। মিঃ ডোনাল অবাক হয়ে বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমাকে একটু খুলে

বলুন।

আপনি যদি শুনতে চান তো আমি বলতে পারি। কিন্তু এটা খুবই খারাপ খবর।

তাহোক আমি শুনবই।

শুনুন তাহলে।

ডিভারুক্স প্রথম থেকে ঘটনাটা বলতে আরম্ভ করলেন। মিঃ ডোনাল সিগারেট ধরালেন।

ডোনাল সমস্ত ঘটনাটা শুনে ভীষণভাবে ভেঙে পড়লেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি উত্তেজিত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন এবং বললেন এটা কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে।

ইন্সপেক্টর বললেন, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে দু-দুটো খুনের আসামী। তার ফিঙ্গার প্রিন্ট তাই বলছে। একটা খুনের জন্যে হয়ত আরও একটা খুন হতে পারে।

ডোনাল কোন কথা না বলে শুধু বললেন, এতকিছু ঘটনা ঘটে গেল আর আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

ইন্সপেক্টর শুধু হাসলেন।

সোফিয়ার জ্ঞান ফিরেছে রাত আটটা বাজার কিছুক্ষণ আগে। এখন সে বিপদমুক্ত। আর ভয় নেই ডাক্তার বলেছেন।

ডোনাল অস্থির চিত্তে বসেছিলেন। এমন সময় সোফিয়ার ঘর থেকে তার ডাক এলো।

মিঃ ডোনাল সোফিয়ার মাথার কাছে বসলেন এবং মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, কিছু বলবে!

হ্যাঁ, জো কোথায়?

মিঃ ডোনাল প্রথমটা চমকে উঠলেও খুব সহজভাবে বললেন, এখনো ফেরেনি সে।

সোফিয়া বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই এবং বলার খুবই দরকার।

বল কি কথা।

জোর কথা।

ডোনালর দিকে সোফিয়া তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ তারপর বলল, জো আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

মানে।

হ্যাঁ, আমি জানতাম ও আমাকে খুন করবে, তাই আগে থেকেই আমি তৈরি ছিলাম।

তোমাকে কেন খুন করতে চেয়েছিল ও?

কারণ ও যে লুসিলকে খুন করছে ওর ঘরে, একথা আমি জেনে ফেলেছিলাম তাই।

তুমি জানতে ও লুসিলকে খুন করেছে?

হ্যাঁ! শুধু তাই নয় ও নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রেস ফটোগ্রাফার মিঃ কারকেও খুন করেছে।

সোফিয়া।

আমি বলবই।

তুমি সুস্থ নও।

আমার জন্য চিন্তা না করে এখন আমাদের জোর কথা চিন্তা করা দরকার। সে আমার চেয়ে বেশী অসুস্থ। আমার ধারণা ওকে মুক্ত রাখা ঠিক নয়। তিনি অনুনয় করে মিঃ ডোনালকে বলেন, ওর মার অসুখ এখন ওকে ধরেছে। ওর মা তোমাকে খুন করতে না পেরে বিকারগ্রস্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেও মানসিকভাবে অসুস্থ। আমি কি ঠিক বলছিনা—বল ফ্রোয়েড।

ফ্রোয়েড সম্বিৎ ফিরে পান এবং চিন্তা করে দেখেন কথাগুলো সত্য।

সোফিয়া!

কোন কথা না বলে জোর খোঁজ কর। ওর কাছে আমার রিভলবার ও ধারাল অস্ত্র আছে। দেরী করলে বিপদ হতে পারে।

সোফিয়ার অনুরোধে ফ্রোয়েড ডোনাল ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

লা বুলা ডিরো হোটেলে, জো আর জিনেটি তখন সামনাসামনি বসে। জো জিনেটিকে বারবার

অনুরোধ করছিল তার সঙ্গে ভেনিসে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু জিনেটি তার বাবাকে ছেড়ে যেতে রাজী হচ্ছিলনা। জো বলল, তুমি নির্ভয়ে আমাকে বিশ্বাস করতে পার আমি তোমার বাবাকে দেখব। আমার কাছে এখন প্রচুর টাকা আছে। কোন অসুবিধে হবে না।

জিনেটি তবু নারাজ।

জো জিনেটিকে চুপচাপ থাকতে দেখে অস্থির হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল জিনেটি তাকে অবিশ্বাস করছে। সোফিয়ার মত সেও তাকে উন্মাদ ভাবছে। তার মুখচোখের পরিবর্তন হতে লাগল। কিন্তু কেন জিনেটি তাকে অবিশ্বাস করছে। সত্যিই কি আমি উন্মাদ। চিন্তা করতে গিয়ে তার মুখের রেখা কঠিন ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে জিনেটির দিকে এগিয়ে যায়। জিনেটি চিৎকার করে ওঠে। বলে তুমি সরে যাও। তুমি আমাকে ছোঁবেনা। জো বুঝতে পারে। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাই সে জিনেটিকে বলে, তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমি তোমায় সহ্য করতে পারছি না। এক্ষুনি তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

জিনেটি ভয় পেয়ে অসহায় চোখে জোর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে জো বলতে থাকে, ও তোমাকে ভালবাসে। দেখছ না কেমনভাবে তাকিয়ে আছে, এতো ভালবাসার সৃষ্টি। তুমি ওকে মেরো না। তোমার রিভলবার ওর ওপর প্রয়োগ কোরো না। পুলিশ সন্দেহ করলে তুমি ধরা পড়ে যাবে। তোমার সামনে সমূহ বিপদ।

সঙ্গে সঙ্গে জো চিৎকার করে ওঠে, তুমি এখুনি ঘরের বাইরে চলে যাও জিনেটি। না হলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ভয় পেয়ে জিনেটি ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে আসে।

ঠিক সেই সময় ইন্সপেক্টর ডিভারুক্স ফ্রোয়েডসহ গাড়ি থেকে নামলেন।

জিনেটিকে সামনে দেখে ইন্সপেক্টরের চিনতে ভুল হয় না। আগে দেখেছে তাকে।

জো কোথায়?

ভেতরে।

ফ্রোয়েড তাড়াতাড়ি ভেতরে যায়। ডিভারুক্স পিছনে পিছনে যায়। এই সময় ফ্রোয়েডকে একলা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। জোর হাতে ভয়ানক অস্ত্র আছে।

কোথায় জো।

পাগলের মতো মিঃ ডোনাল জোর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভেতরে যায়। কিন্তু কোন সাড়া পায় না।

কয়েক মুহূর্তে মাত্র। একটা প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে ওঠে মিঃ ডোনাল। সামনে একটা দরজা বন্ধ ঘর। সেই ঘর থেকেই আওয়াজটা এলো মনে হয়। মিঃ ডোনাল দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আবার আওয়াজ।

ডোনাল চিৎকার করে উঠলেন, জো। দরজাটা ঠেলতেই একরাশ বারুদের গন্ধ মাখা ধোঁয়া বেরিয়ে এল। ভিতরে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন মিঃ ডোনাল। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন।

ইন্সপেক্টর বুঝতে পারলেন ঘটনাটা কি ঘটেছে। তিনি এরকমই কিছু একটা ধারণা করেছিলেন। তিনি শুধু দরজাটা ভালো করে খুলে দিলেন। ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে ফেলেছে।

ইন্সপেক্টর দেখতে পান সেই ধোঁয়ার মধ্যে জোর রক্তাক্ত নিথর দেহটা পড়ে আছে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত